সূচিপত্র।

মহাকবি কালিদাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

কবিকুলশ্রেষ্ঠ কালিদাসের জীবনী-সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক বিবরণ অতি অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার মনোমুগ্ধকরী "শকুন্তলা," তাঁহার চিত্তবিনোদনকারী "রঘুবংশ" ও "কুমারসম্ভব," তাঁহার অনুপমেয় "মেঘদূত" কাল সমভাবে, সতেজ ও সম উজ্জ্বলতার সহিত বিরাজ করিতেছে, তাঁহার কীর্ত্তি জগতে এখনও স্থিরভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু তিনি নাই। আজ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত সভ্যজনপদের বিবিধ ভাষায় তাঁহার অতুলনীয় গ্রন্থাবলী অনুবাদিত হইয়া পঠিত হইতেছে, কিন্তু তিনি যে কি ছিলেন, কবে কোন্ দেশে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার স্থিরনিশ্চিত বিবরণ কেহ বলিতে পারেন না। কবিকুল-চূড়ামণি কালিদাসের জীবন-ইতিহাস সম্বন্ধে নানা পুস্তক রচিত হইয়াছে; ইংলণ্ডে, জর্ম্মণীতে ও ফরাসীদেশে এ বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিয়া নানা পণ্ডিত নানা পুস্তক রচনা করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ কিছু স্থির করিতে পারেন নাই।

এ দেশেও তাঁহার জীবনী-সম্বন্ধীয় কোন পুস্তক নাই, তবে এ সম্বন্ধে নানা দেশে নানারূপ গল্প প্রচলিত আছে। সেই সকল গল্পের কোন একটী অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ নানা পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ঐ সকল পুস্তকের বিষয় ঐতিহাসিক বিবরণ বলিয়া কোনমতেই গ্রহণ করিতে পারা যায় না; কিন্তু গল্পগুলি এতকাল ধরিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বাংশে প্রচলিত রহিয়াছে যে, ঐগুলিকেই তাঁহার জীবনী-সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক বিবরণ বলিয়া সাধারণের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

কালিদাসের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণন করিবার পুর্ব্বে তিনি কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাই আলোচনা করা আবশ্যক। কেহ তাঁহাকে খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয়, কেহ তৃতীয়, কেহ বা চতুর্থ, কেহ বা পঞ্চম ও কেহ বা ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়াছেন। কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন, এই-রূপ প্রসিদ্ধি আছে। বিক্রমাদিত্য নামে নানা রাজা নানা সময়ে উজ্জয়িনীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। কালিদাস কোন্ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। অনেক জর্ম্মণ পণ্ডিত ও তৎসঙ্গে ইংরাজ পণ্ডিত প্রিন্সেপ, উইলফোর্ট, এলফিন্‌ষ্টোন, মোক্ষমুলর ও টড প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। অনেকের বিশ্বাস, যে বিক্রমাদিত্যের শতাব্দীর বিংশ শতাব্দী চলিতেছে, কালিদাস তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন, কিন্তু সেটী ঠিক যুক্তিসঙ্গত নয় বলিয়া প্রতীতি হয়। শ্রীদেব নামক একজন পণ্ডিত বিক্রমচরিত নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বিক্রমাদিত্যের চরিত-বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কালিদাসের কোন উল্লেখ নাই। ভর্গদাজি নামক বোম্বাই প্রদেশের এক পণ্ডিত তাঁহাকে হর্ষবিক্রমাদিত্য নামক উজ্জয়িনীরাজের সভাসদ্ বলিয়াছেন; তিনি যে রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরদেশীয় ইতিবৃত্তের রাজা মাতৃগুপ্ত, তাহাও প্রমাণ করাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। যদি শকুন্তলা-প্রণেতা কাশ্মীররাজ মাতৃগুপ্ত হন, তবে তাঁহার সময়-নির্দ্ধারণ অনেক সহজ হইয়া পড়ে; কিন্তু মাতৃগুপ্তই যে কালিদাস, ইহার কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্থলবিশেষে কালিদাসের অন্যান্য নাম লিখিত আছে, কিন্তু মাতৃগুপ্ত কোথাও নাই। কেহ

মহাকবি কালিদাসের জীবনী লিখিবার কোন ইতিহাস বা প্রামাণ্য গ্রন্থ পাওয়া অসম্ভব। তবে যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাই সংক্ষিপ্ত ভাবে লিপিবদ্ধ করিলাম। ভবিষ্যতে যদি কোন মহাত্মা এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া মহাকবির জীবনী প্রণয়ন করেন, তবে বঙ্গ-সাহিত্যের অশেষ উপকার সাধিত হয়। সেই জন্য আমরা শীর্ষভাগে মহাকবির জীবনী বলিতে সাহসী হইলাম না।

সম্পাদক।

কেহ "কালিদাস" এই নাম দেখিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালী বা গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বলেন। উজ্জয়িনী-প্রদেশে এই নামের লোক দেখা যায় না, বিশেষতঃ কালী নামে শক্তিপূজার প্রচলনও ঐ প্রদেশে প্রাচীন কালে ছিল না। এতদ্ব্যতীত কালিদাস, ভোজ নামক রাজার সভাসদ্ও ছিলেন, এরূপ জনশ্রুতি আছে। কিন্তু ভোজ নামে নানা রাজা নানা দেশে নানা সময়ে রাজত্ব করিয়াছেন। তবে মালবদেশাধিপতি ভোজদেব নিজে সুপণ্ডিত ও পণ্ডিতগণের আশ্রয়দাতা ছিলেন। অনেকে বলেন, কালিদাস ইঁহারই সভাসদ্ ছিলেন। উৎকলদেশে একখানি পুস্তকে লেখা আছে যে, সেই দেশে ভোজ নামে এক নরপতি ছিলেন, তাঁহার সভায় কবি কালিদাস বাস করিতেন। এইরূপে নানা দেশের লোক কবি কালিদাসকে নিজের দেশের লোক বলিয়া পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। যদি মালব দেশের ভোজরাজার সভাসদ্ হন, তবে ঐ ভোজরাজা খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন, নানা গ্রন্থ ও খোদিত লিখন হইতে এইটী স্থিরীকৃত হইয়াছে।

নবরত্ন নামে নয় জন পণ্ডিত যে বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন, এ প্রবাদটী বহু প্রাচীন। খৃষ্টাব্দের দশম শতাব্দীতে বিরচিত, বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত একখানি খোদিত লিপিতে নবরত্নের উল্লেখ আছে। ঐ সময়ের বিরচিত শ্রীহর্ষপ্রণীত পুস্তকে কালিদাস-প্রণীত কুমারসম্ভবের উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে শ্রীহর্ষ প্রাদুর্ভূত হন। সুতরাং বলিতে হয়, তিনি ঐ সময়ের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত হর্ষচরিতপ্রণেতা বাণভট্ট খৃষ্টাব্দের ৭ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনিও তাঁহার পুস্তকে কালিদাসের প্রসঙ্গ করিয়াছেন, সুতরাং বলিতে হয়, কালিদাস ৭ম শতাব্দীরও পূর্ব্বের লোক। ৫০৭ শকাব্দা অর্থাৎ ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে বিরচিত খোদিত লিপিতে কালিদাসের নাম পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ঐ সময়েরও পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। ঐ সময়ের কত পূর্ব্বে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা স্থির নিশ্চয় করা সহজ কার্য্য নহে। বেবর প্রভৃতি বিখ্যাত জর্ম্মণ পণ্ডিত রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব গ্রন্থে জ্যোতিষসম্বন্ধীয় কয়েকটী কথা দেখিয়া নানা বিচার ও তর্কের দ্বারা তাঁহাকে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর লোক স্থির করিয়াছেন। এই সকল আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, তিনি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পর ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে কোন্ সময়, তাহা নিশ্চয় করিবার কোন উপায় নাই। তাঁহার আবির্ভূত হইবার সময়ই যখন এত অন্ধকারাবৃত, তখন তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় সকল কথাই যে বিস্মৃতির গভীর সাগরে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় স্থির বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়।

(১) তিনি চতুর্থ শতাব্দীর পরে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে আবির্ভূত হন।

(২) তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন।

(৩) বিক্রমাদিত্য নামে কোন রাজার সভায় সদস্য ছিলেন।

(৪) ঐ রাজা সম্ভবতঃ মালবদেশের ভোজরাজা অথবা উজ্জয়িনী নগরীর হর্ষরাজা। এই উভয় রাজারই নাম ও উপাধি বিক্রমাদিত্য ছিল।

(৫) বিক্রমাদিত্য যে কোন রাজার নাম নহে, উপাধি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

(৬) বিক্রমাদিত্যের সভায় নয় জন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন; এই নয়জনকে "নবরত্ন" বলা যাইত। কালিদাস এই নবরত্নের প্রধান রত্ন ছিলেন।

(৭) অমরকোষ-প্রণেতা অমরসিংহ, জ্যোতিষশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত বরাহমিহির ও ভবভূতি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নবরত্নের এক একটী রত্ন ছিলেন।

(৮) রাজা বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে বড় ভালবাসিতেন, রাজসভায় সকলেরই তিনি বড় প্রিয় ছিলেন, এতদ্ব্যতীত সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহার যশে পূর্ণ হইয়াছিল।

(৯) কেহ কেহ বলেন, শকুন্তলায় বিদূষকের চরিত্রে, তিনি নিজ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, এ কথা সত্য কি না বলা যায় না।

যাঁহার কবিতার মধুরতায় জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে, যাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে এক্ষণে দূরবর্ত্তী ইংলণ্ড ও জর্ম্মণদেশীয় পণ্ডিতগণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া শতমুখে গুণকীর্ত্তন করিতেছেন, ভারতের

গৃহে গৃহে যাঁহার নাম আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা পূজা করিতেছে, তাঁহার জীবনের কিছুই জানিতে না পারা আমাদের পক্ষে কি কম পরিতাপের বিষয়? সে কালিদাস আর নাই, সে উজ্জয়িনী আর নাই, সে বিক্রমাদিত্য আর নাই, সে ভারতবর্ষও আর নাই। হিন্দুর পর মুসলমান, মুসলমানের পর খৃষ্টান আসিয়াছে, সে কিছুই আর নাই; কিন্তু কালিদাসের সেই মনোমুগ্ধকরী শকুন্তলা প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রাজা বিক্রমাদিত্য ও সমস্ত ভারতবর্ষকে যেরূপ প্রীতি দান করিয়াছিল, আজও ঠিক তদ্রূপই করিতেছে।

বিবাহ।—আমাদের দেশে কালিদাস-সংক্রান্ত প্রবাদ। কথিত আছে যে, কোন দেশের রাজকন্যা তৎকালের প্রথানুসারে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যিনি পাণ্ডিত্যে তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিবেন, তিনিই তাঁহার পাণিগ্রহণে অধিকারী হইবেন। কেহ কেহ বলেন যে, এই রাজকুমারীর নাম "বিদ্যাবতী" ও ইনি গৌড়েশ্বরের একমাত্র কন্যা ছিলেন। ক্রমে ক্রমে দেশের সমস্ত মাননীয় পণ্ডিতগণ রাজকুমারীর নিকট পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন।

তখন তাঁহারা সকলে মিলিয়া যাহাতে এই সাহঙ্কারা, উদ্ধতা ও প্রগল্‌ভা রাজকুমারী পরাজিতা হন, সে বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা একটা ঘোর মূর্খের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ দিয়া তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা সকলে তাঁহাদের মনের মত একটী মূর্খ অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। বহুদেশ অনুসন্ধান করিয়াও সেরূপ আকাট-মূর্খ কোথাও পাইলেন না, অবশেষে হতাশ হইয়া যখন সকলে দেশে প্রত্যাগত হইতেছিলেন, সেই সময়ে পথিমধ্যে দেখিলেন. একটী গরিব ব্রাহ্মণ একটা গাছে বসিয়া ডাল কাটিতেছে। সে যে ডালে বসিয়াছিল, তাহারই গোড়া কাটিতেছিল। কিন্তু সেই ডাল কাটা হইলে সে যে সেই ডালের সহিত নিম্নে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তাহা তাহার চৈতন্য ছিল না। পণ্ডিতগণ এরূপ মূর্খ আর কোথাও দেখেন নাই, সুতরাং তাহার সহিত সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন।

ব্রাহ্মণ তাঁহাদের কথা ভাল বুঝিল না, সে এত মূর্খ যে, নিজের কথাই স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারিত না। পণ্ডিতগণ অনেক কষ্টে তাহাকে গাছ হইতে নামাইলেন এবং বহুকষ্টে তাঁহাদের মনের ভাব বুঝাইলেন। রাজকন্যালাভ হইবে শুনিয়া, গরিব ব্রাহ্মণপুত্রের আনন্দ আর ধরে না, হাসিয়াই আকুল। ব্রাহ্মণগণ তাহাকে যাহা যাহা করিতে বলিলেন, সে ঠিক করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। তখন ব্রাহ্মণগণ তাহাকে বুঝাইলেন,"তোমাকে রাজসভায় লইয়া যাইব। আমরা বলিব, তুমি আমাদের গুরু, তুমি একটী কথাও কহিবে না। আমরা প্রকাশ করিব যে, তুমি মৌনী, কোনরূপে কোন কথা কহিও না। কেবল রাজকন্যার সহিত যখন আমাদের তর্কবিতর্ক আরম্ভ হইবে,তখন তুমি মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার দিয়া উঠিবে। দেখিও, কোনমতে কথা কহিও না এবং কোনমতে হুঙ্কার দিতেও ভুলিও না।" গরিব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের বাক্যানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। তখন ব্রাহ্মণগণ সেই মূর্খকে লইয়া রাজসভার দিকে যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য, এই মূর্খ ই শেষে মহাকবি "কালিদাস" হইয়াছিলেন।

পণ্ডিতগণ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া মূর্খ কালিদাসকে মহাপণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "আমাদের গুরুদেব মৌনী, কথা কহিবেন না, আমরা রাজকন্যার সহিত বিচার করিব, আমাদের অথবা রাজকন্যার কোন ভ্রম-প্রমাদ হইলে, ইনি হুঙ্কার করিয়া তাহা জ্ঞাপন করিবেন।" সেইরূপই কার্য্য হইল। রাজকুমারী নানা সাজে সজ্জিত হইয়া যথাসময়ে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে বিচার আরম্ভ হইল। কালিদাস মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার দিতে আরম্ভ করিলেন। বিদুষী রাজকন্যা ক্রমে কালিদাসের হুঙ্কারে চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, যে যে স্থলে পণ্ডিতগণ ভুল বলিতেছেন, ঠিক সেই সেই স্থানেই কালিদাস হুঙ্কার দিতেছেন। পণ্ডিতগণ যে সকল স্থলের ভুল বুঝিতেছেন, কালিদাস অনায়াসে হুঙ্কার দ্বারা সেই সকল নিজে বুঝাইয়া দিতেছেন। এইরূপে ক্রমে রাজকন্যার বিশ্বাস জন্মিল যে, কালিদাস যথার্থই মহাপণ্ডিত; তথাচ তাঁহার পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা করিলেন। যখন সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলী পরাজয় স্বীকার করিলেন, তখন রাজকুমারী গুরুর পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে দুইটী অঙ্গুলী দেখাইলেন। মূর্খ কালিদাস ভাবিলেন যে, রাজকুমারী তাঁহার বিদ্যা

টের পাইয়াছেন ও তাঁহাকে দণ্ড দিবার জন্ত দুইটা অঙ্গুলী দেখাইয়া বলিতেছেন যে, তাঁহার দুই চোক গালিয়া দিবেন। তিনি অমনি প্রথমে এক অঙ্গুলী দেখাইয়া রাজকুমারীর মুখের উপর দুই অঙ্গুলী দেখাইলেন। মনের ভাব এই যে, যদি রাজকুমারী এক অঙ্গুলী দিয়া আমার চোক গালে, তবে আমি তাহার দুই চোকই দুই অঙ্গুলী দ্বারা গালিয়া দিব। কিন্তু রাজকুমারী বুঝিলেন অন্যরূপ। মহানন্দে রাজকন্তা কালিদাসের গলায় বরমাল্য প্রদান করিলেন; তখন চারিদিকে মহা আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। রাজা বিস্মিত হইয়া কন্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাকে কি পরীক্ষা করিলে, আমাকে বল?" রাজকুমারী বলিলেন, "আমি ইঁহাকে বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "বিশ্বকাণ্ডের আদি এক, কি দুই?" ইনি উত্তরে বলিলেন, "এক, কিন্তু দুই ভাবে অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষে ব্যাপ্ত।"

এইরূপে কালিদাসের সহিত রাজকুমারীর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গেল। পণ্ডিতগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল বলিয়া তাঁহারা মহানন্দে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। কালিদাসের বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িবে, এই ভাবিয়া রাজদণ্ডের ভয়ে তাঁহারা যথাসম্ভব সত্বরবেগে সে দেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

এদিকে রাত্রিকালে রাজকুমারী যখন কালিদাসের সহিত শয়নকক্ষে গমন করিলেন, তখন তাঁহার আর কালিদাসের বিদ্যাবুদ্ধি অবগত হইতে বিলম্ব হইল না। ঘোর মূর্খকে নিজ স্বামিত্বে বরণ করিয়াছেন দেখিয়া তিনি ক্রোধে, লজ্জায় ও দুঃখে একেবারে উন্মত্ত হইলেন, তাঁহার হিতাহিতজ্ঞান বিলুপ্ত হইল; তিনি পদাঘাত করিয়া কালিদাসকে গৃহ হইতে বহির্গত করিয়া দিলেন। কালিদাসের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। কাহার না লাগিত? অতি পাষাণেরও লাগিত। কালিদাস ঘোর মূর্খ বটে, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী যে মূর্খ বলিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন এবং এই জন্য তাঁহার প্রাণে বড়ই বেদনা অনুভূত হইল। তিনি চক্ষের জল চক্ষে মুছিয়া রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন; সে রাজ্যও পরিত্যাগ করিলেন। প্রথমে আত্মহত্যা করিয়া এই ঘোর-লজ্জার অপনোদন করিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু পরে ভাবিলেন, "সরস্বতী বিদ্যার দেবতা, তাঁহাকে ডাকিয়া বিদ্যালাভ করিব। দেখি, তাহা হয় কি না?" মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া কালিদাস বিদ্যাদেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার অন্য কাজ ছিল না, হৃদয়ে অন্য বাসনা অন্য কামনা কিছুই ছিল না, তিনি একমনে "মা সরস্বতীর" অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। দিনের পর দিন কাটিয়া গেল, সপ্তাহের পর সপ্তাহ গেল, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইল, কিন্তু বাগ্দেবীর দেখা নাই। কালিদাসও স্থিরপ্রতিজ্ঞ, কিছুতেই ছাড়িবার নহেন। "মা কৈ মা কৈ" বলিয়া তিনি নানা স্থানে উন্মত্তের ন্যায় ফিরিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে বাগ্দেবীর পাদপদ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, তাঁহার মন এই ব্যাপারে একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছে।

কালিদাসের বরলাভ।

অবশেষে মায়ের দয়া হইল। বাগ্দেবী দর্শন দিলেন; এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণকন্যার বেশে কালিদাসের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন;—বলিলেন, "বৎস! তুমি কাহার আরাধনা করিতেছ?" কালিদাস কহিলেন, "মা বীণাপাণির আরাধনা করিতেছি।" বৃদ্ধা বলিলেন, "তুমি কি চাও?" কালিদাস উত্তর করিলেন, "বিদ্যা। বিদ্যালাভ করিব বলিয়া তাঁহার আরাধনা করিতেছি।" বৃদ্ধা বলিলেন, "বিনা শিক্ষায় কে কবে বিদ্যালাভ করে? চেষ্টা কর, শিক্ষা কর, তবেই বিদ্যালাভ ঘটিবে।" তিনি বলিলেন, "দেখি, মা বিদ্যাদান করেন কি না?" 'তবে তাই কর' বলিয়া বৃদ্ধা প্রস্থানে উদ্যত হইলেন, পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তোমার ঐকান্তিকতা দেখিয়া আমি অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি। বিদ্যালাভ করিবার উপায় আমি তোমাকে বলিয়া দিতে পারি। এই পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া আইস।" কালিদাস জলে অবতীর্ণ হইলে বাগ্দেবী বলিলেন, "ডুব দেও, ডুব দিয়া যাহা পাও উঠাও।" কালিদাস ডুব দিয়া কিঞ্চিৎ কাদা তুলিলেন। বাগ্দেবী বলিলেন, 'কি তুলিয়াছ?' কালিদাস উত্তর করিলেন "পাক"। বীণাপাণি বলিলেন, "আবার ডুব দিয়া দেখ।" কালিদাস তাহাই করিলেন। বাগ্দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি তুলিয়াছ?" উত্তর হইল "পাঁক"। বীণাপাণি বলিলেন, "আবার ডুব দিয়া দেখ"।

কালিদাস আবার ডুব দিলেন। তখন সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি তুলিয়াছ?" এবার কালিদাস বলিলেন, "পদ্ম।" বীণাপাণি বলিলেন, "এবার আবার ডুব দেও, দেখ কি পাও।" কালিদাস ডুব দিয়া দুই হাতে দুইটী প্রস্ফুটিত পদ্ম লইয়া উঠিলেন, উঠিয়া সরোবরতীরে এক চমৎকার দেবীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন; সে রূপের বর্ণনা হয় না। মা বীণাপাণি এবার নিজ জগন্মোহিনীরূপে কালিদাসের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছেন, ইহা দেখিয়াই কালিদাস বলিলেন,—

পদ্মমিদং মম দক্ষিণ-হস্তে বামকরাণি চ
উৎপলমেকং ব্রূহি কিমিচ্ছসি কর্ষ সনালং।

এইরূপে অতি মনোহর ছন্দে কালিদাস দেবীর স্তব করিলেন। দেবী লজ্জিতা হইলেন এবং যুগপৎ প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বৎস! তোমার প্রতি আমি যেরূপ প্রীত হইয়াছি, তদ্রূপ কুপিতও হইয়াছি। তোমার প্রতি সদয় হইয়া আমি তোমাকে সকল বিদ্যায় মহাপণ্ডিত করিলাম। আজ হইতে তুমি আমার বরপুত্র, আজ হইতে তুমি জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হইলে, কিন্তু তুমি প্রথমে আমার চরণ দর্শন না করিয়া বদন দর্শন ও বর্ণন করিয়াছ, এ কারণ তোমার মৃত্যু বারবনিতালয়ে হইবে।" বলা বাহুল্য যে, কালিদাসের মৃত্যু সেইরূপেই হইয়াছিল।

কি কি পুস্তকে কালিদাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়?

সংস্কৃতজ্ঞ মহাপণ্ডিত কালিদাস কে? এ সম্বন্ধে ইউরোপে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহার বিবরণ।

(1) Weber's History of Indian Literature.
(2) Indian Antiquary for 1872.
(3) Professor Lasssen's Works.
(4) Elphinstone's History of India.
(5) Todd,s Rajasthan.
(6) Princep's Works on Indian Antiquities.
(7) Wilford's works.
(8) journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society 1861 pp 19-30 and 207-230.
(9) Dr. Bhou Daji on Kalidasa.
(10) Albercht Weber on Ramayana 8883 page 84.
(11) Journal Asiatique May 1844 Sep 1844 page 250
(12) Description Historiqui et Geographique del Indi par Jeffenthole vol 1.
(13) Journal of the Asiatic Society of Bengal vol XXXI PP 397, vol XXXI pp 93 § 101§ pp 104 § vol VII pp 736.
(14) Colebrook's Essays 1893 vol II pp 265.
(15) Translation of the London Congress of Orientalists 1876 pp 237-22.

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকখানি পুস্তকে কালিদাসের জীবনী-সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক বিবরণ আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু সেগুলির উল্লেখ এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। এই সকল পুস্তকে তিনি কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষের কিরূপ অবস্থা ছিল, সে সময়ে সংস্কৃত ভাষা কিরূপ পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল, কোন্ দেশে কোন্ রাজার রাজত্বকালে তিনি তাঁহার জগদ্বিখ্যাত নাটক ও কাব্য সকল রচনা করিয়াছিলেন, এই সকল তথ্যানুসন্ধান করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার এই ক্ষুদ্র জীবনীতে সে সকল বিষয়ের তর্কবিতর্ক অনুসন্ধান ও আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

তাঁহার জীবনের গল্পাংশ যে কেবল লোকের মুখে মুখে আছে, তাহা নহে, এ সম্বন্ধেও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। সারদামঙ্গল, বেতালপঞ্চবিংশতি, দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা বা বত্রিশসিংহাসন

প্রভৃতি নানাগ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধীয় নানা গল্প উল্লিখিত আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সকল গল্পের অধিকাংশ মিথ্যা হইলেও গল্পগুলির কিছু মৌলিকতা আছে। তাঁহার জীবনী-সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি মুখে মুখে এক পুরুষ হইতে অন্য পুরুষ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছিল, বোধ হয়, সেই সকল জনশ্রুতির উপর এই সকল গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

উপসংহার।

আমরা কালিদাস সম্বন্ধে দুইটী বিষয় জ্ঞাত হইয়াছি, একটী তাঁহার নাম, অপরটী তাঁহার গ্রন্থ। তিনি ও তাঁহার অনুপমের কাব্যই আমাদের আলোচ্য। পাঠকগণ! এই গ্রন্থাবলীর অভ্যন্তরে মহাকবির প্রতিভা দেখিতে পাইবেন। এই গ্রন্থাবলীর উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ভিন্ন আরও জ্যোতির্ব্বিদাভরণ, শক্রপরাভব, যাত্রিলগ্ন-নিরূপণ প্রভৃতি নানাগ্রন্থ তাঁহারই রচিত বলিয়া বিদিত। কিন্তু এক্ষণে বিশেষ আলোচনার পর স্থির হইয়াছে যে, এই সকল গ্রন্থ তাঁহার রচিত নহে। শকুন্তলা প্রভৃতি মহাগ্রন্থ যে লেখনী হইতে প্রসূত হয়, তাহা হইতে এ সকল গ্রন্থ রচিত হইতে পারে না।

জগতে তিন জন প্রধান শ্রেণীর মহাকবি ও নাট্যকার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত আর কাব্য ও নাটক রচনায় কেহ পূর্ণমনস্কাম হইতে পারেন নাই, এ কথা বলিলে বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। ভারতে কালিদাস, ইংলণ্ডে সেক্সপিয়ার এবং জারমানিতে গেটে। এই মহাকবি গেটে, কালিদাস-সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, দেখুন :—

Wouldst thou the young years blossoms
And the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed
Enraptured, feasted, fed ?
Wouldst thou the earth and heaven itself,
In one sole name combine
I name thee, O Sakuntala, and
All at one Is said.

মহাকবি কালিদাসের মদনভস্ম বর্ণনাটী একজন সুবিখ্যাত ইংরাজ-কবি কিরূপ সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন, পাঠগণ তাহাও দেখুন ;—

"Like the moon's influence on the sea at rest
Come Passion stealing over the hermit's breast
While the maiden's lips that mocked the dye.
Of ripe red-fruit he bent his melting eye.
And Oh how shaked the baby's love for him,
The heaving bosom and each quivering limb ?
Like young kadambas, when the leaf buds swell.
At the worm touch of spring they love so well.
But still with downcast eyes she sought the ground.
And durst not turn their burning glances round.
Then with strong effect Siva hulled a rest
The storm of passion in his troubled breast,
And seek with angry that round roll,
Whence came the tempest over his tranquil soul.
He looked and saw the bold archer stand,
His bow bent ready in his skilful hand.

Down towards the eye, h's shoulder well deprest
And the left foot thrown forward as a rest
Then was the hermit god to madness lashed.
Then from his eye red flames of fury fles flashed.
So changed the beauty of that glorious brow
Scarce could the gaze support its terror now.
Hark ! heavenly voices sighing thorugh the air.
Be calm great Siva, Oh be calm and spare !
Alas, the angry eyes' restless flashes
Have scorched the great king of love to ashes ! !"

মেঘদূত কাব্য-কাননের বিকসিত পত্র কোন সংস্কৃত বড় ইংরাজ পণ্ডিত অনুবাদ করিয়াছেন ।

"On Naga Nadis banks thy waters shed.
And raise the feeble jasmins languid head.
Grant for a while thy interposing shroud.
To where those damsels woe thy friendly cloud.
As while the garland's flowery stores they seek.
The scorching sunbeams tinge their tender cheek.
The air hung lotus fades and vain they chase
Fatigued and faint the drops that saw the face.
what tho' to northern climes thy journey lay
Crusent to track a shortly devious way.
To fair *Ujjaini's* palaces and pride
And beautious daughters turn awhile aside.
Those glancing eyes lightening looks unseen
Dark are thy days and thou in vain hast been.
Behold the city whose immortal fame
Glows In *Avanti's* or *Visala's* name ;
Renowned for deeds that worth and love inspire
And bards to paint them with poetic fire.
The fairest portion of celestial birth
Of *Indra's* paradise transferred to earth,
The last rewards to acts austere given
The only recompense then left to heaven.
Here as the early zephyrs waft along
In swelling harmoney. the wood and song,
They scatter sweetnes from the fragrant flower.
That joyful opens to the morning hour.
with friendly zeal they sport around the maid
Who early courts their vivifying' aid.
And cool from *Sipras'* mild waves embrace
Each-languid limb and ennervated grace."

মেঘদূত সম্বন্ধে একজন সুবিখ্যাত লেখক কি বলিয়াছেন দেখুন ;—

Among the shorter poems of Kalidasa. The best and sweetest is the *Megeaduta*, or *The Cloud Messenger*, the story is simple. A Yaksha is banished by royal order from his home for being too fond of his will and neglcting his duties. And in his exile he gazes on the dark cloud of the rainy season and bids it carry a message of love to his dear bloved at home. The lover indicates the way by which the cloud should proceed and the host describes the various parts of India from the Vindhyas to the Himalays mountains in verse, which for richness of fancy and melody of rythm ; has neverbeen excelled in the literature of the world.

এ দেশে নিম্নলিখিত শ্লোক বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে।

পুষ্পেষু জাতী, নারীষু রম্ভা, পুরুষেষু বিষ্ণুঃ, নদীষু গঙ্গা।
নৃপতিষু রামঃ কাব্যেষু মাঘঃ, কবি কালিদাসঃ॥

মহাকবি কালিদাসের জীবন-চরিত্র সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহা আমরা সংক্ষেপে বলিয়াছি। কালিদাস যে জগতের শ্রেষ্ঠ কবি, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন।

বশংবদ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

রঘুবংশম্

প্রথমঃ সর্গঃ

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে। জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ ॥ ১ ॥
ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক চাল্পবিষয়া মতিঃ। তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্ ॥ ২ ॥
মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্। প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥ ৩ ॥
অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ। মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ ॥ ৪ ॥
সোঽহমাজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কর্ম্মণাম্। আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবর্ত্মনাম্ ॥ ৫ ॥
যথাবিধিহুতাগ্নীনাং যথাকামার্চ্চিতার্থিনাম্। যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকালপ্রবোধিনাম্ ॥ ৬ ॥
ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্। যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্ ॥ ৭ ॥
শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্। বার্দ্ধকে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্ ॥ ৮ ॥
রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্বিভবোঽপি সন্। তদ্গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ ॥ ৯ ॥

আমি প্রচুররূপে শব্দ ও অর্থ-সম্পত্তি-প্রাপ্তির নিমিত্ত শব্দ ও অর্থের ন্যায় পরস্পর নিত্যসম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট, জগতের জনকজননীস্বরূপ শিব ও শিবানী এই উভয়কে ভক্তিসহকারে নমস্কার করি ॥১॥ সূর্য্য-বংশ অতিশয় মহত্তর, কিন্তু আমার জ্ঞানসম্পত্তি অতিশয় অল্প, সুতরাং আমি অজ্ঞান বশতঃ স্বল্পতর সাধন দ্বারা মহত্তর কার্য্য সম্পাদন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বাস্তবিক যেন ভেলা দ্বারা দুস্তর সাগর পার হইবার বাসনা করিতেছি ॥২॥ বৃহৎ তরুশাখায় লম্বিত যে ফল উন্নত পুরুষগণ লাভ করিতে পারে, সেই ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত বাহু উত্তোলন করিলে বামন যেমন লোক-সমাজে উপহাসাস্পদ হয়, আমিও মূঢ়মতি হইয়া কবিদিগের যশঃপ্রার্থী হইতেছি ; সুতরাং তদ্রূপ উপহাসাস্পদ হইব, সন্দেহ নাই ॥৩॥ সূর্য্যসম্ভূত বংশের বর্ণনা অতিশয় দুষ্কর হইলেও এ বিষয়ের এক উপায় বিদ্যমান আছে, মহা-কবি বাল্মীক্যাদি প্রাচীন পণ্ডিতগণ ইহার প্রবেশদ্বার আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। হীরক দ্বারা ছিদ্র করিলে মণির মধ্যে যেরূপ সহজেই সূত্রের সঞ্চার হইয়া থাকে, বর্ণনীয় অংশে আমারও সেইরূপ গতি হইবে ; অর্থাৎ বাল্মীক্যাদি মহর্ষিগণের বিরচিত মহৎ আখ্যান-সমূহই আমার প্রধান সহায় হইবে ॥৪॥ রঘুবংশ অতিশয় বিশুদ্ধ এই বংশে যে সকল নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা জন্মকাল হই-তেই সংস্কারাদি ক্রিয়া দ্বারা বিশুদ্ধ এবং স্বস্ব প্রতাপবলে রথে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া দেবরাজের সহকারিতা করিতেন ॥৫॥ তাঁহারা বিধি অনুসারে অনলে আহুতি প্রদান এবং যাচকগণের অভিলাষানুযায়ী অর্থ প্রদান ও অপরাধ অনুসারে অপরাধীর দণ্ডবিধান এবং দানের নিমিত্ত অর্থসংগ্রহ তেন ও সত্যের নিমিত্ত পরিমিত বাক্য কহিতেন, যশের নিমিত্ত জয় এবং সন্তানের নিমিত্ত দার-রগ্রহ করিতেন ॥৬-৭॥ তাঁহারা শৈশবকালে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনকালে বিষয়-সম্ভোগ এবং বৃদ্ধকালে মুনিবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অন্তকালে যোগবলে অর্থাৎ পরমাত্ম-চিন্তায় দেহত্যাগ করিতেন ॥ ৮ ॥ রঘু-বংশের এই সমস্ত গুণ বর্ণনা করিবার নিমিত্ত আমার মন একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আমার বিদ্যাবুদ্ধি অল্প হইলেও সেই মহর্ষিবিরচিত প্রবন্ধ-সমূহের সাহায্যানুবলে আমি এক্ষণে সজ্জনগণের

তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্ব্যক্তিহেতবঃ। হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা॥ ১০॥
বৈবস্বতো মনুর্নাম মাননীয়ো মনীষিণাম্। আসীন্মহীক্ষিতামাদ্যঃ প্রণবশ্ছন্দসামিব॥ ১১॥
তদন্বয়ে শুদ্ধিমতি প্রসূতঃ শুদ্ধিমত্তরঃ। দিলীপ ইতি রাজেন্দুরিন্দুঃ ক্ষীরনিধাবিব॥ ১২॥
ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ। আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রো ধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ॥ ১৩॥
সর্ব্বাতিরিক্তসারেণ সর্ব্বতেজোঽভিভাবিনা। স্থিতঃ সর্ব্বোন্নতেনোর্ব্বীং ক্রান্ত্বা মেরুরিবাত্মনঃ॥ ১৪॥
আকারসদৃশপ্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ। আগমৈঃ সদৃশারম্ভ আরম্ভসদৃশোদয়ঃ॥ ১৫॥
ভীমকান্তৈর্নৃপগুণৈঃ স বভূবোপজীবিনাম্। অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ॥ ১৬॥
রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদামনোর্বর্ত্মনঃ পরম্। ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ॥ ১৭॥
প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ। সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥ ১৮॥
সেনা পরিচ্ছদস্তস্য দ্বয়মেবার্থসাধনম্। শাস্ত্রেষ্বকুণ্ঠিতা বুদ্ধির্মৌর্ব্বী ধনুষি চাততা॥ ১৯॥
তস্য সংবৃতমন্ত্রস্য গূঢ়াকারেঙ্গিতস্য চ। ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব॥ ২০॥
জুগোপাত্মানমত্রস্তো ভেজে ধর্ম্মমনাতুরঃ। অগৃধ্নুরাদদে সোঽর্থমসক্তঃ সুখমন্বভূৎ॥ ২১॥
জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্য্যয়ঃ। গুণা গুণানুবন্ধিত্বাত্তস্য সপ্রসবা ইব॥ ২২॥

সন্নিধানে রঘুবংশ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি॥ ৯॥ সদসদ্বিচারকর্ত্তা পণ্ডিতগণ (মৎকৃত) রঘুবংশ-প্রবন্ধ শ্রবণ এবং দোষ-গুণ বিচার করিবার যোগ্য পাত্র; কারণ, সুবর্ণের নির্দ্দোষতা বা সদোষতা অগ্নিতেই পরীক্ষা হইয়া থাকে॥ ১০॥ বৈবস্বত নামক সূর্য্যতনয় মনু, বেদ-সমূহের মধ্যে প্রণবের ন্যায়, সমস্ত নরপতি-বংশের আদিপুরুষ এবং তিনি উদারচরিত, মহাত্মা ও মহর্ষিগণের মাননীয় ছিলেন॥ ১১॥ ক্ষীর-সমুদ্র হইতে যেমন চন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই বিশুদ্ধ মনুবংশে অতি পবিত্র-দেহ রাজশ্রেষ্ঠ দিলীপ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন॥ ১২॥ তাঁহার দেহ শালতরুর ন্যায় বিশাল, স্কন্ধ বৃষের স্কন্ধের ন্যায়, বাহুযুগল আজানুলম্বিত, তাঁহার রাজকার্য্যক্ষম দেহ অবলোকন করিলে বোধ হইত, যেন ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম স্বকর্ম্ম-সক্ষমমূর্ত্তি (দিলীপের মূর্ত্তি) ধারণ করিয়াছেন॥ ১৩॥ তাঁহার দেহ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও বলবান্ ছিল এবং তিনি স্বীয় তেজঃ দ্বারা সকলকে অভিভূত করিতে সক্ষম ছিলেন। তিনি মেরু-পর্ব্বতের ন্যায় ভীমাকৃতি দ্বারা সমস্ত পৃথিবী আক্রমণ করিয়াছিলেন॥ ১৪॥ তাঁহার আকার সর্ব্বসুলক্ষণ সম্পন্ন ও সুগঠিত, বুদ্ধি আকারের অনুরূপ, শাস্ত্রজ্ঞান বুদ্ধির অনুরূপ, কর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞানের এবং ফলসিদ্ধি সেই কর্ম্মের অনুরূপ ছিল॥ ১৫॥ তিনি প্রতাপ ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি এই উভয়বিধ ভয়ঙ্কর ও কোমল নৃপগুণে বিভূষিত অর্থাৎ সমুদ্রে যেমন হিংস্র জলজন্তু আছে বলিয়া কেহ তাহার নিকটে যাইতে সাহস করে না, আবার রত্ন আছে বলিয়া সকলেই তাহার আশ্রয় লইয়া থাকে, সেইরূপ রাজা দিলীপ তেজ-প্রতাপাদি ভীম গুণ থাকায় আশ্রিত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ভয় করিত, আবার দয়া-দাক্ষিণ্যাদি কান্ত গুণ থাকায় সকলেই তাঁহার উপাসনা করিত॥ ১৬॥ সুনিপুণ সারথির রথচক্র যেরূপ পূর্ব্ব-চক্রপদ্ধতির রেখামাত্রও অতিক্রম করে না, প্রজাগণও তদ্রূপ তাঁহার শাসনপ্রভাবে মনুর প্রচলিত চিরাগত আচার-পদ্ধতির কিছুমাত্র অতিক্রম করিত না॥ ১৭॥ সূর্য্যদেব যেরূপ সহস্রগুণে কর প্রদান করিবার নিমিত্ত পৃথিবী হইতে রস গ্রহণ করেন, সেইরূপ তিনি প্রজাদিগের সুখসম্পত্তি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্তই তাহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন॥ ১৮॥ সেনাসকল ছত্রচামরাদির ন্যায় তাঁহার পরিচ্ছদ মাত্র ছিল, ফলতঃ প্রয়োজনসাধনের নিমিত্ত শাস্ত্র-সমূহে অপ্রতিহত-বুদ্ধি এবং শরাসনে সংযোজিত গুণই প্রধানরূপে কার্য্যকারী হইত॥ ১৯॥ তাঁহার মন্ত্রণা-সকল গোপনভাবে থাকিত, কোন ব্যক্তি আকার ইঙ্গিত দ্বারাও তাঁহার মনোগত ভাব অবগত হইতে পারিত না। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার যেমন কার্য্যদ্বারা অনুমিত হয়, সেইরূপ তাঁহার উপায়-প্রয়োগ-সকল ফল দৃষ্টে অনুমান করা যাইত॥ ২০॥ তিনি ভীত না হইয়া আত্মরক্ষা, আতুর না হইয়া ধর্ম্ম আচরণ, লুব্ধ না হইয়া অর্থগ্রহণ এবং একান্ত আসক্ত না হইয়া বিষয় সম্ভোগ করিতেন॥ ২১॥ জ্ঞান স্বত্ত্বেও মৌনাবলম্বন, ক্ষমতা স্বত্ত্বেও ক্ষমা, দান স্বত্ত্বেও শ্লাঘার অভাব; এইরূপে তাঁহার জ্ঞানাদি ও মৌনাদি গুণ পরস্পর-বিরুদ্ধ হইয়াও সহোদর

অনাকৃষ্টস্য বিষয়ৈর্বিদ্যানাং পারদৃশ্বনঃ । তস্য ধর্ম্মরতেরাসীদ্‌বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা ॥ ২৩ ॥
প্রজানাং বিনয়াধানাৎ রক্ষণাদ্ভরণাদপি । স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ ॥ ২৪ ॥
স্থিত্যৈ দণ্ডয়তো দণ্ড্যান্‌ পরিণেতুঃ প্রসূতয়ে । অপ্যর্থকামৌ তস্যাস্তাং ধর্ম্ম এব মনীষিণঃ ॥ ২৫ ॥
দুদোহ গাং স যজ্ঞায় শস্যায় মঘবা দিবম্‌ । সম্পদ্বিনিময়েনোভৌ দধতুর্ভুবনদ্বয়ম্‌ ॥ ২৬ ॥
ন কিলানুযযুস্তস্য রাজানো রক্ষিতুর্যশঃ । ব্যাবৃত্তা যৎ পরস্বেভ্যঃ শ্রুতৌ তস্করতা স্থিতা ॥ ২৭ ॥
দ্বেষ্যোঽপি সম্মতঃ শিষ্টস্তস্যার্ত্তস্য যথৌষধম্‌ । ত্যাজ্যো দুষ্টঃ প্রিয়োঽপ্যাসীদঙ্গুলীবোরগক্ষতা ॥ ২৮ ॥
তং বেধা বিদধে নূনং মহাভূতসমাধিনা । তথাহি সর্ব্বে তস্যাসন্‌ পরার্থৈকফলা গুণাঃ ॥ ২৯ ॥
স বেলাবপ্রবলয়াং পরিখীকৃতসাগরাম্‌ । অনন্যশাসনামুর্ব্বীং শশাসৈকপুরীমিব ॥ ৩০ ॥
তস্য দাক্ষিণ্যরূঢ়েন নাম্না মগধবংশজা । পত্নী সুদক্ষিণেত্যাসীদধ্বরস্যেব দক্ষিণা ॥ ৩১ ॥
কলত্রবন্তমাত্মানমবরোধে মহত্যপি । তয়া মেনে মনস্বিন্যা লক্ষ্ম্যা চ বসুধাধিপঃ ॥ ৩২ ॥
তস্যামাত্মানুরূপায়ামাত্মজন্মসমুৎসুকঃ । বিলম্বিতফলৈঃ কালং স নিনায় মনোরথৈঃ ॥ ৩৩ ॥
সন্তানার্থায় বিধয়ে স্বভুজাদবতারিতা । তেন ধূর্জগতো গুর্ব্বী সচিবেষু নিচিক্ষেপে ॥ ৩৪ ॥
অথাভ্যর্চ্চ্য বিধাতারং প্রযতৌ পুত্রকাম্যয়া । তৌ দম্পতী বশিষ্ঠস্য গুরোর্জগ্মতুরাশ্রমম্‌ ॥ ৩৫ ॥

তুল্য অবিরুদ্ধভাবে অবস্থিতি করিত ॥২২॥ তিনি বিষয়ে আসক্তিরহিত, বেদাঙ্গাদি সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন ; এই সমস্ত কারণে জরা ব্যতিরেকেও তাঁহার বার্দ্ধক্য (প্রবীণতা) ঘটিয়াছিল ॥ ২৩ ॥ প্রজাগণকে শিক্ষা প্রদান এবং তাহাদিগের রক্ষণ ও ভরণপোষণ করিতেন বলিয়া তিনিই তাহাদিগের যথার্থ পিতা ছিলেন, তাহাদের পিতা ও মাতা কেবল জন্মহেতুমাত্রই ছিল ॥ ২৪ ॥ মহারাজ দিলীপ লোকরক্ষার্থ দণ্ডনীয় ব্যক্তিগণের দণ্ডবিধান করিতেন এবং সন্তানোৎপাদনের নিমিত্তই দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার অর্থ ও বিষয়সম্ভোগ এই উভয়ই ধর্ম্মের অনুগত ছিল ॥ ২৫ ॥ তিনি যজ্ঞের নিমিত্ত পৃথিবী দোহন অর্থাৎ ধরাতলকে দ্রব্য ও অর্থশূন্য করিয়া ফেলিতেন, সুরপতি ইন্দ্রও তাঁহার রাজ্যে স্বর্গ দোহন অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ করিতেন, এইরূপে নররাজ দিলীপ ও দেবরাজ ইন্দ্র পরস্পর স্ব স্ব সম্পত্তির আদান-প্রদান দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী এই ভুবনদ্বয় পোষণ ও প্রতিপালন করিতেন ॥২৬॥ তিনি অন্যান্য রাজাদিগকে রক্ষা করিতেন, তাহাতে এই অখিল ভূমণ্ডলে তাঁহার বিপুল যশ প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্যে দস্যু বা তস্করাদির ভয় ছিল না, তস্করতা কেবল কথামাত্রেই ছিল, ফলতঃ কিছুমাত্রই চৌর্য্যকার্য্য সংঘটিত হইত না ॥ ২৭ ॥ শিষ্ট ব্যক্তি শত্রুপক্ষীয় হইলেও রোগীর ঔষধের ন্যায় তাঁহার প্রিয়পাত্র ছিল, আর প্রিয় ব্যক্তি দুষ্ট হইলেও সর্পদষ্ট অঙ্গুলীর ন্যায় তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিতেন, ফলতঃ শিষ্টব্যক্তি তাঁহার বন্ধু এবং দুষ্ট ব্যক্তি তাঁহার শত্রু ছিল ॥ ২৮ ॥ বিধাতা যে যে উপাদানে পঞ্চভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন, নিশ্চয়ই সেই মহত্তর উপাদান-সমূহ দ্বারা তাঁহাকেও সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই হেতু তাঁহার মহৎ গুণ সমস্ত পরপ্রয়োজনসাধনের নিমিত্তই হইয়াছিল ॥ ২৯ ॥ মহারাজ দিলীপ সমস্ত ভূমণ্ডল জয় করাতে সাগরসমূহ তাঁহার রাজ্যের পরিখা-(গড়খাই) স্বরূপ এবং সমুদ্রের তীর-সকল দুর্গের প্রাচীররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। এইরূপে তিনি নিজ বাহুবলে সমুদায় অবনীমণ্ডলে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া একটী নগরীর ন্যায় শাসন করিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥ মগধরাজ-তনয়া দয়াদাক্ষিণ্যবিশিষ্টা সুদক্ষিণা, যজ্ঞের দক্ষিণার ন্যায় মহারাজ দিলীপের প্রধানা মহিষী ছিলেন ॥ ৩১ ॥ রাজার বহুতর পত্নী বিদ্যমান থাকিলেও তিনি পতিব্রতা সুদক্ষিণা এবং রাজলক্ষ্মী এই দুইটী দ্বারাই আপনাকে ভার্য্যাবান্‌ মনে করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥ তিনি আত্মসদৃশী ভার্য্যা সুদক্ষিণার গর্ভে পুত্রজন্ম দর্শনে সমুৎসুক হইয়াছিলেন, সেই মনোরথসিদ্ধির বিলম্ব বশতঃ মনে মনে নিরাশ হইয়া পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন ॥৩৩॥ অবশেষে তিনি বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত কুলগুরু বশিষ্ঠ-ঋষির আশ্রমে গমন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া স্বীয় মন্ত্রিগণের উপর রাজ্যের গুরুভার অর্পণ করিলেন ॥৩৪॥ অনন্তর রাজা দিলীপ ও রাজমহিষী সুদক্ষিণা ভক্তিসমন্বিত-চিত্তে বিধাতার অর্চ্চনা করিয়া পুত্রকামনায় মহর্ষির আশ্রমে যাত্রা

স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষমেকং স্যন্দনমাস্থিতৌ। প্রাবৃষেণ্যং পয়োবাহং বিদ্যুদৈরাবতাবিব ॥ ৩৬ ॥
মা ভূদাশ্রমপীড়েতি পরিমেয়পুরঃসরৌ। অনুভাববিশেষাত্তু সেনাপরিবৃতাবিব ॥ ৩৭ ॥
সেব্যমানৌ সুখস্পর্শৈঃ শালনির্য্যাসগন্ধিভিঃ। পুষ্পরেণূৎকিরৈর্বাতৈরাধূতবনরাজিভিঃ ॥ ৩৮ ॥
মনোঽভিরামাঃ শৃণ্বন্তৌ রথনেমিস্বনোন্মুখৈঃ। ষড়্জসংবাদিনীঃ কেকা দ্বিধা ভিন্নাঃ শিখণ্ডিভিঃ ॥৩৯॥
পরস্পরাক্ষিসাদৃশ্যমদূরোজ্‌ঝিতবর্ত্মসু। মৃগদ্বন্দ্বেষু পশ্যন্তৌ স্যন্দনাবদ্ধদৃষ্টিষু ॥ ৪০ ॥
শ্রেণীবন্ধাদ্‌বিতন্বদ্ভিরস্তম্ভাং তোরণস্রজম্। সারসৈঃ কলনির্হ্রাদৈঃ কচিদুন্নমিতাননৌ ॥ ৪১ ॥
পবনস্যানুকূলত্বাৎ প্রার্থনাসিদ্ধিশংসিনঃ। রজোভিস্তুরগোৎকীর্ণৈরস্পৃষ্টালকবেষ্টনৌ ॥ ৪২ ॥
সরসীষ্বরবিন্দানাং বীচিবিক্ষোভশীতলম্। আমোদমুপজিঘ্রন্তৌ স্বনিঃশ্বাসানুকারিণম ॥ ৪৩ ॥
গ্রামেষাত্মবিসৃষ্টেষু যূপচিহ্নেষু যজ্বনাম্। অমোঘাঃ প্রতিগৃহ্নন্তাবর্ঘ্যানুপদমাশিষঃ ॥ ৪৪ ॥
হৈয়ঙ্গবীনমাদায় ঘোষবৃদ্ধানুপস্থিতান্। নামধেয়ানি পৃচ্ছন্তৌ বন্যানাং মার্গশাখিনাম্ ॥ ৪৫ ॥
কাপ্যভিখ্যা তয়োরাসীদ্‌ব্রজতোঃ শুদ্ধবেশয়োঃ। হিমনির্ম্মুক্তয়োর্যোগে চিত্রাচন্দ্রমসোরিব ॥ ৪৬ ॥
তত্তদ্‌ভূমিপতিঃ পত্ন্যৈ দর্শয়ন্ প্রিয়দর্শনঃ। অপি লঙ্ঘিতমধ্বানং বুবুধে ন বুধোপমঃ ॥ ৪৭ ॥
স দুষ্প্রাপযশাঃ প্রাপদাশ্রমং শ্রান্তবাহনঃ। সায়ং সংযমিনস্তস্য মহর্ষের্মহিষীসখঃ ॥ ৪৮ ॥
বনান্তরাদুপাবৃত্তৈঃ সমিৎপুষ্পফলাহরৈঃ। পূর্য্যমাণমদৃশ্যাগ্নিপ্রত্যুদ্‌যাতৈস্তপস্বিভিঃ ॥ ৪৯ ॥

করিতে উৎসুক হইলেন ॥৩৫॥ বিদ্যুৎ ও ঐরাবত যেমন বর্ষাকালীন মেঘে অবস্থান করে, তদ্রূপ তাঁহারা মধুর ও গম্ভীর শব্দবিশিষ্ট একরথে অবস্থানপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। ৩৬॥ আশ্রমের কোন কষ্ট না হয়, এই ভাবিয়া অল্পমাত্র অনুচর সঙ্গে লইলেও তথাপি তেজঃপ্রভাবে তাঁহাকে সৈন্য পরিবৃতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল ॥৩৭॥ যাত্রাকালে অনুকূল পবন বনপাদপের পলাশরাজি ঈষৎ কম্পিত করিয়া শাল-নির্যাসের সুগন্ধ ও পুষ্পরেণু গ্রহণপূর্ব্বক প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥৩৮॥ ময়ূরগণ তদীয় রথচক্রের সুস্নিগ্ধ ও সুগম্ভীর নির্ঘোষ শ্রবণ পূর্ব্বক মেঘধ্বনির আশঙ্কা করিয়া বিবিধ ষড়্‌জসদৃশ মনোহর কেকারব করিতে লাগিল ॥৩৯॥ হরিণ-হরিণীগণ রথবর্ত্মের ঈষদ্দূরে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া রথের প্রতি অনিমেষ নেত্রে দৃষ্টি করিয়া রহিল, রাজা হরিণগণের এবং সুদক্ষিণা হরিণীগণের লোচনে স্ব স্ব অক্ষিসাদৃশ্য অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥৪০॥ শ্রেণীবন্ধনবশতঃ স্তম্ভরহিত তোরণ মালার ন্যায় শোভাযুক্ত শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান সারসপক্ষিদিগের মধুর ধ্বনি শুনিবার জন্য তাঁহারা কখন স্ব স্ব আনন উন্নমিত করিয়াছিলেন ॥৪১॥ মনোরথ-সিদ্ধিসূচক পবনের অনুকূলতাহেতু অশ্বখুরোত্থিত ধূলিপটল রাজা ও রাজ্ঞীর উষ্ণীষ ও অলকাবলী স্পর্শ করিতে পারিল না ॥৪২॥ কোন স্থলে সুবিমল সরোবর-জলে নয়ন-মনোহর পদ্ম-সকল প্রস্ফুটিত হইয়া বনস্থলীর অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে এবং মকরন্দগন্ধবহ প্রবাহিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিতেছে; সুতরাং রাজা ও মহিষী নিজ নিজ নিঃশ্বাসের অনুরূপ সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া প্রফুল্লিত-চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন ॥৪৩॥ বদান্যপ্রবর রাজা দিলীপ পূর্ব্বে যে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণকে যূপচিহ্নিত উৎকৃষ্ট গ্রামসমূহ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সকল গ্রামে উপস্থিত হইলে ঐ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে অর্ঘ্য ও অব্যর্থ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥৪৪॥ সদ্যোজাত ঘৃত লইয়া রাজাকে উপহার প্রদান করিবার নিমিত্ত যে বৃদ্ধ গোপগণ দণ্ডায়মান ছিল, রাজা তাহা গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগকে পথিপার্শ্বে অবস্থিত বহুবিধ বন্য-বৃক্ষের নাম জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন ॥৪৫॥ তাঁহারা উজ্জ্বল-বেশে গমন করিতেছিলেন, সুতরাং শিশিরাবসানে চিত্রা ও চন্দ্রের মিলনে যেরূপ শোভা হয়, তাঁহাদিগেরও সেইরূপ অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছিল ॥৪৬॥ বুধগ্রহ সদৃশ রূপবান রাজা দিলীপ নিজ পত্নীকে সেই বহুবিধ অদ্ভুত বস্তু দেখাইয়া গমন করিতে করিতে সমস্ত পথই অতিক্রম করিলেন, কিন্তু সেই সেই বিষয়ে মনঃসংযোগ হেতু তাহা অবগত হইতে পারিলেন না ॥৪৭॥ অনুপম যশস্বী রাজা দিলীপ মহিষীর সহিত সায়ংকালে সেই ব্রতপরায়ণ মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বাহন-সকল তখন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল ॥৪৮॥ অন্য বন হইতে সমিৎ (যজ্ঞকাষ্ঠ) কুশ আহরণ করিয়া তপস্বিগণ প্রত্যাগত হইলে তাঁহাদের দ্বারা আশ্রমটী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে; অগ্নি অদৃশ্যভাবে যেন

আকীর্ণমৃষিপত্নীনামুটজদ্বাররোধিভিঃ। অপত্যৈরিব নীবারভাগধেয়োচিতৈর্মৃগৈঃ ॥ ৫০ ॥
সেকান্তে মুনিকন্যাভিস্তৎক্ষণোজ্ঝিতবৃক্ষকম্। বিশ্বাসায় বিহঙ্গানামালবালাম্বুপায়িনাম্ ॥ ৫১ ॥
আতপাত্যয়সংক্ষিপ্তনীবারাসু নিষাদিভিঃ। মৃগৈর্বর্ত্তিতরোমন্থমুটজাঙ্গনভূমিষু ॥ ৫২ ॥
অভ্যুত্থিতাগ্নিপিশুনৈরতিথীনাশ্রমোন্মুখান্। পুনানং পবনোদ্ধূতৈর্ধূমৈরাহুতিগন্ধিভিঃ ॥ ৫৩ ॥
অথ যন্তারমাদিশ্য ধুর্য্যান্ বিশ্রাময়েতি সঃ। তামবারোহয়ৎ পত্নীং রথাদবততার চ ॥ ৫৪ ॥
তস্মৈ সভ্যাঃ সভার্য্যায় গোপ্ত্রে গুপ্ততমেন্দ্রিয়াঃ। অর্হণামর্হতে চক্রুর্মুনয়ো নয়চক্ষুষে ॥ ৫৫ ॥
বিধেঃ সায়ন্তনস্যান্তে স দদর্শ তপোনিধিম্। অন্বাসিতমরুন্ধত্যা স্বাহয়েব হবির্ভুজম্ ॥ ৫৬ ॥
তয়োর্জগৃহতুঃ পাদান্ রাজা রাজ্ঞী চ মাগধী। তৌ গুরুর্গুরুপত্নী চ প্রীত্যা প্রতিননন্দতুঃ ॥ ৫৭ ॥
তমাতিথ্যক্রিয়াশান্তরথক্ষোভপরিশ্রমম্। পপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্যে রাজ্যাশ্রমমুনিং মুনিঃ ॥ ৫৮ ॥
অথাথর্ব্বনিধেস্তস্য বিজিতারিপুরঃ পুরঃ। অর্থ্যামর্থপতির্বাচমাদদে বদতাং বরঃ ॥ ৫৯ ॥
উপপন্নং নমু শিবং সপ্তস্বঙ্গেষু যস্য মে। দৈবীনাং মানুষীণাঞ্চ প্রতিহর্ত্তা ত্বমাপদাম্ ॥ ৬০ ॥
তব মন্ত্রকৃতো মন্ত্রৈর্দূরাৎ প্রশমিতারিভিঃ। প্রত্যাদিশ্যন্ত ইব মে দৃষ্টলক্ষ্যভিদঃ শরাঃ ॥ ৬১ ॥
হবিরাবর্জ্জিতং হোতস্ত্বয়া বিধিবদগ্নিষু। বৃষ্টির্ভবতি শস্যানামবগ্রহবিশোষিণাম্ ॥ ৬২ ॥
পুরুষায়ুসজীবিন্যো নিরাতঙ্কা নিরীতয়ঃ। যন্মদীয়াঃ প্রজাস্তস্য হেতুস্ত্বদ্‌ব্রহ্মবর্চসম্ ॥ ৬৩ ॥
ত্বয়ৈবং চিন্ত্যমানস্য গুরুণা ব্রহ্মযোনিনা। সানুবন্ধাঃ কথং ন স্যুঃ সম্পদো মে নিরাপদঃ ॥ ৬৪ ॥
কিন্তু বধ্বাং তবৈতস্যামদৃষ্টসদৃশপ্রজম্। ন মামবতি সদ্বীপা রত্নসূরপি মেদিনী ॥ ৬৫ ॥

তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিতেছে ॥৪৯॥ নীবারাংশ ভোজন করা অভ্যাস বলিয়া মৃগ-সকল ঋষিপত্নী-দিগের সন্তানের ন্যায় পর্ণকুটীরের দ্বার রোধ করিয়া অবস্থান করিতেছে ॥৫০॥ মুনিকন্যাগণ তরুকুলের আলবালে জলসেচন করিয়া দূরে গমন করিলে তপোবনস্থিত বিহঙ্গমগণ তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হইতে নামিয়া বিশ্বস্ত-মনে জলপান করিতেছে ॥ ৫১ ॥ সূর্য্যাতাপ সংক্ষিপ্ত হইলে নীবার-ধান্য-সকল প্রাঙ্গণভূমিতে রাশীকৃত করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহার প্রান্তভাগে শয়ন করিয়া মৃগগণ রোমন্থন করিতেছে ॥ ৫২ ॥ প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুত দ্রব্য সকলের মনোরম গন্ধোদ্গারী যজ্ঞধূমে আশ্রমোন্মুখ অতিথিদিগকে পবিত্র করিতেছে ॥৫৩॥ অনন্তর নরপতি অশ্বদিগকে বিশ্রাম করাইবার নিমিত্ত সারথির প্রতি আদেশ করিয়া নিজে রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং সুদক্ষিণাকে নামাইলেন ॥ ৫৪ ॥ জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণ রক্ষাকর্ত্তা নীতিজ্ঞ রাজাকে ভার্য্যার সহিত তপোবনে সমাগত দেখিয়া পরম সাদরে তাঁহাদের সম্মান করিলেন ॥৫৫॥ মহর্ষি বশিষ্ঠ সায়ন্তন হোমসমাপনান্তে স্বাহার সহিত অগ্নির ন্যায়, অরুন্ধতীর সহিত উপবিষ্ট ছিলেন ॥ ৫৬ ॥ রাজা দিলীপ ও মগধবংশসম্ভূতা রাজ্ঞী সুদক্ষিণা তাঁহাদিগের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক প্রণাম ও পাদগ্রহণ করিলেন, গুরু ও গুরুপত্নীও সন্তোষ সহকারে তাঁহাদিগকে অভিনন্দন ও আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥৫৭॥ অনন্তর আতিথ্যক্রিয়া দ্বারা রাজার শ্রম অপনোদন হইলে মুনিবর তাঁহাকে রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৫৮॥ পরপুরঞ্জয় বাগ্মীবর রাজা দিলীপ অথর্ব্ববেদজ্ঞ সেই মহর্ষির সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে ভগবন্! আপনি যখন আমার আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক সমুদায় আপদের প্রতিহর্ত্তা রহিয়াছেন, তখন আমার সপ্তাঙ্গ রাজ্যে মঙ্গল ত আছেই ॥৫৯-৬০॥ আপনার মন্ত্রবলে অরাতিগণ দূর হইতেই প্রশাসিত হইয়া থাকে। আমার শর সকল দৃষ্টিগোচর না হইলে কোন লক্ষ্য বেধ করিতে পারে না বলিয়া তাহারা আপনার মন্ত্রের নিকট যেন পরাভূত হইয়া রহিয়াছে ॥৬১॥ অনাবৃষ্টি বশতঃ যে সকল শস্য শুষ্ক হইয়া যায়, হে যাজ্ঞিকপ্রবর! আপনি যথাবিধি অগ্নিতে যে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাই বৃষ্টিরূপে সেই সকল শস্যকে উপজীবিত করে ॥৬২॥ আপনার ব্রহ্মতেজোবলে আমার প্রজাগণ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি আতঙ্কশূন্য হইয়া দীর্ঘায়ুলাভ ও ধর্ম্মচর্য্যা এবং কৃষি ও বাণিজ্যাদির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে ॥৬৩॥ সাক্ষাৎ বিধাতার পুত্র নিয়ত যাহার মঙ্গলানুধ্যান করেন, তাহার রাজ্য যে অব্যাহত থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ৬৪ ॥ আপনার এই বধূর গর্ভে অনুরূপ সন্তান উৎপন্ন হইতেছে না বলিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলের অতুল ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মী লাভ করিয়াও আমার অন্তঃকরণের তৃপ্তিসাধন

নূনং মত্তঃ পরং বংশ্যাঃ পিণ্ডবিচ্ছেদদর্শিনঃ। ন প্রকামভুজঃ শ্রাদ্ধে স্বধাসংগ্রহতৎপরাঃ ॥ ৬৬ ॥
মৎপরং দুর্লভং মত্বা নূনমাবর্জ্জিতং ময়া। পয়ঃ পূর্ব্বৈঃ স্বনিঃশ্বাসৈঃ কবোষ্ণমুপভুজ্যতে ॥ ৬৭ ॥
সোঽহমিজ্যাবিশুদ্ধাত্মা প্রজালোপনিমীলিতঃ। প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোক ইবাচলঃ॥ ৬৮ ॥
লোকান্তরসুখং পুণ্যং তপোদানসমুদ্ভবম্। সন্ততিঃ শুদ্ধবংশ্যা হি পরত্রেহ চ শর্ম্মণে ॥ ৬৯ ॥
তয়া হীনং বিধাতর্মাং কথং পশ্যন্ন দূয়সে। সিক্তং স্বয়মিব স্নেহাদ্বন্ধ্যমাশ্রমবৃক্ষকম্ ॥ ৭০ ॥
অসহ্যপীড়ং ভগবন্ন‌ৃণমন্ত্যমবেহি মে। অরুন্তুদমিবালানমনির্ব্বাণস্য দন্তিনঃ ॥ ৭১ ॥
তস্মান্মুচ্যে যথা তাত সংবিধাতুং তথার্হসি। ইক্ষ্বাকূণাং দুরাপেঽর্থে ত্বদধীনা হি সিদ্ধয়ঃ ॥ ৭২ ॥
ইতি বিজ্ঞাপিতো রাজ্ঞা ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ। ক্ষণমাত্রমৃষিস্তস্থৌ সুপ্তমীন ইব হ্রদঃ ॥ ৭৩ ॥
সোঽপশ্যৎ প্রণিধানেন সন্ততেঃ স্তম্ভকারণম্। ভাবিতাত্মা ভুবো ভর্ত্তুরথৈনং প্রত্যবোধয়ৎ ॥ ৭৪ ॥
পুরা শক্রমুপস্থায় তবোর্ব্বীং প্রতিযাস্যতঃ। আসীৎ কল্পতরুচ্ছায়ামাশ্রিতা সুরভিঃ পথি ॥ ৭৫ ॥
ধর্ম্মলোপভয়াদ্রাজ্ঞীমৃতুস্নাতামিমাং স্মরন্। প্রদক্ষিণক্রিয়ার্হায়াং তস্যাং ত্বং সাধু নাচরঃ ॥ ৭৬ ॥
অবজানাসি মাং যস্মাদতস্তে ন ভবিষ্যতি। মৎপ্রসূতিমনারাধ্য প্রজেতি ত্বাং শশাপ সা ॥ ৭৭ ॥
স শাপো ন ত্বয়া রাজন্ ন চ সারথিনা শ্রুতঃ। নদত্যাকাশগঙ্গায়াঃ স্রোতস্যুদ্দামদিগ্গজে ॥ ৭৮ ॥
ঈপ্সিতং তদবজ্ঞানাদ্বিদ্ধি সার্গলমাত্মনঃ। প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ ॥ ৭৯ ॥

হইতেছে না ॥৬৫॥ আমার মানস-ক্ষেত্রে এই এক বিষম শল্য নিহিত রহিয়াছে যে, আমার পর এই মহান্ বংশে আর কেহ বংশধর না থাকাতে পিতৃগণের জলপিণ্ড-সংস্থাপনের কোন উপায়ই রহিল না ॥৬৬॥ আমার পূর্ব্বপুরুষগণ বংশবিচ্ছেদ দর্শনে নিতান্ত হতাশ হইয়া মৎপ্রদত্ত জল নিঃশ্বাস দ্বারা ঈষদুষ্ণ করিয়া পান করিতেছেন। তাঁহারা এখন হইতেই শ্রাদ্ধকর্ম্মে মদত্ত ভোজ্য, ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহে তৎপর হইয়াছেন ॥৬৭॥ আমি স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিঋণ এবং যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবঋণ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র-দেহ হইয়াছি বটে, কিন্তু সন্তানের অভাবে পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলাম না। তাহাতে লোকালোক পর্ব্বতের ন্যায় আমাকে এক পক্ষে আলোকময় ও পক্ষান্তরে অন্ধকারময় হইতে হইয়াছে ॥৬৮॥ তপস্যা, দান প্রভৃতি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কেবল পরলোকেই সুখ লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু সৎপুত্র দ্বারা ইহলোক ও পরলোক এই উভয় লোকই সুখজনক হয় ॥ ৬৯ ॥ গুরো! স্বহস্তে পরিষিক্ত আশ্রমবৃক্ষ বন্ধ্যা হইলে যেরূপ দুঃখান্বিত হয়, আমাকে অনপত্য দর্শন করিয়া আপনি কি সেইরূপ দুঃখিত হইতেছেন না? ॥৭০॥ ভগবন্! অশান্ত গজের বন্ধনস্তম্ভ যেমন মর্ম্মপীড়াদায়ক হয়, সেইরূপ এই পিতৃঋণের কষ্ট আমার অত্যন্তই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে ॥৭১॥ গুরো! সেই ঋণ হইতে যাহাতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহার উপায় বিধান করুন যেহেতু, ইক্ষ্বাকু-বংশীয়গণ আপনার কৃপাবলে দুর্ল্লভ কার্য্যেও সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন ॥৭২॥ মহারাজ দিলীপ এইরূপ নিবেদন করিলে পর ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি বশিষ্ঠ, নিদ্রিত-মৎস্য-সমন্বিত সুগভীর জলাশয়ের ন্যায় ক্ষণকাল স্তিমিতভাব অবলম্বন করিয়া নিমীলিত-নয়নে ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন ॥৭৩॥ তৎপরে পবিত্রচেতা মহর্ষি বশিষ্ঠ ধ্যানবলে ভূপতির সন্তানোৎপত্তি না হইবার কারণ অবগত হইয়া রাজাকে বলিতে লাগিলেন, হে রাজন্! একদিন আপনি ইন্দ্রের উপাসনা করিয়া স্বর্গলোক হইতে ভূলোকে আগমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে সর্ব্বজন-মাননীয়া সুরভি কল্পতরুর ছায়ায় শয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৭৪-৭৫ ॥ রাজমহিষী সেই দিন ঋতুস্নাতা ছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া আপনি ধর্ম্মলোপভয়ে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া সৎকারার্হা সুরভিকে প্রদক্ষিণাদি না করিয়াই গমন করিয়াছিলেন ॥৭৬॥ এই অপরাধে সুরভি আপনাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, "তুমি আমাকে যেমন অবজ্ঞা পূর্ব্বক গমন করিতেছ, সেই কারণে আমার সন্ততির আরাধনা ব্যতিরেকে তোমার সন্তান হইবে না" ॥৭৭॥ যখন তিনি শাপ দিয়াছিলেন, তখন উচ্ছৃঙ্খল দিগ্গজগণ মন্দাকিনীর প্রবাহ-জলে কেলিমত্ত হইয়া চীৎকার করিতেছিল, সেই হেতু উহা আপনার বা সারথির কর্ণগোচর হয় নাই ॥ ৭৮ ॥ মহারাজ! সুরভির প্রতি অবজ্ঞা বশতই আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইতেছে না, কেন না, পূজ্যব্যক্তিগণের পূজার

হবিষে দীর্ঘসত্রস্য সা চেদানীং প্রচেতসঃ। ভুজঙ্গপিহিতদ্বারং পাতালমধিতিষ্ঠতি ॥ ৮০ ॥
সুতাং তদীয়াং সুরভেঃ কৃত্বা প্রতিনিধিং শুচিঃ। আরাধয় সপত্নীকঃ প্রীতা কামদুঘা হি সা ॥ ৮১ ॥
ইতি বাদিন এবাস্য হোতুরাহুতিসাধনম্‌। অনিন্দ্যা নন্দিনী নাম ধেনুরাববৃতে বনাৎ ॥ ৮২ ॥
ললাটোদয়মাভুগ্নং পল্লবস্নিগ্ধপাটলা। বিভ্রতী শ্বেতরোমাঙ্কং সন্ধ্যেব শশিনং নবম্‌ ॥ ৮৩ ॥
ভুবং কোষ্ণেন কুণ্ডোঘ্নী মেধ্যেনাবভৃথাদপি। প্রস্রবেনাভিবর্ষন্তী বৎসালোকপ্রবর্ত্তিনা ॥ ৮৪ ॥
রজঃকণৈঃ খুরোদ্ধূতৈঃ স্পৃশদ্ভির্গাত্রমন্তিকাৎ। তীর্থাভিষেকজাং শুদ্ধিমাদধানা মহীক্ষিতঃ ॥ ৮৫ ॥
তাং পুণ্যদর্শনাং দৃষ্ট্বা নিমিত্তজ্ঞস্তপোনিধিঃ। যাজ্যমাসংসিতাবন্ধ্যপ্রার্থনং পুনরব্রবীৎ ॥ ৮৬ ॥
অদূরবর্ত্তিনীং সিদ্ধিং রাজন্‌ বিগণয়াত্মনঃ। উপস্থিতেয়ং কল্যাণী নাম্নি কীর্ত্তিত এব যৎ ॥ ৮৭ ॥
বন্যবৃত্তিরিমাং শশ্বদাত্মানুগমনেন গাম্‌। বিদ্যামভ্যসনেনেব প্রসাদয়িতুমর্হসি ॥ ৮৮ ॥
প্রস্থিতায়াং প্রতিষ্ঠেথাঃ স্থিতায়াং স্থিতিমাচরেঃ। নিষণ্ণায়াং নিষীদাস্যাং পীতাম্ভসি পিবেরপঃ ॥৮৯॥
বধূর্ভক্তিমতী চৈনামর্চ্চিতামাতপোবনাৎ। প্রযতা প্রাতরন্বেতু সায়ং প্রত্যুদ্‌ব্রজেদপি ॥ ৯০ ॥
ইত্যাপ্রসাদাদস্যাস্ত্বং পরিচর্য্যাপরো ভব। অবিঘ্নমস্ত তে স্থেয়াঃ পিতেব ধুরি পুত্রিণাম্‌ ॥ ৯১ ॥
তথেতি প্রতিজগ্রাহ প্রীতিমান্‌ সপরিগ্রহঃ। আদেশং দেশকালজ্ঞঃ শিষ্যঃ শাসিতুরানতঃ ॥ ৯২ ॥
অথ প্রদোষে দোষজ্ঞঃ সংবেশায় বিশাম্পতিম্‌। সূনুঃ সুনৃতবাক্‌স্রষ্টুর্বিসসর্জ্জোর্দিতশ্রিয়ম্‌ ॥ ৯৩॥
সত্যামপি তপঃসিদ্ধৌ নিয়মাপেক্ষয়া মুনিঃ। কল্পবিৎ কল্পয়ামাস বন্যামেবাস্য সংবিধাম্‌ ॥ ৯৪ ॥

ব্যতিক্রম হইলে মঙ্গলকার্য্যে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। ৭৯॥ মহারাজ! সম্প্রতি বরুণদেব বহুকাল-সাধ্য এক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, সুরভি তাঁহাকে ঘৃত প্রদান করিবার নিমিত্ত ভুজঙ্গ কর্ত্তৃক নিরুদ্ধদ্বার পাতালে অবস্থিতি করিয়াছেন, আপনি সস্ত্রীক শুচি থাকিয়া তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হউন, তিনি প্রসন্ন হইলে অবিলম্বেই আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৮০-৮১। মহর্ষি এই কথা বলিবামাত্রই হোতৃজনের আহুতি-সাধন-স্বরূপিণী আনন্দিতা নন্দিনী মন্থরগমনে বন হইতে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৮২ ॥ সন্ধ্যা যেমন ললাটদেশে নবচন্দ্রমা ধারণ করেন, পাটলবর্ণ স্নিগ্ধ পল্লবের ন্যায় বর্ণ-ধারিণী নন্দিনী সেইরূপ ললাটতটে কুটিল শ্বেতরোম-চিহ্নে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮৩॥ বৎস দর্শনে তাঁহার কুণ্ডতুল্য পয়োধর হইতে প্রবর্ত্তিত ক্ষীরাভিস্যন্দন দ্বারা অবনীতল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। ৮৪। রাজা নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন, নন্দিনীর খুরোত্থিত ধূলি-কণা তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া তীর্থস্নানজন্য পুণ্য সঞ্চয় করিয়া দিল ॥ ৮৫ ॥ নিমিত্তজ্ঞ তপোনিধি সেই পুণ্যদর্শনা নন্দিনীকে অবলোকন করিয়া যজনশীল নরপতিকে বলিতে লাগিলেন, হে রাজন্‌! নাম-কীর্ত্তনমাত্রেই এই কল্যাণদায়িনী নন্দিনী যখন আগমন করিয়াছেন, তখন বোধ হইতেছে যে, আপনার মনোরথ অবিলম্বেই সিদ্ধ হইবে। ৮৬-৮৭ ॥ এক্ষণে আপনি বন্য ফল-মূল মাত্র আহার-অভ্যাস দ্বারা বিদ্যালাভের ন্যায় নন্দিনীর প্রসন্নতার নিমিত্ত তদীয় সেবায় নিযুক্ত হউন ॥ ৮৮॥ নন্দিনী গমন করিলে আপনিও গমন করিবেন, বসিলে বসিবেন এবং দাঁড়াইলে দাঁড়াইবেন ও জলপান করিলে আপনিও জলপান করিবেন ॥৮৯॥ বধূ সুদক্ষিণাও ভক্তিমতী হইয়া ইহাঁর অর্চ্চনা করিবেন এবং প্রাতঃ-কালে বনগমন পর্য্যন্ত অনুগমন ও সায়ংকালে আগমনসময়ে প্রত্যুদ্‌গমন করিবেন ॥ ৯০ ॥ যাবৎ ইনি প্রসন্না না হন, তাবৎ এইরূপে তাঁহার সেবা করিতে হইবে। মহারাজ! তাহা হইলেই আত্মসদৃশ পুত্রলাভ করিবেন, সন্দেহ নাই ॥ ৯১ ॥ রাজা প্রীতিযুক্ত হইয়া বিনীতভাবে সুদক্ষিণার সহিত ঋষিবাক্য স্বীকার করিলেন ॥ ৯২ ॥ অনন্তর সায়ংসন্ধ্যা উপস্থিত হইলে বিজ্ঞবর মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজা ও মহিষীকে পর্ণশালা-গমনে আদেশ করিলেন॥ ৯৩ ॥ নিয়মাভিজ্ঞ মুনিবর তপঃসিদ্ধিসত্ত্বেও নিয়মানুরোধে তাঁহার অরণ্য-

নির্দ্দিষ্টাং কুলপতিনা স পর্ণশালামধ্যাস্য প্রযতপরিগ্রহদ্বিতীয়ঃ।
তচ্ছিষ্যাধ্যয়ননিবেদিতাবসানাং, সংবিষ্টঃ কুশশয়নে নিশাং নিনায় ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ বশিষ্ঠাশ্রমগমনো নাম প্রথমঃ সর্গঃ

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

অথ প্রজানামধিপঃ প্রভাতে, জায়াপ্রতিগ্রাহিতগন্ধমাল্যাম্।
বনায় পীতপ্রতিবদ্ধবৎসাং, যশোধনো ধেনুমৃষের্মুমোচ ॥ ১ ॥
তস্যাঃ খুরন্যাসপবিত্রপাংশুমপাংশুলানাং ধুরি কীর্ত্তনীয়া।
মার্গং মনুষ্যেশ্বরধর্ম্মপত্নী, শ্রুতেরিবার্থং স্মৃতিরন্বগচ্ছৎ ॥ ২ ॥
নিবর্ত্ত্য রাজা দয়িতাং দয়ালুস্তাং সৌরভেয়ীং সুরভির্যশোভিঃ।
পয়োধরীভূতচতুঃসমুদ্রাং, জুগোপ গোরূপধরামিবোর্ব্বীম্ ॥ ৩ ॥
ব্রতায় তেনানুচরেণ ধেনোর্ন্যষেধি শেষোঽপ্যনুযায়িবর্গঃ।
ন চান্যতস্তস্য শরীররক্ষা, স্ববীর্য্যগুপ্তা হি মনোঃ প্রসূতিঃ ॥ ৪ ॥
আস্বাদবদ্ভিঃ কবলৈস্তৃণানাং, কণ্ডূয়নৈর্দংশনিবারণৈশ্চ।
অব্যাহতৈঃ স্বৈরগতৈঃ স তস্যাঃ, সম্রাট্ সমারাধনতৎপরোঽভূৎ ॥ ৫ ॥
স্থিতঃ স্থিতামুচ্চলিতঃ প্রয়াতাং, নিষেদুষীমাসনবন্ধধীরঃ।
জলাভিলাষী জলমাদদানাং, ছায়েব তাং ভূপতিরন্বগচ্ছৎ ॥ ৬ ॥

সুলভ শয্যাদিই রাজাকে প্রস্তুত করিয়া দিলেন ॥ ৯৪ ॥ রাজা ও মহিষী উভয়েই গুরুর আজ্ঞানুসারে ব্রতপালনের নিমিত্ত পর্ণকুটীরে কুশাসনে শয়ন করিয়া নিশা অতিবাহিত করিলেন। পরে নিশাবসানে মুনি-শিষ্যগণের বেদাধ্যয়ন-কোলাহলে তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল ॥ ৯৫ ॥

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

রাত্রি প্রভাত হইলে মহারাজ দিলীপ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। সুদক্ষিণা তখন গন্ধমাল্যাদির দ্বারা নন্দিনীর পূজা করিলেন, তৎপরে বৎসের স্তন্যপানানন্তর রাজা তাহাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া বনগমনের নিমিত্ত নন্দিনীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ১ ॥ নন্দিনীর খুরবিন্যাসে পথের ধূলি-সকল পবিত্র হইল, রাজা বনগমনে প্রবৃত্ত হইলে, স্মৃতি যেমন শ্রুতির অনুসারিণী হয়, সেইরূপ পতিব্রতাগ্রগণ্যা রাজমহিষীও তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ তপোবনের প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিলে যশস্বী ও দয়ালু রাজা কোমলাঙ্গী স্বীয় মহিষীকে আশ্রম-গৃহে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিয়া পয়োধররূপ চতুঃসমুদ্র-সম্পন্না (চারিটী স্তনযুক্তা) গোরূপধারিণী ধরণীর ন্যায় সেই ধেনুর রক্ষণে যত্নবান্ হইলেন ॥ ৩ ॥ ব্রতপালনজন্য তিনি ধেনুর অনুগমন করিতেছেন বলিয়া অনুচরদিগকে সঙ্গে আসিতে নিষেধ করিয়া একাকী সেই নন্দিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অরণ্য-মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। যেহেতু, মনুবংশীয় নরপতিগণ নিজবীর্য্যেই আত্মরক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥ অখণ্ড ভূমণ্ডলের একাধিপতি মহারাজ দিলীপ কখনও সুমধুর সুকোমল তৃণ-ঘাস দিয়া, কখনও গাত্র-কণ্ডূয়ন করিয়া, কখনও বা দংশমশকাদি-নিবারণ করিয়া এবং যথেচ্ছগমনে বাধা না দিয়া নন্দিনীর সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫ ॥ নন্দিনী গমন করিলে তিনি গমন করেন, বসিলে বসেন, দাঁড়াইলে দাঁড়ান, জলপান করিলে জলপান করেন, এইরূপে রাজা ছায়ার ন্যায় নন্দিনীর অনুবর্ত্তী হইয়া রহিলেন ॥ ৬ ॥

স ন্যস্তচিহ্নামপি রাজলক্ষ্মীং, তেজোবিশেষানুমিতাং দধানঃ।
আসাদনাবিষ্কৃতদানরাজিরন্তর্মদাবস্থ ইব দ্বিপেন্দ্রঃ॥ ৭ ॥
লতাপ্রতানোদ্‌গ্রথিতৈঃ স কেশৈরধিজ্যধন্বা বিচচার দাবম্।
রক্ষাপদেশান্মুনিহোমধেনোর্বন্যান্ বিনেষ্যন্নিব দুষ্টসত্ত্বান্॥ ৮ ॥
বিসৃষ্টপার্শ্বানুচরস্য তস্য, পার্শ্বদ্রুমাঃ পাশভৃতা সমস্য।
উদীরয়ামাসুরিবোন্মদানামালোকশব্দং বয়সাং বিরাবৈঃ॥ ৯ ॥
মরুৎপ্রযুক্তাশ্চ মরুৎসখাভং, তমর্চ্যমারাদভিবর্ত্তমানম্।
অবাকিরন্ বাললতাঃ প্রসূনৈরাচারলাজৈরিব পৌরকন্যাঃ॥ ১০ ॥
ধনুর্ভৃতোঽপ্যস্য দয়ার্দ্রভাবমাখ্যাতমন্তঃকরণৈর্বিশঙ্কৈঃ।
বিলোকয়ন্ত্যো বপুরাপুরক্ষ্ণাং, প্রকামবিস্তারফলং হরিণ্যঃ॥ ১১ ॥
স কীচকৈর্মারুতপূর্ণরন্ধ্রৈঃ, কূজদ্ভিরাপাদিতবংশকৃত্যম্।
শুশ্রাব কুঞ্জেষু যশঃ স্বমুচ্চৈরুদ্‌গীয়মানং বনদেবতাভিঃ॥ ১২ ॥
পৃক্তস্তুষারৈর্গিরিনির্ঝরাণামনোকহাকম্পিতপুষ্পগন্ধী।
তমাতপক্লান্তমনাতপত্রমাচারপূতং পবনঃ সিষেবে॥ ১৩ ॥
শশাম বৃষ্ট্যাপি বিনা দবাগ্নিরাসাদ্বিশেষা ফলপুষ্পবৃদ্ধিঃ।
ঊনং ন সত্ত্বেষ্বধিকো ববাধে, তস্মিন্ বনং গোপ্তরি গাহমানে॥ ১৪ ॥
সঞ্চারপূতানি দিগন্তরাণি, কৃত্বা দিনান্তে নিলয়ায় গন্তুম্।
প্রচক্রমে পল্লবরাগতাম্রা, প্রভা পতঙ্গস্য মুনেশ্চ ধেনুঃ॥ ১৫ ॥
তাং দেবতাপিত্রতিথিক্রিয়ার্থমন্বগ্‌যযৌ মধ্যমলোকপালঃ।
বভৌ চ সা তেন সতাং মতেন, শ্রদ্ধেব সাক্ষাদ্বিধিনোপপন্না॥ ১৬ ॥

নরপতি দিলীপ ছত্র, চামর ও মণি-মুকুটাদি রাজচিহ্ন পরিত্যাগ করিলেও তেজোবিশেষ দ্বারা অন্তর্মদাবস্থ গজরাজের ন্যায় তাঁহার রাজলক্ষ্মী অনুমিত হইতে লাগিল॥ ৭॥ রাজা স্বীয় কেশ-কলাপ লতাপাশে বন্ধন করিয়া করে ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক মুনিহোমধেনুর রক্ষণচ্ছলে বন্যজাত হিংস্র-জন্তুগণকে শাসন করিবার নিমিত্তই যেন অরণ্য-মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ৮॥ বরুণকল্প মহারাজ দিলীপ স্বীয় অনুচরবর্গ পরিত্যাগ করিলেও পার্শ্বস্থিত বৃক্ষগুলিই পার্শ্বচরের ন্যায় স্বীয় শিখরস্থিত উন্মত্ত বিহঙ্গমগণের কোলাহল দ্বারা তাঁহার জয়শব্দ কীর্ত্তন করিতে লাগিল॥ ৯॥ অগ্নি পবনের সখা, মহারাজও সেই অগ্নিতুল্য, এই কারণেই সুশীতল পবন প্রবাহিত হইয়া নবীন বনলতা-সকল আন্দোলিত করিয়া পুরকন্যাগণের লাজাঞ্জলি-(খই) বর্ষণের ন্যায় রাজার অঙ্গে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল॥ ১০॥ রাজার সুবিশাল স্কন্ধদেশে সুবৃহৎ শরাসন লম্বমান থাকিলেও দয়ার্দ্রভাব অবলোকনে হরিণগণ নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আপনাদের চঞ্চল নয়ন সার্থক করিতে লাগিল॥ ১১ ॥ মহারাজ দিলীপ মারুত দ্বারা পূর্ণরন্ধ্র বংশ-সমূহের বংশী-ধ্বনিরূপ শব্দ দ্বারা বনদেবতাগণ কর্ত্তৃক উচ্চার্য্যমাণ স্বীয় যশোগান শ্রবণ করিতে লাগিলেন॥ ১২ ॥ ছত্র পরিত্যাগ করায় রৌদ্রতাপে তাঁহার কষ্ট হইতেছে দেখিয়াই যেন পবনদেব গিরিনির্ঝরের বারিকণার সহিত মিলিত হইয়া বৃক্ষের পুষ্পগুলি অল্পে অল্পে কম্পিত করিয়া সেই গন্ধে সুগন্ধ হইয়া সংস্কার-পূত রাজাকে সেবা করিতে লাগিল॥ ১৩॥ অবনীমণ্ডলের রক্ষক মহারাজ দিলীপ সেই বনে অবস্থিত ছিলেন বলিয়া বৃষ্টি ব্যতীত দাবাগ্নি নির্ব্বাণ হইতে লাগিল; ফল-পুষ্প-সকল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং বলবান্ জন্তু-সকল দুর্ব্বলের হিংসা হইতে নিবৃত্ত হইল॥১৪॥ সূর্য্যের প্রভা ও বশিষ্ঠের ধেনু উভয়েই নবপল্লবের ন্যায় পাটলবর্ণ; উভয়েই সঞ্চার দ্বারা দিগন্তর পবিত্র করিল; আবার দিবাবসানে বিশ্রাম করিবার জন্য স্ব স্ব আবাসে গমনে প্রবৃত্ত হইল॥ ১৫॥ সেই নন্দিনীর দ্বারা দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য ও অতিথিকার্য্য সম্পন্ন হইল। সম্রাট্ নরপতি নন্দিনীর অনুগমন করিতে থাকিলে,শ্রদ্ধার সহিত কর্ম্মানুষ্ঠান

স পল্বলোত্তীর্ণবরাহযূথান্যাবাসবৃক্ষোন্মুখবর্হিণানি।
যযৌ মৃগাধ্যাসিতশাদ্বলানি, শ্যামায়মানানি বনানি পশ্যন্ ॥ ১৭ ॥
আপীনভারোদ্বহনপ্রযত্নাদ্‌গৃষ্টির্গুরুত্বাদ্বপুষো নরেন্দ্রঃ।
উভাবলঞ্চক্রতুরঞ্চিতাভ্যাং, তপোবনাবৃত্তিপথং গতাভ্যাম্ ॥ ১৮ ॥
বশিষ্ঠধেনোরনুযায়িনস্তমাবর্ত্তমানং বনিতা বনান্তাৎ।
পপৌ নিমেষালসপক্ষ্মপঙ্‌ক্তিরুপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্ ॥ ১৯ ॥
পুরুস্কৃতা বর্ত্মনি পার্থিবেন, প্রত্যুদ্‌গতা পার্থিবধর্ম্মপত্ন্যা।
তদন্তরে সা বিররাজ ধেনুর্দিনক্ষপামধ্যগতেব সন্ধ্যা ॥ ২০ ॥
প্রদক্ষিণীকৃত্য পয়স্বিনীং তাং, সুদক্ষিণা সাক্ষতপাত্রহস্তা।
প্রণম্য চানর্চ্চ বিশালমস্যাঃ, শৃঙ্গান্তরং দ্বারমিবার্থসিদ্ধেঃ ॥ ২১ ॥
বৎসোৎসুকাপি স্তিমিতা সপর্য্যাং, প্রত্যগ্রহীৎ সেতি ননন্দতুস্তৌ।
ভক্ত্যোপপন্নেষু হি তদ্বিধানাং, প্রসাদচিহ্নানি পুরঃফলানি ॥ ২২ ॥
গুরোঃ সদারস্য নিপীড্য পাদৌ, সমাপ্য সান্ধ্যঞ্চ বিধিং দিলীপঃ।
দোহাবসানে পুনরেব দোগ্‌ধ্রীং, ভেজে ভুজোচ্ছিন্নরিপুর্নিষণ্ণাম্ ॥ ২৩ ॥
তামন্তিকন্যস্তবলিপ্রদীপামন্বাস্য গোপ্তা গৃহিণীসহায়ঃ।
ক্রমেণ সুপ্তামনু সংবিবেশ, সুপ্তোত্থিতাং প্রাতরনূদতিষ্ঠৎ ॥ ২৪ ॥
ইত্থং ব্রতং ধারয়তঃ প্রজার্থং, সমং মহিষ্যা মহনীয়কীর্ত্তেঃ।
সপ্ত ব্যতীয়ুস্ত্রিগুণানি তস্য, দিনানি দীনোদ্ধরণোচিতস্য ॥ ২৫ ॥

করিলে তাহার যেমন শোভা হয়, নন্দিনীরও সেইরূপ শোভা হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥ বরাহগণ পল্বল (ডোবা) পঙ্ক হইতে উত্থিত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল, ময়ূরময়ূরীগণ স্ব স্ব আবাস-বৃক্ষে গমনোন্মুখ হইতে লাগিল; মৃগসমূহ নবতৃণাচ্ছন্ন ভূতলে উপবেশন করিতে লাগিল; বিহঙ্গমগণ কলরব করিতে করিতে নিজ নিজ বাসাভিমুখে ধাবমান হইল, সুতরাং ফিরিয়া যাইবার সময় রাজা সমস্ত বনই শ্যামবর্ণ দেখিতে লাগিলেন। নন্দিনী সায়ংকাল উপস্থিত দেখিয়া আশ্রমাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছেন, তখন মহারাজও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ নন্দিনীর পীনস্তনভারে এবং রাজার দেহভারে গমনটী সুন্দর দেখাইতে লাগিল। তাঁহাদের তাদৃশ গমনে তপোবনে প্রত্যাবর্ত্তন-পথের পরম শোভা হইয়াছিল ॥ ১৮ ॥ এ দিকে সুদক্ষিণা নন্দিনীর প্রত্যুদ্‌গমনার্থ তপোবনের প্রান্তভাগে দণ্ডায়মানা ছিলেন। তিনি দূর হইতে ধেনুসহচর প্রিয়তমকে দেখিতে পাইয়া এমন মনোনিবেশ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলেন যে, বোধ হইল যেন, তাঁহার নেত্রদ্বয় সমস্ত দিনের উপবাসে অতিতৃষ্ণাতুর হইয়া রাজাকে পান করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥ নন্দিনী ক্রমে ক্রমে সমীপবর্ত্তী হইলে সুদক্ষিণা আগমনপথে ধেনুর অগ্রে অগ্রে রহিলেন, রাজা পশ্চাতে রহিলেন। রাত্রি ও দিবার মধ্যস্থলে সন্ধ্যার যেরূপ শোভা হয়, তাঁহাদের মধ্যস্থলে নন্দিনীরও সেই সময় তদ্রূপ শোভা হইয়াছিল ॥ ২০ ॥ সুদক্ষিণা অর্ঘ্যপাত্র হস্তে করিয়া পয়স্বিনী নন্দিনীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া কার্য্যসিদ্ধির দ্বারস্বরূপ তাঁহার শৃঙ্গদ্বয়ের প্রশস্ত মধ্যভাগে পুষ্পাদি-বিন্যাস দ্বারা পূজা করিলেন ॥ ২১ ॥ নন্দিনী বৎসের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াও স্থিরভাবে পূজা গ্রহণ করিলেন বলিয়া রাজা ও রাজ্ঞী ইষ্টসিদ্ধির শুভচিহ্ন বিবেচনা করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। কারণ, যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করে, তাহাদের প্রতি তাদৃশ মহতের প্রসাদ-চিহ্ন আশুফলপ্রদ হয় ॥ ২২ ॥ অনন্তর নন্দিনী বৎস-সন্নিধানে গমন করিলে রাজা দিলীপ গুরু ও গুরুপত্নীর পাদবন্দনা ও সায়ংসন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া দোহনান্তে পুনর্ব্বার নন্দিনীর সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৩ ॥ নন্দিনীর নিকটে একটী প্রদীপ ও পূজার উপকরণ রখিয়া রাজা মহিষীর সহিত তাঁহার আরাধনায় পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে নন্দিনী নিদ্রিতা হইলে তাঁহারাও নিদ্রা গেলেন, পরদিন প্রভাতে নন্দিনী গাত্রোত্থান করিলে তাঁহারাও গাত্রোত্থান করিলেন ॥ ২৪ ॥ সেই অকলঙ্ককীর্ত্তি দীনবৎসল রাজা দিলীপ সন্তানকামনায় এইরূপ ব্রত করিতে থাকিলে ক্রমে ক্রমে একবিংশতি দিবস

অন্যেদ্যুরাত্মানুচরস্য ভাবং, জিজ্ঞাসমানা মুনিহোমধেনুঃ।
গঙ্গাপ্রপাতান্তবিরূঢ়শষ্পং, গৌরীগুরোর্গহ্বরমাবিবেশ ॥ ২৬ ॥
সা দুষ্প্রধর্ষা মনসাপি হিংস্রৈরিত্যদ্রিশোভাপ্রহিতেক্ষণেন।
অলক্ষিতাভ্যুৎপতনো নৃপেণ, প্রসহ্য সিংহং কিল তাং চকর্ষ ॥ ২৭ ॥
তদীয়মাক্রন্দিতমার্ত্তসাধোর্গুহানিবদ্ধপ্রতিশব্দদীর্ঘম্।
রশ্মিষ্বিবাদায় নগেন্দ্রসক্তাং, নিবর্ত্তয়ামাস নৃপস্য দৃষ্টিম্ ॥ ২৮ ॥
স পাটলায়াং গবি তস্থিবাংসং, ধনুর্দ্ধরঃ কেশরিণং দদর্শ।
অধিত্যকায়ামিব ধাতুময্যাং, লোধ্রদ্রুমং সানুমতঃ প্রফুল্লম্ ॥ ২৯ ॥
ততো মৃগেন্দ্রস্য মৃগেন্দ্রগামী, বধায় বধ্যস্য শরং শরণ্যঃ।
জাতাভিষঙ্গো নৃপতির্নিষঙ্গাদুদ্ধর্ত্তুমৈচ্ছৎ প্রসভোদ্ধৃতারিঃ ॥ ৩০ ॥
বামেতরস্তস্য করঃ প্রহর্ত্তুর্নখপ্রভাভূষিতকঙ্কপত্রে।
সক্তাঙ্গুলিঃ সায়কপুঙ্খ এব, চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে ॥ ৩১ ॥
বাহুপ্রতিষ্টম্ভবিবৃদ্ধমন্যুরভ্যর্ণমাগস্কৃতমস্পৃশদ্ভিঃ।
রাজা স্বতেজোভিরদহ্যতান্তর্ভোগীব মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্যঃ ॥ ৩২ ॥
তমার্য্যগৃহ্যং নিগৃহীতধেনুর্মনুষ্যবাচা মনুবংশকেতুম্।
বিস্মায়য়ন্ বিস্মিতমাত্মবৃত্তৌ, সিংহোরুসত্ত্বং নিজগাদ সিংহঃ ॥ ৩৩ ॥
অলং মহীপাল তব শ্রমেণ, প্রযুক্তমপ্যস্ত্রমিতো বৃথা স্যাৎ।
ন পাদপোন্মূলনশক্তি রংহঃ, শিলোচ্চয়ে মূর্চ্ছতি মারুতস্য ॥ ৩৪ ॥

অতিবাহিত হইল ॥ ২৫ ॥ পরদিবস (দ্বাবিংশদিবসে) নন্দিনী স্বীয় অনুচর রাজার ভক্তিপরীক্ষার নিমিত্ত আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া হিমালয়-পর্ব্বতের সন্নিহিত গঙ্গা-প্রপাতের অন্তভাগে নব-তৃণ-ভক্ষণার্থ এক গহ্বরে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৬ ॥ রাজা মনে জানেন যে, নন্দিনী সামান্য ধেনু নহেন, কোন হিংস্র জন্তু ইঁহার অনিষ্ট করিতে পারিবে না, এই বিবেচনায় তৎকালে তিনি হিমালয়ের অলৌকিক শোভা দর্শন করিতেছিলেন; ইত্যবসরে এক প্রকাণ্ড সিংহ আসিয়া রাজার অলক্ষিতভাবে হঠাৎ নন্দিনীকে আক্রমণ করিল ॥ ২৭ ॥ নন্দিনী তৎক্ষণাৎ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, সেই আর্ত্তনাদ রাজার গিরিনিহিত নয়ন-যুগলকে যেন রশ্মিসংযত করিয়াই নন্দিনীর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিল ॥ ২৮ ॥ ধনুর্দ্ধারী রাজা দিলীপ অকস্মাৎ সেই পাটলবর্ণ নন্দিনীর পৃষ্ঠে এক প্রকাণ্ড সিংহ দেখিয়া একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন, তখন বোধ হইল যেন, পর্ব্বতের ধাতুময়ী অধিত্যকার উপর লোধ্র-বৃক্ষ প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ২৯ ॥ অনন্তর সিংহপরাক্রান্ত শরণাগতবৎসল শত্রুদমনকারী রাজা দিলীপ আত্ম-পরাভব মনে বিবেচনা করিয়া সিংহের বধাভিলাষে তূণীর হইতে শর তুলিবার ইচ্ছা করিলেন ॥ ৩০ ॥ তূণের মুখে হস্তার্পণ করিবামাত্র অমনি তাঁহার হস্ত শরের পুঙ্খভাগে সংলগ্ন হইয়া রহিল। হস্ত উত্তোলন করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনমতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দক্ষিণ হস্ত চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল, তখন তাঁহার নখের প্রভায় শরের পুঙ্খভাগস্থিত হস্তে যেন কঙ্কপক্ষার পক্ষগুলি শোভিত হইয়াছিল ॥ ৩১ ॥ রাজা নিজবাহুর প্রতিবন্ধক হেতু নিকটবর্ত্তী রিপুর প্রতিবিধান করিতে অসমর্থ হইয়া মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মন্ত্রবলে রুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গমের ন্যায় কেবল অন্তরেই সাতিশয় দগ্ধ হইতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ সজ্জন-রঞ্জন মনুকুলতিলক রাজা দিলীপ আপনার উপস্থিত অবস্থা দর্শনেই বিস্মিত হইয়াছেন, তাহাতে আবার সিংহ মনুষ্যের ন্যায় কথা বলিয়া আরও বিস্ময় জন্মাইয়া দিল ॥ ৩৩ ॥ তখন সিংহ বলিতে লাগিল, মহারাজ! বৃথা কেন প্রয়াস পাইতেছেন? আপনি আমার প্রতি শরনিক্ষেপ করিলেই বা কি হইবে? বেগবান্ বায়ু বৃক্ষাদি উৎপাটন করিতেই

কৈলাসগৌরং বৃষমারুরুক্ষোঃ, পাদার্পণানুগ্রহপূতপৃষ্ঠম্।
অবেহি মাং কিঙ্করমষ্টমূর্ত্তেঃ, কুম্ভোদরং নাম নিকুম্ভমিত্রম্ ॥ ৩৫ ॥
অমুং পুরঃ পশ্যসি দেবদারুং, পুত্রীকৃতোঽসৌ বৃষভধ্বজেন।
যো হেমকুম্ভস্তননিঃসৃতানাং, স্কন্দস্য মাতুঃ পয়সাং রসজ্ঞঃ ॥ ৩৬ ॥
কণ্ডূয়মানেন কটং কদাচিদ্বন্যদ্বিপেনোন্মথিতা ত্বগস্য।
অথৈনমদ্রেস্তনয়া শুশোচ, সেনান্যমালীঢ়মিবাসুরাস্ত্রৈঃ ॥ ৩৭ ॥
তদাপ্রভৃত্যেব বনদ্বিপানাং, ত্রাসার্থমস্মিন্নহমদ্রিকুক্ষৌ।
ব্যাপারিতঃ শূলভৃতা বিধায়, সিংহত্বমঙ্কাগতসত্ত্ববৃত্তি ॥ ৩৮ ॥
তস্যালমেষা ক্ষুধিতস্য তৃপ্ত্যৈ, প্রদিষ্টকালা পরমেশ্বরেণ।
উপস্থিতা শোণিতপারণা মে, সুরদ্বিষশ্চান্দ্রমসী সুধেব ॥ ৩৯ ॥
স ত্বং নিবর্ত্তস্ব বিহায় লজ্জাং, গুরোর্ভবান্ দর্শিতশিষ্যভক্তিঃ।
শস্ত্রেণ রক্ষ্যং যদশক্যরক্ষং, ন তদ্যশঃ শস্ত্রভৃতাং ক্ষিণোতি ॥ ৪০ ॥
ইতি প্রগল্ভং পুরুষাধিরাজো, মৃগাধিরাজস্য বচো নিশম্য।
প্রত্যাহতাস্ত্রো গিরিশপ্রভাবাদাত্মন্যবজ্ঞাং শিথিলীচকার ॥ ৪১ ॥
প্রত্যব্রবীচ্চৈনমিষুপ্রয়োগে, তৎপূর্ব্বভঙ্গে বিতথপ্রযত্নঃ।
জড়ীকৃতস্ত্র্যম্বকবীক্ষণেন, বজ্রং মুমুক্ষন্নিব বজ্রপাণিঃ ॥ ৪২ ॥
সংরুদ্ধচেষ্টস্য মৃগেন্দ্র কামং, হাস্যং বচস্তদ্যদহং বিবক্ষুঃ।
অন্তর্গতং প্রাণভৃতাং হি বেদ, সর্ব্বং ভবান্ ভাবমতোঽভিধাস্যে ॥ ৪৩ ॥
মান্যঃ স মে স্থাবরজঙ্গমানাং, সর্গস্থিতিপ্রত্যবহারহেতুঃ।
গুরোরপীদং ধনমাহিতাগ্নের্নশ্যৎ পুরস্তাদনুপেক্ষণীয়ম্ ॥৪৪॥

সমর্থ, কিন্তু কখন পর্ব্বতকে চঞ্চল করিতে পারে না ॥ ৩৪ ॥ আমার নাম কুম্ভোদর, আমি নিকুম্ভের মিত্র, এবং ভগবান্ অষ্টমূর্ত্তি মহাদেবের কিঙ্কর, তিনি আমার পৃষ্ঠে পদার্পণ করিয়া অত্যুচ্চ কৈলাসাচল বৎ বৃষভপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥ সম্মুখে এই যে দেবদারু-বৃক্ষ দেখিতেছেন, এইটী মহাদেবের কৃত্রিম পুত্র, পার্ব্বতী স্বয়ং সুবর্ণকলসতুল্য পয়োধররস পরিসেচন করিয়া ইহাকে পারবর্দ্ধিত করিয়াছেন ॥ ৩৬ ॥ একাদন একটী বন্য হস্তী আসিয়া বৃক্ষে গণ্ডস্থল ঘর্ষণ করিয়া ইহার ত্বগ্ভেদ করিয়াছিল, পার্ব্বতী তাহা দেখিয়া নিজপুত্র কার্ত্তিকেয়ের অঙ্গে অসুরাস্ত্র বিদ্ধ হইলে যাদৃশ ব্যথিত হন, সেইরূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥ তদবধি বন্যগজদিগের ত্রাস-উৎপাদনার্থ শূলপাণি আমাকে সিংহরূপী করিয়া এই গুহায় পাঠাইয়াছেন এবং আমার নিকট যে কোন জন্তু উপস্থিত হইবে, তাহা-কেই ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিবার আদেশ করিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥ বহু দিবস যাবৎ আমি এই গিরি-গহ্বরে বাস করিতেছি, অদ্য পরমেশ্বরের নির্দ্দেশানুসারে আমার ভাগ্যক্রমে রাহুগ্রহের ভোজ-নার্থ চন্দ্রসুধার ন্যায় এই ধেনুটী স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছে, ইহাকে ভোজন করিলে আমার পর্য্যাপ্ত পরি-মাণে তৃপ্তিলাভ হইবে ॥ ৩৯ ॥ অতএব আপনি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষান্ত হউন, যথোচিত গুরু-ভক্তি প্রদর্শনে আপনার কিছুমাত্রই ত্রুটি দৃষ্ট হয় না। আর ইহাও জানিবেন যে, রক্ষণীয় বস্তু শস্ত্রের অসাধ্য হইলে শস্ত্রধারী রক্ষক পুরুষের যশের হানি হয় না। সিংহ এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া মৌনাবলম্বন করিল ॥ ৪০ ॥ রাজা মৃগেন্দ্রের এইরূপ প্রগল্ভবাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক শৈবী শক্তি অতিক্রম করা নরলোকের অসাধ্য ভাবিয়া আত্মগ্লানি ও লজ্জা পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৪১ ॥ বাণ-প্রয়োগে তাঁহার সেই প্রথম চেষ্টা বিফল হইল। বজ্র মোচন করিতে উদ্যত হইয়া দেবরাজ মহাদেবকে দর্শন করিয়া যেরূপ জড়বৎ হইয়াছিলেন, তিনি তদ্রূপ হইয়া প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ হে মৃগরাজ! আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু আমার চেষ্টা যখন বিফল হইয়াছে, তখন আমার সে কথাগুলি নিতান্তই উপহাস্য হইবে। তুমি শৈবশক্তিপ্রভাবে সকলের হৃদয়গত ভাব বুঝিতে সমর্থ বলিয়াই আমি তোমার নিকট বলিতেছি ॥৪৩॥ সেই সৃষ্টিস্থিতি-সংহারকর্ত্তা ভগবান্

স ত্বং মদীয়েন শরীরবৃত্তিং, দেহেন নির্ব্বর্ত্তয়িতুং প্রসীদ।
দিনাবসানোৎসুকবালবৎসা, বিসৃজ্যতাং ধেনুরিয়ং মহর্ষেঃ ॥৪৫॥
অথান্ধকারং গিরিগহ্বারাণাং, দংষ্ট্রাময়ূখৈঃ শকলানি কুর্ব্বন্।
ভূয়ঃ স ভূতেশ্বরপার্শ্ববর্ত্তী, কিঞ্চিদ্‌বিহস্যার্থপতিং বভাষে ॥ ৪৬ ॥
একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং, নবং বয়ঃ কান্তমিদং বপুশ্চ।
অল্পস্য হেতোর্ব্বহু হাতুমিচ্ছন্, বিচারমূঢ়ঃ প্রতিভাসি মে ত্বম্ ॥ ৪৭ ॥
ভূতানুকম্পা তব চেদিয়ং গৌরেকা ভবেৎ স্বস্তিমতী ত্বদন্তে।
জীবন্ পুনঃ শশ্বদুপপ্লবেভ্যঃ, প্রজাঃ প্রজানাথ পিতেব পাসি ॥ ৪৮ ॥
অথৈকধেনোরপরাধচণ্ডাদ্‌গুরোঃ কৃশানুপ্রতিমাদ্বিভেষি।
শক্যোঽস্য মন্যুর্ভবতা বিনেতুং, গাঃ কোটিশঃ স্পর্শয়তা ঘটোঘ্নীঃ ॥ ৪৯ ॥
তদ্রক্ষ কল্যাণপরম্পরাণাং, ভোক্তারমূর্জ্জস্বলমাত্মদেহম্।
মহীতলস্পর্শনমাত্রভিন্নমৃদ্ধং হি রাজ্যং পদমৈন্দ্রমাহুঃ ॥ ৫০ ॥
এতাবদুক্ত্বা বিরতে মৃগেন্দ্রে, প্রতিস্বনেনাস্য গুহাগতেন।
শিলোচ্চয়োঽপি ক্ষিতিপালমুচ্চৈঃ, প্রীত্যা তমেবার্থমভাষতেব ॥ ৫১ ॥
নিশম্য দেবানুচরস্য বাচং, মনুষ্যদেবঃ পুনরপ্যুবাচ।
ধেন্বা তদধ্যাসিতকাতরাক্ষ্যা, নিরীক্ষ্যমাণঃ সুতরাং দয়ালুঃ ॥ ৫২ ॥
ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ, ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ।
রাজ্যেন কিং তদ্‌বিপরীতবৃত্তেঃ, প্রাণৈরুপক্রোশমলীমসৈর্ব্বা ॥ ৫৩ ॥
কথং নু শক্যোঽনুনয়ো মহর্ষের্বিশ্রাণনাচ্চান্যপয়স্বিনীনাম্।
ইমামনূনাং সুরভেরবেহি, রুদ্রৌজসা তু প্রহৃতং ত্বয়াস্যাম্ ॥ ৫৪ ॥

মহাদেব আমার পূজনীয়, কিন্তু সম্মুখে আহিতাগ্নি গুরুধন বিনষ্ট হইবে, ইহা আমি উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিব না ॥৪৪॥ ইহাঁর বালক বৎসটী দিবাবসানে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মাতৃসন্দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত হইতেছে, অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া ধেনুর পরিবর্ত্তে আমার শরীর দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর ॥৪৫॥ অনন্তর মৃগরাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া রাজাকে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, তখন তাহার দশন-প্রভায় গিরি-গহ্বরের অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছিল ॥ ৪৬ ॥ মহারাজ! সমস্ত ভূমণ্ডল আপনার একচ্ছত্র, একাধিপত্য, নবযৌবন, কমনীয় শরীর; সুতরাং আপনি সামান্য ধেনুর নিমিত্ত এই সুখৈশ্বর্য্যপূর্ণ দুর্ল্লভ মানব-জীবন পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছেন, ইহাতে আপনার বিবেচনাশক্তি কিছুই নাই বলিয়া আমার বোধ হইতেছে ॥ ৪৭ ॥ ধেনুর পরিবর্ত্তে নিজ দেহ প্রদান করিলে, এ ব্যক্তির উপকার করা হইল বটে, কিন্তু আপনি স্বয়ং জীবিত থাকিলে, রক্ষণাবেক্ষণ এবং হিতসাধন করিয়া পিতার ন্যায় প্রজাপুঞ্জের অশেষ উপকার করিতে পারিবেন ॥ ৪৮ ॥ একটী ধেনুর পরিবর্ত্তে শত সহস্র পয়স্বিনী ধেনু দান করিয়া নিশ্চয়ই আপনি অগ্নিকল্প মহর্ষির ক্রোধাপনয়ন করিতে পারিবেন ॥ ৪৯ ॥ অতএব এই আত্মদেহত্যাগরূপ অসৎ অধ্যবসায় হইতে বিরত হউন। আপনার এরূপ সমৃদ্ধিশালী রাজ্য মহীতলস্থিত, এইমাত্র প্রভেদ; নচেৎ ইহাকে ইন্দ্রত্বই বলা যায় ॥৫০॥ মৃগরাজ এই বলিয়া নীরব হইলে গিরিগুহামধ্যে তাহার প্রতিধ্বনি হইল, তাহাতে বোধ হইল যেন, গিরিরাজও প্রীতিপূর্ব্বক সেই বাক্যগুলির অনুমোদন করিলেন ॥৫১॥ উভয়ের এইরূপ কথোপকথনসময়ে নন্দিনী অতি কাতরনয়নে মহারাজার প্রতি পুনঃপুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, তদ্দৃষ্টে তিনি অধিকতর দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন ॥৫২॥ রাজা পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, বিপদ্ হইতে উদ্ধার করাই ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান ধর্ম্ম, বিশুদ্ধ ক্ষত্রবংশে জন্মিয়া যে তাহার বিপরীতাচরণ করে, তাহার রাজ্যেই বা প্রয়োজন কি এবং গর্হিত জীবনেই বা প্রয়োজন কি? ॥৫৩॥ অন্য ধেনু প্রদান দ্বারা কিরূপে মহর্ষির ক্রোধাপনয়ন করিতে সমর্থ হইব? এই নন্দিনী, দেবধেনু সুরভি অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন, তুমি কেবল

সেয়ং স্বদেহার্পণনিষ্ক্রয়েণ, ন্যায্যা ময়া মোচয়িতুং ভবত্তঃ।
ন পারণা স্যাদ্বিহিতা তবৈবং, ভবেদলুপ্তশ্চ মুনেঃ ক্রিয়ার্থঃ ॥৫৫॥
ভবানপীদং পরবানবৈতি, মহান্ হি যত্নস্তব দেবদারৌ।
স্থাতুং নিয়োক্তুর্ন হি শক্যমগ্রে, বিনাশ্য রক্ষ্যং স্বয়মক্ষতেন ॥৫৬॥
কিমপ্যহিংস্যস্তব চেন্মতোঽহং, যশঃশরীরে ভব মে দয়ালুঃ।
একান্তবিধ্বংসিষু মদ্বিধানাং, পিণ্ডেষনাস্থা খলু ভৌতিকেষু ॥৫৭॥
সম্বন্ধমাভাষণপূর্ব্বমাহুর্বৃত্তঃ স নৌ সঙ্গতয়োর্বনান্তে।
তদ্ভূতনাথানুগ নার্হসি ত্বং, সম্বন্ধিনো মে প্রণয়ং বিহন্তুম্ ॥৫৮॥
তথেতি গামুক্তবতে দিলীপঃ, সদ্যঃ প্রতিষ্টম্ভবিমুক্তবাহুঃ।
স ন্যস্তশস্ত্রো হরয়ে স্বদেহমুপানয়ৎ পিণ্ডমিবামিষস্য ॥৫৯॥
তস্মিন্ ক্ষণে পালয়িতুঃ প্রজানামুৎপশ্যতঃ সিংহনিপাতমুগ্রম্।
অবাঙ্মুখস্যোপরি পুষ্পবৃষ্টিঃ, পপাত বিদ্যাধরহস্তমুক্তা ॥৬০॥
উত্তিষ্ঠ বৎসেত্যমৃতায়মানং, বচো নিশম্যোত্থিতমুত্থিতঃ সন্।
দদর্শ রাজা জননীমিব স্বাং, গামগ্রতঃ প্রস্রবিণীং ন সিংহম্। ৬১॥
তং বিস্মিতং ধেনুরুবাচ সাধো, মায়াং ময়োদ্ভাব্য পরীক্ষিতোঽসি।
ঋষিপ্রভাবান্ময়ি নান্তকোঽপি, প্রভুঃ প্রহর্ত্তুং কিমুতান্যহিংস্রাঃ ॥৬২॥
ভক্ত্যা গুরৌ ময্যনুকম্পয়া চ, প্রীতাস্মি তে পুত্র বরং বৃণীষ্ব।
ন কেবলানাং পয়সাং প্রসূতিমবেহি মাং কামদুঘাং প্রসন্নাম্ ॥৬৩॥

শৈবশক্তিপ্রভাবেই ইহাঁকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছ ॥৫৪॥ ধেনুর পরিবর্ত্তে আমাকে ভক্ষণ করিলে তোমার আহারেরও ব্যাঘাত হইবে না এবং মহর্ষির কর্ম্মকাণ্ডও বিলুপ্ত হইবে না ॥৫৫॥ দেখ মৃগরাজ! তুমি পরাধীন, সুতরাং ইহা সহজেই বুঝিতে পার; এই রক্ষণীয় দেবদারু-বৃক্ষটীর প্রতি তোমার যেরূপ যত্ন, আমারও নন্দিনীর প্রতি সেইরূপ যত্ন জানিও। রক্ষণীয় বস্তু নষ্ট করিয়া স্বয়ং অক্ষত-শরীরে কিরূপে মহর্ষির সম্মুখে উপস্থিত হইব? ৫৬। অথবা যদি আমাকে হিংসা করা তোমার অভিলাষ না হয়, তবে তুমি দয়া করিয়া আমার যশঃস্বরূপ দেহটী রক্ষা কর; নিতান্ত নশ্বর পাঞ্চ-ভৌতিক দেহপিণ্ডে মাদৃশ লোকের আস্থা নাই ॥৫৭॥ হে শিবানুচর! পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, সাধু ব্যক্তিদিগের ক্ষণকাল পরস্পর সম্ভাষণ হইলেই সৌহার্দ্দ জন্মিয়া থাকে, তদনুসারে তোমার সহিত আমার বনমধ্যে প্রণয় জন্মিয়াছে, অতএব বন্ধুর এই প্রার্থনা বিফল করা তোমার কর্ত্তব্য নহে ॥৫৮॥ মৃগরাজ নরপতির বিনয়বচনে সন্তুষ্ট হইয়া "তাহাই হউক" এই কথা বলিবামাত্র রাজার হস্ত তৎক্ষণাৎ তূণাবরোধ হইতে মুক্ত হইল। রাজা দিলীপ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহসম্মুখে আমিষপিণ্ডের ন্যায় আত্মদেহ সমর্পণ করিলেন ॥৫৯॥ রাজা কাতরভাবে দুর্দ্দান্ত সিংহের ভীষণ আক্র-মণ প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে স্বর্গ হইতে বিদ্যাধরগণের হস্তমুক্ত পুষ্পবৃষ্টি রাজার মস্তকোপরি পতিত হইতে লাগিল ॥৬০॥ তখন দেবধেনু সুরভিতনয়া মায়াবিনী নন্দিনী রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! গাত্রোত্থান কর।" মহারাজ দিলীপ এই অমৃতময় বাক্য শ্রবণমাত্র গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় জননীর ন্যায় নন্দিনীকে সম্মুখে সন্দর্শন করিলেন, নন্দিনী দুগ্ধক্ষরণ করিতেছে, কিন্তু সিংহ আর তথায় নাই ॥৬১॥ তখন নন্দিনী বিস্মিত ভূপতিকে বলিতে লাগিলেন, বৎস! আমি মায়া উদ্ভাবন পূর্ব্বক তোমার ভক্তি পরীক্ষা করিলাম, মহর্ষির প্রভাবে যমও আমার অনিষ্টাচরণ করিতে পারেন না; সামান্য হিংস্র জন্তুর ত কথাই নাই ॥ ৬২ ॥ হে বৎস! তোমার এই প্রগাঢ় গুরুভক্তি এবং আমার প্রতি অনুপম অনুকম্পা দর্শনে আমি যার পর নাই প্রীত হইলাম, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর, তুমি আমাকে কেবল দুগ্ধদাত্রী মনে করিও না, আমি প্রসন্ন হইলে সমস্ত অভীষ্টই

ততঃ সমানীয় স মানিতার্থী, হস্তৌ স্বহস্তার্জ্জিতবীরশব্দঃ।
বংশস্য কর্ত্তারমনন্তকীর্ত্তিং, সুদক্ষিণায়াং তনয়ং যযাচে ॥৬৪॥
সন্তানকামায় তথেতি কামং, রাজ্ঞে প্রতিশ্রুত্য পয়স্বিনী সা।
দুগ্ধা পয়ঃ পত্রপুটে মদীয়ং, পুত্রোপভুঙ্ক্ষ্বেতি তমাদিদেশ ॥৬৫॥
বৎসস্য হোমার্থবিধেশ্চ শেষমৃষেরনুজ্ঞামধিগম্য মাতঃ।
ঊধস্যমিচ্ছামি তবোপভোক্তুং, ষষ্ঠাংশমুর্ব্ব্যা ইব রক্ষিতায়াঃ ॥৬৬॥
ইত্থং ক্ষিতীশেন বশিষ্ঠধেনুর্বিজ্ঞাপিতা প্রীততরা বভূব।
তদন্বিতা হৈমবতাচ্চ কুক্ষেঃ, প্রত্যাযযাবাশ্রমমশ্রমেণ ॥৬৭॥
তস্যাঃ প্রসন্নেন্দুমুখঃ প্রসাদং, গুরুর্নৃপাণাং গুরবে নিবেদ্য।
প্রহর্ষচিহ্নানুমিতং প্রিয়ায়ৈ, শশংস বাচা পুনরুক্তয়েব ॥৬৮॥
স নন্দিনীস্তন্যমনিন্দিতাত্মা, সদ্বৎসলো বৎসহুতাবশেষম্।
পপৌ বশিষ্ঠেন কৃতাভ্যনুজ্ঞঃ, শুভ্রং যশো মূর্ত্তমিবাতিতৃষ্ণঃ ॥৬৯॥
প্রাতর্যথোক্তব্রতপারণান্তে, প্রাস্থানিকং স্বস্ত্যয়নং প্রযুজ্য।
তৌ দম্পতী স্বাং প্রতি রাজধানীং, প্রস্থাপয়ামাস বশী বশিষ্ঠঃ ॥৭০॥
প্রদক্ষিণীকৃত্য হুতং হুতাশমনন্তরং ভর্ত্তুররুন্ধতীঞ্চ।
ধেনুং সবৎসাঞ্চ নৃপঃ প্রতস্থে, সন্মঙ্গলোদগ্রতরপ্রভাবঃ ॥৭১॥
শ্রোত্রাভিরামধ্বনিনা রথেন, স ধর্ম্মপত্নীসহিতঃ সহিষ্ণুঃ।
যথাবদনুদ্ঘাতসুখেন মার্গং, স্বেনেব পূর্ণেন মনোরথেন ॥ ৭২ ॥
তমাহিতৌৎসুক্যমদর্শনেন, প্রজাঃ প্রজার্থব্রতকর্শিতাঙ্গম্।
নেত্রৈঃ পপুস্তৃপ্তিমনাপ্নুবদ্ভির্নবোদয়ং নাথমিবৌষধীনাম্ ॥ ৭৩ ॥

সিদ্ধ করিতে পারি ॥ ৬৩ ॥ তখন যাচক-মনোরথ-পূরক দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপান্বিত রাজা দিলীপ কৃতাঞ্জলি-পুটে সুদক্ষিণার গর্ভে "বংশ-রক্ষক অনন্তকীর্ত্তি পুত্র" প্রার্থনা করিলেন ॥ ৬৪ ॥ নন্দিনী "তথাস্তু" বলিয়া রাজাকে বর দিয়া কহিলেন, বৎস! পত্রপুটে আমার দুগ্ধ দোহন করিয়া পান কর ॥ ৬৫ ॥ নৃপতি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, মাতঃ! ঋষির আজ্ঞাক্রমে আপনার বৎসের পীতাবশিষ্ট এবং হোমার্থ দুগ্ধের অবশিষ্ট পান করিতে আমি ইচ্ছা করি; স্বরক্ষিত পৃথিবীর ষষ্ঠাংশরূপ কর তো আমি এইরূপেই গ্রহণ করিয়া থাকি ॥৬৬॥ রাজা এইরূপ বলিলে নন্দিনী অধিকতর প্রীত হইয়া হিমালয়-গহ্বর হইতে আশমাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, রাজাও তাঁহার অনুগামী হইলেন ॥ ৬৭ ॥ নৃপবর আশ্রমে উপনীত হইয়া পরম হৃষ্টচিত্তে মহর্ষির নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন, মুনিবর শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। সুদক্ষিণা রাজার হৃষ্টভাব অবলোকনেই অভীষ্টসিদ্ধির অনুমান করিয়াছিলেন, রাজা তথাপি প্রিয়তমাকে পুনরুক্তের ন্যায় সেই সমস্ত ঘটনা অবগত করাইলেন ॥ ৬৮ ॥ সচ্চরিত্র সজ্জনপ্রিয় সেই নরপতি সায়ংকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া মহর্ষির আজ্ঞানুসারে নন্দিনীর বৎসের পানাবশিষ্ট দুগ্ধ পান করিয়া তৃষ্ণানিবারণ করিলেন। তাহাতে বোধ হইল, যেন শুভ্রবর্ণ মূর্ত্তিমান্ আপন যশঃ পান করিতেছেন ॥ ৬৯ ॥ পরদিবস পূর্ব্বাহ্নে জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি বশিষ্ঠ, অবলম্বিত গোচারণব্রতের পারণ করাইয়া, প্রস্থান-যোগ্য আশীর্ব্বাদপ্রয়োগ পূর্ব্বক রাজা ও রাজ্ঞীকে স্বীয় রাজধানী-প্রতিগমনে আদেশ করিলেন ॥ ৭০ ॥ মহারাজ দিলীপ ও সুদক্ষিণা গুরু ও গুরুপত্নীর চরণবন্দনা করিয়া এবং হোমাগ্নি ও সবৎসা নন্দিনীকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক স্বীয় নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তৎকালীন শুভকার্য্যের অনুষ্ঠানে তাঁহার প্রভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল ॥৭১॥ কষ্টসহিষ্ণু রাজা, ধর্ম্মপত্নী সুদক্ষিণার সহিত বিচিত্র নিজপূর্ণমনোরথের ন্যায় রথে আরোহণ পূর্ব্বক সুগম্য পথে গমন করিতে লাগিলেন, সেই রথের ধ্বনি অতি শ্রুতিসুখকর হইয়াছিল এবং তাঁহার গমনেও কোন প্রতিবন্ধক ঘটে নাই ॥ ৭২ ॥ সন্তানের জন্য ব্রতপালন করিয়া রাজার শরীর অত্যন্ত কৃশ হইয়াছিল, প্রজাবর্গ তাঁহার অদর্শনে উৎকণ্ঠিত ছিল, এক্ষণে দর্শনোৎসুক প্রজাগণ বহুদিনের পর রাজদর্শন পাইয়া নবাভ্যুদিত চন্দ্রের ন্যায় তাঁহাকে অনিমেষনেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৭৩ ॥

পুরন্দরশ্রীঃ পুরমুৎপতাকং, প্রবিশ্য পৌরৈরভিনন্দ্যমানঃ।
ভুজে ভুজগেন্দ্রসমানসারে, ভূয়ঃ স ভূমের্ধুরমাসসঞ্জ ॥ ৭৪ ॥
অথ নয়নসমুত্থং জ্যোতিরত্রেরিব দ্যৌঃ, সুরসরিদিব তেজো বহ্নিনিষ্ঠ্যূতমৈশম্।
নরপতিকুলভূত্যৈ গর্ভমাধত্ত রাজ্ঞী, গুরুভিরভিনিবিষ্টং লোকপালানুভাবৈঃ ॥ ৭৫

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ নন্দিনীবরপ্রদানো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

অথেপ্সিতং ভর্ত্তুরুপস্থিতোদয়ং, সখীজনোদ্বীক্ষণকৌমুদীমুখম্।
নিদানমিক্ষ্বাকুকুলস্য সন্ততেঃ, সুদক্ষিণা দৌহৃদলক্ষণং দধৌ ॥ ১ ॥
শরীরসাদাদসমগ্রভূষণা, মুখেন সালক্ষ্যত লোধ্রপাণ্ডুনা।
তনুপ্রকাশেন বিচেয়তারকা, প্রভাতকল্পা শশিনেব শর্ব্বরী ॥ ২ ॥
তদাননং মৃৎসুরভি ক্ষিতীশ্বরো, রহস্যুপাঘ্রায় স তৃপ্তিমাযযৌ।
করীব সিক্তং পৃষতৈঃ পয়োমুচাং, শুচিব্যপায়ে বনরাজিপল্বলম্ ॥ ৩ ॥
দিবং মরুত্বানিব ভোক্ষ্যতে ভুবং, দিগন্তবিশ্রান্তরথো হি তৎসুতঃ।
অতোঽভিলাষে প্রথমং তথাবিধে, মনো ববন্ধান্যরসান্ বিলঙ্ঘ্য সা

তাঁহার আগমনসময়ে নগরমধ্যে মঙ্গলসূচক পতাকা সকল উড্ডীন হইতে লাগিল এবং পুরপ্রবেশানন্তর পৌরজন কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া সর্পরাজ সদৃশ স্বীয় সুদৃঢ় হস্তে পুনর্ব্বার রাজ্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক পরমসুখে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন ৭৪। অনন্তর আকাশ যেমন অত্রিমুনির নেত্রসম্ভূত তেজঃ অর্থাৎ চন্দ্রমা এবং সুরধুনী যেমন অনল নিহিত মাহেশ্বর তেজঃ অর্থাৎ ষড়াননকে ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজমহিষী সুদক্ষিণাও রাজকুল-সমৃদ্ধি-জনক সুমহৎ অষ্টলোকপাল দিলীপ কর্ত্তৃক নিহিত তেজঃ অর্থাৎ গর্ভ ধারণ করিলেন। ৭৫।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

অনন্তর রাজমহিষী সুদক্ষিণার ক্রমে ক্রমে ইক্ষ্বাকুকুলের নিদানস্বরূপ অভিমত ও মঙ্গলকর গর্ভ-চিহ্ন-সকল সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতে লাগিল, তদবলোকনে সখীগণ প্রফুল্লনয়না হইল ॥ ১ ॥ শরীরের কৃশতা বশতঃ সুদক্ষিণার সমস্ত ভূষণ পরিধান করিবার শক্তি ছিল না, তখন তাঁহার বদনকমল লোধ্র-পুষ্পের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। প্রভাতসময়ে নক্ষত্র-সমূহ অদৃশ্য এবং চন্দ্র তেজোবিহীন হইলে রজনীর যেরূপ দৃশ্য হয়, তৎকালীন তাঁহারও সেইরূপ শোভা হইয়াছিল ॥ ২ ॥ গ্রীষ্মাবসানে মেঘ-নির্ম্মুক্ত বারিধারাসিক্ত বনস্থিত ক্ষুদ্র সরোবরের অভিনব গন্ধে মাতঙ্গের যেমন আগ্রহ-নিবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ সুদক্ষিণার মৃত্তিকা-ভক্ষণ দ্বারা (মৃত্তিকা-ভক্ষণ গর্ভিণীদিগের লক্ষণ) সুগন্ধিত মুখ রাজা যতই আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ৩ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র যেমন স্বর্গরাজ্য উপভোগ করিতেছেন, সেইরূপ তাঁহার পুত্রও একাধিপত্য লাভ করিয়া এই ভূমণ্ডল উপ-ভোগ করিবে এবং তাহার রথ দিগন্ত পর্য্যন্ত গমন করিবে, এই হেতুই যেন সুদক্ষিণা অন্যবিধ ভোগ্য বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রথমতঃ সেই মৃত্তিকা-ভক্ষণেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

ন মে হ্রিয়া শংসতি কিঞ্চিদীপ্সিতং, স্পৃহাবতী বস্তুষু কেষু মাগধী।
ইতি স্ম পৃচ্ছত্যনুবেলমাদৃতঃ, প্রিয়াসখীরুত্তরকোশলেশ্বরঃ॥ ৫॥
উপেত্য সা দোহদদুঃখশীলতাং, যদেব বব্রে তদপশ্যদাহৃতম্।
ন হীষ্টমস্য ত্রিদিবেঽপি ভূপতেরভূদনাসাদ্যমধিজ্যধন্বনঃ॥ ৬॥
ক্রমেণ নিস্তীর্য্য চ দোহদব্যথাং, প্রচীয়মানাবয়বা ররাজ সা।
পুরাণপত্রাপগমাদনন্তরং, লতেব সন্নদ্ধমনোজ্ঞপল্লবা॥ ৭॥
দিনেষু গচ্ছৎসু নিতান্তপীবরং, তদীয়মানীলমুখং স্তনদ্বয়ম্।
তিরশ্চকার ভ্রমরাভিলীনয়োঃ, সুজাতয়োঃ পঙ্কজকোশয়োঃ শ্রিয়ম্॥ ৮॥
নিধানগর্ভামিব সাগরাম্বরাং, শমীমিবাভ্যন্তরলীনপাবকাম্।
নদীমিবান্তঃসলিলাং সরস্বতীং, নৃপঃ সসত্ত্বাং মহিষীমমন্যত॥ ৯॥
প্রিয়ানুরাগস্য মনঃসমুন্নতের্ভুজার্জ্জিতানাঞ্চ দিগন্তসম্পদাম্।
যথাক্রমং পুংসবনাদিকাঃ ক্রিয়া, ধৃতেশ্চ ধীরঃ সদৃশীর্ব্যধত্ত সঃ॥ ১০॥
সুরেন্দ্রমাত্রাশ্রিতগর্ভগৌরবাৎ, প্রযত্নমুক্তাসনয়া গৃহাগতঃ।
তয়োপচারাঞ্জলিখিন্নহস্তয়া, ননন্দ পারিপ্লবনেত্রয়া নৃপঃ॥ ১১॥
কুমারভৃত্যাকুশলৈরনুষ্ঠিতে, ভিষগ্ভিরাপ্তৈরথ গর্ভভর্ম্মণি।
পতিঃ প্রতীতঃ প্রসবোন্মুখীং প্রিয়াং, দদর্শ কালে দিবমভ্রিতামিব॥ ১২॥
গ্রহৈস্ততঃ পঞ্চভিরুচ্চসংশ্রয়ৈরসূর্য্যগৈঃ সূচিতভাগ্যসম্পদম্।
অসূত পুত্রং সময়ে শচীসমা, ত্রিসাধনা শক্তিরিবার্থমক্ষয়ম্॥ ১৩॥

সুদক্ষিণা লজ্জাবশতঃ আমাকে কিছুই বলিতে পারেন না, কোন্ কোন্ দ্রব্যে তাঁহার অভিলাষ হয়, রাজা সুদক্ষিণার সখীদিগকে এই কথা সর্ব্বদাই জিজ্ঞাসা করিতেন॥৫॥ মহাবীর ধনুর্দ্ধর রাজা দিলীপের অতুল ঐশ্বর্য্যের কিছু নই অপ্রতুল ছিল না, মহিষী অরুচি বশতঃ যখন যে দ্রব্য অভিলাষ করিতেন, তাহাই তৎক্ষণাৎ আপন সম্মুখে দেখিতে পাইতেন; এমন কি, কোন স্বর্গীয় বস্তু প্রার্থনা করিলেও তদ্দণ্ডে আনয়ন করিয়া দিতেন॥৬॥ অনন্তর ক্রমে ক্রমে অরুচি নিবৃত্তি ও আহারে প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল, শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও লাবণ্যবিশিষ্ট হওয়াতে পুরাতন পত্র স্খলিত হইয়া নব পল্লব উদ্গত হইলে লতা যেরূপ শোভমানা হয়, সুদক্ষিণার শরীরও সেইরূপ মনোহর হইয়া উঠিল॥ ৭॥ এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে সুদক্ষিণার পীন পয়োধর-যুগল স্থূল হইয়া উঠিল এবং স্তনের অগ্রভাগ ঈষৎ নীলবর্ণ রেখায় রঞ্জিত হইল; সুতরাং সুগঠন কমল-কোরকে ভ্রমর বসিলে যেমন শোভা হয়, তাঁহার স্তনদ্বয়েরও সেইরূপ শোভা হইয়াছিল॥ ৮॥ রাজা অন্তঃসত্ত্বা মহিষীকে রত্নগর্ভা বসুন্ধরার ন্যায়, অন্তরাগ্নি শমীলতার ন্যায় এবং অন্তঃসলিলা সরস্বতী নদীর ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন॥ ৯॥ মহারাজের মহিষীর প্রতি যেরূপ অনুরাগ এবং পুত্রোৎপত্তি জন্য যেরূপ আনন্দ, যেরূপ ঔদার্য্য ও স্বভুজোপার্জ্জিত যেরূপ অতুল ঐশ্বর্য্য; মহিষীর পুংসবনাদি কার্য্যও তদনুরূপ সমারোহপূর্ব্বক সম্পাদন করিলেন॥ ১০॥ লোকপালদিগের অংশসম্ভূত সুদক্ষিণার গর্ভ-ভার অত্যন্ত দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ সুদক্ষিণার আসন পরিত্যাগ করিতে অত্যন্ত কষ্টবোধ হইত, অঞ্জলিবন্ধন করিতেও হস্ত অবসন্ন হইয়া পড়িত, সুতরাং সেই মনঃকষ্টে মহিষীর নয়নদ্বয় জলভারাক্রান্ত হইত; কিন্তু তথাপি রাজা তাহাতেও মনে মনে সাতিশয় প্রীতিলাভ করিতেন॥ ১১॥ এইরূপে নবমমাস উত্তীর্ণ হইলে নরপতি হৃষ্টচিত্তে মহিষীর প্রসবকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, পরে দশম মাস পূর্ণ হইলে গগনমণ্ডলের ন্যায় সুদক্ষিণাকে প্রসবোন্মুখী দেখিয়া সুনিপুণ বালচিকিৎসকগণকে আনয়ন করিলেন॥ ১২॥ অনন্তর শচীসমা রাজমহিষী সুদক্ষিণা শুভক্ষণে শুভলগ্নে ত্রিসাধনসম্পন্ন-রাজশক্তির অক্ষয় অর্থোৎপাদনের ন্যায় একটী পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন, তখন পাঁচটী গ্রহ অনস্তমিতভাবে স্ব স্ব উচ্চস্থানে অবস্থান করিতেছিল। তাহাতে সেই নবজাত কুমারের

দিশঃ প্রসেদুর্ম্মরুতো ববুঃ সুখাঃ, প্রদক্ষিণার্চ্চির্হবিরগ্নিরাদদে।
বভূব সর্ব্বং শুভশংসি তৎক্ষণং, ভবো হি লোকাভ্যুদয়ায় তাদৃশাম্ ॥ ১৪ ॥
অরিষ্টশয্যাং পরিতো বিসারিণা, সুজন্মনস্তস্য নিজেন তেজসা।
নিশীথদীপাঃ সহসা হতত্বিষো, বভূবুরালেখ্যসমর্পিতা ইব ॥ ১৫ ॥
জনায় শুদ্ধান্তচরায় শংসতে, কুমারজন্মামৃতসম্মিতাক্ষরম্।
অদেয়মাসীৎ ত্রয়মেব ভূপতেঃ, শশিপ্রভং ছত্রমুভে চ চামরে ॥ ১৬ ॥
নিবাতপদ্মস্তিমিতেন চক্ষুষা, নৃপস্য কান্তং পিবতঃ সুতাননম্।
মহোদধেঃ পূর ইবেন্দুদর্শনাদ্গুরুঃ প্রহর্ষঃ প্রবভূব নাত্মনি ॥ ১৭ ॥
স জাতকর্ম্মণ্যখিলে তপস্বিনা, তপোবনাদেত্য পুরোধসা কৃতে।
দিলীপসূনুর্ম্মণিরাকরোদ্ভবঃ, প্রযুক্তসংস্কার ইবাধিকং বভৌ ॥ ১৮ ॥
সুখশ্রবা মঙ্গলতূর্য্যনিস্বনাঃ, প্রমোদনৃত্যৈঃ সহ বারযোষিতাম্।
ন কেবলং সদ্মনি মাগধীপতেঃ, পথি ব্যজৃম্ভন্ত দিবৌকসামপি ॥ ১৯
ন সংযতস্তস্য বভূব রক্ষিতুর্বিসর্জ্জয়েদ্যং সুতজন্মহর্ষিতঃ।
ঋণাভিধানাৎ স্বয়মেব কেবলং, তদা পিতৄণাং মুমুচে স বন্ধনাৎ ॥ ২০ ॥
শ্রুতস্য যায়াদয়মন্তমর্ভকস্তথা পরেষাং যুধি চেতি পার্থিবঃ।
অবেক্ষ্য ধাতোর্গমনার্থমর্থবিচ্চকার নাম্না রঘুমাত্মসম্ভবম্ ॥ ২১ ॥
পিতুঃ প্রযত্নাৎ স সমগ্রসম্পদঃ, শুভৈঃ শরীরাবয়বৈর্দিনে দিনে।
পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতেরনুপ্রবেশাদিব বালচন্দ্রমাঃ ॥ ২২ ॥

ভাগ্য-সম্পত্তি বিলক্ষণরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল ॥ ১৩ ॥ তখন তমসাচ্ছন্ন দিক্‌সকল নির্ম্মল হইল, সুখকর সমীরণ মৃদু মৃদু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং অগ্নি প্রদক্ষিণভাবে আহুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন, ফলতঃ সেই বালকের জন্মসময়ে সমস্তই শুভকর হইয়াছিল, যেহেতু, তাদৃশ ব্যক্তি-দিগের জন্ম মনুষ্যের মঙ্গলের নিমিত্তই হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ সেই ক্ষণজন্মা বালকের তেজে সূতিকাগার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং শয্যাপার্শ্বস্থিত প্রদীপ-সকল তৎক্ষণাৎ নিষ্প্রভ হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় রহিল ॥ ১৫ ॥ অনন্তর একজন ভৃত্য নৃপতির সন্নিধানে আসিয়া পুত্রোৎপত্তির শুভ সংবাদ নিবে-দন করিল; তৎশ্রবণে মহারাজ দিলীপ যৎপরোনাস্তি প্রফুল্লিত হইয়া তাহাকে যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদানপূর্ব্বক অবিলম্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ফলতঃ ভৃত্যকে রাজার তিনটী মাত্র অদেয় ছিল, সুধাংশু-সদৃশ শুভ্রছত্র ও দুইটী চামর ॥ ১৬ ॥ রাজা যখন নিবাত-নিষ্কম্প পদ্মতুল্য স্থির-নেত্রে পুত্রের কমনীয় মুখমণ্ডল দর্শন করিতে লাগিলেন, যেরূপ চন্দ্র দর্শনে মহাসমুদ্রের জল উদ্বেলিত হয়, সেইরূপ মহারাজ দিলীপও তখন অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥ ১৭ ॥ অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ তপোবন হইতে রাজভবনে আগমন করিয়া রাজপুত্রের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সমাধান করিলেন। কুমার কৃতসংস্কার হইয়া শাণশোধিত আকরজাত মণির ন্যায় সমধিক শোভমান হইলেন ॥ ১৮ ॥ তখন রাজভবনে বারা-ঙ্গনাগণের শ্রুতিসুখকর মঙ্গলজনক নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং প্রজাবর্গের গৃহেও নানাবিধ আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। মহারাজ দিলীপের পুত্র হওয়াতে স্বর্গবাসিগণ আনন্দসূচক দুন্দুভিধ্বনি ও নৃত্য-গীত করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥ এরূপ আনন্দের সময় লোকে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে মুক্ত করিয়া থাকে, মহা-রাজ দিলীপের সুশাসনপ্রভাবে তৎকালে তাঁহার কারাগৃহে বন্দীমাত্র ছিল না, তবে আর কাহাকে মোচন করিবেন? কেবল আপনিই পিতৃঋণরূপ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলেন ॥ ২০ ॥ এই বালক শাস্ত্র-বিদ্যা, শস্ত্রবিদ্যা উভয়েরই পারগামী হইবে বিবেচনা করিয়া সুপণ্ডিত রাজা "রঘ" ধাতুর গমনার্থ জানিয়া নিজপুত্রের "রঘু" নাম রাখিলেন ॥ ২১ ॥ তদনন্তর সমস্ত শুভ সম্পত্তিসম্পন্ন পিতার যত্নে প্রতিপালিত হইয়া সূর্য্যের অনুপ্রবেশ দ্বারা বালচন্দ্রমার ন্যায় কুমার দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার

উমাবৃষাঙ্কৌ শরজন্মনা যথা, যথা জয়ন্তেন শচীপুরন্দরৌ।
তথা নৃপঃ সা চ সুতেন মাগধী, ননন্দতুস্তৎসদৃশেন তৎসমৌ ॥ ২৩ ॥
রথাঙ্গনাম্নোরিব ভাববন্ধনং, বভূব যৎ প্রেম পরস্পরাশ্রয়ম্।
বিভক্তমপ্যেকসুতেন তত্তয়োঃ, পরস্পরস্যোপরি পর্য্যচীয়ত ॥ ২৪ ॥
উবাচ ধাত্র্যা প্রথমোদিতং বচো, যযৌ তদীয়ামবলম্ব্য চাঙ্গুলিম্।
অভূচ্চ নম্রঃ প্রণিপাতশিক্ষয়া, পিতুর্মুদং তেন ততান সোঽর্ভকঃ ॥ ২৫ ॥
তমঙ্কমারোপ্য শরীরযোগজৈঃ, সুখৈর্নিষিঞ্চন্তমিবামৃতং ত্বচি।
উপান্তসংমীলিতলোচনো নৃপশ্চিরাৎ সুতস্পর্শরসজ্ঞতাং যযৌ ॥ ২৬ ॥
অমংস্ত চানেন পরার্দ্ধ্যজন্মনা, স্থিতেরভেত্তা স্থিতিমন্তমন্বয়ম্।
স্বমূর্ত্তিভেদেন গুণাগ্র্যবর্ত্তিনা, পতিঃ প্রজানামিব সর্গমাত্মনঃ ॥ ২৭ ॥
স বৃত্তচূলশ্চলকাকপক্ষকৈরমাত্যপুত্রৈঃ সবয়োভিরন্বিতঃ।
লিপের্যথাবদ্গ্রহণেন বাঙ্ময়ং, নদীমুখেনেব সমুদ্রমাবিশৎ ॥ ২৮ ॥
অথোপনীতং বিধিবদ্বিপশ্চিতো, বিনিন্যুরেনং গুরবো গুরুপ্রিয়ম্।
অবন্ধ্যযত্নাশ্চ বভূবুরত্র তে, ক্রিয়া হি বস্তূপহিতা প্রসীদতি ॥ ২৯ ॥
ধিয়ঃ সমগ্রৈঃ সগুণৈরুদারধীঃ, ক্রমাচ্চতস্রশ্চতুরর্ণবোপমাঃ।
ততার বিদ্যাঃ পবনাতিপাতিভির্দিশো হরিদ্ভির্হরিতামিবেশ্বরঃ ॥ ৩০ ॥
ত্বচং স মেধ্যাং পরিধায় রৌরবীমশিক্ষিতাস্ত্রং পিতুরেব মন্ত্রবৎ।
ন কেবলং তদ্গুরুরেকপার্থিবঃ, ক্ষিতাবভূদেকধনুর্দ্ধরোঽপি সঃ ॥ ৩১ ॥
মহোক্ষতাং বৎসতরঃ স্পৃশন্নিব, দ্বিপেন্দ্রভাবং কলভঃ শ্রয়ন্নিব।
রঘুঃ ক্রমাদ্যৌবনভিন্নশৈশবঃ, পুপোষ গাম্ভীর্য্যমনোহরং বপুঃ ॥ ৩২ ॥

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অতি সুন্দর হইয়া উঠিল ॥ ২২ ॥ হরপার্ব্বতী ষড়াননকে পাইয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, শচী ও পুরন্দর জয়ন্তকে পাইয়া যেরূপ হর্ষলাভ করিয়াছিলেন; রাজা এবং রাজ্ঞীও তত্তৎসদৃশ পুত্রলাভে সেইরূপ প্রীতিলাভ করিলেন ॥ ২৩ ॥ চক্রবাক-চক্রবাকীর ন্যায় রাজা ও রাজ্ঞীর পরস্পরাশ্রিত হৃদয়গ্রাহী প্রেমভাব পুত্রে বিভক্ত হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ২৪ ॥ রাজতনয় আধ আধ স্বরে ধাত্রীর উপদিষ্ট বাক্যগুলি উচ্চারণ ও অঙ্গুলি অবলম্বন পূর্ব্বক দুই একপদ গমন এবং দেবদেবীকে প্রণাম করিতে শিখিলেন, তদ্দর্শনে নরপতির আনন্দের সীমা রহিল না ॥ ২৫ ॥ তিনি রঘুকে ক্রোড়ে লইয়া অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্রে চিরাভিলষিত সুতস্পর্শামৃতরস আস্বাদন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ ব্রহ্মা যেমন সত্ত্বগুণসম্ভূত স্বীয় মূর্ত্ত্যন্তর বিষ্ণুদ্বারা স্বকীয় সৃষ্টির স্থিতি অনুভব করিয়াছিলেন, সেইরূপ কুলমর্য্যাদাভিজ্ঞ রাজা দিলীপও এই সুজাত পুত্রদ্বারা আপনার বংশমর্য্যাদা রক্ষা হইবে ভাবিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥ ২৭ ॥ তদনন্তর ভূপতি সমুচিতকালে রঘুর চূড়াকরণ সম্পন্ন করাইয়া পঞ্চমবর্ষে চঞ্চল-শিখাবিশিষ্ট সমবয়স্ক সচিবতনয়দিগের সহিত বিদ্যাশিক্ষার্থ পাঠশালায় নিযুক্ত করিলেন। রঘু কতিপয় দিবসের মধ্যে বর্ণশিক্ষা সমাপন করিয়া নদীমুখ দ্বারা সমুদ্রে বারি-প্রবেশের ন্যায় শব্দশাস্ত্রে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৮ ॥ তদনন্তর গর্ভৈকাদশবর্ষবয়ঃক্রমকালে রঘুর উপনয়ন হইল, বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ বিশেষ যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সেই শিক্ষাপ্রদান-যত্ন অবিলম্বেই সফল হইল, যেহেতু, সৎপাত্রে উপদেশ প্রদান করিলে কদাচ তাহা নিষ্ফল হয় না ॥২৯॥ পবন তুল্য বেগশালী অশ্বদ্বারা সূর্য্যদেব যেরূপ দিক্‌সকল পরিভ্রমণ করিয়া উত্তীর্ণ হন, সেইরূপ অসাধারণ-বুদ্ধিসম্পন্ন রাজতনয় রঘু স্বকীয় বুদ্ধিপ্রভাবে ক্রমশঃ চারিটী বিদ্যা অতিক্রম করিলেন ॥ ৩০ ॥ শাস্ত্রবিদ্যা সমাপ্ত হইলে তিনি পবিত্র মৃগচর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক পিতার নিকটেই সমন্ত্রক অস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করিলেন, তাঁহার পিতা যে কেবল অদ্বিতীয় রাজা ছিলেন, এমন নহে. তিনি ভূমণ্ডলমধ্যে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধরও ছিলেন ॥ ৩১ ॥ বৎস যেরূপ ক্রমে ক্রমে মহাবৃষভ হইয়া উঠে ও করিশাবক যেরূপ কালক্রমে গজরাজের ভাব ধারণ করে, সেইরূপ রঘুও বাল্যকাল অতিক্রম পূর্ব্বক যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া

অথাস্য গোদানবিধেরনন্তরং, বিবাহদীক্ষাং নিরবর্ত্তয়দ্গুরুঃ।
নরেন্দ্রকন্যাস্তমবাপ্য সৎপতিং, তমোনুদং দক্ষসুতা ইবাবভুঃ॥ ৩৩॥
যুবা যুগব্যায়তবাহুরংসলঃ, কপাটবক্ষাঃ পরিণদ্ধকন্ধরঃ।
বপুঃ প্রকর্ষাদজয়দ্গুরুং রঘুস্তথাপি নীচৈর্বিনয়াদদৃশ্যত॥ ৩৪॥
ততঃ প্রজানাং চিরমাত্মনা ধৃতাং, নিতান্তগুর্ব্বীং লঘয়িষ্যতা ধুরম্।
নিসর্গসংস্কারবিনীত ইত্যসৌ, নৃপেণ চক্রে যুবরাজশব্দভাক্॥ ৩৫॥
নরেন্দ্রমূলায়তনাদনন্তরং, তদাস্পদং শ্রীর্যুবরাজসংজ্ঞিতম্।
অগচ্ছদংশেন গুণাভিলাষিণী, নবাবতারং কমলাদিবোৎপলম্॥ ৩৬
বিভাবসুঃ সারথিনেব বায়ুনা, ঘনব্যপায়েন গভস্তিমানিব।
বভূব তেনাতিতরাং সুদুঃসহঃ, কটপ্রভেদেন করীব পার্থিবঃ॥ ৩৭॥
নিযুজ্য তং হোমতুরঙ্গরক্ষণে, ধনুর্দ্ধরং রাজসুতৈরনুদ্রুতম্।
অপূর্ণমেকেন শতক্রতূপমঃ, শতং ক্রতূনামপবিঘ্নমাপ সঃ॥ ৩৮॥
ততঃ পরং তেন মখায় যজ্বনা, তুরঙ্গমুৎসৃষ্টমনর্গলং পুনঃ।
ধনুর্ভৃতামগ্রত এব রক্ষিণাং, জহার শক্রঃ কিল গূঢ়বিগ্রহঃ॥ ৩৯॥
বিষাদলুপ্তপ্রতিপত্তি বিস্মিতং, কুমারসৈন্যং সপদি স্থিতঞ্চ তৎ।
বশিষ্ঠধেনুশ্চ যদৃচ্ছয়াগতা, শ্রুতপ্রভাবা দদৃশেঽথ নন্দিনী॥ ৪০
তদঙ্গনিস্যন্দজলেন লোচনে, প্রমৃজ্য পুণ্যেন পুরস্কৃতঃ সতাম্।
অতীন্দ্রিয়েষ্বপ্যুপপন্নদর্শনো, বভূব ভাবেষু দিলীপনন্দনঃ॥ ৪১॥

মনোহর গম্ভীর দেহ ধারণ করিলেন ॥ ৩২॥ অতঃপর গোদান-(কেশচ্ছেদ) কার্য্য সমাপন হইলে রাজা মহাসমারোহপূর্ব্বক পুত্রের বিবাহসংস্কার নির্ব্বাহ করিলেন। দক্ষকন্যাগণ চন্দ্রকে পতি পাইয়া যেমন হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন, রাজকন্যাগণও রঘুকে পতি লাভ করিয়া তদ্রূপ আনন্দিত হইলেন॥ ৩৩॥ যৌবনকালে রঘুর বাহুদ্বয় যুগদণ্ডবৎ বিলম্বিত হইল ও সর্ম্বাধিক বলশালী হইলেন এবং বক্ষঃস্থল কবাটের ন্যায় বিস্তৃত ও স্কন্ধস্থল বিশাল হইল, সুতরাং তিনি শরীরপ্রকর্ষদ্বারা পিতাকে পরাজয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার নিকট সর্ব্বদা নতভাবেই থাকিতেন॥ ৩৪॥ তদনন্তর রাজা দিলীপ চিরদিন স্বীয় রাজ্যের যে গুরুতর শাসনভার বহন করিয়া আসিতেছেন, তাহা লঘু করিবার জন্য সর্ব্বগুণাকর পুত্রকে সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন॥ ৩৫॥ লক্ষ্মীদেবী যেমন চিরপ্রস্ফুটিত পদ্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবপ্রস্ফুটিত পদ্মে গমন করেন, তদ্রূপ গুণপক্ষপাতিনী রাজলক্ষ্মী পূর্ব্বতন আবাসভূমি মহারাজ দিলীপকে অংশতঃ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুবরাজ রঘুকেই আশ্রয় করিলেন॥ ৩৬॥ পবনের সাহায্যে অগ্নি যেমন প্রবল হয়, শরৎকালের সহায়তায় সূর্য্য যেমন প্রখর হয়, মদবারির সহায়তায় মাতঙ্গ যেমন উদ্ধত হয়, তদ্রূপ রঘুর সাহায্যে রাজাও অতিশয় দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিলেন॥ ৩৭॥ ইন্দ্র সদৃশ রাজা দিলীপ তখন যজ্ঞ করিবার উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া কতিপয় রাজপুত্র এবং সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে ধনুর্দ্ধারী স্বীয় পুত্র রঘুকে হোমতুরঙ্গ-রক্ষণে নিযুক্ত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে দেবরাজেরও আশঙ্কাজনক একোনশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিলেন॥ ৩৮॥ পরিশেষে তিনি শততম অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ করিতে অভিলাষী হইয়া পুনর্ব্বার যজ্ঞ করিবার জন্য অশ্বকে অবাধে বিচরণার্থ বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলে দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় তিরস্করিণী বিদ্যার প্রভাবে মনুষ্যলোচনের অগোচর কলেবর ধারণ করিয়া রক্ষকদিগের সম্মুখ হইতেই যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিলেন॥ ৩৯॥ কোন্ ব্যক্তি অশ্ব অপহরণ করিল, কুমারের সৈন্যগণ তাহা নিশ্চয় করিতে না পারিয়া বিষাদে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে মহর্ষি বশিষ্ঠের ধেনু নন্দিনী যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজকুমার পিতার নিকটে নন্দিনীর মাহাত্ম্য পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছিলেন॥ ৪০॥ যুবরাজ ইষ্টসিদ্ধির অভিলাষে সাধুদিগের সম্মানিত সেই নন্দিনীর পবিত্র মূত্রজলে স্বীয় নেত্রদ্বয় ধৌত করিবা

স পূর্ব্বতঃ পর্ব্বতপক্ষশাতনং, দদর্শ দেবং নরদেবসম্ভবঃ।
পুনঃ পুনঃ সূতনিষিদ্ধচাপলং, হরন্তমশ্বং রথরশ্মিসংযতম্ ॥ ৪২ ॥
শতৈস্তমক্ষ্ণামনিমেষবৃত্তিভির্হরিং, বিদিত্বা হরিভিশ্চ বাজিভিঃ।
অবোচদেনং গগনস্পৃশা রঘুঃ, স্বরেণ ধীরেণ নিবর্ত্তয়ন্নিব ॥ ৪৩ ॥
মখাংশভাজাং প্রথমো মনীষিভিস্ত্বমেব দেবেন্দ্র সদা নিগদ্যসে।
অজস্রদীক্ষাপ্রযতস্য মদ্‌গুরোঃ, ক্রিয়াবিঘাতায় কথং প্রবর্ত্তসে ॥ ৪৪ ॥
ত্রিলোকনাথেন সদা মখদ্বিষস্ত্বয়া নিয়ম্যা ননু দিব্যচক্ষুষা।
স চেৎ স্বয়ং কর্ম্মসু ধর্ম্মচারিণাং, ত্বমন্তরায়ো ভবসি চ্যুতো বিধিঃ ॥ ৪৫ ॥
তদঙ্গমগ্র্যং মঘবন্ মহাক্রতোরমুং তুরঙ্গং প্রতিমোক্তুমর্হসি।
পথঃ শ্রুতের্দর্শয়িতার ঈশ্বরা, মলীমসামাদদতে ন পদ্ধতিম্ ॥ ৪৬ ॥
ইতি প্রগল্‌ভং রঘুণা সমীরিতং, বচো নিশম্যাধিপতির্দিবৌকসাম্।
নিবর্ত্তয়ামাস রথং সবিস্ময়ঃ, প্রচক্রমে চ প্রতিবক্তুমুত্তরম্ ॥ ৪৭ ॥
যদাত্থ রাজন্যকুমার তৎ তথা, যশস্তু রক্ষ্যং পরতো যশোধনৈঃ।
জগৎপ্রকাশং তদশেষমিজ্যয়া, ভবদ্‌গুরুর্লঙ্ঘয়িতুং মমোদ্যতঃ ॥ ৪৮ ॥
হরির্যথৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃতো, মহেশ্বরস্ত্র্যম্বক এব নাপরঃ।
তথা বিদুর্মাং মুনয়ো শতক্রতুং, দ্বিতীয়গামী ন হি শব্দ এষঃ ॥ ৪৯ ॥
অতোঽয়মশ্বঃ কপিলানুকারিণা, পিতুস্ত্বদীয়স্য ময়াপহারিতঃ।
অলং প্রযত্নেন তবাত্র মা নিধাঃ, পদং পদব্যাং সগরস্য সন্ততেঃ ॥ ৫০ ॥

মাত্র দেবধেনুর মাহাত্ম্যে তাঁহার দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হইল ॥ ৪১ ॥ তখন রাজকুমার ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্ব্বদিকে দেখিতে পাইলেন যে, পর্ব্বত-পক্ষচ্ছেদী দেবরাজ ইন্দ্র রথরজ্জুতে বন্ধন করিয়া যজ্ঞতুরঙ্গম হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন, সারথি অশ্বের চাপল্য-নিবারণার্থ পুনঃ পুনঃ কশাঘাত করিতেছে ॥ ৪২ ॥ সেই রথে হরিতবর্ণ ঘোটক সংযোজিত এবং তাঁহার নিমেষশূন্য সহস্রলোচন অবলোকন করিয়া রাজপুত্র অশ্বাপহারীকে "দেবরাজ ইন্দ্র" বলিয়া স্থির করিয়া গগনস্পর্শী গম্ভীরস্বরে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াই যেন বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥ দেবরাজ! এ কি? মহর্ষিগণ আপনাকেই যজ্ঞাংশভাগীদিগের অধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, এক্ষণে আমার পিতা যজ্ঞে দীক্ষিত আছেন, অতএব আপনি তাঁহার যজ্ঞের ব্যাঘাত করিতে কি জন্য প্রবৃত্ত হইতেছেন? ৪৪ ॥ আপনি ত্রিলোকের ঈশ্বর, যজ্ঞের বিঘ্নকারিদিগকে দিব্যচক্ষে জানিতে পারিয়া শাসন করা আপনারই কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কিন্তু আপনি যদি নিজেই ধর্ম্মচারিদিগের কর্ম্মে ব্যাঘাত করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মকার্য্য একবারেই লোপ হইয়া যাইবে ॥৪৫॥ হে মহেন্দ্র! এক্ষণে আপনি সেই অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের প্রধান সাধন এই অশ্ব পরিত্যাগ করুন, মহাত্মা ব্যক্তিগণ সন্মার্গ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা কখনও এরূপ অসৎপথে পদার্পণ করেন না ॥ ৪৬ ॥ দেবরাজ রঘুর এইরূপ প্রগল্‌ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া সারথিকে রথ নিবৃত্ত করিতে আদেশ প্রদানপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৭ ॥ হে রাজপুত্র! তুমি যাহা বলিতেছ, ইহা সত্য বটে, কিন্তু যশোধন ব্যক্তিদিগের শত্রু হইতে যশোরক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, তোমার পিতা যজ্ঞ দ্বারা আমার জগদ্বিখ্যাত কীর্ত্তি সম্পূর্ণরূপ লোপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন ॥ ৪৮ ॥ পুরুষোত্তম বলিলে যেমন কেবল বিষ্ণুকেই বুঝায় এবং মহেশ্বর বলিলে যেমন ত্রিলোচনকেই বুঝায়, সেইরূপ শতক্রতুশব্দ উচ্চারণ করিলে মুনিগণ কেবল আমাকেই বুঝিয়া থাকেন, আমাদিগের এই তিনটী শব্দ কদাচ দ্বিতীয়গামী হয় না ॥ ৪৯ ॥ অতএব আমি মহর্ষি কপিলের অনুকরণ করিয়া এই হোম-তুরঙ্গম হরণ করিতেছি, ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না; বৃথা কেন চেষ্টা করিতেছ? সগর-সন্তানগণ মহর্ষি কপিলের নিকট অশ্ব আনয়ন করিতে গিয়া যেরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিল, তুমিও কি সেইরূপ বিপদে পতিত হইতে ইচ্ছা করিতেছ?

ততঃ প্রহস্যাপভয়ঃ পুরন্দরং, পুনর্ব্বভাষে তুরগস্য রক্ষিতা।
গৃহাণ শস্ত্রং যদি সর্গ এষ তে, ন খল্বনির্জ্জিত্য রঘুং কৃতী ভবান্॥ ৫১॥
স এবমুক্ত্বা মঘবন্তমুন্মুখঃ, করিষ্যমাণঃ সশরং শরাসনম্।
অতিষ্ঠদালীঢ়বিশেষশোভিনা, বপুঃপ্রকর্ষেণ বিড়ম্বিতেশ্বরঃ॥ ৫২॥
রঘোরবষ্টম্ভময়েন পত্রিণা, হৃদি ক্ষতো গোত্রভিদপ্যমর্ষণঃ।
নবাম্বুদানীকমুহূর্ত্তলাঞ্ছনে, ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত সায়কম্॥ ৫৩॥
দিলীপসূনোঃ স বৃহদ্ভুজান্তরং, প্রবিশ্য ভীমাসুরশোণিতোচিতঃ।
পপাবনাস্বাদিতপূর্ব্বমাশুগঃ, কুতূহলেনেব মনুষ্যশোণিতম্॥ ৫৪॥
হরেঃ কুমারোঽপি কুমারবিক্রমঃ, সুরদ্বিপাস্ফালনকর্কশাঙ্গুলৌ।
ভুজে শচীপত্রবিশেষকাঙ্কিতে, স্বনামচিহ্নং নিচখান সায়কম্॥ ৫৫॥
জহার চান্যেন ময়ূরপত্রিণা, শরেণ শক্রস্য মহাশনিধ্বজম্।
চুকোপ তস্মৈ স ভৃশং সুরশ্রিয়ঃ, প্রসহ্য কেশব্যপরোপণাদিব॥ ৫৬॥
তয়োরুপান্তস্থিতসিদ্ধসৈনিকং, গরুত্মদাশীবিষভীমদর্শনৈঃ।
বভূব যুদ্ধং তুমুলং জয়ৈষিণোরধোমুখৈরূর্দ্ধমুখৈশ্চ পত্রিভিঃ॥ ৫৭॥
অতিপ্রবন্ধপ্রহিতাস্ত্রবৃষ্টিভিস্তমাশ্রয়ং দুষ্প্রসহস্য তেজসঃ।
শশাক নির্ব্বাপয়িতুং ন বাসবঃ, স্বতশ্চ্যুতং বহ্নিমিবাদ্ভিরম্বুদঃ॥ ৫৮॥
ততঃ প্রকোষ্ঠে হরিচন্দনাঙ্কিতে, প্রমথ্যমানার্ণবধীরনাদিনীম্।
রঘুঃ শশাঙ্কার্দ্ধমুখেন পত্রিণা, শরাসনজ্যামলুনাদ্বিড়ৌজসঃ॥ ৫৯॥

অতএব তুমি ইহা হইতে নিবৃত্ত হও ॥ ৫০॥ অনন্তর তুরঙ্গ-রক্ষক রঘু নির্ভয়চিত্তে পুরন্দরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেবরাজ! যদি আপনি নিতান্তই অশ্ব পরিত্যাগ করিবেন না, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, তবে অস্ত্র ধারণ করুন, রঘুকে পরাজয় না করিয়া আপনাকে কৃতকার্য্য মনে করিবেন না॥ ৫১॥ রঘু এই বলিয়া শরাসনে শরসন্ধান করিবার নিমিত্ত ঊর্দ্ধমুখ হইয়া দক্ষিণ জানু সম্মুখে সঙ্কোচন এবং বামপদ পশ্চাৎ প্রসারণপূর্ব্বক শরীর-শোভায় যেন পিনাকপাণিকে পরাজিত করিয়া উপবেশন করিলেন॥ ৫২॥ তদনন্তর শচীপতিকে লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভাকার নামক এক শর নিক্ষেপ করিলেন, রঘুর বাণ ইন্দ্রের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, তাহাতে দেবরাজ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার যে ধনু নবীন-নীরদ-খণ্ডে ক্ষণকাল লক্ষিত হইয়া থাকে, সেই বিশাল ধনুতে অব্যর্থ বাণ সন্ধান করিলেন॥ ৫৩॥ ইন্দ্র-শর কুমারের বিশাল বক্ষঃস্থলে নিদারুণরূপে বিদ্ধ হইল দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, দেবরাজের শর সতত অসুর-শোণিত পান করিয়া থাকে, কদাচ নরশোণিত পান করিতে পায় না, সেই নিমিত্তই সাতিশয় সতৃষ্ণভাবে নররুধির পান করিতেছে॥ ৫৪॥ দেবরাজের যে হস্তের অঙ্গুলি ঐরাবতকে তাড়না দ্বারা কঠিনীভূত হইয়াছে এবং যে হস্তে শচীর পত্র ও তিলক-রচনা-চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে, কার্ত্তিকেয়ের তুল্য মহাপরাক্রমশালী রঘুও সেই হস্তে স্বনামাঙ্কিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন॥ ৫৫॥ তৎপরে ময়ূর-পুচ্ছ পুঙ্খ অপর এক বাণ দ্বারা তদীয় বজ্রাকৃতি রথের ধ্বজচ্ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। পুরন্দর তদ্দর্শনে স্বর্গলক্ষ্মীর কেশচ্ছেদন হইল মনে ভাবিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন॥ ৫৬॥ বীরদ্বয়ের উপরি ও অধোভাগে অবস্থিতি হেতু ইন্দ্রসায়ক অধোমুখে আসিতেছে, রঘুর শর ঊর্দ্ধমুখে যাইতেছে, ইন্দ্রের পার্শ্বে সিদ্ধগণ এবং রঘুর পার্শ্বে সৈনিকগণ দণ্ডায়মান ছিল। তখন উভয়ের পক্ষযুক্ত শরসমূহ দৃষ্টে প্রতীয়মান হইতে লাগিল যেন, পক্ষধর বিষধর-সকল দ্রুতবেগে গগনমার্গে উড্ডীন হইতেছে। এইরূপে উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল, পরস্পরেরই জয়ী হইবার বাসনা, কিন্তু কেহ কাহাকেও পরাজয় করিতে পারিলেন না॥ ৫৭॥ মেঘ যেরূপ স্বদেহ-সম্ভূত বৈদ্যুতাগ্নিকে বারিবর্ষণ দ্বারা নির্ব্বাপিত করিতে পারে না, তদ্রূপ দেবরাজ নিজ অংশে উৎপন্ন দুঃসহ-পরাক্রমশালী রঘুকে অজস্র বাণবর্ষণ করিয়াও নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না॥৫৮॥ অনন্তর রঘু অর্দ্ধচন্দ্র-মুখ শর দ্বারা ইন্দ্রের হরিচন্দনাঙ্কিত সমুদ্র-মন্থনবৎ বীরধ্বনিকারী ধনুর্গুণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন॥৫৯॥

স চাপমুৎসৃজ্য বিবৃদ্ধমৎসরঃ, প্রণাশনায় প্রবলস্য বিদ্বিষঃ।
মহীধ্রপক্ষব্যপরোপণোচিতং, স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলমস্ত্রমাদদে ॥ ৬০ ॥
রঘুর্ভৃশং বক্ষসি তেন তাড়িতঃ, পপাত ভূমৌ সহ সৈনিকাশ্রুভিঃ।
নিমেষমাত্রাদবধূয় তদ্ব্যথাং, সহোত্থিতঃ সৈনিকহর্ষনিস্বনৈঃ ॥ ৬১ ॥
তথাপি শস্ত্রব্যবহারনিষ্ঠুরে, বিপক্ষভাবে চিরমস্য তস্থুষঃ।
তুতোষ বীর্য্যাতিশয়েন বৃত্রহা, পদং হি সর্ব্বত্র গুণৈর্নিধীয়তে ॥ ৬২ ॥
অসঙ্গমদ্রিষ্বপি সারবত্তয়া, ন মে ত্বদন্যেন বিসোঢ়মায়ুধম্।
অবেহি মাং প্রীতমৃতে তুরঙ্গমাৎ, কিমিচ্ছসীতি স্ফুটমাহ বাসবঃ ॥ ৬৩ ॥
ততো নিষঙ্গাদসমগ্রমুদ্ধৃতং, সুবর্ণপুঙ্খদ্যুতিরঞ্জিতাঙ্গুলিম্।
নরেন্দ্রসূনুঃ প্রতিসংহরন্নিষুং, প্রিয়ংবদঃ প্রত্যবদৎ সুরেশ্বরম্ ॥ ৬৪ ॥
অমোচ্যমশ্বং যদি মন্যসে প্রভো, ততঃ সমাপ্তে বিধিনৈব কর্ম্মণি।
অজস্রদীক্ষাপ্রযতঃ স মদ্গুরুঃ, ক্রতোরশেষেণ ফলেন যুজ্যতাম্ ॥ ৬৫ ॥
যথা চ বৃত্তান্তমিমং সদোগতস্ত্রিলোচনৈকাংশতয়া দুরাসদঃ।
তবৈব সন্দেশহরাদ্বিশাম্পতিঃ, শৃণোতি লোকেশ তথা বিধীয়তাম্ ॥ ৬৬ ॥
তথেতি কামং প্রতিশুশ্রুবান্ রঘোর্যথাগতং মাতলিসারথির্যযৌ।
নৃপস্য নাতিপ্রমনাঃ সদোগৃহং, সুদক্ষিণাসূনুরপি ন্যবর্ত্তত ॥ ৬৭ ॥
তমভ্যনন্দৎ প্রথমং প্রবোধিতঃ, প্রজেশ্বরঃ শাসনহারিণা হরেঃ।
পরামৃশন্ হর্ষজড়েন পাণিনা, তদীয়মঙ্গং কুলিশব্রণাঙ্কিতম্ ॥ ৬৮ ॥

ইন্দ্র সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া প্রবল-রিপু-পরাজয়ের বাসনায় পর্ব্বতের পক্ষচ্ছেদক প্রস্ফুরিত প্রভামণ্ডল-বিশিষ্ট অমোঘ বজ্রাস্ত্র রঘুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৬০ ॥ বজ্র দ্রুতবেগে ভয়ঙ্কর শব্দে বক্ষঃস্থলে নিপতিত হওয়ায় রঘু মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন; তাঁহার সৈন্যগণ তখন রোদন করিতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ উগ্রতর ভয়ঙ্কর বেদনা সংবরণ করিয়া পুনর্ব্বার উত্থিত হইলেন, তখন তাঁহার সৈনিকগণ হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল ॥ ৬১ ॥ রঘুও তখন শত্রুভাব অবলম্বন করিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধের নিমিত্ত শরাসন গ্রহণ করিলেন। যুবরাজকে পুনরায় যুদ্ধ করিতে অগ্রসর দেখিয়া এবং তাঁহার অসামান্য পরাক্রম দর্শনে বৃত্রবিনাশন দেবরাজ সাতিশয় প্রসন্ন হইলেন যেহেতু, গুণসমূহ সর্ব্বত্রই স্থানপ্রাপ্ত হয় এবং শত্রুকেও মিত্রভাবাপন্ন করিয়া থাকে ॥ ৬২ ॥ তখন ইন্দ্র বলিলেন, নৃপনন্দন! আমার এই অমোঘ বজ্রাস্ত্রের আঘাত সহ্য করে, এমন লোক ত্রিলোকে লক্ষিত হয় নাই, ইহা পর্ব্বত-সকলকেও চূর্ণ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু তুমি সহজেই ঈদৃশ অস্ত্রের প্রহার সহ করিয়াছ। তোমার এই বীর্য্যাতিশয্য দর্শনে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে এই অশ্ব ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা কর ॥৬৩॥ রঘু তূণীর হইতে যে শর তুলিতেছিলেন, দেবরাজের এইরূপ বাক্য শ্রবণে পুনর্ব্বার সেই বাণ তূণীরমধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক শচীপতিকে বলিতে লাগিলেন, তখন শরের সুবর্ণময় পুঙ্খের আভায় তাঁহার অঙ্গুলিগুলি রঞ্জিত হইয়াছিল ॥ ৬৪ ॥ ভগবন্! যদি অশ্বকে নিতান্তই অমোচ্য বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া আমার পিতা যাহাতে আরব্ধ যজ্ঞের ফলভাগী হইতে পারেন, এমন বর প্রদান করুন ॥ ৬৫ ॥ আর আমি রক্ষণীয় বস্তু হারাইয়া অতিশয় লজ্জিত হইয়াছি তিনি এখন যজ্ঞাগারে অবস্থিতি করিয়া মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, সুতরাং আমি জনক সন্নিধানে এই বৃত্তান্ত স্বয়ং নিবেদন করিতে পারিব না; অতএব যাহাতে আপনার প্রেরিত দূতের মুখে তিনি এই সংবাদ অবগত হইতে পারেন, হে লোকনাথ! আপনাকে ইহার প্রতিবিধান করিতে হইবে ॥ ৬৬ ॥ সুররাজ "তথাস্তু" বলিয়া প্রার্থনায় সম্মত হইয়া স্বীয় সারথি মাতলিকে রথ চালাইতে আদেশ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন, রঘুও অনতিহৃষ্টচিত্তে পিতার যজ্ঞশালাভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৬৭ ॥ প্রজানাথ দিলীপ রঘুর আগমনের পূর্ব্বেই ইন্দ্রপ্রেরিত দূতের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন, এক্ষণে রঘুকে উপস্থিত দেখিয়া হর্ষহেতু জড়ীভূত করতলে তদীয় কুলিশব্রণচিহ্ন

ইতি ক্ষিতীশো নবতিং নবাধিকাং, মহাক্রতূনাং মহনীয়শাসনঃ।
সমারুরুক্ষুর্দিবমায়ুষঃ ক্ষয়ে, ততান সোপানপরম্পরামিব ॥ ৬৯ ॥
অথ স বিষয়ব্যাবৃত্তাত্মা যথাবিধি সূনবে, নৃপতিককুদং দত্ত্বা যূনে সিতাতপবারণম্।
মুনিবনতরুচ্ছায়াং দেব্যা তয়া সহ শিশ্রিয়ে, গলিতবয়সামিক্ষ্বাকূণামিদং হি কুলব্রতম্ ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ রঘুরাজ্যাভিষেকো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ সর্গঃ

স রাজ্যং গুরুণা দত্তং প্রতিপদ্যাধিকং বভৌ। দিনান্তে নিহিতং তেজঃ সবিত্রেব হুতাশনঃ ॥ ১ ॥
দিলীপানন্তরং রাজ্যে তং নিশম্য প্রতিষ্ঠিতম্। পূর্ব্বং প্রধূমিতো রাজ্ঞাং হৃদয়েঽগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥ ২ ॥
পুরুহূতধ্বজস্যেব তস্যোন্নয়নপংক্তয়ঃ। নবাভ্যুত্থানদর্শিন্যো ননন্দুঃ সপ্রজাঃ প্রজাঃ ॥ ৩ ॥
সমমেব সমাক্রান্তং দ্বয়ং দ্বিরদগামিনা। তেন সিংহাসনং পিত্র্যমখিলঞ্চারিমণ্ডলম্ ॥ ৪ ॥
ছায়ামণ্ডললক্ষ্যেণ তমদৃশ্যা কিল স্বয়ম্। পদ্মা পদ্মাতপত্রেণ ভেজে সাম্রাজ্যদীক্ষিতম্ ॥ ৫ ॥
পরিকল্পিতসান্নিধ্যা কালে কালে চ বন্দিষু। স্তুত্যং স্তুতিভিরর্থ্যাভিরুপতস্থে সরস্বতী ॥ ৬ ॥
মনুপ্রভৃতিভির্মান্যৈর্ভুক্তা যদ্যপি রাজভিঃ। তথাপ্যনন্যপূর্ব্বেব তস্মিন্নাসীদ্বসুন্ধরা ॥ ৭ ॥
স হি সর্ব্বস্য লোকস্য যুক্তদণ্ডতয়া মনঃ। আদদে নাতিশীতোষ্ণো নভস্বানিব দক্ষিণঃ ॥ ৮ ॥

কলেবর স্পর্শন পুরঃসর তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন ॥ ৬৮ ॥ অমোঘশাসন ক্ষিতীশ্বর দিলীপ জীবনান্তে স্বর্গে আরোহণ করিবার বাসনায় এইরূপে একোনশত অশ্বমেধযজ্ঞ বিধিবৎ সম্পন্ন করিয়া (শততম-অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন না করিয়াও তাহার ফলভাগী হইয়া) যেন স্বর্গের সোপান নির্ম্মাণ করিয়া রাখিলেন ॥ ৬৯ ॥ অনন্তর তিনি বিষয়-বাসনা হইতে বিরত হইয়া বিধিপূর্ব্বক যুবরাজকে রাজচ্ছত্র প্রদান করিয়া সস্ত্রীক বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক তপোবনের তরুচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধাবস্থায় এইরূপ বানপ্রস্থাশ্রম-ধর্ম্মালম্বনই ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের কুলব্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৭০ ॥

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

সায়ংকালে সূর্য্যপ্রদত্ত তেজঃপুঞ্জ ধারণ করিয়া হুতাশন যেরূপ অধিকতর প্রদীপ্ত হয়, যুবরাজ রঘুও সেইরূপ পিতৃদত্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিলেন ॥ ১ ॥ মহারাজ দিলীপের রাজত্বকালেই তাঁহার শত্রুপক্ষীয় রাজাদিগের হৃদয়ে সন্তাপবহ্নি প্রজ্বলিত হইতেছিল, সম্প্রতি তাঁহার পর তৎপুত্র রঘু তদীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের চিত্তগত সেই সন্তাপানল অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ॥ ২ ॥ রাজ্যের আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় সমুত্থিত রঘুর অভিনব অভ্যুদয় সন্দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইল ॥ ৩ ॥ গজেন্দ্রগামী যুবরাজ রঘু পৈতৃক সিংহাসন এবং অখিল শত্রুমণ্ডল উভয়ই এককালে অধিকার করিলেন ॥ ৪ ॥ তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে লক্ষ্মী স্বয়ং অদৃশ্যভাবে তাঁহার মস্তকে শ্বেতপদ্মরূপ ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন, ঐ ছত্র যদিও প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হয় নাই, তথাপি তাঁহার তৎকালীন কান্তি দর্শনে অনুমিত হইয়াছিল ॥ ৫ ॥ সরস্বতীও সমুচিত সময়ে বন্দিগণের কণ্ঠদেশে আবির্ভূতা হইয়া সারবৎ স্তুতিপাঠ দ্বারা মাননীয় নৃপতির উপাসনা করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ রঘুর পূর্ব্বে মনু ও দিলীপ প্রভৃতি মহীপতিগণ রাজ্য উপভোগ করিয়া আসিলেও সমগ্র বসুন্ধরা রঘুর নিকট যেন অনুপভুক্ত বোধ হইতে লাগিল ॥ ৭ ॥ মহারাজ রঘু যথাবিধি রাজ্যশাসন দ্বারা নাতিশীতোষ্ণ মলয়ানিলের ন্যায় প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

মন্দোৎকণ্ঠাঃ কৃতাস্তেন গুণাধিকতয়া গুরৌ। ফলেন সহকারস্য পুষ্পোদ্গম ইব প্রজাঃ ॥ ৯ ॥
নয়বিদ্ভির্নবে রাজ্ঞি সদসচ্চোপদর্শিতম্। পূর্ব্ব এবাভবৎ পক্ষস্তস্মিন্নাভবদুত্তরঃ ॥ ১০ ॥
পঞ্চানামপি ভূতানামুৎকর্ষং পুপুষুর্গুণাঃ। নবে তস্মিন্ মহীপালে সর্ব্বং নবমিবাভবৎ ॥ ১১ ॥
যথা প্রহ্লাদনাচ্চন্দ্রঃ প্রতাপাত্তপনো যথা। তথৈব সোঽভূদন্বর্থো রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ ॥ ১২ ॥
কামং কর্ণান্তবিশ্রান্তে বিশালে তস্য লোচনে। চক্ষুষ্মত্তা তু শাস্ত্রেণ সূক্ষ্মকার্য্যার্থদর্শিনা ॥ ১৩ ॥
লব্ধপ্রশমনস্বস্থমথৈনং সমুপস্থিতা। পার্থিবশ্রীর্দ্বিতীয়েব শরৎ পঙ্কজলক্ষণা ॥ ১৪ ॥
নির্ব্বৃষ্টলঘুভির্মেঘৈর্মুক্তবর্ত্মা সুদুঃসহঃ। প্রতাপস্তস্য ভানোশ্চ যুগপদ্ব্যানশে দিশঃ ॥ ১৫ ॥
বার্ষিকং সংজহারেন্দ্রো ধনুর্জৈত্রং রঘুর্দধৌ। প্রজার্থসাধনে তৌ হি পর্য্যায়োদ্যতকার্ম্মুকৌ ॥ ১৬ ॥
পুণ্ডরীকাতপত্রস্তং বিকসৎকাশচামরঃ। ঋতুর্বিড়ম্বয়ামাস ন পুনঃ প্রাপ তচ্ছ্রিয়ম্ ॥ ১৭ ॥
প্রসাদসুমুখে তস্মিন্ চন্দ্রে চ বিশদপ্রভে। তদা চক্ষুষ্মতাং প্রীতিরাসীৎ সমরসা দ্বয়োঃ ॥ ১৮ ॥
হংসশ্রেণীষু তারাসু কুমুদ্বৎসু চ বারিষু। বিভূতয়স্তদীয়ানাং পর্য্যস্তা যশসামিব ॥ ১৯ ॥
ইক্ষুচ্ছায়নিষাদিন্যস্তস্য গোপ্তুর্গুণোদয়ম্। আকুমারকথোদ্ঘাতং শালিগোপ্যো জগুর্যশঃ ॥ ২০ ॥
প্রসসাদোদয়াদম্ভঃ কুম্ভযোনের্ম্মহৌজসঃ। রঘোরভিভবাশঙ্কি চুক্ষুভে দ্বিষতাং মনঃ ॥ ২১ ॥
মদোদগ্রাঃ ককুদ্মন্তঃ সরিতাং কূলমুদ্রুজাঃ। লীলাখেলমনুপ্রাপুর্ম্মহোক্ষাস্তস্য বিক্রমম্ ॥ ২২ ॥

আম্রতরু ফলিত হইলে লোকের যেরূপ আম্রমুকুলের প্রতি আর ঔৎসুক্য থাকে না, সেইরূপ দিলীপাপেক্ষা গুণসম্পন্ন রঘুকে প্রাপ্ত হইয়া প্রজাগণ দিলীপের বিয়োগহেতু কিছুমাত্র অনুতাপ অনুভব করিল না ॥ ৯ ॥ রাজনীতিবিশারদ অমাত্যবর্গ অভিনব ভূপতিকে সৎ ও অসৎ উভয়পক্ষই উপদেশ দিতেন, কিন্তু তিনি অসৎপক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎপক্ষই অবলম্বন করিতেন ॥ ১০ ॥ অভিনব ভূপতি রাজ্যপালন আরম্ভ করিলে, ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূতের গন্ধাদি গুণসমূহ অধিকতর উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। সেই নবীনরাজার রাজত্বকালে জগতের সমস্ত বস্তুই যেন নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ॥ ১১ ॥ চন্দ্র যেমন নয়নের প্রীতি উৎপাদন করিয়া এবং তপন যেরূপ তাপদান করিয়া স্ব স্ব নামের সার্থকতা লাভ করিয়াছেন, রঘুও সেইরূপ প্রজারঞ্জন করিয়া আপন "রাজা" নামের সাফল্য লাভ করিলেন ॥ ১২ ॥ তাঁহার বিশাল লোচনদ্বয় কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেকের উপায়স্বরূপ শাস্ত্র-চক্ষু থাকাতেই তাঁহাকে চক্ষুষ্মান্ বলা যাইত ॥ ১৩ ॥ এইরূপে মহারাজ রঘু সুশাসনগুণে স্বীয় রাজ্যে শান্তি-সংস্থাপন করিয়া সুস্থিরতা-সুখ অনুভব করিতেছেন, এমন সময়ে কমলচিহ্নধারিণী দ্বিতীয় রাজলক্ষ্মীর ন্যায় শরৎকাল উপস্থিত হইল ॥ ১৪ ॥ মেঘগণ বারিবর্ষণ হেতু লঘুতর হইয়া আকাশমার্গ পরিত্যাগ করিল; সুতরাং সূর্য্যের কিরণ প্রখর হইল এবং তৎসঙ্গে রঘুরও প্রচণ্ড প্রতাপ দিগ্‌দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল ॥ ১৫ ॥ দেবরাজ স্বকীয় বর্ষাকালীন ধনুঃ সংহার করিলেন, রঘুও জয়-সাধন শরাসন ধারণ করিলেন। এইরূপে দেবরাজ ও নররাজ উভয়েই পর্য্যায়ক্রমে শরাসন ধারণ করিয়া প্রজাগণের হিতসাধন করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ শরৎঋতু শ্বেতপদ্মকে ছত্র এবং প্রফুল্ল কাশকুসুমকে চামর করিয়া মহারাজ রঘুর অনুকরণ করিতে চেষ্টা পাইল বটে, কিন্তু কোন অংশেই তদীয় অলৌকিক কান্তি লাভ করিতে পারিল না ॥ ১৭ ॥ তখন অভিনব ভূপালের প্রসন্নবদন এবং নির্ম্মল চন্দ্রমণ্ডল সন্দর্শন করিয়া চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রেরই চক্ষুর সার্থকতা অনুভব হইয়াছিল ॥ ১৮ ॥ হংসশ্রেণী, নক্ষত্রমণ্ডল এবং কুমুদভূষিত সলিল, সর্ব্বত্রই শ্বেতবর্ণ দর্শন করিয়া বোধ হইল যেন, ভূপতির যশঃশোভা স্থানে স্থানে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে ॥ ১৯ ॥ কৃষক-কামিনীগণ ধান্যরক্ষার্থ ইক্ষুচ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া প্রজাপালক নরপতির শৈশবকাল-জনিত যশঃসূচক সমস্ত গুণ-কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ তেজস্বী কুম্ভসম্ভূত অগস্ত্য তারকার উদয় হেতু সলিল নির্ম্মল ও প্রশান্ত হইল, কিন্তু মহাপ্রতাপশালী রঘুর অভ্যুদয়ে বিপক্ষগণের মন কলুষিত ও পরাভব আশঙ্কায় নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইল ॥ ২১ ॥ মদোদ্ধত উন্নত-ককুদ্-বিশিষ্ট বৃষভগণ লীলাচ্ছলে পুচ্ছদ্বারা নদীকূলের

প্রসবৈঃ সপ্তপর্ণানাং মদগন্ধিভিরাহতাঃ। অসূয়য়েব তন্নাগাঃ সপ্তধৈব প্রসুস্রুবুঃ ॥ ২৩ ॥
সরিতঃ কুর্ব্বতী গাধাঃ পথশ্চাশ্যানকর্দ্দমান্। যাত্রায়ৈ নোদয়ামাস তং শক্তেঃ প্রথমং শরৎ ॥ ২৪ ॥
তস্মৈ সম্যগ্ ঘুতো বহ্নির্বাজিনীরাজনাবিধৌ। প্রদক্ষিণার্চ্চির্ব্যাজেন হস্তেনেব জয়ং দদৌ ॥ ২৫ ॥
স গুপ্তমূলপ্রত্যন্তঃ শুদ্ধপার্ষ্ণিরয়ান্বিতঃ। ষড়্বিধং বলমাদায় প্রতস্থে দিগ্জিগীষয়া ॥ ২৬ ॥
অবাকিরন্ বয়োবৃদ্ধাস্তং লাজৈঃ পৌরযোষিতঃ। পৃষতৈর্ম্মন্দরোদ্ধূতৈঃ ক্ষীরোর্ম্ময় ইবাচ্যুতম্ ॥ ২৭ ॥
স যযৌ প্রথমং প্রাচীং তুল্যঃ প্রাচীনবর্হিষা। অহিতাননিলোদ্ধূতৈস্তর্জ্জয়ন্নিব কেতুভিঃ ॥ ২৮ ॥
রজোভিঃ স্যন্দনোদ্ধূতৈর্গজৈশ্চ ঘনসন্নিভৈঃ। ভুবস্তলমিব ব্যোম কুর্ব্বন্ ব্যোমেব ভূতলম্ ॥ ২৯ ॥
প্রতাপোঽগ্রে ততঃ শব্দঃ পরাগস্তদনন্তরম্। যযৌ পশ্চাদ্রথাদীতি চতুঃস্কন্ধেব সা চমূঃ ॥ ৩০ ॥
মরুপৃষ্ঠান্যুদম্ভাংসি নাব্যাঃ সুপ্রতরা নদীঃ। বিপিনানি প্রকাশানি শক্তিমত্ত্বাচ্চকার সঃ ॥ ৩১ ॥
স সেনাং মহতীং কর্ষন্ পূর্ব্বসাগরগামিনীম্। বভৌ হরজটাভ্রষ্টাং গঙ্গামিব ভগীরথঃ ॥ ৩২ ॥
ত্যাজিতৈঃ ফলমুৎখাতৈর্ভগ্নৈশ্চ বহুধা নৃপৈঃ। তস্যাসীদুল্বণো মার্গঃ পাদপৈরিব দন্তিনঃ ॥ ৩৩ ॥
পৌরস্ত্যানেবমাক্রামংস্তাংস্তান্ জনপদান্ জয়ী। প্রাপ তালীবনশ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ ॥ ৩৪ ॥
অনম্রাণাং সমুদ্ধর্ত্তুস্তস্মাৎ সিন্ধুরয়াদিব। আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্ ॥ ৩৫ ॥
বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্। নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ ॥ ৩৬ ॥

মৃত্তিকা উৎপাটিত করিয়া রঘুরাজের বিক্রমের অনুকরণ করিতে লাগিল। ২২। মদমত্ত মাতঙ্গগণ সপ্তপর্ণ (ছাতিমবৃক্ষ) কুসুমের মদ্যগন্ধসদৃশ মধুগন্ধে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া ঈর্ষাবশতই যেন সপ্তাবয়ব দ্বারা সপ্তধারায় মদক্ষরণ করিতে লাগিল। ২৩। সুমধুর শরৎকালে নদী-সকল সুপ্রতর এবং পথ-সকল কর্দ্দমশূন্য হইতে লাগিল ; সুতরাং তিনি শক্তি-সম্পন্ন হইলেও শরৎকালই যেন তাঁহাকে যুদ্ধযাত্রার জন্য উদ্‌যোগী করিল। ২৪। গজবাজিদিগের নীরাজনকার্য্যে হোমকালে জ্বলন্ত অগ্নি প্রদক্ষিণ-শিখায় আহুতি গ্রহণ করত তাঁহাকে যেন হস্তে করিয়া জয় প্রদান করিলেন। ২৫। তিনি ছয়প্রকার বল ও সৈন্য-সামন্ত সকল সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত অমাত্যবর্গের হস্তে রাজধানী ও রাজ্যের প্রান্তবর্ত্তী দুর্গরক্ষার ভারার্পণ পূর্ব্বক যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য-সামগ্রী সকল সুসজ্জিত করিয়া মহোৎসাহ সহকারে দিগ্বিজয়ের বাসনায় যাত্রা করিলেন। ২৬। মন্দর-পর্ব্বত দ্বারা উৎক্ষিপ্ত বারিবিন্দু-সমূহ দ্বারা ক্ষীরোদ-সমুদ্রের তরঙ্গমালা যেমন অচ্যুতদেবকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, সেইরূপ বয়োবৃদ্ধ পৌরাঙ্গনাগণ রঘুরাজকে লাজবর্ষণ দ্বারা আকীর্ণ করিতে লাগিল। ২৭। দেবরাজসদৃশ সেই রঘু প্রথমতঃ পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিলেন। বায়ুবেগে তাঁহার ধ্বজপতাকা-সকল কম্পিত হইতে লাগিল, তদ্দ্বারা তিনি রিপুদিগকে যেন তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ২৮। রথচক্র-সমুত্থিত ধূলিরাশি এবং মেঘসদৃশ ও প্রকাণ্ড শরীর-বিশিষ্ট ধূসরবর্ণ গর্জ্জনকারী গজশ্রেণী এই উভয়ে ভূতলকে যেন গগনতল এবং গগনতলকে ভূতল করিয়া তুলিল ॥ ২৯ ॥ অগ্রে প্রতাপ, তৎপশ্চাৎ শব্দ, তদনন্তর ধূলি, তৎপর রথ, অশ্ব প্রভৃতি চতুরঙ্গ সেনা চলিতে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, রঘু-সেনা চতুর্ব্যূহে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে ॥ ৩০ ॥ তিনি স্বীয় ক্ষমতা-প্রভাবে মরুভূমিকে জলময়, নদী-সকলকে সুখতরণীয়া এবং বন-সকল বৃক্ষ-শূন্য করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥ রঘু সেনাসমূহ লইয়া পূর্ব্বসাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন এরূপ বোধ হইল যেন, ভগীরথ হরজটা-বিনির্গতা গঙ্গাকে লইয়া যাইতেছেন ॥ ৩২ ॥ দুর্দ্দান্ত হস্তিগণ যেরূপ পথিমধ্যবর্ত্তী বৃক্ষ-সকলকে উৎপাটিত, ছিন্ন ও ফলহীন করত পথ পরিষ্কার করিয়া লয়, রঘুরাজও সেইরূপ কতকগুলিকে পদচ্যুত, কাহাকেও বা বিবিধপ্রকারে পরাজিত করিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া চলিলেন ॥৩৩॥ বিজয়ী রঘু এইরূপে ক্রমে ক্রমে দেশ-সকল জয় করিতে করিতে পরিশেষে পূর্ব্বমহাসাগরের তালবন দ্বারা শ্যামবর্ণ উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন॥৩৪॥ নদীবেগ যেরূপ উচ্ছ্রিত বৃক্ষ-সকল উন্মূলিত করে, রঘুর স্বভাবও সেইরূপ জানিতে পারিয়া সুহ্মদেশীয় নৃপতিগণ বেতসের বৃত্তি (বিনীতভাব) অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিল ॥ ৩৫ ॥ বঙ্গীয় নরপতিগণ রণতরীতে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন, রঘুরাজ তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক পরাজয় করিয়া গঙ্গা-প্রবাহ-মধ্যস্থিত দ্বীপপুঞ্জে জয়স্তম্ভ প্রোথিত

আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমা ইব তে রঘুম্। ফলৈঃ সংবর্দ্ধয়ামাসুরুৎখাতপ্রতিরোপিতাঃ ॥ ৩৭ ॥
স তীর্ত্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্বদ্ধদ্বিরদসেতুভিঃ। উৎকলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ ॥ ৩৮ ॥
স প্রতাপং মহেন্দ্রস্য মূর্দ্ধ্নি তীক্ষ্ণং ন্যবেশয়ৎ। অঙ্কুশং দ্বিরদস্যেব যন্তা গম্ভীরবেদিনঃ ॥ ৩৯ ॥
প্রতিজগ্রাহ কালিঙ্গস্তমস্ত্রৈর্গজসাধনঃ। পক্ষচ্ছেদোদ্যতং শক্রং শিলাবর্ষীব পর্ব্বতঃ ॥ ৪০ ॥
দ্বিষাং বিষহ্য কাকুৎস্থস্তত্র নারাচদুর্দ্দিনম্। সন্মঙ্গলস্নাত ইব প্রতিপেদে জয়শ্রিয়ম্ ॥ ৪১ ॥
তাম্বূলীনাং দলৈস্তত্র রচিতাপানভূময়ঃ। নারিকেলাসবং যোধাঃ শাত্রবঞ্চ পপুর্যশঃ ॥ ৪২ ॥
গৃহীতপ্রতিমুক্তস্য স ধর্ম্মবিজয়ী নৃপঃ। শ্রিয়ং মহেন্দ্রনাথস্য জহার ন তু মেদিনীম্ ॥ ৪৩ ॥
ততো বেলাতটেনৈব ফলবৎপূগমালিনা। অগস্ত্যাচরিতামাশামনাশাস্যজয়ো যযৌ ॥ ৪৪ ॥
স সৈন্যপরিভোগেন গজদানসুগন্ধিনা। কাবেরীং সরিতাং পত্যুঃ শঙ্কনীয়ামিবাকরোৎ ॥ ৪৫ ॥
বলৈরধ্যুষিতাস্তস্য বিজিগীষোর্গতাধ্বনঃ। মারীচোদ্ভ্রান্তহারীতা মলয়াদ্রেরুপত্যকাঃ ॥ ৪৬ ॥
সসঞ্জুরশ্বক্ষুণ্ণানামেলানামুৎপতিষ্ণবঃ। তুল্যগন্ধিষু মত্তেভকটেষু ফলরেণবঃ ॥ ৪৭ ॥
ভোগিবেষ্টনমার্গেষু চন্দনানাং সমর্পিতম্। নাস্রসৎ করিণাং গ্রৈবং ত্রিপদীচ্ছেদিনামপি ॥ ৪৮ ॥
দিশি মন্দায়তে তেজো দক্ষিণস্যাং রবেরপি। তস্যামেব রঘোঃ পাণ্ড্যাঃ প্রতাপং ন বিষেহিরে ॥৪৯॥
তাম্রপর্ণীসমেতস্য মুক্তাসারং মহোদধেঃ। তে নিপত্য দদুস্তস্মৈ যশঃ স্বমিব সঞ্চিতম্ ॥ ৫০ ॥

করিলেন ॥ ৩৬ ॥ তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া পুনরায় স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিলে পর, তাঁহারা শালিধান্যের ন্যায় রঘুর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বিপুল ধন দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন ॥ ৩৭ ॥ অনন্তর বন্য গজময় সেতু দ্বারা কপিশানদী পার হইয়া উৎকলদেশে উপনীত হইলেন। তথাকার ভূপতিগণ তাঁহার পথপ্রদর্শক হইলে, তিনি তথা হইতে সত্বরই কলিঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ৩৮ ॥ যেরূপ হস্তিপালক মদমত্ত মাতঙ্গের মস্তকে সুতীক্ষ্ণ অঙ্কুশ বিদ্ধ করে, সেইরূপ রঘুও মহেন্দ্রশৈলের শিখরদেশে স্বীয় সৈন্য সংস্থাপন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ পর্ব্বত যেমন শিলাবর্ষণ দ্বারা পক্ষচ্ছেদোদ্যত বজ্রপাণি ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিল, কলিঙ্গাধিপতি ভূপালও সেইরূপ গজারূঢ় হইয়া অস্ত্রবর্ষণ পূর্ব্বক রঘুকে প্রত্যুদ্গমন করিলেন ॥৪০॥ কাকুৎস্থকুলতিলক রঘু সেই স্থানে ক্ষণকাল শত্রুগণের শরবর্ষণ সহ্য করিয়া পরিশেষে মঙ্গলজলে অভিষিক্ত হইয়াই যেন শ্রীলাভ করিলেন ॥ ৪১ ॥ তদীয় সৈনিক পুরুষগণ মহেন্দ্রপর্ব্বতের অধিত্যকায় পানশালা রচনা করিয়া তাম্বুলদলনির্ম্মিত পত্রপুট দ্বারা নারিকেল-আসব পান করিল, তাহাতে যেন তৎসঙ্গেই রিপুগণের যশও পান করিল ॥ ৪২ ॥ ধর্ম্মপথাবলম্বী বিজেতা রঘু কলিঙ্গরাজকে নিজ বাহুবলে বন্দী করিয়াছিলেন, কিন্তু অবিলম্বেই মুক্ত করিয়া তদীয় রাজ্য প্রদান করিলেন। অতঃপর তিনি কলিঙ্গরাজের সমুদায় সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভূমি গ্রহণ করিলেন না ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর অযত্নসিদ্ধ বিজয়শালী রঘু ফলভারাক্রান্ত পূগ-(গুবাক) তরুমালায় বিভূষিত সাগরতীর দিয়াই অগস্ত্যপূত দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ তদীয় সেনাগজ-সকল কাবেরী নদীর জলে ক্রীড়া করাতে তাহার জল মদ-গন্ধবিশিষ্ট হইয়া উঠিল এবং সৈনিকগণ যথাসুখে তাহা উপভোগ করিতে লাগিল; এইরূপ সৈনিকসম্ভোগে কাবেরী নদী যেন সরিৎপতি সাগরের অবিশ্বাসের পাত্র হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৫ ॥ বিজিগীষু নরপতি রঘু এইরূপে বহুপথ অতিক্রম করিলে, তাঁহার সৈনিকগণ মলয়পর্ব্বতের উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া বিশ্রামার্থ তথায় শিবির সন্নিবেশ করিল। সেইখানে মরিচবনে হারীতপক্ষিগণ সুখে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥ অশ্বগণের খুরাঘাতে এলাইচ-সকল চূর্ণ হইয়া তাহার রেণু-সমূহ মদমত্ত হস্তিদিগের মদগন্ধবিশিষ্ট কপোলদেশে সংযুক্ত হইতে লাগিল ॥ ৪৭॥ করিগণের পাদবন্ধনশৃঙ্খল ছিন্ন হইলেও চন্দনতরুর স্কন্ধদেশে সর্পদিগের বেষ্টন হেতু নিম্নীভূত স্থানে সংবদ্ধ গলবন্ধনরজ্জু স্খলিত হইয়া পড়িল না ॥ ৪৮ ॥ দিবাকর যেমন দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলে তাঁহার তেজঃ মন্দীভূত হয়, তদ্রূপ সেই দক্ষিণদিক্স্থ পাণ্ড্যদেশীয় নরপতিগণ রঘুর দুর্ব্বিসহ প্রতাপ সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ৪৯। তাঁহারা রঘুরাজকে প্রণিপাত পুরঃসর, তাম্রপর্ণী ও মহাসাগরের সঙ্গমস্থানজাত চিরসঞ্চিত মুক্তারাশি

স নির্ব্বিশ্য যথাকামং তটেষ্বালীনচন্দনৌ। স্তনাবিব দিশস্তস্যাঃ শৈলৌ মলয়দর্দ্দুরৌ ॥ ৫১ ॥
অসহ্যবিক্রমঃ সহ্যং দূরান্মুক্তমুদন্বতা। নিতম্বমিব মেদিন্যাঃ স্রস্তাংশুকমলঙ্ঘয়ৎ ॥ ৫২ ॥
তস্যানীকৈর্বিসর্পদ্ভিরপরান্তজয়োদ্যতৈঃ। রামাস্ত্রোৎসারিতোঽপ্যাসীৎ সহ্যলগ্ন ইবার্ণবঃ ॥ ৫৩ ॥
ভয়োৎসৃষ্টবিভূষাণাং তেন কেরলযোষিতাম্। অলকেষু চমূরেণুশ্চূর্ণপ্রতিনিধীকৃতঃ ॥ ৫৪ ॥
মুরলামারুতোদ্ধূতমগমৎ কৈতকং রজঃ। তদ্‌যোধবারবাণানামযত্নপটবাসতাম্ ॥ ৫৫ ॥
অভ্যভূয়ত বাহানাং চরতাং গাত্রশিঞ্জিতৈঃ। বর্ম্মভিঃ পবনোদ্ধূতরাজতালীবনধ্বনিঃ ॥ ৫৬ ॥
খর্জ্জূরীস্কন্ধনদ্ধানাং মদোদ্গারসুগন্ধিষু। কটেষু করিণাং পেতুঃ পুন্নাগেভ্যঃ শিলীমুখাঃ ॥ ৫৭ ॥
অবকাশং কিলোদন্বান্ রামায়াভ্যর্থিতো দদৌ। অপরান্তমহীপালব্যাজেন রঘবে করম্ ॥ ৫৮
মত্তেভরদনোৎকীর্ণব্যক্তবিক্রমলক্ষণম। ত্রিকূটমেব তত্রোচ্চৈর্জয়স্তম্ভং চকার সঃ ॥ ৫৯ ॥
পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা। ইন্দ্রিয়াখ্যানিব রিপূংস্তত্ত্বজ্ঞানেন সংযমী ॥ ৬০ ॥
যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ। বালাতপমিবাব্জানামকালজলদোদয়ঃ ॥ ৬১ ॥
সংগ্রামস্তুমুলস্তস্য পাশ্চাত্যৈরশ্বসাধনৈঃ। শার্ঙ্গকূজিতবিজ্ঞেয়প্রতিযোধে রজস্যভূৎ ॥ ৬২ ॥
ভল্লাপবর্জ্জিতৈস্তেষাং শিরোভিঃ শ্মশ্রুলৈর্মহীম্। তস্তার সরঘাব্যাপ্তৈঃ স ক্ষৌদ্রপটলৈরিব ॥ ৬

স্বকীয় যশের ন্যায় উপহার প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ সানুদেশে চন্দনতরু-কানন প্ররূঢ় হওয়াতে ঈষৎ নীলবর্ণ শোভাযুক্ত, দক্ষিণদিগ্‌বধূর পয়োধরযুগলের ন্যায়, মলয় ও দর্দ্দুর নামক দুই পর্ব্বতে অসহ্যবিক্রম মহীপতি পরমসুখে বিহার করিলেন ॥ ৫১ ॥ পরে মেদিনীর গলিতবসন নিতম্বদেশের ন্যায় সমুদ্রের কিয়দ্দূরে অবস্থিত সহ্যগিরি আক্রমণ করিয়া উহা অনায়াসেই অতিক্রম করিলেন ॥ ৫২ ॥ তাঁহার সৈন্য-সকল পাশ্চাত্য-ভূপতিদিগকে পরাজয় করিবার বাসনায় সহ্যশৈলের সন্নিহিত সাগরাংশভূত প্রদেশ আচ্ছন্ন করিয়া চলিল; তখন বোধ হইল যেন, সমুদ্র পূর্ব্বে পরশুরামের বাণ দ্বারা অপসারিত হইয়াও পুনরায় সহ্যপর্ব্বতের সহিত সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে ॥ ৫৩ ॥ কেরল-দেশীয় রমণীগণ রঘুর আক্রমণ-ভয়ে ভীত হইয়া বিভূষণাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল; সৈনিকগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হওয়াতে ধূলিরাশি উত্থিত হইয়া তাহাদিগের অলকে সংযুক্ত হইতে লাগিল এবং কুঙ্কুমাদি গন্ধ-চূর্ণের শোভা ধারণ করিল ॥ ৫৪ ॥ মুরলানদীর তীরস্থ কেতকী-কুসুমের পরাগসকল পবনবেগে উড্ডীন হইয়া রঘুর সৈনিকগণের কঞ্চুকে অযত্নলব্ধ গন্ধচূর্ণস্বরূপ পতিত হইতে লাগিল ॥ ৫৫ ॥ নানারঙ্গে গমনশীল তুরঙ্গগণের গাত্রসংলগ্ন কবচের শব্দে বায়ুকম্পিত গুবাক-বৃক্ষের ধ্বনি পরাভূত হইতে লাগিল ॥ ৫৬ ॥ নাগকেশর কুসুমে নিষণ্ণ মধুকরগণ খর্জ্জূরস্কন্ধে আবদ্ধ মাতঙ্গদিগের মদগন্ধে মুগ্ধ হইয়া পুষ্প-সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদের কপোলদেশে নিপতিত হইতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥ পাশ্চাত্য-ভূপালগণ রঘুরাজকে কর প্রদান করিতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল, যে সমুদ্র পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়কুলান্তক পরশুরামকে তৎপ্রার্থনায় কিঞ্চিৎ স্থান প্রদান করিয়াছিল, সেই মহাসাগর ভয়প্রযুক্ত স্বয়ং উপস্থিত হইয়াই রঘুরাজকে কর প্রদান করিতেছে ॥ ৫৮ ॥ রঘুর সৈন্যদলস্থিত মত্তমাতঙ্গগণ বিশালদন্ত দ্বারা ত্রিকূট পর্ব্বতের অধিত্যকা-ভূমি উৎকীর্ণ করিতে লাগিল। তদীয় বিক্রমে পাশ্চাত্য-দেশের বিজয়চিহ্নস্বরূপ ত্রিকূটাচলকেই তিনি উন্নত জয়স্তম্ভ বলিয়া স্থাপন করিলেন ॥ ৫৯ ॥ অনন্তর যোগী যেমন তত্ত্বজ্ঞানবলে রিপুকুল পরাজয় করিয়া থাকেন, সেইরূপ রঘুও পারসীক-রাজাদিগকে জয় করিবার নিমিত্ত স্থলপথেই গমন করিলেন ॥ ৬০ ॥ অকাল-জলদ যেমন কমলকুলের প্রাতঃসূর্য্যকিরণ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ রঘুও যবনাঙ্গনাদিগের বদন-কমলের মদরাগ সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ৬১ ॥ পাশ্চাত্য-ভূপতিদিগের অশ্বসৈন্যের সহিত রঘুর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সংগ্রামকালে এরূপ রজোরাশি উত্থিত হইল যে, কেহ কাহাকেও জানিতে পারিল না, কেবল ধনুকের শব্দ শুনিয়া স্বপক্ষ কি প্রতিপক্ষ তাহা অনুমান করিয়া লইতে লাগিল ॥ ৬২ ॥ রঘু ভল্লাস্ত্র দ্বারা যবনদিগের শিরশ্ছেদন করিলেন। তাহাদিগের সেই সকল সুদীর্ঘ শ্মশ্রু ও দাড়িবিশিষ্ট ছিন্ন-মস্তকে রণভূমি আচ্ছন্ন হইল, দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, মধুমক্ষিকা-

অপনীতশিরস্ত্রাণাঃ শেষাস্তং শরণং যযুঃ। প্রণিপাতপ্রতীকারঃ সংরম্ভো হি মহাত্মনাম্॥ ৬৪॥
বিনয়ন্তে স্ম তদ্যোধা মধুভির্বিজয়শ্রমম্। আস্তীর্ণাজিনরত্নাসু দ্রাক্ষাবলয়ভূমিষু॥ ৬৫॥
ততঃ প্রতস্থে কাবেরীং ভাস্বানিব রঘুর্দিশম্। শরৈরুস্রৈরিবোদীচ্যানুদ্ধরিষ্যন্ রসানিব॥ ৬৬॥
বিনীতাধ্বশ্রমাস্তস্য সিন্ধুতীরবিচেষ্টনৈঃ। দুধুবুর্বাজিনঃ স্কন্ধান্ লগ্নকুঙ্কুমকেশরান্॥ ৬৭॥
তত্র হূণাবরোধানাং ভর্তৃষু ব্যক্তবিক্রমম্। কপোলপাটলাদেশি বভূব রঘুচেষ্টিতম্॥ ৬৮॥
কাম্বোজাঃ সমরে সোঢ়ুং তস্য বীর্য্যমনীশ্বরাঃ। গজালানপরিক্লিষ্টৈরক্ষোটৈঃ সার্দ্ধমানতাঃ॥ ৬৯॥
তেষাং সদশ্বভূয়িষ্ঠাস্তুঙ্গা দ্রবিণরাশয়ঃ। উপদা বিবিশুঃ শশ্বন্নোৎসেকাঃ কোশলেশ্বরম্॥ ৭০॥
ততো গৌরীগুরুং শৈলমারুরোহাশ্বসাধনঃ। বর্দ্ধয়ন্নিব তৎকূটানুদ্ধূতৈর্ধাতুরেণুভিঃ॥ ৭১॥
শশংস তুল্যসত্ত্বানাং সৈন্যঘোষেঽপ্যসম্ভ্রমম্। গুহাশয়ানাং সিংহানাং পরিবৃত্যাবলোকিতম্॥ ৭২॥
ভূর্জ্জেষু মর্ম্মরীভূতাঃ কীচকধ্বনিহেতবঃ। গঙ্গাশীকরিণো মার্গে মরুতস্তং সিষেবিরে॥ ৭৩॥
বিশশ্রমুর্নমেরূণাং ছায়াস্বধ্যাস্য সৈনিকাঃ। দৃষদো বাসিতোৎসঙ্গা নিষণ্ণমৃগনাভিভিঃ॥ ৭৪॥
সরলাসক্তমাতঙ্গগ্রৈবেয়স্ফুরিতত্বিষঃ। আসন্নোষধয়ো নেতুর্নক্তমস্নেহদীপিকাঃ॥ ৭৫॥
তস্যোৎসৃষ্টনিবাসেষু কণ্ঠরজ্জুক্ষতত্বচঃ। গজবর্ষ্ম কিরাতেভ্যঃ শশংসুর্দেবদারবঃ॥ ৭৬॥

ব্যাপ্ত মধুচক্রে সমরক্ষেত্র সমাবৃত রহিয়াছে॥ ৬৩॥ হতাবশিষ্ট পারসীকগণ শিরস্ত্রাণ (পাগড়ী) পরিত্যাগ করিয়া রঘুর শরণাগত হইল। তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন, কারণ, প্রণিপাত দ্বারাই মহাত্মাদিগের ক্রোধ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৬৪॥ অনন্তর রঘুর সৈন্যদল জয়লাভ করিয়া দ্রাক্ষা-উদ্যানে উত্তম মৃগচর্ম্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক দ্রাক্ষারসজনিত মদ্যপান দ্বারা রণশ্রান্তি বিদূরিত করিল॥ ৬৫॥ তদনন্তর উত্তরায়ণ হইতে সূর্য্য যেরূপ কিরণজাল দ্বারা জগতের জল আকর্ষণ করেন, সেইরূপ রঘুও উদীচ্য-ভূপালদিগকে শর দ্বারা উন্মূলন করিবার মানসে কুবের-রক্ষিত উত্তর-দিকে গমন করিলেন॥ ৬৬॥ তদীয় অশ্বসমূহ সিন্ধুনদের তীরভূমিতে অবলুণ্ঠন দ্বারা পথশ্রান্তি অপনয়ন করত উত্থিত হইয়া গাত্র-সংলগ্ন কুঙ্কুমরেণু-সমূহ ঝাড়িয়া দেহ কম্পিত করিতে লাগিল॥ ৬৭॥ সেই স্থলে রঘু হূণদেশীয় ভূপতিগণের উপর প্রবলতর পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সমরে নিপাতিত করিলেন; সুতরাং হূণপত্নীগণ পতিদিগের নিধনসংবাদ শ্রবণে শোকে উচ্ছ্বসিত হইয়া করাঘাত দ্বারা স্বস্ব গণ্ডস্থল আরক্ত করিয়া তুলিল॥ ৬৮॥ কাম্বোজদেশীয় ভূপালগণ রণক্ষেত্রে রঘুর প্রবল প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহার গজবন্ধনে অক্ষোট বৃক্ষ-সকল যেরূপ নত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারাও রঘুর চরণে সেইরূপ নত হইল॥ ৬৯॥ কাম্বোজ-নৃপতিগণ অশ্ব-সমেত প্রচুর অর্থ রঘুরাজকে উপঢৌকন দিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতেও কোশলপতির কিছুমাত্র অহঙ্কার দৃষ্ট হইল না॥ ৭০॥ অনন্তর রঘু অশ্ব ও সৈন্যাদি সমভিব্যাহারে গৌরীগুরু হিমালয়ে আরোহণ করিলেন, তৎকালে অশ্বখুরোত্থিত গৈরিকধাতুর রেণুরাশি আকাশে উড্ডীন হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন হিমালয়ের শিখর-সকল পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর হইয়াছে॥ ৭১। হিমগিরির গুহাশায়ী সিংহগণ, সেনা-কলরব শ্রবণ করিয়া এক একবার তির্য্যগ্ভাবে অবলোকন করিতে লাগিল, তাহাতে সৈন্যের সমবল বিবেচনা করিয়া সিংহদিগের নির্ভীকতা প্রকাশ পাইয়াছিল॥ ৭২॥ পথে যাইতে যাইতে রঘু ভূর্জ্জ-পত্রের মর্ম্মরধ্বনি এবং কীচক-বংশের মধুর নিনাদ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল ধ্বনি-হেতু-ভূত গঙ্গাজলকণাবাহী পবন তাঁহার সেবা করিতে লাগিল॥ ৭৩॥ তদীয় সৈনিক-সকল মৃগনাভি-সুবাসিত শিলাতলে উপবেশন পূর্ব্বক সুশীতল নমেরুচ্ছায়ায় বিশ্রাম করিতে লাগিল॥ ৭৪॥ নিশা-যোগে ওষধি-সকল প্রজ্বলিত হইয়া সেনানায়ক রঘুরাজের তৈলহীন প্রদীপের কার্য্য সম্পাদন করিল। তাহাদিগের প্রভা দেবদারুবৃক্ষে আবদ্ধ মাতঙ্গগণের গ্রীবা-শৃঙ্খলে প্রতিফলিত হইয়া দ্বিগুণতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল॥ ৭৫॥ তিনি যে যে স্থানে শিবির-সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানের গজ-গ্রীবা-রজ্জুবন্ধন-জনিত দেবদারু-বৃক্ষ-সকলের ক্ষতবিক্ষত অবলোকন করিয়া কিরাতগণ তাঁহার হস্তিদলের

তত্র জন্যং রঘোর্ঘোরং পার্ব্বতীয়ৈর্গণৈরভূৎ।
নারাচক্ষেপণীয়াশ্মনিষ্পেষোৎপতিতানলম্॥ ৭৭॥
শরৈরুৎসবসঙ্কেতান্ স কৃত্বা বিরতোৎসবান্।
জয়োদাহরণং বাহ্বোর্গাপয়ামাস কিন্নরান্॥ ৭৮॥
পরস্পরেণ বিজ্ঞাতস্তেষূপায়নপাণিষু।
রাজ্ঞা হিমবতঃ সারো রাজ্ঞঃ সারো হিমাদ্রিণা॥ ৭৯॥
তত্রাক্ষোভ্যং যশোরাশিং নিবেশ্যাবরুরোহ সঃ।
পৌলস্ত্যতুলিতস্যাদ্রেরাদধান ইব হ্রিয়ম্॥ ৮০॥
চকম্পে তীর্ণলৌহিত্যে তস্মিন্ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরঃ।
তদ্গজালানতাং প্রাপ্তৈঃ সহ কালাগুরুদ্রুমৈঃ॥ ৮১॥
ন প্রসেহে স রুদ্ধার্কমধারাবর্ষদুর্দ্দিনম্।
রথবর্ত্মরজোঽপ্যস্য কুত এব পতাকিনীম্॥ ৮২॥
তমীশঃ কামরূপাণামত্যাখণ্ডলবিক্রমম্।
ভেজে ভিন্নকটৈর্নাগৈরন্যানুপরুরোধ যৈঃ॥ ৮৩॥
কামরূপেশ্বরস্তস্য হেমপীঠাধিদেবতাম্।
রত্নপুষ্পোপহারেণ ছায়ামানর্চ্চ পাদয়োঃ॥ ৮৪॥
ইতি জিত্বা দিশো জিষ্ণুর্ন্যবর্ত্তত রথোদ্ধতম্।
রজো বিশ্রাময়ন্ রাজ্ঞাং ছত্রশূন্যেষু মৌলিষু॥ ৮৫॥
স বিশ্বজিতমাজহ্রে যজ্ঞং সর্ব্বস্বদক্ষিণম্।
আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব॥ ৮৬॥

পরিমাণ জানিতে পারিল॥ ৭৬॥ হিমালয়-শিখরে উৎসবসঙ্কেত প্রভৃতি সপ্তবিধ পার্ব্বতীয় জাতির সহিত রঘুর ঘোরতর সংগ্রাম হইল। উভয়পক্ষের নারাচ, ভিন্দিপাল প্রভৃতি বাণ এবং শিলসংঘর্ষণে অগ্নিশিখা উত্থিত হইতে লাগিল॥ ৭৭॥ রঘু খরতর শরবর্ষণ দ্বারা উৎসবসঙ্কেতদিগকে উৎসববিহীন করিলে তথায় কিন্নরগণ রঘুর বাহুবলের জয়লাভঘটিত প্রবন্ধগান করিতে লাগিল॥ ৭৮॥ তাহারা পরাজিত হইয়া উপঢৌকনস্বরূপ অর্থ হস্তে করিয়া উপস্থিত হইলে, রঘু মহামূল্য বস্ত্র দর্শনে হিমালয়ের সারবত্তা বুঝিতে পারিলেন, হিমালয়ও রঘুর বলবত্তা বিলক্ষণরূপে অনুভব করিলেন, এইরূপে রঘু ও হিমালয় পরস্পর পরস্পরকে সম্যক্‌রূপে অবগত হইলেন॥ ৭৯॥ রঘুরাজ হিমাচল-শিখরে অবিনশ্বর কীর্ত্তি-সংস্থাপন করিয়া পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইলেন। "কৈলাস-পর্ব্বত দশাননের নিকট একবার পরাভব স্বীকার করিয়াছিল, অতএব উহা আক্রমণের যোগ্য নহে" এইরূপ আজ্ঞাপ্রকাশ করিয়াই যেন কৈলাসগিরির অভিমুখে গমন না করিয়া তাহাকে লজ্জিত করিলেন॥ ৮০॥ পরে তিনি লৌহিত্যা নদী পার হইলে তদীয় গজবন্ধনজন্য কৃষ্ণাগুরুবৃক্ষ-সকল যেমন কম্পিত হইয়াছিল, প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি তদ্রূপ কম্পিত হইতে লাগিলেন॥ ৮১॥ রঘুর রথচক্রে রাশি রাশি ধূলি উত্থিত হইয়া বিনা বৃষ্টিতেও যেন মেঘাচ্ছন্ন-দিনবৎ আকাশ আবৃত করিয়া সমুদয় দুর্দ্দিনের লক্ষণই প্রকাশ করিয়াছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি সেনার আক্রমণ দূরে থাকুক, সেই ধূলি পর্য্যন্তও সহ্য করিতে পারিলেন না॥ ৮২॥ কামরূপাধিপতি যে মদস্রাবী মাতঙ্গগণ দ্বারা অন্যান্য নরপতিগণকে আক্রমণ করিতেন, সেই মাতঙ্গসমূহ ইন্দ্রাধিক পরাক্রমশালী রঘুকে উপহার দিলেন॥ ৮৩॥ রঘু চরণ-প্রভাদ্বারা সুবর্ণময় পাদপীঠ অলঙ্কৃত করত উপবেশন করিয়াছিলেন, তখন কামরূপেশ্বর তথায় উপস্থিত হইয়া রত্নরূপ পুষ্পোপহার দ্বারা ভক্তি-সহকারে তাঁহার সেই চরণ-যুগল অর্চ্চনা করিলেন॥ ৮৪॥ বিজয়ী রঘুরাজ এইরূপে চতুর্দ্দিক্ জয় করণানন্তর পরাজিত ভূপতিগণের ছত্রহীন মস্তকে রথচক্রোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশি সংস্থাপিত করিয়া দিগ্বিজয় হইতে নিবৃত্ত হইলেন॥ ৮৫॥ তদনন্তর স্বরাজ্যে আগমন করিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞ উপলক্ষে উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থরাশি দক্ষিণাদানস্বরূপ দান করিলেন, যেমন মেঘবৃন্দ ধরাতলের রস আকর্ষণ করিয়া

সত্রান্তে সচিবসখঃ পুরস্ক্রিয়াভির্গুর্ব্বীভিঃ শমিতপরাজয়ব্যলীকান্।
কাকুৎস্থশ্চিরবিরহোৎসুকাবরোধান্, রাজন্যান্ স্বপুরনিবৃত্তয়েঽনুমেনে ॥ ৮৭ ॥
তে রেখাধ্বজকুলিশাতপত্রচিহ্নং, সম্রাজশ্চরণযুগং প্রসাদলভ্যম্।
প্রস্থানপ্রণতিভিরঙ্গুলীষু চক্রুর্মৌলিস্রক্‌চ্যুতমকরন্দরেণুগৌরম্ ॥ ৮৮ ॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ রঘুদিগ্বিজয়ো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমঃ সর্গঃ

তমধ্বরে বিশ্বজিতি ক্ষিতীশং, নিঃশেষবিশ্রাণিতকোষজাতম্।
উপাত্তবিদ্যো গুরুদক্ষিণার্থী, কৌৎসঃ প্রপেদে বরতন্তুশিষ্যঃ ॥ ১ ॥
স মৃণ্ময়ে বীতহিরণ্ময়ত্বাৎ, পাত্রে নিধায়ার্ঘ্যমনর্ঘশীলঃ।
শ্রুতপ্রকাশং যশসা প্রকাশঃ, প্রত্যুজ্জগামাতিথিমাতিথেয়ঃ ॥ ২ ॥
তমর্চ্চয়িত্বা বিধিবদ্বিধিজ্ঞস্তপোধনং মানধনাগ্রযায়ী।
বিশাম্পতির্বিষ্টরভাজমারাৎ, কৃতাঞ্জলিঃ কৃতবিদিত্যুবাচ ॥ ৩ ॥
অপ্যগ্রণীর্মন্ত্রকৃতামৃষীণাং, কুশাগ্রবুদ্ধে! কুশলী গুরুস্তে?
যতস্ত্বয়া জ্ঞানমশেষমাপ্তং, লোকেন চৈতন্যমিবোষ্ণরশ্মেঃ ॥ ৪ ॥
কায়েন বাচা মনসাপি শশ্বৎ, যৎ সম্ভৃতং বাসবধৈর্য্যলোপি।
আপাদ্যতে ন ব্যয়মন্তরায়ৈঃ, কচ্চিন্মহর্ষেস্ত্রিবিধং তপস্তৎ ॥ ৫ ॥

পুনর্ব্বার ভূতলেই বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহাত্মগণও প্রজাদিগের অর্থগ্রহণ করিয়া প্রজাবর্গকেই বিতরণ করিয়া থাকেন ॥ ৮৬ ॥ যজ্ঞাবসানে কাকুৎস্থকুলপ্রদীপ রঘু সচিবগণে পরিবৃত হইয়া নিমন্ত্রিত ও পরাজিত নৃপতিগণকে মহামূল্য পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের পরাজয়জনিত লজ্জা অপনোদন করিলেন এবং বহুদিবসাবধি প্রবাস হেতু তাঁহাদিগের বিরহিণী রমণীগণকে পতিদর্শনে সমুৎসুক বিবেচনা করিয়া সকলকে স্ব স্ব রাজধানী-গমনে অনুমতি প্রদান করিলেন ॥ ৮৭ ॥ তাহারা প্রস্থানকালে রাজাধিরাজ রঘুর অনুগ্রহলভ্য ধ্বজবজ্রাতপত্র-চিহ্নিত পদযুগলে প্রণাম করায় পদাঙ্গুলি-সকল তাঁহাদের কিরীটস্থিত পুষ্পমালা হইতে বিগলিত মধুমিশ্রিত পরাগ দ্বারা রঞ্জিত হইয়া উঠিল ॥ ৮৮ ॥

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

বিশ্বজিৎযজ্ঞে সমস্ত অর্থরাশি নিঃশেষিতরূপে বিতরিত হইয়াছে, এমন সময়ে বরতন্তু-মুনির শিষ্য "কৌৎস" নামে এক তপোধন বেদপাঠসমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবার নিমিত্ত ধনকামনায় মহীপতি রঘুর সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥ তৎকালে তাঁহার নিকট একটীও সুবর্ণপাত্র ছিল না, সুতরাং অসাধারণ-প্রকৃতি যশোভূষিত অতিথিপরায়ণ রঘু মৃণ্ময়পাত্রে অর্ঘ্যস্থাপন পূর্ব্বক বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতিথির অভ্যর্থনা করিলেন ॥২॥ নিয়মাভিজ্ঞ কার্য্যজ্ঞ শাস্ত্রবিৎ মান্যবর রাজা যথাবিধি তপোধনের অর্চ্চনা করিয়া, তিনি আসন পরিগ্রহ করিলে পর, তৎকালোচিত কর্ত্তব্যানুসারে তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে সূক্ষ্মদর্শিন্! লোকে সূর্য্যরশ্মি দ্বারা যেরূপ চৈতন্যলাভ করে, সেইরূপ আপনি যাঁহার নিকটে সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, মন্ত্রস্রষ্টা ঋষিদিগের অগ্রগণ্য আপনার সেই উপাধ্যায়ের (বরতন্তুর) সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত? ৩-৪ ॥ মহর্ষি কায়মনোবাক্যে দেবরাজেরও আশঙ্কা-জনক নিরন্তর যে তপস্যা করিতেছেন, তাঁহার সেই বিবিধ তপস্যার

আধারবন্ধপ্রমুখৈঃ প্রযত্নৈঃ, সংবৰ্দ্ধিতানাং সুতনির্ব্বিশেষম্।
কচ্চিন্ন বায্বাদিরুপপ্লবো বঃ, শ্রমচ্ছিদামাশ্রমপাদপানাম্॥ ৬
ক্রিয়ানিমিত্তেষ্বপি বৎসলত্বাদভগ্নকামা মুনিভিঃ কুশেষু।
তদঙ্কশয্যাচ্যুতনাভিনালা, কচ্চিন্মৃগীণামনঘা প্রসূতিঃ॥ ৭॥
নিবর্ত্ত্যতে যৈর্নিয়মাভিষেকো, যেভ্যো নিবাপাঞ্জলয়ঃ পিতৃণাম্।
তান্যুঞ্ছষষ্ঠাঙ্কিতসৈকতানি, শিবানি বস্তীর্থজলানি কচ্চিৎ॥ ৮॥
নীবারপাকাদি কড়ঙ্করীয়ৈরামৃশ্যতে জানপদৈর্ন কচ্চিৎ।
কালোপপন্নাতিথিকল্প্যভাগং, বন্যং শরীরস্থিতিসাধনং বঃ॥ ৯॥
অপি প্রসন্নেন মহর্ষিণা ত্বং, সম্যগ্‌বিনীয়ানুমতো গৃহায়।
কালো হ্যয়ং সংক্রমিতুং দ্বিতীয়ং, সর্ব্বোপকারক্ষমমাশ্রমং তে॥ ১০॥
তবার্হতো নাভিগমেন তৃপ্তং, মনো নিয়োগক্রিয়য়োৎসুকং মে।
অপ্যাজ্ঞয়া শাসিতুরাত্মনা বা, প্রাপ্তোঽসি সম্ভাবয়িতুং বনান্মাম॥ ১১।
ইত্যর্ঘ্যপাত্রানুমিতব্যয়স্য, রঘোরুদারামপি গাং নিশম্য।
স্বার্থোপপত্তিং প্রতি দুর্ব্বলাশস্তমিত্যবোচদ্বরতন্তুশিষ্যঃ॥ ১২॥
সর্ব্বত্র নো বার্ত্তমবেহি রাজন্! নাথে কুতস্ত্বয্যশুভং প্রজানাম।
সূর্য্যে তপত্যাবরণায় দৃষ্টেঃ, কল্পেত লোকস্য কথং তমিস্রা॥ ১৩।
ভক্তিঃ প্রতীক্ষ্যেষু কুলোচিতা তে, পূর্ব্বান্ মহাভাগ তয়াতিশেষে
ব্যতীতকালস্ত্বহমভ্যুপেতস্ত্বামর্থিভাবাদিতি মে বিষাদঃ॥ ১৪॥

কোনরূপ বিঘ্ন হইতেছে না ত? ৫। আলবালবন্ধন প্রভৃতি উপায় দ্বারা বিশেষ যত্ন সহকারে যে সমস্ত শ্রমাপনোদক আশ্রমতরুগণকে আপনারা পুত্রনির্ব্বিশেষে বৰ্দ্ধিত করিয়াছেন, তাহাদিগের ত প্রবলবায়ু বা দাবানলজনিত কোন ব্যাঘাত হয় নাই? ৬। যে সকল হরিণশাবক যাগক্রিয়ার সাধনস্বরূপ কুশ-তৃণ-সকল ভক্ষণ করিতে অভিলাষ করিলে মুনিগণ বাৎসল্যপ্রযুক্ত যাহাদিগকে কখন বিফলমনোরথ করেন না এবং তপস্বিগণের অঙ্কতলে শয়ন হেতু তাঁহাদের গাত্রে যাহাদিগের নাভিনাল স্খলিত হইয়া পড়ে, সেই মৃগশাবকগণ নিরুপদ্রবে বহিয়াছে ত? ৭। যে তীর্থজলে আপনারা নিয়মিত স্নানাদি ক্রিয়া ও পিতৃগণের তর্পণ সমাধা করিয়া থাকেন এবং যাহার বালুকাময় তীরদেশ আপনাদিগের প্রদত্ত উঞ্ছধান্যের ষষ্ঠাংশে অলঙ্কৃত থাকে, সেই তীর্থজলের ত কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই? ৮। যথাসময়ে উপস্থিত অতিথিদিগকে আপনারা যে নীবারধান্যের কিয়দংশ বিভাগ করিয়া দেন এবং যাহা আপনাদেরও দেহধারণের উপায়স্বরূপ, সেই নবজাত শস্য গো-মহিষাদি তৃণপ্রিয় গ্রাম্য পশুগণ ত অপচয় করে না? ৯। মহর্ষি কি সম্যক্‌রূপে বিদ্যাশিক্ষা দিয়া প্রসন্নান্তঃকরণে আপনাকে গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবার আদেশ করিয়াছেন? কারণ, সর্ব্বাশ্রমের উপকারসাধনে সমর্থ দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবেশ করিবার আপনার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে॥ ১০। মহাশয়ের কেবল আগমনেই আমার মন পরিতৃপ্ত হইতেছে না, আপনার আদেশ-সম্পাদনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে। আপনি কি গুরুর আদেশক্রমে, না নিজে আমাকে অনুগৃহীত করিতে বন হইতে আগমন করিয়াছেন? ১১॥ মহর্ষি বরতন্তুর শিষ্য রঘুরাজের এইরূপ উদারবচন শ্রবণ করিয়া ও অর্ঘ্যপাত্র সন্দর্শনে সর্ব্বস্বদান অনুভব করিয়া স্বীয় অভীষ্টলাভের প্রতি হতাশ হইলেন এবং নৃপতিকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন॥ ১২॥ মহারাজ! আমাদিগের সর্ব্বত্রই কুশল জানিবেন। আপনি রক্ষাকর্ত্তা থাকিতে প্রজাদিগের অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা কি? দিবাকর কিরণজাল বিস্তার করিলে তমোরাশি কি লোকলোচনের দৃষ্টিভেদ করিতে সমর্থ হয়? ১৩॥ হে মহাভাগ! পূজ্য ব্যক্তিদিগের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করা আপনার কুলোচিত ধর্ম্ম, সেই ভক্তি দ্বারা আপনি পূর্ব্বপুরুষগণকে পরাজিত করিয়াছেন; কিন্তু আমি অসময়ে আপনার নিকট ধন প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি, ইহাতে মনে অতিশয় দুঃখ

শরীরমাত্রেণ নরেন্দ্র তিষ্ঠন্, আভাসি তীর্থপ্রতিপাদিতর্দ্ধিঃ।
আরণ্যকোপাত্তফলপ্রসূতিঃ, স্তম্বেন নীবার ইবাবশিষ্টঃ ॥ ১৫ ॥
স্থানে ভবানেকনরাধিপঃ সন্, অকিঞ্চনত্বং মখজং ব্যনক্তি।
পর্য্যায়পীতস্য সুরৈর্হিমাংশোঃ, কলাক্ষয়ঃ শ্লাঘ্যতরো হি বৃদ্ধেঃ ॥ ১৬ ॥
তদন্যতস্তাবদনন্যকার্য্যো, গুর্ব্বর্থমাহর্ত্তুমহং যতিষ্যে।
স্বস্ত্যস্তু তে নির্গলিতাম্বুগর্ভং, শরদ্ঘনং নার্দ্দতি চাতকোঽপি ॥ ১৭ ॥
এতাবদুক্ত্বা প্রতিযাতুকামং, শিষ্যং মহর্ষের্নৃপতির্নিষিধ্য।
কিং বস্তু বিদ্বন্! গুরবে প্রদেয়ং, ত্বয়া কিয়দ্বেতি তমন্বযুঙ্ক্ত ॥ ১৮ ॥
ততো যথাবদ্বিহিতাধ্বরায়, তস্মৈ স্ময়াবেশবিবর্জ্জিতায়।
বর্ণাশ্রমাণাং গুরবে স বর্ণী, বিচক্ষণঃ প্রস্তুতমাচচক্ষে ॥ ১৯ ॥
সমাপ্তবিদ্যেন ময়া মহর্ষির্বিজ্ঞাপিতোঽভূদ্গুরুদক্ষিণায়ৈ।
স মে চিরায়াস্খলিতোপচারাং, তাং ভক্তিমেবাগণয়ৎ পুরস্তাৎ ॥ ২০ ॥
নির্ব্বন্ধসঞ্জাতরুষার্থকার্শ্যমচিন্তয়িত্বা গুরুণাহমুক্তঃ।
বিত্তস্য বিদ্যাপরিসংখ্যয়া মে, কোটীশ্চতস্রো দশ আহরেতি ॥ ২১ ॥
সোঽহং সপর্য্যাবিধিভাজনেন, মত্বা ভবন্তং প্রভুশব্দশেষম্।
অভ্যুৎসহে সম্প্রতি নোপরোদ্ধুমল্পেতরত্বাচ্ছ্রুতনিষ্ক্রয়স্য ॥ ২২ ॥
ইত্থং দ্বিজেন দ্বিজরাজকান্তিরাবেদিতো বেদবিদাং বরেণ।
এনোনিবৃত্তেন্দ্রিয়বৃত্তিরেনং, জগাদ ভূয়ো জগদেকনাথঃ ॥ ২৩ ॥

হইতেছে ॥ ১৪ ॥ হে নরেন্দ্র! আপনি সৎপাত্রে সর্ব্বস্ব দান করিয়া কেবলমাত্র শরীরধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সুতরাং অরণ্যবাসী তপস্বিগণ শস্যচয়ন করিয়া লইলে যেমন নীবারের স্তম্বমাত্র অবশিষ্ট থাকে, আপনিও সেইরূপ ধনহীন হইয়া দেহ ধারণ করিতেছেন ॥১৫॥ আপনি অবনীর একাধিপতি হইয়া যজ্ঞোপলক্ষে সমস্ত ধন দান করিয়া ধনহীন হইয়াছেন, ইহা আপনার পক্ষে শ্লাঘারই বিষয়; কারণ, দেবগণ কর্ত্তৃক পর্য্যায়ক্রমে নিপীত চন্দ্রের কলাক্ষয় তদীয় কলাবৃদ্ধির অপেক্ষাও অধিকতর প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥ আমি অন্য কোন বদান্যের নিকট গুরুদক্ষিণার্থ ধনসংগ্রহ জন্য চেষ্টা করিব,আপনার মঙ্গল হউক; দেখুন, চাতকপক্ষী অনন্যগতি হইয়াও শরৎকালীন নির্জ্জল জলধরের নিকট কখনও জল প্রার্থনা করে না ॥ ১৭ ॥ মহর্ষি বরতন্তুর শিষ্য এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, নরপতি রঘু তাঁহাকে গমনে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিদ্বন্! গুরুকে আপনার কি বস্তু দিতে হইবে, তাহা কি ও কত পরিমাণ, আপনি নির্ণয় করিয়া বলুন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর বিচক্ষণ ব্রহ্মচারী কৌৎস যথাবিধি-যজ্ঞানুষ্ঠাতা গর্ব্বলেশ-পরিশূন্য বর্ণাশ্রমগুরু নরপতিকে প্রকৃত বিষয় বলিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥ হে রাজন্! আমি অধ্যয়ন সমাপন করিয়া গুরুদক্ষিণা-গ্রহণের জন্য মহর্ষির অনুমতি প্রার্থনা করিলাম, তিনি চিরকাল অস্খলিত মদীয় প্রগাঢ় ভক্তিকেই প্রধানতঃ গুরুদক্ষিণাস্বরূপ গণ্য করিলেন ॥ ২০ ॥ তথাপি আমার নিতান্ত আগ্রহ দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মদীয় নির্ধনতা-বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়াই আমাকে আদেশ করিলেন, "হে বৎস! আমার নিকটে তুমি যে চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহার সংখ্যানুসারে গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ চতুর্দ্দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা আমাকে আনিয়া দাও ॥" ২১ ॥ এক্ষণে সেই গুরুদক্ষিণা জন্য ধনাকাঙ্ক্ষায় আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু মৃণ্ময় অর্ঘ্যপাত্র দেখিয়া প্রতীতি হইয়াছে যে, আপনি যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিয়াছেন, এখন কেবল আপনার 'মহারাজ' নামমাত্র অবশিষ্ট আছে। হে রাজন্! আমার বিদ্যার মূল্যও অধিক, অতএব এ সময়ে আপনাকে উপরোধ করিতে আমার সাহস হইতেছে না ॥ ২২ ॥ বেদজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য দ্বিজবর কৌৎস এইরূপ আবেদন করিলে চন্দ্রসমদ্যুতি জিতেন্দ্রিয় সার্ব্বভৌম রঘু তাঁহাকে পুনর্ব্বার নিবেদন করিলেন,

গুর্ব্বর্থমর্থী শ্রুতপারদৃশ্বা, রঘোঃ সকাশাদনবাপ্য কামম্।
গতো বদান্যান্তরমিত্যয়ং মে, মা ভূৎ পরীবাদনবাবতারঃ ॥ ২৪ ॥
স ত্বং প্রশস্তে মহিতে মদীয়ে, বসংশ্চতুর্থোঽগ্নিরিবাগ্ন্যাগারে।
দ্বিত্রাণ্যহান্যর্হসি সোঢ়ুমর্হন্, যাবদ্‌যতে সাধয়িতুং ত্বদর্থম্ ॥ ২৫ ॥
তথেতি তস্যাবিতথং প্রতীতঃ, প্রত্যগ্রহীৎ সঙ্গরমগ্রজন্মা।
গামাত্তসারাং রঘুরপ্যবেক্ষ্য, নিষ্ক্রষ্টুমর্থং চকমে কুবেরাৎ ॥ ২৬ ॥
বশিষ্ঠমন্ত্রোক্ষণজাৎ প্রভাবাদুদন্বদাকাশমহীধরেষু।
মরুৎসখস্যেব বলাহকস্য, গতির্বিজঘ্নে ন হি তদ্রথস্য ॥ ২৭ ॥
অথাধিশিষ্যে প্রযতঃ প্রদোষে, রথং রঘুঃ কল্পিতশস্ত্রগর্ভম্।
সামন্তসম্ভাবনয়ৈব ধীরঃ, কৈলাসনাথং তরসা জিগীষুঃ ॥ ২৮ ॥
প্রাতঃ প্রয়াণাভিমুখায় তস্মৈ, সবিস্ময়াঃ কোষগৃহে নিযুক্তাঃ।
হিরণ্ময়ীং কোষগৃহস্য মধ্যে, বৃষ্টিং শশংসুঃ পতিতাং নভস্তঃ ॥ ২৯ ॥
তং ভূপতির্ভাসুরহেমরাশিং, লব্ধং কুবেরাদভিযাস্যমানাৎ।
দিদেশ কৌৎসায় সমস্তমেব, পাদং সুমেরোরিব বজ্রভিন্নম্ ॥ ৩০ ॥
জনস্য সাকেতনিবাসিনস্তৌ, দ্বাবপ্যভূতামভিনন্দ্যসত্ত্বৌ।
গুরুপ্রদেয়াধিকনিস্পৃহোঽর্থী, নৃপোঽর্থিকামাদধিকপ্রদশ্চ ॥ ৩১ ॥
অথোষ্ট্রবামীশতবাহিতার্থং, প্রজেশ্বরং প্রীতমনা মহর্ষিঃ।
স্পৃশন্ করেণানতপূর্ব্বকায়ং, সংপ্রস্থিতো বাচমুবাচ কৌৎসঃ ॥ ৩২ ॥
কিমত্র চিত্রং যদি কামসূর্ভূর্বৃত্তে স্থিতস্যাধিপতেঃ প্রজানাম্।
অচিন্তনীয়স্তু তব প্রভাবো, মনীষিতং দ্যৌরপি যেন দুগ্ধা ॥ ৩৩ ॥

ভগবন্! বেদশাস্ত্রপারদর্শী একজন তপস্বী রঘুর নিকটে গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত অর্থ প্রার্থনা করিতে আসিয়া সিদ্ধকাম না হইয়া অন্য বদান্যের নিকট গমন করিয়াছেন, এই জনাপবাদ রঘুবংশের আর কখনও ঘটে নাই; আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যে, এইরূপ পরীবাদ যেন আমার অদৃষ্টে কখনও না ঘটে ॥২৩-২৪॥ হে পূজ্যপাদ! আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমার পরম পূজনীয় প্রশস্ত অগ্নিগৃহে চতুর্থ অগ্নির ন্যায় বাস করিয়া দুই তিন দিন কষ্ট স্বীকার করুন, আমি আপনার গুরুদক্ষিণার ধনের নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিব ॥২৫॥ দ্বিজপ্রবর কৌৎস হৃষ্টচিত্তে "তথাস্তু" বলিয়া রঘুরাজের অমোঘ প্রতিজ্ঞায় সম্মত হইলেন। রঘুও ধরাতল ধনশূন্য দেখিয়া কুবেরের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ধনগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন ॥২৬॥ মহর্ষি বশিষ্ঠের মন্ত্রপ্রভাবে তাঁহার রথ, বায়ুসহগামী জলদের ন্যায় কি সমুদ্র, কি অন্তরীক্ষ, কি পর্ব্বত, কুত্রাপি প্রতিহতগতি ছিল না ॥২৭॥ অনন্তর ধৈর্য্যশালী রঘু সামান্য রাজা জ্ঞান করিয়া কৈলাসনাথ কুবেরকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ধন-গ্রহণাভিলাষে সায়ংকালে পবিত্রাচারে নানাশস্ত্র-পরিপূরিত রথোপরি শয়ন করিয়া রহিলেন ॥২৮॥ প্রাতঃকালে তিনি রণগমনে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে কোষাগারে নিযুক্ত ভৃত্যগণ বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করিল যে, আকাশ হইতে ধনাগার-মধ্যে বজ্রাঘাতপতিত সুমেরু-খণ্ডের ন্যায় সুবর্ণ-বৃষ্টি হইয়াছে ॥২৯॥ দানশীল রঘু আক্রমণভীত কুবের হইতে প্রাপ্ত সেই সমুজ্জ্বল স্বর্ণরাশি সমস্তই কৌৎসকে সম্প্রদান করিলেন ॥৩০॥ অর্থপ্রার্থী মহর্ষি কৌৎস গুরুদক্ষিণার অতিরিক্ত ধন গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু মহারাজ রঘু তাঁহার কামনার অধিক অর্থদানে একান্ত যত্নবান্, এই ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া অযোধ্যানিবাসী যাবৎ লোক দাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ অনন্তর নরপতি শত শত উষ্ট্র ও ঘোটকী দ্বারা সেই সমস্ত ধন মহর্ষির আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন, তখন কৌৎস প্রীতিলাভ করত গমনে উদ্যত হইয়া, বিনয়াবনত রাজাকে কর দ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! যে ভূপতি ন্যায়পথ অবলম্বন করিয়া ধন উপার্জ্জন, পরিবর্দ্ধন, সংরক্ষণ ও সৎপাত্রে বিতরণ করিয়া থাকেন, বসুন্ধরা যে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করেন, তাহা আর

আশাস্তমন্যৎ পুনরুক্তভূতং, শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণ্যধিজগ্মুষস্তে।
পুত্রং লভস্বাত্মগুণানুরূপং, ভবন্তমীড্যং ভবতঃ পিতেব ॥ ৩৪ ॥
ইত্থং প্রযুজ্যাশিষমগ্রজন্মা, রাজ্ঞে প্রতীয়ায় গুরোঃ সকাশম্।
রাজাপি লেভে সুতমাশু তস্মাদালোকমর্কাদিব জীবলোকঃ ॥ ৩৫ ॥
ব্রহ্মে মুহূর্ত্তে কিল তস্য দেবী, কুমারকল্পং সুষুবে কুমারম্।
অতঃ পিতা ব্রহ্মণ এব নাম্না, তমাত্মজন্মানমজং চকার ॥ ৩৬ ॥
রূপং তদোজস্বি তদেব বীর্য্যং, তদেব নৈসর্গিকমুন্নতত্বম্।
ন কারণাৎ স্বাদ্‌বিভিদে কুমারঃ, প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ ॥ ৩৭ ॥
উপাত্তবিদ্যং বিধিবদ্‌গুরুভ্যস্তং যৌবনোদ্ভেদবিশেষকান্তম্।
শ্রীঃ সাভিলাষাপি গুরোরনুজ্ঞাং, ধীরেব কন্যা পিতুরাচকাঙ্ক্ষ ॥ ৩৮ ॥
অথেশ্বরেণ ক্রথকৈশিকানাং, স্বয়ংবরার্থং স্বসুরিন্দুমত্যাঃ।
আপ্তঃ কুমারানয়নোৎসুকেন, ভোজেন দূতো রঘবে বিসৃষ্টঃ ॥ ৩৯ ॥
তং শ্লাঘ্যসম্বন্ধমসৌ বিচিন্ত্য, দারক্রিয়াযোগ্যতমঞ্চ পুত্রম্।
প্রস্থাপয়ামাস সসৈন্যমেনমৃদ্ধাং, বিদর্ভাধিপরাজধানীম্ ॥ ৪০ ॥
তস্যোপকার্য্যারচিতোপচারা, বন্যেতরা জানপদোপদাভিঃ।
মার্গেনিবাসা মনুজেন্দ্রসূনোর্বভূবুরুদ্যানবিহারকল্পাঃ ॥ ৪১ ॥
স নর্ম্মদা-রোধসি শীকরার্দ্রৈর্ম্মরুদ্ভিরানর্ত্তিতনক্তমালে।
নিবেশয়ামাস বিলঙ্ঘিতাধ্বা, ক্লান্তং রজোধূসরকেতু সৈন্যম্ ॥ ৪২ ॥

অধিক বিচিত্র নহে, কিন্তু আপনার প্রভাব অচিন্তনীয় ও অনির্ব্বচনীয়। কারণ, স্বর্গ হইতেই আপনার অভীষ্টসাধন হইল ॥ ৩২-৩৩ ॥ আপনাকে আর কি আশীর্ব্বাদ করিব? আপনি সমুদায় কল্যাণই লাভ করিয়াছেন, তবে এই আশীর্ব্বাদ করি যে, আপনার পিতা যেরূপ আপনাকে জগৎপ্রশংসনীয় পুত্র লাভ করিয়াছেন, আপনিও তদ্রূপ আত্মসদৃশ তনয় লাভ করুন ॥ ৩৪ ॥ দ্বিজবর কৌৎস এইরূপে মহীপতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গুরুর সমীপে প্রত্যাগমন করিলেন। জীবলোক যেমন সূর্য্যবিম্ব হইতে আলোক প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ রাজাও মুনিবরের আশীর্ব্বাদে অচিরকালমধ্যেই এক পুত্র লাভ করিলেন ॥ ৩৫ ॥ রাজমহিষী 'অভিজিৎ' নামক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ষড়ানন সদৃশ এক কুমার প্রসব করিলেন, অতএব পিতা এই কারণেই ব্রহ্মার নামানুসারে পুত্রের নাম "অজ" রাখিলেন ॥ ৩৬ ॥ এক প্রদীপ হইতে অন্য প্রদীপ প্রজ্বালিত করিলে যেমন তদুভয়ের কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ নবকুমারের সহিত তৎপিতা রঘুর কোনরূপ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইল না, তাঁহার পিতার ন্যায় বলিষ্ঠ কলেবর, পিতার ন্যায় বীর্য্য এবং পিতার ন্যায় স্বাভাবিক ঔন্নত্য হইয়াছিল ॥ ৩৭ ॥ অজ বাল্য অতিক্রম করিয়া গুরুগণ-সন্নিধানে যথাবিধানে বিদ্যা শিক্ষা করিলেন এবং ক্রমে যৌবনোদ্ভেদ হেতু মনোহর রূপলাবণ্যধারণ করিলেন। রাজলক্ষ্মী অজের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াও, উন্নতস্বভাবা কন্যা যেরূপ পরিণয়-বিষয়ে পিতার অনুমতি প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ তিনিও গুরুর আদেশ অপেক্ষা করিয়া রহিলেন ॥ ৩৮ ॥ অনন্তর বিদর্ভাধিপতি ভোজরাজ স্বীয় ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবরোপলক্ষে রাজকুমার অজকে আনিবার নিমিত্ত রঘুর নিকট বিশ্বস্ত দূত প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥ ভোজরাজের সহিত সম্বন্ধ-সংঘটন শ্লাঘ্য বিবেচনা করিয়া এবং পুত্রেরও বিবাহযোগ্য বয়ঃক্রম দেখিয়া রঘুরাজ পুত্রকে সৈন্য সমভিব্যাহারে সমৃদ্ধিশালিনী বিদর্ভনগরীতে প্রেরণ করিলেন ॥ ৪০ ॥ নরেন্দ্রকুমার অজ গগনমার্গের স্থানে স্থানে শয্যাদিভূষিত পটমণ্ডপ সন্নিবেশ করিয়া তথায় জনপদবাসিগণের নগরসুলভ উপহারসামগ্রী-সকল দ্বারা বন্যপথাভাব দূরীভূত করিয়াছিলেন; সুতরাং তখন তাঁহার শিবির যেন উদ্যানবিহারভূমি সদৃশ বোধ হইতেছিল ॥ ৪১ ॥ অজ এইরূপে বহুপথ অতিক্রম করিয়া, জলকণাবাহি-সমীরণান্দোলিত নক্তমালবৃক্ষ-পরিশোভিত নর্ম্মদানদীর তীর-ভূমিতে ধূলি-ধূসরিত পতাকাবিশিষ্ট পরিক্লান্ত সৈন্যদল সন্নিবেশিত

অথোপরিষ্টাদ্‌ভ্রমরৈর্ভ্রমদ্ভিঃ, প্রাক্‌সূচিতান্তঃসলিলপ্রবেশঃ।
নির্ধৌতদানামলগণ্ডভিত্তির্বন্যঃ সরিত্তো গজ উন্মমজ্জ ॥ ৪৩ ॥
নিঃশেষবিক্ষালিতধাতুনাপি, বপ্রক্রিয়ামৃক্ষবতস্তটেষু।
নীলোর্দ্ধরেখাশবলেন শংসন্, দন্তদ্বয়েনাশ্মবিকুণ্ঠিতেন ॥ ৪৪ ॥
সংহারবিক্ষেপলঘুক্রিয়েণ, হস্তেন তীরাভিমুখঃ সশব্দম্।
বভৌ স ভিন্দন্ বৃহতস্তরঙ্গান্, বার্য্যর্গলাভঙ্গ ইব প্রবৃত্তঃ ॥৪৫॥
শৈলোপমঃ শৈবলমঞ্জরীণাং, জালানি কর্ষন্নুরসা স পশ্চাৎ।
পূর্ব্বং তদুৎপীড়িতবারিরাশিঃ, সরিৎপ্রবাহস্তটমুৎসসর্প ॥৪৬॥
তস্যৈকনাগস্য কপোলভিত্ত্যোর্জলাবগাহক্ষণমাত্রশান্তা।
বন্যেতরানেকপদর্শনেন, পুনর্দিদীপে মদদুর্দ্দিনশ্রীঃ ॥৪৭॥
সপ্তচ্ছদক্ষীরকটুপ্রবাহমসহ্যমাঘ্রায় মদং তদীয়ম্।
বিলঙ্ঘিতাধোরণতীব্রযত্নাঃ, সেনাগজেন্দ্রা বিমুখা বভূবুঃ ॥৪৮॥
স ছিন্নবন্ধদ্রুতযুগ্যশূন্যং, ভগ্নাক্ষপর্য্যাস্তরথং ক্ষণেন।
রামাপরিত্রাণবিহস্তযোধং, সেনানিবেশং তুমুলং চকার ॥৪৯॥
তমাপতন্তং নৃপতেরবধ্যো, বন্যঃ করীতি শ্রুতবান্ কুমারঃ।
নিবর্ত্তয়িষ্যন্ বিশিখেন কুম্ভে, জঘান নাত্যায়তকৃষ্টশার্ঙ্গঃ ॥৫০॥
স বিদ্ধমাত্রঃ কিল নাগরূপমুৎসৃজ্য তদ্বিস্মিতসৈন্যদৃষ্টঃ।
স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলমধ্যবর্ত্তি, কান্তং বপুর্ব্যোমচরং প্রপেদে ॥৫১॥

করিলেন ॥৪২॥ অনন্তর নর্ম্মদানদীর সলিলোপরি উড্ডীয়মান কতকগুলি ভ্রমর দৃষ্টে বিবেচনা হইল যে, কোন বন্যগজ জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকিবে। পরক্ষণেই নির্ম্মল গণ্ডভিত্তিবিশিষ্ট এক মত্তমাতঙ্গ নদীর জল হইতে মস্তক উন্নমিত করিল ॥৪৩॥ মদজল সম্পূর্ণরূপে ধৌত হওয়াতে তাহার গণ্ডস্থল নির্ম্মল হইয়াছিল, গৈরিকাদি ধাতু নিঃশেষরূপে ক্ষালিত হইলেও, তদীয় দন্তদ্বয়ে ঊর্দ্ধমুখ নীলরেখা-সকল বিরাজিত ছিল এবং শিলাতলে ঘর্ষণ হেতু উহার অগ্রভাগ বিকুণ্ঠিত দৃষ্ট হইল, সুতরাং ঐ গজ যে ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের কটকদেশে বপ্রক্রীড়া করিয়াছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতে লাগিল ॥৪৪॥ সেই গজরাজ শুণ্ডদণ্ডের শীঘ্র শীঘ্র সঙ্কোচন প্রসারণ দ্বারা উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া চীৎকার করিতে করিতে তীরাভিমুখে ধাবমান হইল দেখিয়া বোধ হইল, যেন মত্তমাতঙ্গ বন্ধনস্থানের অর্গল ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছে ॥৪৫॥ মাতঙ্গের করাঘাতে সংক্ষোভিত নদীপ্রবাহ প্রথমেই তীরে উত্থিত হইল, পরে পর্ব্বতোপম প্রকাণ্ডশরীরবিশিষ্ট সেই মাতঙ্গ বক্ষঃস্থলদ্বারা শৈবাল-কলিকারাশি আকর্ষণ করিয়া তটদেশে উপস্থিত হইল ॥৪৬॥ সেই গজরাজের কপোলভিত্তিতে বিরাজিত মদধারা, জলাবগাহন হেতু ক্ষণকালমাত্র শান্ত ছিল, কিন্তু এক্ষণে গ্রাম্যহস্তী সন্দর্শনে উহা পুনর্ব্বার দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল ॥৪৭॥ সেনাস্থিত গজ-সকল সপ্তপর্ণবৃক্ষের নির্যাসবৎ সুগন্ধি ও বন্যগজের অসহ্য তীব্র মদগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া হস্তিরক্ষকগণের বহুল প্রযত্ন উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক উন্মত্তপ্রায় হইল ॥৪৮॥ অশ্বগণ রথরজ্জু ছিন্ন করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, রথ-সকল ভগ্নাবয়ব ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল এবং যোদ্ধৃবর্গ স্ব স্ব অবলাগণের রক্ষার্থে যত্নবান্ হইল; এইরূপে মত্ত গজেন্দ্র, অজরাজের সেনা-সন্নিবেশ ক্ষণকালমধ্যেই ব্যাকুল করিয়া তুলিল ॥৪৯॥ বন্যহস্তী রাজাদিগের অবধ্য, ইহা রাজকুমার অজ শাস্ত্রে অবগত ছিলেন, অতএব স্বীয় অভিমুখে ধাববান বন্যহস্তীকে বধ না করিয়া কেবল নিবারণ করিবার নিমিত্ত বৃহৎ শরাসন অনতিদীর্ঘভাবে ঈষৎ আকর্ষণ পূর্ব্বক সেই গজেন্দ্রের কুম্ভে এক শর নিক্ষেপ করিলেন ॥৫০॥ বাণ কুম্ভদেশে বিদ্ধ হইবামাত্র বন্যগজ স্বীয় মূর্ত্তি পরিহার পূর্ব্বক সমুজ্জ্বল দীপ্তিমণ্ডলে শোভিত গগনবিহারী মনোহর গন্ধর্ব্ব-কলেবর ধারণ করিল। অজের সৈন্যদল বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ

অথ প্রভাবোপনতৈঃ কুমারং, কল্পদ্রুমোত্থৈরবকীর্য্য পুষ্পৈঃ।
উবাচ বাগ্মী দশনপ্রভাভিঃ, সংবর্দ্ধিতোরঃস্থলতারহারঃ ॥৫২॥
মতঙ্গশাপাদবলেপমূলাদবাপ্তবানস্মি মতঙ্গজত্বম্।
অবেহি গন্ধর্ব্বপতেস্তনূজং, প্রিয়ংবদং মাং প্রিয়দর্শনস্য ॥৫৩॥
স চানুনীতঃ প্রণতেন পশ্চাৎ, ময়া মহর্ষির্মৃদুতামগচ্ছৎ।
উষ্ণত্বমগ্ন্যাতপসম্প্রয়োগাৎ, শৈত্যং হি যৎ সা প্রকৃতির্জলস্য ॥৫৪॥
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো যদা তে, ভেৎস্যত্যজো কুম্ভময়োমুখেন।
সংযোক্ষ্যসে স্বেন বপুর্মহিম্না, তদেত্যবোচৎ স তপোনিধির্মাম্ ॥৫৫॥
সংমোচিতঃ সত্ত্ববতা ত্বয়াহং, শাপাচ্চিরপ্রার্থিতদর্শনেন।
প্রতিপ্রিয়ং চেদ্ভবতো ন কুর্য্যাং, বৃথা হি মে স্যাৎ স্বপদোপলব্ধিঃ ॥৫৬॥
সম্মোহনং নাম সখে! মমাস্ত্রং, প্রয়োগসংহারবিভক্তমন্ত্রম্।
গান্ধর্ব্বমাদৎস্ব যতঃ প্রযোক্তুর্ন চারিহিংসা বিজয়শ্চ হস্তে ॥৫৭॥
অলং হ্রিয়া মাং প্রতি যন্মুহূর্ত্তং, দয়াপরোঽভূঃ প্রহরন্নপি ত্বম্।
তস্মাদুপচ্ছন্দয়তি প্রযোজ্যং, ময়ি ত্বয়া ন প্রতিষেধরৌক্ষ্যম্ ॥৫৮॥
তথেত্যুপস্পৃশ্য পয়ঃ পবিত্রং, সোমোদ্ভবায়াঃ সরিতো নৃসোমঃ।
উদঙ্মুখঃ সোঽস্ত্রবিদস্ত্রমন্ত্রং, জগ্রাহ তস্মান্নিগৃহীতশাপাৎ ॥৫৯॥
এবং তয়োরধ্বনি দৈবযোগাদাসেদুষোঃ সখ্যমচিন্ত্যহেতু।
একো যযৌ চৈত্ররথপ্রদেশান্, সৌরাজ্যরম্যানপরো বিদর্ভান্ ॥৬০॥
তং তস্থিবাংসং নগরোপকণ্ঠে, তদাগমারূঢ়গুরুপ্রহর্ষঃ।
প্রত্যুজ্জগাম ক্রথকৈশিকেন্দ্রশ্চন্দ্রং প্রবৃদ্ধোর্ম্মিরিবোর্ম্মিমালী ॥৬১॥

করিতে লাগিল ॥৫১॥ অনন্তর ঐ দিব্য গন্ধর্ব্বপুরুষ স্বীয় প্রভাবলব্ধ পারিজাতপুষ্প কুমারের মস্তকোপরি বর্ষণ করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলস্থিত মুক্তাহারকে দন্তকান্তিচ্ছটায় পরিবর্দ্ধিত করিয়াই যেন মধুরবচনে বলিতে লাগিল ॥৫২॥ হে রাজপুত্র! আমি প্রিয়দর্শন নামক গন্ধর্ব্বরাজের পুত্র, আমার নাম প্রিয়ংবদ, গর্ব্বপ্রকাশ জন্য মতঙ্গ মুনির অভিশাপ বশতঃ আমি গজদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ॥৫৩॥ তিনি আমাকে শাপ দেওয়ার পর আমি পদতলে পতিত হইয়া বিস্তর অনুনয় করিলে মহর্ষি কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন; কারণ, শৈত্যগুণই সলিলের প্রকৃত স্বভাব, কেবল অনল বা আতপ সংযোগেই উষ্ণ হইয়া থাকে ॥৫৪॥ তখন তিনি আমাকে এই কথা বলিলেন যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় কুমার অজ লৌহমুখ শরদ্বারা যখন তোমার কুম্ভস্থল ভেদ করিবেন, তখন তুমি পুনর্ব্বার নিজদেহ প্রাপ্ত হইবে ॥৫৫॥ আমি বহুকাল আপনার দর্শনলাভ-প্রতীক্ষায় ছিলাম, এক্ষণে আপনি নিজগুণে আমাকে শাপ হইতে মুক্ত করিলেন। আমি যদি আপনার প্রত্যুপকার না করি, তবে আমার এই স্বপদপ্রাপ্তি বৃথা হইবে ॥৫৬॥ অতএব হে সখে! সম্মোহন নামক আমার এই গন্ধর্ব্ব অস্ত্র, প্রয়োগ ও সংহার-কালের বিশেষ মন্ত্র সহিত গ্রহণ করুন; এই অস্ত্র হইতে প্রয়োগকর্ত্তার শত্রুহিংসা হয় না, অথচ অনায়াসেই বিজয়লাভ হইয়া থাকে ॥৫৭॥ আপনি আমাকে ক্ষণকাল প্রহার করিয়াছেন বলিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হইবেন না, কারণ, প্রহার দ্বারা আমার উপকারই করিয়াছেন, অতএব আমি অস্ত্রগ্রহণার্থ আপনার সন্নিধানে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার প্রতি অসম্মতিরূপ পরুষতা প্রদর্শন করিবেন না ॥৫৮॥ অস্ত্রবিৎ পুরুষপ্রবর রাজনন্দন অজ তথাস্তু বলিয়া শশাঙ্কতনয়া নর্ম্মদার পবিত্র সলিলে আচমন পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখ হইয়া শাপমুক্ত গন্ধর্ব্বরাজ-তনয়ের নিকট মন্ত্রসহিত সম্মোহন নামক অস্ত্র গ্রহণ করিলেন ॥৫৯॥ এইরূপে দৈববশতঃ পথিমধ্যে দুইজনের অভাবনীয় কারণ দ্বারা মিত্রতা জন্মিলে, গন্ধর্ব্বতনয় চৈত্ররথে গমন করিলেন এবং অপর রঘুরাজপুত্র অজ বিদর্ভনগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥৬০॥ রাজকুমার অজ নগরপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন শুনিয়া বিদর্ভপতি ভোজরাজ সাতিশয় হৃষ্টচিত্তে, তরঙ্গশালী সমুদ্র যেমন চন্দ্রকে প্রত্যুদ্গমন করে, তিনিও সেইরূপ অজকে প্রত্যুদ্গমন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন ॥৬১॥

প্রবেশ্য চৈনং পুরমগ্রযায়ী, নীচৈস্তথোপাচরদর্পিতশ্রীঃ।
মেনে যথা তত্র জনঃ সমেতো, বৈদর্ভমাগন্তুমজং গৃহেশম্ ॥৬২॥
তস্যাধিকারপুরুষৈঃ প্রণতৈঃ প্রদিষ্টাং, প্রাগ্‌দ্বারবেদিবিনিবেশিতপূর্ণকুম্ভাম্।
রম্যাং রঘুপ্রতিনিধিঃ স নবোপকার্য্যাং, বাল্যাৎ পরামিব দশাং মদনোঽধ্যুবাস ॥৬৩॥
তত্র স্বয়ং-বর-সমাহৃতরাজলোকং, কন্যাললামকমনীয়মজস্য লিপ্সোঃ।
ভাবাববোধকলুষা দয়িতেব রাত্রৌ, নিদ্রা চিরেণ নয়নাভিমুখী বভূব ॥৬৪॥
তং কর্ণভূষণনিপীড়িতপীবরাংসং, শয্যোত্তরচ্ছদবিমর্দ্দকৃশাঙ্গরাগম্।
সূতাত্মজাঃ সবয়সঃ প্রথিতপ্রবোধং, প্রাবোধয়ন্নুষসি বাগ্‌ভিরুদারবাচঃ ॥৬৫॥
রাত্রির্গতা মতিমতাং বর মুঞ্চ শয্যাং, ধাত্রা দ্বিধৈব ননু ধূর্জ্জগতো বিভক্তা।
তামেকতস্তব বিভর্ত্তি গুরুর্বিনিদ্রস্তস্যা ভবানপরধুর্য্যপদাবলম্বী ॥৬৬॥
নিদ্রাবশেন ভবতাপ্যনপেক্ষমাণা, পর্য্যুৎসুকত্বমবলা নিশি খণ্ডিতেব।
লক্ষ্মীর্বিনোদয়তি যেন দিগন্তলম্বী, সোঽপি ত্বদাননরুচিং বিজহাতি চন্দ্রঃ ॥৬৭॥
তদ্বল্গুনা যুগপদুন্মিষিতেন তাবৎ, সদ্যঃ পরস্পরতুলামধিরোহতাং দ্বে।
প্রস্পন্দমানপরুষেতরতারমন্তশ্চক্ষুস্তব প্রচলিতভ্রমরঞ্চ পদ্মম্ ॥৬৮॥
বৃন্তাৎ শ্লথং হরতি পুষ্পমনোকহানাং, সংসৃজ্যতে সরসিজৈররুণাংশুভিন্নৈঃ।
স্বাভাবিকং পরগুণেন বিভাতবায়ুঃ, সৌরভ্যমীপ্সুরিব তে মুখমারুতস্য ॥৬৯॥

বিদর্ভরাজ অগ্রে অগ্রে গমন পূর্ব্বক নৃপনন্দন অজকে পুরে প্রবেশ করাইয়া অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে স্বকীয় সমস্ত রাজলক্ষ্মী সমর্পণ করিলেন এবং এরূপ ভাবে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন যে, তৎস্থানে উপস্থিত জনগণ বিদর্ভাধিপতি ভোজরাজকে আগন্তুক এবং অজকে গৃহস্বামী বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল ॥৬২॥ কামদেব যেরূপ শৈশবের পর যৌবনদশায় পদার্পণ করেন, সেইরূপ রঘুসদৃশ কুমার অজ, ভোজরাজের নিয়োজিত বিনীত পুরুষগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত, পূর্ব্বদ্বারদেশস্থ বেদিকোপরি পূর্ণকুম্ভবিশিষ্ট, নবীন রমণীয় পটমণ্ডপে গিয়া বাস করিলেন ॥৬৩॥ যে রমণীললামভূত রমণীয় কন্যারত্নের স্বয়ম্বরে নানাদেশাগত রাজগণ সম্মিলিত হইয়াছেন, অজ সেই কন্যাকে লাভ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন দেখিয়া যামিনীযোগে নিদ্রাদেবী স্বামীর পরনারীগতভাব বুঝিতে অসমর্থা কামিনীর ন্যায় অনেকক্ষণের পর কুমারের নয়নাভিমুখী হইলেন ॥৬৪॥ তাঁহার সুস্থমাংসল স্কন্ধস্থল কর্ণভূষণ দ্বারা নিপীড়িত হইয়া গিয়াছিল এবং শয্যার উত্তরীয় উপধানে অঙ্গরাগও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। প্রত্যূষসময়ে সমবয়স্ক বাগ্মী বন্দিপুত্রগণ স্তুতিপাঠ করিয়া জ্ঞানালোকসম্পন্ন নিদ্রিত কুমার অজকে জাগরিত করিতে লাগিল ॥৬৫॥ হে মতিমান্‌গণের অগ্রগণ্য! রজনী অবসান হইয়াছে, শয্যা পরিত্যাগ করুন, বিধাতা বসুন্ধরার ভার দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন, আপনার পিতা নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই ভারের একপার্শ্ব ধারণ করিয়াছেন, আপনিও তাহার অপর পার্শ্ব বহনার্থ ধুর্য্যপদ অবলম্বন করুন ॥৬৬॥ লক্ষ্মীদেবী আপনাতে একান্ত অনুরক্তা হইলেও রজনীযোগে আপনাকে নিদ্রাসক্ত দেখিয়া (অন্যাসক্ত পতি দর্শনে ক্রুদ্ধা কামিনীর ন্যায়) যে চন্দ্রমণ্ডল অবলোকন করিয়া তদীয় বিরহজনিত ক্লেশ কথঞ্চিৎ অপনীত করিয়াছিলেন, সেই চন্দ্রমাও এক্ষণে অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়া আপনার বদনকান্তি সদৃশ শোভা পরিত্যাগ করিতেছেন ॥৬৭॥ অতএব লক্ষ্মী এক্ষণে অনন্যাশ্রয়া হইয়াছেন, আপনি নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে পরিগ্রহ করুন এবং তাঁহার পরিগ্রহ হেতু অভ্যন্তরে সুস্নিগ্ধ-তারকা-বিশিষ্ট ভবদীয় লোচন এবং অন্তরে চঞ্চলমধুকরযুক্ত কমল এই উভয়ই এককালে বিকসিত হইয়া মনোহর শোভা ধারণপূর্ব্বক সহসা পরস্পর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হউক ॥৬৮॥ এই প্রাতঃসমীরণ অপরাপর বস্তুর সৌগন্ধ দ্বারা ভবদীয় নিঃশ্বাস-পবনের নৈসর্গিক সৌরভলাভে বাসনা করিয়াই যেন তরুগণের শিথিলবৃন্ত পুষ্পনিচয় হরণ করিতেছে এবং অরুণ-কিরণ-সংস্পর্শে বিকসিত কমল-কুলের সহিত মিলিত হইতেছে ॥৬৯॥

তাম্রোদরেষু পতিতং তরুপল্লবেষু, নির্ধৌতহারগুলিকাবিশদং হিমাম্ভঃ।
আভাতি লব্ধপরভাগতয়াধরোষ্ঠে, লীলাস্মিতং সদশনার্চ্চিরিব ত্বদীয়ম্॥ ৭০॥
যাবৎ প্রতাপনিধিরাক্রমতে ন ভানুরহ্নায় তাবদরুণেন তমো নিরস্তম্।
আয়োধনাগ্রসরতাং ত্বয়ি বীর যাতে, কিংবা রিপুংস্তব গুরুঃ স্বয়মুচ্ছিনত্তি॥ ৭১॥
শয্যাং জহত্যুভয়পক্ষবিনীতনিদ্রাঃ, স্তম্বেরমা মুখরশৃঙ্খলকর্ষিণস্তে।
যেষাং বিভান্তি তরুণারুণরাগযোগাদ্ভিন্নাদ্রিগৈরিকতটা ইব দন্তকোশাঃ॥ ৭২॥
দীর্ঘেষমী নিয়মিতাঃ পটমণ্ডপেষু, নিদ্রাং বিহায় বনজাক্ষ বনায়ুদেশ্যাঃ।
বক্ত্রোষ্মণা মলিনয়ন্তি পুরোগতানি, লেহ্যানি সৈন্ধবশিলাশকলানি বাহাঃ॥ ৭৩॥
ভবতি বিরলভক্তির্ম্লানপুষ্পোপহারঃ, স্বকিরণপরিবেষোদ্ভেদশূন্যাঃ প্রদীপাঃ।
অয়মপি চ গিরং নস্ত্বৎপ্রবোধপ্রযুক্তামনুবদতি শুকস্তে মঞ্জুবাক্ পঞ্জরস্থঃ॥ ৭৪॥
ইতি বিরচিতবাগ্ভির্বন্দিপুত্রৈঃ কুমারঃ, সপদি বিগতনিদ্রস্তল্পমুজ্ঝাঞ্চকার।
মদপটু নিনদদ্ভির্বোধিতো রাজহংসৈঃ, সুরগজ ইব গাঙ্গং সৈকতং সুপ্রতীকঃ॥ ৭৫॥
অথ বিধিমবসায্য শাস্ত্রদৃষ্টং, দিবসমুখোচিতমঞ্চিতাক্ষিপক্ষ্মা।
কুশলবিরচিতানুকূলবেষঃ, ক্ষিতিপসমাজমগাৎ স্বয়ংবরস্থম্॥ ৭৬॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ অজস্বয়ংবরাভিগমনো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ॥ ৫॥

মার্জ্জিত মুক্তামণি-তুল্য শ্বেতবর্ণ হিমবারিবিন্দু সম্যক্ অভ্যন্তরভাগে তাম্রবর্ণ তরুপল্লবের উপরি নিপতিত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট বর্ণধারণ করাতে আপনার অধরোষ্ঠে পতিত দন্তকান্তি-সমন্বিত বিলাস-মধুর হাস্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে॥ ৭০॥ যতক্ষণ তেজোনিধি ভগবান্ ভাস্কর গগনতল আক্রমণ না করিতেছেন, ততক্ষণ অরুণই সহসা তমোরাশি বিনাশ করিয়াছেন। হে বীরবর! আপনি সেনাপতি সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, আপনার পিতা কি আর স্বয়ং শত্রুকুল বিনাশ করিতে যাইবেন? ৭১॥ ভবদীয় মাতঙ্গগণ উভয় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নিদ্রা পরিহার করিয়া শব্দায়মান শৃঙ্খলদাম আকর্ষণ করিতে করিতে শয্যা পরিত্যাগ করিতেছে; তাহাদিগের দন্তমুকুলে নবাতপরাগ সংসক্ত হওয়াতে বোধ হইতেছে, যেন তাহারা গৈরিক-ধাতুরঞ্জিত ভূধরের সানুদেশ উৎখাত করিয়া আসিয়াছে॥ ৭২॥ হে কমলাক্ষ! আপনার সুদীর্ঘ পটমণ্ডপাভ্যন্তরে সংবদ্ধ এই পারস্যদেশীয় মনোহর তুরঙ্গগণ নিদ্রাত্যাগ করিয়া পুরোবর্ত্তী সৈন্ধবশিলাখণ্ড-সকল অবলেহন করত মুখনির্গত নিঃশ্বাস দ্বারা মলিন করিতেছে॥ ৭৩॥ পূজার্থ অবলম্বিত পুষ্পমালাসকল ম্লান ও শিথিলগ্রন্থন হইয়া পড়িতেছে, দীপালোক প্রভাশূন্য হইয়াছে এবং আপনার পিঞ্জরস্থিত মধুরকণ্ঠ শুকপক্ষী আপনাকে জাগরিত করিবার জন্য অস্মদ্-প্রযুক্ত স্তুতিবাক্যগুলির অনুকরণ পূর্ব্বক পুনরুক্ত করিতেছে॥ ৭৪॥ রাজহংসগণের কলধ্বনিতে জাগরিত হইয়া সুপ্রতীক নামক সুরগজ (ঈশানদিক্‌মাতঙ্গ) যেরূপ গঙ্গার পুলিনদেশ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ বন্দিপুত্রগণের এবংবিধ সুরচিত বাক্যবিন্যাস শ্রবণে রাজকুমার অজ তৎক্ষণাৎ শয্যা পরিত্যাগ করিলেন॥ ৭৫॥ অনন্তর মনোহর-পদ্মলোচন নৃপনন্দন অজ শাস্ত্রবিধানানুসারে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বেশবিন্যাসকুশল ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক বিরচিত স্বয়ংবরোপযোগী বেশভূষা পরিধান পূর্ব্বক মন্থরগমনে স্বয়ংবরস্থিত রাজসভায় গমন করিলেন॥ ৭৬॥

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

স তত্র মঞ্চেষু মনোজ্ঞবেশান্, সিংহাসনস্থানুপচারবৎসু ।
বৈমানিকানাং মরুতামপশ্যদাকৃষ্টলীলান্ নরলোকপালান্ ॥ ১ ॥
রতের্গৃহীতানুনয়েন কামং, প্রত্যর্পিতস্বাঙ্গমিবেশ্বরেণ ।
কাকুৎস্থমালোকয়তাং নৃপাণাং, মনো বভূবেন্দুমতী-নিরাশম্ ॥ ২
বৈদর্ভনির্দ্দিষ্টমসৌ কুমারঃ, ক্লৃপ্তেন সোপানপথেন মঞ্চম্ ।
শিলাবিভঙ্গৈর্মৃগরাজশাবস্তুঙ্গং নগোৎসঙ্গমিবারুরোহ ॥ ৩ ॥
পরার্দ্ধ্যবর্ণাস্তরণোপপন্নমাসেদিবান্ রত্নবদাসনং সঃ ।
ভূয়িষ্ঠমাসীদুপমেয়কান্তির্ময়ূরপৃষ্ঠাশ্রয়িণা গুহেন ॥ ৪ ॥
তাসু শ্রিয়া রাজপরম্পরাসু, প্রভাবিশেষোদয়দুর্নিরীক্ষ্যঃ ।
সহস্রধাত্মা ব্যরুচদ্বিভক্তঃ, পয়োমুচাং পঙ্‌ক্তিষু বিদ্যুতেব ॥ ৫ ॥
তেষাং মহার্হাসনসংস্থিতানামুদারনেপথ্যভৃতাং স মধ্যে ।
ররাজ ধাম্না রঘুসূনুরেব, কল্পদ্রুমাণামিব পারিজাতঃ ॥ ৬ ॥
নেত্রব্রজাঃ পৌরজনস্য তস্মিন্, বিহায় সর্ব্বান্ নৃপতীন্নিপেতুঃ ।
মদোৎকটে রেচিতপুষ্পবৃক্ষা, গন্ধদ্বিপে বন্য ইব দ্বিরেফাঃ ॥ ৭ ॥
অথ স্তুতে বন্দিভিরন্বয়জ্ঞৈঃ, সোমার্কবংশ্যে নরদেবলোকে ।
সঞ্চারিতে চাগুরুসারযোনৌ, ধূপে সমুৎসর্পতি বৈজয়ন্তীঃ ॥ ৮ ॥
পুরোপকণ্ঠোপবনাশ্রয়াণাং, কলাপিনামুদ্ধতনৃত্যহেতৌ ।
প্রধ্মাতশঙ্খে পরিতো দিগন্তান্, তূর্য্যস্বনে মূর্চ্ছতি মঙ্গলার্থে ॥ ৯ ॥

নৃপনন্দন অজ স্বয়ংবরস্থলে রাজভোগ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ মঞ্চোপরিস্থিত সিংহাসনে সমাসীন মনোহর-বেশধারী বিমানচারী দেবগণের ন্যায় বিরাজমান ভূমিপালদিগকে অবলোকন করিলেন ॥ ১ ॥ রতির প্রার্থনায় ভগবান্ ত্রিলোচন কর্তৃক প্রত্যর্পিত-দেহ কামদেবের ন্যায় পরিদৃশ্যমান, কাকুৎস্থ কুলোদ্ভূত নৃপকুমার অজের পরম রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া নরপতিগণের মন ইন্দুমতী-লাভে একান্তই নিরাশ হইল ॥ ২ ॥ সিংহশাবক যেরূপ শিলাভঙ্গী দ্বারা উন্নত পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করে, তদ্রূপ কুমার অজ সুনির্ম্মিত সোপানমার্গ দ্বারা ভোজরাজ-নির্দিষ্ট অত্যুচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিলেন ॥৩॥ তথায় তিনি নানাবিধ উৎকৃষ্টবর্ণে সুরঞ্জিত আস্তরণে সমাচ্ছাদিত রত্নময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ময়ূর-পৃষ্ঠে আরূঢ় কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন ॥ ৪ ॥ যেমন এক সৌদামিনী নানা অংশে বিভক্ত ও জলধরনিবহে আবির্ভূতা হইয়া জনসাধারণের দৃষ্টি প্রতিহত করত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠে, সেইরূপ শ্রীদেবী একাকিনী স্বকায় দেহ সহস্র অংশে বিভক্ত ও প্রত্যেক নরপতির দেহে আবির্ভূতা হইয়া প্রভাবাতিশয় প্রযুক্ত অনির্ব্বচনীয় শোভায় সমুজ্জ্বল হইলেন ॥ ৫ ॥ কল্পতরুগণের মধ্যে পারিজাতই যেমন সমধিক দীপ্তিমান্, তদ্রূপ সেই সমস্ত মহামূল্য সিংহাসনে সমাসীন সমুজ্জ্বল-বেশধারী নরপতিগণের মধ্যে একমাত্র অজই স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক শোভা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬ ॥ অলিকুল যেরূপ পুষ্পবৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী মদগন্ধস্রাবী গজের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ পুর-বাসিগণের নয়নপংক্তি অন্যান্য নরপতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া রঘুকুমার অজের প্রতিই নিক্ষিপ্ত হইল ॥ ৭ ॥ অনন্তর রাজবংশের বিবরণবেত্তা স্তুতিপাঠকগণ চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের গুণ-কীর্ত্তন আরম্ভ করিল; তখন অগুরুসার-সমুত্থিত ধূপ-ধূম চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হইয়া পতাকা পর্য্যন্ত উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৮ ॥ শঙ্খনাদ-সংবলিত মাঙ্গলিক তূর্য্যধ্বনিতে সমস্ত দিগন্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সেই ধূম দর্শন ও তূর্য্যনিনাদ শ্রবণ করিয়া নগরের প্রান্তস্থিত উপবন-বাসী শিখিকুল মেঘনাদ-

মনুষ্যবাহ্যং চতুরস্রযানমধ্যাস্য কন্যা পরিবারশোভি।
বিবেশ মঞ্চান্তররাজমার্গং, পতিংবরা ক্লৃপ্তবিবাহবেষা ॥ ১০ ॥
তস্মিন্ বিধানাতিশয়ে বিধাতুঃ, কন্যাময়ে নেত্রশতৈকলক্ষ্যে।
নিপেতুরন্তঃকরণৈর্নরেন্দ্রা, দেহৈঃ স্থিতাঃ কেবলমাসনেষু ॥ ১১ ॥
তাং প্রত্যভিব্যক্তমনোরথানাং, মহীপতীনাং প্রণয়াগ্রদূত্যঃ।
প্রবালশোভা ইব পাদপানাং, শৃঙ্গারচেষ্টা বিবিধা বভূবুঃ ॥ ১২ ॥
কশ্চিৎ করাভ্যামুপগূঢ়নালমালোলপত্রাভিহতদ্বিরেফম্।
রজোভিরন্তঃপরিবেষবন্ধি, লীলারবিন্দং ভ্রময়াঞ্চকার ॥ ১৩ ।
বিস্রস্তমংসাদপরো বিলাসী, রত্নানুবিদ্ধাঙ্গদকোটিলগ্নম্।
প্রালম্বমুৎকৃষ্য যথাবকাশং, নিনায় সাচীকৃতচারুবক্ত্রঃ ॥ ১৪ ॥
আকুঞ্চিতাগ্রাঙ্গুলিনা ততোঽন্যঃ, কিঞ্চিৎসমাবর্জ্জিতনেত্রশোভঃ।
তির্য্যগ্বিসংসর্পিনখপ্রভেণ, পাদেন হৈমং বিলিলেখ পীঠম্ ॥ ১৫ ॥
নিবেশ্য বামং ভুজমাসনার্দ্ধে, তৎসন্নিবেশাদধিকোন্নতাংসঃ।
কশ্চিদ্বিবৃত্তত্রিকভিন্নহারঃ, সুহৃৎসমাভাষণতৎপরোঽভূৎ ॥ ১৬ ॥
বিলাসিনীবিভ্রমদন্তপত্রমাপাণ্ডুরং কেতকবর্হমন্যঃ।
প্রিয়ানিতম্বোচিতসন্নিবেশৈর্বিপাটয়ামাস যুবা নখাগ্রৈঃ ॥ ১৭ ॥
কুশেশয়াতাম্রতলেন কশ্চিৎ, করেণ রেখাধ্বজলাঞ্ছনেন।
রত্নাঙ্গুলীয়প্রভয়ানুবিদ্ধানুদীরয়ামাস সলীলমক্ষান্ ॥ ১৮ ॥
কশ্চিদ্যথাভাগমবস্থিতেঽপি, স্বসন্নিবেশাদ্ব্যতিলঙ্ঘিনীব।
বজ্রাংশুগর্ভাঙ্গুলিরন্ধ্রমেকং, ব্যাপারয়ামাস করং কিরীটে ॥ ১৯ ॥

বোধে উদ্ধত নৃত্য আরম্ভ করিল ॥ ৯ ॥ এমন সময় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরা স্বয়ংবরা কন্যা ভোজরাজভগিনী ইন্দুমতী বিবাহোপযোগী বেশভূষা ধারণ করিয়া পরিজন-বেষ্টিত নরবাহিত চতুর্দ্দোলায় আরোহণ পূর্ব্বক মঞ্চশ্রেণীর মধ্যস্থিত রাজপথে প্রবেশ করিলেন ॥ ১০ ॥ তৎকালে নরপতিগণের অন্তঃকরণ শত শত নেত্রের একমাত্র লক্ষ্য, বিধাতার সেই কন্যারূপ সৃষ্টিবিশেষে নিপতিত হইল, তাঁহাদিগের কেবল দেহমাত্র আসনে অবস্থিত রহিল ॥ ১১ ॥ ইন্দুমতীলাভে একান্ত অভিলাষী নৃপতিগণের প্রণয়ের প্রথম-দূতীস্বরূপ নানাবিধ শৃঙ্গারচেষ্টা. বৃক্ষসমূহের পল্লব-শোভার ন্যায় আবির্ভূত হইতে লাগিল ॥ ১২ ॥ কোন নৃপতি করযুগল দ্বারা মৃণাল ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় লীলাপদ্ম ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন, কমলের সঞ্চালিত পত্র-দ্বারা ভ্রমরগণ অভিহত হইতে লাগিল এবং অভ্যন্তরস্থ বিক্ষিপ্ত পরাগরাজি মণ্ডলাকার ধারণ করিল ॥ ১৩ ॥ অপর কোন বিলাসী নৃপতি স্বীয় সুচারু মুখমণ্ডল বক্রীকৃত করিয়া স্কন্ধদেশ হইতে বিচ্যুত রত্নখচিত কেয়ূরের কোটি-সংলগ্ন ঋজুভাবে বিলম্বিনী মালা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিলেন ॥ ১৪ ॥ অন্য কোন ভূপতি মনোহর নেত্রযুগল ঈষৎ অবনত করিয়া বক্রভাবে বিস্তৃত নখ প্রভায় মণ্ডিত পদের আকুঞ্চিত অঙ্গুলি-সমূহের অগ্রভাগ দ্বারা স্বর্ণময় পাদপীঠ বিলেখন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ কোন নরপতি সিংহাসনের উপরিভাগে বামহস্ত সংস্থাপন পূর্ব্বক বামস্কন্ধ সমধিক উন্নত করিয়া, উরঃস্থলে শোভিত হার-যষ্টিত্রিক-প্রদেশে মনোহররূপে ও দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করিয়া বামপার্শ্বস্থিত কোন এক বন্ধুর সহিত সুমধুর সম্ভাষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৬ ॥ অভিনব যৌবন-সম্পন্ন কোন নরপতি, বিলাসিনীগণের নিতম্বদেশ বিক্ষত-করণে সুপটু নখাগ্র দ্বারা প্রেয়সী-বিভ্রম দন্তপত্র নামক বিলাসভূষণস্বরূপ ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ কেতকীদল খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ কোন মহীপতি রক্তোৎপলপ্রতিম ঈষৎ তাম্রবর্ণ রেখাধ্বজ-চিহ্নিত করতল দ্বারা রত্নময় অঙ্গুরীয়কের প্রভাজালে সমাচ্ছন্ন ক্রীড়া-পাশক সকল লীলাসহকারে উৎক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ অন্য কোন নরপতি স্বীয় কিরীট যথাস্থানে সংস্থাপিত থাকিলেও যেন উহা স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছে মনে করিয়া কিরীটে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক ধারণ করিলেন, তাহাতে হস্তের অঙ্গুলিরন্ধ্র-সকল কিরীটস্থিত হীরকে

ততো নৃপাণাং শ্রুতবৃত্তবংশা, পুংবৎ প্রগল্ভা প্রতিহাররক্ষী
প্রাক্ সন্নিকর্ষং মগধেশ্বরস্য, নীত্বা কুমারীমবদৎ সুনন্দা॥ ২০॥
অসৌ শরণ্যঃ শরণোন্মুখানামগাধসত্ত্বো মগধপ্রতিষ্ঠঃ।
রাজা প্রজারঞ্জনলব্ধবর্ণঃ, পরন্তপো নাম যথার্থনামা॥ ২১॥
কামং নৃপাঃ সন্তু সহস্রশোঽন্যে, রাজন্বতীমাহুরনেন ভূমিম্।
নক্ষত্রতারাগ্রহসঙ্কুলাপি, জ্যোতিষ্মতী চন্দ্রমসৈব রাত্রিঃ॥ ২২॥
ক্রিয়াপ্রবন্ধাদয়মধ্বরাণামজস্রমাহূতসহস্রনেত্রঃ।
শচ্যাশ্চিরং পাণ্ডুকপোললম্বান্, মন্দারশূন্যানলকাংশ্চকার॥ ২৩॥
অনেন চেদিচ্ছসি গৃহ্যমাণং, পাণিং বরেণ্যেন কুরু প্রবেশে।
প্রাসাদবাতায়নসংস্থিতানাং, নেত্রোৎসবং পুষ্পপুরাঙ্গনানাম্॥ ২৪॥
এবং তয়োক্তে তমবেক্ষ্য কিঞ্চিদ্বিস্রংসিদূর্ব্বাঙ্কমধূকমালা।
ঋজুপ্রণামক্রিয়য়ৈব তন্বী, প্রত্যাদিদেশৈনমভাষমাণা॥ ২৫॥
তাং সৈব বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা, রাজান্তরং রাজসুতাং নিনায়।
সমীরণোত্থেব তরঙ্গলেখা, পদ্মান্তরং মানসরাজহংসীম্॥ ২৬॥
জগাদ চৈনামযমঙ্গনাথঃ, সুরাঙ্গনাপ্রার্থিতযৌবনশ্রীঃ।
বিনীতনাগঃ কিল সূত্রকারৈরৈন্দ্রং পদং ভূমিগতোঽপি ভুঙ্ক্তে॥ ২৭॥
অনেন পর্য্যাসযতাশ্রুবিন্দূন্, মুক্তাফলস্থূলতমান্ স্তনেষু।
প্রত্যর্পিতা শত্রুবিলাসিনীনামুন্মুচ্য সূত্রেণ বিনৈব হারাঃ॥ ২৮॥
নিসর্গভিন্নাস্পদমেকসংস্থমস্মিন্ দ্বয়ং শ্রীশ্চ সরস্বতী চ।
কান্ত্যা গিরা সূনৃতয়া চ যোগ্যা, ত্বমেব কল্যাণি! তয়োস্তৃতীয়া॥ ২৯॥

কান্তিচ্ছটায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল॥ ১৯॥ অনন্তর নরপতিগণের কুলশীলজ্ঞা সুনন্দানাম্নী প্রতিহারী, কুমারী ইন্দুমতীকে প্রথমেই মগধেশ্বরের সন্নিধানে উপনীত করিয়া পুরুষের ন্যায় প্রগল্ভবচনে বলিতে লাগিল॥ ২০॥ হে রাজনন্দিনি! এই রাজা শরণার্থিগণের শরণ্য এবং অতিশয় গম্ভীরভাবাপন্ন, মগধদেশ ইঁহার রাজধানী, ইনি প্রজারঞ্জনকার্য্যে বিচক্ষণ। ইঁহার নাম পরন্তপ এবং ইনি এই নামের সার্থকতাও সম্পাদন করিয়াছেন॥ ২১॥ ভূমণ্ডলে সহস্র সহস্র নরপতি থাকিলেও বসুমতী কেবল এই মহীপতি দ্বারাই রাজন্বতী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, যেহেতু, রজনী নক্ষত্র ও গ্রহগণে সমাকীর্ণ হইলেও কেবল চন্দ্রমা দ্বারাই দীপ্তিমতী হইয়া থাকে॥ ২২॥ ইনি নিরন্তর সুমহৎ যজ্ঞ-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া সুররাজকে যজ্ঞস্থলে সাদরে আহ্বান করিয়া থাকেন, সুতরাং শচীদেবীর পাণ্ডুবর্ণ কপোলদেশে লম্বমান অলকগুচ্ছ দীর্ঘকাল মন্দারমাল্য-পরিশূন্য হইয়া থাকে॥ ২৩॥ হে সুন্দরি! যদি তুমি এই বরণীয় নৃপতির পাণিগ্রহণ কর, তাহা হইলে পাটলীপুত্র নগরে প্রবেশ-সময়ে তথাকার প্রাসাদগবাক্ষে দণ্ডায়মানা সুন্দরী পুরকামিনীগণের নয়নের নিরতিশয় প্রীতি সম্পাদন করিবে॥ ২৪॥ সুনন্দার বাক্যাবসানে ভোজরাজভগিনী তন্বঙ্গী ইন্দুমতী পরন্তপ নৃপতিকে অবলোকন পূর্ব্বক বিনা বাক্যব্যয়ে ভাবশূন্য এক প্রণাম দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। প্রণামকালে তাঁহার দূর্ব্বাদল-চিহ্নিত মধুকমালা ঈষৎ বিস্রস্ত হইয়া পড়িল॥ ২৫॥ অনন্তর পবনবেগে সমুত্থিত তরঙ্গমালা যেমন মানস-সরোবরস্থিত রাজহংসীকে এক পদ্ম হইতে অন্য পদ্মের নিকটে লইয়া যায়, সেইরূপ প্রতিহারী সুনন্দা রাজকুমারীকে অন্য এক রাজার সন্নিধানে লইয়া গেল॥ ২৬॥ সুনন্দা রাজকুমারীকে বলিল, ইনি অঙ্গদেশের অধিপতি, সুরাঙ্গনাও ইঁহার যৌবনশ্রী প্রার্থনা করিয়াছেন। গজশাস্ত্রপ্রণেতা পালকাদি মুনিগণ ইঁহার মাতঙ্গগণকে শিক্ষাদান করিয়াছেন, অতএব ইনি মর্ত্ত্যলোকে অবস্থিতি করিয়াও ইন্দ্র-সদৃশ অতুল ঐশ্বর্য্যভোগ করিতেছেন॥ ২৭॥ ইনি রিপুরমণীগণের কণ্ঠহার উন্মোচন করিয়া তাহাদিগের স্তনমণ্ডলে মুক্তাফলের ন্যায় স্থূলতম অশ্রুবিন্দু নিপাতিত করিয়া বিনাসূত্রে গুম্ফিত হার পরাইয়া দিয়াছেন॥ ২৮॥ লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই স্বভাবতঃ ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসিনী হইয়াও এই অঙ্গনাথে অবিরোধে একত্র বাস করিতেছেন। হে কল্যাণি! তুমি সৌন্দর্য্য ও সুনৃত বাক্যে সর্ব্বতোভাবে

অথাঙ্গরাজাদবতার্য্য চক্ষুর্যাহীতি জন্যামবদৎ কুমারী।
নাসৌ ন কাম্যো ন চ বেদ সম্যগ্ দ্রষ্টুং ন সা ভিন্নরুচির্হি লোকঃ ॥ ৩০ ॥
ততঃ পরং দুষ্প্রসহং দ্বিষদ্ভির্নৃপং নিযুক্তা প্রতিহারভূমৌ।
নিদর্শয়ামাস বিশেষদৃশ্যমিন্দুং নবোত্থানমিবেন্দুমত্যৈ ॥ ৩১ ॥
অবন্তিনাথোঽয়মুদগ্রবাহুর্বিশালবক্ষাস্তনুবৃত্তমধ্যঃ।
আরোপ্য চক্রভ্রমমুষ্ণতেজাস্ত্বষ্ট্রেব যত্নোল্লিখিতো বিভাতি ॥ ৩২ ॥
অস্য প্রয়াণেষু সমগ্রশক্তেরগ্রেসরৈর্বাজিভিরুত্থিতানি।
কুর্ব্বন্তি সামন্তশিখামণীনাং, প্রভাপ্ররোহাস্তময়ং রজাংসি ॥ ৩৩ ॥
অসৌ মহাকালনিকেতনস্য, বসন্নদূরে কিল চন্দ্রমৌলেঃ।
তমিস্রপক্ষেঽপি সহ প্রিয়াভির্জ্যোৎস্নাবতো নির্বিশতি প্রদোষান্ ॥ ৩৪ ॥
অনেন যূনা সহ পার্থিবেন, রম্ভোরু! কচ্চিন্মনসো রুচিস্তে।
সিপ্রাতরঙ্গানিলকম্পিতাসু, বিহর্ত্তুমুদ্যানপরম্পরাসু ॥ ৩৫ ॥
তস্মিন্নভিদ্যোতিতবন্ধুপদ্মে, প্রতাপসংশোষিতশত্রুপঙ্কে।
ববন্ধ সা নোত্তমসৌকুমার্য্যা কুমুদ্বতী ভানুমতীব ভাবম্ ॥ ৩৬ ॥
তামগ্রতস্তামরসান্তরাভামনূপরাজস্য গুণৈরনূনাম্।
বিধায় সৃষ্টিং ললিতাং বিধাতুর্জগাদ ভূয়ঃ সুদতীং সুনন্দা ॥ ৩৭ ॥
সংগ্রামনির্ব্বিষ্টসহস্রবাহুরষ্টাদশদ্বীপনিখাতযূপঃ।
অনন্যসাধারণরাজশব্দো, বভূব যোগী কিল কার্ত্তবীর্য্যঃ ॥ ৩৮ ॥

ইঁহার যোগ্যা; অতএব তুমিও সেই লক্ষ্মী ও সরস্বতীর তৃতীয়া সপত্নী হও॥ ২৯॥ তখন রাজনন্দিনী অঙ্গরাজ হইতে নয়নযুগল অপনয়ন করিয়া জননীর প্রিয়সখী সুনন্দাকে "যাও" বলিয়া অন্যত্র গমনে অনুমতি প্রদান করিলেন। অঙ্গরাজ যে কমনীয়াকৃতি ছিলেন না, এমন নহে এবং ইন্দুমতীও যে সম্যক্ গুণাগুণ-বিবেকে অনভিজ্ঞা ছিলেন, তাহাও নহে; তবে লোক-সকলের অভিরুচি ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে॥ ৩০॥ অনন্তর প্রতিহারী সুনন্দা রাজকুমারীকে লইয়া রিপুগণের নিতান্ত দুঃসহ, নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় মনোজ্ঞদর্শন অপর এক নৃপতির সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিতে লাগিল॥ ৩১॥ ইনি অবন্তিদেশের অধীশ্বর, ইঁহার বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, বক্ষঃস্থল অতি বিশাল এবং কটিদেশ ক্ষীণ ও বর্ত্তুলাকার। শিল্পিপ্রবর বিশ্বকর্ম্মা প্রচণ্ড-তেজ মার্ত্তণ্ডদেবকে চক্রাকৃতি তক্ষণযন্ত্রে আরোপণ করিয়া যত্নপূর্ব্বক শাণিত করিলে তাঁহার যাদৃশ দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, এই নরপতিও সেইরূপ শোভায় দেদীপ্যমান হইতেছেন॥ ৩২॥ এই রাজা প্রভাব, উৎসাহ ও মন্ত্রজনিত শক্তিত্রয়সম্পন্ন; ইঁহার সংগ্রামযাত্রা-সময়ে অগ্রবর্ত্তী তুরঙ্গগণের খুরাঘাতে সমুত্থিত ধূলিরাশি সামন্তরাজাদিগের পবিত্র শিরোমুকুট রত্নের প্রভাজালের অঙ্কুর পর্য্যন্ত সমাচ্ছন্ন করিয়া একেবারে অস্তমিত করিয়া দেয়॥ ৩৩॥ এই অবন্তিনাথ মহাকালনামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রশেখরের অনতিদূরে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণপক্ষেও প্রিয়তমাগণের সহিত জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী উপভোগ করিয়া থাকেন॥ ৩৪॥ হে রম্ভোরু! এই যুবা মহীপতির সহিত সিপ্রা নদীর তরঙ্গ-সংযুক্ত বায়ু দ্বারা প্রকম্পিত উদ্যান পরম্পরায় বিহার করিতে কি তোমার আন্তরিক অভিলাষ হয়? ৩৫॥ যেরূপ কুমুদিনী পদ্মের বিক প্রতাপ দ্বারা পঙ্কের বিশোষক দিবাকরের প্রতি অনুরাগবন্ধন করে না, তদ্রূপ সেই সর্ব্বাঙ্গসু কোমলাঙ্গী ইন্দুমতী বন্ধুবর্গের প্রীতিসম্পাদক শত্রুগণের সমুন্মূলনকারী অবন্তিরাজের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিলেন না॥ ৩৬॥ অনন্তর সুনন্দা, কমলোদর তুল্য কান্তিমতী, সমধিকগুণবতী, বিধাতার সৃষ্টিস্বরূপা সেই অভিনব যৌবনশালিনী ইন্দুমতীকে অনূপদেশাধিপতির সম্মুখে উপনীত করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল॥ ৩৭॥ পূর্ব্বকালে কার্ত্তবীর্য্য নামে যোগপরায়ণ এক রাজা ছিলেন, স্বভাবতঃ তিনি স্বয়ং দ্বিভুজ হইয়া দেববর-প্রসাদে সংগ্রামস্থলে তাঁহার সহস্রবাহু বহির্গত হইত, তিনি অষ্টাদশ দ্বীপে যজ্ঞের যূপ ও জয়স্তম্ভ নিখাত করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বভূতের অনুরঞ্জন করিতেন বলিয়া তিনি

অকার্য্যচিন্তাসমকালমেব, প্রাদুর্ভবংশ্চাপধরঃ পুরস্তাৎ।
অন্তঃশরীরেষ্বপি যঃ প্রজানাং, প্রত্যাদিদেশাবিনয়ং বিনেতা ॥ ৩৯ ॥
জ্যাবন্ধনিস্পন্দভুজেন যস্য, বিনিঃশ্বসদ্বক্ত্রপরম্পরেণ।
কারাগৃহে নির্জ্জিতবাসবেন, লঙ্কেশ্বরেণোষিতমাপ্রসাদাৎ ॥ ৪০ ॥
তস্যান্বয়ে ভূপতিরেষ জাতঃ, প্রতীপ ইত্যাগমবৃদ্ধসেবী।
যেন শ্রিয়ঃ সংশ্রয়দোষরূঢ়ং, স্বভাবলোলেত্যযশঃ প্রমৃষ্টম্ ॥ ৪১ ॥
আয়োধনে কৃষ্ণগতিং সহায়মবাপ্য যঃ ক্ষত্রিয়কালরাত্রিম্।
ধারাং শিতাং রামপরশ্বধস্য, সম্ভাবয়ত্যুৎপলপত্রসারাম্ ॥ ৪২ ॥
অস্যাঙ্কলক্ষ্মীর্ভব দীর্ঘবাহোর্মাহিষ্মতীবপ্রনিতম্বকাঞ্চীম্।
প্রাসাদজালৈর্জলবেণিরম্যাং, রেবাং যদি প্রেক্ষিতুমস্তি কামঃ ॥ ৪৩ ॥
তস্যাঃ প্রকামং প্রিয়দর্শনোঽপি, ন স ক্ষিতীশো রুচয়ে বভূব।
শরৎ-প্রমৃষ্টাম্বুধরোপরোধঃ, শশীব পর্য্যাপ্তকলো নলিন্যাঃ ॥ ৪৪ ॥
সা শূরসেনাধিপতিং সুষেণমুদ্দিশ্য লোকান্তরগীতকীর্ত্তিম্।
আচারশুদ্ধোভয়বংশদীপং, শুদ্ধান্তরক্ষ্যা জগদে কুমারী ॥ ৪৫ ॥
নীপান্বয়ঃ পার্থিব এষ যজ্বা, গুণৈর্যমাশ্রিতা পরস্পরেণ।
সিদ্ধাশ্রমং শান্তমিবৈত্য সত্ত্বৈর্নৈসর্গিকোঽপ্যুৎসসৃজে বিরোধঃ ॥ ৪৬
যস্যাত্মগেহে নয়নাভিরামা, কান্তির্হিমাংশোরিব সন্নিবিষ্টা।
হর্ম্ম্যাগ্রসংরূঢ়তৃণাঙ্কুরেষু, তেজোঽবিষহ্যং রিপুমন্দিরেষু ॥ ৪৭ ॥

অনন্যসাধারণ “রাজ” শব্দ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥ প্রজাগণ মনে মনে কোন প্রকার অসৎ-কার্য্যের সঙ্কল্প করিবামাত্র সেই সুশিক্ষিত নরপতি শরাসন হস্তে করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সেই মানসিক অবিনয়ের অনুষ্ঠান নিবারণ করিতেন। ৩৯ ॥ সেই যোগপরায়ণ রাজা কার্ত্তবীর্য্য কর্ত্তৃক দেবরাজ-বিজয়ী লঙ্কেশ্বর রাবণ ধনুর্গুণ দ্বারা বন্ধন হেতু নিস্পন্দবাহু হইয়া দশবক্ত্র দ্বারা ঘন ঘন নিঃশ্বাসত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রসাদকাল পর্য্যন্ত তদীয় কারাগারে অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥ এই অনূপরাজ তাঁহারই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাঁর নাম প্রতীপ। ইনি নিয়তই শাস্ত্রজ্ঞান-বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের সেবা করেন। সংসর্গদোষজাত কমলার স্বভাব চপলা বলিয়া যে অযশ আছে, তাহা ইনি দূরীকৃত করিয়াছেন ॥ ৪১ ॥ এই মহারাজ সংগ্রাম-সময়ে হুতাশনের সাহায্য পাইয়া ক্ষত্রিয়কুলের কালরাত্রি-স্বরূপ পরশুরামের অতি তীক্ষ্ণধার কুঠারকেও উৎপলপত্র-সদৃশ হীনসার বোধ করিয়া ॥ ৪২ ॥ যদি প্রাসাদের গবাক্ষ-দ্বার দিয়া মাহিষ্মতী নগরীর প্রাচীর-নিতম্বের রসনা-স্বরূপ জলপ্রবাহ-রমণীয় রেবা নদী অবলোকন করিতে তোমার বাসনা হয়, তাহা হইলে দীর্ঘবাহুশালী এই প্রতাপরাজের অঙ্কলক্ষ্মী হও ॥ ৪৩ ॥ শরৎকালে মেঘনির্ম্মুক্ত পূর্ণশশধর যেমন নলিনীর প্রণয়পাত্র হয় না, তদ্রূপ সেই নরপতি সম্যক্‌রূপে প্রিয়দর্শন হইলেও অভিনব যৌবনশালিনী ইন্দুমতীর অনুরাগ-ভাজন হইলেন না ॥ ৪৪ ॥ অনন্তর সেই অন্তঃপুররক্ষী সুনন্দা, শূরসেন-দেশের অধিপতি সুষেণনামক ভূপতিকে নির্দ্দেশ করিয়া ইন্দুমতীকে বলিতে লাগিল, হে সুন্দরি! এই রাজার কীর্ত্তি-কলাপ স্বর্গ-লোকেও ঘোষিত হইয়া থাকে, ইনি আচারপূত স্বীয় পিতৃ-মাতৃকুলের প্রদীপস্বরূপ ॥ ৪৫ ॥ ইনি নীপবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং যথাবিধানে যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যেমন স্বভাব-বিরোধী হিংস্র জন্তুগণ সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া নৈসর্গিক বিরোধ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ গুণপরম্পরা এই ক্ষিতিপতিকে আশ্রয় করিয়া স্বাভাবিক বিরোধ পরিত্যাগ করিয়াছে ॥ ৪৬ ॥ শশাঙ্ক-শোভার অনুরূপ নয়নের প্রীতিকর কান্তি নিজভবনে নিক্ষিপ্ত হইয়া বন্ধুবর্গকে আহ্লাদিত করিতেছে এবং দুর্ব্বিসহ তেজঃপুঞ্জ রিপুভবনে প্রবেশ করিয়া হর্ম্ম্যোপরি তৃণাঙ্কুর উৎপাদন করিতেছে ॥ ৪৭ ॥

যস্যাবরোধস্তনচন্দনানাং, প্রক্ষালনাদ্বারিবিহারকালে।
কলিন্দকন্যা মথুরাং গতাপি, গঙ্গোর্ম্মিসংসক্তজলেব ভাতি॥ ৪৮॥
ত্রস্তেন তার্ক্ষ্যাৎ কিল কালিয়েন, মণিং বিসৃষ্টং যমুনৌকসা যঃ।
বক্ষঃস্থলব্যাপিরুচং দধানঃ, সকৌস্তুভং হ্রেপয়তীব কৃষ্ণম্॥ ৪৯॥
সম্ভাব্য ভর্ত্তারমমুং যুবানং, মৃদুপ্রবালোত্তরপুষ্পশয্যে।
বৃন্দাবনে চৈত্ররথাদনূনে, নির্বিশ্যতাং সুন্দরি! যৌবনশ্রীঃ॥ ৫০॥
অথাস্য চাম্ভঃপৃষতোক্ষিতানি, শৈলেয়গন্ধীনি শিলাতলানি।
কলাপিনাং প্রাবৃষি পশ্য নৃত্যং, কান্তাসু গোবর্দ্ধনকন্দরাসু॥ ৫১॥
নৃপং তমাবর্ত্তমনোজ্ঞনাভিঃ, সা ব্যত্যগাদন্যবধূর্ভবিত্রী।
মহীধরং মার্গবশাদুপেতং, স্রোতোবহা সাগরগামিনীব॥ ৫২॥
অথাঙ্গদাশ্লিষ্টভুজং ভুজিষ্যা, হেমাঙ্গদং নাম কলিঙ্গনাথম্।
আসেদুষীং সাদিত-শত্রুপক্ষং, বালামবালেন্দুমুখীং বভাষে॥ ৫৩॥
অসৌ মহেন্দ্রাদ্রিসমানসারঃ, পতির্মহেন্দ্রস্য মহোদধেশ্চ।
যস্য ক্ষরৎসৈন্যগজচ্ছলেন, যাত্রাসু যাতীব পুরো মহেন্দ্রঃ॥ ৫৪॥
জ্যাঘাতরেখে সুভুজো ভুজাভ্যাং, বিভর্ত্তি যশ্চাপভৃতাং পুরোগঃ।
রিপুশ্রিয়াং সাঞ্জনবাষ্পসেকে, বন্দীকৃতানামিব পদ্ধতী দ্বে॥ ৫৫॥
যমাত্মনঃ সদ্মনি সন্নিকৃষ্টো, মন্দ্রধ্বনিত্যাজিতযামতূর্য্যঃ।
প্রাসাদবাতায়নদৃশ্যবীচিঃ, প্রবোধয়ত্যর্ণব এব সুপ্তম্॥ ৫৬॥
অনেন সার্দ্ধং বিহরাম্বুরাশেস্তীরেষু তালীবনমর্ম্মরেষু।
দ্বীপান্তরানীতলবঙ্গপুষ্পৈরপাকৃতস্বেদলবা মরুদ্ভিঃ॥ ৫৭॥

এই মহীপতির অন্তঃপুরনারীগণের জলবিহার-সময়ে স্তনলিপ্ত চন্দনের প্রক্ষালন হেতু কলিন্দনন্দিনী যমুনা মথুরাস্থিতা হইয়াও যেন গঙ্গাতরঙ্গের সহিত মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন॥ ৪৮॥ যমুনা-জলনিবাসী কালিয়নাগ, বিনতানন্দন গরুড়ের ভয়ে ভীত হইয়া এই মহীপালের শরণাপন্ন হইলে, ইনি তাঁহাকে অভয় দান করাতে সেই ভুজঙ্গপ্রবর এক মণি দান করেন, ইনি সেই সুষমা-বিশিষ্ট মণি বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া কৌস্তুভধারী নারায়ণকেও যেন লজ্জিত করিতেছেন॥ ৪৯॥ হে সুন্দরি! তুমি এই যুবা পুরুষকে পতিভাবে বরণ করিয়া কুবেরের চৈত্ররথ নামক উদ্যান তুল্য বৃন্দাবনে কোমল পুষ্পপল্লববিরচিত মৃদুল শয্যায় শয়ন করিয়া যৌবন-সুখ উপভোগ কর এবং বর্ষাকালে গোবর্দ্ধনগিরির রমণীয় কন্দর-সমূহমধ্যে জলবিন্দু-সিক্ত শৈলের সুবাসিত শিলাতলে উপবেশন পূর্ব্বক ময়ূরগণের নৃত্য নিরীক্ষণ কর॥৫০-৫১॥ সাগরগামিনী স্রোতস্বিনী (নদী) যেমন পথিমধ্যে পর্ব্বত প্রাপ্ত হইলেও তাহা অতিক্রম করিয়া যায়, সেইরূপ আবর্ত্তের ন্যায় মনোহর নাভিসম্পন্না ইন্দুমতী অন্য রাজার রমণী হইবার বাসনায় সেই ভূপতিকে (সুষেণ) অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন॥৫২॥ অনন্তর পরিচারিণী সুনন্দা সেই পূর্ণচন্দ্রবদনা বালা ইন্দুমতীকে বিপক্ষপক্ষঘাতন অঙ্গদ-ভূষিত-ভুজ হেমাঙ্গ নামক কলিঙ্গরাজের সন্নিধানে লইয়া গিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্যগুলি বলিতে লাগিল॥ ৫৩॥ এই নৃপতি মহেন্দ্রশৈল-সদৃশ বলবান, ইনি মহেন্দ্রগিরি এবং মহোদধি এই উভয়েরই অধীশ্বর। সংগ্রামযাত্রাকালে মদস্রাবী সেনাগজচ্ছলে মহেন্দ্র-পর্ব্বতই যেন ইহাঁর অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকে॥ ৫৪॥ এই সুবাহুসম্পন্ন মহীপতি ধনুর্দ্ধারিদিগের অগ্রগণ্য, ইনি অরাতিদিগের বন্দীকৃত রাজলক্ষ্মীর অঞ্জনমিশ্রিত দুই অশ্রুধারার ন্যায় দুই হস্তে দুইটী জ্যাঘাতচিহ্ন ধারণ করিতেছেন॥ ৫৫॥ মহাসাগর ইহাঁর প্রাসাদের অতি সন্নিহিত; তাহার গবাক্ষদেশে বসিয়া সাগরের তরঙ্গলীলা অবলোকন করা যায়। মহোদধির গভীরধ্বনি তাঁহার প্রহরাবসান-সূচক তূর্য্যধ্বনির কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে এবং সমুদ্র নিজ-সদনে প্রসুপ্ত হেমাঙ্গদকে বন্দীর ন্যায় প্রবোধিত করিয়া থাকেন॥ ৫৬॥ হে রাজনন্দিনি! তুমি এই হেমাঙ্গদ রাজার সহিত তালীবনের মর্ম্মর-শব্দযুক্ত সমুদ্রতীরে দ্বীপান্তরজাত লবঙ্গপুষ্প-পরিমলবাহি সুমন্দ গন্ধবহ দ্বারা

প্রলোভিতাপ্যাকৃতিলোভনীয়া, বিদর্ভরাজাবরজা তথৈবম্ ।
তস্মাদপাবর্ত্তত দূরকৃষ্টা, নীত্যেব লক্ষ্মীঃ প্রতিকূলদৈবাৎ ॥ ৫৮ ॥
অথোরগাখ্যস্য পুরস্য নাথং, দৌবারিকী দেবসরূপমেত্য ।
ইতশ্চকোরাক্ষি ! বিলোকয়েতি, পূর্ব্বানুশিষ্টাং নিজগাদ ভোজ্যাম্ ॥ ৫
পাণ্ড্যোঽয়মংসার্পিতলম্বহারঃ, কৢপ্তাঙ্গরাগো হরিচন্দনেন ।
আভাতি বালাতপরক্তসানুঃ, সনির্ঝরোদ্গার ইবাদ্রিরাজঃ ॥ ৬০ ॥
বিন্ধ্যস্য সংস্তম্ভয়িতা মহাদ্রের্নিঃশেষপীতোজ্ঝিতসিন্ধুরাজঃ ।
প্রীত্যাশ্বমেধাবভৃথার্দ্রমূর্ত্তেঃ, সৌস্নাতিকো যস্য ভবত্যগস্ত্যঃ ॥ ৬১ ॥
অস্ত্রং হরাদাপ্তবতা দুরাপং, যেনেন্দ্রলোকবিজয়ায় দৃপ্তঃ ।
পুরা জনস্থানবিমর্দ্দশঙ্কী, সন্ধায় লঙ্কাধিপতিঃ প্রতস্থে ॥ ৬২ ॥
অনেন পাণৌ বিধিবদ্গৃহীতে মহাকুলীনেন মহীব গুর্ব্বী ।
রত্নানুবিদ্ধার্ণবমেখলায়া, দিশঃ সপত্নী ভব দক্ষিণস্যাঃ ॥ ৬৩ ॥
তাম্বূলবল্লীপরিণদ্ধপূগাস্বেলালতালিঙ্গিতচন্দনাসু ।
তমালপত্রাস্তরণাসু রন্তুং, প্রসীদ শশ্বন্মলয়স্থলীষু ॥ ৬৪ ॥
ইন্দীবরশ্যামতনুর্নৃপোঽসৌ, ত্বং রোচনাগৌরশরীরযষ্টিঃ ।
অন্যোন্যশোভাপরিবৃদ্ধয়ে বাং, যোগস্তড়িত্তোয়দয়োরিবাস্তু ॥ ৬৫ ॥
স্বসুর্বিদর্ভাধিপতেস্তদীয়ো, লেভেঽন্তরং চেতসি নোপদেশঃ ।
দিবাকরাদর্শনবদ্ধকোষে নক্ষত্রনাথাংশুরিবারবিন্দে ॥ ৬৬

রিসেবিত হইয়া তোমার বিহার-জনিত স্বেদবিন্দু দূরীকৃত কর ॥ ৫৭ ॥ পৌরুষ দ্বারা রাজলক্ষ্মী যেরূপ দূর আকৃষ্টা ও প্রতিকূল দৈববশে আহৃত হইয়া পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া যান, সেইরূপ যিনি প্রকৃত সৌন্দর্য্য দর্শনেই আকৃষ্টা, সেই বিদর্ভরাজানুজা বালা ইন্দুমতী, সুনন্দা কর্ত্তৃক প্রলোভিত হইয়াও হেমা- ঙ্গদ রাজাকে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৫৮ ॥ অনন্তর দ্বারপালিকা সুনন্দা দেবসদৃশ-রূপশালী নাগপুরা- ধিরাজের নিকট গমন করিয়া ভোজানুজা ইন্দুমতীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, হে চকোরনয়নে ! তুমি এই দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর ॥ ৫৯ ॥ হে রাজনন্দিনি ! ইনি পাণ্ড্যদেশের অধিপতি, ইঁহার স্কন্ধদেশে হীরক-খচিত বহুমূল্য হার লম্বমান এবং বক্ষঃস্থল হরিচন্দনে অনুলিপ্ত হওয়াতে, নবাতপরাগে রঞ্জিত সানুসংযুক্ত নির্ঝর-প্রবাহ-নিস্যন্দিত গিরিরাজের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন ॥ ৬০ ॥ যে ভগবান্ মহর্ষি অগস্ত্য স্বীয় তেজঃপ্রভাবে বিন্ধ্যাচলের উন্নতি নিবারণ করিয়াছিলেন এবং এক গণ্ডূষে মহাসাগর নিঃশেষরূপে পান করিয়া পুনর্ব্বার উদ্গীরণ করিয়াছিলেন, এই রাজা অশ্বমেধযজ্ঞের স্নানান্তে শরীর আর্দ্র হইলে, ভগবান অগস্ত্য-ঋষি প্রীতিপূর্ব্বক ইঁহার মঙ্গলস্নান জিজ্ঞাসা করেন ॥ ৬১ ॥ রাজনন্দিনি ! ইনি মহাদেবের নিকট হইতে ব্রহ্মশিরোনামক এক দুর্লভ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং মহা গর্ব্বিত দশানন এই ভূপতি হইতে খর-দূষণাদির বাসস্থানের বিমর্দ্দ আশঙ্কা করিয়া ইঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক ইন্দ্রলোক পরাজয় করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন ॥ ৬২ ॥ হে সুন্দরি ! মহৎকুল-সম্ভূত এই পাণ্ড্যরাজ যথাবিধানে তোমার পাণিগ্রহণ করিলে, মহীয়সী বসুমতীর ন্যায় তুমিও রত্নপারপূরিত-রত্নাকররূপ মেখলায় পরিবেষ্টিত দক্ষিণ দিগঙ্গনার সপত্নী হইবে ॥ ৬৩ ॥ হে বিবেকেনি ! যেখানে তাম্বূলবল্লরীসকল পূগতরুদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, যেখানে এলালতাগণ চন্দন- তরুকে আলিঙ্গন করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে এবং যেখানে তমালপত্র দ্বারা শয্যার আস্তরণ বিরচিত হইয়া থাকে, তুমি ইঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সেই সকল মলয়স্থলীতে নিরন্তর বিহার কর ॥ ৬৪ ॥ এই রাজা ইন্দীবরের ন্যায় শ্যামকলেবর এবং তোমার শরীর গোরোচনার ন্যায় গৌরবর্ণ ; অতএব তোমাদের উভ- য়ের মিলন মেঘ ও বিদ্যুতের সংযোগের ন্যায় পরস্পরের শোভা সংবর্দ্ধন করুক ॥ ৬৫ ॥ সূর্য্যের অদর্শন বশতঃ মুকুলিত পদ্মের অভ্যন্তরে যেরূপ সুধাংশুর কিরণজাল প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না, তদ্রূপ সুন- ন্দার সেই সমস্ত উপদেশ-বাক্য ভোজভগিনী ইন্দুমতীর মনোমধ্যে স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইল

সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ, যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা।
নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে, বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ ॥ ৬৭ ॥
তস্যাং রঘোঃ সূনুরুপস্থিতায়াং, বৃণীত মাং নেতি সমাকুলোঽভূৎ।
বামেতরঃ সংশয়মস্য বাহুঃ, কেয়ূরবন্ধোচ্ছ্বসিতৈর্নুনোদ ॥ ৬৮ ॥
তং প্রাপ্য সর্ব্বাবয়বানবদ্যং, ব্যাবর্ত্ততান্যোপগমাৎ কুমারী।
ন হি প্রফুল্লং সহকারমেত্য, বৃক্ষান্তরং কাঙ্ক্ষতি ষট্পদালী ॥ ৬৯ ॥
তস্মিন্ সমাবেশিতচিত্তবৃত্তিমিন্দুপ্রভামিন্দুমতীমবেক্ষ্য।
প্রচক্রমে বক্তুমুপক্রমজ্ঞা, সবিস্তরং বাক্যমিদং সুনন্দা ॥ ৭০ ॥
ইক্ষ্বাকুবংশ্যঃ ককুদং নৃপাণাং, ককুৎস্থ ইত্যাহিতলক্ষণোঽভূৎ।
কাকুৎস্থশব্দং যত উন্নতেচ্ছাঃ, শ্লাঘ্যং দধত্যুত্তরকোশলেন্দ্রাঃ ॥ ৭১ ॥
মহেন্দ্রমাস্থায় মহোক্ষরূপং, যঃ সংযতি প্রাপ্তপিনাকিলীলঃ।
চকার বাণৈরসুরাঙ্গনানাং, গণ্ডস্থলীঃ প্রোষিতপত্রলেখাঃ ॥ ৭২ ॥
ঐরাবতাস্ফালনবিশ্লথং যঃ, সঙ্ঘট্টয়ন্নঙ্গদমঙ্গদেন।
উপেয়ুষঃ স্বামপি মূর্ত্তিমগ্র্যামর্দ্ধাসনং গোত্রভিদোঽধিতস্থৌ ॥ ৭৩ ॥
জাতঃ কুলে তস্য কিলোরুকীর্ত্তিঃ, কুলপ্রদীপো নৃপতির্দিলীপঃ।
অতিষ্ঠদেকোনশতক্রতুত্বে, শক্রাভ্যসূয়াবিনিবৃত্তয়ে যঃ ॥ ৭৪ ॥
যস্মিন্ মহীং শাসতি বাণিনীনাং, নিদ্রাং বিহারার্দ্ধপথে গতানাম্।
বাতোঽপি নাস্রংসয়দংশুকানি, কো লম্বয়েদাহরণায় হস্তম্ ॥ ৭৫ ॥

না ॥ ৬৬ ॥ রাত্রিকালে সঞ্চারিণী দীপশিখা অতিক্রম করিয়া গেলে রাজপথস্থিত অট্টালিকা-সমূহ যেরূপ তিমিরাচ্ছন্ন বোধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ বিধাতার অতি মনোহর সৃষ্টিস্বরূপা সেই স্বয়ংবরা ইন্দুমতী যে যে রাজাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন, তাঁহারা সকলেই বিষাদে বিবর্ণভাব ধারণ করিলেন ॥ ৬৭ ॥ অনন্তর বিদর্ভরাজানুজা ইন্দুমতী রঘুকুমার অজের সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, "আমাকে ইন্দুমতী বরণ করিবে কি না" এই ভাবিয়া তিনি অতিশয় আকুল হইলেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গদ-বন্ধন-স্থানের স্পন্দন হেতু সেই সংশয় তখনই বিদূরিত হইল ॥ ৬৮ ॥ রাজকুমারী সেই পরমসুন্দর নৃপনন্দন অজকে প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য ভূপতিগণের সন্নিধানে গমন করিতে অভিলাষ করিলেন না; যেহেতু, ভ্রমরাবলী প্রফুল্ল সহকার-তরু প্রাপ্ত হইলে কি কখনও বৃক্ষান্তরে যাইবার আকাঙ্ক্ষা করে? ৬৯ ॥ বক্তৃতাশক্তি-সম্পন্না সুনন্দা, ইন্দুপ্রভা ইন্দুমতীকে সেই যুবার প্রতি আসক্তচিত্ত অবলোকন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৭০ ॥ হে সুন্দরি! পূর্ব্বকালে প্রখ্যাতগুণ-সম্পন্ন নৃপতিপ্রধান "ককুৎস্থ" নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক রাজা ছিলেন। উন্নতচিত্ত দিলীপ প্রভৃতি উত্তর কোশলের অধীশ্বরগণ সেই হইতেই অতি গৌরবকর কাকুৎস্থ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৭১ ॥ সেই ককুৎস্থ নরপতি দেবাসুর-যুদ্ধে মহাবৃষভরূপী ইন্দ্রের ককুদে আরোহণ করিয়া পিনকপাণির শোভা ধারণ পূর্ব্বক শরনিকরদ্বারা অসুরাঙ্গনাদিগের কপোলদেশ পত্ররচনা-বিহীন করিয়াছিলেন ॥ ৭২ ॥ তৎপরে দেবরাজ বৃষভরূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রকৃষ্টমূর্ত্তি ধারণ করিলে তিনি স্বকীয় অঙ্গদ দ্বারা বাসবের ঐরাবত-তাড়ন হেতু শিথিল-বন্ধ অঙ্গদ সঙ্ঘটিত করিয়া তদীয় সিংহাসনের অর্দ্ধাংশে উপবেশন করিয়াছিলেন ॥ ৭৩ ॥ সেই ককুৎস্থপতির বংশে মহাযশা কুলপ্রদীপ "দিলীপ" নামক এক রাজর্ষি জন্মগ্রহণ করেন, তিনি একোনশত অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া শততম যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অসামর্থ্য প্রযুক্ত নহে, তাহা কেবল ইন্দ্রের অসূয়া-নিবৃত্তির জন্যই হইয়াছিল ॥ ৭৪ ॥ তাঁহার শাসন-সময়ে মদমত্ত কামিনীগণ বিহারস্থলীর অর্দ্ধপথে নিদ্রিতা হইলে সমীরণও তাহাদের বস্ত্র বিকম্পিত করিতে সাহসী হইত না; সুতরাং অপর ব্যক্তি বসন-হরণার্থ কিরূপে হস্ত প্রসারণ

পুত্রো রঘুস্তস্য পদং প্রশাস্তি, মহাক্রতোর্বিশ্বজিতঃ প্রযোক্তা।
চতুর্দ্দিগাবর্জ্জিতসম্ভৃতাং যো, মৃৎপাত্রশেষামকরোদ্‌বিভূতিম্‌॥ ৭৬॥
আরূঢ়মদ্রীনুদধীন্‌ বিতীর্ণং, ভুজঙ্গমানাং বসতিং প্রবিষ্টম্‌।
ঊর্দ্ধং গতং যস্য ন চানুবন্ধি, যশঃ পরিচ্ছেত্তুমিয়ত্তয়ালম্‌॥ ৭৭॥
অসৌ কুমারস্তমজোঽনুজাতস্ত্রিবিষ্টপস্যেব পতিং জয়ন্তঃ।
গুর্ব্বীং ধুরং যো ভুবনস্য পিত্রা, ধুর্য্যেণ দম্যঃ সদৃশং বিভর্ত্তি॥ ৭৮॥
কুলেন কান্ত্যা বয়সা নবেন, গুণৈশ্চ তৈস্তৈর্বিনয়প্রধানৈঃ।
ত্বমাত্মনস্তুল্যমমুং বৃণীষ্ব রত্নং সমাগচ্ছতু কাঞ্চনেন॥ ৭৯॥
ততঃ সুনন্দাবচনাবসানে, লজ্জাং তনূকৃত্য নরেন্দ্রকন্যা।
দৃষ্ট্যা প্রসাদামলয়া কুমারং, প্রত্যগ্রহীৎ সংবরণস্রজেব॥ ৮০॥
সা যূনি তস্মিন্নভিলাষবন্ধং, শশাক শালীনতয়া ন বক্তুম্‌।
রোমাঞ্চলক্ষ্যেণ স গাত্রযষ্টিং, ভিত্ত্বা নিরাক্রামদরালকেশ্যাঃ॥ ৮১॥
তথাগতায়াং পরিহাসপূর্ব্বং, সখ্যাং সখী বেত্রভৃদাবভাষে।
আর্য্যে! ব্রজামোঽন্যত ইত্যথৈনাং, বধূরসূয়াকুটিলং দদর্শ॥ ৮২॥
সা চূর্ণগৌরং রঘুনন্দনস্য, ধাত্রীকরাভ্যাং করভোপমোরুঃ।
আসঞ্জয়ামাস যথাপ্রদেশং, কণ্ঠে গুণং মূর্ত্তমিবানুরাগম্‌॥ ৮৩॥
তয়া স্রজা মঙ্গলপুষ্পময্যা, বিশালবক্ষঃস্থললম্বয়া সঃ।
অমংস্ত কণ্ঠার্পিতবাহুপাশাং, বিদর্ভরাজাবরজাং বরেণ্যঃ॥ ৮৪॥

করিবে? ৭৫॥ এক্ষণে তাঁহার পুত্র নবরাজ রঘু তদীয় পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তিনি বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া চতুর্দ্দিক্‌ হইতে যে সকল সম্পত্তি সংগৃহীত ও সম্যক্‌ পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই দান করিয়া নিজে মৃণ্ময়পাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াছেন॥ ৭৬॥ তাঁহার যশের ইয়ত্তা নাই, উহা পর্ব্বতে আরোহণ, মহাসাগরে অবগাহন, ভুজঙ্গদিগের বসতিস্থান পাতালে প্রবেশ এবং দেবলোকে গমন করিয়াছে; ঐ যশঃ ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তিন কালেই অবিচ্ছিন্ন॥ ৭৭॥ জয়ন্ত যেমন সুরপতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তদ্রূপ এই কুমার অজ সেই রঘু হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি এক্ষণে শিক্ষণীয় অবস্থায় থাকিয়াও চিরধুরন্ধর পিতা রঘুরাজের ন্যায় ভূমণ্ডলের অতি গুরুতর ভার ধারণ করিতেছেন॥ ৭৮॥ এই রাজতনয় কুল, লাবণ্য, নবীনযৌবন এবং সেই সমস্ত বিনয়প্রধান গুণসমূহ দ্বারা তোমার অনুরূপ; অতএব তুমি ইহাঁকে বরণ কর, রত্ন, কাঞ্চনের সহিত সম্মিলিত হইয়া শোভমান হউক॥ ৭৯॥ অনন্তর রাজকুমারী ইন্দুমতী সুনন্দার বচনাবসানে কুমারীজন-সুলভ লজ্জা সঙ্কোচ করিয়া প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহাতেই বোধ হইল যেন, তিনি সাক্ষাৎ স্বয়ংবর-মাল্য দ্বারা তাঁহাকে প্রতিগ্রহ করিলেন॥ ৮০॥ রাজকুমারী লজ্জাবশতঃ সেই যুবরাজের প্রতি সঞ্জাত অনুরাগ ব্যক্ত করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু কুটিলকুন্তলা কুমারীর সেই অনুরাগ রোমাঞ্চচ্ছলে তদীয় শরীরযষ্টি ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িল॥ ৮১॥ প্রিয়সখী ইন্দুমতী অজের প্রতি অনুরাগ-স্থাপন করিয়া সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইলে, বেত্রধারিণী সুনন্দা পরিহাস পূর্ব্বক বলিল, আর্য্যে! চল, এক্ষণে অন্য নৃপতির সন্নিধানে গমন করি। ইন্দুমতী এই কথায় রোষকুটিললোচনে তাহাকে নিরীক্ষণ করিলেন॥ ৮২॥ অনন্তর করভতুল্য উরুযুগলশালিনী রাজকুমারী ইন্দুমতী, ধাত্রীমাতা সুনন্দার হস্ত দ্বারা রঘুনন্দন অজের কণ্ঠদেশে মূর্ত্তিমান্‌ অনুরাগের ন্যায় মঙ্গল-চূর্ণ-লোহিত বরমাল্য সন্নিবেশিত করাইলেন॥ ৮৩॥ রূপবান্‌ রঘুকুমার অজ বিশাল বক্ষঃস্থলে লম্বমান পুষ্পময়ী মধূকমালা প্রাপ্ত হইয়া ভাবিলেন যে, বিদর্ভরাজানুজা

শশিনমুপগতেয়ং কৌমুদী মেঘমুক্তং, জলনিধিমনুরূপং জহ্নুকন্যাবতীর্ণা।
ইতি সমগুণযোগপ্রীতয়স্তত্র পৌরাঃ, শ্রবণকটু নৃপাণামেকবাক্যং বিবব্রুঃ॥ ৮৫॥
প্রমুদিতবরপক্ষমেকতস্তৎ, ক্ষিতিপতিমণ্ডলমন্যতো বিতানম্।
উষসি সর ইব প্রফুল্লপদ্মং, কুমুদবনপ্রতিপন্ননিদ্রমাসীৎ॥ ৮৬॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ স্বয়ংবরবর্ণনো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ॥ ৬॥

সপ্তমঃ সর্গঃ

অথোপযন্ত্রা সদৃশেন যুক্তাং, স্কন্দেন সাক্ষাদিব দেবসেনাম্।
স্বসারমাদায় বিদর্ভনাথঃ, পুরপ্রবেশাভিমুখো বভূব॥ ১॥
সেনানিবেশান্ পৃথিবীক্ষিতোঽপি, জগ্মুর্বিভাতগ্রহমন্দভাসঃ।
ভোজ্যাং প্রতি ব্যর্থমনোরথত্বাৎ, রূপেষু বেশেষু চ সাভ্যসূয়াঃ॥ ২॥
সান্নিধ্যযোগাৎ কিল তত্র শচ্যাঃ, স্বয়ংবরক্ষোভকৃতামভাবঃ।
কাকুৎস্থমুদ্দিশ্য সমৎসরোঽপি, শশাম তেন ক্ষিতিপাললোকঃ॥ ৩॥
তাবৎপ্রকীর্ণাভিনবোপচারমিন্দ্রায়ুধদ্যোতিততোরণাঙ্কম্।
বরঃ স বধ্বা সহ রাজমার্গং, প্রাপ ধ্বজচ্ছায়নিবারিতোষ্ণম্॥ ৪॥
ততস্তদালোকনতৎপরাণাং, সৌধেষু চামীকরজালবৎসু।
বভূবুরিত্থং পুরসুন্দরীণাং, ত্যক্তান্যকার্য্যাণি বিচেষ্টিতানি॥ ৫॥

ইন্দুমতীই তাঁহার কণ্ঠে বাহুলতা সমর্পণ করিয়াছেন॥ ৮৪॥ সেই স্বয়ংবর-সভাস্থিত পুরবাসিগণ সমগুণসম্পন্ন বরকন্যার সমাগমে সাতিশয় প্রীত হইয়া একবাক্যে বলিতে লাগিল যে, এই রঘুনন্দন-সঙ্গতা ইন্দুমতী মেঘনির্ম্মুক্ত শশাঙ্কের সহিত মিলিতা কৌমুদীর ন্যায় এবং অনুরূপ সাগরে অবতীর্ণ গঙ্গার ন্যায় শোভা পাইতেছেন, কিন্তু এই কথা অন্যান্য নৃপতিগণের অত্যন্ত শ্রুতিকটু হইল॥ ৮৪। একদিকে হর্ষযুক্ত বরপক্ষ বিরাজিত, অপরদিকে ভগ্নাশ-বিষণ্ণ রাজগণ-সমন্বিত সেই স্বয়ংবরস্থল, যেন প্রভাতে একদিকে প্রফুল্ল পদ্মনিকর শোভিত, অপর দিকে মুদিত কুমুদপুষ্পে হতশ্রী সরোবরের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল॥ ৮৬॥

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

অনন্তর বিদর্ভপতি সাক্ষাৎ কার্ত্তিকেয়ের সহিত সংমিলিত দেবসেনার ন্যায় বরের সহিত সঙ্গতা ভগিনী ইন্দুমতীকে লইয়া রাজভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন॥ ১॥ অন্যান্য ভূপালগণও ইন্দুমতী-লাভে বিফলমনোরথ হওয়ায় স্বীয় রূপ ও বেশাদির নিন্দা করিতে করিতে প্রভাতকালীন গ্রহগণের ন্যায় ক্ষীণকান্তি হইয়া স্ব স্ব শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন॥ ২॥ শাস্ত্রে কথিত আছে যে, শচীদেবী স্বয়ংবর-সভায় অধিষ্ঠান করিয়া স্বয়ংবর-বিঘ্নকারিদিগকে বিনাশ করেন; এই হেতুই মহীপতিগণ কাকুৎস্থকুলোদ্ভব অজের শুভদ্বেষী হইলেও তৎকালে ক্রোধাবেগ সংবরণ করিয়াছিলেন॥ ৩॥ তদনন্তর বর ও বধূ রাজপথে উপনীত হইলেন, তথায় অভিনব পুষ্পমালাদি বহুবিধ উপচার-সামগ্রী চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ ও তোরণদ্বার-সকল ইন্দ্রায়ুধ-সদৃশ দীপ্তি ধারণ করিয়াছিল এবং ধ্বজপটের ছায়া দ্বারা সূর্য্যাতপ একেবারে নিবারিত হইয়াছিল॥ ৪॥ তৎপরে সুবর্ণ-গবাক্ষ-শোভিত সৌধমালার উপরি বরদর্শনার্থ কুতূহলাক্রান্ত পুরসুন্দরীগণের বক্ষ্যমাণ ব্যাপার ঘটিতে লাগিল, তখন সকলেই অন্যান্য সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ

আলোকমার্গং সহসা ব্রজন্ত্যা, কয়াচিদুদ্বেষ্টনবান্তমাল্যঃ।
বন্ধুং ন সম্ভাবিত এব তাবৎ, করেণ রুদ্ধোঽপি চ কেশপাশঃ ॥ ৬॥
প্রসাধিকালম্বিতমগ্রপাদমাক্ষিপ্য কাচিদ্দ্রবরাগমেব।
উৎসৃষ্টলীলাগতিরাগবাক্ষাদলক্তকাঙ্কাং পদবীং ততান ॥ ৭ ॥
বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন, সম্ভাব্য তদ্বঞ্চিতবামনেত্রা।
তথৈব বাতায়নসন্নিকর্ষং, যযৌ শলাকামপরা বহন্তী ॥ ৮ ॥
জালান্তরপ্রেষিতদৃষ্টিরন্যা, প্রস্থানভিন্নাং ন ববন্ধ নীবীম্।
নাভিপ্রবিষ্টাভরণপ্রভেণ, হস্তেন তস্থাববলম্ব্য বাসঃ ॥ ৯ ॥
অর্দ্ধাঞ্চিতা সত্বরমুত্থিতায়াঃ, পদে পদে দুর্নিমিতে গলন্তী।
কস্যাশ্চিদাসীদ্রসনা তদানীমঙ্গুষ্ঠমূলার্পিতসূত্রশেষা ॥ ১০ ॥
তাসাং মুখৈরাসবগন্ধগর্ভৈর্ব্যাপ্তান্তরাঃ সান্দ্রকুতূহলানাম্।
বিলোলনেত্রভ্রমরৈর্গবাক্ষাঃ, সহস্রপত্রাভরণা ইবাসন্ ॥ ১১ ॥
তা রাঘবং দৃষ্টিভিরাপিবন্ত্যো, নার্য্যো ন জগ্মুর্বিষয়ান্তরাণি।
তথাপি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং, সর্ব্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা ॥ ১২ ॥
স্থানে বৃতা ভূপতিভিঃ পরোক্ষৈঃ, স্বয়ংবরং সাধুমমংস্ত ভোজ্যা।
পদ্মেব নারায়ণমন্যথাসৌ, লভেত কান্তং কথমাত্মতুল্যম্ ॥ ১৩ ॥
পরস্পরেণ স্পৃহণীয়শোভং, ন চেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ।
অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ, পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোঽভবিষ্যৎ ॥ ১৪

করিল ॥ ৫ ॥ কোন কামিনী গবাক্ষ-সন্নিধানে দ্রুতপদে গমন হেতু কেশপাশের বন্ধন খুলিয়া গেলেও এবং তত্রস্থ মাল্যদাম বিগলিত হইলেও যতক্ষণ না আলোক-মার্গে আসিয়াছিল, ততক্ষণ কেশপাশ কর দ্বারা ধারণ করিয়াই চলিল ॥ ৬ ॥ কোন সুন্দরী প্রসাধিকান অবলম্বিত চরণাগ্র আর্দ্রালক্তক-রঞ্জিত হইলেও বলপূর্ব্বক উহা আকর্ষণ করিয়া লীলামন্দ-গতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গবাক্ষ পর্য্যন্ত পথ অলক্তকরাগ দ্বারা রঞ্জিত করিল ॥ ৭ ॥ কোন রমণী সম্ভ্রমহেতু অগ্রে দক্ষিণ-লোচন অঞ্জনদ্বারা বিভূষিত করিয়া বাম-নয়ন অঞ্জনবঞ্চিত রাখিয়াই তূলিকা ধারণ পূর্ব্বক দ্রুতপদে গবাক্ষ-সমীপে গমন করিল ॥ ৮ ॥ অপর এক রমণী দ্রুতগতিতে গমন করিবার সময় তাহার যে বস্ত্রগ্রন্থি খসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা আর বান্ধিবার অবকাশ না পাওয়ায়, হস্তদ্বারা বসন ধরিয়াই গবাক্ষরন্ধ্র মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত দাঁড়াইয়া রহিল। তৎকালীন কর ভূষণের প্রভায় তাহার নাভিদেশ রঞ্জিত হইল ॥ ৯ ॥ কোন বিলাসিনী রসনা-দাম অর্দ্ধেক গাঁথিয়াছিল, এমন সময়ে সত্বর উত্থান হেতু রসনাগ্রথিত মণিসমূহ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া প্রতি-পদেই বিগলিত হইয়া পড়িতে লাগিল, তখন তাহার অঙ্গুষ্ঠমূলে কেবল সূত্রমাত্র অবশিষ্ট রহিল ॥ ১০ ॥ বরদর্শনে একান্ত কৌতূহলান্বিতা কামিনীগণের আসবগন্ধপূর্ণ চপললোচনবিশিষ্ট মুখমণ্ডল গবাক্ষদেশে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন উহা মকরন্দগন্ধপরিপূর্ণ-চপলমধুকরান্বিত সরোজসমূহে অলঙ্কৃত হইয়াছে ॥ ১১ ॥ কামিনীগণ বিষয়ান্তরজ্ঞানপরিশূন্য হইয়া রঘুতনয় অজের প্রতি এরূপ সতৃষ্ণ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল, যেন তাহাদের শ্রবণাদি অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি সর্ব্বতোভাবে চক্ষুতেই প্রবেশ করিয়াছে ॥ ১২ ॥ তখন পুররমণীগণ পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিল, অনেকানেক ভূপতি বারংবার প্রার্থনা করিলেও, ইন্দুমতী যে স্বয়ংবরই মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহা উত্তমই হইয়াছে, নতুবা কমলা যেমন নারায়ণকে স্বীয় পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ইনি কখনই স্বীয় অনুরূপ কমনীয়কান্তি বর লাভ করিতে পারিতেন না ॥ ১৩ ॥ প্রজাপতি যদি স্পৃহণীয় রূপলাবণ্যসম্পন্ন এই দম্পতীকে পরস্পর সংযোজিত না করিতেন, তাহা হইলে তিনি এই যুবক-যুবতীর

রতিস্মরৌ নূনমিমাবভূতাং, রাজ্ঞাং সহস্রেষু তথাহি বালা।
গতেয়মাত্মপ্রতিরূপমেব, মনো হি জন্মান্তরসঙ্গতিজ্ঞম্ ॥ ১৫ ॥
ইত্যুদ্গতাঃ পৌরবধূমুখেভ্যঃ, শৃণ্বন্ কথাঃ শ্রোত্রসুখাঃ কুমারঃ।
উদ্ভাসিতং মঙ্গলসংবিধাভিঃ, সম্বন্ধিনঃ সদ্ম সমাসসাদ ॥ ১৬ ॥
ততোঽবতীর্য্যাশু করেণুকায়াঃ, স কামরূপেশ্বরদত্তহস্তঃ।
বৈদর্ভনির্দ্দিষ্টমথো বিবেশ, নারীমনাংসীব চতুষ্কমন্তঃ ॥ ১৭ ॥
মহার্হসিংহাসনসংস্থিতোঽসৌ, সরত্নমর্ঘ্যং মধুপর্কমিশ্রম্।
ভোজোপনীতঞ্চ দুকূলযুগ্মং, জগ্রাহ সার্দ্ধং বনিতাকটাক্ষৈঃ ॥ ১৮ ॥
দুকূলবাসাঃ স বধূসমীপং, নিন্যে বিনীতৈরবরোধরক্ষৈঃ।
বেলাসকাশং স্ফুটফেনরাজির্নবৈরুদন্বানিব চন্দ্রপাদৈঃ ॥ ১৯ ॥
তত্রার্চ্চিতো ভোজপতেঃ পুরোধাঃ, হুত্বাগ্নিমাজ্যাদিভিরগ্নিকল্পঃ।
তমেব চাধায় বিবাহসাক্ষ্যে, বধূবরৌ সঙ্গময়াঞ্চকার ॥ ২০ ॥
হস্তেন হস্তং পরিগৃহ্য বধ্বাঃ, স রাজসূনুঃ সুতরাং চকাশে।
অনন্তরাশোকলতাপ্রবালং, প্রাপ্যেব চূতঃ প্রতিপল্লবেন ॥ ২১ ॥
আসীদ্‌বরঃ কণ্টকিতপ্রকোষ্ঠঃ, স্বিন্নাঙ্গুলিঃ সংববৃতে কুমারী।
বৃত্তিস্তয়োঃ পাণিসমাগমেন, সমং বিভক্তেব মনোভবস্য ॥ ২২ ॥
তয়োরপাঙ্গপ্রতিসারিতানি, ক্রিয়াসমাপত্তিনিবর্ত্তিতানি।
হ্রীযন্ত্রণামানশিরে মনোজ্ঞামন্যোন্যলোলানি বিলোচনানি ॥ ২৩ ॥

রূপলাবণ্য-নির্ম্মাণে যে যত্ন করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই বিফল হইত ॥ ১৪ ॥ বোধ হয়, ইহাঁরা দুইজন পূর্ব্বে রতি ও কামদেব ছিলেন; নতুবা এই বালিকা ইন্দুমতী সহস্র সহস্র নৃপতির মধ্যে কি প্রকারে আপনার অনুরূপ পতি লাভ করিলেন? ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, মন জন্মান্তরের সম্মিলন অবগত হইতে পারে ॥ ১৫ ॥ রঘুনন্দন এই প্রকারে পুরনারীগণের মুখনিঃসৃত স্বীয় প্রশংসা-সংবলিত শ্রুতি-সুখকর বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে নানাবিধ মাঙ্গলিক উপাচারে সুশোভিত সম্বন্ধী ভোজরাজের ভবনে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৬ ॥ অনন্তর তিনি কামরূপাধিপতির হস্তধারণপূর্ব্বক ত্বরায় হস্তিনীর পৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভোজপ্রদর্শিত অন্তঃপুর-চত্বরে প্রবেশ করিলেন এবং সেই সঙ্গেই যেন কামিনীগণের হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১৭ ॥ কুমার সেই চতুষ্কে মহামূল্য রত্নময় বিচিত্র সিংহাসনে উপবেশন করিয়া ভোজপ্রদত্ত পট্টবস্ত্রযুগল, রত্নসমূহ এবং মধুপর্কসমন্বিত অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন। তখন অপর রমণীগণ তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিল ॥১৮॥ যেরূপ নবোদিত শীতরশ্মিজাল শুভ্র ফেন-নিচয়ে পরিব্যাপ্ত সমুদ্রকে বেলাসমীপে লইয়া যায়, সেইরূপ অন্তঃপুরনিযুক্ত বিনীত ভৃত্যগণ দুকূলধারী কুমারকে ইন্দুমতীর সন্নিধানে লইয়া গেল ॥ ১৯ ॥ অনলসম তেজস্বী পূজনীয় ভোজপতির পুরোহিত বস্ত্রালঙ্কারে পরিতোষিত হইয়া ঘৃতাদি দ্বারা দীপ্ত বহ্নিতে যথাবিধি হোম করিয়া ও সেই হুতাশনকেই বিবাহের সাক্ষীস্বরূপ সংস্থাপন পূর্ব্বক বর ও বধূকে সংযোজিত করিয়া দিলেন ॥ ২০ ॥ স্বকীয় পল্লব দ্বারা সমীপবর্ত্তিনী অশোকলতার পল্লবধারণ করিয়া সহকারতরু যেরূপ অধিকতর শোভাশালী হয়, সেইরূপ রঘুকুলপ্রদীপ রাজকুমার অজও স্বীয় কর দ্বারা ইন্দুমতীর করকিসলয় ধারণ করিয়া অধিকতর শোভা ধারণ করিলেন ॥ ২১ ॥ তখন কুমারের প্রকোষ্ঠদেশ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং কন্দর্প যেন সেই সময়ে এই দম্পতীতে সাত্ত্বিকভাবস্বরূপ আত্মকার্য্য সমানভাগে বিভক্ত করিয়া দিলেন ॥ ২২ ॥ বধূ ও বরের পরস্পর সতৃষ্ণ দৃষ্টি একবার অপাঙ্গদেশে প্রসারিত হইয়াই ঈষদ্দর্শনমাত্র প্রতিনিবর্ত্তিত হওয়াতে লজ্জা নিবন্ধন এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণা-সঙ্কোচ অ

প্রদক্ষিণপ্রক্রমণাৎ কৃশানোরুদর্চ্চিষস্তন্মিথুনং চকাশে।
মেরোরুপান্তেষ্বিব বর্ত্তমানমন্যোন্যসংসক্তমহস্ত্রিযামম্॥ ২৪॥
নিতম্বগুর্ব্বী গুরুণা প্রযুক্তা, বধূর্বিধাতৃপ্রতিমেন তেন।
চকার সা মত্তচকোরনেত্রা, লজ্জাবতী লাজবিসর্গমগ্নৌ॥ ২৫॥
হবিঃশমীপল্লবলাজগন্ধী, পুণ্যঃ কৃশানোরুদিয়ায় ধূমঃ।
কপোলসংসর্পিশিখঃ স তস্যাঃ, মুহূর্ত্তকর্ণোৎপলতাং প্রপেদে॥ ২৬॥
তদঞ্জনক্লেদসমাকুলাক্ষং, প্রম্লানবীজাঙ্কুরকর্ণপূরম্।
বধূমুখং পাটলগণ্ডলেখমাচারধূমগ্রহণাদ্বভূব॥ ২৭॥
তৌ স্নাতকৈর্বন্ধুমতা চ রাজ্ঞা, পুরন্ধ্রিভিশ্চ ক্রমশঃ প্রযুক্তম্।
কন্যাকুমারৌ কনকাসনস্থাবার্দ্রাক্ষতারোপণমন্বভূতাম্॥ ২৮॥
ইতি স্বসুর্ভোজকুলপ্রদীপঃ, সম্পাদ্য পাণিগ্রহণং স রাজা।
মহীপতীনাং পৃথগর্হণার্থং, সমাদিদেশাধিকৃতানধিশ্রীঃ॥ ২৯॥
লিঙ্গৈর্মুদঃ সংবৃতবিক্রিয়াস্তে, হ্রদাঃ প্রসন্না ইব গূঢ়নক্রাঃ।
বৈদর্ভমামন্ত্র্য যযুস্তদীয়াং, প্রত্যর্প্য পূজামুপদাচ্ছলেন॥ ৩০॥
স রাজলোকঃ কৃতপূর্ব্বসংবিদারম্ভসিদ্ধৌ সময়োপলভ্যম্
আদাস্যমানঃ প্রমদামিষং তদাবৃত্য পন্থানমজস্য তস্থৌ॥ ৩১॥
ভর্ত্তাপি তাবৎ ক্রথকৈশিকানামনুষ্ঠিতানন্তরজাবিবাহঃ।
সত্ত্বানুরূপাহরণীকৃতশ্রীঃ, প্রস্থাপয়দ্রাঘবমন্বগাচ্চ॥ ৩২॥
তিস্রস্ত্রিলোকীপ্রথিতেন সার্দ্ধমজেন মার্গে বসতীরুষিত্বা।
তস্মাদপাবর্ত্তত কুণ্ডিনেশঃ, পর্ব্বাত্যয়ে সোম ইবোষ্ণরশ্মেঃ॥ ৩৩॥

ভব করিতে লাগিল॥ ২৩॥ যেরূপ পরস্পর-সঙ্গত দিবস ও রাত্রি সুবর্ণময় সুমেরু পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করত তৎপ্রভায় উদ্দীপিত হয়, তদ্রূপ সেই পরস্পর-মিলিত বর ও বধূ উন্নত শিখা-সম্পন্ন বহ্নিকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় তৎপ্রভায় বর্দ্ধিত-কান্তি হইলেন॥ ২৪॥ তৎপরে মত্তচকোরলোচনা গুরুনিতম্বিনী নববধূ ইন্দুমতী, বিধাতৃতুল্য পুরোহিতের আদেশানুসারে সলজ্জভাবে অনলে লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন॥ ২৫॥ তখন হুতাশন হইতে ঘৃত, শমীপল্লব এবং লাজের গন্ধবিশিষ্ট পবিত্র ধূম উত্থিত হইতে লাগিল; উহার শিখা ইন্দুমতীর কপোলদেশে সংস্পর্শ হওয়াতে ক্ষণকাল কর্ণোৎপলতুল্য শোভা প্রাপ্ত হইল॥ ২৬॥ সেই ধূম গ্রহণ করাতে ইন্দুমতীর নেত্র-যুগল অঞ্জনমিশ্র বাষ্পজলে সমাকুল হইল, কর্ণভূষণস্বরূপ যবাঙ্কুর সম্যক্ ম্লান এবং গণ্ডস্থল পাটলবর্ণ হইল॥ ২৭॥ তদনন্তর স্নাতকগণ, বন্ধুসমূহ সহিত ভোজরাজ এবং পুরস্ত্রীগণ সুবর্ণময় আসনে সমাসীন কন্যা ও বরের মস্তকে ক্রমান্বয়ে মাঙ্গলিক আর্দ্র আতপতণ্ডুল বর্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ২৮॥ এইরূপে সমধিক সমৃদ্ধিশালী ভোজকুলপ্রদীপ ভোজরাজ, ভগিনী ইন্দুমতীর পাণিগ্রহণ-কার্য্য সম্পাদন করিয়া, অন্যান্য ভূপতিগণের পৃথক্ পৃথক্ সৎকার করিবার নিমিত্ত অধিকৃত ব্যক্তিবর্গকে অনুমতি প্রদান করিলেন॥ ২৯॥ সেই সকল নরপতিগণ, বিলীন-কুম্ভীর বিমলবারি হ্রদের ন্যায়, উপরিভাগে প্রসন্ন, কিন্তু অন্তরের হাস্যপরিহাসাদি বাহ্যিক সন্তোষচিহ্ন দ্বারা অন্তর্গত দৃঢ়তর বৈরানল সংবৃত রাখিয়া, উপঢৌকনচ্ছলে ভোজদত্ত পূজার সামগ্রীসকল তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিয়া বৈদর্ভরাজের নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন॥ ৩০॥ তাঁহারা অজের প্রস্থানসময়ে সেই প্রমদারূপ উপভোগ্য আমিষবস্তুর লাভ-বাসনা পূর্ব্বেই পরস্পর সঙ্কেত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে সকলে সমবেত হইয়া তাঁহার গমনপথ অবরোধ করিয়া রহিলেন॥ ৩১॥ এ দিকে ক্রথকৈশিকদেশের অধিপতি ভোজরাজ, ভগিনীর বিবাহ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া তাঁহাকে স্বকীয় উৎসাহানুরূপ যৌতুকদান পূর্ব্বক রঘুনন্দনকে বিদায় করিয়া স্বয়ং তাঁহার অনুগমন করিলেন॥ ৩২॥ পর্ব্বকাল অতিক্রম হইলে শশাঙ্ক যেমন দিনকর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, সেইরূপ বিদর্ভাধিপতিও ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ অজের সহিত পথে তিন রাত্রি বাস করিয়া তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণ-

প্রমন্যবঃ প্রাগপি কোশলেন্দ্রে, প্রত্যেকমাত্তস্বতয়া বভূবুঃ।
অতো নৃপাশ্চক্ষমিরে সমেতাঃ, স্ত্রীরত্নলাভং ন তদাত্মজস্য॥ ৩৪।
তমুদ্বহন্তং পথি ভোজকন্যাং, রুরোধ রাজন্যগণঃ স দৃপ্তঃ।
বলিপ্রদিষ্টাং শ্রিয়মাদদানং, ত্রৈবিক্রমং পাদমিবেন্দ্রশত্রুঃ॥ ৩৫॥
তস্যাং স রক্ষার্থমনল্পযোধমাদিশ্য পিত্র্যং সচিবং কুমারঃ।
প্রত্যগ্রহীৎ পার্থিববাহিনীং তাং, ভাগীরথীং শোণ ইবোত্তরঙ্গঃ॥ ৩৬॥
পত্তিঃ পদাতিং রথিনং রথেশস্তুরঙ্গসাদী তুরগাধিরূঢ়ম্।
যন্তা গজস্যাভ্যপতদ্গজস্থং, তুল্যপ্রতিদ্বন্দ্বি বভূব যুদ্ধম্॥ ৩৭॥
নদৎসু তূর্য্যেষ্বভিভাব্য বাচো, নোদীরয়ন্তি স্ম কুলোপদেশান্।
বাণাক্ষরৈরেব পরস্পরস্য, নামোর্জ্জিতং চাপভৃতঃ শশংসুঃ॥ ৩৮॥
উত্থাপিতঃ সংযতি রেণুরশ্বৈঃ, সান্দ্রীকৃতঃ স্যন্দনবংশচক্রৈঃ।
বিস্তারিতঃ কুঞ্জরকর্ণতালৈর্নেত্রক্রমেণোপরুরোধ সূর্য্যম্॥ ৩৯॥
মৎস্যধ্বজা বায়ুবশাদ্বিদীর্ণৈর্মুখৈঃ প্রবৃদ্ধধ্বজিনীরজাংসি।
বভুঃ পিবন্তঃ পরমার্থমৎস্যাঃ, পর্য্যাবিলানীব নবোদকানি॥ ৪০।
রথো রথাঙ্গধ্বনিনা বিজজ্ঞে, বিলোলঘণ্টাক্বণিতেন নাগঃ।
স্বভর্ত্তৃনামগ্রহণাদ্বভূব, সান্দ্রে রজস্যাত্মপরাববোধঃ॥ ৪১॥
আবৃণ্বতো লোচনমার্গভাজৌ, রজোহন্ধকারস্য বিজৃম্ভিতস্য।
শস্ত্রক্ষতাশ্বদ্বিপবীরজন্মা, বালারুণোঽভূদ্রুধিরপ্রবাহঃ॥ ৪২॥
স ছিন্নমূলঃ ক্ষতজেন রেণুস্তস্যোপরিষ্টাৎ পবনাবধূতঃ।
অঙ্গারশেষস্য হুতাশনস্য, পূর্ব্বোত্থিতো ধূম ইবাবভাসে॥ ৪৩॥

পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন॥ ৩৩॥ কোশলাধিপতি যুবরাজ দিগ্বিজয়কালে প্রত্যেক ভূপতিরই সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা রঘুর প্রতি অধিকতর জাতক্রোধ হইয়াছিলেন; সেই হেতু এক্ষণে সকলে একত্রিত হইয়া তৎপুত্র অজের স্ত্রীরত্নলাভ সহ্য করিতে না পারিয়া সকলে সমবেত হইলেন॥ ৩৪॥ ইন্দ্রশত্রু প্রহ্লাদ যেরূপ বলিরাজনির্দ্দিষ্ট সম্পদ্গ্রহণে প্রবৃত্ত ত্রিবিক্রম-বামনরূপী নারায়ণের চরণ অবরোধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই উদ্ধত রাজগণও ভোজকুলসম্ভবা ইন্দুমতীর সহিত রঘুকুমার অজকে পথে অবরোধ করিলেন॥ ৩৫॥ কুমার অজ বহুসংখ্যক যোধপরিবৃত পৈতৃক সচিবকে ইন্দুমতীর রক্ষার নিমিত্ত আদেশ করিয়া উত্তালতরঙ্গাবলী দ্বারা ভীষণ শোণনদ যেরূপ ভাগীরথীকে প্রতিগ্রহ করিয়াছিল, তদ্রূপ তিনিও সেই সমস্ত রাজসেনা আক্রমণ করিলেন॥ ৩৬॥ পদাতি পদাতির সহিত, রথী রথীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত পরস্পর সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল॥ ৩৭॥ এইরূপে সমান সমান যোধগণে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতে লাগিল। ভীষণ তূর্য্যধ্বনি হওয়াতে ধনুর্দ্ধারী যোধগণ পরস্পরের বাক্য স্পষ্টরূপে বুঝিতে না পারিয়া স্ব স্ব কুলের পরিচয় দিতে পারিল না, কেবল শর-লিখিত অক্ষরাবলী দ্বারাই পরস্পরের প্রখ্যাত নাম অবগত হইতে লাগিল॥৩৮॥ সংগ্রামভূমির রেণুরাশি অশ্বখুর দ্বারা উত্থাপিত, রথাবলীর চক্রে ঘনীকৃত এবং মাতঙ্গশ্রেণীর কর্ণচালনে দূরে প্রসারিত হইয়া চন্দ্রাতপের ন্যায় সূর্য্যমণ্ডল অবরোধ করিল॥ ৩৯॥ মৎস্যাকৃতি ধ্বজসমূহ বায়ুবেগবশে বিদীর্ণ মুখ দ্বারা অতিবহুল সেনা-সমুত্থিত ধূলি গ্রহণে প্রবৃত্ত হওয়াতে, প্রকৃত মৎস্যই যেন বর্ষাকালীন আবিল জলপানে প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি জন্মিয়াছিল॥৪০॥ ধূলি-সমূহ ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হইলে, চক্রধ্বনি-শ্রবণে রথ এবং কণ্ঠলম্বিত সঞ্চালিত ঘণ্টারবে হস্তিসকল এবং যোধগণ আপন আপন স্বামীর নামোচ্চরণ করিয়া স্বপক্ষ বিপক্ষ বিবেচনা করিয়া লইতে লাগিল॥ ৪১॥ রজোদ্বারা রণভূমি পরিব্যাপ্ত হইয়া দর্শনপথ অবরোধ করিয়া ফেলিলে, শস্ত্রাহত অশ্ব, হস্তী ও বীরগণের দেহ-নিঃসৃত রুধির-প্রবাহ তৎকালে বাল-সূর্য্যসদৃশ হইয়া আভির্ভূত হইল॥ ৪২॥ রেণুরাশি শোণিত দ্বারা বিরহিত এবং উপরিদেশে পবন দ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া অঙ্গারাবশিষ্ট অনলের পূর্ব্বোত্থিত

প্রহারমূর্চ্ছাপগমে রথস্থা, যন্তৄনুপালভ্য নিবর্ত্তিতাশ্বান্।
যৈঃ সাদিতা লক্ষিতপূর্ব্বকেতূংস্তানেব সামর্ষতয়া নিজঘ্নুঃ ॥ ৪৪ ॥
অপ্যর্দ্ধমার্গে পরবাণলূনা, ধনুর্ভৃতাং হস্তবতাং পৃষৎকাঃ।
সংপ্রাপুরেবাত্মজবানুবৃত্ত্যা, পূর্ব্বার্দ্ধভাগৈঃ ফলিভিঃ শরব্যম্ ॥ ৪৫ ॥
আধোরণানাং গজসন্নিপাতে, শিরাংসি চক্রৈর্নিশিতৈঃ ক্ষুরাগ্রৈঃ।
হৃতান্যপি শ্যেননখাগ্রকোটিব্যাসক্তকেশানি চিরেণ পেতুঃ ॥ ৪৬ ॥
পূর্ব্বং প্রহর্ত্তা ন জঘান ভূয়ঃ, প্রতিপ্রহারাক্ষমমশ্বসাদী।
তুরঙ্গমস্কন্ধনিষণ্ণদেহং, প্রত্যাশ্বসন্তং রিপুমাচকাঙ্ক্ষ ॥ ৪৭ ॥
তনুত্যজাং বর্ম্মভৃতাং বিকোষৈর্বৃহৎসু দন্তেষসিভিঃ পতদ্ভিঃ।
উদ্যন্তমগ্নিং শময়াম্বভূবুর্গজা বিবিগ্নাঃ করশীকরেণ ॥ ৪৮ ॥
শিলীমুখোৎকৃত্তশিরঃফলাঢ্যাঃ, চ্যুতৈঃ শিরস্ত্রৈশ্চষকোত্তরেব।
রণক্ষিতিঃ শোণিতমদ্যকুল্যা, ররাজ মৃত্যোরিব পানভূমিঃ ॥ ৪৯ ॥
উপান্তয়োর্নিষ্কুষিতং বিহঙ্গৈরাক্ষিপ্য তেভ্যঃ পিশিতপ্রিয়াপি।
কেয়ূরকোটিক্ষততালুদেশা, শিবা ভুজচ্ছেদমপাচকার ॥ ৫০ ॥
কশ্চিদ্দ্বিষৎখড়্গহৃতোত্তমাঙ্গঃ, সদ্যোবিমানপ্রভুতামুপেত্য।
বামাঙ্গসংসক্তসুরাঙ্গনঃ স্বং, নৃত্যৎ কবন্ধং সমরে দদর্শ ॥ ৫১ ॥
অন্যোন্যসূতোন্মথনাদভূতাং, তাবেব সূতৌ রথিনৌ চ কেচিৎ।
ব্যশ্বৌ গদাব্যায়তসম্প্রহারৌ, ভগ্নায়ুধৌ বাহুবিমর্দ্দনিষ্ঠৌ ॥ ৫২ ॥

ধূমরাশির ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥ প্রতিযোধের শস্ত্রপ্রহারে মূর্চ্ছিত রথিদিগকে লইয়া সারথিগণ রথাশ্বদিগকে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়াছিল, পরে মূর্চ্ছাপগমে রথিগণ সারথিদিগকে তিরস্কার করিয়া, যে সকল বৈরি কর্ত্তৃক আপনারা পূর্ব্বে আহত হইয়াছিল, পূর্ব্বদৃষ্ট পতাকা দ্বারা তাহাদিগকে পরিজ্ঞাত হইয়া পুনরায় রোষভরে তাহাদিগকেই প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥ কৃতহস্ত ধনুর্দ্ধারিগণের বাণসমূহ অর্দ্ধপথে শত্রুশরে ছিন্ন হইলেও, তাহাদিগের লৌহফলবিশিষ্ট পূর্ব্বার্দ্ধভাগ স্বীয় বেগপ্রভাবে স্ব স্ব লক্ষ্যে গিয়াই পড়িতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥ হস্তিযুদ্ধে গজারোহিগণের মস্তক-সমূহ ক্ষুরাগ্রসদৃশ খরধার শানিত চক্রাস্ত্রে ছিন্ন হইলেও শ্যেনপক্ষিদিগের নখাগ্রে কেশকলাপ সংসক্ত হওয়াতে, অনেক বিলম্বে ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥ কোন অশ্বারোহী প্রথমেই প্রচণ্ড প্রহার করাতে প্রতিযোদ্ধা অশ্বারোহী অশ্বস্কন্ধেই অবসন্নদেহ ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, সুতরাং আর প্রতিপ্রহার করিতে সমর্থ হইল না দেখিয়া তাহাকে আর প্রহার করিল না, কিন্তু তাহার পুনর্ব্বার সংজ্ঞালাভ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল ॥ ৪৭ ॥ স্বদেহরক্ষণে নিস্পৃহ কবচধারী যোদ্ধৃগণের কোষনিষ্কাশিত অসি হস্তিগণের প্রকাণ্ড দন্তে পতিত হওয়াতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে হস্তিগণ ভীত হইয়া শুণ্ডনিঃসৃতবারিবিন্দুদ্বারা তাহা নির্ব্বাণ করিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥ তৎকালে সংগ্রাম-ভূমি যমরাজের পানভূমির ন্যায় রমণীয় শোভা-প্রাপ্ত হইল, উহা শরচ্ছিন্ন শিরঃসমূহরূপ ফলপুষ্পে সমাকীর্ণ; শিরশ্চ্যুত শিরস্ত্রাণরূপ চষকে পরিব্যাপ্ত এবং শোণিতধারারূপ আসব-প্রবাহে বিরাজিত হইল ॥ ৪৯ কোন শৃগালী উভয়প্রান্তে বিহঙ্গগণ কর্ত্তৃক নিষ্কুষিত এক খণ্ড হস্ত সেই বিহঙ্গদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া সাতিশয় মাংসপ্রিয়া হইয়াও অঙ্গদের অগ্রভাগ দ্বারা তালুদেশ ক্ষত হওয়াতে অগত্যা উহা উদ্গার করিয়া ফেলিল ॥ ৫০ ॥ কোন বীর বিপক্ষের খড়্গাঘাতে ছিন্নমস্তক ও তৎক্ষণাৎ দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিমানারোহণ এবং সুরাঙ্গনাকে নিজবামক্রোড়ে সংস্থাপিত করিয়া স্বীয় মস্তকশূন্য দেহ সমরক্ষেত্রে নৃত্য করিতেছে দেখিতে লাগিল ॥ ৫১ ॥ অন্য বীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরের সারথিকে বিনষ্ট করাতে আপনারাই সারথি ও রথী উভয় কার্য্যই সম্পাদন করিতে লাগিল; পরে উভয়ের অশ্ব নিহত হইলে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গদাযুদ্ধ চলিতে লাগিল; গদা ভগ্ন হইলে বাহুযুদ্ধ

পরস্পরেণ ক্ষতয়োঃ প্রহর্ত্রোরুৎক্রান্তবায্বোঃ সমকালমেব
অমর্ত্ত্যভাবেঽপি কয়োশ্চিদাসীদেকাপ্সরঃপ্রার্থিতয়োর্বিবাদঃ ॥ ৫৩ ॥
ব্যূহাবুভৌ তাবিতরেতরস্মাৎ, ভঙ্গং জয়ঞ্চাপতুরব্যবস্থম্।
পশ্চাৎ পুরোমারুতয়োঃ প্রবৃদ্ধৌ, পর্য্যায়বৃত্তেব মহার্ণবোর্ম্মী ॥ ৫৪ ॥
পরেণ ভগ্নেঽপি বলে মহৌজাঃ, যযাবজঃ প্রত্যরিসৈন্যমেব।
ধূমো নিবর্ত্ত্যেত সমীরণেন, যতস্তু কক্ষস্তত এব বহ্নিঃ ॥ ৫৫ ॥
রথী নিষঙ্গী কবচী ধনুষ্মান্, দৃপ্তঃ স রাজন্যকমেকবীরঃ।
নিবারয়ামাস মহাবরাহঃ, কল্পক্ষয়োদ্‌বৃত্তমিবার্ণবাম্ভঃ ॥ ৫৬ ॥
স দক্ষিণং তূণমুখেন বামং, ব্যাপারয়ন্ হস্তমলক্ষ্যতাজৌ।
আকর্ণকৃষ্টা সকৃদস্য যোদ্ধুর্মৌর্ব্বীব বাণান্ সুষুবে রিপুঘ্নান্ ॥ ৫৭ ॥
সরোষদষ্টাধিকলোহিতোষ্ঠৈর্ব্যক্তোর্দ্ধরেখাভ্রুকুটীর্বহদ্ভিঃ।
তস্তার গাং ভল্লনিকৃত্তকণ্ঠৈর্হুঙ্কারগর্ভৈর্দ্বিষতাং শিরোভিঃ ॥ ৫৮ ॥
সর্ব্বৈর্বলাঙ্গৈর্দ্বিরদপ্রধানৈঃ, সর্ব্বায়ুধৈঃ কঙ্কটভেদিভিশ্চ।
সর্ব্বপ্রযত্নেন চ ভূমিপালাস্তস্মিন্ প্রজহ্রুর্যুধি সর্ব্ব এব ॥ ৫৯ ॥
সোঽস্ত্রব্রজৈশ্ছন্নরথঃ পরেষাং, ধ্বজাগ্রমাত্রেণ বভূব লক্ষ্যঃ।
নীহারমগ্নো দিনপূর্ব্বভাগঃ, কিঞ্চিৎপ্রকাশেন বিবস্বতেব ॥ ৬০ ॥
প্রিয়ংবদাৎ প্রাপ্তমসৌ কুমারঃ, প্রাযুঙ্‌ক্ত রাজস্বধিরাজসূনুঃ।
গান্ধর্ব্বমস্ত্রং কুসুমাস্ত্রকান্তঃ, প্রস্বাপনং স্বপ্ননিবৃত্তলৌল্যঃ ॥ ৬১ ॥

আরম্ভ করিল এবং তাহাতেই বিনাশ প্রাপ্ত হইল ॥ ৫২ ॥ কোন বীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরয়ক প্রহার করাতে ক্ষতবিক্ষত-দেহ এবং সমকালেই জীবনবিহীন ও দেবত্বপ্রাপ্ত হইয়াও এক অপ্সরা লইয়া পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল, ফলতঃ জীবনান্তেও বিবাদের শেষ হইল না ॥৫৩॥ যেরূপ সাগরোত্থিত তরঙ্গ অনুকূল ও প্রতিকূল বায়ু বশতঃ পর্য্যায়ক্রমে একবার এদিক্ ও একবার তদ্বিরুদ্ধদিকে পতিত হয়, তদ্রূপ সেনাপ্রবাহ অব্যবস্থিতরূপে পরস্পর কখন জয় এবং কখন বা পরাজয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ৪৫ ৷ মহাপরাক্রান্ত রঘুকুমার অজ, স্বীয় সৈন্য অরিসৈন্য দ্বারা ছিন্নভিন্ন হইলেও অরাতি-সেনাভিমুখে গমন করিলেন, যেহেতু, পবন-বেগে তৃণ হইতে ধূম অপসারিত হইতে পারে, কিন্তু যেখানে তৃণ থাকে, হুতাশন সেইখানেই গমন করিয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥ বরাহরূপী নারায়ণ যেরূপ কল্পান্তকালে উদ্বেলিত মহার্ণবের বারিরাশি নিরোধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অসহায় অদ্বিতীয় বীর বাণোদ্দীপ্ত রাজকুমার অজ রথারোহণ পূর্ব্বক তূণীর,কবচ ও শরাসন ধারণ করিয়া সেই সমস্ত রাজগণের আক্রমণ নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥ রণস্থলে তিনি অতি মনোরম দক্ষিণ হস্তটী তূণীরমুখেই ব্যাপৃত রাখিয়াছেন, এরূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল, যেন যোধ-প্রধান অজের এক-বার আকর্ণ-কৃষ্ট শিঞ্জিনী, রিপুনাশক শরসমূহ প্রসব করিতেছে ॥ ৫৭ ॥ কুমার অজ বৈরিগণের অতি ভীষণদর্শন মস্তক-সকল ভল্লাস্ত্র দ্বারা ছিন্ন করত ধরাতল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন, সেই প্রতি-যোদ্ধাগণের অত্যন্ত ক্রোধ হেতু অধরোষ্ঠ অধিকতর লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, তাহাতে সুস্পষ্ট-লক্ষিত ঊর্দ্ধরেখাময় ভ্রূকুটী বিরাজমান ছিল এবং তখনও মুখাভ্যন্তরে হুঙ্কারধ্বনি শ্রুত হইতেছিল॥৫৮॥ নরপতিগণ সমরস্থলে গজপ্রধান চতুরঙ্গ সেনা এবং কবচভেদী সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র সহায় করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে কুমার অজকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥ শত্রুদিগের অস্ত্রজালে অজের রথ সমাচ্ছন্ন হইলে ধ্বজাগ্রভাগমাত্র দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহাতে ঈষৎপ্রকাশিত দিবাকর-কিরণে প্রাতঃ-কাল যেরূপ মনোহর হয়, অজও সেইরূপ রমণীয় শোভা ধারণ করিলেন ॥ ৬০ ॥ তখন কন্দর্পসদৃশ কমনীয়াকার অপ্রমত্ত রাজাধিরাজ অজ নৃপতিদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রিয়ংবদ হইতে প্রাপ্ত প্রস্বাপন

ততো ধনুষ্কর্ষণমূঢ়হস্তমেকাংসপর্য্যস্তশিরস্ত্রজালম্।
তস্থৌ ধ্বজস্তম্ভনিষণ্ণদেহং, নিদ্রাবিধেয়ং নরদেবসৈন্যম্॥ ৬২॥
ততঃ প্রিয়োপাত্তরসেঽধরোষ্ঠে, নিবেশ্য দধ্মৌ জলজং কুমারঃ।
তেন স্বহস্তার্জ্জিতমেকবীরঃ, পিবন্ যশো মূর্ত্তমিবাবভাসে॥ ৬৩॥
শঙ্খস্বনাভিজ্ঞতয়া নিবৃত্তাস্তং সন্নশত্রুং দদৃশুঃ স্বযোধাঃ।
নিমীলিতানামিব পঙ্কজানাং, মধ্যে স্ফুরন্তং প্রতিমাশশাঙ্কম্॥ ৬৪॥
সশোণিতৈস্তেন শিলীমুখাগ্রৈর্নিক্ষেপিতাঃ কেতুষু পার্থিবানাম্।
যশো হৃতং সম্প্রতি রাঘবেণ, ন জীবিতং বঃ কৃপয়েতি বর্ণাঃ॥ ৬৫।
স চাপকোটিনিহিতৈকবাহুঃ, শিরস্ত্রনিষ্কর্ষণভিন্নমৌলিঃ।
ললাটবদ্ধশ্রমবারিবিন্দুর্ভীতাং, প্রিয়ামেত্য বচো বভাষে॥ ৬৬॥
ইতঃ পরানর্ভকহার্য্যশস্ত্রান্, বৈদর্ভি! পশ্যানুমতা ময়াসি।
এবংবিধেনাহবচেষ্টিতেন, ত্বং প্রার্থ্যসে হস্তগতং মমৈভিঃ॥ ৬৭॥
তস্যাঃ প্রতিদ্বন্দ্বিভবাদ্বিষাদাৎ, সদ্যোবিমুক্তং মুখমাবভাসে।
নিঃশ্বাসবাষ্পাপগমাৎ প্রপন্নঃ, প্রসাদমাত্মীয়মিবাত্মদর্শঃ॥ ৬৮॥
হৃষ্টাপি সা হ্রীবিজিতা ন সাক্ষাৎ, বাগ্‌ভিঃ সখীনাং প্রিয়মভ্যনন্দৎ।
স্থলী নবাম্ভঃপৃষতাভিবৃষ্টা, ময়ূরকেকাভিরিবাভ্রবৃন্দম্॥ ৬৯॥
ইতি শিরসি স বামং পাদমাদায় রাজ্ঞামুদবহদনবদ্যাং তামবদ্যাদপেতঃ।
রথতুরগরজোভিস্তস্য রূক্ষালকাগ্রা, সমরবিজয়লক্ষ্মীঃ সৈব মূর্ত্তা বভূব॥ ৭০॥

(নিদ্রাকর্ষণ) নামক গান্ধর্ব্ব অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন॥ ৬১॥ তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত বিপক্ষ রাজা ও রাজসৈন্যগণ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল, উহাদের হস্ত আর ধনুরাকর্ষণে প্রসারিত হইল না, শিরস্ত্রাণসকল স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়া পড়িল এবং শরীর ধ্বজস্তম্ভের উপর নির্ভর করিয়া রহিল॥ ৬২॥ অনন্তর রঘুনন্দন অজ প্রিয়াপরিভুক্ত শ্লাঘনীয় অধরোষ্ঠে স্বীয় শঙ্খ সংস্থাপিত করিয়া মুখমারুত দ্বারা পরিপূরিত করিতে লাগিলেন, ধবলবর্ণ শঙ্খ মুখের সন্নিহিত হওয়াতে বোধ হইল, যেন অদ্বিতীয় বীর কুমার অজ হস্তার্জ্জিত মূর্ত্তিমান্ যশোরাশি পান করিতেছেন॥ ৬৩॥ শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহার পূর্ব্বপলায়িত যোধগণ কুমারেরই শঙ্খধ্বনি হইতেছে বোধ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল এবং আসিয়া দেখিল যে, নররাজনন্দন অজ নিদ্রিত শত্রুসমূহমধ্যে অবস্থান করিয়া মুকুলিত পঙ্কজদলের মধ্যে প্রতিবিম্বিত শশাঙ্কের ন্যায় বিরাজমান আছেন॥ ৬৪॥ তখন কুমার অজ রুধিরলিপ্ত শরাগ্রদ্বারা "রঘুনন্দন অজ এক্ষণে তোমাদিগের যশঃই অপহরণ করিলেন, কৃপাপ্রকাশ পূর্ব্বক জীবন হরণ করিলেন না" এই কয়েকটী অক্ষর সেই নৃপতিগণের ধ্বজপটে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া রাখিলেন॥ ৬৫॥ রণশ্রান্তি হেতু তাঁহার ললাটদেশে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম বিগলিত হইতেছিল এবং শিরস্ত্রাণ অপনয়ন করায় কেশবন্ধ শিথিল হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় তিনি ভয়চকিতা নববধূ প্রিয়তমা ইন্দুমতীর সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক শরাসনের এক প্রান্তের উপর একটী বাহু বিন্যাস করিয়া বলিতে লাগিলেন॥ ৬৬॥ হে বিদর্ভরাজতনয়ে! আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি একবার এই বিপক্ষগণকে অবলোকন কর। এখন বালকগণও ইহাদিগের নিকট হইতে অস্ত্র-শস্ত্র হরণ করিতে পারে। ইহারা এইরূপ যুদ্ধ করিয়া তোমাকে আমার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবার বাসনা করিয়াছিল॥ ৬৭॥ নিশ্বাসবাষ্পের অপগম হইলে দর্পণ যেরূপ স্বকীয় নির্ম্মলভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ইন্দুমতীর মুখচন্দ্রমাও শত্রুভয়জনিত বিষণ্ণতা হইতে তৎক্ষণাৎ বিমুক্ত হইয়া পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিল॥ ৬৮॥ তিনি প্রিয়তমের পৌরুষদর্শনে প্রফুল্লিত হইয়াও লজ্জাবশতঃ স্বয়ং অভিনন্দন করিতে পারিলেন না, কিন্তু রমস্থলী যেরূপ নবজলবিন্দু দ্বারা অভিষিক্তা হইয়া ময়ূরীদিগের কেকারব দ্বারা জলদবৃন্দকে অভিনন্দন করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনিও সখীগণপ্রমুখ বাক্যদ্বারা পতির সমধিক প্রশংসা করিতে লাগিলেন॥ ৬৯॥ এইরূপে অনবদ্য-চরিত রাজকুমার অজ নৃপতিগণের মস্তকে যেন বামপদ অর্পণ পূর্ব্বক অনিন্দনীয়

প্রথমপরিগতার্থস্তং রঘুঃ সন্নিবৃত্তং, বিজয়িনমভিনন্দ্য শ্লাঘ্যজায়াসমেতম্।
তদুপহিতকুটুম্বঃ শান্তিমার্গোৎসুকোঽভূৎ, ন হি সতি কুলধুর্য্যে সূর্য্যবংশ্যা গৃহায়॥ ৭১

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ অজপাণিগ্রহণো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমঃ সর্গঃ

অথ তস্য বিবাহকৌতুকং, ললিতং বিভ্রত এব পার্থিবঃ।
বসুধামপি হস্তগামিনীমকরোদিন্দুমতীমিবাপরাম্॥ ১ ॥
দুরিতৈরপি কর্ত্তুমাত্মসাৎ, প্রযতন্তে নৃপসূনবো হি যৎ।
তদুপস্থিতমগ্রহীদজঃ, পিতুরাজ্ঞেতি ন ভোগতৃষ্ণয়া॥ ২ ॥
অনুভূয় বশিষ্ঠসম্ভৃতৈঃ, সলিলৈস্তেন সহাভিষেচনম্।
বিশদোচ্ছ্বসিতেন মেদিনী, কথয়ামাস কৃতার্থতামিব॥ ৩ ॥
স বভূব দুরাসদঃ পরৈর্গুরুণাথর্ব্ববিদা কৃতক্রিয়ঃ।
পবনাগ্নিসমাগমো হ্যয়ং, সহিতং ব্রহ্ম যদস্ত্রতেজসা॥ ৪ ॥
রঘুমেব নিবৃত্তযৌবনং, তমমন্যন্ত নরেশ্বরং প্রজাঃ।
স হি তস্য ন কেবলাং শ্রিয়ং, প্রতিপেদে সকলান্ গুণানপি॥ ৫ ॥

ইন্দুমতীকে লাভ করিয়া নিরাপদে গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন; তখন রথতুরঙ্গের ধূলিধূসরালক-সংযুক্ত সেই ইন্দুমতীই যেন রঘুকুমারের মূর্ত্তিমতী বিজয়লক্ষ্মী হইয়া চলিলেন॥ ৭০ ॥ রঘুরাজ পূর্ব্বেই অজের আগমন, তদীয় পরিণয় ও সংগ্রামে বিজয়লাভের বার্ত্তা দূতমুখে অবগত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে বিজয়ী ও শ্লাঘনীয় পত্নী সমভিব্যাহারে প্রত্যাগত দেখিয়া অভিনন্দন করিলেন। তৎপরে তিনি যথাকালে পুত্রের হস্তে রাজ্যপালনের ভার সমর্পণ করিয়া মুক্তিমার্গে একান্ত সমুৎসুক হইলেন; কারণ, তনয় কুলভার বহন করিতে সমর্থ হইলে, সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ আর গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করেন না॥ ৭১ ॥

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অনন্তর যুবরাজ অজ মনোজ্ঞদর্শন বিবাহসূত্র হস্ত হইতে মোচন না করিতেই মহারাজ রঘু দ্বিতীয় ইন্দুমতীর ন্যায় বসুমতীকেও তাঁহার করতলগামিনী করিয়া দিলেন॥ ১ ॥ অন্যান্য রাজপুত্রগণ বিষ-প্রয়োগাদি বিবিধ ঘৃণিত পাপকার্য্য দ্বারা রাজ্য আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু অজ নিজ জনকের আজ্ঞা বলিয়াই সেই উপস্থিত রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, নতুবা তিনি ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত উহা গ্রহণ করেন নাই॥ ২ ॥ মহর্ষি বশিষ্ঠপ্রদত্ত পবিত্র বারি দ্বারা বসুমতী এবং রাজমহিষী অজরাজের সহিত অভিষেক অনুভব করিয়া সুস্পষ্টদৃষ্ট উচ্ছ্বাস দ্বারা গুণবান্ ভর্ত্তৃলাভ হেতু স্ব স্ব চরিতার্থতা প্রকাশ করিল॥ ৩ ॥ কুলগুরু বশিষ্ঠ অথর্ব্ববেদোক্ত বিধানানুসারে যুবরাজের অভিষেক-কার্য্য সম্পাদন করিলে, তিনি ক্রমে ক্রমে অরাতিগণের নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন; না বা কারণ কি? ক্ষত্রিয়তেজের সহিত ব্রহ্মতেজ মিলিত হইলে পবনাগ্নির সমাগমতুল্য হইয়া উঠে॥ ৪ ॥ প্রজাগণ সেই নবীন নৃপতি অজকে প্রাপ্ত হইয়া যেন প্রত্যাবৃত্তযৌবন রঘুকেই পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ বিবেচনা করিতে লাগিল; কারণ, যুবরাজ অজ কেবল তাঁহার পিতার রাজলক্ষ্মীরই অধিকারী

অধিকং শুশুভে শুভংযুনা, দ্বিতয়েন দ্বয়মেব সঙ্গতম্।
পদমৃদ্ধমজেন পৈতৃকং, বিনয়েনাস্য নবঞ্চ যৌবনম্॥ ৬॥
সদয়ং বুভুজে মহাভুজঃ, সহসোদ্বেগমিয়ং ব্রজেদিতি।
অচিরোপনতাং স মেদিনীং, নবপাণিগ্রহণাং বধূমিব॥ ৭॥
অহমেব মতো মহীপতেরিতি সর্ব্বপ্রকৃতিষচিন্তয়ৎ।
উদধেরিব নিম্নগাশতেষভবন্ নাস্য বিমাননা কচিৎ॥ ৮॥
ন খরো ন চ ভূয়সা মৃদুঃ, পবমানঃ পৃথিবীরুহানিব।
স পুরস্কৃতমধ্যমক্রমো, নময়ামাস নৃপানন্নুদ্ধরন্॥ ৯॥
অথ বীক্ষ্য রঘুঃ প্রতিষ্ঠিতং, প্রকৃতিষাত্মজমাত্মবত্তয়া।
বিষয়েষু বিনাশধর্ম্মসু, ত্রিদিবস্থেষপি নিস্পৃহোঽভবৎ॥ ১০॥
গুণবৎসুতরোপিতশ্রিয়ঃ, পরিণামে হি দিলীপবংশজাঃ।
পদবীং তরুবল্কবাসসাং, প্রযতঃ সংযমিনাং প্রপেদিরে॥ ১১॥
তমরণ্যসমাশ্রয়োন্মুখং, শিরসা বেষ্টনশোভিনা সুতঃ।
পিতরং প্রণিপত্য পাদয়োরপরিত্যাগমযাচতাত্মনঃ॥ ১২॥
রঘুরশ্রুমুখস্য তস্য তৎ, কৃতবানীপ্সিতমাত্মজপ্রিয়ঃ।
নতু সর্প ইব ত্বচং পুনঃ, প্রতিপেদে ব্যপবর্জ্জিতাং শ্রিয়ম্॥ ১৩॥
স কিলাশ্রমমন্ত্যমাশ্রিতো, নিবসন্নাবসথে পুরাদ্বহিঃ।
সমুপাস্যত পুত্রভোগ্যয়া, স্নুষয়েবাবিকৃতেন্দ্রিয়ঃ শ্রিয়া॥ ১৪॥

াছিলেন, এরূপ নহে, তৎসঙ্গে পৈতৃক গুণ-সমূহও সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ৫॥ তৎকালে
। বস্তু অপর দুইটী শুভজনক বস্তুর সংমিলনে সমধিক শোভা ধারণ করিল, সুপ্রসিদ্ধ পৈতৃক রাজ্য
রাজের হস্তগত হইয়া যেরূপ শোভমন হইল, তদীয় নবযৌবনও তাঁহার বিনীত চরিতের সহিত
াত হইয়া তদ্রূপ শোভাপ্রাপ্ত হইল॥ ৬॥ অতুল ভুজবলশালী অজরাজ সেই নবাধিগতা মেদিনীকে
াঢ়া বধূর ন্যায় সহসা কোনরূপ উৎপীড়ন করিলে পাছে উত্তেজিত হয়, এই ভাবিয়া সদয়হৃদয়ে
ভোগ করিতে লাগিলেন॥ ৭॥ মহাসাগরের নিকট যেমন শত শত তরঙ্গিণীর কোনরূপ অপমান
না, সেইরূপ অজরাজের নিকট কোন ব্যক্তিই কোনরূপ অবমাননা প্রাপ্ত হইত না; সুতরাং
াগণ সকলেই তাঁহার হিতানুষ্ঠানে রত থাকিত ও প্রিয়কার্য্য সমাধা করিত॥ ৮॥ তিনি অত্যন্ত
স্বভাব বা সাতিশয় মৃদুপ্রকৃতি ছিলেন না, ফলতঃ মধ্যমবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, পবন যেমন তরু-
ক ভগ্ন বা উন্মূলিত না করিয়া আনত করে, সেইরূপ তিনিও নরপতিগণকে উন্মূলিত না করিয়া
ং ক্রমে বশীভূত করিলেন॥ ৯॥ অনন্তর রঘু স্বীয় আত্মজ অজকে স্পৃহাপরিশূন্য নির্ব্বিকারচিত্ত
প্রজামণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া অনিত্য স্বর্গীয় বিষয়েও স্পৃহাপরিশূন্য হইলেন॥১০॥ দিলীপকুলোৎ-
নৃপতিগণ পরিণত-বয়সে গুণবান্ পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া সংযতচিত্তে বল্কলধারী
মিগণের পদবী অবলম্বন করিতেন॥ ১১॥ কিন্তু যুবরাজ অজ, পিতা রঘুকে বন-গমনে উৎসুক
িয়া উষ্ণীষ-সুশোভিত মস্তক দ্বারা তদীয় চরণতলে প্রণিপাত পূর্ব্বক "আমাকে পরিত্যাগ করিয়া
ানি বনে গমন করিবেন না" এই ভিক্ষা চাহিলেন॥ ১২॥ তাহাতে পুত্রবৎসল রঘু, কুমারের
রোক্তি ও অশ্রুপূর্ণ নয়ন অবলোকন পূর্ব্বক তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে সম্মত হইলেন।
ন ভুজঙ্গ পরিত্যক্ত কঞ্চুক পুনরায় গ্রহণ করে না, তদ্রূপ তিনিও পুত্রসমর্পিত রাজলক্ষ্মী পুনরায়
। করিলেন না॥ ১৩॥ তিনি চরম আশ্রম অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক নগরের উপকণ্ঠে
নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং সেই স্থানে পুত্রবধূর ন্যায় ভোগ্য রাজলক্ষ্মী দ্বারা

প্রশমস্থিতপূর্ব্বপার্থিবং, কুলমভ্যুদ্যতনূতনেশ্বরম্।
নভসা নিভৃতেন্দুনা তুলামুদিতার্কেণ সমারুরোহ ॥ ১৫ ॥
যতিপার্থিবলিঙ্গধারিণৌ, দদৃশাতে রঘুরাঘবৌ জনৈঃ।
অপবর্গমহোদয়ার্থয়োর্ভুবমংশাবিব ধর্ম্ময়োর্গতৌ ॥ ১৬ ॥
অজিতাধিগমায় মন্ত্রিভির্যুযুজে নীতিবিশারদৈরজঃ।
অনপায়িপদোপলব্ধয়ে, রঘুরাপ্তৈঃ সমিয়ায় যোগিভিঃ ॥ ১৭ ॥
নৃপতিঃ প্রকৃতীরবেক্ষিতুং, ব্যবহারাসনমাদদে যুবা।
পরিচেতুমুপাংশু ধারণাং, কুশপূতং প্রবয়াস্তু বিষ্টরম্ ॥ ১৮ ॥
অনয়ৎ প্রভুশক্তিসম্পদা, বশমেকো নৃপতীননন্তরান্!
অপরঃ প্রণিধানযোগ্যয়া, মরুতঃ পঞ্চশরীরগোচরান ॥ ১৯ ॥
অকরোদচিরেশ্বরঃ ক্ষিতৌ, দ্বিষদারম্ভফলানি ভস্মসাৎ।
ইতরো দহনে স্বকর্ম্মণাং, ববৃতে জ্ঞানময়েন বহ্নিনা ॥ ২০ ॥
পণবন্ধমুখান্ গুণানজঃ, ষড়ুপাযুঙ্ক্ত সমীক্ষ্য তৎফলম্।
রঘুরপ্যজয়দ্গুণত্রয়ং, প্রকৃতিস্থং সমলোষ্ট্রকাঞ্চনঃ ॥ ২১ ॥
ন নবঃ প্রভুরাফলোদয়াৎ, স্থিরকর্ম্মা বিররাম কর্ম্মণঃ।
ন চ যোগবিধের্নবেতরঃ, স্থিরধীরাপরমাত্মদর্শনাৎ ॥ ২২ ॥
ইতি শত্রুষু চেন্দ্রিয়েষু চ, প্রতিষিদ্ধপ্রসরেষু জাগ্রতৌ।
প্রসিতাবুদয়াপবর্গয়োরুভয়ীং সিদ্ধিমুভাববাপতুঃ ॥ ২৩ ॥
অথ কাশ্চিদজব্যপেক্ষয়া, গময়িত্বা সমদর্শনঃ সমাঃ।
তমসঃ পরমাপদব্যয়ং, পুরুষং যোগসমাধিনা রঘুঃ ॥ ২৪ ॥

সেব্যমান হইতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ প্রাচীন নরপতি রঘু শান্তিপথে পদার্পণ করিলেন, নবীন নৃপতি অজ অভ্যুদয়মার্গে উত্থিত হইলেন; সুতরাং চন্দ্র অস্তমিত ও সূর্য্য উদিত হইলে গগনমণ্ডল যেরূপ অনুপম শোভমান হয়, তদ্রূপ সেই রাজকুলও শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৫ ॥ লোকসকল সেই যতি ও নৃপতির লক্ষণধারী রঘু ও রঘুতনয়কে অবনীতলে অবতীর্ণ মোক্ষ ও মহোদয়রূপফলাবিশিষ্ট নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তিরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের অংশের ন্যায় দেখিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ অজরাজ অজিতপূর্ব্ব রাজ্যলাভার্থ নীতিকুশল সচিবগণের সহিত মিলিত হইলেন, রঘুরাজও মোক্ষপদপ্রাপ্তির নিমিত্ত তত্ত্বদর্শী যথার্থবাদী যোগিগণের সহিত সংমিলিত হইলেন ॥ ১৭ ॥ তরুণ নৃপতি অজ প্রকৃতিপরিজ্ঞানের নিমিত্ত ধর্ম্মাসন গ্রহণ করিলেন; পরিণতবয়স্ক রঘুও মনের একাগ্রতা অভ্যাস করিবার জন্য নির্জ্জন স্থানে পবিত্র কুশাসন পরিগ্রহ করিলেন ॥ ১৮ ॥ এক মহাত্মা (অজ) কোষদণ্ডপ্রভাবে অনন্তরবর্ত্তী নরপতি-দিগকে আপন বশে আনিতে লাগিলেন; অন্য মহাপুরুষও (রঘু) সমাধির অভ্যাস দ্বারা দেহস্থিত পঞ্চ বায়ুকে বশীভূত করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥ তরুণ নৃপতি অজ ভুবনে শত্রুগণের আরব্ধ কর্ম্মসমূহ নিষ্ফল করিয়া দিতে লাগিলেন, পুরাতন মহীপালও তত্ত্বজ্ঞানময় বহ্নিদ্বারা ইহলোকে জন্মগ্রহণের মূলী-ভূত কারণস্বরূপ নিজকর্ম্মসমূহ ভস্মীভূত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২০ ॥ নবনরপতি ফলযোগ বিবে-চনা করিয়া সন্ধি প্রভৃতি ছয় গুণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, প্রাচীন মহীপতিও লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে সমদৃষ্টি হইয়া অবিরত সংযতচিত্তে সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয় জয় করিলেন ॥ ২১ ॥ নব নৃপতি অজ ফলোদয় পর্য্যন্ত না দেখিয়া আরব্ধ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতেন না; স্থিরচেতা প্রাচীন ভূপতিও পরমা-ত্মার সাক্ষাৎকার লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত যোগ হইতে বিরত হইতেন না ॥২২॥ এইরূপে তাঁহারা উভয়ে শত্রু ও ইন্দ্রিয়গণের স্বার্থ-প্রবৃত্তি নিবারণ করিয়া উদয় ও মোক্ষবিষয়ে আসক্তমনা হইলেন এবং ত্রিবিধ সিদ্ধিও লাভ করিলেন ॥২৩॥ তৎপরে রঘু সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হইয়া অজের প্রার্থনানুরোধে কয়েক বৎসর

শ্রুতদেহবিসর্জ্জনঃ পিতুশ্চিরমশ্রূণি বিমুচ্য রাঘবঃ।
বিদধে বিধিমস্য নৈষ্ঠিকং, যতিভিঃ সার্দ্ধমনগ্নিমগ্নিচিৎ॥ ২৫॥
অকরোৎ স তদৌর্দ্ধদৈহিকং, পিতৃভক্ত্যা পিতৃকার্য্যকল্পবিৎ।
ন হি তেন পথা তনুত্যজস্তনয়াবর্জ্জিতপিণ্ডকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ২৬॥
স পরার্দ্ধ্যগতেরশোচ্যতাং, পিতুরুদ্দিশ্য সদর্থবেদিভিঃ।
শমিতাধিরধিজ্যকার্ম্মুকঃ, কৃতবানপ্রতিশাসনং জগৎ॥ ২৭॥
ক্ষিতিরিন্দুমতী চ ভামিনী, পতিমাসাদ্য তমগ্র্যপৌরুষম্।
প্রথমা বহুরত্নসূরভূদপরা বীরমজীজনৎ সুতম॥ ২৮॥
দশরশ্মিশতোপমদ্যুতিং, যশসা দিক্ষু দশস্বপি শ্রুতম্।
দশপূর্ব্বরথং যমাখ্যয়া, দশকণ্ঠারিগুরুং বিদুর্বুধাঃ॥ ২৯॥
ঋষিদেবগণস্বধাভুজাং, শ্রুতযাগপ্রসবৈঃ স পার্থিবঃ।
অনৃণত্বমুপেয়িবান্ বভৌ, পরিধের্মুক্ত ইবোষ্ণদীধিতিঃ॥ ৩০॥
বলমার্ত্তভয়োপশান্তয়ে, বিদুষাং সৎকৃতয়ে বহুশ্রুতম্।
বসু তস্য বিভোর্ন কেবলং, গুণবত্তাপি পরপ্রয়োজনা॥ ৩১॥
স কদাচিদবেক্ষিতপ্রজঃ, সহ দেব্যা বিজহার সুপ্রজাঃ।
নগরোপবনে শচীসখো, মরুতাং পালয়িতেব নন্দনে॥ ৩২॥
অথ রোধসি দক্ষিণোদধেঃ, শ্রিতগোকর্ণনিকেতমীশ্বরম।
উপবীণয়িতুং যযৌ রবেরুদয়াবৃত্তিপথেন নারদঃ॥ ৩৩॥

অতিবাহিত করিয়া যোগবলে সেই মায়াতীত সনাতন পরম পুরুষ প্রাপ্ত হইলেন॥২৪॥ সাগ্নিক রঘুতনয় নিজ জনকের তনুত্যাগ শ্রবণ করিয়া নিরন্তর বাষ্পবারি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক যতিগণের সমভিব্যাহারে তাঁহার কলেবর ভূগর্ভে সমাহিত করিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসধর্ম্মের আচার-বিরুদ্ধ দাহক্রিয়া করিলেন না॥২৫॥ তাদৃশ মুক্তিপথাবলম্বী মহাত্মগণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পুত্রদত্ত পিণ্ডাদি-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না; ইহা জানিয়াও শ্রাদ্ধবিধানজ্ঞ অজ পিতৃভক্তি প্রযুক্তই তদীয় ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া-সকল সম্পন্ন করিলেন॥ ২৬॥ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ, "মুক্তিপ্রাপ্ত পিতার জন্য শোক করা বিধেয় নহে" এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, অজ কথঞ্চিৎ পিতৃবিরহ-দুঃখ দূর করিলেন এবং শরাসনে গুণারোপণ করিয়া সমস্ত মেদিনী-মণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক আপনার আয়ত্তাধীন করিয়া পরমসুখে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন॥ ২৭॥ মহাবল-বিক্রমশালী অজরাজ অধিপতি হওয়াতে বসুন্ধরা বহুরত্নশালী হইলেন এবং প্রণয়িনী ইন্দুমতী এক বীরবর তনয় প্রসব করিলেন॥ ২৮॥ তনয়ের নাম দশরথ, তিনি দশশত-রশ্মিমান্ ভগবান্ ভাস্করের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এবং যশঃপ্রভাবে দশদিকে সুবিখ্যাত ছিলেন; পণ্ডিতেরা তাঁহাকে দশানন রাবণের নিহন্তা রামচন্দ্রের জনক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন॥ ২৯॥ তখন সেই নৃপতি অজ অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান এবং সন্তানোৎপাদন দ্বারা ঋষিঋণ, দেবঋণ এবং পিতৃঋণ হইতে পরিমুক্ত হইয়া পরিবেশনির্ম্মুক্ত ভাস্করের ন্যায় অধিকতর দীপ্তিশালী হইলেন॥ ৩০॥ বিপন্ন ব্যক্তিদিগের ভয়নিবারণের নিমিত্ত এবং বহুলশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সমুচিত সৎকার করিবার নিমিত্ত তাঁহার পৌরুষ নিযুক্ত ছিল এবং অর্থরাশিও যে কেবল পরোপকারের জন্য ছিল, এমত নহে. তাঁহার সমস্ত গুণপরম্পরা নিয়তই পরোপকার-সম্পাদনে নিযুক্ত ছিল॥ ৩১॥ দেবরাজ যেমন শচীদেবীর সহিত নন্দনকাননে বিহার করেন, সেইরূপ একদিন অজরাজ পৌরকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পুত্রের উপর রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক মহিষী ইন্দুমতীর সহিত নগরের প্রান্তস্থিত উদ্যানে বিহার করিতে লাগিলেন॥ ৩২॥ তৎকালে ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি নারদ দক্ষিণমহাসাগরের তীরস্থিত গোকর্ণ নামক তীর্থস্থানে প্রতিষ্ঠিত ভগবান্ ভবানীপতি সচ্চিদানন্দ দেবাদিদেব ভোলানাথকে বীণাবাদন পূর্ব্বক আরাধনার নিমিত্ত আকাশ-

কুসুমৈর্গ্রথিতামপার্থিবৈঃ, স্রজমাতোদ্যশিরোনিবেশিতাম্‌।
অহরৎ কিল তস্য বেগবান্‌, অধিবাসস্পৃহয়েব মারুতঃ ॥ ৩৪ ॥
ভ্রমরৈঃ কুসুমানুসারিভিঃ, পরিকীর্ণা পরিবাদিনী মুনেঃ।
দদৃশে পবনাবলেপজং, সৃজতী বাষ্পমিবাঞ্জনাবিলম্‌ ॥ ৩৫ ॥
অভিভূয় বিভূতিমার্ত্তবীং, মধুগন্ধাতিশয়েন বীরুধাম্‌।
নৃপতেরমরস্রগাপ সা, দয়িতোরুস্তনকোটিসংস্থিতিম্‌ ॥ ৩৬ ॥
ক্ষণমাত্রসখীং সুজাতয়োঃ, স্তনয়োস্তামবলোক্য বিহ্বলা।
নিমিলীতনরোত্তমপ্রিয়া, হৃতচন্দ্রা তমসেব কৌমুদী ॥ ৩৭ ॥
বপুষা করণোজ্‌ঝিতেন সা, নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ৎ।
ননু তৈলনিষেকবিন্দুনা, সহ দীপার্চ্চিরুপৈতি মেদিনীম্‌ ॥ ৩৮ ॥
উভয়োরপি পার্শ্ববর্ত্তিনাং, তুমুলেনার্ত্তরবেণ বেজিতাঃ।
বিহগাঃ কমলাকরালয়াঃ, সমদুঃখা ইব তত্র চুক্রুশুঃ ॥ ৩৯ ॥
নৃপতের্ব্যজনাদিভিস্তমো, নুনুদে সা তু তথৈব সংস্থিতা।
প্রতিকারবিধানমায়ুষঃ, সতি শেষে হি ফলায় কল্পতে ॥ ৪০ ॥
প্রতিযোজয়িতব্যবল্লকীসমবস্থামথ সত্ত্ববিপ্লবাৎ।
স নিনায় নিতান্তবৎসলঃ, পরিগৃহ্যোচিতমঙ্কমঙ্গনাম্‌ ॥ ৪১ ॥
পতিরঙ্কনিষণ্ণয়া তয়া, করণাপায়বিভিন্নবর্ণয়া।
সমলক্ষ্যত বিভ্রদাবিলাং, মৃগলেখামুষসীব চন্দ্রমাঃ ॥ ৪২ ॥
বিললাপ স বাষ্পগদ্গদং, সহজামপ্যপহায় ধীরতাম্‌।
অভিতপ্তময়োঽপি মার্দ্দবং, ভজতে কৈব কথা শরীরিষু ॥ ৪৩

পথে গমন করিতেছিলেন ॥ ৩৩ ॥ তাঁহার বীণার অগ্রভাগে একগাছি দিব্যপ্রসূন-গ্রথিত মনোমোহিনী মালা সংস্থাপিত ছিল, বেগবান্‌ বায়ু তদীয় সৌরভ-লোভে আকৃষ্ট হইয়া যেন উহা অপহরণ করিল ॥ ৩৪ ॥ ভ্রমরগণ তখন সেই মালাস্থিত কুসুমের অনুসরণ করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল, যেন মহর্ষির বীণা পবনকৃত অপমান-দুঃখেই অঞ্জন-কলুষিত বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতেছে ॥ ৩৫ ॥ সেই দিব্যমালা মকরন্দ ও সৌরভের প্রাচুর্য্য বশতঃ উপবনস্থিত তরুলতাদিগের ঋতুসম্ভূত সম্পত্তি অভিভূত করিয়া মহীপতির প্রিয়তমা ইন্দুমতীর বিশাল স্তনচুচুকে পড়িয়া সুস্থিতি প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৬ ॥ নরোত্তমমহিষী ইন্দুমতী স্বীয় সুজাত স্তনদ্বয়ের ক্ষণমাত্রসঙ্গিনী সেই দিব্যমালা দর্শনমাত্র বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন এবং রাহুগ্রস্ত নিশাকরের কৌমুদীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ চক্ষু উন্মীলন করিলেন ॥ ৩৭ ॥ প্রিয়তমার গতচেতন দেহের সঙ্গে সঙ্গে নরপতিও ভূমিতলে পতিত হইলেন। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, দীপশিখা হইতে এক বিন্দু তৈল পতিত হইলে তৎসঙ্গে জ্বলন্ত শিখার কিয়দংশও ভূমিতলে পতিত হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ রাজা ও রাজ্ঞীর পার্শ্বচর কিঙ্করগণের তুমুল আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া তত্রস্থ সরোবরবাসী হংস সারস প্রভৃতি বিহঙ্গমগণও সমান দুঃখ অনুভব করিয়াই যেন আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥ অনন্তর ব্যজনাদি দ্বারা ভূপতির মূর্চ্ছা কথঞ্চিৎ অপসারিত হইল, কিন্তু ইন্দুমতী তদবস্থাতেই রহিলেন; যেহেতু, পরমায়ু কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিলেই প্রতিকারবিধান ফলদায়ক হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥ তৎপরে প্রেয়সীর প্রতি সাতিশয় প্রীতিমান্‌ পৃথিবীপতি অজ চৈতন্যের অপগম হেতু তন্ত্রীযোজনার পূর্ব্বাবস্থ বীণা সদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত প্রিয়তমাকে গ্রহণ করিয়া চিরপরিচিত স্বকীয় অঙ্কে আরোপিত করিলেন ॥ ৪১ ॥ ইন্দ্রিয়-সমূহের অপগম হেতু ইন্দুমতীর অঙ্গযষ্টি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং নৃপতি সেই দেহ অঙ্কতলে স্থাপিত করিয়া কলুষিত-মৃগলেখা-ধারী উষাকালীন নিশানাথের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ তিনি প্রণয়িনীর বিরহে স্বাভাবিক ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বাষ্প-গদ্গদস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। মাংসরুধিরময় মনুষ্যের কথা আর কি বলিব, অতি কঠিন বস্তু লৌহও অগ্নির উত্তাপে অভিতপ্ত হইলে তরলভাব ধারণ করে ॥ ৪৩ ॥

কুসুমান্যপি গাত্রসঙ্গমাৎ, প্রভবন্ত্যায়ুরপোহিতুং যদি।
ন ভবিষ্যতি হন্তসাধনং, কিমিবান্যৎ প্রহরিষ্যতো বিধেঃ॥ ৪৪
অথবা মৃদুবস্তু হিংসিতুং, মৃদুনৈবারভতে প্রজান্তকঃ।
হিমসেকবিপত্তিরত্র মে, নলিনী পূর্ব্বনিদর্শনং মতা॥ ৪৫॥
স্রগিয়ং যদি জীবিতাপহা, হৃদয়ে কিং নিহিতা ন হন্তি মাম্।
বিষমপ্যমৃতং ক্বচিদ্ভবেদমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া॥ ৪৬॥
অথবা মম ভাগ্যবিপ্লবাদশনিঃ কল্পিত এষ বেধসা॥
যদনেন তরুর্ন পাতিতঃ, ক্ষপিতা তদ্বিটপাশ্রিতা লতা॥ ৪৭॥
কৃতবত্যসি নাবধীরণামপরাদ্ধেঽপি যদা চিরং ময়ি।
কথমেকপদে নিরাগসং, জনমাভাষ্যমিমং ন মন্যসে॥ ৪৮॥
ধ্রুবমস্মি শঠঃ শুচিস্মিতে, বিদিতঃ কৈতববৎসলস্তব।
পরলোকমসন্নিবৃত্তয়ে, যদনাপৃচ্ছ্য গতাসি মামিতঃ॥ ৪৯॥
দয়িতাং যদি তাবদন্বগাদ্বিনিবৃত্তং কিমিদং তয়া বিনা।
সহতাং হতজীবিতং মম, প্রবলামাত্মকৃতেন বেদনাম্॥ ৫০॥
সুরতশ্রমসম্ভৃতো মুখে, ধ্রিয়তে স্বেদলবোদ্গমোঽপি তে।
অথ চাস্তমিতা ত্বমাত্মনা, ধিগিমাং দেহভৃতামসারতাম্॥ ৫১॥
মনসাপি ন বিপ্রিয়ং ময়া, কৃতপূর্ব্বং তব কিং জহাসি মাম্।
ননু শব্দপতিঃ ক্ষিতেরহং, ত্বয়ি মে ভাবনিবন্ধনা রতিঃ॥ ৫২

ভূপতি সেই দিব্যকুসুমমালার প্রতি নেত্রপাত করিয়া করুণবচনে বলিতে লাগিলেন, হায়! যদি এই অতি সুকোমল কুসুমও শরীরস্পর্শমাত্র প্রাণসংহার করিতে সমর্থ হইল, তবে সংহারাভিলাষী বিধাতার আর কোন্ বস্তুই সংহারাস্ত্র না হইতে পারে? ৪৪॥ যদি জীবনসংহারক কৃতান্ত কোমলবস্তু দ্বারাই কোমলবস্তু বিনষ্ট করিয়া থাকেন, তবে এ বিষয়ে নলিনীই প্রথম নিদর্শন-স্থল হইতেছে; কারণ, কেবল শিশিরবর্ষণ দ্বারাই তাহার বিনাশ সংঘটিত হইয়া থাকে॥ ৪৫॥ যদি এই কুসুমমালাই সহসা জীবনবিনাশিনী হয়, তবে এই আমি ইহা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদয়ে ধারণ করিলাম, কৈ! আমার প্রাণ বিনাশ করিতেছে না কেন? এখন বুঝিলাম, জগদীশ্বরের ইচ্ছায় কোন স্থলে বিষও অমৃত হইতে পারে, আর কোথাও বা অমৃতও বিষ হইয়া থাকে॥ ৪৬॥ অথবা আমারই দুর্ভাগ্যক্রমে বিধাতা এই অশনি সৃষ্টি করিয়াছেন, কারণ, ইহা বৃক্ষকে নিপাতিত করিল না, কিন্তু বৃক্ষাশ্রিত লতাকেই বিনাশ করিল॥ ৪৭॥ অনন্তর প্রেয়সীপ্রিয় নরপতি ইন্দুমতীর মৃতদেহ অবলোকন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে প্রিয়ে! আমি শত শত অপরাধ করিলেও তুমি কখন আমার প্রতি অনাদর প্রদর্শন কর নাই, কিন্তু আজ আমি ত কোন অপরাধ করি নাই, তবে তুমি কেন আমার সহিত সাদর-সম্ভাষণ করিতেছ না? ৪৮॥ হে শুচিস্মিতে! আমার বোধ হইতেছে, তুমি আমাকে শঠ ও কপট বলিয়া জানিতে, নতুবা তুমি আমাকে না বলিয়াই, এ জন্মের মত একেবারে ইহলোক পরিত্যাগ করিলে কেন? ৪৯॥ হায়! এই হত-জীবন একবার ত প্রেয়সীর অনুগমন করিয়াছিল, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন আবার ফিরিয়া আসিল? তবে এখন স্বকৃতদোষেই এই প্রবল বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করুক॥ ৫০॥ হা প্রেয়সি! তোমার বদনসরোজে সম্ভোগশ্রমজনিত স্বেদবিন্দু এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু স্বয়ং দেহ হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছ? শরীরিদিগের ঈদৃশ অসারতায় ধিক্! ৫১॥ হে চন্দ্রবদনে! আমি পূর্ব্বে কখনও মনে মনেও তোমার অপ্রিয় করি নাই, তবে কেন আমাকে পরিত্যাগ করিলে? দেখ, আমি নামমাত্র পৃথিবীর পতি, ফলতঃ তোমাতেই আমার অনুরাগ

কুসুমোৎখচিতান্ বলীভৃতশ্চলয়ন্ ভৃঙ্গরুচস্তবালকান্।
করভোরু করোতি মারুতস্ত্বদুপাবর্ত্তনশঙ্কি মে মনঃ॥ ৫৩॥
তদপোহিতুমর্হসি প্রিয়ে, প্রতিবোধেন বিষাদমাশু মে।
জ্বলিতেন গুহাগতং তমস্তুহিনাদ্রেরিব নক্তমোষধিঃ॥ ৫৪॥
ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং, তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাম্।
নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজং, বিরতাভ্যন্তরষট্পদস্বনম্॥ ৫৫॥
শশিনং পুনরেতি শর্ব্বরী, দয়িতা দ্বন্দ্বচরং পতত্রিণম্।
ইতি তৌ বিরহান্তরক্ষমৌ, কথমত্যন্তগতা ন মাং দহেঃ॥ ৫৬॥
নবপল্লবসংস্তরেঽপি তে, মৃদু দূয়েত যদঙ্গমর্পিতম্।
তদিদং বিষহিষ্যতে কথং, বদ বামোরু চিতাধিরোহণম্॥ ৫৭॥
ইয়মপ্রতিবোধশায়িনীং, রশনা ত্বাং প্রথমা রহঃসখী।
গতিবিভ্রমসাদনীরবা, ন শুচা নানুমৃতেব লক্ষ্যতে॥ ৫৮॥
কলমন্যভৃতাসু ভাষিতং, কলহংসীষু মদালসং গতম্।
পৃষতীষু বিলোলমীক্ষিতং, পবনাধূতলতাসু বিভ্রমাঃ॥ ৫৯॥
ত্রিদিবোৎসুকয়াপ্যবেক্ষ্য মাং, নিহিতাঃ সত্যমমী গুণাস্ত্বয়া।
বিরহে তব মে গুরুব্যথং, হৃদয়ং ন ত্ববলম্বিতুং ক্ষমাঃ॥ ৬০॥
মিথুনং পরিকল্পিতং ত্বয়া, সহকারঃ ফলিনী চ নন্বিমৌ।
অবিধায় বিবাহসৎক্রিয়ামনয়োর্গম্যত ইত্যসাম্প্রতম্। ৬১॥
কুসুমং কৃতদোহদস্ত্বয়া, যদশোকোঽয়মুদীরয়িষ্যতি।
অলকাভরণং কথং নু তৎ, তব নেষ্যামি নিবাপমাল্যতাম্॥ ৬২॥

বদ্ধমূল ছিল॥ ৫২॥ হা করভোরু! সমীরণ তোমার কুসুমখচিত ভ্রমরতুল্য কৃষ্ণবর্ণ কুটিল অলকাবল কম্পিত করাতে আমার মনে এই আশঙ্কা হইতেছে যে, তুমি বুঝি পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হইলে॥ ৫৩। অতএব হে প্রিয়তমে! ওষধি যেমন যামিনীযোগে প্রজ্বলিত হইয়া হিমাচলের গুহাভ্যন্তরিত অন্ধকার বিনাশ করে, সেইরূপ তুমিও অবিলম্বে সংজ্ঞালাভ করিয়া আমার দুঃখ মোচন কর; তুমি আর আমায় এরূপ ক্লেশ দিও না॥ ৫৪॥ তোমার বদনমণ্ডলে এই অলকসমূহ ইতস্ততঃ বিচলিত হইতেছে, বাক্যও বিরত হইয়াছে, ইহা রজনীতে সুষুপ্ত ও অভ্যন্তরে ভ্রমরধ্বনি-রহিত কেবলমাত্র শতদলের ন্যায় আমাকে নিতান্ত পরিতপ্ত করিতেছে॥ ৫৫॥ নিশা শশাঙ্ককে ও চক্রবাকী সহচর চক্রবাককে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়া থাকে বলিয়া তাহারা বিরহকাল সহ্য করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু তুমি এ জন্মের মত আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করিলে, ইহাতেই আমার দেহ যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে॥ ৫৬॥ হা বামোরু! তোমার সুকুমার কোমল কলেবর নবপল্লবরচিত সুকোমল সুখশয্যায় শয়ন করিয়াও ক্লেশ বোধ করিত, আজ সেই শরীর কি প্রকারে চিতারোহণ-জনিত নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিবে? ৫৭॥ তোমার সুরতকালসঙ্গিনী প্রথমা প্রিয়সখী এই রশনা বিলাসগমনের অবসান হেতু কি প্রকারে নীরব হইয়া রহিয়াছে? সুতরাং তোমাকে পুনরাগমবোধিকা সুদীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া তোমার শোকে কি সহমৃতার ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছে না? ৫৮॥ তুমি দেবলোক-গমনে উৎসুক হইয়াও আমাকে বিরহাসহিষ্ণু বিবেচনা করিয়া কোকিলাগণে মধুর ভাষণ, কলহংসীকুলে মদমন্থর গমন, হরিণী-গণে চঞ্চল-লোচন এবং পবনকম্পিত লতাবলীতে স্বকীয় বিলাসসমর্পণ করিয়া গিয়াছ, কিন্তু তোমার বিরহ-বেদনা একান্তই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং ঐ সকল গুণরাশি আমার অন্তঃকরণকে কোন-রূপেই সুস্থির করিতে পারিতেছে না॥ ৫৯-৬০॥ হায় দেবি! তুমি এই সহকারতরু ও প্রিয়ঙ্গুলতা এই উভয়কেই পরস্পর মিথুনভাবে সংবদ্ধ করিবে সঙ্কল্প করিয়াছিলে, এক্ষণে ইহাদিগের পরিণয়-কার্য্য সমাধা না করিয়া তুমি যে একবারে গমন করিতেছ, ইহা তোমার পক্ষে উচিত হইতেছে না॥ ৬১॥ তুমি এই অশোক-তরুর পুষ্পোদগম নিমিত্ত পদতাড়নরূপ দোহদ করিয়াছিলে, সে এক্ষণে যে দিব

স্মরতেব সশব্দনূপুরং, চরণানুগ্রহমন্যদুর্লভম্।
অমুনা কুসুমাশ্রুবর্ষিণা, ত্বমশোকেন সুগাত্রি! শোচ্যসে ॥ ৬৩ ॥
তব নিঃশ্বসিতানুকারিভিঃ, বকুলৈরর্দ্ধচিতাং সমং ময়া।
অসমাপ্য বিলাসমেখলাং, কিমিদং কিন্নরকণ্ঠি সুপ্যসে ॥ ৬৪ ॥
সমদুঃখসুখঃ সখীজনঃ, প্রতিপচ্চন্দ্রনিভোঽয়মাত্মজঃ।
অহমেকরসস্তথাপি তে, ব্যবসায়ঃ প্রতিপত্তিনিষ্ঠুরঃ ॥ ৬৫ ॥
ধৃতিরস্তমিতা রতিশ্চ্যুতা, বিরতং গেয়মৃতুর্নিরুৎসবঃ।
গতমাভরণপ্রয়োজনং, পরিশূন্যং শয়নীয়মদ্য মে ॥ ৬৬ ॥
গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ, প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা, হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্ ॥ ৬৭ ॥
মদিরাক্ষি! মদাননার্পিতং, মধু পীত্বা রসবৎ কথং নু মে।
অনুপাস্যতি বাষ্পদূষিতং, পরলোকোপনতং জলাঞ্জলিম্ ॥ ৬৮ ॥
বিভবেঽপি সতি ত্বয়া বিনা, সুখমেতাবদজস্য গণ্যতাম্।
অহৃতস্য বিলোভনান্তরৈর্মম সর্ব্বে বিষয়াস্ত্বদাশ্রয়াঃ ॥ ৬৯ ॥
বিলপন্নিতি কোশলাধিপঃ, করুণার্থগ্রথিতাং প্রিয়াং প্রতি।
অকরোৎ পৃথিবীরুহানপি, স্রুতশাখারসবাষ্পদূষিতান্ ॥ ৭০ ॥
অথ তস্য কথঞ্চিদঙ্কতঃ, স্বজনস্তামপনীয় সুন্দরীম্।
বিসসর্জ্জ তদন্ত্যমণ্ডনামনলায়াগুরুচন্দনৈধসে ॥ ৭১ ॥
প্রমদামনু সংস্থিতঃ শুচা, নৃপতিঃ সন্নিতি বাচ্যদর্শনাৎ।
ন চকার শরীরমগ্নিসাৎ, সহ দেব্যা ন তু জীবিতাশয়া ॥ ৭২ ॥

প্রসূন প্রসব করিবে, সে সকল কোথায় তোমার অলকের ভূষণ হইবে, তাহা না হইয়া আজ আমি কি প্রকারে তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মালারূপে প্রদান করিব? ৬২॥ হে তরঙ্গি! দেখ, এই অশোক-তরু অন্যের অতি দুর্লভ নূপুরধ্বনি-মুখর চরণতাড়নারূপ অনুগ্রহ স্মরণ করিয়াই যেন কুসুমরূপ অশ্রু-বিন্দু বর্ষণ পূর্ব্বক তোমার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিতেছে। ফলতঃ আজি তোমার বিরহে অশোক তরুও শোকাভিভূত হইয়াছে॥ ৬৩॥ হে কিন্নরকণ্ঠি! আমার সহিত একত্রে যে বিলাস-মেখলা তদীয় নিশ্বাস-সুগন্ধি বকুল-কুসুম দ্বারা অর্দ্ধমাত্র রচনা করিয়াছ, তাহা সমাপন না করিয়াই কেন এরূপ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলে? ৬৪॥ তোমার প্রিয়সখীগণ তোমার দুঃখে দুঃখী ও তোমার সুখে সুখী হইয়া থাকে এবং এই তোমার প্রতিপৎ-শশাঙ্কের ন্যায় সুদর্শন ও বর্দ্ধনশীল তনয়, আমিও একমাত্র তোমা-তেই সুদৃঢ়ানুরাগী, তথাপি তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছ, ইহা তোমার নিশ্চয়ই অতিশয় নিষ্ঠুরতার কার্য্য হইতেছে॥ ৬৫॥ এখন আমার ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইল, অনুরাগ নিরস্ত হইল এবং বসন্তাদি ঋতুগণ উৎসবহীন হইল, আর আমার আভরণে প্রয়োজন নাই, অদ্যাবধি আমার শয্যাও শূন্য হইল॥ ৬৬॥ হে প্রেয়সি! তুমি আমার গৃহিণী, তুমি আমার রহস্যসখী এবং তুমি আমার সঙ্গীত বাদ্য প্রভৃতির সুললিত কলাপ্রয়োগে প্রিয়শিষ্যা ছিলে, অতএব নিতান্ত নির্দ্দয় কৃতান্ত তোমাকে হরণ করাতে আমার কি অপহৃত না হইল বল? ৬৭॥ হে মদিরাক্ষি! আমার বদনাস্বাদিত মদ্য পান করিয়া এখন কিরূপে পরলোক প্রাপ্ত হইয়া বাষ্পদূষিত জলাঞ্জলি পান করিবে? ৬৮॥ অতুল বিভব থাকিতেও তোমার বিয়োগে অজের সুখ অদ্যই শেষ হইল, ইহা তুমি বিবেচনা করিও; অন্য কোনরূপ প্রলোভনে আমার মন আকৃষ্ট হইবে না, আমার বিষয়ভোগ প্রভৃতি সমুদয়ই তোমার অধীন জানিও॥ ৬৯॥ কোশলাধিপতি অজরাজ প্রিয়তমা ইন্দুমতীর বিয়োগে এই প্রকার করুণাক্ষর-সংবলিত বিলাপ করিয়া তত্রত্য মহীরুহগণকেও শাখানিস্যন্দশীল মকরন্দরূপ অশ্রু-বিন্দু দ্বারা কলুষিত করিলেন॥ ৭০॥ অনন্তর স্বজনগণ সেই দিব্যমালারূপ অন্তিম আভরণে অলঙ্কৃতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ইন্দুমতীকে অজরাজের অঙ্ক হইতে অতি কষ্টে অপনীত করিয়া অগুরুচন্দন-কাষ্ঠ-প্রদীপ্ত অনলে বিসর্জ্জন করিলেন॥ ৭১॥ নরপতি অজ রাজা হইয়া শোকাবেগে স্বীয় স্ত্রীর অনুমৃত হইয়াছে,

অথ তেন দশাহতঃ পরে, গুণশেষামুপদিশ্য ভামিনীম্।
বিদুষা বিধয়ো মহর্দ্ধয়ঃ, পুর এবোপবনে সমাপিতাঃ॥ ৭৩॥
স বিবেশ পুরীং তয়া বিনা, ক্ষণদাপায়শশাঙ্কদর্শনঃ।
পরিবাহমিবাবলোকয়ন্, স্বশুচঃ পৌরবধূমুখাশ্রুষু॥ ৭৪॥
অথ তং সবনায় দীক্ষিতঃ, প্রণিধানাদ্গুরুরাশ্রমস্থিতঃ।
অভিষঙ্গজড়ং বিজজ্ঞিবানিতি শিষ্যেণ কিলান্ববোধয়ৎ॥ ৭৫॥
সমাপ্তবিধির্যতো মুনিস্তব বিদ্বানপি তাপকারণম্।
ন ভবন্তমুপস্থিতঃ স্বয়ং, প্রকৃতৌ স্থাপয়িতুং পথশ্চ্যুতম্॥ ৭৬॥
ময়ি তস্য সুবৃত্ত বর্ত্ততে, লঘুসন্দেশপদা সরস্বতী।
শৃণু বিশ্রুতসত্ত্বসার তাং, হৃদি চৈনামুপধাতুমর্হসি॥ ৭৭॥
পুরুষস্য পদেষ্বজন্মনঃ, সমতীতঞ্চ ভবচ্চ ভাবি চ।
স হি নিষ্প্রতিঘেন চক্ষুষা, ত্রিতয়ং জ্ঞানময়েন পশ্যতি॥ ৭৮॥
চরতঃ কিল দুশ্চরং তপস্তৃণবিন্দোঃ পরিশঙ্কিতঃ পুরা।
প্রজিঘায় সমাধিভেদিনীং, হরিরস্মৈ হরিণীং সুরাঙ্গনাম্। ৭৯
স তপঃপ্রতিবন্ধমন্যুনা, প্রমুখাবিষ্কৃতচারুবিভ্রমাম্।
অশপদ্ভব মানুষীতি তাং, শমবেলাপ্রলয়োর্ম্মিণা ভুবি॥ ৮০॥
ভগবন্ পরবানয়ং জনঃ, প্রতিকূলাচরিতং ক্ষমস্ব মে।
ইতি চোপনতাং ক্ষিতিস্পৃশং, কৃতবানাসুরপুষ্পদর্শনাৎ॥ ৮১।

এই লোকাপবাদ-ভয়েই প্রিয়তমার সহিত নিজ শরীর ভস্মসাৎ করিলেন না, নতুবা তাঁহার জীবন-ধারণে কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না॥৭২॥ অনন্তর দশ দিবস অতীত হইলে বিদ্বান্ ভূপতি অজ গুণমাত্রশেষা প্রেয়সী ইন্দুমতীকে উদ্দেশ করিয়া সেই পুরস্থিত উপবনেই মহাসমারোহে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন॥ ৭৩॥ পরে তিনি প্রিয়তমার বিরহে নিশাশেষকালীন শশধরের ন্যায় মলিন হইয়া পৌর-বধূগণের নয়নকমলে নিজশোকোচ্ছ্বাসই যেন অবলোকন করিতে করিতে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন॥ ৭৪॥ যজ্ঞদীক্ষিত মহর্ষি বশিষ্ঠ স্বকীয় আশ্রমে থাকিয়াই নরপতি অজকে শোকাভিভূত জানিতে পারিয়া একজন শিষ্য প্রেরণ পূর্ব্বক এইরূপ প্রবোধবাক্য বলিয়া পাঠাইলেন॥ ৭৫। শিষ্য নৃপতির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! ভগবান্ মহর্ষি এক্ষণে যাগদীক্ষিত আছেন, ঐ কার্য্য এখনও সমাপন নাই, সুতরাং আপনার শোকসন্তাপের কারণ অবগত হইয়াও আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং আসিতে পারিলেন না॥৭৬॥ হে সুশীল! তিনি আপনাকে অতি সংক্ষেপে এই উপদেশবাক্যগুলি বলিয়া দিয়াছেন; অতএব হে কীর্ত্তিমন্! আপনি মহর্ষির সেই সমস্ত সন্দেশবাক্য শ্রবণ ও হৃদয়ে ধারণ করুন॥ ৭৭॥ সেই ভগবান্ মহর্ষি অপ্রতিহত জ্ঞান-নয়ন দ্বারা এই ত্রিভুবনমধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্তই অবলোকন করিতেছেন॥ ৭৮॥ রাজন্! পূর্ব্বে দেবাধিপতি সুররাজ, তৃণবিন্দুনামক মহর্ষির কঠোরতর তপস্যার অনুষ্ঠান দর্শনে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত সমাধিভেদকারিণী হরিণীনাম্নী সুরাঙ্গনাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন॥ ৭৯॥ হরিণী তপোনিধির সমক্ষে উপস্থিত হইয়া নানাবিধ মনোরম বিভ্রম-বিলাস প্রকাশ করিতে লাগিল, মহর্ষি শান্তিজলধি-পুলিনের প্রলয়-কালতরঙ্গ-স্বরূপ তপোবিঘ্নজনিত ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া তাহাকে "মর্ত্ত্যলোকে গিয়া মানুষী হও" এই বলিয়া শাপ দিলেন॥৮০॥ হরিণী সেই অভিশাপ শ্রবণ করিয়া মুনিবরের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক শরণাগত হইল এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, ভগবন্! আমি পরাধীন, আপনার প্রতিকূল আচরণহেতু আমার যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা আপনি নিজগুণে কৃপা করিয়া মার্জনা করুন। মহর্ষি এইরূপ বিনয়বাক্যে প্রীত হইয়া বলিলেন, তুমি দিব্য কুসুম দর্শন

ক্রথকৈশিকবংশসম্ভবা, তব ভূত্বা মহিষী চিরায় সা।
উপলব্ধবতী দিবশ্চ্যুতং, বিবশা শাপনিবৃত্তিকারণম্॥ ৮২॥
তদলং তদপায়চিন্তয়া, বিপদুৎপত্তিমতামুপস্থিতা।
বসুধেয়মবেক্ষ্যতাং ত্বয়া, বসুমত্যা হি নৃপাঃ কলত্রিণঃ॥ ৮৩॥
উদয়ে মদবাচ্যমুজ্ঝতা, শ্রুতমাবিষ্কৃতমাত্মবৎ ত্বয়া।
মনসস্তদুপস্থিতে জ্বরে, পুনরক্লীবতয়া প্রকাশ্যতাম্॥ ৮৪॥
রুদতা কুত এব সা পুনর্ভবতা নানুমৃতাপি লভ্যতে।
পরলোকজুষাং স্বকর্মভির্গতয়ো ভিন্নপথা হি দেহিনাম্॥ ৮৫॥
অপশোকমনাঃ কুটুম্বিনীমনুগৃহ্ণীষ্ব নিবাপদত্তিভিঃ।
স্বজনাশ্রু কিলাতিসন্ততং, দহতি প্রেতমিতি প্রচক্ষতে॥ ৮৬॥
মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং, বিকৃতির্জীবিতমুচ্যতে বুধৈঃ।
ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে শ্বসন্, যদি জন্তুর্ননু লাভবানসৌ॥ ৮৭॥
অবগচ্ছতি মূঢ়চেতনঃ, প্রিয়নাশং হৃদি শল্যমর্পিতম্।
স্থিরধীস্তু তদেব মন্যতে, কুশলদ্বারতয়া সমুদ্ধৃতম্॥ ৮৮॥
স্বশরীরশরীরিণাবপি, শ্রুতসংযোগবিপর্যয়ৌ যদা।
বিরহঃ কিমিবানুতাপয়েদ্বদ বাহ্যৈর্বিষয়ৈর্বিপশ্চিতম্॥ ৮৯॥
ন পৃথগ্জনবচ্ছুচো বশং, বশিনামুত্তম গন্তুমর্হসি।
দ্রুমসানুমতাং কিমন্তরং, যদি বায়ৌ দ্বিতীয়েঽপি তে চলাঃ॥ ৯০॥
স তথেতি বিনেতুরুদারমতেঃ, প্রতিগৃহ্য বচো বিসসর্জ মুনিম্।
তদলব্ধপদং হৃদি শোকঘনে, প্রতিযাতমিবান্তিকমস্য গুরোঃ॥ ৯১

করিবামাত্র মানবীরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় স্বর্গে গমন করিবে॥ ৮১॥ হে মহীপতে! সেই হরিণী ক্রথকৈশিকবংশে "ইন্দুমতী" নামে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন, এক্ষণে নভস্তল হইতে শাপনিবৃত্তির নিদান-স্বরূপ সুরকুসুম সন্দর্শন করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন।৮২॥ অতএব এখন তাঁহার জন্য শোক করা নিষ্প্রয়োজন, জন্মগ্রহণ করিলে মৃত্যু নিশ্চিতই আছে, আপনি এক্ষণে এই বসুমতীকেই পরিপালন করুন, যেহেতু, মহীপালগণ বসুমতা লইয়াই ভার্য্যাবিশিষ্ট হইয়া থাকেন॥ ৮৩॥ আপনি অভ্যুদয়-সময়ে প্রমত্ত না হইয়া যে অধ্যাত্মশাস্ত্র আলোচনা দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে মানসিক সন্তাপকালে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সেই অপ্রতিহত জ্ঞানরাশি পুনর্ব্বার প্রকাশ করুন। আর নিয়ত রোদন করিলেও তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবেন না, অনুগমন করিলেও তাঁহার সহিত সক্ষাৎ একান্ত দুর্লভ; যেহেতু, পরলোকগামী জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন পথে গমন করিয়া থাকে॥ ৮৪-৮৫॥ এক্ষণে এই প্রিয়াশোক অন্তঃকরণ হইতে দূরীকৃত করিয়া পিণ্ডদানাদি দ্বারা সেই সহধর্ম্মিণীকে অনুগৃহীত করুন, কারণ, পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে,স্বজনদিগের অতিসন্তপ্ত অশ্রুজল প্রেতকে দগ্ধ করিয়া থাকে॥ ৮৬॥ মুনিগণ বলিয়া থাকেন, প্রাণিগণের মরণই প্রকৃতি এবং জীবনই বিকৃতি, জীবগণ এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-সমন্বিত হইয়া যতক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে, তাহাই তাহাদের পরম লাভ। ভ্রান্ত মানবগণ প্রিয়নাশকে হৃদয়ে নিহিত শল্যস্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকে, কিন্তু স্থিরবুদ্ধি মহাপুরুষগণ তাহাকেই মঙ্গলদ্বার বিবেচনা করিয়া হৃদয়োদ্ধৃত শল্যস্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন॥ ৮৭-৮৮॥ যখন স্বীয় শরীর ও আত্মার পরস্পর সংযোগ ও ঈদৃশ বিয়োগ হইতেছে, তখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ পুত্রকলত্র প্রভৃতি বাহ্যবিষয়ের বিরহে কেন পরিতপ্ত হইবেন? ৮৯॥ হে জিতেন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ! প্রাকৃত লোকের ন্যায় আপনার শোকের বশীভূত হওয়া উচিত নয়, যদি বায়ু বহিলে ভূমিরুহ ও ভূধর উভয়েই চঞ্চল হয়, তবে আর উহাদের মধ্যে প্রভেদ কি রহিল? ৯০॥ তৎপরে অজ উদারবুদ্ধি গুরু বশিষ্ঠের উপদেশ-বাক্য স্বীকার পূর্ব্বক গুরুর শিষ্যবয়কে বিদায় করিলেন; কিন্তু সেই সমস্ত উপদেশবাক্য অজের শোকপূরিত হৃদয়ে স্থান না পাইয়াই যেন গুরু বশিষ্ঠের সমীপে

তেনাষ্টৌ পরিগমিতাঃ সমাঃ কথঞ্চিদ্বালত্বাদবিতথসূনৃতেন সূনোঃ।
সাদৃশ্যপ্রতিকৃতিদর্শনৈঃ প্রিয়ায়াঃ, স্বপ্নেষু ক্ষণিকসমাগমোৎসবৈশ্চ ॥ ৯২ ॥
তস্য প্রসহ্য হৃদয়ং কিল শোকশঙ্কুঃ, প্লক্ষপ্ররোহ ইব সৌধতলং বিভেদ।
প্রাণান্তহেতুমপি তং ভিষজামসাধ্যং, লাভং প্রিয়ানুগমনে ত্বরয়া স মেনে॥ ৯৩॥
সম্যগ্ বিনীতমথ বর্ম্মধরং কুমারমাদিশ্য রক্ষণবিধৌ বিধিবৎ প্রজানাম্।
রোগোপসৃষ্টতনুদুর্ব্বসতিং মুমুক্ষুঃ, প্রায়োপবেশনমতির্নৃপতির্বভূব ॥ ৯৪ ॥
তীর্থে তোয়ব্যতিকরভবে জহ্নুকন্যাসরয্বোর্দেহত্যাগাদমরগণনালেখ্যমাসাদ্য সদ্যঃ।
পূর্ব্বাকারাধিকতররুচা সঙ্গতঃ কান্তয়াসৌ, লীলাগারেষ্বরমত পুনর্নন্দনাভ্যন্তরেষু ॥৯৫॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ অজবিলাপো নাম অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

নবমঃ সর্গঃ

পিতুরনন্তরমুত্তরকোশলান্, সমধিগম্য সমাধিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
দশরথঃ প্রশশাস মহারথো, যমবতামবতাঞ্চ ধুরি স্থিতঃ ॥ ১ ॥
অধিগতং বিধিবদ্যদপালয়ৎ, প্রকৃতিমণ্ডলমাত্মকুলোচিতম্।
অভবদস্য ততো গুণবত্তরং, সনগরং নগরন্ধ্রকরৌজসঃ ॥ ২ ॥
উভয়মেব বদন্তি মনীষিণঃ, সময়বর্ষিতয়া কৃতকর্ম্মণাম্।
বলনিসূদনমর্থপতিঞ্চ তং, শ্রমনুদং মনুদণ্ডধরান্বয়ম্ ॥ ৩ ॥

প্রত্যাবর্ত্তন করিল ॥ ৯১ ॥ অনন্তর সত্য ও প্রিয়ভাষী অজরাজ, কুমার দশরথ অতিশয় সুকুমার ও রাজ্যভারবহনে অসমর্থ ভাবিয়া কখনও চিত্রপটে প্রিয়ার প্রতিকৃতি দর্শন, কখনও বা বস্তুবিশেষে তাঁহার অনুরূপাকৃতি চিন্তা, কখনও বা স্বপ্নসময়ে ক্ষণকাল সমাগম-সুখ দ্বারা অতিকষ্টে আট বৎসর কাল অতিবাহিত করিলেন ॥ ৯২ ॥ অনন্তর বটবৃক্ষের প্ররোহ যেমন অবলীলাক্রমে সৌধতল ভেদ করে, তদ্রূপ শোক-শল্য অজের হৃদয় বলপূর্ব্বক বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল; কিন্তু প্রাণপ্রয়াণ ঘটিলেই অচিরাৎ প্রেয়সীর অনুগমন করিতে সমর্থ হইবেন ভাবিয়া তিনি বৈদ্যগণের অসাধ্য মৃত্যুনিদান সেই শোককে লাভই বিবেচনা করিলেন ॥ ৯৩ ॥ অদনন্তর নৃপতি অজ সম্যক্রূপে বিনীত বর্ম্মধারণক্ষম বয়ঃপ্রাপ্ত কুমার দশরথকে বিধিপূর্ব্বক প্রজাপালন-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, রোগপরিপূর্ণ-দেহে অতি কষ্টে অবস্থান করিতে অনিচ্ছুক হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিবার মানসে প্রায়োপবেশনে অভিলাষ করিলেন ॥৯৪॥ অনন্তর তিনি সরযূ ও জাহ্নবীর সলিলসঙ্গম-সম্ভূত তীর্থে স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অমরগণনায় পরিগণিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুন্দরী কান্তার সহিত নন্দন-কাননের অভ্যন্তরস্থিত লীলাগৃহে পুনরায় বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৯৫ ॥

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

শরণাগতরক্ষক ও সংযমিগণের অগ্রগণ্য জিতেন্দ্রিয় মহারথী রাজা দশরথ স্বীয় জনকের লোকান্তর-গমনের পর উত্তরকোশলের আধিপত্য লাভ করিয়া সুনিয়মে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ কুলক্রমাগত সমস্ত জনপদবাসী প্রজাগণ শাস্ত্রানুসারে প্রতিপালন হেতু কার্ত্তিকেয় তুল্য পরাক্রমশালী মহারাজের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়া উঠিল ॥ ২ ॥ যথাকালে জল ও ধন বর্ষণ-হেতু বলনিসূদন বাসব ও মনুকুলসম্ভূত নরপতি দশরথ এই উভয়কেই পণ্ডিতগণ শ্রমোপজীবী কৃতকর্ম্মাদিগের

জনপদে ন গদঃ পদমাদধাবভিভবঃ কুত এব সপত্নজঃ।
ক্ষিতিরভূৎ ফলবত্যজনন্দনে, শমরতেঽমরতেজসি পার্থিবে ॥ ৪
দশদিগন্তজিতা রঘুণা যথা, শ্রিয়মপুষ্যদজেন ততঃ পরম্।
তমধিগম্য তথৈব পুনর্বভৌ, ন ন মহীমমহীনপরাক্রমম্ ॥ ৫ ॥
সমতয়া বসুবৃষ্টিবিসর্জ্জনৈর্নিয়মনাদসতাঞ্চ নরাধিপঃ।
অনুযযৌ যমপুণ্যজনেশ্বরৌ, সবরুণাবরুণাগ্রসরং রুচা ॥ ৬ ॥
ন মৃগয়াভিরতির্ন দুরোদরং, ন চ শশিপ্রতিমাভরণং মধু।
তমুদয়ায় ন বা নবযৌবনা, প্রিয়তমা যতমানমপাহরৎ ॥ ৭ ॥
ন কৃপণা প্রভবত্যপি বাসবে, ন বিতথা পরিহাসকথাস্বপি।
ন চ সপত্নজনেষ্বপি তেন বাগপরুষা পরুষাক্ষরমীরিতা ॥ ৮ ॥
উদয়মস্তময়ঞ্চ রঘূদ্বহাদুভয়মানশিরে বসুধাধিপাঃ।
স হি নিদেশমলঙ্ঘয়তামভূৎ, সুহৃদয়োহৃদয়ঃ প্রতিগর্জ্জতাম্ ॥ ৯ ॥
অজয়দেকরথেন স মেদিনীমুদধিনেমিমধিজ্যশরাসনঃ।
জয়মঘোষয়দস্য তু কেবলং, গজবতী জবতীব্রহয়া চমূঃ ॥ ১০ ॥
অবনিমেকরথেন বরূথিনা, জিতবতঃ কিল তস্য ধনুর্ভৃতঃ।
বিজয়দুন্দুভিতাং যযুরর্ণবা, ঘনরবা নরবাহনসম্পদঃ ॥ ১১ ॥
শমিতপক্ষবলঃ শতকোটিনা, শিখরিণাং কুলিশেন পুরন্দরঃ।
স শরবৃষ্টিমুচা ধনুষা দ্বিষাং, স্বনবতা নবতামরসাননঃ ॥ ১২
চরণয়োর্নখরাগসমৃদ্ধিভির্মুকুটরত্নমরীচিভিরস্পৃশন্।
নৃপতয়ঃ শতশো মরুতো যথা, শতমখং তমখণ্ডিতপৌরুষম্ ॥ ১৩

শ্রমনাশক বলিয়া থাকেন ॥ ৩॥ শান্তিনিরত দেবতুল্য তেজস্বী মহারাজ দশরথের অধিকারকালে রাজ্যমধ্যে শত্রুজন্য পরাভবের কথা দূরে থাকুক ব্যাধিও স্থান পাইতে পারে নাই এবং বসুমতী সমধিক ফলবতী হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ দশদিগ্‌জেতা রঘু এবং তৎপরে তৎপুত্র অজের অধিকারকালে বসুন্ধরা যাদৃশী শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তুল্য পরাক্রমশালী নরপতি দশরথও মধ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যমরাজের, ধনবিতরণ করিয়া কুবেরের, অসাধুগণের নিগ্রহ দ্বারা বরুণের এবং দেহকান্তি দ্বারা দিনকর-দেবের অনুসরণ করিয়াছিলেন ॥ ৫-৬ ॥ কি মৃগয়াভিলাষ, কি পাশক্রীড়া, কি শশিবিম্বভূষিত মদিরা, কি নবযৌবনা কামিনী, কোন ব্যসনেই উন্নতির বিষয়ে যত্নশীল দশরথকে কোনরূপেই আকর্ষণ করিতে পারে নাই ॥ ৭ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র প্রভু হইলেও তিনি কখনও তাঁহার নিকট দীনবাক্য প্রয়োগ করেন নাই; পরিহাসকালে কখনও মিথ্যা-বাক্য বলেন নাই এবং তিনি এরূপ ক্রোধশূন্য শান্তপ্রকৃতি ছিলেন যে, বিপক্ষগণও কর্কশ-বাক্য প্রয়োগ করে নাই ॥ ৮ ॥ রাজগণ সেই রঘুকুলপতির নিকট উন্নতি ও অবনতি উভয়ই লাভ করিয়াছিলেন, যাঁহারা তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেন, তিনি তাঁহাদিগের সহিত বন্ধুর ন্যায় আচরণ করিতেন, আর যাহারা তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিস্পর্দ্ধা করিতেন, সেই সকল প্রতিকূল নৃপতিগণের প্রতি তিনি লৌহবৎ কঠিনহৃদয় হইয়া শত্রুতাচরণ করিতেন ॥ ৯ ॥ অধিজ্যশরাসন রাজা দশরথ স্বয়ং একরথেই সমুদ্রবেষ্টিতা পৃথিবীজয় করিয়াছিলেন, দ্রুতগামী বাজি-বিরাজিত গজযূথশালিনী সেনা-সমূহ কেবল তাঁহার জয়ঘোষণা করিয়াছিল মাত্র ॥ ১০ ॥ তিনি গুপ্তিবিশিষ্ট মনোহর একরথে আরোহণপূর্ব্বক ধনুর্দ্ধারণ করিয়া যখন মেদিনীমণ্ডল জয় করেন, তখন মেঘগম্ভীরস্বর সাগর কুবেরতুল্য ধনশালী মহারাজের বিজয়-দুন্দুভির কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল ॥ ১১ ॥ পুরন্দর যেরূপ শতকোটির আঘাত দ্বারা পর্ব্বতদিগের পক্ষচ্ছেদ করিয়াছিলেন, নবনলিনানন রাজা দশরথও তদ্রূপ শব্দায়মান শরাসন গ্রহণ করিয়া নিরন্তর শরবৃষ্টি দ্বারা রিপুগণের সমস্ত সহায় ও বলবিক্রম ক্ষয় করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ মরুদ্গণ যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রণাম করেন, সেইরূপ শত শত রাজগণ নখরাগরঞ্জিত মুকুটের রত্নকিরণ

নিবৱৃতে মহার্ণবরোধসঃ সচিবকারিতবালসুতাঞ্জলীন্‌।
সমনুকম্প্য সপত্নপরিগ্রহাননলকানলকানবমাং পুরীম্‌॥ ১৪॥
উপগতোঽপি চ মণ্ডলনাভিতামনুদিতান্যসিতাতপবারণঃ।
শ্রিয়মবেক্ষ্য স রন্ধ্রচলামভূদনলসোঽনলসোমসমদ্যুতিঃ॥ ১৫॥
তমপহায় কাকুৎস্থকুলোদ্ভবং, পুরুষমাত্মভবঞ্চ পতিব্রতা।
নৃপতিমন্যমসেবত দেবতা, সকমলা কমলাধবমর্থিষু॥ ১৬॥
তমলভন্ত পতিং পতিদেবতাঃ, শিখরিণামিব সাগরমাপগাঃ।
মগধকোশলকেকয়শাসিনাং, দুহিতরোঽহিতরোপিতমার্গণম্‌॥ ১৭॥
প্রিয়তমাভিরসৌ তিসৃভির্বভৌ, তিসৃভিরেব ভুবং সহ শক্তিভিঃ।
উপগতো বিনিনীষুরিব প্রজাঃ, হরিহয়োঽহরিহযোগবিচক্ষণঃ॥ ১৮॥
স কিল সংযুগমূর্দ্ধ্নি সহায়তাং, মঘবতঃ প্রতিপদ্য মহারথঃ।
স্বভুজবীর্য্যমগাপয়দুচ্ছ্রিতং, সুরবধূরবধূতভয়াঃ শরৈঃ॥ ১৯॥
ক্রতুষু তেন বিসর্জ্জিতমৌলিনা, ভুজসমাহৃতদিগ্‌বসুনা কৃতাঃ।
কনকযূপসমুচ্ছ্রয়শোভিনো, বিতমসা তমসাসরযূতটাঃ॥ ২০॥
অজিনদণ্ডভৃতং কুশমেখলাং, যতগিরং মৃগশৃঙ্গপরিগ্রহাম্‌।
অধিবসংস্তনুমধ্বরদীক্ষিতামসমভাসমভাসয়দীশ্বরঃ॥ ২১॥
অবভৃথপ্রয়তো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ, সুরসমাজসমাক্রমণোচিতঃ।
সময়তি স্ম স কেবলমুন্নতং, বনমুচে নমুচেররয়ে শিরঃ॥ ২২॥
অসকৃদেকরথেন তরস্বিনা, হরিহয়াগ্রসরেণ ধনুর্ভৃতা।
দিনকরাভিমুখা রণরেণবো, রুরুধিরে রুধিরেণ সুরদ্বিষাম্‌॥ ২৩॥

দ্বারা সেই অখণ্ডিত-পৌরুষ দশরথের চরণে প্রণিপাত করিয়াছিলেন ॥১৩॥ অবশেষে শত্রুদিগের শিশু-সন্তানগণ স্ব স্ব সচিববর্গের উপদেশানুসারে দিগ্বিজয়ী রাজার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে, তিনি অলক-সংস্কারশূন্য নিহতভর্তৃক অরাতিপত্নীদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া মহাসাগরের শেষসীমা হইতে অলকাতুল্য অযোধ্যাপুরীর অভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন ॥১৪॥ বহ্নি ও হিমাংশুতুল্য কান্তিশালী একচ্ছত্রী মহারাজ দশরথ দ্বাদশ রাজমণ্ডলের প্রধান মহীপতির পদ লাভ করিয়াও লক্ষ্মীকে রন্ধ্রচপলা জানিয়া সর্ব্বদা অবহিত-চিত্ত থাকিতেন ॥ ১৫ ॥ পতিব্রতা কমলাদেবী অতি বদান্য দীন-প্রতিপালক সেই রঘুকুলতিলক রাজা দশরথ ও স্বয়ম্ভু পুরাণপুরুষ নারায়ণকে পরিত্যাগ করিয়া আর অন্য কোন নরপতির সেবা করেন নাই ॥ ১৬ ॥ পর্ব্বততনয়া যেমন সাগরকে লাভ করিয়া থাকেন, সেইরূপ মগধ কোশল ও কেকয় দেশের রাজকন্যাগণ শত্রুসংহারক নরপতি দশরথকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥ অরিবিনাশক ও মন্ত্রণাকুশল রাজা দশরথ সেই তিন প্রিয়তমার সহিত সংমিলিত হইয়া প্রজাগণকে শিক্ষাদান করিবার নিমিত্ত প্রভু, মন্ত্র ও উৎসাহ এই তিন শক্তির সহিত অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ মহারথী মহারাজ দশরথ রণভূমিতে দেবেন্দ্রের সহায়তা করিয়া শর দ্বারা ভয় দূর করত সুরবধূগণকে স্বকীয় উৎকৃষ্ট ভুজবীর্য্য গান করাইয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥ তমোগুণবিরহিত দশরথ স্বকীয় ভুজবলে দশদিক্‌ হইতে ধনরাশি আহরণ করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞে মস্তক হইতে কিরীট অবমোচন পূর্ব্বক সরযূ ও তমসা নদীর তীরভূমি অত্যুন্নত যূপমালায় পরিশোভিত করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥ ভগবান্‌ অষ্টমূর্ত্তি মহাদেব কৃষ্ণাজিন-দণ্ডধারিণী শরমৌঞ্জীপরিধানা মৌনব্রতাবলম্বিনী কণ্ডূয়নার্থ মৃগশৃঙ্গ-হস্তা যজ্ঞদীক্ষিতা দাশরথী তনু ধারণ করিয়া উহা অনুপম শোভায় সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥ যজ্ঞীয় অভিষেক দ্বারা পবিত্রীভূত জিতেন্দ্রিয় মহারাজ দশরথ সুরগণের সমাজে উপবেশন করিবার যোগ্য ছিলেন, তিনি কেবল দেবরাজের নিকটেই স্বীয় উন্নত মস্তক অবনত করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥ অদ্বিতীয় রথী পৃথিবীপতি রাজা দশরথ শরাসন ধারণপূর্ব্বক দেবেন্দ্রের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া অসুরগণের শোণিত দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলাভিমুখগত

অথ সমাববৃতে কুসুমৈর্নবৈস্তমিব সেবিতুমেকনরাধিপম্।
যমকুবেরজলেশ্বরবজ্রিণাং, সমধুরং মধুরঞ্চিতবিক্রমম্॥ ২৪॥
জিগমিষুর্ধনদাধ্যুষিতাং দিশং, রথযুজা পরিবর্ত্তিতবাহনঃ।
দিনমুখানি রবিহিমনিগ্রহৈর্বিমলয়ন্ মলয়ন্নগমত্যজৎ॥২৫॥
কুসুমজন্ম ততো নবপল্লবাস্তদনু ষট্পদকোকিলকূজিতম্।
ইতি যথাক্রমমাবিরভূন্মধুর্দ্রুমবতীমবতীর্য্য বনস্থলীম্॥ ২৬॥
নয়গুণোপচিতামিব ভূপতেঃ, সদুপকারফলাং শ্রিয়মর্থিনঃ।
অভিযযুঃ সরসো মধুসম্ভৃতাং, কমলিনীমলিনীরপতত্রিণঃ॥ ২৭॥
কুসুমমেব ন কেবলমার্ত্তবং, নবমশোকতরোঃ স্মরদীপনম্।
কিসলয়প্রসরোঽপি বিলাসিনাং, দময়িতা দয়িতাশ্রবণার্পিতঃ॥ ২৮
বিরচিতা মধুনোপবনশ্রিয়ামভিনবা ইব পত্রবিশেষকাঃ।
মধুলিহাং মধুদান-বিশারদাঃ, কুরবকা রবকারণতাং যযুঃ॥ ২৯।
সুবদনাবদনাসবসম্ভৃতস্তদনুবাদিগুণঃ কুসুমোদ্গমঃ।
মধুকরৈরকরোন্মধুলোলুপৈর্বকুলমাকুলমায়তপঙ্ক্তিভিঃ। ৩০।
উপহিতং শিশিরাপগমশ্রিয়া, মুকুলজাতমশোভত কিংশুকে।
প্রণয়িনীব নখক্ষতমণ্ডনং, প্রমদয়া মদযাপিতলজ্জয়া। ৩১।
ব্রণগুরুপ্রমদাধরদুঃসহং, জঘননির্বিষয়ীকৃতমেখলম্।
ন খলু তাবদশেষমপোহিতুং, রবিরলং বিরলং কৃতবান্ হিমম্॥ ৩২
অভিনয়ান্ পরিচেতুমিবোদ্যতা, মলয়মারুতকম্পিতপল্লবা।
অমদয়ৎ সহকারলতা মনঃ, সকলিকাকলিকা মজিতামপি ৩৩

রণোদ্ধৃত ধূলিপটল নিবারণ করিয়াছিলেন ২৩। অনন্তর প্রভাব ও ঐশ্বর্য্যাদিতে ধর্ম্মরাজ, যক্ষরাজ ও সুররাজের সমকক্ষ পূজ্য পরাক্রমশালী সেই অদ্বিতীয় নৃপতি দশরথকে সেবা করিবার নিমিত্ত যেন নবকুসুম-বিভূষিত বসন্ত-ঋতু সমাগত হইল॥ ২৪॥ দিনকর কুবেরপালিত দিকে যাইতে অভিলাষী হইলে, তদীয় সারথি অরুণবর্ণ অশ্বগণকে পরিবর্ত্তিত করিল; পরে হিমজাল দূরীভূত হওয়ায় প্রভাত-কালীন আকাশমণ্ডল সুনির্ম্মল করিয়া তিনি মলয়াচল পরিত্যাগ করিলেন॥ ২৫॥ প্রথমে কুসুমোদ্গম, তৎপরে নবপল্লব, তদনন্তর ভ্রমর গুঞ্জন ও কোকিলকূজন সংঘটিত হইতে লাগিল; বসন্ত-ঋতু এই-রূপে ক্রমশঃ তরুলতাভূষিত বনস্থলীতে অবতীর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইল॥ ২৬। অর্থিগণ যেরূপ নীতি-বল ও শৌর্য্যাদিগুণ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত সজ্জনের উপকারমাত্র প্রয়োজন মহারাজ দশরথের সম্পত্তির প্রতি ধাবমান হইত, সেইরূপ অলিকুলও বারি বিহঙ্গমগণ সরোজবাসিনী বসন্তবিকসিত, নলিনীর প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল॥ ২৭॥ নবপ্রফুল্ল বসন্তসম্ভূত অশোকপ্রসূনই যে কেবল স্মরো-দ্দীপক হইল, এমন নহে, বিলাসিগণের উন্মাদজনক প্রমদাদিগের কর্ণার্পিত নবকিসলয় ও মনোভবকে উদ্দীপিত করিল॥ ২৮॥ মধুকরগণ উপবনলক্ষ্মীর বসন্তবিরচিত নবীনপত্র-রচনার ন্যায় মধুদানচতুর-কুরবক-কুসুমের মধুপান করিয়া গান করিতে প্রবৃত্ত হইল॥ ২৯॥ মদগন্ধি বকুলপুষ্পকুল সুবদনা কামিনীদিগের বদনমদিরা-সেবন হেতু অচিরাৎ উৎপন্ন হইলে মধুলোলুপ মধুপসমূহ দলে দলে আসিয়া বকুলবৃক্ষকে আকুল করিয়া তুলিল॥ ৩০॥ বসন্তলক্ষ্মীর আবির্ভাবে পলাশতরুর মুকুল-সকল, মদমত্ত লজ্জাবিহীনা প্রমদাগণ কর্ত্তৃক স্বীয় প্রিয়তমের অঙ্গে সমর্পিত নখক্ষতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল॥ ৩১॥ কামিনীগণের বল্লভকৃত দন্তক্ষত অধরোষ্ঠের পীড়াদায়ক এবং শীতল মেখলাদাম পরিধানের প্রতিরোধক হয় বলিয়া দিবাকর তুষারপাত অনেক অংশে বিরলীকৃত করিয়া আনিলেন, কিন্তু একেবারে নিঃশেষ করিতে পারিলেন না॥ ৩২॥ পল্লব-সকল মলয়সমীরণের হিল্লোলভরে কম্পিত হইলে কলিকা-বিভূষিত সহকারলতা, নিত্যকৌশলশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াই যেন রাগদ্বেষাদি-

প্রথমমন্যভৃতাভিরুদীরিতাঃ, প্রবিরলা ইব মুগ্ধবধূকথাঃ।
সুরভিগন্ধিষু শুশ্রুবিরে গিরঃ, কুসুমিতাসু মিতা বনরাজিষু॥ ৩৪॥
শ্রুতিসুখভ্রমরস্বনগীতয়ঃ, কুসুমকোমলদন্তরুচো বভুঃ।
উপবনান্তলতাঃ পবনাহতৈঃ, কিসলয়ৈঃ সলয়ৈরিব পাণিভিঃ॥ ৩৫॥
ললিতবিভ্রমবন্ধবিচক্ষণং, সুরভিগন্ধপরাজিতকেশরম্।
পতিষু নির্বিবিশুর্মধুমঙ্গনাঃ, স্মরসখং রসখণ্ডনবর্জ্জিতম্॥ ৩৬॥
শুশুভিরে স্মিতচারুতরাননাঃ, স্ত্রিয় ইব শ্লথশিঞ্জিতমেখলাঃ।
বিকচতামরসা গৃহদীর্ঘিকা, মদকলোদকলোলবিহঙ্গমাঃ॥ ৩৭॥
উপযযৌ তনুতাং মধুখণ্ডিতা, হিমকরোদয়পাণ্ডুমুখচ্ছবিঃ।
সদৃশমিষ্টসমাগমনির্বৃতিং, বনিতয়ানিতয়া রজনীবধূঃ॥ ৩৮॥
অপতুষারতয়া বিষদপ্রভৈঃ, সুরতসঙ্গপরিশ্রমনোদিভিঃ।
কুসুমচাপমতেজয়দংশুভির্হিমকরোমকরোর্জিতকেতনম্॥ ৩৯॥
হুতহুতাশনদীপ্তি বনশ্রিয়ঃ, প্রতিনিধিঃ কনকাভরণস্য যৎ।
যুবতয়ঃ কুসুমং দধুরাহিতং, তদলকে দলকেশরপেশলম্॥ ৪০॥
অলিভিরঞ্জনবিন্দুমনোহরৈঃ, কুসুমপঙ্ক্তিনিপাতিভিরঙ্কিতঃ।
ন খলু শোভয়তি স্ম বনস্থলীং, ন তিলকস্তিলকঃ প্রমদামিব॥ ৪১॥
অমদয়ন্মধুগন্ধসনাথয়া, কিসলয়াধরসঙ্গতয়া মনঃ।
কুসুমসম্ভৃতয়া নবমল্লিকা, স্মিতরুচা তরুচারুবিলাসিনী॥ ৪২॥
অরুণরাগনিষেধিভিরংশুকৈঃ, শ্রবণলব্ধপদৈশ্চ যবাঙ্কুরৈঃ।
পরভৃতাবিরুতৈশ্চ বিলাসিনঃ, স্মরবলৈরবলৈকরসাঃ কৃতাঃ॥ ৪৩॥
উপচিতাবয়বা শুচিভিঃ কণৈরলিকদম্বকযোগমুপেয়ুষী।
সদৃশকান্তিরলক্ষ্যত মঞ্জরী, তিলকজালকজালকমৌক্তিকৈঃ॥ ৪৪॥

পরিশূন্য ব্যক্তিরও অন্তঃকরণ হরণ করিতে লাগিল॥ ৩৩। বসন্তের প্রারম্ভে কুসুমিত সুগন্ধি বনশ্রেণীতে পরিমিত কোকিলালাপ অতিশয় মুগ্ধ বধূগণের অতি বিরল বচনের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল॥ ৩৪॥ উপবনস্থ লতাগণ শ্রুতিমধুর ভ্রমরধ্বনিচ্ছলে সংগীত করিতেছে, কুসুমরূপ সুচারুদন্তকান্তি দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে এবং নবপল্লব পবনবেগে আন্দোলিত হইতেছে, এই সকল দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, তাহারা নর্ত্তকীর ন্যায় অভিনয়-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে॥ ৩৫॥ কামিনীগণ নিজ নিজ প্রিয়তমের সহিত সংমিলিত হইয়া নানাবিধ মনোহর বিভ্রম-রচনায় চতুর, বকুল-কুসুম হইতেও সুগন্ধিতর স্মরোদ্দীপক সুরা অনুরাগের সহিত সেবন করিতে লাগিল॥ ৩৬॥ বিকসিত কমলকুলে সুশোভিত গৃহদীর্ঘিকা-সকল মদকল জলচর বিহঙ্গমগণের বিচরণে মুখর-কাঞ্চী-বিভূষিতা স্মিতমুখী কামিনীব ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল॥ ৩৭॥ চন্দ্রোদয়ে পাণ্ডুমুখী বসন্তখণ্ডিতা রজনীবধূ প্রিয়সমাগমসুখ-রহিতা কামিনীর ন্যায় ক্রমশঃ ক্ষীণভাব প্রাপ্ত হইতে লাগিল॥ ৩৮॥ হিমকর হিমাপগমে নির্ম্মলকান্তি সুরতশ্রমাপনোদক কিরণজাল বিস্তার করিয়া মনোভবের পঞ্চবাণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল॥ ৩৯॥ কামিগণ ঘৃতাদির দ্বারা প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় উজ্জ্বলপ্রভ, উপবনলক্ষ্মীর কনকালঙ্কারস্বরূপ অতি সুকুমার কর্ণিকার-কুসুম কামিনীগণের অলকে সন্নিবেশিত করিয়া দিল॥ ৪০॥ যেরূপ তিলক-ভূষণ অঙ্গনাজনকে সুশোভিত করে, সেইরূপ তিলক-পাদপ অঞ্জনবিন্দুর তুল্য মনোরম কুসুম-নিপাতিত মধুকর-মালায় অলঙ্কৃত হইয়া বনস্থলীর অধিকতর শোভা সংবর্দ্ধিত করিয়া দিল॥ ৪১॥ তরুগণের মনোহর বিলাসধারিণী নবমল্লিকা মধুগন্ধি কুসুমস্তবক দ্বারা বিভূষিত হওয়াতে কিসলয়াধরে নিপতিত হাস্যকান্তিচ্ছটা দ্বারাই যেন পথিকগণের মনোহরণ করিতে লাগিল॥ ৪২॥ বালাতপ তুল্য, অরুণবর্ণ কুসুমরঞ্জিত বসন, কর্ণার্পিত যবাঙ্কুর এবং কোকিলাগণের কলরব ইত্যাদি মন্মথ-সৈন্য-সমূহে বিলাসিদিগের চিত্তকে একেবারে রমণীগণের একান্ত অধীন করিয়া তুলিল॥ ৪৩॥ শুভ্র পরাগরাশি-বিশিষ্ট তিলকমঞ্জরী ভ্রমরপংক্তির সংসর্গলাভ করাতে কামিনীদিগের অলকার্পিত মুক্তাগুম্ফিত অলকা-

ধ্বজপটং মদনস্য ধনুর্ভৃতশ্ছবিকরং মুখচূর্ণমৃতুশ্রিয়ঃ।
কুসুমকেশররেণুমলিব্রজাঃ, সপবনোপবনোত্থিতমন্বয়ুঃ॥ ৪৫॥
অনুভবন্নবদোলমৃতূৎসবং, পটুরপি প্রিয়কণ্ঠজিঘৃক্ষয়া।
অনয়দাসনরজ্জুপরিগ্রহে, ভুজলতাং জড়তামবলাজনঃ॥ ৪৬॥
ত্যজত মানমলং বত বিগ্রহৈর্ন পুনরৈতি গতং চতুরং বয়ঃ।
পরভৃতাভিরিতীব নিবেদিতে, স্মরমতে রমতে স্ম বধূজনঃ॥ ৪৭॥
অথ যথাসুখমার্ত্তবমুৎসবং, সমনুভূয় বিলাসবতীসখঃ।
নরপতিশ্চকমে মৃগয়ারতিং, স মধুমন্মধুমন্মথসন্নিভঃ॥ ৪৮॥
পরিচয়ং চললক্ষ্যনিপাতনে, ভয়রুষোশ্চ তদিঙ্গিতবোধনম্।
শ্রমজয়াৎ প্রগুণাঞ্চ করোত্যসৌ, তনুমতোঽনুমতঃ সচিবৈর্যযৌ॥ ৪৯॥
মৃগবনোপগমক্ষমবেশভৃৎ, বিপুলকণ্ঠনিষক্তশরাসনঃ।
গগনমশ্বখুরোদ্ধৃতরেণুভির্নৃসবিতা স বিতানমিবাকরোৎ॥ ৫০॥
গ্রথিতমৌলিরসৌ বনমালয়া, তরুপলাশসবর্ণতনুচ্ছদঃ।
তুরগবল্গনচঞ্চলকুণ্ডলো, বিরুরুচে রুরুচেষ্টিতভূমিষু॥ ৫১॥
তনুলতাবিনিবেশিতবিগ্রহা, ভ্রমরসংক্রমিতেক্ষণবৃত্তয়ঃ।
দদৃশুরধ্বনি তং বনদেবতাঃ, সুনয়নং নয়নন্দিতকোশলম্॥ ৫২॥
শ্বগণিবাগুরিকৈঃ প্রথমাস্থিতং, ব্যপগতানলদস্যু বিবেশ সঃ।
স্থিরতুরঙ্গমভূমি নিপানবৎ, মৃগবয়োগবয়োপচিতং বনম্॥ ৫৩॥

চরণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল॥ ৪৪ অলিবৃন্দ, ধনুর্দ্ধর মদনের ধ্বজপতাকারূপ বসন্তলক্ষ্মীর বদনশোভা-সম্পাদনকারী কুঙ্কুমাদি চূর্ণের সদৃশ উপবন দ্বারা উত্থিত কুসুমরেণুর অনুসরণ করিতে লাগিল॥ ৪৫॥ অবলাকুল দোলননিপুণ হইয়াও বসন্তবিরচিত দোলায় আন্দোলন-সুখ অনুভব-সময়ে প্রিয়কণ্ঠালিঙ্গনে সমুৎসুক হওয়াতেই আসনরজ্জু গ্রহণে স্বীয় ভুজলতা শিথিল করিয়াছিল॥ ৪৬॥ 'মান পরিহার কর, মানিনি! বৃথা কলহ করা কর্ত্তব্য নহে, উপভোগক্ষম নবযৌবন একবার অতীত হইলে আর পুনরাগমন করিবে না," কোকিলাগণ এইরূপে মনোভবের বিষয় প্রকাশ করিলে, সেই মানিনী কামিনীগণ সুরতক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইল॥ ৪৭॥ শ্রীমান বসন্ত ও মদনের তুল্য-কান্তি রাজা দশরথ এইরূপে বিলাসিনীগণের সহিত যথাসুখে বসন্তোৎসব অনুভব করিয়া মৃগয়াবিহারার্থ সমুৎসুক হইলেন॥ ৪৮॥ মৃগয়া দ্বারা চললক্ষ্যভেদে অভ্যাস হয়, পশুগণের ভয়ক্রোধজনিত ইঙ্গিতের বিশিষ্ট জ্ঞান হয় এবং শ্রমসহিষ্ণুতা হেতু শরীর লাঘবাদি গুণশালী হইয়া থাকে, এই সমস্ত কারণে মন্ত্রিবর্গ রাজার মৃগয়াগমনে অনুমোদন করিলে তিনি নগরী হইতে বহির্গত হইলেন॥ ৪৯॥ রাজা মৃগয়া-যাত্রাকালে বনগমনোচিত বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া বিপুল স্কন্ধদেশে শরাসন সংস্থাপন পূর্ব্বক অশ্বখুরোদ্ধৃত ধূলিপটলে গগনমার্গ আচ্ছাদিত করিয়া চলিলেন॥ ৫০॥ মহীপতি বনমালায় কেশপাশ সংবদ্ধ করিয়াছিলেন, বৃক্ষপত্র-সদৃশ হরিদ্বর্ণ কবচে শরীর আবৃত করিয়াছিলেন এবং তুরঙ্গের গতিসম্ভ্রমে তাঁহার শ্রবণ-কুণ্ডলযুগল আন্দোলিত হইতেছিল. এইরূপ শোভায় তিনি রুরুমৃগগণের সঞ্চারভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ৫১॥ বনদেবতা-সকল সূক্ষ্মলতায় নিজ দেহ সন্নিবেশিত এবং মধুকর-সমূহে দর্শনব্যাপার সমর্পণ করিয়া, পথিমধ্যে নীতিগুণে কোশলপ্রজার মনোরঞ্জনকারী সুলোচন রাজাকে দর্শন করিতে লাগিলেন॥ ৫২॥ তাঁহার আদেশে ব্যাধগণ প্রথমতঃ লগুড়-হস্তে কুক্কুরদল সমভিব্যাহারে কাননমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন দাবানল প্রশমিত ও দস্যুদল নিরাকৃত হইল এবং অশ্বসঞ্চালন-যোগ্য কর্দ্দমবিহীন ভূমিখণ্ড মনোনীত হইল; তৎপরে নৃপতি সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন; তথায় গবয়াদি পশুগণ ও নানাবিধ পক্ষী বাস করিত এবং সেই স্থানে অনেক

অথ নভস্য ইব ত্রিদশায়ুধং, কনকপিঙ্গতড়িদ্গুণসংযুতম্।
ধনুরধিজ্যমনাধিরুপাদদে, নরবরো রবরোষিতকেশরী ॥ ৫৪ ॥
তস্য স্তনপ্রণয়িভির্মুহুরেণশাবৈর্ব্যাহন্যমানহরিণীগমনং পুরস্তাৎ।
আবির্বভূব কুশগর্ভমুখং মৃগাণাং, যূথং তদগ্রসরগর্ব্বিতকৃষ্ণসারম্ ॥ ৫৫ ॥
তৎ প্রার্থিতং জবনবাজিগতেন রাজ্ঞা, তূণীমুখোদ্ধৃতশরেণ বিশীর্ণপঙ্‌ক্তি।
শ্যামীচকার বনমাকুলদৃষ্টিপাতৈর্বাতেরিতোৎপলদলপ্রকরৈরিবার্দ্রৈঃ ॥ ৫৬ ॥
লক্ষ্যীকৃতস্য হরিণস্য হরিপ্রভাবঃ, প্রেক্ষ্য স্থিতাং সহচরীং ব্যবধায় দেহম্।
আকর্ণকৃষ্টমপি কামিতয়া স ধন্বী, বাণং কৃপামৃদুমনাঃ প্রতিসঞ্জহার ॥ ৫৭ ॥
তস্যাপরেষ্বপি মৃগেষু শরান্ মুমুক্ষোঃ, কর্ণান্তমেত্য বিভিদে নিবিড়োঽপি মুষ্টিঃ।
ত্রাসাতিমাত্রচটুলৈঃ স্মরতঃ সুনেত্রৈঃ, প্রৌঢ়প্রিয়ানয়নবিভ্রমচেষ্টিতানি ॥ ৫৮ ॥
উত্তস্থুষঃ সপদি পল্বলপঙ্কমধ্যাৎ, মুস্তাপ্ররোহকবলাবয়বানুকীর্ণম্।
জগ্রাহ চ দ্রুতবরাহকুলস্য মার্গং, সুব্যক্তমার্দ্রপদপংক্তিভিরায়তাভিঃ ॥ ৫৯ ॥
তং বাহনাদবনতোত্তরকায়মীষদ্বিধ্যন্তমুদ্ধতসটাঃ প্রতিহন্তুমীষুঃ।
নাত্মানমস্য বিবিদুঃ সহসা বরাহা, বৃক্ষেষু বিদ্ধমিষুভির্জঘনাশ্রয়েষু ॥ ৬০ ॥
তেনাভিঘাতরভসস্য বিকৃষ্য পত্রী, বন্যস্য নেত্রবিবরে মহিষস্য মুক্তঃ।
নির্ভিদ্য বিগ্রহমশোণিতলিপ্তপুঙ্খস্তং পাতয়াম্প্রথমমাস পপাত পশ্চাৎ ॥ ৬১ ॥
প্রায়োবিষাণপরিমোক্ষলঘূত্তমাঙ্গান্, খড়্গাংশ্চকার নৃপতির্নিশিতৈঃ ক্ষুরপ্রৈঃ।
শৃঙ্গং স দৃপ্তবিনয়াধিকৃতঃ পরেষামত্যুচ্ছ্রিতং ন মমৃষে নতু দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ৬২ ॥

নিপানও ছিল ॥ ৫৩ ॥ অনন্তর মেঘনাদ-শব্দিত ভাদ্রমাস যেরূপ কনকপ্রভা সৌদামিনীস্বরূপ মৌর্ব্বী দ্বারা বদ্ধ ইন্দ্রধনু ধারণ করে, সেইরূপ প্রফুল্লচিত্ত পৃথিবীপতি রাজা দশরথ অধিজ্য শরাসন ধারণ করিয়া টঙ্কার-নিনাদে বনবাসী কেশরীগণকে রোষিত করিয়া তুলিলেন ॥ ৫৪ ॥ এই সময়ে এক মৃগযূথ কুশকবল চর্ব্বণ করিতে করিতে তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল, ঐ যূথের মধ্যে স্তন্যপায়ী হরিণশাবকগণ হরিণীদিগের সম্মুখভাগে গতিরোধ করিতেছিল এবং মদগর্ব্বিত কৃষ্ণসারগণ যূথের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিল ॥ ৫৫ ॥ বেগশালী অশ্বে সমারূঢ় রাজা দশরথ যেমন তূণীরমুখ হইতে শরসকল গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগের অভিমুখে গমন করিলেন, অমনি তাহারা যূথভ্রষ্ট হইয়া সমীরণ-সঞ্চালিত বারিসিক্ত উৎপলদলের ন্যায়, সাকুল দৃষ্টিপাতে বনভূমি শ্যামবর্ণ করিয়া ফেলিল। ৫৬ ॥ ইন্দ্রতুল্য বলশালী মহীপতি দশরথ শরাসন ধারণ করিয়া এক হরিণকে লক্ষ্য করিলে, সহচারিণী নিজ প্রিয়তমের কলেবর-ব্যবধানে দাঁড়াইল, রাজা তদ্দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া স্বীয় কামুকতাবশতঃ আকর্ণকৃষ্ট শর প্রতি-সংহার করিলেন ॥ ৫৭ ॥ অন্যান্য হরিণগণে বাণ মোচন করিতে অভিলাষী হইয়া তিনি তাহাদিগের সুদৃশ্য নিরীহ ভয়চঞ্চল নয়ন নিরীক্ষণ মাত্র প্রগল্ভ কান্তার লোচন-বিভ্রমব্যাপার স্মরণ হওয়াতে কর্ণোপান্ত পর্য্যন্ত আকৃষ্ট সুদৃঢ় মুষ্টি শিথিল করিলেন ॥ ৫৮ ॥ তদনন্তর নৃপবর সহসা পল্বলপঙ্ক হইতে উত্থিত দ্রুতবেগে পলায়মান বরাহযূথের মুস্তাঙ্কুর-কবলের কিয়দংশে আকীর্ণ, আর্দ্র এবং সদ্য পদচিহ্ন-পংক্তি দ্বারা সুস্পষ্ট লক্ষিত গমন-পথের অনুসরণ করিলেন ॥ ৫৯ ॥ তিনি অশ্বোপরি স্বীয় দেহের ঊর্দ্ধভাগ কিঞ্চিৎ অবনত করিয়া শর-প্রহারে প্রবৃত্ত হইলে, বরাহ-সকল তাঁহাকে প্রতিপ্রহার করিতে বাসনা করিল, কিন্তু আশ্রিত বৃক্ষে আপনাদিগের জঘনদেশ সহসা বিদ্ধ হইয়াছে, তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই ॥ ৬০ ॥ বন্য মহিষগণ তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, তিনি শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদের নেত্রবিবরে এক এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন; নিক্ষিপ্ত বাণ-সকল এরূপ দ্রুতবেগে গমন করিল যে, উহা মহিষগণের দেহ ভেদ করত শোণিতলিপ্ত না হইয়া প্রথমে মহিষকে পাতিত করিল, তৎপশ্চাৎ স্বয়ং নিপতিত হইল ॥ ৬১ ॥ দুষ্টনিগ্রহকারী দশরথ নৃপতি শাণিত ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা গণ্ডারদিগের খড়্গাচ্ছেদ করিয়া তাহাদিগের মস্তকভারের লঘুতা সম্পাদন করিলেন, কিন্তু প্রাণ বিনাশ করিলেন না;

ব্যাঘ্রানভীরভিমুখোৎপতিতান্ গুহাভ্যঃ, ফুল্লাসনাগ্রবিটপানিব বায়ুভগ্নান্।
শিক্ষাবিশেষলঘুহস্ততয়া নিমেষাৎ, তূণীচকার শরপূরিতবক্ত্ররন্ধ্রান্॥ ৬৩॥
নির্ঘাতোগ্রৈঃ কুঞ্জলীনান্ জিঘাংসুর্জ্যানির্ঘোষৈঃ ক্ষোভয়ামাস সিংহম্।
নূনং তেষামভ্যসূয়াপরোঽভূদ্বীর্য্যোদগ্রে রাজশব্দে মৃগেষু॥ ৬৪॥
তান্ হত্বা গজকুলবদ্ধতীব্রবৈরান্, কাকুৎস্থঃ কুটিলনখাগ্রলগ্নমুক্তান্।
আত্মানং রণকৃতকর্ম্মণাং গজানামাণৃণ্যং গতমিব মার্গণৈরমংস্ত॥ ৬৫॥
চমরান্ পরিতঃ প্রবর্ত্তিতাশ্বঃ, কচিদাকর্ণবিকৃষ্টভল্লবর্ষী।
নৃপতীনিব তান্ বিযোজ্য সদ্যঃ, সিতবালব্যজনৈর্জগাম শান্তিম্॥ ৬৬॥
অপি তুরগসমীপাদুৎপতন্তং ময়ূরং, ন স রুচিরকলাপং বাণলক্ষ্যীচকার।
সপদি গতমনস্কশ্চিত্রমাল্যানুকীর্ণে, রতিবিগলিতবন্ধে কেশপাশে প্রিয়ায়াঃ॥ ৬৭॥
তস্য কর্কশবিহারসম্ভবং, স্বেদমাননবিলগ্নজালকম্।
আচচাম সতুষারশীকরো, ভিন্নপল্লবপুটো বনানিলঃ॥ ৬৮॥
ইতি বিস্মৃতান্যকরণীয়মাত্মনঃ, সচিবাবলম্বিতধুরং ধরাধিপম্।
পরিবৃদ্ধরাগমনুবন্ধসেবয়া, মৃগয়া জহার চতুরের কামিনী॥ ৬৯॥
স ললিতকুসুমপ্রবালশয্যাং, জ্বলিতমহৌষধিদীপিকাসনাথাম্।
নরপতিরতিবাহয়াম্বভূব, কচিদসমেতপরিচ্ছদস্ত্রিযামাম্॥ ৭০॥
উষসি স গজযূথকর্ণতালৈঃ, পটুপটহধ্বনিভির্বিনীতনিদ্রঃ।
অরমত মধুরাণি তত্র শৃণ্বন্, বিহগবিকূজিতবন্দিমঙ্গলানি॥ ৭১॥
অথ জাতু রুরোর্গৃহীতবর্ত্মা, বিপিনে পার্শ্বচরৈরলক্ষ্যমাণঃ।
শ্রমফেনমুচা তপস্বিগাঢ়াং, তমসাং প্রাপ নদীং তুরঙ্গমেণ॥ ৭২॥

কারণ, তিনি শত্রুগণের প্রাধান্যই সহ্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু দীর্ঘজীবনকালের বিদ্বেষী ছিলেন না॥ ৬২॥ ভয়শূন্য মহারাজ দশরথ, প্রফুল্ল সপ্তচ্ছদ তরু বায়ুভগ্ন শাখাগ্রের ন্যায় গুহা হইতে অভিমুখাগত ব্যাঘ্রগণের বদনবিবরে শিক্ষাকৌশল এবং হস্তলাঘববশতঃ নিমেষ-মধ্যেই শরপূরিত করিয়া তূণীর তুল্য করিয়া ফেলিলেন॥ ৬৩॥ মহীপতি মৃগরাজ কেশরীদিগের মৃগোপরি উন্নত রাজশব্দে অসূয়াপরবশ হইয়াই যেন কুঞ্জরমধ্যস্থিত সিংহদিগকে বিনাশ করিতে অভিলাষী হইয়া নির্ঘাতনার্থ সদৃশ প্রচণ্ড জ্যারবে তাহাদিগকে সংক্ষোভিত করিলেন॥ ৬৪॥ কাকুৎস্থকুলতিলক রাজা দশরথ করিকুলের চিরশত্রু কুটিলনখাগ্রে মুক্তাধারী সেই কেশরী-সকলকে শর দ্বারা সংহার করিয়া সংগ্রাম-ভূমির প্রধান সহায় উপকারী করিগণের নিকট আপনাকে ঋণমুক্ত বিবেচনা করিলেন॥ ৬৫॥ কোন কোন স্থানে ভূপতি অশ্ব ফিরাইয়া চমরীগণের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং আকর্ণ-কৃষ্ট ভল্লাস্ত্র বর্ষণ পূর্ব্বক বিপক্ষ ক্ষিতিপালগণের ন্যায় তাহাদিগকে শুভ্রচামর-বিরহিত করিয়া শান্তি প্রাপ্ত হইলেন॥ ৬৬॥ সুরতসময়ে আলুলায়িতবন্ধন বিচিত্রমাল্য-বিভূষিত প্রিয়তমাগণের কেশপাশ সহসা স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে, রাজা অশ্বের সম্মুখ হইতে উড্ডীয়মান সুচারুবর্হ ময়ূরগণের প্রতি আর শরসন্ধান করিলেন না॥ ৬৭॥ তুষারকণবাহী বনসমীরণ পল্লবপুট ভেদ করিয়া নৃপতির অতিমাত্র মৃগয়াজনিত বদনলগ্ন স্বেদবিন্দু অপহরণ করিতে লাগিল॥ ৬৮॥ এইরূপে মহারাজ দশরথ, সচিবের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া অন্যান্য কর্ত্তব্যকার্য্য ভুলিয়া নিরন্তর মৃগয়ায় দৃঢ়রূপে বদ্ধানুরাগ হইয়া উঠিলেন, মৃগয়াও সেই অবসরে সুচতুরা রমণীর ন্যায় তাঁহার মনোহরণ করিতে লাগিল॥ ৬৯॥ মহীপতি পরিজন-বিরহিত হইয়া কোন স্থানে সুকোমল পল্লব-পুষ্প-বিরচিত-শয্যায় শয়ন করিয়া প্রজ্বলিত মহৌষধরূপ প্রদীপের আলোকে যামিনী যাপন করিলেন॥ ৭০॥ পরে প্রভাত-সময়ে পটহধ্বনি তুল্য হস্তিযূথের কর্ণতাল দ্বারা বিগতনিদ্র হইয়া, বৈতালিকদিগের মঙ্গলগীতির ন্যায় বিহঙ্গমগণের মধুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই রমণীয় বনে বিহার করিতে লাগিলেন॥ ৭১॥ তদনন্তর কোন সময়ে নরপতি দশরথ রুরুমৃগের মার্গ অনুসরণ করিয়া গহনবনমধ্যে অনুচরবর্গের অলক্ষিতরূপে অতিশয় শ্রমবশতঃ ফেনোদ্গারী তুরঙ্গ-সহায়ে তপস্বি-

কুম্ভপূরণভবঃ পটুরুচ্চৈরুচ্চচার নিনদোঽম্ভসি তস্যাঃ ।
তত্র স দ্বিরদবৃংহিতশঙ্কী, শব্দপাতিনমিষুং বিসসর্জ্জ ॥ ৭৩ ॥
নৃপতেঃ প্রতিষিদ্ধমেব তৎ, কৃতবান্ পঙ্‌ক্তিরথো বিলঙ্ঘ্য যৎ।
অপথে পদমর্পয়ন্তি হি, শ্রুতবন্তোঽপি রজোনিমীলিতাঃ ॥ ৭৪ ॥
হা তাতেতি ক্রন্দিতমাকর্ণ্য বিষণ্ণস্তস্যান্বিষ্যন্ বেতসগূঢ়ং প্রভবং সঃ।
শল্যপ্রোতং প্রেক্ষ্য সকুম্ভং মুনিপুত্রং, তাপাদন্তঃশল্য ইবাসীৎ ক্ষিতিপোঽপি ॥ ৭৫ ।
তেনাবতীর্য্য তুরগাৎ প্রথিতান্বয়েন, পৃষ্টান্বয়ঃ স জলকুম্ভনিষণ্ণদেহঃ ।
তস্মৈ দ্বিজেতরতপস্বিসুতং স্খলদ্ভিরাত্মানমক্ষরপদৈঃ কথয়াম্বভূব ॥ ৭৬ ॥
তচ্চোদিতশ্চ তমনুদ্ধৃতশল্যমেব, পিত্রোঃ সকাশমবসন্নদৃশোর্নিনায় ।
তাভ্যাং তথাগতমুপেত্য তমেকপুত্রমজ্ঞানতঃ স্বচরিতং নৃপতিঃ শশংস ॥ ৭৭ ॥
তৌ দম্পতী বহু বিলপ্য শিশোঃ প্রহর্ত্রা, শল্যং নিখাতমুদহারয়তামুরস্তঃ ।
সোঽভূৎ পরাসুরথ ভূমিপতিং শশাপ, হস্তার্পিতৈর্নয়নবারিভিরেব বৃদ্ধঃ ॥ ৭৮ ॥
দিষ্টান্তমাপ্স্যতি ভবানপি পুত্রশোকাদন্ত্যে বয়স্যহমিবেতি তমুক্তবন্তম্।
আক্রান্তপূর্ব্বমিব মুক্তবিষং ভুজঙ্গং, প্রোবাচ কোশলপতিঃ প্রথমাপরাদ্ধঃ ॥ ৭৯ ॥
শাপোঽপ্যদৃষ্টতনয়াননপদ্মশোভে, সানুগ্রহো ভগবতা ময়ি পাতিতোঽয়ম্ ।
কৃষ্যাং দহন্নপি খলু ক্ষিতিমিন্ধনেদ্ধো, বীজপ্ররোহজননীং জ্বলনঃ করোতি ॥ ৮০ ॥

জনসমাকীর্ণ তমসা নদীর উপকূলে উপস্থিত হইলেন ॥ ৭২ ॥ সেই নদী হইতে অকস্মাৎ কুম্ভপূরণসম্ভূত গম্ভীরধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল, তিনি সেই শব্দকে গজবৃংহিত বিবেচনা করিয়া শব্দভেদী শর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৭৩ ॥ বন্যহস্তী বধ করা রাজাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ হইলেও দশরথ যে সেই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলেন, তাহা বিচিত্র নহে, জ্ঞানিগণও রজোগুণে বিমুগ্ধ হইলে কুপথে পদার্পণ করিয়া থাকেন ॥ ৭৪ ॥ অকস্মাৎ "হা তাত !" এইরূপ ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাজা দশরথ বিষণ্ণমনে বেতস-বনে এই রোদনের কারণ অন্বেষণ করিতে করিতে জলকুম্ভধারী ঋষিকুমারকে শল্যবিদ্ধ দর্শন করিয়া নিদারুণ পরিতাপবশতঃ স্বয়ংই যেন শল্যবিদ্ধ হইলেন ॥ ৭৫ ॥ বিখ্যাত রঘুকুলোদ্ভব রাজা দশরথ তৎ-ক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া মুনিকুমারের বংশপরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন ; ঋষিপুত্র হৃদয়-নিহিত নিদারুণ শল্যাঘাতে মুমূর্ষুভাবে এইরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন, "হে রাজন্ ! আমি বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমার জনক-জননী অন্ধ, তাঁহারা এই তপোবনেই তপো-নুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আপনি আমাকে তাঁহাদের সন্নিধানে লইয়া চলুন।" রাজা মুনিতনয়ের প্রার্থনানুসারে বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ শল্যোদ্ধার না করিয়াই তাঁহাকে অন্ধ জনক-জননীর নিকটে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাদের সেই একমাত্র তনয়ের তাদৃশী দশা আর নিজ অজ্ঞানকৃত সেই দুষ্কর্ম্ম, তৎ সমস্তই তাঁহাদের নিকট নিবেদন করিলেন ॥ ৭৬-৭৭ ॥ সেই নিদারুণবাক্য শ্রবণ করিয়া স্ত্রী-পুরুষে বহুক্ষণ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া পুত্রের বক্ষঃস্থলে নিখাত শল্য উদ্ধার করিতে আজ্ঞা করিলে, রাজা যেমন শল্যোদ্ধার করিলেন, অমনি ঋষিতনয় প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৭৮ ॥ তদনন্তর বৃদ্ধ মুনি হস্তস্থিত নেত্রবারি দ্বারা রাজাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, "হে রাজন্ ! আমি যেমন অন্তিমদশায় অনশনে পুত্রশোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিলাম, তোমাকেও এইরূপ চরম-বয়সে পুত্রশোকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে।" অন্ধকমুনি এইরূপ শাপ প্রদান করিলে পর অপরাধী কোশলেশ্বর পদাঘাত দ্বারা আহত রোষিত বিষধর তুল্য তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, ভগবন্ ! আপনার অভিশাপ আমার পক্ষে অনুগ্রহই হইয়াছে, আমি অদ্যাপি তনয়ের মুখকমল নিরীক্ষণ করি নাই ; যেরূপ কাষ্ঠাদি দ্বারা প্রজ্বলিত বহ্নি কৃষ্যভূমিকে দগ্ধ করিয়াও তাহার শস্যোৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি করিয়া থাকে, আপনার

ইত্থঙ্গতে গতঘৃণঃ কিময়ং বিধত্তাং, বধ্যস্তবেত্যভিহিতো বসুধাধিপেন।
এধান্ হুতাশনবতঃ স মুনির্যযাচে, পুত্রং পরাসুমনুগন্তুমনাঃ সদারঃ॥ ৮১॥
প্রাপ্তানুগঃ সপদি শাসনমস্য রাজা, সম্পাদ্য পাতকবিলুপ্তধৃতিনিবৃত্তঃ।
অন্তর্নিবিষ্টপদমাত্মবিনাশহেতুং, শাপং দধজ্জ্বলনমৌর্ব্বমিবাম্বুরাশিঃ॥ ৮২॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ মৃগয়াবর্ণনো নাম নবমঃ সর্গঃ॥ ৯॥

দশমঃ সর্গঃ

পৃথিবীং শাসতস্তস্য পাকশাসনতেজসঃ। কিঞ্চিদূনমনূনর্দ্ধেঃ শরদামযুতং যযৌ॥ ১॥
ন চোপলেভে পূর্ব্বেষামৃণনির্মোক্ষসাধনম্। সুতাভিধানং স জ্যোতিঃ সদ্যঃ শোকতমোহপহম॥ ২॥
অতিষ্ঠৎ প্রত্যয়াপেক্ষসন্ততিঃ স চিরং নৃপঃ। প্রাঙ্মন্থাদনভিব্যক্তরত্নোৎপত্তিরিবার্ণবঃ॥ ৩॥
ঋষ্যশৃঙ্গাদয়স্তস্য সন্তঃ সন্তানকাঙ্ক্ষিণঃ। আরেভিরে জিতাত্মানঃ পুত্রীয়ামিষ্টিমৃত্বিজঃ॥ ৪
তস্মিন্নবসরে দেবাঃ পৌলস্ত্যোপপ্লুতা হরিম। অভিজগ্মুর্নিদাঘার্ত্তাশ্ছায়াবৃক্ষমিবাধ্বগাঃ॥ ৫॥
তে চ প্রাপুরুদন্বন্তং বুবুধে চাদিপুরুষঃ। অব্যাক্ষেপো ভবিষ্যন্ত্যাঃ কার্য্যসিদ্ধেহি লক্ষণম্॥ ৬॥
ভোগিভোগসমাসীনং দদৃশুস্তং দিবৌকসঃ। তৎফণামণ্ডলোদর্চ্চির্মণিদ্যোতিতবিগ্রহম্॥ ৭॥
শ্রিয়ঃ পদ্মনিষণ্ণায়াঃ ক্ষৌমান্তবিতমেখলে। অঙ্কে নিক্ষিপ্তচরণমাস্তীর্ণকরপল্লবে॥ ৮॥

অভিশাপও তদ্রূপ আমার পক্ষে বরস্বরূপ হইল॥ ৭৯-৮০॥ এক্ষণে আপনার বধার্হ এই নির্দ্দয় অধীন ব্যক্তি কি উপকার করিবে, অনুমতি করুন। অবনীপতি দশরথ মুনির নিকট এইরূপ নিবেদন করিলে, অন্ধকমুনি সস্ত্রীক মৃত তনয়ের অনুসরণ করিতে অভিলাষী হইয়া নরপতির নিকটে প্রার্থনা করিলেন যে, তুমি কাষ্ঠাদি আহরণ পূর্ব্বক চিতা প্রজ্বালিত করিয়া দাও। মহীপতি তৎক্ষণাৎ অনুচরবর্গের সহিত মিলিত হইয়া মুনির আজ্ঞা সম্পাদন পূর্ব্বক ঋষিবধজনিত পাপবশে ভগ্নোৎসাহ হইয়া বন হইতে নগরাভিমুখে প্রত্যাগত হইলেন; কিন্তু যেমন বাড়বানল সমুদ্রগর্ভে সতত প্রদীপ্ত থাকে, তদ্রূপ স্বীয় বিনাশক বলিয়া ঋষিশাপ তাঁহার মানসে দৃঢ়রূপে নিবিষ্ট হইয়া রহিল॥ ৮১-৮২॥

নবম সর্গ সমাপ্ত।

ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রমশালী বিপুল-সমৃদ্ধিসম্পন্ন ক্ষিতিপতি দশরথ এইরূপে পৃথিবী-পালনে নিযুক্ত থাকিয়া কিঞ্চিদূন অযুত বৎসর অতীত করিলেন॥ ১॥ কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে পিতৃঋণ-মুক্তির সাধন-স্বরূপ শোকতিমিরবিনাশী পুত্রজ্যোতিঃ লাভ করিতে পারিলেন না॥ ২॥ মন্থনের পূর্ব্বে যেরূপ সমুদ্রের রত্নোৎপত্তি অব্যক্ত ছিল, রাজা সেইরূপ স্বীয় সন্তান-লাভ কোন হেতু-বিশেষ-সাপেক্ষ বিবেচনা করিয়া বহুকাল যাপন করিলেন॥ ৩॥ তদনন্তর জিতেন্দ্রিয় ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি মহর্ষিগণ সেই সন্তানার্থী মহীপতির প্রার্থনায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন॥ ৪॥ নিদাঘ-তাপিত পথিকগণ যেমন বৃক্ষচ্ছায়ার অন্বেষণে ধাবিত হয়, তদ্রূপ সেই সময়ে দেবগণ রাক্ষসরাজ রাবণ কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া নারায়ণের সন্নিধানে গমন করিলেন॥ ৫॥ তাঁহারা সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইবামাত্র ভগবান্ আদিপুরুষেরও অমনি যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইল, গম্য জনের অনন্যপরতাই কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ॥ ৬॥ দেবগণ দেখিলেন, ভগবান্ নারায়ণ অনন্তনাগের দেহসিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, ফণামণ্ডলস্থ রত্নসমূহের কিরণ দ্বারা তাঁহার কলেবর প্রদীপ্ত হইতেছে॥ ৭॥ পদ্মাসীনা পদ্মাদেবী দুকূল দ্বারা মেখলা আবৃত করিয়া স্বীয় অঙ্কতলে করপল্লব বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন, ভগবান্ তদুপরি চরণকমলযুগল বিন্যস্ত করিয়া রহিয়াছেন॥ ৮॥

প্রবুদ্ধপুণ্ডরীকাক্ষং বালাতপনিভাংশুকম্। দিবসং শারদমিব প্রারম্ভসুখদর্শনম্॥ ৯॥
প্রভানুলিপ্তশ্রীবৎসং লক্ষ্মীবিভ্রমদর্পণম্। কৌস্তভাখ্যমপাং সারং বিভ্রাণং বৃহতোরসা॥ ১০॥
বাহুভির্বিটপাকারৈর্দিব্যাভরণভূষিতৈঃ। আবির্ভূতমপাং মধ্যে পারিজাতমিবাপরম্॥ ১১॥
দৈত্যস্ত্রীগণ্ডলেখানাং মদরাগবিলোপিভিঃ। হেতুভিশ্চেতনাবদ্ভিরুদীরিতজয়স্বনম্॥ ১২॥
মুক্তশেষবিরোধেন কুলিশব্রণলক্ষণা। উপস্থিতং প্রাঞ্জলিনা বিনীতেন গরুত্মতা॥ ১৩॥
যোগনিদ্রান্তবিশদৈঃ পাবনৈরবলোকনৈঃ। ভৃগ্বাদীননুগৃহ্লন্তং সৌখশায়নিকানৃষীন্॥ ১৪॥
প্রণিপত্য সুরাস্তস্মৈ শময়িত্রে সুরদ্বিষাম্। অথৈনং তুষ্টুবুস্তুত্যমবাঙ্মনসগোচরম্॥ ১৫॥
নমো বিশ্বসৃজে পূর্ব্বং বিশ্বং তদনু বিভ্রতে। অথ বিশ্বস্য সংহর্ত্রে তুভ্যং ত্রেধা স্থিতাত্মনে॥ ১৬
রসান্তরাণ্যেকরসং যথা দিব্যং পয়োঽশ্নুতে। দেশে দেশে গুণেষেবমবস্থাস্ত্বমবিক্রিয়ঃ॥ ১৭॥
অমেয়ো মিতলোকস্ত্বমনর্থী প্রার্থনাবহঃ। অজিতো জিষ্ণুরত্যন্তমব্যক্তো ব্যক্তকারণম্॥ ১৮॥
হৃদয়স্থমনাসন্নমকামং ত্বাং তপস্বিনম্। দয়ালুমনঘস্পৃষ্টং পুরাণমজরং বিদুঃ॥ ১৯॥
সর্ব্বজ্ঞস্ত্বমবিজ্ঞাতঃ সর্ব্বযোনিস্ত্বমাত্মভূঃ। সর্ব্বপ্রভুরনীশস্ত্বমেকস্ত্বং সর্ব্বরূপভাক্॥ ২০॥
সপ্তসামোপগীতং ত্বাং সপ্তার্ণবজলেশয়ম্। সপ্তার্চ্চির্মুখমাচখ্যুঃ সপ্তলোকৈকসংশ্রয়ম্॥ ২১॥

যোগীজনের সুখদর্শন প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণ বালাতপ-সুন্দর পীতাম্বর পরিধান করিয়া বিকসিত-পুণ্ডরীক,বালাতপরূপ বসন-সমন্বিত,আরম্ভকালে সুখদর্শন শারদীয় দিবসের ন্যায় শোভা পাইতেছেন॥৯॥ যাঁহার প্রভামণ্ডলে অনুলিপ্ত হইয়া শ্রীবৎসচিহ্ন সমুজ্জ্বল হইয়াছে, কমলাদেবীর বিলাসদর্পণের স্বরূপ সেই সমুদ্রসার কৌস্তভমণি বিশাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতেছেন॥ ১০॥ তাঁহার শাখাসদৃশ সুদীর্ঘ বাহুচতুষ্টয় দিব্যাভরণে বিভূষিত, সুতরাং দেখিলে বোধ হয় যেন, জলধিমধ্যে দ্বিতীয় পারিজাত তরু আবির্ভূত হইয়াছে॥ ১১॥ দৈত্যাঙ্গনাগণের গণ্ডস্থলের মদ-রাগবিলোপী সচেতন শস্ত্রগণ তাঁহার জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিতেছে॥ ১২॥ কুলিশ-ক্ষতদেহ খগরাজ, নাগরাজের সহিত সহজ-বৈরিতা পরিহার পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে॥ ১৩॥ ত্রিলোকনাথ যোগনিদ্রার অবসান হেতু সুনির্ম্মল সুপবিত্র দৃষ্টিপাত দ্বারা সুখশয়নজিজ্ঞাসু ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিবর্গকে অনুগৃহীত করিতেছেন। ১৪॥ অনন্তর দেববৃন্দ অসুরনিহন্তা বাঙ্মনের অগোচর জগৎপূজ্য নারায়ণকে প্রণিপাত পূর্ব্বক স্তব আরম্ভ করিলেন॥ ১৫॥ ভগবন্! আপনি প্রথমে ব্রহ্মারূপে এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে আপনিই বিষ্ণুরূপে রক্ষা করিতেছেন এবং তৎপরে রুদ্ররূপে সংহার করিতেছেন, অতএব ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-রূপী আপনাকে নমস্কার॥ ১৬॥ যেমন একরূপ মধুরাস্বাদ দিব্যবারিও পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আপনি স্বয়ং নির্ব্বিকার হইয়াও সত্ত্বাদি গুণভেদে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ১৭॥ ভগবন্! কেহই আপনার পরিমাণ নিরূপণ বা ইয়ত্তা দ্বারা পরিচ্ছেদ করিতে পারে না, কিন্তু আপনি অখিল জগতের ইয়ত্তা করিতেছেন, আপনি প্রার্থনা-বিরহিত, কিন্তু সকলকেই জয় করিতেছেন, আপনি অতি সূক্ষ্মরূপে অব্যক্ত হইয়াও এই ব্যক্ত অখিল জগদ্ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের মূল কারণ॥ ১৮॥ আপনি অন্তর্যামী, সুতরাং সকলের হৃদয়ে নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছেন, কিন্তু কেহই আপনাকে দেখিতে পায় না; আপনি নিষ্কাম, কিন্তু নিরন্তর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আপনি দয়ালু অর্থাৎ দুঃখিতের দুঃখ দূর করেন, কিন্তু স্বয়ং নিত্যানন্দ-পরিপূর্ণ বলিয়া দুঃখবর্জ্জিত; আপনি পুরাণ, কিন্তু নির্ব্বিকার বলিয়া জরা-ক্লেশশূন্য, সুতরাং আপনার মহিমা অলৌকিক সন্দেহ নাই॥ ১৯॥ আপনি সর্ব্বজ্ঞ, কিন্তু কোন ব্যক্তিই আপনাকে জানিতে পারে না; আপনি এই নিখিল জগতের নির্ম্মাণকর্ত্তা, কিন্তু স্বয়ং আত্মসম্ভূত, আপনার উৎপত্তির কারণ কেহই নহে। আপনি সকলের প্রভু, কিন্তু আপনার প্রভু কেহই নাই; আপনি অদ্বিতীয়, কিন্তু নিখিল বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন॥ ২০॥ হে দেবদেব! সপ্ত সামবেদ আপনার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকে এবং আপনি সপ্তসমুদ্রে শয়ন করিয়া থাকেন; সপ্তশিখাবান্

চতুর্ব্বর্গফলং জ্ঞানং কালাবস্থাশ্চতুর্যুগাঃ। চতুর্ব্বর্গময়ো লোকস্ত্বত্তঃ সর্ব্বং চতুর্মুখাৎ ॥ ২২ ॥
অভ্যাসনিগৃহীতেন মনসা হৃদয়াশ্রম্। জ্যোতির্ম্ময়ং বিচিন্বন্তি যোগিনস্ত্বাং বিমুক্তয়ে ॥ ২৩ ॥
অজস্য গৃহ্নতো জন্ম নিরীহস্য হতদ্বিষঃ। স্বপতো জাগরূকস্য যাথার্থ্যং বেদ কস্তব ॥ ২৪ ॥
শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ভোক্তুং চরিতুং দুশ্চরং তপঃ। পর্য্যাপ্তোঽসি প্রজাঃ পাতুমৌদাসীন্যেন বর্ত্তিতুম্ ॥২৫॥
বহুধাপ্যাগমৈর্ভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ। ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘা জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে। ২৬ ॥
ত্বয্যাবেশিতচিত্তানাং ত্বৎসমর্পিতকর্ম্মণাম্। গতিস্ত্বং বীতরাগাণামভূয়ঃসন্নিবৃত্তয়ে ॥ ২৭ ॥
প্রত্যক্ষোঽপ্যপরিচ্ছেদ্যো মহ্যাদির্মহিমা তব। আপ্তবাগনুমানাভ্যাং সাধ্যং ত্বাং প্রতি কা কথা ॥২৮॥
কেবলং স্মরণেনৈব পুনাসি পুরুষং যতঃ। অনেন বৃত্তয়ঃ শেষা নিবেদিতফলাস্ত্বয়ি ॥ ২৯ ॥
উদধেরিব রত্নানি তেজাংসীব বিবস্বতঃ। স্তুতিভ্যো ব্যতিরিচ্যন্তে দূরাণি চরিতানি তে ॥ ৩০ ॥
অনবাপ্তমবাপ্তব্যং ন তে কিঞ্চন বিদ্যতে। লোকানুগ্রহ এবৈকো হেতুস্তে জন্মকর্ম্মণোঃ ॥ ৩১ ॥
মহিমানং যদুৎকীর্ত্ত্য তব সংহ্রিয়তে বচঃ। শ্রমেণ তদশক্ত্যা বা ন গুণানামিয়ত্তয়া ॥ ৩২ ॥
ইতি প্রসাদয়ামাসুস্তে সুরাস্তমধোক্ষজম্। ভূতার্থব্যাহৃতিঃ সা হি ন স্তুতিঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৩৩ ॥
তস্মৈ কুশলসংপ্রশ্নব্যঞ্জিতপ্রীতয়ে সুরাঃ। ভয়মপ্রলয়োদ্বেলাদাচখ্যুর্নৈর্ঋতোদধেঃ ॥ ৩৪ ॥

বহ্নি আপনার মুখস্বরূপ; আপনি সপ্ত লোকের আশ্রয় ॥ ২১ ॥ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গপ্রদ জ্ঞান, সত্যত্রেতাদি চতুর্যুগপরিমিত, কাল ব্রাহ্মণাদিচতুর্ব্বর্ণময় এই সকল লোক চতুর্মুখস্বরূপ আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ২২ ॥ যোগিগণ মোক্ষলাভের জন্য অভ্যাস দ্বারা অন্তরাত্মাকে বাহ্য-বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া হৃদয়-কমলস্থিত জ্যোতির্ম্ময় আপনারই মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥ আপনি জন্ম-মরণাদি-বিহীন হইয়াও মৎস্যাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিতেছেন, নিশ্চেষ্ট হইয়াও শত্রু সংহার করিতেছেন এবং যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিয়াও নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছেন; এইরূপ পরস্পর-বিরোধী কার্য্য সমস্ত বিদ্যমান থাকায় কে আপনার তত্ত্ব অবধারণ করিতে সমর্থ হয়? ২৪ ॥ আপনি রূপরসাদি বিষয়ভোগও করিয়া থাকেন এবং দুশ্চর তপস্যানুষ্ঠানও করিয়া থাকেন; প্রজাপালন-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন এবং উদাসীনভাবেও অবস্থিতি করিয়া থাকেন, ফলতঃ আপনার কার্য্য সকলই অলৌকিক ॥২৫॥ ভাগীরথীর জল যেরূপ অন্যদিকে ধাবিত হইয়াও পরিশেষে মহার্ণবে নিপতিত হয়, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষার্থ-ফলসাধনের পথ প্রদর্শিত হইলেও আপনার সর্ব্বব্যাপিত্ব হেতু সমস্তই আপনাতে নিপতিত হয় ॥ ২৬ ॥ যাহারা মুক্তি-কামনায় আপনার প্রতি চিত্ত ও কর্ম্ম-সমস্ত সমর্পণ করিয়াছেন, সেই সংসার-বিরাগী ব্যক্তিগণের আপনিই একমাত্র গতি ॥ ২৭ ॥ আপনার মহিমার দৃষ্টান্তরূপ এই ভূমি, জল প্রভৃতি প্রত্যক্ষ বিষয়-সকলেরও যখন ইয়ত্তা দ্বারা পরিচ্ছেদ করিতে পারা যায় না, তখন বেদাদি শাস্ত্র ও অনুমান দ্বারা নিরূপণীয় আপনার রূপ প্রত্যক্ষরূপে নির্দ্ধারণ করা একান্তই অসম্ভব ॥ ২৮ ॥ আপনাকে কেবল স্মরণ করিলেই মানবগণ পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে, ইহাতেই স্মরণাতিরিক্ত দর্শন-শ্রবণাদি বৃত্তি-সকল যে কি অপরিসীম ফললাভ করে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না ॥ ২৯ ॥ রত্নাকরের রত্নরাশির এবং সহস্রাংশুর কিরণজাল যেমন বর্ণনা দ্বারা শেষ করা যায় না, তদ্রূপ বাক্য ও মনের অগোচর আপনার অনন্ত-মহিমা অনন্তকাল কীর্ত্তন করিলেও নিঃশেষিত হয় না ॥৩০॥ এমন কোন অভীষ্ট বস্তু নাই, যাহা আপনার সাধিত হয় নাই এবং যাহা আপনার সাধনীয়, এমন কোন উদ্দেশ্যই নাই, তবে যে জীব-সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া নানাবিধ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, কেবল জীবলোকের প্রতি অনুগ্রহ-বশেই তাহা সম্পাদন করেন ॥ ৩১ ॥ আপনার মহিমা-কীর্ত্তনের পক্ষে আমাদের বাক্যের যে বিরাম হইল, তাহা কেবল আমাদের শ্রম বা অশক্তি প্রযুক্তই হইতেছে; নতুবা আপনার গুণরাশির সীমা প্রাপ্ত হইলাম বলিয়া নহে ॥ ৩২ ॥ দেবগণ এইরূপ বহুবিধ স্তব করিয়া ইন্দ্রিয়গণের অতীত ভগবান্‌কে প্রসন্ন করিলেন, সেই স্তব ভগবানের পক্ষে স্বরূপকথন, প্রশংসাবচন নহে। ভগবান্ তাঁহাদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে দেবতাবৃন্দ তদীয় প্রসন্নতা বুঝিতে পারিয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমরা প্রলয়কাল উপস্থিত না হইলেও উদ্বেল রাক্ষসরূপ মহার্ণবের ভয়ে একান্তই উপদ্রুত হইতেছি ॥৩৩.৩৪॥

অথ বেলাসমাসন্নশৈলরন্ধ্রানুনাদিনা। স্বরেণোবাচ ভগবান্ পরিভূতার্ণবধ্বনিঃ॥ ৩৫॥
পুরাণস্য কবেস্তস্য বর্ণস্থানসমীরিতা। বভূব কৃতসংস্কারা চরিতার্থৈব ভারতী॥ ৩৬॥
বভৌ সদশনজ্যোৎস্না সা বিভোর্বদনোদ্গতা। নির্যাতশেষা চরণাৎ গঙ্গেবোর্দ্ধপ্রবর্ত্তিনী॥ ৩৭॥
জানে বো রক্ষসাক্রান্তাবনুভবপরাক্রমৌ। অঙ্গিনাং তমসেবোভৌ গুণৌ প্রথমমধ্যমৌ॥ ৩৮॥
বিদিতং তপ্যমানঞ্চ তেন মে ভুবনত্রয়ম্। অকামোপনতেনেব সাধোর্হৃদয়মেনসা॥ ৩৯॥
কার্য্যেষু চৈককার্য্যত্বাদভ্যর্থ্যোঽস্মি ন বজ্রিণা। স্বয়মেব হি বাতোঽগ্নেঃ সারথ্যং প্রতিপদ্যতে॥ ৪০॥
স্বাসিধারাপরিহৃতঃ কামং চক্রস্য তেন মে। স্থাপিতো দশমো মূর্দ্ধা লভ্যাংশ ইব রক্ষসা॥ ৪১॥
স্রষ্টুর্বরাতিসর্গাত্তু ময়া তস্য দুরাত্মনঃ। অত্যারূঢং রিপোঃ সোঢ়ং চন্দনেনেব ভোগিনঃ॥ ৪২॥
ধাতারং তপসা প্রীতং যযাচে স হি রাক্ষসঃ। দৈবাৎ সর্গাদবধ্যত্বং মর্ত্ত্যেষ্বাস্থাপরাঙ্মুখঃ॥ ৪৩॥
সোঽহং দাশরথির্ভূত্বা রণভূমের্বলিক্ষমম্। করিষ্যামি শরৈস্তীক্ষ্ণৈস্তচ্ছিরঃকমলোচ্চয়ম্॥ ৪৪॥
অচিরাদ্যজ্বভির্ভাগং কল্পিতং বিধিবৎ পুনঃ। মায়াবিভিরনালীঢ়মাদাস্যধ্বে নিশাচরৈঃ॥ ৪৫॥
বৈমানিকাঃ পুণ্যকৃতস্ত্যজন্তু মরুতাং পথি। পুষ্পকালোপসংক্ষোভং মেঘাবরণতৎপরাঃ॥ ৪৬॥
মোক্ষধ্বে স্বর্গবন্দীনাং বেণীবন্ধনদূষিতান্। শাপযন্ত্রিতপৌলস্ত্যবলাৎকারকচগ্রহৈঃ॥ ৪৭॥
রাবণাবগ্রহক্লান্তমিতি বাগমৃতেন সঃ। অভিবৃষ্য মরুৎশস্যং কৃষ্ণমেঘস্তিরোদধে॥ ৪৮॥
পুরুহূতপ্রভৃতয়ঃ সুরকার্য্যোদ্যতং সুরাঃ। অংশৈরনুযযুর্বিষ্ণুং পুষ্পৈর্বায়ুমিব দ্রুমাঃ॥ ৪৯

এই বাক্যশ্রবণানন্তর সেই অনাদিপুরুষ ভগবান্ বেলাভূমির নিকট পর্ব্বতের কন্দর প্রতিধ্বনিত এবং সমুদ্রের নিনাদ পরাভূত করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন॥ ৩৫॥ পুরাতন কবি ভগবানের বর্ণোচ্চারণ স্থান হইতে সম্যক্ উচ্চারিত ও সংস্কারবিশুদ্ধ হইয়া সেই বাগ্‌দেবী নিঃসন্দেহই চরিতার্থ হইলেন॥ ৩৬॥ জগৎপতির মুখপদ্মবিনিঃসৃত সেই সুমধুর বাণী দন্তকান্তিসমন্বিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, চরণকমল হইতে নির্গতাবশিষ্ট দেবী ভারতী ঊর্দ্ধগামিনী হইয়াছেন॥ ৩৭॥ ভগবান্ বলিলেন, তমোগুণ যেমন প্রাণিগণের সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করে, তদ্রূপ সেই নিশাচরপতি যে তোমাদের প্রভাব ও পরাক্রম অপহরণ করিয়াছে, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি॥ ৩৮॥ সাধুজনের অন্তঃকরণ যেরূপ অজ্ঞানকৃত পাপদ্বারা পরিতপ্ত হয়, তদ্রূপ সেই রাক্ষসাধমের অত্যাচারে আমার এই ত্রিজগৎ যে দগ্ধ ও উৎপীড়িত হইতেছে, তাহাও আমার অজ্ঞাত নাই॥ ৩৯॥ লোকরক্ষা করা উভয়েরই নিয়মিত কার্য্য, অতএব আমার সমীপে এই সুররাজের প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, সমীরণ আপনি অগ্নির সাহায্য করিয়া থাকে॥ ৪০॥ দশানন তপশ্চরণকালে নিজ নবমস্তক স্বহস্তস্থিত তীক্ষ্ণ অসিদ্বারা ছেদন করিয়া দশম মস্তকটী আমার এই চক্রের লভ্যাংশের ন্যায় রাখিয়া দিয়াছে॥ ৪১॥ চন্দনতরু যেমন ভুজঙ্গমের আরোহণ সহ্য করে, আমিও সেইরূপ চতুরাননের বরে প্রভাববান্ সেই দুরাত্মা দশাননের ঘোরতর অত্যাচার সহ্য করিতেছি॥ ৪২॥ দুর্ম্মতি রাক্ষস কঠোরতর তপস্যা দ্বারা বিধাতাকে সন্তুষ্ট করিয়া ভক্ষ্যদ্রব্যহেতু মর্ত্ত্যলোকে অনাস্থা থাকায় দেবলোকের অবধ্য বলিয়া বর প্রার্থনা করিয়াছিল॥ ৪৩॥ অতএব আমি মহারাজ দশরথের পুত্ররূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া শাণিতশরাঘাতে সেই দুরাত্মা রাক্ষসাধিপের শিরঃপরম্পরারূপ কমলমালা সংগ্রামভূমির বলিরূপে প্রদান করিব॥ ৪৪॥ তোমরা শীঘ্রই যাজ্ঞিকগণ কর্তৃক যথাবিধানে প্রদত্ত স্ব স্ব যজ্ঞভাগ পুনরায় প্রাপ্ত হইবে, আর তাহা মায়াবী রাক্ষসগণ আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবে না॥ ৪৫॥ বিমানচারী পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ পথে রাবণের পুষ্পকরথ দর্শনমাত্র অতিশয় ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত হইতেন, এক্ষণে তাঁহারা সে বিষম ভয় পরিত্যাগ করুন॥ ৪৬॥ তোমরা বন্দীকৃত সুরাঙ্গনাগণের বেণীবন্ধন-সকল অতি শীঘ্রই মুক্ত করিতে পারিবে, সেই কেশকলাপ এখনও নলকুবরের অভিশাপ বশতঃ দুরাত্মা দশাননের করস্পর্শদূষিত হয় নাই॥ ৪৭॥ কৃষ্ণরূপ মেঘ, রাবণরূপ অনাবৃষ্টি দ্বারা অতিশয় পরিক্লান্ত সুরবৃন্দরূপ শস্যে এইরূপ সুমধুর বাক্য-বারি বর্ষণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন॥ ৪৮॥ তরুগণ যেমন কুসুম দ্বারা পবনের অনুগমন করে, তদ্রূপ ইন্দ্রাদি দেবগণও স্ব স্ব অংশে

অথ তস্য বিশাম্পত্যুরন্তে কাম্যস্য কর্ম্মণঃ। পুরুষঃ প্রবভূবাগ্নের্বিস্ময়েন সহর্ত্বিজাম্ ॥ ৫০ ॥
হেমপাত্রগতং দোর্ভ্যামাদধানঃ পয়শ্চরুম্। অনুপ্রবেশাদাদ্যস্য পুংসস্তেনাপি দুর্ব্বহম্ ॥ ৫১ ॥
প্রাজাপত্যোপনীতং তদন্নং প্রত্যগ্রহীন্নৃপঃ। বৃষেব পয়সাং সারমাবিষ্কৃতমুদন্বতা ॥ ৫২ ॥
অনেন কথিতা রাজ্ঞো গুণাস্তস্যান্যদুর্লভাঃ। প্রসূতিং চকমে তস্মিন্ ত্রৈলোক্যপ্রভবোঽপি যৎ ॥৫৩॥
স তেজো বৈষ্ণবং পত্ন্যোর্বিভেজে চরুসংজ্ঞিতম্। দ্যাবাপৃথিব্যোঃ প্রত্যগ্রমহর্পতিরিবাতপম্ ॥ ৫৪ ॥
অর্চ্চিতা তস্য কৌশল্যা প্রিয়া কেকয়বংশজা। অতঃ সম্ভাবিতাং তাভ্যাং সুমিত্রামৈচ্ছদীশ্বরঃ ॥৫৫॥
তে বহুজ্ঞস্য চিত্তজ্ঞে পত্ন্যৌ পত্যুর্মহীক্ষিতঃ। চরোরর্দ্ধার্দ্ধভাগাভ্যাং তামযোজয়তামুভে ॥ ৫৬ ॥
সা হি প্রণয়বত্যাসীৎ সপত্ন্যোরুভয়োরপি। ভ্রমরী বারণস্যেব মদনিস্যন্দরেখয়োঃ ॥ ৫৭ ॥
তাভির্গর্ভঃ প্রজাভূত্যৈ দধ্রে দেবাংশসম্ভবঃ। সৌরীভিরিব নাড়ীভিরমৃতাখ্যাভিরম্ময়ঃ ॥ ৫৮ ॥
সমমাপন্নসত্ত্বাস্তা রেজুরাপাণ্ডুরত্বিষঃ। অন্তর্গতফলারম্ভাঃ শস্যানামিব সম্পদঃ ॥ ৫৯ ॥
গুপ্তং দদৃশুরাত্মানং সর্ব্বাঃ স্বপ্নেষু বামনৈঃ। জলজাসিগদাশার্ঙ্গচক্রলাঞ্ছিতমূর্ত্তিভিঃ ॥ ৬০ ॥
হেমপক্ষপ্রভাজালং গগনে চ বিতম্বতা। উহ্যন্তে স্ম সুপর্ণেন বেগাকৃষ্টপয়োমুচা ॥ ৬১ ॥
বিভ্রত্যা কৌস্তুভন্যাসং স্তনান্তরবিলম্বিতম্। পর্য্যপাস্যন্ত লক্ষ্ম্যা চ পদ্মব্যজনহস্তয়া ॥ ৬২ ॥
কৃতাভিষেকৈর্দিব্যায়াং ত্রিস্রোতসি চ সপ্তভিঃ। ব্রহ্মর্ষিভিঃ পরং ব্রহ্ম গৃণদ্ভিরুপতস্থিরে ॥ ৬৩ ॥
তাভ্যস্তথাবিধান্ স্বপ্নান্ শ্রুত্বা প্রীতো হি পার্থিবঃ। মেনে পরার্দ্ধ্যমাত্মানং গুরুত্বেন জগদ্গুরোঃ ॥ ৬৪ ॥
বিভক্তাত্মা বিভুস্তাসামেকঃ কুক্ষিষ্বনেকধা। উবাস প্রতিমাচন্দ্রঃ প্রসন্নানামপামিব ॥ ৬৫ ॥

দেবকার্য্যোদ্ধারে নারায়ণের অনুগমন করিলেন। ৪৯। এদিকে মহীপতি দশরথের কাম্যকর্ম্ম পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের সমাপনান্তে এক দিব্যপুরুষ (আদিপুরুষ) নারায়ণের অধিষ্ঠান হেতু অতি দুর্ব্বহ সুবর্ণপাত্রস্থিত পায়সচরু দুই হস্তে ধারণ করিয়া হুতাশন হইতে আবির্ভূত হইলেন। তদ্দৃষ্টে ঋত্বিক্‌গণ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ॥ ৫০-৫১ ॥ যেমন সুরপতি সমুদ্রোত্থিত অমৃত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাজা দশরথ ভক্তি-সহকারে প্রজাপতি-প্রেরিত সেই আদিপুরুষ-প্রদত্ত চরু-অন্ন গ্রহণ করিলেন ॥ ৫২ ॥ মহারাজের অনন্যসাধারণ গুণ ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, ত্রিভুবন-সৃজনকারী বিধাতা নারায়ণও তাঁহার পুত্র হইতে অভিলাষ করিয়াছেন ॥ ৫৩ ॥ দিবাকর যেরূপ স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে বালাতপ বিভক্ত করিয়া দেন, মহীপতিও সেইরূপ বিষ্ণুতেজোময় চরু পত্নীদ্বয়কে অর্থাৎ কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে বিভাগ করিয়া দিলেন ॥ ৫৪ ॥ মহীশ্বর দশরথ প্রধানা মহিষী কৌশল্যাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন এবং কেকয়ীর প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ; এই হেতু নরপতির ধারণা ছিল যে, কৌশল্যা ও কৈকয়ী স্ব স্ব অংশ হইতে সুমিত্রাকে চরু প্রদান করিবেন ॥ ৫৫ ॥ তাঁহারা পতির এইরূপ সদভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া উভয়েই স্ব স্ব অংশের অর্দ্ধভাগ চরু সুমিত্রাকে প্রদান করিলেন। ৫৬ ॥ ভ্রমরী যেমন করি-গণ্ডবাহিনী দুইটী মদরেখার প্রতিই প্রীতিমতী হয়, সেইরূপ সুমিত্রাও সপত্নীদিগের অত্যন্ত প্রণয়বতী ছিলেন ॥ ৫৭ ॥ অমৃতানাম্নী বৃষ্টিবর্ষণী সূর্য্যদীধিতি যেমন বারিময় গর্ভ ধারণ করে, সেইরূপ রাজ-মহিষীত্রয়ও প্রজাগণের মঙ্গলের নিমিত্ত নারায়ণের অংশভূত গর্ভ ধারণ করিলেন ॥ ৫৮ ॥ রাজ্ঞীত্রয় একসময়েই গর্ভবতী হইয়া পাণ্ডুবর্ণ ধারণ পূর্ব্বক অভ্যন্তরে ফলশালিনী শস্যসম্পত্তির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥ মহিষীগণ স্বপ্নে দেখিতেন যে, শঙ্খ, খড়্গ, গদা ও শার্ঙ্গধারী খর্ব্বাকৃতি দিব্যপুরুষগণ আসিয়া তাঁহাদিগের রক্ষা করিতেছেন; কখন দেখিতে পাইতেন, খগরাজ গরুড় সুবর্ণ-পক্ষের প্রভাজাল বিস্তার পূর্ব্বক দ্রুতবেগে জলদজাল আকর্ষণ করিয়া আকাশমণ্ডল বহন করিতেছেন; কখনও বা দেখিতে লাগিলেন যে, কমলাদেবী বক্ষঃস্থলে নারায়ণ-প্রদত্ত কৌস্তুভমণি ধারণ করিয়া হস্তে সরোজগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সেবা করিতেছেন, কোন সময় বা সপ্তর্ষিগণ মন্দাকিনীর পবিত্র সলিলে স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক পরব্রহ্ম নাম পাঠ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে উপাসনা করিতেছেন। মহারাজ মহিষীগণের নিকট সেই সকল স্বপ্নবার্ত্তা শ্রবণে পরম প্রীতিলাভ করিলেন এবং জগজ্জনকের পিতা হইবেন ভাবিয়া আপনাকে চরিতার্থ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিলেন। একমাত্র চন্দ্রবিম্ব যেমন নানাদেশস্থিত প্রসন্নসলিলে নানাবিধ আকার ধারণ করে, সেইরূপ অদ্বিতীয় ভগবান্ নারায়ণ সেই

অথাগ্র্যমহিষী রাজ্ঞঃ প্রসূতি-সময়ে সতী। পুত্রং তমোপহং লেভে নক্তং জ্যোতিরিবৌষধিঃ ॥ ৬৬ ॥
রাম ইত্যভিরামেণ বপুষা তস্য চোদিতঃ। নামধেয়ং গুরুশ্চক্রে জগৎ-প্রথমমঙ্গলম্ ॥ ৬৭ ॥
রঘুবংশপ্রদীপেন তেনাপ্রতিমতেজসা। রক্ষাগৃহগতা দীপাঃ প্রত্যাদিষ্টা ইবাভবন্ ॥ ৬৮ ॥
শয্যাগতেন রামেণ মাতা শাতোদরী বভৌ। সৈকতাম্ভোজ-বলিনা জাহ্নবীব শরৎকৃশা ॥ ৬৯ ॥
কৈকেয্যাস্তনয়ো জজ্ঞে ভরতো নাম শীলবান্। জনয়িত্রীমলঞ্চক্রে যঃ প্রশ্রয় ইব শ্রিয়ম্ ॥ ৭০ ॥
সুতৌ লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ সুমিত্রা সুষুবে যমৌ। সম্যগারাধিতা বিদ্যা প্রবোধবিনয়াবিব ॥ ৭১ ॥
নির্দ্দোষমভবৎ সর্ব্বমাবিষ্কৃতগুণং জগৎ। অন্বগাদিব হি স্বর্গো গাং গতং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৭২ ॥
তস্যোদয়ে চতুর্ম্মূর্ত্তেঃ পৌলস্ত্যচকিতেশ্বরাঃ। বিরজস্কৈর্নভস্বদ্ভির্দিশ উচ্ছ্বসিতা ইব ॥ ৭৩ ॥
কৃশানুরপধূমত্বাৎ প্রসন্নত্বাৎ প্রভাকরঃ। রক্ষোবিপ্রকৃতাবাস্তামপবিদ্ধশুচাবিব ॥ ৭৪ ॥
দশাননকিরীটেভ্যস্তৎক্ষণাৎ রাক্ষসশ্রিয়ঃ। মণিব্যাজেন পর্য্যস্তাঃ পৃথিব্যামশ্রুবিন্দবঃ ॥ ৭৫ ॥
পুত্রজন্মপ্রবেশ্যানাং তূর্য্যাণাং তস্য পুত্রিণঃ। আরম্ভং প্রথমং চক্রুর্দেবদুন্দুভয়ো দিবি ॥ ৭৬ ॥
সন্তানকময়ী বৃষ্টির্ভবনে চাস্য পেতুষী। সন্মঙ্গলোপচারাণাং সৈবাদিরচনাভবৎ ॥ ৭৭ ॥
কুমারাঃ কৃতসংস্কারাস্তে ধাত্রীস্তন্যপায়িনঃ। আনন্দেনাগ্রজেনেব সমং ববৃধিরে পিতুঃ ॥ ৭৮ ॥
স্বাভাবিকং বিনীতত্বং তেষাং বিনয়কর্ম্মণা। মুমূর্চ্ছ সহজং তেজো হবিষেব হবির্ভুজাম্ ॥ ৭৯ ॥
পরস্পরাবিরুদ্ধাস্তে তদ্রঘোরনঘং কুলম্। অলমুদ্যোতয়ামাসুর্দেবারণ্যমিবর্ত্তবঃ ॥ ৮০ ॥

রাজমহিষীগণের জঠরে ত্রিবিধ অংশে বিভক্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬০-৬৫ ॥ রাত্রিকালে ওষধি যেমন তিমিরনাশক জ্যোতি লাভ করে, সেইরূপ পতিব্রতা-প্রধানা রাজমহিষী দেবী কৌশল্যা যথাসময়ে শোকতমোবিনাশী এক পুত্রসন্তান লাভ করিলেন ॥ ৬৬ ॥ পিতা দশরথ তনয়ের অতিশয় রমণীয় দেহকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া ত্রিজগতের মঙ্গলময় “রাম” এই নাম রাখিলেন ॥৬৭॥ রঘুকুলপ্রদীপ অনুপম-সৌন্দর্য্য-সমন্বিত রামচন্দ্রের রূপে সূতিকা-গৃহস্থিত প্রদীপ-সকল নিষ্প্রভ হইয়া গেল ॥ ৬৮ ॥ সিকতাময় তীরভূমিতে বলিবিসৃষ্ট শতদল নিক্ষিপ্ত হইলে শরৎকালীন অল্পপরিসরা সুর-তরঙ্গিণীর যেরূপ শোভা হয়, শয্যাস্থিত রামচন্দ্রের প্রসব হেতু কৃশোদরী কৌশল্যারও সেইরূপ অনির্ব্বচনীয় পরম শোভা হইয়াছিল ॥ ৬৯ ॥ কৈকেয়ীর অতিশয় সুশীল “ভরত” নামে এক পুত্র জন্মিল, বিনয় যেমন সম্পত্তির শোভা সংবর্দ্ধন করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনিও আপন জননীকে অলঙ্কৃত করিলেন ॥৭০॥ যেমন সুশিক্ষিত বিদ্যা হইতে প্রবোধ ও বিনয় উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সুমিত্রাও লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামক যমজ পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৭১ ॥ অখিল ভূলোকমধ্যে তখন দুর্ভিক্ষাদি কোন কষ্টই রহিল না এবং আরোগ্যাদি নানাবিধ গুণ-পরম্পরা প্রকাশিত হইতে লাগিল; তাহাতে বোধ হইল যেন, স্বর্গই এই অবনীতে অবতীর্ণ পুরুষোত্তমের অনুগমন করিয়াছে ॥ ৭২ ॥ ভগবান্ নারায়ণ রাম প্রভৃতি অংশচতুষ্টয়ে অবতীর্ণ হওয়ায় রেণু-পরিশূন্য সুনির্ম্মল সমীরণ বহিতে লাগিল; বোধ হইল যেন, চারিদিক রাবণত্রস্ত নিজ পতিদিগের আশ্রয় লাভ দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াই নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল ॥ ৭৩ ॥ তখন অগ্নি নির্ধূম ও দিবাকর প্রসন্ন হইলেন, ইহাতে ধারণা হইল যেন, তাঁহারা শীঘ্রই দুঃখের অবসান হইবে বিবেচনা করিয়া শোক পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৭৪ ॥ রাম ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র দশাননের কিরীট হইতে রত্নচ্ছলে রাক্ষসলক্ষ্মীর অশ্রুবিন্দু-সকল অবনীতলে পতিত হইল ॥ ৭৫ ॥ মহারাজ দশরথের পুত্র জন্মিলে তৎকালোচিত বাদ্যকার্য্য প্রথমে স্বর্গীয় দেবদুন্দুভি দ্বারাই সম্পাদিত হইল ॥ ৭৬ ॥ রাজভবনে যে স্বর্গচ্যুত পারিজাতপুষ্প-বৃষ্টি হইল, তাহাই তৎকালকরণীয় মাঙ্গলিক ক্রিয়ার প্রথম আরম্ভস্বরূপ হইল ॥ ৭৭ ॥ রাজকুমারগণ কৃতসংস্কার হইয়া ধাত্রীর স্তন্যপান পূর্ব্বক দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং তৎসঙ্গেই দশরথের পুত্রজন্মের পূর্ব্বজাত আনন্দও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ৭৮ ॥ স্বতাহুতি দ্বারা হুতাশনের যেমন নৈসর্গিক তেজঃ বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ সৎশিক্ষা দ্বারা কুমারগণের স্বাভাবিক বিনীতস্বভাব আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল ॥ ৭৯ ॥ সেই নিষ্কলঙ্ক রঘুকুল পরস্পর অনুরক্ত

সমানেঽপি হি সৌভ্রাত্রে যথোভৌ রামলক্ষ্মণৌ। তথা ভরতশত্রুঘ্নৌ প্রীত্যা দ্বন্দ্বং বভূবতুঃ॥ ৮১॥
তেষাং দ্বয়োর্দ্বয়োরৈক্যং বিভিদে ন কদাচন। যথা বায়ুবিভাবস্বোর্যথা চন্দ্রসমুদ্রয়োঃ॥ ৮২॥
তে প্রজানাং প্রজানাথস্তেজসাং প্রশ্রয়েণ চ। মনো জহ্রুর্নিদাঘান্তে শ্যামাভ্রা দিবসা ইব॥ ৮৩॥
স চতুর্দ্ধা বভৌ ব্যস্তঃ প্রসবঃ পৃথিবীপতেঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামবতার ইবাঙ্গবান্॥ ৮৪॥
গুণৈরারাধয়ামাসুস্তে গুরুং গুরুবৎসলাঃ। তমেব চতুরন্তেশং রত্নৈরিব মহার্ণবাঃ॥ ৮৫॥
সুরগজ ইব দন্তৈর্ভগ্নদৈত্যাসিধারৈর্নয় ইব পণবন্ধব্যক্তযোগৈরুপায়ৈঃ।
হরিরিব যুগদীর্ঘৈর্দোর্ভিরংশৈস্তদীয়ৈঃ, পতিরবনিপতীনাং তৈশ্চকাসে চতুর্ভিঃ॥ ৮৬॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ রামাবতারো নাম দশমঃ সর্গঃ॥ ১০॥

একাদশঃ সর্গঃ

কৌশিকেন স কিল ক্ষিতীশ্বরো, রামমধ্বরবিঘাতশান্তয়ে।
কাকপক্ষধরমেত্য যাচিতস্তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে॥ ১॥
কৃচ্ছ্রলব্ধমপি লব্ধবর্ণভাক্, তং দিদেশ মুনয়ে সলক্ষ্মণম্।
অপ্যসুপ্রণয়িনাং রঘোঃ কুলে, ন ব্যহন্যত কদাচিদর্থিতা॥ ২॥
যাবদাদিশতি পার্থিবস্তয়োর্নির্গমায় পুরমার্গসংস্ক্রিয়াম্।
তাবদাশু বিদধে মরুৎসখৈঃ, সা সপুষ্পজলবর্ষিভির্ঘনৈঃ॥ ৩॥

ভ্রাতৃগণের দ্বারা ঋতুসমূহে শোভিত দেবোদ্যানের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ৮০॥ কুমারগণের মধ্যে সমান সৌভ্রাত্র থাকিলেও প্রীতির ন্যূনাধিক্য হেতু যেমন রাম ও লক্ষ্মণ দ্বন্দ্বচর, তদ্রূপ ভরত-শত্রুঘ্নও একসহচর হইয়াছিলেন। ৮১॥ যেমন পবনের সহিত অনলের বা হিমাংশুর সহিত সমুদ্রের প্রণয় কখনও স্খলিত হয় না, তদ্রূপ রাম-লক্ষ্মণ ও ভরত-শত্রুঘ্নের সহিত প্রীতিভাবও অস্খলিত হইয়াছিল॥৮২॥ গ্রীষ্মকালাবসানে নীলমেঘাবৃত দিবস যেরূপ লোকের মনোহরণ করে, তদ্রূপ সেই প্রজানাথের কুমারসকল প্রভাব ও বিনয় দ্বারা প্রকৃতিপুঞ্জের মনোহরণ করিয়াছিলেন। ৮৩। নৃপতির সেই পুত্র-চতুষ্টয় অবনীতলে অবতীর্ণ মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৮৪। যেরূপ মহাসমুদ্র-সকল রত্নরাশিপ্রদানে চতুর্দ্দিগীশ নরপতিকে পরিতুষ্ট করিয়াছিল, সেইরূপ পিতৃবৎসল কুমারগণ স্ব স্ব গুণে দশরথের প্রীতিসাধন করিয়াছিলেন॥ ৮৫॥ অসুরদিগের অসিভেদী দন্ত-চতুষ্টয়ে ঐরাবত যেমন শোভমান হয় ও ফলানুমেয় সামাদি উপায়চতুষ্টয় দ্বারা নয়ের যেরূপ শোভা হয় এবং যুগতুল্য সুদীর্ঘ ভুজচতুষ্টয়ে নারায়ণ যেরূপ শোভা পাইয়া থাকেন, নারায়ণের অংশসম্ভূত কুমারচতুষ্টয় দ্বারা মহারাজ দশরথও তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৮৬॥

দশম সর্গ সমাপ্ত।

কৌশিকবংশতিলক মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহারাজ দশরথের নিকট আগমন করিয়া যজ্ঞবিঘ্ন-বিনাশের নিমিত্ত শিখণ্ডধারী বাল্যাবস্থাসম্পন্ন রামচন্দ্রকে ভিক্ষা চাহিলেন; যেহেতু, তেজস্বিগণের বয়ঃক্রম পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না॥ ১॥ বিচক্ষণজনসেবী মহীপতি, বহুতর আয়াসলব্ধ হইলেও রামকে লক্ষ্মণের সহিত সেই মুনিবরের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কারণ, রঘুবংশীয় নৃপতিগণ জীবনপ্রার্থী ব্যক্তিদিগেরও প্রার্থনা-পরিপূরণে কখনই পরাঙ্মুখ হন না॥ ২॥ রাজা দশরথ আত্মজদ্বয়ের গমনকালে যেমন নগরের রথ্যাসংস্কার করিতে আদেশ করিলেন, অমনি সমীরণ এবং পুষ্প সহিত বারিবর্ষী মেঘের দ্বারা

তৌ নিদেশকরণোদ্যতৌ পিতুর্ধন্বিনৌ চরণয়োর্নিপেততুঃ।
ভূপতেরপি তয়োঃ প্রবৎস্যতোর্নম্রয়োরুপরি বাষ্পবিন্দবঃ ॥ ৪ ॥
তৌ পিতুর্নয়নজেন বারিণা, কিঞ্চিদুক্ষিতশিখণ্ডকাবুভৌ।
ধন্বিনৌ তমৃষিমন্বগচ্ছতাং, পৌরদৃষ্টিকৃতমার্গতোরণৌ ॥ ৫ ॥
লক্ষ্মণানুচরমেব রাঘবং, নেতুমৈচ্ছদৃষিরিত্যসৌ নৃপঃ।
আশিষঃ প্রযুযুজে ন বাহিনীং, সা হি রক্ষণবিধৌ তয়োঃ ক্ষমা ॥ ৬ ॥
মাতৃবর্গচরণস্পৃশৌ মুনেস্তৌ প্রপদ্য পদবীং মহৌজসঃ।
রেজতুর্গতিবশাৎ প্রবর্ত্তিনৌ, ভাস্করস্য মধুমাধবাবিব ॥ ৭ ॥
বীচিলোলভুজয়োস্তয়োর্গতং, শৈশবাচ্চপলমপ্যশোভত।
তোয়দাগম ইবোদ্ধ্যভিদ্ধয়োর্নামধেয়সদৃশং বিচেষ্টিতম্ ॥ ৮ ॥
তৌ বলাতিবলয়োঃ প্রভাবতো, বিদ্যয়োঃ পথি মুনিপ্রদিষ্টয়োঃ।
মম্লতুর্ন মণিকুট্টিমোচিতৌ, মাতৃপার্শ্বপরিবর্ত্তিনাবিব ॥ ৯ ॥
পূর্ব্ববৃত্তকথিতৈঃ পুরাবিদঃ, সানুজঃ পিতৃসখস্য রাঘবঃ।
উহ্যমান ইব বাহনোচিতঃ, পাদচারমপি ন ব্যভাবয়ৎ ॥ ১০ ॥
তৌ সরাংসি রসবদ্ভিরম্বুভিঃ, কূজিতৈঃ শ্রুতিসুখৈঃ পতত্রিণঃ।
বায়বঃ সুরভিপুষ্পরেণুভিশ্ছায়য়া চ জলদাঃ সিষেবিরে ॥ ১১ ॥
নাম্ভসাং কমলশোভিনাং তথা, শাখিনাঞ্চ ন পরিশ্রমচ্ছিদাম্।
দর্শনেন লঘুনা যথা তয়োঃ, প্রীতিমাপুরুভয়োস্তপস্বিনঃ ॥ ১২ ॥
স্থাণুদগ্ধবপুষস্তপোবনং, প্রাপ্য দাশরথিরাত্তকার্ম্মুকঃ।
বিগ্রহেণ মদনস্য চারুণা, সোঽভবৎ প্রতিনিধির্ন কর্ম্মণা ॥ ১৩ ॥

শীঘ্রই তাহা সম্পাদিত হইল ॥ ৩॥ পিতার আদেশপালনে উদ্যুক্ত ধনুর্ধর রাম ও লক্ষ্মণ পিতৃচরণে প্রণিপাত করিলেন, নৃপতিও প্রবাসগমনোদ্যত কুমারদ্বয়ের উপর আনন্দ-বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ ধনুর্দ্ধারী রাম ও লক্ষ্মণ জনকের অশ্রুবিন্দু দ্বারা আর্দ্রচূড় হইয়া মুনিবরের অনুগমন করিলেন, পুরবাসিগণ একদৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; তাঁহাদের দৃষ্টিপাতে যেন রাজপথের তোরণই বিরচিত হইল ॥ ৫ ॥ সেই তপোধন কেবল রাম ও লক্ষ্মণ এই দুইজনকে লইয়া যাইতে অভিলাষ করিলেন, এই নিমিত্ত রাজা তাঁহাদিগের সহিত সৈন্য-সামন্ত পাঠাইলেন না, কেবল আশীর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিলেন। কারণ, তাঁহার আশীর্ব্বাদই তাঁহাদিগের রক্ষাকার্য্যে সমর্থ সন্দেহ নাই ॥৬॥ রাম ও লক্ষ্মণ মাতৃগণকে বন্দনা করিয়া মহাতেজস্বী মহর্ষির সহিত গমন করিতে করিতে সূর্য্যের গতিনিবন্ধন প্রবর্ত্তমান চৈত্র ও বৈশাখ মাসের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ যেমন বর্ষাকালে উদ্ধ্য ও ভিদ্য নামক নদের সদৃশ কার্য্য অর্থাৎ জলোচ্ছ্বাস ও কূলভেদন শোভা পাইয়া থাকে, তুরঙ্গতুল্য-চঞ্চল-ভুজশালী কুমারযুগলের শৈশবসুলভ চঞ্চল-গমনেরও সেইরূপ শোভা হইয়াছিল ॥ ৮ ॥ মণিময় চত্বরভূমিতে বিচরণ করা যাঁহাদিগের অভ্যাস, মহর্ষি-প্রদত্ত বলা ও অতিবলা নামক বিদ্যাদ্বয়ের প্রভাবে সেই রাম-লক্ষ্মণের পথপর্য্যটনেও কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব হয় নাই, বরং যেন স্বকীয় জননীর পার্শ্ববর্ত্তীই আছেন, এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ বাহন-সঞ্চারণোচিত রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ পুরাবৃত্তবিৎ পিতৃমিত্র বিশ্বামিত্রের মুখে পূর্ব্ববৃত্তান্ত-সকল শ্রবণ করিয়া যাইতে যাইতে এমন অনন্যমনা হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পদব্রজে গমন-ক্লেশও অনুভূত হইল না ॥ ১০ ॥ সরোবর-সকল সরস সলিলদ্বারা, বিহঙ্গগণ শ্রুতিসুখ কলরব দ্বারা, বনবায়ু সুরভি কুসুমরেণু দ্বারা, মেঘসমূহ ছায়াদান দ্বারা তাঁহাদিগের সেবা করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥ বনবাসী তপস্বিগণ প্রিয়দর্শন রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া যেরূপ প্রীতিলাভ করিলেন, অরবিন্দশোভিত সলিলদর্শনে বা শ্রমবিনোদনকারী বিটপিদর্শনেও কখন তাদৃশ সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই ॥ ১২ ॥ দাশরথি শরাসন-হস্তে হরকোপানলদগ্ধ অনঙ্গের তপোবনে উপস্থিত হইয়া মনোরম দেহকান্তিতে তাঁহার প্রতিনিধি হইলেন, কিন্তু

তৌ সুকেতুসুতয়া খিলীকৃতে, কৌশিকাদ্‌বিদিতশাপয়া পথি।
নিন্যতুঃ স্থলনিবেশিতাটনী, লীলয়ৈব ধনুষী অধিজ্যতাম্ ॥ ১৩ ॥
জ্যানিনাদমথ গৃহ্নতী তয়োঃ, প্রাদুরাস বহুলক্ষপাচ্ছবিঃ।
তাড়কা চলকপালকুণ্ডলা, কালিকেব নিবিড়া বলাকিনী ॥ ১৫ ॥
তীব্রবেগধুতমার্গবৃক্ষয়া, প্রেতচীরবসা স্বনোগ্রয়া।
অভ্যভাবি ভরতাগ্রজস্তয়া, বাত্যয়েব পিতৃকাননোত্থয়া ॥ ১৬ ॥
উদ্যতৈকভুজযষ্টিমায়তীং, শ্রোণিলম্বিপুরুষাস্ত্রমেখলাম্।
তাং বিলোক্য বনিতাবধে ঘৃণাং, পত্রিণা সহ মুমোচ রাঘবঃ ॥ ১৭
যচ্চকার বিবরং শিলাঘনে, তাড়কোরসি স রামসায়কঃ।
অপ্রবিষ্টবিষয়স্য রক্ষসাং, দ্বারতামগমদন্তকস্য তৎ। ১৮ ॥
বাণভিন্নহৃদয়া নিপেতুষী, সা স্বকাননভুবং ন কেবলাম্।
বিষ্টপত্রয়পরাজয়স্থিরাং, রাবণশ্রিয়মপি ব্যকম্পয়ৎ ॥ ১৯ ॥
রামমন্মথশরেণ তাড়িতা, দুঃসহেন হৃদয়ে নিশাচরী।
গন্ধবদ্রুধিরচন্দনোক্ষিতা, জীবিতেশবসতিং জগাম সা ॥ ২০ ॥
নৈর্ঋতঘ্নমথ মন্ত্রবন্মুনেঃ, প্রাপদস্ত্রমবদানতোষিতাৎ।
জ্যোতিরিন্ধননিপাতি ভাস্করাৎ, সূর্য্যকান্ত ইব তাড়কান্তকঃ ॥ ২১
বামনাশ্রমপদং ততঃ পরং, পাবনং শ্রুতমৃষেরুপেয়িবান্।
উন্মনাঃ প্রথমজন্মচেষ্টিতান্যস্মরন্নপি বভূব রাঘবঃ ॥ ২২ ॥
আসসাদ মুনিরাত্মনস্ততঃ, শিষ্যবর্গপরিকল্পিতার্হণম।
বদ্ধপল্লবপুটাঞ্জলিদ্রুমং, দর্শনোন্মুখমৃগং তপোবনম ॥ ২৩ ॥

কার্য্যে তাঁহার সমতুল্য হইতে পারিলেন না ॥ ১৩ ॥ রাম ও লক্ষ্মণ ইতিপূর্ব্বে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মুখে তাড়কার অভিশাপ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার অত্যাচারে প্রাণিসঞ্চার-পরিশূন্য দুর্গম পথে উপস্থিত হইয়া ধরাতলে শরাসনের অগ্রভাগ অবলম্বন পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে তাহাতে গুণারোপণ করিলেন ॥ ১৪ ॥ তদনন্তর অমাবস্যার নিশার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ তাড়কা তাঁহাদিগের জ্যাশব্দ শ্রবণমাত্র কর্ণাস্থলহিত নরকপাল-কুণ্ডল আন্দোলিত করিয়া বলাকাশোভিত নিবিড় মেঘাবলী ও কালিকার ন্যায় আবির্ভূতা হইল। ১৫ ॥ প্রেতবস্ত্র পরিধানা রাক্ষসী সাতিশয় গতিবেগে পথস্থিত বৃক্ষ-সকল কম্পিত করিয়া শ্মশানোত্থিত বাত্যার ন্যায় ভীষণশব্দে রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিল ॥ ১৬ ॥ নিতম্বদেশে পুরুষের অস্ত্রে নির্ম্মিত মেখলা ধারণ পূর্ব্বক এক বাহু উত্তোলন করিয়া তাড়কা আসিতেছে অবলোকন করিয়া রামচন্দ্র নারীবধের ঘৃণা ও সায়ক এক সময়েই বিসর্জ্জন করিলেন। ১৭। রাম-শর তাড়কার শিলাতুল্য কঠিনতর বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইয়া যে ছিদ্র করিল, তাহাই যেন যমরাজের অসম্ভাবনীয় অপ্রবিষ্ট রাক্ষস-দেশ-প্রবেশের দ্বারস্বরূপ হইল ॥ ১৮ ॥ রামশরাঘাতে বিদীর্ণহৃদয়া রাক্ষসীর পতনকালে, কেবল সেই কাননভূমি নহে, ত্রিলোক-পরাজয়হেতু সুপ্রতিষ্ঠিতা ভুবন-বিজয়ী লঙ্কেশ্বর-লক্ষ্মীও কম্পিত হইলেন।১৯। রাক্ষসী রামরূপ-মন্মথ-শরে পরিপীড়িত হইয়া অঙ্গে সুগন্ধি-রুধির-চন্দন লেপন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ জীবিতেশ্বরের অর্থাৎ যমরাজের আবাসে গমন করিল ॥ ২০ ॥ যেমন সূর্য্যকান্তমণি ভাস্কর হইতে কাষ্ঠদাহনকারী তেজ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ রামচন্দ্র পরমপ্রীত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে মন্ত্রসহিত রাক্ষসবিনাশক অমোঘ অস্ত্র লাভ করিলেন ॥ ২১ ॥ অনন্তর তিনি মহর্ষির মুখে শ্রুতপূর্ব্ব সুপবিত্র বামনাশ্রমে উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত উদ্বোধকের অভাবহেতু স্মৃতিপথে উদিত না হইলেও উন্মনা হইলেন ॥ ২২ ॥ অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে নিজ তপোবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, শিষ্যগণ পূজার সামগ্রী-সমূহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। তখন আশ্রম-বৃক্ষসকল মুনিবরের সংবর্দ্ধনার নিমিত্ত পল্লবপুটরূপ অঞ্জলিবন্ধন করিয়াছিল এবং দর্শনোন্মুখ মৃগসকল

তত্র দীক্ষিতমৃষিং ররক্ষতুর্বিঘ্নতো দশরথাত্মজৌ শরৈঃ।
লোকমন্ধতমসাৎ ক্রমোদিতৌ, রশ্মিভিঃ শশিদিবাকরাবিব ॥ ২৪
বীক্ষ্য বেদিমথ রক্তবিন্দুভিব ন্ধুজীবপৃথুভিঃ প্রদূষিতাম্।
সম্ভ্রমোঽভবদপোঢ়কর্ম্মণামৃত্বিজাং চ্যুতবিকঙ্কতস্রুচাম্ ॥ ২৫ ॥
উন্মুখঃ সপদি লক্ষ্মণাগ্রজো, বাণমাশ্রয়মুখাৎ সমুদ্ধরন্।
রক্ষসাং বলমপশ্যদম্বরে, গৃধ্রপক্ষপবনেরিতধ্বজম্ ॥ ২৬ ॥
তত্র যাবধিপতী মখদ্বিষাং, তৌ শরব্যমকরোৎ স নেতরান্।
কিং মহোরগবিসর্পিবিক্রমো, রাজিলেষু গরুড়ঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ২৭ ॥
সোঽস্ত্রমুগ্রজবমস্ত্রকোবিদঃ, সন্দধে ধনুষি বায়ুদৈবতম্।
তেন শৈলগুরুমপ্যপাতয়ৎ, পাণ্ডুপত্রমিব তাড়কাসুতম্ ॥ ২৮ ॥
যঃ সুবাহুরিতি রাক্ষসোঽপরস্তত্র তত্র বিসসর্প মায়য়া।
তং ক্ষুরপ্রশকলীকৃতং কৃতী, পত্রিণাং ব্যভজদাশ্রমাদ্বহিঃ ॥ ২৯ ॥
ইত্যপাস্তমখবিঘ্নয়োস্তয়োঃ, সংযুগীনমভিনন্দ্য বিক্রমম্।
ঋত্বিজঃ কুলপতের্যথাক্রমং, বাগযতস্য নিরবর্ত্তয়ন্ ক্রিয়াঃ ॥ ৩০ ॥
তৌ প্রণামচলকাকপক্ষকৌ, ভ্রাতরাববভৃথাপ্লুতো মুনিঃ।
আশিষামনুপদং সমস্পৃশৎ, দর্ভপাটিততলেন পাণিনা ॥ ৩১ ॥
তং ন্যমন্ত্রয়ত সম্ভৃতক্রতুর্মৈথিলঃ স মিথিলাং ব্রজন্ বশী।
রাঘবাবপি নিনায় বিভ্রতৌ, তদ্ধনুঃ শ্রবণজং কুতূহলম্ ॥ ৩২ ॥
তৈঃ শিবেষু বসতির্গতাধ্বভিঃ, সায়মাশ্রমতরুষ্বগৃহ্যত।
যেষু দীর্ঘতপসঃ পরিগ্রহো, বাসবক্ষণকলত্রতাং যযৌ ॥ ৩৩ ॥

ঊর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান ছিল ॥ ২৩ ॥ যেমন পর্য্যায়োদিত চন্দ্র ও সূর্য্য রশ্মিজাল বিস্তার পূর্ব্বক অন্ধকার হইতে ত্রিলোক রক্ষা করেন, তদ্রূপ রাম-লক্ষ্মণও সায়ক-সমূহ দ্বারা যজ্ঞদীক্ষিত মুনিবরকে বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ অনন্তর যজ্ঞকালে বন্ধুজীব-পুষ্পের ন্যায় স্থূল স্থূল রক্তবিন্দু-সমূহ দ্বারা সহসা বেদী সন্দূষিত হইতেছে দেখিয়া ঋত্বিক্‌গণ ভয়ে যজ্ঞকর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইলেন, অতিশয় সম্ভ্রম-বশতঃ তাঁহাদিগের হস্ত হইতে বিকঙ্কত-নির্ম্মিত স্রুচাদি যজ্ঞপাত্র-সকল স্খলিত হইয়া পড়িল ॥ ২৫ ॥ রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তূণীরমুখ হইতে সায়ক গ্রহণ করিয়া ঊর্দ্ধমুখ হইয়া দেখিলেন যে, অম্বরপথে দেবদ্রোহী রাক্ষস-সৈন্যসকল নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে; গৃধ্র-সমূহের পক্ষ-সঞ্চালিত পবন দ্বারা তাহাদিগের ধ্বজ-পতাকা-সকল আন্দোলিত হইতেছে ॥ ২৬ ॥ তখন রামচন্দ্র যজ্ঞবিদ্বেষী অন্যান্য রাক্ষসকে লক্ষ্য না করিয়া রাক্ষসদিগের অধিপতি মারীচ ও সুবাহুকে শরের লক্ষ্য করিলেন, কেন না, মহাভুজঙ্গম-সংহারক গরুড় কখনও ডুণ্ডুভের প্রতি স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করে না ॥ ২৭ ॥ অস্ত্রবিশারদ দশরথ-তনয় রামচন্দ্র তখন শরাসনে বেগশালী বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক পর্ব্বততুল্য সারবান্ তাড়কাপুত্র মারীচকে পরিপক্ক পত্রের ন্যায় অবনীতলে নিপাতিত করিলেন ॥ ২৮ ॥ সুবাহু নামক অপর নিশাচরও মায়াবলে সেই স্থানে বিচরণ করিতেছিল, বৈরিসংহার-নিপুণ রামচন্দ্র তাহাকেও ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া আশ্রমের বহির্ভাগে বিহঙ্গমগণকে বিভাগ করিয়া দিলেন ॥ ২৯ ॥ এইরূপে রাম ও লক্ষ্মণ যজ্ঞবিঘ্ন নিবারণ করিলে পর, মুনিগণ তাঁহাদিগের যুদ্ধ-বিক্রমের সম্যক্ অভিনন্দন করিয়া মৌনব্রতাবলম্বী কুলপতি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ-কার্য্য যথাক্রমে সমাপন করিলেন ॥ ৩০ ॥ যজ্ঞ-স্নানানন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রণামনম্র চঞ্চলচূড় ভ্রাতৃদ্বয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশক্ষত করতল দ্বারা তাঁহাদিগের গাত্রস্পর্শ করিলেন ॥ ৩১ ॥ সেই সময়েই মিথিলাধিপতি জনকরাজা যজ্ঞারম্ভ করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন; জিতেন্দ্রিয় ঋষিবর মিথিলায় গমন করিবার সময়ে ধনুর্ভঙ্গ-শ্রবণে কৌতূহলান্বিত রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন ॥ ৩২ ॥ অনন্তর তাঁহারা বহুদূর অতিক্রম করিয়া সায়ংকালে দীর্ঘতপাঃ মহর্ষি গৌতমের আশ্রমতরুতলে উপস্থিত হইলেন।

প্রত্যাপদ্যত চিরায় তৎ পুনশ্চারু গৌতমবধূঃ শিলাময়ী।
স্বং বপুঃ স কিল কিল্বিষচ্ছিদাং, রামপাদরজসামনুগ্রহঃ॥ ৩৪ ॥
রাঘবান্বিতমুপস্থিতং মুনিং, তং নিশম্য জনকো জনেশ্বরঃ।
অর্থকামসহিতং সপর্য্যয়া দেহবদ্ধমিব ধর্ম্মমভ্যগাৎ॥ ৩৫ ॥
তৌ বিদেহনগরী-নিবাসিনাং, গাং গতাবিব দিবঃ পুনর্বসূ।
মন্যতে স্ম পিবতাং বিলোচনৈঃ, পক্ষ্মপাতমপি বঞ্চনাং মনঃ॥ ৩৬ ॥
যূপবত্যবসিতে ক্রিয়াবিধৌ, কালবিৎ কুশিকবংশবর্দ্ধনঃ।
রামমিষ্বসনদর্শনোৎসুকং, মৈথিলায় কথয়াম্বভূব সঃ॥ ৩৭ ॥
তস্য বীক্ষ্য ললিতং বপুঃ শিশোঃ, পার্থিবঃ প্রথিতবংশজন্মনঃ।
স্বং বিচিন্ত্য চ ধনুর্দুরানমং, পীড়িতো দুহিতৃশুল্কসংস্থয়া॥ ৩৮ ॥
অব্রবীচ্চ ভগবন্ মতঙ্গজৈর্যদ্‌বৃহদ্ভিরপি কর্ম্ম দুষ্করম্।
তত্র নাহমনুমন্তুমুৎসহে, মোঘবৃত্তি কলভস্য চেষ্টিতম্॥ ৩৯ ॥
হ্রেপিতা হি বহবো নরেশ্বরাস্তেন তাত ধনুষা ধনুর্ভৃতঃ।
জ্যানিঘাতকঠিনত্বচো ভুজান্, স্বান্ বিধূয় ধিগিতি প্রতস্থিরে॥ ৪০ ॥
প্রত্যুবাচ তমৃষির্নিশম্যতাং, সারতোঽয়মথবা গিরা কৃতম্।
চাপ এব ভবতো ভবিষ্যতি, ব্যক্তশক্তিরশনির্গিরাবিব॥ ৪১ ॥
এবমাপ্তবচনাৎ সপৌরুষং, কাকপক্ষকধরেঽপি রাঘবে।
শ্রদ্দধে ত্রিদশগোপমাত্রকে, দাহশক্তিমিব কৃষ্ণবর্ত্মনি॥ ৪২ ॥
ব্যাদিদেশ গণশোঽথ পার্শ্বগান্, কার্ম্মুকাভিহরণায় মৈথিলঃ।
তৈজসস্য ধনুষঃ প্রবৃত্তয়ে, তোয়দানিব সহস্রলোচনঃ॥ ৪৩ ॥

সেইখানে গৌতম-পত্নী অহল্যা ক্ষণকালমাত্র দেবরাজের কলত্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ৩৩॥ পাষাণ-ময়ী গৌতম-পত্নী রামের পাতক-বিনাশী পদরেণুর অনুগ্রহে বহুকালের পর পুনর্ব্বার স্বকীয় মনোহর দেহ প্রাপ্ত হইলেন॥ ৩৪॥ মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া প্রজাপালক জনক অর্ঘ্যগ্রহণ পূর্ব্বক অর্থ ও কাম সহিত মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মদেবের ন্যায় তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন॥ ৩৫॥ মিথিলানিবাসী জনগণ সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে নভস্তল হইতে অবনীতে অবতীর্ণ পুনর্ব্বসুদ্বয়ের ন্যায় সতৃষ্ণ-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং নিরীক্ষণ-সময়ে নয়নের পক্ষ্মপাতও বঞ্চনা বলিয়া মনে করিতে লাগিল॥ ৩৬॥ যূপচিহ্নিত যজ্ঞক্রিয়া সমাপনান্তে কৌশিকবংশাবতংস অবসরজ্ঞ মহর্ষি বিশ্বামিত্র, রাজা জনকের নিকট বলিলেন যে, রামচন্দ্র ভবদীয় শরাসন দর্শনের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন॥ ৩৭॥ মিথিলাধিপতি জনক রাজা সুবিখ্যাত পবিত্র-বংশোদ্ভব বালক রামচন্দ্রের সুকুমার দেহ দর্শন করিয়া এবং স্বীয় ধনুর দুরানম্যতা বিবেচনা করিয়া কন্যার পণসংস্থাপন হেতু ব্যথিতচিত্ত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! যে কার্য্য বৃহৎ মাতঙ্গদিগেরও দুষ্কর, সেই কর্ম্মে আমি করিশাবককে নিষ্ফল-প্রযত্ন করিতে অনুমতি দিতে পারি না॥ ৩৮-৩৯॥ অনেকানেক মহাবীর ধনুর্দ্ধারী নরপতি এই শরাসনের নিকট লজ্জিত হইয়া জ্যাঘাত-দ্বারা কঠিন স্ব স্ব ভুজদণ্ডে ধিক্কার দিয়া পলায়ন করিয়াছেন॥ ৪০॥ তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র জনক-রাজাকে বলিলেন, আপনি দশরথাত্মজ রামচন্দ্রের বলবিক্রমের বিষয় প্রত্যক্ষ করুন্; নিষ্ফল বাক্যের প্রয়োজন কি? পর্ব্বতপৃষ্ঠে বজ্রের ন্যায় এই কার্ম্মুকেই ইঁহার সারবত্তা প্রকাশ হউক॥ ৪১॥ জনক রাজা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এইরূপ বিশ্বস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, ইন্দ্রগোপকীটপ্রমাণ অগ্নিতেও দাহিকা-শক্তির ন্যায় শিখণ্ডধারী রামচন্দ্রেও পরাক্রম থাকা অসম্ভব নহে, এইরূপে তাহা বিশ্বাস করিলেন॥৪২॥ যেমন দেবরাজ তেজোময় শরাসনের আবির্ভাবের নিমিত্ত জলধরগণকে আদেশ করেন, সেইরূপ মিথিলাধিপতি জনক বহুসংখ্যক পার্শ্ববর্ত্তী অনুচরগণকে সেই ধনুক আনয়ন করিতে আদেশ

তৎ প্রসুপ্তভুজগেন্দ্রভূষণং, বীক্ষ্য দাশরথিরাদদে ধনুঃ ।
বিক্রুতক্রতুমৃগানুসারিণং, যেন বাণমসৃজদ্বৃষধ্বজঃ ॥ ৪৪ ॥
আততজ্যমকরোৎ স সংসদা, বিস্ময়স্তিমিতনেত্রমীক্ষিতঃ ।
শৈলসারমপি নাতিযত্নতঃ, পুষ্পচাপমিব পেশলং স্মরঃ ॥ ৪৫ ॥
ভজ্যমানমতিমাত্রকর্ষণাৎ, তেন বজ্রপরুষস্বনং ধনুঃ ।
ভার্গবায় দৃঢ়মন্যবে পুনঃ ক্ষত্রমুদ্যতমিব ন্যবেদয়ৎ ॥ ৪৬ ॥
দৃষ্টসারমথ রুদ্রকার্ম্মুকে, বীর্য্যশুল্কমভিনন্দ্য মৈথিলঃ ।
রাঘবায় তনয়ামযোনিজাং, রূপিণীং শ্রিয়মিব ন্যবেদয়ৎ ॥ ৪৭ ॥
মৈথিলঃ সপদি সত্যসঙ্গরো, রাঘবায় তনয়ামযোনিজাম্ ।
সন্নিধৌ দ্যুতিমতস্তপোনিধেরগ্নিসাক্ষিক ইবাতিসৃষ্টবান্ ॥ ৪৮ ॥
প্রাহিণোচ্চ মহিতং মহাদ্যুতিঃ, কোশলাধিপতয়ে পুরোধসম্ ।
ভৃত্যভাবি দুহিতুঃ পরিগ্রহাদ্দিশ্যতাং কুলমিদং নিমেরিতি ॥ ৪৯ ॥
অন্বিয়েষ সদৃশীং স চ স্নুষাং, প্রাপ চৈনমনুকূলবাগ্দ্বিজঃ ।
সদ্য এব সুকৃতাং হি পচ্যতে, কল্পবৃক্ষফলধর্ম্মি কাঙ্ক্ষিতম্ ॥ ৫০ ॥
তস্য কল্পিতপুরস্ক্রিয়াবিধেঃ, শুশ্রুবান্ বচনমগ্রজন্মনঃ ।
উচ্চচাল বলভিৎসখো বশী, সৈন্যরেণুমুষিতার্কদীধিতিঃ ॥ ৫১ ॥
আসসাদ মিথিলাং স বেষ্টয়ন্, পীড়িতোপবনপাদপাং বলৈঃ ।
প্রীতিরোধমসহিষ্ট সা পুরী, স্ত্রীব কান্তপরিভোগমায়তম্ ॥ ৫২ ॥
তৌ সমেত্য সময়ে স্থিতাবুভৌ. ভূপতী বরুণবাসবোপমৌ ।
কন্যকাতনয়াকৌতুকক্রিয়াং, স্বপ্রভাবসদৃশীং বিতেনতুঃ ॥ ৫৩ ॥

করিলেন ॥৪৩॥ বাল্যাবস্থাসম্পন্ন দশরথ-তনয় রামচন্দ্র প্রসুপ্তভুজঙ্গমেন্দ্র সদৃশ ভীষণমূর্ত্তি সেই কার্ম্মুক দর্শন করিবামাত্র গ্রহণ করিলেন,বৃষভধ্বজ সেই ধনুক দ্বারাই পলায়মান মৃগরূপধারী যজ্ঞবিঘ্নকারিগণের প্রতি অব্যর্থ শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ॥৪৪॥ মনোভব যেমন সুকোমল কুসুম-শরাসনে জ্যারোপণ করেন, সেইরূপ দশরথ-তনয় রামচন্দ্র ধরাধরতুল্য সুদৃঢ় কার্ম্মুকে অবলীলাক্রমে গুণাধিরোপণ করিলেন। সভাস্থিত ব্যক্তিগণ বিস্ময়ান্বিত হইয়া নির্নিমেষনেত্রে রামচন্দ্রের ধনুগু্ণাকর্ষণের অসীম বিক্রম-কৌশল অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥ অতিমাত্র আকর্ষণদ্বারা যে সময়ে শিবশরাসন ভগ্ন করিলেন, তখন সেই ধনুকে যেরূপ বজ্রসদৃশ কঠোরতর শব্দ হইল. তাহাতে বোধ হইল যেন, ক্ষত্রিয়কুলে বদ্ধবৈর পরশুরামই পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয়কুল সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ তৎপরে সত্যপ্রতিজ্ঞ মিথিলাধিপতি রাজা জনক হরধনুর্ভঙ্গে রঘুকুল-কুমারের বলবিক্রম দর্শন করিয়া স্বীয় ধনুর্ভঙ্গপণের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ তেজোনিধি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সন্নিধানে অগ্নিসাক্ষী করিয়া রামচন্দ্রকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা অযোনিজা কন্যা প্রদান করিলেন এবং পূজনীয় পুরোহিতকে অযোধ্যাধিপতি দশরথের সন্নিধানে প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে এইরূপ নিবেদন করিলেন যে, "আপনি আমার কন্যাকে পুত্রবধূ করিয়া নিমিকুল ভৃত্যভাবাপন্ন করুন ॥ ৪৭-৪৯ ॥" পৃথিবীপতি দশরথ স্বীয় পুত্রের অনুরূপ কুলবধূর অন্বেষণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে অনুকূলবাদী জনক-পুরোহিত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন ; যেহেতু, কল্পতরুর ফলের ন্যায় পুণ্যবান্‌দিগের মনোরথ সদাই কার্য্যে পরিণত হয় ॥ ৫০ ॥ সুরপতির সহচর জিতেন্দ্রিয় মহারাজ সেই ব্রাহ্মণের উপযুক্তরূপ সৎকার করিয়া তাঁহার নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং সৈন্যরেণু দ্বারা মার্ত্তণ্ড-মণ্ডল অবরোধ করিয়া মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ৫১ ॥ রাজা দশরথ মিথিলায় উপস্থিত হইলে তদীয় সৈন্য-সমূহ উপকণ্ঠস্থিত উপবনতরু-সমূহের পীড়া উৎপাদন পূর্ব্বক নগর বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিল, কামিনী যেরূপ অতিপ্রসক্ত প্রিয়সম্ভোগ সহ্য করে, তদ্রূপ মিথিলানগরস্থিত জনকপুরী সেই প্রণয়াবরোধ সহ্য করিল ॥ ৫২ ॥ সদাচারনিষ্ঠ বরুণ ও আখণ্ডলতুল্য ভূপতিদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া কন্যা-

পার্থিবীমুদবহদ্রঘূদ্বহো, লক্ষ্মণস্তদনুজামথোর্ম্মিলাম্।
যৌ তয়োরবরজৌ বরৌজসৌ, তৌ কুশধ্বজসুতে সুমধ্যমে॥ ৫৪ ॥
তে চতুর্থসহিতাস্ত্রয়ো বভুঃ, সূনবো নববধূপরিগ্রহাৎ।
সামদানবিধিভেদনিগ্রহাঃ, সিদ্ধিমন্ত ইব তস্য ভূপতেঃ॥ ৫৫ ॥
তা নরাধিপসুতা নৃপাত্মজৈস্তে চ তাভিরগমন্ কৃতার্থতাম্।
সোহভবদ্বরবধূসমাগমঃ, প্রত্যয়প্রকৃতিযোগসন্নিভঃ॥ ৫৬ ॥
এবমাত্মরতিরাত্মসম্ভবাংস্তান্ নিবেশ্য চতুরোহপি তত্র সঃ।
অধ্বসু ত্রিষু বিসৃষ্টমৈথিলঃ, স্বাং পুরীং দশরথো ন্যবর্ত্তত॥ ৫৭ ॥
তস্য জাতু মরুতঃ প্রতীপগাঃ, বর্ত্মসু ধ্বজতরুপ্রমাথিনঃ।
চিক্লিশুর্ভৃশতয়া বরূথিনীমুত্তটা ইব নদীরয়া স্থলীম্॥ ৫৮ ॥
লক্ষ্যতে স্ম তদনন্তরং রবির্বদ্ধভীমপরিবেশমণ্ডলঃ।
বৈনতেয়শমিতস্য ভোগিনো, ভোগবেষ্টিত ইব চ্যুতো মণিঃ॥ ৫৯ ॥
শ্যেনপক্ষপরিধূসরালকা, সন্ধ্যামেঘরুধিরার্দ্রবাসসঃ।
অঙ্গনা ইব রজস্বলা দিশো, নো বভূবুরবলোকনক্ষমাঃ॥ ৬০ ॥
ভাস্করশ্চ দিশমধ্যুবাস যাং, তাং শ্রিতাঃ প্রতিভয়ং ববাশিরে।
ক্ষত্রশোণিতপিতৃক্রিয়োচিতং, চোদয়ন্ত্য ইব ভার্গবং শিবাঃ॥ ৬১ ॥
তৎ প্রতীপপবনাদি বৈকৃতং, প্রেক্ষ্য শান্তিমধিকৃত্য কৃত্যবিৎ।
অন্বযুঙ্‌ক্ত গুরুমীশ্বরঃ ক্ষিতেঃ, স্বস্তিমিত্যলঘয়ৎ স তদ্ব্যথাম্॥ ৬২ ॥
তেজসঃ সপদি রাশিরুত্থিতঃ, প্রাদুরাস কিল বাহিনীমুখে।
যঃ প্রমৃজ্য নয়নানি সৈনিকৈর্লক্ষণীয়পুরুষাকৃতিশ্চিরাৎ॥ ৬৩ ॥

পুত্রের স্বীয় মহিমানুরূপ বিবাহোৎসব সম্পাদন করিলেন ॥ ৫৩ ॥ রামচন্দ্র মেদিনীতনয়া সীতার এবং লক্ষ্মণ সীতার কনিষ্ঠা উর্ম্মিলার পাণিগ্রহণ করিলেন, আর তাঁহাদিগের অনুজদ্বয় তেজস্বী ভরত ও শত্রুঘ্ন যথাক্রমে কুশধ্বজকন্যা কৃশোদরী ও শ্রুতকীর্ত্তির পাণিগ্রহণ করিলেন ॥ ৫৪ ॥ রাজকুমার-চতুষ্টয় নববধূ পরিগ্রহ করিয়া সিদ্ধিসম্পন্ন সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারি উপায়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৫৫॥ রাজকন্যাগণ নৃপতিপুত্রদিগের সহিত সংমিলিত হইয়া চরিতার্থতা লাভ করিলেন, ফলতঃ সেই বর-বধূসমাগম, প্রত্যয়-প্রকৃতির সংযোগের ন্যায় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছিল ॥ ৫৬ ॥ পুত্রবৎসল রাজা দশরথ এইরূপে পুত্রগণের পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিয়া স্বীয় রাজধানী অভিমুখে গমন করিলেন। মহারাজ জনক তিনদিবসের পথ পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ অনুগমন করিয়াছিলেন, তদনন্তর তাঁহার নিকটে বিদায় লইয়া নিজনগরীতে প্রতিগমন করিলেন ॥ ৫৭ ॥ যেমন নদীবেগ তীর-ভূমি অতিক্রম করিয়া বেলাভূমির কষ্টদায়ক হয়, সেইরূপ একদিন পথিমধ্যে ধ্বজদণ্ড-বিমর্দ্দনকারী প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হইয়া সৈন্যদিগের অত্যন্ত ক্লেশ উৎপাদন করিল ॥ ৫৮ ॥ অনন্তর খগেন্দ্র-বিনাশিত ভুজঙ্গের শরীরবেষ্টিত মস্তকচ্যুত মণির ন্যায়, ভগবান্ ভাস্কর ভয়ানক পরিবেশমণ্ডলে পরি-বৃত হইয়া পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥ দিগঙ্গনা শ্যেনপক্ষীর পক্ষরূপ ধূসরবর্ণ অলক ধারণ করিল, সন্ধ্যাকালীন মেঘ-রূপ শোণিতাক্ত বসনে আচ্ছাদিত হইল এবং ধূলি-সমূহে সমাকীর্ণ হইয়া রজঃস্বলার ন্যায় অবলোকনের অযোগ্য হইয়া উঠিল ॥ ৬০ ॥ তপনাধিষ্ঠিত দিক্ আশ্রয় করিয়া শিবা-গণ ক্ষত্রিয়শোণিত দ্বারা পিতৃলোক-তর্পণকারী পরশুরামকে প্রেরণ করিবার নিমিত্তই যেন ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল ॥ ৬১ ॥ কৃত্যবিৎ ক্ষিতিপতি দশরথ প্রতিকূল সমীরণাদি সেই সকল দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া শান্তিবিধানের নিমিত্ত কুলগুরু বশিষ্ঠকে বলিলেন, তিনি পরিণামে শুভকর হইবে বলিয়া মহারাজের ভয়ভঞ্জন করিয়া দিলেন ॥ ৬২ ॥ অকস্মাৎ সৈন্যদিগের পুরোভাগে তেজোরাশি আবি-র্ভূত হইল, তাঁহারা নয়ন মার্জ্জন করিয়া কিছুক্ষণের পর এক পুরুষাকৃতি দেখিতে পাইলেন; সেই

পিত্র্যমংশমুপবীতলক্ষণং, মাতৃকঞ্চ ধনুরূর্জ্জিতং দধৎ।
যঃ সসোম ইব ঘর্ম্মদীধিতিঃ, সদ্বিজিহ্ব ইব চন্দনদ্রুমঃ ॥ ৬৪ ॥
যেন রোষপরুষাত্মনঃ পিতুঃ, শাসনে স্থিতিভিদোঽপি তস্থুষা।
বেপমানজননীশিরশ্ছিদা, প্রাগজীয়ত ঘৃণা ততো মহী ॥ ৬৫ ॥
অক্ষবীজবলয়েন নির্বভৌ, দক্ষিণশ্রবণসংস্থিতেন যঃ।
ক্ষত্রিয়ান্তকরণৈকবিংশতের্ব্যাজপূর্ব্বগণনামিবোদ্‌বহন্ ॥ ৬৬ ॥
তং পিতুর্বধভবেন মন্যুনা, রাজবংশনিধনায় দীক্ষিতম্।
বালসূনুরবলোক্য ভার্গবং, স্বাং দশাঞ্চ বিষসাদ পার্থিবঃ ॥ ৬৭ ॥
রাম নাম ইতি তুল্যমাত্মজে, বর্ত্তমানমহিতে চ দারুণে।
হৃদ্যমস্য ভয়দায়ি চাভবদ্রত্নজাতমিব হারসর্পয়োঃ ॥ ৬৮ ॥
অর্ঘ্যমর্ঘ্যমিতি বাদিনং নৃপং, সোঽনবেক্ষ্য ভরতাগ্রজো যতঃ।
ক্ষত্রকোপদহনার্চ্চিষং ততঃ, সন্দধে দৃশমুদগ্রতারকাম্ ॥ ৬৯ ॥
তেন কার্ম্মুকনিষক্তমুষ্টিনা, রাঘবো বিগতভীঃ পুরোগতঃ।
অঙ্গুলীবিবরচারিণং শরং, কুর্ব্বতা নিজগদে যুযুৎসুনা ॥ ৭০ ॥
ক্ষত্রজাতমপকারবৈরি মে, তন্নিহত্য বহুশঃ শমং গতঃ।
সুপ্তসর্প ইব দণ্ডঘট্টনাদ্রোষিতোঽস্মি তব বিক্রমশ্রবাৎ ॥ ৭১ ॥
মৈথিলস্য ধনুরন্যপার্থিবৈস্ত্বং কিলানমিতপূর্ব্বমক্ষণোঃ।
তন্নিশম্য ভবতা সমর্থয়ে, বীর্য্যশৃঙ্গমিব ভগ্নমাত্মনঃ ॥ ৭২ ॥
অন্যথা জগতি রাম ইত্যয়ং, শব্দ উচ্চরিত এব মামগাৎ।
ব্রীড়মাবহতি মে স সম্প্রতি, ব্যস্তবৃত্তিরুদয়োন্মুখে ত্বয়ি ॥ ৭৩ ॥
বিভ্রতোঽস্ত্রমচলেঽপ্যকুণ্ঠিতং, দ্বৌ রিপূ মম মতৌ সমাগসৌ।
ধেনুবৎসহরণাচ্চ হৈহয়স্ত্বঞ্চ কীর্ত্তিমপহর্ত্তুমুদ্যতঃ ॥ ৭৪ ॥

পুরুষ পৈতৃকচিহ্ন উপবীত ও মাতৃকচিহ্ন শরাসন ধারণ পূর্ব্বক চন্দ্রসংযুক্ত ভাস্কর এবং ভুজঙ্গবেষ্টিত চন্দনতরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬৩-৬৪ ॥ যিনি রোষকষায়িত মর্য্যাদাভ্রষ্ট পিতার আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া কম্পমান জননীর মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক প্রথমে ঘৃণা জয় করিয়া তৎপরে পৃথ্বীজয় করেন, বোধ হইল, তিনিই যেন দক্ষিণকর্ণে নিহিত অক্ষবীজবলয়ের ছলে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়বিনাশের গণনা ধারণ করিতেছেন ॥ ৬৫-৬৬ ॥ মহারাজ দশরথ, পিতৃবধজনিত ক্রোধহেতু ক্ষত্রিয়নাশে প্রবৃত্ত ভৃগুকুলোদ্ভব পরশুরামকে দর্শন করিয়া স্বীয় দুর্ব্বল অবস্থা ও সন্তানগণকে শিশু বিবেচনা করিয়া বিষাদসমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৬৭ ॥ নিদারুণ শত্রু ও স্বীয় তনয় উভয়েই তুল্যরূপে বিদ্যমান, "রামনাম" ভুজঙ্গ এবং কণ্ঠস্থিত-হার-রত্নের ন্যায় মহারাজ দশরথের হৃদয়হারী ও ভয়দায়ী হইয়াছিল ॥ ৬৮ ॥ দশরথ ব্যস্তসমস্ত হইয়া 'অর্ঘ্য অর্ঘ্য' এইরূপ বলিতেছেন, কিন্তু জামদগ্ন্য সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া যে স্থানে ভরতাগ্রজ রামচন্দ্র অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দিকেই ক্ষত্রিয়-ক্রোধানলের শিখা-স্বরূপ ভীষণ-তারকাযুক্ত চক্ষু নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৬৯ ॥ সমরাভিলাষী ভার্গব, একমুষ্টি শরাসনে ও অপর মুষ্টির অঙ্গুলিবিবরে বাণ সংস্থাপন করিয়া সম্মুখবর্ত্তী নির্ভীক রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৭০ ॥ ক্ষত্রিয়জাতি আমার পিতৃহন্তা শত্রু, আমি তাহাদিগকে একবিংশতিবার বিনিপাত করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে তোমার পরাক্রম শুনিয়া দণ্ডঘট্টিত প্রসুপ্ত ভুজঙ্গমের ন্যায় রোষিত হইয়াছি ॥ ৭১ ॥ পূর্ব্বে অন্য কোন রাজাই জনকরাজের যে শরাসন নত করিতে পারে নাই, তুমি সেই ধনুক অনায়াসেই ভগ্ন করিয়াছ শুনিয়া আমার বীর্য্যশৃঙ্গই যেন ভগ্ন হইয়াছে, এইরূপ বোধ করিয়াছি ॥ ৭২ ॥ পূর্ব্বে "রামনাম" উচ্চারণ করিলে কেবল আমাকেই বুঝাইত, এখন সেই নাম অভ্যুদয়োন্মুখ তোমাতে বিভক্ত হওয়াতে আমার অত্যন্ত লজ্জাবোধ হইতেছে ॥ ৭৩ ॥ আমি শৈলভেদেও অকুণ্ঠিত অস্ত্রধারণ করিতেছি, আমার দুই শত্রুই তুল্য অপরাধ

ক্ষত্রিয়ান্তকরণোঽপি বিক্রমস্তেন মামবতি নাজিতে ত্বয়ি।
পাবকস্য মহিমা স গণ্যতে, কক্ষবজ্জ্বলতি সাগরেঽপি যঃ ॥ ৭৫ ॥
বিদ্ধি চাত্তবলমোজসা হরেরৈশ্বরং ধনুরভাজি যত্ত্বয়া।
খাতমূলমনিলো নদীরয়ৈঃ, পাতয়ত্যপি মৃদুস্তটদ্রুমম্ ॥ ৭৬ ॥
তন্মদীয়মিদমায়ুধং জ্যয়া, সংগমষ্য সশরং বিকৃষ্যতাম্।
তিষ্ঠতু প্রধনমেবমপ্যহং, তুল্যবাহুতরসা জিতস্ত্বয়া ॥ ৭৭ ॥
কাতরোঽসি যদি বোদ্গতার্চ্চিষা, তর্জ্জিতঃ পরশুধারয়া মম।
জ্যানিঘাতকঠিনাঙ্গুলির্বৃথা, বধ্যতামভয়যাচনাঞ্জলিঃ ॥ ৭৮ ॥
এবমুক্তবতি ভীমদর্শনে, ভার্গবে স্মিতবিকম্পিতাধরঃ।
তদ্ধনুর্গ্রহণমেব রাঘবঃ, প্রত্যপদ্যত সমর্থমুত্তরম্ ॥ ৭৯ ॥
পূর্ব্বজন্মধনুষা সমাগতঃ, সোঽতিমাত্রলঘুদর্শনোঽভবৎ।
কেবলোঽপি সুভগো নবাম্বুদঃ, কিং পুনস্ত্রিদশচাপলাঞ্ছিতঃ ॥ ৮০ ॥
তেন ভূমিনিহিতৈককোটি তৎ, কার্ম্মুকঞ্চ বলিনাধিরোপিতম।
নিষ্প্রভশ্চ রিপুরাস ভূভৃতাং, ধূমশেষ ইব ধূমকেতনঃ ॥ ৮১ ॥
তাবুভাবপি পরস্পরস্থিতৌ, বর্দ্ধমানপরিহীনতেজসৌ।
পশ্যতি স্ম জনতা দিনাত্যয়ে, পার্ব্বণৌ শশিদিবাকরাবিব ॥ ৮২ ॥
তং কৃপামৃদুরবেক্ষ্য ভার্গবং, রাঘবঃ স্খলিতবীর্য্যমাত্মনি।
স্বঞ্চ সংহিতমমোঘমাশুগং, ব্যাজহার হরসূনুসন্নিভঃ ॥ ৮৩ ॥
ন প্রহর্ত্তুমলমস্মি নির্দ্দয়ং, বিপ্র ইত্যভিভবত্যপি ত্বয়ি।
শংস কিং গতিমনেন পত্রিণা হন্মি লোকমুত তে মখার্জ্জিতম্ ॥ ৮৪ ॥

বলিয়া স্থির হইয়াছে, প্রথমতঃ কার্ত্তবীর্য্য ধেনুবৎস হরণ করিয়াছিল এবং দ্বিতীয়তঃ তুমি আমার কীর্ত্তিলোপ করিতে উদ্যত হইয়াছ ॥৭৪॥ তুমি পরাজিত না হইলে আমি ক্ষত্রিয়বিনাশজনিত পরাক্রমে সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেছি না; অনল শুষ্ক তৃণের ন্যায় সমুদ্রেও যে প্রজ্বলিত হয়, তাহাই তাহার মহিমা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে ॥ ৭৫ ॥ তুমি যে শিবশরাসন ভগ্ন করিয়াছ, তাহার সমস্ত ভারই ভগবান্ নারায়ণ হরণ করিয়াছিলেন, ইহা নিশ্চয় জানিও যে, নদীবেগে মূল উৎখাত হইলে মন্দবায়ু তটিনীতটস্থ তরুকেও নিপাতিত করিতে সক্ষম হয় ॥৭৬॥ এক্ষণে আমার এই শরাসনে গুণারোপণ করিয়া শরসংযুক্ত ধনুক আকর্ষণ কর, যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই, এই কার্য্য সম্পাদন করিলেই তোমাকে বহুবলশালী বিবেচনা করিয়া তোমার নিকট পরাভব স্বীকার করিব ॥৭৭॥ অথবা যদি আমার প্রদীপ্ত পরশুধারার তর্জ্জনে ভীত হইয়া থাক, তবে বৃথা জ্যাঘাত-কঠিনাঙ্গুলি করতল-দ্বয়ে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া অভয় প্রার্থনা কর ॥৭৮॥ ভীষণদর্শন ভৃগুপতি এইরূপ বলিলে পর রামচন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার ধনুক গ্রহণ করিয়াই সমুচিত উত্তর প্রদান করিলেন ॥ ৭৯ ॥ জন্মান্তরীণ শরাসন-সহযোগে তিনি অতিশয় প্রিয়দর্শন হইলেন, কেবল নবজলধরই পরম রমণীয়, তাহাতে আবার ইন্দ্রধনু সংমিলিত হইলে অতি অপূর্ব্ব শোভাই হইয়া থাকে ॥ ৮০ ॥ প্রবলপরাক্রমশালী রামচন্দ্র, অবনীতলে যেমন কার্ম্মুকের একাগ্র নিহিত করিয়া জ্যারোপণ করিলেন, অমনি ক্ষত্রিয়কুল-বৈরি পরশুরাম ধূমাবশিষ্ট বহ্নির ন্যায় প্রভাপরিশূন্য হইলেন ॥৮১॥ তখন দর্শক-বৃন্দ পরস্পরের অভিমুখে দণ্ডায়মান বর্দ্ধিততেজা দাশরথি ও হীনপরাক্রম ভার্গবকে দিবাবসানে পার্ব্বণ চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৮২ ॥ কুমার সদৃশ দয়ার্দ্রচিত্ত রামচন্দ্র পরশুরামকে হীনবীর্য্য দেখিয়া স্বীয় সংহিত শর অব্যর্থ বিবেচনা করিয়া বলিলেন, আপনি আমাকে অভিভব করিলেও, ব্রাহ্মণ বলিয়া আমি আপনাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে পারিতেছি না, এখন বলুন, এই শরদ্বারা আপনার স্বৈরগতি কিংবা যজ্ঞার্জ্জিত

প্রত্যুবাচ তমৃষির্ন তত্ত্বতস্ত্বাং ন বেদ্মি পুরুষং পুরাতনম্।
গাং গতস্য তব ধাম বৈষ্ণবং, কোপিতো হ্যসি ময়া দিদৃক্ষুণা। ৮৫।
ভস্মসাৎ কৃতবতঃ পিতৃদ্বিষঃ, পাত্রসাচ্চ বসুধাং সসাগরাম্।
আহিতো জয়বিপর্য্যয়োঽপি মে, শ্লাঘ্য এব পরমেষ্ঠিনা ত্বয়া ॥ ৮৬॥
তদ্গতিং মতিমতাং বরেপ্সিতাং, পুণ্যতীর্থগমনায় রক্ষ মে।
পীড়য়িষ্যতি ন মাং খিলীকৃতা, স্বর্গপদ্ধতিরভোগলোলুপম্॥ ৮৭॥
প্রত্যপদ্যত তথেতি রাঘবঃ, প্রাঙ্মুখশ্চ বিসসর্জ্জ সায়কম্।
ভার্গবস্য সুকৃতোঽপি সোঽভবৎ, স্বর্গমার্গপরিঘো দুরত্যয়ঃ॥ ৮৮॥
রাঘবোঽপি চরণৌ তপোনিধেঃ, ক্ষম্যতামিতি বদন্ সমস্পৃশৎ।
নির্জ্জিতেষু তরসা তরস্বিনাং, শত্রুষু প্রণতিরেব কীর্ত্তয়ে॥ ৮৯॥
রাজসত্ত্বমবধূয় মাতৃকং, পিত্র্যমস্মি গমিতঃ শমং যদা।
নন্বনিন্দিতফলো মম ত্বয়া, নিগ্রহোঽপ্যয়মনুগ্রহীকৃতঃ॥৯০॥
সাধয়াম্যহমবিঘ্নমস্তু তে, দেবকার্য্যমুপপাদয়িষ্যতঃ।
উচিবানিতি বচঃ সলক্ষ্মণং, লক্ষ্মণাগ্রজমৃষিস্তিরোদধে॥ ৯১॥
তস্মিন্ গতে বিজয়িনং পরিরভ্য রামং, স্নেহাদমন্যত পিতা পুনরেব জাতম্।
তস্যাভবৎ ক্ষণশুচঃ পরিতোষলাভঃ, কক্ষাগ্নিলঙ্ঘিততরোরিব বৃষ্টিপাতঃ॥ ৯২॥

স্বর্গলোকে অবরোধ করি? ৮৩-৮৪॥ তখন পরশুরাম রামচন্দ্রকে বলিলেন, আমি আপনাকে পুরাণ পুরুষ বলিয়া স্বরূপতঃ জানিতাম না, এরূপ নহে, তবে আপনি অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এক্ষণে আপনার দিব্য তেজঃ দর্শন করিবার অভিলাষে আপনাকে কোপিত করিয়াছি॥ ৮৫॥ আমি পিতৃশত্রু-সকলকে ভস্মসাৎ করিয়াছি এবং সসাগরা ধরা উপযুক্ত পাত্রসাৎ করিয়াছি। আপনি সনাতন পরমপুরুষ, আপনি যে আমাকে পরাভব করিলেন, ইহা আমার পক্ষে অতিশয় শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই। অতএব হে বীরবর! পুণ্যতীর্থ-গমনের নিমিত্ত আমার অভিলষিত স্বৈরগতি রক্ষা করুন। স্বর্গপথ অবরুদ্ধ হইলে আমার কিছুমাত্র কষ্টবোধ হইবে না, কারণ, আমি ভোগবাসনায় একান্তই পরাঙ্মুখ হইয়াছি॥ ৮৬-৮৭॥ রামচন্দ্র তথাস্তু বলিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া স্বীয় হস্তস্থিত সায়ক মোচন করিলেন। সেই পরিত্যক্ত শর দ্বারা পরমপুণ্যবান্ পরশুরামের স্বর্গপথের দুরতিক্রম প্রতিবন্ধক হইল॥ ৮৮॥ রামচন্দ্রও "ক্ষমা করুন" বলিয়া তপোধন ভৃগুরামের চরণধারণ করিলেন। ভুজবল-পরাজিত শত্রুর নিকটে প্রণতি বীরগণের পক্ষে কীর্ত্তিকরই হইয়া থাকে॥ ৮৯॥ পুণ্যাত্মা পরশুরাম তখন বলিলেন, হে বীরবর! আপনার প্রসাদে আমি মাতৃসম্বন্ধীয় রজোগুণবিরহিত হইয়া পৈতৃক শান্তিগুণ লাভ করিলাম, সুতরাং আপনি এক্ষণে যে আমার হিতসাধন করিলেন, ইহা আমার পক্ষে অনুগ্রহস্বরূপই হইয়াছে॥ ৯০॥ হে রঘুকুলতিলক! এক্ষণে আমি চলিলাম, দেবকার্য্যসম্পাদনের নিমিত্ত আপনি মেদিনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আপনার কুশল হউক। পরশুরাম তখন রাম ও লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন॥ ৯১॥ জামদগ্ন্য গমন করিলে পর পিতা দশরথ বিজয়ী পুত্র রামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহবশতঃ মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, রামচন্দ্র যেন পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মহারাজ ক্ষণকালস্থায়ী শোকের পর বৃষ্টিপাতে দাবানল-লঙ্ঘিত তরুবরের ন্যায় প্রীতিলাভ করিলেন॥ ৯২॥

অথ পথি গময়িত্বা ক্লৃপ্তরম্যোপকার্য্যে, কতিচিদবনিপালঃ শর্ব্বরীঃ সর্ব্বকল্পঃ।
পুরমবিশদযোধ্যাং মৈথিলীদর্শনীনাং, কুবলয়িতগবাক্ষাং লোচনৈরঙ্গনানাম্ ॥ ৯৩ ॥

শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ সীতাবিবাহবর্ণনো নাম একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ

নির্ব্বিষ্টবিষয়স্নেহঃ স দশান্তমুপেয়িবান্। আসীদাসন্ননির্ব্বাণঃ প্রদীপার্চ্চিরিবোষসি ॥ ১ ॥
তং কর্ণমূলমাগত্য রামে শ্রীর্ন্যস্যতামিতি। কৈকেয়ীশঙ্কয়েবাহ পলিতচ্ছদ্মনা জরা ॥ ২ ॥
সা পৌরান্ পৌরকান্তস্য রামস্যাভ্যুদয়শ্রুতিঃ। প্রত্যেকং হ্লাদয়াঞ্চক্রে কুল্যেবোদ্যানপাদপান্ ॥ ৩ ॥
তস্যাভিষেকসম্ভারং কল্পিতং ক্রূরনিশ্চয়া। দূষয়ামাস কৈকেয়ী শোকোষ্ণৈঃ পার্থিবাশ্রুভিঃ ॥ ৪ ॥
সা কিলাশ্বাসিতা চণ্ডী ভর্ত্রা তৎসংশ্রুতৌ বরৌ। উদ্ববামেন্দ্রসিক্তা ভূর্বিলমগ্নাবিবোরগৌ ॥ ৫ ॥
তয়োশ্চতুর্দ্দশৈকেন রামং প্রাব্রাজয়ৎ সমাঃ। দ্বিতীয়েন সুতস্যৈচ্ছৎ বৈধব্যৈকফলাং শ্রিয়ম্ ॥ ৬ ॥
পিত্রা দত্তাং রুদন্ রামঃ প্রাঙ্মহীং প্রত্যপদ্যত। পশ্চাদ্বনায় গচ্ছেতি তদাজ্ঞাং মুদিতোহগ্রহীৎ ॥ ৭ ॥
দধতো মঙ্গলক্ষৌমে বসানস্য চ বল্কলে। দদৃশুর্বিস্মিতাস্তস্য মুখরাগং সমং জনাঃ ॥ ৮ ॥
স সীতালক্ষ্মণসখঃ সত্যাদ্‌গুরুমলোপয়ন্। বিবেশ দণ্ডকারণ্যং প্রত্যেকঞ্চ সতাং মনঃ ॥ ৯ ॥
রাজাপি তদ্বিয়োগার্ত্তঃ স্মৃত্বা শাপং স্বকর্ম্মজম্। শরীরত্যাগমাত্রেণ শুদ্ধিলাভমমন্যত ॥ ১০ ॥

তৎপরে শিবতুল্য নরপতি দশরথ পথিমধ্যে রমণীয় পটমণ্ডপে কতিপয় নিশা অতিবাহিত করিয়া সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশসম্ভূত পুত্রচতুষ্টয় ও লক্ষ্মীস্বরূপিণী পুত্রবধূগণ সমভিব্যাহারে শুভক্ষণে অযোধ্যাপুরী প্রবেশ করিলেন, তথায় মৈথিলীর দর্শনোৎসুকা পুরকামিনীগণের নেত্রপাতে গবাক্ষদেশে যেন শত শত কুবলয়পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল ৯৩

একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

উষাকালে বর্ত্তিকার অন্তর্ব্বর্ত্তিনী দীপশিখা যেমন পাত্রস্থিত সমস্ত তৈল সম্ভোগ করিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ হয়, সেইরূপ রাজা দশরথ অন্তিমদশায় উপস্থিত ও বিষয়-সম্ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া নির্ব্বাণমোক্ষ-প্রাপ্তির সমীপবর্ত্তী হইলেন ॥১॥ জরা যেন কৈকেয়ীর ভয়েই পলিতচ্ছলে নরপতি দশরথের কর্ণোপান্তে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রকে রাজলক্ষ্মী সমর্পণ করিতে বলিল ॥২॥ যেমন কৃত্রিম সরিৎ উদ্যানস্থিত প্রত্যেক বৃক্ষকেই প্রফুল্লিত করে, তদ্রূপ প্রজাপ্রিয় রামচন্দ্রের সেই অভিষেকবার্ত্তা প্রত্যেক পুরবাসীকেই আহ্লাদিত করিল ॥ ৩ ॥ ক্রূরনিশ্চয়া কৈকেয়ী রামচন্দ্রের অভিষেকের নিমিত্ত সঞ্চিত দ্রব্যসামগ্রীসম্ভারসকল মহীপতির শোকোষ্ণ অশ্রুবিন্দু দ্বারা সংদূষিত করিয়াছিল ॥ ৪ ॥ যেমন মেঘধারাসিক্ত ভূমি বিলমধ্যে বিলীন ভুজঙ্গমকে উদ্গীরণ করে, সেইরূপ কোপনা কৈকেয়ী পতি কর্ত্তৃক আশ্বাসিতা হইয়া পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত বরদ্বয় প্রার্থনা করিল ॥ ৫ ॥ এক বরদ্বারা রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস এবং দ্বিতীয় বরদ্বারা নিজনন্দন ভরতের নিমিত্ত আপনার বৈধব্যপরিণামশালিনী রাজলক্ষ্মীর অভিলাষ করিল ॥ ৬॥ রামচন্দ্র প্রথমে রোদন করিতে করিতে পিতৃদত্ত রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু "বনগমন কর" এই অনুমতি হৃষ্ট হইয়া গ্রহণ করিলেন ।। ৭ ।। রামচন্দ্রের ক্ষৌমযুগল-পরিধানসময়ে পুরবাসিগণ যাদৃশ মুখকান্তি দর্শন করিয়াছিল, বল্কল-পরিধানকালেও সেইরূপ অবিকৃত মুখরাগ অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল ॥ ৮ ॥ রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালন করিবার নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে গমনোৎসুক হইলেন এবং যেন প্রত্যেক সাধুব্যক্তির মনোমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৯ ॥ এদিকে পুত্রবিরহ-কাতর দশরথ ঋষিবরের পূর্ব্ব-অভিশাপ-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া শরীরত্যাগ করাই স্বকৃত পাপের

বিপ্রোষিতকুমারং তদ্রাজ্যমস্তমিতেশ্বরম্। রন্ধ্রান্বেষণদক্ষাণাং দ্বিষামামিষতাং যযৌ ॥ ১১ ॥
অথানাথাঃ প্রকৃতয়ো মাতৃবন্ধুনিবাসিনম্। মৌলৈরানায়য়ামাসুর্ভরতং স্তম্ভিতাশ্রুভিঃ ॥ ১২ ॥
শ্রুত্বা তথাবিধং মৃত্যুং কৈকেয়ীতনয়ঃ পিতুঃ। মাতুর্ন কেবলং তস্যাঃ শ্রিয়োঽপ্যাসীৎ পরাঙ্মুখঃ ॥ ১৩ ॥
সসৈন্যশ্চান্বগাদ্রামং দর্শিতানাশ্রমালয়ৈঃ। তস্য পশ্যন্ সসৌমিত্রেরুদশ্রুর্বসতিদ্রুমান্ ॥ ১৪ ॥
চিত্রকূটবনস্থঞ্চ কথিতস্বর্গতির্গুরোঃ। লক্ষ্ম্যা নিমন্ত্রয়াঞ্চক্রে তমনুচ্ছিষ্টসম্পদা ॥ ১৫ ॥
স হি প্রথমজে তস্মিন্নকৃতশ্রীপরিগ্রহে। পরিবেত্তারমাত্মানং মেনে স্বীকরণাদ্ভুবঃ ॥ ১৬ ॥
তমশক্যমপাক্রষ্টুং নিদেশাৎ স্বর্গিণঃ পিতুঃ। যযাচে পাদুকে পশ্চাৎ কর্ত্তুং রাজ্যাধিদেবতে ॥ ১৭ ॥
স বিসৃষ্টস্তথেত্যুক্ত্বা ভ্রাত্রা নৈবাবিশৎ পুরীম্। নন্দিগ্রামগতস্তস্য রাজ্যং ন্যাসমিবাভুনক্ ॥ ১৮ ॥
দৃঢ়ভক্তিরিতি জ্যেষ্ঠে রাজ্যতৃষ্ণাপরাঙ্মুখঃ। মাতুঃ পাপস্য ভরতঃ প্রায়শ্চিত্তমিবাকরোৎ ॥ ১৯ ॥
রামোঽপি সহ বৈদেহ্যা বনে বন্যেন বর্ত্তয়ন্। চচার সানুজঃ শান্তো বৃদ্ধেক্ষ্বাকুব্রতং যুবা ॥ ২০ ॥
প্রভাবস্তম্ভিতচ্ছায়মাশ্রিতঃ স বনস্পতিম্। কদাচিদঙ্কে সীতায়াঃ শিশ্যে কিঞ্চিদিব শ্রমাৎ ॥ ২১ ॥
ঐন্দ্রিঃ কিল নখৈস্তস্যা বিদদার স্তনৌ দ্বিজঃ। প্রিয়োপভোগচিহ্নেষু পৌরোভাগ্যমিবাচরন্ ॥ ২২ ॥
তস্মিন্নাস্থদীষিকাস্ত্রং রামো রামাববোধিতঃ। আত্মানং মুমুচে তস্মাদেকনেত্রব্যয়েন সঃ ॥ ২৩ ॥
রামস্ত্বাসন্নদেশত্বাদ্ভরতাগমনং পুনঃ। আশঙ্ক্যোৎসুকসারঙ্গাং চিত্রকূটস্থলীং জহৌ ॥ ২৪ ॥
প্রযযাবাতিথেয়েষু বসন্নৃষিকুলেষু সঃ। দক্ষিণাং দিশমৃক্ষেষু বার্ষিকেষ্বিব ভাস্করঃ ॥ ২৫ ॥

প্রায়শ্চিত্ত বিবেচনা করিলেন ॥ ১০ ॥ কুমারগণ বনবাসী এবং মহারাজ অস্তমিত হওয়াতে সেই কোশল-রাজ্য ছিদ্রান্বেষী শত্রুগণের প্রলোভন-বস্তু হইয়া উঠিল ॥ ১১ ॥ অনন্তর প্রভুপরিশূন্য অমাত্যগণ বিপত্তি গোপনের নিমিত্ত সংবৃতাশ্রু মূল-সচিবদিগকে প্রেরণ করিয়া মাতামহের আলয়বাসী ভরতকে আনয়ন করিলেন ॥ ১২ ॥ কৈকেয়ীনন্দন ভরত স্বালয়ে প্রত্যাগত হইয়া পিতার সেইরূপ শোকাবহ মৃত্যুর বিবরণ শ্রবণপূর্ব্বক অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া কেবল নিজ জননীর প্রতিই বিরক্ত হইলেন, এমন নহে, রাজ্যভোগেও পরাঙ্মুখ হইলেন ॥ ১৩ ॥ তিনি সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে আশ্রমবাসী মুনিজন-প্রদর্শিত রাম-লক্ষ্মণের নিবাসতরু-সমূহ দর্শন করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাদিগের অনুগমন করিলেন ॥১৪॥ ভরত চিত্রকূট-বনস্থিত অগ্রজ রামচন্দ্রের সন্নিধানে পিতার স্বর্গগমনের বার্ত্তা নিবেদন করিয়া অভুক্ত রাজলক্ষ্মী-সম্ভোগের নিমিত্ত তাঁহাকে নিবন্ধ সহকারে অনুরোধ করিলেন ॥১৫॥ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজলক্ষ্মী-পরিগ্রহে অসম্মত হইলে, ভরত স্বয়ং বসুন্ধরার পরিগ্রহে অস্বীকার করিয়া আপনাকে পরিবেত্তা বলিয়া বিবেচনা করিলেন ॥ ১৬ ॥ ভরত যখন তাঁহাকে স্বর্গগত জনকের আদেশ হইতে নিবর্ত্তিত করিতে পারিলেন না, তখন রাজ্যের অধিদেবতা করিবার জন্য তাঁহার পাদুকাযুগল যাচ্ঞা করিলেন ॥১৭॥ রামচন্দ্র পাদুকাদ্বয় প্রদান পূর্ব্বক সস্নেহ-আলিঙ্গনে ভরতকে বিদায় করিলেন, তিনি পুনরায় অযোধ্যাপুরী প্রত্যাগত না হইয়া নন্দিগ্রামে গমন করত অন্যের ন্যস্ত ধনের ন্যায় অগ্রজের আজ্ঞানুসারে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ জ্যেষ্ঠের প্রতি দৃঢ়ভক্তিমান্ রাজ্যতৃষ্ণাপরাঙ্মুখ ভরত এইরূপে যেন জননীকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তই করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥ এদিকে প্রশান্তচিত্ত সানুজ রামচন্দ্র সীতার সহিত বন্যজাত ফলমূলাদি আহার করিয়া দিনযাপন পূর্ব্বক যৌবনকালেই বৃদ্ধ ইক্ষ্বাকুদিগের ব্রত আচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥ একদা রামচন্দ্র স্বীয় প্রভাবে কোন বৃক্ষের ছায়া স্তম্ভিত করিয়া ক্লান্তি প্রযুক্ত বৃক্ষতলে সীতার ক্রোড়দেশে নিদ্রিত হইলেন ॥ ২১ ॥ সেই সময় ইন্দ্রপুত্র বায়স প্রিয়-সম্ভোগচিহ্নে দোষদর্শী হইয়াই যেন বৈদেহীর স্তনযুগল নখাঘাতে বিদীর্ণ করিল ॥ ২২ ॥ রামচন্দ্র সীতার রোদনধ্বনিতে জাগরিত হইয়া সেই কাকের প্রতি ঈষিকাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন; কাক সভীত অন্তরে একটী চক্ষু প্রদান করিয়া জীবন রক্ষা করিল ॥ ২৩ ॥ রামচন্দ্র সেই নিকটবর্ত্তী গ্রামে পুনরায় ভরত আসিতে পারে বিবেচনা করিয়া উৎকণ্ঠিত মৃগসমূহে সমাকীর্ণ চিত্রকূটপর্ব্বত পরিত্যাগ করিলেন ॥২৪॥ যেরূপ দিবাকর বর্ষাকালীন রাশিসকলে সংক্রমণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ দশরথাত্মজ রামচন্দ্রও আতিথেয় মুনিগণের আশ্রমে বিশ্রাম করিতে করিতে দক্ষিণাভি-

বভৌ তমনুগচ্ছন্তী বিদেহাধিপতেঃ সুতা। প্রতিষিদ্ধাপি কৈকেয্যা লক্ষ্মীরিব গুণোন্মুখী॥ ২৬॥
অনসূয়াতিসৃষ্টেন পুণ্যগন্ধেন কাননম্। সা চকারাঙ্গরাগেণ পুষ্পোচ্চলিতষট্পদম্॥ ২৭॥
সন্ধ্যাভ্র-কপিশস্তস্য বিরাধো নাম রাক্ষসঃ। অতিষ্ঠন্ মার্গমাবৃত্য রামস্যেন্দোরিব গ্রহঃ॥ ২৮॥
সংজহার তয়োর্মধ্যে মৈথিলীং লোকশোষণঃ। নভোনভস্যয়োর্ বৃষ্টিমবগ্রহ ইবান্তরে॥ ২৯॥
তং বিনিষ্পিষ্য কাকুৎস্থৌ পুরা দূষয়তে স্থলীম্। গন্ধেনাশুচিনা চেতি বসুধায়াং নিচখ্নতুঃ॥ ৩০॥
পঞ্চবট্যাং ততো রামঃ শাসনাৎ কুম্ভজন্মনঃ। অনপোঢ়স্থিতিস্তস্থৌ বিন্ধ্যাদ্রিঃ প্রকৃতাবিব॥ ৩১॥
রাবণাবরজা তত্র রাঘবং মদনাতুরা। অভিপেদে নিদাঘার্ত্তা ব্যালীব মলয়দ্রুমম্॥ ৩২॥
সা সীতা-সন্নিধাবেব তং বব্রে কথিতান্বয়া। অত্যারূঢ়ো হি নারীণামকালজ্ঞো মনোভবঃ॥ ৩৩॥
কলত্রবানহং বালে কনীয়াংসং ভজস্ব মে। ইতি রামো বৃষস্যন্তীং বৃষস্কন্ধঃ শশাস তাম্॥ ৩৪॥
জ্যেষ্ঠাভিগমনাৎ পূর্ব্বং তেনাপ্যনভিনন্দিতা। সাভূদ্রামাশ্রয়া ভূয়ো নদীবোভয়কূলভাক্॥ ৩৫॥
সংরম্ভং মৈথিলীহাসঃ ক্ষণসৌম্যাং নিনায় তাম্। নিবাতস্তিমিতাং বেলাং চন্দ্রোদয় ইবোদধেঃ॥৩৬॥
ফলমস্যোপহাসস্য সদ্যঃ প্রাপ্স্যসি পশ্য মাম্। মৃগ্যাঃ পরিভবো ব্যাঘ্র্যামিত্যবেহি ত্বয়া কৃতম্॥ ৩৭॥
ইত্যুক্ত্বা মৈথিলীং ভর্ত্তুরঙ্কে নিবিশতীং ভয়াৎ। রূপং সূর্পণখানাম্নঃ সদৃশং প্রত্যপদ্যত॥ ৩৮॥
লক্ষ্মণঃ প্রথমং শ্রুত্বা কোকিলামঞ্জুবাদিনীম্। শিবাঘোরস্বনাং পশ্চাদ্বুবুধে বিকৃতেতি তাম্॥ ৩৯॥

মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন॥ ২৫॥ সীতাকে রামের পশ্চাদ্গামিনী দেখিয়া বোধ হইল, যেন রাজলক্ষ্মী রামগুণে পক্ষপাতিনী হইয়া কৈকেয়ীর নিষেধ গ্রাহ্য না করিয়াই তাঁহার অনুগমন করিতেছেন॥ ২৬॥ সীতাদেবী অত্রিপত্নী অনসূয়াকর্ত্তৃক প্রদত্ত বিশুদ্ধ সুগন্ধি অঙ্গরাগ দ্বারা কাননভূমি এরূপ আমোদিত করিয়াছিলেন যে, অলিকুল কুসুম-সমূহ পরিত্যাগ করিয়া মধুর গুঞ্জনরবে তাঁহার অঙ্গেই আসিয়া উপবেশন করিতে লাগিল॥ ২৭॥ রাহুগ্রহ যেরূপ চন্দ্রের পথ অবরোধ করে, সেইরূপ সন্ধ্যাকালীন মেঘবৎ কপিশবর্ণ বিরাধ রাক্ষস তৎকালে রামচন্দ্রের পথাবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল॥ ২৮॥ অবগ্রহ যেরূপ শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসের মধ্যে বৃষ্টি হরণ করে, সেইরূপ লোকনাশক বিরাধরাক্ষস রাম ও লক্ষ্মণের মধ্যবর্ত্তিনী জনকনন্দিনীকে হরণ করিল॥ ২৯॥ রাম ও লক্ষ্মণ, বিরাধকে নিহত করিয়া মনে মনে ভাবিলেন যে, যদি ইহাকে এখানে নিক্ষেপ করিয়া গমন করি, তাহা হইলে ইহার দুর্গন্ধে এই স্থল দূষিত হইবে, এই বিবেচনায় তাহাকে ভূগর্ভে নিহিত করিলেন॥ ৩০॥ তদনন্তর মহর্ষি অগস্ত্যের আদেশে বিন্ধ্যপর্ব্বত যেরূপ পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত হইয়াছিল, সেইরূপ মর্য্যাদারক্ষক রাম তাঁহারই উপদেশে পঞ্চবটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন॥ ৩১॥ নিদাঘসন্তাপিতা ভুজঙ্গী যেমন চন্দনতরুর নিকট গমন করে, তদ্রূপ সেই পঞ্চবটীতে মনোভবনিপীড়িতা রাবণানুজা সূর্পণখা রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল॥ ৩২॥ নিশাচরী স্বীয় বংশাবলীর পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক সীতাসমক্ষেই রামকে বিবাহার্থ বরণ করিল, যেহেতু, কামিনীজনের অতিশয় প্রবৃদ্ধ কামোদ্রেক কখনই কালাকাল অপেক্ষা করিতে পারে না॥ ৩৩॥ বৃষতুল্য পীবরস্কন্ধ রামচন্দ্র কামুকা সূর্পণখাকে আদেশ করিলেন, বালে! আমার সহধর্ম্মিণী নিকটেই আছেন, তুমি আমার কনিষ্ঠকে ভজনা কর॥ ৩৪॥ লক্ষ্মণ বলিলেন যে, তুমি প্রথমে আমার জ্যেষ্ঠের নিকট বিবাহের প্রার্থনা করিয়াছ, এই নিমিত্ত আমি তোমাকে পরিগ্রহ করিতে পারিব না; তখন নিশাচরী উভয়কূলগামিনী নদীর ন্যায় পুনর্ব্বার রামের সমীপে উপস্থিত হইল॥ ৩৫॥ এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া সীতাদেবী ঈষৎ হাস্য করিলেন, তখন নির্ব্বাত-নিশ্চল সমুদ্রবেলা যেরূপ চন্দ্রোদয়ে উচ্ছ্বলিত হয়, তদ্রূপ সীতাপরিহাসে সেই সৌম্যমূর্ত্তি রাক্ষসী ক্ষণকালের নিমিত্ত ক্রোধে বিবর্ণ হইয়া উঠিল॥ ৩৬॥ "তুই শীঘ্রই এই পরিহাসের সমুচিত ফল পাইবি, আমার দিকে দেখ্, মৃগী যেমন ব্যাঘ্রীকে উপহাস করে, তুই আমাকে সেইরূপ করিলি, ইহা মনে রাখিস্॥ ৩৭॥" এই কথা বলিয়া সূর্পণখা স্বনাম-সদৃশ বিকৃত রাক্ষসীরূপ ধারণ করিল, তখন মৈথিলী ভয়ে বল্লভের ক্রোড়দেশে লুকায়িত হইলেন॥ ৩৮॥ লক্ষ্মণ অগ্রে তাহার কোকিলার ন্যায় সুমধুর স্বর শুনিলেন, এক্ষণে শৃগালীর ন্যায়

পর্ণশালামথ ক্ষিপ্রং বিকৃষ্টাসিঃ প্রবিশ্য সঃ। বৈরূপ্যপৌনরুক্ত্যেন ভীষণাং তামযোজয়ৎ॥ ৪০॥
সা বক্রনখধারিণ্যা বেণুকর্কশপর্ব্বয়া। অঙ্কুশাকারয়াঙ্গুল্যা তাবতর্জ্জয়দম্বরে॥ ৪১॥
প্রাপ্য চাশু জনস্থানং খরাদিভ্যস্তথাবিধম্। রামোপক্রমমাচখ্যৌ রক্ষঃপরিভবং নবম্॥ ৪২॥
মুখাবয়বলূনাং তাং নৈর্ঋতা যৎ পুরো দধুঃ। রামাভিযায়িনাং তেষাং তদেবাভূদমঙ্গলম্॥ ৪৩॥
উদায়ুধানাপততস্তান্ দৃপ্তান্ প্রেক্ষ্য রাঘবঃ। নিদধে বিজয়াশংসা চাপে সীতাঞ্চ লক্ষ্মণে॥ ৪৪॥
একো দাশরথিঃ কামং যাতুধানাঃ সহস্রশঃ। তে তু যাবন্ত এবাজৌ তাবাংশ্চ দদৃশে স তৈঃ॥ ৪৫॥
অসজ্জনেন কাকুৎস্থঃ প্রযুক্তমথ দূষণম্। ন চক্ষমে শুভাচারঃ স দূষণমিবাত্মনঃ॥ ৪৬॥
তং শরৈঃ প্রতিজগ্রাহ খরত্রিশিরসৌ চ সঃ। ক্রমশস্তে পুনস্তস্য চাপাৎ সমমিবোদ্যযুঃ॥ ৪৭॥
তৈস্ত্রয়াণাং শিতৈর্ব্বাণৈর্যথাপূর্ব্ববিশুদ্ধিভিঃ। আয়ুর্দেহাতিগৈঃ পীতং রুধিরন্তু পতত্রিভিঃ॥ ৪৮॥
তস্মিন্ রামশরোৎকৃত্তে বলে মহতি রক্ষসাম্। উত্থিতং দদৃশেঽন্যচ্চ কবন্ধেভ্যো ন কিঞ্চন॥ ৪৯॥
সা বাণবর্ষিণং রামং যোধয়িত্বা সুরদ্বিষাম্। অপ্রবোধায় সুষ্বাপ গৃধ্রচ্ছায়ে বরূথিনী॥ ৫০॥
রাঘবাস্ত্রবিদীর্ণানাং রাবণং প্রতি রক্ষসাম্। তেষাং শূর্পণখৈবৈকা দুষ্প্রবৃত্তিহরাভবৎ॥ ৫১॥
নিগ্রহাৎ স্বসুরাপ্তানাং বধাচ্চ ধনদানুজঃ। রামেণ নিহিতং মেনে পদং দশসু মূর্দ্ধসু॥ ৫২॥
রক্ষসা মৃগরূপেণ বঞ্চয়িত্বা স রাঘবৌ। জহার সীতাং পক্ষীন্দ্রপ্রয়াসক্ষণবিঘ্নিতঃ॥ ৫৩॥
তৌ সীতান্বেষিণৌ গৃধ্রং লূনপক্ষমপশ্যতাম্। প্রাণৈর্দশরথপ্রীতেরনৃণং কণ্ঠবর্ত্তিভিঃ॥ ৫৪॥

অতিশয় ভয়ঙ্কর রব শ্রবণ করিয়া তাহাকে মায়াবিনী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন॥ ৩৯॥ তদনন্তর লক্ষ্মণ দ্রুতবেগে পর্ণশালায় প্রবেশ পূর্ব্বক নিষ্কোষ অসি হস্তে আসিয়া সেই ভীষণ রাক্ষসীর নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া আরও বিকৃতাকার করিয়া দিলেন॥ ৪০॥ শূর্পণখা কুটিলনখধারী বেণুবৎ-কর্কশপর্ব্ববিশিষ্ট অঙ্কুশাকার অঙ্গুলি দ্বারা গগনতল হইতে রাম ও লক্ষ্মণকে তর্জ্জন করিল এবং তৎক্ষণাৎ জনস্থানে যাইয়া খরদূষণাদি রাক্ষসগণের নিকট রামকৃত তথাবিধ রাক্ষসকুলের নব-পরাভব-বিষয় বর্ণন করিল॥৪১-৪২॥ রাক্ষস-সকল রামের সহিত যুদ্ধযাত্রাকালে নাসা-কর্ণ-বিরহিতা শূর্পণখাকে যে অগ্রে করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহাই তাহাদের অমঙ্গল-সূচক হইয়াছিল॥ ৪৩॥ ক্রোধদৃপ্ত রাক্ষস-সকল অস্ত্র-শস্ত্র উদ্যত করিয়া আসিতেছে দর্শন করিয়া রামচন্দ্র স্বীয় শরাসনে বিজয়াশা স্থাপন করিয়া লক্ষ্মণের হস্তে সীতা সমর্পণ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৪৪॥ একাকী রাঘব, সহস্র সহস্র নিশাচর, কিন্তু সংগ্রাম-স্থলে তাহারা আপনাদিগের সমসংখ্যক রাম দেখিতে লাগিল॥ ৪৫॥ সদ্বৃত্ত কাকুৎস্থকুলভূষণ রামচন্দ্র, অসজ্জনকথিত স্বীয় দূষণের ন্যায়, দুর্বৃত্ত নিশাচর-প্রেরিত দূষণকে ক্ষমা করিলেন না॥ ৪৬॥ রাম খর ও ত্রিশিরাকে শরাঘাতে সংহার করিলেন। তাঁহার পর্য্যায়ক্রমে বিক্ষিপ্ত সায়ক-সমূহ বোধ হইতে লাগিল যেন, শরাসন হইতে এককালেই নিঃসৃত হইতেছে॥ ৪৭॥ শরীরভেদক অব্যর্থ রামশর পূর্ব্ববৎ বিশুদ্ধাবস্থায় থাকিয়াই সেই রাক্ষসত্রয়ের পরমায়ু পান করিল এবং তৎপরে পক্ষিগণ শোণিত পান করিয়া রাক্ষস-দেহের কৃতার্থতা সম্পাদন করিল॥ ৪৮॥ রামশরে আহত সেই রাক্ষস-সৈন্যের মধ্যে কবন্ধ ভিন্ন উত্থানশীল অন্য কোন বস্তুই তখন লক্ষিত হয় নাই॥ ৪৯॥ সেই বিপুল রাক্ষস-সেনা বাণবর্ষী একাকী রামচন্দ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া গৃধ্রসকলের ছায়ায় চির-ঘোরনিদ্রায় অভিভূত হইল॥ ৫০॥ তখন একমাত্র শূর্পণখা নিরুপায় ও বিপদগ্রস্ত হইয়া লঙ্কেশ্বরের সন্নিধানে রামসায়ক-নিহত রাক্ষসদিগের নিধন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল॥ ৫১॥ কুবেরানুজ রাবণ স্বীয় ভগিনীর নিগ্রহ ও বন্ধুদিগের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্বীয় দশমস্তকে যেন রামচন্দ্রের পদ নিহিত হইয়াছে বিবেচনা করিলেন॥ ৫২॥ রাক্ষসাধিপতি দশানন ক্রোধান্ধ হইয়া মৃগরূপধারী নিশাচর মারীচ কর্ত্তৃক রাম-লক্ষ্মণকে বঞ্চিত করিয়া সীতা হরণ করিলেন; পক্ষিরাজ জটায়ু যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়া ক্ষণকালমাত্র তাঁহার গতিরোধ পূর্ব্বক বিঘ্নসম্পাদন করিয়াছিলেন॥ ৫৩॥ তখন রাম ও লক্ষ্মণ সীতার অনুসন্ধান করিতে করিতে ছিন্নপক্ষ গৃধ্ররাজকে দর্শন করিলেন, তিনি সেই সময়ে

স রাবণহৃতাং তাভ্যাং বচসাচষ্ট মৈথিলীম্। আত্মনঃ সুমহৎ কর্ম্ম ব্রণৈরাবেদ্য সংস্থিতঃ॥ ৫৫॥
তয়োস্তস্মিন্নবীভূতপিতৃব্যাপত্তিশোকয়োঃ। পিতরীবাগ্নিসংস্কারাৎ পরা ববৃতিরে ক্রিয়াঃ॥ ৫৬॥
বধনির্ধূতশাপস্য কবন্ধস্যোপদেশতঃ। মুমূর্চ্ছ সখ্যং রামস্য সমানব্যসনে হরৌ॥ ৫৭॥
স হত্বা বালিনং বীরস্তৎপদে চিরকাঙ্ক্ষিতে। ধাতোঃ স্থান ইবাদেশং সুগ্রীবং সংন্যবেশয়ৎ॥ ৫৮॥
ইতস্ততশ্চ বৈদেহীমন্বেষ্টুং ভর্তৃচোদিতাঃ। কপয়শ্চেরুরার্ত্তস্য রামস্যেব মনোরথাঃ॥ ৫৯॥
প্রবৃত্তাবুপলব্ধায়াং তস্যাঃ সম্পাতিদর্শনাৎ। মারুতিঃ সাগরং তীর্ণঃ সংসারমিব নির্ম্মমঃ॥ ৬০॥
দৃষ্টা বিচিন্বতা তেন লঙ্কায়াং রাক্ষসীবৃতা। জানকী বিষবল্লীভিঃ পরীতেব মহৌষধিঃ॥ ৬১॥
তস্যৈ ভর্তুরভিজ্ঞানমঙ্গুলীয়ং দদৌ কপিঃ। প্রত্যুদ্গতমিবানুষ্ণৈস্তদানন্দাশ্রুবিন্দুভিঃ॥ ৬২॥
নির্বাপ্য প্রিয়সন্দেশৈঃ সীতামক্ষবধোদ্ধতঃ। স দদাহ পুরীং লঙ্কাং ক্ষণসোঢ়ারিনিগ্রহঃ॥ ৬৩॥
প্রত্যভিজ্ঞানরত্নঞ্চ রামায়াদর্শয়ৎ কৃতী। হৃদয়ং স্বয়মায়াতং বৈদেহ্যা ইব মূর্ত্তিমৎ॥ ৬৪॥
স প্রাপ হৃদয়ন্যস্তমণিস্পর্শনিমীলিতঃ। অপয়োধরসংসর্গাং প্রিয়ালিঙ্গননির্বৃতিম্॥ ৬৫॥
শ্রুত্বা রামঃ প্রিয়োদন্তং মেনে তৎসঙ্গমোৎসুকঃ। মহার্ণবপরিক্ষেপং লঙ্কায়াঃ পরিখালঘুম্॥ ৬৬॥
স প্রতস্থেঽরিনাশায় হরিসৈন্যৈরনুদ্রুতঃ। ন কেবলং ধরাপৃষ্ঠে ব্যোম্নি সংবাধবর্ত্তিভিঃ॥ ৬৭॥
নিবিষ্টমুদধেঃ কূলে তং প্রপেদে বিভীষণঃ। স্নেহাদ্রাক্ষসলক্ষ্মীব বুদ্ধিমাবিশ্য চোদিতঃ॥ ৬৮॥

কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া যেন দশরথ রাজার সৌহার্দ্দের ঋণমুক্তই হইয়াছেন ॥ ৫৪॥ "রাবণ সীতা হরণ করিয়াছে" জটায়ু রাম ও লক্ষ্মণকে এই সংবাদ নিবেদন করিয়া স্বকীয় যুদ্ধরূপ মহৎকার্য্য-জনিত পুণ্য-প্রভাবে নারায়ণের সাক্ষাতেই তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন॥ ৫৫ জটায়ু লোকান্তরগমন করিলে পর রাম-লক্ষ্মণের পিতৃবিয়োগ-শোক পুনর্ব্বার নবীভূত হইল, তখন তাঁহারা জটায়ুর দাহাদি সমস্ত ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপন করিলেন॥ ৫৬॥ রামচন্দ্র কবন্ধনামক এক রাক্ষসের প্রাণবধ করিলে সে শাপ হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাকে বানরপতি সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিতে উপদেশ প্রদান করিল; তদনুসারে সমদুঃখশালী সুগ্রীবের সহিত রামচন্দ্রের মিত্রতা বন্ধন হইল॥ ৫৭॥ রাম কৌশলচক্রে মহাপরাক্রমশালী বালিরাজকে নিহত করিয়া ধাতুর স্থানে আদেশের ন্যায়, বানরাধিপতি সুগ্রীবকে চিরবাঞ্ছিত বালি-রাজ্যে স্থাপিত করিলেন॥ ৫৮ কপীন্দ্র সুগ্রীব কর্ত্তৃক প্রেরিত বানরসমূহ পত্নী-বিয়োগকাতর রামচন্দ্রের মনোরথের ন্যায় মৈথিলীকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল॥ ৫৯॥ যেমন পাপহীন নির্ম্মম ব্যক্তি নিরাপদে সংসারসাগর উত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ সম্পাতির মুখে সীতার বার্ত্তা অবগত হইয়া অপার সমুদ্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক লঙ্কাপুরীতে অন্বেষণ করিতে করিতে বিষলতা-বেষ্টিত মহৌষধির ন্যায় দৃশ্যমান রাক্ষসীগণে পরিবৃতা জনকতনয়াকে রামের অভিজ্ঞান-সূচক অঙ্গুরীয় প্রদান করিল, অঙ্গুরীয় সীতার করতলগত হইবার সময় তাঁহার শীতল আনন্দাশ্রুবিন্দু দ্বারা যেন প্রত্যুদ্গত হইল॥ ৬০-৬২॥ বানরপ্রবর হনুমান রামের আদেশক্রমে জনককন্যা সীতাকে সান্ত্বনা করিয়া রাবণকুমার অক্ষের প্রাণসংহার করিল এবং সেই হেতু উদ্ধতভাবে কিছুক্ষণ শত্রুগণের নিগ্রহ সহ্য করিয়া অগ্নিদ্বারা লঙ্কাপুরী ভস্মীভূত করিল॥ ৬৩॥ পবননন্দন কৃত-কার্য্য হইয়া সাক্ষাৎ বৈদেহীর হৃদয়-স্বরূপ তদীয় অভিজ্ঞানরত্ন রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন॥ ৬৪॥ রামচন্দ্র জনক-তনয়ার প্রেরিত মণি বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্ব্বক স্পর্শসুখে নিমীলিত হইয়া, ক্ষণকাল স্তন-সম্বন্ধ-শূন্য প্রিয়তমার আলিঙ্গনসুখ অনুভব করিলেন॥ ৬৫॥ রাঘব জানকীর কুশলবার্ত্তা শ্রবণে তাঁহার সহিত সম্মিলনে সমুৎসুক হইয়া লঙ্কাবেষ্টনকারী মহার্ণবকে পরিখাবৎ সুপ্রতর বোধ করিলেন॥ ৬৬॥ তিনি শত্রু-সংহারের নিমিত্ত কপিসৈন্য সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, সৈন্য-সকল কেবল ভূমিতলে নহে, আকাশপথেও নিবিড়সংস্থান দ্বারা গমন করিতে লাগিল॥ ৬৭॥ রামচন্দ্র সাগরকূলে সেনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন, এমন সময়ে ভ্রাতা কর্ত্তৃক প্রপীড়িত রাবণানুজ ধার্ম্মিক বিভীষণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন; রাক্ষসলক্ষ্মী বোধ হয় স্নেহবশতঃই তাঁহাকে সদ্বুদ্ধি দিয়া

তস্মৈ নিশাচরৈশ্বর্য্যং প্রতিশুশ্রাব রাঘবঃ। কালে খলু সমারব্ধাঃ ফলং বধ্নন্তি নীতয়ঃ ॥ ৬৯ ॥
স সেতুং বন্ধয়ামাস প্লবগৈর্লবণাম্ভসি। রসাতলাদিবোন্মগ্নং শেষং স্বপ্নায় শার্ঙ্গিণঃ ॥ ৭০ ॥
তেনোত্তীর্য্য পথা লঙ্কাং রোধয়ামাস পিঙ্গলৈঃ। দ্বিতীয়ং হেমপ্রাকারং কুর্ব্বদ্ভিরিব বানরৈঃ ॥ ৭১ ॥
রণঃ প্রববৃতে তত্র ভীমঃ প্লবগরক্ষসাম্। দিগ্বিজৃম্ভিতকাকুৎস্থপৌলস্ত্যজয়ঘোষণঃ ॥ ৭২ ॥
পাদপাবিদ্ধপরিঘঃ শিলানিষ্পিষ্টমুদ্গরঃ। অতিশস্ত্রনখন্যাসঃ শৈলরুগ্নমতঙ্গজঃ ॥ ৭৩ ॥
অথ রামশিরশ্ছেদদর্শনোদ্ভ্রান্তচেতনাম্। সীতাং মায়েতি শংসন্তী ত্রিজটা সমজীবয়ৎ ॥ ৭৪ ॥
কামং জীবতি মে নাথ ইতি সা বিজহৌ শুচম্। প্রাঙ্মত্বা সত্যমস্যান্তং জীবিতাস্মীতি লজ্জিতা ॥৭৫॥
গরুড়াপাতবিশ্লিষ্টমেঘনাদাস্ত্রবন্ধনঃ। দাশরথ্যোঃ ক্ষণক্লেশঃ স্বপ্নবৃত্ত ইবাভবৎ ॥ ৭৬ ॥
ততো বিভেদ পৌলস্ত্যঃ শক্ত্যা বক্ষসি লক্ষ্মণম্। রামস্ত্বনাহতোঽপ্যাসীদ্বিদীর্ণহৃদয়ঃ শুচা ॥ ৭৭ ॥
স মারুতিসমানীতমহৌষধিগতব্যথঃ। লঙ্কাস্ত্রীণাং পুনশ্চক্রে বিলাপাচার্য্যকং শরৈঃ ॥ ৭৮ ॥
স নাদং মেঘনাদস্য ধনুশ্চেন্দ্রায়ুধপ্রভম্। মেঘস্যেব শরৎকালো ন কিঞ্চিৎ পর্য্যশেষয়ৎ ॥ ৭৯ ॥
কুম্ভকর্ণঃ কপীন্দ্রেণ তুল্যাবস্থঃ স্বসুঃ কৃতঃ। রুরোধ রামং শৃঙ্গীব টঙ্কচ্ছিন্নমনঃশিলঃ ॥ ৮০ ॥
অকালে বোধিতো ভ্রাত্রা প্রিয়স্বপ্নো বৃথা ভবান্। রামেষুভিরিতীবাসৌ দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেশিতঃ ॥৮১॥
ইতরাণ্যপি রক্ষাংসি পেতুর্বানরকোটিষু। রজাংসি সমরোত্থানি তচ্ছোণিতনদীষ্বিব ॥ ৮২ ॥

প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥ ৬৮ ॥ রামচন্দ্র ধার্ম্মিক বিভীষণকে রাবণভুক্ত রাক্ষসরাজ্য প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন; যেহেতু, নীতিসমূহ যথাকালে প্রযুক্ত হইলে অবশ্যই ফলদায়ক হইয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥ রামচন্দ্র কপিকুল দ্বারা অপার সমুদ্রসলিলোপরি এক দৃঢ় সেতুবন্ধন করাইলেন, তদ্দর্শনে বোধ হইল যেন, নারায়ণের শয়নের নিমিত্ত রসাতল হইতে শেষ নাগ উত্থিত হইয়াছেন ॥ ৭০ ॥ রামচন্দ্র সেই অপূর্ব্ব সেতুপথে লঙ্কাপুরীতে উত্তীর্ণ হইয়া পিঙ্গলবর্ণ বানরসমূহ দ্বারা লঙ্কাপুরী অবরোধ করিলেন; তখন বোধ হইল যেন, লঙ্কায় আর একটী সুবর্ণ-প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে ॥ ৭১ ॥ লঙ্কাপুরীতে বানর-সৈন্য ও রাক্ষসসৈন্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল এবং চতুর্দ্দিকে রাম ও রাবণের জয়-ঘোষণা হইতে লাগিল ॥ ৭২ ॥ বৃক্ষবৃদ্ধে লৌহবদ্ধ লগুড়-সকল চূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল, নিক্ষিপ্ত শিলাসমূহের দ্বারা মুদ্গর নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল এবং শস্ত্রাঘাত অপেক্ষাও নখাঘাত অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, অধিক কি, শৈলাঘাতে করিকুল পর্য্যন্ত চূর্ণিত হইতে লাগিল ॥ ৭৩ ॥ তদনন্তর একদিন জানকী রামচন্দ্রের ছিন্নমস্তক সন্দর্শন করিয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন, ত্রিজটা রাক্ষসী উহা মায়াকল্পিত বলিয়া প্রবোধবাক্য দ্বারা তাঁহার সংজ্ঞালাভ করাইলেন ॥ ৭৪ ॥ প্রিয়তম জীবিত রহিয়াছেন, জানকী ইহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিয়া শোক পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহার প্রাণনাশ সত্য জানিয়া যে জীবিত ছিলেন, সেই নিমিত্তই অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন ॥ ৭৫ ॥ রাবণতনয় মেঘনাদ রামলক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন করিয়াছিল, গরুড়ের আগমনে বন্ধন শিথিল হইল, সুতরাং সেই বন্ধন রাম-লক্ষ্মণের স্বপ্নবৃত্তান্তের ন্যায় ক্ষণকালমাত্র ক্লেশকর হইয়াছিল ॥ ৭৬ ॥ তদনন্তর রাবণ শক্তিশেল-প্রহার দ্বারা লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন; তাহাতে রামচন্দ্র স্বয়ং আহত না হইয়াও শোকাবেগ-বশে বিদীর্ণ-হৃদয় হইলেন ॥ ৭৭ ॥ হনুমান্ কর্তৃক আনীত মহৌষধি সেবন করিয়া লক্ষ্মণ সুস্থ ও গতব্যথ হইয়া পুনর্ব্বার সংগ্রাম দ্বারা রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া রাক্ষস-ললনাগণকে বিলাপ শিক্ষা দিতে লাগিলেন ॥ ৭৮ ॥ শরৎকাল যেমন জলধরধ্বনি ও ইন্দ্রধনুর প্রভা বিলোপিত করে, তদ্রূপ লক্ষ্মণও মেঘনাদের সিংহনাদ ও ইন্দ্রায়ুধপ্রভ শরাসনের কিছুমাত্র অবশিষ্ট রাখিলেন না ॥ ৭৯ ॥ সুগ্রীব অস্ত্রাঘাত দ্বারা ছেদন করিলে ধরাধরস্বরূপ রম্যদর্শন কুম্ভকর্ণ তদীয় ভগিনী শূর্পণখার সদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া রামচন্দ্রকে অবরোধ করিল ॥ ৮০ ॥ "তুমি অতিশয় নিদ্রাপ্রিয়, দশানন তোমাকে অকালে বৃথা জাগরিত করিয়াছেন," এই বিবেচনা করিয়াই যেন রাম-শর কুম্ভকর্ণকে দীর্ঘনিদ্রায় অভিভূত করিয়া রাখিল ॥ ৮১ ॥ সংগ্রামোত্থিত ধূলি যেমন রাক্ষসদিগের শোণিতনদীতে পতিত হইতে লাগিল, সেইরূপ লঙ্কার নিশাচরগণও বানরসৈন্যে নিপতিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল ॥ ৮২ ॥

নির্যযাবথ পৌলস্ত্যঃ পুনর্যুদ্ধায় মন্দিরাৎ। অরাবণমরামং বা জগদদ্যেতি নিশ্চিতঃ॥ ৮৩॥
রামং পদাতিমালোক্য লঙ্কেশঞ্চ বরূথিনম্। হরিযুগ্যং রথং তস্মৈ প্রজিঘায় পুরন্দরঃ॥ ৮৪॥
তমাধূতধ্বজপটং ব্যোমগঙ্গোর্ম্মিবায়ুভিঃ। দেবসূতভুজালম্বী জৈত্রমধ্যাস্ত রাঘবঃ॥ ৮৫॥
মাতলিস্তস্য মাহেন্দ্রমামুমোচ তনুচ্ছদম্। যত্রোৎপলদলক্লৈব্যমস্ত্রাণ্যাপুঃ সুরদ্বিষাম্॥ ৮৬॥
অন্যোন্যদর্শনপ্রাপ্তবিক্রমাবসরং চিরাৎ। রামরাবণয়োর্যুদ্ধং চরিতার্থমিবাভবৎ॥ ৮৭॥
ভুজমূর্দ্ধোরুবাহুল্যাদেকোঽপি ধনদানুজঃ। দদৃশে হয়থাপূর্ব্বো মাতৃবংশ ইবাস্থিতঃ॥ ৮৮॥
জেতারং লোকপালানাং স্বমুখৈরর্চ্চিতেশ্বরম্। রামস্তুলিতকৈলাসমরাতিং বহ্বমন্যত॥ ৮৯॥
তস্য স্ফুরতি পৌলস্ত্যঃ সীতাসঙ্গমশংসিনি। নিচখানাধিকক্রোধঃ শরং সব্যেতরে ভুজে॥ ৯
রাবণস্যাপি রামাস্ত্রো ভিত্বা হৃদয়মাশুগঃ। বিবেশ ভুব মাখ্যাতুমুরগেভ্য ইব প্রিয়ম্॥ ৯১॥
বচসৈব তয়োর্বাক্যমস্ত্রমস্ত্রেণ নিঘ্নতোঃ। অন্যোঽন্য জয়সংরম্ভো ববৃধে বাদিনোরিব॥ ৯২॥
বিক্রমব্যতিহারেণ সামান্যাভূদ্দ্বয়োরপি। জয়শ্রীরন্তরা বেদির্মত্তবারণয়োরিব॥ ৯৩॥
কৃতপ্রতিকৃতিপ্রীতৈস্তয়োর্মুক্তাং সুরাসুরৈঃ। পরস্প রশরব্রাতাঃ পুষ্পবৃষ্টিং ন সেহিরে॥ ৯৪
অয়ঃসঙ্কুচিতাং রক্ষঃ শতঘ্নীমথ শত্রবে। হৃতাং বৈবস্বতস্যেব কূটশাল্মলিমক্ষিপৎ॥ ৯৫॥
রাঘবো রথমপ্রাপ্তাং তামাশাঞ্চ সুরদ্বিষাম্। অর্দ্ধচন্দ্রমুখৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ কদলীসুখম্॥ ৯৬

অনন্তর রাবণ "অদ্য ব্রহ্মাণ্ড হয় রাবণশূন্য, না হয় রামশূন্য হইবে" এই নিশ্চয় করিয়া যুদ্ধ করিবার মানসে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ৮৩। পুরন্দর আকাশমার্গে থাকিয়া রণস্থলে রামচন্দ্রকে পদচারী ও রাবণকে রথারূঢ় দেখিয়া দুরন্ত নিশাচরকে বধ করিবার নিমিত্ত কপিলবর্ণ অশ্বযুক্ত রথ রামের নিকট প্রেরণ করিলেন। ৮৪ ঐ রথের ধ্বজপট মন্দাকিনীর তরঙ্গ-সংস্পৃষ্ট বায়ুবেগে কম্পিত হইতেছিল এবং ইন্দ্রসারথি মাতলি অশ্বচালন করিতেছিলেন; রামচন্দ্র তাঁহারই হস্ত অবলম্বন করিয়া সেই জৈত্ররথে আরোহণ করিলেন। ৮৫॥ মাতলি ইন্দ্রপ্রদত্ত বর্ম্মে রামের কলেবর আচ্ছাদন করিয়া দিলেন, এই বর্ম্মে অসুরগণ-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র-সকল উৎপলদলের ন্যায় কুণ্ঠিত ও বিফল হইয়া থাকে॥ ৮৬॥ বহুকালের পর পরস্পর দর্শনে পরাক্রমপ্রকাশের অবসর প্রাপ্ত হইয়া যেন রাম-রাবণের যুদ্ধ চরিতার্থই হইল। ৮৭॥ রাক্ষসগণ নিধনপ্রাপ্ত হইলেও একাকী লঙ্কেশ্বর মস্তক, বাহু ও পাদবাহুল্যে রাক্ষস-সমূহে পরিবৃতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন॥ ৮৮॥ লঙ্কেশ্বর রাবণ স্বীয় প্রভাবে দীর্ঘকাল ভগবানের আরাধনা করিয়া পরিশেষে নিজমস্তক বলিরূপে প্রদান পূর্ব্বক ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া "দেবতাদিগের অবধ্য" এই বরপ্রভাবেই তিনি দেবরাজ ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া স্বকীয় বল-বিক্রমের আতিশয্য বশতই অত্যুচ্চ কৈলাসগিরি উৎপাটনরূপ কঠোর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, এই সমস্ত কারণেই রঘুবীর রামচন্দ্র তাঁহাকে প্রশস্য শত্রু বিবেচনা করিলেন॥ ৮৯॥ দশানন অতিশয় ক্রোধভরে তখন জানকীর সঙ্গমসূচক রামচন্দ্রের স্পন্দমান দক্ষিণ ভুজে শর নিক্ষেপ করিলেন॥ ৯০॥ রামনিক্ষিপ্ত সায়কও রাবণের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ভুজঙ্গমগণকে প্রিয় সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্তই যেন ভূগর্ভে প্রবেশ করিল॥ ৯১॥ বাক্য দ্বারা বাক্যের এবং অস্ত্র দ্বারা অস্ত্রের প্রতিশোধ প্রদান করিতে করিতে উভয়ের বিজয়চেষ্টা পরস্পর জিগীষাশীল বাদিদ্বয়ের ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল॥৯২॥ যুদ্ধকালে মদমত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের মধ্যস্থিত বেদি যেরূপ পরস্পরের তুল্যাধিকার হয়, সেইরূপ পর্য্যায়ক্রমে জয়-পরাজয় হওয়াতে বিজয়শ্রী উভয়েরই সাধারণভাব ধারণ করিয়া রহিল॥৯৩॥ সুরাসুরগণ অস্ত্র-প্রয়োগ বা শত্রুকর্ত্তৃক প্রযুক্ত অস্ত্রের প্রতীকার ইত্যাদি কার্য্যে প্রীত হইয়া যে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তাহা পরস্পরের নিক্ষিপ্ত নিরবকাশ শরসমূহে প্রতিরুদ্ধ হইল; সুতরাং শরসমূহ যেন তাহা সহ্য করিতে পারিল না॥ ৯৪॥ রাবণ কূটশাল্মলি-সদৃশ বিজয়লব্ধ যমগদার ন্যায় লৌহশঙ্কু-পরিকীর্ণ শতঘ্নী নামক অস্ত্র রামের প্রতি প্রয়োগ করিলেন॥ ৯৫॥ রাম ও লক্ষ্মণ, নিশাচরগণের জয়াশার সহিত রথের নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই অর্দ্ধচন্দ্রাকার শর দ্বারা কদলীকাণ্ডের ন্যায় অবলীলা-

অমোঘঃ সন্দধে চাস্মৈ ধনুষ্যেকধনুর্দ্ধরঃ। ব্রাহ্মমস্ত্রং প্রিয়াশোকশল্যনিষ্কর্ষণৌষধম্ ॥ ৯৭ ॥
তদ্ব্যোম্নি শতধা ভিন্নং দদৃশে দীপ্তমুমুখম্। বপুর্মহোরগস্যেব করালফণমণ্ডলম্ ॥ ৯৮ ॥
তেন মন্ত্রপ্রযুক্তেন নিমেষার্দ্ধাদপাতয়ৎ। স রাবণশিরঃপঙ্‌ক্তিমজ্ঞাতব্রণবেদনাম্ ॥ ৯৯ ॥
বালার্কপ্রতিমেবাপ্সু বীচিভিন্না পতিষ্যতঃ। ররাজ রক্ষঃকায়স্য কণ্ঠচ্ছেদপরম্পরা ॥ ১০০ ॥
মরুতাং পশ্যতাং তস্য শিরাংসি পতিতান্যপি। মনো নাতিবিশশ্বাস পুনঃসন্ধানশঙ্কিনাম্ ॥ ১০১ ॥

অথ মদগুরুপক্ষৈর্লোকপালদ্বিপানামনুগতমলিবৃন্দৈর্গণ্ডভিত্তীর্বিহায়।
উপনতমণিবন্ধে মূর্দ্ধ্নি পৌলস্ত্যশত্রোঃ, সুরভি সুরবিমুক্তং পুষ্পবর্ষং পপাত ॥ ১০২ ॥
যন্তা হরেঃ সপদি সংহৃত-কার্ম্মুকজ্যমাপৃচ্ছ্য রাঘবমনুষ্ঠিতদেবকার্য্যম্।
নামাঙ্করাবণশরাঙ্কিতকেতুযষ্টিমূর্দ্ধং রথং হরিসহস্রযুজং নিনায় ॥ ১০৩ ॥
রঘুপতিরপি জাতবেদোবিশুদ্ধাং প্রগৃহ্য প্রিয়াং, প্রিয়সুহৃদি বিভীষণে সংগময্য শ্রিয়ং বৈরিণঃ।
রবিসুতসহিতেন তেনানুযাতঃ সসৌমিত্রিণা, ভুজবিজিতবিমানরত্নাধিরূঢ়ঃ প্রতস্থে পুরীম্॥১০৪॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ রাবণবধো নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

ক্রমে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৯৬ ॥ অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর রাম শত্রুকে প্রহার করিবার নিমিত্ত শরাসনে কান্তার শোকশল্যের উদ্ধারের ঔষধ-স্বরূপ অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন ॥ ৯৭ ॥ সেই দীপ্ত অস্ত্র আকাশপথে শতধা প্রদীপ্ত হইয়া করাল-ফণামণ্ডলধারী শেষ ভুজঙ্গম-দেহের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল ॥ ৯৮ ॥ রামচন্দ্র সেই মন্ত্র-সুমন্বিত অস্ত্রাঘাতে অদ্ধনিমিষের মধ্যেই দশাননের মস্তক-সমূহ নিপাতিত করিলেন, মস্তকচ্ছেদনকালে লঙ্কেশ্বর কিছুমাত্রই কষ্ট অনুভব করিলেন না ॥ ৯৯ ॥ তাঁহার কলেবর ভূমিতলে পতিত হইবার পূর্ব্বে তদীয় ছিন্ন কণ্ঠশ্রেণী চঞ্চলতরঙ্গে নিপতিত বালার্ক-প্রতিবিম্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১০০ ॥ রাবণের মস্তক-সমূহ ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল দেখিয়াও পুনর্ব্বার সম্মিলন আশঙ্কায় প্রথমে দেবগণের মনে অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল ॥ ১০১ ॥ অনন্তর সুরগণ-বিমুক্ত সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি দশানন-বিজেতা রামচন্দ্রের আসন্নরাজ্যাভিষেক মস্তকোপরি নিপতিত হইল ; অলিবৃন্দ দিগ্বারণগণের গণ্ডস্থল পরিত্যাগ করিয়া দানবারির সংযোগ হেতু পক্ষভারে ক্লান্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিল ॥ ১০২ ॥ রঘুকুতিলক রামচন্দ্র এইরূপে দেবকার্য্য সম্পাদন করিয়া স্বীয় শরাসনের গুণ উন্মোচন করিলেন ; ইন্দ্রসারথি মাতলিও শীঘ্রই তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রাবণের নামাঙ্কিত সায়কজালে চিহ্নিত ধ্বজবিশিষ্ট সহস্রতুরঙ্গযুক্ত রথ লইয়া ঊর্দ্ধপথে গমন করিলেন ॥ ১০৩ ॥ রাম অগ্নিপরিশুদ্ধা জানকীকে গ্রহণ করিয়া প্রিয়বন্ধু বিভীষণের উপর রাবণের রাজলক্ষ্মী সমর্পণ পূর্ব্বক সুগ্রীব লক্ষ্মণ ও বিভীষণ সমভিব্যাহারে স্বীয় ভুজ-বিজিত বিমানরথে আরোহণ পূর্ব্বক পৈতৃক রাজধানী অযোধ্যানগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ১০৪ ॥

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

অথাত্মনঃ শব্দগুণং গুণজ্ঞঃ, পদং বিমানেন বিগাহমানঃ।
রত্নাকরং বীক্ষ্য মিথঃ স জায়াং, রামাভিধানো হরিরিত্যুবাচ ॥ ১ ॥
বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্বিভক্তং, মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্ ॥ ২ ॥
গুরোর্যিযক্ষোঃ কপিলেন মেধ্যে, রসাতলং সংক্রমিতে তুরঙ্গে।
তদর্থমুর্ব্বীমবদারয়দ্ভিঃ, পূর্ব্বৈঃ কিলায়ং পরিবর্দ্ধিতো নঃ ॥ ৩ ॥
গর্ভং দধত্যর্কমরীচয়োঽস্মাৎ, বিবৃদ্ধিমত্রাশ্নুবতে বসূনি।
অবিন্ধনং বহ্নিমসৌ বিভর্ত্তি, প্রহ্লাদনং জ্যোতিরজন্যনেন ॥ ৪ ॥
তাং তামবস্থাং প্রতিপদ্যমানং, স্থিতং দশ ব্যাপ্য দিশো মহিম্না।
বিষ্ণোরিবাস্যানবধারণীয়মীদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা ॥ ৫ ॥
নাভিপ্ররূঢ়াম্বুরুহাসনেন, সংস্তূয়মানঃ প্রথমেন ধাত্রা।
অমুং যুগান্তোচিতযোগনিদ্রঃ, সংহৃত্য লোকান্ পুরুষোঽধিশেতে ॥ ৬ ॥
পক্ষচ্ছিদা গোত্রভিদাত্তগন্ধাঃ শরণ্যমেনং শতশো মহীধ্রাঃ।
নৃপা ইবোপপ্লবিনঃ পরেভ্যো, ধর্ম্মোত্তরং মধ্যমমাশ্রয়ন্তে ॥ ৭ ॥
রসাতলাদাদিভবেন পুংসা, ভুবঃ প্রযুক্তোদ্বহনক্রিয়ায়াঃ।
অস্যাচ্ছমম্ভঃ প্রলয়প্রবৃদ্ধং, মুহূর্ত্তবক্ত্রাভরণং বভূব ॥ ৮ ॥
মুখার্পণেষু প্রকৃতিপ্রগল্‌ভাঃ, স্বয়ং তরঙ্গাধরদানদক্ষঃ।
অনন্যসামান্যকলত্রবৃত্তিঃ, পিবত্যসৌ পায়য়তে চ সিন্ধুঃ ॥ ৯ ॥

অনন্তর সর্ব্বগুণসম্পন্ন নারায়ণের অংশসম্ভূত রঘুকুলতিলক রামনামধারী হরি পুষ্পকরথে আরোহণ পূর্ব্বক শব্দগুণশালী আকাশপথে প্রয়াণকালে রত্নাকর দর্শন করিয়া সুমধুর বাক্যে প্রিয়তমা জানকীকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ মৈথিলি! দেখ, ছায়াপথ দ্বারা সুচারু তারকা-পরিপূর্ণ শারদীয় সুপ্রসন্ন নভোমণ্ডলের যেরূপ পরম রমণীয় শোভা হয়, এই ফেনপুঞ্জবিরাজিত বারিধি ও মৎনির্ম্মিত সেতু দ্বারা মলয়াচলও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া সেইরূপ শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে ॥ ২ ॥ মহর্ষি কপিল যজ্ঞদীক্ষিত সগররাজের অশ্বমেধ-তুরঙ্গ লইয়া পাতালতলে প্রবেশ করিলে আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণ সেই যজ্ঞাশ্বের অন্বেষণার্থে পৃথিবী বিদার্ণ করিয়া এই সাগর সংবর্দ্ধিত করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ সূর্য্যদীধিতি ইহা হইতেই জলময় গর্ভ ধারণ করে ও এই সাগরমধ্যেই রত্নরাশি বর্দ্ধিত হয় এবং এই সাগরই সলিলদাহক বাড়বানল ধারণ করে ও ইহা হইতেই মনোহর আহ্লাদজনক সুধাকর উদ্ভূত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ নারায়ণের ন্যায় বিবিধ অবতাররূপ অবস্থাপন্ন এই মহাসমুদ্রের দশদিক্‌ব্যাপি রূপের স্বরূপ ও সীমা অবধারণ করা অতিশয় দুষ্কর ॥৫॥ আদিপুরুষ নারায়ণ কল্পান্তকালে যোগনিদ্রাভিলাষী হইয়া সর্ব্বলোক সংহার পূর্ব্বক নাভিপদ্মাসনস্থিত প্রথম-বিধাতৃ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া থাকেন ॥৬॥ শত্রুভয়ে ভীত ভূপগণ যেরূপ ধর্ম্মশীল মধ্যবর্ত্তী ভূপতিকে অবলম্বন করিয়া বিপন্মুক্ত হন, তদ্রূপ শত শত ছিন্নপক্ষ পর্ব্বত দেবরাজের নিকট পরাভূত হইয়া শরণাগতরক্ষক এই মহার্ণবের গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে ॥ ৭ ॥ যখন ভগবান্ নারায়ণ আদিবরাহমূর্ত্তিধারণ করিয়া একেবারে রসাতল হইতে ধরণীকে উদ্ধৃত করেন, তৎকালে ইহার অতীব স্ফীত নির্ম্মল সলিল অবনীর মুখমণ্ডলে ক্ষণকাল অবগুণ্ঠন-রূপে শোভা পাইয়াছিল ॥ ৮ ॥ তরঙ্গিণীগণের একমাত্র উপভোক্তা তরঙ্গরূপ অধর-সুধাদানে সুনিপুণ সরিৎপতি নিজ নৈসর্গিক প্রগল্‌ভতা বশতঃ মুখসমর্পণকারিণী সরিদ্‌বধূদিগের অধরসুধা স্বয়ং পান করিতেছে এবং তাহাদিগকেও স্বীয় অধরসুধা পান

সমম্বমাদায় নদীমুখাম্ভঃ, সংমীলয়ন্তো বিবৃতাননত্বাৎ।
অমী শিরোভিস্তিময়ঃ সরন্ধ্রৈরূর্দ্ধং বিতন্বন্তি জলপ্রবাহান্॥ ১০॥
মাতঙ্গনক্রৈঃ সহসোৎপতদ্ভির্ভিন্নান্ দ্বিধা পশ্য সমুদ্রফেনান্।
কপোলসংসর্পিতয়া য এষাং, ব্রজন্তি কর্ণক্ষণচামরত্বম্॥ ১১॥
বেলানিলায় প্রসৃতা ভুজঙ্গা, মহোর্ম্মিবিস্ফূর্জ্জথুনির্বিশেষাঃ।
সূর্য্যাংশুসম্পর্কসমৃদ্ধরাগৈর্ব্যজ্যন্ত এতে মণিভিঃ ফণস্থৈঃ॥ ১২॥
তবাধরস্পর্দ্ধিষু বিদ্রুমেষু, পর্য্যস্তমেতৎ সহসোর্ম্মিবেগাৎ।
ঊর্দ্ধাঙ্কুরপ্রোতমুখং কথঞ্চিৎ, ক্লেশাদপক্রামতি শঙ্খযূথম্॥ ১৩॥
প্রবৃত্তমাত্রেণ পয়াংসি পাতুমাবর্ত্তবেগাদ্ভ্রমতা ঘনেন।
আভাতি ভূয়িষ্ঠময়ং সমুদ্রঃ, প্রমথ্যমানো গিরিণেব ভূয়ঃ॥ ১৪॥
দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী, তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥ ১৫॥
বেলানিলঃ কেতকরেণুভিস্তে, সম্ভাবয়ত্যাননমায়তাক্ষি।
মামক্ষমং মণ্ডনকালহানের্বেত্তীব বিম্বাধরবদ্ধতৃষ্ণম্॥ ১৬॥
এতে বয়ং সৈকতভিন্নশুক্তি-পর্য্যস্তমুক্তা-পটলং পয়োধেঃ।
প্রাপ্তা মুহূর্ত্তেন বিমানবেগাৎ, কূলং ফলাবর্জ্জিতপূগমালম্॥ ১৭॥
কুরুষ্ব তাবৎ করভোরু! পশ্চান্মার্গে মৃগপ্রেক্ষিণি দৃষ্টিপাতম্।
এষা বিদূরীভবতঃ সমুদ্রাৎ, সকাননা নিষ্পততীব ভূমিঃ॥ ১৮॥
ক্বচিৎ পথা সঞ্চরতে সুরাণাং, ক্বচিদ্ঘনানাং পততাং ক্বচিচ্চ।
যথাবিধো মে মনসোঽভিলাষঃ, প্রবর্ত্ততে পশ্য তথা বিমানম্॥ ১৯॥

করাইতেছে॥ ৯॥ দেখ প্রিয়ে! এই তিমি-মৎস্যগণ নদীমুখে মুখব্যাদান পূর্ব্বক নিজানন মুদিত করিয়া মস্তকস্থিত ছিদ্র দ্বারা জলরাশি উর্দ্ধে উৎক্ষেপণ করিতেছে॥ ১০॥ প্রিয়ে! দেখ দেখ, জলহস্তী-সকল সহসা জলের উপর ভাসিয়া উঠিল, তাহাতে ফেনরাশি দুইভাগে বিভক্ত ও ক্ষণকাল করি-কপোলদেশে সংলগ্ন হইয়া যেন উহাদিগের কর্ণচামরের ন্যায় শোভমান হইতেছে॥ ১১॥ ভুজঙ্গগণ বেলাসমীরণ পান করিবার নিমিত্ত তীরাভিমুখে গমন করিতেছে, তাহাতে উহাদিগকে বৃহত্তরঙ্গের সমানাকার বলিয়া বোধ হইতেছে, কেবল উহাদিগের ফণামণ্ডলস্থ মণি সূর্য্যকিরণে প্রদীপ্ত হওয়াতেই ভুজঙ্গ বলিয়া অনুভূত হইতেছে॥১২॥ শঙ্খযূথ, তরঙ্গবেগে সহসা ত্বদীয় অধর পল্লবতুল্য উর্দ্ধাঙ্কুর বিদ্রুম-লতায় প্রোতমুখ হইয়া অতিকষ্টে বহির্গত হইতেছে॥ ১৩॥ তোয়দ-বৃন্দ বারিপানে প্রবৃত্ত হইবামাত্রই সহসা আবর্ত্তবেগে ঘূর্ণ্যমান হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, পয়োনিধি পুনরায় মন্দরপর্ব্বত দ্বারা মথ্য-মান হইতেছে॥ ১৪॥ দূর হইতে সূক্ষ্মরূপে প্রতীয়মান তমালবন ও তালীবনশ্রেণীতে নীলবর্ণ বেলা-ভূমি লৌহচক্রতুল্য লবণাম্বুরাশির ধারায় সংলগ্ন কলঙ্ক-রেখার ন্যায় শোভা পাইতেছে॥ ১৫॥ অয়ি আয়তলোচনে! বেলানিল কেতকপুষ্পরেণু দ্বারা তোমার মুখমণ্ডল বিভূষিত করিতেছে, সমীরণ বোধ হয় তোমার বিম্বাধারে বদ্ধতৃষ্ণ ও ভূষণপরিধানের কালবিলম্ব সহ্য করিতে আমাকে অক্ষম দেখিয়াই তোমাকে ঐরূপে সত্বর বিভূষিত করিতেছে॥ ১৬॥ হে প্রেয়সি! এই আমরা বিমানরথে মুহূর্ত্তমধ্যেই সাগরকূলে আসিয়া উপনীত হইলাম, এখানে সিকতাময় পুলিন-দেশে বিদীর্ণ শুক্তিপুট হইতে নির্গত মুক্তা-সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং পূগশ্রেণী ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে॥ ১৭॥ হে করভোরু! অয়ি মৃগলোচনে! একবার পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ। আমরা সাগর হইতে যত দূর-বর্ত্তী হইতেছি, বোধ হইতেছে যেন, কানন-সহিত ভূমিও আমাদের সঙ্গে চলিয়া আসিতেছে॥ ১৮॥ প্রিয়ে! আমার মনে যখন যেরূপ অভিলাষ, এই বিমান তখন সেইরূপ ভাবেই কখন দেবপথে, কখন

অসৌ মহেন্দ্রদ্বিপদানগন্ধিস্ত্রিমার্গগাবীচিবিমর্দ্দশীতঃ।
আকাশবায়ুর্দিনযৌবনোত্থান্, আচামতি স্বেদলবান্ মুখে তে ॥ ২০ ॥
করেণ বাতায়নলম্বিতেন, স্পৃষ্টস্ত্বয়া চণ্ডি! কুতূহলিন্যা।
আমুঞ্চতীবাভরণং দ্বিতীয়মুদ্ভিন্নবিদ্যুদ্বলয়ো ঘনস্তে ॥ ২১ ॥
অমী জনস্থানমপোঢ়বিঘ্নং, মত্বা সমারব্ধনবোটজানি।
অধ্যাসতে চীরভৃতো যথাস্বং, চিরোজ্ঝিতান্যাশ্রমমণ্ডলানি ॥২২॥
সৈষা স্থলী যত্র বিচিন্বতা ত্বাং, ভ্রষ্টং ময়া নূপুরমেকমুর্ব্যাম্।
অদৃশ্যত ত্বচ্চরণারবিন্দবিশ্লেষদুঃখাদিব বদ্ধমৌনম্ ॥২৩॥
ত্বং রক্ষসা ভীরু যতোপনীতা, তং মার্গমেতাঃ কৃপয়া লতা মে।
অদর্শয়ন্ বক্তুমশক্নুবন্ত্যঃ, শাখাভিরাবর্জ্জিতপল্লবাভিঃ ॥ ২৪ ॥
মৃগ্যশ্চ দর্ভাঙ্কুরনির্ব্যপেক্ষাস্তবাগতিজ্ঞং সমবোধয়ন্ মাম্।
ব্যাপারয়ন্ত্যো দিশি দক্ষিণস্যামুৎপক্ষ্মরাজীনি বিলোচনানি ॥ ২৫ ॥
এতদ্গিরের্মাল্যবতঃ পুরস্তাদাবির্ভবত্যম্বরলেখি শৃঙ্গম্।
নবং পয়ো যত্র ঘনৈর্ময়া চ, ত্বদ্বিপ্রয়োগাশ্রু সমং বিসৃষ্টম্ ॥ ২৬ ॥
গন্ধশ্চ ধারাহতপল্বলানাং, কাদম্বমর্দ্ধোদ্গতকেশরঞ্চ
স্নিগ্ধাশ্চ কেকাঃ শিখিনাং বভূবুর্যস্মিন্নসহ্যানি বিনা ত্বয়া মে ॥ ২৭ ॥
পূর্ব্বানুভূতং স্মরতা চ যত্র, কম্পোত্তরং ভীরু তবোপগূঢ়ম্।
গুহাবিসারীণ্যতিবাহিতানি, ময়া কথঞ্চিদ্ঘনগর্জ্জিতানি ॥ ২৮ ॥
আসারসিক্তক্ষিতিবাষ্পযোগাৎ, মামক্ষিণোদ্যত্র বিভিন্নকোশৈঃ।
বিড়ম্ব্যমানা নবকন্দলৈস্তে, বিবাহধূমারুণলোচনশ্রীঃ ॥ ২৯ ॥

মেঘপথে ও কখন বিহঙ্গমপথে গমন করিতেছে ॥ ১৯ ॥ ঐ দেখ, ঐরাবতমদগন্ধি মন্দাকিনীর তরঙ্গ স্পর্শে সুশীতল আকাশ-পবন তোমার আনন-সংলগ্ন মধ্যাহ্নকালীন স্বেদবিন্দু অপহরণ করিতেছে ॥ ২০ ॥ প্রিয়ে! যেমন তুমি কৌতূহলাক্রান্ত স্পর্শ করিবার বাসনায় গবাক্ষদেশে হস্তপ্রসারণ করিয়াছ, অমনি বিদ্যুদ্‌বলয়ধারী মেঘ যেন তোমার হস্তে দ্বিতীয় আভরণ পরিধান করাইয়া দিল ॥ ২১ ॥ প্রিয়ে! দেখ, এই সেই রাক্ষস-সঙ্কুল জনস্থান, পবিত্রাত্মা কৌপীনধারী মুনিগণ এখন বিঘ্নশূন্য বিবেচনা করিয়া চির-পরিত্যক্ত স্ব স্ব আশ্রম-বিভাগে নব নব পর্ণশালা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সুখে বাস করিতেছেন ॥ ২২ ॥ প্রিয়ে! এই সেই বনস্থলী, যেখানে তোমাকে অন্বেষণ করিতে করিতে আমি অবনীতলে পতিত একটী নূপুর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। উহা তোমার পাদপদ্ম হইতে বিশ্লেষ হেতু দুঃখিত হইয়াই যেন মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছিল ॥ ২৩ ॥ অয়ি ভয়শীলে! দুরাত্মা নিশাচর তোমাকে যে পথ দিয়া হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, বাক্‌শক্তিহীন বৃক্ষ ও লতা সকল করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক অবনতপল্লবশাখা দ্বারা আমাকে সেই পথ প্রদর্শন করিয়া দিয়াছিল ॥ ২৪ ॥ মৃগীগণ দর্ভাঙ্কুরের প্রতি স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া পক্ষ্মরাজি উন্নমন পূর্ব্বক স্বীয় নয়ন দক্ষিণাভিমুখে প্রবর্ত্তিত করিয়া গগনমার্গে অনভিজ্ঞ আমাকে এই পথ দেখাইয়াছিল ॥ ২৫ ॥ ঐ দেখ, সম্মুখে মাল্যবান্ পর্ব্বতের এই শৃঙ্গ আকাশমণ্ডল স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, এই স্থলে নবীনজলদবৃন্দ যেরূপ নববারিধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, আমিও তদ্রূপ তোমার বিরহে অশ্রুবারি-বর্ষণ করিয়াছিলাম ॥ ২৬ ॥ এই স্থানে বৃষ্টিধারারঞ্জিত পল্বলগন্ধ, অর্দ্ধস্ফুট কদম্বপুষ্প এবং ময়ূরের শ্রুতিসুখকর কেকারব তোমার বিরহে আমার ঐ কেল একান্তই অসহ্য হইয়াছিল ॥ ২৭ ॥ অয়ি ভীরু! এই স্থানে পূর্ব্বানুভূত তোমার সেই সকম্প আলিঙ্গন স্মরণ করিয়া গুহাগামী মেঘগর্জ্জন অতি কষ্টে সহ্য করিতাম এবং পর্ব্বত-শৃঙ্গে প্রস্ফুটিত কদলী-কুসুম ও নব-জলধারাসিক্ত ভূমির বাষ্প সহযোগে, পরিণয়কালে ধূমদ্বারা তোমার রক্তবর্ণ নয়নকান্তির অনুকরণ করিয়া

উপান্তবানীরবনোপগূঢ়ান্যালক্ষ্যপারিপ্লবসারসানি।
দূরাবতীর্ণা পিবতীব খেদাদমূনি পম্পাসলিলানি দৃষ্টিঃ ॥৩০॥
অত্রাবিযুক্তানি রথাঙ্গনাম্নামন্যোন্যদত্তোৎপলকেশরাণি।
দ্বন্দ্বানি দূরান্তরবর্ত্তিনা তে, ময়া প্রিয়ে সস্পৃহমীক্ষিতানি ॥ ৩১ ॥
ইমাং তটাশোকলতাঞ্চ তন্বীং, স্তনাভিরামস্তবকাভিনম্রাম্।
ত্বৎপ্রাপ্তিবুদ্ধ্যা পরিরব্ধুকামঃ, সৌমিত্রিণা সাশ্রুরহং নিষিদ্ধঃ ॥৩২॥
অমূর্বিমানান্তরলম্বিনীনাং, শ্রুত্বা স্বনং কাঞ্চনকিঙ্কিণীনাম্।
প্রত্যুদ্ব্রজন্তীব খমুৎপতন্ত্যো, গোদাবরীসারসপংক্তয়স্ত্বাম্ ॥ ৩৩ ॥
এষা ত্বয়া পেশলমধ্যয়াপি, ঘটাম্বুসংবর্দ্ধিতবালচূতা।
আনন্দয়ত্যুন্মুখকৃষ্ণসারা, দৃষ্টা চিরাৎ পঞ্চবটী মনো মে ॥ ৩৪ ॥
অত্রানুগোদং মৃগয়ানিবৃত্তস্তরঙ্গবাতেন বিনীতখেদঃ।
রহস্ত্বদুৎসঙ্গনিষণ্ণমূর্দ্ধা, স্মরামি বানীরগৃহেষু সুপ্তঃ ॥ ৩৫ ॥
ভ্রূভেদমাত্রেণ পদান্ মঘোনঃ, প্রভ্রংশয়াং যো নহুষং চকার।
তস্যাবিলাম্ভঃপরিশুদ্ধিহেতোর্ভৌমো মুনেঃ স্থানপরিগ্রহোঽয়ম্ ॥ ৩৬ ॥
ত্রেতাগ্নিধূমাগ্রমনিন্দ্যকীর্ত্তেস্তস্যেদমাক্রান্তবিমানমার্গম্।
ঘ্রাত্বা হবির্গন্ধি রজোবিমুক্তঃ, সমশ্নুতে মে লঘিমানমাত্মা ॥ ৩৭ ॥
এতন্মুনের্মানিনি শাতকর্ণেঃ, পঞ্চাপ্সরো নাম বিহারবারি।
আভাতি পর্য্যন্তবনং বিদূরাৎ, মেঘান্তরালক্ষ্যমিবেন্দুবিম্বম্ ॥ ৩৮ ॥
পুরা স দর্ভাঙ্কুরমাত্রবৃত্তিশ্চরন্ মৃগৈঃ সার্দ্ধমৃষির্মঘোনা।
সমাধিভীতেন কিলোপনীতঃ, পঞ্চাপ্সরোযৌবনকূটবন্ধঃ ॥ ৩৯ ॥

আমাকে অতিশয় ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল ॥ ২৮-২৯ ॥ আমার দৃষ্টি দূর হইতে অবতীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে বেতসবনে পরিবৃত ঈষৎ প্রতীয়মান চপল সারসগণে পরিপূর্ণ পম্পাসরোবরসলিল যেন শ্রম-বশতঃই পান করিতেছে ॥ ৩০ ॥ প্রিয়ে! আমি যখন তোমা হইতে অতিদূরবর্ত্তী ছিলাম, তখন এই সরোবরে সম্মিলিত চক্রবাকমিথুন পরস্পরকে পদ্মকেশর প্রদান করিত, তাহা আমি অতি সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া যৎপরোনাস্তি কষ্ট অনুভব করিতাম ॥ ৩১ ॥ এই তীরস্থিত ক্ষীণাকৃতি অশোকতরুর স্তনের ন্যায় মনোহর কুসুমস্তবককে অবনত দেখিয়া, তোমাকে পাইলাম ভাবিয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে লক্ষ্মণ আমাকে নিবারণ করিয়াছিল, তখন নয়নজলে আমার বক্ষঃস্থল সিক্ত হইয়াছিল ॥৩২॥ এই গোদাবরী-তীরনিবাসী সারসকুল বিমানাভ্যন্তর-লম্বিত সুবর্ণকিঙ্কিণীর নিনাদ শ্রবণে আকাশপথে উড্ডীন হইয়া যেন তোমার প্রত্যুদ্গমন করিতেছে ॥৩৩॥ প্রিয়ে! বহুকালের পর এই পঞ্চবটী দর্শন করিয়া আমার মন আনন্দরসে আপ্লুত হইতেছে। আহা! এই স্থানে তুমি অতিশয় সুকুমার-মধ্য হইয়াও ঘটাম্বু-সেচনে নবজাত সহকারতরু-সকল বর্দ্ধিত করিয়াছ: ঐ দেখ, ত্বৎপালিত কৃষ্ণসারগণ ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে ॥ ৩৪ ॥ প্রেয়সি! এখন আমার স্মরণ হইতেছে, এই পঞ্চবটীবনে গোদাবরীতীরস্থ বেতসকুঞ্জে তরঙ্গ-বাহু দ্বারা মৃগয়া-পরিশ্রম অপনয়ন করিয়া তোমার ক্রোড়দেশে মস্তক স্থাপিত করিয়া নির্জ্জনে নিদ্রা যাইতাম ॥৩৫॥ যিনি ভ্রূভঙ্গমাত্রেই নহুষরাজাকে ইন্দ্রত্ব-পদ হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়াছিলেন, সেই কলুষবারি-পরিশোধনকারী মহর্ষি অগস্ত্যের এই পৃথিবী-পৃষ্ঠ-স্থিত আশ্রম দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৩৬ ॥ অনিন্দ্যকীর্ত্তি অগস্ত্য ঋষির বিমান-পথগামী যজ্ঞসম্ভূত হবির্গন্ধি ও অগ্নিত্রয়-সমুত্থিত ধূমশিখা আঘ্রাণ করিয়া আমার অন্তরাত্মা রজোগুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া লঘুতা প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৩৭ ॥ অয়ি মানিনি! এই মহর্ষি শাতকর্ণির চতুর্দ্দিকে কাননাবৃত পঞ্চাপ্সর নামক বিহার-সরোবর দূর হইতে জলদাচ্ছন্ন ঈষৎ প্রতীয়মান সুধাংশু-বিম্বের ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ৩৮ ॥ পূর্ব্বে দেবরাজ এই ঋষিকে দর্ভাঙ্কুরমাত্র ভোজন ও মৃগগণের সহিত বিচরণ করিতে দেখিয়া ইঁহার তপস্যায়

তস্তারমন্তর্হিতসৌধভাজঃ, প্রসক্তসঙ্গীতমৃদঙ্গঘোষঃ।
বিয়দ্গতঃ পুষ্পকচন্দ্রশালাঃ, ক্ষণং প্রতিশ্রুন্মুখরাঃ করোতি॥ ৪০॥
হবির্ভুজামেধবতাং চতুর্ণাং, মধ্যে ললাটন্তপসপ্তসপ্তিঃ।
অসৌ তপস্যত্যপরন্তপস্বী, নাম্না সুতীক্ষ্ণশ্চরিতেন দান্তঃ॥ ৪১॥
অমুং সহাসপ্রহিতেক্ষণানি, ব্যাজার্দ্ধসন্দর্শিতমেখলানি।
নালং বিকর্তুং জনিতেন্দ্রশঙ্কং, সুরাঙ্গনাবিভ্রমচেষ্টিতানি॥ ৪২॥
এষোঽক্ষমালাবলয়ং মৃগাণাং, কণ্ডূয়িতারং কুশসূচিলাবম্।
সভাজনে মে ভুজমূর্দ্ধবাহুঃ, সব্যেতরং প্রাধ্বমিতঃ প্রযুঙ্ক্তে॥ ৪৩॥
বাচংযমত্বাৎ প্রণতিং মমৈষঃ, কম্পেন কিঞ্চিৎ প্রতিগৃহ্য মূর্দ্ধ্নঃ।
দৃষ্টিং বিমানব্যবধানমুক্তাং, পুনঃ সহস্রার্চ্চিষি সন্নিধত্তে॥ ৪৪॥
অদঃ শরণ্যং শরভঙ্গনাম্নস্তপোবনং পাবনমাহিতাগ্নেঃ।
চিরায় সন্তর্প্য সমিদ্ভিরগ্নিং, যো মন্ত্রপূতাং তনুমপ্যহৌষীৎ॥ ৪৫॥
ছায়াবিনীতাধ্বপরিশ্রমেষু, ভূয়িষ্ঠসম্ভাব্যফলেষ্বমীষু।
তস্যাতিথীনামধুনা সপর্য্যা, স্থিতা সুপুত্রেষ্বিব পাদপেষু॥ ৪৬॥
ধারাস্বনোদ্গারিদরীমুখোঽসৌ, শৃঙ্গাগ্রলগ্নাম্বুদবপ্রপঙ্কঃ।
বধ্নাতি মে বন্ধুরগাত্রি চক্ষুর্দৃপ্তঃ ককুদ্মানিব চিত্রকূটঃ॥ ৪৭॥
এষা প্রসন্নস্তিমিতপ্রবাহা, সরিদ্বিদূরান্তরভাবতন্বী।
মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে, মুক্তাবলী কণ্ঠগতেব ভূমেঃ॥ ৪৮॥
অয়ং সুজাতোঽনুগিরং তমালঃ, প্রবালমাদায় সুগন্ধি যস্য।
যবাঙ্কুরাপাণ্ডুকপোলশোভী, ময়াবতংসঃ পরিকল্পিতস্তে॥ ৪৯॥

শঙ্কিত হইয়া পঞ্চ অপ্সরার যৌবনরূপ কূটবাগুরা বিস্তার করিয়াছিলেন॥ ৩৯॥ সলিলান্তঃস্থিত প্রাসাদে সুখে অধিষ্ঠিত হইয়া সেই শাতকর্ণি মুনি নিরন্তর মৃদঙ্গবাদ্যানুমিলিত সঙ্গীতধ্বনি করিতেছেন, উহা গগনগামী হইয়া ক্ষণকাল পুষ্পকরথের চূড়াগৃহ প্রতিধ্বনিত করিল॥ ৪০॥ প্রিয়ে! ঐ দেখ, অপর এক তপস্বী সূর্য্যদেবকে যেন ললাটোপরি ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিচতুষ্টয়-মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক তপস্যা করিতেছেন; ইঁহার নাম সুতীক্ষ্ণ, কিন্তু ইনি তীক্ষ্ণ নহেন, অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতি। দেবরাজ ইঁহার তপস্যায় শঙ্কিত হইয়া যোগভঙ্গ জন্য অপ্সরাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদিগের সস্মিতকটাক্ষপাত, বিবিধচ্ছলে অর্দ্ধনির্গত রশনাদাম এবং বিবিধ বিলাসচেষ্টা কিছুতেই ইঁহার চিত্তবিকার জন্মাইতে পারে নাই॥ ৪১-৪২॥ ঐ দেখ, এক ঊর্দ্ধবাহু মুনিবর কুশচ্ছেদি মৃগকণ্ডূয়নকারী অক্ষমালাবলয়ধারী আনুকূল্যসূচক দক্ষিণ হস্ত আমার সম্মানার্থ এই দিকে প্রয়োগ করিতেছেন॥ ৪৩॥ উনি মৌন-ব্রতাবলম্বী, সেই হেতু ঈষৎ মস্তককম্পন দ্বারা আমার প্রণাম স্বীকার করিয়া বিমান-নিরোধ-নির্ম্মুক্ত দৃষ্টি পুনর্ব্বার সূর্য্যমণ্ডলে সমর্পন করিলেন॥ ৪৪॥ সাগ্নিক শরভঙ্গমুনির শরণীয় ও সুপবিত্র আশ্রম ঐ দৃষ্ট হইতেছে, ইনি বহুকাল সমিধাদি দ্বারা অগ্নির প্রীতিসাধন করিয়া পরিশেষে মন্ত্রপূত স্বীয় দেহকেই অগ্নিতে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন॥ ৪৫॥ এক্ষণে তাঁহার ভূরিফলদায়ী আশ্রম-তরুগণ ছায়াদানে পথিকগণের পথশ্রান্তি অপনোদন করিয়া তাঁহার পুত্রের ন্যায় সেবা করিতেছে॥৪৬॥ হে বন্ধুরগাত্রি! ঐ দেখ, চিত্রকূট-পর্ব্বত যেন গর্ব্বিত বৃষভের ন্যায় শোভা পাইতেছে। নির্ঝরধারা পতিত হওয়াতে গুহামুখ-সকল নিনাদিত হইতেছে এবং শৃঙ্গ-সকল মেঘসংযোগে বপ্রক্রীড়ায় পঙ্ক-সমন্বিত কুঞ্জরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে॥ ৪৭॥ বিদূরবর্ত্তী অতএব অতি কৃশার ন্যায় প্রতীয়মানা এবং নির্ম্মল ও নিস্পন্দ প্রবাহশালিনী মন্দাকিনী পর্ব্বতের উপত্যকায় ধরণীর কণ্ঠস্থিতা মুক্তাবলীর ন্যায় শোভা পাইতেছে॥ ৪৮॥ প্রিয়ে! ঐ দেখ, পর্ব্বত-নিকটবর্ত্তী সেই সুজাত তমাল-তরু; ইহার সুগন্ধি পল্লব দ্বারা আমি তোমার যবাঙ্কুরের ন্যায় ধবলকান্তি কপোলদেশে কর্ণভূষণ

অনিগ্রহত্রাসবিনীতসত্ত্বমপুষ্পলিঙ্গাৎ ফলবন্ধিবৃক্ষম্।
বনং তপঃসাধনমেতদত্রেরাবিষ্কৃতোদগ্রতরপ্রভাবম্ ॥ ৫০ ॥
অত্রাভিষেকায় তপোধনানাং, সপ্তর্ষিহস্তোদ্ধৃতহেমপদ্মাম্।
প্রবর্ত্তয়ামাস কিলানসূয়া, ত্রিস্রোতসং ত্র্যম্বকমৌলিমালাম্ ॥ ৫১ ॥
বীরাসনৈর্ধ্যানজুষামৃষীণামমী সমধ্যাসিতবেদিমধ্যাঃ।
নিবাতনিষ্কম্পতয়া বিভান্তি, যোগাধিরূঢ়া ইব শাখিনোঽপি ॥ ৫২ ॥
ত্বয়া পুরস্তাদুপযাচিতো যঃ, সোঽয়ং বটঃ শ্যাম ইতি প্রতীতঃ।
রাশির্মণীনামিব গারুড়ানাং, সপদ্মরাগঃ ফলিতো বিভাতি ॥ ৫৩ ॥
ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈর্মুক্তামযী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালা সিতপঙ্কজানামিন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেব ॥ ৫৪ ॥
ক্বচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাং, কাদম্বসংসর্গবতীব পঙ্‌ক্তিঃ।
অন্যত্র কালাগুরুদত্তপত্রা, ভক্তির্ভুবশ্চন্দনকল্পিতেব ॥ ৫৫ ॥
ক্বচিৎ প্রভা চান্দ্রমসী তমোভিশ্ছায়াবিলীনৈঃ শকলীকৃতেব।
অন্যত্র শুভ্রাশরদভ্রলেখা, রন্ধ্রেষ্বিবালক্ষ্যনভঃপ্রদেশাঃ ॥ ৫৬ ॥
ক্বচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব, ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি বিভাতি গঙ্গা, ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ ॥ ৫৭ ॥
সমুদ্রপত্ন্যোর্জলসন্নিপাতে, পূতাত্মনামত্র কিলাভিষেকাৎ।
তত্ত্বাববোধেন বিনাপি ভূয়স্তনুত্যজাং নাস্তি শরীরবন্ধঃ ॥ ৫৮ ॥
পুরং নিষাদাধিপতেরিদং তৎ, যস্মিন্ ময়া মৌলিমণিং বিহায়।
জটাসু বদ্ধাস্বরুদৎ সুমন্ত্রঃ, কৈকেয়ি কামাঃ ফলিতাস্তবেতি ॥ ৫৯ ॥
পয়োধরৈঃ পুণ্যজনাঙ্গনানাং, নির্বিষ্টহেমাম্বুজরেণু যস্যাঃ।
ব্রাহ্মং সরঃ কারণমাপ্তবাচো, বুদ্ধেরিবাব্যক্তমুদাহরন্তি ॥ ৬০ ॥

প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলাম॥৪৯॥ এই অত্রিমুনির প্রভূতপ্রভাব তপোবন ; এখানে জন্তুগণ নিগ্রহভয় না থাকাতে বিনীতভাব ধারণ করিয়াছে এবং তরুসমূহ পুষ্প প্রসব না করিয়া একেবারেই ফলভার বহন করিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ কথিত আছে, এই স্থানে সপ্তর্ষিগণ স্বহস্তে যাঁহার স্বর্ণসরোজ উত্তোলন করেন এবং যিনি মহাদেবের মস্তকমালার স্বরূপ. সেই জাহ্নবীদেবীকে অত্রিপত্নী অনসূয়া তপস্বিগণের স্নানের নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥ বীরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ধ্যানপরায়ণ ঋষিগণের এই বেদিমধ্যস্থিত তরুগণ নির্ব্বাতত্বনিবন্ধন নিষ্কম্পভাবে অবস্থিত হইয়া যেন ঋষিগণের ন্যায় ধ্যাননিমগ্নই রহিয়াছে ॥৫২॥ তুমি পূর্ব্বে যে বটবৃক্ষের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলে, এই সেই শ্যামবট ; দেখ, এই তরুবর ফলিত হইয়া পদ্মরাগ-খচিত বিষধরগণের নীলকান্ত মণিরাশির ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ৫৩ ॥ দেখ দেখ, কোন স্থানে সমুজ্জ্বল ইন্দ্রনীলগণ দ্বারা গুম্ফিত মুক্তাহারাবলীর ন্যায়, কোথাও বা ইন্দীবর-খচিত শ্বেত-সরোজমালার ন্যায়,কোন স্থানে বা নীলহংসসমন্বিত মানসপ্রিয় রাজহংসমালার ন্যায়, স্থানান্তরে কালাগুরুরচিত পত্রাবলী-সহিত ভূমির চন্দন-তিলকরচনার ন্যায়, অন্য স্থানে ছায়াবিলীন অন্ধকারে অনুবিদ্ধ জ্যোৎস্নার ন্যায়, কোথাও বা স্থানে স্থানে নীল নভস্তলদর্শিনী শারদীয় শুভ্র কাদম্বিনীর ন্যায়, কোথাও বা কৃষ্ণসর্পবিভূষিত ভস্মাঙ্গরাগলিপ্ত মহেশতনুর ন্যায় যমুনাপ্রবাহ-মিশ্রিত গঙ্গা কেমন শোভা পাইতেছে ॥৫৪-৫৭॥ এই গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে স্নান হেতু পবিত্রীকৃত শরীরিগণের মরণকালে তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকেও মোক্ষলাভ হয় ॥৫৮॥ ঐ দেখ, নিষাদপতি গুহের পুরী ; ঐ স্থানে মুকুটরত্ন পরিহার করিয়া আমরা জটাবন্ধন করিলে পর "কৈকেয়ি ! তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হইল" এই বলিয়া সুমন্ত্র রোদন করিয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥ যাহার স্বর্ণসরোজরেণু যক্ষকামিনীগণের স্তনভূষণ সম্পাদন করে, প্রকৃতি যেমন মহত্তত্ত্বের কারণ, সেইরূপ মহর্ষিগণ ব্রহ্মসরোবরকে যাহার কারণ বলিয়া থাকেন,তীরনিখাত-যূপা

জীর্ণানি যা তীরনিখাতযূপা, বহত্যযোধ্যামনু রাজধানীম্।
তুরঙ্গমেধাবভৃথাবতীর্ণৈরিক্ষ্বাকুভিঃ পুণ্যতরীকৃতানি ॥ ৬১ ॥
যাং সৈকতোৎসঙ্গসুখোচিতানাং, প্রাজ্যৈঃ পয়োভিঃ পরিবর্দ্ধিতানাম্।
সামান্যধাত্রীমিব মানসং মে, সম্ভাবয়ত্যুত্তরকোশলানাম্॥ ৬২ ॥
সেয়ং মদীয়া জননীব তেন, মান্যেন রাজ্ঞা সরযূর্বিযুক্তা।
দূরে বসন্তং শিশিরানিলৈর্মাং, তরঙ্গহস্তৈরুপগূহতীব ॥ ৬৩ ॥
বিরক্তসন্ধ্যাকপিশং পুরস্তাদ্যতো রজঃ পার্থিবমুজ্জিহীতে।
শঙ্কে হনূমৎকথিতপ্রবৃত্তিঃ, প্রত্যুদ্গতো মাং ভরতঃ সসৈন্যঃ ॥ ৬৪ ॥
অদ্ধা শ্রিয়ং পালিতসঙ্গরায়, প্রত্যর্পয়িষ্যত্যনঘাং স সাধুঃ।
হত্বা নিবৃত্তায় মৃধে খরাদীন্, সংরক্ষিতাং ত্বামিব লক্ষ্মণো মে ॥ ৬৫ ॥
অসৌ পুরস্কৃত্য গুরুং পদাতিঃ, পশ্চাদবস্থাপিতবাহিনীকঃ।
বৃদ্ধৈরমাত্যৈঃ সহ চীরবাসা, মামর্ঘ্যপাণির্ভরতোঽভ্যুপৈতি ॥ ৬৬ ॥
পিত্রা বিসৃষ্টাং মদপেক্ষয়া যঃ, শ্রিয়ং যুবাপ্যঙ্কগতামভোক্তা।
ইয়ন্তি বর্ষাণি তয়া সহোগ্রমভ্যস্যতীব ব্রতমসিধারম্॥ ৬৭ ॥
এতাবদুক্তবতি দাশরথৌ তদীয়ামিচ্ছাং বিমানমধিদেবতয়া বিদিত্বা।
জ্যোতিষ্পথাদবততার সবিস্ময়াভিরুদ্বীক্ষিতং প্রকৃতিভির্ভরতানুগাভিঃ ॥ ৬৮ ॥
তস্মাৎ পুরঃসরবিভীষণদর্শিতেন, সেবাবিচক্ষণহরীশ্বরদত্তহস্তঃ।
যানাদবাতরদদূরমহীতলেন, মার্গেণ ভঙ্গিরচিতস্ফটিকেন রামঃ ॥ ৬৯ ॥
ইক্ষ্বাকুবংশগুরবে প্রয়তঃ প্রণম্য, সভ্রাতরং ভরতমর্ঘ্যপরিগ্রহান্তে।
পর্য্যশ্রুরস্বজত মূর্দ্ধনি চোপজঘ্রৌ, তদ্ভক্ত্যপোঢ়পিতৃরাজ্যমহাভিষেকে ॥ ৭০ ॥

যে সরযূ অযোধ্যা রাজধানীর সমীপবর্ত্তী, অশ্বমেধান্তে স্নানার্থ অবতীর্ণ ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের দ্বারা অধিক পবিত্র বারিরাশি বহন করিতেছেন, আমার অন্তঃকরণ পুলিনক্রোড়ে বিহারের সুখভোগী এবং প্রচুর পয়ঃপানে বিবর্দ্ধিত উত্তরকোশলেশ্বরগণের সাধারণ ধাত্রীর ন্যায় যাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিতেছে, আমার জননীর ন্যায় এই সেই সরযূ নদী। আহা! ইনি মাননীয় মহীপতি কর্ত্তৃক বিরহিত হইয়া সুশীতল সমীরণ-সম্পৃক্ত তরঙ্গবাহু দ্বারাই যেন প্রোষিত-পুত্রের ন্যায় আমাকে আলিঙ্গন করিতেছেন ॥৬০-৬৩॥ আবার এ দিকে দেখ, সম্মুখে সন্ধ্যাকালের ন্যায় কপিশবর্ণ ধূলিপটল উড্ডীন হইতেছে, ইহাতে বোধ হয়, ভরত হনুমানের মুখে আমাদের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সসৈন্যে আমাদিগকে প্রত্যুদ্গমন করিতে আসিতেছে ॥ ৬৪। আমি খরাদি রাক্ষস-সমূহকে নিহত করিয়া যুদ্ধ হইতে আগমন করিলে লক্ষ্মণ যেমন তোমাকে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া আমাকে প্রত্যর্পণ করিত, সেইরূপ সাধু ভরত অদ্য নিশ্চয়ই উত্তীর্ণপ্রতিজ্ঞ আমাকে অনুচ্ছিষ্ট রাজলক্ষ্মী প্রত্যর্পণ করিবে ॥ ৬৫ ॥ দেখ, চীরবাসা ভরত পশ্চাতে সৈন্যস্থাপন পূর্ব্বক কুলগুরু বশিষ্ঠকে অগ্রে করিয়া, বৃদ্ধ অমাত্যদিগের সহিত অর্ঘ্যহস্তে পদব্রজে আগমন করিতেছে॥৬৬॥ ভরত যুবা হইয়াও পিতৃদত্ত অঙ্কগত রাজলক্ষ্মী উপভোগ না করিয়াই এত কাল তাঁহার সহিত যেন কঠোরতর অসিধারব্রত (খড়্গাধারের উপর দিয়া গমন করা যেমন কঠিন, সেইরূপ যুবতী স্ত্রীর সহিত একত্র থাকিয়া সঙ্গম না করাও সেইরূপ কঠিন, ভরত রাজলক্ষ্মী উপভোগ না করিয়া ঐ ব্রতাবলম্বী হইয়াছিলেন) অবলম্বন করিয়াছিলেন ॥ ৬৭ ॥ রামচন্দ্র এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে বিমান, অধিদেবতা দ্বারা তাঁহার অভিলাষ বুঝিতে পারিয়া আকাশপথ হইতে অবতীর্ণ হইল; ভরতের অনুচর প্রজাগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঊর্দ্ধমুখে রথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল ॥ ৬৮ ॥ রাম শুশ্রূষানিপুণ সুগ্রীবের হস্তধারণ করিয়া অগ্রগামী বিভীষণ-প্রদর্শিত ধরাতল-সন্নিহিত পর্য্যায়-রচিত স্ফটিক-সোপানশ্রেণী দ্বারা বিমান হইতে অবতরণ করিলেন ॥ ৬৯ রামচন্দ্র ইক্ষ্বাকুবংশের

শ্মশ্রুপ্রবৃদ্ধিজনিতাননবিক্রিয়াংশ্চ, প্লক্ষান্ প্ররোহজটিলানিব মন্ত্রিবৃদ্ধান্।
অন্বগ্রহীৎ প্রণমতঃ শুভদৃষ্টিপাতৈর্বার্ত্তানুযোগমধুরাক্ষরয়া চ বাচা ॥ ৭১ ॥
দুর্জাতবন্ধুরয়মৃক্ষহরীশ্বরো মে, পৌলস্ত্য এষ সমরেষু পুরঃপ্রহর্ত্তা।
ইত্যাদৃতেন কথিতৌ রঘুনন্দনেন, ব্যুৎক্রম্য লক্ষ্মণমুভৌ ভরতো ববন্দে ॥ ৭২ ॥
সৌমিত্রিণা তদনু সংসসৃজে স চৈনমুত্থাপ্য নম্রশিরসং ভৃশমালিলিঙ্গ।
রূঢ়েন্দ্রজিৎপ্রহরণব্রণকর্কশেন, ক্লিশ্যন্নিবাস্য ভুজমধ্যমুরঃস্থলেন ॥ ৭৩ ॥
রামাজ্ঞয়া হরিচমূপতয়স্তদানীং, কৃত্বা মনুষ্যবপুরারুরুহুর্গজেন্দ্রান্।
তেষু ক্ষরৎসু বহুধা মদবারিধারাঃ, শৈলাধিরোহণসুখান্যুপলেভিরে তে ॥ ৭৪ ॥
সানুপ্লবঃ প্রভুরপি ক্ষণদাচরাণাং, ভেজে রথান্ দশরথপ্রভবানুশিষ্টঃ।
মায়াবিকল্পরচিতৈরপি যে তদীয়ৈর্ন স্যন্দনৈস্তুলিতকৃত্রিমভক্তিশোভাঃ ॥ ৭৫ ॥
ভূয়স্ততো রঘুপতির্বিলসৎপতাকমধ্যাস্ত কামগতি সাবরজো বিমানম্।
দোষাতনং বুধবৃহস্পতিযোগদৃশ্যস্তারাপতিস্তরলবিদ্যুদিবাভ্রবৃন্দম্ ॥ ৭৬ ॥
তত্রেশ্বরেণ জগতাং প্রলয়াদিবোর্বীং, বর্ষাত্যয়েন রুচমভ্রঘনাদিবেন্দোঃ।
রামেণ মৈথিলসুতাং দশকণ্ঠকৃচ্ছ্রাৎ, প্রত্যুদ্ধৃতাং ধৃতিমতীং ভরতো ববন্দে ॥ ৭৭ ॥
লঙ্কেশ্বর-প্রণতিভঙ্গদৃঢ়ব্রতং তৎ, বন্দ্যং যুগং চরণয়োর্জনকাত্মজায়াঃ।
জ্যেষ্ঠানুবৃত্তিজটিলঞ্চ শিরোঽস্য সাধোরন্যোন্যপাবনমভূদুভয়ং সমেত্য ॥ ৭৮ ॥

কুলগুরু বশিষ্ঠদেবকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া অর্ঘ্যগ্রহণপূর্ব্বক সাশ্রুনয়নে ভরত ও শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন করিলেন এবং জ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তিভাব বশতঃ রাজ্যাভিষেকে পরাঙ্মুখ ভরতের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন ॥ ৭০ ॥ রামচন্দ্র বটবৃক্ষের প্ররোহের ন্যায় শ্মশ্রুবৃদ্ধি হেতু বিকৃতানন প্রণত বৃদ্ধ মন্ত্রিদিগের প্রতি অনুকূল দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কুশলপ্রশ্ন ও মধুরসম্ভাষণাদি দ্বারা অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন॥৭১॥ "ভল্লুক ও বানরগণের অধিপতি এই সুগ্রীব আমার বিপদ্‌কালের পরম বন্ধু, আর এই পৌলস্ত্যপুত্র বিভীষণ সংগ্রামস্থলে আমার অগ্রবর্ত্তী থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন," রামচন্দ্র এইরূপ সম্মান সৎকারে পরিচয় প্রদান করিলে, ভরত লক্ষ্মণকে অতিক্রম করিয়া অগ্রে সুগ্রীব ও বিভীষণকে বন্দনা করিলেন ॥ ৭২ ॥ অনন্তর ভরত লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, ভরত তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া ইন্দ্রজিতের প্রহারজনিত ব্রণ দ্বারা অতিকর্কশ বক্ষঃস্থলে আত্মবক্ষঃস্থল সংলগ্ন করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৭৩ ॥ তখন কপিসেনাপতিগণ রামচন্দ্রের আজ্ঞায় মনুষ্য-দেহ ধারণ পূর্ব্বক গজেন্দ্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিল এবং কুঞ্জরগণের নানাস্থান হইতে মদবারিধারা নির্গত হওয়াতে তাহারা শৈলারোহণ-সুখ অনুভব করিতে লাগিল ॥ ৭৪ । রাক্ষসেশ্বর অনুচরগণের সহিত দাশরথির আদেশে রথে আরোহণ করিলেন, ঐ রথ এরূপ চমৎকার যে, বিভীষণের মায়াবিরচিত কৃত্রিম শোভার তুল্যতা প্রাপ্ত হয় নাই ॥ ৭৫ ॥ অনন্তর বুধবৃহস্পতিযোগ হেতু দর্শনীয় তারাপতি যেমন গগনমণ্ডলস্থ চপলবিদ্যুৎসমন্বিত রাত্রিকালীন জলধরবৃন্দে আরোহণ করেন,তদ্রূপ রামচন্দ্র পুনর্ব্বার ভরত ও লক্ষ্মণের সহিত বৈজয়ন্তীশোভিত ইচ্ছাগামী মনোহর বিমানে আরোহণ করিলেন॥ ৭৬ ॥ যেমন ভগবান্ আদিবরাহরূপ ধারণ করিয়া প্রলয়জলধিমগ্ন ধরার উদ্ধার করিয়াছিলেন, যেমন শরৎকাল গাঢ়তর মেঘাবরণ বিমুক্ত করিয়া চন্দ্রিকা প্রকাশিত করে, সেইরূপ রামচন্দ্র যাঁহাকে দশাননরূপ মহাসঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, ভরত সেই ধৈর্য্যশালিনী সীতাদেবীকে অগ্রে প্রণাম করিলেন ॥ ৭৭ ॥ লঙ্কেশ্বরের প্রণিপাতভঙ্গে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেই জানকীর বন্দনীয় চরণযুগল এবং জ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তিভাব বশতঃ মুকুটরত্ন-বিরহিত জটাধারী ভরতের মস্তক এই উভয় একত্র সংমিলিত হইয়া পরস্পরকে

ক্রোশার্দ্ধং প্রকৃতিপুরঃসরেণ গত্বা, কাকুৎস্থঃ স্তিমিতজবেন পুষ্পকেণ।
শত্রুঘ্ন-প্রতিবিহিতোপকার্য্যমার্য্যঃ, সাকেতোপবনমুদারমধ্যুবাস॥ ৭৯॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ দণ্ডকাপ্রত্যাগমনো নাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ

ভর্ত্তুঃ প্রণাশাদথ শোচনীয়ং, দশান্তরং তত্র সমং প্রপন্নে।
অপশ্যতাং দাশরথী জনন্যৌ, ছেদাদিবোপঘ্নতরোর্ব্রতত্যৌ॥ ১॥
উভাবুভাভ্যাং প্রণতৌ হতারী, যথাক্রমং বিক্রমশোভিনৌ তৌ।
বিস্পষ্টমস্রান্ধতয়া ন দৃষ্টৌ, জ্ঞাতৌ সুতস্পর্শসুখোপলম্ভাৎ॥ ২॥
আনন্দজঃ শোকজমশ্রুবাষ্পস্তয়োরশীতং শিশিরো বিভেদ।
গঙ্গাসরয্বোর্জলমুষ্ণতপ্তং, হিমাদ্রিনিস্যন্দ ইবাবতীর্ণঃ॥ ৩॥
তে পুত্রয়োর্নৈঋতশস্ত্রমার্গানার্দ্রানিবাঙ্গে সদয়ং স্পৃশন্ত্যৌ।
অপীপ্সিতং ক্ষত্রকুলাঙ্গনানাং, ন বীরসূশব্দমকাময়েতাম্॥ ৪॥
ক্লেশাবহা ভর্ত্তুরলক্ষণাহং, সীতেতি নাম স্বমুদীরয়ন্তী।
স্বর্গপ্রতিষ্ঠস্য গুরোর্মহিষ্যাবভক্তিভেদেন বধূর্ববন্দে॥ ৫॥
উত্তিষ্ঠ বৎসে ননু সানুজোঽসৌ, বৃত্তেন ভর্ত্তা শুচিনা তবৈব।
কৃচ্ছ্রং মহৎ তীর্ণ ইতি প্রিয়ার্হাং, তামচতুস্তে প্রিয়মপ্যমিথ্যা॥ ৬॥
তথাভিষেকং রঘুবংশকেতোঃ, প্রারব্ধমানন্দজলৈর্জনন্যোঃ।
নিবর্ত্তয়ামাসুরমাত্যবৃদ্ধাস্তীর্থাহৃতৈঃ কাঞ্চনকুম্ভতোয়ৈঃ॥৭॥

পবিত্র করিল॥ ৭৮॥ আর্য্য রামচন্দ্র প্রজাগণের অনুগামী মনোহর পুষ্পকরথে ধীরে ধীরে অর্দ্ধক্রোশ গমন করিয়া শত্রুঘ্ন-বিরচিত পটমণ্ডপবিশিষ্ট স্বীয় রাজধানী অযোধ্যার মনোরম উপবনে অবস্থিতি করিলেন॥ ৭৯॥

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

আশ্রয়-বৃক্ষের বিনাশে লতা যেমন দুরবস্থাপন্ন হয়, রাম-লক্ষ্মণ সেইরূপ পতির বিয়োগে শোচনীয় অবস্থাপন্ন জননীদ্বয়কে একেবারে উপবনমধ্যে দর্শন করিলেন॥ ১॥ তাঁহারা নিহতবৈরি বিক্রমশালী যথাক্রমে প্রণত পুত্রদ্বয়কে বাষ্পজলে দৃষ্টিরোধ হওয়াতে স্পষ্টরূপে দেখিতে না পাইয়া স্পর্শসুখানুভব দ্বারা পুত্র বলিয়া জানিতে পারিলেন॥ ২॥ যেরূপ হিমালয়ের নির্ঝরবারি নিপতিত হইলে পতিতপাবনী গঙ্গা ও সরযূর আতপতাপিত সলিলরাশি সুশীতল হয়, সেইরূপ জননীদিগের আনন্দজাত শীতল বাষ্পবারি বিগলিত হওয়াতে শোকাশ্রুর উষ্ণতা বিনষ্ট হইল॥ ৩॥ দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রা রাম-লক্ষ্মণের শরীরে রাক্ষসগণের অস্ত্রজনিত ব্রণচিহ্ন আর্দ্রবৎ স্পর্শ করিয়া ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গনাগণের অতিশয় স্পৃহণীয় বীরপ্রসবিত্রী শব্দের কামনার প্রতি হতাদর হইলেন॥ ৪॥ "পতির ক্লেশপ্রদা আমি সেই অলক্ষণা সীতা," এইরূপে নিজনাম উচ্চারণ করিয়া বৈদেহী স্বর্গগতমহীপতির মহিষীদ্বয়ের চরণ তুল্য-ভক্তিভাবে বন্দনা করিলেন॥৫॥ তাঁহারা উভয়ে "বৎসে! উঠ উঠ; তোমারই চরিত্রের পবিত্রতা হেতুই রাম-লক্ষ্মণ মহৎ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে" এইরূপ প্রিয় অথচ সত্যবাক্যে পরমস্পৃহাস্পদ বধূকে সান্ত্বনা করিলেন॥৬॥ তদনন্তর বৃদ্ধ অমাত্যগণ, বহুতর তীর্থ হইতে আনীত সুবর্ণকুম্ভপূর্ণ সলিলদ্বারা রঘুবংশকেতু রামচন্দ্রকে জননীগণের আনন্দাশ্রুবারির সহিত প্রারব্ধ রাজ্যাভিষেক-

সরিৎ-সমুদ্রান্ সরসীশ্চ গত্বা, রক্ষঃকপীন্দ্রৈরুপপাদিতানি।
তস্যাপতন্ মূর্দ্ধ্নি জলানি জিষ্ণোর্বিন্ধ্যস্য মেঘপ্রভবা ইবাপঃ ॥৮॥
তপস্বিবেশক্রিয়য়াপি তাবৎ, যঃ প্রেক্ষণীয়ঃ সুতরাং বভূব।
রাজেন্দ্রনেপথ্যবিধানশোভা, তস্যোদিতাসীৎ পুনরুক্তদোষা ॥৯॥
স মৌলরক্ষোহরিভিঃ সসৈন্যস্তূর্য্যস্বনানন্দিতপৌরবর্গঃ।
বিবেশ সৌধোদ্গতলাজবর্ষামুত্তোরণামন্বয়রাজধানীম্ ॥১০॥
সৌমিত্রিণা সাবরজেন মন্দমাধূতবালব্যজনো রথস্থঃ।
ধৃতাতপত্রো ভরতেন সাক্ষাৎ, উপায়সঙ্ঘাত ইব প্রবৃদ্ধঃ ॥১১॥
প্রাসাদকালাগুরু-ধূমরাজিস্তস্যাঃ পুরো বায়ুবশেন ভিন্না।
বনান্নিবৃত্তেন রঘূত্তমেন, মুক্তা স্বয়ং বেণিরিবাবভাসে ॥১২॥
শ্বশ্রূজনানুষ্ঠিতচারুবেশাং, কর্ণীরথস্থাং রঘুবীরপত্নীম্।
প্রাসাদবাতায়নদৃশ্যবন্ধৈঃ, সাকেতনার্য্যোঽঞ্জলিভিঃ প্রণেমুঃ ॥১৩॥
স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলমানুসূয়ং, সা বিভ্রতী শাশ্বতমঙ্গরাগম্।
ররাজ শুদ্ধেতি পুনঃ স্বপুর্য্যৈ, সন্দর্শিতা বহ্নিগতেব ভর্ত্রা ॥১৪॥
বেশ্মানি রামঃ পরিবর্হবন্তি, বিশ্রাণ্য সৌহার্দ্দনিধিঃ সুহৃদ্ভ্যঃ।
বাষ্পায়মানো বলিমন্নিকেতমালেখ্যশেষস্য পিতুর্বিবেশ ॥১৫॥
কৃতাঞ্জলিস্তত্র যদম্ব সত্যান্নাভ্রশ্যত স্বর্গফলাদ্‌গুরুর্নঃ।
তচ্চিন্ত্যমানং সুকৃতং তবেতি, জহার লজ্জাং ভরতস্য মাতুঃ ॥১৬॥
তথৈব সুগ্রীব-বিভীষণাদীন্, উপাচরৎ কৃত্রিমসংবিধাভিঃ।
সংকল্পমাত্রোদিতসিদ্ধয়স্তে, ক্রান্তা যথা চেতসি বিস্ময়েন ॥১৭॥

ক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন ॥৭॥ কপি ও রাক্ষসগণ নানা নদী, সমুদ্র ও সরসীতে গমন করিয়া জল আনয়ন করিল, সেই বারিধারা বিজয়শীল রাঘবের মস্তকে পতিত হইয়া, বিন্ধ্যগিরি-শিখরে নিপতিত জলধারার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল ॥৮॥ পূর্ব্বে যিনি তপস্বিবেশ পরিগ্রহ করিয়াও অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, এখন সেই রামচন্দ্র রাজবেশ পরিধান করিয়া যে তাহা অপেক্ষা অধিকতর শোভা ধারণ করিলেন, ইহা বলিলে পুনরুক্তি-দোষ হয় মাত্র ॥৯॥ তিনি সসৈন্যে বৃদ্ধমন্ত্রিগণ, নিশাচর ও বানবগণের সহিত তূর্য্যনিনাদে পৌরবর্গকে আনন্দিত করিয়া প্রাসাদ হইতে বিক্ষিপ্ত লাজবর্ষণে সুশোভিত উন্নততোরণা রঘুকুলরাজধানী অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করিলেন ॥১০॥ লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন রথারূঢ় রামচন্দ্রকে ধীরে ধীরে চামরব্যজন করিতে লাগিলেন, ভরত আতপত্র ধারণ করিলেন; তাহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই উপায়-চতুষ্টয় মূর্ত্তিমান্ হইয়া একত্র সংমিলিত হইয়াছে।১১॥ প্রাসাদ হইতে নির্গত অগুরুধূমপ্রবাহ বায়ুবেগে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে বোধ হইল যেন, অরণ্যবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত রামচন্দ্র স্বহস্তে প্রোষিতপতিকা অযোধ্যানগরীর বেণীবন্ধন মোচন করিয়া দিতেছেন ॥১২॥ অযোধ্যানিবাসিনী রমণীগণ, শ্বশ্রূজন-বিরচিত মনোরমবেশধারিণী কর্ণীরথারূঢ়া রঘুবীরপত্নী সীতাদেবীকে প্রাসাদজালমার্গে সুস্পষ্টলক্ষ্য অঞ্জলিপুটবন্ধন করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন ॥১৩॥ সীতাদেবী অনসূয়া-প্রদত্ত প্রস্ফুরণশীল প্রভামণ্ডলশালী চিরস্থায়ী অঙ্গরাগ ধারণ করিয়া পুনরায় অনল-প্রবিষ্টার ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ পূর্ব্বক পতি কর্ত্তৃক বিশুদ্ধা হইয়া যেন পুরবাসিনীদিগের নিকট প্রদর্শিত হইতে লাগিলেন ॥১৪॥ সৌহার্দ্দ-নিধান রামচন্দ্র সুহৃদ্বর্গকে বিবিধ উপকরণ-সম্পন্ন বাসগৃহ প্রদান করিয়া সাশ্রুনয়নে পিতার আলেখ্য-মাত্রাবশিষ্ট পূজাসম্ভার-সংযুক্ত নিকেতনে প্রবেশ করিলেন ॥১৫॥ তথায় তিনি কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক ভরতমাতা কৈকেয়ীকে কহিলেন, "মাতঃ! আমার জনক যে স্বর্গফলপ্রদ সত্য হইতে ভ্রষ্ট হন নাই, তাহা কেবল আপনারই পুণ্যবলে বিবেচনা করিতে হইবে।" এই বলিয়া তাঁহার লজ্জা অপনয়ন করিয়া দিলেন ॥১৬॥ রামচন্দ্র সুগ্রীব ও বিভীষণাদির সেবার নিমিত্ত এরূপ ভোজ্যসামগ্রীসম্ভার প্রদান করিলেন যে, তাঁহাদের ইচ্ছামাত্রেই অভীষ্টসিদ্ধি করিলেও তাঁহারা মনে মনে অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥১৭॥

সভাজনায়োপগতান্ স দিব্যান্, মুনীন্ পুরস্কৃত্য হতস্য শত্রোঃ।
শুশ্রাব তেভ্যঃ প্রভবাদি বৃত্তং, স্ববিক্রমে গৌরবমাদধানম্ ॥১৮॥
প্রতিপ্রয়াতেষু তপোধনেষু, সুখাদবিজ্ঞাতগতার্দ্ধমাসান্।
সীতাস্বহস্তোপহৃতাগ্রপূজ্যান্, রক্ষঃকপীন্দ্রান্ বিসসর্জ্জ রামঃ ॥১৯॥
তচ্চাত্মচিন্তা-সুলভং বিমানং, হৃতং সুরারেঃ সহ জীবিতেন।
কৈলাসনাথোদ্বহনায় ভূয়ঃ, পুষ্পং দিবঃ পুষ্পকমন্বমংস্ত ॥২০॥
পিতুর্নিয়োগাদ্বনবাসমেবং, নিস্তীর্য্য রামঃ প্রতিপন্নরাজ্যঃ।
ধর্ম্মার্থকামেষু সমাং প্রপেদে, যথা তথৈবাবরজেষু বৃত্তিম্ ॥২১॥
সর্ব্বাসু মাতৃষপি বৎসলত্বাৎ, স নির্বিশেষপ্রতিপত্তিরাসীৎ।
ষড়াননাপীতপয়োধরাসু, নেতা চমূনামিব কৃত্তিকাসু ॥২২॥
তেনার্থবান্ লোভপরাঙ্মুখেন, তেন ঘ্নতা বিঘ্নভয়ং ক্রিয়াবান্।
তেনাস লোকঃ পিতৃমান্ বিনেত্রা, তেনৈব শোকাপনুদেন পুত্রী ॥২৩॥
স পৌরকার্য্যাণি সমীক্ষ্য কালে, রেমে বিদেহাধিপতের্দুহিত্রা।
উপস্থিতশ্চারুবপুস্তদীয়ং, কৃত্বোপভোগোৎসুকয়েব লক্ষ্ম্যা ॥২৪॥
তয়োর্যথাপ্রার্থিতমিন্দ্রিয়ার্থান্, আসেদুষোঃ সদ্মসু চিত্রবৎসু।
প্রাপ্তানি দুঃখান্যপি দণ্ডকেষু, সঞ্চিন্ত্যমানানি সুখান্যভূবন্ ॥২৫॥
অথাধিকস্নিগ্ধবিলোচনেন, মুখেন সীতা শরপাণ্ডুরেণ।
আনন্দয়িত্রী পরিণেতুরাসীৎ, অনক্ষরব্যঞ্জিতদোহদেন ॥২৬॥
তামঙ্কমারোপ্য কৃশাঙ্গযষ্টিং, বর্ণান্তরাক্রান্তপয়োধরাগ্রাম্।
বিলজ্জমানাং রহসি প্রতীতঃ, পপ্রচ্ছ রামো রমণোঽভিলাষম্ ॥২৭॥

তিনি অভিনন্দনার্থ উপস্থিত অগস্ত্যাদি মুনিগণের যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া, তাঁহাদিগের নিকট হইতে নিহতশত্রু রাবণের জন্মাদি বৃত্তান্ত-সকল শ্রবণ করিলেন। তাহাতে তাঁহার আপন গৌরব অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছিল॥১৮॥ মহর্ষিগণ নিজ নিজ স্থানে গমন করিলে, রামচন্দ্র রাক্ষসপতি বিভীষণ ও কপীশ্বরদিগকে জানকীর স্বহস্তার্পিত অত্যুৎকৃষ্ট পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। তাঁহারা এরূপ সুখে কালযাপন করিয়াছিলেন যে, অর্দ্ধমাস অতীত হইলেও তাহা জানিতে পারেন নাই॥১৯॥ তদনন্তর তিনি স্বেচ্ছামাত্রলভ্য সুরলোকের পুষ্প স্বরূপ যে পুষ্পক-বিমান রাবণের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই হরণ করিয়াছিলেন, তাহা পুনর্ব্বার কৈলাসপতি কুবেরের বহনের নিমিত্ত তাঁহার নিকট যাইতে অনুমতি করিলেন॥২০॥ এইরূপে পিতৃনিয়োগে চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাসের পর রামচন্দ্র রাজ্যগ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও অনুজত্রয়, ইহাদের প্রতি তুল্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেন॥২১॥ যেমন দেবসেনানায়ক কার্ত্তিকেয় ছয়টী আনন দ্বারা তাঁহাদিগের স্তন্যপান করিয়া সেই কৃত্তিকাদি মাতৃগণের প্রতি প্রীতিভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই মাতৃবৎসল রামও কৌশল্যাদি জননীগণের সেইরূপ সেবা করিতে লাগিলেন॥২২॥ লোভ-বিরহিত, বিঘ্নবিনাশন, শোকাপহারী রামচন্দ্রের দ্বারা প্রজাপুঞ্জ অর্থবান্, ক্রিয়াবান্ ও পুত্রবান্ হইয়াছিল॥২৩॥ রামচন্দ্র যথাকালে পৌরকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রিয়তমা জনকাত্মজার সহবাস-সুখ অনুভব করিয়া কালহরণ করিতেন, তদ্দর্শনে বোধ হইত, যেন রাজলক্ষ্মী উপভোগলালসায় জানকীর মনোহর দেহে অধিষ্ঠান করিয়া তাঁহার সহিত সংমিলিত হইয়াছেন॥২৪॥ রাম ও জানকী আলেখ্য-সুশোভিত নিবাসভবনে যথেষ্ট উপভোগসুখ-অনুভবসময়ে দণ্ডকারণ্যে যে সকল অসহ্য কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, তাহা যত স্মরণ করিতে লাগিলেন, ততই অধিকতর সুখানুভব হইতে লাগিল॥২৫॥ অনন্তর বৈদেহী অধিকতর স্নিগ্ধলোচন-শোভিত শরতৃণের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ আনন দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান গর্ভলক্ষণ ধারণ করিয়া পতির অতিশয় আনন্দদায়িনী হইলেন॥২৬॥ রামচন্দ্র নীলবর্ণ স্তনাগ্রভাগ দর্শনে সীতার গর্ভসঞ্চারে বিশ্বস্ত হইয়া লজ্জায়মানা কৃশাঙ্গী প্রেয়সীকে নির্জ্জনে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মনোভিলাষ জিজ্ঞাসা

সা দষ্টনীবারবলীনি হিংস্রৈঃ, সংবদ্ধবৈখানসকন্যকানি।
ইয়েষ ভূয়ঃ কুশবন্তি গন্তুং, ভাগীরথীতীরতপোবনানি ॥২৮॥
তস্যৈ প্রতিশ্রুত্য রঘুপ্রবীরস্তদীপ্সিতং পার্শ্বচরানুযাতঃ।
আলোকয়িষ্যন্ মুদিতামযোধ্যাং, প্রাসাদমভ্রংলিহমারুরোহ ॥২৯॥
ঋদ্ধাপণং রাজপথং স পশ্যন্, বিগাহ্যমানাং সরযূঞ্চ নৌভিঃ।
বিলাসিভিশ্চাধ্যুষিতানি পৌরৈঃ, পুরোপকণ্ঠোপবনানি রেমে ॥৩০॥
স কিংবদন্তীং বদতাং পুরোগঃ, স্ববৃত্তমুদ্দিশ্য বিশুদ্ধবৃত্তঃ।
সর্পাধিরাজোরুভুজোপসর্পং, পপ্রচ্ছ ভদ্রং বিজিতারিভদ্রঃ ॥৩১॥
নির্ব্বন্ধপৃষ্টঃ স জগাদ সর্ব্বং, স্তুবন্তি পৌরাশ্চরিতং ত্বদীয়ম্।
অন্যত্র রক্ষোভবনোষিতায়াঃ, পরিগ্রহান্মানবদেব দেব্যাঃ ॥৩২॥
কলত্রনিন্দাগুরুণা কিলৈবমভ্যাহতং কীর্ত্তিবিপর্য্যয়েণ।
অয়োঘনেনায় ইবাভিতপ্তং, বৈদেহিবন্ধোর্হৃদয়ং বিদদ্রে ॥৩৩॥
কিমাত্মনির্ব্বাদকথামুপেক্ষে, জায়ামদোষামুত সন্ত্যজামি।
ইত্যেকপক্ষাশ্রয়বিক্লবত্বাদাসীৎ স দোলাচলচিত্তবৃত্তিঃ ॥৩৪॥
নিশ্চিত্য চানন্যনিবৃত্তি বাচ্যং, ত্যাগেন পত্ন্যাঃ পরিমার্ষ্টুমৈচ্ছৎ।
অপি স্বদেহাৎ কিমুতেন্দ্রিয়ার্থাৎ, যশোধনানাং হি যশো গরীয়ঃ ॥৩৫॥
স সন্নিপাত্যাবরজান্ হতৌজাস্তদ্বিক্রিয়াদর্শনলুপ্তহর্ষান্।
কৌলীনমাত্মাশ্রয়মাচচক্ষে, তেভ্যঃ পুনশ্চেদমুবাচ বাক্যম্ ॥৩৬॥
রাজর্ষিবংশস্য রবিপ্রসূতেরুপস্থিতঃ পশ্যত কীদৃশোঽয়ম্।
মত্তঃ সদাচারশুচেঃ কলঙ্কঃ, পয়োদবাতাদিব দর্পণস্য ॥৩৭॥

করিলেন ॥২৭॥ যেখানে হিংস্র জন্তুসকল বলিরূপে প্রদত্ত নীবার চর্ব্বণ করে এবং বৈখানস-কন্যাগণ একত্র মিলিত হইয়া পরস্পর প্রণয় প্রদর্শন করেন, জনকনন্দিনী সীতা সেই কুশসমাকীর্ণ ভাগীরথীতীর-স্থিত তপোবন-সকল পুনর্ব্বার দর্শন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ॥২৮॥ রঘুবীর রামচন্দ্র জানকীর মনোরথ-পরিপূরণে স্বীকার করিয়া, অনুচরগণের সহিত প্রমুদিত অযোধ্যাপুরী অবলোকন করিবার মানসে গগনস্পর্শী সৌধশিখরে আরোহণ করিলেন ॥২৯॥ তিনি সুসমৃদ্ধি-সমাকীর্ণ রাজপথ, নৌকা-নিকরে পরিপূরিত সরযূ এবং বিলাসি-পুরবাসিগণে পরিপূর্ণ পুরোপকণ্ঠস্থিত উপবন-সকল দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন ॥৩০॥ বাগ্মিপ্রবর বিশুদ্ধচরিত সর্পরাজ সদৃশ ভুজশালী শত্রু-বিজেতা রঘুবীর স্বীয় চরিত্র-বিষয়ে জনশ্রুতি অবগত হইবার নিমিত্ত ভদ্র-নামক গূঢ়চরকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৩১॥ তিনি অতিশয় নির্বন্ধ সহকারে তাহাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিলে, ভদ্র সমস্ত নিবেদন করিয়া কহিল, "হে নরদেব! পৌরগণ আপনার সমস্ত কার্য্যের প্রশংসা করিয়া থাকে, কেবল রাক্ষসগৃহে অবস্থিতির পর সীতাদেবীকে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আপনাকে নিন্দা করে॥ ৩২ ॥" যেরূপ বিশাল লৌহ-মুদ্গরে আঘাত দ্বারা উত্তপ্ত লৌহ বিদীর্ণ হয়, সেইরূপ এই ঘোরতর অকীর্ত্তিকর গুরুতর কলত্রনিন্দা শ্রবণে আহত হইয়া রামচন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইল ॥ ৩৩ ॥ এক্ষণে আত্মনিন্দার কথা উপেক্ষা করি অথবা নির্দ্দোষা সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করি, এইরূপ একপক্ষের আশ্রয়ে বিমূঢ় হইয়া রামচন্দ্র দোলার ন্যায় চলচ্চিত্ত হইলেন ॥ ৩৪ ॥ অবশেষে অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন, অন্য কোনরূপে নিন্দার অপনোদন হইবে না, অতএব জায়া পরিত্যাগ করাই উহার প্রতিকার হইতেছে, ফলতঃ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের ত কথাই নাই, যশোধনদিগের আপন দেহ অপেক্ষাও যশই গুরুতর ॥৩৫॥ অনন্তর প্রভাশূন্য রাম অনুজদিগকে নিকটে আহ্বান করিলে তাঁহারা আসিয়া জ্যেষ্ঠের মলিনমুখ দেখিয়া বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট হইলে তিনি আপনার অপবাদ তাঁহাদিগকে জানাইলেন এবং বলিলেন, বারিদ-বায়ুসম্পর্কে বিশুদ্ধ দর্পণে যেমন কলঙ্ক সংলগ্ন হয়, সেইরূপ আমা হইতে বিশুদ্ধ-চরিত সূর্য্যরাজবংশের কিরূপ কলঙ্ক হইল, তাহা তোমরা

পৌরেষু সোঽহং বহুলীভবন্তং, অপাং তরঙ্গেষ্বিব তৈলবিন্দুম্।
সোঢ়ুং ন তৎপূর্ব্বমবর্ণমীশে, আলানিকং স্থাণুরিব দ্বিপেন্দ্রঃ ॥৩৮॥
তস্যাপনোদায় ফলপ্রবৃত্তাবুপস্থিতায়ামপি নির্ব্যপেক্ষঃ।
ত্যক্ষ্যামি বৈদেহসুতাং পুরস্তাৎ, সমুদ্রনেমিং পিতুরাজ্ঞয়েব ॥৩৯॥
অবৈমি চৈনামনঘেতি কিন্তু, লোকাপবাদো বলবান্ মতো মে।
ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলত্বেনারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ ॥৪০॥
রক্ষোবধান্তো ন চ মে প্রয়াসঃ, ব্যর্থঃ স বৈরঃ প্রতিমোচনায়।
অমর্ষণঃ শোণিতকাঙ্ক্ষয়া কিং, পদা স্পৃশন্তং দশতি দ্বিজিহ্বঃ ॥৪১॥
তদেষ সর্গঃ করুণার্দ্রচিত্তৈর্ন মে ভবদ্ভিঃ প্রতিষেধনীয়ঃ।
যদ্যর্থিতা নির্হৃতবাচ্যশল্যান্, প্রাণান্ ময়া ধারয়িতুং চিরং বঃ ॥৪২॥
ইত্যুক্তবন্তং জনকাত্মজায়াং, নিতান্তরূক্ষাভিনিবেশমীশম্।
ন কশ্চন ভ্রাতৃষু তেষু শক্তো, নিষেদ্ধুমাসীদনুমোদিতুং বা ॥৪৩॥
স লক্ষ্মণং লক্ষ্মণপূর্ব্বজন্মা, বিলোক্য লোকত্রয়গীতকীর্ত্তিঃ।
সৌম্যেতি চাভাষ্য যথার্থভাষী, স্থিতং নিদেশে পৃথগাদিদেশ ॥৪৪॥
প্রজাবতী দোহদশংসিনী তে, তপোবনেষু স্পৃহয়ালুরেব।
স ত্বং রথী তদ্‌ব্যপদেশনেয়াং, প্রাপষ্য বাল্মীকিপদং ত্যজৈনাম্ ॥৪৫॥
স শুশ্রুবান্ মাতরি ভার্গবেণ, পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ।
প্রত্যগ্রহীদগ্রজশাসনং তৎ, আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া ॥৪৬॥
অথানুকূলশ্রবণপ্রতীতামত্রস্নুভির্যুক্তধুরং তুরঙ্গৈঃ।
রথং সুমন্ত্রপ্রতিপন্নরশ্মিমারোপ্য বৈদেহসুতাং প্রতস্থে ॥৪৭॥

বিবেচনা করিয়া দেখ॥৩৬-৩৭॥ যে প্রকার গজরাজ বন্ধনস্তম্ভকে অসহ্য ক্লেশজনক বিবেচনা করে, সেইরূপ আমি তরঙ্গনিক্ষিপ্ত তৈলবিন্দুর ন্যায় প্রজামধ্যে পরিব্যাপ্ত অভূতপূর্ব্ব এই অপবাদ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছি না ॥৩৮॥ পূর্ব্বে আমি যেরূপ পিতৃ-আদেশে সসাগরা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, সেইরূপ এখনও অপবাদ অপোনদন জন্য পুত্রোৎপত্তির কাল উপস্থিত হইলেও তাহাতে নিস্পৃহ হইয়া সীতাকে পরিত্যাগ করিব ॥৩৯॥ আমি জানকীকে সাধ্বী বলিয়া জানি, কিন্তু লোকাপবাদ আমার পক্ষে অত্যন্ত বলবান্ হইতেছে; কারণ, লোকের অসাধ্য কিছুই নাই, তাহারা পৃথিবীর ছায়াকে নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের কলঙ্করূপে আরোপ করিয়া থাকে ॥৪০॥ আমার রাক্ষসবধ-প্রয়াস ব্যর্থ হয় নাই, কিন্তু তাহা বৈর-নির্যাতনের নিমিত্তই করিয়াছি, পদাহত ভুজঙ্গম আস্কন্দীকে শোণিতপানাভিলাষে দংশন করে না ॥৪১॥ আমি অপবাদ মোচন করিয়া অধিককাল জীবন ধারণ করিব, যদি তোমাদিগের এরূপ কামনা থাকে, তবে আমি যাহা নিশ্চয় করিয়াছি, তোমরা দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহাতে নিষেধ করিও না ॥৪২॥ রামচন্দ্র জনকদুহিতা জানকীর প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুরাচরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এইরূপ বলিলে পর, অনুজবর্গের মধ্যে কেহ নিষেধ অথবা অনুমোদন করিতে পারিলেন না ॥৪৩॥ ত্রিলোকে বিখ্যাতকীর্ত্তি সত্যভাষী লক্ষ্মণাগ্রজ আজ্ঞাবহ লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সম্ভাষণ পূর্ব্বক পৃথক্‌রূপে আদেশ করিলেন ॥৪৪॥ হে সৌম্য! সীতা গর্ভাবস্থায় তপোবন-দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব তুমি এক্ষণে রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই ছলে লইয়া গিয়া ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ মহামুনি বাল্মীকির আশ্রমস্থানে পরিত্যাগ করিয়া আইস ॥৪৫॥ লক্ষ্মণ শুনিয়াছিলেন যে, পরশুরাম পিতার আজ্ঞায় শত্রুর ন্যায় স্বীয় জননীর শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি সেই জন্যই স্বয়ং জ্যেষ্ঠের সেইরূপ আদেশ গ্রহণ করিলেন; যেহেতু, গুরুজনের আজ্ঞা অবিচারণীয় ॥৪৬॥ অনন্তর রামানুজ লক্ষ্মণ অনুকূল সংবাদশ্রবণে প্রীতিমতী সীতাদেবীকে নির্ভীক তুরঙ্গযোজিত, সারথি-সুমন্ত্রচালিত

সা নীয়মানা রুচিরান্ প্রদেশান্, প্রিয়ঙ্করো মে প্রিয় ইত্যনন্দৎ।
নাবুদ্ধ কল্পদ্রুমতাং বিহায়, জাতং তমাত্মন্যসিপত্রবৃক্ষম্ ॥৪৮॥
জুগূহ তস্যাঃ পথি লক্ষ্মণো যৎ, সব্যেতরেণ স্ফুরতা তদক্ষ্ণা।
আখ্যাতমন্তে গুরু ভাবি দুঃখং, অত্যন্তলুপ্তপ্রিয়দর্শনেন ॥৪৯॥
সা দুর্নিমিত্তোপগতাদ্‌বিষাদাৎ, সদ্যঃ পরিম্লানমুখারবিন্দা।
রাজ্ঞঃ শিবং সাবরজস্য ভূয়াৎ, ইত্যাশংসে করণৈরবাহ্যৈঃ ॥৫০॥
গুরোর্নিয়োগাৎ বনিতাং বনান্তে, সাধ্বীং সুমিত্রানতয়ো বিহাস্যন্।
অবার্য্যতেবোত্থিতবীচিহস্তৈর্জহ্নোর্দুহিত্রা স্থিতয়া পুরস্তাৎ ॥৫১॥
রথাৎ স যন্ত্রা নিগৃহীতবাহাৎ, তাং ভ্রাতৃজায়াং পুলিনেঽবতার্য্য।
গঙ্গাং নিষাদাহৃতনৌবিশেষস্ততার সন্ধামিব সত্যসন্ধঃ ॥৫২॥
অথ ব্যবস্থাপিতবাক্ কথঞ্চিৎ, সৌমিত্রিরন্তর্গতবাষ্পকণ্ঠঃ।
ঔৎপাতিকং মেঘ ইবাশ্মবর্ষং, মহীপতেঃ শাসনমুজ্জগার ॥৫৩॥
ততোঽভিষঙ্গানিলবিপ্রবিদ্ধা, প্রভ্রশ্যমানাভরণপ্রসূনা।
স্বমূর্ত্তিলাভপ্রকৃতিং ধরিত্রীং, লতেব সীতা সহসা জগাম ॥৫৪॥
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবঃ কথং ত্বাং, ত্যজেদকস্মাৎ পতিরার্য্যবৃত্তঃ।
ইতি ক্ষিতিঃ সংশয়িতেব তস্যৈ, দদৌ প্রবেশং জননী ন তাবৎ ॥৫৫॥
সা লুপ্তসংজ্ঞা ন বিবেদ দুঃখং, প্রত্যাগতাসুঃ সমতপ্যতান্তঃ।
তস্যাঃ সুমিত্রাত্মজযত্নলব্ধো, মোহাদভূৎ কষ্টতরঃ প্রবোধঃ ॥৫৬॥
ন চাবদদ্ভর্ত্তুরবর্ণমার্য্যা, নিরাকরিষ্ণোর্বৃজিনাদৃতেঽপি।
আত্মানমেব স্থিরদুঃখভাজং, পুনঃ পুনর্দুষ্কৃতিনং নিনিন্দ ॥৫৭॥

রথে আরোপিত করিয়া প্রস্থান করিলেন॥৪৭॥ মনোহর প্রদেশ দিয়া যাইতে যাইতে "প্রাণেশ্বর আমার অত্যন্ত প্রিয়কর" জানকী এই ভাবিয়া আনন্দিত হইলেন, কিন্তু জানিতেন না যে, রামচন্দ্র তাঁহার প্রতি কল্পদ্রুমভাব পরিহার করিয়া অসিপত্রবৃক্ষ হইয়াছেন ॥৪৮॥ পথিমধ্যে লক্ষ্মণ জানকীর নিকট যে দুঃখ গোপন করিয়াছিলেন, জন্মের মত প্রিয়দর্শনবিরহিত দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দনই তাঁহাকে সেই ভাবী গুরু-দুঃখ জানাইয়া দিল ॥৪৯॥ দুর্নিমিত্ত-জনিত বিষাদে জানকীর মুখারবিন্দ তৎক্ষণাৎ অতিশয় ম্লান হইয়া গেল। তখন তিনি সরলমনে "প্রিয়তম রামচন্দ্রের মঙ্গল হউক" বারংবার এইরূপ কামনা করিতে লাগিলেন॥৫০॥ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞায় পতিব্রতা ভ্রাতৃজায়াকে বনপ্রদেশে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত লক্ষ্মণকে সম্মুখস্থিত জাহ্নবী যেন তরঙ্গ-হস্ত উত্তোলন করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন॥৫১॥ সুমন্ত্র অশ্বগণকে নিরুদ্ধ করিলে লক্ষ্মণ সীতাকে রথ হইতে তীরে নামাইয়া সত্যপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা উত্তরণের ন্যায় নিষাদানীত নৌকায় আরোহণ করিয়া গঙ্গা পার হইলেন ॥৫২॥ অনন্তর অন্তর্গত বাষ্পে রুদ্ধকণ্ঠ লক্ষ্মণ বহুকষ্টে বাক্‌শক্তি প্রকৃতিস্থ করিয়া মেঘ যেরূপ ঔৎপাতিক শিলা বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহীপতির আদেশ উদ্গীরণ করিলেন॥৫৩॥ বায়ুবেগে সঞ্চালিত প্রভ্রষ্ট পুষ্পলতা যেরূপ সহসা ভূতলশায়িনী হয়, তদ্রূপ অভিভব-বাতাহতা জানকীও স্বীয় জননী ধরণীতে তৎক্ষণাৎ নিপতিত হইলেন, পতনকালে তাঁহার অঙ্গের আভরণ-সকল ইতস্ততঃ বিস্রস্ত হইয়া পড়িল॥৫৪॥ ইক্ষ্বাকুকুলোদ্ভব সাধুচরিত পতি তোমাকে কেন অকারণে পরিত্যাগ করিবেন, এই সংশয় হেতু বুঝি জননী ধরণী তাঁহাকে তখন স্বীয় গর্ভে প্রবেশ-স্থান প্রদান করিলেন না॥৫৫॥ সীতা যখন মূর্চ্ছিতা ছিলেন, তখন কোন দুঃখই তাঁহার অনুভব হয় নাই, কিন্তু চেতনা লাভ করিয়া মনে মনে দুঃখানলে অতিশয় দগ্ধ হইতে লাগিলেন, লক্ষ্মণের প্রযত্নলব্ধ প্রবোধবাক্য তাঁহার পক্ষে অচেতনাবস্থা অপেক্ষাও অধিকতর কষ্টদায়ক হইল॥ ৫৬॥ পতি বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিলেন বলিয়া পতিব্রতা সীতা তাঁহার কিছুমাত্রই দোষ দিলেন না, কেবল

আশ্বাস্য রামাবরজঃ সতীং তাং, আখ্যাতবাল্মীকিনিকেতমার্গঃ।
নিঘ্নস্য মে ভর্ত্তৃনিদেশরৌক্ষ্যং, দেবি ক্ষমস্বেতি বভূব নম্রঃ ॥৫৮॥
সীতা তমুত্থাপ্য জগাদ বাক্যং, প্রীতাস্মি তে সৌম্য চিরায় জীব।
বিড়ৌজসা বিষ্ণুরিবাগ্রজেন, ভ্রাত্রা যদিত্থং পরবানসি ত্বম্ ॥৫৯॥
শ্বশ্রূজনং সর্ব্বমনুক্রমেণ, বিজ্ঞাপয় প্রাপিতমৎপ্রণামঃ।
প্রজানিষেকং ময়ি বর্ত্তমানং, সূনোরনুধ্যায়ত চেতসেতি॥৬০॥
বাচ্যস্ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা, বহ্নৌ বিশুদ্ধামপি যৎ সমক্ষম্।
মাং লোকবাদশ্রবণাদহাসীঃ, শ্রুতস্য কিং তৎ সদৃশং কুলস্য ॥৬১॥
কল্যাণবুদ্ধেরথবা তবায়ং, ন কামচারো ময়ি শঙ্কনীয়ঃ।
মমৈব জন্মান্তরপাতকানাং, বিপাকবিস্ফূর্জথুরপ্রসহ্যঃ ॥৬২॥
উপস্থিতাং পূর্ব্বমপাস্য লক্ষ্মীং, বনং ময়া সার্দ্ধমসি প্রপন্নঃ।
তদাস্পদং প্রাপ্য তয়াতিরোষাৎ, সোঢ়াস্মি ন ত্বদ্ভবনে বসন্তী ॥৬৩॥
নিশাচরোপপ্লুতভর্ত্তৃকাণাং, তপস্বিনীনাং ভবতঃ প্রসাদাৎ।
ভূত্বা শরণ্যা শরণার্থমন্যং, কথং প্রপৎস্যে ত্বয়ি দীপ্যমানে ॥৬৪॥
কিংবা তবাত্যন্তবিয়োগমোঘে, কুর্য্যামুপেক্ষাং হতজীবিতেঽস্মিন্।
স্যাদ্রক্ষণীয়ং যদি মে ন তেজস্ত্বদীয়মন্তর্গতমন্তরায়ঃ ॥৬৫॥
সাহং তপঃসূর্য্যনিবিষ্টদৃষ্টিরূর্দ্ধং, প্রসূতেশ্চরিতুং যতিষ্যে।
ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি, ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ ॥ ৬৬ ॥

আপনাকেই স্থিরদুঃখিনী ভুক্তভগিনী বলিয়া পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥৫৭॥ রামানুজ লক্ষ্মণ পতিব্রতা সীতাকে সান্ত্বনা করিয়া বাল্মীকির নিকেতন-পথ দেখাইয়া বলিলেন, দেবি! আমি পরাধীন, প্রভুর আজ্ঞাপালনহেতু আমার এই অতিশয় পরুষকার্য্য ক্ষমা করুন, এই বলিয়া প্রণিপাত করিলেন ॥৫৮॥ জানকী তাঁহাকে ভূতল হইতে হস্ত দ্বারা উত্থাপন করিয়া বলিলেন, হে সৌম্য! তুমি দীর্ঘজীবী হও, আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি, তোমার অপরাধ নাই, উপেন্দ্র যেমন ইন্দ্রের অধীন, সেইরূপ তুমিও জ্যেষ্ঠের অধীন রহিয়াছ ॥৫৯॥ বৎস! তুমি একে একে শ্বশ্রূঠাকুরাণীগণকে আমার প্রণিপাত জানাইয়া বলিবে, আমি যে তাঁহাদের তনয়ের ঔরসজাত গর্ভধারণ করিতেছি, তাঁহারা যেন সর্ব্বদা সেই গর্ভস্থ-সন্তানের কল্যাণ অনুধ্যান করেন ॥৬০॥ আর আমার কথা অনুসারে তুমি সেই রাজাকে বলিবে যে, "আপনার সমক্ষে আমি অগ্নিতে পরিশুদ্ধা হইলেও মিথ্যা লোকাপবাদভয়ে ভীত হইয়া যে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, ইহা কি আপনার সুপ্রসিদ্ধ রঘুকুলের অনুরূপ কার্য্য হইল? ৬১ ॥ অথবা আপনি অতি কল্যাণপ্রকৃতি, আপনি আমার প্রতি এরূপ যথেচ্ছাচার করিবেন, আমি কখনও এরূপ আশঙ্কা করি নাই; ইহা আমারই জন্মান্তরীণ ঘোরতর পাতকের অসহ্য পরিণাম বজ্রপাতস্বরূপ ॥ ৬২ ॥ বোধ করি, পূর্ব্বে আপনি উপস্থিত রাজলক্ষ্মী পরিহার করিয়া আমার সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সুযোগ বুঝিয়া তিনি প্রবল রোষ বশতঃ তদীয় নিকেতনে আমার অবস্থান সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ৬৩॥ পূর্ব্বে এই তপোবনে রাক্ষসগণ ঋষিপত্নীগণের স্বামিদিগের প্রতি উপদ্রব করিলে, আমি আপনার প্রসাদে তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলাম, এখন সেই আপনি দেদীপ্যমান থাকিতে আমি কিরূপে অন্যের শরণাগত হইব? ৬৪ ॥ যদি আমার গর্ভস্থিত অবশ্য রক্ষণীয় ত্বদীয় সন্তান অন্তরায় না হইত, তবে আমি কখনই আপনার চিরবিয়োগে বিফল এই হতজীবন ধারণ করিতাম না ॥৬৫॥ লক্ষ্মণ! আমি প্রসবান্তে দিবাকরে নিবিষ্টদৃষ্টি হইয়া এই বলিয়া তপশ্চরণ করিব, যেন জন্মজন্মান্তরেও এইরূপ নারায়ণরূপে আবির্ভূত সর্ব্বগুণাকর পতি লাভ করিতে পারি এবং নিদারুণ বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয় ॥ ৬৬ ॥

নৃপস্য বর্ণাশ্রমপালনং যৎ, স এব ধর্ম্মো মনুনা প্রণীতঃ।
নির্ব্বাসিতাপ্যেবমতস্ত্বয়াহং, তপস্বিসামান্যমবেক্ষণীয়া ॥ ৬৭ ॥
তথেতি তস্যাঃ প্রতিগৃহ্য বাচং, রামানুজে দৃষ্টিপথং ব্যতীতে।
সা মুক্তকণ্ঠং ব্যসনাতিভারাৎ, চক্রন্দ বিগ্না কুররীব ভূয়ঃ ॥ ৬৮ ॥
নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষা, দর্ভানুপাত্তান্ বিজহুর্হরিণ্যঃ।
তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখভাবমত্যন্তমাসীদ্রুদিতং বনেঽপি ॥ ৬৯ ॥
তামভ্যগচ্ছদ্রুদিতানুসারী, কবিঃ কুশেধ্মাহরণায় যাতঃ।
নিষাদবিদ্ধাণ্ডজদর্শনোত্থঃ, শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ ॥ ৭০ ॥
তমশ্রু নেত্রাবরণং প্রমৃজ্য, সীতা বিলাপাদ্বিরতা ববন্দে।
তস্যৈ মুনির্দোহদলিঙ্গদর্শী, দাশ্বান্ সুপুত্রাশিষমিত্যুবাচ ॥ ৭১ ॥
জানে বিসৃষ্টাং প্রণিধানতস্ত্বাং, মিথ্যাপবাদক্ষুভিতেন ভর্ত্রা।
তন্মা ব্যথিষ্ঠা বিষয়ান্তরস্থং, প্রাপ্তাসি বৈদেহি পিতুর্নিকেতম্ ॥ ৭২ ॥
উৎখাতলোকত্রয়কণ্টকেঽপি, সত্যপ্রতিজ্ঞেঽপ্যবিকত্থনেঽপি।
ত্বাং প্রত্যকস্মাৎ কলুষপ্রবৃত্তাবস্ত্যেব মন্যুর্ভরতাগ্রজে মে ॥ ৭৩ ॥
তবোরুকীর্ত্তিঃ শ্বশুরঃ সখা মে, সতাং ভবচ্ছেদকরঃ পিতা তে।
ধুরি স্থিতা ত্বং পতিদেবতানাং, কিং তন্ন যেনাসি মমানুকম্প্যা ॥ ৭৪ ॥
তপস্বিসংসর্গবিনীতসত্ত্বে, তপোবনে বীতভয়া বসাস্মিন্।
ইতো ভবিষ্যত্যনঘপ্রসূতেরপত্যসংস্কারময়ো বিধিস্তে ॥ ৭৫ ॥
অশূন্যতীরাং মুনিসন্নিবেশৈস্তমোপহন্ত্রীং তমসাং বগাহ্য।
তৎসৈকতোৎসঙ্গবলিক্রিয়াভিঃ, সম্পৎস্যতে তে মনসঃ প্রসাদঃ ॥ ৭৬ ॥

মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের প্রতিপালন করাই রাজধর্ম্ম; অতএব আমাকে নির্ব্বাসিত করিলেও সামান্য তপস্বিনী বোধেও দর্শন করিতে হইবে ॥৬৭॥ "এই সমস্ত কথাই রামের নিকট নিবেদন করিব" এই বলিয়া লক্ষ্মণ অঙ্গীকার করিয়া দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলে রামপ্রিয়া জানকী সাতিশয় দুঃখভরে সন্ত্রাসিত কুররীর ন্যায় পুনর্ব্বার মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন ॥৬৮॥ তখন শিখিকুল নৃত্য পরিত্যাগ করিল, বৃক্ষসকল কুসুম পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং হরিণীগণ গৃহীত দর্ভ-কবল ত্যাগ করিল; ফলতঃ সীতার দুঃখে দুঃখিত হইয়া যেন অরণ্যও রোদন করিতে লাগিল ॥৬৯॥ এই সময়ে আদিকবি বাল্মীকি সমিৎকুশাদি আহরণের নিমিত্ত তপোবনে বিচরণ করিতে করিতে রোদনধ্বনির অনুসরণে আসিয়া সীতার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; তিনি এরূপ দয়াশীল ছিলেন যে, নিষাদবিদ্ধ ক্রৌঞ্চ পক্ষীদর্শনে তাঁহার যে শোক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই শ্লোক উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৭০ ॥ বৈদেহী নয়নবিরোধিনী অশ্রুধারা মার্জ্জন পূর্ব্বক বিলাপ হইতে বিরত হইয়া মুনিবরকে বন্দনা করিলেন; মহর্ষি গর্ভলক্ষণ দেখিয়া সীতাকে "সুপুত্র লাভ হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া কহিলেন, আমি প্রণিধান-বলে জানিলাম, অলীক লোকাপবাদে ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া তোমার পতি রামচন্দ্র তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু বৈদেহি! তজ্জন্য তুমি ব্যথিত হইও না, তুমি জানিবে যে, দেশান্তরস্থিত পিত্রালয়ে আসিয়াছ ॥৭১-৭২॥ রামচন্দ্র ভুবনকণ্টক রাবণকে নিহত করিয়াছেন, তিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ ও অহঙ্কারশূন্য; তথাপি তোমার প্রতি অকারণে এরূপ গর্হিত আচরণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপর আমার মনে মনে নিশ্চয়ই কোপ জন্মিয়াছে ॥ ৭৩ ॥ তোমার উদারকীর্ত্তি শ্বশুর আমার পরম মিত্র ছিলেন, তোমার পিতা জনকরাজা জ্ঞানোপদেশ দ্বারা সাধুগণের সংসারদুঃখ উচ্ছিন্ন করেন এবং তুমিও পতিব্রতাগণের অগ্রগণ্যা; তবে কেন তুমি আমার অনুকম্পনীয়া না হইবে? ৭৪ ॥ এই তপোবনে হিংস্রজন্তুগণও তপস্বীদিগের সহবাসে অতিশয় শান্তভাব ধারণ করিয়াছে, তুমি এই তপোবনে নির্ভয়ে বাস কর, এখানে তুমি অক্লেশেই সন্তান প্রসব করিবে এবং তাহাদিগের জাতকর্ম্মাদি সমস্ত সংস্কারও যথাবিধি সম্পাদিত হইবে ॥ ৭৫ ॥ মুনিগণের নিবিড়সন্নিবিষ্ট পর্ণশালা-সমূহে সমাচ্ছন্ন কলুষনাশিনী তমসা নদীতে অবগাহন পূর্ব্বক তাঁহার পুলিনদেশে অভীষ্ট

পুষ্পং ফলং চার্ত্তবমাহরন্ত্যো, বীজঞ্চ বালেয়মকৃষ্টরোহি।
বিনোদয়িষ্যন্তি নবাভিষঙ্গামুদারবাচো মুনিকন্যকাস্ত্বাম্॥ ৭৭॥
পয়োঘটৈরাশ্রমবালবৃক্ষান্, সংবর্দ্ধয়ন্তী স্ববলানুরূপৈঃ।
অসংশয়ং প্রাক্ তনয়োপপত্তেঃ, স্তনন্ধয়প্রীতিমবাপ্স্যসি ত্বম্॥ ৭৮॥
অনুগ্রহপ্রত্যভিনন্দিনীং তাং, বাল্মীকিরাদায় দয়ার্দ্রচেতাঃ।
সায়ং মৃগাধ্যাসিতবেদিপার্শ্বং, স্বমাশ্রমং শান্তমৃগং নিনায়॥ ৭৯॥
তামর্পয়ামাস চ শোকদীনাং, তদাগমপ্রীতিষু তাপসীষু।
নির্ব্বিষ্টসারাং পিতৃভির্হিমাংশোরন্ত্যাং কলাং দর্শ ইবৌষধীষু॥ ৮০॥
তা ইঙ্গুদী-স্নেহকৃতপ্রদীপমাস্তীর্ণমেধ্যাজিনতল্পমন্তঃ।
তস্যৈ সপর্য্যানুপদং দিনান্তে, নিবাসহেতোরুটজং বিতেরুঃ॥ ৮১॥
তত্রাভিষেকপ্রয়তা বসন্তী, প্রযুক্তপূজা বিধিনাতিথিভ্যঃ।
বন্যেন সা বল্কলিনী শরীরং পত্যুঃ প্রজাসন্ততয়ে বভার॥ ৮২॥
অপি প্রভুঃ সানুশয়োঽধুনা স্যাৎ, কিমুৎসুকঃ শক্রজিতোঽপি হন্তা।
শশংস সীতা পরিদেবনান্তমনুষ্ঠিতং শাসনমগ্রজায়॥ ৮৩॥
বভূব রামঃ সহসা সবাষ্পস্তুষারবর্ষীব সহস্যচন্দ্রঃ।
কৌলীনভীতেন গৃহান্নিরস্তা, ন তেন বৈদেহসুতা মনস্তঃ॥ ৮৪॥
নিগৃহ্য শোকং স্বয়মেব ধীমান্, বর্ণাশ্রমাবেক্ষণজাগরূকঃ।
স ভ্রাতৃসাধারণভোগমৃদ্ধং, রাজ্যং রজোরিক্তমনাঃ শশাস॥ ৮৫॥
তামেকভার্য্যাং পরিবাদভীরোঃ, সাধ্বীমপি ত্যক্তবতো নৃপস্য।
বক্ষস্যসংঘট্টসুখং বসন্তী, রেজে সপত্নীরহিতেব লক্ষ্মীঃ॥ ৮৬॥

দেবতার অর্চ্চনা করিয়া তোমার মানস সুপ্রসন্ন হইবে॥৭৬॥ প্রগল্ভভাষিণী মুনিকন্যাগণ ঋতুবিকসিত পুষ্প, ফল এবং অকৃষ্টপচ্য পূজাসাধন নীবারাদি আহরণ করিয়া নবশোকান্বিতা তোমার মনোবিনোদন সম্পাদন করিবে॥ ৭৭॥ তুমি স্ববলানুরূপ সেচন-কলস দ্বারা আশ্রমস্থিত বালপাদপ-সকল সংবর্দ্ধিত করিয়া পুত্রপ্রসবের পূর্ব্বেই সন্তান-স্নেহ অনুভব করিতে পারিবে॥ ৭৮॥ এই বলিয়া করুণার্দ্রচিত্ত মহর্ষি বাল্মীকি তদীয় অনুগ্রহের প্রত্যভিনন্দিনী জানকীকে সঙ্গে লইয়া সায়ংকালে শান্তজন্তুগণে পরিপূর্ণ স্বীয় আশ্রমস্থানে উপস্থিত হইলেন, সেখানে যজ্ঞবেদীর পার্শ্বে মৃগগণ শয়ন করিয়াছিল॥৭৯॥ যেমন অমাবস্যা তিথি অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ কর্ত্তৃক ভুক্তসার সুধাংশুর চরমকলা ওষধিতে অর্পণ করেন, সেইরূপ মুনিবর শোকসন্তপ্ত সীতাকে, তাঁহার আগমনে প্রীতিমতী তপস্বিনীগণের হস্তে সমর্পণ করিলেন॥ ৮০॥ তাপসপত্নীগণ জনকনন্দিনীর যথোচিত সৎকার করিয়া সায়ংকালে ইঙ্গুদীতৈলে প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া তাঁহার বাসের নিমিত্ত পবিত্র অজিনশয্যাসমন্বিত পর্ণশালা প্রদান করিলেন॥৮১॥ সেই আশ্রমে স্নান-পবিত্রা বল্কল-পরিধানা জানকী যথাবিধি অনুসারে অতিথিগণের সৎকার করিয়া পতির বংশবর্দ্ধনের নিমিত্ত বন্য ফলমূলাদি ভক্ষণপূর্ব্বক দেহভার বহন করিতে লাগিলেন॥ ৮২॥ এদিকে ইন্দ্রজিন্নিহন্তা লক্ষ্মণ "এখনও কি রাজা অনুতপ্ত হন নাই?" মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিয়া উৎসুক-চিত্তে অগ্রজ রামকে সীতাবিলাপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন॥ ৮৩॥ তৎশ্রবণে জানকীপাত রামচন্দ্র তুষারবর্ষী পৌষচন্দ্রমার ন্যায় সহসা নেত্রবারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন; তিনি লোকাপবাদভয়েই মৈথিলাকে গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, কিন্তু হৃদয়াগার হইতে দূরীভূত করেন নাই॥ ৮৪॥ ধীমান্ রামচন্দ্র স্বয়ং শোকাবেগ সংবরণ পূর্ব্বক বর্ণাশ্রম পর্য্যবেক্ষণে জাগরূক ও রজোগুণ-বিরহিতচিত্ত হইয়া অনুজগণের সহিত সমান ভোগসুখে সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন॥ ৮৫॥ তিনি লোকাপবাদভয়ে ভীত হইয়া একমাত্র পতিপ্রাণা পত্নী সীতাকে পরিত্যাগ করিলে, কমলাদেবী বিঘ্নশূন্য হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে পরমসুখে অবস্থান পূর্ব্বক সপত্নীরহিতার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন॥৮৬॥

সীতাং হিত্বা দশমুখরিপুর্নোপযেমে যদন্যাং, তস্যা এব প্রতিকৃতিসখো যৎ ক্রতূনাজহার।
বৃত্তান্তেন শ্রবণবিষয়প্রাপিণা তেন ভর্ত্তুঃ, সা দুর্ব্বারং কথমপি পরিত্যাগদুঃখং বিষেহে ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ সীতাপরিত্যাগো নাম চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশঃ সর্গঃ

কৃতসীতাপরিত্যাগঃ স রত্নাকরমেখলাম্। বুভুজে পৃথিবীপালঃ পৃথিবীমেব কেবলাম্ ॥ ১ ॥
লবণেন বিলুপ্তেজ্যাস্তামিস্রেণ তমভ্যযুঃ। মুনয়ো যমুনাভাজঃ শরণ্যং শরণার্থিনঃ ॥ ২ ॥
অবেক্ষ্য রামং তে তস্মিন্ ন প্রজহ্রুঃ স্বতেজসা। ত্রাণাভাবে হি শাপাস্ত্রাঃ কুর্ব্বন্তি তপসো ব্যয়ম্ ॥৩॥
প্রতিশুশ্রাব কাকুৎস্থস্তেভ্যো বিঘ্নপ্রতিক্রিয়াম্। ধর্ম্মসংরক্ষণার্থৈব প্রবৃত্তির্ভুবি শার্ঙ্গিণঃ ॥ ৪ ॥
তে রামায় বধোপায়মাচখ্যুর্বিবুধদ্বিষঃ। দুর্জ্জয়ো লবণঃ শূলী বিশূলঃ প্রার্থ্যতামিতি ॥ ৫ ॥
আদিদেশাথ শত্রুঘ্নং তেষাং ক্ষেমায় রাঘবঃ। করিষ্যন্নিব নামাস্য যথার্থমরিনিগ্রহাৎ ॥ ৬ ॥
যঃ কশ্চন রঘূণাং হি পরমেকঃ পরন্তপঃ। অপবাদ ইবোৎসর্গং ব্যাবর্ত্তয়িতুমীশ্বরঃ ॥ ৭ ॥
অগ্রজেন প্রযুক্তাশীস্ততো দাশরথী রথী। যযৌ বনস্থলীঃ পশ্যন্ পুষ্পিতাঃ সুরভীরভীঃ ॥ ৮ ॥
রামাদেশাদনুগতা সেনা তস্যার্থসিদ্ধয়ে। পশ্চাদধ্যয়নার্থস্য ধাতোরধিরিবাভবৎ ॥ ৯ ॥
আদিষ্টবর্ত্মা মুনিভিঃ স গচ্ছংস্তপতাং বরঃ। বিররাজ রথপ্রষ্ঠৈর্বালখিল্যৈরিবাংশুমান্ ॥ ১০ ॥
তস্য মার্গবশাদেকা বভূব বসতির্যতঃ। রথস্বনোৎকণ্ঠমৃগে বাল্মীকীয়ে তপোবনে ॥ ১১ ॥

রাবণবিজয়ী রামচন্দ্র জনক-রাজতনয়াকে পরিত্যাগ করিয়া যে অন্য রমণীর পাণিগ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহারই হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির সহবর্ত্তী হইয়া যে অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপন করিতেছেন, এই বৃত্তান্ত শ্রবণে সীতাদেবী সুদুঃসহ পরিত্যাগ-দুঃখ অতি কষ্টে সহ্য করিতে লাগিলেন ॥ ৮৭ ॥

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পৃথিবীপতি রামচন্দ্র সীতা-পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্র-রশনা একমাত্র পৃথিবীকেই উপভোগ করিতে লাগিলেন ॥১॥ লবণ নামক এক রাক্ষস যমুনাতীরবাসী মুনিগণের যজ্ঞলোপ কারলে তাঁহারা শরণার্থী হইয়া শরণ্য রামচন্দ্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন ॥ ২ ॥ তাঁহারা দাশরথিকে রক্ষণকার্য্যে নিরত দেখিয়া তপোবলে লবণকে সংহার করেন নাই ; কারণ, শাপাস্ত্র মুনিগণ পরিত্রাতার অভাবেই দুঃসহ দুঃখার্জ্জিত তপস্যার ব্যয় করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ কাকুৎস্থকুলপতি রামচন্দ্র ঋষিগণের নিকট বিঘ্নপ্রতীকারের অঙ্গীকার করিলেন, যেহেতু, ভগবান্ নারায়ণ ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্তই ধরাতলে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥৪॥ তাপসগণ তাঁহাকে লবণের বধোপায় বলিয়া দিলেন, শূলধর লবণ অত্যন্ত দুর্জ্জয়, সে যখন শূলরহিত হইবে,তখনই তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিবে॥৫॥ রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে শত্রুবধ জন্য যথার্থ-নামা করিবার নিমিত্তই মুনিগণের মঙ্গলসাধনার্থ আদেশ করিলেন ॥৬॥ বিশেষ বিধি যেমন সামান্য বিধির বাধাদানে সমর্থ, সেইরূপ রঘুবংশীয় যে কোন পুরুষই একাকী শত্রুবিনাশে সমর্থ হন ॥ ৭ ॥ নির্ভীক শত্রুঘ্ন অগ্রজের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া রথারোহণে পুষ্পসমন্বিত সুরভি বনস্থলী দর্শন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৮ ॥ যেমন অধি উপসর্গ অধ্যয়নার্থ ইঙ্ ধাতুর অনুবর্ত্তী হয়, সেইরূপ রামের আজ্ঞায় সেনাগণ প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার অনুগমন করিল ॥ ৯ ॥ মুনিবৃন্দ রথের অগ্রে অগ্রে গমন পূর্ব্বক পথপ্রদর্শন করাইয়া চলিলেন, তেজস্বী শত্রুঘ্ন তদনুসারে গমন করিয়া বালখিল্য মুনিগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত মার্গে গমনকারী অংশুমানের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ পথিমধ্যে তিনি রথশব্দশ্রবণে উন্নতগ্রীব মৃগসমূহে সমাকীর্ণ বাল্মীকি মুনির তপোবনে একরাত্রি অবস্থান করিলেন ॥১১॥

তমৃষিঃ পূজয়ামাস কুমারং ক্লান্তবাহনম্। তপঃপ্রভাবসিদ্ধাভির্বিশেষপ্রতিপত্তিভিঃ ॥ ১২ ॥
তস্যামেবাস্য যামিন্যামন্তর্বত্নী প্রজাবতী। সুতাবসূত সম্পন্নৌ কোষদণ্ডাবিব ক্ষিতিঃ ॥ ১৩ ॥
সন্তানশ্রবণাদ্‌ভ্রাতুঃ সৌমিত্রিঃ সৌমনস্যবান্। প্রাঞ্জলির্মুনিমামন্ত্র্য প্রাতর্যুক্তরথো যযৌ ॥ ১৪ ॥
স চ প্রাপ মধূপঘ্নং কুম্ভীনস্যাশ্চ কুক্ষিজঃ। বনাৎ করমিবাদায় সত্ত্বরাশিমুপস্থিতঃ ॥ ১৫ ॥
ধূমধূম্রো বসাগন্ধী জ্বালাবভ্রুশিরোরুহঃ। ক্রব্যাদ্‌গণপরীবারশ্চিতাগ্নিরিব জঙ্গমঃ ॥ ১৬ ॥
অপশূলং তমাসাদ্য লবণং লক্ষ্মণানুজঃ। রুরোধ সংমুখীনো হি জয়ো রন্ধ্রপ্রহারিণাম্ ॥ ১৭ ॥
নাতিপর্য্যাপ্তমালক্ষ্য মৎকুক্ষেরদ্য ভোজনম্। দিষ্ট্যা ত্বমসি মে ধাত্রা ভীতেনেবোপপাদিতঃ ॥ ১৮ ॥
ইতি সন্তর্জ্জ্য শত্রুঘ্নং রাক্ষসস্তজ্জিঘাংসয়া। প্রাংশুমুৎপাটয়ামাস মুস্তাস্তম্বমিব দ্রুমম্ ॥ ১৯ ॥
সৌমিত্রেনিশিতৈর্বাণৈরন্তরা শকলীকৃতঃ। গাত্রং পুষ্পরজঃ প্রাপ ন শাখী নৈর্ঋতেরিতঃ ॥ ২০ ॥
বিনাশাৎ তস্য বৃক্ষস্য রক্ষস্তস্মৈ মহোপলম্। প্রজিঘায় কৃতান্তস্য মুষ্টিং পৃথগিব স্থিতম্ ॥ ২১ ॥
ঐন্দ্রমস্ত্রমুপাদায় শত্রুঘ্নেন স তাড়িতঃ। সিকতাত্বাদপি পরাং প্রপেদে পরমাণুতাম্ ॥ ২২ ॥
তমুপাদ্রবদুদ্যম্য দক্ষিণং দোর্নিশাচরঃ। একতাল ইবোৎপাতপবনপ্রেরিতো গিরিঃ ॥ ২৩ ॥
কার্ষ্ণেন পত্রিণা শত্রুঃ স ভিন্নহৃদয়ঃ পতন্। আনিনায় ভুবঃ কম্পং জহারাশ্রমবাসিনাম্ ॥ ২৪ ॥
বয়সাং পঙ্‌ক্তয়ঃ পেতুর্হতস্যোপরি বিদ্বিষঃ। তৎপ্রতিদ্বন্দ্বিনো মূর্দ্ধ্নি দিব্যাঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ ॥ ২৫ ॥
স হত্বা লবণং বীরস্তদা মেনে মহৌজসঃ। ভ্রাতুঃ সোদর্য্যমাত্মানমিন্দ্রজিদ্বধশোভিনঃ ॥ ২৬ ॥
তস্য সংস্তূয়মানস্য চরিতার্থৈস্তপস্বিভিঃ। শুশুভে বিক্রমোদগ্রং ব্রীড়য়াবনতং শিরঃ ॥ ২৭ ॥

মহর্ষিপ্রবর বাল্মীকি তপোবনে নানাবিধ উৎকৃষ্ট বস্তু আহরণ পূর্ব্বক সেই শ্রান্তবাহন কুমারের সৎকার করিলেন ॥ ১২ ॥ পৃথিবী যেমন সমস্ত কোষ ও সৈন্যসম্পত্তি প্রসব করে, সেইরূপ সেই যামিনীতে তাঁহার গর্ভবতী ভ্রাতৃজায়া দুইটী পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ১৩ ॥ শত্রুঘ্ন জ্যেষ্ঠভ্রাতার সন্তানোৎপত্তি শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া প্রাতঃকালে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক মুনিবরকে বন্দনা করিয়া রথারোহণে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৪ ॥ তদনন্তর শত্রুঘ্ন মধুপঘ্ন নামক লবণপুরীতে উপস্থিত হইলেন, সেই সময়েই কুম্ভীনসীনন্দন বন হইতে রাজকরস্বরূপ জন্তুরাশি লইয়া উপস্থিত হইল ॥ ১৫ ॥ সেই রাক্ষস ধূমের ন্যায় ধূম্রবর্ণ, তাহার সর্ব্বাঙ্গে বসাগন্ধ; কেশপাশ অগ্নিশিখার ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ এবং মাংসাশী রাক্ষসগণে পরিবৃত, দেখিলে বোধ হয় যেন, চিতাগ্নি সঞ্চরণ করিতেছে ॥ ১৬ ॥ লক্ষ্মণানুজ লবণকে শূলবিরহিত দেখিয়া আক্রমণ করিলেন; যেহেতু, রন্ধ্র-প্রহারী ব্যক্তিদিগের নিশ্চয়ই জয়লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ "অদ্য বিধাতা আমার উদরের অপ্রচুর ভোজ্য দেখিয়া বুঝি ভীত হইয়াই ভাগ্যক্রমে তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন" ॥ ১৮ ॥ রাক্ষস এইরূপে শত্রুঘ্নকে তর্জ্জন করিয়া তাহার বিনাশার্থ এক অত্যুচ্চ বৃক্ষ মুস্তাস্তম্বের ন্যায় উৎপাটন করিল ॥ ১৯ ॥ সেই নিশাচর-নিক্ষিপ্ত প্রকাণ্ডবৃক্ষ সৌমিত্রির শাণিত বাণদ্বারা পথিমধ্যে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, কিন্তু তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিতে পারিল না, কেবল পুষ্পরেণু আসিয়া গাত্রস্পর্শ করিল ॥ ২০ ॥ বৃক্ষ ছিন্ন হইলে মহাপরাক্রমশালী লবণ-রাক্ষস শত্রুঘ্নের প্রতি বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কৃতান্তমুষ্টির ন্যায় এক সুবৃহৎ পাষাণখণ্ড নিক্ষেপ করিল। মহোপল শত্রুঘ্ন-প্রেরিত ইন্দ্র-অস্ত্রে আহত হইয়া বালুকা অপেক্ষাও অধিকতর পরমাণুভাব প্রাপ্ত হইল ॥ ২১-২২ ॥ তখন সেই রাক্ষস দক্ষিণবাহু উত্তোলন করিয়া উৎপাত-পবন-চালিত একতালবিশিষ্ট গিরির ন্যায় শত্রুঘ্নের প্রতি ধাবমান হইল ॥ ২৩ ॥ অনন্তর রাক্ষস শত্রুঘ্ন-নিক্ষিপ্ত বৈষ্ণবাস্ত্র দ্বারা ভিন্ন-হৃদয় ও ধরাতলে পতিত হইয়া মেদিনীর কম্প উৎপাদন করিল, ইহাতে আশ্রমবাসী ঋষিগণের কম্প দূরীভূত হইল ॥ ২৪ ॥ সেই মৃত শত্রুর দেহোপরি বিহঙ্গম-সকল নিপতিত হইল এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর মস্তকে স্বর্গচ্যুত দিব্য পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল ॥ ২৫ ॥ তখন মহাবীর শত্রুঘ্ন লবণকে নিধন করিয়া আপনাকে ইন্দ্রজিদ্‌বধশোভী লক্ষ্মণের সহোদর বলিয়া কৃতার্থ মনে করিলেন ॥ ২৬ ॥ তপস্বি-সকল যজ্ঞকার্য্যে নিরাপদ ও চরিতার্থ হইয়া যত তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার

উপকূলং স কালিন্দ্যাঃ পুরীং পৌরুষভূষণঃ। নির্ম্মমে নির্ম্মমোঽর্থেষু মথুরাং মধুরাকৃতিঃ ॥ ২৮ ॥
যা সৌরাজ্যপ্রকাশাভির্বভৌ পৌরবিভূতিভিঃ। স্বর্গাভিষ্যন্দবমনং কৃত্বেবোপনিবেশিতা ॥ ২৯ ॥
তত্র সৌধগতঃ পশ্যন্ যমুনাং চক্রবাকিনীম্। হেমভক্তিমতীং ভূমেঃ প্রবেণীমিব পিপ্রিয়ে ॥ ৩০ ॥
সখা দশরথস্যাপি জনকস্য চ মন্ত্রকৃৎ। সঞ্চস্কারোভয়প্রীত্যা মৈথিলেয়ৌ যথাবিধি ॥ ৩১ ॥
স তৌ কুশলবোন্মৃষ্টগর্ভক্লেদৌ তদাখ্যয়া। কবিঃ কুশলবাবেব চকার কিল নামতঃ ॥ ৩২ ॥
সাঙ্গঞ্চ বেদমাধ্যাপ্য কিঞ্চিদুৎক্রান্তশৈশবৌ। স্বকৃতিং গাপয়ামাস কবিপ্রথমপদ্ধতিম্ ॥ ৩৩ ॥
রামস্য মধুরং বৃত্তং গায়ন্তৌ মাতুরগ্রতঃ। তদ্বিয়োগব্যথাং কিঞ্চিৎ শিথিলীচক্রতুঃ সুতৌ ॥ ৩৪ ॥
ইতরেঽপি রঘোর্বংশ্যাস্ত্রয়স্ত্রেতাগ্নিতেজসা। তদ্‌যোগাৎ পতিবত্নীষু পত্নীষ্বাসন্ দ্বিসূনবঃ ॥ ৩৫ ॥
শত্রুঘাতিনি শত্রুঘ্নঃ সুবাহৌ চ বহুশ্রুতে। মথুরাবিদিশে সূন্বোর্নিদধে পূর্ব্বজোৎসুকঃ ॥ ৩৬ ॥
ভূয়স্তপোব্যয়ো মাভূদ্‌বাল্মীকেরিতি সোঽত্যগাৎ। মৈথিলীতনয়োদ্‌গীতনিস্পন্দমৃগমাশ্রমম্ ॥ ৩৭ ॥
বশী বিবেশ চাযোধ্যাং রথ্যাসংস্কারশোভিনীম্। লবণস্য বধাৎ পৌরৈরীক্ষিতোঽত্যন্তগৌরবম্ ॥ ৩৮ ॥
স দদর্শ সভামধ্যে সভাসদ্ভিরুপস্থিতম্। রামং সীতাপরিত্যাগাদসামান্যপতিং ভুবঃ ॥ ৩৯ ॥
তমভ্যনন্দৎ প্রণতং লবণান্তকমগ্রজঃ। কালনেমিবধাৎ প্রীতস্তুরাষাড়িব শার্ঙ্গিণম্ ॥ ৪০ ॥
স পৃষ্টঃ সর্ব্বতো বার্ত্তমাখ্যদ্রাজ্ঞে ন সন্ততিম্। প্রত্যর্পয়িষ্যতঃ কালে কবেরাদ্যস্য শাসনাৎ ॥ ৪১ ॥
অথ জানপদো বিপ্রঃ শিশুমপ্রাপ্তযৌবনম্। অবতার্য্যাঙ্কশয্যাস্থং দ্বারি চক্রন্দ ভূপতেঃ ॥৪২ ॥

বিক্রোমন্নত মস্তক লজ্জায় অবনত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২৭ ॥ পৌরুষভূষণ, বিষয়নিস্পৃহ, সৌম্যমূর্ত্তি শত্রুঘ্ন, কালিন্দীর উপকূলে মথুরা নামে এক পুরী নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ২৮ ॥ সুরাজার প্রতিপালনগুণে সেখানে পুরবাসিগণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বোধ হইল যেন, স্বর্গের অতিরিক্ত লোক-সকল আহরণ করিয়াই ঐ নগরী উপনিবেশিত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥ তথায় শত্রুঘ্ন হর্ম্ম্যোপরি আরোহণ করিয়া ভূমির স্বর্ণখচিত বেণীর ন্যায় চক্রবাক্-পরিবৃত যমুনা নদী দর্শন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন ॥ ৩০ ॥ এদিকে দশরথ ও জনকের প্রিয়সখা মন্ত্রকৃৎ বাল্মীকি এই উভয়ের প্রতি প্রীতি বশতঃ বৈদেহীর পুত্রদ্বয়ের যথাবিধি সংস্কার করিলেন ॥৩১॥ একটীর কুশদ্বারা ও অপরটীর লব অর্থাৎ গোপুচ্ছ-লোম দ্বারা গর্ভক্লেদ মার্জ্জিত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত আদিকবি তাহাদিগের নাম ক্রমান্বয়ে কুশ ও লব রাখিলেন ॥ ৩২ ॥ কুমার দুইটীর শৈশবসময় কিঞ্চিৎ অতিক্রান্ত হইলে, তিনি তাহাদিগকে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করাইয়া কবিদিগের প্রথম পদ্ধতি অর্থাৎ কবিতার বীজস্বরূপ স্বকৃত কাব্য রামায়ণ গান করাইতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ কুশ ও লব মাতৃসন্নিধানে রামের মধুর চরিত-গান করিয়া তাঁহার প্রতি-বিরহ-বেদনা কিঞ্চিৎ লাঘব করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥ অনলত্রয়-সদৃশ তেজস্বী ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন অপর তিন ভ্রাতারও নিজ নিজ পত্নীতে দুই দুইটী করিয়া সন্তান জন্মিয়াছিল। শত্রুঘ্ন জ্যেষ্ঠদর্শনে উৎসুক হইয়া সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন শত্রুঘাতী ও সুবাহু নামক পুত্রদ্বয়কে মথুরা ও বিদিশার আধিপত্য প্রদান করিয়া অযোধ্যা গমন করিলেন ॥ ৩৫-৩৬ ॥ শত্রুঘ্ন পুনরায় মহর্ষিপ্রবর বাল্মীকির তপঃক্ষয় করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া মৈথিলীর পুত্রদ্বয়ের সঙ্গীত শ্রবণে নিস্পন্দ মৃগকুলে পরিকীর্ণ মুনিবরের আশ্রম অতিক্রম করিয়া গেলেন ॥ ৩৭ ॥ জিতেন্দ্রিয় শত্রুঘ্ন রথ্যাসংস্কার দ্বারা সমধিকশোভা-শালিনী অযোধ্যাপুরী প্রবেশ করিলেন, পৌরবর্গ লবণবধ হেতু তাঁহার প্রতি অত্যন্ত গৌরব-সূচক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥ তিনি তথায় পারিষদগণে পরিবেষ্টিত জানকী-পরিত্যাগ হেতু পৃথিবীর একমাত্র পতি রামচন্দ্রকে দর্শন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ ইন্দ্র যেরূপ কালনেমি-বধ হেতু প্রীত হইয়া রামচন্দ্রকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, অগ্রজ রামচন্দ্রও লবণবিজয়ী প্রণত শত্রুঘ্নকে সেইরূপ অভিনন্দন করিলেন ॥ ৪০ ॥ রামচন্দ্র তাঁহাকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সমস্ত বিষয়ের কুশল নিবেদন করিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রোৎপত্তির বিষয় কিছুই প্রকাশ করিলেন না, কারণ, আদিকবি যথাসময়ে রামচন্দ্রকে তদীয় পুত্রদ্বয় স্বয়ং প্রত্যর্পণ করিবেন বলিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥ একদা জনপদবাসী এক ব্রাহ্মণ অপ্রাপ্ত যৌবন একটী শিশু-সন্তানকে ক্রোড়দেশ হইতে রাজদ্বারে নামাইয়া অতি দীনভাবে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

শোচনীয়াসি বসুধে যা ত্বং দশরথাৎ চ্যুতা। রামহস্তমনুপ্রাপ্য কষ্টাৎ কষ্টতরং গতা ॥ ৪৩ ॥
শ্রুত্বা তস্য শুচো হেতুং গোপ্তা জিহ্রায় রাঘবঃ। ন হ্যকালভবো মৃত্যুরিক্ষ্বাকুপদমস্পৃশৎ ॥ ৪৪ ॥
স মুহূর্ত্তং ক্ষমস্বেতি দ্বিজমাশ্বাস্য দুঃখিতম্। যানং সস্মার কৌবেরং বৈবস্বতজিগীষয়া ॥ ৪৫ ॥
আত্তশস্ত্রস্তদধ্যাস্য প্রস্থিতঃ স রঘূদ্বহঃ। উচ্চচার পুরস্তস্য গূঢ়রূপা সরস্বতী ॥ ৪৬ ॥
রাজন্ প্রজাসু তে কশ্চিদপচারঃ প্রবর্ত্ততে। তমন্বিষ্য প্রশময়েৰ্ভবিতাসি ততঃ কৃতী ॥ ৪৭ ॥
ইত্যাপ্তবচনাদ্রামো বিনেষ্যন্ বর্ণবিক্রিয়াম্। দিশঃ পপাত পত্রেণ বেগনিষ্কম্পকেতুনা ॥ ৪৮ ॥
অথ ধূমাভিতাম্রাক্ষং বৃক্ষশাখাবিলম্বিনম্। দদর্শ কঞ্চিদৈক্ষ্বাকস্তপস্যন্তমধোমুখম্ ॥ ৪৯ ॥
পৃষ্টনামান্বয়ো রাজ্ঞা স কিলাচষ্ট ধূমপঃ। আত্মানং শম্বুকং নাম শূদ্রং সুরপদার্থিনম্ ॥ ৫০ ॥
তপস্যনধিকারিত্বাৎ প্রজানাং তমঘাবহম্। শীর্ষচ্ছেদ্যং পরিচ্ছিদ্য নিয়ন্তা শস্ত্রমাদদে ॥ ৫১ ॥
স তদ্বক্ত্রং হিমক্লিষ্টকিঞ্জল্কমিব পঙ্কজম্। জ্যোতিষ্কণাহতশ্মশ্রু কণ্ঠনালাদপাতয়ৎ ॥ ৫২ ॥
কৃতদণ্ডঃ স্বয়ং রাজ্ঞা লেভে শূদ্রঃ সতাং গতিম্। তপসা দুশ্চরেণাপি ন স্বমার্গবিলঙ্ঘিনা ॥ ৫৩ ॥
রঘুনাথোঽপ্যগস্ত্যেন মার্গসন্দর্শিতাত্মনা। মহৌজসা সংযুযুজে শরৎকাল ইবেন্দুনা ॥ ৫৪ ॥
কুম্ভযোনিরলঙ্কারং তস্মৈ দিব্যপরিগ্রহম্। দদৌ দত্তং সমুদ্রেণ পীতেনেবাত্মনিষ্ক্রয়ম্ ॥ ৫৫ ॥
তং দধন্মৈথিলীকণ্ঠনির্ব্যাপারেণ বাহুনা। পশ্চান্নিবৃতে রামঃ প্রাক্ পরাসুর্দ্বিজাত্মজঃ ॥ ৫৬ ॥
তস্য পূর্ব্বোদিতাং নিন্দাং দ্বিজঃ পুত্রসমাগতঃ। স্তুত্যা নিবর্ত্তয়ামাস ত্রাতুর্বৈবস্বতাদপি ॥ ৫৭ ॥
তমধ্বরায় মুক্তাশ্বং রক্ষঃকপিনরেশ্বরাঃ। মেঘাঃ শস্যমিবাম্ভোভিরভ্যবর্ষন্নুপায়নৈঃ ॥ ৫৮ ॥

হে বসুন্ধরে! তুমি রাজা দশরথের হস্তভ্রষ্ট হইয়া শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলে, ইদানীং রামচন্দ্রের হস্তগত হইয়া ততোধিক কষ্টতর দশা প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ৪৩ ॥ প্রজাপালক দাশরথি বিপ্রের শোকের কারণ শ্রবণ করিয়া লজ্জিত হইলেন, যেহেতু, অকালমৃত্যু কখন ইক্ষ্বাকুরাজ্য স্পর্শ করে নাই ॥ ৪৪ ॥ তিনি "মুহূর্ত্তকাল ক্ষমা করুন" এই বলিয়া দুঃখিত দ্বিজবরকে আশ্বাস দিয়া কৃতান্তকে জয় করিবার নিমিত্ত পুষ্পকরথ স্মরণ করিলেন ॥ ৪৫ ॥ রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র শস্ত্রগ্রহণ করিয়া সেই রথে আরোহণ-পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন, এই সময়ে তাঁহার পুরোভাগে অকস্মাৎ অশরীরিণী আকাশবাণী শ্রুত হইল, "মহারাজ! আপনার প্রজামধ্যে কোন অপচার ঘটিতেছে, অন্বেষণ করিয়া উহার শান্তি করুন; তাহা হইলেই আপনি কৃতকার্য্য হইবেন" ॥ ৪৬-৪৭ ॥ এইরূপ বিশ্বস্ত বাক্য শ্রবণে রামচন্দ্র বর্ণাপচার নিবারণ করিবার বাসনায় অতিশয় বেগবশতঃ নিষ্কম্পকেতু রথ দ্বারা চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥ পরে ইক্ষ্বাকুবংশতিলক রামচন্দ্র দেখিতে পাইলেন যে, ধূমসংযোগে বৃক্ষশাখাবলম্বী অরুণনয়নবিশিষ্ট এক পুরুষ অধোমুখে তপস্যা করিতেছে ॥ ৪৯ ॥ তাহার নাম ও বংশাদির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সেই ধূমপায়ী বলিল, আমি শম্বুকনামা শূদ্র, স্বর্গলাভকামনায় তপস্যা করিতেছি ॥ ৫০ ॥ দুষ্টদমনকারী রাম, তপশ্চরণে অনধিকারিত্ব হেতু প্রজাদিগের অনিষ্টকারক সেই শূদ্রের শিরশ্চেদ কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া অস্ত্রগ্রহণ করিলেন ॥ ৫১ ॥ রাম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা দগ্ধ-শ্মশ্রু তাহার বদন হিমক্লিষ্টকেশর পঙ্কজের ন্যায় কণ্ঠনাল হইতে ছেদন করিলেন ॥ ৫২ ॥ এইরূপে রাজা স্বয়ং দণ্ডপ্রদান করাতে শূদ্র যেরূপ সদ্গতি প্রাপ্ত হইল, স্বপথভ্রষ্ট দুশ্চর তপস্যা দ্বারাও উহার সেরূপ গতিলাভ হইত না ॥ ৫৩ ॥ বর্ষাপগমে শরৎকাল যেমন শীতরশ্মিকর চন্দ্রের সহিত সুহৃদ্‌ভাবে সংযুক্ত হয়, সেই-রূপে রঘুনাথ অযোধ্যাপুরী আগমনকালে পথিমধ্যে মহাতেজা অগস্ত্যমুনির সহিত মিলিত হইলেন ॥ ৫৪ ॥ কুম্ভসম্ভব মুনি পূর্ব্বে স্বপীত সমুদ্রের নিকট হইতে আত্মনিষ্ক্রয়-স্বরূপ যে অলঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সুরবাঞ্ছিত বহুমূল্য দিব্য আভরণ রঘুবীর রামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন ॥ ৫৫ ॥ রামচন্দ্র জানকী-কণ্ঠাশ্লেষ-সম্পর্ক-শূন্য বাহুতে সেই অমূল্য অলঙ্কার পরিধান করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলেন। এদিকে রামচন্দ্রের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই মৃত দ্বিজ-শিশু সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার পুত্রলাভ করিয়া যমের হস্ত হইতেও পরিত্রাতা রামচন্দ্রের স্তব দ্বারা পূর্ব্বকৃত নিন্দার প্রত্যাহরণ করিলেন ॥ ৫৬-৫৭ ॥ অনন্তর রামচন্দ্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ-সম্পাদনাভিলাষে অশ্বকে অবাধে বিচরণার্থ বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলেন, মেঘগণ

দিগ্‌ভ্যো নিমন্ত্রিতাশ্চৈনমাভজগ্মুর্মহর্ষয়ঃ। ন ভৌমান্যেব ধিষ্ণ্যানি হিত্বা জ্যোতির্ময়ান্যপি ॥৫৯॥
উপশল্যনিবিষ্টৈস্তৈশ্চতুর্দ্বারমুখী বভৌ। অযোধ্যা সৃষ্টলোকেব সদ্যঃ পৈতামহী তনুঃ ॥ ৬০ ॥
শ্লাঘ্যস্ত্যাগোঽপি বৈদেহ্যাঃ পত্যুঃ প্রাগ্‌বংশবাসিনঃ। অনন্যজানেঃ সৈবাসীৎ যস্মাজ্জায়া হিরণ্ময়ী ॥৬১॥
বিধেরধিকসম্ভারস্ততঃ প্রববৃতে মখঃ। আসন্ যত্র ক্রিয়াবিঘ্না রাক্ষসা এব রক্ষিণঃ ॥ ৬২ ॥
অথ প্রাচেতসোপজ্ঞং রামায়ণমিতস্ততঃ। মৈথিলেয়ৌ কুশলবৌ জগতুর্গুরুচোদিতৌ ॥ ৬৩ ॥
বৃত্তং রামস্য বাল্মীকেঃ কৃতিস্তৌ কিন্নরস্বনৌ। কিং তদ্‌যেন মনোহর্তুমলং স্যাতাং ন শৃণ্বতাম্ ॥ ৬৪॥
রূপে গীতে চ মাধুর্য্যং তয়োস্তজ্‌জ্ঞৈর্নিবেদিতম্। দদর্শ সানুজো রামঃ শুশ্রাব চ কুতূহলী ॥ ৬৫ ॥
তদ্গীতশ্রবণৈকাগ্রাং সংসদশ্রুমুখী বভৌ। হিমনিষ্যন্দিনা প্রাতর্নির্বাতেব বনস্থলী ॥ ৬৬ ॥
বয়োবেশবিসংবাদি রামস্য চ তয়োস্তদা। জনতা প্রেক্ষ্য সাদৃশ্যং নাক্ষিকম্পং ব্যতিষ্ঠত ॥ ৬৭ ॥
উভয়োর্ন তথা লোকঃ প্রাবীণ্যেন বিসিস্মিয়ে। নৃপতেঃ প্রীতিদানেষু বীতস্পৃহতয়া যথা ॥ ৬৮ ॥
গেয়ে কো নু বিনেতা বাং কস্য চেয়ং কৃতিঃ কবেঃ। ইতি রাজ্ঞা স্বয়ং পৃষ্টৌ তৌ বাল্মীকিমশংসতাম্ ॥৬৯॥
অথ সাবরজো রামঃ প্রাচেতসমুপেয়িবান্। উরীকৃত্যাত্মনো দেহং রাজ্যমস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥ ৭০ ॥
স তাবাখ্যায় রামায় মৈথিলেয়ৌ তদাত্মজৌ। কবিঃ কারুণিকো বব্রে সীতায়াঃ সম্পরিগ্রহম্ ॥৭১॥
তাত শুদ্ধা সমক্ষং নঃ স্নুষা তে জাতবেদসি। দৌরাত্ম্যাদ্রক্ষসস্তাং তু নাত্রত্যাঃ শ্রদ্দধুঃ প্রজাঃ ॥ ৭২ ॥
তাঃ স্বচারিত্র্যমুদ্দিশ্য প্রত্যায়য়তু মৈথিলী। ততঃ পুত্রবতীমেনাং প্রতিপৎস্যে ত্বদাজ্ঞয়া ॥ ৭৩ ॥

যেরূপ সলিলবর্ষণ দ্বারা শস্য বর্দ্ধিত করে, সেইরূপ সুগ্রীব, বিভীষণ ও অধিকৃত নরপতিগণ তথন তাঁহাকে বিবিধ উপাদান-সামগ্রীসম্ভার দ্বারা অভিবর্ষণ করিলেন ॥ ৫৮ ॥ নিমন্ত্রিত ঋষিগণ কেবল পার্থিব স্থান নহে, জ্যোতির্ম্ময় স্থানও পরিত্যাগ করিয়া দিগ্‌দিগন্তর হইতে রঘুকুলতিলক নৃপতিশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের যজ্ঞে আগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥ চতুর্দ্বারমুখী অযোধ্যাপুরী, নগরোপান্তে অবস্থিত পবিত্রাত্মা দ্বারা লোকসৃষ্টিকারিণী পৈতামহী তনুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬০ ॥ মৈথিলীর পরিত্যাগও শ্লাঘনীয়, কারণ, রামচন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠানকালে স্বীয় ভার্য্যা পরিগ্রহ করেন নাই, তিনি সীতারই হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি দ্বারা সহধর্ম্মিণীর কার্য্য সম্পাদিত করিয়াছিলেন ॥ ৬১ ॥ অনন্তর শাস্ত্রোক্ত প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক দ্রব্যসম্ভার দ্বারা রামচন্দ্রের সেই বৃহৎ যজ্ঞ আরম্ভ হইল, অধিক কি বলিব, সেই স্থানে যজ্ঞ-বিঘ্নকারী রাক্ষসগণই রক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিল ॥ ৬২ ॥ তদনন্তর মৈথিলীতনয় কুশ ও লব বাল্মীকির আদেশে প্রথমে তৎপরিজ্ঞাত রামায়ণ ইতস্ততঃ গান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥ একে রামের চরিত্র, বিশেষতঃ আদিকবি বাল্মীকির রচনা, তাহাতে আবার কুশ ও লব কিন্নরসদৃশ কণ্ঠস্বরশালী, অতএব ইহাপেক্ষা এমন কিছুই নাই, যাহাতে শ্রোতৃগণের মনোহরণ করিতে পারে ॥ ৬৪ ॥ রূপ ও সংগীততত্ত্বজ্ঞ লোকসমূহ কুশ ও লবের রূপ ও গীতির মাধুর্য্য রামের নিকট নিবেদন করিতে লাগিল; রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণের সহিত সানন্দচিত্তে তাহা দর্শন ও শ্রবণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥ তাঁহাদিগের সংগীত শ্রবণে একাগ্রচিত্ত অশ্রুবর্ষিণী সভামণ্ডলী প্রাতঃকালে হিমবর্ষিণী বাতবিরহিতা বনস্থলীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬৬ ॥ তৎকালে সভাস্থিত সমস্ত লোকই শিশুদ্বয় ও রামের বেশমাত্রে বিভিন্ন সৌসাদৃশ্য দেখিয়া নির্নিমেষলোচনে দৃষ্টি করিতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥ রাজদত্ত পারিতোষিক গ্রহণে কুশ ও লবকে স্পৃহাপরিশূন্য দেখিয়া লোকে যাদৃশ প্রীত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের নৈপুণ্য দর্শনে তাদৃশ প্রীতি লাভ করে নাই ॥ ৬৮ ॥ কোন্ ব্যক্তি তোমাদিগকে গান শিক্ষা দিয়াছেন? ইহা কোন্ কবির রচনা? মহীপতি রামচন্দ্র স্বয়ং এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বাল্মীকির নাম নির্দ্দেশ করিলেন ॥৬৯॥ তদনন্তর রাম অনুজগণের সহিত বাল্মীকির সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে নিজ দেহ ভিন্ন সমস্ত রাজ্য সমর্পণ করিলেন ॥ ৭০ ॥ পরমকারুণিক মহর্ষি, কুশ ও লব মৈথিলীর গর্ভজাত আপনার পুত্রসন্তান, এই বলিয়া তাঁহাকে পরিচয় দিয়া সীতার পরিগ্রহ প্রার্থনা করিলেন ॥ ৭১ ॥ রাম বলিলেন, "তাত! আপনার দৌরাত্ম্যে অত্রত্য প্রজাবর্গ তাঁহাকে পবিত্র বলিয়া বিশ্বাস করে না; অতএব এক্ষণে মৈথিলী যদি স্বীয় চরিত্র-বিষয়ে প্রজাগণের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারেন, তবে আপনার

ইতি প্রতিশ্রুতে রাজ্ঞা জানকীমাশ্রমান্মুনিঃ। শিষ্যৈরানায়য়ামাস স্বসিদ্ধিং নিয়মৈরিব ॥ ৭৪ ॥
অন্যেদ্যুরথ কাকুৎস্থঃ সন্নিপাত্য পুরৌকসঃ। কবিমাহ্বায়য়ামাস প্রস্তুতপ্রতিপত্তয়ে ॥ ৭৫ ॥
* স্বরসংস্কারবত্যাসৌ পুত্রাভ্যামথ সীতয়া। ঋচেবোদর্চ্চিষং সূর্য্যং রামং মুনিরুপস্থিতঃ ॥৭৬ ॥
কাষায়পরিবীতেন স্বপদার্পিতচক্ষুষা। অন্বমীয়ত শুদ্ধেতি শান্তেন বপুষৈব সা ॥ ৭৭ ॥
জনাস্তদালোকপথাৎ প্রতিসংহৃতচক্ষুষঃ। তস্থুস্তেঽবাঙ্মুখাঃ সর্ব্বে ফলিতা ইব শালয়ঃ॥ ৭৮ ॥
তাং দৃষ্টিবিষয়ে ভর্ত্তুর্মুনিরাস্থিতবিষ্টরঃ। কুরু নিঃসংশয়ং বৎসে স্ববৃত্তে লোকমিত্যশাৎ ॥ ৭৯ ॥
অথ বাল্মীকিশিষ্যেণ পুণ্যমাবর্জ্জিতং পয়ঃ। আচম্যোদীরয়ামাস সীতা সত্যাং সরস্বতীম্ ॥ ৮০ ॥
বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ পত্যৌ ব্যভিচারো যথা ন মে। তথা বিশ্বম্ভরে দেবি! মামন্তর্ধাতুমর্হসি ॥ ৮১ ॥
এবমুক্তে তথা সাধ্ব্যা রন্ধ্রাৎ সদ্যোভবাদ্ভুবঃ। শাতহ্রদমিব জ্যোতিঃ প্রভামণ্ডলমুদ্যযৌ ॥ ৮২ ॥
তত্র নাগফণোৎক্ষিপ্তসিংহাসননিষেদুষী। সমুদ্ররশনা সাক্ষাৎ প্রাদুরাসীদ্বসুন্ধরা ॥ ৮৩ ॥
সা সীতামঙ্কমারোপ্য ভর্ত্তৃপ্রণিহিতেক্ষণাম্। মা মেতি ব্যাহরত্যেব তস্মিন্ পাতালমভ্যগাৎ ॥ ৮৪ ॥
ধরায়াং তস্য সংরম্ভং সীতাপ্রত্যর্পণৈষিণঃ। গুরুর্বিধিবলাপেক্ষী শময়ামাস ধন্বিনঃ ॥ ৮৫ ॥
ঋষীন্ বিসৃজ্য যজ্ঞান্তে সুহৃদশ্চ পুরস্কৃতান্। রামঃ সীতাগতং স্নেহং নিদধে তদপত্যয়োঃ ॥ ৮৬ ॥
যুধাজিতস্য সন্দেশাৎ স দেশং সিন্ধুনামকম্। দদৌ দত্তপ্রভাবায় ভরতায় ভৃতপ্রজঃ ॥ ৮৭ ॥
ভরতস্তত্র গন্ধর্ব্বান্ যুধি নির্জ্জিত্য কেবলম্। আতোদ্যং গ্রাহয়ামাস সমত্যাজয়দায়ুধম্ ॥ ৮৮ ॥
স তক্ষপুষ্কলৌ পুত্রৌ রাজধান্যোস্তদাখ্যয়োঃ। অভিষিচ্যাভিষেকার্হৌ রামান্তিকমগাৎ পুনঃ ॥ ৮৯ ॥
অঙ্গদং চন্দ্রকেতুঞ্চ লক্ষ্মণোঽপ্যাত্মসম্ভবৌ। শাসনাদ্রঘুনাথস্য চক্রে কারাপথেশ্বরৌ ॥ ৯০ ॥

আজ্ঞায় পুত্র সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিব ॥ ৭২-৭৩ ॥ নরপতি এইরূপ অঙ্গীকার করিলে মুনিপ্রবর নিয়ম দ্বারা আত্মসিদ্ধির ন্যায় শিষ্যগণ দ্বারা জানকীকে আশ্রম হইতে আনয়ন করিলেন ॥ ৭৪ ॥ তদনন্তর কাকুৎস্থকুলভূষণ রামচন্দ্র উপস্থিত অশ্বমেধযজ্ঞ-সমাধানার্থ পৌরগণকে একত্রিত করিয়া মহর্ষি বাল্মীকিকে আহ্বান করিলেন। উদাত্তাদিস্বর সংস্কারশালিনী ঋক্ দ্বারা যেরূপ তীক্ষ্ণরশ্মি সূর্য্যদেবের উপাসনা করেন, সেইরূপ মহর্ষি সপুত্র সীতার সহিত রামের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৭৫-৭৬॥ সীতার প্রশান্ত মূর্ত্তি কষায়বসনে সংবৃত এবং তাঁহার নয়নদ্বয় নিজচরণে সমর্পিত, ইহা দেখিয়াই সকলে তাঁহাকে পবিত্রা বলিয়া অনুমান করিল ॥ ৭৭ ॥ প্রজাগণ সীতাসন্দর্শন হইতে নিজ নিজ নয়ন নিবর্ত্তিত করিয়া ফলিত শালিধান্যের ন্যায় অবনতবদনে অবস্থিত রহিল ॥ ৭৮ ॥ পরে মুনিবর আসনগ্রহণ করিয়া সীতাকে বলিলেন, বৎসে! স্বামীর সম্মুখে আপন চরিত্র-বিষয়ে লোক-সকলকে সংশয়বিহীন কর ॥ ৭৯ ॥ তখন মৈথিলী বাল্মীকিশিষ্য-প্রদত্ত পবিত্র সলিলে আচমন করিয়া সত্য-বাক্য উচ্চারণ করিলেন। ৮০ ॥ "ভগবতি বসুন্ধরে! যদি আমি বাক্য, মন ও কর্ম্ম দ্বারা পতির প্রতি কোনরূপ ব্যভিচার না করিয়া থাকি, তবে আমাকে আত্মগর্ভে স্থান দান করুন" ॥ ৮১ ॥ পতিব্রতা সীতা এইরূপ বলিলে পর তৎক্ষণাৎ সমুদ্ভূত ধরণীর রন্ধ্র হইতে বৈদ্যুৎ-জ্যোতির ন্যায় এক প্রভামণ্ডল নির্গত হইল ॥ ৮২ ॥ সেই প্রভামণ্ডলমধ্যে নাগেন্দ্রফণোদ্ধৃত সিংহাসনে সমাসীনা সমুদ্ররশনা বসুধা দেবী প্রত্যক্ষরূপে আবির্ভূতা হইলেন ॥ ৮৩ ॥ তিনি পতিসমর্পিতনেত্রা সীতাকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিয়া, রাম পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও রসাতলে প্রস্থান করিলেন ॥ ৮৪ ॥ দেবশক্তিজ্ঞ কুলগুরু বশিষ্ঠ, সীতাপ্রত্যর্পণাভিলাষী ধনুর্দ্ধর রামচন্দ্রের ধরণীর প্রতি কোপশান্তি করিলেন ॥ ৮৫ ॥ রামচন্দ্র যজ্ঞাবসানে ঋষিগণ ও সুহৃদ্গণকে যথোচিত সম্মান পুরঃসর বিদায় করিয়া, সীতাগত স্নেহ তাঁহার তনয়দ্বয়ের প্রতিই সমর্পণ করিলেন ॥ ৮৬ ॥ প্রজা-প্রতিপালক রামচন্দ্র, ভরতমাতুল যুধাজিতের আদেশে ভরতকে বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রদান পূর্ব্বক সিন্ধুনামক দেশ প্রদান করিলেন ॥ ৮৭ ॥ ভরত সেখানে যুদ্ধে গন্ধর্ব্বগণকে পরাজিত করিয়া শস্ত্রের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে বীণা ধারণ করাইলেন ॥৮৮॥ তদনন্তর তিনি অভিষেকযোগ্য তক্ষ ও পুষ্কল নামক পুত্রদ্বয়কে তন্নামক রাজধানীতে অভিষিক্ত করিয়া পুনর্ব্বার রামচন্দ্রের নিকট আগমন করিলেন ॥ ৮৯ ॥ লক্ষ্মণ রামের আদেশে নিজ আত্মজ অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে কারাপথের আধিপত্য প্রদান করিলেন ॥ ৯০ ॥

ইত্যারোপিতপুত্রাস্তে জননীনাং জনেশ্বরাঃ। ভর্ত্তৃলোকপ্রপন্নানাং নিবাপান্ বিদধুঃ ক্রমাৎ॥ ৯১ ॥
উপেত্য মুনিবেশোঽথ কালঃ প্রোবাচ রাঘবম্। রহঃ সংবাদিনৌ পশ্যেদাবাং যস্তং ত্যজেরিতি ॥৯২॥
তথেতি প্রতিপন্নায় বিবৃতাত্মা নৃপায় সঃ। আচখ্যৌ দিবমধ্যাস্স্ব শাসনাৎ পরমেষ্ঠিনঃ॥ ৯৩ ॥
বিদ্বানপি তয়োর্দ্বাঃস্থঃ সময়ং লক্ষ্মণোঽভিনৎ। ভীতো দুর্ব্বাসসঃ শাপাৎ রামসন্দর্শনার্থিনঃ ॥৯৪॥
স গত্বা সরযূতীরং দেহত্যাগেন যোগবিৎ। চকারাবিতথাং ভ্রাতুঃ প্রতিজ্ঞাং পূর্ব্বজন্মনঃ॥ ৯৫ ॥
তস্মিন্নাত্মচতুর্ভাগে প্রাঙ্নাকমধিতস্থুষি। রাঘবঃ শিথিলং তস্থৌ ভুবি ধর্ম্মস্ত্রিপাদিব॥ ৯৬॥
স নিবেশ্য কুশাবত্যাং রিপুনাগাঙ্কুশং কুশম্। শরাবত্যাং সতাং সূক্তৈর্জ্জনিতাশ্রুলবং লবম্॥ ৯৭ ॥
উদক্ প্রতস্থে স্থিরধীঃ সানুজোঽগ্নিপুরঃসরঃ। অন্বিতঃ পতিবাৎসল্যাৎ গৃহবর্জ্জমযোধ্যয়া॥ ৯৮ ॥
জগৃহুস্তস্য চিত্তজ্ঞাঃ পদবীং হরিরাক্ষসাঃ। কদম্বমুকুলস্থূলৈরভিবৃষ্টাং প্রজাশ্রুভিঃ॥ ৯৯ ॥
উপস্থিতবিমানেন তেন ভক্তানুকম্পিনা। চক্রে ত্রিদিবনিঃশ্রেণিঃ সরযূরনুযায়িনাম্॥ ১০০ ॥
যদ্গোপ্রতরকল্পোঽভূৎ সংমর্দ্দস্তত্র মজ্জতাম্। অতস্তদাখ্যয়া তীর্থং পাবনং ভুবি পপ্রথে॥ ১০১ ॥
স বিভুর্বিবুধাংশেষু প্রতিপন্নাত্মমূর্ত্তিষু। ত্রিদশীভূতপৌরাণাং স্বর্গান্তরমকল্পয়ৎ॥ ১০২ ॥
নির্বর্ত্ত্যৈবং দশমুখশিরশ্ছেদকার্য্যং সুরাণাং, বিষ্বক্সেনঃ স্বতনুমবিশৎ সর্ব্বলোকপ্রতিষ্ঠাম্।
লঙ্কানাথং পবনতনয়ং চোভয়ং স্থাপয়িত্বা, কীর্ত্তিস্তম্ভদ্বয়মিব গিরৌ দক্ষিণে চোত্তরে চ॥ ১০৩ ॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ শ্রীরামস্বর্গারোহণো নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ॥ ১৫ ॥

ভূপতিগণ এইরূপে পুত্রদিগকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ক্রমশঃ পতিলোকগত জননীদিগের শ্রাদ্ধা ক্রিয়া সমাধা করিলেন॥ ৯১ ॥ তৎপর একদিন কৃতান্ত মুনিবেশ ধারণ পূর্ব্বক রামের নিক উপস্থিত হইয়া বলিল, যে সময়ে আমরা উভয়ে নির্জ্জনে কথোপকথন করিব, তথন যিনি আম দিগের নিকট আগমন করিবেন, আপনি তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন, আমার নিকট এ অঙ্গীকার করুন॥ ৯২ ॥ রামচন্দ্র তাহাই স্বীকার করিলে, যম নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রামচন্দ্রে বলিলেন, ব্রহ্মার আদেশে আপনি স্বর্গারোহণ করুন॥ ৯৩ ॥ এমন সময়ে রামদর্শনার্থী দুর্ব্বাসা অভিশাপ-ভয়ে দ্বারস্থিত লক্ষ্মণ, পূর্ব্বোক্ত বিবরণ অবগত থাকিলেও তাঁহাদিগের রহস্যভঙ্গ করিলেন॥৯৪ অঙ্গীকারভ্রষ্ট যোগজ্ঞ লক্ষ্মণ সরযূতীরে গমন করিয়া স্বীয় তনু পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্রজে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন॥ ৯৫ ॥ স্বীয় চতুর্থাংশ লক্ষ্মণ প্রথমে স্বর্গারোহণ করিলে, রাম পৃথিবীতে ত্রিপাদ ধর্ম্মের ন্যায় শিথিলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৯৬॥ স্থিরবুদ্ধি রঘুপতি রিপুকুঞ্জরাঙ্কু কুশকে কুশাবতীতে এবং সুমধুর-বচনবিন্যাসে সাধুদিগের চিত্তরঞ্জনকারী ও অশ্রুপাতনকারী লবে শরাবতীতে সংস্থাপিত করিয়া অনুজদ্বয়ের সহিত হুতাশনকে অগ্রে করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থা করিলেন। অযোধ্যাপুরীও স্বামিবাৎসল্য বশতঃ তাঁহার অনুগমন করিল॥ ৯৭-৯৮॥ চিত্তজ্ঞ কপি রাক্ষসগণ প্রজাদিগের কদম্বকুসুমবৎ স্থূল অশ্রুপাতে অভিষিক্ত রামের পদবী অনুসরণ করিল॥ ৯৯ উপস্থিত বিমানে অধিরূঢ় ভক্তবৎসল রঘুনাথ অনুগামিগণের নিমিত্ত পবিত্র সরযূকে স্বর্গারোহণে সোপান করিলেন॥ ১০০ ॥ সরযূ তৎকালে নিমজ্জনশীল প্রাণিগণের বিমর্দ্দ-গোপ্রতর তুল্য হইয় ছিল বলিয়া তদবধি সেই স্থান "গোপ্রতর" নামক পবিত্রতীর্থ বলিয়া পৃথিবীতলে প্রথিত হইল॥১০১ দেবাংশ সুগ্রীবাদি নিজ নিজ মূর্ত্তি লাভ করিলে, রামচন্দ্র অমরত্বপ্রাপ্ত পুরবাসিগণের নিমিত্ত স্বর্গান্ত বিরচিত করিলেন॥ ১০২ ॥ ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে দশাননের শিরশ্ছেদনরূপ দেবকার্য্য সমাধা করিয়া বিভীষণ ও পবন-তনয়কে দক্ষিণ ও উত্তর গিরিতে দুই কীর্ত্তিস্তম্ভের ন্যায় স্থাপন পূর্ব্বক সর্ব্ব লোকের আশ্রয়ীভূত স্বীয় মূর্ত্তিতে পুনরায় প্রবেশ করিলেন॥ ১০৩॥

সপ্তদশ সর্গ সাপ্ত।

ষোড়শঃ সর্গঃ

অথেতরে সপ্তরঘুপ্রবীরা, জ্যেষ্ঠং পুরোজন্মতয়া গুণৈশ্চ।
চক্রুঃ কুশং রত্নবিশেষভাজং, সৌভ্রাত্রমেষাং হি কুলানুসারি ॥ ১ ॥
তে সেতুবার্ত্তাগজবন্ধমুখ্যৈরভ্যুচ্ছ্রিতাঃ কর্ম্মভিরপ্যবন্ধ্যৈঃ।
অন্যোন্যদেশ-প্রবিভাগসীমাং, বেলাং সমুদ্রা ইব ন ব্যতীয়ুঃ ॥ ২ ॥
চতুর্ভুজাংশপ্রভবঃ স তেষাং, দানপ্রবৃত্তেরনুপারতানাম্।
সুরদ্বিপানামিব সামযোনির্ভিন্নোহষ্টধা বিপ্রসসার বংশঃ ॥ ৩ ॥
অথার্দ্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে, শয্যাগৃহে সুপ্তজনে প্রবুদ্ধঃ।
কুশঃ প্রবাসস্থকলত্রবেশামদৃষ্টপূর্ব্বাং বনিতামপশ্যৎ ॥ ৪ ॥
সা সাধুসাধারণপার্থিবর্দ্ধেঃ, স্থিত্বা পুরস্তাৎ পুরুহূতভাসঃ।
জেতুঃ পরেষাং জয়শব্দপূর্ব্বং, তস্যাঞ্জলিং বন্ধুমতো ববন্ধ ॥ ৫ ॥
অথানপোঢ়ার্গলমপ্যগারং, ছায়ামিবাদর্শতলং প্রবিষ্টাম্।
সবিস্ময়ো দাশরথেস্তনূজঃ, প্রোবাচ পূর্ব্বার্দ্ধবিসৃষ্টতল্পঃ ॥ ৬ ॥
লব্ধান্তরা সাবরণেহপি গেহে, যোগপ্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে।
বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাং, মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্ ॥ ৭ ॥
কা ত্বং শুভে কস্য পরিগ্রহো বা, কিং বা মদভ্যাগমকারণং তে।
আচক্ষ্ব মত্বা বশিনাং রঘূণাং, মনঃ পরস্ত্রীবিমুখপ্রবৃত্তি ॥ ৮ ॥
তমব্রবীৎ সা গুরুণানবদ্যা, যা নীতপৌরা স্বপদোন্মুখেন।
তস্যাঃ পুরঃ সম্প্রতি বীতনাথাং, জানীহি রাজন্নধিদেবতাং মাম্ ॥ ৯

রামচন্দ্র নির্ব্বাণ-মোক্ষপদ-প্রাপ্ত হইলে পর লব প্রভৃতি সপ্ত রঘুবীর বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুণজ্যেষ্ঠ কুশকে সমুদায় উৎকৃষ্ট সম্পত্তি প্রদান করিলেন, যেহেতু, সৌভ্রাত্র গুণ ইঁহাদিগের বংশানুসারী ॥ ১ ॥ সমুদ্র যেমন বেলাভূমি কখনই অতিক্রম করে না, সেইরূপ তাঁহারা সেতুবন্ধন, কৃষি, গোরক্ষণাদি ও আকর হইতে গজগ্রহণ প্রভৃতি ফলবান্ কর্ম্মদ্বারা অতিশয় প্রভাবশালী হইলেও আত্ম-অধিকৃত দেশের বিভাগসীমা কখনও অতিক্রম করেন নাই ॥ ২ ॥ চতুর্ভুজ নারায়ণাবতার রামাদির অতি বদান্য সন্তান কুশলবাদির বংশ, সামবেদোৎপন্ন মদস্রাবী অষ্টদিগ্‌গজদিগের বংশের ন্যায় অষ্টশাখায় বিস্তৃত হইল ॥ ৩ ॥ অনন্তর একদা নিশীথকালে দীপশিখা নিশ্চল ও শয়ন-গৃহে সমস্ত লোক সুষুপ্ত হইলে, কুশ সহসা জাগরিত হইয়া প্রোষিত-পতিকার বেশধারিণী অদৃষ্টপূর্ব্বা এক রমণীকে দর্শন করিলেন ॥ ৪ ॥ সেই কমনীয়াকৃতি কামিনী, ইন্দ্রতুল্য তেজঃশালী শত্রুবিজয়ী সজ্জনসংভুক্তসম্পত্তি কুশের সম্মুখে জয়-শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত রহিলেন ॥ ৫ ॥ তৎপরে দাশরথি-তনয় মহাধনুর্দ্ধর কুশ দেহের পূর্ব্বভাগ শয্যা হইতে উত্থিত করিয়া দর্পণ-পতিত প্রতিবিম্বের ন্যায় অর্গলবদ্ধ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট সুন্দরী নারীমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়াপন্নচিত্তে বলিলেন ॥ ৬ ॥ হে ললনে! তুমি অর্গলবদ্ধ এই গৃহমধ্যে কিরূপে প্রবেশ করিলে? তোমার কোন যোগ-প্রবাহ লক্ষিত হইতেছে না এবং শিশির-সম্পাতশীর্ণ মৃণালিনীর ন্যায় অতিশয় দুঃখিতার আকার ধারণ করিয়াছ ॥ ৭ ॥ হে কল্যাণি! তুমি কে, কাহার সহধর্ম্মিণী এবং এই নিবিড় রজনীযোগে আমার নিকট আসিবার কারণ কি? জিতেন্দ্রিয় রঘুবংশীয়দিগের মানস-প্রবৃত্তি পরস্ত্রী-বিমুখ, ইহা বিবেচনা করিয়া নির্ভয়ে এই সকল বিষয়ের উত্তর প্রদান কর ॥ ৮ ॥ তখন সুবেশধারিণী সেই অনিন্দনীয়া রমণী বলিলেন, রাজন্! আপনার জনক স্বপদে প্রস্থান করিবার সময় যে অযোধ্যাপুরীর দোষপরিশূন্য অধিবাসিগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া

বস্বোকসারামভিভূয় সাহং, সৌরাজ্যবদ্ধোৎসবয়া বিভূত্যা।
সমগ্রশক্তৌ ত্বয়ি সূর্য্যবংশ্যে, সতি প্রপন্না করুণামবস্থাম্ ॥ ১০ ॥
বিশীর্ণতল্পাট্টশতো নিবেশঃ, পর্য্যস্তশালঃ প্রভুণা বিনা মে।
বিড়ম্বয়ত্যস্তনিমগ্নসূর্য্যং, দিনান্তমুগ্রানিলভিন্নমেঘম্ ॥ ১১ ॥
নিশাসু ভাস্বৎকলনূপুরাণাং, যঃ সঞ্চরোঽভূদভিসারিকাণাম্।
নদন্মুখোল্কাবিচিতামিষাভিঃ, স বাহ্যতে রাজপথঃ শিবাভিঃ ॥ ১২ ॥
আস্ফালিতং যৎ প্রমদাকরাগ্রৈর্মৃদঙ্গধীরধ্বনিমন্বগচ্ছৎ।
বন্যৈরিদানীং মহিষৈস্তদম্ভঃ, শৃঙ্গাহতং ক্রোশতি দীর্ঘিকাণাম্ ॥ ১৩ ॥
বৃক্ষেশয়া যষ্টিনিবাসভঙ্গাৎ, মৃদঙ্গশব্দাপগমাদলাস্যাঃ।
প্রাপ্তা দবোল্কাহতশেষবর্হাঃ, ক্রীড়াময়ূরা বনবর্হিণত্বম্ ॥ ১৪ ॥
সোপানমার্গেষু চ যেষু রামা, নিক্ষিপ্তবত্যশ্চরণান্ সরাগান্।
সদ্যো হতন্যঙ্কুভিরস্রদিগ্ধং, ব্যাঘ্রৈঃ পদং তেষু নিধীয়তে মে ॥ ১৫ ॥
চিত্রদ্বিপাঃ পদ্মবনাবতীর্ণাঃ, করেণুভির্দত্তমৃণালভঙ্গাঃ।
নখাঙ্কুশাঘাতবিভিন্নকুম্ভাঃ, সংরব্ধসিংহপ্রহৃতং বহন্তি ॥ ১৬ ॥
স্তম্ভেষু যোষিৎপ্রতিযাতনানাং, উৎক্রান্তবর্ণক্রমধূসরণাম্।
স্তনোত্তরীয়াণি ভবন্তি সঙ্গাৎ, নির্ম্মোকপট্যঃ ফণিভির্বিমুক্তাঃ ॥ ১৭ ॥
কালান্তরশ্যামসুধেষু নক্তমিতস্ততো রূঢ়তৃণাঙ্কুরেষু।
ত এব মুক্তাগুণশুদ্ধয়োঽপি, হর্ম্ম্যেষু মূর্চ্ছন্তি ন চন্দ্রপাদাঃ ॥ ১৮ ॥
আবর্জ্জ্য শাখাঃ সদয়ঞ্চ যাসাং, পুষ্পাণ্যুপাত্তানি বিলাসিনীভিঃ।
বন্যৈঃ পুলিন্দৈরিব বানরৈস্তাঃ, ক্লিশ্যন্তি উদ্যানলতা মদীয়াঃ ॥ ১৯ ॥

গিয়াছেন, আমাকে সেই অনাথ অযোধ্যাপুরীর অধিদেবতা বলিয়া জানিবেন ॥ ৯ ॥ পূর্ব্বে আমি দেবরাজের শাসনগুণে উৎসবপূর্ণ বিভূতি দ্বারা ঐশ্বর্য্যশালিনী অলকাপুরীকেও অভিভব করিতাম, এক্ষণে সমস্ত শক্তিসম্পন্ন সূর্য্যবংশীয় ভবাদৃশ ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিতেও অতিশয় শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ১০ ॥ দিবাবসানে সূর্য্যদেব অস্তমিত ও প্রবল বায়ুভরে মেঘবৃন্দ বিচ্ছিন্ন হইলে সন্ধ্যাকালের যেরূপ অবস্থা হয়, শত শত অট্টালিকা বিদ্যমান থাকিতেও প্রভু ব্যতিরেকে গৃহ সকল ভগ্ন এবং প্রাচীরগুলি পতিত হওয়াতে মদীয় বাসভবনেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে ॥ ১১ ॥ যামিনীযোগে অভিসারিকাগণ সমুজ্জ্বল কলধ্বনিবিশিষ্ট নূপুর পরিধান করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে রাজপথে সশব্দমুখ-নিঃসৃত উল্কাপ্রভা দ্বারা মাংস অনুসন্ধানার্থ বিচরণ করিতেছে ॥ ১২ ॥ পূর্ব্বে বারিবিহারকালে যে দীর্ঘিকার স্বচ্ছ জল প্রমদাগণের করাগ্র দ্বারা আস্ফালিত হইয়া মৃদঙ্গের গম্ভীরধ্বনির অনুকরণ করিত, এখন সেই বিমলসলিল বন্য মহিষদিগের শৃঙ্গের দ্বারা আহত হইতেছে ॥ ১৩ ॥ নিবাসযষ্টি ভগ্ন হওয়াতে ক্রীড়াময়ূরগণ বৃক্ষে শয়ন করিতেছে, মৃদঙ্গবাদ্যবিরহে তাহারা নৃত্য হইতে বিরত হইয়াছে এবং কলাপের কিয়দংশ দাবানলে দগ্ধ হওয়াতে তাহারা এখন বন-ময়ূরের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ পূর্ব্বে পুররমণীগণ যে সোপানমার্গে অলক্তকার্দ্র চরণ নিক্ষেপ করিত, এখন আমার সেই সোপান-মার্গে ব্যাঘ্রগণ সদ্যোনিহত মৃগের উষ্ণ রুধির-দিগ্ধপদ ক্ষেপণ করিতেছে ॥ ১৫ ॥ চিত্রলিখিত করেণু-গণ যাহাদিগকে মৃণালখণ্ড অর্পণ করিত এবং যাহারা নির্ভয়ে সর্ব্বদা পদ্মবনমধ্যে বিচরণ করিত, সেই সকল আলেখ্যালিখিত কুঞ্জরগণ সম্প্রতি নখাঙ্কুশাঘাতে বিদীর্ণকুম্ভ হইয়া প্রকুপিত সিংহের প্রহারচিহ্ন ধারণ করিতেছে ॥ ১৬ ॥ কালক্রমে বর্ণবিন্যাস লুপ্ত হওয়াতে ধূসরতা-প্রাপ্ত স্তম্ভদেশস্থ রমণী-প্রতি-কৃতি-সকলের উপরি বিমুক্ত ভুজঙ্গম-কঞ্চুক তাহাদের স্তনাবরণের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে ॥ ১৭ ॥ কালবশে হর্ম্ম্যতলে ধবলবর্ণ সুধা মলিন-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, হর্ম্ম্যোপরি তৃণাঙ্কুর-সকল উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং রাত্রিকালীন মুক্তার ন্যায় স্বচ্ছ চন্দ্রকিরণও আর নগরমধ্যে প্রতিফলিত হয় না ॥ ১৮ ॥ পূর্ব্বে বিলাসিনী রমণীগণ যে উদ্যানস্থিত শাখা-সকল অতি যত্নের সহিত আনত করিয়া কুসুম-চয়ন করিত, এখন বন্যপুলিন্দ ও বানরগণ আমার সেই সমস্ত উপবনলতা ছিন্নভিন্ন করিতেছে ॥ ১৯ ॥

রাত্রাবনাবিষ্কৃতদীপভাসঃ, কান্তামুখশ্রীবিযুতা দিবাপি।
তিরস্ক্রিয়ন্তে ক্রিমিতন্তুজালৈর্বিচ্ছিন্নধূমপ্রসরা গবাক্ষাঃ ॥ ২০ ॥
বলিক্রিয়াবর্জ্জিতসৈকতানি, স্নানীয়সংসর্গমনাপ্নুবন্তি।
উপান্তবানীরগৃহাণি দৃষ্ট্বা, শূন্যানি দূয়ে সরযূজলানি ॥ ২১ ॥
তদর্হসীমাং বসতিং বিসৃজ্য, মামভ্যুপেতুং কুলরাজধানীম্।
হিত্বা তনুং কারণমানুষীং তাং, যথা গুরুস্তে পরমাত্মমূর্ত্তিম্ ॥ ২২ ॥
তথেতি তস্যাঃ প্রণয়ং প্রতীতঃ, প্রত্যগ্রহীৎ প্রাগ্রহরো রঘূণাম্।
পূরপ্যভিব্যক্তমুখপ্রসাদা, শরীরবন্ধেন তিরোবভূব ॥ ২৩ ॥
তদদ্ভুতং সংসদি রাত্রিবৃত্তং, প্রাতর্দ্বিজেভ্যো নৃপতিঃ শশংস।
শ্রুত্বা ত এনং কুলরাজধান্যা, সাক্ষাৎ পতিত্বে বৃতমভ্যনন্দৎ ॥ ২৪ ॥
কুশাবতীং শ্রোত্রিয়সাৎস কৃত্বা, যাত্রানুকূলেঽহনি সাবরোধঃ।
অনুদ্রুতো বায়ুরিবাভ্রবৃন্দৈঃ, সৈন্যৈরযোধ্যাভিমুখঃ প্রতস্থে ॥ ২৫ ॥
সা কেতুমালোপবনা বৃহদ্ভির্বিহারশৈলানুগতেব নাগৈঃ।
সেনা রথোদারগৃহা প্রয়াণে, তস্যাভবৎ জঙ্গমরাজধানী ॥ ২৬ ॥
তেনাতপত্রামলমণ্ডলেন, প্রস্থাপিতঃ পূর্ব্বনিবাসভূমিম্।
বভৌ বলৌঘঃ শশিনোদিতেন, বেলামুদন্বানিব নীয়মানঃ ॥ ২৭ ॥
তস্য প্রজাতস্য বরূথিনীনাং, পীড়ামপর্য্যাপ্তমতীব সোঢ়ুম্।
বসুন্ধরা বিষ্ণুপদং দ্বিতীয়মধ্যারুরোহেব রজশ্ছলেন ॥ ২৮ ॥
উদ্যচ্ছমানা গমনায় পশ্চাৎ, পুরো নিবেশে পথি চ ব্রজন্তী।
সা যত্র সেনা দদৃশে নৃপস্য, তত্রৈব সামগ্র্যমতিং চকার ॥ ২৯ ॥

এখন রাত্রিকালে মদীয় গবাক্ষ দিয়া নগরমধ্যে দীপপ্রভা বহির্গত হয় না, আর দিবাভাগে কামিনীগণের মুখশ্রীতে সুশোভিত হয় না। কালসহকারে অগুরু-চন্দন-সংযুক্ত পবিত্র ধূমনির্গম একেবারে রহিত হইয়াছে এবং অট্টালিকা-সমূহ এখন কেবল লূতাকুলের তন্তুজালে আবৃত হইয়াছে ॥ ২০ ॥ হায়! এখন সরযূর অবস্থা দেখিলে মনোমধ্যে বিষম পরিতাপ উপস্থিত হয়, তাঁহার পুলিন-প্রদেশ বলিকার্য্য-বর্জ্জিত, বারিপ্রবাহ স্নানসাধন গন্ধদ্রব্যের সংসর্গ-বিবর্জ্জিত এবং তীরস্থ বেতসকুঞ্জ-সমূহ জনসমাগমশূন্য হইয়াছে ॥ ২১ ॥ অতএব রাজন্! আপনার পিতা যেরূপ স্বীয় কার্য্যানুরোধে অঙ্গীকৃত মানবদেহ পরিহার পূর্ব্বক স্বকীয় বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, সেইরূপ আপনিও এই কুশাবতীর বসতি পরিত্যাগপূর্ব্বক পৈতৃক রাজধানী অযোধ্যা নগরীতে গমন করুন ॥ ২২ ॥ রঘুপ্রবর কুশ হৃষ্টচিত্তে "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন এবং সেই অনিন্দ্যরূপা কামিনীও প্রসন্নবদনে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন ॥ ২৩ ॥ পরদিবস প্রাতঃকালে নরপতি স্বীয় সভাস্থলে বিপ্রগণকে পূর্ব্বরাত্রির সেই অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, সভাস্থিত ব্রাহ্মণগণ তাহা শ্রবণ করিয়া কুলরাজধানী কুশকে স্বয়ং পতিত্বে বরণ করিয়াছেন জানিয়া আশীর্ব্বাদ দ্বারা সংবৰ্দ্ধিত করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন ॥ ২৪ ॥ তখন মহীপতি কুশ স্বীয় রাজধানী কুশাবতীনগর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া শুভদিনে অন্তঃপুরস্থ রমণীগণের সহিত জলদজালের পুরোগামী পবনের ন্যায় সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন ॥ ২৫ ॥ সৈন্যশ্রেণীর গমনকালে পতাকারাজি উদ্যানের, অত্যুচ্চমাতঙ্গগণ বিহারশৈলের এবং রথসমূহ সুবৃহৎ গৃহ-সকলের শোভা ধারণ করায় প্রতীয়মান হইল যেন, স্বয়ং রাজধানীই গমন করিতেছে ॥ ২৬ ॥ শ্বেতাতপত্র-রূপবিম্ব-বিশিষ্ট, কুশের আজ্ঞায় অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থিত সেনাসমূহ চন্দ্রোদয়ে বেলাভূমিগত পয়োনিধির ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল ॥ ২৭ ॥ কুশের প্রস্থানকালে বসুধাদেবী সৈন্যবাধা সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন রেণুচ্ছলে আকাশমণ্ডলে আরোহণ করিলেন ॥ ২৮ ॥ সেনার কিয়দংশ কুশাবতী হইতে গমনের উদ্যোগে অত্যন্ত ব্যগ্র, কতক অংশ সম্মুখভাগে অবস্থানের নিমিত্ত উদ্যোগে ব্যস্ত এবং কিয়দংশ পথিমধ্যে গমনশীল হওয়াতে তাহারা যে স্থানে দৃষ্ট হইয়াছিল, সেইখানেই সমস্ত একত্রিত বলিয়া বোধ

তস্য দ্বিপানাং মদবারিসেকাৎ, খুরাভিঘাতাচ্চ তুরঙ্গাণাম্।
রেণুঃ প্রপেদে পথি পঙ্কভাবং, পঙ্কোঽপি রেণুত্বমিয়ায় নেতুঃ ॥৩০॥
মার্গৈষিণী সা কটকান্তরেষু, বৈন্ধ্যেষু সেনা বহুধা বিভিন্না।
চকার রেবেব মহাবিরাবা, বদ্ধপ্রতিশ্রুন্তি গুহামুখানি ॥ ৩১ ॥
স ধাতুভেদারুণযাননেমিঃ, প্রভুঃ প্রয়াণধ্বনিমিশ্রতূর্য্যঃ।
ব্যলঙ্ঘয়দ্বিন্ধ্যমুপায়নানি, পশ্যন্ পুলিন্দৈরুপপাদিতানি ॥ ৩২ ॥
তীর্থে তদীয়ে গজসেতুবন্ধাৎ, প্রতীপগামুত্তরতোঽস্য গঙ্গাম্।
হংসা নভোলঙ্ঘনলোলপক্ষা, অযত্নবালব্যজনীবভূবুঃ ॥ ৩৩ ॥
স পূর্ব্বজানাং কপিলেন রোষাৎ, ভস্মাবশেষীকৃতবিগ্রহাণাম্।
সুরালয়প্রাপ্তিনিমিত্তমম্ভস্ত্রৈস্রোতসং নৌলুলিতং ববন্দে ॥ ৩৪ ॥
ইত্যধ্বনঃ কৈশ্চিদহোভিরন্তে, কূলং সমাসাদ্য কুশঃ সরয্বাঃ।
বেদিপ্রতিষ্ঠান্ বিততাধ্বরাণাং, যূপানপশ্যচ্ছতশো রঘূণাম্ ॥ ৩৫ ॥
আধূয় শাখাকুসুমদ্রুমাণাং, স্পৃষ্ট্বা চ শীতান্ সরয়ূতরঙ্গান্।
তং ক্লান্তসৈন্যং কুলরাজধান্যাঃ, প্রত্যুজ্জগামোপবনান্তবায়ুঃ ॥ ৩৬ ॥
অথোপশল্যে রিপুমগ্নশল্যস্তস্যাঃ, পুরঃ পৌরসখঃ স রাজা।
কুলধ্বজস্তানি চলধ্বজানি, নিবেশয়ামাস বলী বলানি ॥ ৩৭ ॥
তাং শিল্পিসংঘাঃ প্রভুণা নিযুক্তাস্তথাগতাঃ সম্ভৃতসাধনত্বাৎ।
পুরং নবীচক্রুরপাং বিসর্গাৎ, মেঘা নিদাঘগ্লপিতামিবোর্ব্বীম্ ॥ ৩৮ ॥
ততঃ সপর্য্যাং সপশূপহারাং, পুরাঃ পরার্দ্ধ্যপ্রতিমাগৃহায়াঃ।
উপোষিতৈর্বাস্তুবিধানবিদ্ভির্নির্বর্ত্তয়ামাস রঘুপ্রবীরঃ ॥ ৩৯ ॥
তস্যাঃ স রাজোপপদং নিশান্তং, কামীব কান্তাহৃদয়ং প্রবিশ্য।
যথার্হমন্যৈরনুজীবিলোকং, সম্ভাবয়ামাস যথাপ্রধানম্ ॥ ৪০ ॥

হইতে লাগিল ॥ ২৯ ॥ সেনানায়ক কুশ-নৃপতির মাতঙ্গগণের মদবারিধারার সম্পাতে এবং তুরঙ্গগণের খুরাঘাতে ধূলিসমূহ পঙ্কভাব এবং পঙ্কও রেণুভাব প্রাপ্ত হইল ॥ ৩০ ॥ বিন্ধ্য-পর্ব্বতের সানুদেশে পথান্বেষী সেনাগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া মহাকলরব করিতে করিতে রেবানদীর ন্যায় গুহামুখসকল প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল ॥ ৩১ ॥ সেই বিন্ধ্য প্রদেশে তাঁহার রথচক্র-সমূহ গৈরিক প্রভৃতি ধাতুসকল ভেদ করিয়া গমন করাতে সমুদায় চক্রপ্রান্ত অরুণবর্ণ হইল এবং গমন-শব্দের সহিত তূর্য্যধ্বনি সংমিশ্রিত হইল। এইরূপে নরপতি কুশ পুলিন্দগণ-প্রদত্ত উপঢৌকন দর্শন করিতে করিতে বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করিলেন ॥ ৩২ ॥ বিন্ধ্যতীর্থে গজসেতু বন্ধন করিয়া পশ্চিমবাহিনী গঙ্গা পার হইবার সময় অন্তরীক্ষে উড্ডীন চপলপক্ষ হংস-সকল ক্ষণকাল তাঁহার অযত্ন-সঞ্চালিত চামরের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল ॥ ৩৩ ॥ তখন কুশ-নরপতি মহর্ষি কপিলকোপানলে ভস্মীভূত পূর্ব্বপুরুষগণের স্বর্গলোক-প্রাপ্তির কারণ নৌসঞ্চার হেতু চঞ্চল সেই পবিত্র গঙ্গাবারি বন্দনা করিলেন ॥ ৩৪ ॥ এইরূপে কুশ কিছুদিনের পথ অতিক্রম করিলে সরযূ নদীর তীর পাইয়া নিয়ত যজ্ঞনিষ্ঠ রঘুবংশীয় রাজগণের বেদী-প্রতিষ্ঠিত শত শত যূপ দর্শন করিলেন ॥ ৩৫ ॥ তখন কুলরাজধানীর উপান্ত-বায়ু, সরযূ-তরঙ্গ-সম্পর্কে শীতল এবং কুসুমিত তরুশাখা কম্পিত করিয়া পথশ্রান্ত সৈন্যগণে পরিবৃত কুশকে প্রত্যুদ্গমন করিল ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর শত্রুবিজয়ী, পৌরবন্ধু, বলবান্ নরপতি, চপল ধ্বজশালী সৈন্যগণকে অযোধ্যানগরের প্রান্তভাগে সন্নিবেশিত করিলেন ॥ ৩৭ ॥ জলদবৃন্দ যেমন বারিবর্ষণ দ্বারা নিদাঘ-তাপিত মেদিনীকে নবীকৃত করে, তদ্রূপ প্রভু-নিযুক্ত শিল্পিগণ সমস্ত উপকরণ-সামগ্রী দ্বারা সেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত নগর নবীকৃত করিল ॥ ৩৮ ॥ তদনন্তর রঘুবীর কুশ সুপ্রশস্ত দেবালয়-সন্নিধানে উপোষিত বাস্তুবিধানবিদ্ ব্যক্তিগণের দ্বারা পশুবলি-সংযুক্ত পূজাবিধি সম্পাদন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ কামী ব্যক্তি যেমন প্রণয় দ্বারা কান্তাহৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ কুশনরপতি রাজভবনে প্রবিষ্ট হইয়া প্রধান অমাত্যবর্গকে স্ব স্ব মর্য্যাদানুরূপ

সা মন্দুরাসংশ্রয়িভিস্তুরঙ্গৈঃ, শালাবিধিস্তম্ভগতৈশ্চ নাগৈঃ।
পুরাবভাসে বিপণিস্থপণ্যা, সর্ব্বাঙ্গনদ্ধাভরণেব নারী॥ ৪১॥
বসন্ স তস্যাং বসতৌ রঘূণাং পুরাণশোভামধিরোপিতায়াম্।
স মৈথিলেয়ঃ স্পৃহয়াম্বভূব, ভর্ত্রে দিবো নাপ্যলকেশ্বরায়॥ ৪২॥
অথাস্য রত্নগ্রথিতোত্তরীয়মেকান্তপাণ্ডুস্তনলম্বিহারম্।
নিঃশ্বাসহার্য্যাংশুকমাজগাম, ঘর্ম্মঃ প্রিয়াবেশমিবোপদেষ্টুম্॥ ৪৩॥
অগস্ত্যচিহ্নাদয়নাৎ সমীপং, দিগুত্তরা ভাস্বতি সন্নিবৃত্তে।
আনন্দশীতামিব বাষ্পবৃষ্টিং, হিমস্রুতিং হৈমবতীং সসর্জ্জ॥ ৪৪॥
প্রবৃদ্ধতাপো দিবসোঽতিমাত্রমত্যর্থমেব ক্ষণদা চ তন্বী।
উভৌ বিরোধক্রিয়য়া বিভিন্নৌ, জায়াপতী সানুশয়াবিবাস্তাম্॥ ৪৫॥
দিনে দিনে শৈবলবন্ত্যধস্তাৎ, সোপানপর্ব্বাণি বিমুঞ্চদম্ভঃ।
উদ্দণ্ডপদ্মং গৃহদীর্ঘিকাণাং, নারীনিতম্বদ্বয়সং বভূব॥ ৪৬॥
বনেষু সায়ন্তনমল্লিকানাং, বিজৃম্ভণোদ্গন্ধিষু কুট্মলেষু।
প্রত্যেকনিক্ষিপ্তপদঃ সশব্দং, সংখ্যামিবৈষাং ভ্রমরশ্চকার॥ ৪৭॥
স্বেদানুবিদ্ধার্দ্রনখক্ষতাঙ্কে, ভূয়িষ্ঠসন্দষ্টশিখং কপোলে।
চ্যুতং ন কর্ণাদপি কামিনীনাং, শিরীষপুষ্পং সহসা পপাত॥ ৪৮॥
যন্ত্রপ্রবাহৈঃ শিশিরৈঃ পরীতান্, রসেন ধৌতান্ মলয়োদ্ভবস্য।
শিলাবিশেষানধিশয্য নিন্যুর্ধারাগৃহেষ্বাতপমৃদ্ধিমন্তঃ॥ ৪৯॥
স্নানার্দ্রমুক্তেষ্বনুধূপবাসং, বিন্যস্তসায়ন্তনমল্লিকেষু।
কামো বসন্তাত্যয়মন্দবীর্য্যঃ, কেশেষু লেভে বলমঙ্গনানাম্॥ ৫০॥

বাসভবন প্রদান করিয়া যথাযোগ্য সম্মান করিলেন॥ ৪০॥ বিপণিস্থিত বহুবিধ পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ সেই পুরী, মন্দুরাস্থিত তুরঙ্গসমূহ এবং স্তম্ভনিবদ্ধ গজরাজিদ্বারা সর্ব্বাঙ্গে আভরণ-ভূষিত রমণীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল॥ ৪১॥ তখন মৈথিলী-তনয় কুশ পর্ব্বের ন্যায় শোভান্বিত রঘুবংশীয়গণের রাজধানী অযোধ্যায় বাস করিয়া দেবেন্দ্রভবন বা কুবেরপুরীর প্রতি অভিলাষ করিলেন না॥ ৪২॥ অনন্তর পৃথিবীপতি কুশের প্রিয়তমাদিগকে মুক্তামণি-গ্রথিত উত্তরীয় ধারণ, অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ স্তনমণ্ডলে হার পরিধান, নিঃশ্বাস-সমীরণে সঞ্চরণশীল বসন ধারণ প্রভৃতি বেশবিন্যাস উপদেশ দিবার-নিমিত্তই যেন গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইল॥ ৪৩॥ প্রভাকর, অগস্ত্যাধিষ্ঠিত দক্ষিণদিক্ হইতে সন্নিধানে সন্নিবৃত্ত হইলে উত্তরদিক্ আনন্দশীতল বাষ্পবৃষ্টির ন্যায় হিমাচলের হিমনিস্যন্দ বিসর্জ্জন করিল॥ ৪৪॥ তখন দিবসের উত্তাপ বৃদ্ধি হইল, রাত্রি অত্যন্ত কৃশতা প্রাপ্ত হইল; সুতরাং উভয়ে যেন প্রণয়-কলহ দ্বারা বিচ্ছিন্ন ও অনুতপ্ত জায়াপতির ন্যায় ভাব ধারণ করিল॥ ৪৫॥ দিনে দিনে গৃহদীর্ঘিকাবারি শৈবালবিশিষ্ট নিম্নস্থিত সোপানভঙ্গী পরিত্যাগ করিতে লাগিল, কমলের মৃণালদণ্ড উর্দ্ধে জাগিয়া উঠিল, এইরূপে ক্রমে ক্রমে দীর্ঘিকাসলিল নারী-নিতম্বের সমপরিমাণ বারিবিশিষ্ট হইল॥ ৪৬॥ বনমধ্যে সায়ন্তন মল্লিকা-কুসুম-কলিকাসকল প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভ বিকীর্ণ করিলে অলিবৃন্দ প্রত্যেক পুষ্পেই পদনিক্ষেপপূর্ব্বক গুন্ গুন্ ধ্বনি করিয়া যেন তাহাদের সংখ্যা গণনা করিতে লাগিল॥ ৪৭॥ কামিনীগণের স্বেদার্দ্র নবীন নখক্ষতে চিহ্নিত কপালদেশে শিরীষপুষ্পের কেশর-সমূহ সংলগ্ন হওয়াতে উহা শ্রবণস্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াও সহসা ভূমিতলে পতিত হয় নাই॥ ৪৮॥ ঋদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ধারাসম্পাতে সিক্ত বাসস্থানে ধারানিঃসৃত জলকণাদ্বারা ব্যাপ্ত চন্দনরস-ধৌত শিলাতলে শয়ন করিয়া আতপতাপ নিবারণ করিতে লাগিলেন॥ ৪৯॥ বসন্তাপগমে অঙ্গনাগণের স্নানান্তে উন্মুক্ত ধূপগন্ধে সুবাসিত সায়ন্তন-মল্লিকাকুসুম-মণ্ডিত কেশপাশের বিলাসভাবে মন্দবীর্য্য অনঙ্গও উদ্দীপিত হইতে লাগিল॥৫০॥

আপিঞ্জরা বদ্ধরজঃকণত্বাৎ, মঞ্জর্য্যুদারা শুশুভেঽর্জ্জুনস্য।
দগ্ধ্বাপি দেহং গিরিশেন রোষাৎ, খণ্ডীকৃতা জ্যেব মনোভবস্য॥ ৫১॥
মনোজ্ঞগন্ধং সহকারভঙ্গং, পুরাণশীধুং নবপাটলঞ্চ।
সংবধ্নতা কামিজনেষু দোষাঃ, সর্ব্বে নিদাঘাবধিনা প্রমৃষ্টাঃ॥ ৫২॥
জনস্য তস্মিন্ সময়ে বিগাঢ়ে, বভূবতুর্দ্বৌ সবিশেষকান্তৌ।
তাপাপনোদক্ষমপাদসেবৌ, স চোদয়স্থৌ নৃপতিঃ শশী চ॥ ৫৩॥
অথোর্ম্মিলোলোন্মদরাজহংসে, রোধোলতাপুষ্পবহে সরয্বাঃ।
বিহর্ত্তুমিচ্ছা বনিতাসখস্য, তস্যাম্ভসি গ্রীষ্মমুখে বভূব॥ ৫৪॥
স তীরভূমৌ বিহিতোপকার্য্যামানায়িভিস্তামপকৃষ্টনক্রাম্।
বিগাহিতুং শ্রীমহিমানুরূপং, প্রচক্রমে চক্রধরপ্রভাবঃ॥ ৫৫॥
স তীরসোপানপথাবতারাদন্যোন্যকেয়ূরবিঘট্টনীভিঃ।
সনূপুরক্ষোভপদাভিরাসীদুদ্বিগ্নহংসা সরিদঙ্গনাভিঃ॥ ৫৬॥
পরস্পরাভ্যুক্ষণতৎপরাণাং, তাসাং নৃপো মজ্জনরাগদর্শী।
নৌসংশ্রয়ঃ পার্শ্বগতাং কিরাতীমুপাত্তবালব্যজনাং বভাষে॥ ৫৭॥
পশ্যাবরোধৈঃ শতশো মদীয়ৈর্বিগাহমানো গলিতাঙ্গরাগৈঃ।
সন্ধ্যোদয়ঃ সাভ্র ইবৈষ বর্ণং, পুষ্যত্যনেকং সরয়ূপ্রবাহঃ॥ ৫৮॥
বিলুপ্তমন্তঃপুরসুন্দরীণাং, যদঞ্জনং নৌলুলিতাভিরদ্ভিঃ।
তদ্বধ্নতীভির্মদরাগশোভাং, বিলোচনেষু প্রতিমুক্তমাসাম্॥ ৫৯॥
এতা গুরুশ্রোণিপয়োধরত্বাদাত্মানমুদ্বোঢুমশক্নুবত্যঃ।
গাঢ়াঙ্গদৈর্বাহুভিরপ্সু বালাঃ, ক্লেশোত্তরং রাগবশাৎ প্লবন্তে॥ ৬০॥

পরাগপূর্ণ অর্জ্জুন-পুষ্পের ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ সুদীর্ঘমঞ্জরী, হরক্রোধানলে দেহ দগ্ধ হইলেও মদনের খণ্ডীকৃত ধনুর্গুণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল॥ ৫১॥ মনোজ্ঞগন্ধ সহকারপল্লব, সুবাসিত পুরাতন শীধু ও নবীন পাটলপুষ্প ইত্যাদি মনোরম বস্তু-সকল যোজনা করিয়া গ্রীষ্মকাল যেন কামিজনের নিকট স্বীয় আতপ-তাপিত দোষের অপরাধ হইতে মুক্তি পাইয়াছিল॥ ৫২॥ এইরূপ কঠোর-সময়ে তখন মানবদিগের দুইটী বস্তু অতিশয় মনোহর হইয়াছিল, সন্তাপহরণে সমর্থ কিরণজালে মণ্ডিত সুধাংশু এবং দুঃখাপনয়নক্ষম অভ্যুদয়ান্বিত কুশমহীপতির চরণকমলযুগল॥ ৫৩॥ তদনন্তর কুশনৃপতি তরঙ্গদ্বারা চঞ্চলোন্মদ রাজহংসগণে সমাকীর্ণ তীরস্থ লতাবলীর কুসুমবাহী গ্রীষ্মকালে সুপ্রেতর সরযূ-জলে কামিনীগণ সমভিব্যাহারে বিহার করিবার নিমিত্ত অভিলাষ করিলেন॥ ৫৪॥ বিষ্ণুতুল্য তেজস্বী নরপতি তীরভূমিতে পটমণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া জালজীবিগণের দ্বারা কুম্ভীরাদি হিংস্র জলজন্তু-সকল অপসারিত করাইলেন; তৎপরে নিজ বিভব ও প্রতাপানুরূপ জল-বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন॥৫৫॥ তীর হইতে সোপানপথে অবতরণকালে কুলকামিনীগণের পরস্পর অঙ্গদসংঘর্ষণের শব্দে ও চরণস্থিত নূপুর-ধ্বনিতে সরযূ-বিহারী হংস-সমূহ উদ্বিগ্ন হইল॥ ৫৬॥ মহীপতি নৌকারোহণে পরস্পরের প্রতি জলসেচনে আসক্ত মহিলাগণের অবগাহনকৌতুক-দর্শন-সময়ে পার্শ্ববর্ত্তিনী চামরগ্রাহিণীদ্বয়কে বলিলেন, দেখ, সরযূপ্রবাহ আমার শত শত অন্তঃপুরচারিণীগণের অবগাহধৌত-অঙ্গরাগ দ্বারা জলদ-পরিবৃত সায়ংকালের ন্যায় নানাবিধবর্ণ ধারণ করিয়াছে॥ ৫৭-৫৮॥ নৌকাসঞ্চালিত জলরাশি, অবগাহনকালে পুরনারীদিগের যে অঞ্জন বিলুপ্ত করিয়াছিল, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহা-দিগের লোচনে মদরাগশোভা প্রত্যর্পণ করিতেছে॥৫৯॥ এই রমণী-সকল নিজ নিতম্ব ও পয়োধরের গুরুতা প্রযুক্ত দেহ-বহনে অসমর্থ হইয়াও অনুরাগবশে কেয়ূরভূষিত বাহুদ্বারা অতিক্লেশে সন্তরণ

অমী শিরীষপ্রসবাবতংসাঃ, প্রভ্রংশিনো বারিবিহারিণীনাম্।
পারিপ্লবাঃ স্রোতসি নিম্নগায়াঃ, শৈবাললোলান্ ছলয়ন্তি মীনান্ ॥৬১॥
আসাং জলাস্ফালনতৎপরাণাং, মুক্তাফলস্পর্দ্ধিষু শীকরেষু।
পয়োধরোৎসর্পিষু শীর্য্যমাণঃ, সংলক্ষ্যতে ন ছিদুরোঽপি হারঃ ॥৬২॥
আবর্ত্তশোভা নতনাভিকান্তের্ভঙ্গো ভ্রুবাং দ্বন্দ্বচরাঙ্গনানাম্।
জাতানি রূপাবয়বোপমানান্যদূরবর্ত্তীনি বিলাসিনীনাম্ ॥৬৩॥
তীরস্থলীবর্হিভিরুৎকলাপৈঃ, প্রস্নিগ্ধকেকৈরভিনন্দ্যমানম্।
শ্রোত্রেষু সংমূর্চ্ছতি রক্তভাসাং, গীতানুগং বারিমৃদঙ্গবাদ্যম্ ॥৬৪॥
সন্দষ্টবস্ত্রেষবলানিতম্বেষ্বিন্দুপ্রকাশান্তরিতোড়ুতুল্যাঃ।
অমী জলাপূরিতসূত্রমার্গা, মৌনং ভজন্তে রশনাকলাপাঃ ॥৬৫॥
এতাঃ করোৎপীড়িতবারিধারাঃ, দর্পাৎ সখীভির্বদনেষু সিক্তাঃ।
বক্রেতরাগ্রৈরলকৈস্তরুণ্যশ্চূর্ণারুণান্ বারিলবান্ বমন্তি ॥৬৬॥
উদ্বন্ধকেশশ্চ্যুতপত্রলেখো, বিশ্লেষিমুক্তাফলপত্রবেষ্টঃ।
মনোজ্ঞ এব প্রমদামুখানামম্ভোবিহারাকুলিতোঽপি বেশঃ ॥৬৭॥
স নৌবিমানাদবতীর্য্য রেমে, বিলোলহারঃ সহ তাভিরপ্সু।
স্কন্ধাবলগ্নোদ্ধৃতপদ্মিনীকঃ, করেণুভির্বন্য ইব দ্বিপেন্দ্রঃ ॥৬৮॥
ততো নৃপেণানুগতা স্ত্রিয়স্তাঃ, ভ্রাজিষ্ণুনা সাতিশয়ং বিরেজুঃ।
প্রাগেব মুক্তা নয়নাভিরামাঃ, প্রাপ্যেন্দ্রনীলং কিমুতোন্ময়ূখম্ ॥৬৯॥
বর্ণোদকৈঃ কাঞ্চনশৃঙ্গমুক্তৈস্তমায়তাক্ষ্যঃ প্রণয়াদসিঞ্চন্।
তথাগতঃ সোঽতিতরাং বভাসে, সধাতুনিষ্যন্দ ইবাদ্রিরাজঃ ॥৭০॥
তেনাবরোধ-প্রমদাসখেন, বিগাহমানেন সরিদ্বরাং তাম্।
আকাশগঙ্গারতিরপ্সরোভির্বৃতো মরুত্বাননুযাতলীলঃ ॥৭১॥

করিতেছে ॥৬০॥ বারিবিহারিণী রমণীগণের কর্ণচ্যুত এই সকল চঞ্চল শিরীষ-পুষ্পের কর্ণভূষণ নদী-প্রবাহে পতিত হইয়া শৈবালপ্রিয় মীনগণকে প্রতারিত করিতেছে ॥৬১॥ সলিলাস্ফালনে আসক্ত এই সুন্দরী কামিনীদিগের পয়োধরে মুক্তাতুল্য জলকণা-সকল পতিত হওয়াতে মুক্তাহার যেন স্খলিত হইয়া পড়িতেছে; তথাপি তাহা লক্ষিত হইতেছে না ॥৬২॥ বিলাসিনীগণের রূপাবয়বের উপমানবস্তু-সকল সন্নিহিত রহিয়াছে, নতনাভির সহিত আবর্ত্তশোভার, ভ্রূভঙ্গের সহিত তরঙ্গভঙ্গীর এবং পয়োধর-শোভার সহিত চক্রবাক্-মিথুন তুল্যতা লাভ করিয়াছে ॥৬৩॥ তীরবাসী উন্নতকলাপ প্রস্নিগ্ধকেকারবী ময়ূরগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দ্যমান সুমধুর সংগীতানুগত এই সকল বিলাসিনীকৃত বারিরূপ মৃদঙ্গধ্বনি শ্রবণ-বিবর পূর্ণ করিতেছে ॥৬৪॥ বারিসেকবশতঃ নিতম্বদেশে বসন সংশ্লিষ্ট হওয়াতে চন্দ্রোদয়ান্তরিত তারকা-বলীর ন্যায় তদন্তর্গত রশনাদামসূত্রবিবর বারিপূরিত হওয়াতে মৌনবলম্বন করিয়াছে ॥৬৫॥ দেখ, এই রমণীগণ সখীদিগের প্রতি বারিধারা নিক্ষেপ করাতে তাহারাও তাহাদিগের আননের প্রতি নিক্ষেপ করিতেছে, এইরূপে কামিনীগণ অবক্র অলকাগ্রে সংলগ্ন কুঙ্কুমাদিচূর্ণ দ্বারা অরুণবর্ণ জলকণা-সকল বর্ষণ করিতেছে ॥৬৬॥ কেশবন্ধন শিথিল, পত্রলেখা বিচ্যুত এবং মুক্তা-ভূষণ-বিশ্লেষ দ্বারা জল-বিহারে প্রমদাগণের বদন আকুলিত হইলেও শোভাবিরহিত হয় নাই ॥৬৭॥ যেরূপ বন্য হস্তী উৎপাটিত নলিনীদল স্কন্ধদেশে ধারণ করিয়া করিণীর সহিত বিহার করে, সেইরূপ চপলহারধারী কুশ,বিমানতুল্য নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া কামিনীগণের সহিত জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন ॥৬৮॥ প্রমদাগণ দীপ্যমান নরপতির সহিত একত্র হইয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল, মুক্তা নিজেই নয়নাভিরাম, তাহাতে আবার জ্যোতিষ্মান্ ইন্দ্রনীলমণি-সংযুক্ত হইলে তাহার অতি অপূর্ব্ব শোভাই হইয়া থাকে ॥৬৯॥ বিশাললোচনা অবলাগণ প্রণয়ভরে সুবর্ণশৃঙ্গ-নিঃসৃত কুঙ্কুমাদি-রঞ্জিত বারিধারায় অভিষেক করায় নরপতি গৈরিকাদি ধাতুনিঃস্রবযুক্ত অচলরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৭০॥ তিনি অন্তঃপুর-সুন্দরীদিগের সহিত সরযুতে অবগাহনসময়ে অপ্সরোগণ-পরিবৃত মন্দাকিনীবিহারী দেবরাজের

যৎ কুম্ভযোনেরধিগম্য রামঃ, কুশায় রাজ্যেন সমং দিদেশ।
তদস্য জৈত্রাভরণং বিহর্ত্তুরজ্ঞাতপাতং সলিলে মমজ্জ ॥৭২॥
স্নাত্বা যথাকামমসৌ সদারস্তীরোপকার্য্যাং গতমাত্র এব।
দিব্যেন শূন্যং বলয়েন বাহুং, অপোঢ়নেপথ্যবিধির্দদর্শ ॥৭৩॥
জয়শ্রিয়ঃ সংবননং যতস্তদামুক্তপূর্ব্বং গুরুণা চ যস্মাৎ।
সেহেঽস্য ন ভ্রংশমতো ন লোভাৎ, ন তুল্যপুষ্পাভরণো হি ধীরঃ ॥৭৪॥
ততঃ সমাজ্ঞাপয়দাশু সর্ব্বান্, আনায়িনস্তদ্বিচয়ে নদীষ্ণান্।
বন্ধ্যশ্রমাস্তে সরযুং বিগাহ্য, তমূচুরম্লানমুখপ্রসাদাঃ ॥ ৭৫ ॥
কৃতঃ প্রযত্নো ন চ দেব লব্ধং, মগ্নং পয়স্যাভরণোত্তমং তে।
নাগেন লৌল্যাৎ কুমুদেন নূনমুপাত্তমন্তর্হ্রদবাসিনা তৎ ॥৭৬॥
ততঃ স কৃত্বা ধনুরাততজ্যং, ধনুর্দ্ধরঃ কোপবিলোহিতাক্ষঃ।
গারুত্মতং তীরগতস্তরস্বী, ভুজঙ্গনাশায় সমাদদেঽস্ত্রম্ ॥৭৭॥
তস্মিন্ হ্রদঃ সংহিতমাত্র এব, ক্ষোভাৎ সমাবিদ্ধতরঙ্গহস্তঃ।
রোধাংসি নিঘ্নন্নবপাতমগ্নঃ, করীব বন্যঃ পরুষং ররাস ॥৭৮॥
তস্মাৎ সমুদ্রাদিব মথ্যমানাৎ, উদ্বৃত্তনক্রাৎ সহসোন্মমজ্জ।
লক্ষ্ম্যেব সার্দ্ধং সুররাজবৃক্ষঃ, কন্যাং পুরস্কৃত্য ভুজঙ্গরাজঃ ॥৭৯॥
বিভূষণপ্রত্যুপহারহস্তমুপস্থিতং বীক্ষ্য বিশাম্পতিস্তম্।
সৌপর্ণমস্ত্রং প্রতিসঞ্জহার, প্রহ্বেষ্বনির্বন্ধরুষো হি সন্তঃ ॥৮০॥
ত্রৈলোক্যনাথপ্রভবং প্রভাবাৎ, কুশং দ্বিষামঙ্কুশমস্ত্রবিদ্বান্।
মানোন্নতেনাপ্যভিনন্দ্য মূর্দ্ধ্না, মূর্দ্ধাভিষিক্তং কুমুদো বভাষে ॥৮১॥
অবৈমি কার্য্যান্তরমানুষস্য, বিষ্ণোঃ সুতাখ্যামপরাং তনুং ত্বাম্।
সোঽহং কথং নাম তবাচরেয়মারাধনীয়স্য ধৃতের্বিঘাতম্ ॥৮২॥

ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন ॥৭১॥ রামচন্দ্র অগস্ত্যের নিকট যে দিব্য আভরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা রাজ্যের সহিত কুশকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, বারিবিহারকালে সহসা সেই জৈত্র আভরণ তাঁহার অজ্ঞাতসারে সলিলমধ্যে নিপতিত হইল ॥৭২॥ অভিলাষানুরূপ স্নানবিধি সমাপন করিয়া যখন তিনি রমণীগণের সহিত পটমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন, তখন প্রসাধনের পূর্ব্বেই নিজবাহু দিব্যবলয়শূন্য অবলোকন করিলেন ॥৭৩॥ সেই অলঙ্কার জয়লক্ষ্মীর বশীকরণ এবং তাঁহার পিতা পূর্ব্বে পরিধান করিতেন, এই জন্যই তিনি অলঙ্কার-বিনাশ সহ্য করিতে পারিলেন না; নতুবা লোভবশতঃ নহে; কারণ, সেই সুবিজ্ঞ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন সুধীর রাজার নিকট রত্নাভরণ ও পুষ্পাভরণ উভয়ই সমান ছিল ॥৭৪॥ অনন্তর অবনীপতি কুশ নদীজলে মজ্জননিপুণ সমস্ত জালজীবিগণকে শীঘ্র সেই আভরণান্বেষণ নিমিত্ত আদেশ করিলেন, তাহারা সরযূজলে অবগাহন পূর্ব্বক বিফল-প্রয়াস হইয়া দুঃখিতচিত্তে রাজাকে বলিল, দেব! অনেক যত্ন করিলাম, কিছুতেই আপনার জলনিমগ্ন আভরণ-রত্ন পাইলাম না; এই হ্রদমধ্যবাসী কুমুদনামক নাগ লোভবশতঃ তাহা গ্রহণ করিয়াছে সন্দেহ নাই ॥৭৫-৭৬॥ অনন্তর ক্রোধে লোহিতাক্ষ বলবান্ ধনুর্দ্ধর রঘুবীর কুশ শরাসনে জ্যাযোজনা করিয়া হ্রদতীরে উপস্থিত হইয়া ভুজঙ্গবিনাশের নিমিত্ত গরুড়াস্ত্র গ্রহণ করিলেন ॥৭৭॥ শরসন্ধানমাত্রেই হ্রদ আন্দোলিত হইল এবং তরঙ্গ যেন হস্ত দ্বারা তটভূমি আহত করিয়া গর্ত্তনিপতিত করীর ন্যায় ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ॥৭৮॥ যেমন মথ্যমান অম্বুধি হইতে লক্ষ্মীর সহিত কল্পতরু উত্থিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ নাগপতি সেই ক্ষুভিত নক্র-নদী হইতে পরমসুন্দরী এক কন্যার সঙ্গে সহসা উত্থিত হইল ॥৭৯॥ নৃপতি ভূষণ-প্রত্যর্পণার্থী ভুজঙ্গপতিকে উপস্থিত দেখিয়া সংহতাস্ত্র প্রতিসংহার করিলেন; যেহেতু, সাধুদিগের কোপ বিনম্র ও শরণাগত ব্যক্তির প্রতি চিরস্থায়ী হয় না ॥৮০॥ অনন্তর অস্ত্রবিৎ কুমুদনাগ, ত্রৈলোক্যপতি রামচন্দ্রপুত্র অরিকুলাঙ্কুশ মহারাজ কুশকে মানাবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, রাজন্! আমি আপনাকে ভূভারহরণ নিমিত্ত মনুষ্যদেহধারী ভগবান্ নারায়ণের সুতসংজ্ঞক দেহান্তর বলিয়া জানি; অতএব

করাভিঘাতোত্থিতকন্দুকেয়মালোক্য বালাতিকুতূহলেন।
হ্রদাৎ পতজ্জ্যোতিরিবান্তরীক্ষাৎ, আদত্ত জৈত্রাভরণং ত্বদীয়ম্ ॥৮৩॥
তদেতদাজানুবিলম্বিনা তে, জ্যাঘাতরেখাকিণলাঞ্ছনেন।
ভুজেন রক্ষাপরিঘেন ভূমেরুপৈতু যোগং পুনরংসলেন ॥৮৪॥
ইমাং স্বসারঞ্চ যবীয়সীং মে, কুমুদ্বতীং নার্হসি নানুমন্তুম্।
আত্মাপরাধং নুদতীং চিরায়, শুশ্রূষয়া পার্থিব পাদয়োস্তে ॥৮৫॥
ইত্যুচিবানুপহৃতাভরণঃ ক্ষিতীশং, শ্লাঘ্যো ভবান্ স্বজন ইত্যনুভাষিতারম্।
সংযোজয়াং বিধিবদাস সমেতবন্ধুঃ, কন্যাময়েন কুমুদঃ কুলভূষণেন ॥৮৬॥
তস্যাঃ স্পৃষ্টে মনুজপতিনা সাহচর্য্যায় হস্তে, মাঙ্গল্যোর্ণাবলয়িনি পুরঃ পাবকস্যোচ্ছিখস্য।
দিব্যস্তূর্য্যধ্বনিরুদচরদ্‌ব্যশ্নুবানো দিগন্তান্, গন্ধোদগ্রং তদনু ববৃষুঃ পুষ্পমাশ্চর্য্যমেঘাঃ ॥৮৭॥
ইত্থং নাগস্ত্রিভুবনগুরোরৌরসং মৈথিলেয়ং, লব্ধ্বা বন্ধুং তমপি চ কুশঃ পঞ্চমং তক্ষকস্য।
একঃ শঙ্কাং পিতৃবধরিপোরত্যজদ্‌বৈনতেয়াৎ, শান্তব্যালামবনিমপরঃ পৌরকান্তঃ শশাস ॥৮৮॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ কুমুদ্বতীপরিণয়ো নাম ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ

অতিথিং নাম কাকুৎস্থাৎ পুত্রমাপ কুমুদ্বতী। পশ্চিমাদ্‌যামিনীযামাৎ প্রসাদমিব চেতনা ॥ ১ ॥
স পিতুঃ পিতৃমান্ বংশং মাতুশ্চানুপমদ্যুতিঃ। অপুনাৎ সবিতেবোভৌ মার্গাবুত্তরদক্ষিণৌ ॥ ২ ॥

কিরূপে আমি আরাধনীয় আপনার প্রীতির ব্যাঘাতে সাহসী হইব? ৮১-৮২ ॥ তবে এই যৌবন-স্বভাব সুলভ চপলা বালা বালোৎক্ষিপ্ত কন্দুকক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া উর্দ্ধনয়নে কন্দুক-দর্শনকালে অন্তরীক্ষ হইতে নিপতিত নক্ষত্রের ন্যায়, হ্রদ হইতে পতিত আপনার এই জৈত্র-আভরণ কৌতুকবশতঃ গ্রহণ করিয়াছিল ॥৮৩॥ রাজন্! এই ভূষণরত্ন আপনার জ্যাঘাতরেখার কিণলাঞ্ছিত আজানুলম্বিত ভূ রক্ষণে অর্গলস্বরূপ বলিষ্ঠ বাহুর সহিত পুনরায় সংমিলিত হউক ॥৮৪॥ হে রঘুকুলতিলক! এক্ষণে আপনার নিকট প্রার্থনা যে, আমার এই কনিষ্ঠা ভগিনী কুমুদ্বতীকে চিরকাল ভবদীয় চরণশুশ্রূষাদ্বারা নিজাপরাধ অপনয়নার্থ অনুমতি করুন ॥৮৫॥ কুমুদনাগ এইরূপ বলিয়া আভরণ প্রত্যর্পণ করিলে কুশ তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হে নাগরাজ! আপনি আমার শ্লাঘ্য বন্ধু; সুতরাং আপনার এই প্রার্থনা আমি অগ্রাহ্য করিতে পারি না। তৎপর কুমুদনাগ বন্ধুগণে মিলিত হইয়া উভয়কুলভূষণ কুমুদ্বতীর সহিত বিধিপূর্ব্বক কুশকে সংযোজিত করিয়া দিলেন ॥৮৬॥ মহীপতি উদ্গতশিখাশালী বহ্নির সমক্ষে মাঙ্গলিক-ঊর্ণানিবদ্ধ তদীয় হস্ত সহধর্ম্মাচরণার্থ স্পর্শ করিলে দিগন্তব্যাপী দিব্য তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল এবং অদ্ভুত মেঘবৃন্দ উদিত হইয়া সুরভি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল ॥৮৭॥ এইরূপে নাগনাথ কুমুদ ত্রিভুবনগুরু নৃপতি-শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের ঔরস ও পতিব্রতাগ্রগণ্যা মৈথিলীর গর্ভজাত কুশকে বন্ধুলাভ করিলেন এবং কুশও তক্ষকের পঞ্চমপুত্র নাগরাজ কুমুদকে বন্ধু লাভ করিলেন, প্রথম ব্যক্তি (কুমুদনাগ) পিতৃবধ-শত্রু গরুড়ের ভয় হইতে রক্ষা পাইলেন, আর পৌরপ্রিয় দ্বিতীয় ব্যক্তি (মহারাজ কুশ) সর্পভয়বিরহিত অবনী পরমসুখে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন ॥৮৮॥

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

বুদ্ধি যেমন যামিনীর শেষ যাম হইতে প্রসন্নতা লাভ করে, সেইরূপ নাগরাজ-ভগিনী কুমুদ্বতী কুশের ঔরসে "অতিথি" নামে এক পুত্র লাভ করিলেন ॥১॥ যেরূপ অপ্রতিমদ্যুতি ভাস্কর উত্তর ও দক্ষিণ উভয়মার্গ পবিত্র করেন, সেইরূপ অনুপমকান্তি পিতৃমান্ অতিথি, পিতা ও মাতা উভয় কুলই পবিত্র

তস্মাদৌ কুলবিদ্যানামর্থমর্থবিদাং বরঃ। পশ্চাৎ পার্থিবকন্যানাং পাণিমগ্রাহয়ৎ পিতা ॥ ৩॥
জাতস্তেনাভিজাতেন শূরঃ শৌর্য্যবতাং কুশঃ। অমন্যতৈকমাত্মানমনেকং বশিনা বশী ॥ ৪ ॥
স কুলোচিতমিন্দ্রস্য সাহায়কমুপেয়িবান্। জঘান সমরে দৈত্যং দুর্জ্জয়ং তেন চাবধি ॥ ৫ ॥
তং স্বসা নাগরাজস্য কুমুদস্য কুমুদ্বতী। অন্বগাৎ কুমুদানন্দং শশাঙ্কমিব কৌমুদী ॥ ৬॥
তয়োর্দিবস্পতেরাসীদেকঃ সিংহাসনার্দ্ধভাক্। দ্বিতীয়াপি সখী শচ্যাঃ পারিজাতাংশভাগিনী ॥ ৭ ॥
তদাত্মসম্ভবং রাজ্যে মন্ত্রিবৃদ্ধাঃ সমাদধুঃ। স্মরন্তঃ পশ্চিমামাজ্ঞাং ভর্ত্তুঃ সংগ্রামযায়িনঃ ॥ ৮ ॥
তে তস্য কল্পয়ামাসুরভিষেকায় শিল্পিভিঃ। বিমানং নবমুদ্বেদি চতুঃস্তম্ভপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৯ ॥
তত্রৈনং হেমকুম্ভেষু সম্ভৃতৈস্তীর্থবারিভিঃ। উপতস্থুঃ প্রকৃতয়ো ভদ্রপীঠোপবেশিতম্ ॥ ১০ ॥
নদদ্ভিঃ স্নিগ্ধগম্ভীরং তূর্য্যৈরাহতপুষ্করৈঃ। অন্বমীয়ত কল্যাণং তস্যাবিচ্ছিন্নসন্ততি ॥ ১১ ॥
দূর্ব্বাযবাঙ্কুরপ্লক্ষত্বগভিন্নপুটোত্তরান্। জ্ঞাতিবৃদ্ধৈঃ প্রযুক্তান্ স ভেজে নীরাজনাবিধীন্ ॥ ১২ ॥
পুরোহিতপুরোগাস্তং জিষ্ণুং জৈত্রৈরথর্ব্বভিঃ। উপচক্রমিরে পূর্ব্বমভিষেক্তুং দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৩ ॥
তস্যৌঘমহতী মূর্দ্ধ্নি নিপতন্তী ব্যরোচত। সশব্দমভিষেকশ্রীর্গঙ্গেব ত্রিপুরদ্বিষঃ ॥ ১৪ ॥
স্তূয়মানঃ ক্ষণে তস্মিন্নলক্ষ্যত স বন্দিভিঃ। প্রবৃদ্ধ ইব পর্জ্জন্যঃ সারঙ্গৈরভিনন্দিতঃ ॥ ১৫ ॥
তস্য সন্মন্ত্রপূতাভিঃ স্নানমদ্ভিঃ প্রতীচ্ছতঃ। ববৃধে বৈদ্যুতস্যাগ্নের্বৃষ্টিসেকাদিব দ্যুতিঃ ॥ ১৬ ॥
স তাবদভিষেকান্তে স্নাতকেভ্যো দদৌ বসু। যাবত্তেষাং সমাপ্যেরন্ যজ্ঞাঃ পর্য্যাপ্তদক্ষিণাঃ ॥ ১৭ ॥
তে প্রীতমনসস্তস্মৈ যামাশিষমুদীরয়ন্। সা তস্য কর্ম্মনির্ব্বৈত্তৈর্দূরং পশ্চাৎ কৃতা ফলৈঃ ॥ ১৮ ॥
বন্ধচ্ছেদং স বদ্ধানাং বধার্হাণামবধ্যতাম্। ধুর্য্যানাঞ্চ ধুরো মোক্ষমদোহঞ্চাদিশদ্গবাম্ ॥ ১৯ ॥

করিলেন ॥ ২ ॥ অর্থবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ কুশ প্রথমে পুত্রকে কৌলিক বিদ্যার অর্থাৎ আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা ও দণ্ডনীতির সমুচিত শিক্ষা প্রদান করাইয়া তৎপর রাজকন্যাগণের সহিত বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করাইলেন ॥ ৩ ॥ কুলোদ্ভব বীরবর জিতেন্দ্রিয় নৃপতি কুশ, সুকুলীন, বীর্য্যবান্ ও সংযতেন্দ্রিয় পুত্র দ্বারা আপনাকে কৃতার্থ ও সহায়বান বিবেচনা করিলেন ॥ ৪ ॥ অনন্তর তিনি কুলোচিত দেবেন্দ্রের সাহায্য করিতে যাইয়া যুদ্ধে দুর্জ্জয় দৈত্যকে বধ করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক নিহতও হইলেন ॥ ৫ ॥ যেমন কৌমুদী কুমুদানন্দপ্রদ চন্দ্রের অনুগমন করে, সেইরূপ নাগনাথভগিনী কুমুদ্বতী তাঁহার অনুগমন করিলেন ॥ ৬ ॥ তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে একজন (কুশ) ত্রিদিবনাথের অর্দ্ধাসনভাগী, অপরা (কুমুদ্বতী) শচীর পারিজাতের অংশভাগিনী সঙ্গিনী হইলেন ॥ ৭ ॥ তৎপরে বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ সমরগামী নৃপতির অন্তিম আদেশ স্মরণ করিয়া তাঁহার আত্মজ অতিথিকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনন করিলেন ॥ ৮ ॥ মন্ত্রিগণ তাঁহার অভিষেকের নিমিত্ত শিল্পিসকল দ্বারা উন্নত বেদিবিশিষ্ট চতুঃস্তম্ভের উপরি প্রতিষ্ঠিত এক নবীন মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইলেন ॥ ৯ ॥ প্রজাগণ সেই মণ্ডপমধ্যে ভদ্রপীঠে উপবেশিত অতিথির নিকট সুবর্ণকুম্ভস্থিত তীর্থবারি লইয়া উপস্থিত হইল ॥ ১০ ॥ মুখভাগে তাড়িত স্নিগ্ধ ও গম্ভীর শব্দায়মান দুন্দুভি দ্বারা, বংশপরম্পরায় যে তদীয় কল্যাণ স্থায়ী হইবে, তখন ইহা অনুমিত হইল ॥ ১১ ॥ জ্ঞাতিবৃদ্ধগণ, দূর্ব্বা, যবাঙ্কুর, বটত্বক্ ও অভিন্নপুট অভিনব পল্লবদ্বারা তাঁহার নীরাজনাখ্য বিধি সমাধান করিলেন ॥ ১২ ॥ সর্ব্বপ্রথমে পুরোহিতাদি ব্রাহ্মণগণ জয়সাধনে অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা তাঁহার অভিষেকক্রিয়া আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩ ॥ তদীয় মস্তকে সশব্দে নিপতিত সুবৃহৎ প্রবাহবিশিষ্ট সলিল, ত্রিপুরারির মস্তকে নিপতিত গঙ্গার ন্যায় শোভা ধারণ করিল ॥ ১৪ ॥ মেঘবৃন্দ সমুদিত হইলে চাতক যেমন তাহার অভিনন্দন করে, সেইরূপ বন্দিগণও তাঁহার স্তব করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥ অতিথি মন্ত্রপূত সলিল দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া, বৃষ্টিকালীন বৈদ্যুতবহ্নির ন্যায় অধিকতর দীপ্তি পাইতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ অভিষেকক্রিয়া সমাপন হইলে তিনি স্নাতক ব্রাহ্মণদিগকে যাহাতে তাঁহাদের যজ্ঞভূমি দক্ষিণায় নির্ব্বাহ হয়, এরূপ পরিমাণে ধন প্রদান করিলেন ॥ ১৭ ॥ তাঁহারা হৃষ্টমনে নরপতিকে যে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্বকৃত পুণ্যজনিত ফল দ্বারা অদূরীকৃত হইল ॥ ১৮ ॥ তিনি কারাবদ্ধের বন্ধনচ্ছেদ, বধার্হের অবধ্যতা, ভারবাহী বলীবর্দ্দ প্রভৃতির ভারমোচন এবং ধেনুগণের দোহননিষেধের আদেশ

ক্রীড়াপতত্রিণোঽপ্যস্য পঞ্জরস্থাঃ শুকাদয়ঃ। লব্ধমোক্ষাস্তদাদেশাৎ যথেষ্টগতয়োঽভবন্॥ ২০॥
ততঃ কক্ষান্তরন্যস্তং গজদন্তাসনং শুচি। সোত্তরচ্ছদমধ্যাস্ত নেপথ্যগ্রহণায় সঃ॥ ২১॥
তং ধূপাশ্যানকেশান্তং তোয়নির্ণিক্তপাণয়ঃ। আকল্পসাধনৈস্তৈস্তৈরুপসেদুঃ প্রসাধকাঃ॥ ২২॥
তেঽস্য মুক্তাগুণোন্নদ্ধং মৌলিমন্তর্গতস্রজম্। প্রত্যূপুঃ পদ্মরাগেণ প্রভামণ্ডলশোভিনা॥ ২৩॥
চন্দনেনাঙ্গরাগঞ্চ মৃগনাভিসুগন্ধিনা। সমাপষ্য ততশ্চক্রুঃ পত্রং বিন্যস্তরোচনম্॥ ২৪॥
আমুক্তাভরণঃ স্রগ্বী হংসচিহ্নদুকূলবান্। আসীদতিশয়প্রেক্ষ্যঃ স রাজশ্রীবধূবরঃ॥ ২৫॥
নেপথ্যদর্শিনশ্ছায়া তস্যাদর্শে হিরণ্ময়ে। বিররাজোদিতে সূর্য্যে মেরৌ কল্পতরোরিব॥ ২৬॥
স রাজককুদব্যগ্রপাণিভিঃ পার্শ্ববর্ত্তিভিঃ। যযাবুদীরিতালোকঃ সুধর্ম্মানবমাং সভাম্॥ ২৭॥
বিতানসহিতং তত্র ভেদে পৈতৃকমাসনম্। চূড়ামণিভিরুদ্ঘৃষ্টপাদপীঠং মহীক্ষিতাম্॥ ২৮॥
শুশুভে তেন চাক্রান্তং মঙ্গলায়তনং মহৎ। শ্রীবৎসলক্ষণং বক্ষঃ কৌস্তুভেনেব কেশবম্॥ ২৯॥
বভৌ ভূয়ঃ কুমারত্বাদধিরাজ্যমবাপ্য সঃ। রেখাভাবাদুপারূঢ়সামগ্র্যমিব চন্দ্রমাঃ॥ ৩০॥
প্রসন্নমুখরাগং তং স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিণম্। মূর্ত্তিমন্তমমন্যন্ত বিশ্বাসমনুজীবিনঃ॥ ৩১॥
স পুরং পুরুহূতশ্রীঃ কল্পদ্রুমনিভধ্বজম্। ক্রমমাণশ্চকার দ্যাং নাগেনৈরাবতৌজসা॥ ৩২॥
তস্যৈকস্যোচ্ছ্রিতং ছত্রং মূর্দ্ধ্নি তেনামলত্বিষা। পূর্ব্বরাজবিয়োগৌষ্ম্যং কৃৎস্নস্য জগতো হৃতম্॥ ৩৩॥
ধূমাদগ্নেঃ শিখাঃ পশ্চাদুদয়াদংশবো রবেঃ। সোঽতীত্য তেজসাং বৃত্তিং সমমেবোত্থিতো গুণৈঃ॥ ৩৪॥
তং প্রীতিবিশদৈর্নেত্রৈরন্বয়ুঃ পৌরযোষিতঃ। শরৎপ্রসন্নৈর্জ্যোতির্ভির্বিভাবর্য্য ইব ধ্রুবম্॥ ৩৫॥
অযোধ্যাদেবতাশ্চৈনং প্রশস্তায়তনার্চ্চিতাঃ। অনুদধ্যুরনুধ্যেয়ং সান্নিধ্যৈঃ প্রতিমাগতৈঃ॥ ৩৬॥

করিলেন॥ ১৯॥ তাঁহার আজ্ঞায় পিঞ্জরবদ্ধ শুকাদি ক্রীড়াপক্ষিসকল মুক্তি লাভ করিয়া যথেচ্ছ স্থানে গমন করিল॥ ২০॥ অনন্তর নরপতি বেশবিন্যাসের নিমিত্ত কক্ষান্তরে স্থাপিত গজদন্তনির্ম্মিত আস্তরণে আচ্ছাদিত পবিত্র আসনে উপবেশন করিলেন॥ ২১॥ প্রসাধকগণ জলে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া ধূপ দ্বারা শুষ্ককেশ অতিথিকে গন্ধমাল্যাদি নেপথ্যসাধন দ্রব্য-সমূহ দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে লাগিল॥ ২২॥ তাঁহারা মুক্তাবলী-নিবদ্ধ মাল্যবেষ্টিত কেশবন্ধনে প্রদীপ্ত পদ্মরাগমণি নিখচিত করিল॥ ২৩॥ মৃগনাভি-বাসিত চন্দন দ্বারা অঙ্গরাগ সমাপন পূর্ব্বক পরিশেষে গোরোচনা দ্বারা পত্ররচনা সম্পাদন করিল॥ ২৪॥ মাল্যধারী নরপতি সমুদায় আভরণ ও হংসচিহ্নিত পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক রাজলক্ষ্মী বধূর পরিণেতার ন্যায় মনোহর-দর্শনীয় হইয়া উঠিলেন॥ ২৫॥ হিরণ্ময় দর্পণে স্বীয় বেশবিন্যাস দর্শনকালে অতিথির প্রতিবিম্ব তন্মধ্যে পতিত হইয়া সূর্য্যোদয়কালীন মেরুগিরিতে নিপতিত কল্পতরুর প্রতিবিম্বের ন্যায় শোভমান হইয়াছিল॥ ২৬॥ পরে ছত্রচামরাদি রাজচিহ্ন হস্তে করিয়া অনুচরগণ জয়শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক পার্শ্বে পার্শ্বে গমন করিতে লাগিল. তিনি দেবসভাতুল্য স্বীয় সভামণ্ডপে গমন করিলেন তথায় নরপতিগণের চূড়ামণি-বর্ষণের রেখাঙ্কিত পাদপীঠসংযুক্ত, চন্দ্রাতপ-পরিশোভিত পৈতৃক ন সমাসীন হইলেন॥ ২৭-২৮॥ তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে, শ্রীবৎস নামক গৃহবিশেষ সদৃশ সেই বৃহৎ সভামণ্ডপ, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত কৌস্তুভ-সুশোভিত কেশবের বক্ষঃস্থল সদৃশ শোভা পাইতে লাগিল॥ ২৯॥ অতিথি বাল্যকালে যৌবরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াই অধিরাজ্য লাভ করাতে, রেখাভাবের অন্তেই পরিপূর্ণ চন্দ্রমার ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন॥ ৩০॥ অনুচরবর্গ প্রসন্নমুখকান্তি-স্মিতপূর্ব্বক অভিভাষী মহীপতিকে মূর্ত্তিমান্ বিশ্বাসের আধার বোধ করিতেন॥ ৩১॥ পুরন্দরতুল্য ক্ষমতাবান্ অতিথি ঐরাবত তুল্য তেজস্বী গজরাজের পৃষ্ঠে ভ্রমণকালে কল্পতরু-সদৃশ ধ্বজশালিনী রাজপুরীকে সাক্ষাৎ স্বর্গই করিয়াছিলেন॥ ৩২॥ তাঁহার মস্তকোপরি যে অমলকান্তি আতপত্র ধৃত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বরাজার বিরহ-জনিত জগতের দুঃখ দূরীভূত করিল॥ ৩৩॥ ধূমনির্গমের পর অগ্নির শিখা বহির্গত হয়, প্রভাকর সমুদিত হইলে অংশুরাশি নির্গত হয়, কিন্তু অতিথি তেজস্বিদিগের এই প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া, একেবারে সমস্ত গুণের সহিত সমুদিত হইলেন॥ ৩৪॥ যেমন শরৎকালের রজনী প্রসন্ন তারকারূপনেত্রে ধ্রুবনক্ষত্র দর্শন করে, সেইরূপ পুরসুন্দরীগণ প্রীতি-প্রফুল্লনয়নে অতিথিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন॥ ৩৫॥ অযোধ্যার প্রশস্ত দেবালয়মধ্যে অর্চ্চিত দেবতা-সকল প্রতিমারূপে অধিষ্ঠিত হইয়া অনুগ্রহ-যোগ্য অতিথির শুভানুধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৩৬॥

যাবন্নাশ্বায়তে বেদিরভিষেকজলপ্লুতা। তাবদেবাস্য বেলান্তং প্রতাপঃ প্রাপ দুঃসহঃ॥ ৩৭॥
বশিষ্ঠস্য গুরোর্মন্ত্রাঃ সায়কাস্তস্য ধন্বিনঃ। কিং তৎ সাধ্যং যদুভয়ে সাধয়েয়ুর্ন সঙ্গতাঃ॥ ৩৮॥
স ধর্ম্মস্থসখঃ শশ্বদর্থিপ্রত্যর্থিনাং স্বয়ম্। দদর্শ সংশয়চ্ছেদ্যান্ ব্যবহারানতন্দ্রিতঃ॥ ৩৯॥
ততঃ পরমভিব্যক্তসৌমনস্যনিবেদিতৈঃ। যুযোজ পাকাভিমুখৈর্ভৃত্যান্ বিজ্ঞাপনাফলৈঃ॥ ৪০॥
প্রজাস্তদ্গুরুণা নদ্যো নভসেব বিবর্দ্ধিতাঃ। তস্মিংস্তু ভূয়সীং বৃদ্ধিং নভস্যে তা ইবাযযুঃ॥ ৪১॥
যদুবাচ ন তন্মিথ্যা যদদৌ ন জহার তৎ। সোঽভূদ্ভগ্নব্রতঃ শত্রূনুদ্ধৃত্য প্রতিরোপয়ন্॥ ৪২॥
বয়োরূপবিভূতীনামেকৈকং মদকারণম্। তানি তস্মিন্ সমস্তানি ন তস্যোৎসিষিচে মনঃ॥৪৩॥
ইত্থং জনিতরাগাসু প্রকৃতিষ্বনুবাসরম্। অক্ষোভ্যঃ স নবোঽপ্যাসীৎ দৃঢ়মূল ইব দ্রুমঃ॥ ৪৪॥
অনিত্যাঃ শত্রবো বাহ্যা বিপ্রকৃষ্টাশ্চ তে যতঃ। অতঃ সোঽভ্যন্তরান নিত্যান্ ষট্পূর্ব্বমজয়দ্রিপূন্॥৪৫॥
প্রসাদাভিমুখে তস্মিন্ চপলাপি স্বভাবতঃ। নিকষে হেমরেখেব শ্রীরাসীদনপায়িনী॥ ৪৬॥
কাতর্য্যং কেবলা নীতিঃ শৌর্য্যং শ্বাপদচেষ্টিতম্। অতঃ সিদ্ধিং সমেতাভ্যামুভাভ্যামন্বিয়েষ সঃ॥৪৭॥
ন তস্য মণ্ডলে রাজ্ঞো ন্যস্তপ্রণিধিদীধিতেঃ। অদৃষ্টমভবৎ কিঞ্চিৎ ব্যভ্রস্যেব বিবস্বতঃ॥ ৪৮॥
রাত্রিন্দিববিভাগেষু যদাদিষ্টং মহীক্ষিতাম্। তৎ সিষেবে নিয়োগেন স বিকল্পপরাঙ্মুখঃ॥ ৪৯॥
মন্ত্রঃ প্রতিদিনং তস্য বভূব সহ মন্ত্রিভিঃ। স জাতু সেব্যমানোঽপি গুপ্তদ্বারো ন সূচ্যতে॥ ৫০॥
পরেষু স্বেষু চ ক্ষিপ্তৈরবিজ্ঞাতপরস্পরৈঃ। সোঽপসর্পৈর্জ্জজাগার যথাকালং স্বপন্নিব॥ ৫১॥
দুর্গাণি দুর্গ্রহাণ্যাসংস্তস্য রোদ্ধুরপি দ্বিষাম্। ন হি সিংহো গজাস্কন্দী ভয়াদ্গিরিগুহাশয়ঃ॥ ৫২॥

অভিষেকার্দ্র বেদী শুষ্ক হইতে না হইতেই তাঁহার দুঃসহ প্রতাপ সমুদ্র-বেলান্ত পর্য্যন্ত গমন করিল॥৩৭॥ কুলগুরু বশিষ্ঠের মন্ত্রণা ও ধনুর্দ্ধারী অতিথির সায়ক এই উভয়ে মিলিত হইলে, এমন কি কার্য্য আছে যে, তাহা সম্পন্ন না হয়? ৩৮॥ তিনি স্বয়ং ধর্ম্মনিরত বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রতিদিন আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থি-প্রত্যর্থিগণের সংশয়-প্রযুক্ত অবশ্য-নির্ণয়ে ব্যবহার-সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেন॥ ৩৯॥ পরে অনুজীবিগণ তাঁহার মুখপ্রসাদ-সূচিত কার্য্যসিদ্ধি ফলোন্মুখী সাধন করিয়া পুরস্কার প্রার্থনা করিলেই আশাতিরিক্ত যথেষ্ট ধন প্রাপ্ত হইত॥ ৪০॥ প্রজাগণ পূর্ব্বরাজার শাসনে শ্রাবণ-মাসীয় নদীর ন্যায় বৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার অধিকারে ভাদ্রমাসীয় তরঙ্গিণীর ন্যায় ভূয়সী সমৃদ্ধিলাভ করিল॥ ৪১॥ তিনি যাহা বলিতেন, তাহা কখনও মিথ্যা হইত না; যাহা দান করিতেন, কখনও তাহা প্রতিগ্রহ করিতেন না, কেবল অরাতিদিগকে উৎপাটিত করিয়া পুনর্ব্বার যে তাহাদিগকে স্ব স্ব পদে আরোপিত করিতেন, সেই স্থলেই কেবল তাঁহার নিয়মভঙ্গ হইয়া যাইত॥৪২॥ যৌবন, সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য ইহার এক একটীই মদকারণ, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একত্রে এই সমস্তগুলির সমাবেশ হওয়াতেও তাঁহার কিছুমাত্র মনোবিকার ঘটে নাই॥ ৪৩॥ এইরূপে তাঁহার উপর প্রতিদিন প্রজাবর্গ অনুরক্ত হইয়া উঠিল, নূতন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেও তিনি দৃঢ়মূল তরুর ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ হইলেন॥ ৪৪॥ বাহ্যশত্রু অনিত্য, কারণ, তাহারা দূরস্থ; এই নিমিত্ত তিনি অগ্রে অন্তরস্থিত নিত্য কামক্রোধাদি ছয় রিপু জয় করিলেন॥ ৪৫॥ স্বভাব-চপলা লক্ষ্মী, প্রসন্নানন নৃপতির নিকটে নিকষে সুবর্ণ-রেখার ন্যায় অচলা হইলেন॥ ৪৬॥ শৌর্য্যবর্জ্জিত নীতি-ভীরুতার লক্ষণ আর কেবল শৌর্য্য-প্রকাশ হিংস্র জন্তুর আচরণ, ইহা বিবেচনা করিয়া অতিথি উভয় দ্বারাই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন॥ ৪৭॥ তিনি চার-রূপ রশ্মি প্রেরণ করিয়া বারিবিমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় রাজ্যের সমস্ত বিষয়ই অবগত হইতেন॥ ৪৮॥ মন্বাদি কর্ত্তৃক রাজাদিগের দিবা ও রাত্রিভাগের যে সময়ে যাহা যাহা কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা নিশ্চয়রূপে নির্ব্বাহ করিতেন; তদ্বিষয়ে অন্যথা করিতেন না॥৪৯॥ তিনি প্রত্যহ প্রধান মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতেন; সতত আলোচিত হইলেও তাঁহার অতিশয় গূঢ় মন্ত্রণা কখনই প্রকাশ হইত না॥ ৫০॥ তিনি যথাকালে নিদ্রাভিভূত হইলেও পরস্পর অপরিচিত স্বপররাজ্যে প্রেরিত চর দ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতেন, সুতরাং তিনি দিবারাত্রই জাগরূক থাকিতেন॥ ৫১॥ অতিথি স্বয়ং অরিদুর্গ রোধ করিতেন, কিন্তু স্বীয় দুর্গ সমস্তই দুরাক্রম্য ছিল; যেহেতু, গজহন্তা সিংহ কখনও

ভব্যমুখ্যাঃ সমারম্ভাঃ প্রত্যবেক্ষ্যা নিরত্যয়াঃ। গর্ভশালিসধর্ম্মাণস্তস্য গূঢ়ং বিপেচিরে॥ ৫৩॥
অপথেন প্রববৃতে ন জাতূপচিতোঽপি সঃ। বৃদ্ধৌ নদীমুখেনৈব প্রস্থানং লবণাম্ভসঃ॥ ৫৪॥
কামং প্রকৃতিবৈরাগ্যং সদ্যঃ শমযিতুং ক্ষমঃ। যস্য কার্য্যঃ প্রতীকারঃ স তন্নৈবোদপাদয়ৎ॥ ৫৫॥
শক্যেষ্বেবাভবদ্‌যাত্রা তস্য শক্তিমতঃ সতঃ। সমীরণসহায়োঽপি নাম্ভঃপ্রার্থী দবানলঃ॥ ৫৬॥
ন ধর্ম্মমর্থকামাভ্যাং ববাধে ন চ তেন তৌ। নার্থং কামেন কামং বা সোঽর্থেন সদৃশস্ত্রিষু॥ ৫৭॥
হীনান্যনুপকর্ত্তৃণি প্রবৃদ্ধানি বিকুর্ব্বতে। তেন মধ্যমশক্তীনি মিত্রাণি স্থাপিতান্যতঃ॥ ৫৮॥
পরাত্মনোঃ পরিচ্ছিদ্য শক্ত্যাদীনাং বলাবলম্‌। যযাবেভির্বলিষ্ঠশ্চেৎ পরস্মাদাস্ত সোঽন্যথা॥ ৫৯॥
কোষেণাশ্রয়ণীয়ত্বমিতি তস্যার্থসংগ্রহঃ। অম্বুগর্ভো হি জীমূতশ্চাতকৈরভিনন্দ্যতে॥ ৬০॥
পরকর্ম্মাপহঃ সোঽভূদুদ্যতঃ স্বেষু কর্ম্মসু। আবৃণোদাত্মনো রন্ধ্রং রন্ধ্রেষু প্রহরন্ রিপূন্॥ ৬১॥
পিত্রা সংবর্দ্ধিতো নিত্যং কৃতাস্ত্রঃ সাম্পরায়িকঃ। যস্য দণ্ডবতো দণ্ডঃ স্বদেহান্ন ব্যশিষ্যত॥ ৬২॥
সর্পস্যেব শিরোরত্নং নাস্য শক্তিত্রয়ং পরঃ। স চকর্ষ পরস্মাৎ তদয়স্কান্ত ইবায়সম্‌॥ ৬৩॥
বাপীষ্বিব স্রবন্তীষু বনেষূপবনেষ্বিব। সার্থাঃ স্বৈরং স্বকীয়েষু চেরুর্বেশ্মস্বিবাদ্রিষু॥ ৬৪॥
তপো রক্ষন্ স বিঘ্নেভ্যস্তস্করেভ্যশ্চ সম্পদঃ। যথাস্বমাশ্রমৈশ্চক্রে বর্ণৈরপি ষড়ংশভাক্॥ ৬৫॥
খনিভিঃ সুষুবে রত্নং ক্ষেত্রৈঃ শস্যং বনৈর্গজান্। দিদেশ বেতনং তস্মৈ রক্ষাসদৃশমেব ভূঃ॥ ৬৬॥
স গুণানাং বলানাঞ্চ ষণ্ণাং ষণ্মুখবিক্রমঃ। বভূব বিনিয়োগজ্ঞঃ সাধনীয়েষু বস্তুষু॥ ৬৭॥

ভয়প্রযুক্ত গিরিগুহায় শয়ন করিয়া থাকে না॥৫২॥ তাঁহার সম্যক্ পর্য্যালোচিত বিঘ্নবিরহিত কল্যাণপ্রদ কার্য্য-সকল গর্ভস্থিত শালি-শস্য পক্ক হইবার ন্যায় অতিগূঢ়ভাবে পরিপক্ক হইত॥ ৫৩॥ যেমন লবণসমুদ্র বর্দ্ধিত হইলে বিপথগামী না হইয়া নদীমুখেই গমন করে, তদ্রূপ তিনি অতিশয় উন্নতিশালী হইয়াও কখন কুপথগামী হন নাই॥ ৫৪॥ তিনি প্রজাপুঞ্জের বিরাগ সদ্যই উপশমার্থ সম্পূর্ণরূপে সমর্থ ছিলেন, কিন্তু যাহার প্রতিবিধান করিতে হয়, এরূপ কার্য্য কখনও উপস্থিত হইতে দিতেন না॥ ৫৫॥ প্রভূতশক্তিসম্পন্ন হইলেও তিনি যাহাকে পরাজয় করিতে পারিবেন, এরূপ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেন; কারণ, দাবানল সমীরণ সহায় পাইলে কখন জলের নিকট গমন করে না॥ ৫৬॥ রাজা অতিথি অর্থ ও কাম দ্বারা ধর্ম্মের বা ধর্ম্মের দ্বারা অর্থ ও কামের কখনও অবহেলা করেন নাই এবং কাম দ্বারা অর্থের বা অর্থ দ্বারা কামের অবহেলা করেন নাই, তিনি তিনটীতেই তুল্যরূপ আসক্ত ছিলেন॥ ৫৭॥ হীনের সহিত মিত্রতায় উপকার নাই এবং অতি সমৃদ্ধ ব্যক্তির সহিত মিত্রতায় অপকার সম্ভাবনা, এই বুঝিয়া অতিথি মধ্যমাবস্থ ব্যক্তিগণের সহিতই মিত্রতা করিতেন॥৫৮॥ তিনি অরি ও আপনার শক্ত্যাদির ন্যূনাধিক্য বুঝিয়া যদি আপনাকে অধিক বলবিশিষ্ট দেখিতেন, তাহা হইলেই যুদ্ধযাত্রা করিতেন, নতুবা তাহার বিপরীত দেখিলে ক্ষান্ত থাকিতেন॥ ৫৯॥ কোষ পরিপূর্ণ থাকিলে সকলেই আশ্রিত হয়, এই নিমিত্ত তিনি অর্থ সংগ্রহ করিতেন, যেহেতু, চাতকগণ বারিপরিপূর্ণ জলদেরই সেবা করিয়া থাকে॥৬০॥ তিনি প্রথমে বৈরির কার্য্যের বিঘ্ন ঘটাইয়া পরে নিজ কার্য্যে উদ্যুক্ত হইতেন এবং আত্মছিদ্র গোপন করিয়া রন্ধ্র পাইলেই শত্রু বিনাশ করিতেন॥ ৬১॥ শাস্ত নরপতি কুশকর্ত্তৃক সংবর্দ্ধিত শিক্ষিতাস্ত্র সমরনিপুণ সৈন্যদিগকে তিনি আপন দেহ হইতে ভিন্ন জ্ঞান করিতেন না॥ ৬২॥ অরিগণ সর্পের শিরঃস্থিত মণির ন্যায় তাঁহার প্রভাবজ, মন্ত্রজ ও উৎসাহজ এই শক্তিত্রয় আকর্ষণ করিতে পারে নাই, কিন্তু অয়স্কান্ত যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ তিনি অরাতির শক্তিত্রয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন॥ ৬৩॥ সার্থবাহ বণিকগণ দীর্ঘিকার ন্যায় নদীতে, উদ্যানের ন্যায় বনেতে এবং নিজ ভবনের ন্যায় পর্ব্বতে যথেচ্ছ বিচরণ করিত॥ ৬৪॥ অতিথি বিঘ্নভয় হইতে তপস্যা রক্ষা করিতেন এবং তস্কর হইতে সম্পত্তি রক্ষা করিতেন, আর তৎপরিবর্ত্তে আশ্রমবাসী এবং তপস্বিগণ ও ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ তাঁহাকে আপনাদিগের উৎপন্নের ষষ্ঠাংশ কর প্রদান করিতেন॥ ৬৫॥ তিনি যেমন বসুধা পালন করিতেন, বসুধাও সেইরূপ আকর হইতে রত্ন, ক্ষেত্র হইতে শস্য এবং বন হইতে মাতঙ্গ প্রদান করিতেন॥ ৬৬॥ কুমার তুল্য পরাক্রমশালী অতিথি সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয়, এই ছয় গুণ ও মৌল, ভৃত্য, সুহৃৎ, শ্রেণী, দ্বিষৎ ও বন্য এই ষড়্‌বিধ সৈন্য; এই উভয়ের

ইতি ক্রমাৎ প্রযুঞ্জানো রাজনীতিং চতুর্বিধাম্‌। আতীর্থাদপ্রতীঘাতং স তস্যাঃ ফলমানশে ॥ ৬৮ ॥
কূটযুদ্ধবিধিজ্ঞেঽপি তস্মিন্‌ সন্মার্গযোধিনি। ভেজেঽভিসারিকাবৃত্তিং জয়শ্রীর্বীরগামিনী ॥ ৬৯ ॥
প্রায়ঃ প্রতাপভগ্নত্বাদরীণাং তস্য দুর্লভঃ। রণো গন্ধদ্বিপস্যেব গন্ধভিন্নান্যদন্তিনঃ ॥ ৭০ ॥
প্রবৃদ্ধৌ হীয়তে চন্দ্রঃ সমুদ্রোঽপি তথাবিধঃ। স তু তৎসমবৃদ্ধিশ্চ ন চাভূত্তাবিব ক্ষয়ী ॥ ৭১ ॥
সন্তস্তস্যাভিগমনাদত্যর্থং মহতঃ কৃশাঃ। উদধেরিব জীমূতাঃ প্রাপুর্দাতৃত্বমর্থিনঃ ॥ ৭২ ॥
স্তূয়মানঃ স জিহ্রায় স্তুত্যমেব সমাচরন্‌। তথাপি ববৃধে তস্য তৎকারিদ্বেষিণো যশঃ ॥ ৭৩ ॥
দুরিতং দর্শনেন ঘ্নন্‌ তত্ত্বার্থেন নুদংস্তমঃ। প্রজাঃ স্বতন্ত্রয়াঞ্চক্রে শশ্বৎ সূর্য্য ইবোদিতঃ ॥ ৭৪ ॥
ইন্দোরগতয়ঃ পদ্মে সূর্য্যস্য কুমুদেঽংশবঃ। গুণাস্তস্য বিপক্ষেঽপি গুণিনো লেভিরেঽন্তরম্‌ ॥ ৭৫ ॥
পরাভিসন্ধানপরং যদ্যপ্যস্য বিচেষ্টিতম্‌। জিগীষোরশ্বমেধায় ধর্ম্ম্যমেব বভূব তৎ ॥ ৭৬ ॥
এবমুদ্যন্‌ প্রভাবেণ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টবর্ত্মনা। বৃষেব দেবো দেবানাং রাজ্ঞাং রাজা বভূব সঃ ॥ ৭৭ ॥
পঞ্চমং লোকপালানামূচুঃ সাধর্ম্ম্যযোগতঃ। ভূতানাং মহতাং ষষ্ঠমষ্টমং কুলভূভৃতাম্‌ ॥ ৭৮ ॥
দূরাপবর্জ্জিতচ্ছত্রৈস্তস্যাজ্ঞাং শাসনার্পিতাম্‌। দধুঃ শিরোভির্ভূপালা দেবাঃ পৌরন্দরীমিব ॥ ৭৯ ॥
ঋত্বিজঃ স তথানর্চ্চ দক্ষিণাভির্মহাক্রতৌ। তথা সাধারণীভূতং নামাস্য ধনদস্য চ ॥ ৮০ ॥
ইন্দ্রাদ্বৃষ্টির্নিয়মিতগদোদ্রেকবৃত্তির্যমোঽভূৎ, যাদোনাথঃ শিবজলপথঃ কর্ম্মণে নৌচরাণাম্‌।
পূর্ব্বাপেক্ষী তদনু বিদধে কোষবৃদ্ধিং কুবেরস্তস্মিন্‌ দণ্ডোপনতচরিতং ভেজিরে লোকপালাঃ ॥ ৮১ ॥

ইতি শ্রী রঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ অতিথিবর্ণনো নাম সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥১৭ ॥

উপযুক্ত স্থানে প্রয়োগ-বিষয়ে নিপুণ ছিলেন ॥ ৬৭ ॥ এইরূপে ক্রমে ক্রমে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারি প্রকার নীতি-প্রয়োগ করিয়া, মন্ত্রাদি অষ্টাদশ বিষয়ে সম্পূর্ণ ফললাভ করিয়াছিলেন ॥ ৬৮ ॥ বীর-গামিনী জয়শ্রী কপট যুদ্ধ জানিলেও ধর্ম্মযুদ্ধে তৎপর নরপতির নিকট অভিসারিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিতেন ॥ ৬৯ ॥ যেমন মদস্রাবী মাতঙ্গের মদ-গন্ধে ভগ্নসাহস সামান্য গন্ধহীন কুঞ্জরের সহিত যুদ্ধ দুর্ল্লভ হয়, সেইরূপ তাঁহার প্রতাপ দ্বারা ভগ্নোৎসাহ বৈরিগণের সহিত যুদ্ধ দুর্ল্লভ হইয়াছিল ॥ ৭০ ॥ চন্দ্রমা বৃদ্ধির আতিশয্য হইলেই ক্ষীণ হয়, সমুদ্রও সেইরূপ ; কিন্তু তিনি ঐ উভয়ের ন্যায় সমুন্নতিশালী হইয়াছিলেন, তথাপি ক্ষীণতা প্রাপ্ত হন নাই ॥ ৭১ ॥ যেমন জলধর জলধিতে গমন করিয়া বদান্য হয়, সেইরূপ দরিদ্র, যাচক ও সাধু-সকল সেই মহাত্মা মহীপতির নিকট গমন করিয়া বদান্যতা প্রাপ্ত হইতেন ॥৭২॥ তিনি প্রশংসনীয় কার্য্য করিতেন, কিন্তু কেহ প্রশংসা করিলে লজ্জিত হইতেন, তথাপি স্তাবকবিদ্বেষী নৃপতির সর্ব্বত্র যশোবৃদ্ধি হইত ॥ ৭৩ ॥ অতিথি অভ্যুদিত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দর্শনদানে প্রজাবর্গের পাপক্ষয় করিতেন এবং বস্তুতত্ত্বের উপদেশ দিয়া তাহাদিগের অজ্ঞানান্ধকার অপহরণ করিতেন ; এইরূপে তিনি প্রজাদিগকে স্বায়ত্ত করিয়াছিলেন ॥ ৭৪ ॥ সরোজে চন্দ্ররশ্মির গতি নাই এবং কুমুদেও সূর্য্যরশ্মির গমন নাই ; কিন্তু গুণবান্‌ রাজার গুণসমূহ বিপক্ষেও স্থানলাভ করিয়াছিল, অশ্বমেধের জন্য দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত মহীপতির শত্রুবঞ্চনও ধর্ম্মসঙ্গত হইয়াছিল ॥৭৫॥ যেরূপ পুরন্দর দেবগণেরও দেব, সেইরূপ অতিথিও এই প্রকারে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সংপথে থাকিয়া প্রভাব দ্বারা রাজগণেরও রাজা হইয়াছিলেন ॥ ৭৬ ॥ তিনি সমান গুণবত্তাহেতু ইন্দ্রাদি চতুর্লোকপালের পঞ্চম, পঞ্চ ভূতের ষষ্ঠ এবং সপ্তম মহাকুলাচলের অষ্টম হইয়াছিলেন ॥৭৭॥ যেমন সুরগণ আখণ্ডলের আজ্ঞা পালন করেন, সেইরূপ রাজগণ দূর হইতে আতপত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছত্রহীন-মস্তকে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেন ॥ ৭৮ ॥ তিনি অশ্বমেধযজ্ঞে ঋত্বিক্‌গণকে দক্ষিণাদ্বারা এরূপ পূজা করিতেন যে, তাঁহার ও কুবেরের নাম তুল্যরূপেই বিখ্যাত হইয়াছিল ॥ ৭৯ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র বারিধারা বর্ষণ করিতেন, শমন রোগোৎপত্তি নিবারণ করিতেন এবং বরুণদেব নৌচালকদিগের সুবিধার নিমিত্ত জলপথ সুখসঞ্চার করিতেন, এইরূপে লোকপাল-সকল শরণাগতের ন্যায় তাঁহার কার্য্য করিতেন ॥৮০-৮১॥

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশঃ সর্গঃ

স নৈষধস্যার্থপতেঃ সুতায়ামুৎপাদয়ামাস নিষিদ্ধশত্রুঃ।
অনূনসারং নিষধান্নগেন্দ্রাৎ, পুত্রং যমাহুর্নিষধাখ্যমেব ॥ ১॥
তেনোরুবীর্য্যেণ পিতা প্রজায়ৈ, কল্পিষ্যমাণেন ননন্দ না।
সুবৃষ্টিযোগাদিব জীবলোকঃ, শস্যেন সম্পত্তিফলোন্মুখেন ॥ ২॥
শব্দাদি নির্বিশ্য সুখং চিরায়, তস্মিন্ প্রতিষ্ঠার্পিতরাজশব্দঃ।
কৌমুদ্বতেয়ঃ কুমুদাবদাতৈর্দ্যামর্জ্জিতাং কর্ম্মভিরারুরোহ ॥ ৩॥
পৌত্রঃ কুশস্যাপি কুশেশয়াক্ষঃ সসাগরাং সাগরধীরচেতাঃ।
একাতপত্রাং ভুবমেকবীরঃ, পুরার্গলাদীর্ঘভুজো বুভোজ ॥ ৪॥
তস্যানলৌজাস্তনয়স্তদন্তে, বংশশ্রিয়ং প্রাপ নলাভিধানঃ।
যো নড্বলানীব গজঃ পরেষাং, বলান্যমৃদ্নান্নলিনাভবক্ত্রঃ ॥৫॥
নভশ্চরৈর্গীতযশাঃ স লেভে, নভস্তলশ্যামতনুং তনূজম্।
খ্যাতং নভঃশব্দময়েন নাম্না, কান্তং নভোমাসমিব প্রজানাম্ ॥ ৬
তস্মৈ বিসৃজ্যোত্তরকোশলানাং, ধর্ম্মোত্তরস্তৎ প্রভবে প্রভুত্বম্।
মৃগৈরজর্য্যং জরসোপদিষ্টমদেহবন্ধায় পুনর্ব্ববন্ধ ॥ ৭॥
তেন দ্বিপানামিব পুণ্ডরীকো, রাজ্ঞামজয্যোঽজনি পুণ্ডরীকঃ।
শান্তে পিতর্য্যাহৃতপুণ্ডরীকা, যং পুণ্ডরীকাক্ষমিব শ্রিতা শ্রীঃ॥ ৮
স ক্ষেমধন্বানমমোঘধন্বা, পুত্রং প্রজাক্ষেমবিধানদক্ষম্।
ক্ষ্মাং লম্ভয়িত্বা ক্ষময়োপপন্নং, বনে তপঃ ক্ষান্ততরশ্চচার ॥ ৯॥

শত্রুবিজয়ী অতিথি, নিষধরাজ অর্থপতির তনয়ার গর্ভে নিষধাচল তুল্য সারবান্ "নিষধ" নামক এক পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ১॥ জীবলোক যেমন সুবৃষ্টিযোগে পাকোন্মুখ শস্য দর্শনে আনন্দিত হয়, তদ্রূপ তিনি প্রভূতপরাক্রমশালী যুবা নিষধকে প্রজারক্ষণ-কার্য্যের ভারার্পণ করিবেন নিশ্চয় করিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন ॥ ২॥ কুমুদ্বতানন্দন অতিথি, বহুকাল শব্দাদি বিষয়সুখ উপভোগ পূর্ব্বক আত্মজ নিষধের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বিশুদ্ধ-কর্ম্মার্জ্জিত স্বর্গধামে গমন করিলেন॥৩॥ অদ্বিতীয় বীরপ্রবর নিষধ একচ্ছত্র সসাগরা ধরা উপভোগ করিতে লাগিলেন; তাঁহার নয়নদ্বয় কমলদলের ন্যায় বিশাল, চিত্ত সমুদ্র তুল্য গম্ভীর এবং বাহুদ্বয় পুরীর অর্গলের ন্যায় সুদীর্ঘ ছিল ॥ ৪॥ তাঁহার পরলোক হইলে, তৎপুত্র অনলতুল্য তেজস্বী কুমার "নল" রাজলক্ষ্মী-লাভ করিলেন। গজরাজ যেরূপ নলবন ভগ্ন করে, সেইরূপ নলিননয়ন নল বৈরিবল বিমর্দ্দন করিয়াছিলেন ॥ ৫॥ গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি বিমানচারিগণ কর্তৃক গীতকীর্ত্তি নরপতি, নভস্তলসদৃশ শ্যামবর্ণ "নভঃ" নামক এক পুত্র লাভ করিলেন। ঐ পুত্র শ্রাবণমাসের বারিধারা বর্ষণের ন্যায় অত্যন্ত প্রজাপ্রিয়সাধন করিলেন ॥ ৬॥ পরম ধার্ম্মিক নরপতি নল সুযোগ্য পুত্রকে অযোধ্যার আধিপত্য প্রদান করিয়া মুক্তিলাভ-বাসনায় বার্দ্ধক্যদশায় বনগমন পূর্ব্বক মৃগগণের সহচর হইলেন ॥ ৭॥ নভোরাজা দিঙ্-মাতঙ্গগণের মধ্যে পুণ্ডরীকের ন্যায় রাজগণের অজেয় "পুণ্ডরীক" নামে পুত্র উৎপাদন করিলেন; পিতা নভঃ স্বর্গগামী হইলে রাজলক্ষ্মী পুণ্ডরীকের হস্তগামিনী নারায়ণের ন্যায় তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন ॥ ৮॥ অব্যর্থধন্বা পুণ্ডরীক প্রজাগণের হিতানুষ্ঠানে নিরত ক্ষমাশীল "ক্ষেমধন্বা" নামক তনয়ের উপর রাজ্যভার প্রদান করিয়া শান্তিগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক তপশ্চরণার্থ বনগমন করিলেন ॥ ৯॥

অনীকিনীনাং সমরেঽগ্রযায়ী, তস্যাপি দেবপ্রতিমঃ সুতোঽভূৎ।
ব্যশ্রূয়তানীকপদাবসানং, দেবাদি নাম ত্রিদিবেঽপি যস্য ॥ ১০ ॥
পিতা সমারাধনতৎপরেণ. পুত্রেণ পুত্রী স যথৈব তেন।
পুত্রস্তথৈবাত্মজবৎসলেন, স তেন পিত্রা পিতৃমান্ বভূব ॥১১॥
পূর্ব্বস্তয়োরাত্মসমে চিরোঢ়ামাত্মোদ্ভবে বর্ণচতুষ্টয়স্য।
ধুরং নিধায়ৈকনিধিগু'ণানাং, জগান যজ্বা যজমানলোকম্ ॥ ১২ ॥
বশী সুতস্তস্য বশংবদত্বাৎ, স্বেষামিবাসীদ্দ্বিষতামপীষ্টঃ।
সকৃদ্বিবিগ্নানপি হি প্রযুক্তং, মাধুর্য্যমীষ্টে হরিণান্ গ্রহীতুম্ ॥ ১৩ ॥
অহীনগুর্নাম স গাং সমগ্রামহীনবাহুদ্রবিণঃ শশাস।
যো হীনসংসর্গপরাঙ্মুখত্বাদ্যুবাপ্যনর্থৈর্ব্যসনৈর্বিহীনঃ ॥ ১৪ ॥
গুরোঃ স চানন্তরমন্তরজ্ঞঃ, পুংসাং পুমানাদ্য ইহাবতীর্ণঃ।
উপক্রমৈরস্খলিতৈশ্চতুর্ভিশ্চতুর্দিগীশশ্চতুরো বভূব ॥ ১৫ ॥
তস্মিন্ প্রয়াতে পরলোকযাত্রাং, জেতর্য্যরীণাং তনয়ং তদীয়ম্।
উচ্চৈঃশিরস্ত্বাজ্জিতপারিযাত্রং, লক্ষ্মীঃ সিষেবে কিল পারিযাত্রম্ ॥ ১৬
তস্যাভবৎ সূনুরুদারশীলঃ, শিলঃ শিলাপট্টবিশালবক্ষাঃ।
জিতারিপক্ষোঽপি শিলীমুখৈর্যঃ, শালীনতামব্রজদীড্যমানঃ ॥ ১৭ ॥
তমাত্মসম্পন্নমনিন্দিতাত্মা, কৃত্বা যুবানং যুবরাজমেব।
সুখানি সোঽভুঙ্ক্ত সুখোপরোধি, বৃত্তং হি রাজ্ঞামুপরুদ্ধবৃত্তম্ ॥ ১৮
তং রাগবন্ধিম্ববিতৃপ্তমেব, ভোগেষু সৌভাগ্যবিশেষভোগ্যম্।
বিলাসিনীনামরতিক্ষমাপি, জরা বৃথা মৎসরিণী জহার ॥ ১৯ ॥
উন্নাভ ইত্যুদ্গতনামধেয়স্তস্যা যথার্থোন্নতনাভিরন্ধ্রঃ।
সুতোঽভবৎ পঙ্কজনাভকল্পঃ, কৃৎস্নস্য নাভিনৃ পমণ্ডলস্য ॥ ২০ ॥

ক্ষেমধন্বা নৃপতির, সংগ্রামে সেনাগণের অগ্রগামী দেবতুল্য এক পুত্র উৎপন্ন হইল ; তাঁহার "দেবানীক" এই অপর নাম স্বর্গেও বিশ্রুত হইয়াছিল ॥ ১০ ॥ যেমন ক্ষেমধন্বা পিতৃসেবা-নিরত পুত্র দেবানীককে লাভ করিয়া পরম সুখী হইয়াছিলেন, সেইরূপ পুত্রও পুত্রবৎসল পিতার স্নেহে পরমপ্রীত হইয়াছিলেন ॥১১॥ গুণনিধি যাগনিরত ক্ষেমধন্বা আত্মতুল্য আত্মজের উপর চিরধৃত লোকরক্ষার ভার সমর্পণ পূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিলেন ॥ ১২ ॥ দেবানীকের "অহীনগু" নামক জিতেন্দ্রিয় তনয় প্রিয়ংবদতা-গুণে স্বজনগণের ন্যায় শত্রুদিগেরও প্রিয় ছিলেন, যেহেতু, বাক্যপ্রয়োগে একবার উত্তেজিত হরিণ-গণশ বশীভূত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ অতিশয় ভুজবিক্রমশালা দেবানীকতনয় অহীনগু সমগ্র মেদিনীমণ্ডল শাসন করিয়াছিলেন ; তিনি যৌবনকালেও নীচসংসর্গে বিমুখ ছিলেন বলিয়া অনর্থকর পানদ্যূতাদি কামজ ও ক্রোধজ ব্যসনবিরহিত হইয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥ জনক দেবানীকের পর মানবগণের বিশেষজ্ঞ অতি কুশল অহীনগু, অবনীতলে চতুরংশে অবতীর্ণ আদিপুরুষ বিষ্ণুর ন্যায় অপ্রতিহত সামাদি চারিটী উপায় দ্বারা চতুর্দ্দিকের অধীশ্বর হইলেন ॥ ১৫ ॥ অরিবিজয়ী অহীনগু পরলোকে গমন করিলে, রাজলক্ষ্মী তাঁহার তনয় পারিযাত্রকে আশ্রয় করিলেন ॥১৬॥ পারিযাত্রের উদারস্বভাব এবং শিলাপট্টের ন্যায় বিশালবক্ষাঃ "শিল" নামে এক পুত্র জন্মিল। তিনি শরাঘাতে অরিপক্ষ পরাজয় করিতেন এবং কাহাকেও আপনার স্তব করিতে দেখিলে অতিশয় লজ্জিত হইতেন ॥১৭॥ অনিন্দিত পারিযাত্র, সদ্বুদ্ধি যুবা আত্মজ শিলকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং সুখভোগে নিরত হইলেন, যেহেতু, নরপতিগণ নানাবিধ কার্য্যভার হেতু কারারুদ্ধের ন্যায় একান্ত সুখভোগে বঞ্চিত হন ॥ ১৮ ॥ অনুরাগজনক ভোগসুখে অপরিতৃপ্ত, সৌন্দর্য্য হেতু কামিনীদিগের সম্যক্ উপভোগ্য নৃপতি শিলের প্রতি রমণীদিগের বিশেষ রতি দর্শনে বৃথা মৎসরবতী হইয়াই যেন অরতিসমর্থা জরা তাঁহাকে একেবারে বশীভূত করিল ॥ ১৯ ॥ শিলের খ্যাতনামা, সমস্ত নৃপমণ্ডলের

ততঃ পরং বজ্রধরপ্রভাবস্তদাত্মজঃ সংযতি বজ্রঘোষঃ।
বভূব বজ্রাকরভূষণায়াঃ, পতিঃ পৃথিব্যাঃ কিল বজ্রনাভঃ॥ ২১॥
তস্মিন্ গতে দ্যাং সুকৃতোপলব্ধাং, তৎসম্ভবং শঙ্খণমর্ণবান্তা।
উৎখাতশত্রুং বসুধোপতস্থে, রত্নোপহারৈরুদিতৈঃ খনিভ্যঃ॥ ২২॥
তস্যাবসানে হরিদশ্বধামা, পিত্র্যং প্রপেদে পদমশ্বিরূপঃ।
বেলাতটেষূষিতসৈনিকাশ্বং, পুরাবিদো যং ব্যুষিতাশ্বমাহুঃ॥ ২৩॥
আরাধ্য বিশ্বেশ্বরমীশ্বরেণ, তেন ক্ষিতের্বিশ্বসহো বিজজ্ঞে।
পাতুং সহো বিশ্বসখঃ সমগ্রাং, বিশ্বম্ভরামাত্মজমূর্ত্তিরাত্মা॥ ২৪॥
অংশে হিরণ্যাক্ষরিপোঃ স জাতে, হিরণ্যনাভে তনয়ে নয়জ্ঞঃ।
দ্বিষামসহ্যঃ সুতরাং তরূণাং, হিরণ্যরেতা ইব সানিলোঽভূৎ॥ ২৫॥
পিতা পিতৄণামনৃণস্তমন্তে, বয়স্যনন্তানি সুখানি লিপ্সুঃ।
রাজানমাজানুবিলম্বিবাহুং, কৃত্বা কৃতী বল্কলবান্ বভূব॥ ২৬॥
কৌশল্য ইত্যুত্তরকোশলানাং, পত্যুঃ পতঙ্গান্বয়ভূষণস্য।
তস্যৌরসঃসোমসুতঃ সুতোঽভূৎ, নেত্রোৎসবঃ সোম ইব দ্বিতীয়ঃ॥ ২৭॥
যশোভিরাব্রহ্মসভং প্রকাশঃ, স ব্রহ্মভূয়ং গতিমাজগাম।
ব্রহ্মিষ্ঠমাধায় নিজেঽধিকারে, ব্রহ্মিষ্ঠমেব স্বতনুপ্রসূতম্॥ ২৮॥
তস্মিন কুলাপীড়নিভে বিপীড়ং, সম্যগ্ মহীং শাসতি শাসনাঙ্কাম্।
প্রজাশ্চিরং সুপ্রজসি প্রজেশে, ননন্দুরানন্দজলাবিলাক্ষ্যঃ॥ ২৯॥
পাত্রীকৃতাত্মা গুরুসেবনেন, স্পষ্টাকৃতিঃ পত্ররথেন্দ্রকেতোঃ।
তং পুত্রিণাং পুষ্করপত্রনেত্রঃ, পুত্রঃ সমারোপয়দগ্রসঙ্খ্যাম॥ ৩০॥
বংশস্থিতিং বংশকরেণ তেন, সম্ভাব্য ভাবী স সখা মঘোনঃ।
উপস্পৃশন স্পর্শনিবৃত্তলৌল্যস্ত্রিপুষ্করেষু ত্রিদশত্বমাপ॥ ৩১॥

প্রধান, পদ্মনাভ তুল্য গম্ভীরনাভি, "উন্নাভ" নামে, এক তনয় উৎপন্ন হইল॥ ২০॥ তৎপরে সমরে বজ্রধরতেজা উন্নাভপুত্র "বজ্রনাভ" হীরককরভূষণা বসুধার অধিপতি হইলেন॥ ২১॥ বজ্রনাভ পুণ্যবলে স্বর্গগমন করিলে, সসাগরা ধরা তদীয় তনয় শত্রুনিহন্তা "শঙ্খণ" নৃপতিকে আকরোৎপন্ন রত্নোপহার দ্বারা সেবা করিতে লাগিলেন॥ ২২॥ তাঁহার লোকান্তর হইলে ভানুতেজা অশ্বিনীকুমার তুল্য সুন্দর তৎপুত্র পৈতৃক পদ প্রাপ্ত হইলেন; তিনি সমুদ্রতটে সেনা ও অশ্ব-সকল সন্নিবেশিত করিয়া লোকমধ্যে "ব্যুষিতাশ্ব" নামে খ্যাত হইলেন॥ ২৩॥ পৃথিবীপতি ব্যুষিতাশ্ব, বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করিয়া সমগ্র ধরা-শাসনে সমর্থ "বিশ্বসহ" নামে বিশ্ববন্ধু পুত্র উৎপাদন করিলেন॥২৪॥ বায়ুসখা হুতাশন যেমন তরুগণের অসহ্য হয়, সেইরূপ নীতিবিশারদ বিশ্বসহ, নারায়ণের অংশরূপী "হিরণ্যাভ" নামক পুত্র লাভ করিয়া অরাতিগণের একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিলেন॥ ২৫॥ পিতৃঋণমুক্ত কৃতকৃত্য প্রকৃতিপতি বিশ্বসহ, চরমাবস্থায় অনশ্বর সুখভোগের বাসনায় আজানুলম্বিতবাহু হিরণ্যনাভকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বল্কল ধারণ করিলেন॥ ২৬॥ সূর্য্যবংশতিলক অযোধ্যাপতি সোমপায়ী হিরণ্যনাভের ঔরসে নয়নানন্দপ্রদ দ্বিতীয় হিমাংশুর ন্যায় "কৌশল্য" নামে পুত্র জন্মিল॥ ২৭॥ ব্রহ্মসভা পর্য্যন্ত প্রথিতকীর্ত্তি কৌশল্য "ব্রহ্মিষ্ঠ" নামে ব্রহ্মনিষ্ঠ পুত্রকে প্রজারঞ্জনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পরব্রহ্মে লীন হইলেন॥ ২৮॥ কুলভূষণ পুত্রবান্ ব্রহ্মিষ্ঠ নৃপতি, শাসনাধীন অবনীমণ্ডল অবাধে সম্যক্‌রূপে শাসন করাতে, প্রজাগণ বহুকাল আনন্দাশ্রুনেত্রে প্রীতি লাভ করিয়াছিল॥ ২৯॥ গুরুসেবা দ্বারা পূতাত্মা নারায়ণাকৃতি পদ্মপলাশলোচন 'পুত্র' নামক তনয়, পিতা ব্রহ্মিষ্ঠকে পুত্রগণের প্রধান করিয়াছিলেন॥৩০॥ বিষয়বাসনায় বিমুখ সুররাজের ভাবী সখা ব্রহ্মিষ্ঠ, বংশধর পুত্র দ্বারা বংশমর্য্যাদা রক্ষিত হইবে ভাবিয়া ত্রিপুষ্কর তীর্থে স্নান

তস্য প্রভানির্জ্জিতপুষ্পরাগং, পৌষ্যাস্তিথৌ পুষ্যমসূত পত্নী।
তস্মিন্নপুষ্যন্নুদিতে সমগ্রাং, পুষ্টিং জনাঃ পুষ্য ইব দ্বিতীয়ে॥ ৩২॥
মহীং মহেচ্ছঃ পরিকীর্য্য সূনৌ, মনীষিণে জৈমিনয়েঽর্পিতাত্মা।
তস্মাৎ সযোগাদধিগম্য যোগং, অজন্মনেঽকল্পত জন্মভীরুঃ॥ ৩৩॥
ততঃ পরং তৎপ্রভবঃ প্রপেদে, ধ্রুবোপমেয়ো ধ্রুবসন্ধিরুর্ব্বীম।
যস্মিন্নভূজ্জ্যায়সি সত্যসন্ধে, সন্ধির্ধ্রুবঃ সন্নমতামরীণাম্॥ ৩৪॥
সুতে শিশাবেব সুদর্শনাখ্যে, দর্শাত্যয়েন্দুপ্রিয়দর্শনে সঃ।
মৃগায়তাক্ষো মৃগয়াবিহারী, সিংহাদবাপদ্বিপদং নৃসিংহঃ॥ ৩৫॥
স্বর্গামিনস্তস্য তমৈকমত্যাদমাত্যবর্গঃ কুলতন্তুমেকম্।
অনাথদীনাঃ প্রকৃতীরবেক্ষ্য, সাকেতনাথং বিধিবচ্চকার॥ ৩৬॥
নবেন্দুনা তন্নভসোপমেয়ং, শাবৈকসিংহেন চ কাননেন।
রঘোঃ কুলং কুট্মলপুষ্করেণ, তোয়েন চাপ্রৌঢ়নরেন্দ্রমাসীৎ॥ ৩৭॥
লোকেন ভাবী পিতুরেব তুল্যঃ, সম্ভাবিতো মৌলিপরিগ্রহাৎ সঃ।
দৃষ্টো হি বৃণ্বন্ কলভপ্রমাণোঽপ্যাশাঃ পুরোবাতমবাপ্য মেঘঃ॥ ৩৮॥
তং রাজবীথ্যামধিহস্তি যান্তমাধোরণালম্বিতমগ্র্যবেশম্।
ষড়্বর্ষদেশীয়মপি প্রভুত্বাৎ, প্রৈক্ষন্ত পৌরাঃ পিতৃগৌরবেণ॥ ৩৯॥
কামং ন সোঽকল্পত পৈতৃকস্য, সিংহাসনস্য প্রতিপূরণায়।
তেজোমহিম্না পুনরাবৃতাত্মা, তদ্ব্যাপ চামীকরপিঞ্জরেণ॥ ৪০॥
তস্মাদধঃ কিঞ্চিদিবাবতীর্ণাবসংস্পৃশন্তৌ তপনীয়পীঠম্।
সালক্তকৌ ভূপতয়ঃ প্রসিদ্ধৈর্ববন্দিরে মৌলিভিরস্য পাদৌ॥ ৪১॥

করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইলেন॥ ৩১॥ পুত্র নৃপতির পত্নী পূর্ণিমাতিথিতে, পুষ্পরাগমণি অপেক্ষাও অধিক দীপ্তিমান্ "পুষ্য" নামক পুত্র প্রসব করিলেন, তিনি দ্বিতীয় পুষ্যনক্ষত্রের ন্যায় উদিত হইলে প্রজাবর্গ বিশেষ উন্নতিলাভ করিল॥ ৩২॥ মহারাজ পুত্র পুনর্জন্মে ভীত হইয়া, পুত্রহস্তে পৃথিবী সমর্পণ পূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ জৈমিনির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং পরমযোগী তাঁহার নিকটেই যোগাভ্যাস করিলেন॥ ৩৩॥ অনন্তর ধর্ম্মাত্মা পুষ্য-পুত্র "ধ্রুবসন্ধি" বসুধার অধিপতি হইলেন; সত্যপ্রতিজ্ঞ সেই নৃপশ্রেষ্ঠের নিকট প্রণত শত্রুর সন্ধি কখনও ভগ্ন হয় নাই॥৩৪॥ প্রতিপচ্চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন তদীয় পুত্র 'সুদর্শন' শৈশবাবস্থাতেই মৃগায়ত-লোচন এবং পূর্ণচন্দ্র সদৃশ রূপবান্ ও সকলের প্রিয়দর্শন হইয়াছিলেন। তৎপরে নৃপতি ধ্রুবসন্ধি মৃগয়া করিতে যাইয়া সিংহকবলে পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন॥৩৫॥ মন্ত্রিগণ ঐক্যমতাবলম্বন পূর্ব্বক অনাথ ও দীন প্রজাগণের দুরবস্থা দেখিয়া পরলোকগত নৃপতির সেই কুলতন্তু শিশুপুত্রকে অযোধ্যার অধিপতি করিলেন॥ ৩৬॥ সেই বালক ভূপতিপালিত রঘুকুল, নবশশধর-শোভিত গগনের ন্যায়, একমাত্র সিংহশিশুসেবিত কাননের ন্যায় এবং কমলাকরশোভিত সলিলের ন্যায় মনোহর শোভা ধারণ করিল॥৩৭॥ কিরীটধারী বালক নৃপতি ক্রমশঃ পিতৃতুল্য প্রভাবশালী হইবেন, অযোধ্যানিবাসী তাবৎ লোকে এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিল; যেহেতু, দেখা যায় যে, করভপ্রমাণ মেঘখণ্ডও পুরোগামী সমীরণ-সংযোগে সমস্ত আকাশ আবৃত করিয়া ফেলে॥ ৩৮॥ যখন তিনি সমুজ্জ্বল রাজবেশ ধারণ করিয়া মাতঙ্গপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক রাজমার্গে ভ্রমণ করিতেন, তখন হস্তিপালকগণ তাঁহাকে ধরিয়া থাকিত এবং প্রজাবর্গ,ষষ্ঠবর্ষীয় হইলেও প্রভুত্বহেতু তাঁহাকে পিতার ন্যায় সম্মান সহকারে দর্শন করিত॥৩৯॥ তিনি উপবেশন করিয়া পৈতৃক সিংহাসন সম্যক্রূপে আচ্ছাদিত করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু সুবর্ণপ্রভ তেজঃপুঞ্জদ্বারা বিসারিত-দেহ হওয়াতেই উহা ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন॥৪০॥ রাজগণ, অধঃপ্রদেশে ঈষৎলম্বিত স্বর্ণপাদপীঠস্পর্শে অক্ষম অলক্তক-রঞ্জিত তদীয় চরণ-যুগল আপনাদিগের উন্নত

মণৌ মহানীল ইতি প্রভাবাদল্পপ্রমাণেঽপি যথা ন মিথ্যা।
শব্দো মহারাজ ইতি প্রতীতস্তথৈব তস্মিন্ যুযুজেঽর্ভকেঽপি ॥ ৪২ ॥
পর্য্যন্তসঞ্চারিতচামরস্য, কপোললোলোভয়কাকপক্ষাৎ।
তস্যাননাদুচ্চারিতো বিবাদশ্চস্খাল বেলাস্বপি নার্ণবানাম্ ॥ ৪৩ ॥
নির্ভুজাম্বুনদপট্টশোভে, ন্যস্তং ললাটে তিলকং দধানঃ।
তেনৈব শূন্যান্যরিসুন্দরীণাং, মুখানি স স্মেরমুখশ্চকার ॥ ৪৪ ॥
শিরীষপুষ্পাধিকসৌকুমার্য্যঃ, খেদং স যায়াদপি ভূষণেন।
নিতান্তগুর্ব্বীমপি সোঽনুভাবাদ্ধুরং ধরিত্র্যা বিভরাম্বভূব ॥ ৪৫ ॥
ন্যস্তাক্ষরামক্ষরভূমিকায়াং, কার্ৎস্ন্যেন গৃহ্ণাতি লিপিং ন যাবৎ।
সর্ব্বাণি তাবচ্ছ্রুতবৃদ্ধযোগাৎ, ফলান্যুপায়ুঙ্ক্ত স দণ্ডনীতেঃ ॥ ৪৬ ॥
উরস্যপর্য্যাপ্তনিবেশভাগা, প্রৌঢ়ীভবিষ্যন্তমুদীক্ষ্যমাণা।
সঞ্জাতলজ্জেব তমাতপত্রচ্ছায়াচ্ছলেনোপজুগূহ লক্ষ্মীঃ ॥ ৪৭ ॥
অনশ্নুবানেন যুগোপমানমবদ্ধমৌর্ব্বীকিণলাঞ্ছনেন।
অস্পৃষ্টখড়্গাৎসরুণাপি চাসীদ্রক্ষাবতী তস্য ভুজেন ভূমিঃ ॥ ৪৮ ॥
ন কেবলং গচ্ছতি তস্য কালে, যযুঃ শরীরাবয়বা বিবৃদ্ধিম্।
বংশ্যা গুণাঃ খল্বপি লোককান্তাঃ, প্রারম্ভসূক্ষ্মাঃ প্রথিমানমাপুঃ ॥ ৪৯ ॥
স পূর্ব্বজন্মান্তরদৃষ্টপারাঃ, স্মরন্নিবাক্লেশকরো গুরূণাম্।
তিস্রস্ত্রিবর্গাধিগমস্য মূলং, জগ্রাহ বিদ্যাঃ প্রকৃতীশ্চ পিত্র্যাঃ ॥ ৫০ ॥
ব্যূহ্য স্থিতঃ কিঞ্চিদিবোত্তরার্দ্ধমুন্নদ্ধচূড়োঽঞ্চিতসব্যজানুঃ।
আকর্ণমাকৃষ্টসবাণধন্বা, ব্যরোচতাস্ত্রেষু বিনীয়মানঃ ॥ ৫১ ॥
অথ মধুবনিতানাং নেত্রনির্বেশনীয়ং, মনসিজতরুপুষ্পং রাগবন্ধপ্রবালম্।
অকৃতকবিধি সর্ব্বাঙ্গীনমাকল্পজাতং, বিলসিতপদমাদ্যং যৌবনং স প্রপেদে ॥ ৫২ ॥

মুকুট অবনত করিয়া বন্দনা করিতেন ॥ ৪১ ॥ স্বল্পপ্রমাণ ইন্দ্রনীলমণিতে মহানীল শব্দ নির্দ্দেশ যেমন অসম্ভব হয় না, তদ্রূপ সেই শিশু নৃপতির প্রতি প্রসিদ্ধ মহারাজ শব্দ প্রযুক্ত হইলেও সার্থক হইত ॥৪২॥ পার্শ্ব-সঞ্চালিত চামরসমীরণ শিশুরাজের কপোলসংসর্পি চপল কাকপক্ষে সুশোভিত আননের আজ্ঞা সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত অস্খলিত ছিল ॥ ৪৩ ॥ সাম্মিতমুখ নৃপতি কনক-পট্টশোভিত ললাটতলে বিন্যস্ত রাজতিলক ধারণ করিয়া অরিসুন্দরীগণের আনন তিলকবিহীন করিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥ শিরীষপুষ্প হইতেও অধিক সুকুমার নরপতি ভূষণধারণেও ক্লেশ অনুভব করিতেন, কিন্তু প্রভাব হেতু নিতান্ত গুরুতর ভূভার-বহনে কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব করিতেন না ॥ ৪৫ ॥ তিনি সমস্ত রাজকার্য্য অভ্যাস করিবার পূর্ব্বেই জ্ঞানবান্ বৃদ্ধ অমাত্যবর্গের সাহায্যে দণ্ডনীতি সমগ্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥ রাজলক্ষ্মী সুদর্শনের অপ্রশস্ত বক্ষঃস্থলে বসতির অবকাশ না দেখিয়া তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থার অপেক্ষায় থাকিয়া এক্ষণে লজ্জা হেতুই যেন আতপত্রচ্ছায়াচ্ছলে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৪৭ ॥ তাঁহার বাহুদ্বয় অদ্যাপি জ্যাঘাত-চিহ্নিত হয় নাই এবং খড়্গও মুষ্টি স্পর্শ করে নাই বা যুগপরিমাণতা প্রাপ্ত হয় নাই, তথাপি সেই ভুজেই ধরাতল রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥ কালবশে তাঁহার দোহাবয়বই যে কেবল বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এমন নহে, জনমনোহর বংশোচিত ঔদার্য্য ও শৌর্য্যাদি যে সকল গুণ তাঁহার দেহে অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত ছিল, তাহারাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইল ॥ ৪৯ ॥ গুরুজনের প্রিয় সুদর্শন জন্মান্তরে অখিল বিদ্যার পারদর্শী হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সমস্ত স্মরণ করিয়াই যেন তিনি ত্রিবর্গলাভের নিদান বিদ্যাপ্রিয় ও পৈতৃক প্রকৃতিসমূহ একবারে অধিকার করিলেন ॥৫০॥ তিনি অস্ত্রশিক্ষা ও অধ্যয়নকালে ঊর্দ্ধে কেশবন্ধন, দেহের পূর্ব্বভাগ বিস্তৃত ও বামজানু কুঞ্চিত করিয়া শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক শোভা ধারণ করিতেন ॥ ৫১ ॥ অনন্তর তিনি বিলাসিনীগণের লোচনাভিরাম-মধু-স্বরূপ-অনুরাগ বন্ধনরূপ-প্রবাল-বিশিষ্ট-মনোভবতরুর কুসুমস্বরূপ, স্বভাবজাত সর্ব্বাঙ্গব্যাপী আভরণ-

প্রতিকৃতিরচনাভ্যো দূতিসন্দর্শিতাভ্যঃ, সমধিকতররূপাঃ শুদ্ধসন্তানকামৈঃ।
অধিবিবিদুরমাত্যৈরাহৃতা তস্য যূনঃ, প্রথমপরিগৃহীতে শ্রীভুবো রাজকন্যাঃ ॥৫৩॥

ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ বংশানুক্রমো নাম অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশঃ সর্গঃ

অগ্নিবর্ণমভিষিচ্য রাঘবঃ, স্বে পদে তনয়মগ্নিতেজসম্।
শিশ্রিয়ে শ্রুতবতামপশ্চিমঃ, পশ্চিমে বয়সি নৈমিষং বশী ॥ ১ ॥
তত্র তীর্থসলিলেন দীর্ঘিকাস্তল্পমন্তরিতভূমিভিঃ কুশৈঃ।
সৌধবাসমুটজেন বিস্মৃতঃ, সঞ্চিকায় ফলনিঃস্পৃহস্তপঃ ॥ ২ ॥
লব্ধপালনবিধৌ ন তৎসুতঃ, খেদমাপ গুরুণা হি মেদিনী।
ভোক্তুমেব ভুজনির্জ্জিতদ্বিষা, ন প্রসাধয়িতুমস্য কল্পিতা ॥ ৩ ॥
সোঽধিকারমভিকঃ কুলোচিতং, কাশ্চন স্বয়মবর্ত্তয়ৎ সমাঃ।
সন্নিবেশ্য সচিবেষ্বতঃ পরং, স্ত্রীবিধেয়নবযৌবনোঽভবৎ ॥ ৪ ॥
কামিনীসহচরস্য কামিনস্তস্য বেশ্মসু মৃদঙ্গনাদিষু।
ঋদ্ধিমন্তমধিকর্দ্ধিরুত্তরঃ, পূর্ব্বমুৎসবমপোহদুৎসবঃ ॥ ৫ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থপরিশূন্যমক্ষমঃ, সোঢ়ুমেকমপি স ক্ষণান্তরম্।
অন্তরেব বিহরন্ দিবানিশং, ন ব্যপৈক্ষত সমুৎসুকাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥
গৌরবাদ্‌যদপি জাতু মন্ত্রিণাং, দর্শনং প্রকৃতিকাঙ্ক্ষিতং দদৌ।
তদ্‌গবাক্ষবিবরাবলম্বিনা, কেবলেন চরণেন কল্পিতম্ ॥ ৭ ॥

সমূহস্বরূপ, একমাত্র বিলাসস্থান যৌবন লাভ করিলেন ॥ ৫২ ॥ অমাত্যসকল সৎপুত্রকামনায় দূতিসন্দর্শিত রমণীচিত্র হইতেও অধিকতর সুন্দরী রাজকন্যা আনয়ন করিল ; সেই অভিনব-যৌবনসম্পন্না রাজপুত্রী রাজকুমারের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া প্রথম-পরিগৃহীত রাজলক্ষ্মী বসুন্ধরার সপত্নীভাব অবলম্বন করিলেন ॥ ৫৩ ॥

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

শাস্ত্রবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য জিতেন্দ্রিয় রাজা সুদর্শন চরম-বয়সে অগ্নিতুল্যতেজঃশালী স্বীয় পুত্র অগ্নিবর্ণকে স্বকীয় রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া নৈমিষারণ্য আশ্রয় করিলেন ॥১॥ তথায় তীর্থবারিদ্বারা গৃহদীর্ঘিকা, কুশাসন দ্বারা শয্যা এবং পর্ণশালা দ্বারা প্রাসাদ ভুলিয়া গিয়া নিষ্কাম তপঃসঞ্চয় করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ তৎপরে অগ্নিবর্ণ রাজ্যপালনে কোন কষ্ট অনুভব করেন নাই, কারণ, তাঁহার পিতা নিজ ভুজবলে বিপক্ষগণকে নির্ম্মূল করিয়া অবনীকে কেবল তাঁহার উপভোগার্থই সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, তখন কোন বৈরিকণ্টক বিমোচন করিতে হইবে, এরূপ কিছুই রাখিয়া যান নাই ॥৩॥ কামুক অগ্নিবর্ণ কতিপয় বৎসর স্বয়ং কুলোচিত প্রজাপালনকার্য্য সম্পাদন করিয়া সচিবগণের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক নিতান্ত নারীপরায়ণ হইয়া উঠিলেন ॥ ৪ ॥ সততই কামিনীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই কামুকের মৃদঙ্গনাদ-প্রতিধ্বনিত ভবনে উত্তরোত্তর সমধিক সমৃদ্ধিসম্পন্ন উৎসবসমূহে, পূর্ব্ব-পুরুষগণের অতি সমৃদ্ধ উৎসব-সকলকেও আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন ॥৫॥ অগ্নিবর্ণ ইন্দ্রিয়ার্থ-বিরহিত হইয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারিতেন না, দিবারাত্র অন্তঃপুরেই বিহার করিতেন, দর্শনোৎসুক প্রজাবর্গের কথা একবারও মনে করিতেন না ॥৬॥ যদি কখনও মাননীয় মন্ত্রিগণের অনুরোধে প্রজাদিগকে দর্শন দিতেন,

তং কৃতপ্রণতয়োঽনুজীবিনঃ, কোমলাত্মনখরাগরঞ্জিতম্।
ভেজিরে নবদিবাকরাতপস্পৃষ্টপঙ্কজতুলাধিরোহণম্ ॥ ৮ ॥
যৌবনোন্নতবিলাসিনীস্তনক্ষোভলোলকমলাশ্চ দীর্ঘিকাঃ।
গূঢ়মোহনগৃহাস্তদম্বুভিঃ, স ব্যগাহত বিগাঢ়মন্মথঃ ॥ ৯ ॥
তত্র সেকহৃতলোচনাঞ্জনৈর্ধৌতরাগপরিপাটলাধরৈঃ।
অঙ্গনাস্তমধিকং ব্যলোভয়ন্নর্পিতপ্রকৃতকান্তিভির্মুখৈঃ ॥ ১০ ॥
ঘ্রাণকান্তমধুগন্ধকর্ষিণীঃ, পানভূমিরচনাঃ প্রিয়াসখঃ।
অভ্যপদ্যত স বাসিতাসখঃ, পুষ্পিতাঃ কমলিনীরিব দ্বিপঃ ॥ ১১ ॥
সাতিরেকমদকারণং রহস্তেন দত্তমভিলেষুরঙ্গনাঃ।
তাভিরপ্যুপহৃতং মুখাসবং, সোঽপিবদ্বকুলতুল্যদোহদঃ ॥ ১২ ॥
অঙ্কমঙ্কপরিবর্ত্তনোচিতে, তস্য নিন্যতুরশূন্যতামুভে।
বল্লকী স হৃদয়ঙ্গমস্বনা, বল্গুবাগপি চ বামলোচনা ॥ ১৩ ॥
স স্বয়ং প্রহতপুষ্করঃ কৃতী, লোলমাল্যবলয়ো হরন্মনঃ।
নর্ত্তকীরভিনয়াতিলঙ্ঘিনীঃ, পার্শ্ববর্ত্তিষু গুরুষ্বলজ্জয়ৎ ॥ ১৪ ॥
চারু নৃত্যবিগমে চ তন্মুখং, স্বেদভিন্নতিলকং পরিশ্রমাৎ।
প্রেমদত্তবদনানিলঃ পিবন্, অত্যজীবদমরালকেশ্বরৌ ॥ ১৫ ॥
তস্য সাবরণদৃষ্টসন্ধয়ঃ, কাম্যবস্তুষু নবেষু সঙ্গিনঃ।
বল্লভাভিরুপসৃত্য চক্রিরে, সামিভুক্তবিষয়াঃ সমাগমাঃ ॥ ১৬ ॥
অঙ্গুলীকিসলয়াগ্রতর্জ্জনং, ভ্রূবিভঙ্গকুটিলঞ্চ বীক্ষিতম্।
মেখলাভিরসকৃচ্চ বন্ধনং, বঞ্চয়ন্ প্রণয়িনীরবাপ সঃ ॥ ১৭ ॥

াহাও গবাক্ষবিবরালম্বী কেবল চরণ দ্বারাই সম্পন্ন হইত ॥ ৭ ॥ অনুজীবী-সকল নবতাপ-সংস্পৃষ্ট সরো-ন্ধর ন্যায় কোমল নখরাগরঞ্জিত তদীয় চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক ভজনা করিত ॥৮॥ উদ্ধতমন্মথ অগ্নিবর্ণ খন দীর্ঘিকাসলিলে বিহার করিতেন, তখন যুবতী বিলাসিনীগণের উন্নত পয়োধর-সংক্ষোভে দীর্ঘিকা-মল সকল সঞ্চালিত হইত। ঐ সকল দীর্ঘিকার জলমধ্যে গূঢ়স্থানে বিহারভবন নির্ম্মিত ছিল, তথায় াহার বিহার-ক্রীড়া সম্পন্ন হইত ॥ ৯ ॥ জলবিহারসময়ে জলসেচন হেতু অঙ্গনাদিগের নয়নাঞ্জন ালিত এবং অধররাগ ধৌত হওয়াতে উহা পাটলবর্ণ ধারণ করিত, সুতরাং তখন তাহাদিগের বদন-গুলের প্রকৃত শোভা বিনির্গত হইত; তাহাতে নরপতি অধিকতর প্রলোভিত হইতেন ॥ ১০ ॥ গজ-াজ করিণীসহায় হইয়া যেমন বিকসিত নলিনী উপভোগ করে, সেইরূপ রাজা অগ্নিবর্ণ প্রিয়তমা-ণের সহিত ঘ্রাণতৃপ্তিকর মধুগন্ধে বাসিত পানভূমিতে মদ্যপান করিতেন ॥ ১১ ॥ কামিনীগণ মদাতি-য্যের নিদানভূত তাঁহার মুখাসব নির্জ্জনে বাসনা করিত, তিনিও বকুলতুল্যস্পৃহা-হেতু তাহাদিগের ন-মদিরা পান করিতেন ॥ ১২ ॥ মধুরনিনাদিনী বীণা এবং মধুরভাষিণী রমণী এই দুইটী তাঁহার ৎসঙ্গদেশে নিরন্তর বিরাজমান থাকিত, কখনও উহা শূন্য থাকিতে দিতেন না ॥ ১৩ ॥ কলাবিদ্যায় শল নৃপতি অগ্নিবর্ণ স্বয়ং বাদ্যবাদনসময়ে দোলিত ও চঞ্চলবলয় হইয়া নর্ত্তকীগণের মনোহরণ করি-তন, সুতরাং তাহারা অভিনব নিয়ম হইতে স্খলিত হওয়ায় পার্শ্ববর্ত্তী নাট্যাচার্য্যগণের সমক্ষে অধিকতর জ্জিত হইত ॥ ১৪ ॥ নৃত্যাবসানে তিনি নর্ত্তকীদিগের শ্রমবারিদ্বারা বিলুপ্ততিলক সুচারুবদনে প্রেম-শে স্বীয় মুখসমীরণ প্রদান করিতে করিতে তাহা চুম্বন করিতেন, তখন আপনাকে অমরাবতী লকাপুরীর অধীশ্বর অপেক্ষাও অধিকতর প্রভাবশালী মনে করিতেন ॥ ১৫ ॥ স্বয়ং উপযাচক হইয়া তন নূতন উপভোগ্য বস্তুতে আসক্ত নৃপতির সমাগমে প্রেয়সীগণ উপভোগ্য বিষয় অর্দ্ধপ্রদর্শিত অর্দ্ধসংবৃত করিয়া রাখিত ॥ ১৬ ॥ ভূপতি প্রণয়িনীগণকে ছলনা করিয়া তাহাদিগের নিকট ঙ্গুলিকিশলয়াগ্রের তর্জ্জন, ভ্রূকুটিল নিরীক্ষণ এবং বহুবার মেখলানিগড়ের বন্ধন প্রাপ্ত হইতেন ॥ ১৭ ॥

তেন দূতিবিদিতং নিষেদুষা, পৃষ্ঠতঃ সুরতবাররাত্রিষু।
শুশ্রুবে প্রিয়জনস্য কাতরং, বিপ্রলম্ভপরিশঙ্কিনো বচঃ ॥ ১৮ ॥
লৌল্যমেত্য গৃহিণীপরিগ্রহান্নর্ত্তকীষ্বসুলভাসু তদ্বপুঃ।
বর্ত্ততে স্ম স কথঞ্চিদালিখন্নঙ্গুলীক্ষরণসন্নবর্ত্তিকঃ ॥ ১৯ ॥
প্রেমগর্ব্বিতবিপক্ষমৎসরাদায়তাচ্চ মদনান্মহীক্ষিতম্।
নিন্যুরুৎসববিধিচ্ছলেন তং, দেব্য উজ্‌ঝিতরুষঃ কৃতার্থতাম্ ॥ ২০ ॥
প্রাতরেত্য পরিভোগশোভিনা, দর্শনেন কৃতখণ্ডনব্যথাঃ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণয়িনীঃ প্রসাদয়ন্, সোঽদুনোৎ প্রণয়মন্থরঃ পুনঃ ॥ ২১ ॥
স্বপ্নকীর্ত্তিতবিপক্ষমঙ্গনাঃ, প্রত্যভৈৎসুরবদন্ত্য এব তম্।
প্রচ্ছদান্তগলিতাশ্রুবিন্দুভিঃ, ক্রোধভিন্নবলয়ৈর্বিবর্ত্তনৈঃ ॥ ২২ ॥
ক্লৃপ্তপুষ্পশয়নান্ লতাগৃহান্, এত্য দূতীকৃতমার্গদর্শনঃ।
অন্বভূৎ পরিজনাঙ্গনারতং, সোঽবরোধভয়বেপথূত্তরম্ ॥ ২৩ ॥
নাম বল্লভজনস্য তে ময়া, প্রাপ্য ভাগ্যমপি তস্য কাঙ্ক্ষ্যতে।
লোলুপং নন্বু মনো মমেতি তং, গোত্রবিস্খলিতমূচুরঙ্গনাঃ ॥ ২৪ ॥
চূর্ণবভ্রু লুলিতস্রগাকুলং, ছিন্নমেখলমলক্তকাঙ্কিতম্।
উত্থিতস্য শয়নং বিলাসিনস্তস্য বিভ্রমরতান্যপাবৃণোৎ ॥ ২৫ ॥
স স্বয়ং চরণরাগমাদধে, যোষিতাং ন চ তথা সমাহিতঃ।
লোভ্যমাননয়নঃ শ্লথাং শুকৈর্মেখলাগুণপদৈর্নিতম্বিভিঃ ॥ ২৬ ॥
চুম্বনে বিপরিবর্ত্তিতাধরং, হস্তরোধি রশনাবিঘট্টনে।
বিঘ্নিতেচ্ছমপি তস্য সর্ব্বতো, মন্মথেন্ধনমভূদ্বধূরতম্ ॥ ২৭ ॥

তিনি পর্য্যায়াগত সুরতযামিনীতে কোন প্রিয়ার পশ্চাদ্‌ভাগে দূতীর জ্ঞাতসারে দণ্ডায়মান থাকিয়া বিরহশঙ্কিনী প্রেয়সীর কাতরবাক্য শ্রবণ করিতেন ॥ ১৮॥ গৃহিণীগণের সম্মুখে নর্ত্তকীদিগের উপর ঔৎসুক্য জন্মিলে তিনি স্বেদাপ্লুত অঙ্গুলি হইতে স্খলিত-বর্ত্তিক হস্তদ্বারা তাহাদিগের দেহ চিত্রিত করিয়া অতিকষ্টে ধৈর্য্যধারণ করিতেন ॥ ১৯ ॥ মহিষীগণ নৃপপ্রেমগর্ব্বিত কামিনীদিগের মৎসর-ভাবাপন্ন ও মন্মথজ্বালায় উন্মত্ত হইয়া রোষপরিহার পূর্ব্বক মদন-মহোৎসবচ্ছলে মহারাজকে আনাইয়া আপনাদিগের মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া লইতেন ॥ ২০ ॥ অগ্নিবর্ণ প্রভাতে আগমন করিলে, অপর রমণীর উপভোগ-চিহ্ন দেখিয়া প্রণয়িনীগণ অভিমানিনী হইতেন, তখন তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিতেন; কিন্তু প্রণয়শৈথিল্য দেখাইয়া পুনর্ব্বার পরিতাপ করিতেন ॥ ২১ ॥ নরপতি কদাচিৎ স্বপ্নবশে সপত্নীর নাম উচ্চারণ করিলে, তদীয় অঙ্গনাগণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়াই শয্যার আস্তরণে বিবর্ত্তন, অশ্রুবিন্দু বিগলন এবং হস্তবলয়ভঙ্গ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা রোষপ্রকাশ করিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিত ॥ ২২ ॥ তিনি পথপ্রদর্শিনী দূতীর সঙ্গে কুসুমশয্যাশোভিত লতাগৃহে আসিয়া প্রণয়িনীগণের ভয়ে কম্পমান-কলেবরে দাসীগণের রতি উপভোগ করিতেন ॥ ২৩ ॥ রাজার মুখ হইতে যদি কখনও কোন প্রেয়সীর নাম বাহির হইত, তখন তাঁহার অঙ্গনাগণ তাঁহাকে এইমাত্র বলিত, "কামুক! আমি তোমার প্রিয়তমার নাম পাইলাম, এখন তাঁহার সৌভাগ্যও পাইবার বাসনা করি, এই নিমিত্ত আমার মন একান্ত লোলুপ হইয়াছে ॥ ২৪ ॥" বিলাসবান্ অগ্নিবর্ণ শয্যা হইতে উত্থিত হইলে সেই শয্যা দেখিয়া তাঁহার বিবিধ রতিলীলা প্রতীয়মান হইত, কোন স্থানে কুঙ্কুমাদিচূর্ণে পিঙ্গলবর্ণ, কোন স্থান অলিকুলে আকুল, কোন স্থানে ছিন্ন মেখলা পতিত এবং কোন স্থান বা অলক্তক-রাগে রঞ্জিত ॥২৫॥ তিনি স্বহস্তে রমণীগণের চরণ লাক্ষারসে রঞ্জিত করিতেন; কিন্তু তাঁহাদিগের স্খলিতবসন, নিতম্ব ও জঘনদেশে যখন তদীয় লোচনদ্বয় আকৃষ্ট হইত, তখন আর মনোযোগী হইয়া প্রসাধন করিতে পারিতেন না ॥ ২৬ ॥ নববধূগণ চুম্বনদানে অধর বিবর্ত্তিত এবং রসনাকর্ষণে হস্তরোধ করিয়া অভিলা

দর্পণেষু পরিভোগদর্শিনীঃ, নর্ম্মপূর্ব্বমনুপৃষ্ঠসংস্থিতঃ।
ছায়য়া স্মিতমনোজ্ঞয়া বধূর্হ্রীনিমিলিতমুখীশ্চকার সঃ॥ ২৮॥
কণ্ঠসক্তমৃদুবাহুবন্ধনং, ন্যস্তপাদতলমগ্রপাদয়োঃ।
প্রার্থয়ন্ত শয়নোত্থিতং প্রিয়াঃ, তং নিশাত্যয়বিসর্গচুম্বনম্॥ ২৯॥
প্রেক্ষ্য দর্পণতলস্থমাত্মনো, রাজবেশমতিশক্রশোভিনম্।
পিপ্রিয়ে ন স তথা যথা যুবা, ব্যক্তলক্ষ্মপরিভোগমণ্ডনম্॥ ৩০
মিত্রকৃত্যমপদিশ্য পার্শ্বতঃ, প্রস্থিতং তমনবস্থিতং প্রিয়াঃ।
বিদ্ম হে শঠ! পলায়নচ্ছলান্যঞ্জসেতি রুরুধুঃ কচগ্রহৈঃ॥ ৩১॥
তস্য নির্দয়রতিশ্রমালসাঃ, কণ্ঠসূত্রমপদিশ্য যোষিতঃ।
অধ্যশেরত বৃহদ্ভুজান্তরং, পীবরস্তনবিলুপ্তচন্দনম্॥ ৩২॥
সঙ্গমায় নিশি গূঢ়চারিণং, চারদূতিকথিতং পুরোগতাঃ।
বঞ্চয়িষ্যসি কুতস্তমোবৃতঃ, কামুকেতি চকৃষুস্তমঙ্গনাঃ॥ ৩৩॥
যোষিতামুড়ুপতেরিবার্চ্চিষাং, স্পর্শনির্বৃতিমসাববাপ্নুবন্।
আরুরোহ কুমুদাকরোপমাং, রাত্রিজাগরপরো দিবাশয়ঃ॥ ৩৪॥
বেণুনা দশনপীড়িতাধরা, বীণয়া নখপদাঙ্কিতোরবঃ।
শিল্পকার্য্য উভয়েন বেজিতাস্তং বিজিহ্মনয়না ব্যলোভয়ন্॥ ৩৫॥
অঙ্গসত্ত্ববচনাশ্রয়ং মিথঃ, স্ত্রীষু নৃত্যমুপধায় দর্শয়ন্।
স প্রয়োগনিপুণৈঃ প্রযোক্তৃভিঃ, সঞ্জঘর্ষ সহ মিত্রসন্নিধৌ॥ ৩৬॥
অংসলম্বি-কুটজার্জ্জুনস্রজস্তস্য নীপরজসাঙ্গরাগিণঃ।
প্রাবৃষি প্রমদবর্হিণেষ্বভূৎ, কৃত্রিমাদ্রিষু বিহারবিভ্রমঃ॥ ৩৭॥

পূরণের বিঘ্ন জন্মাইলেও নৃপতির সেই বধূ-সুরত মদনানলের ইন্ধন-স্বরূপ হইত॥ ২৭॥ আদর্শচ্ছলে উপভোগচিহ্ন-দর্শন-সময়ে রাজা পৃষ্ঠদেশে আসিয়া পরিহাস করিলে বধূগণ স্মিতমনোরম প্রতিবিম্বেই লজ্জাবনতমুখী হইত॥ ২৮॥ রজনীর অবসানে অবনীপতি যখন শয্যা পরিত্যাগ করিতেন, তখন কামিনীগণ তাঁহার কণ্ঠে নিজ কোমল বাহুলতা বন্ধন এবং চরণাগ্র দ্বারা পদতল রোধ করিয়া তাঁহার নিকট চুম্বন কামনা করিত॥ ২৯॥ যৌবনসম্পন্ন অগ্নিবর্ণ দর্পণতলে সুস্পষ্ট-লক্ষ্য পরিভোগচিহ্ন দর্শন করিয়া যেরূপ প্রীতিলাভ করিতেন, শক্রশোভাবিনিন্দিত স্বীয় রাজবেশ সন্দর্শন করিয়াও সেরূপ প্রীতিপ্রাপ্ত হইতেন না॥ ৩০॥ মিত্রকার্য্যচ্ছলে পার্শ্বদেশ হইতে অগ্নিবর্ণ প্রস্থানোদ্যত হইলে, প্রিয়তমাগণ "হে শঠ! তোমার পলায়নের ছল বুঝিতে পারিয়াছি" এই বলিয়া তাঁহার কেশগ্রহণ করিত॥ ৩১॥ নির্দ্দয় রতিশ্রম হেতু অবসন্নাঙ্গী অঙ্গনাগণ কণ্ঠসূত্রনামক আলিঙ্গনের ছলে পীবরস্তনাঘাতে লুপ্তচন্দন তদীয় বক্ষঃস্থলে শয়ন করিত॥ ৩২॥ অপর রমণীর সঙ্গমকামনায় রজনীতে গূঢ়ভাবে বিচরণ করিতেছেন, ইহা গূঢ়চারিণী দূতীর মুখে শুনিয়া তদীয় অঙ্গনাগণ তাঁহার সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক "হে কামুক! এই ঘোর অন্ধকার-রাত্রিতে কোথায় গিয়া রাত্রিযাপন করিবে?" এই বলিয়া তাঁহার গমন রোধ করিত॥ ৩৩॥ অগ্নিবর্ণ শশধরের কিরণতুল্য সুখকর অঙ্গনাগণের স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া যামিনীযোগে জাগরিত থাকিতেন এবং দিবাভাগে নিদ্রা যাইতেন; সুতরাং কুমুদাকরের প্রকৃতির অনুকরণ করিতেন॥ ৩৪॥ গায়িকাগণের অধর তদীয় দশনে বিক্ষত এবং উরুযুগল নখচিহ্নে অঙ্কিত; সুতরাং তাহারা বেণুবাদন বা বীণা স্থাপন উভয় বিষয়েই পীড়িত হইয়া তাঁহার প্রতি কুটিল দৃষ্টিপাত করিত, তাহাই আবার তাঁহার প্রলোভনবস্তু হইত॥ ৩৫॥ নির্জ্জনে নর্ত্তকীগণের নিকট স্বয়ং আঙ্গিক, সাত্ত্বিক ও বাচিক ত্রিবিধ নৃত্য দেখাইয়া বান্ধবগণ-সম্মুখে প্রয়োগকুশল নাট্যাচার্য্যদিগের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন॥ ৩৬॥ অগ্নিবর্ণ বর্ষাসমাগমে কুটজ ও অর্জ্জুন-কুসুমে অঙ্গবিভূষিত এবং কদম্ব-পরাগে অঙ্গরাগ সম্পাদন করিয়া মত্ত ময়ূরগণে পরিপূর্ণ কৃত্রিম শৈলে বিহার

বিগ্রহাচ্চ শয়নে পরাঙ্মুখীঃ, নানুনেতুমবলাঃ স তত্বরে।
আচকাঙ্ক্ষ ঘনশব্দবিক্লবাস্তা বিবৃত্য বিশতীর্ভুজান্তরম্॥ ৩৮॥
কার্ত্তিকীষু সবিতানহর্ম্ম্যভাক্, যামিনীষু ললিতাঙ্গনাসখঃ।
অন্বভুঙ্ক্ত সুরতশ্রমাপহাং, মেঘমুক্তবিশদাং স চন্দ্রিকাম্॥ ৩৯॥
সৈকতঞ্চ সরযূং বিবৃণ্বতীং, শ্রোণিবিম্বমিব হংসমেখলম্।
স্বপ্রিয়াবিলসিতানুকারিণীং, সৌধজালবিবরৈর্ব্যলোকয়ৎ॥ ৪০॥
মর্ম্মরৈরগুরুধূপগন্ধিভির্ব্যক্তহেমরশনৈস্তমেকতঃ।
জহ্রুরাগ্রথনমোক্ষলোলুপং, হৈমনৈর্নিবসনৈঃ সুমধ্যমাঃ॥ ৪১॥
অর্পিতস্তিমিতদীপদৃষ্টয়ো, গর্ভবেশ্মসু নিবাতকুক্ষিষু।
তস্য সর্ব্বসুরতান্তরক্ষমাঃ, সাক্ষিতাং শিশিররাত্রয়ো যযুঃ॥ ৪২॥
দক্ষিণেন পবনেন সম্ভৃতং, প্রেক্ষ্য চূতকুসুমং সপল্লবম্।
অন্বনৈষুরবধূতবিগ্রহাস্তং দুরুৎসহবিয়োগমঙ্গনাঃ॥ ৪৩॥
তাঃ স্বমঙ্কমধিরোপ্য দোলয়া, প্রেঙ্খয়ন্ পরিজনাপবিদ্ধয়া।
মুক্তরজ্জু নিবিড়ং ভয়চ্ছলাৎ, কণ্ঠবন্ধনমবাপ বাহুভিঃ॥ ৪৪॥
তং পয়োধরনিষিক্তচন্দনৈঃ, মৌক্তিকগ্রথিতচারুভূষণৈঃ।
গ্রীষ্মবেশবিধিভিঃ সিষেবিরে শ্রোণিলম্বিমণিমেখলৈঃ প্রিয়াঃ॥ ৪৫॥
যৎ স লগ্নসহকারমাসবং, রক্তপাটলসমাগমং পপৌ।
তেন তস্য মধুনির্গমাৎ কৃশশ্চিত্তযোনিরভবৎ পুনর্নবঃ॥ ৪৬॥
এবমিন্দ্রিয়সুখানি নির্ব্বিশন্, অন্যকার্য্যবিমুখঃ স পার্থিবঃ।
আত্মলক্ষণনিবেদিতানৃতূন্, অত্যবাহয়দনঙ্গবাহিতঃ॥ ৪৭॥
তং প্রমত্তমপি ন প্রভাবতঃ, শেকুরাক্রমিতুমন্যপার্থিবাঃ।
আময়স্তু রতিরাগসম্ভবো, দক্ষশাপ ইব চন্দ্রমক্ষিণোৎ॥ ৪৮॥

করিতেন॥ ৩৭॥ তিনি প্রণয়কলহহেতু শয়নে পরাঙ্মুখশায়িনী অঙ্গনাগণকে অনুনয় করিতে প্রয়াস পাইতেন না, কিন্তু তাহারা মেঘনাদে চকিত হইয়া ফিরিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিবে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিতেন।। ৩৮॥ মহীপতি শারদীয় যামিনীতে বিতানশোভিত হর্ম্ম্যতলে বাস করিয়া সুন্দরীগণের সহিত বিহার করিতেন এবং মুক্তাপ্রভ-চন্দ্রিকা সেবন করিয়া সুরতশ্রম অপনয়ন করিতেন॥ ৩৯॥ তিনি প্রাসাদবাতায়নের মধ্য দিয়া হংসমেখলাশোভিত নিতম্বতুল্য সৈকতবিশিষ্ট নিজপ্রিয়ার বিলাসানুকারিণী সরযূ নদী সন্দর্শন করিতেন॥ ৪০॥ সুমধ্যমা রমণীগণ অগুরুধূপগন্ধি হেমরসনাচ্ছাদনকারী শব্দায়মান হেমন্ত-বসন দ্বারা নিমীলিতলোচনে লোলুপ অগ্নিবর্ণকে আকর্ষণ করিত॥ ৪১॥ সর্ব্বপ্রকার সুরতকার্য্যের উপযোগী শিশিরকালীন রাত্রিসকল বায়ুশূন্য অন্তর্গৃহে দীপরূপ স্তিমিত দৃষ্টি অর্পণ পূর্ব্বক তদীয় রতিক্রিয়ার সাক্ষিস্বরূপ হইত॥ ৪২॥ অবলাগণ মলয়সমীরণ-জনিত চূতকিসলয় ও চূতপুষ্প-সকল দর্শন করিয়া বিরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিয়োগকাতর অগ্নিবর্ণকে আপনারাই অনুনয় করিত॥ ৪৩॥ তিনি অবলাদিগকে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া তাহাদিগকে দোলারজ্জু পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিয়া পরিজন দ্বারা দোলা সঞ্চালিত করিলে তাহারা ভয়চ্ছলে দোলা ছাড়িয়া দিয়া বাহুলতা দ্বারা তদীয় কণ্ঠ দৃঢ়রূপে ধারণ করিত॥ ৪৪॥ বিলাসিনীগণ পয়োধরে চন্দনলেপন, মুক্তাবহুল ভূষণ পরিধান, নিতম্বলম্বি মণিময় মেখলা পরিধান প্রভৃতি নিদাঘবেশ দ্বারা বিভূষিত হইয়া তাঁহার সেবা করিত॥ ৪৫॥ রক্তপাটল-কুসুমে সুশোভিত সহকারযুক্ত মদ্য পান করায় বসন্তাগমনে হীনবীর্য্য মন্মথ পুনর্ব্বার নবীকৃত হইত॥ ৪৬॥ এইরূপে অগ্নিবর্ণ অন্যান্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ ও মদনের প্রবর্ত্তনায় ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগে আসক্ত থাকিয়া স্বীয় অঙ্গে পরিধৃত চিহ্নে নিবেদিত ঋতু-সকল অতিবাহিত করিতেন॥ ৪৭॥ অরাতিগণ তাঁহাকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়াও তদীয় প্রবল-প্রভাব হেতু আক্রমণ করিতে সাহসী হয় নাই; কিন্তু দক্ষরাজের অভিশাপ যেরূপ ইন্দুকে আক্রমণ

দৃষ্টদোষমপি তন্ন সোঽত্যজৎ, সঙ্গবস্তু ভিষজামনাশ্রবঃ।
স্বাদুভিস্তু বিষয়ৈর্হৃতস্ততো, দুঃখমিন্দ্রিয়গণো নিবার্য্যতে ॥ ৪৯ ॥
তস্য পাণ্ডুবদনাল্পভূষণা, সাবলম্বগমনা মৃদুস্বনা।
রাজযক্ষ্মপরিহানিরাযযৌ, কামযানসমবস্থয়া তুল্যম্ ॥ ৫০ ॥
ব্যোম পশ্চিমকলাস্থিতেন্দু বা, পঙ্কশেষমিব ঘর্ম্মপল্বলম্।
রাজ্ঞি তৎকুলমভূৎ ক্ষয়াতুরে, বামনার্চ্চিরিব দীপভাজনম্ ॥ ৫১ ॥
বাঢ়মেষ দিবসেষু পার্থিবঃ, কর্ম্ম সাধয়তি পুত্রজন্মনে।
ইত্যদর্শিতরুজোঽস্য মন্ত্রিণঃ, শশ্বদূচুরঘশঙ্কিনীঃ প্রজাঃ ॥ ৫২ ॥
স ত্বনেকবনিতাসখোঽপি সন, পাবনীমনবলোক্য সন্ততিম্।
বৈদ্যযত্নপরিভাবিনং গদং, ন প্রদীপ ইব বায়ুমত্যগাৎ ॥ ৫৩ ॥
তং গৃহোপবনএব সঙ্গতাঃ, পশ্চিমক্রতুবিদা পুরোধসা।
রোগশান্তিমপদিশ্য মন্ত্রিণঃ, সম্ভৃতে শিখিনি গূঢ়মাদধুঃ ॥ ৫৪ ॥
তৈঃ কৃতপ্রকৃতিমুখ্যসংগ্রহৈরাশু তস্য সহধর্ম্মচারিণী।
সাধু দৃষ্টশুভগর্ভলক্ষণা, প্রত্যপদ্যত নরাধিপশ্রিয়ম্ ॥ ৫৫ ॥
তস্যাস্তথাবিধনরেন্দ্রবিপত্তিশোকাদুষ্ণৈর্বিলোচনজলৈঃ প্রথমাভিতপ্তঃ।
নির্ব্বাপিতঃ কনককুম্ভমুখোজ্ঝিতেন, বংশাভিষেকবিধিনা শিশিরেণ গর্ভঃ ॥ ৫৬ ॥
তং ভাবার্থং প্রসবসময়াকাঙ্ক্ষিণীনাং প্রজানামন্তর্গূঢ়ং ক্ষিতিরিব নভোবীজমুষ্টিং দধানা।
মৌলৈঃ সার্দ্ধং স্থবিরসচিবৈর্হেমসিংহাসনস্থা, রাজ্ঞী রাজ্যং বিধিবদশিষদ্ভর্ত্তুরব্যাহতাজ্ঞা ॥ ৫৭ ॥
ইতি শ্রীরঘুবংশে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ অগ্নিবর্ণশৃঙ্গারো নাম একোনবিংশঃ সর্গঃ ॥ ১৯ ॥
সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

করিয়াছিল, সেইরূপ রতিরাগ-জনিত ভীষণ রাজযক্ষ্মারোগ তাঁহাকে আক্রমণ করিল ॥ ৪৮ ॥ তিনি বৈদ্যগণের অবাধ্য হইয়া উঠিলেন এবং স্ত্রী ও সুরাসেবনাদি ব্যসনের দোষ দেখিয়াও তাহা ত্যাগ করিলেন না ॥ ৪৯ ॥ ইন্দ্রিয়গণ সুমধুর ভোগ্যবিষয় দ্বারা একবার আকৃষ্ট হইলে, তাহা হইতে নিবৃত্ত করা বড়ই কঠিন। তাঁহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইল, আভরণ পরিধান অল্প হইতে লাগিল, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইতে লাগিল এবং বিনাবলম্বনে গমন করিতে অক্ষম হইলেন। সুতরাং ক্ষয়রোগজনিত ক্ষীণতায় তাঁহার অবস্থা কামুকের সদৃশ হইয়া উঠিল ॥ ৫০ ॥ মহীপতি ক্ষয়াতুর হইলে রঘুবংশ চরমকলাস্থিত চন্দ্রযুক্ত নভস্তলের, পঙ্কাবশিষ্ট নিদাঘপল্বলের এবং অল্পশিখাবিশিষ্ট দীপভাজনের তুল্যতা লাভ করিল ॥ ৫১ ॥ তাঁহার অমাত্যগণ রাজার রোগবৃত্তান্ত গোপন করিয়া বিপৎশঙ্কিনী প্রজাপুঞ্জকে "রাজা এক্ষণে দিবাভাগে পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত জপাদি করিতেছেন" সর্ব্বদা এই কথাই বলিতেন ॥৫২॥ অগ্নিবর্ণ শত শত বনিতা থাকিতেও বংশপাবন পুত্রের মুখ দর্শন না করিয়া প্রদীপ যেমন বায়ুবেগ সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ তিনিও বৈদ্য-যত্নের অসাধ্য রোগের প্রতাপ অতিক্রম করিতে পারিলেন না ॥ ৫৩ ॥ মন্ত্রিগণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াবিৎ পুরোহিতের সহিত পরামর্শ করিয়া রোগশান্তির ছলে তাঁহাকে গৃহোপবনে আনয়নপূর্ব্বক সেই স্থানেই প্রজ্বলিত অগ্নিতে গূঢ়ভাবে নিক্ষেপ করিলেন ॥৫৪॥ পরে সত্বর প্রধান প্রধান পুররমণীগণকে আহ্বান করিয়া স্পষ্টদৃষ্ট গর্ভলক্ষণা তদীয় প্রধানা মহিষীকেই রাজলক্ষ্মী সমর্পণ করিলেন ॥ ৫৫ ॥ রাজমহিষীর গর্ভ তথাবিধ মহীপতির বিয়োগজনিত শোকে উষ্ণ নয়নসলিলে প্রথমতঃ অভিতপ্ত হইল, পরে সুবর্ণকুম্ভনিঃসৃত শীতল অভিষেক-সলিল দ্বারা নির্ব্বাপিত হইল ॥ ৫৬ ॥ ধরিত্রী যেমন শ্রাবণ মাসে উপ্ত বীজমুষ্টি গর্ভে ধারণ করেন, সেইরূপ রাজমহিষী প্রসবকালাকাঙ্ক্ষী প্রজাগণের মঙ্গলার্থ গর্ভ ধারণ করিয়া, স্বর্ণখচিত রাজসিংহাসনে আরোহণপূর্ব্বক কুলক্রমাগত প্রাচীন মন্ত্রিগণের সহিত অব্যাহতরূপে যথাবিধি স্বামীর রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

উনবিংশ সর্গ সমাপ্তঃ।

কুমারসম্ভবম্

মূল ও অনুবাদ

কুমারসম্ভবম্

প্রথমঃ সর্গঃ

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা, হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য, স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥ ১ ॥
যং সর্ব্বশৈলাঃ পরিকল্প্য বৎসং, মেরৌ স্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে।
ভাস্বন্তি রত্নানি মহৌষধীশ্চ, পৃথূপদিষ্টাং দুদুহুর্ধরিত্রীম্ ॥ ২ ॥
অনন্তরত্নপ্রভবস্য যস্য, হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্।
একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে, নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ ॥ ৩ ॥
যশ্চাপ্সরোবিভ্রমমণ্ডনানাং, সম্পাদয়িত্রীং শিখরৈর্বিভর্ত্তি।
বলাহকচ্ছেদবিভক্তরাগামকালসন্ধ্যামিব ধাতুমত্তাম্ ॥ ৪ ॥
আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং, ছায়ামধঃসানুগতাং নিষেব্য।
উদ্বেজিতা বৃষ্টিভিরাশ্রয়ন্তে, শৃঙ্গাণি যস্যাতপবন্তি সিদ্ধাঃ ॥ ৫ ॥
পদং তুষারস্রুতিধৌতরক্তং, যস্মিন্নদৃষ্টাপি হতদ্বিপানাম্।
বিদন্তি মার্গং নখরন্ধ্রমুক্তৈর্মুক্তাফলৈঃ কেশরিণাং কিরাতা

পৃথিবীর উত্তর সীমায় দেবতাত্মা হিমালয় নামে পর্ব্বতরাজ অবস্থিত আছেন। এই অচলরাজ পূর্ব্বদিকে পূর্ব্বসমুদ্র এবং পশ্চিমদিকে পশ্চিমসমুদ্র অবগাহন পূর্ব্বক পৃথিবীর উপযুক্ত পরিমাণ-দণ্ডের ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ ১ ॥ পুরাকালে মহারাজ পৃথুর আদেশে পৃথিবী যখন গোরূপ ধারণ করেন, তখন সমস্ত পর্ব্বত মিলিত হইয়া এই হিমালয়কে বৎস কল্পনা করিলে দোহনকুশল মেরুগিরি দোগ্ধার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিল, তাহাতে শৈলসকল বসুধা হইতে বহুতর উৎকৃষ্ট উজ্জ্বল রত্ন ও দীপ্তিশালিনী ওষধিসকল দোহন করিয়াছিল। অতএব হিমাচল প্রথমে প্রচুর পরিমাণে পান করায় ইহাতে অনন্ত প্রকার রত্ন বিদ্যমান আছে ॥ ২ ॥ এই হিমাচল সমস্তরত্নের উৎপত্তিস্থান, অতএব একমাত্র হিম ইহার সৌভাগ্য বিলোপ করিতে পারে নাই। যেহেতু, গুণরাশির মধ্যে একটীমাত্র দোষ থাকিলে চন্দ্রিকা-সমূহ দ্বারা হিমাংশুর কলঙ্কচিহ্নের ন্যায় আচ্ছাদিত হইয়া যায় ॥ ৩ ॥ এই অচলরাজের শিখর-সমূহে বিভিন্ন বর্ণের বহুবিধ মূল্যবান্ ধাতু আছে, উহাদের বিচিত্রবর্ণ সমূহ, জলধরখণ্ড-সকলে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, তাহাতে অযথাসময়ে মনে হয় যে সন্ধ্যা হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে অচলবাসী অপ্সরাগণ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া নিজ নিজ প্রিয়জনসমাগমের উপযুক্ত বেশভূষা ধারণ করিতে উদ্যত হয় এবং ব্যস্ততা-প্রযুক্ত একস্থানের পরিধেয় অলঙ্কার ভ্রমক্রমে অন্যস্থানে সন্নিবেশিত হইয়া যায় ॥ ৪ ॥ মেঘগণ এই পর্ব্বতরাজের নিতম্বদেশ পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া থাকে। নিম্নস্থিত সানুদেশে মেঘের ছায়া পতিত হওয়ায় আতপতাপে পরিক্লান্ত সিদ্ধগণ সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া থাকেন এবং যখন বৃষ্টিদ্বারা উদ্বেজিত হন, তখন তাঁহারা মেঘমালার উপরিস্থিত অন্যান্য সানুদেশে গমন করিয়া থাকেন ॥৫॥ এই পর্ব্বতস্থিত সিংহ-সকল কুরঙ্গগণকে বধ করিয়া রুধির-রঞ্জিত পদবিন্যাস দ্বারা স্থানান্তরে গমন করে, তৎপরে বিগলিত তুষারবারি দ্বারা সেই শোণিত ধৌত হইয়া যায়, অতএব চরণচিহ্ন দৃষ্টে তাহাদের গমনমার্গ নিরূপণ করিতে পারা যায় না; কিন্তু কেশরিগণের নখরন্ধ্র হইতে গজমুক্তা-সকল নিপতিত হওয়ায় সিংহ-

হস্তাক্ষরা ধাতুরসেন যত্র, ভূর্জ্জত্বচঃ কুঞ্জরবিন্দুশোণাঃ।
ব্রজন্তি বিদ্যাধরসুন্দরীণামনঙ্গলেখক্রিয়য়োপযোগম্ ॥ ৭ ॥
যঃ পূরয়ন্ কীচকরন্ধ্রভাগান্, দরীমুখোত্থেন সমীরণেন।
উদ্গাস্যতামিচ্ছতি কিন্নরাণাং, তানপ্রদায়িত্বমিবোপগন্তুম্ ॥ ৮ ॥
কপোলকণ্ডূঃ করিভির্বিনেতুং, বিঘট্টিতানাং সরলদ্রুমাণাম্।
যত্র স্রুতক্ষীরতয়া প্রসূতঃ, সানূনি গন্ধঃ সুরভীকরোতি ॥ ৯ ॥
বনেচরাণাং বনিতাসখানাং, দরীগৃহোৎসঙ্গনিষক্তভাসঃ।
ভবন্তি যত্রৌষধয়ো রজন্যামতৈলপূরাঃ সুরতপ্রদীপাঃ ॥ ১০ ॥
উদ্বেজয়ত্যঙ্গুলিপার্ষ্ণিভাগান্, মার্গে শিলীভূতহিমেঽপি যত্র।
ন দুর্ব্বহশ্রোণিপয়োধরার্ত্তা, ভিন্দন্তি মন্দাং গতিমশ্বমুখ্যঃ ॥ ১১ ॥
দিবাকরাদ্রক্ষতি যো গুহাসু, লীনং দিবাভীতমিবান্ধকারম্।
ক্ষুদ্রেঽপি নূনং শরণং প্রপন্নে, মমত্বমুচ্চৈঃশিরসাং সতীব ॥ ১২ ॥
লাঙ্গূলবিক্ষেপবিসর্পিশোভৈরিতস্ততশ্চন্দ্রমরীচিগৌরৈঃ।
তস্যার্থযুক্তং গিরিরাজশব্দং, কুর্ব্বন্তি বালব্যজনৈশ্চমর্য্যঃ ॥ ১৩ ॥
যত্রাংশুকাক্ষেপবিলজ্জিতানাং, যদৃচ্ছয়া কিম্পুরুষাঙ্গনানাম্।
দরীগৃহদ্বারবিলম্বিবিম্বাস্তিরস্করিণ্যো জলদা ভবন্তি ॥ ১৪ ॥
ভাগীরথীনির্ঝরশীকরাণাং, বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ।
যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈরাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ ॥ ১৫ ॥

ঘাতী ব্যাধগণ অনায়াসেই তাহাদের গমনপথ অবগত হইতে পারে ॥ ৬ ॥ হিমালয়বাসিনী বিদ্যাধরগণ যখন প্রেমপত্রিকা লিখিয়া থাকেন, তখন তাঁহারা ভূর্জ্জত্বচের উপর সিন্দূরাদি ধাতুরস দ্বারা অক্ষরবিন্যাস করিয়া থাকেন; তাহাতে ঐ ভূর্জ্জপত্র গজযূথের দেহস্থিত শোণিত-বিন্দুবিশেষের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, ফলতঃ এই পর্ব্বত দিব্যাঙ্গনাগণের সম্পূর্ণ বিহার-যোগ্য ॥ ৭ ॥ এই পর্ব্বতস্থিত কীচকনামক বংশ-বিশেষের ছিদ্রমধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হইলে বংশীর ন্যায় শব্দ হয়, তখন বোধ হয়, যেন কিন্নরগণ উচ্চৈঃস্বরে গান করিবার জন্য উদ্যত হইলে প্রথমেই হিমাচল স্বয়ং বংশীবাদন পূর্ব্বক তান প্রদান করিতেছেন ॥ ৮ ॥ হিমাচলস্থিত হস্তিগণ কপোলজাত কণ্ডূ অপনয়ন করিবার নিমিত্ত সৌরভবিশিষ্ট দেবদারুতরুর স্কন্ধদেশে গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করাতে বৃক্ষের ক্ষীর ক্ষরিত হইতে থাকে, সুতরাং সেই সুগন্ধ চতুর্দ্দিকস্থ সানুপ্রদেশ-সকল আমোদিত করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥ রজনীযোগে হিমালয়জাত ওষধি নামক বৃক্ষের আলোক দ্বারা তমসাচ্ছন্ন পর্ব্বত-কন্দর-নিবাসী সস্ত্রীক বনচরগণের সুরত-কার্য্য-সাধক তৈলবিহীন প্রদীপের কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ হিমাচলের উপরিস্থত পথসকল ঘনীভূত হিমসঙ্ঘ দ্বারা সমাচ্ছন্ন, সুতরাং স্ব স্ব গুরুভার নিতম্ব-ভরে ক্লান্ত কিন্নরীগণ সেই দুর্গম পথ দিয়া গমনকালে কোনমতেই মন্দ-গতি পরিহার করিয়া দ্রুতপদে গমন করিতে সক্ষম হয় না ॥ ১১ ॥ অন্ধকার হিমাচলের গুহায় পেচকের ন্যায় দিবাভাগে লুক্কায়িত থাকে, নাগরাজ যেন তাহাকে সূর্য্যশত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন, মহৎ ব্যক্তির স্বভাবই এই যে, নীচ ব্যক্তি শরণাগত হইলে সাধুগণের ন্যায় তাহার প্রতিও মমতা প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥ হিমালয় পর্ব্বতগণের রাজা, তাঁহার সেই গিরিরাজ নাম সফল করিবার নিমিত্ত পর্ব্বতবাসী চমরীসকল ইতস্ততঃ পুচ্ছসঞ্চালন করিয়া শারদীয় চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্র-বর্ণচামর-সমূহের শোভা চতুর্দ্দিকে বিসারিত করিয় থাকে ॥ ১৩ ॥ এই গিরিবরের গুহাগৃহমধ্যে কিন্নর ও কিন্নরীগণ বিহার করিয়া থাকে, কিন্নরগণ ক্রীড়াকালে কিন্নরীদিগকে বসনবিহীন করিলে তাহারা লজ্জিত হয়, তখন গৃহদ্বারের সম্মুখে সহসা মেঘসমূহ যবনিকার ন্যায় লম্বমান হইয়া তাহাদের লজ্জা নিবারণ করে ॥ ১৪ ॥ এই নগরাজের সমীরণ, ভাগীরথীর নির্ঝরের বারিকণা বহন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে দেবদারুতরু মৃদু মৃদু আন্দোলিত করিয়া এবং ময়ূরপুচ্ছ বিভাজিত করিয়া প্রবাহিত হয়,

সপ্তর্ষিহস্তাবচিতাবশেষাণ্যধো বিবস্বান্ পরিবর্ত্তমানঃ।
পদ্মানি যস্যাগ্রসরোরুহাণি, প্রবোধয়ত্যূর্দ্ধমুখৈর্ময়ূখৈঃ॥ ১৬॥
যজ্ঞাঙ্গযোনিত্বমবেক্ষ্য যস্য, সারং ধরিত্রীধরণক্ষমঞ্চ।
প্রজাপতিঃ কল্পিতযজ্ঞভাগং, শৈলাধিপত্যং স্বয়মন্বতিষ্ঠৎ॥ ১৭॥
স মানসীং মেরুসখঃ পিতৄণাং, কন্যাং কুলস্য স্থিতয়ে স্থিতিজ্ঞঃ।
মেনাং মুনীনামপি মাননীয়ামাত্মানুরূপাং বিধিনোপযেমে॥ ১৮॥
কালক্রমেণাথ তয়োঃ প্রবৃত্তে, স্বরূপযোগ্যে সুরতপ্রসঙ্গে।
মনোরমং যৌবনমুদ্বহন্ত্যা, গর্ভোঽভবদ্ভূধররাজপত্ন্যাঃ॥ ১৯॥
অসূত সা নাগবধূপভোগ্যং, মৈনাকমম্ভোনিধিবদ্ধসখ্যম্।
ক্রুদ্ধেঽপি পক্ষচ্ছিদি বৃত্রশত্রাববেদনাজ্ঞং কুলিশক্ষতানাম্॥ ২০॥
তথাবমানেন পিতুঃ প্রযুক্তা, দক্ষস্য কন্যা ভবপূর্ব্বপত্নী।
সতী সতী যোগবিসৃষ্টদেহা, তাং জন্মনে শৈলবধূং প্রপেদে॥ ২১॥
সা ভূধরাণামধিপেন তস্যাং, সমাধিমত্যামুদপাদি ভব্যা।
সম্যক্ প্রয়োগাদপরিক্ষতায়াং, নীতাবিবোৎসাহগুণেন সম্পৎ॥ ২২॥
প্রসন্নদিক্ পাংশুবিবিক্তবাতং, শঙ্খস্বনানন্তরপুষ্পবৃষ্টিঃ।
শরীরিণাং স্থাবরজঙ্গমানাং, সুখায় তজ্জন্মদিনং বভূব॥ ২৩॥
তয়া দুহিত্রা সুতরাং সবিত্রী, স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলয়া চকাশে।
বিদূরভূমির্নবমেঘশব্দাদুদ্ভিন্নয়া রত্নশলাকয়েব॥ ২৪॥
দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা, লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্, জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি॥ ২৫॥

মৃগয়াশ্রান্ত ব্যাধগণ সেই শীতল, সুগন্ধি ও মন্দ মন্দ পবন সেবন করিয়া থাকে॥ ১৫॥ হিমাচল এরূপ উন্নত যে, দিবাকরও ইহার শিখরের নিম্নদেশে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। অতএব উচ্চতর শিখরস্থ সরোবরের পদ্মসকলের মধ্যে সপ্তর্ষিগণের হস্তোদ্ধৃত কমল-সমূহের অবশিষ্টগুলিকে সূর্য্যদেব ঊর্দ্ধমুখ কিরণ দ্বারা প্রস্ফুটিত করিয়া থাকেন॥ ১৬॥ হিমাচল যজ্ঞসাধন সোমলতাদি নানাবিধ উদ্ভিদ্ উৎপাদন করেন এবং বসুন্ধরাধারণে তাঁহার সবিশেষ সামর্থ্য আছে, অতএব বিধাতা হিমালয়কে যজ্ঞের একভাগ প্রদান করিয়া দিয়াছেন॥ ১৭॥ শাস্ত্রের মর্য্যাদাজ্ঞানী হিমালয়, পিতৃগণের মানসী কন্যা মুনিগণেরও মাননীয়া মেনকাকে আপনার যোগ্যা বুঝিয়া বংশরক্ষার্থ যথাবিধানে বিবাহ করেন॥১৮॥ তাঁহারা উভয়ে পরমরূপবান্ ছিলেন, হিমাচল কালক্রমে মনোরমযৌবনশালিনী মেনকার সহিত প্রেম-সুখ-সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইলে পর্ব্বতরাজপত্নীর গর্ভসঞ্চার হইল॥ ১৯॥ অনন্তর মেনকা যথাসময়ে "মৈনাক" নামক পুত্র প্রসব করিলেন। যখন বৃত্রবিনাশন দেবরাজ ইন্দ্র পর্ব্বতগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া পক্ষচ্ছেদনে উদ্যত হন, তখন জলধির সহিত হিমালয়ের মিত্রতা সম্পাদিত হইলে তাঁহাকে পক্ষচ্ছেদের বেদনা অনুভব করিতে হয় নাই। পরে তিনি পাতালে প্রবেশ করিয়া নাগকন্যাদিগের পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগের প্রণয়ভাজন হইয়াছিলেন॥ ২০॥ দক্ষতনয়া সতী প্রথমে মহাদেবের পরম পতিব্রতা পত্নী ছিলেন, এই সময়ে তিনি পিতৃকৃত অপমান জন্য রোষে যোগবলে তনুত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণার্থ মেনকার গর্ভে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন॥ ২১॥ উৎসাহ, কৌশল পূর্ব্বক প্রযুক্ত নীতির সংযোগে ব্যর্থ না হইয়া যেমন সম্পত্তি প্রসব করে, সেইরূপ হিমাচলও সদাচারবতী স্বীয় মহিষীর গর্ভে ভূতপূর্ব্ব দক্ষনন্দিনীকে পুনর্ব্বার জন্মদান করিলেন॥ ২২॥ যে দিন তাঁহার জন্ম হইল, সেই দিন কি প্রাণী কি উদ্ভিজ্জ সমস্ত শরীরিমাত্রেরই সুখোদয় হইয়াছিল, সে দিবস চতুর্দ্দিক্ পরিষ্কৃত ছিল, ধূলি-বিরহিত সমীরণ প্রবাহিত হইয়াছিল॥ ২৩॥ বিদূর-পর্ব্বতের প্রান্তভূমি যেমন মেঘশব্দে উত্থিত রত্ন-শলাকাদ্বারা সুশোভিত হয়, সেইরূপ মেনকাও নবপ্রসূতা সেই কন্যার কলেবরের প্রভামণ্ডলশালী ঔজ্জ্বল্য দ্বারা অতিশয় শোভাবিশিষ্ট হইয়াছিলেন॥ ২৪॥ শশিকলা যেমন উদয়ের পর ক্রমশঃ দিন দিন জ্যোৎস্নাপূর্ণ নব কলাসংযোগে সংবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ কন্যার মনোরম দেহও অপূর্ব্বলাবণ্য-পরিপূর্ণ অব-

তাং পার্ব্বতীত্যাভিজনেন নাম্না, বন্ধুপ্রিয়াং বন্ধুজনো জুহাব।
উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা, পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম ॥ ২৬ ॥
মহীভৃতঃ পুত্রবতোঽপি দৃষ্টিস্তস্মিন্নপত্যে ন জগাম তৃপ্তিম্।
অনন্তপুষ্পস্য মধোর্হি চূতে, দ্বিরেফমালা সবিশেষসঙ্গা ॥ ২৭ ॥
প্রভা মহত্যা শিখয়েব দীপস্ত্রিমার্গয়েব ত্রিদিবস্য মার্গঃ।
সংস্কারবত্যেব গিরা মনীষী, তয়া স পূতশ্চ বিভূষিতশ্চ ॥ ২৮ ॥
মন্দাকিনীসৈকতবেদিকাভিঃ, সা কন্দুকৈঃ কৃত্রিমপুত্রকৈশ্চ।
রেমে মুহুর্ম্মধ্যগতা সখীনাং, ক্রীড়ারসং নির্ব্বিশতীব বাল্যে ॥ ২৯ ॥
তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং, মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে, প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ ॥ ৩০ ॥
অসম্ভৃতং মণ্ডনমঙ্গযষ্টেরনাসবাখ্যং করণং মদস্য।
কামস্য পুষ্পব্যতিরিক্তমস্ত্রং, বাল্যাৎ পরং সাথ বয়ঃ প্রপেদে ॥ ৩১ ॥
উন্মীলিতং তূলিকয়েব চিত্রং, সূর্য্যাংশুভির্ভিন্নমিবারবিন্দম্।
বভূব তস্যাশ্চতুরস্রশোভি, বপুর্বিভক্তং নবযৌবনেন ॥ ৩২ ॥
অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠনখপ্রভাভির্নিক্ষেপণাদ্রাগমিবোদ্গিরন্তৌ।
আজহ্রতুস্তচ্চরণৌ পৃথিব্যাং, স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম্ ॥ ৩৩ ॥

য়বের সহিত দিন দিন পুষ্টিলাভ করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥ ইতিমধ্যে সেই কন্যা স্বজনদিগের পরম প্রেমাস্পদ হইয়া উঠিলেন, বন্ধুগণ তাঁহার পিতা পর্ব্বতরাজের সম্বন্ধ ধরিয়া তাঁহাকে পার্ব্বতী বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তপস্যা করিতে যাইবার সময় তাঁহার জননী "উ মা" এই বাক্য বারংবার বলিয়া তপস্যা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই হেতুই তাঁহার "উমা" এই নামটী হইয়াছিল ॥ ২৬ ॥ অনেক কন্যা ও অনেক পুত্র সত্ত্বেও গিরিরাজের চক্ষুর্দ্বয় সেই কন্যাটীকে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিত না। যেহেতু, বসন্তকালে বহুবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলেও ভ্রমরকুল আম্র-মুকুলেই বিশেষরূপে আসক্ত হইয়া থাকে ॥২৭॥ বৃহৎ ও সমুজ্জ্বল শিখাদ্বারা প্রদীপ যেমন দেখিতে সুন্দর ও পবিত্র, স্বর্গের পথ যেমন মন্দাকিনী দ্বারা শোভিত ও বিশুদ্ধ, বিদ্বান্ ব্যক্তি যেমন সংস্কৃতভাষা দ্বারা আদরণীয় ও বিশুদ্ধ হয়, তদ্রূপ সেই কন্যার জন্মদ্বারা হিমালয়ের গৃহও পবিত্র এবং অলঙ্কৃত হইয়াছিল ॥ ২৮ ॥ সেই বালিকার যেন ইচ্ছা হইল যে, আর একবার বাল্যক্রীড়ার আস্বাদ গ্রহণ করিব, এই উদ্দেশ্যেই তিনি সখীগণে পরিবৃতা হইয়া ক্রীড়াচ্ছলে মন্দাকিনীর তীরদেশে বালুকার দ্বারা বেদি রচনা করিতেন এবং কন্দুক ও পুত্তলিকাদি লইয়া বাল্যক্রীড়া করিতেন ॥ ২৯ ॥ পার্ব্বতী পূর্ব্বজন্মে যে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্রই বিনষ্ট হয় নাই, অতএব এ জন্মে বিদ্যাশিক্ষার সময় উপস্থিত হইলে শরৎকালে যেমন স্বভাবতই দলে দলে হংস আসিয়া গঙ্গা-সলিলে বিরাজ করে, যেমন ওষধি-লতার স্বভাবসিদ্ধ আলোকমণ্ডল রাত্রিকালে আপনা হইতেই প্রকাশ পায়, সেইরূপ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সমস্ত বিদ্যা আপনা হইতেই তাঁহার মানসক্ষেত্রে উদয় হইল ॥ ৩০ ॥ অনন্তর সুকুমার শরীর যাঁহার পক্ষে অযত্নসিদ্ধ অলঙ্কার-স্বরূপ, যাহার মদিরা নাম নয়, অথচ অন্তঃকরণকে যেন সুরাপানে প্রমত্ত করে এবং কন্দর্পের পুষ্প হইতে বিভিন্ন অস্ত্রস্বরূপ, পার্ব্বতী বাল্যকালের পর সেই যৌবন নামক বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩১ ॥ নবযৌবন উদিত হইয়া তাঁহার শরীরের যে অবয়ব যে প্রকার ক্ষীণ বা পরিপুষ্ট হওয়া উচিত, সেই প্রকার হইয়া উঠিলে উহা চিত্রপটে তূলিকা দ্বারা বর্ণবিন্যাসের ন্যায় অথবা সূর্য্যের কিরণে পদ্মবিকাসের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিল ॥ ৩২ ॥ তাঁহার চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখের কান্তি এমত উজ্জ্বল রক্তবর্ণ যে, যখন তিনি ধরণীতলে পদবিন্যাস করিতেন, তখন বোধ হইত যেন, তাহা হইতে শোণিতবর্ণ অলক্তক-রস নির্গত হইতেছে। যখন তিনি গমন করিতেন, তখন বোধ হইত যেন, ভূমিতলে স্থলপদ্ম প্রস্ফুটিত করিতে করিতে চলিয়া

সা রাজহংসৈরিব সন্নতাঙ্গী, গতেষু লীলাঞ্চিতবিক্রমেষু ।
ব্যনীয়ত প্রত্যুপদেশলুব্ধৈরাদিৎসুভির্নূপুরশিঞ্জিতানি ॥ ৩৪ ॥
বৃত্তানুপূর্ব্বে চ ন চাতিদীর্ঘে, জঙ্ঘে শুভে সৃষ্টবতস্তদীয়ে ।
শেষাঙ্গনির্ম্মাণবিধৌ বিধাতুর্লাবণ্য উৎপাদ্য ইবাস যত্নঃ ॥ ৩৫ ॥
নাগেন্দ্রহস্তাস্ত্বচি কর্কশত্বাদেকান্তশৈত্যাৎ কদলীবিশেষাঃ ।
লব্ধ্বাপি লোকে পরিণাহি রূপং, জাতাস্তদূর্ব্বোরুপমানবাহ্যাঃ ॥ ৩৬
এতাবতা নন্বনুমেয়শোভি, কাঞ্চীগুণস্থানমনিন্দিতায়াঃ ।
আরোপিতং যদ্গিরিশেন পশ্চাদনন্যনারী-কমনীয়মঙ্কম্ ॥ ৩৭ ॥
তস্যাঃ প্রবিষ্টা নতনাভিরন্ধ্রং, ররাজ তন্বী নবরোমরাজিঃ ।
নীবীমতিক্রম্য সিতেতরস্য, তন্মেখলামধ্যমণেরিবার্চ্চিঃ ॥ ৩৮ ॥
মধ্যেন সা বেদিবিলগ্নমধ্যা, বলিত্রয়ং চারু বভার বালা ।
আরোহণার্থং নবযৌবনেন, কামস্য সোপানমিব প্রযুক্তম্ ॥ ৩৯ ॥
অন্যোন্যমুৎপীড়য়দুৎপলাক্ষ্যাঃ, স্তনদ্বয়ং পাণ্ডু তথা প্রবৃদ্ধম্ ।
মধ্যে যথা শ্যামমুখস্য তস্য, মৃণালসূত্রান্তরমপ্যলভ্যম্ ॥ ৪০ ॥
শিরীষপুষ্পাধিক-সৌকুমার্য্যৌ, বাহূ তদীয়াবিতি মে বিতর্কঃ ।
পরাজিতেনাপি কৃতৌ হরস্য, যৌ কণ্ঠপাশৌ মকরধ্বজেন ॥ ৪১ ॥
কণ্ঠস্য তস্যাঃ স্তনবন্ধুরস্য, মুক্তাকলাপস্য চ নিস্তলস্য ।
অন্যোন্যশোভাজননাদ্বভূব সাধারণো ভূষণভূষ্যভাবঃ ॥ ৪২ ॥
চন্দ্রং গতা পদ্মগুণান্ন ভুঙ্‌ক্তে, পদ্মাশ্রিতা চান্দ্রমসীমভিখ্যাম্ ।
উমামুখন্তু প্রতিপদ্য লোলা, দ্বিসংশ্রয়াং প্রীতিমবাপ লক্ষ্মীঃ ॥ ৪৩ ॥

যাইতেছেন ॥ ৩৩ ॥ রাজহংসগণ তাঁহার নিকট নূপুরধ্বনি শিক্ষা করিবার নিমিত্তই যেন প্রত্যুপদেশ-প্রাপ্তির আশায় সেই অবনতাঙ্গী যুবতীকে বিলাস-মনোহর পদবিন্যাস শিক্ষা দিয়াছিল ॥ ৩৪ ॥ তাঁহার উরুযুগল বর্ত্তুলাকার ও ক্রমশঃ কৃশভাবাপন্ন এবং এমত লাবণ্য হইয়াছিল যে, বোধ হয়, বিধাতা পার্ব্বতীর শরীর-নির্ম্মাণের নিমিত্ত যে পরিমাণ লাবণ্যের আয়োজন করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত উরুতেই শেষ হইয়া গিয়াছিল, পরে অবশিষ্ট অঙ্গে দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আবার নূতন লাবণ্য প্রস্তুত করিয়া লইতে হইয়াছিল ॥ ৩৫ ॥ কুঞ্জররাজের শুণ্ডের চর্ম্ম কর্কশ এবং কদলীতরু-বিশেষ একান্ত শীতল, এই হেতু তাহারা লোকমধ্যে উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য পাইয়াও তাঁহার উরুদ্বয়ের তুলনায় অযোগ্য ॥ ৩৬ ॥ নিন্দাস্পর্শ-পরিশূন্য পার্ব্বতীর কাঞ্চীগুণস্থান নিতম্বের শোভা ইহাতেই অনুমিত হইতে পারে যে, অন্যান্য সমস্ত নারীগণেরই আশার অতীত মহাদেবের ক্রোড়দেশে তাঁহার সেই নিতম্বই পরে স্থান লাভ করিয়াছিল ॥ ৩৭ ॥ নবোত্থিত তাঁহার যে অতিসূক্ষ্ম রোমাবলী সুগভীর নাভিকোষের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তদ্দর্শনে বোধ হইত যেন, রশনাদামের মধ্যস্থিত ইন্দ্রনীল-মণির কিরণ-লেখা বস্ত্রের গ্রন্থি অতিক্রম করিয়া প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৩৮ ॥ বেদীর ন্যায় ক্ষীণমধ্যা বালা পার্ব্বতীর কটিদেশস্থিত সুচারু ত্রিবলী দর্শনে বোধ হইত যেন, নবীন যৌবন কন্দর্পের আরোহণের নিমিত্ত সোপান রচনা করিয়া রাখিয়া দিয়াছে ॥ ৩৯ ॥ সেই নীলোৎপলাক্ষীর পাণ্ডুবর্ণ পয়োধর-যুগল এরূপ স্থূল ও পরিপুষ্ট ছিল যে, বোধ হইত যেন, পরস্পরকে পীড়া দিয়া উভয়ে বর্দ্ধিত হইতেছে, ফলতঃ সেই কৃষ্ণচুচুক-বিশিষ্ট স্তনযুগলের মধ্যস্থলে মৃণালমধ্যস্থ সূত্রের অবস্থিতিও একান্ত অসম্ভব হইয়াছিল ॥ ৪০ ॥ আর বোধ হইত যে, পার্ব্বতীর বাহুযুগল শিরীষপুষ্প অপেক্ষাও সুকোমল, কারণ, কন্দর্প মহাদেবের নিকট পরাজিত হইলেও সেই বাহুদ্বয়কে নীলকণ্ঠের কণ্ঠপাশরূপে পরিণত করিয়াছিল ॥ ৪১ ॥ স্তনদ্বয় দ্বারা অত্যুন্নত তাঁহার বক্ষঃস্থল, কণ্ঠস্থিত সুগোল মুক্তামালা ইহারা পরস্পর পরস্পরের শোভাবৃদ্ধি করিয়া পরস্পর ভূষণ ও ভূষ্যভাব ধারণ করিয়াছিল, ফলতঃ কে ভূষণ এবং কেই বা ভূষণীয়; তাহা নিরূপণ করা একান্তই কঠিন ॥ ৪২ ॥ স্বভাবচপলা লক্ষ্মী যখন চন্দ্রে অবস্থিতি করেন, তখন তাঁহার পদ্মে

পুষ্পং প্রবালোপহিতং যদি স্যান্মুক্তাফলং বা স্ফুটবিদ্রুমস্থম্।
ততোঽনুকুর্য্যাদ্বিশদস্য তস্যাস্তাম্রৌষ্ঠপর্য্যস্তরুচঃ স্মিতস্য॥ ৪৪॥
স্বরেণ তস্যামমৃতস্রুতেব, প্রজল্পিতায়ামভিজাতবাচি।
অপ্যন্যপুষ্টা প্রতিকূলশব্দা, শ্রোতুর্বিতন্ত্রীরিব তাড্যমানা॥ ৪৫॥
প্রবাতনীলোৎপলনির্ব্বিশেষমধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা।
তয়া গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্যস্ততো গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভিঃ॥ ৪৬॥
তস্যাঃ শলাকাঞ্জননির্ম্মিতেব, কান্তির্ভ্রুবোরায়তলেখয়োর্যা।
তাং বীক্ষ্য লোলাং চতুরামনঙ্গঃ, স্বচাপসৌন্দর্য্যমদং মুমোচ॥ ৪৭॥
লজ্জা তিরশ্চাং যদি চেতসি স্যাদসংশয়ং পর্ব্বতরাজপুত্র্যাঃ।
তং কেশপাশং প্রসমীক্ষ্য কুর্য্যুর্বালপ্রিয়ত্বং শিথিলং চমর্য্যঃ॥ ৪৮॥
সর্ব্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন, যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন।
সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাদেকস্থসৌন্দর্য্যদিদৃক্ষয়েব॥ ৪৯॥
তাং নারদঃ কামচরঃ কদাচিৎ, কন্যাং কিল প্রেক্ষ্য পিতুঃ সমীপে।
সমাদিদেশৈকবধূং ভবিত্রীং, প্রেম্ণা শরীরার্দ্ধহরাং হরস্য॥ ৫০॥
গুরুঃ প্রগল্‌ভেঽপি বয়স্যতোঽস্যাস্তস্থৌ নিবৃত্তান্যবরাভিলাষঃ।
ঋতে কৃশানোর্ন হি মন্ত্রপূতমর্হন্তি তেজাংস্যপরাণি হব্যম্॥ ৫১॥
অযাচিতারং ন হি দেবদেবমদ্রিঃ সুতাং গ্রাহয়িতুং শশাক।
অভ্যর্থনাভঙ্গভয়েন সাধুর্মাধ্যস্থ্যমিষ্টেঽপ্যবলম্বতেঽর্থে॥ ৫২॥

থাকিবার সুখলাভ হয় না, যখন পদ্মে থাকেন, তখন চন্দ্রে থাকিবার সুখলাভ ঘটিয়া উঠে না, কিন্তু তিনি উমামুখে স্থান পাইয়া সেই উভয় স্থানের সুখই একস্থলে লাভ করিয়াছিলেন॥ ৪৩॥ যদি নবীন-পল্লবের উপর পুণ্ডরীকাদি শ্বেতবর্ণ কুসুম সংস্থাপিত করা যায় অথবা যদি পরিষ্কৃত প্রবালের উপর মুক্তাফল সন্নিবেশিত করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার রক্তবর্ণ ওষ্ঠদ্বয়ের উপর বিরাজমান শুভ্র দশনকান্তি-সুশোভিত মধুর হাস্যের সহিত কথঞ্চিৎ তুলনা করা যাইতে পারে॥ ৪৪॥ মধুরভাষিণী পার্ব্বতীর কণ্ঠস্বর যেন অমৃত বর্ষণ করিত, তিনি যখন সেই স্বরে কথা কহিতেন, তখন বিষমবদ্ধা তাড্যমানা তন্ত্রীর ন্যায় কোকিলার কণ্ঠরবও কর্কশ বোধ হইত॥ ৪৫॥ সেই বিশাল-লোচনার চঞ্চল দৃষ্টি, বায়ুসংযোগে আন্দোলিত নীলপদ্মের সহিত কিছুই বৈলক্ষণ্য ছিল না; সেই দৃষ্টি তিনিই হরিণীগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা হরিণীগণই তাঁহার নিকট শিক্ষা করিয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা একান্তই দুঃসাধ্য॥ ৪৬॥ তদীয় সুদীর্ঘ ও সুশোভিত ভ্রূযুগল যেন অঞ্জন-যুক্ত তুলিকাদ্বারা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। যখন সেই ভ্রূদ্বয় রমণীজনসুলভ বিলাসগুণে সঞ্চালিত হইত, তখন কন্দর্প নিজ শরাসনের সৌন্দর্য্যগর্ব্ব পরিত্যাগ করিতেন॥ ৪৭॥ যদি তির্য্যগ্‌জাতির চিত্তে কখনও লজ্জার সঞ্চার হইত, তাহা হইলে পার্ব্বতীর পরম মনোহর কেশকলাপ অবলোকন করিয়া চমরী-মৃগগণের নিজ নিজ পুচ্ছলোমের প্রতি স্নেহ শিথিল করিত, সন্দেহ নাই॥ ৪৮॥ ফলতঃ বিধাতা যেন সমস্ত উপমা দিবার বস্তু একত্র করিলে কিরূপ সৌন্দর্য্য হয়, তাহা দেখিবার নিমিত্তই সমস্ত উপমাবস্তু পার্ব্বতীর শরীরের যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া অতিশয় যত্নসহকারে তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন॥ ৪৯॥ দেবর্ষি নারদ স্বীয় ইচ্ছামত পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিচরণ করিয়া থাকেন, একদিন তিনি হিমালয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া পিতার সমীপে সেই বিপুল-রূপশালিনী পার্ব্বতীকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, ইনি পরে প্রণয় দ্বারা মহাদেবের অর্দ্ধাঙ্গহারিণী একমাত্র পত্নী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ৫০॥ এই কারণ, পিতা স্বীয় তনয়ার নবযৌবন উপস্থিত দেখিয়াও তাঁহার নিমিত্ত অন্য পাত্র অন্বেষণ করেন নাই, যেহেতু, বহ্নি ব্যতিরেকে অন্য কোন তেজই মন্ত্রপূত ঘৃতাহুতির যোগ্য হইতে পারে না॥ ৫১॥ মহাদেব স্বয়ং প্রার্থনা করেন নাই বলিয়া পর্ব্বতরাজ স্বয়ং প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে কন্যা সমর্পণ করেন নাই। যেহেতু, পাছে প্রার্থনা-ভঙ্গ হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়া

যদৈব পূর্ব্বে জননে শরীরং, সা দক্ষরোষাৎ সুদতী সসর্জ।
তদা প্রভৃত্যেব বিমুক্তসঙ্গঃ, পতিঃ পশূনামপরিগ্রহোঽভূৎ॥ ৫৩॥
স কীর্ত্তিবাসাস্তপসে যতাত্মা, গঙ্গাপ্রবাহোক্ষিতদেবদারু।
প্রস্থং হিমাদ্রের্ম্মৃগনাভিগন্ধি, কিঞ্চিৎ ক্বণৎকিন্নরমধ্যুবাস॥ ৫৪॥
গণা নমেরুপ্রসবাবতংসা, ভূর্জ্জত্বচঃ স্পর্শবতীর্দধানাঃ।
মনঃশিলাবিচ্ছুরিতা নিষেদুঃ, শৈলেয়নদ্ধেষু শিলাতলেষু॥ ৫৫॥
তুষারসংঘাতশিলাঃ খুরাগ্রৈঃ, সমুল্লিখন্ দর্পকলঃ ককুদ্মান্।
দৃষ্টঃ কথঞ্চিদ্গবয়ৈর্বিবিগ্নৈরসোঢ়সিংহধ্বনিরুন্ননাদ॥ ৫৬॥
তত্রাগ্নিমাধায় সমিৎসমিদ্ধং, স্বমেব মূর্ত্ত্যন্তরমষ্টমূর্ত্তিঃ।
স্বয়ং বিধাতা তপসঃ ফলানাং, কেনাপি কামেন তপশ্চচার॥ ৫৭॥
অনর্ঘ্যমর্ঘ্যেণ তমদ্রিনাথঃ, স্বর্গৌকসামর্চ্চিতমর্চ্চয়িত্বা।
আরাধনায়াস্য সখীসমেতাং, সমাদিদেশ প্রয়তাং তনূজাম্॥ ৫৮॥
প্রত্যর্থিভূতামপি তাং সমাধেঃ, শুশ্রূষমাণাং গিরিশোঽনুমেনে।
বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে, যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধারাঃ॥ ৫৯॥
অবচিতবলিপুষ্পা বেদিসম্মার্গদক্ষা, নিয়মবিধিজলানাং বর্হিষাঞ্চোপনেত্রী।
গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা সুকেশী, নিয়মিতপরিখেদা তচ্ছিরশ্চন্দ্রপাদৈঃ॥ ৬০॥

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ উমোৎপত্তির্নাম প্রথমঃ সর্গঃ॥ ১॥

সাধুব্যক্তিগণ ইষ্টবিষয়েও ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া থাকেন॥ ৫২॥ সুদতী পার্ব্বতী পূর্ব্বজন্মে যখন দক্ষের প্রতি কোপবশতঃ দেহত্যাগ করেন, সেই অবধি দেবদেব পশুপতি বিষয়ভোগ-বাসনা পরিহার পূর্ব্বক গৃহিণীশূন্য হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন॥ ৫৩॥ সেই পরমপ্রভু শঙ্কর চর্ম্মবাস পরিধান পূর্ব্বক তপস্যায় মনোনিবেশ করিয়া গঙ্গা-প্রবাহে অভিষিক্ত, দেবদারু-তরুসমন্বিত, মৃগনাভি-গন্ধে আমোদিত, কিন্নরগণের সঙ্গীতধ্বনি দ্বারা নিনাদিত হিমালয়ের এক সানুদেশে বাস করিতে লাগিলেন॥ ৫৪॥ তখন তাঁহার অনুচর প্রমথাদিগণ সুরপুন্নাগ-কুসুমের কর্ণভূষণ ধারণ ও সুকুমার ভূর্জ্জ-বল্কল পরিধান পূর্ব্বক এবং মনঃশিলা নামক রক্তবর্ণ ধাতুরসে নিজ নিজ কলেবর চিত্রিত ও সুরঞ্জিত করিয়া সুগন্ধ উদ্ভিজ্জ-সমূহে পরিপূরিত শিলাতলে উপবেশন করিল॥৫৫॥ সেই সময়ে মহাদেবের বাহন বৃষভরাজ কেশরীর গর্জ্জন শ্রবণে কোপান্বিত হইয়া ঘনীভূত তুষারখণ্ডের উপর সদর্পে খুরাঘাত করিতে লাগিল, তাহাতে গবয়-নামক মৃগ-সমূহ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল॥ ৫৬॥ মহাদেব স্বীয় মূর্ত্তি বিশেষ হুতাশনকে যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্বালিত করিয়া স্বয়ং সমস্ত কামনাফলের বিধানকর্ত্তা হইয়াও কোন নিগূঢ় কারণে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন॥ ৫৭॥ পর্ব্বতেশ্বর দেবতাগণের পূজনীয় অতুল-মহিমান্বিত মহাদেবকে অর্ঘ্যদান করিয়া স্বীয় তনয়াকে আদেশ করিলেন যে, তুমি দুই সখীর সহিত পবিত্রচিত্তে দেবদেবের সেবায় নিরত হও॥ ৫৮॥ স্ত্রীজাতি তপস্যার পরিপন্থিনী, ইহা জানিয়াও মহেশ্বর পার্ব্বতীর শুশ্রূষার আপত্তি না করিয়া তাহাতে অনুমোদন করিলেন, যেহেতু, বিকারের কারণ বিদ্যমান থাকিলেও যাঁহাদিগের মনোবিকার না হয়, তাঁহারাই ধীর বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন॥ ৫৯॥ চারুকেশিনী নগেন্দ্ররাজ-নন্দিনী পার্ব্বতী, মহাদেবের পূজার নিমিত্ত পুষ্প ও কুশ আনিয়া দিতেন, নৈপুণ্য সহকারে হোমবেদি পরিষ্কৃত করিয়া মহাদেবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া থাকিতেন। এইরূপে পশুপতির পরিচর্য্যা করিয়া যখন তাঁহার পরিশ্রম বোধ হইত, তখন তিনি মহাদেবের মস্তকস্থিত চন্দ্রকিরণ দ্বারা স্বীয় দেহ সুশীতল করিয়া লইতেন॥ ৬০॥

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

তস্মিন্ বিপ্রকৃতাঃ কালে তারকেণ দিবৌকসঃ। তুরাসাহং পুরোধায় ধাম স্বায়ম্ভুবং যযুঃ ॥ ১ ॥
তেষামাবিরভূদ্‌ব্রহ্মা পরিম্লানমুখশ্রিয়াম্। সরসাং সুপ্তপদ্মানাং প্রাতর্দীধিতিমানিব ॥ ২ ॥
অথ সর্ব্বস্য ধাতারং তে সর্ব্বে সর্ব্বতোমুখম্। বাগীশং বাগ্‌ভিরর্থ্যাভিঃ প্রণিপত্যোপতস্থিরে ॥ ৩ ॥
নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্‌সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে। গুণত্রয়বিভাগায় পশ্চাদ্ভেদমুপেয়ুষে ॥ ৪ ॥
যদমোঘমপামন্তরুপ্তং বীজমজ ত্বয়া। অতশ্চরাচরং বিশ্বং প্রভবস্তস্য গীয়সে ॥ ৫ ॥
তিসৃভিস্ত্বমবস্থাভির্মহিমানমুদীরয়ন্। প্রলয়স্থিতিসর্গাণামেকঃ কারণতাং গতঃ ॥ ৬ ॥
স্ত্রীপুংসাবাত্মভাগৌ তে ভিন্নমূর্ত্তেঃ সিসৃক্ষয়া। প্রসূতিভাজঃ সর্গস্য তাবেব পিতরৌ স্মৃতৌ ॥ ৭ ॥
স্বকালপরিমাণেন ব্যস্তরাত্রিন্দিবস্য তে। যৌ তু স্বপ্নাববোধৌ তৌ ভূতানাং প্রলয়োদয়ৌ ॥ ৮ ॥
জগদ্‌যোনিরযোনিস্ত্বং জগদন্তো নিরন্তকঃ। জগদাদিরনাদিস্ত্বং জগদীশো নিরীশ্বরঃ ॥ ৯ ॥
আত্মানমাত্মনা বেৎসি সৃজস্যাত্মানমাত্মনা। আত্মনা কৃতিনা চ ত্বমাত্মন্যেব প্রলীয়সে ॥ ১০ ॥
দ্রবঃ সংঘাতকঠিনঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মো লঘুর্গুরুঃ। ব্যক্তো ব্যক্তেতরশ্চাসি প্রাকাম্যং তে বিভূতিষু ॥ ১১ ॥
উদ্‌ঘাতঃ প্রণবো যাসাং ন্যায়ৈস্ত্রিভিরুদীরণম্। কর্ম্ম যজ্ঞঃ ফলং স্বর্গস্তাসাং ত্বং প্রভবো গিরাম্ ॥ ১২ ॥
ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থপ্রবর্ত্তিনীম্। তদ্দর্শিনমুদাসীনং ত্বামেব পুরুষং বিদুঃ ॥ ১৩ ॥

তৎকালে তারক নামক দুর্দ্দান্ত অসুর, দেবতাদিগের উপর দুঃসহ উপদ্রব আরম্ভ করিলে, তাঁহারা দেবরাজ ইন্দ্রকে অগ্রে করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ১ ॥ তারকাসুর-কৃত পরাভবে, প্রাতঃকালে প্রসুপ্ত-পদ্ম সরোবরের ন্যায় দেবগণের মুখশ্রী মলিন হইয়াছে, সেই সময়ে ব্রহ্মা সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় তাঁহাদিগের অগ্রবর্ত্তী হইলেন ॥ ২ ॥ অনন্তর যিনি অখিলের সৃষ্টিকর্ত্তা, যাঁহার মুখ চারিদিকেই অবস্থিত, যিনি বাক্যের ঈশ্বর, সেই প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দেবগণ প্রণিপাত পুরঃসর অর্থযুক্ত শ্রুতিবাক্য দ্বারা স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥ আপনি সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপে বিদ্যমান ছিলেন, অনন্তর সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় আশ্রয় করিয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন মূর্ত্তিতে বিভক্ত হইয়াছেন ॥ ৪ ॥ হে জন্মবর্জ্জিত! আপনি বারিমধ্যে যে অব্যর্থ বীজ বপন করিয়াছেন, তাহা হইতেই এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব আপনি সকলেরই আদি কারণ ॥ ৫ ॥ আপনি এক হইয়াও ত্রিগুণাত্মক অবস্থাত্রয়দ্বারা আপনার মহীয়সী শক্তি প্রকাশিত করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ হইয়াছেন ॥ ৬ ॥ আপনিই সৃষ্টির অভিপ্রায়ে নিজ মূর্ত্তিকে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, সেই স্ত্রী-পুরুষ হইতেই সমস্ত জীবগণ জন্মগ্রহণ করিতেছেন ॥ ৭ ॥ আপনি স্বীয় কাল-পরিমাণ অনুসারে দিবারাত্রি বিভক্ত করিয়া যখন জাগরিত থাকেন, তখন সৃষ্টি ও স্থিতি হয়, আর যখন নিদ্রা যান, তখন প্রলয় হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥ আপনি অখিলের কারণ, আপনার কারণ কেহই নাই। আপনি জগতের অন্তক, আপনার অন্তক কেহই নাই। আপনি জগতের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু আপনার পূর্ব্বে কেহই নাই ॥ ৯ ॥ আপনাকে জানিতে পারে, এমন কেহই নাই, আপনি নিজেই আপনাকে জানেন, আপনার সৃষ্টি আপনিই করিয়া থাকেন, আর আপনার আত্মাই সমস্ত কর্ম্মক্ষম, তদ্দ্বারা আপনি আপনাতেই লীন হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥ আপনি স্বীয় ইচ্ছানুসারে সমস্ত ক্ষমতাই ধারণ করিতে পারেন, ইচ্ছা হইলে দ্রব-পদার্থও হইতে পারেন, কঠিন পদার্থও হইতে পারেন এবং ইচ্ছা হইলে স্থূল, সূক্ষ্ম, লঘু ও গুরু এবং প্রকাশ বা অপ্রকাশ সকল প্রকার বস্তুই হইতে পারেন ॥ ১১ ॥ যে সমুদায় পবিত্র বাক্যের আরম্ভে "ওঁ" এই শব্দের উচ্চারণ কর্ত্তব্য, যে সকলের উচ্চারণ-সময়ে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর প্রযোজ্য, যাহারা যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান এবং স্বর্গলাভের প্রত্যাশা প্রদান করে, আপনা হইতেই সেই সকল বেদবাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ১২ ॥ হে ভগবন্! সাঙ্খ্যতত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ আপনাকেই ভোগাপবর্গরূপ পুরুষার্থ-প্রবর্ত্তিনী ত্রিগুণাত্মিকা মূলপ্রকৃতি বলেন এবং আপনাকেই তাঁহারা সাক্ষীরূপে সেই প্রকৃতির

ত্বং পিতৃণামপি পিতা দেবনামপি দেবতা। পরতোঽপি পরশ্চাসি বিধাতা বেধসামপি॥ ১৪॥
ত্বমেব হব্যং হোতা চ ভোজ্যং ভোক্তা চ শাশ্বতঃ। বেদ্যঞ্চ বেদনা চাসি ধ্যাতা ধ্যেয়ঞ্চ যৎ পরম্॥১৫॥
ইতি তেভ্যঃ স্তুতী শ্রুত্বা যথার্থা হৃদয়ঙ্গমাঃ। প্রসাদাভিমুখো বেধাঃ প্রত্যুবাচ দিবৌকসঃ॥ ১৬॥
পুরাণস্য কবেস্তস্য চতুর্মুখসমীরিতা। প্রবৃত্তিরাসীচ্ছব্দানাং চরিতার্থা চতুষ্টয়ী॥ ১৭॥
স্বাগতং স্বানধীকারান্ প্রভাবৈরবলম্ব্য বঃ। যুগপদ্যুগবাহুভ্যঃ প্রাপ্তেভ্যঃ প্রাজ্যবিক্রমাঃ॥ ১৮॥
কিমিদং দ্যুতিমাত্মীয়াং ন বিভ্রতি যথা পুরা। হিমক্লিষ্টপ্রকাশানি জ্যোতীংষীব মুখানি বঃ॥ ১৯॥
প্রশমাদর্চ্চিষামেতদনুদ্গীর্ণসুরায়ুধম্। বৃত্রস্য হন্তুঃ কুলিশং কুণ্ঠিতশ্রীব লক্ষ্যতে॥ ২০॥
কিঞ্চায়মরিদুর্ব্বারঃ পাণৌ পাশঃ প্রচেতসঃ। মন্ত্রেণ হতবীর্য্যস্য ফণিনো দৈন্যমাশ্রিতঃ॥ ২১॥
কুবেরস্য মনঃশল্যং শংসতীব পরাভবম্। অপবিদ্ধগদো বাহুর্ভগ্নশাখ ইব দ্রুমঃ॥ ২২॥
যমোঽপি বিলিখন্ ভূমিং দণ্ডেনাস্তমিতত্বিষা। কুরুতেঽস্মিন্নমোঘেঽপি নির্ব্বাণানললাঘবম্॥ ২৩॥
অমী চ কথমাদিত্যাঃ প্রতাপক্ষতিশীতলাঃ। চিত্রন্যস্তা ইব লতাঃ প্রকামালোকনীয়তাম্॥ ২৪॥
পর্য্যাকুলত্বান্মরুতাং বেগভঙ্গোঽনুমীয়তে। অম্ভসামোঘসংরোধঃ প্রতীপগমনাদিব॥২৫॥
আবর্জ্জিতজটামৌলিবিলম্বিশশিকোটয়ঃ। রুদ্রাণামপি মূর্দ্ধানং ক্ষতহুংকারশংসিনঃ॥২৬॥

দর্শক উদাসীন পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন॥ ১৩॥ আপনি পিতৃগণেরও পিতা, দেবগণেরও দেবতা, আপনি সমস্ত উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বস্তু অপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং দক্ষাদি প্রজাপতিবর্গেরও সৃজনকর্ত্তা॥ ১৪॥ আপনি হবনীয় আজ্যাদিস্বরূপ; আপনিই হোতা অর্থাৎ যজমানস্বরূপ; আপনিই ভোজ্য অন্নরূপ ও ভোক্তৃস্বরূপ, আপনিই বেদ্য অর্থাৎ সাক্ষাৎ করণীয় ও সাক্ষাৎ কর্ত্তা এবং আপনিই ধ্যেয় বস্তু ও আপনিই ধ্যানকর্ত্তা। ফলতঃ আপনার স্বরূপ অবধারণে কেহই সমর্থ নহে॥ ১৫॥ বিধাতা দেবতাদিগের মুখ-বিনির্গত এই সকল মিথ্যাস্পর্শ-পরিশূন্য হৃদয়ঙ্গম মনোহর স্তুতিবাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নতাপরিপূর্ণ অনুকূল মানসে তাঁহাদিগকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন॥ ১৬॥ দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া ও জাতি এই চারিটী লইয়া শব্দপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব সেই পুরাতন কবি ব্রহ্মা আপনার চতুর্মুখ দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত চতুরবয়বা সরস্বতী যেন চরিতার্থা হইলেন॥ ১৭॥ হে প্রভূতপরাক্রম যুগতুল্য-দীর্ঘবাহুশালী দেবগণ! তোমরা নিজ নিজ সামর্থ্যবলে আপন আপন অধিকারস্থিত হইয়া কুশলে এখানে আগমন করিয়াছ ত? ১৮॥ ফলতঃ আমার মনে বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, যেমন শীতকালের সমাগমে আকাশস্থিত গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃ-পদার্থ-সমুদায়ের ঔজ্জ্বল্য হ্রাস হয়, সেইরূপ তোমাদিগের মুখমণ্ডলে পূর্ব্বের মত স্বভাবসিদ্ধ কান্তি দেখিতেছি না কেন? এ কি? ১৯॥ বৃত্রাসুরহন্তা দেবরাজ ইন্দ্রের যে বজ্র হইতে অগ্নি-শিখাতুল্য জ্যোতি নির্গত হইত, তাহা যেন হ্রাস হইয়া গিয়াছে, পূর্ব্বের ন্যায় তাহার আর শোভা নাই॥ ২০॥ অরিবর্গের দুর্দ্ধর্ষ বরুণের হস্তস্থিত নাগপাশেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা অবলোকন করিতেছি। উহা মন্ত্রবলে বীর্য্যহীন ভুজঙ্গের ন্যায় নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে॥ ২১॥ কুবেরের হস্তে গদাও দৃষ্ট হইতেছে না, ইহাকে ভগ্নশাখ বৃক্ষের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিতেছি এবং এরূপ বোধ হয়, যেন কোথাও অপদস্থ হইয়া মনোমধ্যে ঘোরতর অসহ্য যাতনা অনুভব করিতেছে॥ ২২॥ ধর্ম্মরাজ যমও প্রভাহীন হইয়া নিজ দণ্ডদ্বারা পৃথিবীতলে আঁক কাটিতেছেন। এই দণ্ড পূর্ব্বে অব্যর্থ থাকিলেও এক্ষণে নির্ব্বাপিতানল কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় লঘুতা প্রাপ্ত হইয়াছে॥ ॥ আর এই দ্বাদশ আদিত্যগণেরও তেজ বিনষ্ট হইয়া শীতল হইল কেন? চিত্রপটে বিন্যস্ত সূর্য্যের ন্যায় উহাঁদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে এক্ষণে আর কষ্টবোধ হইতেছে না॥ ২৪॥ যে পথে খরতর স্রোত চলিতেছিল, বিপরীতদিকে তাহার গতি দৃষ্ট হইলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, কোন স্থানে স্রোতের গতি রুদ্ধ হইয়াছে; তদ্রূপ উনপঞ্চাশৎ পবনের অস্থিরতা দর্শনে বোধ হইতেছে যে, উহাঁদিগের গতি আর স্বেচ্ছাধীন নাই॥ ২৫॥ একাদশ রুদ্রগণের মস্তকস্থ জটাজুট যে প্রকার অবনত হইয়াছে এবং তত্রস্থিত চন্দ্রকলা-সকল যেরূপ লম্বমান হইয়া পড়িয়াছে, উহা দর্শনে বোধ হয় যে, পূর্ব্বে উহাঁদিগের হুঙ্কারে যেরূপ [illegible]বিনাশ হইত, এক্ষণে আর সেরূপ হয় না॥২৬॥

শক্তিপ্রতিষ্ঠাঃ প্রথমং যূয়ং কিং বলবত্তরৈঃ। অপবাদৈরিবোৎসর্গাঃ কৃতব্যাবৃত্তয়ঃ পরৈঃ ॥ ২৭ ॥
তদ্ব্রূত বৎসাঃ কিমিতঃ প্রার্থয়ধ্বং সমাগতাঃ। ময়ি সৃষ্টির্হি লোকানাং রক্ষা যুষ্মাস্ববস্থিতা ॥ ২৮ ॥
ততো মন্দানিলোদ্ধূতকমলাকরশোভিনা। গুরুং সহস্রনেত্রেণ নোদয়ামাস বাসবঃ ॥ ২৯ ॥
স দ্বিনেত্রং হরেশ্চক্ষুঃ সহস্রনয়নাধিকম্। বাচস্পতিরুবাচেদং প্রাঞ্জলির্জলজাসনম্ ॥ ৩০ ॥
এবং যদাত্থ ভগবন্নামৃষ্টং নঃ পরৈঃ পদম্। প্রত্যেকং বিনিযুক্তাত্মা কথং ন জ্ঞাস্যসি প্রভো ॥ ৩১ ॥
ভবল্লব্ধবরোদীর্ণস্তারকাখ্যো মহাসুরঃ। উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ ॥ ৩২ ॥
পুরে তাবন্তমেবাস্য তনোতি রবিরাতপম্। দীর্ঘিকাকমলোন্মেষো যাবন্মাত্রেণ সাধ্যতে ॥ ৩৩ ॥
সর্ব্বাভিঃ সর্ব্বদা চন্দ্রস্তং কলাভিনিষেবতে। নাদত্তে কেবলাং লেখাং হরচূড়ামণীকৃতাম্ ॥ ৩৪ ॥
ব্যাবৃত্তগতিরুদ্যানে কুসুমস্তেয়সাধ্বসাৎ। ন বাতি বায়ুস্তৎপার্শ্বে তালবৃন্তানিলাধিকম্ ॥ ৩৫ ॥
পর্য্যায়সেবামুৎসৃজ্য পুষ্পসম্ভারতৎপরাঃ। উদ্যানপালসামান্যমৃতবস্তমুপাসতে ॥ ৩৬ ॥
তস্যোপায়নযোগ্যানি রত্নানি সরিতাং পতিঃ। কথমপ্যম্ভসামন্তরানিষ্পত্তেঃ প্রতীক্ষতে ॥ ৩৭ ॥
জ্বলন্মণিশিখাশ্চৈনং বাসুকিপ্রমুখা নিশি। স্থিরপ্রদীপতামেত্য ভুজঙ্গাঃ পর্য্যুপাসতে ॥ ৩৮ ॥

যেমন বিশেষ বিধি দ্বারা সামান্য বিধির বাধা হয়, সেইরূপ তোমাদের পূর্ব্বাধিকৃত পদসমূহ কি প্রবলতর কোন শত্রুবিশেষদ্বারা অপহৃত হইয়াছে? ২৭ ॥ অতএব হে বৎসসকল! তোমরা কি অভিপ্রায়ে আমার নিকট আসিয়াছ বল। তোমরা জানিও, আমি কেবল লোকসকলের সৃষ্টিমাত্রই করিয়া থাকি; কিন্তু সৃষ্টি-রক্ষার ভার তোমাদিগের হস্তেই বিন্যস্ত আছে ॥ ২৮ ॥ তখন সুররাজ বৃহস্পতির প্রতি স্বীয় সহস্রনেত্রের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বৃত্তান্ত বলিবার নিমিত্ত ইঙ্গিত করিলেন। ইহাতে তাঁহার পদ্মপলাশতুল্য লোচন-পরম্পরা সঞ্চালিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, সুমন্দ সমীরণের হিল্লোলে পদ্মবন আন্দোলিত হইল ॥ ২৯ ॥ দেবরাজের নেত্র দশ শত, আর বৃহস্পতির চক্ষু দুইটী, তথাপি তিনি ইন্দ্রকে সেই সহস্র চক্ষুর অতীত বস্তু দর্শন করাইয়া থাকেন। সেই বৃহস্পতি এক্ষণে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রজাপতি পদ্মাসনকে সেই সকল বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩০ ॥ ভগবন্! আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহা সত্য, প্রকৃতই শত্রুপক্ষেরা আমাদিগের পদ হরণ করিয়াছে। হে প্রভো! আপনি যে ইহা জানিতে পারিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কারণ, আপনি সমস্ত ব্যক্তিরই অন্তরাত্মাতে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩১ ॥ তারক নামে প্রবলপরাক্রম অসুররাজ আপনার প্রদত্ত বরপ্রভাবে অত্যন্ত তেজস্বী ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া ত্রিলোকের সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্ত ধূমকেতুর ন্যায় উত্থিত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥ সূর্য্যদেবের সাধ্য নাই যে, সেই অসুরের পুরীর মধ্যে প্রখর কিরণ বিকীরণ করেন, তাহার পুরদীর্ঘিকার কমল-সকল প্রস্ফুটিত করিবার নিমিত্ত যে পরিমাণ আবশ্যক, তাহার অধিক বা অল্প আতপ বিকীরণ করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই ॥ ৩৩ ॥ চন্দ্রদেব কি শুক্ল, কি কৃষ্ণ উভয় পক্ষেই ষোড়শকলা-পরিপূরিত হইয়া তদীয় পুরে উদিত হইয়া থাকেন; কেবল মহাদেবের মস্তক-ভূষণ-স্বরূপ যে কলা আছে, তাহাই তিনি গ্রহণ করেন না ॥ ৩৪ ॥ পাছে (পুষ্প অপহরণ করে) এইরূপ মনে করে,এই ভয়ে তাহারই উদ্যান-মধ্যে পবনের গতি নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং আর সেই অসুরের নিকট যেন ব্যজন সঞ্চালন হইতেছে, এই ভাবে সমীরণ তাহার সেবা করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥ ঋতু-সকল তাহার উদ্যান-পালক হইয়াছেন; সেই উদ্যান-মধ্যে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপে তাহার উপাসনা করিয়া থাকেন, ফলতঃ পর্য্যায়ক্রমে তাঁহাদের আগমন ও অপগমন পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ সমুদ্রমধ্যে সেই অসুররাজের উপঢৌকনের উপযুক্ত যে সকল রত্ন উৎপন্ন হয়, সমুদ্র স্বয়ং ব্যতিব্যস্ত হইয়া সেইগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন এবং মনে মনে ভাবিতে থাকেন যে, কত দিনে এই রত্নগুলি সুসম্পন্ন হইবে, কবে তাহাকে উপহার দিয়া তাহার সন্তোষসাধন করিতে পারিব ॥ ৩৭ ॥ বাসুকি-প্রমুখ বিষধরবর্গ, রাত্রিকালে মস্তকস্থিত জাজ্বল্যমান মণি-সমুদয় দ্বারা সেই অসুরেশ্বরের ভবনে অনির্ব্বাণশীল প্রদীপের ন্যায় কার্য্য করিয়া তাহার সেবা করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

তৎকৃতানুগ্রহাপেক্ষী তং মুহুর্দূতহারিতৈঃ। অনুকূলয়তীন্দ্রোঽপি কল্পদ্রুমবিভূষণৈঃ॥ ৩৯॥
ইত্থমারাধ্যমানোঽপি ক্লিশ্নাতি ভুবনত্রয়ম্। শাম্যেৎ প্রত্যপকারেণ নোপকারেণ দুর্জ্জনঃ॥ ৪০॥
তেনামরবধূহস্তৈঃ সদয়ালূনপল্লবা। অভিজ্ঞাশ্ছেদপাতানাং ক্রিয়ন্তে নন্দনদ্রুমাঃ॥ ৪১॥
বীজ্যতে স হি সংসুপ্তঃ শ্বাসসাধারণানিলৈঃ। চামরৈঃ সুরবন্দীনাং বাষ্পশীকরবর্ষিভিঃ॥ ৪২॥
উৎপাট্য মেরুশৃঙ্গাণি ক্ষুণ্ণানি হরিতাং খুরৈঃ। আক্রীড়পর্ব্বতাস্তেন কল্পিতাঃ স্বেষু বেশ্মসু॥ ৪৩॥
মন্দাকিন্যাঃ পয়ঃশেষং দিগ্বারণমদাবিলম্। হেমাম্ভোরুহশস্যানাং তদ্বাপ্যো ধাম সাম্প্রতম্॥ ৪৪॥
ভুবনালোকনপ্রীতিঃ স্বর্গিভির্নানুভূয়তে। খিলীভূতে বিমানানাং তদাপাতভয়াৎ পথি॥ ৪৫॥
যজ্বভিঃ সংভৃতং হব্যং বিততেষ্বধ্বরেষু সঃ। জাতবেদোমুখান্মায়ী মিষতামাচ্ছিনত্তি নঃ॥ ৪৬॥
উচ্চৈরুচ্চৈঃশ্রবাস্তেন হয়রত্নমহারি চ। দেহবদ্ধমিবেন্দ্রস্য চিরকালার্জ্জিতং যশঃ॥ ৪৭॥
তস্মিন্নুপায়াঃ সর্ব্বে নঃ ক্রূরে প্রতিহতক্রিয়াঃ। বীর্য্যবন্ত্যৌষধানীব বিকারে সান্নিপাতিকে॥ ৪৮॥
জয়াশা যত্র চাস্মাকং প্রতিঘাতোত্থিতার্চ্চিষা। হরিচক্রেণ তেনাস্য কণ্ঠে নিষ্কমিবার্পিতম্॥ ৪৯॥
তদীয়াস্তোয়দেষদ্য পুষ্করাবর্ত্তকাদিষু। অভ্যস্যন্তি তটাঘাতং নির্জ্জিতৈরাবতা গজাঃ॥ ৫০॥

অধিক কি বলিব, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও তাহার অনুগ্রহ-লাভ-লালসায় বারংবার লোক দ্বারা কল্পবৃক্ষ-প্রসূত প্রসূনরাশি প্রেরণ করিয়া তাহার চিত্তের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন॥ ৩৯॥ এইরূপে সকলেই তাহার আরাধনা করিয়া থাকেন, তথাপি সে ত্রিভুবনস্থিত লোকগণের প্রতি বিষম উপদ্রব করিয়া থাকে। দুর্জ্জনগণের স্বভাবই এই যে, তাহারা অপকার দ্বারা উপকারী ব্যক্তির উপকারের পরিশোধ করিয়া থাকে॥ ৪০॥ নন্দন-বনের যে বৃক্ষ-সমূহের পল্লবগুলি অমরবধূগণ কোমল হস্ত দ্বারা সদয়ভাবে তুলিয়া লইতেন, সেই সমুদয় তরুগণ এখন ছেদন ও পতন-জনিত দুঃখ অনুভব করিতেছে॥ ৪১॥ সেই অসুরপতি যখন নিদ্রা যায়, সেই সময় যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দীকৃত দেবরমণীগণ তাহাকে চামর ব্যজন করিয়া থাকেন। তখন সেই চামর-বায়ু ও তাঁহাদিগের সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস-পবন একীভূত হইয়া যায় এবং তাঁহাদিগের অশ্রুবারি বিন্দু বিন্দু পতিত হইয়া চামর হইতে ক্ষরিত হইয়া সেই অসুরপতির গাত্রে পড়িতে থাকে, তাহাতে তাহার আরও সুখানুভব হয়॥ ৪২॥ সুমেরুপর্ব্বতে যে সমুদায় অত্যুচ্চশিখরের উপর দিয়া গমনকালে সূর্য্যরথ-নিয়োজিত অশ্বখুর দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয়, অসুররাজ সেই শিখর-সকল ভঙ্গ করিয়া আপন ভবনমধ্যে ক্রীড়াপর্ব্বত রচনা করিয়া রাখিয়াছে॥ ৪৩॥ স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীর স্বর্ণ-কমল-সকল এক্ষণে তারকাসুরের গৃহদীর্ঘিকার শোভা-সম্পাদন করিতেছে। এখন তাহাতে জলমাত্র আছে, তাহাও আবার দিগ্গজগণের মদজল-সংযোগে কলুষিত হইয়াছে॥ ৪৪॥ পাছে তারকাসুর আসিয়া আক্রমণ করে, এই ভয়ে পূর্ব্বে যে স্থান দিয়া দেববিমান-সকল গমনাগমন করিত, এখন সেই স্থান দিয়া তৎসকলের যাতায়াত বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সুরলোকনিবাসী দিব্য পুরুষগণ ভুবন পরিভ্রমণ করিবার আমোদ এখন আর অনুভব করিতে পারেন না॥ ৪৫॥ বহ্নিই আমাদের মুখস্বরূপ, যাজ্ঞিকগণ যখন যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক আমাদের সেই মুখমধ্যে আহুতি প্রদান করে, তখন সেই দুরাত্মা অসুর মায়া-বলে দেবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদের সেই মুখের আহার বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকে; আমরা নিরুপায় হইয়া চাহিয়া থাকি মাত্র॥ ৪৬॥ সেই অসুর, দেবরাজের উচ্চৈঃশ্রবা নামক উন্নতদেহধারী অশ্ব অপহরণ করিয়াছে, তাহাতে ইন্দ্রের চিরজীবনোপার্জ্জিত মূর্ত্তিমান্ যশোরাশিই যেন অপহরণ করা হইয়াছে। ইহাতে আর শান্তিলাভ কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? ৪৭॥ সান্নিপাতিক বিকার উপস্থিত হইলে বীর্য্যবান্ ঔষধ-সকল যেরূপ ব্যর্থ হয়, তদ্রূপ সেই দুরাত্মাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত আমরা যে সকল উপায় প্রয়োগ করি, তৎসমুদাই বিফল হইয়া যায়॥ ৪৮॥ যাহার উপর আমাদের জয়াশা নিবদ্ধ আছে, সেই হরিচক্রও তাহার শরীরে আহত হইয়া অগ্নিশিখা উদ্গীরণপূর্ব্বক যেন তাহার বক্ষঃস্থলে স্বর্ণনির্ম্মিত নিষ্কনামক অলঙ্কারের ন্যায় হইয়া সেই স্থলের শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে॥ ৪৯॥ সেই অসুরের হস্তী-সকল, ইন্দ্রের ঐরাবতকে পরাজিত করিয়া পুষ্কর ও আবর্ত্তকাদি মেঘবৃন্দকে তটস্থান কল্পনা করিয়া ঐ সকলের উপর দন্তাঘাত অভ্যাস পুরঃসর ক্রীড়া করিয়া

তদিচ্ছামো বিভো স্রষ্টুং সেনান্যং তস্য শান্তয়ে। কর্ম্মবন্ধচ্ছিদং ধর্ম্মং ভবস্যেব মুমুক্ষবঃ ॥ ৫১ ॥
গোপ্তারং সুরসৈন্যানাং যং পুরস্কৃত্য গোত্রভিৎ। প্রত্যানেষ্যতি শত্রুভ্যো বন্দীমিব জয়শ্রিয়ম্ ॥ ৫২
বচস্যবসিতে তস্মিন্ সসর্জ্জ গিরমাত্মভূঃ। গর্জ্জিতানন্তরাং বৃষ্টিং সৌভাগ্যেন জিগায় সা ॥ ৫৩ ॥
সম্পৎস্যতে বঃ কামোঽয়ং কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্। ন ত্বস্য সিদ্ধৌ যাস্যামি সর্গব্যাপারমাত্মনা ॥৫৪॥
ইতঃ স দৈত্যঃ প্রাপ্তশ্রীর্নেত এবার্হতি ক্ষয়ম্। বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্ ॥ ৫৫ ॥
বৃতং তেনেদমেব প্রাক্ ময়া চাস্মৈ প্রতিশ্রুতম্। বরেণ শমিতং লোকানলং দগ্ধুং হি তত্তপঃ ॥৫৬॥
সংযুগে সাংযুগীনং তমুদ্যন্তং প্রসহেত কঃ। অংশাদৃতে নিষিক্তস্য নীললোহিতরেতসঃ ॥ ৫৭ ॥
স হি দেবঃ পরং জ্যোতিস্তমঃ পারে ব্যবস্থিতম্। পরিচ্ছিন্নপ্রভাবর্দ্ধির্ন ময়া ন চ বিষ্ণুনা ॥ ৫৮ ॥
উমারূপেণ তে যূয়ং সংযমস্তিমিতং মনঃ। শম্ভোর্যতধ্বমাক্রষ্টুম্ অয়স্কান্তেন লৌহবৎ ॥ ৫৯ ॥
উভে এব ক্ষমে বোঢ়ুমুভয়োর্বীজমাহিতম্। সা বা শম্ভোস্তদীয়া বা মূর্ত্তির্জলময়ী মম ॥ ৬০ ॥
তস্যাত্মা শিতিকণ্ঠস্য সৈন্যাপত্যমুপেত্য বঃ। মোক্ষ্যতে সুরবন্দীনাং বেণীর্বীর্য্যবিভূতিভিঃ ॥ ৬১ ॥
ইতি ব্যাহৃত্য বিবুধান্ বিশ্বযোনিস্তিরোদধে। মনস্যাহিতকর্ত্তব্যাস্তেঽপি দেবা দিবং যযুঃ ॥ ৬২ ॥
তত্র নিশ্চিত্য কন্দর্পমগমৎ পাকশাসনঃ। মনসা কার্য্যসংসিদ্ধিত্বরাদ্বিগুণরংহসা ॥ ৬৩ ॥

বড়াইতেছে ॥ ৫০ ॥ অতএব হে প্রভো! মুক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ যেমন সংসারবন্ধনোচ্ছেদক কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ আমাদিগেরও ইচ্ছা যে, সেই দুরাত্মার বিনাশের নিমিত্ত একজন সেনাপতির সৃষ্টি করিব ॥ ৫১ ॥ দেবরাজ সেই সেনানীকে সমস্ত দেবসেনার রক্ষক ও সমরাঙ্গণের অগ্রভাগে সংস্থাপিত করিয়া শত্রুগণের হস্ত হইতে বন্দী-মোচনের ন্যায় জয়লক্ষ্মীকে প্রত্যানয়ন করিবেন ॥ ৫২ ॥ বৃহস্পতির বাক্য শেষ হইলে স্বয়ম্ভু যে বাক্য উচ্চারণ করিলেন, তাহা মেঘগর্জ্জনের পর বৃষ্টি অপেক্ষাও সমধিক মনোহর বোধ হইল ॥ ৫৩। তোমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে, কিন্তু কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। আমি স্বয়ং এই বিষয়ের নিমিত্ত সংহার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না ॥ ৫৪ ॥ সেই অসুর আমার নিকট হইতেই উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহাকে বিনাশ করা আমার কর্ত্তব্য নহে। দেখ, বিষবৃক্ষকেও পালন ও বর্দ্ধন করিয়া স্বয়ং ছেদন করা উচিত হয় না ॥ ৫৫ ॥ সেই অসুর "আমি দেবগণের অবধ্য হইব" এই বরই প্রার্থনা করিয়াছিল; আমিও তাহা স্বীকার করিয়াছিলাম; আমি তখন বর দিয়া শান্ত না করিলে সে যেরূপ দুষ্কর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিল, তদ্দ্বারাই সমস্ত লোক দগ্ধ করিতে সমর্থ হইত, সন্দেহ নাই ॥ ৫৬ ॥ সেই অসুরবর যেরূপ সমরকুশল, তাহাতে সে যখন যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করিবে, তখন তাহার অগ্রবর্ত্তী হইতে কাহারও সামর্থ্য নাই। তবে মহেশ্বরের ঔরসজাত সন্তান হইলে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইতে পারে ॥ ৫৭ ॥ সেই পরম প্রভু দেবদেব শঙ্কর তমোগুণের অতীত সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, আমি এবং বিষ্ণু তাঁহার সামর্থ্যের ইয়ত্তা করিতে অক্ষম ॥ ৫৮ ॥ মহাদেব এখন তপস্যায় নিরত, তোমরা পার্ব্বতীর সৌন্দর্য্যে দ্বারা, অয়স্কান্ত মণির লৌহ আকর্ষণের ন্যায় তাঁহার মন আকর্ষণ করিতে যত্নবান্ হও ॥ ৫৯ ॥ শম্ভুর এবং আমার এই উভয়ের বীর্য্য ধারণে দুইটী স্ত্রীই সমর্থ; শম্ভুর বীর্য্যধারণে পার্ব্বতী এবং আমার বীর্য্যধারণে শঙ্করের জলময়ী মূর্ত্তিই সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥ সেই পরমপ্রভু নীলকণ্ঠের পুত্র তোমাদের সেনাপতি হইয়া প্রভূতবীর্য্য দ্বারা দেবাঙ্গনাগণের বেণী-বন্ধন মোচন করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ৬১ ॥ বিশ্বযোনি ব্রহ্মা এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন; দেবগণও মনে মনে কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে করিতে স্বর্গধামে গমন করিলেন ॥ ৬২ ॥ তখন সুরপতি কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া মনে মনে কন্দর্পকে স্মরণ করিলেন সেই সময়ে ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত কার্য্যসিদ্ধি

অথ সললিতযোষিৎ-ভ্রূলতাচারুশৃঙ্গং, রতিবলয়পদাঙ্কে চাপমাসজ্য কণ্ঠে।
সহচরবধূহস্তন্যস্তচূতাঙ্কুরাস্ত্রঃ, শতমখমুপতস্থে প্রাঞ্জলিঃ পুষ্পধন্বা ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ ব্রহ্মাভিগমনো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

তস্মিন্‌ মঘোনস্ত্রিদশান্‌ বিহায়, সহস্রমক্ষ্ণাং যুগপৎ পপাত।
প্রয়োজনাপেক্ষিতয়া প্রভূণাং, প্রায়শ্চলং গৌরবমাশ্রিতেষু ॥ ১ ॥
স বাসবেনাসনসন্নিকৃষ্টমিতো, নিষীদেতি বিসৃষ্টভূমিঃ।
ভর্ত্তুঃ প্রসাদং প্রতিনন্দ্য মূর্দ্ধ্না, বক্তুং মিথঃ প্রাক্রমতৈবমেনম্‌ ॥ ২ ॥
আজ্ঞাপয় জ্ঞাতবিশেষপুংসাং, লোকেষু যত্তে করণীয়মস্তি।
অনুগ্রহং সংস্মরণপ্রবৃত্তমিচ্ছামি সংবর্দ্ধিতমাজ্ঞয়া তে ॥ ৩ ॥
কেনাভ্যসূয়াপদকাঙ্ক্ষিণা তে, নিতান্তদীর্ঘৈর্জনিতা তপোভিঃ।
যাবদ্ভবত্যাহিতসায়কস্য, মৎকার্ম্মুকস্যাস্য নিদেশবর্ত্তী ॥ ৪ ॥
অসম্মতঃ কস্তব মুক্তিমার্গং, পুনর্ভবক্লেশবশাৎ প্রপন্নঃ।
বদ্ধশ্চিরং তিষ্ঠতু সুন্দরীণামারেচিতভ্রূচতুরৈঃ কটাক্ষৈঃ ॥ ৫ ॥

নিমিত্ত ব্যগ্রতা হেতু কন্দর্প দ্বিগুণ বেগে ধাবমান হইলেন ॥৬৩॥ দেবগণের স্মরণমাত্রেই কন্দর্প চিহ্নিত স্বীয় পুষ্পময় শরাসন কণ্ঠদেশে সংলগ্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পুরন্দরের সভায় উপস্থিত হই তাঁহার শরাসনের অগ্রভাগ সুললিত অঙ্গনাগণের ভ্রূলতার ন্যায় কুটিল ও মনোহর, আর তাঁহার সহচর বসন্ত কন্দর্পসায়ক চূতাঙ্কুর করে ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সেই দেবগণে পরিপূর্ণ দেবরাজের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৬৪ ॥

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

কন্দর্প আসিবামাত্র দেবরাজের মনোহর সহস্র লোচন অন্যান্য সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া একেবারে তাঁহার উপরেই নিপতিত হইল। প্রভুগণ কার্য্যবিশেষের অনুরোধে আশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কখন এক জনকে কখন বা অন্য ব্যক্তিকে সমধিক সমাদর করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥ ইন্দ্র "এই স্থানে উপবেশন কর" এই বলিয়া তাঁহাকে স্বীয় সিংহাসনের সন্নিধানে বসিবার স্থান দিলেন, তাহাতে মনোভব, প্রভুর এতাদৃশ পরম অনুগ্রহ শিরোধার্য্য করিয়া নির্জ্জনে ইন্দ্রকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২ ॥ কোন্‌ ব্যক্তির কিরূপ সামর্থ্য, তাহা আপনি সকলই অবগত আছেন; অতএব ত্রিভুবনে আমাকে কি করিতে হইবে, আদেশ করুন্‌। আপনি স্মরণ করাতেই আমি অনুগৃহীত হইয়াছি, এখন কোন কার্য্যসাধনের আজ্ঞা দিলেই সেই অনুগ্রহ আরও অধিক বলিয়া জ্ঞান করিব ॥ ৩ ॥ আপনি বলুন, কে আপনার পদ-প্রাপ্তির অভিলাষে বহুকাল ধরিয়া তপস্যা করিয়া আপনার অসূয়া জন্মাইয়া দিয়াছে? আমি এখনই শরাসনে শরসন্ধান করিয়া তাহাকে ভবদীয় আজ্ঞাবহনে নিযুক্ত করিতেছি ॥ ৪ ॥ কে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংসার যাতনা-মোচনের নিমিত্ত মুক্তিপথের পথিক হইয়াছে? যখন বিলাসিনীগণ পর্য্যায়ক্রমে [illegible] চঞ্চল করিয়া রমণীয় কটাক্ষ নিক্ষেপ করিবে, তিনিই

অধ্যাপিতস্যোশনসাপি নীতং, প্রযুক্তরাগপ্রণিধির্দ্বিষস্তে।
কস্যার্থধর্ম্মৌ বদ পীড়য়ামি, সিন্ধোস্তটাবোঘ ইব প্রবৃদ্ধঃ ॥ ৬ ॥
কামেকপত্নীং ব্রতদুঃখশীলাং, লোলং মনশ্চারুতয়া প্রবিষ্টাম্।
নিতম্বিনীমিচ্ছসি মুক্তলজ্জাং, কণ্ঠে স্বয়ং গ্রাহনিষক্তবাহুম্ ॥ ৭ ॥
কয়াসি কামিন্ সুরতাপরাধাৎ, পাদানতঃ কোপনয়াবধূতঃ।
তস্যাঃ করিষ্যামি দৃঢ়ানুতাপং, প্রবালশয্যাশরণং শরীরম্ ॥ ৮ ॥
প্রসীদ বিশ্রাম্যতু বীর বজ্রং, শরৈর্ম্মদীয়ৈঃ কতমঃ সুরারিঃ।
বিভেতু মোঘীকৃতবাহুবীর্য্যঃ, স্ত্রীভ্যোঽপি কোপস্ফুরিতাধরাভ্যঃ ॥ ৯ ॥
তব প্রসাদাৎ কুসুমায়ুধোঽপি, সহায়মেকং মধুমেব লব্ধ্বা।
কুর্য্যাং হরস্যাপি পিনাকপাণের্ধৈর্য্যচ্যুতিং কে মম ধন্বিনোঽন্যে ॥ ১০ ॥
অথোরুদেশাদবতার্য্য পাদমাক্রান্তিসম্ভাবিতপাদপীঠম্।
সংকল্পিতার্থে বিবৃতাত্মশক্তিমাখণ্ডলঃ কামমিদং বভাষে ॥ ১১ ॥
সর্ব্বং সখে ত্বয্যুপপন্নমেতদুভে মমাস্ত্রে কুলিশং ভবাংশ্চ।
বজ্রং তপোবীর্য্যমহৎসু কুণ্ঠং, ত্বং সর্ব্বতোগামি চ সাধকঞ্চ ॥ ১২ ॥
অবৈমি তে সারমতঃ খলু ত্বাং, কার্য্যে গুরুণ্যাত্মসমং নিয়োক্ষ্যে।
ব্যাদিশ্যতে ভূধরতামবেক্ষ্য, কৃষ্ণেন দেহোদ্বহনায় শেষঃ ॥ ১৩ ॥

হউন, সেই কটাক্ষ-পাতে তাঁহাকে অবশ্যই বদ্ধ হইতে হইবে। ৫ ॥ স্বয়ং শুক্রাচার্য্যও যদি কাহাকে নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া থাকেন, তথাপি বিষয়ানুরাগ নামক আমার বহুতর গুপ্তচর আমি তাঁহার নিকট প্রেরণ করিব এবং সেই সকলের দ্বারা জলপ্রবাহ যেরূপ নদীর উভয় তীর ভগ্ন করে, সেইরূপ তাঁহার ধর্ম্ম ও অর্থ নষ্ট করিব। দেবরাজ! বলুন, আপনার এরূপ শত্রু কে, দেখুন, আমি তাহাকে উক্ত প্রকারে নিপাত করিতে পারি কি না? ৬ ॥ কোন্ কামিনী আপনার সৌন্দর্য্যগুণে ভবদীয় চিত্ত চঞ্চল করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছে, পতিব্রতা বলিয়া আপনার বশতাপন্ন হইতেছে না? আপনি যদি বলেন, তবে আমার অস্ত্রপ্রভাবে সে লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং আসিয়া আপনার কণ্ঠ ধারণ করিবে। ৭ ॥ হে বিলাসিন্! আপনি বলুন, কোন্ রমণী অন্য নারীর সহিত আপনার প্রণয়-প্রসঙ্গ জানিতে পারিয়া এতদূর কুপিতা হইয়াছে যে, আপনি পায়ে ধরিলেও সে প্রসন্ন হয় নাই? এখনি আমি তাহার দেহ মদনসন্তাপে এরূপ জর্জ্জরীভূত করিয়া দিব যে, পল্লবে শয়ন ভিন্ন তাহার আর গত্যন্তর থাকিবে না। ৮ ॥ হে বীর! প্রসন্ন হউন, আপনার বজ্র বিশ্রাম করুক্, আমার যে বাণ আছে, তাহা দ্বারাই আমি সুরারিগণকে এরূপ বীর্য্যহীন ও নিস্তেজ করিয়া দিব যে, স্ত্রীজনেরও কোপযুক্ত প্রণয়-অধরস্ফুরণ দর্শন করিয়া সে ভয়ে কম্পমান হইবে। ৯ ॥ যদিও পুষ্পই আমার অস্ত্র, তথাপি মনে করিলে আপনার প্রসাদে এই বসন্তকে একমাত্র সহায় লইয়া সেই পিনাকপাণি মহাদেবেরও চিত্ত চঞ্চল করিতে পারি, অন্যান্য বীরগণের কথা আর কি বলিব? ১০ ॥ কন্দর্পের বাক্য শেষ হইলে দেবরাজ উরুদেশ হইতে একখানি চরণ নামাইয়া সিংহাসনের পাদ-পীঠে সংস্থাপন করিলেন, তখন সেই পাদপীঠ তাহাতে যেন বিশেষ অনুগৃহীত হইল। আর তিনি যে কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেই কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত কন্দর্পের উৎসাহ ও ব্যগ্রতা দেখিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥ সখে! যাহা বলিলে, তৎসমস্তই তুমি সাধন করিতে পার। যেহেতু, বজ্র ও তুমি এই দুইটী অস্ত্রই আমার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু বজ্রের এরূপ ক্ষমতা নাই যে, তপোবীর্য্যসম্পন্ন মহাপুরুষদিগকে আঘাত করিতে পারে; কিন্তু তুমি আমার এরূপ অস্ত্র যে, তাহার সর্ব্বত্র প্রয়োগ হয় এবং নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যসিদ্ধিও হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥ আমি তোমার বলবীর্য্য অবগত আছি, এই নিমিত্ত তোমাকে আপনার ন্যায় জ্ঞান করিয়া একটী গুরুতর কর্ম্মে নিয়োগ করিব। নারায়ণ যখনই দেখিলেন যে, অনন্ত নাগ পৃথিবীর ভার-ধারণে সমর্থ, তখন তিনি তাহাকে আপন দেহভার-

আশংসতা বাণগতিং বৃষাঙ্কে, কার্য্যং ত্বয়া নঃ প্রতিপন্নকল্পম্।
নিবোধ যজ্ঞাংশভুজামিদানীমুচ্চৈর্দ্বিষামীপ্সিতমেতদেব ॥ ১৪ ॥
অমী হি বীর্য্যপ্রভবং ভবস্য, জয়ায় সেনান্যমুশন্তি দেবাঃ।
স চ ত্বদেকেষুনিপাতসাধ্যো, ব্রহ্মাঙ্গভূর্ব্রহ্মণি যোজিতাত্মা ॥ ১৫ ॥
তস্মৈ হিমাদ্রেঃ প্রয়তাং তনূজাং, যতাত্মনে রোচয়িতুং যতস্ব।
যোষিৎসু তদ্বীর্য্যনিষেকভূমিঃ, সৈব ক্ষমেত্যাত্মভুবোপদিষ্টম্ ॥ ১৬ ॥
গুরোর্নিয়োগাচ্চ নগেন্দ্রকন্যা, স্থাণুং তপস্যন্তমধিত্যকায়াম্।
অন্বাস্ত ইত্যপ্সরসাং মুখেভ্যঃ, শ্রুতং ময়া মৎপ্রণিধিঃ স বর্গঃ ॥ ১৭ ॥
তদ্‌গচ্ছ সিদ্ধ্যৈ কুরু দেবকার্য্যং, অর্থোঽয়মর্থান্তরভাব্য এব।
অপেক্ষতে প্রত্যয়মুত্তমং ত্বাং, বীজাঙ্কুরঃ প্রাগুদয়াদিবাম্ভঃ ॥ ১৮ ॥
তস্মিন্ সুরাণাং বিজয়াভ্যুপায়ে, তবৈব নামাস্ত্রগতিঃ কৃতী ত্বম্।
অপ্যপ্রসিদ্ধং যশসে হি পুংসামনন্যসাধারণমেব কর্ম্ম ॥ ১৯ ॥
সুরাঃ সমভ্যর্থয়িতার এতে, কার্য্যং ত্রয়াণামপি পিষ্টপানাম্।
চাপেন তে কর্ম্ম ন চাতি হিংস্রমহো বতাসি স্পৃহণীয়বীর্য্যঃ ॥ ২০ ॥
মধুশ্চ তে মন্মথ সাহচর্য্যাদসাবনুক্তোঽপি সহায় এব।
সমীরণো নোদয়িতা ভবেতি, ব্যাদিশ্যতে কেন হুতাশনস্য ॥ ২১ ॥

বন্ধনে নিযুক্ত করিয়া ক্ষীরোদ-সমুদ্রে শয়ন করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ আর মহাদেবের প্রতি শর-প্রয়োগের কথা উল্লেখ করিয়া আমাদিগের সংকল্পিত কার্য্যের ভার তোমার এক প্রকার গ্রহণ করাই হইয়াছে, অতএব তোমার অবগতির নিমিত্ত বলিতেছি যে, যজ্ঞই দেবতাদিগের আহার, কিন্তু বিপক্ষগণ এখন অত্যন্ত প্রভাবশালী হইয়া তাঁহাদিগের সেই বৃত্তি প্রায় লোপ করিয়া তুলিয়াছে, এই হেতু তাঁহারা "মহাদেবের প্রতি তুমি বাণ মোচন কর" ইহাই অভিলাষ করিতেছেন ॥ ১৪ ॥ ফলতঃ এই যে দেবতাগণকে দেখিতেছ, ইহাঁরা অরিপরাভবের উদ্দেশে শিবের ঔরসজাত পুত্ররূপ এক সেনাপতি পাইবার কামনা করিতেছেন। কিন্তু মহাদেব এখন পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন, নিরন্তর মন্ত্রজপ করিতেই ব্যগ্র, এ অবস্থায় তোমার সায়ক ব্যতীত আর কিছুতে তাঁহাকে আমাদের কার্য্যসিদ্ধি-বিষয়ে আয়ত্ত করা যাইবে না ॥ ১৫ ॥ হিমালয়ের পরম পুণ্যবতী যে কন্যা আছেন, যাহাতে তাঁহার প্রতি ত্রিলোচনের অভিলাষ-সঞ্চার হয়, তোমাকে সেই চেষ্টা করিতে হইবে, কারণ, নারীজাতির মধ্যে কেবল তিনিই মহাদেবের বীর্য্য ধারণ করিতে সমর্থ, ইহা স্বয়ং ব্রহ্মাই বলিয়াছেন ॥১৬॥ আর অপ্সরাগণের মুখে আমি শুনিয়াছি যে, পিতার আদেশমতে তাঁহার নন্দিনী হিমালয়ের অধিত্যকাবাসী তপোনিষ্ঠ ত্রিলোচনের শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। এ কথা অপ্রত্যয় করিবে না, কারণ, সেই অপ্সরাগণ আমারই প্রেরিত ॥ ১৭ ॥ অতএব তুমি এক্ষণে শুভযাত্রা করিয়া দেবতাদিগের কার্য্য উদ্ধার কর, কার্য্য সম্পন্ন করিতে অন্যান্য অনেক কারণের সাহায্য আবশ্যক ; কিন্তু তুমিই প্রধান কারণ, এই কার্য্য তোমার অপেক্ষাতেই রহিয়াছে ; ধান্যের অঙ্কুর যেমন জল ব্যতিরেকে উদ্গত হয় না, সেইরূপ এই কার্য্য তোমা ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইতে পারে না ॥ ১৮ ॥ দেবদেব মহেশ্বরই এখন দেবতাদিগের জয়লাভের একমাত্র উপায়, তুমিই কেবল তাঁহার প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করিতে সমর্থ, অতএব কৃতীপুরুষ! অসাধারণ কর্ম্ম যদি নিতান্ত সামান্যও হয়, তথাপি তাহা যে সম্পাদন করে, তাহার যশঃ হয়, কিন্তু এরূপ গুরুতর অথচ অনন্যসাধ্য কর্ম্ম করিলে তোমার যে উচ্চতর কীর্ত্তি হইবে, তাহা আর আমি বলিয়া কি জানাইব ? ১৯ ॥ দেবতারা তোমার নিকট উপযাচক, তুমি যে কার্য্য করিবে, তাহাতে ত্রিভুবনের উপকার সাধিত হইবে। ইহা তুমি কার্ম্মুক দ্বারা সম্পাদন করিবে, অথচ রক্তপাত বা নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিতে হইবে না। কি চমৎকার ব্যাপার! আজি তোমার এই পরাক্রমের অধিকারী হইতে কোন্ ব্যক্তির ইচ্ছা না হয় ? ২০ ॥ আর বসন্ত ত তোমার চিরসহচর আছে, তাহাকে না বলিলেও এই কর্ম্মে তোমার সহায় হইবে। "হে সমীরণ! তুমি যাইয়া অগ্নির সাহায্য কর" এ কথা

তথেতি শেষামিব ভর্ত্তুরাজ্ঞামাদায় মূর্দ্ধ্না মদনঃ প্রতস্থে।
ঐরাবতাস্ফালনকর্কশেন, হস্তেন পস্পর্শ তদঙ্গমিন্দ্রঃ॥ ২২॥
স মাধবেনাভিমতেন সখ্যা, রত্যা চ সাশঙ্কমনুপ্রয়াতঃ।
অঙ্গব্যয়প্রার্থিতকার্য্যসিদ্ধিঃ, স্থাণ্বাশ্রমং হৈমবতং জগাম॥ ২৩॥
তস্মিন্ বনে সংযমিনাং মুনীনাং, তপঃসমাধেঃ প্রতিকূলবর্ত্তী।
সংকল্পযোনেরভিমানভূতমাত্মানমাধায় মধুর্জজৃম্ভে॥ ২৪॥
কুবেরগুপ্তাং দিশমুষ্ণরশ্মৌ, গন্তুং প্রবৃত্তে সময়ং বিলঙ্ঘ্য।
দিগ্ দক্ষিণা গন্ধবহং মুখেন, ব্যলীকনিশ্বাসমিবোৎসসর্জ্জ॥ ২৫।
অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ, স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি।
পাদেন নাপৈক্ষত সুন্দরীণাং, সম্পর্কমাশিঞ্জিতনূপুরেণ॥ ২৬॥
সদ্যঃ প্রবালোদ্গমচারুপত্রে, নীতে সমাপ্তিং নবচূতবাণে।
নিবেশয়ামাস মধুর্দ্বিরেফান্, নামাক্ষরাণীব মনোভবস্য॥ ২৭॥
বর্ণপ্রকর্ষে সতি কর্ণিকারং, দুনোতি নির্গন্ধতয়া স্ম চেতঃ।
প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাং, পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ॥ ২৮।
বালেন্দুবক্রাণ্যবিকাশভাবাদ্বভুঃ পলাশান্যতিলোহিতানি।
সদ্যো বসন্তেন সমাগতানাং, নখক্ষতানীব বনস্থলীনাম্॥ ২৯॥
লগ্নদ্বিরেফাঞ্জনভক্তিচিত্রং, মুখে মধুশ্রীস্তিলকং প্রকাশ্য।
রাগেণ বালারুণকোমলেন, চূতপ্রবালোষ্ঠমলংচকার॥ ৩০॥

...কে বলিয়া দিতে হয় না। ২১ কন্দর্প দেবরাজের আজ্ঞা যেন প্রভুর প্রসাদমালার ন্যায় শিরোধার্য্য করিয়া বিদায় হইলেন। এই সময়ে ইন্দ্র ঐরাবতকে উৎসাহদানার্থ কর্কশ করতল দ্বারা চপেটাঘাত করিয়া গমনোদ্যত কামদেবের দেহ স্পর্শ করিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন॥২২॥ তাঁহার প্রিয় সহচর বসন্ত এবং প্রিয়া বনিতা রতি নানা অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, মনোভব মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, প্রাণ থাকুক আর যাউক, কার্য্যসিদ্ধি করিতেই হইবে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হিমালয়স্থিত মহাদেবের আশ্রমে উপনীত হইলেন। ২৩। সেখানে কামদেবের অহঙ্কার-স্বরূপ বসন্ত স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তপোনিষ্ঠ ঋষিগণের চিত্তের একাগ্রতা নষ্ট করিবার জন্য উদ্যম আরম্ভ করিয়া আপন মহিমা প্রকটিত করিতে লাগিল॥ ২৪॥ উষ্ণরশ্মি সূর্য্যদেব, কুবের যে দিকের অধিপতি, সেই উত্তরদিকের প্রতি গমনোদ্যত হইয়া অসময়ে দক্ষিণদিক্‌কে পরিত্যাগ করিলেন, তাহাতে দক্ষিণদিক্ অকারণে পরিত্যক্তা মহিলার ন্যায় দীর্ঘ-নিশ্বাসরূপ মলয়বায়ু আপন মুখ হইতে পরিত্যাগ করিল॥ ২৫॥ অশোকতরু অবিলম্বেই পল্লব ও পুষ্প প্রসব করিল, এমন কি, উহার স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত উদ্গত পুষ্পে পরিপূর্ণ হইল, রমণীগণের নূপুরধ্বনি সহকারে পাদতাড়নার আর অপেক্ষা রহিল না॥ ২৬॥ নবোদ্গত চূতাঙ্কুর কন্দর্পের শর, উভয় পার্শ্বে সমুৎপন্ন নবীনপল্লব শরসকলের পত্র, আর বসন্ত তাহাতে নির্ম্মাতা, তিনি সেই বাণে কন্দর্পের নামাক্ষররূপে ভ্রমরপংক্তি সকল বিন্যস্ত করিয়া দিলেন॥ ২৭॥ কর্ণিকার-পুষ্পের বর্ণ অতিশয় মনোহর, কিন্তু তাহাতে গন্ধ না থাকাই দুঃখের বিষয়। কোন দ্রব্যকে সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিতে প্রায়ই বিধাতার সম্যক্ প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না॥ ২৮॥ বনস্থলীরূপ নায়িকাগণের সহিত বসন্তের সমাগম হওয়াতে উহাদের অঙ্গে চন্দ্রকলার ন্যায় বক্র অতিশয় রক্তবর্ণ সম্পূর্ণ অবিকসিত নবীন পলাশপুষ্প-সকল নখক্ষতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল॥ ২৯॥ তখন বসন্তলক্ষ্মী তিলকপুষ্পরূপ তিলকের উপর ভ্রমর-পংক্তিরূপ অঞ্জন বিন্যাস পূর্ব্বক চূতপ্রবালরূপ স্বীয় ওষ্ঠ লাক্ষারসের ন্যায় সূর্য্যের

মৃগাঃ পিয়ালদ্রুমমঞ্জরীণাং, রজঃকণৈর্বিঘ্নিতদৃষ্টিপাতাঃ।
মদোদ্ধতাঃ প্রত্যনিলং বিচেরুর্বনস্থলীর্মর্ম্মরপত্রমোক্ষাঃ ॥ ৩১ ॥
চূতাঙ্কুরাস্বাদকষায়কণ্ঠঃ, পুংস্কোকিলো যন্মধুরং চুকূজ।
মনস্বিনীমানবিঘাতদক্ষং, তদেব জাতং বচনং স্মরস্য ॥ ৩২ ॥
হিমব্যপায়াদ্বিশদাধরাণামাপাণ্ডুরীভূতমুখচ্ছবীনাম্।
স্বেদোদ্গমঃ কিম্পুরুষাঙ্গনানাং, চক্রে পদং পত্রবিশেষকেষু ॥ ৩৩ ॥
তপস্বিনঃ স্থাণুবনৌকসস্তামাকালিকীং বীক্ষ্য মধুপ্রবৃত্তিম্।
প্রযত্নসংস্তম্ভিতবিক্রিয়াণাং, কথঞ্চিদীশা মনসাং বভূবুঃ ॥ ৩৪ ॥
তং দেশমারোপিতপুষ্পচাপে, রতিদ্বিতীয়ে মদনে প্রপন্নে।
কাষ্ঠাগতস্নেহরসানুবিদ্ধং, দ্বন্দ্বানি ভাবং ক্রিয়য়া বিবব্রুঃ ॥ ৩৫ ॥
মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে, পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং, মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥ ৩৬ ॥
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি, গজায় গণ্ডূষজলং করেণুঃ।
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং, সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা ॥ ৩৭ ॥
গীতান্তরেষু শ্রমবারিলেশৈঃ, কিঞ্চিৎ সমুচ্ছ্বাসিতপত্রলেখম্।
পুষ্পাসবাঘূর্ণিতনেত্রশোভি, প্রিয়ামুখং কিম্পুরুষশ্চুচুম্বে ॥ ৩৮ ॥
পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ, স্ফুরৎপ্রবালোষ্ঠমনোহরাভ্যঃ।
লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপুর্বিনম্রশাখাভুজবন্ধনানি ॥ ৩৯ ॥
শ্রুতাপ্সরোগীতিরপি ক্ষণেঽস্মিন, হরঃ প্রসংখ্যানপরো বভূব।
আত্মেশ্বরাণাং ন হি জাতু বিঘ্নাঃ, সমাধিভেদপ্রভবা ভবন্তি ॥ ৪০ ॥

অরুণতারূপ রাগ দ্বারা অলঙ্কৃত করিলেন ॥ ৩০ ॥ পিয়াল-তরুমঞ্জরীর পরাগকণাসকল বাসন্তিক মদমত্ত হরিণগণের নেত্রে নিপতিত হওয়াতে তাহারা বনস্থলীর উপর সমীরণ-প্রবাহের বিপরীত দিকে ধাবমান হইতে লাগিল, তাহাতে পাদপচ্যুত শুষ্ক পত্ররাশি হইতে মর্ম্মরধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ নবোদ্গত আম্রমুকুল আস্বাদনে কণ্ঠস্বর পরিষ্কৃত হইলে পুংস্কোকিলগণ মধুররব করিতে লাগিল। তখন কন্দর্পের উপদেশবাক্যস্বরূপ ঐ ধ্বনি শ্রবণে মানিনী রমণীগণ মান পরিত্যাগ করিল ॥ ৩২ ॥ শীতকালের অপগমে কিন্নরীদিগের অধর পরিষ্কৃত হইল, তাহাদের মুখকান্তি কুঙ্কুম-লেপন-শূন্য হওয়াতে উহা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল এবং তদুপরিস্থ তিলকরচনার উপর বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মবারি উদ্গত হইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥ মহাদেবের তপোবনবাসী ঋষিগণ, অকালে এইরূপ বসন্তের সমাগম অবলোকন করিয়া প্রযত্ন দ্বারা অতি কষ্টে মনোবিকার নিবৃত্ত করিলেন ॥ ৩৪ ॥ মীনধ্বজ স্বীয় কান্তা রতিকে সঙ্গে লইয়া এবং পুষ্পময় শরাসন উত্তমরূপে সজ্জীকৃত করিয়া সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন। সমস্ত প্রাণী মিথুন-কার্য্য দ্বারা পরস্পরের প্রতি প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥ ভ্রমরগণ নিজ নিজ প্রিয়ার অনুকরণগামী হইয়া একপুষ্পরূপ পাত্রে মধুপান করিতে লাগিল। আর কৃষ্ণসার মৃগগণ স্ব স্ব শৃঙ্গ দ্বারা মৃগীগণের গাত্র কণ্ডূয়ন করিয়া দিলে উহারা স্পর্শসুখে নয়ন নিমীলিত করিয়া রহিল ॥৩৬॥ কোথাও করিণীগণ প্রেমভরে পদ্মরাগে সুরভীভূত সরোবর-সলিল গণ্ডূষ দ্বারা কুঞ্জরকে প্রদান করিতে লাগিল। কোন স্থানে চক্রবাক পক্ষী একখণ্ড মৃণালের অর্দ্ধভাগ আপনি ভক্ষণ করিয়া অপরার্দ্ধভাগ স্বীয় প্রেয়সীকে প্রদান করিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥ কিন্নর ও কিন্নরীগণ গান করিতে প্রবৃত্ত হইলে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মবারিদ্বারা কিন্নরীর মুখস্থিত পত্রাবলী-রচনা কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া উঠিল এবং পুষ্প-মধুপানে নয়নদ্বয় ঘূর্ণিত হইলে ঐ মুখের শোভা আরও বৃদ্ধি হইল, তখন প্রেমাবেশবশে কিম্পুরুষগণ নিজ নিজ প্রেয়সীর বদন চুম্বন করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥ অধিক কি, বসন্তোত্থাপিত প্রেমরস উদ্ভিজ্জ-গণকেও আকুল করিল, তৎকালে প্রভূত পুষ্প-সমন্বিত স্তবকরূপ স্তন-বিশিষ্ট, পল্লবরূপ ওষ্ঠ-সম্বলিত লতাবধূ-সকল আনত শাখারূপ বাহুদ্বারা তরুদিগকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥ এইরূপ মনোবিমোহন রমণীয় সময়ে আবার অপ্সরা-সকল শ্রুতিমধুর সঙ্গীত আরম্ভ করিল; তথাপি

✓লতাগৃহদ্বারগতোঽথ নন্দী, বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্রঃ।
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলিসংজ্ঞয়ৈব, মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ ॥ ৪১
নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং, মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারম্।
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্ব্বং, চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে ॥ ৪২ ॥
দৃষ্টিপ্রপাতং প্রতিহৃত্য তস্য, কামঃ পুরঃ শুক্রমিব প্রয়াণে।
প্রান্তেষু সংসক্তনমেরুশাখং, ধ্যানাস্পদং ভূতপতের্বিবেশ ॥ ৪৩ ॥
স দেবদারুদ্রুমবেদিকায়াং, শার্দ্দূলচর্ম্মব্যবধানবত্যাম্।
অসীনমাসন্নশরীরপাতস্ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ ॥ ৪৪ ॥
পর্য্যঙ্কবন্ধস্থিরপূর্ব্বকায়মৃজ্বায়তং সন্নমিতোভয়াংসম্।
উত্তানপাণিদ্বয়সন্নিবেশাৎ, প্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে ॥ ৪৫ ॥
ভুজঙ্গমোন্নদ্ধজটাকলাপং, কর্ণাবসক্তদ্বিগুণাক্ষসূত্রম্।
কণ্ঠপ্রভাসঙ্গবিশেষনীলং, কৃষ্ণত্বচং গ্রন্থিমতীং দধানম্ ॥ ৪৬ ॥
কিঞ্চিৎপ্রকাশস্তিমিতোগ্রতারৈর্ভ্রূবিক্রিয়ায়াং বিরতপ্রসঙ্গৈঃ।
নেত্রৈরবিস্পন্দিতপক্ষ্মমালৈর্লক্ষ্যীকৃতঘ্রাণমধোময়ূখৈঃ ॥ ৪৭ ॥
অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্ ॥ ৪৮ ॥
কপালনেত্রান্তরলব্ধমার্গৈর্জ্যোতিঃপ্ররোহৈরুদিতৈঃ শিরস্তঃ।
মৃণালসূত্রাধিকসৌকুমার্য্যাং, বালস্য লক্ষ্মীং গ্লপয়ন্তমিন্দোঃ ॥ ৪৯ ॥

ভগবান্ মহেশ্বর আত্মধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। যেহেতু, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের মনের একাগ্রতা কোনরূপ বিঘ্ন দ্বারা ভগ্ন হইবার নহে ॥ ৪০ ॥ এইরূপ সময়ে নন্দী একটী সুবর্ণময় বেত্রযষ্টির উপর বামপ্রকোষ্ঠ সংস্থাপিত করিয়া লতাগৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি আপন মুখে একটী অঙ্গুলী অর্পণ করিয়া প্রমথগণকে সঙ্কেত করিলেন যে, সকলে সাবধান হও, যেন কোনরূপে চাপল্য প্রকাশ না হয় ॥ ৪১ ॥ নন্দী এইরূপে শাসন করিয়া দিলে বৃক্ষগণ নিশ্চল হইয়া রহিল, ভ্রমরগণ গুঞ্জন পরিত্যাগ করিল, পক্ষিকুল নীরব হইল, মৃগগণের লীলা ও বিচরণ শান্ত হইল, এইরূপে এই অখিল কানন চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির হইয়া রহিল ॥ ৪২ ॥ যাত্রাকালে লোকে যেমন পুরঃশুক্র পরিত্যাগ করে, সেইরূপ কন্দর্পও নন্দীর দৃষ্টিপথ পরিহার করিয়া পার্শ্বদেশে পরস্পর-সম্মিলিত সুরপুন্নাগশাখা-পরিবেষ্টিত মহাদেবের আশ্রম-স্থানে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৩ ॥ কন্দর্প সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত-প্রায় দেবদারুতলস্থিত ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিবৃত বেদীর উপর সমাসীন মহাদেবকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৪৪ ॥ তিনি বীরাসন গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বদেহ স্থির করিয়া ঋজু ও সরলভাবে উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার স্কন্ধদ্বয় সন্নত হইয়া পড়িয়াছে, তিনি ক্রোড়দেশে স্বীয় পাণিদ্বয় উত্তানভাবে রাখিয়া দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে যেন, অঙ্কমধ্যে একটী শতদল প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছে ॥ ৪৫ ॥ তাঁহার জটাজূট ভুজঙ্গম দ্বারা ঊর্দ্ধভাবে বদ্ধ, দ্বিগুণিত রুদ্রাক্ষমালা কর্ণদেশে অর্পিত, কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্ম উত্তরীয়রূপে গ্রন্থিদ্বারা বদ্ধ, নৈসর্গিক শ্যামবর্ণ নীলকণ্ঠের কণ্ঠকান্তি দ্বারা উহা অধিকতর নীলবর্ণ হইয়াছিল ॥ ৪৬ ॥ তৎকালে তাঁহার লোচনত্রয় নাসিকার অগ্রভাগ লক্ষ্য করিতেছিল। নেত্রের উগ্রতর তারকা কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশিত ছিল এবং ভ্রূভঙ্গ পরাঙ্মুখ ছিল বলিয়া উহাদের রোমরাজি নিশ্চলভাবে অবস্থিত ছিল ॥ ৪৭ ॥ তখন তিনি দেহমধ্যস্থিত সমীরণ-সমূহকে নিরোধ করিয়াছিলেন, এই হেতু তাঁহাকে বৃষ্টির আড়ম্বর-শূন্য মেঘ অথবা তরঙ্গ-বিরহিত পয়োনিধি অথবা বায়ুশূন্য-স্থান-স্থিত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥ তাঁহার মস্তকে চন্দ্রকলা বিরাজিত ছিল, কিন্তু ললাটস্থিত তৃতীয় লোচনের মধ্য দিয়া মস্তকের অভ্যন্তরভাগ ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে উত্থিত অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আলোক-রেখা বহির্গত হইতেছিল; আলোকের সংস্পর্শে মৃণাল-সূত্র অপেক্ষাও অধিকতর সুকুমার হিমাংশু-জ্যোতিঃ মলিন হইয়া যাইতেছিল ॥ ৪৯

মনো নবদ্বারনিষিদ্ধবৃত্তি, হৃদি ব্যবস্থাপ্য সমাধিবশ্যম্।
যমক্ষরং ক্ষেত্রবিদো বিদুস্তমাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম্॥ ৫০॥
স্মরস্তথাভূতমযুগ্মনেত্রং, পশ্যন্নদূরাৎ মনসাপ্যধৃষ্যম্।
নালক্ষয়ৎ সাধ্বসসন্নহস্তঃ, স্রস্তং শরং চাপমপি স্বহস্তাৎ॥ ৫১॥
নির্ব্বাণভূয়িষ্ঠমথাস্য বীর্য্যং, সন্ধুক্ষয়ন্তীব বপুর্গুণেন।
অনুপ্রয়াতা বনদেবতাভ্যামদৃশ্যত স্থাবররাজকন্যা॥ ৫২॥
অশোকনির্ভর্ৎসিতপদ্মরাগমাকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্।
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারং, বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী॥ ৫৩॥
আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং, বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা, সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥ ৫৪॥
স্রস্তাং নিতম্বাদবলম্বমানা, পুনঃ পুনঃ কেশরদামকাঞ্চীম্।
ন্যাসীকৃতাং স্থানবিদা স্মরেণ, মৌর্ব্বীং দ্বিতীয়ামিব কার্ম্মুকস্য॥ ৫৫॥
সুগন্ধিনিশ্বাসবিবৃদ্ধতৃষ্ণং, বিম্বাধরাসন্নচরং দ্বিরেফম্।
প্রতিক্ষণং সম্ভ্রমলোলদৃষ্টির্লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী॥ ৫৬॥
তাং বীক্ষ্য সর্ব্বাবয়বানবদ্যাং, রতেরপি হ্রীপদমাদধানাম্।
জিতেন্দ্রিয়ে শূলিনি পুষ্পচাপঃ, স্বকার্য্যসিদ্ধিং পুনরাশশংস॥ ৫৭॥
ভবিষ্যতঃ পত্যুরুমা চ শম্ভোঃ, সমাসসাদ প্রতিহারভূমিম্।
যোগাৎ স চান্তঃ পরমাত্মসংজ্ঞং দৃষ্ট্বা পরং জ্যোতিরুপাররাম॥ ৫৮॥

তাঁহার মন সমাধি দ্বারা বশীভূত হওয়াতে নবদ্বারের প্রতি আর ধাবিত হইতে পারে নাই, উহাকে হৃদয়মধ্যেই স্থিরীকৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ মহর্ষিগণের নিকট অক্ষর বলিয়া পরিচিত পরমাত্মাকে স্বীয় আত্মার মধ্যে সাক্ষাৎকার করিতেছিলেন॥ ৫০॥ মনদ্বারাও যাঁহার রূপগুণের কল্পনা করিতে পারা যায় না, এতাদৃশ দুর্দ্দান্তমূর্ত্তি অদূরস্থিত ত্রিলোচনকে দর্শন করিয়া কন্দর্প অত্যন্ত ভীত হইলেন, ক্রমে তাঁহার হস্ত অবসন্ন হইল এবং হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ খসিয়া পড়িল, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না॥ ৫১॥ এই সময়ে ভূধররাজনন্দিনী পার্ব্বতী মহাদেবের আরাধনা করিবার নিমিত্ত সখীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শনে মকরধ্বজের নির্ব্বাণপ্রায় বলবীর্য্য পুনর্ব্বার উত্তেজিত হইয়া উঠিল॥ ৫২॥ পার্ব্বতী তখন বসন্তসম্ভূত পুষ্পসমূহ দ্বারা স্বীয় দেহ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, অশোকপুষ্প দ্বারা তাঁহার পদ্মরাগমণির, কর্ণিকার দ্বারা স্বুবর্ণের এবং সিন্ধুবার-পুষ্প দ্বারা মুক্তাভরণের কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল॥৫৩॥ স্তনভরে তাঁহার দেহ ঈষৎ অবনত, তাহাতে আবার তিনি প্রাতঃকালীন আতপের ন্যায় আরক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন, অতএব তদ্দৃষ্টে বোধ হইয়াছিল যে, স্থূল স্থূল কুসুমস্তবকভরে নম্রীভূত একটী রমণীয় লতাই যেন চলিয়া যাইতেছিল॥ ৫৪॥ তখন তাঁহার নিতম্বদেশ হইতে বকুলপুষ্পরচিত কাঞ্চীদাম মুহুর্মুহুঃ খসিয়া পড়িতেছিল, তিনি উহা বারংবার হস্ত দ্বারা ধারণ করিতেছিলেন, তাহাতে বোধ হইল যেন, কামদেব আপন শরাসনের আর একটী গুণ উপযুক্ত স্থান বিবেচনায় তথায় রাখিয়া দিয়াছেন॥ ৫৫॥ একটী মধুকর তাঁহার সুগন্ধি নিশ্বাস-পবনে আকৃষ্ট হইয়া বিম্বাধর-সন্নিধানে ভ্রমণ করিতেছিল, তাহার দংশন-ভয়ে তিনি চঞ্চল-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে করস্থিত লীলাকমল দ্বারা নিবারণ করিতেছিলেন॥৫৬॥ যাঁহাকে দেখিলে স্বীয় কান্তা রতিও লজ্জা পান, এরূপ সর্ব্বাঙ্গে দোষস্পর্শপরিশূন্য অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-শালিনী সেই পার্ব্বতীকে দর্শন করিয়া কন্দর্পের মানসে এই আশার সঞ্চার হইল যে, ত্রিলোচন যতই কেন জিতেন্দ্রিয় হউন না, ইহাঁর সাহায্যে শরনিক্ষেপ করিলে অবশ্যই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিবে॥৫৭॥ যখন নগেন্দ্রনন্দিনী ভাবীপতি পশুপতির যোগাশ্রমের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন, তখন সেই পরমযোগী স্বীয় অন্তঃকরণে পরমজ্যোতিঃ পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া ধ্যান হইতে বিরত হইলেন॥৫৮॥

ততো ভুজঙ্গাধিপতেঃ ফণাগ্রৈরধঃ কথঞ্চিদ্ধৃতভূমিভাগঃ।
শনৈঃ কৃতপ্রাণবিমুক্তিরীশঃ, পর্য্যঙ্কবন্ধং নিবিড়ং বিভেদ॥ ৫৯॥
তস্মৈ শশংস প্রণিপত্য নন্দী, শুশ্রূষয়া শৈলসুতামুপেতাম্।
প্রবেশয়ামাস চ ভর্ত্তুরেনাং, ভ্রূক্ষেপমাত্রানুমতপ্রবেশাম্॥ ৬০॥
তস্যাঃ সখীভ্যাং প্রণিপাতপূর্ব্বং, স্বহস্তলূনঃ শিশিরাত্যয়স্য।
ব্যকীর্য্যত ত্র্যম্বকপাদমূলে, পুষ্পোচ্চয়ঃ পল্লবভঙ্গভিন্নঃ॥ ৬১॥
উমাপি নীলালকমধ্যশোভি, বিস্রংসয়ন্তী নবকর্ণিকারম্।
চকার কর্ণচ্যুতপল্লবেন, মূর্দ্ধ্না প্রণামং বৃষভধ্বজায়॥ ৬২॥
অনন্যভাজং পতিমাপ্নুহীতি, সা তথ্যমেবাভিহিতা ভবেন।
ন হীশ্বরব্যাহৃতয়ঃ কদাচিৎ, পুষ্ণন্তি লোকে বিপরীতমর্থম্॥ ৬৩॥
কামস্তু বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য, পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ।
উমাসমক্ষং হরবদ্ধলক্ষ্যঃ, শরাসনজ্যাং মুহুরামমর্শ॥ ৬৪॥
অথোপনিন্যে গিরিশায় গৌরী, তপস্বিনে তাম্ররুচা করেণ।
বিশোষিতাং ভানুমতো ময়ূখৈর্মন্দাকিনীপুষ্করবীজমালাম্॥ ৬৫॥
প্রতিগ্রহীতুং প্রণয়িপ্রিয়ত্বাৎ, ত্রিলোচনস্তামুপচক্রমে চ।
সম্মোহনং নাম চ পুষ্পধন্বা, ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত বাণম্॥ ৬৬॥
হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে, ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি॥ ৬৭॥

অনন্তর মহেশ্বর যোগনিরুদ্ধ নিশ্বাস-পবন ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, সেই হেতু তাঁহার দেহভার অধিকতর হইবে ভাবিয়া ভুজঙ্গমপতি কষ্টে সৃষ্টে ফণামণ্ডলে সেই ভূমিভাগ ধারণ করিল, তখন মহাদেব পূর্ব্বকৃত নিবিড় বীরাসনরচনা ভঙ্গ করিলেন॥ ৫৯॥ অনন্তর নন্দী মহোল্লাসে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন যে, শুশ্রূষার নিমিত্ত নগরাজনন্দিনী উপস্থিত হইয়াছেন। মহেশ্বর ভ্রূভঙ্গী দ্বারা অনুমতি করিলে তিনি তাঁহাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইলেন॥ ৬০॥ পার্ব্বতীর সখীদ্বয় স্বহস্তে যে সকল বসন্তকালোচিত পুষ্প ও পল্লব তুলিয়াছিলেন, তৎসমুদায় ত্রিলোচন-চরণতলে নিক্ষেপ করিলেন॥ ৬১॥ তখন পার্ব্বতীও মহেশ্বরকে প্রণাম করিলেন, তৎকালে শিরোদেশ অবনামিত করিয়া প্রণাম করিতে তাঁহার নীলবর্ণ কেশকলাপমধ্যে শোভমান নবীন কর্ণিকার-কুসুম এবং কর্ণস্থিত নবীন পল্লব ভূমিতলে পতিত হইল॥ ৬২॥ তখন শম্ভু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "অন্য কোন রমণীকে ভজনা করেন নাই, তুমি এরূপ পতি লাভ কর।" তাঁহার সেই বাক্য পরে সফলও হইয়াছিল। যেহেতু, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরগণের বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে॥ ৬৩॥ পতঙ্গ যেমন অগ্নিমুখে প্রবেশ করিতে একান্তই ইচ্ছুক, সেইরূপ আগ্রহবিশিষ্ট কন্দর্প সেই সময়ে শরনিক্ষেপের অবসর বুঝিয়া উমার সম্মুখে হরের প্রতি লক্ষ্যবন্ধন পূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ ধনুঃ স্পর্শ করিতে লাগিলেন॥ ৬৪॥ পার্ব্বতী মন্দাকিনী হইতে পদ্মবীজ উত্তোলন পূর্ব্বক সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিয়া যে জপমালা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বীয় রক্তবর্ণ করতলে সংস্থাপন পূর্ব্বক তপোনিরত মহাদেবকে প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন॥ ৬৫॥ ত্রিলোচন যাচকপ্রিয়, সেই হেতু পাছে পার্ব্বতী মনঃক্ষুণ্ণা হন, এই ভাবিয়া তিনি সেই মালা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে কন্দর্প আপনার পুষ্পশরাসনে সম্মোহন নামক অব্যর্থ শর যোজনা করিলেন॥ ৬৬॥ চন্দ্রোদয়কালে জলধি যেমন কিঞ্চিৎ চঞ্চল হয়, সেইরূপ সহসা মহেশের চিত্তও কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইল। তখন তিনি বিম্বফল তুল্য অধরোষ্ঠবিশিষ্ট উমার মুখপানে দৃষ্টি করিতে

বিবৃণ্বতা শৈলসুতাপি ভাবমঙ্গৈঃ স্ফুরদ্বালকদম্বকল্পৈঃ।
সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ, মুখেন পর্য্যস্তবিলোচনেন ॥ ৬৮ ॥
অথেন্দ্রিয়ক্ষোভময়ুগ্মনেত্রঃ, পুনর্বশিত্বাদ্বলবন্নিগৃহ্য।
হেতুং স্বচেতোবিকৃতের্দিদৃক্ষুর্দিশামুপান্তেষু সসর্জ দৃষ্টিম্ ॥ ৬৯ ॥
স দক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং, নতাংসমাকুঞ্চিতসব্যপাদম্।
দদর্শ চক্রীকৃতচারুচাপং, প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্ ॥ ৭০ ॥
তপঃপরামর্শবিবৃদ্ধমন্যোর্ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখস্য তস্য।
স্ফুরন্নুদর্চ্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত ॥ ৭১ ॥
ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি, যাবদ্গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা, ভস্মাবশেষং মদনং চকার ॥ ৭২ ॥
তীব্রাভিষঙ্গপ্রভবেণ বৃত্তিং, মোহেন সংস্তম্ভয়তেন্দ্রিয়াণাম্।
অজ্ঞাতভর্ত্তৃব্যসনা মুহূর্ত্তং, কৃতোপকারেব রতির্বভূব ॥ ৭৩ ॥
তমাশু বিঘ্নং তপসস্তপস্বী, বনস্পতিং বজ্র ইবাবভজ্য।
স্ত্রীসন্নিকর্ষং পরিহাতুমিচ্ছন্নন্তর্দধে ভূতপতিঃ সভূতঃ ॥ ৭৪ ॥
শৈলাত্মজাপি পিতুরুচ্ছিরসোঽভিলাষং, ব্যর্থং সমর্থ্য ললিতং বপুরাত্মনশ্চ।
সখ্যোঃ সমক্ষমিতি চাধিকজাতলজ্জা,শূন্যা জগাম ভবনাভিমুখী কথঞ্চিৎ ॥ ৭৫ ॥
সপদি মুকুলিতাক্ষীং রুদ্রসংরম্ভভীত্যা, দুহিতরমনুকম্প্যামদ্রিরাদায় দোর্ভ্যাম্।
সুরগজ ইব বিভ্রৎ পদ্মিনীং দন্তলগ্নাং, প্রতিপথগতিরাসীদ্বেগদীর্ঘীকৃতাঙ্গঃ ॥ ৭৬ ॥
ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ মদনদহনো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

লাগিলেন ॥৬৭॥ সেই সময়ে পার্ব্বতীর সর্ব্বশরীর নবোদগত কদম্বের ন্যায় রোমাঞ্চিত হওয়াতে তাঁহারও মনোগত প্রেমভাব প্রকাশ পাইল, তখন তিনি অবনত-চক্ষে আপনার মুখখানি কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া অবস্থিত রহিলেন ॥ ৬৮ ॥ অনন্তর ত্রিলোচন জিতেন্দ্রিয়ত্ব হেতু বলবৎ ইন্দ্রিয়ক্ষোভ নিগৃহীত করিয়া স্বীয় চিত্তবিকারের হেতু অন্বেষণের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ৬৯॥ তিনি দেখিতে পাইলেন যে, কন্দর্প স্বীয় বামপদ আকুঞ্চিত এবং স্কন্ধদ্বয় সন্নত করিয়া গুণাকর্ষণ-মুষ্টি দক্ষিণ চক্ষুর প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত আনয়ন হেতু চক্রীকৃত শরাসন ধারণ পূর্ব্বক অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ৭০ ॥ তপস্যার প্রতি আক্রমণ করাতে রুদ্রদেব তৎক্ষণাৎ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, তৎকালে ভ্রূকুটির আবির্ভাবে তাঁহার মুখমণ্ডল ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল; তৎক্ষণাৎ তাঁহার ললাটস্থিত তৃতীয় চক্ষু হইতে জাজ্বল্যমান শিখাশালী অগ্নি বহির্গত হইল ॥ ৭১ ॥ "হে প্রভো! ক্রোধ সংবরণ করুন, ক্রোধ সংবরণ করুন" এই বাক্য আকাশস্থিত দেবগণের মুখ হইতে নির্গত না হইতে হইতেই হরনেত্রনির্গত বহ্নি তৎক্ষণাৎ মদনকে ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলিল॥৭২॥ এইরূপ দুঃসহ দৈববিপাক বশতঃ রতি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল স্তম্ভিত ও মোহিত হইল, তিনি কিয়ৎকালের জন্য স্বীয় পতি-বিনাশের বিষয় কিছুই অবগত হইতে না পারায় এই মূর্চ্ছা তাঁহার বিশেষ উপকার-সাধন করিল ॥ ৭৩ ॥ তপস্বী ত্রিলোচন, বজ্রাঘাতে বৃক্ষ-বিনাশের ন্যায় তপস্যার বিঘ্নীভূত কন্দর্পকে বিনাশ করিয়া স্ত্রীজাতির সন্নিধান পরিত্যাগ করিবার মানসে ভূতগণের সহিত সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৭৪ ॥ শৈলসুতাও দেখিলেন যে, তাঁহার পিতার উচ্চ অভিলাষ পূর্ণ হইল না, আর তাঁহার নবীন সৌন্দর্য্যও বিফল, সখীদ্বয়ের সম্মুখে এইরূপ অবমাননা হেতু অধিকতর লজ্জিতা ও শূন্যমনা হইয়া স্বীয় গৃহাভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৭৫ ॥ সেই সময়ে পার্ব্বতীর পিতা অচলরাজ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, গৌরী রুদ্রদেবের কোপভয়ে কম্পিত ও দুই চক্ষু নিমীলিত করিয়াছেন। তখন তিনি অনুকম্পার্হা তনয়াকে করযুগল দ্বারা ক্রোড়ে লইয়া দন্তদ্বয়-লগ্নকমলিনীধারী দিগ্গজের ন্যায় বেগভরে নিজদেহ আয়ত করিয়া পথের অনুসরণ পূর্ব্বক গৃহে গমন করিলেন ॥ ৭৬ ॥

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থঃ সর্গঃ

অথ মোহপরায়ণা সতী, বিবশা কামবধূর্বিবোধিতা।
বিধিনা প্রতিপাদয়িষ্যতা, নববৈধব্যমসহ্যবেদনম্ ॥ ১ ॥
অবধানপরে চকার সা, প্রলয়ান্তোন্মিষিতে বিলোচনে।
ন বিবেদ তয়োরতৃপ্তয়োঃ, প্রিয়মত্যন্তবিলুপ্তদর্শনম্ ॥ ২ ॥
অয়ি! জীবিতনাথ জীবসীত্যভিধায়োত্থিতয়া তয়া পুরঃ।
দদৃশে পুরুষাকৃতি ক্ষিতৌ, হরকোপানলভস্ম কেবলম্ ॥ ৩ ॥
অথ সা পুনরেব বিহ্বলা, বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী।
বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা, সমদুঃখামিব কুর্ব্বতী স্থলীম্ ॥ ৪ ॥
উপমানমভূদ্‌বিলাসিনাং, করণং যৎ তব কান্তিমত্তয়া।
তদিদং গতমীদৃশীং দশাং, ন বিদীর্য্যে কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ ॥ ৫
ক নু মাং ত্বদধীনজীবিতাং, বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ।
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো, জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ ॥ ৬ ॥
কৃতবানসি বিপ্রিয়ং ন মে, প্রতিকূলং ন চ তে ময়া কৃতম্।
কিমকারণমেব দর্শনং, বিলপন্ত্যৈ রতয়ে ন দীয়তে ॥ ৭ ॥
স্মরসি স্মর মেখলাগুণৈরুত গোত্রস্খলিতেষু বন্ধনম্।
চ্যুতকেশরদূষিতেক্ষণান্যবতংসোৎপলতাড়নানি বা ৮ ॥

কামকান্তা রতি এতক্ষণ মোহে অভিভূতা ও বিহ্বলা হইয়া ভূমিতলে পড়িয়াছিলেন, এখন নববৈধব্যের অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করাইবার নিমিত্তই বিধাতা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন ॥ ১ ॥ মূর্চ্ছার অবসানে তাঁহার নেত্রদ্বয় উন্মীলিত হইল, তখন তিনি প্রিয়তমকে দেখিবার নিমিত্ত ঐ চক্ষুর্দ্বয়ে মনঃসংযোগ করিলেন; কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, যে প্রিয়তমকে দেখিয়া উহারা তৃপ্তিলাভ করিত না, তাঁহার সেই প্রাণবল্লভ এক্ষণে সেই নেত্রদ্বয়ের দর্শনের একান্ত অবিষয় হইয়াছেন ॥২॥ হে প্রাণনাথ! তুমি কি জীবিত আছ? এই বলিয়া রতি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দেখিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে হরকোপানলে ভস্মমাত্র একটী পুরুষাকৃতি পড়িয়া আছে ॥ ৩ ॥ তদ্দর্শনে তিনি পুনর্ব্বার বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন, তাঁহার বক্ষঃস্থল ধরাতল আলিঙ্গন করাতে স্তনযুগল রজঃসমূহে ধূসরবর্ণ হইল, কেশকলাপ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল, তখন তিনি সেই বনস্থলীকে সমদুঃখিতা করিয়াই যেন বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ হায়! প্রিয়তম! তোমার সেই মনোহর শরীর, যাহার সহিত বিলাসী সুন্দর পুরুষগণের দেহেরও উপমা হইত না, এক্ষণে সেই পরমসুন্দর কলেবরের এবংবিধ অবস্থা দর্শন করিয়াও আমার যে হৃদয় বিদীর্ণ হইল না, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, স্ত্রীজাতির প্রাণ অত্যন্তই কঠিন ॥ ৫ ॥ হে স্মর! আমার জীবন তোমার অধীন, তুমি ক্ষণকালমধ্যেই সৌহার্দ্দ ভঙ্গ করিয়া আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় চলিয়া গেলে? সেতু ভঙ্গ হইলে পর জলরাশি তন্মধ্যস্থিত নলিনীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে তাহার যেরূপ দুর্দ্দশা হয়, এক্ষণে তোমা ব্যতিরেকে আমারও সেইরূপ দশা হইয়াছে, সন্দেহ নাই ॥ ৬ ॥ তুমি কখনও আমার অপ্রিয়সাধন কর নাই এবং আমিও কখন তোমার প্রতিকূল কার্য্য করি নাই, তবে অকারণে কেন তুমি আমাকে দর্শন দিতেছ না? আমার বিলাপ শ্রবণে তোমার কি দয়াসঞ্চার হইতেছে না? ৭ ॥ হে স্মর! তুমি আমাকে ডাকিবার সময় ভ্রমক্রমে অন্য নারীর নাম উচ্চারণ করিলে, আমি কুপিতা হইয়া তোমাকে রশনাদাম দিয়া বন্ধন করিতাম এবং কর্ণোৎপল দ্বারা তাড়না করিলে তাহার পরাগদ্বারা তোমার নয়ন দূষিত হইত, এখন কি তুমি সেই

হৃদয়ে বসসীতি মৎপ্রিয়ং, যদবোচস্তদবৈমি কৈতবম ।
উপাচারপদং নচেদিদং, ত্বমনঙ্গঃ কথমক্ষতা রতিঃ॥ ৯ ॥
পরলোকনবপ্রবাসিনঃ, প্রতিপৎস্যে পদবীমহং তব ।
বিধিনা জন এষ বঞ্চিতস্ত্বদধীনং খলু দেহিনাং সুখম্ ॥ ১০ ॥
রজনীতিমিরাবগুণ্ঠিতে, পুরমার্গে ঘনশব্দবিক্লবা ।
বসতিং প্রিয়কামিনাং প্রিয়াস্ত্বদৃতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বরঃ ॥ ১১ ॥
নয়নান্যরুণানি ঘূর্ণয়ন্, বচনানি স্খলয়ন্ পদে পদে ।
অসতি ত্বয়ি বারুণীমদঃ, প্রমদানামধুনা বিড়ম্বনা ॥ ১২ ॥
অবগম্য কথীকৃতং বপুঃ, প্রিয়বন্ধোস্তব নিষ্ফলোদয়ঃ ।
বহুলেঽপি গতে নিশাকরস্তনুতাং দুঃখমনঙ্গ মোক্ষ্যতি ॥ ১৩ ॥
হরিতারুণচারুবন্ধনঃ, কলপুংস্কোকিলশব্দসূচিতঃ ।
বদ সম্প্রতি কস্য বাণতাং, নবচূতপ্রসবো গমিষ্যতি ॥ ১৪ ॥
অলিপঙ্ক্তিরনেকশস্ত্বয়া, গুণকৃত্যে ধনুষো নিয়োজিতা ।
বিরুতৈঃ করুণস্বনৈরিয়ং, 'গুরুশোকামনুরোদিতীব' মাম্ ॥ ১৫ ।
প্রতিপদ্য মনোহরং বপুঃ, পুনরপ্যাদিশ তাবদুত্থিতঃ ।
রতিদূতিপদেষু কোকিলাং, মধুরালাপনিসর্গপণ্ডিতাম্ ॥ ১৬ ॥
শিরসা পণিপত্য যাচিতান্যুপগূঢ়ানি সবেপথূনি চ ।
সুরতানি চ তানি তে রহঃ, স্মর ! সংস্মৃত্য ন শান্তিরস্তি মে ॥ ১

সকল স্মরণ করিয়া অভিমান করিতেছ ? ৮ ॥ "তুমি নিয়তই আমার হৃদয়ে বাস কর, ইহাই আমার প্রিয় অভিলাষ" তুমি যে এই বাক্য বলিতে, তাহা এখন কপটবাক্য বিবেচনা করিতেছি, সে কেবল পররঞ্জনার্থ মিথ্যাবাক্য, তাহা না হইলে তুমি শরীরবিহীন হইলে, কিন্তু রতির বিনাশ হইল না কেন? যদি তুমি আমাকে ভালবাসিতে,তাহা হইলে আমাকে নিদারুণ দুঃখসলিলে ভাসাইয়া পরিত্যাগ করিয়া যাইতে না ॥ ৯ ॥ হে নাথ ! তুমি ত পরলোকের নবীন প্রবাসী হইলে, আমিও তোমার পথে গমন করিতেছি সত্য, কিন্তু বিধাতা এই ত্রিলোকস্থিত ব্যক্তিগণকে সুখসম্ভোগে বঞ্চিত করিলেন, যে হেতু, তোমা ব্যতিরেকে জীবগণের সুখ একবারেই ফুরাইয়া গেল ॥১০॥ হে প্রিয়তম ! যখন রজনী ঘোরতর তিমিরজালে সমাচ্ছন্ন, সেই সময় নগরপথে মেঘশব্দে পর্য্যাকুল অভিসারিকা কামিনীগণকে প্রিয়তমদিগের বাসভবনে লইয়া যাইতে তুমি ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হয় ? ১১ ॥ হে নাথ, প্রমদাগণ মদিরা পান করিলে তাহাদের নয়ন অরুণবর্ণ হইয়া ঘূর্ণিত হইতে থাকে, পদে পদে বাক্য-সকল স্খলিত হইতে থাকে, কিন্তু তুমি না থাকাতে এখন তাহাদের সেই সকল কেবল বিড়ম্বনামাত্র হইবে ।। ১২ ॥ হে প্রিয় ! এক্ষণে তুমি দেহ পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহাতে তোমার প্রিয়বন্ধু চন্দ্র যখন জানিবেন যে, তোমার দেহ কথামাত্রে অবশিষ্ট আছে, তখন তিনি কৃষ্ণপক্ষগত হইলেও কষ্টে আপনার দেহের ক্ষীণতা পরিত্যাগ করিবেন। ফলতঃ উদ্দীপ্য বস্তুর অভাবে উদ্দীপন বৃথা, এই ভাবিয়া তিনি দুঃখিত হইবেন ॥ ১৩ ॥ হে স্মর ! যাহার বৃন্ত হরিত ও অরুণবর্ণের মিশ্রিতকান্তি ধারণ-পূর্ব্বক মনোরম হয়, পুংস্কোকিলের কলকণ্ঠশ্রবণে যাহার উৎপত্তি বুঝিতে পারা যায়, সেই নবীন আম্র-মুকুল-মঞ্জরী এখন কাহার বাণ হইবে ? ১৪ ॥ তুমি ভ্রমর-পংক্তিকে অনেকবার আপনার ধনুকের গুণরূপে ব্যবহার করিয়াছ, হে প্রিয়তম ! তাহারা এক্ষণে আমার দুঃসহশোকে শোকাতুর হইয়া কাতরস্বরে আমার সহিত রোদন করিতেছে ॥ ১৫ ॥ তুমি পুনর্ব্বার সেই অতুলনীয় মনোহর দেহ ধারণ করিয়া গাত্রোত্থান কর এবং রতির দূতী হইয়া কিরূপে কথা বলিতে হইবে, মধুরালাপে একান্ত নিপুণ সেই কোকিলাকে উপদেশ প্রদান কর ॥ ১৬ ॥ হে স্মর ! তুমি ভূমিতলে মস্তক অবনত করিয়া আমার নিকটসকম্পন আলিঙ্গন ভিক্ষা করিতে এবং আমার সহিত নির্জ্জনে বিবিধ প্রকার বিহার

রচিতং রতিপণ্ডিত ত্বয়া, স্বয়মঙ্গেষু মমেদমার্ত্তবম্।
ধ্রিয়তে কুসুমপ্রসাধনং, তব তচ্চারু বপুর্ন দৃশ্যতে ॥ ১৮ ॥
বিবুধৈরসি যস্য দারুণৈরসমাপ্তে পরিকর্ম্মণি স্মৃতঃ।
তমিমং কুরু দক্ষিণেতরং, চরণং নির্ম্মিতরাগমেহি মে ॥ ১৯ ॥
অহমেত্য পতঙ্গবর্ত্মনা, পুনরঙ্কাশ্রয়ণী ভবামি তে।
চতুরৈঃ সুরকামিনীজনৈঃ, প্রিয় যাবন্ন বিলোভ্যসে দিবি ॥ ২০ ॥
মদনেন বিনাকৃতা রতিঃ, ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতি মে।
বচনীয়মিদং ব্যবস্থিতং, রমণ ত্বামনুযামি যদ্যপি ॥ ২১ ॥
ক্রিয়তাং কথমন্ত্যমণ্ডনং, পরলোকান্তরিতস্য তে ময়া।
সমমেব গতোঽস্যতর্কিতাং, গতিমঙ্গেন চ জীবিতেন চ ॥ ২২ ॥
ঋজুতাং নয়তঃ স্মরামি তে, শরমুৎসঙ্গনিষণ্ণধন্বনঃ।
মধুনা সহ সস্মিতাং কথাং, নয়নোপান্তবিলোকিতঞ্চ যৎ ॥ ২৩ ॥
ক নু তে হৃদয়ঙ্গমঃ সখা, কুসুমায়োজিতকার্ম্মুকো মধুঃ।
ন খলূগ্ররুষা পিনাকিনা, গমিতঃ সোঽপি সুহৃদ্গতাং গতিম্ ॥ ২৪॥
অথ তৈঃ পরিদেবিতাক্ষরৈঃ, হৃদয়ে দিগ্ধশরৈরিবাহতঃ।
রতিমভ্যুপপত্তুমাতুরাং, মধুরাত্মানমদর্শয়ৎ পুরঃ ॥ ২৫ ॥
তমবেক্ষ্য রুরোদ সা ভৃশং, স্তনসম্বাধমুরো জঘান চ।
স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো, বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে ॥ ২৬ ॥
ইতি চৈনমুবাচ দুঃখিতা, সুহৃদঃ পশ্য বসন্ত কিং স্থিতম্।
তদিদং কণশো বিকীর্য্যতে, পবনৈর্ভস্ম কপোতকর্ব্বুরম্ ॥ ২৭ ॥

করিতে, সে সকল স্মরণ করিয়া আমার হৃদয়ের আর শান্তিলাভ হইতেছে না ॥ ১৭ ॥ হে সুরত-পণ্ডিত! বসন্তকালোচিত পুষ্পদ্বারা তুমি আমার অঙ্গে অলঙ্কার রচনা করিয়া দিয়াছ, তাহা আমি এক্ষণে ধারণ করিতেছি, কিন্তু তোমার সেই মনোহর মূর্ত্তি কোথায় গেল? ১৮ ॥ তুমি দক্ষিণ-চরণ অলক্তক-রাগে রঞ্জিত করিয়া বামচরণ রঞ্জিত করিবার উপক্রম করিতেছিলে, সেই সময়ে নিদারুণ ক্রূর দেবগণ তোমাকে স্মরণ করিয়াছিল। এখন তুমি আইস, আমার বামচরণ অলক্তক-রাগে রঞ্জিত করিয়া দাও ॥১৯॥ যাহাই হউক, অমরাঙ্গনাগণ অতিশয় চতুরা, তাহারা তোমাকে প্রলোভিত করিবার পূর্ব্বেই আমি শলভের ন্যায় অগ্নিতে প্রবেশ ও প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বর যাইয়া তোমার অঙ্কশায়িনী হইব, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই ॥২০ ॥ হে প্রিয়! যদিও আমি তোমার অনুগমন করিতেছি, তথাপি মদন ব্যতিরেকে রতি ক্ষণকালমাত্রও জীবিত ছিল, আমার এই নিন্দা ত চিরকাল রহিয়া গেল ॥২১॥ তুমি একবারেই প্রাণ ও দেহবিরহিত হইয়া অতর্কিত গতি অর্থাৎ অনাশঙ্কনীয় মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছ, আমি এখন তোমার শরীরের অন্তিমমণ্ডন (মৃতদেহের ভূষণ) কিরূপে সম্পাদন করিব? ২২॥ হে স্মর! তুমি স্বীয় ক্রোড়দেশে শরাসন স্থাপন পূর্ব্বক উভয় হস্তদ্বারা শর উৎসঙ্গে ন্যস্ত করিতে, বসন্তের সহিত ঈষৎ হাস্যবদনে বাক্যালাপ এবং আমার প্রতি কটাক্ষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে, সেই সকল এখন আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া বিষম যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে ॥ ২৩ ॥ তোমার পরম-প্রেমাস্পদ সুহৃদ সেই বসন্তই বা কোথায় গেল? হায়! তিনি নিয়তই পুষ্পদ্বারা তোমার শরাসন নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন। তবে তিনিও কি উগ্রক্রোধশালী পিনাকপাণি কর্ত্তৃক সুহৃদের অনুসৃত গতি প্রাপ্ত হইলেন? ২৪॥ রতির সেই সকল বিলাপাক্ষর দ্বারা বিষদগ্ধ শরের ন্যায় হৃদয়ে আহত হইয়া মদনের সহচর প্রিয় বসন্ত শোকাতুরা রতিদেবীকে আশ্বাস প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ॥২৫॥ বসন্তকে নিকটে দেখিয়া রতিদেবী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রোদন করিয়া উঠিলেন, করদ্বারা স্তনমণ্ডল ও উরঃস্থলে নিদারুণ আঘাত করিতে লাগিলেন। যেহেতু, প্রাণিগণের দুঃখ স্বজনের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত দ্বারের ন্যায় হইয়া অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ॥২৬॥ তৎপরে রতিদেবী অতিশয় দুঃখভরে বসন্তকে বলিলেন, দেখ বসন্ত! তোমার প্রিয় সুহৃদের আর কি অবশিষ্ট আছে এই দে , কপোতের ন্যায়

অয়ি সম্প্রতি দেহি দর্শনং, স্মর পর্য্যুৎসুক এষ মাধবঃ।
দয়িতাস্বনবস্থিতং নৃণাং, ন খলু প্রেম চলং সুহৃজ্জনে ॥ ২৮ ॥
অমুনা ননু পার্শ্ববর্ত্তিনা, জগদাজ্ঞাং সসুরাসুরং তব।
বিসতন্তুগুণস্য কারিতং, ধনুষঃ পেলবপুষ্পপত্রিণঃ ॥ ২৯ ॥
গত এব ন তে নিবর্ত্ততে, স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ।
অহমস্য দশেব পশ্য মামবিষহ্যব্যসনেন ধূমিতাম্ ॥ ৩০ ॥
বিধিনা কৃতমর্দ্ধবৈশসং, ননু মাং কামবধে বিমুঞ্চতা।
অনপায়িনি সংশ্রয়দ্রুমে, গজভগ্নে পতনায় বল্লরী ॥ ৩১ ॥
তদিদং ক্রিয়তামনন্তরং, ভবতা বন্ধুজনপ্রয়োজনম্।
বিধুরাং জ্বলনাতিসর্জ্জনান্ননু মাং প্রাপয় পত্যুরন্তিকম্ ॥৩২॥
শশিনা সহ যাতি কৌমুদী, সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।
প্রমদাঃ পতিবর্ত্মগা ইতি, প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি ॥ ৩৩ ॥
অমুনৈব কষায়িতস্তনী, সুভগেন প্রিয়গাত্রভস্মনা।
নবপল্লবসংস্তরে যথা, রচয়িষ্যামি তনুং বিভাবসৌ ॥ ৩৪ ॥
কুসুমাস্তরণে সহায়তাং, বহুশঃ সৌম্য গতস্ত্বমাবয়োঃ।
কুরু সম্প্রতি তাবদাশু মে, প্রণিপাতাঞ্জলিযাচিতশ্চিতাম্ ॥ ৩৫ ॥
তদনু জ্বলনং মদর্পিতং, ত্বরয়েদ্দক্ষিণবাতবীজনৈঃ।
বিদিতং খলু তে যথা স্মরঃ, ক্ষণমপ্যুৎসহতে ন মাং বিনা ॥ ৩৬ ॥

কেবল পাংশুবর্ণ ভস্মরাশি পবনদ্বারা কণায় কণায় উড়িয়া যাইতেছে ॥ ২৭। অয়ি স্মর! এই প্রিয়-সুহৃদ্ বসন্ত তোমার দর্শনলালসায় অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইয়াছেন, অন্ততঃ এখন একবার দর্শন দাও। যেহেতু, পুরুষগণের প্রণয় দয়িতাগণের প্রতি স্থির হইয়া থাকে না, কিন্তু সুহৃজ্জনের প্রতি যে প্রেম, তাহা অবিচলিতভাবেই অবস্থিত হইয়া থাকে ॥২৮॥ তোমার কি মনে নাই যে, তোমার ধনুকের গুণ ভৃংকারসহ মৃণালসূত্রে নির্ম্মিত এবং বাণ অতিশয় সুকোমল পুষ্পে বিরচিত, তথাপি এই বসন্তই পার্শ্বচর থাকিয়া সুরাসুর-সংবলিত এই অখিল জগৎ তোমার আজ্ঞার বশবর্ত্তী করিয়া দিয়াছেন ॥ ২৯ ॥ হায়! বসন্ত! অনিলাহত প্রদীপের ন্যায় তোমার সেই সখা একেবারেই জগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন, আর ফিরিবেন না, আমি সেই প্রদীপের অসহ্য বিরহ-দুঃখ-ব্যসনরূপ ধূমদ্বারা সমাচ্ছন্ন দশার ন্যায় রহিয়াছি অবলোকন কর ॥৩০॥ বিধাতা মদনবধের সহিত আমাকে সম্পূর্ণরূপে বধ না করিয়া অর্দ্ধবধ দ্বারা আমার দুঃখের আধিক্যবিধান করিয়া দিয়াছেন। যে লতা বৃক্ষকে উপদ্রবশূন্য আশ্রয়স্থান মনে করিয়া অবলম্বন করে, সেই বৃক্ষ যদি মাতঙ্গ কর্তৃক ভগ্ন হয়, তবে আশ্রিত লতার নিশ্চয়ই পতন হয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ৩১ ॥ হে বসন্ত! তবে এক্ষণে তুমি বন্ধুজনোচিত এই কার্য্যটী সম্পাদন কর। দেখ, আমি অতিশয় কাতর হইয়াছি, আমাকে অগ্নিদান করিয়া পতির নিকট প্রেরণ কর ॥ ৩২ ॥ বসন্ত! তোমার এ বিষয়ে আর তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু, জ্যোৎস্না চন্দ্রের সহিত এবং সৌদামিনী মেঘের সহিত তিরোহিত হইয়া থাকে, অতএব পতির অনুগমন করা যে একান্তই কর্ত্তব্য, এই বিষয় অচেতন বস্তুবৃন্দও প্রতিপাদন করিয়া রাখিয়াছে ॥ ৩৩ ॥ আমি এই পরম মনোহর স্বামীদেহ-ভস্ম বক্ষঃস্থলে লেপন করিয়া নবপল্লব-শয্যাজ্ঞানে চিতানলের উপর আপন দেহ বিন্যস্ত করিয়া রাখিব ॥ ৩৪ ॥ হে সাধো! তুমি আমাদিগের কুসুম-আস্তরণ-বিষয়ে বহুবার সহায়তা করিয়াছ, এখন আমি তোমাকে কৃতাঞ্জলিবন্ধন ও প্রণিপাত পুরঃসর প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার চিতা রচনা করিয়া দাও ॥৩৫॥ চিতারচনার পর আমার উপর অর্পিত অনল র্দ্ধিত করিবার জন্য দক্ষিণবায়ুকে ত্বরা আহ্বান করিবে, তুমি ত জান যে, মদন আমাকে

ইতি চাপি বিধায় দীয়তাং, সলিলস্যাঞ্জলিরেক এব নৌ।
অবিভজ্য পরত্র তং ময়া, সহিতঃ পাস্যতি তে স বান্ধবঃ ॥ ৩৭ ॥
পরলোকবিধৌ চ মাধব, স্মরমুদ্দিশ্য বিলোলপল্লবঃ।
নিবপেঃ সহকারমঞ্জরীঃ, প্রিয়চূতপ্রসবো হি তে সখা ॥ ৩৮ ॥
ইতি দেহবিমুক্তয়ে স্থিতাং, রতিমাকাশভবা সরস্বতী।
শফরীং হ্রদশোষবিক্লবাং, প্রথমা বৃষ্টিরিবান্বকম্পয়ৎ ॥ ৩৯ ॥
কুসুমায়ুধপত্নি দুর্লভস্তব ভর্ত্তা ন চিরাদ্ভবিষ্যতি।
শৃণু যেন স কর্ম্মণা গতঃ, শলভত্বং হরলোচনার্চ্চিষি ॥ ৪০ ॥
অভিলাষমুদীরিতেন্দ্রিয়ঃ, স্বসুতায়ামকরোৎ প্রজাপতিঃ।
অথ তেন নিগৃহ্য বিক্রিয়ামভিশপ্তঃ ফলমেতদন্বভূৎ ॥ ৪১ ॥
পরিণেষ্যতি পার্ব্বতীং যদা, তপসা তৎপ্রবণীকৃতো হরঃ।
উপলব্ধসুখস্তদা স্মরং, বপুষা স্বেন নিযোজয়িষ্যতি ॥ ৪২ ॥
ইতি চাহ স ধর্ম্মযাচিতঃ, স্মরশাপাবধিদাং সরস্বতীম্।
অশনেরমৃতস্য চোভয়োর্বশিনশ্চাম্বুধরাশ্চ যোনয়ঃ ॥ ৪৩ ॥
তদিদং পরিরক্ষ শোভনে, ভবিতব্যপ্রিয়সঙ্গমং বপুঃ।
রবিপীতজলা তপাত্যয়ে, পুনরোঘেন হি যুজ্যতে নদী ॥ ৪৪ ॥
ইত্থং রতেঃ কিমপি ভূতমদৃশ্যরূপং, মন্দীচকার মরণব্যবসায়বুদ্ধিম্।
তৎপ্রত্যয়াচ্চ কুসুমায়ুধবন্ধুরেনামাশ্বাসয়ৎ সুচরিতার্থপদৈর্বচোভিঃ ॥

ক্ষণমাত্র না দেখিলে তাঁহার মনে কিছুমাত্র সুখ থাকিত না ॥৩৬॥ এই কার্য্য সম্পাদন করিয়া আমাদের দুই জনের জন্য এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিও। সেই জলমাত্রই তোমার প্রিয় সখা আমার সহিত পান করিবেন ॥ ৩৭ ॥ হে বসন্ত! পিণ্ডোদকাদি-দান-বিষয়ে আর কিছুই করিতে হইবে না, কেবল সপল্লব সহকার-মঞ্জরীর পিণ্ড প্রদান করিবে; যেহেতু, তোমার সখা সহকার-মঞ্জরী বড় ভালবাসিতেন ॥ ৩৮ ॥ এইরূপে রতিদেবী দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলে হ্রদশোষ হেতু বিহ্বলা শফরীকে যেমন প্রথম-পতিত বৃষ্টি জীবনদান করে, সেইরূপ গগনোত্থিত আকাশবাণী রতির প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিল ॥ ৩৯ ॥ "হে স্মরপত্নি! তোমার স্বামী চিরকালের নিমিত্ত দুর্লভ হইবেন না, তুমি তাঁহাকে শীঘ্রই প্রাপ্ত হইবে। যে কর্ম্মদ্বারা কামদেব হরলোচনানলের পতঙ্গ হইয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর ॥৪০॥ কন্দর্প একদিন নিজকন্যা সরস্বতীর প্রতি ব্রহ্মার চিত্তবিকার জন্মাইয়া দেন, তিনি সেই মনোবিকার নিগৃহীত করিয়া অভিশাপ প্রদান করেন, সেই অভিশাপের ফল মদন এখন অনুভব করিলেন ॥ ৪১ ॥ তখন ধর্ম্মরাজ ব্রহ্মার নিকট যাচ্ঞা করিলে তিনি মদনের শাপ-মোচনার্থ কহিলেন যে, মহাদেব যখন পার্ব্বতীর তপস্যায় প্রসন্ন ও তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়া সুখ অনুভব করিবেন, তখন কন্দর্পকে তাঁহার শরীর পুনর্ব্বার প্রদান করিবেন ॥ ৪২ ॥ যেমন এক মেঘ হইতে বৃষ্টি ও বজ্রপাত উভয়ই উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ কুপিত হন এবং ক্ষমাও করিয়া থাকেন ॥৪৩॥ অতএব হে কল্যাণি! তুমি তোমার এই লাবণ্যময় শোভন দেহ পরিত্যাগ করিও না। কারণ, এই দেহেই তোমার প্রিয়-সমাগম হইবে। দেখ, সূর্য্য সমস্ত সলিল শোষণ করিলে গ্রীষ্মাবসানে নদী পুনর্ব্বার সম্পূর্ণরূপেই বারি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥" এইরূপ এক অদৃশ্য দেবতা রতির মৃত্যু-সঙ্কল্প শিথিল করিয়া দিলেন। সেই বাক্যে বিশ্বাস হেতু কন্দর্পবন্ধু বসন্ত ফলবৎ

তথ মদনবধূরুপপ্লবান্তং, ব্যসনকৃশা পরিপালয়াম্বভূব ।
শশিন ইব দিবাতনস্ত লেখা, কিরণপরিক্ষয়ধূসরা প্রদোষম্ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ রতিবিলাপো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ ।।৪।।

পঞ্চমঃ সর্গঃ

তথা সমক্ষং দহতা মনোভবং, পিনাকিনা ভগ্নমনোরথা সতী ।
নিনিন্দ রূপং হৃদয়েণ পার্ব্বতী, প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা ॥ ১ ॥
ইয়েষ সা কর্ত্তুমবন্ধ্যরূপতাং, সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ ।
অবাপ্যতে বা কথমন্যথা দ্বয়ং, তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ ॥ ২ ॥
নিশম্য চৈনাং তপসে কৃতোদ্যমাং, সুতাং গিরিশপ্রতিসক্তমানসাম্ ।
উবাচ মেনা পরিরভ্য বক্ষসা, নিবারয়ন্তী মহতো মুনিব্রতাৎ ॥ ৩ ॥
মনীষিতাঃ সন্তি গৃহেষু দেবাস্তপঃ ক বৎসে ক চ তাবকং বপুঃ ।
পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং, শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ ॥ ৪ ॥
ইতি ধ্রুবেচ্ছামনুশাসতী সুতাং, শশাক মেনা ন নিয়ন্তুমুদ্যমাৎ ।
ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ, পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ ॥ ৫ ॥
কদাচিদাসন্নসখীমুখেন সা, মনোরথজ্ঞং পিতরং মনস্বিনী ।
অযাচতারণ্যনিবাসমাত্মনঃ, ফলোদয়ান্তায় তপঃসমাধয়ে ॥ ৬ ॥

বাক্য দ্বারা তাঁহাকে আশ্বাসিত করিলেন ॥ ৪৫ ॥ অনন্তর যেমন দিবাভাগে শশিকলা কিরণবিহীন হইয়া সন্ধ্যাকাল প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ মদন-বধূ রতি শোকে পরিক্ষীণা হইয়া দৈব-দুর্বিপাকের অবসানের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন ॥ ৪৬॥

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ।

মহাদেব সেইরূপে পার্ব্বতীর সমক্ষে মদনকে ভস্মসাৎ করাতে তাঁহার মনোরথভঙ্গ হইল, তখন তিনি মনে মনে আপনার সৌন্দর্য্যের নিন্দা করিতে লাগিলেন, যেহেতু, প্রিয়তমের প্রীতিভাজন না হইলে সেই সৌন্দর্য্যের কোন ফল নাই ॥ ১ ॥ তখন তিনি তপস্যার দ্বারা সমাধি অবলম্বনে স্বীয় রূপ সফল করিবার ইচ্ছা করিলেন। তাহা তাঁহার পক্ষে উচিত কার্য্যই হইয়াছিল। যেহেতু, তপস্যা না করিলেই বা যাহা দ্বারা হরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইবেন, সেইরূপ প্রেম এবং যে পতির বনিতা হইলে বিধবা হইতে হয় না, সেইরূপ স্বামী কিরূপে লাভ করিতে পারিবেন ? ২ ॥ তনয়া গৌরী, গিরিশের প্রতি আসক্তচিত্ত হইয়া তপস্যার নিমিত্ত উদ্‌যোগিনী হইয়াছেন, উমা-জননী মেনকা ইহা শ্রবণ করিয়া সেই অতি মহৎ মুনিব্রত হইতে নিবারণ পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎসে ! আমার গৃহেই অনেক মনোমত দেবতা আছেন, তুমি তাঁহাদিগের আরাধনা কর, তোমার এই অতি সুকোমল দেহই বা কোথায় এবং কঠোরতর-দেহসাধ্য তপস্যাই বা কোথায় ? সুকুমার শিরীষ-পুষ্প ভ্রমরেরই চরণপাত সহ্য করিতে পারে, কিন্তু পক্ষীর চরণাঘাত কদাচই সহ্য করিতে সমর্থ হয় না ॥৩-৪॥ পার্ব্বতী তখন তপস্যাতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন, অতএব মেনকা তনয়াকে সেইরূপ উপদেশ করিয়াও সেই উদ্যম হইতে নিবারণ করিতে পারিলেন না। নিম্নাভিমুখে ধাবিত বারিপ্রবাহের ন্যায় সঙ্কল্পিত বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় মানসকে ফিরাইতে কেহই সমর্থ হয় না ॥ ৫ ॥ স্থিরনিশ্চয়া পার্ব্বতী কোন সময়ে নিকটবর্ত্তিনী সখীদ্বারা মনোরথাভিজ্ঞ পিতার নিকট তপোনিয়মের ফলোদয়-কালপর্য্যন্ত আপনার

অথানুরূপাভিনিবেশতোষিণা, কৃতাভ্যনুজ্ঞা গুরুণা গরীয়সা।
প্রজাসু পশ্চাৎ প্রথিতং তদাখ্যয়া, জগাম গৌরীশিখরং শিখণ্ডিমৎ॥
বিমুচ্য সা হারমহার্য্যনিশ্চয়া, বিলোলযষ্টিপ্রবিলুপ্তচন্দনম্।
ববন্ধ বালারুণবভ্রু বল্কলং, পয়োধরোৎসেধবিশীর্ণসংহতি॥ ৮॥
যথা প্রসিদ্ধৈর্ম্মধুরং শিরোরুহৈর্জটাভিরপ্যেবমভূত্তদাননম্।
ন ষট্পদশ্রেণিভিরেব পঙ্কজং, স শৈবলাসঙ্গমপি প্রকাশতে॥ ৯॥
প্রতিক্ষণং সা কৃতরোমবিক্রিয়াং, ব্রতায় মৌঞ্জীং ত্রিগুণাং বভার যাম্।
অকারি তৎপূর্ব্বনিবদ্ধয়া তয়া, সরাগমস্যা রশনাগুণাস্পদম্॥ ১০॥
বিসৃষ্টরাগাদধরান্নিবর্ত্তিতঃ, স্তনাঙ্গরাগারুণিতাচ্চ কন্দুকাৎ।
কুশাঙ্কুরাদানপরিক্ষতাঙ্গুলিঃ, কৃতোঽক্ষসূত্রপ্রণয়ী তয়া করঃ॥ ১১॥
মহার্হশয্যাপরিবর্ত্তনচ্যুতৈঃ, স্বকেশপুষ্পৈরপি যা স্ম দূয়তে।
অশেত সা বাহুলতোপধায়িনী, নিষেদুষী স্থণ্ডিল এব কেবলে॥ ১২॥
পুনর্গ্রহীতুং নিয়মস্থয়া তয়া, দ্বয়েঽপি নিক্ষেপ ইবার্পিতং দ্বয়ম্।
লতাসু তন্বীষু বিলাসচেষ্টিতং, বিলোলদৃষ্টিং হরিণাঙ্গনাসু॥ ১৩॥
অতন্দ্রিতা সা স্বয়মেব বৃক্ষকান্, ঘটস্তনপ্রস্রবণৈর্ব্যবর্দ্ধয়ৎ।
গুহোঽপি যেষাং প্রথমাপ্তজন্মনাং, ন পুত্রবাৎসল্যমপাকরিষ্যতি॥ ১৪
অরণ্যবীজাঞ্জলিদানলালিতাস্তথা চ তস্যাং হরিণা বিশশ্বসুঃ।
যথা তদীয়ৈর্নয়নৈঃ কুতূহলাৎ, পুরঃ সখীনামমিমীত লোচনে॥ ১৫॥

বনবাস প্রার্থনা করিলেন।৬। তনয়া গৌরী অনুরূপ কার্য্যেই মনোনিবেশ করিয়াছেন, অতএব উচ্চাশয় জনক হিমাচল তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন, পার্ব্বতীর তপঃ-সিদ্ধির পর যাহা প্রজাগণের মধ্যে গৌরীশিখর নামে বিখ্যাত হইয়াছিল, সেই হিংস্রপশুবিবর্জ্জিত ময়ূরাদি-সমন্বিত শিখরে তিনি গমন করিলেন॥ ৭॥ তখন অবিচলিতসঙ্কল্পা পার্ব্বতী, যাহার সঞ্চালনে স্তনস্থিত চন্দন বিলুপ্ত হয়, এইরূপ হার পরিত্যাগ করিয়া বালারুণ তুল্য শ্বেতবর্ণ বল্কল ধারণ করিলেন, তাঁহার উন্নতস্তনযুগল তদ্দ্বারা স্থানে স্থানে ছিন্নপ্রায় হইয়া গেল।৮। সেই পরম-সুন্দর কেশ-কলাপ দ্বারাও তাঁহার মুখের যেরূপ শোভা হইত, জটাসমূহ দ্বারাও সেই মুখ তদ্রূপ শোভান্বিত হইল, ষটপদসমূহ দ্বারাই যে পঙ্কজের শোভা হয়, এরূপ নহে, শৈবাল-সংযোগেও উহার সেইরূপই শোভা হইতে পারে॥ ৯॥ পার্ব্বতী মুঞ্জতৃণ-বিরচিত গুণত্রয়যুক্ত মেখলা কটিতটে ধারণ করিলেন, তাহা পূর্ব্বে কখনও ধারণ করেন নাই বলিয়া কাঠিন্য হেতু ক্ষণে ক্ষণে দেহ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, আর তদ্দ্বারা তাঁহার নিতম্বদেশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল॥ ১০॥ তখন আর তাঁহার অধর অলক্তকরাগে রঞ্জিত হইত না, সুতরাং তাঁহার হস্ত অধর হইতে নিবর্ত্তিত, পূর্ব্বে তিনি কন্দুক-ক্রীড়া করিতেন, তাহাতে কন্দুক উর্দ্ধে উঠিয়া বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইলে তত্রস্থিত কুঙ্কুমাদি অঙ্গরাগ দ্বারা রক্তবর্ণ হইত, এখন তাহার সহিতও সম্পর্ক বর্জ্জিত হইয়াছিল। এক্ষণে কুশাঙ্কুর দ্বারা তাঁহার হস্তের অঙ্গুলিসকল ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার কর জপমালার সহিতই সবিশেষ প্রণয় স্থাপন করিল॥ ১১॥ মহামূল্য পরম মনোহর শয্যার উপর গাত্রপরিবর্ত্তন-সময়ে কেশ হইতে পুষ্প পতিত হইলেও যাঁহার কষ্ট বোধ হইত, এরূপ সুকুমারী হইয়াও গৌরী এখন বাহুলতার উপর মস্তকস্থাপন পূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন এবং ভূমিতেই উপবেশন করিতে লাগিলেন॥ ১২॥ পার্ব্বতী এখন নিয়মস্থিত আছেন, পরে তিনি পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত এক্ষণে দুইটী বস্তুর উপর দুইটী বস্তু রাখিয়া দিয়াছেন, তন্মধ্যে মনোহর লতাতে বিলাসচেষ্টা এবং চঞ্চললোচন হরিণাঙ্গনাতে নিক্ষেপ-বস্তুর ন্যায় সংস্থাপিত করিয়াছিলেন॥ ১৩॥ তিনি নিরলস হইয়া ঘটরূপ স্তনের পয়ঃ-সেচন দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষগণকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহার এত প্রীতিপাত্র হইয়াছিল যে, পরে কার্ত্তিক জন্মগ্রহণ করিয়াও জ্যেষ্ঠ সহোদর তুল্য সেই বৃক্ষগণের প্রতি পার্ব্বতীর স্নেহের হ্রাস করিতে পারেন নাই॥ ১৪॥ অঞ্জলি অঞ্জলি নীবারাদি বীজপ্রদান দ্বারা প্রতিপালন হেতু হরিণ-সকল এরূপ বিশ্বাস

কৃতাভিষেকাং হুতজাতবেদসং, ত্বগুত্তরাসঙ্গবতীমধীতিনীম্‌।
দিদৃক্ষবস্তামৃষয়োঽভ্যুপাগমন্‌, ন ধর্ম্মবৃদ্ধেষু বয়ঃ সমীক্ষ্যতে ॥ ১৬ ॥
বিরোধি-সত্ত্বোজ্‌ঝিতপূর্ব্বমৎসরং, দ্রুমৈরভীষ্টপ্রসবার্চ্চিতাতিথি।
নবোটজাভ্যন্তরসম্ভৃতানলং, তপোবনং তচ্চ বভূব পাবনম্‌ ॥ ১৭ ॥
যদা ফলং পূর্ব্বতপঃসমাধিনা, ন তাবতা লভ্যমমংস্ত কাঙ্ক্ষিতম্‌।
তদানপেক্ষ্য স্বশরীরমার্দ্দবং,তপো মহৎ সা চরিতুং প্রচক্রমে ॥ ১৮॥
ক্লমং যযৌ কন্দুকলীলয়াপি যা,তয়া মুনীনাং চরিতং ব্যগাহ্যত।
ধ্রুবং বপুঃ কাঞ্চনপদ্মনির্ম্মিতং, মৃদুঃ প্রকৃত্যা চ সসারমেব চ ॥ ১৯ ॥
শুচৌ চতুর্ণাং জ্বলতাং শুচিস্মিতা, হবির্ভুজাং মধ্যগতা সুমধ্যমা।
বিজিত্য নেত্রপ্রতিঘাতিনীং প্রভামনন্যদৃষ্টিঃ সবিতারমৈক্ষত ॥ ২০ ॥
তথাভিতপ্তং সবিতুর্গভস্তিভির্মুখং তদীয়ং কমলশ্রিয়ং দধৌ।
অপাঙ্গয়োঃ কেবলমস্য দীর্ঘয়োঃ, শনৈঃ শনৈঃ শ্যামিকয়া কৃতং পদম্‌ ॥২১॥
অযাচিতোপস্থিতমম্বু কেবলং, রসাত্মকস্যোড়ুপতেশ্চ রশ্ময়ঃ।
বভূব তস্যাঃ কিল পারণাবিধির্ন বৃক্ষবৃত্তিব্যতিরিক্তসাধনঃ ॥ ২২ ॥
নিকামতপ্তা বিবিধেন বহ্নিনা, নভশ্চরেণেন্ধনসম্ভৃতেন সা।
তপাত্যয়ে বারিভিরুক্ষিতা নবৈর্ভুবা সহোষ্মাণমমুঞ্চদূর্দ্ধগম্‌ ॥ ২৩ ॥
স্থিতাঃ ক্ষণং পক্ষ্মসু তাড়িতাধরাঃ, পয়োধরোৎসেধনিপাতচূর্ণিতাঃ।
বলীষু তস্যাঃ স্খলিতাঃ প্রপেদিরে, চিরেণ নাভিং প্রথমোদবিন্দবঃ ॥২৪॥

স্থাপন করিয়াছিল যে,কখন কখন কুতূহল হেতু হরিণদিগকে ধরিয়া তিনি তাহাদের চক্ষুর সহিত সখী-গণের চক্ষের তুলনা করিলেও তাহারা সুস্থির হইয়া থাকিত ॥১৫॥ তিনি প্রতিদিন স্নান, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান, বল্কলের উত্তরীয়ধারণ ও বিহিত অধ্যয়নাদি করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ সদনুষ্ঠানের কথা শ্রবণ করিয়া সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত মহর্ষিগণ তথায় আগমন করিতেন, যেহেতু, যাঁহারা ধর্ম্মা-নুষ্ঠান দ্বারা মহত্ত্বলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বয়ঃক্রমের বিষয় কেহই বিবেচনা করেন না ॥ ১৬ ॥ তথায় পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন প্রাণিবর্গ পূর্ব্ববৈর পরিত্যাগ করিল,বৃক্ষগণ অভিলষিত পুষ্প-ফলাদির দ্বারা অতিথিসৎকার করিতে লাগিল এবং নবীন পর্ণশালার অভ্যন্তরে হোমবহ্নি নিয়ত প্রজ্বলিত হইতে লাগিল, এই সমস্ত কারণে সেই তপোবন এমত পবিত্র হইয়া উঠিল যে, তথায় গমন করিলেও জীবগণ পবিত্রতা লাভ করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥ পার্ব্বতী প্রথমে যেরূপ নিয়মে তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তপস্যাদ্বারা ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া স্বীয় শরীরের কোমলতা অগ্রাহ্য করিয়া অধিকতর কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন ॥ ১৮ ॥ যিনি পূর্ব্বে কন্দুক-ক্রীড়াদ্বারাও ক্লান্তি বোধ করিতেন, তিনি অবলীলাক্রমে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন, ইহাতে বোধ হয় যে, তাঁহার দেহ পদ্ম ও সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি পদ্মগুণে স্বভাবতঃ কোমলতা এবং স্বর্ণগুণে সার-বত্তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥ সেই সুমধ্যমা চারুহাসিনী উমা গ্রীষ্মকালে আপনার চতুষ্পার্শ্বে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া স্বয়ং সেই অগ্নির মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া থাকিতেন এবং যাহা দ্বারা চক্ষু দগ্ধ হইয়া যায়, এরূপ আতপ গ্রাহ্য না করিয়া সূর্য্যের প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন ॥ ২০ ॥ আর সূর্য্যাতপে অত্যন্ত সন্তাপিত হইয়া তদীয় আনন কমলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল, কেবল নেত্রের প্রান্তভাগ ক্রমে ক্রমে নীলবর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ২১ ॥ বিনা যাচ্ঞায় উপস্থিত বৃষ্টিবারি এবং অমৃতময় হিমাংশুর রশ্মিজাল এই উভয় বস্তুর দ্বারাই তাঁহার পারণাবিধি সম্পাদিত হইতে লাগিল; সুতরাং বৃক্ষগণের প্রাণধারণের সেই দুইটী বস্তু ব্যতীত আর তাঁহার প্রাণধারণের উপায় অন্য বস্তু কিছুই ছিল না ॥ ২২ ॥ আকাশচারী অগ্নি অর্থাৎ সূর্য্য এবং কাষ্ঠদ্বারা প্রজ্বালিত পার্থিব অগ্নি এই দ্বিবিধ বহ্নি দ্বারা অত্যন্ত সন্তাপিত হইলে পর গ্রীষ্মের অবসান হইত, তদনন্তর নূতন জল তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলে চতুষ্পার্শ্বস্থিত ভূমির সহিত তাঁহার গাত্রের উষ্মা বহির্গত হইয়া যাইত ॥ ২৩ ॥ সেই

শিলাশয়াস্তামনিকেতবাসিনীং, নিরন্তরাস্বন্তরবাতবৃষ্টিষু।
ব্যলোকয়ন্নুন্মিষিতৈস্তড়িন্ময়ৈর্ম্মহাতপঃসাক্ষ্য ইব স্থিতাঃ ক্ষপাঃ ॥২৫॥
নিনায় সাত্যন্তহিমোৎকিরানিলাঃ, সহস্যরাত্রীরুদবাসতৎপরা।
পরস্পরাক্রন্দিনি চক্রবাকয়োঃ, পুরোবিযুক্তে মিথুনে কৃপাবতী ॥ ২৬ ॥
মুখেন সা পদ্মসুগন্ধিনা নিশি, প্রবেপমানাধরপত্রশোভিনা।
তুষারবৃষ্টিক্ষতপদ্মসম্পদাং, সরোজসন্ধানমিবাকরোদপাম্ ॥ ২৭ ॥
স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা, পরা হি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ।
তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং, বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ ॥ ২৮॥
মৃণালিকাপেলবমেবমাদিভির্ব্রতৈঃ স্বমঙ্গং গ্লপয়ন্ত্যহর্নিশম্।
তপঃ শরীরৈঃ কঠিনৈরুপার্জ্জিতং, তপস্বিনাং দূরমধশ্চকার সা ॥ ২৯ ॥
অথাজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগল্‌ভবাক্, জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা।
বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনং, শরীরবদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা ॥ ৩০ ॥
তমাতিথেয়ী বহুমানপূর্ব্বয়া, সপর্য্যয়া প্রত্যুদিয়ায় পার্ব্বতী।
ভবন্তি সাম্যেঽপি নিবিষ্টচেতসাং, বপুর্বিশেষে সতি গৌরবাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩১॥
বিধিপ্রযুক্তাং পরিগৃহ্য সৎক্রিয়াং, পরিশ্রমং নাম বিনীয় চ ক্ষণম্।
উমাং স পশ্যন্ ঋজুনৈব চক্ষুষা, প্রচক্রমে বক্তুমনুজ্ঝিতক্রমঃ ॥ ৩২ ॥

প্রথম-নিপতিত বারিবিন্দু-সকল তাঁহার যুগল নেত্রের রোমের উপর ক্ষণকালমাত্র অবস্থিতি করিয়া তৎপরে অধরতাড়ন পূর্ব্বক বক্ষোপরি উচ্চ পয়োধরে পতিত ও চূর্ণিত হইয়া তদনন্তর ত্রিবলীতে পতিত হইয়া প্রতিবন্ধকতা হেতু তৎপরে বহু বিলম্বে সুগভীর নাভির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইত॥২৪॥ সেই বর্ষাকালের বিভাবরীতে তিনি অনাবৃত স্থানে শিলাতলে শয়ন করিয়া থাকিতেন, তখন নিরন্তর ঝঞ্ঝা-বায়ু-সংবলিত বৃষ্টি পতিত হইত, সেই সময়ে নিশীথিনীর অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাগণ যেন পরে তাঁহার মহাতপস্যার কঠোরতার সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তই বিদ্যুৎরূপ নেত্র উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতেন ॥ ২৫ ॥ পৌষ মাসের রাত্রিকালে সমীরণ অত্যন্ত হিমবর্ষণ করিয়া থাকে, তখন তিনি বারিমধ্যে বাস করিতেন। সেই সময়ে তাঁহার সম্মুখে চক্রবাক-মিথুন বিরহ-দুঃখ অনুভব করিয়া পরস্পরের উদ্দেশে ক্রন্দনশব্দ করিতেছে দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে করুণা-সঞ্চার হইত ॥ ২৬ ॥ তখন তাঁহার সর্ব্বশরীর জলে নিমজ্জিত, কেবল মুখখানিই জাগিয়া থাকিত, পদ্মের ন্যায় মুখের সৌগন্ধ, শীত প্রযুক্ত তাঁহার অধর পদ্মদলের ন্যায় কম্পিত হইত, সুতরাং শীতসমাগমে যদিও সেই সরোবরের সমুদায় পদ্ম বিনষ্ট হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার সেই মুখের দ্বারাই পদ্মবিরহিত হয় নাই বলিয়া বোধ হইত ॥ ২৭ ॥ বৃক্ষ হইতে স্বয়ং স্খলিত পত্র দ্বারা জীবিকাবৃত্তি নির্ব্বাহ করাই তপস্যার পরাকাষ্ঠা, কিন্তু তিনি তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এই নিমিত্তই পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহার "অপর্ণা" এই নাম প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥ পার্ব্বতীর দেহ মৃণালের ন্যায় কোমল, তথাপি তিনি উক্ত প্রকার কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান দ্বারা সেই শরীরই অহোরাত্র শীর্ণ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ অন্যান্য ঋষিগণ আপনাদিগের কঠিন শরীর দ্বারাও সেরূপ কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে পারেন নাই ॥ ২৯ ॥ অনন্তর একদিন মৃগচর্ম্ম ও পালাশদণ্ডধর জটাধারী এক ব্রহ্মচারী পবিত্র ব্রহ্মময় তেজে জ্বলিতে জ্বলিতেই যেন পার্ব্বতীর তপোবনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বাক্য ভয়-সম্পর্ক-পরিশূন্য, বোধ হইল, যেন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্বয়ং দেহ ধারণপূর্ব্বক সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥ ৩০ ॥ অতিথির প্রতি সাধু আচরণশীলা পার্ব্বতী সেই ব্রহ্মচারীর প্রতি বহুসম্মান পূর্ব্বক সৎকার দ্বারা প্রত্যুদ্গমন করিলেন। স্থিরচিত্ত সাধুগণ সমদর্শী হইলেও ব্যক্তিবিশেষে তাঁহারা অধিকতর গৌরবের সহিত সম্মানাদি প্রদর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মচারী পার্ব্বতীর বিধিবিহিত সৎকার গ্রহণান্তে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন। অনন্তর সরল দৃষ্টিপাত দ্বারা গৌরীর দিকে চাহিয়া শিষ্ট-জনোচিত ক্রম অনুসারে বলিতে আরম্ভ

অপি ক্রিয়ার্থং সুলভং সমিৎকুশং, জলান্যপি স্নানবিধিক্ষমাণি তে।
অপি স্বশক্ত্যা তপসি প্রবর্ত্তসে, শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্ ॥ ৩৩ ॥
অপি ত্বদাবর্জ্জিতবারিসম্ভৃতং, প্রবালমাসামনুবন্ধি বীরুধাম্।
চিরোজ্ঝিতালক্তকপাটলেন তে, তুলাং যদারোহতি দন্তবাসসা ॥ ৩৪ ॥
অপি প্রসন্নং হরিণেষু তে মনঃ, করস্থদর্ভপ্রণয়াপহারিষু।
য উৎপলাক্ষি প্রচলৈর্বিলোচনৈস্তবাক্ষিসাদৃশ্যমিব প্রযুঞ্জতে ॥ ৩৫ ॥
যদুচ্যতে পার্ব্বতি পাপবৃত্তয়ে, ন রূপমিত্যব্যভিচারি তদ্বচঃ।
তথাহি তে শীলমুদারদর্শনে, তপস্বিনামপ্যুপদেশতাং গতম্ ॥ ৩৬ ॥
বিকীর্ণসপ্তর্ষিবলিপ্রহাসিভিস্তথা ন গাঙ্গৈঃ সলিলৈর্দিবশ্চ্যুতৈঃ।
তথা ত্বদীয়ৈশ্চরিতৈরনাবিলৈর্মহীধরঃ পাবিত এষ সান্বয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
অনেন ধর্ম্মঃ সবিশেষমাদ্য মে, ত্রিবর্গসারঃ প্রতিভাতি ভাবিনি।
ত্বয়া মনোনির্ব্বিষয়ার্থকাময়া, যদেক এব প্রতিগৃহ্য সেব্যতে ॥ ৩৮ ॥
প্রযুক্তসৎকারবিশেষমাত্মনা, ন মাং পরং সম্প্রতিপত্তুমর্হসি।
যতঃ সতাং সন্নতগাত্রি সঙ্গতং, মনীষিভিঃ সাপ্তপদীনমুচ্যতে ॥ ৩৯ ॥
অতোঽত্র কিঞ্চিদ্‌ভবতীং বহুক্ষমাং, দ্বিজাতিভাবাদুপপন্নচাপলঃ।
অয়ং জনঃ প্রষ্টুমনাস্তপোধনে, ন চেদ্রহস্যং প্রতিবক্তুমর্হসি ॥ ৪০ ॥
কুলে প্রসূতিঃ প্রথমস্য বেধসস্ত্রিলোকসৌন্দর্য্যমিবোদিতং বপুঃ।
অমৃগ্যমৈশ্বর্য্যসুখং নবং বয়স্তপঃফলং, স্যাৎ কিমতঃ পরং বদ ॥ ৪১ ॥

করিলেন ॥ ৩২ ॥ তোমার হোমাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত কুশ-কাষ্ঠাদি এখানে অনায়াসেই পাওয়া যায় ত? আর তোমার স্নানের নিমিত্ত জলও এখানে সুলভ ত? আর তুমি দেহকে পীড়া না দিয়া নিজ শক্তি অনুসারে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া রহিয়াছ ত? যেহেতু, শরীরই ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান উপায় ॥৩৩॥ যাহাদের মূলদেশে জলসেচন করায় পল্লব-সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই পল্লবগুলি সর্ব্বদাই উৎপন্ন হয় ত? তোমার অধর বহুদিন হইল অলক্তকরাগ-পরিশূন্য হইয়া পাটলবর্ণ হইয়া গিয়াছে, ঐ পল্লবগুলি স্বভাবতই সেইরূপ পাটলবর্ণ হয় ত? ৩৪ ॥ যাহারা তোমার করস্থিত কুশগুচ্ছ স্নেহবশে অপহরণ করিয়া থাকে, যাহারা চঞ্চল-লোচন দ্বারা তোমার নয়ন-সাদৃশ্যের অভিনয় করে, সেই হরিণগণের প্রতি তোমার মানস প্রসন্ন হইয়া রহিয়াছে ত? ৩৫ ॥ হে পার্ব্বতি! পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, সুরূপ কখনও পাপের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না, আমার বিবেচনায় এই বাক্য সত্য। সেই নিমিত্ত বলিতেছি, হে আয়তলোচনে! হে সুরূপশালিনি! তোমার সদ্বৃত্ত এখন তপস্বিগণের প্রতিও উপদেশের স্থান হইয়া রহিল, ফলতঃ মুনিগণও তোমার কার্য্য হইতে সৎশিক্ষা লাভ করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ৩৬ ॥ হে পাবনে! আমি বিবেচনা করি, তোমার নির্ম্মল চরিত্রদ্বারা যেরূপ হিমাচল সবংশে পবিত্র হইয়াছেন, সপ্তর্ষিগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত পূজাদ্রব্য দ্বারা সুশোভিত স্বর্গচ্যুত গঙ্গাসলিল দ্বারাও সেরূপ পবিত্রতা লাভ করিতে পারেন নাই ॥ ৩৭ ॥ হে প্রশস্তবুদ্ধিশালিনি! তুমি যখন অর্থ ও কামের অনুসন্ধান না করিয়া কেবল ধর্ম্মের সেবা করিতেছ, তখন আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ধর্ম্মই ত্রিবর্গের মধ্যে সার পদার্থ ॥ ৩৮ ॥ তুমি যখন আমার এরূপ সবিশেষ সৎকার করিয়াছ, তখন আমাকে আর পর বিবেচনা করিও না। হে অবনতাঙ্গি! বুধগণ বলিয়া থাকেন যে, সাতটী কথা হইলেই সাধুগণের পরস্পর সখ্যতা জন্মিয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥ অতএব হে তপস্বিনি! তোমাকে ক্ষমাবতী জানিয়া এবং দ্বিজাতি-সুলভ চপলতার বশবর্ত্তী হইয়া তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। গোপনীয় না হইলে তুমি আমাকে প্রকাশ করিয়া বলিবে, আমি এরূপ আশা করিতেছি ॥ ৪০ ॥ তুমি প্রথম-বিধাতা হিরণ্যগর্ভের কুলে উৎপন্ন হইয়াছ, ত্রিলোকের সৌন্দর্য্য সমুদায় একত্রিত হইয়াই যেন তোমার দেহরূপে উদিত হইয়াছে, ঐশ্বর্য্যসুখ আর অন্বেষণ করিতে হয় না, নবীন বয়ঃক্রম,

ভবত্যনিষ্টাদপি নাম দুঃসহান্মনস্বিনীনাং প্রতিপত্তিরীদৃশী।
বিচারমার্গপ্রহিতেন চেতসা, ন দৃশ্যতে তচ্চ কৃশোদরি ত্বয়ি॥ ৪২॥
অলভ্যশোকাভিভবেয়মাকৃতিবিমাননা সুভ্রু কুতঃ পিতুর্গৃহে।
পরাভিমর্শো ন তবাস্তি কঃ করং, প্রসারয়েৎ পন্নগরত্নসূচয়ে॥ ৪৩॥
কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে, ধৃতং ত্বয়া বার্দ্ধকশোভি বল্কলম্।
বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা, বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে॥ ৪৪॥
দিবং যদি প্রার্থয়সে বৃথা শ্রমঃ, পিতুঃ প্রদেশাস্তব দেবভূময়ঃ।
অথোপযন্তারমলং সমাধিনা, ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ॥ ৪৫॥
নিবেদিতং নিশ্বসিতেন সোষ্মণা, মনস্তু মে সংশয়মেব গাহতে।
ন দৃশ্যতে প্রার্থয়িতব্য এব তে, ভবিষ্যতি প্রার্থিতদুর্লভঃ কথম্॥ ৪৬॥
অহো স্থিরঃ কোঽপি তবেপ্সিতো যুবা, চিরায় কর্ণোৎপলশূন্যতাং গতে।
উপেক্ষতে যঃ শ্লথলম্বিনীর্জটাঃ, কপোলদেশে কলমাগ্রপিঙ্গলাঃ॥ ৪৭॥
মুনিব্রতৈস্ত্বামতিমাত্রকর্শিতাং, দিবাকরাপ্লুষ্টবিভূষণাস্পদাম্।
শশাঙ্কলেখামিব পশ্যতো দিবা, সচেতসঃ কস্য মনো ন দূয়তে॥ ৪৮॥
অবৈমি সৌভাগ্যমদেন বঞ্চিতং, তব প্রিয়ং যশ্চতুরাবলোকিনঃ।
করোতি লক্ষ্যং চিরমস্য চক্ষুষো, ন বক্ত্রমাত্মীয়মরালপক্ষ্মণঃ॥ ৪৯॥
কিয়চ্চিরং শ্রাম্যসি গৌরি বিদ্যতে, মমাপি পূর্ব্বাশ্রমসঞ্চিতং তপঃ।
তদর্দ্ধভাগেন লভস্ব কাঙ্ক্ষিতং, বরং তমিচ্ছামি চ সাধু বেদিতুম্॥ ৫০॥

ইহা অপেক্ষা তপস্যার ফল আর কি আছে? তাহা তুমি আমাকে বল॥ ৪১॥ আর তেজস্বিনী রমণীগণের দুঃসহ অনিষ্ট সংঘটিত হইলেও এরূপ হইতে পারে, কিন্তু আমি উত্তমরূপ বিচার করিয়া দেখিতেছি, তোমার পক্ষে তাহা ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই॥ ৪২॥ তোমার যে আকৃতি, তাহাতে কখন কোন শোক অনুভব করিতে হইবে, এরূপ বোধ হয় না। তোমার পিতার গৃহে অন্যকৃত অবমাননারও কোন কারণ দেখিতে পাই না, কোন্ ব্যক্তি ভুজঙ্গমের মস্তকস্থিত মণিশলাকা অপহরণ করিবার নিমিত্ত কর প্রসারণ করিবে? ৪৩॥ তুমি এই যৌবনকালে আভরণ-সমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃদ্ধকালে ধারণীয় বল্কল পরিধান করিয়াছ, এ কি? প্রদোষকালে পরিস্ফুট চন্দ্র ও তারকাবিশিষ্ট বিভাবরী কি কখনও সূর্য্যপুত্র অরুণের নিকট গমনের উপযুক্ত হয়? ৪৪॥ যদি স্বর্গ প্রার্থনা কর, তাহা হইলেও এই পরিশ্রম বৃথা, যেহেতু, তোমার পিতার প্রদেশ সকলই দেবভূমি, যদি বর কামনা করিয়া থাক, তাহা হইলেও তোমার তপস্যা করিবার প্রয়োজন দেখিতে পাই না, যেহেতু, লোকে রত্নেরই অন্বেষণ করিয়া থাকে, রত্ন স্বয়ং কোন গৃহীতার অনুসন্ধান করে না॥ ৪৫॥ "বর" এই নাম শ্রবণ করিয়া তোমার দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হইল, তাহাতে আমার অনুমান হইল যে, তুমি বরের নিমিত্তই তপস্যা করিতেছ, কিন্তু তাহাতেও আমার সংশয় হইতেছে যে, তোমার প্রার্থনার বিষয় দেখিতে পাইতেছি না, তবে প্রার্থিতের দুর্লভ কিরূপে সম্ভব হয়? ৪৬॥ কি আশ্চর্য্য! তোমার অভিবাঞ্ছিত সেই যুবা-পুরুষ অত্যন্ত নিষ্ঠুর। এত দিন তোমার কপোলদেশ কর্ণোৎপল-বিরহিত রহিয়াছে, এখন তথায় ধান্য মঞ্জরীর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ জটাগুলি শিথিলভাবে লম্বমান হইয়া রহিয়াছে, তথাপি এখনও সে কিরূপে তোমাকে উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে? ৪৭॥ তুমি তপস্যা দ্বারা অত্যন্ত কৃশ হইয়াছ, তোমার পূর্ব্বের অলঙ্কারস্থান এখন সূর্য্যাতপে দগ্ধ হইতেছে, দিবাচন্দ্রের ন্যায় তোমার দেহ বিবর্ণ হইয়াছে, ইহা দেখিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির মনে দুঃখসঞ্চার না হয়? ৪৮॥ তোমার এই কুটিল রোমরাজি-বিভূষিত মনোরম দৃষ্টিপাতশালী চক্ষুর সম্মুখে যখন আপনার আনন উপস্থিত করিতেছে না, তখন বুঝিলাম যে, সেই ব্যক্তি "আমি অতিশয় রূপবান্" এই অহঙ্কারের দ্বারা প্রতারিত হইতেছেন॥ ৪৯॥ হে গৌরি! তুমি আর কত কাল তপস্যাচরণের ক্লেশ ভোগ করিবে? এই আশ্রমে থাকিয়া আমিও কিঞ্চিৎ তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, তাহার কিয়দংশ লইয়া তুমি

ইতি প্রবিশ্যাভিহিতা দ্বিজন্মনা, মনোগতং সা ন শশাক শংসিতুম্।
অথো বয়স্যাং পরিপার্শ্ববর্ত্তিনীং, বিবর্ত্তিতানঞ্জননেত্রমৈক্ষত ॥ ৫১ ॥
সখী তদীয়া তমুবাচ বর্ণিনং. নিবোধ সাধো তব চেৎ কুতূহলম্।
যদর্থমম্ভোজমিবোষ্ণবারণং, কৃতং তপঃসাধনমেতয়া বপুঃ ॥ ৫২ ॥
ইয়ং মহেন্দ্রপ্রভৃতীনধিশ্রিয়শ্চতুর্দ্দিগীশানবমত্য মানিনী।
অরূপহার্য্যং মদনস্য নিগ্রহাৎ, পিনাকপাণিং পতিমাপ্তুমিচ্ছতি ॥ ৫৩ ॥
অসহ্যহুঙ্কারনিবর্ত্তিতঃ পুরা, পুরারিমপ্রাপ্তমুখঃ শিলীমুখঃ।
ইমাং হৃদি ব্যায়তপাতমক্ষিণোদ্‌বিশীর্ণমূর্ত্তেরপি পুষ্পধন্বনঃ ॥ ৫৪ ॥
তদাপ্রভৃত্যুন্মদনা পিতুর্গৃহে, ললাটিকাচন্দনধূসরালকা।
ন জাতু বালা লভতে স্ম নির্বৃতিং, তুষারসংঘাতশিলাতলেষ্বপি ॥ ৫৫ ॥
উপাত্তবর্ণে চরিতে পিনাকিনঃ. সবাষ্পকণ্ঠস্খলিতৈঃ পদৈরিয়ম্।
অনেকশঃ কিন্নররাজকন্যকা, বনান্তসঙ্গীতসখীররোদয়ৎ ॥ ৫৬ ॥
ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং, নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত।
ক নীলকণ্ঠ ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাগসত্যকণ্ঠার্পিতবাহুবন্ধনা ॥ ৫৭ ॥
যদা বুধৈঃ সর্ব্বগতস্ত্বমুচ্যসে, ন বেৎসি ভাবস্থমিমং কথং জনম্।
ইতি স্বহস্তোল্লিখিতশ্চ মুগ্ধয়া, রহস্যুপালভ্যত চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৫৮ ॥
যদা চ তস্যাধিগমে জগৎপতেরপশ্যদন্যং ন বিধিং বিচিন্বতী।
তদা সহাস্মাভিরনুজ্ঞয়া গুরোরিয়ং প্রপন্না তপসে তপোবনম্ ॥ ৫৯ ॥

আপন অভীষ্টসিদ্ধি কর, কিন্তু তোমার প্রার্থিত বর কে, তাহা আমি বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৫০ ॥ এইরূপে সেই ব্রহ্মচারী পার্ব্বতীর মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বাক্যসকল বলিলে পর পার্ব্বতী লজ্জা বশতঃ আপন মনোরথ প্রকাশ করিতে পারিলেন না, কিন্তু কজ্জল-বিরহিত লোচনদ্বয় আপন পার্শ্ববর্ত্তিনী সখীর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫১ ॥ তখন পার্ব্বতীর সখী ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, যদি আপনার কুতূহল জন্মিয়া থাকে, তবে যে কারণে ইনি পদ্মকে ছত্রকার্য্যে নিয়োজনের ন্যায় আপনার সুকোমল কলেবরকে তপশ্চর্য্যায় নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহা আপনি শ্রবণ করুন ॥ ৫২ ॥ এই উচ্চাভিলাষশালিনী ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণকেও গ্রাহ্য না করিয়া যিনি রূপাদি দ্বারা বশীভূত হইবার নহেন এবং যিনি কন্দর্পকে শাসন করিয়াছেন, সেই পিনাকপাণি দেবদেব মহাদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার বাসনা করিয়াছেন ॥ ৫৩ ॥ কন্দর্প হরকোপানলে ভস্ম হইলেন, তাঁহার অব্যর্থ বাণ মহেশ্বরের দুর্দ্ধর্ষ হুঙ্কারে পরাঙ্মুখ হইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; কিন্তু সেই বাণ আসিয়া এই পার্ব্বতীর হৃদয়মধ্যে গাঢ়তররূপে আঘাত করিয়াছে ॥ ৫৪ ॥ তদবধি ইনি কন্দর্প-সন্তাপে জর্জ্জরিত হইতেছেন, ইঁহার ললাটদেশে বারংবার চন্দন-লেপন করাতে কেশকলাপ ধূসরবর্ণ হইয়া গেল, তখন পিতার ভবনে ঘনীভূত তুষার-শিলাতলে শয়ন করিয়াও ইঁহার সন্তাপ-নিবৃত্তি হইল না ॥ ৫৫ ॥ কিন্নরী রাজকন্যাগণ ইঁহার সখী, তাঁহারা পার্ব্বতীর সহিত মিলিত হইয়া সঙ্গীত-করণ-সময়ে যখন শঙ্কর-চরিত্র কীর্ত্তন করিতেন, তখন অন্তর্গত বাষ্পভরে ইঁহার কণ্ঠরোধ হইত, তৎপরে বাক্যগুলি জড়িত ও অস্ফুট হইত, ইঁহার সেই অবস্থা অবলোকন করিয়া সখীগণ রোদন করিতেন ॥ ৫৬ ॥ আর ইনি রজনীর তিনভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ক্ষণকালের জন্য চক্ষু নিমীলিত করিয়া সহসা জাগিয়া উঠিয়া "নীলকণ্ঠ, তুমি কোথায় যাইতেছ?" এইরূপ বাক্য বলিতেন এবং যেন কাহারও গলদেশে বাহুবন্ধন অর্পণ করিবার নিমিত্ত বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া থাকিতেন ॥ ৫৭ ॥ আর এই বালিকা কখনও মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া ঐ মূর্ত্তিকে এই বলিয়া তিরস্কার করিতেন যে, পণ্ডিতগণ আপনাকে সকলের অন্তর্যামী বলেন, তবে আমি যে আপনার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী, তাহা কি আপনি জানিতে পারেন নাই? ৫৮ ॥ তৎপরে যখন বুঝিতে পারিলেন যে, সেই জগতের পালনকর্ত্তা মহেশ্বরকে পতিলাভ করিতে হইলে তপস্যা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, তখন পিতার

ক্রমেষু সখ্যা কৃতজন্মসু স্বয়ং, ফলং তপঃসাক্ষিষু দৃষ্টমেষ্বপি।
ন চ প্ররোহাভিমুখোঽপি দৃশ্যতে, মনোরথোঽস্যা শশিমৌলিসংশ্রয়ঃ॥ ৬০ ॥
ন বেদ্মি স প্রার্থিতদুর্লভঃ কদা, সখীভিরস্রোত্তরমীক্ষিতামিমাম্।
তপঃকৃশামভ্যুপপৎস্যতে সখীং, বৃষেব সীতাং তদবগ্রহক্ষতাম্॥ ৬১ ॥
অগূঢ়সদ্ভাবমিতীঙ্গিতজ্ঞয়া, নিবেদিতো নৈষ্ঠিকসুন্দরস্তয়া।
অয়ীদমেবং পরিহাস ইত্যুমামপৃচ্ছদব্যঞ্জিতহর্ষলক্ষণঃ॥ ৬২ ॥
অথাগ্রহস্তে মুকুলীকৃতাঙ্গুলৌ, সমর্পয়ন্তী স্ফটিকাক্ষমালিকাম্।
কথঞ্চিদদ্রেস্তনয়ামিতাক্ষরং, চিরব্যবস্থাপিতবাগভাষত॥ ৬৩ ॥
যথাশ্রুতং বেদবিদাং বর ত্বয়া, জনোঽয়মুচ্চৈঃ পদলঙ্ঘনোৎসুকঃ।
তপঃ কিলেদং তদবাপ্তিসাধনং, মনোরথানামগতির্ন বিদ্যতে॥ ৬৪ ॥
অথাহ বর্ণী বিদিতো মহেশ্বরস্তদথিনী ত্বং পুনরেব বর্ত্তসে।
অমঙ্গলাভ্যাসরতিং বিচিন্ত্য তং, তবানুবৃত্তিং ন চ কর্ত্তুমুৎসহে॥ ৬৫ ॥
অবস্তুনির্বন্ধপরে কথং নু তে, করোঽয়মামুক্তবিবাহকৌতুকঃ।
করেণ শম্ভোর্বলয়ীকৃতাহিনা, সহিষ্যতে তৎ প্রথমাবলম্বনম্॥ ৬৬ ॥
ত্বমেব তাবৎ পরিচিন্তয় স্বয়ং, কদাচিদেতে যদি যোগমর্হতঃ।
বধূদুকূলং কলহংসলক্ষণং, গজাজিনং শোণিতবিন্দুবর্ষি চ॥ ৬৭ ॥
চতুষ্কপুষ্পপ্রকরাবকীর্ণয়োঃ, পরোঽপি কো নাম তবানুমন্যতে।
অলক্তকাঙ্কানি পদানি পাদয়োর্বিকীর্ণকেশাসু পরেতভূমিষু॥ ৬৮ ॥

অনুমতি এবং আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া তপস্যা করিবার জন্য এই তপোবনে আগমন করিয়াছেন॥৫৯॥ আমাদের সখী এই তপস্যার সাক্ষীস্বরূপ যে সকল বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন,তাহারা ফলবান্ হইল, কিন্তু রূপ তরুর অঙ্কুরও উৎপন্ন হইল না॥ ৬০॥ এই সখীর তপস্যা দ্বারা কৃশদেহ দর্শন করিয়া নিরন্তই আমাদের চক্ষে জল আইসে, জানি না, কবে সেই প্রার্থিত অথচ দুর্লভ মহাদেব ইন্দ্রের অনাবৃষ্টি-পীড়িত কৃষ্ট-ভূমির প্রতি বারিবর্ষণ দ্বারা অনুগ্রহের ন্যায়, ইহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন॥ ৬১॥ সখী, পার্ব্বতীর মনের ভাব বিশেষরূপ অবগত ছিলেন, তিনি এইরূপে কোন কথা গোপন না করিয়া সেই প্রিয়দর্শন ব্রহ্মচারীকে সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলে পর ব্রহ্মচারীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না, কিন্তু তিনি হর্ষলক্ষণ সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখিয়া পার্ব্বতীকে বলিলেন, অয়ি গৌরি! তোমার সখী যাহা বলিলেন, তাহাই সত্য, না পরিহাসমাত্র তুমি আমাকে বল॥ ৬২॥ তখন পার্ব্বতী স্বীয় করাঙ্গুলীগুলি মুদ্রিত করিয়া স্ফটিকাক্ষমালা হস্তের অগ্রভাগে সংস্থাপন পূর্ব্বক অনেক বিলম্বে লজ্জাবনত-বদনে বলিলেন, হে বেদজ্ঞপ্রবর! আপনি যাহা শুনিলেন, তাহা সমস্তই সত্য, প্রকৃত পক্ষেই এই অভাগিনী উচ্চপদ অভিলাষ করিয়াছে। সেই পদ-প্রাপ্তির নিমিত্তই আমার এই দুশ্চর তপস্যার অনুষ্ঠান। আমার শক্তি অতি অল্প হইলেও জানিবেন যে, মনোরথের গতি সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে॥ ৬৩-৬৪॥ এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, সেই মহেশ্বরকে আমি জানি, তুমি তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত এত চেষ্টা করিতেছ কেন? সে যেরূপ অমঙ্গলাচারী, তাহা বিবেচনা করিয়া তোমার এই বিষয়ে অনুমোদন করিতে আমার ইচ্ছা হয় না॥ ৬৫॥ হে পার্ব্বতি! তুমি এমন নিন্দনীয় বস্তুতে মনের নির্বন্ধবন্ধন কেন করিয়াছ? তোমার এই করে যখন বিবাহের মঙ্গলসূত্র পরাইয়া দিবে, তখন সেই শিব সর্পবেষ্টিত স্বীয় কর দ্বারা তাহা ধারণ করিবে, সেই প্রথমাবলম্বন তুমি কিরূপে সহ্য করিবে? ৬৬॥ কলহংসচিহ্নিত তোমার পট্টবস্ত্র এবং শিবের শোণিতবিন্দুবর্ষণকারী গজচর্ম্ম; এই দুইটী বস্তু পরস্পর যোগযোগ্য হয় কি না, তুমিই বিবেচনা করিয়া দেখ॥ ৬৭॥ যে গৃহে পুষ্পপুঞ্জ বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে, তাহাতে চরণবিন্যাস তোমার চিরকাল অভ্যাস, এরূপভাবে তোমার অলক্তকরঞ্জিত এই কোমল চরণ কেশসমাচ্ছাদিত শ্মশানভূমিতে কিরূপে বিন্যাস করিবে? বোধ করি, তোমার শত্রুতেও

অযুক্তরূপং কিমতঃ পরং বদ, ত্রিনেত্রবক্ষঃসুলভং তবাপি যৎ।
স্তনদ্বয়েঽস্মিন্ হরিচন্দনাস্পদে, কথং চিতাভস্মরজঃ করিষ্যতি ॥ ৬৯ ॥
ইয়ঞ্চ তেঽন্যা পুরতো বিড়ম্বনা, যদূঢ়য়া বারণরাজহার্য্যয়া।
বিলোক্য বৃদ্ধোক্ষমধিষ্ঠিতং ত্বয়া, মহাজনঃ স্মেরমুখো ভবিষ্যতি ॥ ৭০ ॥
দ্বয়ং গতং সম্প্রতি শোচনীয়তাং, সমাগমপ্রার্থনয়া পিনাকিনঃ।
কলা চ সা কান্তিমতী কলাবতস্ত্বমস্য লোকস্য চ নেত্রকৌমুদী ॥ ৭১ ॥
বপুর্বিরূপাক্ষমলক্ষ্যজন্মতা, দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বসু।
বরেষু যদ্‌বালমৃগাক্ষি মৃগ্যতে, তদস্তি কিং ব্যস্তমপি ত্রিলোচনে ॥ ৭২ ॥
নিবর্ত্তয়াস্মাদসদীপ্সিতান্মনঃ, ক তদ্বিধস্ত্বং ক চ পুণ্যলক্ষণা।
অপেক্ষ্যতে সাধুজনেন বৈদিকী, শ্মশানশূলস্য ন যূপসৎক্রিয়া ॥ ৭৩ ॥
ইতি দ্বিজাতৌ প্রতিকূলবাদিনি, সবেপমানাধরলক্ষ্যকোপয়া।
বিকুঞ্চিতভ্রূলতমাহিতে তয়া, বিলোচনে তির্য্যগুপান্তলোহিতে ॥ ৭৪ ॥
উবাচ চৈনং পরমার্থতো হরং, ন বেৎসি নূনং যত এবমাত্থ মাম্।
অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং, দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্ ॥ ৭৫ ॥
বিপৎপ্রতীকারপরেণ মঙ্গলং, নিষেব্যতে ভূতিসমুৎসুকেন বা।
জগচ্ছরণ্যস্য নিরাশিষঃ সতঃ, কিমেভিরাশোপহতাত্মবৃত্তিভিঃ ॥ ৭৬ ॥
অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাং, ত্রিলোকনাথঃ পিতৃসদ্মগোচরঃ।
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্য্যতে, ন সন্তি যাথার্থ্যবিদঃ পিনাকিনঃ ॥৭৭॥

এরূপ অভিলাষ করিবে না ॥ ৬৮ ॥ ইহা অপেক্ষা অযুক্ত কার্য্য আর কি আছে? যখন সেই ত্রিলোচনের বক্ষঃস্থল সুলভ হইবে, তখন তুমি এই হরিচন্দনের আধার স্তনদ্বয়ে শ্মশান-ভস্ম-চূর্ণ কিরূপে সংলগ্ন করিবে? ৬৯ ॥ প্রথমেই তোমার এই একটা বিড়ম্বনা যে, গজরাজের বহনীয় তুমি যখন বৃদ্ধ বলদের উপর চড়িয়া যাইবে, তখন সাধু ব্যক্তিগণ তোমার সেই প্রকার ভাব দেখিয়া হাস্য করিতে থাকিবেন ॥ ৭০ ॥ হায়! পশুপতি-সমাগম-প্রার্থনায় সেই কলানিধির কান্তিমতী কলা এবং এই ত্রিলোকের নয়নানন্দদায়িনী তুমি, এই দুইটী বস্তু এখন অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিল ॥ ৭১ ॥ হে মৃগশাবক-লোচনে! শিবের জন্মের পরিচয় পাওয়া যায় না, তিনি সর্ব্বদাই দিগম্বর, ইহা দ্বারা ধনের বিষয়ও বেশ জানা যাইতেছে, তবে বিবেচনা কর দেখি, বরের যে যে বিষয় থাকা লোকে প্রার্থনা করে, তাহার একটীও কি ত্রিলোচনে দেখিতে পাইতেছ? ৭২ ॥ অতএব এই অসৎ অভিলাষ হইতে তুমি আপনার মনকে নিবর্ত্তিত কর। সেই কদাচারী পুরুষই বা কোথায় এবং সুলক্ষণা কল্যাণিনী তুমিই বা কোথায়? তুমি নিশ্চয় জানিও যে, সাধুগণ শ্মশানস্থিত বধ্যকীলকের প্রোক্ষণ ও অভ্যুক্ষণাদিরূপ বেদোক্ত পবিত্র যূপসৎ-ক্রিয়া কখনই করেন না ॥ ৭৩ ॥ সেই দ্বিজবর এইরূপ প্রতিকূলবাক্য প্রয়োগ করিলে পর অন্তর-স্থিত ক্রোধভরে পার্ব্বতীর অধর কম্পিত হইতে লাগিল, ভ্রূলতা কোপে সঙ্কুচিত হইল, চক্ষুর প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তখন তিনি সেই ব্রহ্মচারীর প্রতি অনাদরসূচক বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪ ॥ তখন পার্ব্বতী ব্রহ্মচারীকে বলিলেন যে, আপনি যখন এরূপ কথা বলিতেছেন, তখন বোধ হইতেছে যে, মহাদেব কি বস্তু, তাহা আপনি যথার্থরূপে অবগত নহেন। কুলোকেরাই মহাপুরুষ-দিগের আচরিত অসাধারণ মহৎ কার্য্যের কারণ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে অনর্থক নিন্দা করিয়া থাকে ॥৭৫॥ যাহারা বিপৎপ্রতীকার এবং ঐশ্বর্য্য-লাভের ইচ্ছুক, তাহারাই মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তিনি ঐশ্বর্য্যলাভেচ্ছা বা বিপৎ-প্রতীকারের আশা দ্বারা আপন চিত্তকে কলুষিত করিবেন কেন? তিনি জগতের পরিত্রাণকর্ত্তা এবং বাসনাবর্জ্জিত; অতএব ঐ সকল মাঙ্গলিক কার্য্য করিয়া তাঁহার কি হইবে? ৭৬ ॥ তিনি নির্ধন, তথাপি তিনি অখিল সম্পদের উৎপত্তি-স্থান, শ্মশানবাসী হইয়াও ত্রিলোকের নাথ, তিনি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিলেও মহর্ষিগণ তাঁহাকে "শিব" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন; ফলতঃ মহেশ্বরের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারে, এরূপ ব্যক্তি অখিল জগতে কেহই

বিভূষণোদ্ভাসি পিনদ্ধভোগি বা, গজাজিনালম্বি দুকূলধারি বা।
কপালি বা স্যাদথবেন্দুশেখরং, ন বিশ্বমূর্ত্তেরবধার্য্যতে বপুঃ ॥ ৭৮ ॥
তদঙ্গসংসর্গমবাপ্য কল্পতে, ধ্রুবং চিতাভস্মরজো বিশুদ্ধয়ে।
তথাহি নৃত্যাভিনয়ক্রিয়াচ্যুতং, বিলিপ্যতে মৌলিভিরম্বরৌকসাম্ ॥ ৭৯ ॥
অসম্পদস্তস্য বৃষেণ গচ্ছতঃ, প্রভিন্নদিগ্বারণবাহনো বৃষা।
করোতি পাদাবুপগম্য মৌলিনা, বিনিদ্রমন্দাররজোহরুণাঙ্গুলী ॥ ৮০ ॥
বিবক্ষতা দোষমপি চ্যুতাত্মনা, ত্বয়ৈকমীশং প্রতি সাধু ভাষিতম্।
যমামনন্ত্যাত্মভুবোঽপি কারণং, কথং স লক্ষ্যপ্রভবো ভবিষ্যতি ॥ ৮১ ॥
অলং বিবাদেন যথা শ্রুতস্ত্বয়া, তথাবিধস্তাবদশেষমস্তু সঃ।
মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং, ন কামবৃত্তির্বচনীয়মীক্ষতে ॥ ৮২ ॥
নিবার্য্যতামালি কিমপ্যয়ং বটুঃ, পুনর্বিবক্ষুঃ স্ফুরিতোত্তরাধরঃ।
ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে, শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্ ॥ ৮৩ ॥
ইতো গমিষ্যাম্যথবেতি বাদিনী, চচাল বালা স্তনভিন্নবল্কলা।
স্বরূপমাস্থায় চ তাং কৃতস্মিতঃ, সমাললম্বে বৃষরাজকেতনঃ ॥ ৮৪ ॥
তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টির্নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী।
মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ, শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ ॥ ৮৫ ॥

নাই ॥ ৭৭ ॥ শিবের দেহ অলঙ্কারেই সুশোভিত হউক, আর ভুজঙ্গধারীই হউক এবং গজচর্ম্মবিশিষ্ট হউক, কিংবা পট্টবস্ত্রধারীই হউক, তিনি ললাটাস্থিই ধারণ করুন অথবা চন্দ্রকলাই শিরোভূষণ হউক, সেই বিশ্বমূর্ত্তির দেহ অবধারণ করিতে কাহারও সাধ্য নাই ॥ ৭৮ ॥ চিতাভস্মকণা তাঁহার অঙ্গে সংস্পৃষ্ট হওয়ায় তাহা নিশ্চয়ই জনসাধারণের পবিত্রতার নিমিত্ত হয়। তাহা না হইলে দেবগণ তাঁহার নৃত্যাভিনয়কালে ক্ষরিত ভস্মরজঃকণা আপনাদের মস্তকে ধারণ করিবেন কেন? ৭৯ ॥ তাঁহার ধন নাই বটে, কিন্তু তিনি যখন বৃষারোহণে গমন করেন, তখন প্রমত্ত ঐরাবতারূঢ় দেবরাজ তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া পদাঙ্গুলি-সকল স্বীয় মস্তকস্থিত প্রফুল্ল-মন্দারপুষ্পমালার রজঃকণায় অরুণবর্ণ করিয়া থাকেন ॥ ৮০ ॥ শিবনিন্দায় আপনার আত্মা ত দূষণীয় হইয়াছে, তথাপি সেই মহেশ্বরের দোষ বলিতে বলিতে তাঁহার সম্বন্ধে আপনার মুখ দিয়া একটী ভাল কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মনীষিগণ যাঁহাকে ব্রহ্মারও উৎপত্তির কারণ বলিয়া থাকেন, সেই অনাদিনিধন পরমেশ্বরের জন্মবিবরণ কিরূপে জানা যাইতে পারে? ৮০ ॥ আর আপনার সহিত বিবাদে প্রয়োজন নাই, আপনি শিবের বিষয় যেরূপ জানেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে সেইরূপ হইতে পারেন হউন, কিন্তু আমার মন তাঁহার ভাবরসে একান্ত নিমগ্ন, আমি স্বেচ্ছাবশতঃই এইরূপ তাঁহার আরাধনা করিতেছি, যেহেতু, স্বেচ্ছাচারিতা নিন্দা বা অপবাদের অপেক্ষা রাখে না। ৮২ ॥ পার্ব্বতী এই বলিয়া সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অয়ি সখি! এই ব্রহ্মচারীকে বারণ কর, বোধ হয়, আবার কিছু বলিবার জন্য ইহাঁর অধর স্ফুরিত হইতেছে। কারণ, যে ব্যক্তি মহতের নিন্দা করে, কেবল সেই নহে, যে শ্রবণ করে, সেও পাপভাগী হইয়া থাকে ॥ ৮৩ ॥ অথবা এখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাওয়াই আমার কর্ত্তব্য। এই বলিয়াই পার্ব্বতী গাত্রোত্থান করিলেন, ত্বরাপ্রযুক্ত বক্ষঃস্থিত বল্কল স্তন হইতে স্খলিত হইল। তখন ব্রহ্মচারী-বেশধারী বৃষভধ্বজ স্বীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য সহকারে তাঁহাকে ধারণ করিলেন ॥ ৮৪ ॥ তদ্দর্শনে পার্ব্বতীর সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইল, তাঁহার অঙ্গযষ্টি কম্পিত ও স্বেদবারি বহির্গত হইল, চলিবার জন্য যে চরণ উত্তোলন করিয়াছিলেন, তাহা শূন্যদেশেই রহিল, অতএব পথিমধ্যে কোন পর্ব্বত দ্বারা আহত হইলে তরঙ্গিণী যেমন অগ্রসরও হইতে পারে না এবং স্থিরও থাকিতে পারে না, সেইরূপ পার্ব্বতী তখন স্থিরও থাকিতে পারিলেন [না

অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ, ক্রীতস্তপোভিরিতি বাদিনি চন্দ্রমৌলৌ।
অহ্নায় সা নিয়মজং ক্লমমুৎসসর্জ, ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে॥ ৮৬॥

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ তপঃফলোদয়ো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ॥৫॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

অথ বিশ্বাত্মনে গৌরী সন্দিদেশ মিথঃ সখীম্। দাতা মে ভূভৃতাং নাথঃ প্রমাণীক্রিয়তামিতি॥ ১॥
তয়া ব্যাহৃতসন্দেশা সা বভৌ নিভৃতা প্রিয়ে। চূতযষ্টিরিবাভ্যাসে মধৌ পরভৃতোন্মুখী॥ ২॥
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় বিসৃজ্য কথমপ্যুমাম্। ঋষীন্ জ্যোতির্ম্ময়ান্ সপ্ত সস্মার স্মরশাসনঃ॥ ৩॥
তে প্রভামণ্ডলৈর্ব্যোম দ্যোতয়ন্তস্তপোধনাঃ। সারুন্ধতীকাঃ সপদি প্রাদুরাসন পুরঃ প্রভোঃ॥৪॥
আপ্লুতাস্তীরমন্দারকুসুমোৎকিরবীচিষু। ব্যোমগঙ্গাপ্রবাহেষু দিঙ্নাগমদগন্ধিষু॥ ৫॥
মুক্তাযজ্ঞোপবীতানি বিভ্রতো হৈমবল্কলাঃ। রত্নাক্ষসূত্রাঃ প্রব্রজ্যাং কল্পবৃক্ষা ইবাশ্রিতাঃ॥ ৬॥
অধঃপ্রস্থাপিতাশ্বেন সমাবর্জ্জিতকেতুনা। সহস্ররশ্মিনা সাক্ষাৎ সপ্রণামমুদীক্ষিতাঃ॥ ৭॥
আসক্তবাহুলতয়া সার্দ্ধমুদ্ধৃতয়া ভুবা। মহাবরাহদংষ্ট্রায়াং বিশ্রান্তাঃ প্রলয়াপদি॥ ৮॥
সর্গশেষপ্রণয়নাদ্বিশ্বযোনেরনন্তরম্। পুরাতনাঃ পুরাবিদ্ভির্ধাতার ইতি কীর্ত্তিতাঃ॥ ৯॥

এবং গমন করিতেও পারিলেন না॥ ৮৫॥ তখন মহাদেব কহিলেন, হে অবনতাঙ্গি! অদ্যাবধি আমি তোমার তপস্যাদ্বারা পরিক্রীতদাস হইলাম। চন্দ্রচূড় এই কথা বলিবামাত্র পার্ব্বতী তপস্যার সমস্ত ক্লেশ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন, যেহেতু, পরিশ্রম সার্থক হইলে শরীর আবার নবীন হইয়া উঠে॥ ৮৬॥

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

অনন্তর নগরাজনন্দিনী পার্ব্বতী স্বীয় বিশ্বস্ত সখী দ্বারা বিশ্বমূর্ত্তি মহেশ্বরসমীপে এইরূপ নিবেদন করিলেন যে, অচলরাজ আমাকে সম্প্রদান করিবার অধিকারী, তাহা আপনি সমর্থন করুন, তাহা হইলে আমার প্রতি মহান্ অনুগ্রহ করা হইবে॥ ১॥ সহকারযষ্টি যেমন পরভৃতা অর্থাৎ কোকিলার আলাপ দ্বারা বসন্তের সহিত সম্ভাষণ করিয়া আপনি নীরব থাকে, সেইরূপ শিবের প্রতি নিবদ্ধরসা পার্ব্বতী শঙ্করের নিকটে অবস্থিত থাকিয়া সখী দ্বারা তাঁহাকে উক্ত কথাটী বলিয়া পাঠাইলেন॥ ২॥ স্মরঘাতন শঙ্কর "তাহাই করিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কষ্টে সৃষ্টে উমার নিকট বিদায় লইয়া আকাশে তারারূপে বিরাজমান জ্যোতির্ম্ময় সপ্তঋষিকে স্মরণ করিলেন॥৩॥ সেই ঋষিগণ প্রভাদ্বারা আকাশমণ্ডল বিদ্যোতিত করিয়া অরুন্ধতীর সহিত মহেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন॥ ৪॥ যাঁহার জল দিগ্‌গজগণের মদগন্ধে সুরভীকৃত, যাঁহার তীরদেশে মন্দারকুসুমসকল তরঙ্গবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পতিত হইয়াছে, তাঁহারা সেই আকাশ-গঙ্গার পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া আগমন করিয়াছিলেন॥ ৫॥ তাঁহারা মুক্তাময় যজ্ঞোপবীত, হেমময় বল্কল এবং রত্নময় অক্ষমালা ধারণ করিয়াছিলেন, দেখিলে বোধ হয় যেন, কল্পতরুগণ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন॥ ৬॥ ইহাঁরা সূর্য্যমণ্ডলেরও উপরিভাগে অবস্থিত, অতএব সূর্য্যরথের অশ্বগণ ইহাঁদিগের অধঃপ্রদেশ দিয়া গমন করিয়া থাকে। আর গমনকালে দিবাকর স্বীয় রথধ্বজ উন্নমিত করিয়া ঊর্দ্ধে নিরীক্ষণপূর্ব্বক ইহাঁদিগকে প্রণাম করিয়া থাকেন॥৭॥ প্রলয়কালে যখন বরাহমূর্ত্তিধারী ভগবান্ ধরিত্রীকে দন্তে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ইহাঁরাও বরাহদংষ্ট্রায় স্বীয় বাহুলতা সংস্থাপিত করিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন॥৮॥ বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার সৃষ্টির পর ইহাঁরাই অবশিষ্ট সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদন করেন, এই নিমিত্ত পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাঁদিগকে পুরাতন সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া থাকেন॥৯॥

আত্মনানাং বিশুদ্ধানাং পরিপাকমুপেয়ুষাম্। তপসামুপভুঞ্জানাঃ ফলান্যপি তপস্বিনঃ ॥ ১০ ॥
তেষাং মধ্যগতা সাধ্বী পত্যুঃ পাদার্পিতেক্ষণা। সাক্ষাদিব তপঃসিদ্ধির্বভাসে বহ্বরুন্ধতী ॥ ১১ ॥
তামগৌরবভেদেন মুনীংশ্চাপশ্যদীশ্বরঃ। স্ত্রীপুমানিত্যনাস্থৈষা বৃত্তং হি মহিতং সতাম্ ॥ ১২ ॥
তদ্দর্শনাদভূৎ শম্ভোর্ভূয়ান্ দারার্থমাদরঃ। ক্রিয়াণাং খলু ধর্ম্ম্যাণাং সৎপত্ন্যো মূলকারণম্ ॥১৩॥
ধর্ম্মেণাপি পদং সর্ব্বে কারিতে পার্ব্বতীং প্রতি। পূর্ব্বাপরাধভীতস্য কামস্যোচ্ছ্বসিতং মনঃ ॥ ১৪ ॥
অথ তে মুনয়ঃ সর্ব্বে মানয়িত্বা জগদ্গুরুম্। ইদমূচুরনূচানাঃ প্রীতিকণ্টকিতত্বচঃ ॥ ১৫ ॥
যদ্ব্রহ্ম সম্যগাম্নাতং যদগ্নৌ বিধিনা হুতম্। যচ্চ তপ্তং তপস্তস্য বিপক্বং ফলমদ্য নঃ ॥ ১৬ ॥
যদধ্যক্ষেণ জগতাং বয়মারোপিতাস্ত্বয়া। মনোরথস্যাবিষয়ং মনোবিষয়মাত্মনঃ ॥ ১৭ ॥
যস্য চেতসি বর্ত্তেথাঃ স তাবৎ কৃতিনাং বরঃ। কিং পুনর্ব্রহ্মযোনের্যস্তব চেতসি বর্ত্ততে ॥ ১৮ ॥
সত্যমর্কাচ্চ সোমাচ্চ পরমধ্যাস্মহে পদম্। অদ্য তূচ্চৈস্তরং তাভ্যাং স্মরণানুগ্রহাত্তব ॥ ১৯ ॥
ত্বৎসম্ভাবিতমাত্মানং বহু মন্যামহে বয়ম্। প্রায়ঃ প্রত্যয়মাধত্তে স্বগুণেষূত্তমাদরঃ ॥ ২০ ॥
যা নঃ প্রীতির্বিরূপাক্ষ ত্বদনুধ্যানসম্ভবা। সা কিমাবেদ্যতে তুভ্যমন্তরাত্মাসি দেহিনাম্ ॥ ২১ ॥
সাক্ষাদ্দৃষ্টোঽসি ন পুনর্বিদ্মস্ত্বাং বয়মঞ্জসা। প্রসীদ কথয়াত্মানং ন ধিয়াং পথি বর্ত্তসে ॥ ২২ ॥
কিং যেন সৃজসি ব্যক্তমুত যেন বিভর্ষি তৎ। অথ বিশ্বস্য সংহর্ত্তা ভাগঃ কতম এষ তে ॥ ২৩ ॥
অথবা সুমহত্যেষা প্রার্থনা দেব তিষ্ঠতু। চিন্তিতোপস্থিতাংস্তাবৎ শাধি নঃ করবাম কিম্ ॥ ২৪ ॥
অথ মৌলিগতস্যেন্দোর্বিশদৈর্দশনাংশুভিঃ। উপচিন্বন্ প্রভাং তন্বীং প্রত্যাহ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥

ইঁহারা পূর্ব্বকৃততপস্যার ফলভোগ করিতেছেন, অথচ এক্ষণে সততই তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছেন ॥ ১০ ॥ তাঁহাদিগের মধ্যগতা সাধ্বী অরুন্ধতী স্বীয় পতি বশিষ্ঠের পাদদেশে দৃষ্টি সমর্পণ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ তপঃসিদ্ধির ন্যায় অধিকতর শোভা পাইতেছেন ॥ ১১ ॥ ভগবান ভবানীপতি স্ত্রীপুরুষভেদ না করিয়াই অরুন্ধতী ও মুনিগণের প্রতি সমান সমাদর প্রকাশ করিলেন। যেহেতু, সাধুগণ গুণ দেখিয়া স্ত্রীপুরুষ ভেদ না করিয়াই পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥ তাঁহাদিগের মধ্যগতা অরুন্ধতীকে দেখিয়া মহাদেবের দারপরিগ্রহে অধিকতর আগ্রহ জন্মিল, যেহেতু, সতী পত্নীই ধর্ম্মানুগত ক্রিয়া-সমূহের মূল কারণ ॥ ১৩ ॥ মহাদেবের ধর্ম্মানুসারে দারপরিগ্রহের অভিলাষ হইলে পর, তাঁহার নিকট অপরাধী বলিয়া ভয়ার্ত্ত কামদেবের মনে পুনর্জ্জীবনের আশার সঞ্চার হইল ॥ ১৪ ॥ অনন্তর বেদবেদাঙ্গদর্শী সপ্তর্ষিগণ প্রীতিভরে পুলকিত হইয়া জগদ্গুরু মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমরা নিয়মানুসারে যে বেদ অধ্যয়ন, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান ও তপস্যা করিয়াছি, অদ্য তৎসমস্তই সফল হইল ॥ ১৫-১৬ ॥ যেহেতু, আপনি জগতের প্রভু হইয়া আমাদিগকে মনোভূমিতে আরোহণ করাইয়া স্মরণ করিতেছেন, ফলতঃ এরূপ উচ্চতম স্থান আমাদের আশাতীত ॥ ১৭ ॥ আপনি যাহাদের মনে বিরাজিত হন, তাঁহারা পরম কৃতিমান্; কিন্তু আপনি ব্রহ্মার উৎপত্তি-স্থান হইয়া আপনার চিত্তে যাহাদিগকে স্থানদান করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা পুরুষার্থ-সাধক ব্যক্তি আর কে আছে? ১৮ ॥ যদিও আমরা সূর্য্যমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডল অপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছি, কিন্তু আপনার স্মরণরূপ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া আরও উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইলাম ॥ ১৯ ॥ আপনি সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে আত্মার প্রতি গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে, যেহেতু, মহতের সমাদর প্রাপ্ত হইলে আপনাকে গুণবান্ বলিয়া সহজেই বিশ্বাস হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ হে বিরূপাক্ষ! আপনি আমাদিগকে স্মরণ করায় আমরা যে কি পর্য্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি, তাহা আর বলিয়া কি জানাইব, আপনি জীবগণের অন্তর্যামী, আপনিই তাহা জানিতে পারিতেছেন ॥ ২১ ॥ আমরা আপনাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি বটে, কিন্তু আপনার স্বরূপ আমরা অবগত নহি, যেহেতু, আপনি বুদ্ধিপথের অতীত; অতএব আপনিই আপনার স্বরূপ আমাদিগকে জানাইয়া দিউন ॥ ২২ ॥ আপনি এক মূর্ত্তিতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, এক মূর্ত্তিতে পালন ও অপর এক মূর্ত্তিতে প্রলয় করিয়া থাকেন, আপনার এই মূর্ত্তি তাহার মধ্যে কোনটী? ২৩ ॥ অথবা সম্প্রতি এই গুরুতর বাসনা স্থগিত থাকুক, আমরা স্মরণমাত্রই উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে আমরা আপনার কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিব, আজ্ঞা করুন ॥ ২৪ ॥ অনন্তর ভগবান্ সপ্তর্ষিদিগের বাক্যের উত্তর

বিদিতং বো যথা স্বার্থা ন মে কাশ্চিৎ প্রবৃত্তয়ঃ। ননু মূর্ত্তিভিরষ্টাভিরিত্থম্ভূতোঽস্মি সূচিতঃ॥ ২৬॥
সোঽহং তৃষ্ণাতুরৈর্বৃষ্টিং বিদ্যুত্বানিব চাতকৈঃ। অরিবিপ্রকৃতৈর্দ্দেবৈঃ প্রসূতিং প্রতি যাচিতঃ॥২৭॥
অত আহর্ত্তুমিচ্ছামি পার্ব্বতীমাত্মজন্মনে। উৎপত্তয়ে হবির্ভোক্তুর্যজমান ইবারণিম্॥ ২৮॥
তামস্মদর্থে যুষ্মাভির্যাচিতব্যো হিমালয়ঃ। বিক্রিয়ায়ৈ ন কল্পন্তে সম্বন্ধাঃ সদনুষ্ঠিতাঃ॥ ২৯॥
উন্নতেন স্থিতিমতা ধুরমুদ্বহতা ভুবঃ। তেন যোজিতসম্বন্ধং বিত্ত মামপ্যবঞ্চিতম্॥ ৩০॥
এবং বাচ্যঃ স কন্যার্থমিতি বো নোপদিশ্যতে। ভবৎপ্রণীতমাচারমামনন্তি হি সাধবঃ॥ ৩১॥
আর্য্যাপ্যরুন্ধতী তত্র ব্যাপারং কর্ত্তুমর্হতি। প্রায়েণৈবংবিধে কার্য্যে পুরন্ধ্রীণাং প্রগল্ভতা॥ ৩২॥
তৎ প্রয়াতৌষধিপ্রস্থং সিদ্ধয়ে হিমবৎপুরম্। মহাকোশীপ্রপাতেঽস্মিন্ সঙ্গমঃ পুনরেব নঃ॥ ৩৩॥
তস্মিন্ সংযমিনামাদ্যে জাতে পরিণয়োন্মুখে। জহুঃ পরিগ্রহব্রীড়াং প্রাজাপত্যাস্তপস্বিনঃ॥ ৩৪॥
ততঃ পরমোমিত্যুক্ত্বা প্রতস্থে মুনিমণ্ডলম্। ভগবানপি সম্প্রাপ্তঃ প্রথমোদ্দিষ্টমাস্পদম্॥ ৩৫॥
তে চাকাশমসিশ্যামমুৎপত্য পরমর্ষয়ঃ। আসেদুরোষধিপ্রস্থং মনসা সমরংহসঃ॥ ৩৬॥
অলকামতিবাহ্যৈব বসতিং বসুসম্পদাম্। স্বর্গাভিষ্যন্দবমনং কৃত্বেবোপনিবেশিতম্॥ ৩৭॥
গঙ্গাস্রোতঃপরিক্ষিপ্তং বপ্রান্তর্জ্জ্বলিতৌষধি। বৃহন্মণিশিলাসালং গুপ্তাবপি মনোহরম্॥ ৩৮॥
জিতসিংহভয়া নাগা যত্রাশ্বা বিলযোনয়ঃ। যক্ষাঃ কিম্পুরুষাঃ পৌরা যোষিতো বনদেবতাঃ॥ ৩৯॥

দিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার শিরোভূষণরূপ শশাঙ্ককলার প্রভা সুনির্ম্মল দন্তকান্তি দ্বারা পরিপুষ্ট হইতে লাগিল॥ ২৫॥ আপনারা ত অবগতই আছেন যে, আমার নিজের নিমিত্ত কোন কার্য্যই করা হয় না। আমার অষ্টমূর্ত্তির কার্য্যের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতে পারে॥২৬॥ এইরূপ আমার স্বভাব জানিয়া দেবতাগণ অরিকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া, চাতকবৃন্দ যেমন তৃষ্ণাতুর হইয়া মেঘের নিকট বারি প্রার্থনা করে, সেইরূপ আমার নিকট সন্তান প্রার্থনা করিয়াছেন॥ ২৭॥ অতএব যজ্ঞকরণে উদ্যোগী ব্যক্তি যেমন হুতাশনের উৎপত্তির নিমিত্ত অরণিকাষ্ঠ আহরণ করে, আমিও তদ্রূপ আত্মজ উৎপাদনের নিমিত্ত পার্ব্বতীকে পরিগ্রহ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছি॥ ২৮॥ আপনারা আমার নিমিত্ত হিমাচলের নিকট পার্ব্বতীকে প্রার্থনা করিবেন, আপনাদিগকে অনুরোধ করিবার কারণ এই যে, সাধুগণ বিবাহের সম্বন্ধ ঘটনা করিয়া দিলে তাহা পরিণামে কষ্টদায়ক হয় না॥২৯॥ হিমাচল উন্নতমনা, সদাচারী এবং তিনি পৃথিবীর ভার ধারণ করিতেছেন, তাঁহার সহিত এই সম্বন্ধ ঘটনা হইলে আমার কিছুই লঘুতা নাই॥৩০॥ পর্ব্বতরাজকে কন্যার নিমিত্ত এই সকল কথা বলিবেন, আপনাদিগকে আমার এরূপ উপদেশ দিতে হইবে না। যেহেতু, আপনারা যে সদাচার প্রণয়ন করেন, তাহাই লোকে প্রামাণ্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকে॥ ৩১॥ আর মাননীয়া অরুন্ধতীও যেন এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ পূর্ব্বক চেষ্টা করেন; কারণ, এই সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকেরাই অধিকতর পটুতা প্রকাশ করে॥ ৩২॥ অতএব আপনারা এক্ষণে এই হিমাচলের রাজধানী ওষধিপ্রস্থ নগরে গমন করুন্। উহার যে স্থানে মহাকোশী নামক নদী ঊর্দ্ধদেশ হইতে নিম্নে পতিত হইয়াছে, তথায় আপনারা পুনর্ব্বার আমার সাক্ষাৎ পাইবেন॥ ৩৩॥ যখন যোগিপ্রধান মহাদেব স্বয়ং বিবাহার্থ উদ্যত হইলেন, তখন ব্রহ্মার পুত্র সেই সপ্তর্ষিগণের দারপরিগ্রহ জন্য লজ্জা তৎক্ষণাৎ অপনীত হইল॥৩৪॥ তদনন্তর তাঁহারা "তথাস্ত" বলিয়া হিমালয়াভিমুখে গমন করিলে পর মহাদেবও পূর্ব্বকথিত স্থানে গমন করিলেন॥৩৫॥ মনের ন্যায় বেগশালী সেই মহর্ষিগণ অসির ন্যায় শ্যামবর্ণ নভস্তলে আরোহণ করিয়া ওষধিপ্রস্থ নগরে উপস্থিত হইলেন॥ ৩৬॥ সেই নগর দর্শনে বোধ হয় যেন, ধন-সমৃদ্ধির অবস্থিতিস্থান কুবেরপুরী উৎপাটিত করিয়া এই স্থানে বসান হইয়াছে, অথবা স্বর্গে অতিরিক্ত লোক হওয়ায় তাহাদের নিবাসার্থ এই নগরী সংস্থাপিত হইয়াছে॥ ৩৭॥ গঙ্গার প্রবাহ পরিখা-স্বরূপ হইয়া ইহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া আছে। ইহার রক্ষাপ্রাচীরের উপর ওষধিলতাগণ আলোক প্রদান করিতেছে, বৃহৎ বৃহৎ মণিশিলাখণ্ড দ্বারা প্রাচীর গঠিত, অতএব ইহার রক্ষণার্থ নির্ম্মিত পদার্থ-সকলও মনোহর॥ ৩৮॥ এখানে করিগণ সিংহকে ভয় করে না, অশ্বগণ ভূগর্ত্ত হইতে

শিখরাসক্তমেঘানাং ব্যজ্যন্তে যত্র বেশ্মনাম্। অনুগর্জ্জিতসন্দিগ্ধাঃ করণৈর্ম্মুরজস্বনাঃ ॥ ৪০ ॥
যত্র কল্পদ্রুমৈরেব বিলোলবিটপাংশুকৈঃ। গৃহযন্ত্রপতাকাশ্রীরপৌরাদরনির্ম্মিতা ॥ ৪১ ॥
যত্র স্ফটিকহর্ম্ম্যেষু নক্তমাপানভূমিষু। জ্যোতিষাং প্রতিবিম্বানি প্রাপ্নুবন্ত্যুপহারতাম্ ॥ ৪২ ॥
যত্রৌষধিপ্রকাশেন নক্তং দর্শিতসঞ্চরাঃ। অনভিজ্ঞাস্তমিস্রাণাং দুর্দ্দিনেষ্বভিসারিকাঃ ॥ ৪৩ ॥
যৌবনান্তং বয়ো যস্মিন্নান্তকঃ কুসুমায়ুধাৎ। রতিখেদসমুৎপন্না নিদ্রা সংজ্ঞাবিপর্য্যয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
ভ্রূভেদিভিঃ সকম্পোষ্ঠৈর্ল্লুলিতাঙ্গুলিতর্জ্জনৈঃ। যত্র কোপৈঃ কৃতাঃ স্ত্রীণামাপ্রসাদার্থিনঃ প্রিয়াঃ ॥৪৫ ॥
সন্তানকতরুচ্ছায়াসুপ্তবিদ্যাধরাধ্বগম্। যস্য চোপবনং বাহ্যং গন্ধবদ্‌গন্ধমাদনম্ ॥ ৪৬ ॥
অথ তে মুনয়ো দিব্যাঃ প্রেক্ষ্য হৈমবতং পুরম্। স্বর্গাভিসন্ধিসুকৃতং বঞ্চনামিব মেনিরে ॥ ৪৭ ॥
তে সদ্মনি গিরের্বেগাদুন্মুখদ্বাঃস্থবীক্ষিতাঃ। অবতেরুর্জটাভারৈর্লিখিতানলনিশ্চলৈঃ ॥ ৪৮ ॥
গগনাদবতীর্ণা সা যথাবৃদ্ধপুরঃসরাঃ। তোয়ান্তর্ভাস্করালীব রেজে মুনিপরম্পরা ॥ ৪৯ ॥
তানর্ঘ্যানর্ঘ্যমাদায় দূরাৎ প্রত্যুদ্যযৌ গিরিঃ। নময়ন্ সারগুরুভিঃ পাদন্যাসৈর্বসুন্ধরাম্ ॥ ৫০ ॥
ধাতুতাম্রাধরঃ প্রাংশুর্দেবদারুবৃহদ্‌ভুজঃ। প্রকৃত্যৈব শিলোরস্কঃ সুব্যক্তো হিমবানিতি ॥ ৫১ ॥
বিধিপ্রযুক্তসৎকারৈঃ স্বয়ং মার্গস্য দর্শকঃ। স তৈরাক্রময়ামাস শুদ্ধান্তং শুদ্ধকর্ম্মভিঃ ॥ ৫২ ॥
তত্র বেত্রাসনাসীনান্ কৃতাসনপরিগ্রহঃ। ইত্যুবাচেশ্বরান্ বাচং প্রাঞ্জলির্ভূধরেশ্বরঃ ॥ ৫৩ ॥

উৎপন্ন হয়, যক্ষ ও কিন্নরগণ এখানকার পুরবাসী এবং বনদেবীগণ পুরনারী ॥ ৩৯ ॥ এই পুরস্থিত প্রাসাদ-সকল মেঘমণ্ডল স্পর্শ করিয়াছে, গৃহমধ্যে মৃদঙ্গধ্বনি হইলে মেঘধ্বনি কি মৃদঙ্গধ্বনি তাহা জানিতে পারা যায় না, তবে মৃদঙ্গ হইতে যে সকল শব্দ উত্থিত হয়, তদ্দ্বারাই মৃদঙ্গধ্বনি জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥ এই নগরীতে বস্ত্র-সকল কল্পতরু-শাখায় লম্বমান হইয়া থাকে, সুতরাং বস্ত্রের নিমিত্ত পুরবাসিগণকে কষ্ট পাইতে হয় না। আর সমস্ত গৃহই দণ্ড-সমন্বিত পতাকা দ্বারা সুশোভিত ॥ ৪১ ॥ এই পুরীতে স্ফটিকপ্রাসাদের উপরিভাগে পানভূমি বিরচিত হয়, তাহাতে গ্রহনক্ষত্রাদির প্রতিবিম্ব পতিত হইলে শোভার্থ পুষ্প-সকল অথবা মুক্তাবলী বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয় ॥ ৪২ ॥ এই পুরীর অভিসারিকা-সকল মেঘাচ্ছন্ন যামিনীযোগেও অন্ধকার কাহাকে বলে, তাহা জানিতে পারে না, রজনীযোগে সততই ওষধিলতার উজ্জ্বল আলোকে রাজপথ আলোকময় হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥ এখানে বাল্য ও যৌবন ভিন্ন বয়ঃক্রম নাই, আর বিরহযন্ত্রণা মৃত্যু তুল্য বলিয়া কন্দর্প ভিন্ন অন্য অন্তক নাই এবং রতিখেদ-সমুৎপন্না নিদ্রা ভিন্ন অন্য কোনরূপে লোক-সকল অচৈতন্য হয় না ॥ ৪৪ ॥ এখানে কামিনীগণ ভ্রূকুটি রচনা করিয়া অধরোষ্ঠ কম্পিত করিতে করিতে মনোহর অঙ্গুলি দ্বারা নিজ প্রিয়-জনকে তর্জ্জন করে, তখনই তাঁহারা ক্রোধশান্তি পর্য্যন্ত যাচ্ঞা করিয়া থাকেন, ইহা ভিন্ন অন্য প্রকার যাচ্ঞা সেখানে কাহারও জানা নাই ॥ ৪৫ ॥ ধরাধর গন্ধমাদন নগরীর বহিঃস্থিত উপবন-স্বরূপ, তথায় সন্তানক নামক তরুতলে বিদ্যাধর পথিকগণ নিদ্রা যান এবং সেই স্থান উহার পুষ্প-সৌরভে পরিপূরিত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ সেই দেবর্ষিগণ হিমাচলের রাজধানী নিরীক্ষণ করিয়া মনে করিলেন যে, লোকে ভ্রম বশতঃই স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশে যজ্ঞাদি করিয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ অনন্তর তাঁহারা বেগভরে গিরিরাজ-ভবনে অবতীর্ণ হইলেন, তাঁহাদিগের জটাকলাপ চিত্রলিখিত বহ্নির ন্যায় নিশ্চলভাবে প্রতিভাত হইতে লাগিল, দ্বারবান্-সকল ঊর্দ্ধমুখ হইয়া তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥ গগন হইতে অবতীর্ণ হইবামাত্র মহর্ষিগণ বয়ঃক্রমের আধিক্য অনুসারে অগ্রে অগ্রে অবস্থিত রহিলেন; তাহাতে বোধ হইল যেন, জলমধ্যে সূর্য্যদেবের প্রতিবিম্বশ্রেণী বিরাজমান হইতেছে ॥ ৪৯ ॥ গিরিবর সেই পরম-পূজনীয় মুনিগণের সম্মানার্থ অর্ঘ্য হস্তে প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তখন তাঁহার অন্তঃসারবিশিষ্ট গুরুতর চরণবিন্যাস দ্বারা বসুন্ধরা অবনত হইতে লাগিল ॥ ৫০ ॥ তাঁহার অধর গৈরিকের ন্যায় তাম্রবর্ণ, কলেবর উন্নত, বাহু দেবদারুর ন্যায় বৃহৎ, বক্ষঃস্থল স্বভাবতই প্রস্তর তুল্য কঠিন; অতএব তাঁহাকে দেখিলেই হিমবান্ বলিয়া বোধ হয় ॥ ৫১ ॥ হিমালয় সেই বিশুদ্ধচরিত মহর্ষিগণকে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়া স্বয়ং পথ দেখাইতে দেখাইতে অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া গেলেন ॥ ৫২ ॥ হিমাচল তথায় সেই মহা-পুরুষদিগকে বেত্রাসনে বসাইয়া স্বয়ং উপবেশন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫৩

অপমেঘোদয়ং বর্ষমদৃষ্টকুসুমং ফলম্। অতর্কিতোপপন্নং বো দর্শনং প্রতিভাতি মে ॥ ৫৪ ॥
মূঢ়ং বুদ্ধমিবাত্মানং হৈমীভূতমিবায়সম্। ভূমের্দিবমিবারূঢ়ং মন্যে ভবদনুগ্রহাৎ ॥ ৫৫ ॥
অদ্যপ্রভৃতি ভূতানামধিগম্যোঽস্মি শুদ্ধয়ে। যদধ্যাসিতমর্হদ্ভিস্তদ্ধি তীর্থং প্রচক্ষতে ॥ ৫৬ ॥
অবৈমি পূতমাত্মানং দ্বয়েনৈব দ্বিজোত্তমাঃ। মূর্দ্ধ্নি গঙ্গাপ্রপাতেন ধৌতপাদাম্ভসা চ বঃ ॥ ৫৭ ॥
জঙ্গমং প্রৈষ্যভাবে বঃ স্থাবরং চরণাঙ্কিতম্। বিভক্তানুগ্রহং মন্যে দ্বিরূপমপি মে বপুঃ ॥ ৫৮ ॥
ভবৎসম্ভাবনোত্থায় পরিতোষায় মূর্চ্ছতে। অপি ব্যাপ্তদিগন্তানি নাঙ্গানি প্রভবন্তি মে ॥ ৫৯ ॥
ন কেবলং দরীসংস্থং ভাস্বতাং দর্শনেন বঃ। অন্তর্গতমপাস্তং মে রজসোঽপি পরং তমঃ ॥ ৬০ ॥
কর্ত্তব্যং বো ন পশ্যামি স্যাচ্চেৎ কিং নোপপদ্যতে। মন্যে মৎপাবনায়ৈব প্রস্থানং ভবতামিহ ॥ ৬১ ॥
তথাপি তাবৎ কস্মিংশ্চিদাজ্ঞাং মে দাতুমর্হথ। বিনিয়োগপ্রসাদা হি কিঙ্করাঃ প্রভবিষ্ণুষু ॥ ৬২ ॥
এতে বয়মমী দারাঃ কন্যেয়ং কুলজীবিতম্। ব্রূত যেনাত্র বঃ কার্য্যমনাস্থা বাহ্যবস্তুষু ॥ ৬৩ ॥
ইত্যূচিবাংস্তমেবার্থং গুহামুখবিসর্পিণা। দ্বিরিব প্রতিশব্দেন ব্যাজহার হিমালয়ঃ ॥ ৬৪ ॥
অথাঙ্গিরসমগ্রণ্যমুদাহরণবস্তুষু। ঋষয়ো নোদয়ামাসুঃ প্রত্যুবাচ স ভূধরম্ ॥ ৬৫ ॥
উপপন্নমিদং সর্ব্বমতঃ পরমপি ত্বয়ি। মনসঃ শিখরাণাঞ্চ সদৃশী তে সমুন্নতিঃ ॥ ৬৬ ॥
স্থানে ত্বাং স্থাবরাত্মানং বিষ্ণুমাহুস্তথা হি তে। চরাচরাণাং ভূতানাং কুক্ষিরাধারতাং গতঃ ॥ ৬৭ ॥

আপনারা যে আমাকে এরূপ অতর্কিতভাবে দর্শন দিবেন, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই, ইহা বিনা মেঘে বৃষ্টি এবং পুষ্প ব্যতিরেকে ফলোৎপত্তির ন্যায় বোধ হইতেছে। ফলতঃ আমার অতি দুর্লভ লাভ সংঘটিত হইয়াছে ॥ ৫৪ ॥ আপনাদের এই অনুগ্রহ হেতু জ্ঞান হইতেছে যে, আমি অজ্ঞান ছিলাম, এক্ষনে জ্ঞানলাভ করিয়াছি, লৌহময় ছিলাম, এক্ষণে হেমময় হইয়াছি, পৃথিবীতে ছিলাম, এক্ষণে স্বর্গলাভ করিয়াছি ॥ ৫৫ ॥ অদ্যাবধি জীবগণ পবিত্রতা-লাভের নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিবে, যেহেতু, পূজনীয় ব্যক্তিগণ যেখানে অধিষ্ঠান করেন, সেই স্থান তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হয় ॥৫৬॥ হে দ্বিজেন্দ্রগণ! মস্তকে গঙ্গাম্বুপাত এবং আপনাদিগের পাদধৌত বারি এই দুইটী বস্তু দ্বারা আমি আপনাদিগকে পরম পবিত্র বলিয়া মনে করিতেছি ॥ ৫৭ ॥ আমার স্থাবর শিলাময় এবং গতিসম্পন্ন এই দুই প্রকার শরীর ঐ উভয়ের মধ্যে আপনারা অনুগৃহীত চরণচিহ্ন দ্বারা স্থাবর শরীর এবং পরিচর্য্যা-নিয়োজন দ্বারা গতিশীল শরীর অনুগৃহীত করিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥ আপনাদের অনুগ্রহ-জনিত আনন্দ আমার মনোমধ্যে এরূপ বিস্তৃত হইয়াছে যে, আমার দিগন্তব্যাপী শিলাময় দেহ তাহা ধারণ করিতে পারে না ॥ ৫৯ ॥ আপনাদের তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি দ্বারা আমার গুহামধ্যস্থিত অন্ধকারও বিনষ্ট হইয়াছে, আরও অন্তঃকরণের রজোগুণের পরস্থিত তমোগুণও বিনাশ প্রাপ্ত হইল ॥ ৬০ ॥ আপনাদের প্রয়োজন ত কিছুই দেখিতে পাই না, যদি কিছু থাকে,তাহা সম্পাদিত না হইবার বিশেষ কারণ কিছুই নাই, তবে আমি বিবেচনা করি যে,কেবল আমাকে পবিত্র করিবার নিমিত্তই এখানে আগমন করিয়াছেন॥৬১॥ তথাপি আমার অভিলাষ যে, আপনারা আমাকে কোন প্রকার কার্য্য-সম্পাদনে আদেশ প্রদান করেন, যেহেতু, প্রভুর কোন আজ্ঞা পাইলে কিঙ্করগণ আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকে ॥ ৬২ ॥ এই আমি স্বয়ং উপস্থিত আছি, এই আমার গৃহিণী, এই আমার অখিল পরিবার-বর্গের প্রাণতুল্য কন্যা, এই সকলের মধ্যে কাহার দ্বারা আপনাদের কার্য্য সম্পাদিত হইবে বলুন, আর ইহা ভিন্ন অন্যান্য বাহ্য বস্তুর কথা বলিবার প্রয়োজন নাই ॥ ৬৩ ॥ হিমালয় এই সকল বাক্য বলিলে পর গুহামুখ দ্বারা অবিকল সেই কথার প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল, তাহাতে বোধ হইয়াছিল যে, গিরিবর উহা একবার বলিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, পুনর্ব্বার বলিতেছেন ॥ ৬৪ ॥ অনন্তর সপ্তর্ষিগণ অগ্রণী অঙ্গিরাকে উত্তর দিতে নিয়োজিত করিলেন, তদনুসারে তিনি তখন হিমালয়কে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৫ ॥ হে পর্ব্বতরাজ! তুমি যে সকল বাক্য বলিলে, তৎসমস্তই সত্য, ইহা অপেক্ষা আরও অধিকতর ঔদার্য্য তোমাতে থাকা সম্ভব, তোমার শিখরসকল যেরূপ উচ্চ, তোমার মনও সেইরূপ উন্নত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ৬৬ ॥ তোমার পর্ব্বত-শরীরকে যে বিষ্ণু বলে, তাহা অর্থানুগত। যেহেতু, তোমার ঐ দেহমধ্যে সংসারের সমস্ত

গামধাস্তৎ কথং নাগো মৃণালমৃদুভিঃ ফণৈঃ। আ রসাতলমূলাৎ ত্বমবালম্বিষ্যথা ন চেৎ ॥ ৬৮॥
অচ্ছিন্নামলসন্তানাঃ সমুদ্রোর্ম্ম্যনিবারিতাঃ। পুনন্তি লোকান্ পুণ্যত্বাৎ কীর্ত্তয়ঃ সরিতশ্চ তে ॥ ৬৯॥
যথৈব শ্লাঘ্যতে গঙ্গা পাদেন পরমেষ্ঠিনঃ। প্রভবেণ দ্বিতীয়েন তথৈবোচ্ছিরসা ত্বয়া ॥ ৭০॥
তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তাচ্চ ব্যাপকো মহিমা হরেঃ। ত্রিবিক্রমোদ্যতস্যাসীৎ স তু স্বাভাবিকস্তব ॥ ৭১॥
যজ্ঞভাগভুজাং মধ্যে পদমাতস্থুষা ত্বয়া। উচ্চৈর্হিরণ্ময়ং শৃঙ্গং সুমেরোর্বিতথীকৃতম্ ॥ ৭২॥
কাঠিন্যং স্থাবরে কায়ে ভবতা সর্ব্বমর্পিতম্। ইদন্তু তে শক্তিনম্রং সতামারাধনং বপুঃ ॥ ৭৩॥
তদাগমনকার্য্যং নঃ শৃণু কার্য্যং তবৈব তৎ। শ্রেয়সামুপদেশাৎ তু বয়মত্রাংশভাগিনঃ ॥ ৭৪॥
অণিমাদিগুণোপেতমস্পৃষ্টপুরুষান্তরম্। শব্দমীশ্বর ইত্যুচ্চৈঃ সার্দ্ধচন্দ্রং বিভর্ত্তি যঃ ॥ ৭৫॥
ফলিতান্যোন্যসামর্থ্যৈঃ পৃথিব্যাদিভিরাত্মভিঃ। যেনেদং ধ্রিয়তে বিশ্বং ধুর্য্যৈর্যানমিবাধ্বনি ॥ ৭৬॥
যোগিনো যং বিচন্বন্তি ক্ষেত্রাভ্যন্তরবর্ত্তিনম্। অনাবৃত্তিভয়ং যস্য পদমাহুর্মনীষিণঃ ॥৭৭॥
স তে দুহিতরং সাক্ষাৎ সাক্ষী বিশ্বস্য কর্ম্মণাম্। বৃণুতে বরদঃ শম্ভুরস্মৎসংক্রামিতৈঃ পদৈঃ ॥ ৭৮॥
তমর্থমিব ভারত্যা সুতয়া যোক্তুমর্হসি। অশোচ্যা হি পিতুঃ কন্যা সদ্ভর্ত্তৃপ্রতিপাদিতা ॥ ৭৯॥
যাবন্ত্যেতানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ। মাতরং কল্পয়ন্ত্বেনামীশো হি জগতঃ পিতা ॥ ৮০॥
প্রণম্য শিতিকণ্ঠায় বিবুধাস্তদনন্তরম্। চরণৌ রঞ্জয়ন্ত্বস্যাশ্চূড়ামণিমরীচিভিঃ ॥ ৮১॥

সামগ্রীই বিদ্যমান আছে ॥ ৬৭॥ আর যদি তুমি পাতাল পর্য্যন্ত পৃথিবী ধারণ না করিতে, তবে মৃণাল-কোমল ফণাদ্বারা উহা ধারণ করিতে সর্পরাজের কখন সামর্থ্য হইত না ॥ ৬৮॥ এক পক্ষে নদী-সকল তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়া আপন আপন অবিচ্ছিন্ন স্বচ্ছ প্রবাহকে সাগরে তরঙ্গবেগ পরাজয় পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করাইতেছে, অপর পক্ষে তোমার কীর্ত্তিমণ্ডল সমুদ্র-তরঙ্গ শ্রেণী উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অপর-পারে প্রচারিত হইতেছে; তাহাদিগের কোথাও বিচ্ছেদ দেখা যায় না এবং লোকে তাহা কীর্ত্তন করিয়া পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে ॥ ৬৯॥ দেবদেব নারায়ণের চরণকমল গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি-স্থান, এই হেতু গঙ্গার যেরূপ মাহাত্ম্য এবং তুমি তাঁহার দ্বিতীয় উৎপত্তি-স্থান বলিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য সেই-রূপই বৃদ্ধি পাইয়াছে ॥ ৭০॥ ভগবান্ হরি যখন বলিকে ছলনা করিবার নিমিত্ত তিনবার পদ ক্রমণ করেন, সেই সময়েই কেবল তিনি ঊর্দ্ধভাগে, অধোভাগে ও চতুষ্পার্শ্বে জগদ্ব্যাপী মূর্ত্তিধারণ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু তুমি চিরকালই স্বাভাবিক দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ ॥ ৭১॥ সুমেরু-গিরির অত্যুচ্চ শিখর সুবর্ণময় হইলেও তুমি যখন যজ্ঞভাগভোগী দেবতাদিগের মধ্যে গণ্য, তখন তোমার পদমর্য্যাদা সুমেরু অপেক্ষাও উন্নতি-শালী ॥৭২॥ তোমার যে পরিমাণ কাঠিন্য আছে, তৎসম-স্তই গিরিরূপ শরীরে সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছ, কিন্তু তোমার এই নম্র দেহ সাধুগণের আরাধনা-কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে ॥ ৭৩॥ গিরিবর! আমরা যে কার্য্যের নিমিত্ত আসিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর, তাহা তোমারই কার্য্য, তবে আমরা সৎপরামর্শ প্রদান করিয়া ইহার অংশভাগী হইতেছি ॥ ৭৪॥ যাহা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি প্রয়োগ হয় না, যিনি সেই ঈশ্বর নাম এবং অণিমাদি অষ্টবিধ সিদ্ধি ও মস্তকে শশিকলা ধারণ করিতেছেন, যাঁহার পৃথিব্যাদি অষ্ট মূর্ত্তি, রথবাহি-ঘোটকগণ যেমন গমনকালে পর-স্পরকে সাহায্য করিয়া রথ অবলম্বন করিয়া থাকে, সেইরূপ পরস্পর সহকারিতা করিতে করিতে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া আছেন, যিনি জীবগণের দেহাভ্যন্তরে বিরাজিত, যোগিগণ যাঁহার সাক্ষাৎকারলাভের জন্য যত্ন করেন, যাঁহার ধামে গমন করিলে আর সংসারে ফিরিতে হয় না, ইহা পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, সেই অভীষ্টসিদ্ধিপ্রদ জগতের কর্ম্মসাক্ষী ভগবান্ মহাদেব আমাদিগকে প্রেরণ করিয়া তোমার কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন ॥ ৭৫-৭৮॥ সরস্বতীর (বাক্যের) সহিত অর্থ-সমাগমের ন্যায়, তোমার কন্যার সহিত তাঁহার সম্পর্ক-সংঘটন কর, যেহেতু, সৎপাত্রে কন্যা-দান করিলে তাহার পিতাকে তন্নিমিত্ত আর দুঃখ করিতে হয় না ॥ ৭৯॥ যদি তাহা সংঘটিত হয়, তবে স্থাবর-জঙ্গমাদি প্রাণিসমূহ তোমার তনয়াকে জননী বলিয়া জ্ঞান করিবে, কারণ, মহাদেব অখিল জগতের পিতা ॥ ৮০॥ আর তাহা হইলে দেবগণ প্রথমে মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া তৎপরে মস্তকস্থিত মণিপ্রভা

উমা বধূর্ভবান্ দাতা যাচিতার ইমে বয়ম্। বরঃ শম্ভুরলং হ্যেষ ত্বৎকুলোদ্ভূতয়ে বিধিঃ ॥ ৮২ ॥
অস্তোতুঃ স্তূয়মানস্য বন্দ্যস্যানন্যবন্দিনঃ। সুতাসম্বন্ধবিধিনা ভব বিশ্বগুরোর্গুরুঃ ॥ ৮৩ ॥
এবং বাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী। লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্ব্বতী ॥ ৮৪ ॥
শৈলঃ সম্পূর্ণকামোঽপি মেনামুখমুদৈক্ষত। প্রায়েণ গৃহিণীনেত্রাঃ কন্যার্থেষু কুটুম্বিনঃ ॥ ৮৫ ॥
মেনে মেনাপি তৎসর্ব্বং পত্যুঃ কার্য্যমভীপ্সিতম্। ভবন্ত্যব্যভিচারিণ্যো ভর্ত্তুরিষ্টে পতিব্রতা ॥৮৬॥
ইদমত্রোত্তরং ন্যায্যমিতিবুদ্ধ্যা বিমৃষ্য সঃ। আদদে বচসামন্তে মঙ্গলালংকৃতাং সুতাম্ ॥ ৮৭ ॥
এহি বিশ্বাত্মনে বৎসে ভিক্ষাসি পরিকল্পিতা। অর্থিনো মুনয়ঃ প্রাপ্তং গৃহমেধিফলং ময়া ॥ ৮৮ ॥
এতাবদুক্ত্বা তনয়ামৃষীনাহ মহীধরঃ। ইয়ং নমতি বঃ সর্ব্বান্ ত্রিলোচনবধূরিতি ॥ ৮৯ ॥
ঈপ্সিতার্থক্রিয়োদারং তেঽভিনন্দ্য গিরের্বচঃ। আশীর্ভিরেধয়ামাসুঃ পুরঃ পাকাভিরম্বিকাম্ ॥৯০॥
তাং প্রণামাদরস্রস্তজাম্বূনদবতংসকাম্। অঙ্কমারোপয়ামাস লজ্জমানামরুন্ধতী ॥ ৯১॥
তন্মাতরঞ্চাশ্রুমুখীং দুহিতৃস্নেহবিক্লবাম্। বরস্যানন্যপূর্ব্বস্য বিশোকামকরোদ্গুণৈঃ ॥ ৯২ ॥
বৈবাহিকীং তিথিং পৃষ্টাস্তৎক্ষণং হরবন্ধুনা। তে ত্র্যহাদূর্দ্ধমাখ্যায় চেরুশ্চীরপরিগ্রহাঃ ॥ ৯৩ ॥
তে হিমালয়মামন্ত্র্য পুনঃ প্রাপ্য চ শূলিনম্। সিদ্ধঞ্চাস্মৈ নিবেদ্যার্থং তদ্বিসৃষ্টাঃ খমুদ্যযুঃ ॥ ৯৪ ॥

প্রভা দ্বারা পার্ব্বতীর চরণযুগল রঞ্জিত করিবেন ॥ ৮১ ॥ আর এই সম্বন্ধ স্থির হইলে তোমার বংশের শ্রীবৃদ্ধির শেষ সীমা উপস্থিত হইবে। বিবেচনা করিয়া দেখ, উমা কন্যা, ঘটক আমরা আর বর স্বয়ং মহেশ্বর ॥ ৮২ ॥ যিনি কাহারও স্তব করেন না, কিন্তু সকলের স্তব গ্রহণ করেন, কাহাকেও প্রণাম করেন না, কিন্তু সকলের প্রণাম গ্রহণ করিয়া থাকেন; এবম্ভূত জগদ্গুরু মহেশ্বর, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়া তুমি তাঁহারও গুরু হও" ॥৮৩॥ দেবর্ষি অঙ্গিরা যখন এই সমস্ত কথা বলিতেছিলেন, সেই সময় পার্ব্বতী পিতার পার্শ্বে অবস্থিত থাকিয়া হস্তস্থিত লীলা-কমলের পত্রগুলি গণনা করিতে লাগিলেন। ৮৪ ॥ হিমাচলের মনের চিরবাসনা সিদ্ধ হইল, তথাপি তিনি মত জানিবার নিমিত্ত মেনকার মুখের দিকে নিক্ষেপ করিলেন, যেহেতু 'গৃহস্থগণ কন্যাসংক্রান্ত কর্ম্মে গৃহিণীর অভিপ্রায় অনুসারেই কার্য্য করিয়া থাকেন ॥৮৫॥ মেনকা পতির অভিপ্রায় জানিতেন, সুতরাং তাহাতে সম্মতি দিলেন, কারণ, পতিব্রতা রমণীদিগের স্বভাব এই যে, তাঁহারা স্বামীর অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৮৬ ॥ এই বিষয়ের উত্তর এইরূপেই প্রদান করা কর্ত্তব্য, মনে মনে ইহা স্থির করিয়া হিমালয় সকল কথা শেষ হইলে বিবাহযোগ্য শুভ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া স্বীয় কন্যা পার্ব্বতীকে ধারণ করিয়া কহিলেন, আইস বৎসে! আমি তোমাকে মহাদেবের নিমিত্ত ভিক্ষা দিলাম। মহর্ষিগণ ভিক্ষা চাহিতেছেন, আজ আমার গৃহস্থলোকের যে চরিতার্থতা, তাহা লাভ হইল ॥ ৮৭-৮৮ ॥ গিরিবর কন্যাকে এই কথা বলিয়া ঋষিগণকে বলিলেন, দেখুন, এই মহেশের পত্নী আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছে। ৮৯ ॥ একবারেই তাঁহাদের অভিলাষ সিদ্ধ হওয়াতে হিমালয়ের ঐ বাক্য অতিশয় উদার বোধ হইল, তাহাতে মহর্ষিগণ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে, ইহা শীঘ্রই সফল হইবে, এইরূপে পার্ব্বতীকে বিবিধ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন ॥ ৯০ ॥ পার্ব্বতী যখন অরুন্ধতীকে প্রণাম করিলেন, তখন তাঁহার স্বর্ণময় কর্ণভূষণ বিগলিত হইল, তিনি লজ্জা করিতেছিলেন, তখন অরুন্ধতী তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন। ৯১ ॥ কন্যার প্রতি স্নেহ বশতঃ মেনকার মুখ অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল, অরুন্ধতী "বরের অন্য বিবাহ নাই" এই বলিয়া এবং মহাদেবের বিবিধ গুণ বর্ণনা করিয়া জননীর শোকশান্তি করিলেন ॥ ৯২ ॥ মহাদেবের শ্বশুর হিমালয়, মহর্ষিগণকে বিবাহ-দিনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা তিন দিবসের পর বিবাহ হইবে, এইরূপ হিমালয়কে বলিয়া অরুন্ধতীর সহিত গাত্রোত্থান করিলেন ॥ ৯৩ ॥ তাঁহারা গিরিবরের নিকট বিদায় লইয়া শিবের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিলেন, মুনিগণ তাঁহাকে কার্য্য-সিদ্ধির বিষয় অবগত করাইয়া বিদায় গ্রহণ

পশুপতিরপি তান্যহানি কৃচ্ছ্রাদগময়দদ্রিসুতাসমাগমোৎসুকঃ।
কামপরমবশং ন বিপ্রকুর্য্যুর্বিভুমপি তং যদমী স্পৃশন্তি ভাবাঃ ॥৯৫॥

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ উমা-প্রদানো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬।

সপ্তমঃ সর্গঃ

অথৌষধীনামধিপস্য বৃদ্ধৌ, তিথৌ চ যামিত্রগুণান্বিতায়াম্।
সমেতবন্ধুর্হিমবান্ সুতায়া, বিবাহদীক্ষাবিধিমন্বতিষ্ঠৎ ॥ ১ ॥
বৈবাহিকৈঃ কৌতুকসংবিধানৈর্গৃহে গৃহে ব্যগ্রপুরন্ধ্রিবর্গম্।
আসীৎ পুরং সানুমতোঽনুরাগাদন্তঃপুরস্তৈককুলোপমেয়ম্ ॥ ২ ॥
সন্তানকাকীর্ণমহাপথং তচ্চীনাংশুকৈঃ কল্পিতকেতুমালম্।
ভাসোজ্জ্বলং কাঞ্চনতোরণানাং, স্থানান্তরং স্বর্গ ইবাবভাসে ॥ ৩ ॥
একৈব সত্যামপি পুত্রপঙ্ক্তৌ, চিরস্য দৃষ্টেব মৃতোত্থিতেব।
আসন্নপাণিগ্রহণেতি পিত্রোরুমা বিশেষোচ্ছ্বসিতং বভূব ॥ ৪ ॥
অঙ্কাদ্যযাবঙ্কমুদীরিতাশীঃ, সা মণ্ডনান্মণ্ডনমন্বভুঙ্‌ক্ত।
সম্বন্ধিভিন্নোঽপি গিরেঃ কুলস্য, স্নেহস্তদেকায়তনং জগাম ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বক পুনরায় আকাশমার্গে আরোহণ করিলেন ॥৯৪॥ মহাদেবও পার্ব্বতীর সহিত সম্মিলনের নিমিত্ত এত উৎসুক ও অস্থির হইয়াছিলেন যে, তাঁহার সেই তিন দিবস অতি কষ্টে অতিবাহিত হইল। যখন সেই জগৎপ্রভু মহাদেবও এইরূপ মনোবৃত্তি দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইলেন, তখন সামান্য ব্যক্তিগণ যে অধীর হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ॥৯৫॥

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

অনন্তর ওষধিগণের অধিপতি চন্দ্র যখন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছেন, সেই শুক্লপক্ষে যামিত্রগুণযুক্ত লগ্নশুদ্ধিবিশিষ্ট তিথিতে গিরিরাজ হিমালয় বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত মিলিত হইয়া স্বীয় কন্যার বিবাহ-সংস্কারের বিহিত কার্য্য-সকলের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন ॥১॥ সেই নগরীর পৌরগণ গিরিরাজের প্রতি এরূপ অনুরক্ত ছিল যে, প্রত্যেক গৃহেই গৃহিণীগণ বিবাহের উপযুক্ত নানাবিধ মাঙ্গল্যবস্তুর আয়োজনে ব্যগ্র হইয়া রহিলেন, তাহাতে বোধ হইল যে, পর্ব্বতরাজের অন্তঃপুর এবং সমস্ত নগরী একটী গৃহস্থের অন্তর্গত ॥ ২ ॥ নগরীর বৃহৎ বৃহৎ পথে সন্তানক-পুষ্প-সকল বিকীর্ণ হইল, পট্টবস্ত্রের পতাকাশ্রেণী বিরচিত হইল, স্বর্ণময় তোরণদ্বারের সমুজ্জ্বল প্রভায় সমস্ত নগর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সুতরাং বোধ হইল যেন, স্বর্গ হইতে অমরাবতী এই স্থানে উঠিয়া আসিয়াছে ॥ ৩ ॥ অনেক পুত্র-কন্যা থাকিলেও উমার বিবাহ সন্নিহিত বলিয়া তিনি পিতা-মাতার প্রাণতুল্য হইলেন, তাঁহারা বোধ করিতে লাগিলেন যে, উমা ভিন্ন তাঁহাদের আর সন্তান নাই, বহুকালের পর যেন অপহৃত বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পার্ব্বতী যেন মৃতদেহে পুনর্জীবন পাইয়াছেন ॥ ৪ ॥ উমা ক্রোড়ে ক্রোড়ে ভ্রমণ করিতে করিতে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, অলঙ্কারের উপর অলঙ্কার পাইতে লাগিলেন, হিমালয়ের বন্ধু-বান্ধবদিগের মধ্যে স্নেহের পাত্র অনেক ছিল, কিন্তু তখন সেই সমস্ত স্নেহ যেন একত্রিত হইয়া

মৈত্রে মুহূর্ত্তে শশলাঞ্ছনেন, যোগং গতাসূত্তরফল্গুনীষু।
তস্যাঃ শরীরে প্রতিকর্ম্ম চক্রুর্বন্ধুস্ত্রিয়ো যাঃ পতিপুত্রবত্যঃ ॥ ৬ ॥
সা গৌরসিদ্ধার্থ নিবেশবদ্ভির্দূর্ব্বাপ্রবালৈঃ প্রতিভিন্নশোভম্।
নির্নাভিকৌশেয়মুপাত্তবাণমভ্যঙ্গনেপথ্যমলঞ্চকার ॥ ৭ ॥
বভৌ চ সম্পর্কমুপেত্য বালা, নবেন দীক্ষাবিধিসায়কেন।
করেণ ভানোর্বহুলাবসানে, সন্ধুক্ষ্যমাণেব শশাঙ্কলেখা ॥ ৮ ॥
তাং লোধ্রকল্কেন হৃতাঙ্গতৈলামাশ্যানকালেয়কৃতাঙ্গরাগাম্।
বাসো বসানামভিষেকযোগ্যং, নার্য্যশ্চতুষ্কাভিমুখং ব্যনৈষুঃ ॥ ৯ ॥
বিন্যস্তবৈদূর্য্যশিলাতলেঽস্মিন্নাবদ্ধমুক্তাফলভক্তিচিত্রে।
আবর্জ্জিতাষ্টাপদকুম্ভতোয়ৈঃ, সতূর্য্যমেনাং স্নপয়াম্বভূবুঃ ॥১০॥
সা মঙ্গলস্নানবিশুদ্ধগাত্রী, গৃহীতপত্যুদ্গমনীয়বস্ত্রা।
নির্বৃত্তিপর্য্যন্যজলাভিষেকা, প্রফুল্লকাশা বসুধেব রেজে ॥ ১১ ॥
তস্মাৎ প্রদাশাচ্চ বিতানবন্তং, যুক্তং মণিস্তম্ভচতুষ্টয়েন।
পতিব্রতাভিঃ পরিগৃহ্য নিন্যে ক্লৃপ্তাসনং কৌতুকবেদিমধ্যম্ ॥ ১২ ॥
তাং প্রাঙ্মুখীং তত্র নিবেশ্য তন্বীং, ক্ষণং ব্যলম্বন্ত পুরো নিষণ্ণাঃ।
ভূতার্থশোভাহ্রিয়মাণনেত্রাঃ, প্রসাধনে সন্নিহিতেঽপি নার্য্যঃ ॥ ১৩ ॥
ধূপোষ্মণা ত্যাজিতমার্দ্রভাবং, কেশান্তমন্তঃকুসুমং তদীয়ম্।
পর্য্যক্ষিপৎ কাচিদুদারবন্ধং, দূর্ব্বাবতা পাণ্ডুমধূকদাম্না ॥ ১৪ ॥

উমার উপরেই নিপতিত হইল ॥৫॥ দিবাকর যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেই মুহূর্ত্তে এবং চন্দ্রের সহিত উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রের মিলন হইলে সেই সময়ে যাহাদের পতি ও পুত্র উভয়ই ছিল, তাদৃশ কয়েকজন সীমন্তিনী গৌরীর শরীরের বেশভূষা করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৬ ॥ উমার গাত্রে তৈল-হরিদ্রাদি দিবার সময়ে শ্বেতসর্ষপ ও দূর্ব্বাদল তাঁহার কোন কোন অবয়বে সন্নিবেশিত হইল, তিনি নাভিদেশ আবৃত করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান এবং একটী বাণ ধারণ করিলেন, তখন পার্ব্বতীর এই স্নানবেশেরই অপূর্ব্ব শোভা হইল ॥ ৭ ॥ কৃষ্ণপক্ষ বিগত হইলে সূর্য্যকিরণ-সম্পর্কে যেমন আলোকময় শশিকলা শোভা পায়, এই সংস্কার উপলক্ষে নূতন বাণ করে ধারণ করিলে ঐ বাণের মিলনেও সেইরূপ শোভা প্রকাশ পাইল ॥ ৮ ॥ লোধ্রচূর্ণ দ্বারা তাঁহার অঙ্গের তৈল অপনয়ন করা হইল, কালেয় নামক গন্ধদ্রব্য কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া তাহার দ্বারা অঙ্গরাগ বিরচিত হইল, তখন স্নানের উপযুক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহিণীগণ তাঁহাকে চারিটী স্তম্ভ-বিশিষ্ট এক গৃহে লইয়া গেল ॥ ৯ ॥ সেই স্থানে বৈদূর্য্য-মণিময় মুক্তামালা লম্বমান থাকাতে ঐ গৃহের অতিশয় শোভা সম্পাদিত হইয়াছিল। নারীগণ ঐ শিলার উপর উমাকে উপবেশন করাইয়া, তাঁহার মস্তকের উপর স্বর্ণ-কলস অবনামিত করিয়া স্নান করাইয়া দিল, তৎসঙ্গে সঙ্গে মধুর বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ১০ ॥ পৃথিবী যেমন পয়োদসলিলে অভিষিক্ত হইয়া বিকসিত আকাশকুসুম দ্বারা সুশোভিত হয়, সেইরূপ উক্ত প্রকার মাঙ্গল্য-স্নান দ্বারা শরীর পরিষ্কৃত হইলে পার্ব্বতী বিবাহ-বসন পরিধান পূর্ব্বক সেইরূপ সুশোভিত হইতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥ কয়েকটী পতিব্রতা তাঁহাকে সেই স্থান হইতে বহন করিয়া যে বেদীর উপর বিবাহের বেশ ধারণ করিবেন, সেই স্থানে লইয়া গেলেন, সেই বেদীর উপরিভাগে চারিটী মণিময় স্তম্ভের উপর একটী চন্দ্রাতপ লম্বমান ছিল এবং একটী বসিবার আসন সজ্জীকৃত ছিল ॥ ১২ ॥ সেই স্থানে সীমন্তিনীগণ তাঁহাকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া অলঙ্কার-সকল নিকটে থাকিলেও কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত তাঁহার সম্মুখে বসিয়া স্থির হইয়া রহিলেন, কারণ, তাঁহাদের নয়ন উমার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দর্শনে ব্যগ্র হইয়াছিল ॥ ১৩ ॥ এক সীমন্তিনী কেশকলাপ প্রথমে ধূপ দ্বারা শুষ্ক করিয়া লইল, তৎপরে তাহার মধ্যে পুষ্প সংস্থাপিত করিয়া দূর্ব্বাদল-সংবলিত

বিন্যস্তশুক্লাগুরু চক্রুরঙ্গং, গোরোচনা-পত্রবিভক্তমস্তাঃ।
সা চক্রবাকাঙ্কিতসৈকতায়াস্ত্রিস্রোতসঃ কান্তিমতীত্য তস্থৌ ॥ ১৫ ॥
লগ্নদ্বিরেফং পরিভূয় পদ্মং, সমেঘরেখং শশিনশ্চ বিম্বম্।
তদাননশ্রীরলকৈঃ প্রসিদ্ধৈশ্চিচ্ছেদ সাদৃশ্যকথাপ্রসঙ্গম্ ॥ ১৬ ॥
কর্ণার্পিতো লোধ্রকষায়রুক্ষে, গোরোচনাক্ষেপনিতান্তগৌরে।
তস্যাঃ কপোলে পরভাগলাভাদ্‌ববন্ধ চক্ষূংষি যবপ্ররোহঃ ॥ ১৭ ॥
রেখাবিভক্তঃ সুবিভক্তগাত্র্যাঃ, কিঞ্চিন্মধূচ্ছিষ্টবিমৃষ্টরাগঃ।
কামপ্যভিখ্যাং স্ফুরিতৈরপুষ্যাদাসন্নলাবণ্যফলোঽধরোষ্ঠঃ ॥ ১৮ ॥
পত্যুঃ শিরশ্চন্দ্রকলামনেন, স্পৃশেতি সখ্যা পরিহাসপূর্ব্বম্।
সা রঞ্জয়িত্বা চরণৌ কৃতাশীর্মাল্যেন তাং নির্বচনং জঘান ॥ ১৯ ॥
তস্যাঃ সুজাতোৎপলপত্রকান্তে, প্রসাধিকাভির্নয়নে নিরীক্ষ্য।
ন চক্ষুষোঃ কান্তিবিশেষবুদ্ধ্যা কালাঞ্জনং মঙ্গলমিত্যুপাত্তম্ ॥ ২০ ॥
সা সম্ভবদ্ভিঃ কুসুমৈর্লতেব, জ্যোতির্ভিরুদ্যদ্ভিরিব ত্রিযামা।
সরিদ্বিহঙ্গৈরিব লীয়মানৈরামুচ্যমানাভরণা চকাশে ॥ ২১ ॥
আত্মানমালোক্য চ শোভমানমাদর্শবিম্বে স্তিমিতায়তাক্ষী।
হরোপযানে ত্বরিতা বভূব, স্ত্রীণাং প্রিয়ালোকফলো হি বেশঃ ॥ ২২ ॥
অথাঙ্গুলিভ্যাং হরিতালমার্দ্রং, মাঙ্গল্যমাদায় মনঃশিলাঞ্চ।
কর্ণাবসক্তামলদন্তপত্রং, মাতা তদীয়ং মুখমুন্নময্য ॥ ২৩ ॥

পাণ্ডুবর্ণ মধুকপুষ্প-গ্রথিত মালা দ্বারা অতি মনোহররূপে বেষ্টন করিয়া দিল ॥ ১৪ ॥ অনন্তর উমার সর্ব্বাঙ্গে শ্বেত অগুরু-চন্দন লেপনপূর্ব্বক তাহার উপর গোরোচনা দিয়া পত্রাবলী রচনা করিয়া দিল; মন্দাকিনীর বালুকাময় পুলিনে চক্রবাক্ পক্ষী উপবিষ্ট থাকিলে যেরূপ শোভা হয়, সেই সময়ে পার্ব্বতীরও ততোধিক শোভা হইয়াছিল ॥ ১৫ ॥ ভ্রমরাবলী উপরে বসিয়া থাকিলে শতদলের এবং মেঘাবলী উপরে থাকিলে চন্দ্রের যেমন শোভা হয়, মনোহর অলকাবলীর দ্বারা পার্ব্বতীর মুখকান্তি তাহা অপেক্ষাও অধিকতর শোভিত হইয়াছিল, সুতরাং ইহা তাহাদের সহিত উপমা দিবার যোগ্য নয় ॥ ১৬ ॥ লোধ্রচূর্ণ দ্বারা তাঁহার গণ্ডস্থল নির্ম্মলীকৃত হইল, তাহার উপর গোরোচনা বিন্যস্ত হওয়াতে অতিশয় গৌরবর্ণ ধারণ করিয়াছিল; এই হেতু তাঁহার কর্ণদেশে যখন যবাঙ্কুর সন্নিবেশিত হইল, তখন উহা সেই গণ্ডস্থলের সহিত সম্মিলিত হওয়াতে চমৎকার বর্ণবিচিত্রতা দ্বারা জনগণের লোচন আকৃষ্ট হইতে লাগিল ॥ ১৭ ॥ পার্ব্বতীর সর্ব্বাঙ্গ সৌষ্ঠবরূপে গঠিত, তাঁহার অধরের মধ্যদেশ একটী রেখা দ্বারা বিভক্ত, উহাতে কিঞ্চিৎ মধূথ লেপন করায় উহার রক্তিমা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অবিলম্বে প্রিয়তমের বদন-সংসর্গ-প্রাপ্তির দ্বারা উহার লাবণ্যের সাফল্য হইবে, ইহা সূচনা করিবার নিমিত্তই যেন অধর ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল এবং তদ্দ্বারা এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় শোভার আবির্ভাব হইল ॥ ১৮ ॥ গৌরীর এক সহচরী তাঁহার চরণযুগল অলক্তকরসে রঞ্জিত করিয়া এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিল যে, এই চরণ দ্বারা যেন তুমি বল্লভের মস্তকস্থিত চন্দ্রকলা স্পর্শ করিতে পার; তাহাতে তিনি কোন উত্তর না করিয়া তাহাকে পুষ্পমাল্য দ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ১৯ ॥ পদ্মপলাশের ন্যায় মনোহর তাঁহার নেত্রদ্বয় অবলোকন করিয়া বেশভূষাকারিণী কামিনীগণ "পার্ব্বতী নয়নের শোভাবৰ্দ্ধন হইবে" এইরূপ জ্ঞান না করিয়া কেবল মঙ্গলাচরণ বলিয়া তদীয় নেত্রে অঞ্জন-বিশেষ পরাইয়া দিলেন ॥ ২০ ॥ উৎপাদ্যমান কুসুম-সমূহ দ্বারা লতার ন্যায়, উদয়শীল তারকাবলীর দ্বারা রাত্রির ন্যায়, ক্রমাগত চক্রবাক্ পক্ষী দ্বারা তরঙ্গিণীর ন্যায়, পার্ব্বতী ক্রমনিবদ্ধ ইন্দ্রনীল-পদ্মরাগাদি মণিমুক্তা ও সুবর্ণাভরণ-সমূহ দ্বারা বিরাজিত হইতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ তখন পার্ব্বতী সুবিশাল নেত্রদ্বারা দর্পণমধ্যে আপনার পরম সুন্দর শোভা দেখিয়া পশুপতির সহিত সম্মিলনের নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইলেন, কারণ, নারীগণের বেশভূষা প্রিয়জনের দর্শনেই সফলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥ অনন্তর পার্ব্বতীর জননী মঙ্গলার্থ এক অঙ্গুলিতে আর্দ্র হরিতাল ও অন্য এক অঙ্গুলিতে মনঃশিলা গ্রহণপূর্ব্বক দন্তপত্র নামক কর্ণাভরণে শোভ-

উমাস্তনোদ্ভেদমনুপ্রবৃদ্ধো, মনোরথো যঃ প্রথমং বভূব ।
তমেব মেনা দুহিতুঃ কথঞ্চিদ্বিবাহদীক্ষাতিলকঞ্চকার ॥ ২৪ ॥
ববন্ধ চাস্রাকুলদৃষ্টিরস্যাঃ, স্থানান্তরে কল্পিতসান্নিবেশম্ ।
ধাত্র্যঙ্গুলীভিঃ প্রতিসার্য্যমাণমূর্ণাময়ং কৌতুকহস্তসূত্রম্ ॥ ২৫ ॥
ক্ষীরোদবেলেব সফেনপুঞ্জা, পর্য্যাপ্তচন্দ্রেব শরত্রিযামা ।
নবং নবক্ষৌমনিবাসিনী সা, ভূয়ো বভৌ দর্পণমাদধানা ॥ ২৬ ॥
তামর্চ্চিতাভ্যঃ কুলদেবতাভ্যঃ, কুলপ্রতিষ্ঠাং প্রণমষ্য মাতা ।
অকারয়ৎ কারয়িতব্যদক্ষা, ক্রমেণ পাদগ্রহণং সতীনাম্ ॥ ২৭ ॥
অখণ্ডিতং প্রেম লভস্ব পত্যুরিত্যুচ্যতে তাভিরুমা স্ম নম্রা ।
তয়া তু তস্যার্দ্ধশরীরভাজা, পশ্চাৎকৃতা স্নিগ্ধজনাশিষোঽপি ॥ ২৮ ॥
ইচ্ছাবিভূত্যোরনুরূপমদ্রিস্তস্যাঃ কৃতী কৃত্যমশেষয়িত্বা ।
সভ্যঃ সভায়াং সুহৃদাস্থিতায়াং, তস্থৌ বৃষাঙ্কাগমনপ্রতীক্ষঃ ॥ ২৯ ॥
তাবদ্ভবস্যাপি কুবেরশৈলে, তৎপূর্ব্বপাণিগ্রহণানুরূপম্ ।
প্রসাধনং মাতৃভিরাদৃতাভির্ন্যস্তং পুরস্তাৎ পুরশাসনস্য ॥ ৩০ ॥
তদ্‌গৌরবান্মঙ্গলমণ্ডনশ্রীঃ, সা পস্পৃশে কেবলমীশ্বরেণ ।
স এব বেশঃ পরিণেতুরিষ্টং, ভাবান্তরং তস্য বিভোঃ প্রপেদে ॥৩১ ॥
বভূব ভস্মৈব সিতাঙ্গরাগঃ, কপালমেবামলশেখরশ্রীঃ ।
উপান্তভাগেষু চ রোচনাঙ্কো, গজাজিনস্যৈব দুকূলভাবঃ ॥ ৩২ ॥
শঙ্খান্তরদ্যোতি বিলোচনং যদন্তর্নিবিষ্টামলপিঙ্গতারম্ ।
সান্নিধ্যপক্ষে হরিতালময্যাস্তদেব জাতং তিলকক্রিয়ায়াঃ ॥ ৩৩ ॥

মান মুখমণ্ডল উন্নমিত করিয়া পার্ব্বতীর ললাটদেশে বিবাহতিলক রচনা করিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে তখন বোধ হইল যে, পর্ব্বতপুত্রীর যৌবনের আবির্ভাব হওয়া অবধি প্রসূতির মনে প্রথমে যে অভিলাষ প্রতিদিন বাড়িতেছিল, তাহাই তিলকরূপে প্রকাশিত হইল ॥২৩-২৪॥ অনন্তর মেনকা অশ্রুপূর্ণনয়নে মেষলোমময় যে বিবাহের হস্তসূত্র বাঁধিয়া দিলেন,তাহা প্রথমে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয় নাই, তৎপরে ধাত্রী উহা হস্তে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া দিলেন ॥২৫। পার্ব্বতী নবীন পট্টবস্ত্র পরিধান এবং নূতন দর্পণ ধারণ করিয়া এরূপ অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত হইলেন যে,বোধ হইল যেন,ক্ষীরোদসমুদ্রের সলিলোপরি পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনরাশি ভাসমান হইয়াছে এবং যেন শারদীয় রজনী পূর্ণচন্দ্র প্রাপ্ত হইয়াছে॥ ২৬ ॥ বিবাহোচিত কার্য্য-বিষয়ে সুদক্ষা জননী মেনকা কুলগৌরবান্বিত পার্ব্বতীকে সুপূজিত কুলদেবতাদিগকে প্রণাম করাইয়া ক্রমে ক্রমে সতী পতিব্রতাগণকে প্রণাম করাইলেন ॥ ২৭ ॥ সতীগণ তখন তাঁহাকে একান্তমনে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে. তুমি পতির সমগ্র প্রেম লাভ কর। কিন্তু পার্ব্বতী মহাদেবের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইয়া পরিশেষে তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদের অতিরিক্ত সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥ গিরিরাজের আশয় ও বিভব যেমন উন্নত, সেইরূপ তনয়ার বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়া সুহৃদগণে পরিবৃত হইয়া সভায় উপবেশন পূর্ব্বক বৃষধ্বজের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ তৎকালে কৈলাসপর্ব্বতেও ব্রাহ্মী প্রভৃতি সপ্ত মাতৃকাগণ পরম সমাদরে ত্রিপুরারির সমক্ষে সেই প্রথম-বিবাহের উপযুক্ত অলঙ্কার সংস্থাপিত করিলেন ॥ ৩০ ॥ মাতৃকাগণের সম্মানার্থ মহেশ্বর সেই সকল আভরণ স্পর্শমাত্র করিলেন ; কিন্তু তাঁহার চিরপরিগৃহীত সজ্জাই এক্ষণে ঐশ্বরিক সামর্থ্যবলে বিবাহ-যোগ্য এক মনোহর নবীন মূর্ত্তি ধারণ করিল ॥ ৩১ ॥ ভস্মই তাঁহার শ্বেতচন্দন হইল এবং শিরঃস্থিত কপালমালাই বিমল শিরোভূষণের শোভা ধারণ করিল ও তাঁহার পরিহিত গজচর্ম্মই পট্টবস্ত্রের পরম শোভা প্রাপ্ত হইল ॥ ৩২ ॥ যাহার মধ্যভাগে বিমল পিঙ্গলবর্ণ তারকা বিরাজমান, তাঁহার সেই ললাটলোচন হরিতালরসকৃত তিলকের কার্য্য সম্পাদন করিল ॥ ৩৩ ॥

যথাপ্রদেশং ভুজগেশ্বরাণাং, করিষ্যতামাভরণান্তরত্বম্।
শরীরমাত্রং বিকৃতিং প্রপেদে, তথৈব তস্থুঃ ফণরত্নশোভাঃ ॥ ৩৪ ॥
দিবাপি নিষ্ঠ্যূতমরীচিভাসা, বাল্যাদনাবিষ্কৃতলাঞ্ছনেন।
চন্দ্রেণ নিত্যং প্রতিভিন্নমৌলেশ্চূড়ামণেঃ কিং গ্রহণং হরস্য ॥ ৩৫ ॥
ইত্যদ্ভুতৈকপ্রভবঃ প্রভাবাৎ, প্রসিদ্ধনেপথ্যবিধের্বিধাতা।
আত্মানমাসন্নগণোপনীতে, খড়্গে নিষিক্তপ্রতিমং দদর্শ ॥ ৩৬ ॥
স গোপতিং নন্দিভুজাবলম্বী, শার্দ্দূলচর্ম্মান্তরিতোরুপৃষ্ঠম্।
তদ্ভক্তিসংক্ষিপ্তবৃহৎপ্রমাণমারুহ্য কৈলাসমিব প্রতস্থে ॥ ৩৭ ॥
তং মাতরো দেবমনুব্রজন্ত্যঃ, স্ববাহনক্ষোভচলাবতংসাঃ।
মুখৈঃ প্রভামণ্ডলরেণুগৌরৈঃ, পদ্মাকরং চক্রুরিবান্তরীক্ষম্ ॥ ৩৮ ॥
তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং, কালী কপালাভরণা চকাশে।
বলাকিনী নীলপয়োদরাজী, দূরং পুরঃক্ষিপ্তশতহ্রদেব ॥ ৩৯ ॥
ততো গণৈঃ শূলভৃতঃ পুরোগৈরুদীরিতো মঙ্গলতূর্য্যঘোষঃ।
বিমানশৃঙ্গাণ্যবগাহমানঃ, শশংস সেবাবসরং সুরেভ্যঃ ॥ ৪০ ॥
উপাদদে তস্য সহস্ররশ্মিস্ত্বষ্ট্রা নবং নির্ম্মিতমাতপত্রম্।
স তদ্দুকূলাদবিদূরমৌলির্বভৌ পতদ্গঙ্গ ইবোত্তমাঙ্গে ॥ ৪১ ॥
মূর্ত্তে চ গঙ্গাযমুনে তদানীং, সচামরে দেবমসেবিষাতাম্।
সমুদ্রগারূপবিপর্য্যয়েঽপি, সহংসপাতে ইব লক্ষ্যমাণে ॥ ৪২ ॥

তাঁহার দেহের ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ সর্প ছিল, তাহারা যখন সেই সেই স্থানের উপযুক্ত অলঙ্কাররূপে পরিণত হইল, তখন তাহাদের দেহের রূপান্তর ঘটিল ; কিন্তু ফণামণ্ডলস্থিত সুশোভিত মণিরত্ন-সকল পূর্ব্বের ন্যায় থাকিয়া শোভা বিস্তার করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥ মহেশ্বরের মস্তকস্থিত চন্দ্রকলার আলোক দিবসেও উদয় হয় এবং কলাবস্থা হেতু তাহাতে কলঙ্কের লেশও ছিল না ; এরূপ হিমকিরণ যাঁহার শিরোভূষণ, তিনি আবার অন্য কোন মাণিক্য শিরোদেশে ধারণ করিবেন ? ॥ ৩৫ ॥ সমস্ত আশ্চর্য্যের উৎপত্তি-স্থান সেই মহেশ্বর যখন স্বীয় ঐশ্বরিক সামর্থ্য দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপে বিবাহের বেশ সম্পাদন করিলেন, তখন বিশ্বস্ত অনুচর দ্বারা আনীত তরবারিমধ্যে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন করিলেন ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর শুভ্রবর্ণ বিশালদেহ বৃষরাজ আনীত হইলে, উহার পৃষ্ঠদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত শিবের প্রতি ভক্তিপ্রযুক্ত স্বীয় প্রকাণ্ড আকৃতি আরোহণের সুবিধার নিমিত্ত হ্রস্বীকৃত করিল, তখন বৃষভধ্বজ নন্দীর হস্তধারণ পূর্ব্বক তাহার উপর আরোহণ করিলেন ॥ ৩৭ ॥ সপ্ত মাতৃকাগণ মহাদেবের অনুগমন করিলেন, নিজ নিজ বাহনের গমন হেতু তাঁহাদের কর্ণকুণ্ডল দুলিতে লাগিল, আর তাঁহাদের কমলতুল্য মুখমণ্ডলের চতুষ্পার্শ্বে পরাগের ন্যায় মণ্ডলাকার প্রভা দৃষ্ট হইতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল যেন, আকাশ পদ্মসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥ কনকতুল্য কমনীয়কান্তি সেই সপ্তমাতৃকার পশ্চাদ্ভাগে নৃমুণ্ডমালিনী কালী গমন করিতেছিলেন, তাহাতে বোধ হইল যেন, সম্মুখের দিকে দূরে বিদ্যুৎপ্রভা হইতেছে, সন্নিধানে বহুতর বকপক্ষী উড্ডীয়মান, এবম্ভূত মেঘমালা যেন চলিয়া যাইতেছে ॥ ৩৯ ॥ এই সময়ে মহাদেবের পুরোগামী প্রমথগণ বিবাহের বাদ্য আরম্ভ করিল, বাদ্যশব্দ বিমানের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলে দেবতাগণ জানিতে পারিলেন যে, এক্ষণে আমাদের শিবসেবার সময় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৪০ ॥ বিশ্বকর্ম্মা একটী ছত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, সূর্য্যদেব উহা মহাদেবের মস্তকে ধারণ করিলেন। সেই সময়ে ছত্রপ্রান্তে লম্বমান পট্টবস্ত্র মস্তকের সন্নিহিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, সুরতরঙ্গিণীর বিমল স্রোত গঙ্গাধরের উত্তমাঙ্গে পতিত হইতেছে ॥ ৪১ ॥ সেই সময়ে গঙ্গা ও যমুনা মূর্ত্তিমতী হইয়া উভয়পার্শ্বে চামর ব্যজন পূর্ব্বক প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। সেই চামর দৃষ্টে বোধ হইল যে, যদিও তাঁহারা নদীমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি হংস আসিয়া

তমভ্যগচ্ছৎ প্রথমো বিধাতা, শ্রীবৎসলক্ষ্মা পুরুষশ্চ সাক্ষাৎ।
জয়েতি বাচামহিমানমস্য, সংবর্দ্ধয়ন্তৌ হবিষেব বহ্নিম্॥ ৪৩॥
একৈব মূর্ত্তির্বিভিদে ত্রিধা সা, সামান্যমেষাং প্রথমাবরত্বম্।
বিষ্ণোর্হরস্তস্য হরিঃ কদাচিৎ, বেধস্তয়োস্তাবপি ধাতুরাদ্যৌ॥ ৪৪॥
তং লোকপালাঃ পুরুহূতমুখ্যাঃ, শ্রীলক্ষণোৎসর্গবিনীতবেশাঃ।
দৃষ্টিপ্রদানে কৃতনন্দিসংজ্ঞাস্তদ্দর্শিতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ প্রণেমুঃ॥ ৪৫॥
কম্পেন মূর্দ্ধ্নঃ শতপত্রযোনিং, বাচা হরিং বৃত্রহণং স্মিতেন।
আলোকমাত্রেণ সুরানশেষান্, সম্ভাবয়ামাস যথাপ্রধানম্॥ ৪৬॥
তস্মৈ জয়াশীঃ সসৃজে পুরস্তাৎ, সপ্তর্ষিভিস্তান্ স্মিতপূর্ব্বমাহ।
বিবাহযজ্ঞে বিততেঽত্র যূয়মধ্বর্য্যবঃ পূর্ব্ববৃতা ময়েতি॥ ৪৭॥
বিশ্বাবসুপ্রাগ্রহরৈঃ প্রবীণৈঃ, সঙ্গীয়মানত্রিপুরাবদানঃ।
অধ্বানমধ্বান্তবিকারলঙ্ঘ্যস্ততার তারাধিপখণ্ডধারী॥ ৪৮॥
খে খেলগামী তমুবাহ বাহঃ, সশব্দচামীকরকিঙ্কিণীকঃ।
তটাভিঘাতাদিব লগ্নপঙ্কে, ধুন্বন্ মুহুঃ প্রোতঘনে বিষাণে॥ ৪৯॥
স প্রাপদপ্রাপ্তপরাভিযোগং, নগেন্দ্রগুপ্তং নগরং মুহূর্ত্তাৎ।
পুরোবিলগ্নৈর্হরদৃষ্টিপাতৈঃ, সুবর্ণসূত্রৈরিব কৃষ্যমাণঃ॥ ৫০॥
তস্যোপকণ্ঠে ঘননীলকণ্ঠঃ, কুতূহলাদুন্মুখপৌরদৃষ্টঃ।
স্ববাণচিহ্নাদবতীর্য্য মার্গাদাসন্নভূপৃষ্ঠমিয়ায় দেবঃ॥ ৫১॥

তাহাদের উপর বসিতেছে॥ ৪২॥ প্রথম-বিধাতা চতুর্ম্মুখ এবং শ্রীবৎসলক্ষণ পুরুষোত্তম সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঘৃতাহুতির দ্বারা বহ্নির ন্যায় জয়শব্দে দেবদেবের মহিমা সংবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন॥ ৪৩॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন দেব এক মূর্ত্তি, উপাধি-ভেদমাত্রে তিনরূপ হইয়াছেন। ইঁহাদের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ-ভাব সাধারণ, অর্থাৎ ইঁহারা সকলেই জ্যেষ্ঠও হন এবং কনিষ্ঠও হইয়া থাকেন। কখন মহেশ্বর বিষ্ণুর আদ্য, কখন বিষ্ণু মহেশ্বরের আদ্য, কখনও ব্রহ্মা হরি ও হরের আদ্য, কখনও বা হরি ও হর ব্রহ্মার আদ্য হইয়া থাকেন, ফলতঃ ইঁহাদিগের পৌর্ব্বাপৌর্ব্বের নিয়ম নাই॥ ৪৪॥ ইন্দ্রাদি দিক্পালগণ আপন আপন রাজচিহ্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট আসিয়া নন্দীকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন যে, প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দাও। নন্দী সাক্ষাৎ করাইয়া দিলে তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিতে লাগিলেন॥ ৪৫॥ মহাদেব মূর্দ্ধাকম্পন দ্বারা পদ্মযোনির প্রতি, আলাপ দ্বারা হরির প্রতি এবং ঈষৎ হাস্য দ্বারা অন্যান্য দেবতাগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন॥৪৬॥ সপ্তর্ষিগণ তাঁহার সম্মুখভাগে আগমন পূর্ব্বক জয়াশীর্ব্বাদ দ্বারা তাঁহাকে সংবর্দ্ধিত করিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, এই উপস্থিত বিবাহ-যজ্ঞের পূর্ব্বেই আমি আপনাদিগকে ঋত্বিক্‌কার্য্যে বরণ করিয়াছি॥ ৪৭॥ বিশ্বাবসু প্রভৃতি নিপুণ গন্ধর্ব্ব গায়কগণ, তাঁহার পূর্ব্বকৃত ত্রিপুরবিজয়-বৃত্তান্ত গান করিতে লাগিলেন, তমোগুণাতীত শশিখণ্ডধারী পরমপ্রভু তাহা শ্রবণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন॥ ৪৮॥ তদীয় বাহন বৃষভরাজ তাঁহাকে মনোহর মৃদু গতিতে বহন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তাহার গলদেশে লম্বমান সুবর্ণময়কিঙ্কিণীমালা শ্রুতিমধুর শব্দে বাজিতে লাগিল। তাহার শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা ঘনমেঘ বিদ্ধ হওয়াতে তখন সে নদীতীর খনন করিয়া তাহাতে কর্দ্দম লগ্ন হইয়াছে, এইরূপ মনে করিয়া ঐ বিষাণদ্বয় সঞ্চালন করিতে লাগিল॥ ৪৯॥ বৃষভরাজ মুহূর্ত্তমধ্যেই গিরীন্দ্র-পালিত ওষধিপ্রস্থ নগরীতে উপস্থিত হইল। মহেশ্বরের দৃষ্টিপাত সুবর্ণশৃঙ্খলার ন্যায় অগ্রেই ধাবমান হইয়া তাহাকে আকর্ষণ করাতেই যেন সে তত শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইয়াছিল॥ ৫০॥ অম্বুদতুল্য নীলকণ্ঠ ধূর্জ্জটি সেই নগরের উপকণ্ঠে ত্রিপুরবিনাশকালে স্বীয় শর যে পথে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেই আকাশমার্গ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন, তখন পৌরগণ মস্তক উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। তিনি ক্রমে ক্রমে ভূমিতলের সন্নিহিত

তমৃদ্ধিমদ্বন্ধুজনাধিরূঢ়ৈর্বৃন্দৈর্গজানাং গিরিচক্রবর্ত্তী।
প্রত্যুজ্জগামাগমনপ্রতীতঃ, প্রফুল্লবৃক্ষৈঃ কটকৈরিব স্বৈঃ ॥ ৫২ ॥
বর্গাবুভৌ দেবমহীধরাণাং, দ্বারে পুরস্তোদ্ঘটিতাপিধানে।
সমীয়তুর্দূরবিসর্পিঘোষৌ, ভিন্নৈকসেতু পয়সামিবৌঘৌ ॥ ৫৩ ॥
হ্রীমানভূদ্ভূমিধরো হরেণ, ত্রৈলোক্যবন্দ্যেন কৃতপ্রণামঃ।
পূর্ব্বং মহিম্না স হি তস্য দূরমাবর্জ্জিতং নাত্মশিরো বিবেদ ॥৫৪॥
স প্রীতিযোগাদ্বিকসন্মুখশ্রীর্জামাতুরগ্রেসরতামুপেত্য।
প্রাবেশয়ন্ মন্দিরমৃদ্ধমেনমাগুল্ফকীর্ণাপণমার্গপুষ্পম্ ॥৫৫॥
তস্মিন্ মুহূর্ত্তে পুরসুন্দরীণামীশানসন্দর্শনলালসানাম্।
প্রাসাদমালাসু বভূবুরিত্থং, ত্যক্তান্যকার্য্যাণি বিচেষ্টিতানি ॥৫৬॥
আলোকমার্গং সহসা ব্রজন্ত্যা, কয়াচিদুদ্বেষ্টনবান্তমাল্যঃ।
বন্ধুং ন সম্ভাবিত এব তাবৎ, করেণ রুদ্ধোঽপি চ কেশপাশঃ ॥৫৭ ॥
প্রসাধিকালম্বিতমগ্রপাদমাক্ষিপ্য কাচিদ্দ্রবরাগমেব।
উৎসৃষ্টলীলাগতিরাগবাক্ষাদলক্তকাঙ্কাং পদবীং ততান ॥৫৮॥
বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন, সম্ভাব্য তদ্বঞ্চিতবামনেত্রা।
তথৈব বাতায়নসন্নিকর্ষং, যযৌ শলাকামপরা বহন্তী ॥৫৯॥
জালান্তরপ্রেষিতদৃষ্টিরন্যা, প্রস্থানভিন্নাং ন ববন্ধ নীবীম্।
নাভিপ্রবিষ্টাভরণপ্রভেণ, হস্তেন তস্থাববলম্ব্য বাসঃ ॥৬০॥

হইলেন ॥ ৫১ ॥ গিরিচক্রবর্ত্তী হিমালয় শঙ্করের আগমনে প্রফুল্লিত হইয়া তাঁহার সম্মানার্থ প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তৎকালে সমুজ্জ্বল বেশধারী হিমালয়ের বন্ধু-বান্ধবদিগকে পৃষ্ঠে লইয়া মাতঙ্গবৃন্দ তাঁহার সঙ্গে চলিল, তাহাতে বোধ হইল যেন, হিমালয়ের সানুদেশ-সকল চলিয়া যাইতেছে এবং তাহাদের উপর বিকসিত কুসুম-সমন্বিত পাদপবৃন্দ বিরাজিত রহিয়াছে ॥ ৫২ ॥ একটী সাধারণ সেতু ভগ্ন হইলে দুইদিক্ হইতে জলপ্রবাহ আসিয়া মিলিত হইলে যেমন কোলাহল হয়, সেইরূপ পুরদ্বারের কপাট উদ্ঘাটিত হইলে, বরপক্ষীয় দেবতাদিগের দল এবং কন্যাপক্ষীয় পর্ব্বত-পরিবারদল, উভয়ে মিলিত হইলেও সেইরূপ কোলাহল হইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল ॥ ৫৩ ॥ ত্রিভুবনের বন্দনীয় মহাদেব প্রণাম করিলে গিরিরাজ লজ্জিত হইলেন, কিন্তু তিনি যে পূর্ব্ব হইতেই শিবের মহিমাদ্বারা অতিদূর পর্য্যন্ত অবনতমস্তকেই আছেন, তাহা আর ঔৎসুক্যবশতঃ তাঁহার স্মরণ ছিল না ॥ ৫৪ ॥ অতিশয় প্রীতিবশে হিমালয়ের মুখমণ্ডল প্রফুল্লিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। তিনি জামাতাকে পথপ্রদর্শন করিতে করিতে স্বীয় সমৃদ্ধিশালী নগরমধ্যে প্রবেশ করাইলেন। তখন রাজমার্গে এত পরিমাণে পুষ্পরাশি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, তাহাতে পাদদেশের গুল্ফভাগ পর্য্যন্ত নিমগ্ন হইয়া গেল ॥ ৫৫ ॥ সেই সময়ে পুরবাসিনী রমণীগণ মহাদেবকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এতদূর ব্যগ্র হইয়াছিল যে,সকলেই অন্যান্য সকল কার্য্য পরিত্যাগ করাতে প্রাসাদ-সমূহে বক্ষ্যমাণ ব্যাপার-সকল সংঘটিত হইতে লাগিল ॥ ৫৬ ॥ কোন রমণী কেশবন্ধন করিতেছিল, সহসা শঙ্করকে দেখিবার নিমিত্ত অতিবেগে গবাক্ষদেশে গমন করিল। তাহাতে তাহার কেশবন্ধন শিথিল হইয়া গেল, তাহার অভ্যন্তরস্থ মালা বাহির হইয়া পড়িল এবং স্বীয় কেশপাশ হস্তে ধারণ করিয়া রহিল, বাঁধিবার আর অবকাশ পাইল না ॥ ৫৭ ॥ বেশভূষাকারিণী পরিচারিকা, কোন সীমন্তিনীর চরণ লাক্ষারসে রঞ্জিত করিতেছিল, সে হঠাৎ তাহার হস্ত হইতে স্বীয় চরণ বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া বিলাসমন্থরগতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গবাক্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত পথ লাক্ষারসে রঞ্জিত করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল ॥ ৫৮ ॥ অন্য এক রমণী কজ্জল পরিতেছিল, দক্ষিণচক্ষে কজ্জল দেওয়া হইয়াছিল, বামচক্ষুতে তখনও কজ্জল দেওয়া হয় নাই, সেইরূপ অবস্থাতেই কজ্জল-তূলিকা হস্তে ধরিয়া গবাক্ষের দিকে ধাবমান হইল ॥ ৫৯ ॥ গবাক্ষদেশে গমনকালে কাহারও কটিবন্ধন শিথিল হইয়া গেল, গবাক্ষ-ছিদ্রে

অর্দ্ধাচিতা সত্বরমুত্থিতায়াঃ, পদে পদে দুর্নিমিতে গলন্তী।
কস্যাশ্চিদাসীদ্রশনা তদানীমঙ্গুষ্ঠমূলার্পিতসূত্রশেষা ॥৬১॥
তাসাং মুখৈরাসবগন্ধগর্ভৈর্ব্যাপ্তান্তরাঃ সান্দ্রকুতূহলানাম্।
বিলোলনেত্রভ্রমরৈর্গবাক্ষাঃ, সহস্রপত্রাভরণা ইবাসন্ ॥ ৬২ ॥
তাবৎ পতাকাকুলমিন্দুমৌলিরুত্তোরণং রাজপথং প্রপেদে।
প্রাসাদশৃঙ্গাণি দিবাপি কুর্ব্বন্, জ্যোৎস্নাভিষেকদ্বিগুণদ্যুতীনি ॥৬৩॥
তমেকদৃশ্যং নয়নৈঃ পিবন্ত্যো, নার্য্যো ন জগ্মুর্বিষয়ান্তরাণি।
তথাহি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং, সর্ব্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা ॥৬৪॥
স্থানে তপো দুশ্চরমেতদর্থমপর্ণয়া পেলবয়াপি তপ্তম্।
য দাস্যমপ্যস্য লভেত নারী, সা স্যাৎ কৃতার্থা কিমুতাঙ্কশয্যাম্ ॥৬৫॥
পরস্পরেণ স্পৃহণীয়শোভং, ন চেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ।
অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ, পত্যুঃ প্রজানাং বিফলোঽভবিষ্যৎ ॥৬৬॥
ন নূনমারূঢ়রুষা শরীরমনেন দগ্ধং কুসুমায়ুধস্য।
ব্রীড়াদমুং দেবমুদীক্ষ্য মন্যে, সন্ন্যস্তদেহঃ স্বয়মেব কামঃ ॥৬৭॥
অনেন সম্বন্ধমুপেত্য দিষ্ট্যা, মনোরথপ্রার্থিতমীশ্বরেণ।
মূর্দ্ধানমালি ক্ষিতিধরণোচ্চমুচ্চৈস্তরং বক্ষ্যতি শৈলরাজঃ ॥৬৮॥
ইত্যোষধিপ্রস্থবিলাসিনীনাং, শৃণ্বন্ কথাঃ শ্রোত্রসুখাস্ত্রিনেত্রঃ।
কেয়ূরচূর্ণীকৃতলাজমুষ্টিং, হিমালয়স্যালয়মাসসাদ ॥ ৬৯ ॥

লোচন বিন্যাস পূর্ব্বক আর বাঁধিবার অবকাশ পাইল না, হস্তদ্বারা স্বীয় বসন ধারণ করিয়া রহিল, তাহাতে তাহার হস্তের আভরণ-প্রভা নাভিমধ্যে প্রবিষ্ট হইল॥ ৬০ ॥ কোন কামিনী মুক্তাদ্বারা রশনাদাম গ্রথিত করিতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ গাত্রোত্থান করায় সেই চন্দ্রহারের সূত্র পদাঙ্গুষ্ঠে বাঁধাই রহিল, প্রত্যেক পদক্ষেপেই মুক্তাগুলি খসিয়া পড়িতে লাগিল, গবাক্ষে উপস্থিত হইবার সময় সূত্রমাত্র অবশিষ্ট রহিল॥ ৬১ ॥ মধুপান করাতে সেই সমস্ত সীমন্তিনীগণের মুখে আসবগন্ধ বিদ্যমান ছিল এবং নীলবর্ণ নেত্র-সকল ভ্রমরের ন্যায় সঞ্চালিত হইতেছিল, এই অবস্থায় তাহারা কুতূহল বশতঃ যৎকালে গবাক্ষের অন্তরে আপন আপন মুখ স্থাপিত করিল, তখন গবাক্ষ-সকল যেন শতদলে বিভূষিত হইয়া উঠিল ॥ ৬২ ॥ এই সময়ে মহাদেব উন্নতোরণে সুশোভিত রাজমার্গে উপনীত হইলেন, তাঁহার শিরস্থিত চন্দ্রকিরণসম্পর্কে দিবাভাগেও অট্টালিকার অগ্রভাগ-সকল দ্বিগুণ ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট হইল॥ ৬৩॥ তখন মহেশ্বরই পৌরনারীগণের একমাত্র দর্শনীয় বস্তু হইলেন, তখন তাহাদের অন্য কোন পদার্থে মনঃসংযোগ ছিল না, এই নিমিত্ত বোধ হয়, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের শক্তিও তখন সম্পূর্ণরূপে নেত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল ॥ ৬৪ ॥ পর্ব্বতরাজতনয়া অতিশয় কোমলাঙ্গী হইয়াও এই শঙ্করের নিমিত্ত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, যেহেতু, ইহাঁর দাসী হইতে পারিলেও নারীজন্ম সার্থক হয়, তাহাতে আবার যদি ইহাঁর ক্রোড়শয্যা পাওয়া যায়, তবে আর ইহাপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? ৬৫॥ এরূপ অতি মনোহর রূপলাবণ্য-সম্পন্ন যদি বিধাতা মিলিত না করিতেন, তবে তিনি এত কষ্ট স্বীকার করিয়া যে ইহাঁদিগকে সৌন্দর্য্যশালী করিয়াছেন, তাহা বৃথা হইত সন্দেহ নাই॥ ৬৬॥ ইনি অতিশয় ক্রোধে কামদেবকে ভস্ম করিয়াছেন, বোধ হয়, এ কথা মিথ্যা; তবে ইহাই বিবেচনা হয় যে, ইহাঁর রূপ দর্শনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া কাম স্বয়ংই আপন দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ৬৭ ॥ এই ঈশ্বরের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ সংঘটিত হওয়াতে শৈলরাজ পৃথিবী ধারণ করেন বলিয়া যেরূপ माननीय ছিলেন, তাহা অপেক্ষা অধিকতর माननीय হইবেন, সন্দেহ নাই॥ ৬৮ ॥ ওষধিপ্রস্থনিবাসিনী রমণীগণের এই-রূপ শ্রুতিসুখকর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেব প্রীতচিত্তে হিমালয়ের ভবনে উপনীত হইলেন। তখন তথায় এত পুরকামিনীর সমাগম হইয়াছিল যে, লাজবর্ষণ হইলে উহা ভূমিতে পতিত না হইয়া রমণী-

তত্রাবতীর্য্যাচ্যুতদত্তহস্তঃ, শরদ্ঘনাদ্দীধিতিমানিবোক্ষ্ণঃ।
ক্রান্তানি পূর্ব্বং কমলাসনেন, কক্ষান্তরাণ্যদ্রিপতের্বিবেশ ॥৭০॥
তমন্বগিন্দ্রপ্রমুখাশ্চ দেবাঃ, সপ্তর্ষিপূর্ব্বাঃ পরমর্ষয়শ্চ।
গণাশ্চ গির্য্যালয়মভ্যগচ্ছন্, প্রশস্তমারম্ভমিবোত্তমার্থাঃ ॥৭১॥
তত্রেশ্বরো বিষ্টরভাগ্ যথাবৎ, স রত্নমর্ঘ্যং মধুমচ্চ গব্যম্।
নবে দুকূলে চ নগোপনীতং, প্রত্যগ্রহীৎ সর্ব্বমমন্ত্রবর্জ্জম্ ॥৭২॥
দুকূলবাসাঃ স বধূসমীপং, নিন্যে বিনীতৈরবরোধদক্ষৈঃ।
বেলাসমীপং স্ফুটফেনরাজির্নবৈরুদন্বানিব চন্দ্রপাদৈঃ ॥৭৩॥
তয়া প্রবৃদ্ধাননচন্দ্রকান্ত্যা, প্রফুল্লচক্ষুঃ কুমুদঃ কুমার্য্যা।
প্রসন্নচেতঃসলিলঃ শিবোঽভূৎ সংসৃজ্যমানঃ শরদেব লোকঃ ॥৭৪॥
তয়োঃ সমাপত্তিষু কাতরাণি, কিঞ্চিদ্ব্যবস্থাপিতসংহৃতানি।
হ্রীযন্ত্রণাং তৎক্ষণমন্বভূবন্নন্যোন্যলোলানি বিলোচনানি ॥৭৫॥
তস্যাঃ করং শৈলগুরূপনীতং, জগ্রাহ তাম্রাঙ্গুলিমষ্টমূর্ত্তিঃ।
উমাতনৌ গূঢ়তনোঃ স্মরস্য, তচ্ছঙ্কিনঃ পূর্ব্বমিব প্ররোহম্ ॥৭৬॥
রোমোদ্গমঃ প্রাদুরভূদুমায়াঃ, স্বিন্নাঙ্গুলিঃ পুঙ্গবকেতুরাসীৎ।
বৃত্তিস্তয়োঃ পাণিসমাগমেন, সমং বিভক্তেব মনোভবস্য ॥৭৭॥
প্রযুক্তপাণিগ্রহণং যদন্যদ্বধূবরং পুষ্যতি কান্তিমগ্র্যাম্।
সান্নিধ্যযোগাদনয়োস্তদানীং, কিং কথ্যতে শ্রীরুভয়স্য তস্য ॥৭৮॥

গণের কেয়ূর-ঘর্ষণে চূর্ণ হইয়া গেল। ৬৯ দিবাকর যেমন শারদীয় মেঘ হইতে নির্ম্মুক্ত হন, সেইরূপ মহাদেব ভগবান্ বিষ্ণুর হস্তাবলম্বন করিয়া বৃষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। পরে অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন, তৎপশ্চাৎ তিনি হিমালয়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭০ ॥ সিদ্ধি যেমন সুসম্পাদিত কার্য্যের অনুবর্ত্তন করে, সেইরূপ ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গ, সপ্তর্ষিগণ, মহর্ষিগণ ও প্রমথগণ সকলেই মহাদেবের অনুগামী হইয়া হিমাচলের আলয়ে প্রবিষ্ট হইলেন ॥৭১॥ সেই স্থানে মহেশ্বর রত্ন-খচিত মনোরম আসনে উপবেশন করিলেন। গিরিরাজ তখন যথাবিধানে রত্ন, অর্ঘ্য, মধুপর্ক ও নবীন পট্টবস্ত্র-যুগল দ্বারা তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন ॥ ৭২॥ নবীনচন্দ্রকিরণ যেমন সমুদ্রসলিলের উচ্ছ্বাস জন্মাইয়া ফেন দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক তীরাভিমুখে লইয়া যায়, সেইরূপ পট্টবস্ত্রধারী মহেশ্বরকে শুদ্ধস্বভাব অন্তঃপুর-রক্ষকগণ পার্ব্বতীর নিকট লইয়া গেল ॥ ৭৩ ॥ শরৎসমাগমে যেমন চন্দ্রের প্রভা উজ্জ্বল এবং কুমুদকুল-বিকসিত সলিল নির্ম্মল হয়, তদ্রূপ উজ্জ্বল মুখচন্দ্রসুশোভিতা সেই কুমারীর সমীপে গিয়া পিনাকপাণির নয়ন বিকসিত ও অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইল ॥ ৭৪॥ শুভদৃষ্টিসময়ে উভয়ের লোচন পরস্পরকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হওয়াতে লজ্জাজন্য সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। পরস্পরকে দেখিবার নিমিত্ত উভয়ের লোচন সতৃষ্ণ হইল বটে, কিন্তু এক একবার স্থির হয়, পরক্ষণেই অবনত হইয়া পড়ে; আবার ক্ষণমধ্যেই অপসারিত হয় ॥ ৭৫ ॥ অনন্তর অষ্টমূর্ত্তি শঙ্কর হিমালয়কর্ত্তৃক রক্তবর্ণ-অঙ্গুলি-বিশিষ্ট পার্ব্বতীর কর গ্রহণ করিলেন। সেই কর দর্শনে বোধ হইল যে, যেন কামদেব শিবের ভয়ে গৌরীদেহে লুক্কায়িত ছিলেন, এই আবার তাঁহার প্রথম অঙ্কুর দৃষ্ট হইল ॥ ৭৬ ॥ তখন পার্ব্বতীর দেহ রোমাঞ্চিত ও মহাদেবের অঙ্গুলি-সকল স্বেদার্দ্র হইল; তদ্দর্শনে বোধ হইল যে, পাণিস্পন্দনসময়ে মনোভবের কার্য্য বর ও বধূ উভয়েতেই সমানরূপে বিভক্ত হইয়াছিল ॥ ৭৭ ॥ অন্যান্য সমস্ত বধূর সমাগমসময়ে তাহাদের দেহ হর-পার্ব্বতীর অধিষ্ঠান হেতু অপূর্ব্ব শোভা হইয়া থাকে। যখন সাধারণ বর-বধূর ঐরূপ শোভা হয়, তখন স্বয়ং সেই হরপার্ব্বতীর বিবাহসমাগমে উভয়ের যে কি অপূর্ব্ব চমৎকার শোভা হইল, তাহা আর কে বর্ণন করিতে সমর্থ

প্রদক্ষিণপ্রক্রমণাৎ কৃশানোরুদর্চিষস্তন্মিথুনং চকাশে।
মেরোরুপান্তেষিব বর্ত্তমানমন্যোন্যসংসক্তমহস্ত্রিযামম্ ॥৭৯॥
তৌ দম্পতী ত্রিঃ পরিণীয় বহ্নিমন্যোন্যসংস্পর্শনিমীলিতাক্ষৌ।
স কারয়ামাস বধূং পুরোধাস্তস্মিন্ সমিদ্ধার্চিষি লাজমোক্ষম্ ॥৮০॥
সা লাজধূমাঞ্জলিমিষ্টগন্ধং, গুরূপদেশাদ্বদনং নিনায়।
কপোলসংসর্পিশিখঃ স তস্যা, মুহূর্ত্তকর্ণোৎপলতাং প্রপেদে ॥৮১॥
তদীযদার্দ্রারুণগণ্ডলেখমুচ্ছ্বাসিকালাঞ্জনরাগমক্ষোঃ।
বধূমুখং ক্লান্তযবাবতংসমাচারধূমগ্রহণাদ্বভূব ॥ ৮২ ॥
বধূং দ্বিজঃ প্রাহ তবৈষ বৎসে, বহ্নির্বিবাহং প্রতি কর্ম্মসাক্ষী।
শিবেন ভর্ত্রা সহ ধর্ম্মচর্য্যা, কার্য্যা ত্বয়া মুক্তবিচারয়েতি ॥ ৮৩ ॥
আলোচনান্তং শ্রবণে বিতত্য, পীতং গুরোস্তদ্বচনং ভবান্যা।
নিদাঘকালোল্বণতাপয়েব, মাহেন্দ্রমম্ভঃ প্রথমং পৃথিব্যা ॥ ৮৪ ॥
ধ্রুবেণ ভর্ত্রা ধ্রুবদর্শনায়, প্রযুজ্যমানা প্রিয়দর্শনেন।
সা দৃষ্ট ইত্যাননমুন্নময্য, হ্রীসন্নকণ্ঠী কথমপ্যুবাচ ॥ ৮৫ ॥
ইত্থং বিধিজ্ঞেন পুরোহিতেন, প্রযুক্তপাণিগ্রহণোপচারৌ।
প্রণেমতুস্তৌ পিতরৌ প্রজানাং, পদ্মাসনস্থায় পিতামহায় ॥ ৮৬ ॥
বধূর্বিধাত্রা প্রতিনন্দ্যতে স্ম, কল্যাণি বীরপ্রসবা ভবেতি।
বাচস্পতিঃ সন্নপি সোঽষ্টমূর্ত্তৌ, ত্বাশাস্য চিন্তাস্তিমিতো বভূব ॥ ৮৭ ॥
ক্লৃপ্তোপচারাং চতুরস্রবেদীং, তাবেত্য পশ্চাৎ কনকাসনস্থৌ।
জায়াপতী লৌকিকমেষণীয়মার্দ্রাক্ষতারোপণমন্বভূতাম্ ॥ ৮৮ ॥

হয়?৭৮॥ যেমন সুমেরু-শৈলের চতুষ্পার্শ্বে দিনযামিনী পরস্পর সম্মিলিত হইয়া নিত্যকাল প্রদক্ষিণ করে, সেইরূপ তাঁহারা উভয়ে প্রদীপ্ত হোমবহ্নির চতুষ্পার্শ্বে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া প্রদক্ষিণ করায় তাহাতে অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল॥৭৯॥ পুরোহিত সেই বধূ ও বরকে তিনবার বহ্নি প্রদক্ষিণ করাইলেন, সেই সময়ে বর-বধূ পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া আনন্দে নেত্র নিমীলন করিলেন। অনন্তর পুরোহিত বধূকে লাজ-হোম করাইলেন ॥৮০॥ তৎপরে পুরোহিতের আদেশে পার্ব্বতী সুরভি লাজধূম অঞ্জলি করিয়া আপন মুখে স্পর্শ করাইলেন, তখন সেই ধূমের অগ্রভাগ গণ্ড-স্পৃষ্ট হওয়াতে ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহা তাঁহার কর্ণোৎপলের ন্যায় শোভমান হইয়াছিল ॥ ৮১ ॥ আচারধূম-গ্রহণে বদন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল, গণ্ডস্থল ঈষৎ ঘর্ম্মাক্ত ও রক্তবর্ণ হইল, কর্ণভূষণরূপ যবাঙ্কুর মলিন হইল, আর চক্ষুর্দ্বয়ের কালাঞ্জন উচ্ছ্বসিত হইল ॥ ৮২ ॥ তখন পুরোহিত বধূকে কহিলেন, বৎসে! এই অগ্নি তোমার বিবাহকর্ম্মের সাক্ষী রহিলেন। এখন তুমি কোন বিচার না করিয়া শিবের সহিত ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হও ॥ ৮৩ ॥ পৃথিবী যেমন গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করিয়া বর্ষাকালে বারি পান করেন, সেইরূপ পার্ব্বতী নয়নপ্রান্ত পর্য্যন্ত কর্ণযুগল বিস্তারিত করিয়া পুরোহিতের বাক্যসকল শ্রবণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥ প্রিয়দর্শন স্বামী যখন পার্ব্বতীকে ধ্রুবতারা দর্শন করিতে আদেশ করিলেন, তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর লজ্জাদ্বারা অবসন্ন হইয়া গেল। তখন মুখ তুলিয়া তারা দেখিয়া অতিকষ্টে কহিলেন, "দেখিয়াছি" ॥ ৮৫ ॥ বিধানজ্ঞ পুরোহিত এইরূপে তাঁহাদিগের বিবাহ-বিষয়ক কার্য্যের অনুষ্ঠান-সকল সম্পাদন করিয়া দিলে, অখিল প্রজাবর্গের জনক-জননীস্বরূপ তাঁহারা উভয়েই পদ্মাসনে সমাসীন ব্রহ্মাকে গিয়া অগ্রে প্রণাম করিলেন॥৮৬॥ ব্রহ্মা এই বলিয়া বধূকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "হে কল্যাণি! তুমি বীর সন্তান প্রসব কর।" কিন্তু তিনি বাগ্‌দেবতার অধিপতি হইয়াও মহাদেবকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ॥ ৮৭ ॥ তৎপরে পুষ্পাদি উপচারদ্বারা সুশোভিত চতুষ্কোণ এক বেদির উপর তাঁহারা সুবর্ণাসনে উপবেশন করিলেন। তথায় লোক-প্রচলিত প্রথায়

পত্রান্তলগ্নৈর্জলবিন্দুজালৈরাকৃষ্টমুক্তাফলজালশোভম্।
তয়োরুপর্য্যায়তনালদণ্ডমাধত্ত লক্ষ্মীঃ কমলাতপত্রম্॥ ৮৯॥
দ্বিধাপ্রযুক্তেন চ বাঙ্ময়েন, সরস্বতী তন্মিথুনং নুনাব।
সংস্কারপূতেন বরং বরেণ্যং, বধূং সুখগ্রাহ্যনিবন্ধনেন॥ ৯০॥
তৌ সন্ধিষু ব্যঞ্জিতবৃত্তিভেদং, রসান্তরেষু প্রতিবদ্ধরাগম্।
অপশ্যতামপ্সরসাং মুহূর্ত্তং, প্রয়োগমাদ্যং ললিতাঙ্গহারম্॥ ৯১॥
দেবাস্তদন্তে হরমূঢ়ভার্য্যং, কিরীটবদ্ধাঞ্জলয়ো নিপত্য।
শাপাবসানে প্রতিপন্নমূর্ত্তের্যযাচিরে পঞ্চশরস্য সেবাম্॥ ৯২॥
তস্যানুমেনে ভগবান্ বিমন্যুর্ব্যাপারমাত্মন্যপি সায়কানাম্।
কালপ্রযুক্তা খলু কার্য্যবিদ্ভির্বিজ্ঞাপনা ভর্ত্তৃষু সিদ্ধমেতি॥ ৯৩॥
অথ বিবুধগণাংস্তানিন্দুমৌলির্বিসৃজ্য, ক্ষিতিধরপতিকন্যামাদদানঃ করেণ।
কনককলসযুক্তং ভক্তিশোভাসনাথং ক্ষিতিবিরচিতশয্যাং কৌতুকাগারমাগাৎ॥৯৪॥
নবপরিণয়লজ্জাভূষণাং তত্র গৌরীং, বদনমপহরন্তীং তৎকৃতাক্ষেপমীশঃ।
অপি শয়নসখীভ্যো দত্তবাচং কথঞ্চিৎ, প্রমথমুখবিকারৈর্হাসয়ামাস গূঢ়ম্॥ ৯৫॥

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ উমাপরিণয়ো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ॥৭॥

[অনু]বর্ত্তী হইয়া আর্দ্র আতপতণ্ডুল মস্তকে গ্রহণ করিলেন॥ ৮৮॥ তদনন্তর কমলাদেবী তাঁহাদিগের [ম]স্তকে পদ্মরূপ আতপত্র ধারণ করিলেন, তাহার দলসকলের প্রান্তভাগে বিন্দু বিন্দু বারি সংলগ্ন হওয়াতে [বো]ধ হইল যেন, ঐ ছত্রে মুক্তার ঝালর গ্রথিত রহিয়াছে, আর পদ্মের নালই ঐ ছত্রের দণ্ডস্বরূপ [হ]ইয়াছিল॥ ৮৯॥ দেবী সরস্বতী দুই প্রকার ভাষাদ্বারা তাঁহাদিগের দুইজনের স্তব করিলেন, তন্মধ্যে [উত্ত]ম গুণবান্ বরকে সংস্কৃতভাষায় এবং বধূকে সুগম পদবিশিষ্ট প্রাকৃতভাষাদ্বারা স্তুতি করিয়াছিলেন॥৯০॥ [ব]র-বধূর সম্মুখে অপ্সরাগণ এক নাটকের অভিনয় করিলেন, উহাতে প্রত্যেক সন্ধির উপযুক্ত [বি]ভিন্ন রচনা প্রদর্শিত হইয়াছিল, এক রস পরিত্যাগ করিয়া অন্য রসের অবতরণকালে সঙ্গীতের [রূ]প হইতে লাগিল, তাহাতে চমৎকাররূপে অঙ্গচেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছিল। বর-বধূ তাহা ক্ষণকাল দর্শন করিলেন॥ ৯১॥ অনন্তর দেবতাগণ মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া গৃহীতদার ত্রিপুরারির প্রণিপাত পুরঃসর প্রার্থনা করিলেন যে, কন্দর্পের শাপের অবসান হউক, সে আপন দেহ পুনর্ব্বার [প্রা]প্ত হইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হউক॥৯২॥ আশুতোষের আর ক্রোধ ছিল না, সুতরাং তিনি অনু[ম]তি করিলেন যে, কন্দর্প তাঁহার প্রতিও শরনিক্ষেপে সমর্থ হইবে। প্রসিদ্ধই আছে যে, কার্য্যকুশল [ব্য]ক্তিগণ উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া প্রভুর নিকট আবেদন করিলে তাহা নিশ্চয়ই গ্রাহ্য হইয়া থাকে। [কন্দ]র্প তখন শাপমুক্ত হইয়া মনোহর দেহধারণ করিয়া পতিবিয়োগকাতরা প্রণয়িনী রতির সহিত পরম[সু]খে কালযাপন করিতে লাগিলেন॥ ৯৩॥ তদনন্তর চন্দ্রচূড় সমস্ত দেবতাদিগকে বিদায় দিয়া গিরীন্দ্র[ন]ন্দিনীর হস্তধারণ পূর্ব্বক বাসরগৃহে গমন করিলেন। সেই কৌতুকগৃহে সুবর্ণ-কলস সংস্থাপিত, [মাল্য]চন্দনাদি দ্বারা সুশোভিত এবং ভূমিতলে শয্যা রচনা হইয়াছিল॥ ৯৪॥ পার্ব্বতী নববধূসমুচিত-লজ্জা[ভূ]ষণে ভূষিত হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া বাসরগৃহে উপবেশন করিয়াছিলেন। মহাদেব তাঁহার মুখ [উত্তো]লন করিতে কহিলে, তিনি উহা সরাইয়া লইতেছিলেন, যে সকল সহচরী তাঁহার নিকটে ছিল, [তি]নি তাঁহাদের সহিত লজ্জাবনতবদনে অতি কষ্টে কথা কহিতেছিলেন, এই সময় শিবানুচর প্রমথগণ [গূঢ়]রূপে আদরণ কৌতুকজনক মুখভঙ্গি করাতে গৌরী অস্পষ্টরূপে হাস্য করিয়াছিলেন॥ ৯৫॥

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টমঃ সর্গঃ

পাণিপীড়নবিধেরনন্তরং, শৈলরাজদুহিতুর্হরং প্রতি।
ভাবসাধ্বসপরিগ্রহাদভূৎ কামদোহদমনোহরং বপুঃ ॥ ১ ॥
ব্যাহৃতা প্রতিবচো ন সন্দধে, গন্তুমৈচ্ছদবলম্বিতাংশুকা।
সেবতে স্ম শয়নং পরাঙ্মুখী, সা তথাপি রতয়ে পিনাকিনঃ ॥ ২ ॥
কৈতবেন শয়িতে কুতূহলাৎ, পার্ব্বতী প্রতি মুখং ন পাতিতম্।
চক্ষুরুন্মিষতি সস্মিতং প্রিয়ে, বিদ্যুদাহতমিব ন্যমীলয়ৎ ॥ ৩ ॥
নাভিদেশনিহিতঃ সশঙ্কয়া, শঙ্করস্য রুরুধে তয়া করঃ।
তদ্দুকূলমভবৎ তদা স্বয়ং, দূরমুচ্ছ্বসিতনীবিবন্ধনম্ ॥ ৪ ॥
এবমালি নিগৃহীতসাধ্বসং, শঙ্করো রহসি সেব্যতামিতি।
সা সখীভিরুপদিষ্টমাকুলা, নাস্মরৎ প্রমুখবর্ত্তিনি প্রিয়ে ॥ ৫ ॥
অপ্যবস্তুনি কথাপ্রবৃত্তয়ে, প্রশ্নতৎপরমনঙ্গশাসনম্।
বীক্ষিতেন পরিগৃহ্য পার্ব্বতী, মূর্দ্ধকম্পময়মুত্তরং দদৌ ॥ ৬ ॥
শূলিনঃ করতলদ্বয়েন সা, সন্নিরুধ্য নয়নে হৃতাংশুকা।
তস্য পশ্যতি ললাটলোচনে, মোঘযত্নবিধুরা রহস্যভূৎ ॥ ৭ ॥
চুম্বনেম্বধরদানবর্জ্জিতং, খিন্নহস্তমদয়োপগূহনে।
ক্লিষ্টমন্মথমপি প্রিয়ং প্রভোর্দুর্লভপ্রতিকৃতং বধূরতম্ ॥ ৮ ॥
যন্মুখগ্রহণমক্ষতাধরং, দানমব্রণপদং নখস্য যৎ।
যদ্রতঞ্চ সদয়ং প্রিয়স্য তৎ, পার্ব্বতী বিসহতে স্ম নেতরৎ ॥ ৯ ॥

পিনাকপাণি নগরাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিলে পর, শৈলসুতা শঙ্করের প্রতি ভয়সংবলিত রতি ভাব অবলম্বন করিলেন. তাহাতেও তাঁহার মন্মথের চরিতার্থতা মনোহররূপেই সম্পাদিত হইয়াছিল ॥১ শৈলসুতা প্রথমতঃ মহাদেবের কোন কথার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেন না, বসন ধারণ করিলে ছাড়াইয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেন এবং বিমুখ হইয়া শয়ন করিতেন, তথাপি সেই নবোঢ়া পার্ব্বতী তাঁহার প্রীতির নিমিত্তই হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥ মহেশ্বর কুতূহল বশতঃ নিদ্রার ছল অবলম্বন করিতেন, তখন পার্ব্বতী তাঁহার প্রতি বিশ্বস্তমনে স্বীয় চক্ষু নিপাতিত করিলে পর তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া চক্ষু উন্মীলন করিতেন, তখন শৈলসুতা তাড়িতাহতের ন্যায় নিজ নয়ন মুদ্রিত করিতেন ॥ ৩ প্রিয়তম নাভিদেশে করস্থাপন করিলে পার্ব্বতী তাঁহার কর নিরোধ করিতেন, কিন্তু তখন তাঁহার নিতম্বদেশের বসন-গ্রন্থি আপনিই অতিশয় শিথিল হইয়া যাইত ॥ ৪ ॥ পার্ব্বতীর সখীগণ শিখাইয়া দিতেন, হে সখি! তুমি কোন প্রকার ভয় না করিয়া নির্জ্জনে শঙ্করের সন্তোষ সাধন কর, কিন্তু তিনি যখন তাঁহার প্রিয়তমের সম্মুখবর্ত্তিনী হইতেন, তখন তাঁহার কিছুই স্মরণ হইত না ॥৫॥ অবস্তুতে কথা প্রবৃত্তির নিমিত্ত পার্ব্বতী দৃষ্টিপাত দ্বারা প্রশ্ন-সংবলিত অনঙ্গ-শাসন গ্রহণ করিয়া শিরঃকম্পন দ্বারা উত্তর প্রদান করিতেন ॥ ৬ ॥ শঙ্কর নির্জ্জনে পরিধেয়বস্ত্র হরণ করিলে গৌরী করতল-যুগল [illegible] প্রিয়তমের দুই চক্ষু চাপিয়া ধরিতেন, কিন্তু তাঁহার ললাটস্থিত লোচনের দৃষ্টি নিরোধ করিবার [illegible] পাইতেন না, সেই নিমিত্ত তাঁহার যত্ন বিফল হইয়া যাইত ॥ ৭ ॥ চুম্বন করিলে অধর ফিরাই[illegible] তেন এবং নির্দ্দয় আলিঙ্গনকালে শিথিলহস্ত হইতেন; ফলতঃ প্রিয়তমের মনোভব ক্লিষ্ট হইলেও প্রীতিকর নবোঢ়াদিগের রতির প্রতিকার অত্যন্ত দুর্লভ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥ অধর ক্ষত না করিয়া চুম্বন, ব্রণ না করিয়া নখদান, এইরূপ শিবের যে সদয় সুরত, তাহা পার্ব্বতী ব্যতীত অন্য কেহই সহ্য করিতে

রাত্রিবৃত্তমনুযোক্তুমুদ্যতং, সা প্রভাতসময়ে সখীজনম্।
নাকরোদপকুতুহলং হ্রিয়া, শংসিতুঞ্চ হৃদয়েন তত্বরে॥ ১০॥
দর্পণে চ পরিভোগদর্শিনী, পৃষ্ঠতঃ প্রণয়িনো নিষেদুষঃ।
প্রেক্ষ্য বিম্বমুপবিম্বমাত্মনঃ, কানি কানি ন চকার লজ্জয়া॥ ১১॥
নীলকণ্ঠপরিভুক্তযৌবনাং, তাং বিলোক্য জননী সমাশ্বসৎ।
ভর্ত্তৃবল্লভতয়া হি মানসীং, মাতুরস্যতি শুচং বধূজনঃ॥ ১২॥
বাসরাণি কতিচিৎ কথঞ্চন, স্থাণুনা রতমকারি প্রিয়য়া।
জ্ঞাতমন্মথরসা শনৈঃ শনৈঃ, সা মুমোচ রতিদুঃখশীলতাম্॥ ১৩॥
সস্বজে প্রিয়মুরোনিপীড়নং, প্রার্থিতং মুখমনেন নাহরৎ।
মেখলা প্রণয়লোলতাং গতং, হস্তমস্য শিথিলং রুরোধ সা॥ ১৪॥
ভাবসূচিতমদৃষ্টবিপ্রিয়ং, চাটু তৎক্ষণবিয়োগকাতরম্।
কৈশ্চিদেব দিবসৈস্তথা তয়োঃ, প্রেমরূঢ়মিতরেতরাশ্রয়ম্॥ ১৫॥
তং যথাত্মসদৃশং বরং বধূরন্বরজ্যত বরস্তথৈব তাম্।
সাগরাদনপগা হি জাহ্নবী, সোঽপি তন্মুখরসৈকনির্বৃতিঃ॥ ১৬॥
শিষ্যতাং নিধুবনোপদেশিনঃ, শঙ্করস্য রহসি প্রপন্নয়া।
শিক্ষিতং যুবতীনৈপুণ্যং তয়া, যৎ তদেব গুরুদক্ষিণীকৃতম্॥ ১৭॥
দষ্টমুক্তমধরোষ্ঠমম্বিকা, বেদনাবিধুতহস্তপল্লবা।
শীতলেন নিরবাপয়ৎ ক্ষণং, মৌলিচন্দ্রশকলেন শূলিনঃ॥ ১৮॥
চুম্বনাদলকচূর্ণদূষিতং, শঙ্করোঽপি নয়নং ললাটজম্।
উচ্ছ্বসৎকমলগন্ধয়ে দদৌ, পার্ব্বতীবদনগন্ধবাহিনে॥ ১৯॥

সমর্থ হয় না॥ ৯॥ রাত্রিকালের ঘটনা জানিবার নিমিত্ত প্রভাতকালে সখীগণ অনুরোধ করিলে পার্ব্বতী লজ্জা প্রযুক্ত তাহাদের কুতূহল চরিতার্থ করিতে পারিতেন না॥ ১০॥ পার্ব্বতী যখন দর্পণ গ্রহণ পূর্ব্বক পরিভোগচিহ্ন দর্শন করিতেন, তখন প্রিয়তম অজ্ঞাতসারে তাঁহার পৃষ্ঠভাগে যাইয়া বসিতেন; তাহাতে দর্পণের মধ্যস্থিত আপনার প্রতিবিম্বের পশ্চাতে বল্লভের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া লজ্জা বশতঃ "কি? কি?" এইরূপ বলিতেন॥ ১১॥ মহাদেব পার্ব্বতীর যৌবনসম্ভোগ করিতেছেন দেখিয়া পার্ব্বতীর জননী অত্যন্ত সুখী হইতেন, যেহেতু, তনয়া স্বামীর প্রিয় হইলে জননীর মনে আর কোন কষ্ট থাকে না॥ ১২॥ মহেশ্বর পার্ব্বতীর সহিত এইরূপ ভাবে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিলে পর মন্মথরস অবগত হইয়া পার্ব্বতী ক্রমে ক্রমে রতিজন্য কষ্টবোধ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন॥ ১৩॥ তখন বল্লভ বক্ষঃস্থল দ্বারা আলিঙ্গন করিলে তিনি তাঁহাকেও আলিঙ্গন করিতেন, চুম্বন প্রার্থনা করিলে মুখ আর ফিরাইয়া লইতেন না, প্রিয়তমের হস্ত মেখলা-ধারণে ব্যগ্র হইলে তিনি তখন শিথিলরূপে তাহা রোধ করিতেন॥ ১৪॥ কিছু দিনের মধ্যেই ভাবভঙ্গী দ্বারা তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি প্রেম জন্মিয়াছে, তাহা সবিশেষ জানিতে পারা গেল। তখন উভয়েরই অপ্রিয় দৃষ্ট না হইলেও চাটুবাক্য প্রয়োগ এবং অতি অল্পক্ষণ বিয়োগ হইলে কাতরতা প্রকাশ করিতেন॥ ১৫॥ বধূ যেমন সেই আত্মানুরূপ বরের মনোরঞ্জন করিতেন, বরও সেইরূপ বধূর মনোরঞ্জন করিতেন। জাহ্নবী যেমন সাগর পরিত্যাগ করিয়া এবং সাগরও যেমন জাহ্নবীকে পরিত্যাগ করিয়া কদাচই অন্যত্র গমন করে না, এই দম্পতীরও প্রেম তদ্রূপ অবিচ্ছেদ্য হইয়াছিল॥ ১৬॥ নির্জ্জনে মিলিত হইয়া মহেশ্বর পার্ব্বতীকে কামক্রীড়ার উপদেশ দিয়া শিষ্য করিলে পার্ব্বতী যুবতীগণের রতি-নৈপুণ্য শিক্ষা করিয়া সেই মনোহর সুখকর রতিভাব-সকল তাঁহাকে গুরুদক্ষিণারূপে প্রদান করিয়াছিলেন॥ ১৭॥ বল্লভ যখন অধরোষ্ঠ দংশন করিতেন, তখন পার্ব্বতী বেদনা অনুভব করিয়া স্বীয় করপল্লব সঞ্চালন করিতেন, অনন্তর ছাড়িয়া দিলে তিনি শশিমৌলির মৌলিস্থ চন্দ্রকলা সেই স্থানে ক্ষণকাল স্থাপন করিয়া বেদনা দূরীকৃত করিতেন॥ ১৮॥ শঙ্করের ললাটস্থিত লোচন চুম্বন হেতু অলকস্থিত গন্ধচূর্ণ দ্বারা দূষিত হইলে তিনি সুমিষ্ট কমল-গন্ধ-বিশিষ্ট পার্ব্বতীর

এবমিন্দ্রিয়সুখস্য বর্ত্মনঃ, সেবনাদনুগৃহীতমন্মথঃ।
শৈলরাজভবনে সহোময়া, মাসমাত্রমবসদ্বৃষধ্বজঃ॥ ২০॥
সোঽনুমন্ত্র্য হিমবন্তমাত্মভূরাত্মজাবিরহদুঃখপীড়িতম্।
তত্র তত্র বিজহার সম্পতন্, অপ্রমেয়গতিনা ককুদ্মতা॥ ২১॥
মেরুমেত্য মরুদাশুবাহনঃ পার্ব্বতীস্তনপুরস্কৃতঃ কৃতী।
হেমপল্লববিভঙ্গসংস্তরানন্বভূৎ সুরতমর্দ্দনক্ষমান্॥ ২২॥
পদ্মনাভচরণাঙ্কিতাশ্মসু, প্রাপ্তবৎস্বমৃতবিপ্রুষো নবাঃ।
মন্দরস্য কটকেষু চাবসৎ, পার্ব্বতীবদনপদ্মষট্পদঃ॥ ২৩॥
বারণস্বনিতভীতয়া তয়া, কণ্ঠসক্তমৃদুবাহুবন্ধনঃ।
একপিঙ্গলগিরৌ জগদ্গুরুর্নির্বিবেশ বিশদাঃ শশিপ্রভাঃ॥ ২৪॥
তস্য জাতু মলয়স্থলীরতের্ধূতচন্দনবনঃ প্রিয়াক্লমম্।
আচচাম সলবঙ্গকেশরশ্চাটুকার ইব দক্ষিণানিলঃ॥ ২৫॥
হেমতামরসতাড়িতপ্রিয়া, তৎকরাম্বুবিনিমীলিতেক্ষণা।
সা ব্যগাহত তরঙ্গিণীমুমা, মীনপঙ্ক্তিপুনরুক্তমেখলা॥ ২৬॥
তাং পুলোমতনয়ালকোচিতৈঃ, পারিজাতকুসুমৈঃ প্রসাধয়ন্।
নন্দনে চিরমযুগ্মলোচনঃ, সস্পৃহং সুরবধূভিরীক্ষিতঃ॥ ২৭॥
ইত্যভৌমমনুভূয় শঙ্করঃ, পার্থিবঞ্চ বনিতাসখঃ সুখম্।
লোহিতায়তি কদাচিদাতপে, গন্ধমাদনবনং ব্যগাহত॥ ২৮॥

মুখ-মারুত দ্বারা তাহা শোধিত করিয়া লইতেন॥ ১৯॥ এইরূপে মহেশ্বর স্বয়ং ইন্দ্রিয়সুখে নিরত হইয়া মন্মথের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক শৈলরাজনিকেতনে একমাস উমার সহিত বিহার করিলেন॥২০॥ অনন্তর সেই আত্মভূ শঙ্কর, তনয়ার বিরহ-দুঃখ-পীড়িত হিমালয় ও মেনকার অনুমতি গ্রহণ করিয়া অপ্রমেয়গতি স্বীয় বাহন বৃষভরাজ দ্বারা যথেচ্ছ স্থানে মনস্সুখে বিহার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন॥২১॥ সেই প্রভু শঙ্কর পবনতুল্য বেগগামী বাহনে পার্ব্বতীকে অগ্রভাগে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং পশ্চাদ্ভাগে আরোহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং উমার অত্যুচ্চ স্তনদ্বয়কে অগ্রে করিয়া সুমেরুপর্ব্বতে আগমন পূর্ব্বক সেই স্থানে হেম-পল্লব দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সুরতকার্য্যের মর্দ্দন সহ শয্যাসুখ অনুভব করিয়াছিলেন॥ ২২॥ ভগবান্ শঙ্কর সেই পার্ব্বতীর বদন-পদ্মের মধুপায়ী ষট্পদ ও নব নব অমৃত-বিন্দুবিশিষ্ট পদ্মনাভের চরণ-চিহ্ন-চিহ্নিত প্রস্তর-সমন্বিত মন্দর-পর্ব্বতের নিতম্বদেশ-সমূহে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন॥ ২৩॥ জগদ্গুরু গিরিশ একপিঙ্গল গিরিতে গমন করিলে পর তথায় মাতঙ্গ-গণের ভয়ঙ্কর রবে ভীত হইয়া পার্ব্বতী স্বীয় কোমল বাহুলতার দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ বন্ধন করিলে তাঁহার আশঙ্কা নিবারণ পূর্ব্বক তথায় বিমল শশিপ্রভা উপভোগ করিয়াছিলেন॥ ২৪॥ তিনি কোন সময়ে মলয়স্থলীতে গমন করিয়া রতিসুখ অনুভব করিলে চন্দন-বন কম্পন এবং লবঙ্গলতার কেশর গ্রহণ পূর্ব্বক চাটুকারের ন্যায় মন্দ মন্দ সুমন্দ দক্ষিণ-পবন তাঁহার প্রিয়ার সুরতক্লম অপনোদন করিয়াছিল॥ ২৫॥ তথায় হরগৌরী কোন নদীজলে অবগাহন করিতে করিতে অপরাধ পাইয়া পার্ব্বতী হেমকমলিনী দ্বারা বল্লভকে তাড়না করিলেন এবং মহাদেবও করতলে জলগ্রহণ পূর্ব্বক উমার চক্ষুতে আঘাত করিলে পর পার্ব্বতী নয়নদ্বয় মুদিত করিলেন। এইরূপে বারি-বিহার করিতে করিতে সফরীশ্রেণী-সকল উমার নিতম্বদেশে ভ্রমণ করায় তদ্দারা তাঁহার রশনাদাম দ্বিগুণিত হইয়াই যেন বারিমধ্যে বিরাজিত হইয়াছিল॥ ২৬॥ অনন্তর ত্রিলোচন নন্দনবনে গমন করিয়া শচীদেবীর অলক-যোগ্য পারিজাত-কুসুম দ্বারা পার্ব্বতীর বিভূষণ-কার্য্য সম্পাদন করিতে করিতে অপ্সরোবধূগণ কর্তৃক অবলোকিত হইয়াছিলেন॥ ২৭॥ এইরূপে শঙ্কর পার্ব্বতীর সহিত স্বর্গীয় ও পার্থিব সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। তৎপরে সূর্য্যাতপ অতিশয় প্রখর হইয়া লোহিতবর্ণ ধারণ করিলে তাঁহারা

তত্র কাঞ্চনশিলাতলাশ্রয়ো, নেত্রগম্যমবলোক্য ভাস্করম্।
দক্ষিণেতরভুজব্যপাশ্রয়াং, ব্যাজহার সহধর্ম্মচারিণীম্॥ ২৯॥
পদ্মকান্তিমরুণান্তভাগয়োঃ, সংক্রময্য তব নেত্রয়োরিব।
সংক্ষয়ে জগদিব প্রজেশ্বরঃ, সংহরত্যহরসাবহর্পতিঃ॥ ৩০॥
শীকরব্যতিকরং মরীচিভির্দূরয়ত্যবনতে বিবস্বতি।
ইন্দ্রচাপপরিবেশশূন্যতাং, নির্ঝরাঃ প্রসবিতুর্ব্রজন্তি তে॥ ৩১॥
দষ্টতামরসকেশরস্রজোঃ, ক্রন্দতোর্বিপরিবৃত্তকণ্ঠয়োঃ।
ভিন্নয়োঃ সরসি চক্রবাকয়োরল্পমন্তরমনল্পতাং গতম্॥ ৩২॥
স্থানমাহ্নিকমপাস্য দন্তিনঃ, শল্লকীবিটপভঙ্গবাসিতম্।
আবিভাতি শরণায় গচ্ছতো, বারি বারিরুহবদ্ধষট্‌পদম্॥ ৩৩॥
পশ্য পশ্চিমদিগন্তলম্বিনা, নির্ম্মিতং কথমিদং বিবস্বতা।
দীর্ঘয়া প্রতিময়া সরোহম্ভসাং, তাপনীয়মিব সেতুবন্ধনম্॥ ৩৪॥
উত্তরন্তি বিনিকীর্য্য পল্বলং, গাঢ়পঙ্কমতিবাহিতাতপাঃ।
দংষ্ট্রিণো বনবরাহযূথপা, দষ্টভঙ্গুরবিসাঙ্কুরা ইব॥ ৩৫॥
এষ বৃক্ষশিখরে কৃতাস্পদো, জাতরূপরসগৌরমণ্ডলঃ।
হীয়মানমহরত্যয়াতপং, পীবরোরু পিবতীব বর্হিণঃ॥ ৩৬॥
পূর্ব্বভাগতিমিরপ্রবৃত্তিভির্ব্যক্তপঙ্কমিব জাতমেব তৎ।
খং হৃতাতপজলং বিবস্বতা, ভাতি কিঞ্চিদিব শেষবৎ সরঃ॥ ৩৭॥
আবিশদ্ভিরুটজাঙ্গনং মৃগৈর্মূলসেকসরসৈশ্চ বৃক্ষকৈঃ।
আশ্রমাঃ প্রবিশদগ্নিধেনবো, বিভ্রতি শ্রিয়মুদীরিতাগ্নয়ঃ॥ ৩৮॥

গন্ধমাদন-পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ২৮॥ সেই স্থানে মহাদেব কাঞ্চনময় শিলাতলে উপবেশন পূর্ব্বক ভাস্করদেবকে নেত্রগম্য দর্শন করিয়া বামভুজে নিবদ্ধমস্তক সহধর্ম্মিণীকে বলিতে লাগিলেন॥ ২৯॥ প্রিয়ে! ঐ দেখ, দিনপতি তোমার নেত্রের ন্যায় অরুণবর্ণ প্রান্তভাগদ্বয়ে পদ্মকান্তি সংক্রামিত করিয়া প্রলয়কালে প্রজানাথের জগৎসংহারের ন্যায় দিবসের সংহার করিতেছেন॥ ৩০॥ ঐ দেখ, দিনকর অবনত হইয়া পড়িলে তোমার পিতার নির্ঝর-সমুদায়ের বারিকণা-সমূহ কিরণরাজি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়াতে ঐ সকল নির্ঝর ইন্দ্রধনুম ণ্ডল-পরিশূন্য হইতেছে॥৩১॥ সরোবরে চক্রবাক্-মিথুন পদ্মকেশর আস্বাদন পূর্ব্বক এক্ষণে পরস্পর বিযুক্ত হইয়া কণ্ঠদেশ পরিবর্ত্তন পুরঃসর কাতরতা সহকারে ক্রমশঃ অন্তরিত হওয়াতে উভয়ের অন্তর অধিকতর হইয়া পড়িল॥ ৩২॥ এই সন্ধ্যাকালে হস্তী-সকল শল্লকী-শাখা সঙ্গে সুবাসিত দিবাভাগের বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিমীলিত পদ্মের অভ্যন্তরে আবদ্ধ অলিকুল-সংযুক্ত মনোহর বারিমধ্যে আশ্রয়-গ্রহণার্থ গমন করিতেছে॥ ৩৩॥ প্রিয়ে! ঐ দেখ, পশ্চিমদিক্‌প্রান্তে লম্বমান সূর্য্যদেব স্বীয় সুদীর্ঘ প্রতিবিম্ব দ্বারা সরোবর-সলিলে যেন স্বর্ণময় সেতুবন্ধন নির্ম্মাণ করিয়াছেন॥ ৩৪॥ বন্যবরাহ-যূথপতিগণ গাঢ়পঙ্ক পল্বলমধ্যে আতপকাল অতিবাহিত করিয়া বৃহদ্দন্তবিশিষ্ট হওয়ায় মৃণালভঙ্গ মুখে লইয়াই যেন পঙ্ক হইতে উত্তীর্ণ হইতেছে॥ ৩৫॥ হে পীনোরু! ঐ দেখ, ময়ূরগণ তরুশিখরে উপবেশন করিয়া স্বর্ণ-রসের ন্যায় গৌরবর্ণ মণ্ডল বিস্তার পূর্ব্বক যেন হীনভাবধারী আতপ মুখব্যাদান পূর্ব্বক পান করিতেছে॥ ৩৬॥ পূর্ব্বদিকে অন্ধকার-প্রবৃত্তি হেতু আকাশের একস্থান সূর্য্য কর্ত্তৃক আতপরূপ জল হৃত হওয়াতে কিঞ্চিৎ শোষ-বিশিষ্ট পঙ্ক-যুক্ত সরোবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে॥ ৩৭॥ দেখ প্রিয়ে! এই সময়ে আশ্রম-সমূহে মৃগগণ প্রবিষ্ট হইতেছে, মূলদেশে জলসেক হেতু তরুসকল মনোহর পল্লবাদি ধারণ পূর্ব্বক প্রকাশ পাইতেছে, হোমধেনু-সকল আশ্রমে প্রবেশ করিতেছে এবং সায়ন্তন হোমবহ্নি প্রদীপ্ত হইতেছে, এই সকল দ্বারা

বদ্ধকোষমপি তিষ্ঠতি ক্ষণং, সাবশেষবিবরং কুশেশয়ম্।
ষট্পদায় বসতিং গ্রহীষ্যতে, প্রীতিপূর্ব্বমিব দাতুমন্তরম্॥ ৩৯॥
দূরমগ্নপরিমেয়রশ্মিনা, বারুণী দিগরুণেন ভানুনা।
ভাতি কেশরবতেব মণ্ডিতা, বন্ধুজীবকুসুমেন কন্যকা॥ ৪০॥
সামভিঃ সহচরাঃ সহস্রশো, বন্দনৈশ্চ হৃদয়ঙ্গমস্বনৈঃ।
ভানুমগ্নিপরিকীর্ণতেজসং, সংস্তবন্তি কিরণোষ্মপায়িনঃ॥ ৪১॥
সোঽয়মানতশিরোরুহৈর্হয়ৈঃ, কর্ণচামরবিঘট্টিতেক্ষণৈঃ।
অস্তমেতি যুগভগ্নকেশরৈঃ, সন্নিধায় দিবসং মহোদধৌ॥ ৪২॥
খং প্রসুপ্তমিব সংস্থিতে রবৌ, তেজসো মহত ঈদৃশী গতিঃ
তৎ প্রকাশয়তি যাবদুদ্গতং, মীলনায় খলু তারকাচ্যুতম্॥ ৪৩॥
সন্ধ্যয়াপ্যনুগতং রবেঃ পদং, ঘর্ম্মমস্তশিখরে সমর্পিতম্।
যেন পূর্ব্বমুদয়ে পুরস্কৃতৌ, নানুযাস্যতি কথং তমাপদি॥ ৪৪॥
রক্তপীতকপিশাঃ পয়োমুচাং, কোটয়ঃ কুটিলকেশি ভান্ত্যমূঃ।
দ্রক্ষ্যসি ত্বমিতি সন্ধিবেলয়া, বর্ণিকাভিরিব সাধুমণ্ডিতাঃ॥ ৪৫॥
সিংহকেশরসটাসু ভূভৃতাং, পল্লবপ্রসবিষু দ্রুমেষু চ।
পশ্য ধাতুশিখরেষু চাত্মনঃ, সংবিভক্তমিব সান্ধ্যমাতপম্॥ ৪৬॥
পার্ষ্ণিমুক্তবসুধান্তরস্বিনঃ, পাবনাম্বুবিহিতাঞ্জলিক্রিয়াঃ।
ব্রহ্মগূঢ়মভিসান্ধ্যমাদৃতাঃ, সিদ্ধয়ে বিধিবিদো গৃণন্ত্যমী॥ ৪৭॥
তন্মুহূর্ত্তমনুগন্তুমর্হসি, প্রস্তুতায় নিয়মায় মামপি।
ত্বাং বিনোদনিপুণঃ সখীজনো, বল্গুবাদিনি বিনোদয়িষ্যতি॥ ৪৮॥

আশ্রমস্থান-সকল মনোহর শ্রীধারণ করিয়াছে॥ ৩৮॥ পদ্ম নিমীলিত হওয়ায় কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে, এমত সময় ভ্রমরগণ বসতিস্থান গ্রহণ করিবে বলিয়া প্রীতি হেতু সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইতে ক্ষণকাল বিলম্ব করিতেছে॥ ৩৯॥ পশ্চিমদিক্ অল্পপরিমাণে রশ্মিবিশিষ্ট অরুণবর্ণ দিবাকর দ্বারা, কেশরযুক্ত বন্ধুজীব কুসুম দ্বারা যেন বিভূষিতা কন্যকার ন্যায় শোভা পাইতেছে॥৪০॥ একত্রচর সহস্র সহস্র কিরণোষ্মপায়ী মহর্ষিগণ মনোহর স্বরে সাম-বেদোক্ত বন্দনা দ্বারা অগ্নিতে স্বীয় তেজঃ সংক্রমণকারী সূর্য্যের স্তুতি করিতেছেন॥ ৪১॥ দিন-পতি দিবসকে মহাসমুদ্রে নিহিত রাখিয়া আনত কেশ, যুগদ্বারা ভগ্নকেশর ও চামর দ্বারা বিঘট্টিতলোচন অশ্বগণের সহিত অস্ত গমন করিতেছেন॥ ৪২॥ সূর্য্যদেব অস্তগমন করিলে মহৎ তেজেরও এইরূপ গতি হয়. এই অবস্থাই যৎপরিমাণে উদ্গতি হয়, নিমীলিত হইবার নিমিত্ত তৎপরিমাণেই পতন ঘটিয়া থাকে, ইহাই প্রকাশ করিতেছে॥ ৪৩॥ রবির পদ সন্ধ্যার অনুগত হইলেও আতপ অস্তশিখরে সমর্পিত হইল, পূর্ব্বে উদয়কালে যাহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিল, সে আপৎকালে কেন না অনুগমন করিবে? ৪৪॥ হে কুটিলকেশি! ঐ দেখ, রক্ত পীত ও কপিশবর্ণ মেঘখণ্ড-সকল শোভা পাইতেছে। তুমি দর্শন করিবে বলিয়া যেন সন্ধ্যা উহাদিগকে বিবিধ বর্ণ দ্বারা বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছে॥ ৪৫॥ ঐ দেখ, পর্ব্বত সিংহকেশর-সটায় এবং পল্লবপ্রসবকারী তরুসমূহে ও আপনার ধাতু-মণ্ডিত শিখরে সন্ধ্যাকালীন আতপ বিভাগ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে॥ ৪৬॥ প্রিয়ে! ঐ দেখ, বিধিজ্ঞ তপস্বিগণ সিদ্ধির নিমিত্ত বসুধাতল হইতে স্ব স্ব পার্ষ্ণিভাগ মোচন পুরঃসর পবিত্র বারি দ্বারা অঞ্জলিপ্রদানাদি ক্রিয়া সমস্ত সমাপন পূর্ব্বক সন্ধ্যার অভিমুখে গূঢ় বেদপাঠ উচ্চারণ করিতেছেন॥৪৭॥ হে মধুরভাষিণি! আমারও সন্ধ্যা-নিয়ম-বিধির অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত, অতএব তুমি এই বিষয়ে অনুমোদন কর, আমি নিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠান করিব, এই বিনোদন-বিষয়ে নিপুণ সমবয়স্কা সখী-

নির্ব্বিভুজ্য দশনচ্ছদং ততো, বাচি ভর্ত্তুরবধীরণা পরা।
শৈলরাজতনয়া সমীপগামাললাপ বিজয়াং সহেতুকম্ ॥ ৪৯॥
ঈশ্বরোঽপি দিবসাত্যয়োচিতং, মন্ত্রপূর্ব্বমনুতস্থিবান্ বিধিম্।
পার্ব্বতীমবচনামসূয়য়া, সোঽভ্যুপেত্য পুনরাহ সস্মিতম্ ॥৫০॥
মুঞ্চ কোপমনিমিত্তকোপনে, সন্ধ্যয়া প্রণমিতোঽস্মি নান্যয়া।
কিং ন বেৎসি সহধর্ম্মচারিণং, চক্রবাকসমবৃত্তিমাত্মনঃ ॥ ৫১ ॥
নির্ম্মিতেষু পিতৃষু স্বয়ম্ভুবা, যা তনুঃ সুতনু পূর্ব্বমুজ্ঝিতা।
সেয়মস্তমুদয়ঞ্চ সেবাতে, তেন মানিনি মমাত্র গৌরবম্ ॥ ৫২ ॥
তামিমাং তিমিরবৃদ্ধিপীড়িতাং, ভূমিলগ্নমিব সম্প্রতিষ্ঠিতাম্।
একতস্তটতমালমালিনীং, পশ্য ধাতুরসনিম্নগামিব ॥ ৫৩ ॥
সান্ধ্যমস্তমিতশেষমাতপং, রক্তলেখমপরা বিভর্ত্তি দিক্।
সম্পরায়বসুধা সশোণিতং, মণ্ডলাগ্রমিব তির্য্যগুত্থিতম্ ॥ ৫৪ ॥
যামিনীদিবসসন্ধিসম্ভবে, তেজসি ব্যবহিতে সুমেরুণা।
এতদন্ধতমসং নিরঙ্কুশং, দীর্ঘনয়নে বিজৃম্ভতে ॥৫৫ ॥
নোর্দ্ধমীক্ষণগতির্ন চাপ্যধো, নাভিতো ন পুরতো ন পৃষ্ঠতঃ
লোক এষ তিমিরৌঘবেষ্টিতগর্ভবাস ইব বর্ত্ততে নিশি ॥ ৫৬ ॥
শুদ্ধমাবিলমবস্থিতং চলং, বক্রমার্জ্জবগুণান্বিতঞ্চ যৎ।
সর্ব্বমেব তমসা সমীকৃতং, ধিঙ্ মহত্ত্বমসতাং হৃতান্তরম্ ॥ ৫৭ ॥
নূনমুন্নমতি যজ্বনাং পতিঃ, শার্ব্বরস্য তমসো নিষিদ্ধয়ে।
পুণ্ডরীকমুখি পশ্য দিঙ্মুখং, কেতকৈরিব রজোভিরাবৃতম্ ॥৫৮

গণ এক্ষণে তোমার মনোবিনোদন করিবে ॥৪৮॥ অনন্তর পার্ব্বতী অধর-ভঙ্গিমা প্রকাশ পূর্ব্বক বল্লভ-বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন পুরঃসর সমীপস্থিতা বিজয়ার সহিত হেতুবিশিষ্ট আলাপ করিতে লাগিলেন ॥৪৯॥ স্বয়ং ঈশ্বরও মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সন্ধ্যাকালোচিত বিবিধ অনুষ্ঠান করিতে চলিলেন। তখন পার্ব্বতী অসূয়া দ্বারা কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না দেখিয়া মহেশ্বর পুনর্ব্বার পার্ব্বতীর অভিমুখে আসিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিতে লাগিলেন ॥৫০॥ হে পার্ব্বতি! তুমি অকারণে কোপ করিতেছ, অতএব এই কোপ পরিত্যাগ [illegible] নিয়মিত হইয়াছি, অন্য কোন স্ত্রীলোক দ্বারা নিয়মিত হই [illegible] আমি কেবল তোমার সহিতই বিহার করিয়া থাকি মাত্র, সন্ধ্যা-নিয়মহেতু কেবল তোমার ক্ষণকাল বিরহ, কিন্তু তোমার আমার মিলন চক্রবাক্-মিথুনের ন্যায়, তাহা কি তুমি অবগত নও? ৫১॥ হে শোভনাঙ্গি! সেই স্বয়ম্ভূ পিতৃগণের সৃষ্টি করিলে পূর্ব্বে যে তনু পরিত্যক্ত হইয়াছিল, সেই তনুই উদয় অস্তের সেবা করিতেছে, সেই হেতুই এই বিষয়ে আমার গৌরব জানিবে ॥ ৫২ ॥ এই হেতু সন্ধ্যা সুপ্রতিষ্ঠিত ভূমিলগ্নের ন্যায় তিমিরবৃদ্ধির দ্বারা প্রপীড়িত, এক পার্শ্বে তটভাগে তমাল-বনশ্রেণী ধাতুরসজাত তরঙ্গিণীর ন্যায় শোভা পাইতেছে, অবলোকন কর ॥ ৫৩ ॥ এখন পশ্চিমদিক অস্তমিতের অবশিষ্ট সন্ধ্যাকালীন শোণিতবিশিষ্ট মণ্ডলাগ্রের ন্যায় তির্য্যগ্ভাবে উত্থিত সন্ধ্যাকালীন আতপ, যুদ্ধভূমির ন্যায় শোণিতবর্ণ ধারণ করিতেছে ॥ ৫৪ ॥ হে দীর্ঘনয়নে! দিনযামিনীর সন্ধিজাত তেজঃ সুমেরু কর্ত্তৃক ব্যবহিত হইলে দশদিকেই এই নিরঙ্কুশ অন্ধতামস প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৫৫ ॥ এই নিশাকালে ঊর্দ্ধ, অধঃ পার্শ্ব, অগ্র, পশ্চাৎ কোন দিকেই দৃষ্টির গতি চলে না, এখন এই লোক তিমিররূপ জরায়ু-বেষ্টিত গর্ভবাসের ন্যায় অবস্থিতি করিয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥ দেখ প্রিয়ে! অন্ধকার এখন বিশুদ্ধ, আবিল, অবস্থিত, সচল, বক্র ও সরলগুণবিশিষ্ট যাহা কিছু তৎসমস্তই সমান করিয়া দিতেছে, এখন মহৎ ও অসতের প্রভেদ বিনষ্ট হইয়াছে, অতএব প্রিয়ে! অন্ধকারকে ধিক্ ॥ ৫৭ ॥ হে কমলাননে! বিভাবরীর অন্ধকার বিনাশ করিবার নিমিত্ত নিশ্চয়ই নিশাপতি উদিত হইতেছেন।

মন্দরান্তরিতমূর্ত্তিনা নিশা, লক্ষ্যতে শশভৃতা সতারকা।
ত্বং ময়া প্রিয়সখীসমাগতা, শ্রোষ্যতেব বচনানি পৃষ্ঠতঃ ॥ ৫৯ ॥
রুদ্ধনির্গমনা দিনক্ষয়াৎ, পূর্ব্বদৃষ্টতনুচন্দ্রিকাস্মিতম্।
এতদুদ্গিরতি রাত্রিনোদিতা, দিগ্ রহস্যমিব চন্দ্রমণ্ডলম্ ॥ ৬০ ॥
পশ্য পক্বফলিনীফলত্বিষা, বিম্বলাঞ্ছিতবিয়ৎসরোহম্ভসা।
বিপ্রকৃষ্টবিধুরং হিমাংশুনা, চক্রবাকমিথুনং বিড়ম্ব্যতে ॥ ৬১ ॥
শক্য ওষধিপতের্নবোদয়ঃ, কর্ণপূররচনাকৃতে তব।
অপ্রগল্ভযবসূচিকোমলশ্ছেত্তুমগ্রনখসম্পুটৈঃ করঃ ॥ ৬২ ॥
অঙ্গুলীভিরিব কেশসঞ্চয়ং, সন্নিগৃহ্য তিমিরং মরীচিভিঃ।
কুট্মলীকৃতসরোজলোচনং, চুম্বতীব রজনীমুখং শশী ॥ ৬৩ ॥
পশ্য পার্ব্বতি! নবেন্দুরশ্মিভির্ভিন্নসান্দ্রতিমিরং নভস্তলম্।
লক্ষ্যতে দ্বিরদভোগদূষিতং, সপ্রাসাদমিব মানসং সরঃ ॥ ৬৪ ॥
রক্তভাবমপহায় চন্দ্রমা, জাত এব পরিশুদ্ধমণ্ডলঃ।
বিক্রিয়া ন খলু কালদোষজা, নির্ম্মলপ্রকৃতিষু স্থিরোদয়া ॥ ৬৫ ॥
উন্নতেষু শশিনঃ প্রভা স্থিতা, নিম্নসংশ্রয়পরং নিশাতমঃ।
নূনমাত্মসদৃশী প্রকল্পিতা, বেধসৈব গুণদোষয়োর্গতিঃ ॥ ৬৬ ॥
চন্দ্রপাদজনিতপ্রবৃত্তিভিশ্চন্দ্রকান্তজলবিন্দুভির্গিরিঃ।
মেখলাতরুষু নিদ্রিতানিমান্, বোধয়ত্যসময়ে শিখণ্ডিনঃ ॥ ৬৭ ॥
কল্পবৃক্ষশিখরেষু সম্প্রতি, প্রস্ফুরদ্ভিরবিকল্পসুন্দরি।
হারযষ্টিগণনামিবাংশুভিঃ, কর্ত্তুমাগতকুতূহলঃ শশী ॥ ৬৮ ॥
উন্নতাবনতভাববত্তয়া, চন্দ্রিকা সতিমিরা গিরেরিয়ম্।
ভক্তিভির্বহুবিধাভিরর্পিতা, ভাতি ভূতিরিব মত্তদন্তিনঃ ॥ ৬৯ ॥

ঐ দেখ, দিঙ্মুখ কেতকপরাগরাশি দ্বারা আবৃতের ন্যায় বোধ হইতেছে ॥ ৫৮ ॥ শশলাঞ্ছন মন্দর-পর্ব্বতের অন্তরালে থাকিয়া তারকাবিশিষ্ট নিশাকে দর্শন করিতেছেন, প্রিয়ে! তুমি এখন প্রিয়সখী-গণকে সঙ্গে লইয়া আমার সহিত মিলিত হইয়াছ, আমাদের যে যে কথাবার্ত্তা হইবে, তাহা শুনিবার নিমিত্তই যেন পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৫৯ ॥ পূর্ব্বদৃষ্ট তনুচন্দ্রিকারূপ ঈষৎ হাস্য দিনক্ষয় পর্য্যন্ত নিরুদ্ধ ছিল, এক্ষণে দিন-সকল রাত্রি কর্ত্তৃক প্রেরিত অন্তর্গত রহস্যের ন্যায় এই চন্দ্রমণ্ডলকে উদ্গীরণ করিতেছে ॥৬০॥ সুপক্ব প্রিয়ঙ্গুফলের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট হিমাংশুবিম্ব দ্বারা আকাশসরোবর বারি চিহ্নিত করিয়া বিয়োগ-বিধুর চক্রবাক-মিথুনকে বিড়ম্বিত করিতেছে ॥ ৬১ ॥ তোমার কর্ণভূষণ রচনা করিবার নিমিত্ত নিশানাথের নবোদিত অতএব নবীন যবসূচিকাতুল্য কোমলকর, অগ্রনখপুট দ্বারা ছেদ করিয়া লইতে পারা যায় ॥ ৬২ ॥ হে প্রিয়ে! এক্ষণে শশধর মরীচিরূপ অঙ্গুলি-সমূহ দ্বারা তিমিররূপ কেশকলাপ ধারণ পূর্ব্বক মুদ্রিত সরোজরূপবিশিষ্ট রজনীর বদন চুম্বন করিতেছে ॥ ৬৩ ॥ হে পার্ব্বতি! নবচন্দ্রকিরণে নভস্তলের ঘন তিমির ভেদ করিলে এক্ষণে উহা কুঞ্জর-সম্ভোগে দূষিত সুপ্রসাদবিশিষ্ট মানস-সরোবরের ন্যায় বোধ হইতেছে ॥ ৬৪ ॥ চন্দ্রমা এক্ষণে রক্তভাব পরিহার পূর্ব্বক পরিশুদ্ধ মণ্ডলবিশিষ্ট হইলেন, নির্ম্মলস্বভাব ব্যক্তিগণের কালদোষজ বিকার কখনই চিরস্থায়ী হয় না ॥ ৬৫ ॥ চন্দ্রের রশ্মি এক্ষণে উর্দ্ধদেশে উঠিল, নিশার অন্ধকার নিম্নে পড়িল, যেহেতু, বিধাতা গুণ ও দোষের গতি আত্মসদৃশ করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৬৬ ॥ গিরি-সকল চন্দ্রকিরণ-সংযোগে প্রবর্ত্তিত চন্দ্রকান্তমণি হইতে ক্ষরিত জলবিন্দু দ্বারা মেখলা-সমূহে বিনিদ্রিত ময়ূরগণকে যথাসময়ে জাগরিত করিতেছে ॥ ৬৭ ॥ হে নির্ব্বিকল্পসুন্দরি! এক্ষণে কল্পবৃক্ষের শিখরসমূহে কিরণজাল প্রস্ফুরিত করিয়া হারযষ্টি গণনা করিবার নিমিত্তই যেন শশধর আগমন করিয়াছে ॥ ৬৮ ॥ গিরির উন্নতাবনত ভাবহেতু ঐ তিমির-বিশিষ্ট জ্যোৎস্না বহুপ্রকার ভেদ দ্বারা, মদমত্ত হস্তীর অঙ্গে চিত্ররচনার ন্যায় প্রকাশ

এতদুচ্চ সিতপীতমৈন্দবং, বোঢ়ুমক্ষমমিব প্রভারসম্।
মুক্তষট্‌পদবিরাবমঞ্জসা, ভিদ্যতে কুমুদমানিবন্ধনাৎ ॥ ৭০ ॥
পশ্য কল্পতরুলম্বি শুদ্ধয়া, জ্যোৎস্নয়া জনিতরূপসংশয়ম্।
মারুতে চলতি চণ্ডিকে চলং, ব্যজ্যতে বিপরিবৃত্তমংশুকম্ ॥ ৭১ ॥
শক্যমঙ্গুলিভিরুদ্ধৃতৈরধঃ, শাখিনাং পতিতপুষ্পকোমলৈঃ।
পত্রজর্জ্জরশশিপ্রভালবৈরেভিরুৎকচয়িতুং তবালকম্ ॥৭২॥
এষ চারুমুখি পশ্য তারয়া, যুজ্যতে তরলবিম্বয়া শশী।
সাধ্বসাদুপগতপ্রকম্পয়া, কন্যয়েব নবদীক্ষয়া বরঃ ॥৭৩॥
পাকপাণ্ডুশরকাণ্ডগৌরয়োরুল্লসৎপ্রতিকৃতিপ্রসন্নয়োঃ।
রোহতীব তব গণ্ডলেখয়োশ্চন্দ্রবিম্বনিহিতাক্ষিচন্দ্রিকা ॥৭৪॥
লোহিতার্কমণিভাজনার্পিতং, কল্পবৃক্ষমধু বিভ্রতী স্বয়ম্।
ত্বামিয়ং স্থিতিমতীমুপস্থিতা, গন্ধমাদনবনাধিদেবতা ॥৭৫॥
আর্দ্রকেশরসুগন্ধি তে মুখং, রক্তমেব নয়নং স্বভাবতঃ।
পত্রলব্ধবসতিগুণান্তরং, বিলাসিনি কিং মদঃ করিষ্যতি ॥৭৬॥
মান্যভক্তিরথবা সখীজনঃ, সেব্যতামিদমনঙ্গদীপনম্।
ইত্যুদারমভিধায় শঙ্করস্তামপায়য়ত পানমম্বিকাম্ ॥৭৭॥
পার্ব্বতী তদুপযোগসম্ভবাং, বিক্রিয়ামপি সতীং মনোহরাম্।
অপ্রতর্ক্য-বিধিযোগনির্ম্মিতা, নম্রতেব সহকারিতাং যযৌ ॥৭৮॥
তৎক্ষণে বিপরিবর্ত্তিতহ্রিয়োর্বাঞ্ছতোঃ শয়নমিদ্ধরাগয়োঃ।
সা বভূব বশবর্ত্তিনী দ্বয়োঃ, শূলিনঃ সুবদনা মদস্য চ ॥৭৯॥
ঘূর্ণমাননয়নং স্খলদ্বচঃ, স্বেদবিন্দুমদকারণস্মিতম্।
আননেন ন তু তাবদীশ্বরশ্চক্ষুষা চিরমুমামুখং পপৌ ॥৮০॥

পাইতেছে ॥৬৯॥ ভ্রমরধ্বনিশূন্য কুমুদ, এই উল্লসিত পীতবর্ণ চন্দ্রপ্রভারস বহন করিতে অক্ষম হইয়াই যেন নিবন্ধন পর্য্যন্ত শীঘ্রই বিকসিত হইতেছে ॥৭০॥ হে চণ্ডি! পবন বহমান হইলে কল্পতরুলম্বিত বসন, পবিশুদ্ধ জ্যোৎস্না দ্বারা সংশয়িত রূপ ধারণ পূর্ব্বক বিপরিবর্ত্তিত হইয়া যেন চঞ্চল বলিয়া প্রকাশিত হইতেছে ॥৭১॥ তরুতলে নিপতিত পুষ্পতুল্য কোমল অঙ্গুলি দ্বারা উদ্ধৃত পত্র দ্বারা জর্জ্জর এই সকল চন্দ্রবিন্দু দ্বারা তোমার অলকাবলী সুশোভিত করিতে পারা যায় ॥৭২॥ হে মনোজ্ঞবদনে! নবদীক্ষিতা এবং ভয় হেতু প্রিয়সমীপাগতা কম্পনশীলা কন্যা যেমন যথাকালে বরের সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ এই তরলবিম্ব তারকাও শশীর সহিত মিলিত হইতেছে ॥৭৩॥ হে চন্দ্রবিম্বনিহিতলোচনে! পরিপাক দ্বারা পাণ্ডুবর্ণ, শরকাণ্ডের ন্যায় গৌরবর্ণ, উল্লসিত প্রতিকৃতি দ্বারা প্রসন্ন, তোমার কপোল-পত্রযুগল হইতে যেন সুবিমল চন্দ্রকিরণ উদিত হইতেছে ॥৭৪॥ প্রিয়ে! ত্রিভুবনের পূজনীয়া, অতএব গন্ধমাদনপর্ব্বতের এই বনাধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পবৃক্ষের মধু, লোহিতবর্ণ অর্কমণি-নির্ম্মিত পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে ॥৭৫॥ তোমার মুখ স্বভাবতই আর্দ্রকেশরের ন্যায় সুগন্ধবিশিষ্ট এবং নয়ন স্বভাবতই রক্তবর্ণ, এই স্থানে মদ যদিও স্থান লাভ করে, তথাপি ইহার কি গুণান্তর সম্পাদন করিতে পারিবে? ৭৬ ॥ অথবা তোমার প্রতি সম্মান ও ভক্তিকারিণী সখীজন অনঙ্গের উদ্দীপনকারক ইহা সেবন করুক, মহাদেব এইরূপ উদারবাক্য বলিয়া অম্বিকাকে মদিরাপান করাইলেন ॥৭৭॥ পার্ব্বতী মদপান-জনিত মনোহর বিকার প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে তিনি অতর্কণীয় বিধিযোগদ্বারা কৃতনম্রতার ন্যায় সহকারিণী হইলেন ॥৭৮॥ তখন সুবদনা পার্ব্বতী সমৃদ্ধরাগ, শয়নাভিলাষুক ও লজ্জাহীন হইয়া মদ ও মহাদেব এই উভয়ের বশবর্ত্তিনী হইলেন। তখন ঈশ্বর পার্ব্বতীর ঘূর্ণায়মান নয়নদ্বয়বিশিষ্ট বদন, স্বীয় আনন দ্বারা পান না করিয়া নিজ নয়ন দ্বারাই পান করিতে

তাং বিলম্বিতপানীয়মেখলামুদ্বহন্ জঘনভারদুর্ব্বহাম্।
ধ্যানসম্ভৃতিবিভূতিশোভিতং, প্রাবিশদ্ মণিশিলাগৃহং হরঃ ॥৮১॥
তত্র হংসধবলোত্তরচ্ছদং, জাহ্নবী-পুলিনচারুদর্শনম্।
অধ্যশেত শয়নং প্রিয়াসখঃ, শারদাভ্রমিব রোহিণীপতিঃ ॥৮২॥
ক্লিষ্টকেশমবলুপ্তচন্দনং, ব্যত্যয়ার্পিতনখং সমৎসরম্।
তস্য তচ্ছিদুরমেখলাগুণং, পার্ব্বতীরতমভূন্ন তৃপ্তয়ে ॥৮৩॥
কেবলং প্রিয়তমা দয়ালুনা, জ্যোতিষামবনতাসু পংক্তিষু।
তেন তৎপরিগৃহীতবক্ষসা, নেত্রমীলনকুতূহলং কৃতম্ ॥৮৪॥
স ব্যবুধ্যত তয়া নিশাক্ষয়ে, শাতকুম্ভকমলাকরঃ সমম্।
মূর্চ্ছনাপরিগৃহীতবংশিকৈঃ, কিন্নরৈঃ সমুপগীতমঙ্গলঃ ॥৮৫॥
তৌ ক্ষণং শিথিলিতোপগূহনৌ, দম্পতী রচিতমানসোর্ম্ময়ঃ।
পদ্মভেদপিশুনাঃ সিষেবিরে, গন্ধমাদনবনান্তমারুতাঃ ॥৮৬॥
ঊরুমূলনখমার্গরাজিভিস্তৎক্ষণং হৃতবিলোচনো হরঃ।
বাসসঃ প্রশিথিলস্য সংযমং, কুর্ব্বতীং প্রিয়তমামবারয়ৎ ॥৮৭॥
স প্রজাগরকষায়লোচনং, গাঢ়দন্তপদতাড়িতাধরম্।
আকুলালকমরংস্ত রাগবান্, প্রেক্ষ্য ভিন্নতিলকং প্রিয়ামুখম্ ॥৮৮॥
তেন ভিন্নবিষমোত্তরচ্ছদং, মধ্যপিণ্ডিতবিসূত্রমেখলম্।
নির্ম্মলেঽপি শয়নং নিশাত্যয়ে, নোজ্ঝিতং চরণরাগলাঞ্ছিতম্ ॥৮৯॥
স প্রিয়ামুখরসং দিবানিশং, হর্ষবৃদ্ধিজননং সিষেবিষুঃ।
দর্শনপ্রণয়িনামদৃশ্যতামাজগাম বিজয়ানিবেদনাৎ ॥ ৯০ ॥

লাগিলেন ॥৮০॥ তখন মহাদেব, আলম্বিত স্বর্ণমেখলাধারিণী পীন জঘনভারে দুর্ব্বহা পার্ব্বতীকে তুলিয়া বহন পূর্ব্বক ধ্যানার্থ কৃতবিভূতিশোভিত মণিশিলা-গৃহে প্রবেশ করিলেন ।৮১॥ জাহ্নবী-পুলিনের ন্যায় মনোজ্ঞদর্শন ও হংসের ন্যায় ধবলবর্ণ আস্তরণ-বিশিষ্ট শয্যায় রোহিণীপতি যেমন শারদীয় মেঘে শয়ন করেন, মহাদেবও প্রিয়ার সহিত সেইরূপ শয়ন করিলেন ॥৮২॥ সেখানে পার্ব্বতীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন, তাহাতে উমার কেশকলাপ আলুলিত হইল, চন্দন বিলুপ্ত হইল, মৎসর সহিত নখরার্পণে ক্ষত জন্মিল এবং মেখলা-গুণ ছিন্ন হইল, তথাপিও পার্ব্বতীর রতিসম্ভোগে শঙ্করের তৃপ্তিলাভ হইল না ॥৮৩॥ যখন জ্যোতিষ্কসমূহ অবনত হইল, তখন প্রিয়তমা সদয় মহাদেবকে বক্ষঃ-স্থলে গ্রহণ করিলেন, তিনি কৌতুকার্থ চক্ষু নিমীলিত করিয়া রহিলেন ॥৮৪॥ রজনীর অবসানে কিন্নর-গণ নিজ নিজ বংশীতে মূর্চ্ছনাস্বর পরিগ্রহণ করিয়া তাঁহার মঙ্গল গান করিতে লাগিল। তখন পার্ব্বতী তাঁহাকে জাগরিত করিলেন, তিনি কমলাকরের সহিত নয়ন উন্মীলন করিলেন ॥ ৮৫ ॥ তখন সেই দম্পতী উভয়ের আলিঙ্গনবসন শিথিল করিলেন, সেই সময়ে মানস-সরোবরের উর্ম্মি উৎপাদনকারী ও পদ্মভেদসূচক গন্ধমাদনের বনান্ত-মারুত তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিল ॥ ৮৬ ॥ তখন মহাদেব পার্ব্বতীর উরুমূলস্থিত নখচিহ্ন নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে পার্ব্বতী শিথিল বসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, মহাদেব অমনি তাহা নিবারণ করিলেন ॥৮৭॥ তখন পার্ব্বতীর লোচন জাগরণে লোহিতবর্ণ, অধর গাঢ় দন্তক্ষতবিশিষ্ট, তিলক ভগ্ন এবং অলক আকুল ও বিস্রস্ত হইয়াছিল, পার্ব্বতীর মুখ এইরূপ দেখিয়া মহাদেবের মানস মোহিত হইল ॥৮৮॥ নিশির অবসান হইয়া উত্তমরূপ আলোক-প্রকাশ হইলেও মহেশ্বর উন্নতাবনত বিষম ভাবপ্রাপ্ত আস্তরণ-বিশিষ্ট এবং মধ্যস্থলে ছিন্নসূত্র পিণ্ডা-কার মেখলা-সংযুক্ত চরণরাগে রঞ্জিত শয্যা পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না ॥৮৯॥ শঙ্কর হর্ষবৃদ্ধিজনক প্রিয়ামুখামৃত দিবানিশি পান করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, যখন কোন দর্শনেচ্ছুক ব্যক্তি উপস্থিত হইতেন,

সমদিবসনিশীথং সঙ্গিনস্তত্র শম্ভোঃ, শতমগমদৃতূনাং সার্দ্ধমেকা নিশেব ॥
ন চ সুরতসুখেভ্যশ্ছিন্নতৃষ্ণো বভূব, জ্বলন ইব সমুদ্রান্তর্গতস্তজ্জলেভ্যঃ ॥৯১॥

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ শিবয়োঃ সম্ভোগবর্ণনো নাম অষ্টমঃ সর্গঃ।

নবমঃ সর্গঃ

তথাবিধেঽনঙ্গরসপ্রসঙ্গে, মুখারবিন্দে মধুপঃ প্রিয়ায়াঃ।
সম্ভোগবেশ্ম প্রবিশন্তমন্তর্দদর্শ পারাবতমেকমীশঃ ॥ ১॥
সুকান্তকান্তামণিতানুকারং, কূজন্তমাঘূর্ণিতরক্তনেত্রম।
প্রস্ফারিতোন্নম্রবিনম্রকণ্ঠং, মুহুর্মুহুর্ন্যঞ্চিতচারুপুচ্ছম্ ॥২॥
বিশৃঙ্খলং পক্ষতিযুগ্মমীষদ্দধানমানন্দগতং মদেন।
শুভ্রাংশুবর্ণং জটিলাগ্রপাদমিতস্ততো মণ্ডলকৈশ্চরন্তম্ ॥৩॥
রতিদ্বিতীয়েন মনোভবেন, হ্রদাৎ সুধায়াঃ প্রবিগাহ্যমানাৎ।
তং বীক্ষ্য ফেনস্য চয়ং নবোত্থমিবাভ্যনন্দৎ ক্ষণমিন্দুমৌলিঃ ॥৪॥
তদাকৃতিং কামপি বীক্ষ্য দিব্যামন্তর্ভবচ্ছন্নবিহঙ্গমগ্নিম্।
বিচিন্তয়ন্ সংবিবেদে স দেবো, ভ্রূভঙ্গভীমশ্চ রুষা বভূব ॥৫॥
স্বরূপমাস্থায় ততো হুতাশস্ত্রাসস্খলৎকম্পকৃতাঞ্জলিঃ সন্।
প্রবেপমানোঽতিতরাং স্মরারিমিদং বচোঽব্যক্তমথাভ্যুবাচ ॥৬॥
অসি ত্বমেকো জগতামধীশঃ, স্বর্গৌকসাং ত্বং বিপদো নিহংসি।
অতঃ সুরেন্দ্রপ্রমুখাঃ প্রভো ত্বামুপাসতে দৈত্যবরৈর্বিধূতাঃ ॥ ৭ ॥

তখন বিজয়া গিয়া নিবেদন করিলে পর তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন দিতেন ॥৯০॥ সমুদ্রের অন্তর্গত বহ্নি যেমন তাহার জলপান করিয়া তৃপ্ত হয় না, সেইরূপ শম্ভু দিবানিশি সমভাবে পার্ব্বতীর সহিত শত ঋতু এক নিশার ন্যায় অতিবাহিত করিলেন। তথাপি তাঁহার সুরত-সুখ-তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইল না ॥৯১॥

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

প্রিয়ার মুখকমলের মধুকর সেই নানাবিধ অনঙ্গরসপ্রসঙ্গে বর্ত্তমান শঙ্কর,সম্ভোগনিকেতনে প্রবেশ-সময়ে একটী পারাবত দর্শন করিলেন ॥১॥ ঐ পারাবত মনোহর কান্তার রতি-কূজনের ন্যায় কূজন পূর্ব্বক কণ্ঠস্থল স্ফীত ও সন্নমিত করিয়া রক্তবর্ণ নেত্রদ্বয় আঘূর্ণিত এবং মনোহর পুচ্ছদেশ আনর্ত্তিত করিতেছিল॥২॥ উহার পক্ষদ্বয় বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত ছিল,অন্তর্গত মদদ্বারা ঈষৎ আনন্দ প্রকটিত হইতে-ছিল। উহার অগ্রপাদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বারা জটিল এবং বর্ণ শুভ্র। সে তথায় মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে-ছিল॥৩॥ রতিদ্বিতীয় মন্মথের সহিত বিগাহ্যমান সুধারসের হ্রদ হইতে নবোত্থিত ফেনচয়ের ন্যায় সেই পারাবতকে সন্দর্শন করিয়া চন্দ্রশেখর ক্ষণকালের নিমিত্ত আনন্দিত হইলেন॥৪॥ মহাদেব সেই মনোহর দিব্যাকৃতি পারাবত দর্শন পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন এবং ছল পূর্ব্বক বিহঙ্গমূর্ত্তিধারী অগ্নিকে জানিতে পারিয়া রোষভরে ভ্রূভঙ্গীরূপ ধারণ পূর্ব্বক ভীমদর্শন হইয়া উঠিলেন॥৫॥ তদনন্তর হুতাশন ত্রাসে কম্পিত-কলেবর ও কৃতাঞ্জলি হইয়া স্মরশাসনকে প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে বিভো! আপনি জগতের একমাত্র অধীশ্বর, আপনি স্বর্গবাসিগণের বিপদসমূহ বিনাশ করেন, অতএব হে যোগেশ!

ত্বয়া প্রিয়াপ্রেমবশংবদেন, শতং ব্যতীয়েহত্র ভবন্নৃতূণাম্।
রহঃস্থিতেন ত্বদনীক্ষণেন, দৈন্যং পরং প্রাপ সুরৈঃ সুরেন্দ্রঃ ॥ ৮ ॥
ত্বদীয়সেবাবসরপ্রতীক্ষৈরভ্যর্থিতঃ শক্রমুখৈঃ সুরৈস্ত্বাম্।
উপাগতোহন্বেষ্টুমহং বিহঙ্গরূপেণ বিদ্বন সময়োচিতেন ॥ ৯ ॥
ইতি প্রভো চেতসি সম্প্রধার্য্য, তং নোঽপরাধং ভগবন্ ক্ষমস্ব।
পরাভিভূতা বদ কিং ক্ষমন্তে, কালাতিপাতং শরণার্থিনোহমী ॥ ১০ ॥
প্রভো প্রসীদাথ সৃজাশু পুত্রং, সংপ্রাপ্য সেনান্যমসৌ সুরেন্দ্রঃ।
স্বর্গৈকলক্ষ্মীপ্রভুতামবাপ্য, জগত্রয়ং পাতি তব প্রসাদাৎ ॥ ১১ ॥
স শঙ্করস্তামিতি জাতবেদোবিজ্ঞাপনার্থবতীং নিশম্য।
অভূৎ প্রসন্নঃ পরিতোষয়ন্তি, গীর্ভির্গিরীশা রুচিরাভিরীশম্ ॥ ১২ ॥
প্রসন্নচেতা মদনান্তকারঃ, স তারকারের্জয়িনো ভবায়।
শক্রস্য সেনাধিপতের্জয়ায়, ব্যচিন্তয়চ্চেতসি ভাবি কিঞ্চিৎ ॥ ১৩ ॥
যুগান্তকালাগ্নিমিবাবিষহ্যং, পরিচ্যুতং মন্মথরঙ্গভঙ্গাৎ।
রতান্তরেতঃ স হিরণ্যরেতস্যপোর্দ্ধরেতাস্তদমোঘমাধাৎ ॥ ১৪ ॥
অথোষ্ণবাষ্পানিলদূষিতাস্যং, বিশুদ্ধমাদর্শমিবাত্মদেহম্।
বভার ভূয়া সহসা পুরারিরেতঃপরিক্ষেপবিবর্ণমগ্নিঃ ॥ ১৫ ॥
ত্বং সর্ব্বভক্ষ্যো ভব ভীমকর্ম্মা, কুষ্ঠাভিভূতোহনলধূমগর্ভঃ।
ইত্থং শশাপাদ্রিসুতা হুতাশং, তথা রতানন্দসুখস্য ভঙ্গাৎ ॥ ১৬ ॥
দক্ষস্য শাপেন শশী ক্ষয়ায়, প্রুষো হিমেনেব সরোজকোষঃ।
বহন্ বিরূপং বপুরুগ্ররেতশ্চয়েন বহ্নিঃ কিল নির্জগাম ॥ ১৭ ॥

ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গ দৈত্যগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া আপনার উপাসনা করিতেছেন ॥ ৬-৭ ॥ আপ
প্রিয়ার প্রেমাবেশবশে থাকিয়া শত ঋতু অতিবাহিত করিলেন; আপনি নির্জ্জনে অবস্থিত, অতএ
সুরগণের সহিত সুররাজ আপনার দর্শন না পাইয়া অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন ॥ ৮ ॥ হে সর্ব্বজ্ঞ
আপনার সেবার নিমিত্ত অবসরপ্রত্যাকাঙ্ক্ষী ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার নিকট প্রার্থনা করিলে, আ
সময়োচিত বিহঙ্গরূপ ধারণ করিয়া আপনার অন্বেষণের নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি ॥ ৯ ॥ অত
এব হে ভগবন্! হে প্রভো! এই সকল মনে মনে বিবেচনা করিয়া আমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করুন
সকল দেবতাই আপনার শরণার্থী, আমরা শত্রু কর্ত্তৃক পরাভূত; অতএব আর কালাতিপাত স
করিতে পারিতেছি না ॥ ১০ ॥ প্রভো! প্রসন্ন হইয়া একটী পুত্র সৃষ্টি করুন, সুররাজ তাঁহাকে সেন
পতি করিয়া স্বর্গলক্ষ্মীর প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপনার প্রসাদে ত্রিজগৎ পালন করিবেন ॥ ১১ ॥ শঙ্ক
তখন হুতাশনের সেই অর্থবতী প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং গিরীন্দ্রগণ মনোহর স্তুতিবাক
তাঁহার পরিতোষ সাধন করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ সেই প্রসন্নচিত্ত মদনান্তকারী শঙ্কর জয়শীল তার
কারির উৎপত্তির নিমিত্ত এবং ইন্দ্র-সেনাপতির জয়ার্থ মনে মনে কোন ভাবি বিষয়ের চিন্তা করিত
লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ তখন উর্দ্ধরেতা মহাদেবের মদজনিত রঙ্গভঙ্গ হেতু যুগান্তকালাগ্নির ন্যায় অসহনী
রতান্তরেতঃক্ষরণ হইল। তিনি হিরণ্যরেতা বহ্নিতে সেই শুক্র নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৪ ॥ তৎক্ষণা
স্মরারির অমোঘবীর্য্য নিক্ষেপ হেতু অগ্নির আদর্শতুল্য বিশুদ্ধদেহ সহসা উষ্ণ বাষ্প ও অনিলে দূষিত হইয়
অতিশয় বিবর্ণভাব প্রাপ্ত হইল ॥ ১৫ ॥ তখন সুরতজনিত আনন্দভঙ্গ হওয়াতে শৈলসুতা ক্রোধভ
অগ্নিকে নিদারুণ অভিশাপ দিলেন যে, "তোমার কর্ম্ম অতিশয় গর্হিত ও ভয়ঙ্কর, অতএব তুমি সর্ব
ভক্ষক, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ও ধূমগর্ভ হও" ॥ ১৬ ॥ দক্ষের অভিশাপে চন্দ্রের ক্ষয়রোগ ও হিমদা
পদ্মকোষের দহনের ন্যায় বহ্নি তখন ঐ প্রকার বিরূপদেহ ধারণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন ॥ ১৭

স পাবকালোকনভো বিলক্ষাং, স্মরত্রপাম্মেরবিনম্রবক্ত্রাম্।
বিনোদয়ামাস গিরীন্দ্রপুত্রীং, শৃঙ্গারগর্ভৈর্মধুরৈর্বচোভিঃ ॥ ১৮ ॥
হরো বিকীর্ণং ঘনঘর্ম্মতোয়ৈর্নেত্রাঞ্জনাঙ্কং হৃদয়প্রিয়ায়াঃ।
দ্বিতীয়কৌপীনচলাঞ্চলেন, হরন্মুখেন্দোরলকান্তিনোহস্তাঃ ॥ ১৯ ॥
মন্দেন স্বিন্নাঙ্গুলিনা করেণ, কম্পেন তস্যা বদনারবিন্দম্।
পরামৃশন্ ঘর্ম্মজলং জহার, হরঃ সহেলং ব্যজনানিলেন ॥ ২০ ॥
রতিশ্লথং তৎকবরীকলাপমংসাবসক্তং বিগলৎপ্রসূনম্।
স পারিজাতোদ্ভবপুষ্পময্যা, স্রজা ববন্ধামৃতমূর্ত্তিমৌলিম্ ॥ ২১ ॥
কপোলপাল্যাং মৃগনাভিচিত্রপত্রাবলীমিন্দুমুখঃ সুমুখ্যাঃ।
স্মরস্য সিদ্ধস্য জগদ্বিমোহমন্ত্রাক্ষরশ্রেণীমিবোল্লিলেখ ॥ ২২ ॥
রথস্য কর্ণাবভি তন্মুখস্য, তাটঙ্কচক্রদ্বিতীয়ং ন্যধাৎ সঃ।
জগজ্জিগীষুর্বিষমেষুরেষ, ধ্রুবং যমারোহতি পুষ্পচাপঃ ॥ ২৩ ॥
তস্যাঃ স কণ্ঠেঽভিঘনস্তনং যাং, ন্যধত্ত মুক্তাফলহারবল্লীম্।
স চাপমেরুদ্বিতয়স্য মূর্দ্ধ্নি, স্থিতস্য গঙ্গৌঘযুগস্য লক্ষ্মীম্ ॥ ২৪ ॥
নখব্রণশ্রেণীধরে ববন্ধ, নিতম্ববিম্বে রশনাকলাপম্।
চলৎস্বচেতোমৃগবন্ধনায়, মনোভবঃ পাশমিব স্মরারিঃ ॥ ২৫ ॥
ভালেক্ষণাগ্নৌ স্বয়মঞ্জনং স, ত্যক্ত্বা দৃশোঃ সাধু নিবেশ্য তস্যাঃ।
নবোৎপলাক্ষ্যাঃ পুলকোপগূঢ়ঃ, কণ্ঠে বিলীনেঽঙ্গুলিমুজ্জঘর্ষ ॥ ২৬
অলক্তকং পাদসরোরুহাগ্রে, সরোরুহাক্ষ্যাঃ কিল সন্নিবেশ্য।
স্বমৌলিগঙ্গাসলিলেন হস্তারুণত্বমক্ষালয়দিন্দুমৌলিঃ ॥ ২৭ ॥
ভস্মানুলিপ্তে বপুষি স্বকীয়ে, সহেলমাদর্শতলং বিমৃজ্য।
নেপথ্যলক্ষ্মীপরিভাবনার্থমদর্শয়জ্জীবিতবল্লভাং সঃ ॥ ২৮ ॥

তখন মহেশ্বর বহ্নিকে তদবস্থ দর্শন করিয়া লজ্জাবশে ঈষৎহাস্যবিশিষ্ট ও নম্রমনা গিরিসুতাকে শৃঙ্গারগর্ভ বিবিধ মনোহর বাক্য দ্বারা চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ মহাদেব স্বীয় দ্বিতীয় কৌপীনাঞ্চল দ্বারা প্রিয়ার অকলঙ্ক মুখচন্দ্রের ঘন ঘন প্রদত্ত স্বেদবিন্দুদ্বারা বিকীর্ণ কজ্জলচিহ্ন প্রোঞ্ছিত করিয়া দিলেন এবং ধীরে ধীরে স্বীয় স্বিন্নাঙ্গুলিবিশিষ্ট কম্পান্বিত কর দ্বারা পার্ব্বতীর মুখারবিন্দ হইতে স্বেদবারি মুছাইয়া দিয়া ব্যজনসঞ্চালন দ্বারা সুশীতল বায়ু যোজন পূর্ব্বক তাঁহাকে সুস্থ করিলেন ॥ ১৯-২০ ॥ সেই শশিশেখর পার্ব্বতীর রতিরঙ্গে শিথিল গলিতপুষ্প ও স্কন্ধ-নিপতিত কবরীকলাপ, পারিজাত কুসুমমালাদ্বারা বন্ধন করিয়া দিলেন ॥ ২১ ॥ চন্দ্রানন স্মরশাসন সেই সুমুখীর কপোলতটে মৃগনাভি-চিত্রিত পত্রাবলী স্মরের সিদ্ধাক্ষর জগদ্-বিমোহন অক্ষরাবলীর ন্যায় অঙ্কিত করিয়া দিলেন ॥ ২২ ॥ অনন্তর মহাদেব তাঁহার কর্ণদ্বয়ে তাটঙ্কদ্বয় সন্নিবেশিত করিলেন। তাহা জগজ্জয়েচ্ছুক পুষ্পধন্বার রথের চক্রদ্বয় হইল, তাহাতে সে মুখরূপ রথে আরোহণ পূর্ব্বক জগজ্জয় করিতে সমর্থ হইবে ॥ ২৩ ॥ তিনি পার্ব্বতীর কণ্ঠে মুক্তাফলের মালা স্তনদ্বয়ের উপর দিয়া লম্বিত করিয়া দিলেন, সেই মালা মেরুগিরির শৃঙ্গদ্বয়ের উপরিস্থিত গঙ্গাপ্রবাহ-যুগলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল ॥ ২৪ ॥ ত্রিপুরঘাতন পার্ব্বতীর নখক্ষতশ্রেণিবিশিষ্ট নিতম্ববিম্বে রশনাদাম বন্ধন করিয়া দিলেন, তাহা নিজচিত্তরূপ মৃগের বন্ধনের নিমিত্ত মন্মথের পাশস্বরূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ২৫ ॥ আপনার ললাটস্থিত অগ্নিতে স্বয়ং অঞ্জন প্রস্তুত করত সেই নবোৎপলাক্ষীর যুগল-নয়নে তাহা নিবেশিত করিয়া, তৎকর্ত্তৃক পুলকে আলিঙ্গিত হইয়া অতিশয় নীলবর্ণ নিজকণ্ঠে অঙ্গুলি ঘর্ষণ করিলেন ॥ ২৬ ॥ শঙ্কর সেই সরোজাক্ষীর চরণ-সরোজের অগ্রভাগে অলক্তকরস অঙ্কিত করিয়া স্বীয় মস্তকস্থিত পবিত্র গঙ্গাসলিলে হস্তের অরুণত্ব প্রক্ষালন করিলেন ॥ ২৭ ॥ তিনি স্বীয় ভস্মানুলিপ্ত দেহে আদর্শতল ঘর্ষণ পূর্ব্বক মার্জ্জন

প্রিয়েণ দত্তে মণিদর্পণে চ, সম্ভোগচিহ্নং স্ববপুর্বিভাব্য।
ত্রপাবতী তত্র ঘনানুরাগং, রোমাঞ্চদম্ভেন বহির্বভার॥ ২৯॥
নেপথ্যলক্ষ্মীং দয়িতোপক্লৃপ্তাং, স স্মেরমাদর্শতলে বিলোক্য।
অমংস্ত সৌভাগ্যবতীষু ধুর্য্যমাত্মানমুদ্ধৃতবিলক্ষতা সা॥ ৩০॥
অন্তঃ প্রবিশ্যাবসরেঽথ তত্র, স্নিগ্ধে বয়স্যে বিজয়া জয়া চ।
উমাং তদোপাচরতাং কলাভাং, দূরে স্থিতাং তাং শশিখণ্ডমৌলেঃ॥ ৩১॥
ব্যধুর্বহির্মঙ্গলগানমুচ্চৈর্বৈতালিকাশ্চিত্রিতচারুবেদ্যাম্।
জগুশ্চ গন্ধর্ব্বগণাঃ স শঙ্খধ্বনিঃ প্রমোদায় পিনাকপাণেঃ॥ ৩২॥
ততঃ স সেবাবসরে সুরাণাং, গণাস্তদালোকনতৎপরাণাম্।
দ্বারি প্রবিশ্য প্রণতোঽথ নন্দী, নিবেদয়ামাস কৃতাঞ্জলিঃ সন্॥ ৩৩॥
মহেশ্বরো মানসরাজহংসীং, করে দধানস্তনয়াং হিমাদ্রেঃ।
সম্ভোগলীলালয়তঃ সহেলং, হসন্ বহিস্তানভি নির্জ্জগাম॥ ৩৪॥
ক্রমান্মহেন্দ্রপ্রমুখাঃ প্রণেমুঃ, শিরোনিবদ্ধাঞ্জলয়ো মহেশম্।
প্রালেয়শৈলাধিপতেস্তনূজাং, দেবীঞ্চ লোকত্রয়মাতরং তে॥ ৩৫॥
যথাগতং তান্ বিবুধান্ বিসৃজ্য, প্রসাদমানক্রিয়য়া প্রতস্থে।
স নন্দিনা দত্তভুজোঽধিরুহ্য, বৃষং বৃষাঙ্কঃ সহ শৈলপুত্ত্র্যা॥ ৩৬॥
মনোঽতিবেগেন ককুদ্মতা স, প্রতিষ্ঠমানো গগনাধ্বনোঽনন্তঃ।
তৌ পারিজাতপ্রসবপ্রভঙ্গো, মরুৎ সিষেবে গিরিজাগিরীশৌ॥ ৩৭॥
পিনাকিনাপি স্ফটিকাচলেন্দ্রঃ, কৈলাসনামা কলিতাম্বরাংশঃ।
ধৃতার্দ্ধসোমোদ্ধৃতভোগভোগো, বিভূতিধারী স্ব ইব প্রপেদে॥ ৩৮॥
বিলোক্য যত্র স্ফটিকস্য ভিত্তৌ, সিদ্ধাঙ্গনাঃ স্বং প্রতিবিম্বমারাৎ।
ভ্রান্ত্যা পরস্যাভিমুখী ভবন্তি, প্রিয়েষু মানগ্রহিলা নমৎসু॥ ৩৯॥

করিয়া বিভূষণ-শোভা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণ-প্রেয়সীর সম্মুখে ধারণ করিলেন॥ ২৮॥ প্রাণ-বল্লভ মণিদর্পণ অর্পণ করিলে তাহাতে নিজদেহে সম্ভোগ-চিহ্ন দর্শন করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন, তখন স্বীয় গাঢ় অনুরাগ রোমাঞ্চচ্ছলে বহির্ভাগে ধারণ করিলেন॥ ২৯॥ পার্ব্বতী লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বল্লভ-বিরচিত স্বীয় সজ্জার শোভা আদর্শতলে ঈষৎ হাস্য সহকারে অবলোকন করিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবতীগণের শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিলেন॥ ৩০॥ এই অবসরে প্রিয়বয়স্যা বিজয়া ও জয়া উভয়ে মধ্যভাগে প্রবেশ পূর্ব্বক শশিশেখরের দূরস্থিতা পার্ব্বতীর সেবা করিতে লাগিলেন॥ ৩১॥ তখন বাহিরে বৈতালিকগণ চিত্রিত চারুবেদিতে মঙ্গলগান আরম্ভ করিয়া দিল। গন্ধর্ব্বগণ পিনাকপাণির প্রমোদের নিমিত্ত শঙ্খধ্বনির সহিত গান করিতে লাগিল॥ ৩২॥ তখন মহাদেবকে অবলোকন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র দেবতাগণের স্বীয় সেবার অবসরসময়ে নন্দী দ্বারে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রণত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদের সেবা-প্রার্থনা নিবেদন করিতে লাগিলেন॥৩৩॥ মহেশ্বর সম্ভোগলীলাসম্পাদনের পর মানসরাজহংসীর ন্যায় শৈলরাজসুতার করধারণ পূর্ব্বক হাস্যসহকারে হেলিয়া দুলিয়া দেবতাগণের অভিমুখে বহির্গত হইলেন॥৩৪॥ অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ ক্রমে ক্রমে আসিয়া শিরে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক মহেশ্বরকে এবং ত্রিলোকজননী হিমালয়তনুজা দেবী উমাকে প্রণাম করিলেন॥ ৩৫॥ অনন্তর বৃষধ্বজ সেই দেবতাগণকে প্রসাদ প্রদান পূর্ব্বক বিদায় দিয়া নন্দীর ভুজাবলম্বনে বৃষে আরোহণপূর্ব্বক পার্ব্বতীর সহিত প্রস্থান করিলেন॥৩৬॥ তৎপরে মনস্তুল্য অতিবেগশালী বৃষ দ্বারা গগনপথে গমন পূর্ব্বক গিরিজা এবং গিরিশ পারিজাতপুষ্পসঙ্গী সমীরণ সেবন করিতে লাগিলেন॥ ৩৭॥ অনন্তর পিনাকপাণি, আকাশস্পর্শী অর্দ্ধচন্দ্রধারী এবং ভুজঙ্গদেহধারী ঐশ্বর্য্যধর নিজদেহতুল্য কৈলাস-নামক স্ফটিকাচলে উপস্থিত হইলেন॥ ৩৮॥ এই কৈলাসে অভিমানিনী সিদ্ধাঙ্গনাগণ নিজ নিজ বল্লভগণ প্রণত হইলে দূর হইতে স্ফটিকের ভিত্তিতে স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া ভ্রান্তিবশতঃ পরের

সুবিম্বিতস্য স্ফটিকাংশুগুপ্তেশ্চন্দ্রস্য চিহ্নপ্রকরঃ করোতি।
গৌর্য্যার্পিতস্যেব রসেন যত্র, কস্তূরিকাস্থানকুলস্য লীলাম্॥ ৪০॥
যদীয়ভিত্তৌ প্রতিবিম্বিতাঙ্গমাত্মানমালোক্য রুষা করীন্দ্রাঃ।
মত্তাঙ্গনাগভ্রমতোঽতিভীমদন্তাভিঘাতব্যসনং বহন্তি॥ ৪১॥
নিশাসু যত্র প্রতিবিম্বিতানি, তারাকুলানি স্ফটিকালয়েষু।
দৃষ্ট্বা রতান্তচ্যুততারহারমুক্তাভ্রমং বিভ্রতি সিদ্ধবধ্বঃ॥ ৪২॥
নভশ্চরী মণ্ডনদর্পণশ্রীঃ, সুধানিধির্মূর্দ্ধনি যস্য তিষ্ঠন্।
অনর্ঘ্যচূড়ামণিতামুপৈতি, শৈলাধিরাজস্য শিবালয়স্য॥ ৪৩॥
সমীয়িবাংসো রহসি স্মরার্ত্তা, রিরংসবো যত্র সুরাঃ প্রিয়াভিঃ।
একাকিনোঽপি প্রতিবিম্বভাজো, বিভান্তি ভূয়োভিরিবান্বিতাঃ স্বৈঃ॥ ৪৪॥
দেবোঽপি গৌর্য্যা সহ চন্দ্রমৌলির্যদৃচ্ছয়া স্ফটিকশৈলশৃঙ্গে।
শৃঙ্গারচেষ্টাভিরনারতাভির্মনোহরাভির্ব্যহরচ্চিরায়॥ ৪৫॥
দেবস্য তস্য স্মরসূদনস্য, হস্তং সমালম্ব্য সুবিভ্রমশ্রীঃ।
সা নন্দিনা বেত্রভৃতোপদিষ্টমার্গং পুরোগেন কলং চচাল॥ ৪৬॥
চলদ্বিষাণো বিকটাঙ্গভঙ্গঃ, স দন্তুরঃ শুষ্কসুতীক্ষ্ণতুণ্ডঃ।
ভ্রুবোপদিষ্টঃ স তু শঙ্করেণ, তস্যা বিনোদায় ননর্ত্ত ভৃঙ্গী॥ ৪৭॥
কণ্ঠস্থলীলোলকপালমালা, দংষ্ট্রা-করালাননমভ্যনৃত্যৎ।
প্রীতেন তেন প্রভুণা প্রণুন্না, কালী কলত্রস্য মুদে প্রিয়স্য॥ ৪৮॥
ভয়ঙ্করৌ তৌ বিকটং নটন্তৌ, বিলোক্য বালা ভয়বিহ্বলাঙ্গী।
সরাগমুৎসঙ্গমনঙ্গশত্রোর্গাঢ়ং প্রসহ্য স্বয়মালিলিঙ্গ॥ ৪৯॥
উত্তুঙ্গপীনস্তনপীড়পীড়ং, স সম্ভ্রমং তৎপরিরম্ভমীশঃ।
প্রপদ্য সদ্যঃ পুলকোপগূঢ়ঃ, স্মরেণ রূঢপ্রমদো মমাদ॥ ৫০॥

অভিমুখী হইয়া থাকে॥ ৩৯॥ এখানে স্ফটিক-কিরণ-গুপ্তিবিশিষ্ট সুবিম্বিত চন্দ্রের চিহ্ন সমূহ, রস দ্বারা গৌরীকর্ত্তৃক অর্পিত কস্তূরিকার লীলা প্রকাশ করিতেছে॥ ৪০॥ ঐ স্ফটিক-ভিত্তিতে করীন্দ্রগণ প্রতিবিম্বিত স্ব স্ব আকৃতি অবলোকন করিয়া প্রমত্ত অন্য হস্তী ভ্রমে অতি ভয়ঙ্কররূপে দন্তাঘাত করিলে স্বীয় মুখ ও দন্তে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছে॥ ৪১॥ এখানে সিদ্ধ-বধূগণ নিশাযোগে স্ফটিকালয়-সমূহে প্রতিবিম্বিত নক্ষত্র-সকল দর্শন করিয়া রতিকাল-বিচ্যুত মুক্তাহার ভ্রমে ধারণ করিতে উদ্যত হইতেছে॥ ৪২॥ ইহার শিরোভাগে অবকাশচর দর্পণরূপ সুধাকর শিবনিকেতনরূপ শৈলাধিরাজের অমূল্য চূড়ামণিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে॥ ৪৩॥ স্মরপীড়িত সুরগণ, প্রিয়ার সহিত নির্জ্জনে মিলিত হইয়া এক হইয়াও বহুতর প্রতিবিম্ব দ্বারা বহুতর নিজ দেহ প্রকাশিত করিয়া থাকেন॥ ৪৪॥ চন্দ্রমৌলি স্ফটিক-শৈলশিখরে যদৃচ্ছাক্রমে গৌরীর সহিত অবিরত বহুবিধ মনোহর সুরত-চেষ্টা দ্বারা বহুকাল বিহার করিয়াছিলেন॥ ৪৫॥ মনোহর বিহারশালিনী গৌরী সেই স্মরঘাতন দেবদেবের হস্ত অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্রগামী বেত্রধারী নন্দী কর্ত্তৃক উপদিষ্ট মার্গে কলধ্বনিসহকারে গমন করিয়াছিলেন॥ ৪৬॥ মহাদেব ভ্রূভঙ্গীর দ্বারা ইঙ্গিত করিলে শুষ্ক ও সুতীক্ষ্ণ দেহধারী ভৃঙ্গী পার্ব্বতীর মনোবিনোদনের নিমিত্ত স্বীয় শৃঙ্গসঞ্চালন পূর্ব্বক বিকট অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন॥ ৪৭॥ নিজ প্রিয় প্রভু মহেশ্বর প্রীত হইয়া আদেশ করিলে কালী তাঁহার কলত্রের প্রমোদের নিমিত্ত কণ্ঠস্থলীস্থিত কপালমালা সঞ্চালিত করিয়া করালদংষ্ট্রাবিশিষ্ট আননভঙ্গী সহকারে নৃত্য করিয়াছিলেন॥ ৪৮॥ ভৃঙ্গী ও কালী ভয়ঙ্কররূপে নৃত্য করিলে তদ্দর্শনে বালা পার্ব্বতী ভয়ে বিহ্বলাঙ্গী হইয়া অনঙ্গশত্রুর উৎসঙ্গে যাইয়া স্বয়ং গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন॥ ৪৯॥ তখন পার্ব্বতী স্থূল ও অত্যুচ্চ স্তন-যুগল নিপীড়িত করিয়া সসম্ভ্রমে আলিঙ্গন করিলে

ইতি গিরিসুতয়া বিলাসলীলাবিবিধবিভঙ্গিভিরেব তোষিতঃ সন্।
অমৃতকরশিরোমণির্গিরাব্রে, কৃতবসতির্বশিভির্গণৈর্নন্দ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ কৈলাসগমনো নাম নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯

দশমঃ সর্গঃ

আসসাদ সুনাসীরং সদসি ত্রিদশৈঃ সহ। গত্বা ত্রৈয়ম্বকং তীব্রং বহন্ বহ্নির্মুহুর্মুহুঃ ॥ ১ ॥
সহস্রেণ দৃশামীশো হ্যসদাং সোঽতিসাদরম্। দুর্দর্শনং দদর্শাগ্নিং ধূম্রধূমিতমণ্ডলম্ ॥ ২ ॥
দৃষ্ট্বা তথাবিধং বহ্নিমিন্দ্রঃ ক্ষুব্ধেন চেতসা। ব্যচিন্তয়চ্চিরং কিঞ্চিৎ কন্দর্পদ্বেষিরোষজম্ ॥ ৩ ॥
স্রবজ্জলমুখৈর্দেবৈর্বীক্ষ্যমাণঃ ক্ষণং ক্ষণম্। উপাবিশৎ সুরেন্দ্রেণাদিষ্টঃ সাদরমাসনম্ ॥ ৪ ॥
হব্যবাহ ত্বয়াসাদি সুমহদ্দুর্দশা কুতঃ। ইতি পৃষ্টঃ সুরেন্দ্রেণ স নিশ্বস্য বচোঽবদৎ ॥ ৫ ॥
অনতিক্রমণীয়াৎ তে শাসনাৎ সুরনায়ক। অতিগৌরীরতাসক্তং জগাম তং মহেশ্বরম্ ॥ ৬ ॥
পারাবতং বপুঃ প্রাপ্য বেপমানোঽতিসাধ্বসাৎ। কালস্যেব স্মরারাতেরুপান্তমহমাসদম্ ॥ ৭ ॥
দৃষ্ট্বা ছদ্মবিহঙ্গমং মাং সুজ্ঞো বিজ্ঞো বিজ্ঞানভৃৎ। জ্বলদ্ভালানলে হোতুং কপোতোঽয়মমন্যত ॥৮॥
বচোভির্মধুরৈঃ সার্থৈর্বিনম্রেণ ময়া স্তুতঃ। প্রীতিমানভবদ্দেবঃ স্তোত্রং কস্য ন তুষ্টয়ে ॥ ৯ ॥
শরণ্যঃ সকলত্রাতা মামত্রায়ত শঙ্করঃ। ক্রোধাগ্নের্জ্বলতো গ্রাসত্রাসতো দুর্নিবারতঃ ॥ ১০ ॥

মহেশ্বর তৎক্ষণাৎ পুলকিত হইয়া মদন কর্ত্তৃক সঞ্জাত মদে অত্যন্ত মত্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥ এইরূপে গিরিসুতা বিবিধ বিলাসচেষ্টা দ্বারা সন্তোষিত করিলে চন্দ্রশেখর স্বীয় গণসমূহের সহিত সেই গিরিবর কৈলাসে পরমসুখে বাস করিয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

নবম সর্গ সমাপ্ত।

অনন্তর অগ্নি সেই তীব্রতর মহৎ মাহেশ্বর তেজঃ বহন পূর্ব্বক দেবতাগণে পরিবেষ্টিত সুররাজের সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥ তখন দেবরাজ ইন্দ্র ধূম্রবর্ণ প্রধূমিত-মণ্ডলবিশিষ্ট দুর্দর্শন বহ্নিকে সহস্রনেত্র দ্বারা অতিশয় আদর সহকারে দর্শন করিলেন ॥ ২ ॥ ইন্দ্র অগ্নিকে তথাবিধ দর্শন করিয়া সংক্ষুভিত-চিত্তে কন্দর্প-শত্রুর ক্রোধজাত কোন বিষয় সংঘটিত হইয়া থাকিবে, এইরূপ অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥ অগ্নিকে দেখিয়া দেবগণের মুখ দ্বারা জলস্রাব হইতে লাগিল, তাঁহারা ক্ষণে ক্ষণে অগ্নির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ আদরপূর্ব্বক আদেশ প্রদান করিলে তিনি আসনে উপবেশন করিলেন ॥ ৪ ॥ "হে হব্যবাহন! তুমি এরূপ সুমহতী দুর্দশা কোথা হতে প্রাপ্ত হইলে?" সুরেন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ হে সুরনায়ক! আপনার অনতিক্রমণীয় আদেশ হেতু আমি গৌরী-সুরতে অতিশয়িতরূপে আসক্ত মহেশ্বরের নিকট গমন করিলাম ॥ ৬ ॥ আমি পারাবতরূপ ধারণ পূর্ব্বক অতিশয় ভয়হেতু কম্পিত-কলেবরে কালের ন্যায় স্মররিপুরসন্নিহিত দেশে উপস্থিত হইলাম ॥ ৭ ॥ সেই সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানী পুরুষ আমাকে কপট বিহঙ্গদেহধারী জানিয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে জাজ্বল্যমান ললাটাগ্নিতে হোম করিবার নিমিত্ত মানস করিলেন ॥ ৮ ॥ আমি অতিশয় নম্রতা সহকারে অর্থযুক্ত সুমধুর বাক্য দ্বারা তাঁহার স্তুতি করিলাম, তাহাতে তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, যেহেতু, স্তব করিলে কোন্ ব্যক্তি না সন্তুষ্ট হইয়া থাকে? ৯ ॥ শরণ্যসকলের পরিত্রাতা শঙ্কর, আমাকে সেই

পরিহৃত্য পরীরম্ভরভসং দুহিতুর্গিরেঃ। কামকেলিরসোৎসেকাদ্‌ব্রীড়য়া বিররাম সঃ॥ ১১॥
রঙ্গভঙ্গচ্যুতং রেতস্তদমোঘং সুদুর্দ্ধরম্‌। ত্রিজগদ্দাহকং সদ্যো মদ্‌বিগ্রহমধি ন্যধাৎ॥ ১২॥
তেনাহং দুর্বিষহ্যেণ তেজসা দহনাত্মনা। নির্দগ্ধমাত্মনো দেহং দুর্বহং বোঢ়ুমক্ষমঃ॥ ১৩॥
রৌদ্রেণ দহ্যমানস্য উগ্রেণাতি মহীয়সা। মম প্রাণপরিত্রাণপ্রগুণো ভব বাসব॥ ১৪॥
ইতি শ্রুত্বা বচো বহ্নেঃ পরিতাপোপশান্তয়ে। হেতুং বিচিন্তয়ামাস মনসা বিবুধেশ্বরঃ॥ ১৫॥
তেজোদগ্ধানি গাত্রাণি পাণিনাস্য পরামৃশন্‌। কিঞ্চিৎ কৃপীটযোনিং তং দিবস্পতিরভাষত॥ ১৬॥
প্রীতঃ স্বাহাস্বধাহন্তকারৈঃ প্রীণয়সে স্বয়ম্‌। দেবান্‌ পিতৄন্‌ মনুষ্যাংস্ত্বমেকস্তেষাং মুখং যতঃ॥ ১৭॥
ত্বয়ি জুহ্বতি হোতারঃ হবীংষি ধ্বস্তকল্মষাঃ। ভুঞ্জতে স্বর্গমেকস্ত্বং স্বর্গপ্রাপ্তৌ হি কারণম্‌॥ ১৮॥
হবীংষি মন্ত্রপূতানি হুতাশ ত্বয়ি জুহ্বতঃ। তপস্বিনস্তপঃসিদ্ধিং যান্তি ত্বং তপসঃ প্রভুঃ॥ ১৯॥
নয়সে হুতমর্কায় স পর্য্যন্যোঽভিবর্ষতি। ততোঽন্নানি প্রজায়ন্তে তেনাসি তপতঃ পিতা॥ ২০॥
অন্তশ্চরোঽসি ভূতানাং তানি ত্বদ্বলবন্তি চ। ত্বত্তো জীবিতভূয়স্ত্বং জগতঃ প্রাণদোঽসি তৎ॥ ২১॥
অমীষাং সুরসৈন্যানাং ত্বমেকোঽর্থসমর্থনে। বিপদোঽপি পদং শ্লাঘ্যোঽপকারয়তি নো হি সঃ॥২২॥
দেবী ভাগীরথী পূর্ব্বং ভক্ত্যাস্মাভিঃ প্রতোষিতা। নিমজ্জতস্তবোদীর্ণং তাপং নির্ব্বাপয়িষ্যতি॥ ২৩॥
গঙ্গাং তদ্‌গচ্ছ মা কার্ষীর্বিষাদং হব্যবাহন। অর্থেষবশ্যকার্য্যেষু সিদ্ধয়ে ক্ষিপ্রকারিতা॥ ২৪॥
শম্ভোরম্ভোময়ী মূর্ত্তিঃ সৈব দেবী সুরাপগা। ত্বত্তঃ স্মরদ্বিষো বীজং দুর্দ্ধরং ধারয়িষ্যতি॥ ২৫।
ইত্যুদীর্য্য সুনাসীরো বিররাম স চানলঃ। তদ্বিসৃষ্টস্তমামন্ত্র্য প্রতস্থে স্বর্ধুনীমভি॥ ২৬॥

দুর্নিবার প্রজ্বলিত ক্রোধাগ্নির গ্রাস জন্য ত্রাস হইতে পরিত্রাণ করিলেন।। ১০।। তখন তিনি লজ্জাবশতঃ গিরিসুতার গাঢ় আলিঙ্গন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কামকেলির রতোৎসব হইতে বিরত হইলেন॥ ১১।। তৎক্ষণাৎ তিনি রঙ্গভঙ্গহেতু চ্যুত দুর্দ্ধর অমোঘ ত্রিজগদ্দাহক বীজ আমার দেহের উপর অর্পণ করিলেন।।১২।। আমি সেই দহনাত্মক দুর্বিসহ তেজোদ্বারা দগ্ধ হইয়া আপনার দুর্ব্বহ দেহ বহন করিতে অক্ষম হইলাম।১৩। অত্যুগ্র ও অতি মহৎ সেই বীর্য্য দ্বারা আমি এখন দহ্যমান হই তেছি। হে বাসব! আপনি প্রাণপরিত্রাতা হইয়া এক্ষণে আমার উপকার সাধন করুন।। ১৪।। অগ্নির এবংবিধ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া সুররাজ মনে মনে অতীব দুঃখিত হইলেন এবং এই উপস্থিত বিপদের শান্তির নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৫।। অনন্তর অমরনাথ বহ্নির সেই তেজোদগ্ধ শরীর করদ্বারা স্পর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।। ১৬।। হে হব্যবাহন! তুমি স্বয়ং দেবতা, পিতৃ ও মনুষ্যদিগের মুখস্বরূপ; অতএব তুমি স্বাহা, স্বধা ও হন্তকার দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাক।।১৭।। হোতৃগণ তোমাতে হবনীয় ঘৃতাদি দ্রব্য দ্বারা হোম করিয়া পাপ-পরিশূন্য হইয়া অক্ষয় স্বর্গভোগ করিয়া থাকেন। অতএব একমাত্র তুমিই স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ।।১৮।। হে হুতাশন! মন্ত্রপূত হবিঃ তোমাতে হোম করিয়া তপস্বিগণ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, অতএব তুমি তপস্যারও প্রভু সন্দেহ নাই।। ১৯।। তুমি বহু দ্রব্য আদিত্যে উপনীত করিয়া থাক, তাহা মেঘরূপে পরিণত হইয়া বারিবর্ষণ করিয়া থাকে, তাহাতে অন্ন জন্মে, অতএব তুমিই জগতের পালনকর্ত্তা॥ ২০॥ তুমি ভূতগণের অন্তশ্চর, তোমার দ্বারা তাহারা বলবান্‌ হয়, তোমা হইতে তাহারা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া থাকে, অতএব তুমিই জগতের প্রাণপ্রদ॥ ২১॥ এই সুরসৈন্যগণের উপকারের নিমিত্ত তুমি বিপদাপন্ন হইয়াছ, অতএব এই বিপদ তোমার শ্লাঘনীয়, যেহেতু, সেই দুষ্ট দৈত্য আমাদের অপকার-সাধন করিয়াছে॥ ২২॥ পূর্ব্বে দেবী ভাগীরথী আমাদিগের ভক্তি দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়াছেন,তুমি তাঁহার সলিল-মধ্যে নিমগ্ন হইলে তোমার এই উদ্গত পরিতাপ নির্ব্বাপিত করিবেন॥ ২৩॥ হে হব্যবাহন! তুমি আর বিষাদ করিও না, গঙ্গায় গমন কর, অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্যে সত্বরতা সিদ্ধির নিমিত্তই হইয়া থাকে॥ ২৪॥ সেই সুরতরঙ্গিণী শম্ভুর জলময়ী মূর্ত্তি, তিনিই তোমার নিকট হইতে সেই দুর্দ্ধর শম্ভুবীজ ধারণ করিবেন॥ ২৫॥ এই কথা বলিয়া দেবরাজ বিরত হইলেন, তখন বহ্নি তাঁহার নিকটে বিদায় লইয়া অভিভাষণ পূর্ব্বক সুরতরঙ্গিণীর

হিরণ্যরেতসা তেন দেবী স্বর্গতরঙ্গিণী। তীর্থাধ্বনা প্রপেদে সা নিঃশেষাঘবিনাশিনী॥ ২৭॥
স্বর্গারোহণনিঃশ্রেণিঃ স্বর্গমার্গাধিদেবতা। উদারদুরিতোদ্গারহারিণী দুর্গতারিণী॥ ২৮॥
মহেশ্বরজটাজূটবাসিনী পাপনাশিনী। সগরান্বয়নির্ব্বাণকারিণী ধর্ম্মধারিণী॥ ২৯॥
বিষ্ণুপাদোদকোদ্ভূতা ব্রহ্মলোকাদুপাগতা। ত্রিভিঃ স্রোতোভিরশ্রান্তং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥ ৩০॥
জাতবেদসমায়ান্তমূর্ম্মিহস্তৈঃ সমুচ্ছ্রিতৈঃ। আজুহাবাশু সংসিদ্ধ্যৈ সুপ্রসাদাদরেব সা॥ ৩১॥
সংমিলদ্ভির্মরালৈঃ সা কলং কূজদ্ভিরুন্মদৈঃ। দদে শ্রেয়াংসি দুঃখানি নিহন্মীতি তমভ্যধাৎ॥ ৩২॥
কল্লোলৈরুদ্গতৈরর্ব্বাচীনং তটমভিদ্রুতৈঃ। প্রীত্যেব তমভিধায় স্বর্ধুনী জাতবেদসম্॥ ৩৩॥
অথাভ্যুপেত্য তাপার্ত্তো নিমমজ্জানলঃ কিল। বিপদা পরিভূতাঃ কিং ব্যবস্যন্তি বিলম্বিতুম্॥ ৩৪॥
গঙ্গাবারিণি কল্যাণকারিণি শ্রমহারিণি। স মগ্নো নির্বৃতিং প্রাপ পুণ্যকারিণি তারিণি॥ ৩৫॥
তত্র মাহেশ্বরং ধাম সংচক্রাম হবির্ভুজঃ। গঙ্গায়ামিদ্ধভঙ্গায়ামসন্তাপবিপদ্ভৃতম্॥ ৩৬॥
কৃশাণুরেতসো রেতস্যাহৃতে সরিতা তয়া। নিশ্চক্রাম ততঃ সৌখ্যং হব্যবাহো বহন্ বহু॥ ৩৭॥
সুধাসারৈরিবাম্ভোভিঃ পরিষিক্তো হুতাশনঃ। যথাগতং জগামাথ পরাং নির্বৃতিমাদধৎ॥ ৩৮॥
সা সুদুর্বিসহং কামং ধাম কামজিতো মহৎ। আদধানা পরিতাপমবাপ ব্যোমবাহিনী॥ ৩৯॥
বহিরার্ত্তা যুগান্তাগ্নেস্তপ্তানীব শিখাশতৈঃ। হিত্বোষ্ণানি জলান্যস্যা নির্জগ্মুর্জলজন্তবঃ॥ ৪০॥
তেজসা তেন রৌদ্রেণ তপ্তানি সলিলান্যপি। সমুদঞ্চন্তি চণ্ডানি দুর্ভরাণি বভার সা॥ ৪১॥
জগচ্চক্ষুষি চণ্ডাংশৌ কিঞ্চিদভ্যুদয়োন্মুখে। জগ্মুঃ ষট্কৃত্তিকা মাঘে মাসি স্নাতুং সুরাপগাম্॥ ৪২॥
শুভ্রৈরভ্রংকষৈরূর্ম্মিশতৈঃ স্বর্গমনং সতাম্। কথয়ন্তীমিবালোকাবগাহাচমনাদিনা॥ ৪৩॥

অভিমুখে গমন করিলেন॥ ২৬॥ অনন্তর কিছু পথ অতিক্রম করিলে পর হিরণ্যরেতাঃ নিঃশেষে পাপরাশিবিনাশিনী দেবী স্বর্গগঙ্গা প্রাপ্ত হইলেন॥ ২৭॥ সেই সুরশৈবলিনী স্বর্গারোহণের সোপান-শ্রেণীর স্বরূপ, স্বর্গমার্গের অধিদেবতা, অতিশয় দুরিতরাশি-বিনাশকারিণী তিনি জীবগণকে সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন॥ ২৮॥ সেই মহেশ-জটাজূটবাসিনী, পাপবিনাশিনী ও সগর-বংশের নির্ব্বাণদায়িনী গঙ্গাতেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে॥ ২৯॥ তিনি বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূত এবং ব্রহ্ম-লোক হইতে উপাগত হইয়া তিনটী স্রোতদ্বারা অবিরতই এই ত্রিভুবন পবিত্র করিতেছেন॥ ৩০॥ সেই সুপ্রসন্না সুরধুনী দূর হইতে অগ্নিকে আগত দেখিয়া উত্থিত উর্ম্মিরূপ হস্ত দ্বারা আদর সহকারে তাঁহাকে কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আহ্বান করিলেন॥ ৩১॥ তদীয় সলিলে মরালগণ সন্তরণ করিতে করিতে কলনাদে কূজন করিতেছিল, তিনি সেই কূজনরূপ বাক্য দ্বারা যেন বহ্নিকে বলিতেছিলেন যে, আমি তোমার দুঃখনাশ করিয়া কল্যাণসাধন করিব॥ ৩২॥ তখন স্বর্গগঙ্গা তটাভিমুখগামী উত্থিত কল্লোল দ্বারা যেন প্রীতিপূর্ব্বক বহ্নির প্রত্যুদ্গমন করিলেন॥ ৩৩॥ তদনন্তর তাপার্ত্ত অগ্নি সত্বর আসিয়া ভাগীরথীজলে নিমজ্জন করিলেন। বিপদে অভিভূত ব্যক্তিগণ কি কখনও বিপদুদ্ধারের চেষ্টায় বিলম্ব করিয়া থাকে? ৩৪॥ অগ্নি সেই শ্রমহারিণী, পরিত্রাণকারিণী, পুণ্যদায়িনী, কল্যাণ-কারিণী পবিত্র গঙ্গাবারিতে নিমগ্ন হইয়া সুস্থ হইলেন॥ ৩৫॥ তখন হুতাশন স্বীয় অন্তর্গত পরিতাপের কারণ সেই মহেশ্বরের তেজঃ তরঙ্গসম্পন্ন গঙ্গাসলিলে সংক্রামিত করিলেন॥৩৬॥ সরিদ্বরা, বহ্নির সেই শাম্ভব তেজঃ গ্রহণ করিলেন, তৎপরে তিনি অতিশয় শান্তিলাভ করিয়া জাহ্নবীসলিল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন॥ ৩৭॥ অগ্নিদেব সুধাধারারূপ সেই পবিত্র সলিলদ্বারা পরিষিক্ত হইয়া অতিশয় প্রীতমনা হইয়া যথাস্থানে গমন করিলেন॥ ৩৮॥ আকাশবাহিনী পাপবিনাশিনী গঙ্গা স্মরারির দুর্বিসহ তেজঃ ধারণ করিয়া অত্যন্ত পরিতাপ প্রাপ্ত হইলেন॥ ৩৯॥ যেন প্রলয়কালীন অগ্নির শত শত শিখা দ্বারা পতপ্ত ও কাতর হইয়া জলজন্তুগণ তাঁহার উষ্ণজল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিতে লাগিল॥৪০॥ সেই রুদ্রতেজোদ্বারা সুরধুনীর জল অতিশয় উষ্ণ ও স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন তিনি অতি কষ্টে উহা ধারণ করিয়া রহিলেন॥ ৪১॥ মাঘমাসে জগতের চক্ষুস্বরূপ উষ্ণরশ্মি অভ্যুদয়োন্মুখ হইলে ষট্কৃত্তিকাগণ গঙ্গাস্নানাভিলাষে ভাগীরথীতীরে গমন করিলেন॥ ৪২॥ তাঁহার গগনস্পর্শী শুভ্রবর্ণ অসংখ্য তরঙ্গদ্বারা অবগাহন ও আচমনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলে সাধুগণ স্বর্গলাভ করেন, তিনি এই

সুস্নাতানাং মুনীন্দ্রাণাং বলিকর্ম্মোচিতৈরলম্। বহিঃ পুষ্পোৎকরৈঃ কীর্ণতীরাং দুর্ব্বাক্ষতান্বিতৈঃ ॥৪৪॥
ব্রহ্মধ্যানপরৈর্যোগপরৈঃ পদ্মাসনৈঃ স্থিতৈঃ। যোগনিদ্রাং গতৈর্ভোগি-ভোগবদ্ধৈরুপাশ্রিতাম্ ॥ ৪৫ ॥
পদাঙ্গুষ্ঠাগ্রভূয়িষ্ঠৈঃ সূর্য্যসংবিষ্টদৃষ্টিভিঃ। ব্রহ্মর্ষিভিঃ পরং ব্রহ্ম গৃণদ্ভিরুপসেবিতাম্ ॥ ৪৬ ॥
অথ দিব্যাং নদীং দেবীমভ্যনন্দন্ বিলোক্য তাঃ। কং নাভিনন্দয়ত্যেষা দেবী পীযূষবাহিনী ॥ ৪৭ ॥
চন্দ্রচূড়ামণির্দেবো যামুদ্বহতি মূর্দ্ধনি। তস্যা বিলোকনং পুণ্যং শ্রদ্দধুস্তা মুদা হৃদি ॥ ৪৮ ॥
দিষ্ট্যা বিষ্ণুপদীং দেবীং নির্ব্বাণপদদেশিনীম্। নির্দ্ধূতকল্মষা ভূত্বা সুপ্রহ্বাস্তা ববন্দিরে ॥ ৪৯ ॥
স্বভাগ্যৈঃ খলু সম্প্রাপ্তাং মোক্ষপ্রতিভুবাং সতাম্। ভক্ত্যাত্র তুষ্টবুস্তাস্তাং শ্রদ্দধানাঃ সিষেবিরে ॥ ৫০ ॥
মুক্তিস্ত্রীসঙ্গদৌত্যজ্ঞেস্তত্র তা বিমলৈর্জ্জলৈঃ। প্রক্ষালিতমলাঃ সম্যুঃ সুস্নাতাস্তপসান্বিতাঃ ॥ ৫১ ॥
স্নাত্বা তত্র সুরম্যায়াং ভাগ্যৈঃ পরিপচেলিমৈঃ। চরিতার্থমিবাত্মানং বহু তা মেনিরে মুদা ॥ ৫২ ॥
কৃশাণুরেতসস্তাসামভিরেতঃ কলেবরম্। অমোঘং সঞ্চচারাথ সদ্যো গঙ্গাবগাহনাৎ ॥ ৫৩
রৌদ্রং সুদুর্দ্ধরং ধাম দধানা দহনাত্মকম্। পরিতাপবাপুস্তা মগ্না ইব বিষাম্বুধৌ ॥ ৫৪ ॥
অক্ষমা দুর্ব্বহং বোঢ়ু মম্বুনো বহিরাতুরাঃ। অগ্নিং জ্বলন্তমন্তঃস্থং দধানা ইব নির্যযুঃ ॥ ৫৫ ॥
অমোঘং শাম্ভবং বীজং সদ্যো নদ্যাং স্থিতং মহৎ। তাসামভূদরং তীব্রং স্থিতং গর্ভত্বমাগমৎ ॥ ৫৬ ॥
সুষ্ঠু বিজ্ঞায় তা গর্ভভূতং তদ্বোঢ়ুমক্ষমাঃ। বিষাদমাদধুঃ সদ্যো গাঢ়ং ভর্তৃভয়াদ্‌হ্রিয়া ॥৫৭ ॥
অকামমরণং জাতমকাণ্ডং ভাবিনোর্থতঃ। সম্ভূয়ান্যোন্যমাত্মানং শুশুচুস্তাস্তদাবিলম্ ॥ ৫৮ ॥
ততঃ শরবনে শাপভয়েন ব্রীড়য়া সহ। তদ্‌গর্ভজাতমুৎসৃজ্য তা গৃহানভিতো যযুঃ ॥ ৫৯ ॥

কথাই যেন বলিতেছেন ॥ ৪৩ ॥ তাঁহার তীরদেশ সুস্নাত মুনিবরগণের বলিপূজার যোগ্য দূর্ব্বাক্ষত-যুক্ত পুষ্পসমূহে আকীর্ণ হইয়া পরম শোভা প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৪৪ ॥ ব্রহ্মধ্যানে আসক্ত, যোগপর, যোগ-নিদ্রাগত ভুজঙ্গকারবদ্ধ এবং পদ্মাসনে অবস্থিত যোগিগণ তাঁহার তীরদেশ আশ্রয় করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥ তাঁহার তীরদেশের কোন স্থানে ব্রহ্মর্ষিগণ পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগে নির্ভর করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক ব্রহ্মধ্যানে নিয়ত ব্যাপৃত রহিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ ষট্‌কৃত্তিকাগণ পরম পবিত্র স্বর্গগঙ্গাকে দর্শন করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। এই অমৃতবাহিনী নদী কাহার না আনন্দ-বিধান করিয়া থাকেন? ৪৭ ॥ দেবদেব চন্দ্রচূড় যাঁহাকে মস্তকে বহন করেন, তাঁহার দর্শন পুণ্যজনক বলিয়া ষট্‌কৃত্তিকাগণ হৃদয়মধ্যে শ্রদ্ধান্বিত হইলেন ॥ ৪৮ ॥ তাঁহারা নির্ব্বাণপদদায়িনী দেবী বিষ্ণু-পদীর প্রতি প্রণতা ও পাপশূন্যা হইয়া ভক্তি ও প্রীতি সহকারে তাঁহাকে বন্দনা করিলেন ॥ ৪৯ ॥ ষট্‌কৃত্তিকা শ্রদ্ধাসহকারে স্বীয় সৌভাগ্যবলে সংপ্রাপ্তা সাধুগণের মোক্ষের প্রতিভূস্বরূপা ত্রিলোক-তারিণী গঙ্গাকে ভক্তিসহকারে সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ মুক্তিরূপ রমণীসঙ্গের দৌত্যকার্য্যে অভিজ্ঞ তদীয় বিমল জল দ্বারা প্রক্ষালিতপাপা সুস্নাতা তপঃসমন্বিতা সেই ষট্‌কৃত্তিকা তাহাতে স্নান করিলেন ॥৫১॥ তৎপরে সৌভাগ্যের পরিপাকবশে মন্দাকিনীতে সেই রমণীগণ স্নান করিয়া আপনা-দিগকে চরিতার্থ ও বহুপুণ্যবতী বলিয়া মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ অনন্তর গঙ্গাজলে অবগাহনহেতু মহাদেবের সেই অমোঘরেতঃ ষট্‌কৃত্তিকার শরীরাভ্যন্তরে তৎক্ষণাৎ সঞ্চারিত হইল ॥ ৫৩ ॥ তাঁহারা সেই দুর্দ্ধর দহনাত্মক রুদ্রতেজঃ ধারণ করিয়া বিষ-সমুদ্রে নিমগ্নের ন্যায় দুঃসহ পরিতাপ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫৪ ॥ তাঁহারা গঙ্গা হইতে উত্থিত হইয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইলেন এবং সেই দুর্ব্বহ তেজঃ বহনে সমর্থ না হইয়া যেন জ্বলন্ত অগ্নি অন্তরে ধারণ করিয়া দগ্ধ হইতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥ সেই নদী-মধ্যস্থিত মহৎ তীব্র অমোঘ শৈববীজ তাঁহাদের উদর-মধ্যে সংস্থিত হইয়া অবিলম্বে গর্ভত্ব প্রাপ্ত হইল ॥ ৫৬ ॥ যখন তাঁহারা উত্তমরূপে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, তখন তাঁহারা স্বামীর ভয়ে লজ্জায় অত্যন্ত বিষণ্ণভাব প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫৭ ॥ তাঁহারা এই অবশ্যম্ভাবী ঘটনাবশতঃ মনে করিতে লাগিলেন যে, আমাদের অনিচ্ছাতে অকালে লজ্জাজনক ও মৃত্যুতুল্য এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল, এইরূপে পরস্পর মিলিত হইয়া শোক ও পরিতাপ করিতে লাগি-লেন ॥ ৫৮ ॥ তদনন্তর সেই ষট্‌কৃত্তিকা শাপভয়ে লজ্জার সহিত শরবনে সেই গর্ভ পরিত্যাগ করিয়া

তাভিস্তত্রামৃতকরকলাকোমলং ভাসমানং, তন্নিঃক্ষিপ্তং ক্ষণমপি নভোগর্ভমভ্যুজ্জিহানৈঃ।
শ্বৈস্তেজোভির্দিনকরশতস্পর্দ্ধমানৈরমানৈর্বক্ত্রৈঃ ষড়্ভিঃ স্মরহরশিরঃ স্পর্দ্ধয়েব প্রপেদে॥ ৬০।

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ কুমারোৎপত্তির্নাম দশমঃ সর্গঃ॥ ১০॥

একাদশঃ সর্গঃ

অভ্যর্থমানা বিবুধৈঃ সমগ্রৈঃ, প্রহ্বৈঃ সুরেন্দ্রপ্রমুখৈরুপেত্য।
তং পায়য়ামাস সুধাভিপূর্ণং, সুরাপগা স্বং স্তনমাশু ধাত্রী॥ ১॥
পিবন্ স তস্যাঃ স্তনয়োঃ সুধৌঘং, ক্ষণং ক্ষণং সাধু সমেধমানঃ।
প্রাপাকৃতিং কামপি ষড়্ভিরেত্য, নিষেব্যমাণঃ খলু কৃত্তিকাভিঃ॥ ২
ভাগীরথীপাবককৃত্তিকানামানন্দবাষ্পাকুললোচনানাম্।
তং নন্দনং দিব্যমুপাত্তমাসীৎ, পরাপরং প্রৌঢ়তরো বিবাদঃ॥ ৩॥
অত্রান্তরে পর্ব্বতরাজপুত্র্যা, সমং শিবঃ স্বৈরবিহারহেতোঃ।
নভো বিমানেন বিগাহমানো, মনোঽতিবেগেন জগাম তত্র॥ ৪॥
নিসর্গবাৎসল্যবিবৃদ্ধচেতঃ, পৃথুপ্রমোদৌ গলদশ্রুনেত্রৌ।
অপশ্যতাং তৌ গিরিজাগিরীশৌ, ষড়াননং তদ্দিনজাতমাত্রম্॥ ৫॥
অথাহ দেবী শশিখণ্ডমৌলিং, কোঽসৌ শিশুর্দিব্যবপুঃ পুরস্তাৎ।
কস্যাথবা ধন্যতমস্য পুংসো, মাতা চ কা ভাগ্যবতীষু ধুর্য্যা॥ ৬॥
স্বর্গাপগাসাবনলোঽয়মেতাঃ, ষট্কৃত্তিকাঃ কিং কলহায়মানাঃ।
পুত্রো মমায়ং ন তবায়মিত্থং, মিথোঽতিবৈলক্ষ্যমুদাহরন্তি॥ ৭॥

গৃহাভিমুখে গমন করিলেন॥ ৫৯॥ তাঁহারা সেই স্থানে শশিকলার ন্যায় কোমল ও দীপ্তিমান্ সেই গর্ভ ক্ষণকালমধ্যে আকাশে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলে তাহা শত শত সূর্য্যের প্রতি স্পর্দ্ধাকারী অপরিমেয় তেজঃ ধারণ পূর্ব্বক ত্রিপুরভৈরব চন্দ্রচূড়ের মস্তকে প্রতিস্পর্দ্ধা করিয়াই যেন ছয়টী মুখ প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিল॥ ৬০॥

দশম সর্গ সমাপ্ত।

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গ সন্নিধানে আগমন করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলে সুরতরঙ্গিণী ধাত্রীরূপে সেই শিশুকে স্বীয় স্তন পান করাইতে লাগিলেন॥ ১॥ সেই শিশু তাঁহার সুধাধারাপূর্ণ স্তনদ্বয় ক্ষণে ক্ষণে পান করিয়া শশিকলা সদৃশ উত্তমরূপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ষট্কৃত্তিকাগণ তাঁহার সেবা করিতে আরম্ভ করিলে তিনি অনির্ব্বচনীয় মনোহর আকৃতি প্রাপ্ত হইলেন॥ ২॥ ভাগীরথী, অনল ও ষট্কৃত্তিকা ইহাঁরা সকলেই আনন্দজনিত বাষ্পভরে আকুল-লোচন হইলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে সেই দিব্যকুমার-প্রাপ্তির নিমিত্ত পরস্পর অতিশয় বিবাদ হইতে লাগিল॥ ৩॥ ইত্যবসরে শঙ্কর তখন পার্ব্বতীর সহিত স্বেচ্ছাবিহারে প্রবৃত্ত হইয়া বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক মনের ন্যায় দ্রুতবেগে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন॥ ৪॥ গিরিসুতা ও গিরিশ তদ্দিনজাতমাত্র সেই ষড়াননকে অবলোকন করিয়া স্বাভাবিক বাৎসল্যহেতু তাঁহাদের নয়নে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল॥ ৫॥ অনন্তর দেবী গৌরী শশিশেখরকে বলিলেন, হে প্রাণেশ্বর! সম্মুখভাগে দিব্যাকৃতি ঐ শিশুটী কে? এটী কোন্ ধন্যতম পুরুষের পুত্র এবং ভাগ্যবতীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা কোন্ নারীই বা উহার মাতা?৬॥ এই স্বর্গগঙ্গা, এই অনল এবং এই ষট্কৃত্তিকা ইহাঁরা সকলেই "আমার পুত্র,আমার পুত্র" বলিয়া

এতেষু কস্তেদমপত্যমীশ, খলু ত্রিলোকীতিলকায়মানম্।
অস্তস্তু কস্যাপাথ দেবদৈত্যগন্ধর্ব্বসিদ্ধোরগরাক্ষসেষু॥ ৮॥
শ্রুত্বেতি বাচং হৃদয়প্রিয়ায়াঃ, কৌতূহলিন্যা বিমলস্মিতশ্রীঃ।
সান্দ্রপ্রমোদোদয়সৌখ্যহেতুভূতং বচোঽবোচত চন্দ্রচূড়ঃ॥ ৯॥
জগত্রয়ীনন্দন এষ বীরঃ, প্রবীরমাতুস্তব নন্দনোঽয়ম্।
কল্যাণি! কল্যাণকরঃ সুরাণাং, ত্বত্তোঽপরস্যাঃ কথমেষ সর্গঃ॥ ১০॥
দেবি ত্বমেবাস্য নিদানমার্য্যে! স্বর্গে জগন্মঙ্গলগানহেতোঃ।
সত্যং ত্বমেবেতি বিচারয়স্ব, রত্নাকরে যুজ্যত এব রত্নম্॥ ১১॥
অতঃ শৃণুষ্বাবহিতেন বৃত্তং, বীজং যদগ্নৌ নিহিতং ময়া তৎ।
সংক্রান্তমস্তস্ত্রিদশাপগায়াং, ততোঽবগাহে সতি কৃত্তিকাসু॥ ১২॥
গর্ভত্বমাপ্তং যদমোঘমেতৎ, তাভিঃ শরস্তম্বমধিন্যধায়ি।
বভূব তত্রায়মভূতপূর্ব্বো, মহোৎসবোঽশেষচরাচরস্য॥ ১৩॥
অশেষবিশ্বপ্রিয়দর্শনেন, ধুর্য্যা ত্বমেতেন সুপুত্রিণীনাম্।
অলং বিলম্ব্যাচলরাজপুত্রি! সুপূর্ণমুৎসঙ্গতলং বিধেহি॥ ১৪॥
অথেতি বাদিন্যমৃতাংশুমৌলৌ, শৈলেন্দ্রপুত্রী রভসেন সদ্যঃ।
সান্দ্রপ্রমোদেন সুপীনগাত্রী, ধাত্রী সমগ্রস্য চরাচরস্য॥ ১৫॥
কিরীটবদ্ধাঞ্জলিভির্নভঃস্থৈর্নমস্কৃতা সত্বরনাকলোকৈঃ।
বিমানতোঽবাতরদাত্মজং তং, গ্রহীতুমুৎকণ্ঠিতমানসাভূৎ॥ ১৬॥
স্বর্পাপগাপাবককৃত্তিকাদীন্, কৃতাঞ্জলীনানমতোঽপি ভূম্না।
হিত্বা সুকান্তং সুতমাসসাদ, পুত্রোৎসবে মাদ্যতি কো ন হর্ষাৎ॥ ১৭॥

পরস্পর লজ্জাশূন্য হইয়া কলহ করিলেন॥ ৭॥ হে ঈশ! অখিলের ভূষণভূত এই শিশুটী ইঁহাদের মধ্যে অথবা দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, উরগ ও রাক্ষস এই সকলের মধ্যে কাহার সন্তান, তাহা আপনি আমাকে বলুন॥ ৮॥ হৃদয়তুল্যা প্রেয়সী কুতূহল ও ঈষৎ হাস্য সহকারে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর মহেশ্বর তাহা শুনিয়া ঘনতর প্রমোদের উদয় হেতু পরম সুখের হেতুভূত বাক্য বলিতে লাগিলেন॥ ৯॥ হে বীরমাতঃ! অতিশয় বীর ও ত্রিজগতের আনন্দকর এই নন্দন তোমার। হে কল্যাণি! এই পুত্রটী দেবতাগণের কল্যাণকর, তোমা ব্যতিরেকে এইরূপ পরমোৎকৃষ্ট, সর্ব্বগুণাকর, রূপবান্ ও বীরশ্রেষ্ঠ সন্তান আর কাহার হইতে পারে?॥ ১০॥ হে দেবি! হে আর্য্যে! তুমিই জগতের মঙ্গলকর সৃষ্টির নিদান, ইহা সত্য। তুমিই বিচার করিয়া দেখ যে, রত্নাকরেই রত্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে॥ ১১॥ অতএব তুমি অবহিতচিত্তে ইহার বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। আমি অত্যন্তক্রোধ বশতঃ অগ্নিতে যে অমোঘ বীজ নিহিত করিয়াছিলাম, অগ্নিদেবের অবগাহন হেতু তাহা সুরধুনীতে সংক্রামিত হইয়াছিল; তৎপরে ষট্‌কৃত্তিকা এই ভাগীরথীতে অবগাহন করিলে ঐ অমোঘ বীজ তাহাদের উদরে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভভাব প্রাপ্ত হয়, তদনন্তর তাহারা শরস্তম্বে ঐ গর্ভ নিক্ষেপ করে, তৎপরে সেই গর্ভ হইতে চরাচর জগতের মহোৎসবস্বরূপ এই অভূতপূর্ব্ব সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে॥ ১২-১৩॥ হে নগেন্দ্রনন্দিনি! অখিল বিশ্বের প্রিয়দর্শন এই পুত্র দ্বারা তুমি সুপুত্রবতীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হইয়াছ, আর বিলম্ব করিও না, এই পুত্র দ্বারা শীঘ্রই আপন ক্রোড়দেশ পরিপূর্ণ কর॥ ১৪॥ ত্রিলোককর্ত্তা মহাদেবের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া গাঢ় প্রমোদভরে স্ফীতাঙ্গী, সমস্ত চরাচরের পালনকর্ত্রী পার্ব্বতী, আকাশস্থিত কিরীটে বদ্ধাঞ্জলি দেবগণ কর্ত্তৃক নমস্কৃতা হইয়া বিমান হইতে অবতরণপূর্ব্বক নন্দনকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতমনা হইলেন॥ ১৫-১৬॥ গঙ্গা, হুতাশন ও ষট্‌কৃত্তিকা কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণিপাত করিলেও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্ব্বতী সেই কমনীয়কান্তি কুমারকে স্নেহবশে ক্রোড়ে লইলেন, যেহেতু, পুত্রজন্মোৎসবে হর্ষহেতু সকলেই প্রমত্ত হইয়া থাকে॥ ১৭॥

প্রমোদবাষ্পাকুললোচনা সা, ন তং দদর্শ ক্ষণমগ্রতোঽপি।
পরিস্পৃশন্তী করকুড্মলাভ্যাং, সুখান্তরং প্রাপ কিমপ্যপূর্ব্বম্॥ ১৮॥
সুবিস্ময়ানন্দবিকস্বরায়াঃ, শিশুগলদ্বাষ্পতরঙ্গিতায়াঃ।
বিবৃদ্ধবাৎসল্যরসোত্তরায়া, দেব্যা দৃশো গোচরতাং জগাম॥ ১৯॥
তমীক্ষমাণা ক্ষণমীক্ষণানাং, সহস্রমাপ্তুং বিনিমেষমৈচ্ছৎ।
সুনন্দনালোকনকৌতুকেন, কণং ক্ষণং তৃপ্যতি কস্য চেতঃ॥ ২০॥
বিনম্রদেবাসুরপৃষ্ঠগাভ্যামাদায় তং পাণিসরোরুহাভ্যাম্।
মহোদয়াং পার্ব্বণচন্দ্রচারুং, গৌরী স্বমুৎসঙ্গতলং নিনায়॥ ২১॥
স্বমঙ্কমারোপ্য সুধানিধানমিবাত্মনো নন্দনমিন্দুবক্ত্রা।
তমেকদেবং জগদেকদেবী, বভূব পূজ্যা ধুরি পুত্রিণীনাম্॥ ২২॥
নিসর্গবাৎসল্যরসৌঘসিক্তা, সান্দ্রপ্রমোদামৃতপূরপূর্ণা।
তমেকপুত্রং জগদেকমাতা, হ্যুৎসঙ্গিনং প্রস্রবিণী বভূব॥ ২৩॥
অশেষলোকত্রয়মাতুরস্যাঃ, ষাণ্মাতুরঃ স্তন্যসুধামধাসীৎ।
সুরস্রবন্ত্যানলকৃত্তিকাভির্মুহুর্মুহুঃ সস্পৃহমীক্ষ্যমাণঃ॥ ২৪॥
সুখাশ্রুপূর্ণেন মৃগাঙ্কমৌলেঃ, কলত্রমেকেন মুখাম্বুজেন।
তস্যৈকনালোদ্গতষট্পদ্মলক্ষ্মীং ক্রমাৎ ষড়্বদনং চুচুম্ব॥ ২৫॥
হৈমং ফলং হেমগিরের্লতেব, বিকস্বরং নাকনদীব পদ্মম্।
পূর্ব্বেব দিঙ্ নূতনমিন্দুমাভাং, তং পার্ব্বতী নন্দনমাদধানা॥ ২৬॥
প্রীতাত্মনা সা প্রযত্নেন দত্তহস্তাবলম্বা শশিশেখরেণ।
কুমারমুৎসঙ্গতলে দধানা, বিমানমভ্রংলিহমারুরোহ॥ ২৭॥
মহেশ্বরোঽপি প্রমদপ্ররূঢ়রোমোদ্গমো ভূধরনন্দনায়াঃ।
অঙ্কাদুপাদত্ত তমঙ্কতঃ স, তস্যাস্তু সৌম্যাত্মজবৎসলত্বাৎ॥ ২৮॥

সেই শিশু অগ্রে অবস্থিত হইলেও পার্ব্বতী প্রমোদজনিত বাষ্পভরে ব্যাকুললোচনা হইয়া দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু করযুগল দ্বারা স্পর্শ করিয়া অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় সুখ প্রাপ্ত হইলেন॥১৮॥ অনন্তর পার্ব্বতী বিস্ময় ও আনন্দে বিকসিতদেহা ও বিগলিতবাষ্পভরে পরিপ্লুতা হইয়া বাৎসল্যরসের বর্দ্ধন হেতু উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া যখন দেখিলেন, তখন সেই চন্দ্রসমদ্যুতি কমনীয়াকৃতি শিশু তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল॥ ১৯॥ তিনি সেই শিশুকে ক্ষণকাল দর্শন করিয়া সহস্র-চক্ষু-প্রাপ্তির নিমিত্তই যেন নিমেষ ফেলিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন, যেহেতু, সুনন্দন-দর্শনকৌতুকে কাহার চিত্ত পরিতৃপ্ত না হইয়া থাকে? ২০॥ যাহা প্রণত দেব ও অসুর-পৃষ্ঠতলে গমন করে, পার্ব্বতী সেই কোমল কর-যুগল দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক মহৎ উদয়শালী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুচারু সেই কুমারকে স্বীয় উৎসঙ্গদেশে গ্রহণ করিলেন॥ ২১॥ সেই চন্দ্রবদনা জগতের পূজনীয়া দেবী পার্ব্বতী সুধার আধার-স্বরূপ স্বীয় নন্দনকে ক্রোড়ে লইয়া পুত্রবতী রমণীগণের অগ্রপূজ্যা হইলেন॥ ২২॥ স্বাভাবিক বাৎসল্যরসে অভিষিক্তা এবং প্রগাঢ় আনন্দরসে পরিপ্লুতা হইয়া জগতের একমাত্র জননী পার্ব্বতী কুমারকে ক্রোড়ে লইলে তাঁহার স্তন্যক্ষরণ হইতে লাগিল॥ ২৩॥ সেই ষাণ্মাতুর ষড়ানন সুরধুনী ও ষট্‌কৃত্তিকা দ্বারা দৃশ্যমান হইয়া অখিল-লোক-মাতা পার্ব্বতীর স্তন্য পান করিতে লাগিলেন॥ ২৪॥ শশাঙ্কশেখরের সীমন্তিনী পার্ব্বতী আনন্দাশ্রুপূর্ণ এক মুখদ্বারা সেই কুমারের একটী নালের উপরিস্থিত ছয়টী পদ্মের ন্যায় ছয়টী মুখ ক্রমে ক্রমে চুম্বন করিতে লাগিলেন॥২৫॥ হেমগিরির লতা হৈমফল, স্বর্গনদী পদ্ম এবং পূর্ব্বদিক্ নবচন্দ্র ধারণ করিয়া যেরূপ শোভা পায়, পার্ব্বতীও কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ২৬॥ শশিশেখর প্রীতমনে সাবধানে হস্তাবলম্বন প্রদান করিলে কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া পার্ব্বতী গগনস্পর্শী বিমানে আরোহণ করিলেন॥ ২৭॥ মহেশ্বরও আনন্দভরে রোমাঞ্চিত হইয়া সুকুমার আত্মজের প্রতি বাৎসল্য হেতু ভূধরনন্দিনীর অঙ্ক হইতে সেই কুমারকে গ্রহণ করিলেন॥ ২৮॥

দত্ত্বানয়ানেকসুধৈকপাত্রং, পুত্রং পবিত্রং সুতয়া তথাদ্রেঃ।
সংশ্লিষ্যমাণঃ শশিখণ্ডধারী, বিমানবেগেন গৃহং জগাম ॥ ২৯ ॥
অধিষ্ঠিতঃ স্ফাটিকশৈলশৃঙ্গে, তুঙ্গে নিজে ধামনি কালরম্যে।
মহোৎসবায় প্রমথান্ স নাথঃ, প্রথূন্ মহিম্না স্বমুদা দিদেশ ॥ ৩০ ॥
পৃথুপ্রমোদপ্রগুণো গণানাং গণঃ সমগ্রো বৃষবাহনস্য।
গিরীন্দ্রপুত্র্যাস্তনয়স্য জন্মন্যথোৎসবং সংববৃতে বিধাতুম্ ॥ ৩১ ॥
স্ফুরন্মরীচিচ্ছুরিতাম্বরাণি, সন্তানশাখিপ্রসবাঙ্কিতানি।
উচ্চিক্ষিপুঃ কাঞ্চনতোরণানি, গণাশ্চলানি স্ফটিকালয়েষু ॥ ৩২ ॥
মহোৎসবে তত্র সমাগতানাং, গন্ধর্ববিদ্যাধরসুন্দরীণাম্।
সম্ভাবিতানাং গিরিরাজপুত্র্যা, গৃহেঽভবন্মঙ্গলগীতকানি ॥ ৩৩ ॥
সুমঙ্গলোপায়নপূর্ণহস্তাস্তং মাতরো মাতৃবদভ্যুপেত্য।
নিধায় দূর্ব্বাক্ষতকানি মূর্দ্ধ্নি নিন্যুঃ স্বমঙ্কং গিরিজাতনূজম্ ॥ ৩৪ ॥
ধ্বনৎসু তূর্য্যেষু সুমন্দ্রমপ্সরালিঙ্গ্যোঙ্কেঽপ্সরসো রসেন।
সুসন্ধিবন্ধং ননৃতুঃ সুতন্ত্রিগীতানুগং ভাবরসানুবিদ্ধম্ ॥ ৩৫ ॥
বাতা ববুঃ সৌখ্যকরাঃ প্রসেদুরাশা বিধূমা হুতভুগ্ দিদীপে
জলান্যভূবন্ বিমলানি তত্রোৎসবেঽন্তরীক্ষং প্রসসাদ সদ্যঃ ॥ ৩৬ ॥
গম্ভীরশঙ্খধ্বনিমিশ্রমুচ্চৈর্দিবি ধ্রুবা দুন্দুভয়ো প্রণেদুঃ।
দিবৌকসাং ব্যোম্নি বিমানসংখ্যা, বিমুক্ততাং পুষ্পচয়ান প্রসক্তঃ ॥ ৩৭ ॥
ইত্থং মহেশাদ্রিসুতাসুতস্য, জন্মোৎসবঃ সংমদয়াঞ্চকার।
চরাচরং বিশ্বমশেষমেতৎ, পরং চকম্পে কিল তারকশ্রীঃ ॥ ৩৮ ॥
ততঃ কুমারঃ স মুদো নিদানৈঃ, স্ববাললীলাললিতৈর্বিচিত্রৈঃ।
গিরীশগৌর্য্যোর্হৃদয়ং জহার, মুদে ন কস্যা কিমু বালকেলিঃ ॥ ৩৯ ॥

তখন অদ্রিসুতা প্রীতিসুধার একমাত্র পাত্র সেই পবিত্র পুত্রকে পতি-ক্রোড়ে প্রদান করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন, তখন শশিশেখর বেগশালী বিমানদ্বারা ক্ষণকালমধ্যে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ২৯ ॥ অনন্তর মহাদেব স্ফটিক শৈলশিরঃস্থিত সুশোভন কালদ্বারা মনোহর নিজ ধামে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নিজ বহুতর প্রমথগণ-সমূহকে আপন আনন্দবিধান হেতু মহোৎসব করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন ॥ ৩০ ॥ বৃষভবাহনের গণসমূহ অতিশয় প্রমোদিত হইয়া গিরীন্দ্রপুত্রীর তনয়জন্মের হেতু মহোৎসব করিতে আরম্ভ করিল। ৩১ ॥ প্রমথগণ স্ফটিকনির্ম্মিত আলয়-সমূহে প্রস্ফুটিত কিরণ-বিশিষ্ট আকাশ-সমন্বিত, সন্তানক-পুষ্পসমূহে পরিব্যাপ্ত, চলনশীল কাঞ্চন-তোরণ-সকল উর্দ্ধদেশে সংস্থাপিত করিল ॥ ৩২ ॥ গিরিরাজ-তনয়ার গৃহে সেই মহোৎসব-দর্শনার্থ গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধর-রমণীগণ উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা পার্ব্বতী কর্তৃক সমাদৃত হইয়া মঙ্গলগান আরম্ভ করিলেন। ৩৩ ॥ মাতৃগণ সুমঙ্গল উপায়ন-দ্রব্য হস্তে করিয়া মাতার ন্যায় উপস্থিত হইলেন এবং গিরিজাতনয়ের মস্তকে দূর্ব্বাক্ষত প্রদান করিয়া তাঁহাকে নিজ নিজ ক্রোড়দেশে গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৪ ॥ অপ্সরাগণ কৌতুক-রসে নিমগ্ন হইয়া কুমারকে ক্রোড়ে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বাদনায় তূর্য্যসমূহ উচ্চরবে নিনাদিত হইলে বীণাগান অনুসারে ভাবরসানুগত সন্ধিবন্ধন-সংযুক্ত নৃত্য আরম্ভ করিল ॥ ৩৫ ॥ সেই মহোৎসব-সময়ে সুখকর বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, দিক্ সকল প্রসন্ন হইল, বহ্নি ধূমশূন্য হইয়া দীপ্তিমান্ হইতে লাগিলেন, জলসমূহ নির্ম্মল হইল এবং অন্তরীক্ষ প্রসন্নভাব ধারণ করিল ॥ ৩৬ ॥ তখন স্বর্গে গম্ভীর শঙ্খধ্বনি-মিশ্রিত দুন্দুভি-নিনাদ আরম্ভ হইল এবং গগনে পুষ্পবৃষ্টিকারী দেবতাগণের বিমানসকল সঞ্চারিত হইতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥ এইরূপে মহেশ্বর ও গিরিজাসুতের জন্মোৎসব অখিল চরাচর ব্যাপ্ত হইল, কিন্তু তারকাসুরের ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মী কম্পিত হইতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥ তদনন্তর কুমার আনন্দদায়ক স্বীয় নানাবিধ বাল্যক্রীড়াদ্বারা গিরিশ ও গিরিজার মনোহরণ করিলেন। বালকের ক্রীড়া কাহার না আনন্দবিধান

মহেশ্বরঃ শৈলসুতাপি হর্ষাৎ, সহর্ষমেকেন মুখেন গাঢ়ম্।
অজাতদন্তানি মুখানি সূনোর্মনোহরাণি ক্রমশশ্চুচুম্ব ॥ ৪০ ॥
ক্বচিৎ স্খলদ্ভিঃ ক্বচিদস্খলদ্ভিঃ, ক্বচিৎ প্রকম্পৈঃ ক্বচিদপ্রকম্পৈঃ।
বালঃ সলীলং চলনপ্রয়োগৈস্তয়োর্মুদং কন্দলয়াঞ্চকার ॥ ৪১ ॥
অহেতুহাসচ্ছুরিতাননেন্দুর্গেহাঙ্গনক্রীড়নধূলিধূম্রঃ।
মুহুর্বদন কিঞ্চিদলক্ষিতার্থং, মুদং তয়োরঙ্কগতস্তুতান ॥ ৪২ ॥
গৃহ্ণন্ বিষাণে হরবাহনস্য, স্পৃশন্ মাকেশরিণঃ সটালীঃ।
স ভৃঙ্গিণঃ সূক্ষ্মতরং শিখাগ্রং, কর্ষন্ বভূব প্রমোদায় পিত্রোঃ ॥ ৪৩ ॥
একো নব দ্বৌ দশ পঞ্চ সপ্তেত্যজীগণন্ মঞ্জু মুখং প্রসার্য্য।
মহেশকণ্ঠোরগদন্তপঙ্‌ক্তিস্তদঙ্গগঃ শৈশবমুগ্ধমেশিঃ ॥ ৪৪ ॥
কপর্দ্দিকণ্ঠাস্তকপালদাম্নোঽঙ্গুলিং প্রবেশ্যাননকোটরেষু।
দন্তাদুপাত্তুং রভসীবভূব, মুক্তাফলভ্রান্তিকরান্ কুমারঃ ॥ ৪৫ ॥
শম্ভোঃ শিরোঽন্তঃ সরিতস্তরঙ্গান, বিগাহ্য গাঢ়ং শিশিরান্ রসেন।
সঞ্জাতজাড্যো নিজপাণিপদ্মমতাপয়দ্ভালবিলোচনাগ্নৌ ॥ ৪৬ ॥
কিঞ্চিৎ কলং ভঙ্গুরকণ্ঠরম্যনমজ্জটাজূটধরস্য শম্ভোঃ।
প্রলম্বমানং কিল কৌতুকেন, চিরং চুচুম্বে মুকুটেন্দুখণ্ডম্ ॥ ৪৭ ॥
ইত্থং শিশোঃ শৈশবকেলিবৃত্তৈর্মনোভিরামৈর্গিরিজাগিরীশৌ।
মুদা বিনোদৈকরসপ্রসক্তৌ, দিবানিশং নাবিদতাং কদাচিৎ ॥ ৪৮ ॥
ইতি বহুবিধং বালক্রীড়াবিচিত্রবিচেষ্টিতং, ললিতললিতং সান্দ্রানন্দং মনোহরমাচরন্।
অলভত পরাং বৃদ্ধিং ষষ্ঠে দিনে নবযৌবনং, স কিল সকলং শাস্ত্রং শস্ত্রং বিবেদ বিভোরপি ॥ ৪৯ ॥
ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ কুমারবাল্যকেলিবর্ণনং নামৈকাদশঃ সর্গঃ॥১১॥

করিয়া থাকে? ৩৯ ॥ মহেশ ও পার্ব্বতী হর্ষভরে এক এক মুখ দ্বারা গাঢ়রূপে পুত্রের অজাতদন্ত মনোহর ষড়ানন ক্রমে ক্রমে চুম্বন করিতে লাগিলেন ৪০ ॥ কোথাও স্খলিত, কোথাও অস্খলিত, কোথাও কম্পিত এবং কোথাও অকম্পিত লীলাচলনদ্বারা সেই বালক মাতা-পিতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥ গৃহাঙ্গনে ক্রীড়া করিতে করিতে ধূলিদ্বারা ধূম্রবর্ণ সেই শিশু, হেতুশূন্য হাস্যচ্ছটায় স্বীয় মুখচন্দ্র পরিব্যাপ্ত করিয়া মুহুর্মুহুঃ অর্থশূন্য বাক্য বলিতে বলিতে পিতামাতার ক্রোড়ে যাইয়া তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ সেই বালক কখন হরবাহনের শৃঙ্গদ্বয় ধারণ, কখনও গিরিজাবাহন কেশরীর সটাজালস্পর্শন এবং কখনও ভৃঙ্গীর সূক্ষ্মতর শিখাগ্র কর্ষণ পূর্ব্বক হরপার্ব্বতীর সন্তোষসাধন করিতে লাগিলেন ॥৪৩॥ শৈশবমুগ্ধ মহেশনন্দন কখনও পিতার ক্রোড়ে গিয়া তদীয় কণ্ঠস্থিত ভুজঙ্গগণের দন্তপংক্তি-সকল এক, নয়, দুই, দশ, পাঁচ, সাত এইরূপে গণনা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ কখনও সেই কুমার কপর্দ্দীর কণ্ঠলম্বিত কপালমালার মুখকোটরমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া মুক্তাফলভ্রমকারী দন্ত-সকল গ্রহণ করিতে তৎপর হইলেন ॥ ৪৫ ॥ কখনও কৌতুকরসে নিমগ্ন হইয়া শম্ভুর শিরঃস্থিত তরঙ্গিণীর তরঙ্গে নিজ অঙ্গ নিমজ্জিত করিয়া শীতল হইলে আপনার করযুগল পিতার ললাট-লোচনের অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া লইতেন ॥ ৪৬ ॥ কখন কুমার কৌতুকবশে জটাজূটধারী শম্ভুর মুকুটস্থিত প্রলম্বমান শশিখণ্ড নিজ কণ্ঠ বক্র করিয়া চুকচুক্ ধ্বনি সহকারে অনেকক্ষণ ধরিয়া চুম্বন করিতেন ॥ ৪৭ ॥ এইরূপে শিশুর মনোহর বাল্যলীলা-ব্যাপার দ্বারা হরপার্ব্বতীর বিনোদরস বর্দ্ধিত হইলে হর্ষভরে তাঁহাদের দিবারাত্রি কিছুই জ্ঞান ছিল না ॥ ৪৮ ॥ ক্রমান্বয়ে সেই কুমার বহুবিধ মনোরম বাল্যক্রীড়া-চেষ্টা দ্বারা পিতামাতার গাঢ় আনন্দবিধান পূর্ব্বক বৃদ্ধি পাইয়া ছয় দিনে নবীন যৌবন প্রাপ্ত হইলেন এবং মহাদেবের নিকট সকল শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিলেন ॥৪৯॥

একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ সর্গঃ

অথ প্রপেদে ত্রিদশৈরশেষৈঃ, ক্রূরাসুরোপপ্লবদুঃখিতাত্মা।
পুলোমপুত্রীদয়িতোঽন্ধকারং, তৃষাতুরশ্চাতকবৎ পয়োদম্ ॥ ১ ॥
দৃপ্তাসুরত্রাসখিলীকৃতাৎ স, কথঞ্চিদম্ভোদবিহারমার্গাৎ।
অবাততারাভিগিরিং গিরীশগৌরীপদন্যাসবিশুদ্ধমিন্দ্রঃ ॥ ২ ॥
সংক্রন্দনঃ স্যন্দনতোঽবতীর্য্য, মেঘাত্মনো মাতলিদত্তহস্তঃ।
পিনাকরম্যালয়মুচ্চচাল, শুচৌ পিপাসাকুলবজ্জলৌঘম্ ॥ ৩ ॥
ইতস্ততোঽপি প্রতিবিম্বভাজং, বিলোকমানস্ফটিকাদ্রিভূমৌ।
আত্মানমপ্যেকমনেকধা স, ব্রজন্ বিভোরাস্পদমাসসাদ ॥ ৪ ॥
বিচিত্রচঞ্চন্মণিভঙ্গিসঙ্গিসৌবর্ণদণ্ডং দধতাতিচণ্ডম্।
স নন্দিনাধিষ্ঠিতমধ্যতিষ্ঠৎ, সৌধাঙ্গনদ্বারমনঙ্গশত্রোঃ ॥ ৫ ॥
ততঃ স কক্ষাহিতহেমদণ্ডো, নন্দী সুরেন্দ্রং প্রতিপদ্য সদ্যঃ।
প্রতোষয়ামাস সুগৌরবেণ, গত্বা সদোমণ্ডলমীশ্বরস্য ॥ ৬ ॥
ভ্রূসংজ্ঞয়া তেন কৃতাভ্যনুজ্ঞঃ, সুরেশ্বরং তং জগদীশ্বরেণ।
প্রবেশয়ামাস সুরৈঃ পুরোগং, সমং স নন্দী সদনং হরস্য ॥ ৭ ॥
স চণ্ডিভৃঙ্গিপ্রমুখৈর্গরিষ্ঠৈর্গণৈরনেকৈর্বিবিধস্বরূপৈঃ।
অধিষ্ঠিতং সংসদি রত্নবত্যাং, সহস্রলোকঃ শিবমালুলোকে ॥ ৮ ॥
কপর্দ্দিমূর্দ্ধস্থমহাহিমূর্দ্ধং, রত্নাংশুভির্ভাসুরমুল্লসদ্ভিঃ।
দধানমুচ্চৈস্তরমিদ্ধধাতোঃ, সুমেরুশৃঙ্গস্য সমত্বমাপ্তম্ ॥ ৯ ॥

অনন্তর ক্রূরাত্মা অসুর কর্ত্তৃক উপদ্রুত, সুতরাং অতিশয় দুঃখিতচিত্ত শচীপতি সমস্ত দেবতাগণের সহিত, তৃষ্ণাতুর চাতক যেমন পয়োধরের নিকট গমন করিয়া বারি প্রার্থনা করে, সেইরূপ অন্ধক-রিপুর সন্নিধানে গমন করিলেন ॥ ১ ॥ দেবরাজ অতিশয় উদ্দপ্ত অসুরের ত্রাসে গগনপথের সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে অক্ষম; তথাপি কষ্টের সহিত অলক্ষিতভাবে মেঘমার্গ হইতে হরগৌরীর পাদবিন্যাসে পবিত্র কৈলাস-গিরিতে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ২ ॥ ইন্দ্র মেঘাত্মক বিমান হইতে মাতলির হস্তাবলম্বন পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া গ্রীষ্মকালে তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির জলপ্রবাহ-সন্নিধানে গমনের ন্যায়, পিনাকপাণির আলয়াভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥ তিনি একাকী গমন করিলেও স্ফটিক-ভিত্তিসমূহে প্রতিবিম্বরূপী বহুতর নিজ দেহ দর্শন করিতে করিতে প্রভুর আলয় প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪ ॥ সুরপতি বিচিত্র মণিখণ্ড-সমূহ দ্বারা ভঙ্গিভাবে বিরচিত শঙ্করের সৌধাঙ্গনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, অতি প্রচণ্ড সুবর্ণদণ্ডধারী নন্দী সেই স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন ॥ ৫ ॥ বক্ষঃস্থলে হেমদণ্ডধারী নন্দী সহসা দেবরাজকে দর্শন করিয়া প্রতি-গৌরব প্রদর্শন পূর্ব্বক মহেশ্বরের সভামণ্ডপে গমনপূর্ব্বক দেবরাজকে সন্তোষিত করিলেন ॥ ৬ ॥ অনন্তর জগদীশ ভ্রূভঙ্গী দ্বারা অনুমতি প্রদান করিলে নন্দী স্বয়ং অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া দেবতাগণের সহিত দেবরাজকে ত্রিলোচনের নিকেতনে প্রবেশ করাইলেন ॥ ৭ ॥ অনন্তর সহস্রলোচন, বিবিধ প্রকার আকৃতিবিশিষ্ট চণ্ডী, ভৃঙ্গী প্রভৃতি প্রধান প্রধান গণসমূহ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বিবিধ রত্নে সমুজ্জ্বল সভাস্থলে মহাদেবকে অবলোকন করিলেন ॥ ৮ ॥ তিনি ঊর্দ্ধস্থিত মহাসর্পগণের মস্তকস্থিত দেদীপ্যমান রত্ন-কিরণ-সমূহদ্বারা সমুজ্জ্বল জটাজূট ধারণ পূর্ব্বক প্রদীপ্ত ধাতু-সমন্বিত অত্যুচ্চ সুমেরু-শৃঙ্গের ন্যায় অবস্থিত

বিভ্রাণমুত্তুঙ্গকপালমালাং, গঙ্গাং জটাজূটতলং ভজন্তীম্।
গৌরীং তদুৎসঙ্গজুষং হসন্তীমিব স্বফেনৈঃ শরদভ্রশুভ্রৈঃ ॥১০॥
গঙ্গাতরঙ্গৈঃ প্রতিবিম্বিতৈস্তৈর্বভ্রুভবন্তং শিরসা সুধাংশুম্।
চলন্মরীচিপ্রচয়ৈস্তুষারৈর্গৌরৈর্দিগুদ্দ্যোতিনমুদ্‌বহন্তম্ ॥১১॥
ভালস্থলে লোচনমেধমানং, নামাধরীভূতরবীন্দুনেত্রম্।
যুগান্তকালোচিতহব্যবাহং, মীনধ্বজপ্লোষণমাদধানম্ ॥১২॥
সুবদ্ধয়া কণ্ঠিকয়েব নীলমাণিক্যময্যা কুতুকেন গৌর্য্যা।
নীলস্য কণ্ঠস্য পরিস্ফুরন্ত্যা, কান্ত্যা মহত্যা চ বিরাজমানম্ ॥১৩॥
মহার্হরত্নাঞ্চিতয়োরুদারস্ফুরৎপ্রভামণ্ডলয়োঃ সমন্তাৎ।
কর্ণান্বিতাভ্যাং শশিভাস্করাভ্যামুপাসিতঃ কুণ্ডলয়োশ্ছলেন ॥১৪॥
কালার্দ্দিতানাং ত্রিদশাসুরাণাং, চিতারজোভিঃ পরিপাণ্ডুরাগম্।
মহন্মহেভাজিনমুন্নতাভ্রপ্রালেয়শৈলশ্রিয়মুদ্‌বহন্তম্ ॥১৫॥
পাণিস্থিতব্রহ্মকপালপাত্রং, বৈকুণ্ঠকঙ্কালকরালকায়ম্।
সুরাস্থিকণ্ঠাভরণং রণান্তমলং ত্রিশূলং কলয়ন্তমুচ্চৈঃ ॥১৬॥
পুরাতনীং ব্রহ্মকপালমালাং, কণ্ঠে বহন্তং পুনরাশ্বসন্তীম্।
উদ্গীর্ণবেদাং মুকুটেন্দুবর্ষৎসুধৌঘসংপ্লাবনলব্ধসংজ্ঞাম্ ॥১৭॥
সলীলমঙ্কস্থিতয়া গিরীন্দ্রপুত্র্যা নবাষ্টাপদতুল্যভাসা।
বিরাজমানং শরদভ্রখণ্ডং, পরিস্ফুরন্ত্যাহচিররোচিষেব ॥১৮॥
দৃপ্তান্ধকপ্রাণহরং পিনাকং, গজাসুরস্ত্রীবিধবাত্বহেতুম্।
করেণ গৃহ্লন্ তমসহ্যশূলং, পুরাসুরপ্লোষণকেলিকারম্ ॥১৯॥
ভদ্রাসনং কাঞ্চনপাদপীঠং, মহার্হমাণিক্যবিভঙ্গিচিত্রম্।
অধিষ্ঠিতং চন্দ্রমরীচিগৌরৈরুদ্‌বীজ্যমানং চমরৈর্গণাভ্যাম্ ॥২০॥

ছিলেন ॥৯॥ তাঁহার কণ্ঠদেশে উচ্চতর কপালমালা শোভা পাইতেছে, উৎসঙ্গদেশে পার্ব্বতী অবস্থিত রহিয়াছেন, জটাজূটে গঙ্গাদেবী অবস্থিত থাকিয়া স্বীয় শারদমেঘের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ফেনসমূহ দ্বারা যেন হাস্য করিতেছিলেন ॥১০। তিনি প্রতিবিম্বিত গঙ্গা, ভুজঙ্গ এবং দিকৃসমূহের দীপ্তিকারী চঞ্চল ও তুষারের ন্যায় কিরণসমূহ দ্বারা অতিশয় শুভ্রতর শুধাংশুকে স্বীয় শিরোদেশে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ১১ । তেজোদ্বারা রবি ও চন্দ্ররূপ নেত্রদ্বয়কে অভিভূত করিয়া মদনদহনকারী প্রলয়-কালোচিত বহ্নি তাঁহার ললাটলোচনে দীপ্তি পাইতেছিল ॥ ১২ ॥ গৌরী যেন কৌতুকবশে নীলমাণিক্য-গ্রথিত কণ্ঠিকা বন্ধন করিয়া দিয়াছেন, সেইরূপে প্রকাশিত নীলবর্ণ কণ্ঠের সুমহতী কান্তিদ্বারা শঙ্কর বিরাজিত হইতেছিলেন ॥ ১৩ ॥ চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার কর্ণদ্বয়ে অবস্থিত থাকিয়া মহার্হ রত্নখচিত, চতুর্দ্দিকে প্রস্ফুরিত প্রভামণ্ডল দ্বারা প্রদীপ্ত কুণ্ডলদ্বয়ের ছলে যেন তাঁহার উপাসনা করিতেছেন ॥ ১৪ ॥ প্রলয়কালে কালগ্রাসে নিপতিত দেবতা ও অসুরগণের চিতাভস্ম দ্বারা অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ অঙ্গে অত্যন্ত স্থূল মহামাতঙ্গের চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক উন্নত মেঘ-বিশিষ্ট হিমগিরির ন্যায় শোভমান হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন ॥১৫॥ তিনি পাণিতলে ব্রহ্মার কপালপাত্র, অঙ্গে বিষ্ণুর কঙ্কালমালা, কণ্ঠে সুরগণের অস্থিমালা আভরণরূপে এবং রণান্তমূলক ত্রিশূল ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন ॥১৬॥ আর তিনি কণ্ঠদেশে পুনর্ব্বার আশ্বাস-প্রাপ্তা ব্রহ্মকপালমালা বহন করিতেছিলেন, ঐ কপালমালা তাঁহার মুকুটাস্থিত সুধা-ধারা-বর্ষণে সংজ্ঞা লাভ করিয়া বেদ-সকল উচ্চারণ করিতেছিল ॥১৭॥ তপ্তকাঞ্চনতুল্য কান্তিশালিনী গিরীন্দ্রনন্দিনী তাঁহার ক্রোড়দেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহাতে তিনি প্রস্ফুরিত বিদ্যুৎ-সমন্বিত শারদীয় মেঘখণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥১৮॥ তিনি প্রদীপ্ত অন্ধকাসুরের প্রাণবিনাশক গজাসুররমণীর বৈধব্যের হেতুভূত পুরনামক অসুরের দাহনরূপক্রীড়াকারী অসহ্য শূল পিনাককে যুগলকরে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥ তিনি মহামূল্য মাণিক্যখণ্ড-সমূহের ভঙ্গিভাবে বিরচিত কাঞ্চনপাদপীঠ-বিশিষ্ট ভদ্রাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া

শস্ত্রাস্ত্রবিদ্যাভ্যাসনৈকলক্ষ্যৈঃ, সাবস্ময়ৈরেত্য গণৈঃ সুদৃষ্টম্।
সংবীজ্যমানোঽম্বিকয়াঞ্চলেন, সানন্দনির্দিষ্টদৃশং কুমারে ॥২১॥
তথাবিধং শৈলসুতাধিনাথং, পুলোমপুত্রীদয়িতো নিরীক্ষ্য।
আসীৎ ক্ষণং ক্ষোভপরো নু কস্য, মনো ন হি ক্ষুভ্যতি ধামধাম্নি ॥
বিকস্বরাম্ভোজবনশ্রিয়া তং, দৃশাং সহস্রেণ নিরীক্ষমাণঃ।
সর্ব্বাঙ্গনেত্রপ্রতিবিভাসে, পুষ্পোৎকরাকীর্ণ ইবাগ্রশাখী ॥২৩॥
দৃষ্ট্বা সহস্রেণ দৃশাং মহেশমভূৎ কৃতার্থঃ খলু তেন শক্রঃ।
সর্ব্বাঙ্গজাতং তদথো বিরূপং, মুনিপ্রকোপাৎ পরং হি মেনে ॥২৪॥
ততঃ কুমারং কনকাদ্রিসারং, পুরন্দরঃ প্রেক্ষ্য ধৃতাস্ত্রশস্ত্রম্।
মহেশ্বরোপান্তিকবর্ত্তমানং, শত্রোর্জয়াশাং মনসা ববন্ধ ॥২৫॥
শ্রীনীলকণ্ঠ দ্যুপতিঃ পুরোঽস্তি, ত্বয়ি প্রণামাবসরঞ্চ পৃচ্ছন্।
সহস্রনেত্রোঽত্র ভব ত্রিনেত্র, দৃষ্ট্যা প্রসাদপ্রগুণো মহেশ ॥২৬॥
ইতি প্রবদ্ধাঞ্জলিরেত্য নন্দী, নিধায় কক্ষামভি হেমবেত্রম্।
প্রসাদমাত্রং পুরতো ভবিষ্ণুরথ স্মরারাতিমুবাচ বাচম্ ॥২৭॥
মুদাঽসুরারিং সুরসংঘসেব্যং, ত্রৈলোক্যসেব্যস্ত্রিপুরাসুরারিঃ।
প্রীত্যা সুধাসারবিসারিণেব, ততোঽনুজগ্রাহ বিলোচনেন ॥২৮॥
কিরীটকোটিচ্যুতপারিজাতপুষ্পেণ ভক্ত্যানমিতেন মূর্দ্ধ্না।
স্বর্গৈকবন্দ্যো জগদেকদেবং, ননাম দেবঃ স সহস্রনেত্রঃ ॥২৯॥
অনেকলোকৈকনমস্ক্রিয়ার্হং, মহেশ্বরং তং ত্রিদিবেশ্বরঃ সঃ।
ভক্ত্যা নমস্কৃত্য কৃতার্থতায়াঃ, পাত্রং পবিত্রং পরমং বভূব ॥৩০॥

অবস্থিতি করিতেছিলেন, দুই পার্শ্বে গণদ্বয় চামর ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে ব্যজন করিতেছিল ॥২০॥ আর অস্ত্রবিদ্যাভ্যাসে আসক্ত গণসকল আসিয়া সবিস্ময়ে তাঁহাকে অবলোকন করিতেছিলেন এবং দেবী অম্বিকা নিজ বসন অঞ্চল দ্বারা কুমারকে ব্যজন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন, মহাদেব সেই কুমারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক আনন্দে অবস্থিতি করিতেছিলেন ॥২১॥ শচীপতি সেইরূপে অবস্থিত গিরিজা-পতিকে দর্শন করিয়া ক্ষণকাল সংক্ষুব্ধভাবে অবস্থিত রহিলেন, যেহেতু, তেজোধাম অবলোকন করিলে কাহার মনে ক্ষোভ না হইয়া থাকে? ২২। সর্ব্বাঙ্গনেত্র সুরপতি প্রস্ফুটিতসরোরুহ-সমূহের ন্যায় শোভমান স্বীয় সহস্রনেত্র দ্বারা মহাদেবকে দর্শন করিতে লাগিলেন, তাহাতে বোধ হইল যেন, প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি দ্বারা আকীর্ণ একটী তরু বিরাজ করিতেছে ॥২৩॥ দেবরাজ সহস্র নেত্রদ্বারা শঙ্করকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন, তখন তিনি মনে ভাবিলেন যে, পূর্ব্বে আমার নেত্র-সমূহ প্রিয়া শচীকেই দর্শন করিয়াছিল, এক্ষণে মহাদেবকে দর্শন করিয়া সহস্রনেত্র যথার্থ সফলতা লাভ করিল॥২৪॥ তদনন্তর পুরন্দর কনকগিরির ন্যায় সারবান্ অস্ত্রশস্ত্রধারী মহেশ্বর-সমীপে উপবিষ্ট কুমারকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে শত্রু জয়ের আশা বন্ধন করিলেন ॥২৫॥ "হে নীলকণ্ঠ! হে ত্রিলোচন! হে মহেশ্বর! আপনাকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত অবসর জিজ্ঞাসা করিয়া সুররাজ সহস্রলোচন পুরোভাগে অবস্থিত রহিয়াছেন, অতএব আপনি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥২৬॥" নন্দী স্বীয় বক্ষঃস্থলে হেমবেত্রস্থাপন পূর্ব্বক আগমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ বাক্য নিবেদন করিলেন যে, পুরোভাগে আপনার প্রসাদপাত্র বিদ্যমান, আপনি তাঁহার প্রতি প্রসাদ বিতরণ করুন ॥২৭॥ তদনন্তর ত্রিপুরারি, সুরসমূহের সেবনীয় অসুরারি ইন্দ্রকে প্রীতি ও হর্ষ সহকারে সুধাধারাবর্ষী দৃষ্টিপাতদ্বারা অনুগৃহীত করিলেন ॥২৮॥ তৎপরে সেই স্বর্গের একমাত্র বন্দনীয়, দেবপ্রবর সহস্রনেত্র কিরীট হইতে পারিজাত-পুষ্প-প্রচ্যুতিশীল ভক্তি-নম্র মস্তক দ্বারা জগতের একমাত্র দেবতা মহাদেবকে প্রণাম করিলেন ॥২৯॥ স্বর্গপতি দেবরাজ সমস্ত লোকের নমস্কারার্হ সেই মহেশ্বরকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া পরমকৃতার্থতা

স্তভক্তিভাজামধিপাদপীঠং, প্রীতাক্ষিভিন্ন ম্রতরৈঃ শিরোভিঃ।
ততঃ প্রণেমুঃ পুরতঃ সুরাণাং, গণাঃ সশক্রাঃ ক্রমতঃ স্মরারিম্ ॥৩১॥
গণোপনীতে প্রভুণোপদিষ্টে, নৃপাসনে হেমময়ে পুরস্তাৎ।
প্রাপোপবিশ্য প্রমদং সুরেন্দ্রঃ, প্রভুপ্রসাদো হি মুদে ন কস্য ॥৩২॥
ক্রমেণ চান্যোঽপি বিলোকনেন, সম্ভাবিতাঃ সস্মিতমীশ্বরেণ।
উপাবিশংস্তোষবিশেষমাপ্তা, দৃগ্গোচরে তস্য পুরঃ সমেতাঃ ॥৩৩॥
অথাহ দেবো বলবৈরিমুখ্যান্, গীর্ব্বাণমুখ্যান্ করুণার্দ্রচেতাঃ।
কৃতাঞ্জলীকানসুরৈর্বিধূতান্, ধ্বস্তশ্রিয়াঃ শীর্ণমুখানবেক্ষ্য ॥৩৪॥
অহো বতানন্তপরাক্রমানাং, দিবৌকসাং বীরবরায়ুধানাম্।
হিমোদবিন্দুগ্লপিতস্য কিং বঃ, পদ্মস্য দৈন্যং দধতে মুখানি ॥৩৫॥
স্বর্গৌকসঃ স্বর্গপরিচ্যুতাঃ কিং, সুপুণ্যরাশৌ সুমহত্যমেঽপি।
চিহ্নং চিরোঢ়ং বত যূয়মেতে, নিজাধিপত্যস্য পরিত্যজধ্বম্ ॥৩৬॥
দিবৌকসো দেবগৃহং বিহায়, মনুষ্যসাধারণতামবাপ্তাঃ।
যূয়ং কুতঃ কারণতশ্চরধ্বং, মহীভৃতো মানধনা মহান্তঃ ॥৩৭॥
অনন্যসাধারণসিদ্ধমুচ্চৈঃ, সুদৈবতং ধাম নিকামকামম্।
কস্মাদকস্মাদ্‌নিরগাদসমাস্বেশ্চিরার্জ্জিতং পুণ্যমিবাপবাদাৎ ॥ ৩৮ ॥
সুরাঃ পুরারাতিপুরো বিবর্ণং, সমীয়িবাংসং সমমাতুরাণাম্।
তদব্রূত লোকত্রয়জিত্বরাৎ কিং, মহাসুরাৎ তারকতো বিরুদ্ধম্ ॥ ৩৯ ॥
পরাভবং তস্য মহাসুরস্য, নিষেদ্ধুকামোঽহমলং ভবিষ্ণুঃ।
দাবানলপ্লোষবিপত্তিমন্যোঽরণ্যস্য হর্ত্তুং জলদাৎ প্রভুঃ কিম্ ॥ ৪০ ॥
ইতীরিতে মন্মথমর্দ্দনেন, সুরাঃ সুরেন্দ্রপ্রমুখা মুখেষু।
সান্দ্রপ্রমোদাঃ সুচিরস্মিতেষু, দধুঃ শ্রিয়ং সত্বরমাশ্বসন্তঃ ॥ ৪১ ॥

প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩০ ॥ তদনন্তর সুভক্তিশালী সুরগণ প্রীতলোচনে স্ব স্ব মস্তক আনমিত করিয়া অগ্রভাগে গমন পূর্ব্বক পাদপীঠ-সন্নিধানে ক্রমে ক্রমে গিয়া স্মরারিকে প্রণাম করিলেন ॥ ৩১ ॥ তৎপরে প্রভুর আদেশানুসারে গণসমূহ পুরোভাগে হেমময় সিংহাসন আনয়ন করিলে পর সুরপতি তাহাতে উপবেশন করিয়া আনন্দিত হইলেন। প্রভুর প্রসাদ লাভ করিলে কোন্ ব্যক্তি আনন্দিত না হইয়া থাকে ? ৩২॥ তদনন্তর মহেশ্বর ঈষৎ হাস্য সহকারে অন্যান্য দেবগণকে দৃষ্টিপাত দ্বারা সম্মানিত করিলে পর তাঁহারা তাঁহার এই দৃষ্টিগোচরে একত্র উপবেশন পূর্ব্বক অত্যন্ত পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর মহাদেব দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত, অসুরগণ কর্ত্তৃক উপদ্রুত ও ধর্ষিতশ্রীক ইন্দ্রাদি প্রধান প্রধান দেবতাগণের ম্লান বদন দেখিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ হে বীরবরগণ ! হে স্বর্গবাসিগণ ! তোমাদের অস্ত্র-সমূহের পরাক্রম অনন্ত, তবে হিমবিন্দু সম্পাতে পরিক্লিষ্ট পদ্মের ন্যায় তোমাদের মুখমণ্ডল ম্লান দেখিতেছি কেন ? ৩৫ ॥ অতিমহৎ পুণ্যরাশি বিদ্যমানে স্বর্গবাসিগণ স্বর্গ হইতে পরিচ্যুত হইয়াছে। হায় ! তোমরা কি নিজ নিজ আধিপত্যের চিহ্ন একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছ ? ৩৬ ॥ মহান্ দেবতাগণ মান, ধন এবং কি কারণেই বা দেবগৃহ পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় মহীতলে আসিয়া পরিভ্রমণ করিতেছ ? ৩৭ ॥ অনন্যসাধারণ জীবগণ যাহা লাভ করিতে সমর্থ হয় না, যম প্রভৃতি দেবগণ তোমরা পরিপন্থী পাপসঞ্চয় হেতু চিরার্জ্জিত পুণ্যের ন্যায় কি কারণে সেই কমনীয় দৈবতধাম পরিত্যাগ করিলে ? ৩৮॥ হে সুরগণ ! তোমরা পুরারির পুরোভাগে আতুরের ন্যায় বিবর্ণ-ভাব প্রাপ্ত হইলে কেন ? তারকাসুর ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছে, সেই মহাসুর হইতে তোমরা কি উপদ্রব প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল ॥ ৩৯ ॥ সেই মহাসুরকৃত পরাভব নিবারণ করিতে আমিই সমর্থ, দাবানল-দগ্ধ অরণ্যের দাহ-বিপত্তি হরণ করিতে জলধর ভিন্ন আর কে সমর্থ হইয়া থাকে ? ৪০ ॥ মন্মথমর্দ্দন দেবাদিদেব মহাদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরেন্দ্রাদি দেবতাগণ আশ্বাসিত ও অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, তখন তাঁহাদের পরস্পর সস্মিত

ততো গিরীশস্য গিরাং বিরামে, জগাদ লব্ধেঽবসরে সুরেন্দ্রঃ।
ভবন্তি বাচোঽবসরে প্রযুক্তা, ধ্রুবং প্রবিস্পষ্টফলোদয়ায় ॥ ৪২ ॥
জ্ঞানপ্রদীপেন তমোঽপহেনাবিনশ্বরেণাস্খলিতপ্রভেণ।
ভূতং ভবদ্ভাবি চ যচ্চ কিঞ্চিৎ, সর্ব্বত্র সর্ব্বং তব গোচরস্তৎ ॥ ৪৩ ॥
দুর্ব্বারদোর্দ্দণ্ডদুঃসহেন, যৎ তারকেণামরঘস্মরেণ।
তদীশান স্বাত্মপদান্নিরস্তা, বয়ং দিবোঽমী বত কিং ন বেৎসি ॥ ৪৪ ॥
বিধেরমোঘং স্ববরপ্রসাদমাসাদ্য সদ্যস্ত্রিজগজ্জিগীষুঃ।
সুরান্ স জম্ভারিমুখান্ প্রচণ্ডদোর্দ্দণ্ডদণ্ডো মনুতে তৃণায় ॥ ৪৫ ॥
স্তুত্যা পুরাস্মাভিরুপাসিতেন, পিতামহেনেতি নিরূপিতং নঃ।
সেনাপতিঃ সংযতি দৈত্যমেনং, ধ্রুবং স্মরারাতিসুতো নিহন্তি ॥ ৪৬ ॥
অকামতোঽনন্তরমস্য যাবৎ, সুরা অদান্তস্য পরাভবার্ত্তিম্।
বিষেহিরে তস্য হৃদন্তশল্যমাজ্ঞানিয়োগং ত্রিদিবৌকসোঽমী ॥ ৪৭ ॥
ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীহৃদয়ৈকশল্যং, মহাসমুৎখায় মহাসুরং তম্।
অস্মাকমেষাং পুরতো ভবিষ্ণুর্দুঃখাপহারং যুধি যো বিধত্তে ॥ ৪৮ ॥
মহাহবে নাথ তবাস্য সূনোঃ, শস্ত্রৈঃ শিতৈঃ কৃত্তশিরোধরাণাম্।
মহাসুরাণাং রমণীবিলাপৈর্দিশো দশৈতা মুখরীভবন্তু ॥ ৪৯ ॥
মহারণক্ষৌণিপশূহারে, কৃতেঽসুরে তত্র তবাত্মজেন।
বন্দিস্থিতানাং সুদৃশাং করোতু, বেণীপ্রমোক্ষং সুরলোক এষঃ ॥ ৫০ ॥
ইত্থং সুরেন্দ্রে বদতি স্মরারিঃ, সুরারিদুশ্চেষ্টিতজাতরোষঃ।
কৃতানুকম্পস্ত্রিদশেষু তেষু, ভূয়ঃ স ভূতাধিপতির্বভাষে ॥ ৫১ ॥
অহো অহো দেবগণাঃ সুরেন্দ্রমুখাঃ শৃণুধ্বং বচনং মমৈতৎ।
বিচেষ্টতে শঙ্কর এষ দেবকার্য্যায় সজ্জঃ সকলং শুভায় ॥ ৫২ ॥

বদনমণ্ডলে আনন্দশ্রী লক্ষিত হইতে লাগিল ॥ ৪১ ॥ তদনন্তর গিরিশের বাক্যাবসান হইলে সেই অবসরে সুরপতি বলিতে আরম্ভ করিলেন। যেহেতু, বাক্যের অবসরে বাক্য প্রযুক্ত হইলে তাহা ফলোৎপত্তির নিমিত্তই হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥ প্রভো! আপনি তমোনাশক, অস্খলিত, প্রভাবিশিষ্ট, প্রদীপ্ত জ্ঞানপ্রদীপদ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই অবগত আছেন ॥ ৪৩ ॥ হে ঈশ! আমরা দুর্ব্বার দোর্দ্দণ্ডশালী দুঃসহ অমরধর্ষী তারকাসুর দ্বারা যে স্ব স্ব পদ স্বর্গস্থান হইতে পরিচ্যুত হইয়াছি, তাহা কি আপনি অবগত নহেন? ৪৪ ॥ বিধাতার অমোঘ বর প্রাপ্ত হইয়া প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ডশালী তারকাসুর ত্রিলোক-পরাভবের বাসনা করিয়া জম্ভশত্রু ইন্দ্রাদি দেবতাগণকেও তৃণতুল্য মনে করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ আমরা পূর্ব্বে স্তোত্র দ্বারা পিতামহের উপাসনা করিলে পর তিনি নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন যে, স্মররিপুর পুত্র সেনাপতি হইয়া যুদ্ধস্থলে এই দৈত্যকে বিনাশ করিবেন ॥ ৪৬ ॥ এক্ষণে এই স্বর্গবাসী সুরগণ, অনিচ্ছায় সেই অদম্য মহাসুরের হৃদয়ান্তর্গত শল্যস্বরূপ আজ্ঞা নিয়োগ ও পরাভবপীড়া সহ্য করিতেছে ॥ ৪৭ ॥ ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মীর হৃদয়-শল্যস্বরূপ সেই মহাসুরকে যুদ্ধস্থলে নিহত করিয়া যিনি দেবতাগণের দুঃখ দূর করিবেন, তিনি এই আমাদের সম্মুখভাগে বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥ হে প্রভো! আপনার তনয়ের যুদ্ধে প্রযুক্ত সুতীক্ষ্ণ শরসমূহে খণ্ডীকৃতমস্তক মহাসুরের রমণীগণের বিলাপশব্দ দ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হউক্ ॥ ৪৯ ॥ আপনার নন্দন সেই মহাসুরকে রণভূমির পশূপহাররূপে প্রদান করিয়া এই সুরলোকে বন্দীকৃত বনিতাগণের বেণীবন্ধন মোচন করুন ॥ ৫০ ॥ সুরপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্মররিপু সেই অসুরের অত্যাচার-জনিত রোষে অধীর হইয়া দেবতাদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫১ ॥ অহো! সুরেন্দ্রাদি দেববর্গ! তোমরা আমার এই বাক্য শ্রবণ কর; এই কুমার দেবকার্য্যের নিমিত্ত সুসজ্জ হইয়া অবিলম্বেই তোমাদের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতেছেন ॥ ৫২ ॥

পুরা ময়াকারি গিরীশপুত্র্যাঃ, প্রতিগ্রহোঽয়ং নিয়তাত্মনাপি।
তত্রৈকহেতুঃ খলু তদ্ভবেন, বীরেণ যদ্ধন্তব্য এব শক্রঃ॥ ৫৩॥
অথোপপন্নং তদিতো নিযুজ্য, কুমারমেনং পৃতনাপতিত্বে।
নিহন্তু শত্রুং সুরলোকমেষঃ, পুনাতু ভূয়োঽপি সুরৈঃ সুরেন্দ্রঃ॥ ৫৪॥
ইত্যুদীর্য্য ভগবাংস্তমাত্মজং, ঘোরসঙ্গরমহোৎসবোৎসুকম্।
নন্দনং হি জহি দেববিদ্বিষং, সংযতীতি নিজগাদ শঙ্করঃ॥ ৫৫॥
শাসনং পশুপতেঃ স কুমারঃ, স্বীচকার শিরসা বিনতেন।
সর্ব্বথৈব পিতৃভক্তিরতানামেষ এব পরমঃ খলু ধর্ম্মঃ॥ ৫৬॥
অসুরযুদ্ধবিধৌ বিবুধেশ্বরে, পশুপতৌ বদতি প্রিয়মাত্মজম্।
গিরিজয়া মুমুদে সুতবিক্রমে, ন কিমু নন্দতি সংযতি বীরসূঃ॥ ৫৭॥
সুরপরিবৃঢ়ঃ প্রৌঢ়ং বীরং কুমারমুমাপতের্বলবদমরারাতিস্ত্রীণাং দৃগঞ্জনগঞ্জনম্।
জগদভয়দং সদ্যঃ প্রাপ্য প্রমোদপরোঽভবদ্ধ্রুবমভিমতে কো বা পূর্ণে মুদা ন হি মাদ্যতি॥৫৮॥

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ কুমারসৈন্যাপত্যবর্ণনং নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ॥ ১২॥

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

প্রস্থানকালোচিতচারুবেশঃ, স স্বর্গিবর্গৈরনুগম্যমানঃ।
ততঃ কুমারঃ শিরসা নতেন, ত্রৈলোক্যভর্ত্তুঃ প্রণনাম পাদৌ॥ ১॥
জহীন্দ্রশত্রুং সমরেঽমরেশপদং স্থিরত্বং নয় বীর বৎস।
ইত্যাশিষা তং প্রণমন্তমীশো, মূর্দ্ধন্যুপাঘ্রায় মুদাভ্যনন্দৎ॥ ২॥

আমি পূর্ব্বে নিয়মাবলম্বী হইয়াও গিরিপুত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছি, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, মদুৎপন্ন বীরবর পুত্র যুদ্ধস্থলে সেই অসুরকে নিহত করিবে॥ ৫৩॥ অতএব এই কুমারকে শত্রুবধ করিবার নিমিত্ত সেনাপতিত্বে নিয়োজিত কর। সুরগণের সহিত সুররাজ পুনর্ব্বার দেবলোক পবিত্র করুন্॥ ৫৪॥ ঘোরতর সংগ্রাম-সমুৎসুক নিজ পুত্রকে ভগবান্ ভবানীপতি "সুরগণের শত্রুকে বধ কর" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন॥ ৫৫॥ অনন্তর কুমার অবনত-মস্তকে পশুপতির আদেশ গ্রহণ করিলেন; পিতৃভক্তিনিরত ব্যক্তিগণের ইহাই পরমধর্ম্ম॥ ৫৬॥ দেবতাগণের ঈশ্বর পশুপতি যুদ্ধবিষয়ে এইরূপ বলিলে পর গিরিজাদেবী নিজপুত্রের বিক্রমবিষয়ে অতীব আনন্দিত হইলেন, যেহেতু, বীরপ্রসবিনী নারী যুদ্ধে সুতের বিক্রম দর্শনে অবশ্যই প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন॥৫৭॥ সুরনায়ক ইন্দ্র উমাপতির বলবান্ পুত্র অরাতি-নারীগণের নয়নাঞ্জন-বিমোচনকারী জগতের অভয়প্রদ বীর কার্ত্তিককে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন, যেহেতু, নিজ মনোভিলাষ পরিপূর্ণ হইলে কোন্ ব্যক্তি আনন্দমদে প্রমত্ত না হইয়া থাকে? ৫৮॥

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

তদনন্তর কুমার প্রস্থানকালোচিত মনোহর বেশ ধারণ পূর্ব্বক দেবগণ কর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া নতশিরে ত্রিলোকপালক মহাদেবের চরণ বন্দনা করিলেন॥ ১॥ তখন মহেশ্বর, "হে বীর! হে বৎস! তুমি ইন্দ্রশত্রুকে বধ কর এবং সমরে অমরবর্গের অধিকার পুনঃ স্থাপন কর" এই বলিয়া সেই প্রণত পুত্রের প্রতি আশীর্ব্বচন প্রয়োগপূর্ব্বক মস্তকাঘ্রাণ করিয়া

প্রহ্বীভবন্ নম্রতরেণ মূর্দ্ধা, নমশ্চকারাঙ্ঘ্রিযুগং স মাতুঃ।
তস্যাঃ প্রমোদাশ্রুপয়ঃপ্রপুরস্তস্যাভবদ্বীরবরাভিষেকঃ॥ ৩॥
তমঙ্কমারোপ্য সুতা মহাদ্রেরাশ্লিষ্য গাঢ়ং সুতবৎসলা সা।
শিরস্যুপাঘ্রায় জগাদ শত্রুং, জিত্বা কৃতার্থীকুরু বীরসূং মাম্॥ ৪॥
উদ্দামদৈত্যোশাবপত্তিহেতুঃ, শ্রদ্ধালুচেতাঃ সমরোৎসুকঃ সঃ।
প্রণম্য ভক্ত্যা গিরিজাগিরিশৌ, ততঃ প্রতস্থেঽভি দিবং কুমারঃ॥ ৫॥
দেবং মহেশং গিরিজাঞ্চ দেবীং, ততঃ প্রণম্য ত্রিদিবৌকসোঽপি।
প্রদক্ষিণীকৃত্য সুরেশমুখ্যাঃ, সুরাঃ সমস্তাস্তমথানুজগ্মুঃ॥ ৬॥
অথ ব্রজদ্ভিস্ত্রিদশৈঃ সরোষৈঃ, স্ফুরৎপ্রভাভাসুরমণ্ডলৈস্তৈঃ।
ততো বভাসে হরিতোঽবকাশো, দিবাপি নক্ষত্রগণৈরিবোগ্রৈঃ॥ ৭॥
ররাজ তেষাং ব্রজতাং সুরাণাং, মধ্যে কুমারোঽধিককান্তিকান্তঃ।
নক্ষত্রতারাগ্রহমণ্ডলানামিব ত্রিযামাদয়িতো নভোঽন্তে॥ ৮॥
গিরীশগৌরীতনয়েন সার্দ্ধং, পুলোমপুত্রীদয়িতাদয়স্তে।
উত্তীর্য্য নক্ষত্রপথং মুহূর্ত্তাৎ, প্রপেদিরে লোকমথো মুনীনাম্॥ ৯॥
তং স্বর্গলোকং চিরকালদৃষ্টং মহাসুরত্রাসবশংবদত্বাৎ।
সন্তঃ প্রবেষ্টুং ন বিষেহিরে তৎ, ক্ষণং ব্যলম্বন্ত সুরাঃ সমস্তাঃ॥ ১০॥
পুরো ভব ত্বং ন পুরো ভবামি, ন বঃ পুরোগোঽস্মি পুরঃসরস্ত্বম্।
ইত্থং দ্বিধা তেন কৃতে স্ববশ্যে, স্বর্গং প্রবিষ্টুং কলহং বিতেনুঃ॥ ১১॥
সুরত্বরালোকনকৌতুকেন, মুদা শুচিস্মেরবিলোচনস্য।
দধুঃ কুমারস্য মুখারবিন্দে দৃষ্টিং দ্বিষৎসাধ্বসকাতরাস্তে॥ ১২॥
সহেলহাসচ্ছুরিতাননেন্দুস্ততঃ কুমারঃ পুরতো নিবিষ্টঃ।
স তারকাপাতমপেক্ষমাণো, রণপ্রবীরোঽভি সুরানবোচৎ॥ ১৩॥

সানন্দে অভিনন্দন করিলেন॥ ২॥ তখন কুমার বিনীতভাবে মস্তক আনত করিয়া জননীর চরণ-যুগলে নমস্কার করিলেন। মাতার আনন্দাশ্রু প্রবাহ দ্বারাই যেন সেই বীরবরের মাঙ্গলিক যুদ্ধাভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদিত হইল॥ ৩॥ সেই সুতবৎসলা গিরীন্দ্রসুতা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বলিলেন, "তুমি শত্রুজয় করিয়া আমার বীরপ্রসূ নাম সফল কর"॥ ৪॥ অনন্তর উদ্দীপ্ত দানবগণের বিপত্তির হেতুভূত সমরনায়ক কুমার কার্ত্তিকেয় শ্রদ্ধান্বিত-চিত্তে গিরিজা ও গিরিশকে বন্দনা করিয়া স্বর্গাভিমুখে গমন করিলেন॥ ৫॥ তদনন্তর দেবগণও মহেশ্বর ও দেবী পার্ব্বতীকে প্রণাম এবং প্রধান প্রধান সুরগণ সকলেই তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া কুমারের অনুগমন করিলেন॥ ৬॥ অনন্তর রোষভরে গমনশীল প্রস্ফুরিত প্রদীপ্ত প্রভামণ্ডলবিশিষ্ট দেবগণ দ্বারা দিঙ্মণ্ডল দিবাভাগেও সমুজ্জ্বল নক্ষত্রগণে পরিবৃতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল॥ ৭॥ গমনকালে গতিশীল দেবগণের মধ্যে অধিকতর কান্তিমান্ সেই কুমার, নভোমণ্ডলে নক্ষত্র ও গ্রহগণের মধ্যে চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৮॥ ইন্দ্রাদি দেবগণ কুমারের সহিত মুহূর্ত্তমধ্যেই নক্ষত্রপথ অতিক্রম পূর্ব্বক সপ্তর্ষিগণের অবস্থিতি-স্থানে উপস্থিত হইলেন॥ ৯॥ তখন সমস্ত সুরগণ দীর্ঘকালের পর দৃষ্ট স্বর্গলোক-মধ্যে মহাসুরের ভয় হেতু সন্তই প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া ক্ষণকাল বিলম্ব করিতে লাগিলেন॥ ১০॥ "তুমি অগ্রে যাও, আমি অগ্রে যাইব না, এইরূপে সেই রিপুর বশীভূত স্বর্গে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত দেবগণ পরস্পর কলহ করিতে লাগিলেন॥ ১১॥ কুমার সুরগণের ত্বরা দর্শনে কৌতুকান্বিত হইলে তাঁহার লোচনদ্বয় হর্ষভরে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তখন শত্রুভয়ে কাতর দেবগণ তাঁহার মুখকমলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন॥১২॥ কুমারের মুখচন্দ্র ঈষৎ হোলত ও হাস্যচ্ছটায় উদ্দীপিত হইলে সেই রণবীর সকলের পুরোভাগে অবস্থিত থাকিয়া তারকের আগমন প্রতীক্ষা পূর্ব্বক সুরগণকে বলিতে লাগিলেন॥ ১৩॥

ভীত্যাঽলমস্তু ত্রিদিবৌকসোঽমী, স্বর্গং ভবন্তঃ প্রবিশন্তু সন্তঃ।
অত্রৈব মে দৃক্‌পথমেতু শত্রুর্মহাসুরো যঃ খলু কালদৃষ্টঃ ॥ ১৪ ॥
স্বর্লোকলক্ষ্মীকচকর্ষণায়, দোর্ম্মণ্ডলং বল্গতি যস্য চণ্ডম্।
ইহৈব তচ্ছোণিতপানকেলিমহায় কুর্ব্বন্তু শরা মমৈতে ॥ ১৫ ॥
শক্তির্ম্মমাসাবহতপ্রচারা, প্রভাবসারা সুমহঃপ্রসারা।
স্বর্লোকলক্ষ্ম্যা বিপদা সহারেঃ, শিরো হরন্তী দিশতাং সুখং বঃ ॥ ১৬ ॥
ইত্যন্ধকারাতিসুতস্য দৈত্যবধায় বদ্ধোৎসুকমানসস্য।
সর্ব্বং শুচিস্মেরমুখারবিন্দং, গীর্ব্বাণবৃন্দং বচসা ননন্দ ॥ ১৭ ॥
সান্দ্রপ্রমোদাৎ পুলকোপগূঢ়ঃ, সর্ব্বাঙ্গসংলগ্নসহস্রনেত্রঃ।
তস্যোত্তরীয়েণ নিজাম্বরস্য, নির্ম্মঞ্ছনং চারু চকার শক্রঃ ॥ ১৮ ॥
ঘনপ্রমোদাশ্রু-পরিপ্লুতাক্ষৈর্মুখৈশ্চতুর্ভিঃ প্রচুরপ্রমোদঃ।
ক্রমাচ্চুচুম্বে বিধিরাদিবৃদ্ধঃ, ষড়াননং ষট্‌সু শিরঃসু হর্ষাৎ ॥ ১৯ ॥
তং সাধু সাধ্বিত্যভিতঃ প্রশস্য, মুদা কুমারং ত্রিপুরাসুরারেঃ।
আনন্দয়ন্ বীর জয়েতি বাচা গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরসিদ্ধসংঘাঃ ॥ ২০ ॥
দিব্যর্ষয়স্তস্য বচো বরার্থং তদভ্যনন্দন্ কিল নারদাদ্যাঃ।
নির্ম্মঞ্ছনং চক্রুরথোত্তরীয়ৈশ্চামীকরীয়ৈর্নিজবল্কলৈশ্চ।
ততঃ সুরাঃ শক্তিধরস্য তস্যাবষ্টভতঃ সাধ্বসমুৎসৃজন্তঃ ॥ ২১ ॥
অথাভিপৃষ্ঠং গিরিজাসুতস্য, পুরন্দরাতিজয়ং চিকীর্ষোঃ।
সুরা নিরীয়ুস্ত্রিপুরং দিধক্ষোরিব স্মরারেঃ প্রমথাঃ সমন্তাৎ ॥ ২২ ॥
সুরাঙ্গনানাং জলকেলিভাজাং, প্রক্ষালিতৈঃ সন্ততমঙ্গরাগৈঃ।
প্রপেদিরে পিঞ্জরবারিপূরাং, স্বর্গৌকসঃ স্বর্গধুনীং পুরস্তাৎ ॥ ২৩ ॥
দিগ্‌দন্তিনাং বারিবিহারলীলাং, করাহতৈর্ভীমবরাহযূথৈঃ।
আশংসয়ন্ সাদরমদ্রিপুত্রী, মহেশপুত্রায় পুরঃ পুরোগাঃ ॥ ২৪ ॥

হে অমরগণ! তোমরা এখন আর ভয় করিও না, নির্ভয়ে স্বর্গে প্রবেশ কর। এখন কাল কর্তৃক দৃষ্ট সেই সুরশত্রু মহাসুর এই স্থানেই আমার নয়ন-পথে উপস্থিত হউক ॥ ১৫ ॥ যাহার বাহুদ্বয় স্বর্গলক্ষ্মীর কেশাকর্ষণের নিমিত্ত বলোদ্দৃপ্ত হইয়াছে, আমার শরসমূহ এই স্থলে সত্বরই তাহার শোণিত-পানরূপ মহোৎসব সম্পাদন করুক ॥ ১৫ ॥ অতিশয় তেজঃপ্রসারিণী প্রভাবসারবতী অপ্রতিহতগতি আমার এই শক্তি স্বর্গলক্ষ্মীর বিপদের সহিত অরির শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক তোমাদের সুখ-সম্পাদন করুক ॥১৬॥ দৈত্যবধে দৃঢ়তর উৎসাহান্বিতচিত্ত অন্ধকারিতনয়ের এই প্রকার বাক্য দ্বারা সমস্ত সুরগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং বহুকালের পর তখন তাঁহাদিগের মুখারবিন্দ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল॥১৭॥ তখন সহস্রলোচন অত্যন্ত প্রমোদিত ও পুলকিত হইয়া নিজ উত্তরীয়-বসন দ্বারা উত্তমরূপে তাঁহার নির্ম্মঞ্ছন করিলেন ॥ ১৮ ॥ অসুরপীড়িত ব্রহ্মা তখন অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া গাঢ় আনন্দাশ্রু-পরিপ্লুত লোচনবিশিষ্ট চতুর্ম্মুখ দ্বারা ষড়াননের ছয়টী মস্তক চুম্বন করিলেন, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ "সাধু সাধু" শব্দে ত্রিপুরারিপুত্রকে অভিনন্দন করিয়া "হে বীর! তুমি জয়লাভ কর" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে নারদাদি দেবর্ষিগণও সেই উত্তম-অর্থবিশিষ্ট বচনের প্রতি অভিনন্দন প্রকাশ করিলেন। অনন্তর সকলে নিজ নিজ স্বর্ণ-বল্কলের উত্তরীয় দ্বারা তাঁহার নির্ম্মঞ্ছন করিলেন ॥ ১৯-২১ ॥ অনন্তর দেবগণ, পুরন্দরের বৈরিবিজয়েচ্ছুক গিরিজাপুত্রের পশ্চাদ্‌ভাগে, ত্রিপুর-দহনেচ্ছুক স্মররিপুর পৃষ্ঠভাগে প্রমথগণের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥ অনন্তর দেবগণ পুরোভাগে জলকেলি-কারিণী সুরাঙ্গনাগণের সতত প্রক্ষালিত অঙ্গরাগ দ্বারা পিঙ্গল-বর্ণ বারি-প্রবাহ-বিশিষ্ট স্বর্গনদী প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৩ ॥ কেহ কেহ অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া দিঙ্‌মাতঙ্গগণের শুণ্ডাহত মহাবরাহযূথদ্বারা বারি-

সঃ কার্ত্তিকেয়ঃ পুরতঃ পরীতো, বিয়চ্চরৈর্লোলতরৈস্তরঙ্গৈঃ।
আপ্লাবয়ন্তীং মুহুরালবালশ্রেণীস্তরূণাং শুরুতীরজানাম্॥ ২৫॥
লীলারসাভিঃ সুরকন্যকাভির্হিরণ্যহংসাভিরুতাভিরুচ্চৈঃ।
মাণিক্যগর্ভাভিরুপাহিতাভিঃ, প্রকীর্ণতীরাং বরবেদিকাভিঃ॥ ২৬॥
সৌরভ্যলুব্ধভ্রমরাবকীর্ণৈর্হিরণ্য-হংসাবলিকেলিলোলৈঃ।
চামীকরীয়ৈঃ কমলৈর্বিনিদ্রৈশ্চ্যুতৈঃ পরাগৈঃ পরিপিঙ্গতোয়াম্॥ ২৭॥
কুতূহলাদ্দ্রষ্টুমুপাগতাভিস্তীরে স্থিতাভিঃ সুরকন্যকাভিঃ।
অভ্যূর্মিরাজিপ্রতিবিম্বিতাভির্মুদং দিশন্তীং ব্রজতাং জনানাম্॥ ২৮॥
ননন্দ শক্রশ্চিরকালদৃষ্টাং, বিলোক্য সদ্যঃ সুরদীর্ঘিকাং তাম্।
অপূর্ব্বদৃষ্টামিব লোকমানঃ, স বিস্ময়স্মেরবিলোচনোঽভূৎ॥ ২৯॥
উপেত্য তাং তত্র কিরীটকোটিন্যস্তাঞ্জলির্ভক্তিপরঃ কুমারঃ।
গীর্ব্বাণবৃন্দৈঃ প্রণুতাং প্রণত্য, নম্রেণ মূর্দ্ধ্না নমিতো ববন্দে॥ ৩০॥
প্রপাটিতস্মেরসরোজরাজিঃ, পুরঃ পরীরম্ভমিলন্মহোর্ম্মিঃ।
কপোলপালিশ্রমবারিহারী, ভেজে গুহং তং সরিতঃ সমীরঃ॥ ৩১॥
ততো ব্রজন্নন্দননামধেয়ং, লীলাবনং জম্ভজিতঃ পুরস্তাৎ।
বিভিন্নভগ্নোন্নতশাখিসংঘং, প্রেক্ষাঞ্চকার স্মরশত্রুসূনুঃ॥ ৩২॥
সুরদ্বিষোপপ্লুতমেবমেতৎ, বনং বলস্য দ্বিষতো গতশ্রীঃ।
ইত্থং বিচিন্ত্যারুণলোচনোঽভূদ্ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখঃ স কোপাৎ॥ ৩৩॥
নির্লূনলীলোপবনামপশ্যদসঞ্চরীভূতবিমানমার্গাম্।
বিধ্বস্তসৌধ্যপ্রচয়াং প্রমৃষ্টবিশ্বৈকসারামমরাবতীং সঃ॥ ৩৪॥
গতশ্রিয়ং বৈরিবরাভিভূতাং, দশাং সুদীনামভিতো দধানাম্।
নারীমবীরামিব তামবেক্ষ্য, স গাঢ়মন্তঃকরুণাপরোঽভূৎ॥ ৩৫॥

বিহার-লীলা আদর পূর্ব্বক বর্ণন করিতে লাগিলেন॥ ২৪॥ কার্ত্তিকেয় অগ্রগামী হইয়া দেখিলেন যে সেই সুরতরঙ্গিণী আকাশগামী চঞ্চল তরঙ্গ-সমূহ দ্বারা তীরজাত তরুগণের মূলবদ্ধ আলবাল-সমূহে মুহুর্মুহুঃ জলসেচন করিতেছে॥ ২৫॥ তদীয় তীরদেশ লীলাভরে আকাশগামিনী স্বর্ণহংসভাবিনী সুরকন্যাগণ মাণিক্য-খচিত উপাধানসম্পন্ন উত্তম উত্তম বেদিকা দ্বারা আকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন॥ ২৬॥ তদীয় সলিল সৌরভলুব্ধ ভ্রমরকুলে আকীর্ণ এবং স্বর্ণহংসগণের বিহারে সঞ্চালিত প্রস্ফুটিত স্বর্ণকমল সমূহের পরিচ্যুত পরাগদ্বারা পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিয়াছে॥ ২৭॥ কুতূহলবশে দর্শনার্থ সমাগত তীরদেশস্থিত সুরকন্যাগণ তদীয় উর্ম্মিমধ্যে প্রতিবিম্বিত হইলে পথিকগণ তাহা দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে গমন করিয়া থাকে॥ ২৮॥ দেবরাজ বহুকাল পরে সেই সুরসরিৎকে অপূর্ব্বদৃষ্টার ন্যায় অবলোকন করিয়া বিস্ময়-রসে প্রফুল্ল-লোচন হইলেন॥ ২৯॥ কুমার সুরগণ কর্ত্তৃক প্রণম্য সেই মন্দাকিনী-সমীপে গমন করিয়া নিজ কিরীটদেশে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক স্তুতি করিয়া আনত-মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন॥৩০॥ স্বর্গনদীর সমীরণ প্রফুল্ল সরোজরাজি প্রকম্পিত করিয়া উর্ম্মিমালায় আলিঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক কপোলদেশের স্বেদবারি হরণ করত কুমারের সেবা করিতে লাগিল॥ ৩১॥ অনন্তর স্মরারিপুত্র কার্ত্তিকেয় গমন করিতে করিতে সম্মুখভাগে জম্ভশত্রুর নন্দন-নামক ভগ্নশাখাসংবলিত ভিন্ন ভিন্ন তরুবিশিষ্ট লীলোদ্যান দর্শন করিলেন॥ ৩২॥ তখন কার্ত্তিকেয় দুর্দ্দান্ত অসুরগণ কর্ত্তৃক উপদ্রুত হতশ্রী সেই উপবন দর্শন করিলে তাঁহার মুখ ভ্রূভঙ্গি দ্বারা দুর্দ্দর্শনীয় এবং লোচন লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল॥৩৩॥ তদনন্তর কুমার বিশ্বলোকের সারভূতা অমরাবতী দর্শন করিলেন, তখন সুরগণের রথাদির সঞ্চার ছিল না, তথাকার সমস্ত সুখই বিধ্বস্ত হইয়াছিল, বিশ্বের লোক-সমূহের সার সেই পুরী অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল॥ ৩৪॥ ঐ নগরীর অন্তর্গত সৌভাগ্যলক্ষ্মী বৈরিকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে এবং তাহা সকল দিকেই সুদীনার ন্যায় অবস্থা ধারণ করিতেছে; সুতরাং ঐ পুরীকে অবীরার ন্যায় অবলোকন করি-

দুশ্চেষ্টিতে দেবরিপোঃ সরোষস্তস্যাং বিষণ্ণঃ সমরায় চোৎকঃ।
তথাবিধাং তাং চ বিবেশ পশ্যন্, সুরৈঃ সুরাধীশ্বররাজধানীম্ ॥ ৩৬ ॥
দৈত্যেন্দ্রদন্ত্যাবলিদন্তাঘাতৈঃ, ক্ষুণ্ণান্তরাঃ স্ফাটিকহর্ম্ম্যপঙ্‌ক্তীঃ।
মহাহিনির্ম্মোকপিনদ্ধজালাঃ, সমীক্ষ্য তস্যাং বিষসাদ সদ্যঃ ॥ ৩৭ ॥
উৎকীর্ণচামীকরপঙ্কজানাং, দিগ দন্তিদানদ্রবদূষিতানাম্।
হিরণ্যহংসব্রজবর্জ্জিতানাং, তদীয়বৈদূর্য্যমহাশিলানাম্ ॥ ৩৮ ॥
আবির্ভবদ্‌বালতৃণাঙ্কিতানাং, তদীয়লীলাগৃহদীর্ঘিকাণাম্।
স দুর্দ্দশাং বীক্ষ্য বিরোধিজাতাং, বিষাদবৈলক্ষ্যভরং বভার ॥ ৩৯ ॥
তদ্‌দন্তিদন্তক্ষতহেমভিত্তি, সুতন্তুজালাকুলরত্নজালম্।
নিন্যে সুরেন্দ্রেণ পুরোগতেন, স বৈজয়ন্তাভিধমাশুসৌধম্ ॥ ৪০ ॥
নির্দ্দিষ্টবর্ত্মা বিবুধেশ্বরেণ, সুরৈঃ সমগ্রৈরনুগম্যমানঃ।
স প্রাবিশৎ তং বিবিধাশ্মরশ্মিচ্ছন্নেন সোপানপথেন সৌধম্ ॥ ৪১ ॥
নিসর্গকল্পদ্রুমতোরণং তং, স পারিজাতপ্রসবস্রজাঢ্যম্।
দিব্যৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নো মুনীন্দ্রৈরন্তঃপ্রবিষ্টপ্রমদঃ প্রপেদে ॥ ৪২ ॥
পাদৌ মহর্ষেঃ কিল কশ্যপস্য, কুলাদিবৃদ্ধস্য সুরাসুরাণাম্।
প্রদক্ষিণীকৃত্য কৃতাঞ্জলিঃ সন্, ষড় ভিঃ শিরোভির্বিনতৈর্ববন্দে ॥ ৪৩ ॥
স দেবমাতুর্জগদেকবন্দ্যৌ, পাদৌ তথৈব প্রণনাম কামম্।
মুনেঃ কলত্রস্য চ তস্য ভক্ত্যা, প্রহ্বীভবন্ শৈলসুতাতনূজঃ ॥৪৪॥
স কশ্যপঃ সা জননী সুরাণাং, তমেধয়ামাসতুরাশিষা দ্বৌ।
ত্বয়া যয়া নৈকজগজ্জিগীষুং, জেতা মৃধে তারকমুগ্রবীর্য্যম্ ॥ ৪৫ ॥
তদ্দর্শনার্থং সমুপেয়ুষীণাং, স দেবতানামদিতিশ্রিতানাম।
পাদৌ ববন্দে বিনয়েন তাস্তমাশীর্বচোভিঃ পুনরভ্যনন্দন্ ॥ ৪৬ ॥

কুমার অতিশয় করুণাপরবশ হইলেন ॥ ৩৫ ॥ তিনি সেই নগরীতে দেবরিপুর দৌরাত্ম্যদর্শনে রোষান্বিত ও বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন। তখন সংগ্রামের নিমিত্ত উৎসুক হইয়া তথাবিধ অমরাবতী দেখিতে দেখিতে সুরগণের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ তিনি দৈত্যেন্দ্রের দন্ত্যাবলির দন্তাঘাতে ভগ্নস্তম্ভ এবং মহাসর্পগণের নির্ম্মোকপট্টবিশিষ্ট স্ফটিক-হর্ম্ম্য-সমূহ দর্শন করিয়াই অত্যন্ত বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৭ ॥ ঐ নগরীতে খোদিত স্বর্ণপদ্মসমূহ দিঙ্‌মাতঙ্গগণের দান-বারিতে দূষিত হইয়াছে, বৈদূর্য্য-শিলা-সকলে উৎকীর্ণ হিরণ্যহংসসমূহ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে, লীলা-গৃহদীর্ঘিকা-সকলে বালতৃণ উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ বৈরিকৃত দুর্দ্দশা দর্শনে কুমার বিষাদ ও লজ্জাভরে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন ॥ ৩৮-৩৯ ॥ সুররাজ অগ্রগামী হইয়া কুমারকে স্বীয় বৈজয়ন্ত-নামক প্রাসাদের দিকে লইয়া গেলেন। তখন ঐ প্রাসাদের স্বর্ণভিত্তি-সকল হস্তিগণের দন্তাঘাতে ভগ্ন এবং রত্নসমূহ তন্তুজালে আবৃত হইয়াছিল ॥ ৪০॥ তদনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র পথ প্রদর্শন করিলে সমস্ত সুরগণ কর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া কার্ত্তিকেয় সেই প্রাসাদের বিবিধ রত্নপ্রভা-সমাচ্ছন্ন সোপান-পথদ্বারা তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৪১ ॥ তদনন্তর মুনিগণ কর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন কুমার স্বভাবজাত কল্পদ্রুমে শোভিত তোরণবিশিষ্ট এবং পারিজাত-পুষ্প-মালায় সুশোভিত সেই প্রাসাদের অভ্যন্তরভাগে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪২ ॥ কুমার কার্ত্তিকেয় সুর ও অসুরগণের আদিপুরুষ মহর্ষি কশ্যপকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ষট্‌শিরোদ্বারা অবনত হইয়া প্রণাম করিলেন ॥ ৪৩॥ তৎপরে শৈলজাতনয় সেই মহর্ষির কলত্র দেবজননী অদিতির জগদ্বন্দনীয় চরণদ্বয়ে অবনতমস্তকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলেন ॥৪৪॥ তদনন্তর কশ্যপ ও সুরজননী অদিতি দুই জনেই "যুদ্ধে তারকাসুরকে পরাজয় কর" এই বলিয়া সেই তারক-জয়েচ্ছুক কুমারকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥ ৪৫ ॥ তখন কুমার তাঁহাকে দর্শনার্থ উপস্থিত অদিতির আশ্রিত দেবগণের পাদবন্দনা করিলেন। সেই দেবতাগণ আশীর্ব্বাদ দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দন

পুলোমপুত্রীং বিবুধাধিভর্ত্তুস্ততঃ শচীং নাম কলত্রমেষঃ।
নমশ্চকার স্মরশত্রুসূনুস্তমাশিষা সা সমুপাচরচ্চ ॥ ৪৭ ॥
অথাদিতীন্দ্রপ্রমুখাঃ সমেতাঃ, তা মাতরঃ সপ্ত ঘনপ্রমোদাঃ।
উপেত্য ভক্ত্যা নমতি স্ম শর্ব্বপুত্রায় তস্মৈ দদুরাশিষস্তাঃ ॥ ৪৮ ॥
সমেত্য সংঘে মুদমাদধানা, মহেন্দ্রমুখ্যাস্ত্রিদিবৌকসোঽত্র।
আনন্দকল্লোলিতমানসাস্তে তমভ্যষিঞ্চন্ পৃতনাধিপত্যে ॥ ৪৯ ॥
সকলবিবুধলোকঃ প্রস্তনিঃশেষশোকঃ, কৃতরিপুবিজয়াশঃ প্রাপ্তযুদ্ধাবকাশঃ।
অকৃত হরসুতেনানন্তবীর্য্যেণ তেনাখিলবিবুধচমূনাং প্রাপ্য লক্ষ্মীমনূনাম্ ॥ ৫০ ॥
ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ কুমারসৈন্যাপত্যাভিষেকো নাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥১৩॥

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ

রণোৎসুকেনান্ধকশত্রুসূনুনা, স্বয়ং প্রযুক্তৈস্ত্রিদশৈর্জয়ৈষিণা।
মহাসুরং তারকসংজ্ঞিতং দ্বিষং, প্রসহ্য হন্তুং সমনহ্যত দ্রুতম্ ॥ ১ ॥
স দুর্নিবারং মনসোঽতিবেগিনং, জয়শ্রিয়ঃ সন্নয়নং সুদুঃসহম্।
বিজিত্বরং নাম তদা মহারথং, ধনুর্দ্ধরঃ শক্তিধরোঽধ্যরোহত ॥ ২ ॥
সুরালয়শ্রীবিপদাং নিবারণং, সুরারিসম্পৎপরিতাপকারণম্।
কেনাপি দধ্রেঽস্য বিরোধিদারণং, সুচারুচামীকরছত্রবারণম্ ॥ ৩ ॥
শরচ্ছলচ্চন্দ্রমরীচিরোচির্চিভিঃ, স বীজ্যমানো বরচারুচামরৈঃ।
পুরঃসরৈঃ কিন্নরসিদ্ধচারণৈঃ, রণোৎসুকোঽস্তূয়ত বাগ্ভিরুচ্চকৈঃ ॥৪॥
প্রয়াণকালোচিতচারুবেশভৃদ্বজ্রং বহন্ পর্ব্বতপক্ষদারণম্।
ঐরাবতং স্ফাটিকশৈলসোদরং, ততোঽধিরুহ্য ত্রিপতিস্তমভ্যগাৎ ॥ ৫ ॥

করিলেন ॥ ৪৬ ॥ অনন্তর কুমার পুলোমতনয়া ইন্দ্রের শচীনাম্নী বনিতাকে নমস্কার করিলে, তিনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ দ্বারা সংবর্দ্ধিত করিলেন ॥ ৪৭ ॥ তৎপরে কুমার অদিতি প্রভৃতি সপ্তমাতৃকাগণের সমীপে গমন পূর্ব্বক ভক্তি ও আনন্দ সহকারে প্রণাম করিলে, তাঁহারাও তাঁহাকে জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন ॥ ৪৮ ॥ এই স্থানে ইন্দ্রাদি দেবগণ একত্র ও আনন্দভরে আকুলিত হইয়া কুমারকে সৈন্যাপত্যে অভিষেক করিলেন ॥৪৯॥ যখন অনন্তবীর্য্য হরপুত্র কুমার কার্ত্তিকেয় সমস্ত দেবসেনার মহতী লক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়া অখিল দেবলোকের রিপুজয়াশা সঞ্চারিত করিয়াছেন, তখন তাঁহারা যুদ্ধের অবকাশ পাইয়া মানস হইতে সমস্ত শোক বিদূরিত করিলেন ॥ ৫০ ॥

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

অনন্তর সংগ্রামোৎসুক, জয়াভিলাষুক, অন্ধকারিপুত্র কার্ত্তিকেয় স্বয়ং প্রবৃত্ত দেবগণের সহিত তারক-নামক মহাসুরকে বলপূর্ব্বক বিনাশ করিবার নিমিত্ত সত্বর রণসজ্জা করিতে উদ্যোগী হইলেন ॥ ১ ॥ তখন ধনুর্দ্ধর কার্ত্তিকেয় মনের ন্যায় অতিশয় বেগশালী, দুর্নিবার ও অতিশয় দুঃসহ জয়লক্ষ্মী-প্রদানকারক, বিজিত্বর নামক মহারথে আরোহণ করিলেন ॥ ২ ॥ স্বর্গলক্ষ্মীর বিপদ-নিবারক অসুরগণের সম্পল্লক্ষ্মীর পরিতাপের কারণ, সুনির্ম্মিত ও মনোহর স্বর্ণছত্র কোন ব্যক্তি তখন তাঁহার মস্তকে ধারণ করিল ॥ ৩ ॥ কেহ কেহ শরৎকালের চন্দ্র-মরীচির ন্যায় মনোহর উৎকৃষ্ট চামর ব্যজন করিতে লাগিল এবং কিন্নর, সিদ্ধ ও চারণগণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই রণোৎসুক কার্ত্তিকেয়ের স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥ তদনন্তর ত্রিদিবেশ্বর প্রয়াণকালোচিত মনোহর বেশ এবং পর্ব্বত-পক্ষবিদারক অমোঘ বজ্রধারণ পূর্ব্বক স্ফটিকশৈলতুল্য ঐরাবতে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন ॥৫॥

তমন্বগচ্ছদ্‌গিরিশৃঙ্গসোদরং, মদোদ্ধতং মেষমধিষ্ঠিতঃ শিখী।
বিরোধিবিদ্বেষরুষাধিকং জ্বলন্, মহামহোজস্তরসা যুধে দধে ॥ ৬ ॥
অথেন্দ্রনীলাচলচণ্ডবিগ্রহং, বিষাণবিধ্বস্তমহাশিলোচ্চয়ম্।
স্থিতোঽতিমত্তং মহিষং সুভীষণো, রণোৎসুকো দণ্ডধরস্তমভ্যগাৎ ॥ ৭ ॥
মদোদ্ধতং প্রেতবরাধিরূঢবাংস্তমন্ধকদ্বেষিতনূজমন্বগাৎ।
মহাসুরদ্বেষবিশেষভীষণঃ, সুরোষণশ্চণ্ডরণায় নৈর্ঋতঃ ॥ ৮ ॥
নবোদয়স্তোরণঘোরদর্শনং, যুধেঽধিরূঢো মকরং মহত্তরম্।
দুর্ব্বারপাশো বরুণো রণোল্বণস্তমন্বিয়ায় ত্রিপুরান্তকাত্মজম্ ॥ ৯ ॥
দিগম্বরাধিক্রমণোল্বণং ক্ষণান্মৃগং মহীয়াংসমরুদ্ধবিক্রমম্।
অধিষ্ঠিতঃ সঙ্গরকেলিলালসো, মরুন্মহেশাত্মজমভ্যগাদ্দ্রুতম্॥ ১০ ॥
বিরোধিনাং শোণিতপারণৈষিণীং, গদামনূনাং নরবাহনো বহন্।
মহাহবাম্ভোধিবিগাহনোদ্যতং, যিযাসুমভ্যাগমদীশনন্দনম্ ॥ ১১ ॥
মহাহিনির্বদ্ধজটাকলাপিনো, জ্বলৎত্রিশূলপ্রবলায়ুধা যুধি।
রুষা তুষারাদ্রিসখং মহাবৃষং, ততোঽধিরূঢ়াস্তমযুঃ পিনাকিনঃ ॥ ১২ ॥
অন্যেঽপি সন্নহ্য মহামহোৎসবশ্রদ্ধালবঃ স্বর্গিগণাস্তমন্বযুঃ।
স্ববাহনানি প্রবরাণ্যধিষ্ঠিতাঃ, প্রমোদবিস্মেরমুখাম্বুজশ্রিয়ঃ ॥ ১৩ ॥
উদ্দণ্ডহেমধ্বজদণ্ডসঙ্কুলাশ্চলদ্বিচিত্রাতপবারণোল্বণাঃ।
ঘনা ঘনাঃ স্যন্দনঘোষভীষণাঃ, করীন্দ্রঘণ্টারবচণ্ডচীৎকৃতাঃ ॥ ১৪ ॥
স্ফুরদ্বিচিত্রায়ুধকান্তিমণ্ডলৈরুদ্দ্যোতিতাশাবলয়াম্বরান্তরাঃ।
দিবৌকসাং সোঽন্ববহন্ মহাচমূঃ, পিনাকপাণেস্তনয়স্ততো যযৌ ॥ ১৫ ॥
কোলাহলেনোচ্চলতাং দিবৌকসাং, মহাচমূনাং গুরুভির্ধ্বজাগ্রকৈঃ।
ঘনৈর্নিরুচ্ছ্বাসমভূদনন্তরং, দিঙ্‌মণ্ডলং ব্যোমতলং মহাতলম্ ॥ ১৬ ॥

অগ্নিদেব গিরিশৃঙ্গতুল্য মদোদ্ধত মেষে আরোহণ পূর্ব্বক শত্রুর প্রতি বিদ্বেষজাত রোষভরে অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত মহাতেজ ধারণ পূর্ব্বক বেগে তাঁহার অনুগমন করিলেন ॥ ৬ ॥ অনন্তর সংগ্রামোৎসুক অতি ভীষণ দণ্ডধর শমন নবীন ইন্দ্রনীলাচলতুল্য প্রচণ্ডদেহ, শৃঙ্গদ্বারা মহাশৈল-বিদারক, অতি মত্ত মহিষে আরোহণ পূর্ব্বক সেই দেবসেনানীর অনুগমন করিলেন ॥ ৭ ॥ মহাসুরের প্রতি বিদ্বেষবশে অতিশয় ভীষণ, রোষান্বিত ও মদোদ্ধত নৈর্ঋত প্রেতবরে আরোহণ পূর্ব্বক সমরবাসনায় অন্ধকরিপু-পুত্রের অনুগামী হইলেন ॥ ৮ ॥ নবানুরাগী দুর্ব্বার পাশাস্ত্রধারী বরুণ, তোরণতুল্য ঘোরদর্শন অতি মহৎ মকরে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধের নিমিত্ত সমরোন্মত্ত কুমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ দুর্ব্বারবিক্রম অতি মহান্ যোদ্ধা কুবের ক্ষণমধ্যেই কৈলাসাদি অতিক্রমণসমর্থ মৃগবরে আরোহণ পূর্ব্বক বায়ুবেগে ধাবিত হইয়া সমরকেলিকৌতুকী কুমারের অনুগামী হইলেন ॥ ১০ ॥ কুবের শত্রুগণের শোণিতপিপাসু অতি মহতী গদা ধারণ ও নরযানে আরোহণ করিয়া মহারণসাগরে অবগাহনেচ্ছুক ঈশান-নন্দনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন ॥১১॥ যাঁহারা মহাভুজঙ্গম দ্বারা শিরোদেশে জটা-কলাপবন্ধন এবং যুদ্ধস্থলে প্রজ্বলিত ত্রিশূল ধারণ করিয়া থাকেন, সেই পিনাকিগণ রোষভরে তুষার-পর্ব্বত তুল্য মহাবৃষে আরোহণ পূর্ব্বক কুমারের অনুগমন করিলেন ॥ ১২ ॥ অন্যান্য স্বর্গবাসিগণও এই যুদ্ধমহোৎসবে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া নিজ নিজ উত্তম বাহনে আরূঢ় ও প্রমোদভরে প্রফুল্লানন হইয়া কুমারের অনুগমন করিলেন ॥ ১৩ ॥ তদনন্তর পিনাকিতনয় কার্ত্তিকেয় উচ্চতর হেমধ্বজ দণ্ডসমূহে পরিব্যাপ্ত, গতিশীল বিচিত্র ছত্র সমূহে সমাচ্ছন্ন, রথ-নির্ঘোষে ভীষণ, করীন্দ্রগণের ঘণ্টারবসঙ্কুল, প্রস্ফুরিত অস্ত্র-সমূহের কান্তিচ্ছটায় দিঙ্‌মণ্ডল প্রদ্যোতনকারী দেবগণের মহাসৈন্য সঙ্গে লইয়া সমরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪-১৫ ॥ সুরগণের মহাসৈন্যসমূহের অতিশয় কোলাহলে ও উচ্চতর ঘন-সন্নিবিষ্ট ধ্বজাগ্রদ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল, আকাশতল ও মহীতল নিবিড়রূপে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল ॥ ১৬ ॥

সুরারিলক্ষ্মীপরিকম্পহেতবে', দিক্‌চক্রবালপ্রতিনাদমেদুরাঃ।
নভোঽন্তকুক্ষিম্ভরয়ো ঘনস্বনা, নিহন্যমানৈঃ পটহৈর্বিতেনিরে ॥ ১৭॥
প্রমথ্যমানার্ণবগর্জ্জিতস্বনৈর্দেবারিনারীগণগর্ভপাতনৈঃ।
নভশ্চমূধূলিকুলৈরিবাকুলৈ, ররাস গাঢ়ং পটহপ্রতিস্বনৈঃ॥ ১৮॥
ক্ষিপ্তং রথৈর্বাজিভিরাহতং খুরৈঃ, করীন্দ্রকর্ণৈঃ পরিতঃ প্রসারিতম্।
ধৃতং ঘনৈঃ কাঞ্চনশৈলজং রজো, বাতৈর্হৃতং ব্যোম সসার তৎ ক্রমাৎ॥ ১৯॥
খাতং খুরৈ রথ্যতুরঙ্গপুঙ্গবৈরুপত্যকানাং কনকস্থলীরজঃ।
গতং দিগন্তাৎ প্রখরৈঃ সমীরণৈর্দ্দিগ্‌ভ্রমং ভূরি বতার ভূয়সা ॥ ২০॥
অধস্তথোর্দ্ধং পুরতোঽথ পৃষ্ঠতোঽভিতোঽপি চামীকররেণুকঞ্চকৈঃ।
চমূষু সর্পন্ মরুদাস্ততোঽহরৎ, তৎকালবালাতপবৈভবং বহু॥ ২১॥
বলোদ্ধৃতং কাঞ্চনভূমিজং রজো, বভৌ দিগন্তেষু নভস্তলে স্থিতম্।
অকালসন্ধ্যাঘনরাগপিঙ্গলং, ঘনং ঘনানামিব বৃন্দমুত্থিতম্॥ ২২॥
হেমাবনীষু প্রতিবিম্বমাত্মনো, মুহুর্বিলোক্যাভিমুখং মহাগজাঃ।
রসাতলোত্তীর্ণগজভ্রমেণ, তে দন্তপ্রকাণ্ডপ্রহৃতানি তেনিরে॥ ২৩॥
সুজাতসিন্দূরপরাগপিঞ্জরৈঃ, কলং চলদ্ভিঃ সুরসৈন্যসিন্ধুরৈঃ।
শুদ্ধাসু চামীকরশৈলভূমিষু, বাদৃশ্যত স্বং প্রতিবিম্বমগ্রতঃ॥ ২৪॥
ইতি ক্রমেণামররাজবাহিনী, মহাহবারম্ভবিলাসলালসা।
অবাতরৎ কাঞ্চনশৈলতো দ্রুতং, কোলাহলাবৃত্তিবিধূতকন্দরা॥ ২৫॥
মহাচমূনাং করিচণ্ডচীৎকৃতৈর্বিলোলঘণ্টাকণিতোপবৃংহিতৈঃ।
সুরেন্দ্রশৈলেন্দ্রমহাগুহাশয়াঃ, সিংহা মহৎস্বপ্নসুখং ন তত্যজুঃ॥ ২৬॥
গম্ভীরভেরীধ্বনিতৈর্ভয়ঙ্করৈর্মহাগুহান্তঃ প্রতিনাদমেদুরৈঃ।
মহারথানাং গুরুনাদনিঃস্বনৈরনাকুলৈর্মৃগবাজতাপি কিম্॥ ২৭॥

অসুরগণের ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মীর কম্পন হেতু এবং দিক্‌চক্রবালে প্রতিশব্দিত হওয়ায় আকাশোদরের পরিপূরক আহত পটহ-সমূহের উচ্চতর গভীরশব্দ প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল॥ ১৭॥ প্রমথ্যমান সমুদ্র-গর্জ্জনের ন্যায় মহাসুরনারীগণের গর্ভনিপাতকারী পটহ-সমূহের প্রতিশব্দ দ্বারা যেন গগন সৈন্যোত্থিত ধূলিপটলে ব্যাকুল হইয়া ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল॥ ১৮॥ অশ্বখুর দ্বারা আহত কাঞ্চনশৈলজাত রজোরাশি রথ-সমূহ দ্বারা ক্ষিপ্ত এবং করিকর্ণ-সকল দ্বারা প্রসারিত, মেঘ-সমূহ দ্বারা ধৃত ও বায়ু দ্বারা আহৃত; এইরূপে ক্রমে ক্রমে গগনমণ্ডলে বিসারিত হইতে লাগিল॥ ১৯॥ উপত্যকা-সমূহ-স্থিত কনকস্থলের রজোরাশি রথের তুরঙ্গমগণের খুরসমূহ দ্বারা উৎখাত এবং প্রখর সমীরণ দ্বারা দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া অতিশয়িতরূপে দিগ্‌দাহভ্রম জন্মাইতে লাগিল॥ ২০॥ স্বর্ণরেণু-সমুদায় অধঃ, উর্দ্ধ, অগ্রভাগ, পশ্চাদ্‌ভাগ ও পার্শ্বাদি সর্ব্বদিকে সৈন্যমধ্যে প্রসারিত হইয়া তৎকালিক বালাতপপ্রভা পরাভব করিয়া তুলিল॥ ২১॥ সৈন্যোত্থিত কাঞ্চনভূমিজাত রজঃসমূহ নভস্তলে থাকিয়া দিগন্তভাগে দীপ্তি পাইতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল যেন, অকাল-সন্ধ্যার গাঢ় লোহিতরাগে পিঙ্গল-বর্ণ মেঘ-সমূহ উদিত হইয়া রহিয়াছে॥ ২২॥ মহাগজগণ কাঞ্চন-ভূমিতে নিজ নিজ প্রতিবিম্ব দর্শনে পাতাল হইতে উত্থিত অন্য গজভ্রমে ভীষণরূপে দন্তাঘাত করিতে লাগিল॥ ২৩॥ স্বর্ণসিন্দূর-পরাগে পিঙ্গলবর্ণ, কলকল শব্দে চলনশীল সুরসৈন্যগজগণ বিশুদ্ধ স্বর্ণশৈল-ভূমিতে গিয়া অগ্রভাগে নিজ নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে লাগিল॥ ২৪॥ এইরূপে মহারণে সমুৎসুক অমররাজের বাহিনী, কোলাহল দ্বারা কন্দরস্থলী কম্পিত করিয়া কাঞ্চনশৈল হইতে অবতরণ করিল॥ ২৫॥ সঞ্চালিত ঘণ্টা-রবে সংবর্দ্ধিত মহাবাহিনীর করিগণের প্রচণ্ড চীৎকারে ও সুরেন্দ্র শৈলরাজের গুহাশায়ী সিংহগণ স্ব স্ব নিদ্রাসুখ পরিত্যাগ করিল না॥ ২৬॥ ভয়ঙ্কর গভীর ভেরীধ্বনি এবং গুহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট প্রতি-শব্দ দ্বারা ধ্বনিত মহারথ-সমূহের গুরুতর নাদে ব্যাকুল হয় না বলিয়াই কি সেই সিংহ-সকল মৃগরাজ-

সমুত্থিতেন ত্রিদিবৌকসাং চমূরবেণ তেনাদ্রিতটান্তদারিণা।
প্রপেদিরে কেশরিণোঽধিকং মদং, স্ববীর্য্যলক্ষ্মীমৃগরাজতাবশাৎ ॥ ২৮ ॥
ভিয়া সুরানীকবিমর্দ্দজন্মনা, বিদুদ্রুবুর্দ্রুততরং দ্রুতং মৃগাঃ।
গুহাগৃহান্তানভিসৃত্য হেলয়া, তস্থুর্বিশঙ্কং নিতরাং মৃগাধিপাঃ ॥ ২৯ ॥
বিলোকিতা কৌতুকিনামরাবতীজনেন জাতপ্রমদেন দূরতঃ।
সুরাচলপ্রান্তভুবঃ প্রপেদিরে, সুবিস্তৃতায়াঃ প্রসরং ন সৈনিকাঃ ॥ ৩০ ॥
ভুবং বিগাহ্য প্রযযৌ মহাচমূঃ, কচিন্ন মান্তী দিবমভ্যগাৎ ততঃ।
অথর্ব্বগন্ধর্ব্বপুরোদয়ভ্রমং, বভার ভূম্না সুতরামিতস্ততঃ ॥ ৩১ ॥
মহাস্বনঃ সৈন্যবিমর্দ্দসম্ভবঃ, কর্ণান্তমূলঙ্কষতামুপেয়িবান্।
পয়োনিধেঃ ক্ষুব্ধতরাচ্চ বর্দ্ধনো, বভূব ভূম্না ভুবনোদরম্ভরিঃ ॥ ৩২ ॥
মহাগজানাং গুরুবৃংহিতৈঃ শতৈঃ, সুহেষিতৈর্ঘোরতরৈশ্চ বাজিনাম্।
স্বনৈ রথানাং চলদগুচীৎকৃতৈস্তিরোহিতোঽভূৎ পটহস্য নিঃস্বনঃ ॥ ৩৩ ॥
মহাসুরাণামবরোধযোষিতাং, কচাক্ষিপক্ষ্মস্তনমণ্ডলেষু চ।
ধ্বজেষু নাগেষু রথেষু বাজিষু, ক্ষণেন তস্থৌ সুরসৈন্যজং রজঃ ॥ ৩৪ ॥
চলৈর্বিলোক্য স্থগিতার্কমণ্ডলৈশ্চমূরজোভির্নিচিতং নভস্তলম্।
অযারি হংসৈরভি মানসং ঘনভ্রমেণ সানন্দমনর্ত্তি কেকিভিঃ ॥ ৩৫ ॥
সান্দ্রৈঃ সুরানীকরজোভিরম্বরে, নবাম্বুদানীকবিলাসিভিঃ শ্রিতে।
চকাসিরে স্বর্ণময়ধ্বজব্রজাঃ, পরিস্ফুরন্তস্তড়িতাং গণা ইব ॥ ৩৬ ॥
বিলোক্য ধূলিপটলৈর্ভৃশং ভৃতং, দ্যাবাপৃথিব্যোরলমন্তরং মহৎ।
কিমূর্দ্ধতোঽধঃ কিমধস্তদূর্দ্ধতো রজোঽভ্যুপৈতীতি জনৈরতর্ক্যত ॥ ৩৭ ॥
নোর্দ্ধং ন চাধো ন পুরো ন পৃষ্ঠতো, ন পার্শ্বতোঽভূৎ খলু চক্ষুষো গতিঃ।
সূচ্যগ্রভেদ্যৈঃ পৃতনারজোভরৈঃ, সুনির্ভরং প্রাণিগণস্য সর্ব্বতঃ ॥ ৩৮ ॥

শব্দে বিখ্যাত হইয়াছে? ২৭ ॥ পর্ব্বততটবিদারী অত্যুচ্চ সেনারব দ্বারা নিজ বীরলক্ষ্মীর মৃগরাজত্ব হেতু কেশরী-সকল অধিকতর মত্ততা প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ২৮ ॥ সুরসৈন্যগণের বিমর্দ্দজাত ভয়ে মৃগগণ দ্রুত-বেগে পলায়ন করিতে লাগিল, কিন্তু মৃগরাজ-সকল গুহাগৃহের বহির্ভাগে আসিয়া নিঃশঙ্কভাবে দণ্ডায়-মান হইয়া রহিল ॥ ২৯ ॥ জনগণ কৌতুকী হইয়া হৃষ্টচিত্তে দূর হইতে অমরাবতী দর্শন করিতে লাগিল। সৈনিকগণ সুরাচলের সুবিস্তৃত প্রান্তভূমিতে আর বিস্তার প্রাপ্ত হইল না ॥ ৩০ ॥ সেই মহা-চমূ ভূমিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া গমন করিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও পরিমিত হইল না বলিয়া স্বর্গ-স্থানের স্থলাভিমুখে গমন করিল; সুতরাং ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল সুবিস্তৃত গন্ধর্ব্ব-নগরীর ভ্রম জন্মাইতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ সৈন্যগণের সংঘর্ষসঞ্জাত মহাশব্দ কর্ণমূলে গমন করিলে বোধ হইল যেন, পয়োনিধির মন্থনজন্য ভুবন-ব্যাপক মহাধ্বনি উত্থিত হইতেছে ॥ ৩২ ॥ মহাগজগণের ঘোর বৃংহণ এবং তুরঙ্গগণের ঘোরতর হ্রেষারব, রথ-সমূহের প্রচণ্ড ঘর্ঘর শব্দ, এই সকল দ্বারা কর্ণকুহর আবৃত হইল ॥ ৩৩ ॥ সুর-সৈন্যগণের উত্থিত ধূলিসমূহ, মহাসুরগণের অবরোধ-রমণীগণের কেশ, চক্ষু, পক্ষ্ম ও স্তনমণ্ডলে এবং তাহাদের ধ্বজ, রথ, হস্তী ও অশ্বে ক্ষণকাল সংলগ্ন হইয়া রহিল ॥ ৩৪ ॥ সৈন্যরেণু-সমূহ উত্থিত হইয়া নভস্তল পরিব্যাপন পূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। তদ্দর্শনে রাজহংস-সকল মেঘোদয় ভ্রমে মানস-সরোবরের অভিমুখে গমন এবং ময়ূরগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৫ ॥ সুরসৈন্যের ধূলিপটল নবজলধররূপ ধারণ করিলে আকাশমণ্ডলগত স্বর্ণময় ধ্বজসমূহ তড়িদ্‌বৃন্দের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥ স্বর্গ ও পৃথিবীর সুবিস্তৃত মধ্যভাগ ধূলিপটল দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইলে, জনগণ মনে করিতে লাগিল যে, ঊর্দ্ধ, অধঃ এবং তাহার ঊর্দ্ধভাগ হইতেই কি ধূলি-সমূহ আসিতেছে? ফলতঃ কেহই তাহার নিশ্চয় করিতে পারিল না ॥ ৩৭ ॥ সূচির অগ্রভাগ দ্বারা বিভেদ্য সৈন্যরেণু-সমূহের প্রবর্ত্তন হেতু জীবগণের চক্ষুর গতি, কি অধঃ, কি অগ্রভাগ, কি পশ্চাদ্‌ভাগ, কি পার্শ্বদেশ কোন্

দিগন্তদন্তাবলিদানহারিভির্বিমানরন্ধ্রপ্রতিনাদমেদুরৈঃ।
অনেকবাহধ্বনিতৈরনারতৈর্জগর্জ্জ গাঢ়ং গুরুভির্নভস্তলম্॥ ৩৯॥
উদ্দামদানদ্বিপবৃংহিতৈঃ শতৈর্নিতান্তমুত্তুঙ্গতুরঙ্গহ্রেষিতৈঃ।
চলদ্ধ্বজস্যন্দননেমিনিঃস্বনৈরভূন্নিরুচ্ছ্বাসমথাকুলং নভঃ॥ ৪০॥
মহাগজানাং গুরুভিশ্চ গর্জ্জিতৈর্বিলোলঘণ্টারণিতৈ রণোজ্জ্বলৈঃ।
বীরপ্রভেদৈঃ প্রমদপ্রভেদুরৈর্বাচালতামাদধিরেতরাং দিশঃ॥ ৪১॥
দন্তীন্দ্রদানাম্বুধিবারিবীচিভিঃ, সম্প্লোহপি নদ্যঃ বহুধা বভূবিরে।
ধারারজোভিস্তুরগৈঃ ক্ষতৈর্ভৃতা, যা পঙ্কতামেতা রথৈঃ স্থলীকৃতাঃ॥ ৪২॥
নিম্নপ্রদেশাঃ স্থলতামুপাগমন, নিম্নত্বমুচ্চৈরপি সর্ব্বতঃ স্থলম্।
তুরঙ্গমাণাং ব্রজতাং খুরৈঃ ক্ষতা, রথৈর্গজেন্দ্রৈঃ পরিতঃ সমীকৃতা॥ ৪৩॥
নভো দিগন্তপ্রতিঘোষভীষণৈর্মহামহীভৃত্তটদারণোল্বণৈঃ।
পয়োধিনির্ধূননকেলিভির্জগদ্বভূব ভেরীধ্বনিতৈঃ সমাকুলম্॥ ৪৪॥
ইতস্ততো বাতবিধূতচঞ্চলৈরারোধিতাশাগগনৈর্ধ্বজাংশুকৈঃ।
লঘুক্বণৎকাঞ্চনকিঙ্কিণীকুলৈরমজ্জি ধূলিজলধৌ নভোগতৈঃ॥ ৪৫॥
ঘণ্টারবৈ রৌদ্রতরৈর্নিরন্তরৈর্বিস্ফূর্জিতৈর্গজরবৈঃ সুভৈরবৈঃ।
মত্তদ্বিপানাং প্রথয়াম্বভূবিরে, ন বাহিনীনাং পটহস্য নিঃস্বনাঃ॥ ৪৬॥
করালবাচালরবৈশ্চমূরবৈঃ, স্রস্তাম্বরা বীক্ষ্য রজস্বলা দিশঃ।
তিরোবভূবে গহনৈর্দিনেশ্বরো, রজোহন্ধকারৈঃ পরিতঃ কুতোহপ্যসৌ॥ ৪৭
আক্রান্তপূর্ব্বারভসেন সৈনিকৈর্দিগঙ্গনা ব্যোমরজোভিদূষিতা।
ভেরীরবাণাং প্রতিশব্দিতৈর্ঘনৈর্জগর্জ্জ গাঢ়ং গুরুমৎসরাদিব॥ ৪৮॥
গুরুসমীরসমীরিতভূধরা ইব গজা গগনং বিজগাহিরে।
গুরুতরা ইব বারিভরাদ্ঘনা, ভুবমিতীহ বিবর্ত্ত ইবাভবন্॥ ৪৯॥

দিকেই প্রসারিত হইতে পারিল না॥ ৩৮॥ দিগ্গজগণের দানবিনাশী, বিমান-সমূহের রন্ধ্রভাগে প্রতিধ্বনিত হওয়ায় সুস্নিগ্ধ বহুতর অশ্বগণের অবিরত অতিমহৎ গর্জ্জন হেতু বোধ হইতে লাগিল যেন, গগনমণ্ডল গভীর গর্জ্জন করিতেছে॥ ৩৯॥ উন্মত্ত মাতঙ্গগণের বৃংহিত, অত্যুচ্চ তুরঙ্গ-সমূহের হেষা-রব, গতিশীল ধ্বজশালী রথ-সমূহের চক্র-ঘর্ঘরশব্দে নভস্তল যেন নিশ্বাস ফেলিতে অবকাশ না পাইয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল॥ ৪০॥ মহাগজের গর্জ্জন গুরুতর এবং সঞ্চালিত ঘণ্টারব ও বীরগণের প্রমোদজনিত শব্দে দিক্‌সকল যেন বাচাল হইয়া উঠিল॥ ৪১॥ মাতঙ্গগণের মদসমুদ্র-বারি দ্বারা সকলই নদ হইয়া উঠিল, তখন তুরঙ্গমগণের খুরোত্থিত ধূলিপটল দ্বারা তাহারা পঙ্কভাব প্রাপ্ত হইল, তদনন্তর রথসমূহ তাহার উপর দিয়া গমন করিয়া উহা স্থল করিয়া দিল॥ ৪২॥ তুরঙ্গমগণের গতি দ্বারা নিম্ন-প্রদেশ উচ্চ ও উচ্চপ্রদেশ নিম্ন হইল এবং কুঞ্জর ও রথসমূহ উহা সকল দিকেই সমান করিয়া দিল॥ ৪৩॥ মহাচল-সমূহের তটবিদারণক্ষম এবং আকাশ ও দিগন্তরগামী প্রতিশব্দ দ্বারা ভীষণ ভেরী-রব প্রকম্পিত পয়োধির গর্জ্জনের ন্যায় জগৎ ব্যাকুল করিয়া তুলিল॥ ৪৪॥ বায়ু দ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চা-রিত দিক্ ও গগন-বিরোধকারী ধ্বজপট-সমূহ এবং লঘু ক্বণনশীল স্বর্ণকিঙ্কিণী-সকল গগনস্থিত ধূলি-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া গেল॥৪৫॥ ভয়ঙ্কররূপে নিরন্তর প্রবৃত্ত ঘণ্টারব এবং মদমত্তগজগণের ভীষণ গর্জ্জনশব্দ দ্বারা সৈন্যস্থিত পটহ-শব্দে আর বিদারিত হইতে পারিল না॥ ৪৬॥ ভয়ঙ্কর বাচালের ন্যায় সেনারবে রজঃস্বলা দিক্‌রমণীর বসন খসিয়া পড়িলে চতুর্দ্দিকে ধূলিদ্বারা অন্ধকার সংঘটিত হইল এবং দিনপতি তখন তিরোহিত হইলেন॥ ৪৭॥ সৈনিকগণ প্রথমে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া দিগঙ্গনাকে রজো-দ্বারা দূষিত করিলে সে গুরুতর মৎসর হেতু ভেরীশব্দের প্রতিরব দ্বারা যেন গভীরতর গর্জ্জন করিতে লাগিল॥৪৮॥ অতিশয় বেগশালী সঞ্চালিত ভূধর-সমূহের ন্যায় গজগণ যেন গগন ব্যাপ্ত করিল, এইরূপ

ঘনতরসুরলোকানল্পসংহারকালে, নিরবধির ইবাম্ভোরাশয়ো ঘোরঘোষাঃ।
গুরুতরপরিমজ্জদ্ভূভৃতো দেবসেনা, ববৃষুরপি সুপূর্ণব্যোমভূম্যন্তরালে ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ সেনাপ্রয়াণং নাম চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশঃ সর্গঃ

সেনাপতিং নন্দনমন্ধকদ্বিষো, যুধে পুরস্কৃত্য বলস্য শাতনঃ।
সৈন্যৈরুপৈতীতি সুরদ্বিষাং পুরোঽভূৎ কিংবদন্তী হৃদয়স্য কম্পিনী ॥ ১ ॥
চমূপতিং মন্মথমর্দ্দনাত্মজং, বিজিত্বরীভির্বিজয়শ্রিয়াশ্রিতম্।
শ্রুত্বা সুরাণাং পৃতনাভিরাগতং, চিত্তৈশ্চিরং চুক্ষুভিরে মহাসুরাঃ ॥ ২ ॥
সমেত্য দৈত্যাধিপতেঃ পুরস্থিতাঃ, কিরীটবদ্ধাঞ্জলয়ঃ প্রণম্য তে।
ন্যবেদয়ন্ মন্মথশত্রুসূনুনা, যুযুৎসুনা জম্ভজিতং সমাগতম্ ॥ ৩ ॥
দাসীকৃতাশেষজগত্রয়ং তু মাং, জিগায় যুদ্ধে কতিশঃ শচীপতিঃ।
গিরীশপুত্রস্য বলেন সাম্প্রতং, ধ্রুবং বিজেতেতি সকাকু সোঽহসৎ ॥ ৪ ॥
ততঃ ক্রুধা বিস্ফারিতাধরাধরঃ, স তারকো দর্পিতদোর্বলো বলাৎ।
যুধে ত্রিলোকীজয়কেলিলালসঃ, সেনাপতীন্ সন্নহনার্থমাদিশৎ ॥ ৫ ॥
মহাচমূনামধিপাঃ সমন্ততঃ, সন্নহ্য সদ্যঃ সুতরামুদায়ুধাঃ।
তস্থুর্বিনম্রক্ষিতিপালসঙ্কুলে, তদঙ্গনাদ্বারি বহিঃ প্রকোষ্ঠকে ॥ ৬ ॥
স দ্বারপালেন পুরঃ প্রদর্শিতান্, কৃতানতীন্ বাহবরানধিষ্ঠিতান্।
মহাহবাম্ভোধিবিধূননোদ্ধতাং, ননন্দ পশ্যন্ পৃতনাধিপান্ বহূন্ ॥ ৭ ॥

ঘনতর মেঘসমূহ যেন বহু বারিভরে এই ভূতলে আনত হইয়া পড়িল ॥ ৪৯ ॥ প্রলয়কালে ঘোরতর রবকারী অসীম সমুদ্র-সমূহ যেন অতি মহৎ মজ্জনশীল ভূধর-সকলকে দেবসেনারূপে আকাশ ও ভূমির অন্তরাল পূর্ণ করিয়া বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৫০ ॥

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত।

"বলবিনাশন ইন্দ্র, অন্ধকারির পুত্র কার্ত্তিকেয়কে অগ্রে করিয়া সসৈন্যে আগমন করিতেছেন," এইরূপ অগ্রগামী জনশ্রুতি অসুরদিগের হৃদয়-কন্দর তখন প্রকম্পিত করিয়াছিল ॥ ১ ॥ মন্মথারির তনয় বিজয়লক্ষ্মীতে পরিশোভিত হইয়া জয়শীল সুরসেনার সহিত আসিতেছেন শুনিয়া মহাসুরগণ মনোমধ্যে অত্যন্ত সংক্ষুভিত হইল ॥ ২ ॥ দৈত্যাধিপতির পুরস্থিত পুরুষগণ, কিরীট-স্পর্শে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক নিবেদন করিল, অসুররাজ! জম্ভবিনাশী ইন্দ্র স্বয়ং যুদ্ধার্থী হইয়া স্মরশত্রুর পুত্রের সহিত আগমন করিতেছেন ॥৩॥ "আমি এই জগত্রয়কে দাসপদে নিযুক্ত করিয়াছি, শচীপতি আমাকে কতবারই জয় করিয়াছে,এখন গিরিশপুত্রের বলে আমাকে নিশ্চয়ই জয় করিবে" অসুরপতি এইরূপ বিদ্রূপবাক্য-সহকারে হাস্য করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥ অনন্তর সেই দর্পিত দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী তারকাসুর কম্পিতাধর হইয়া যুদ্ধে ত্রিজগজ্জয় করিবার মানসে সেনাপতিগণকে রণসজ্জা করিতে আদেশপ্রদান করিল ॥ ৫ ॥ মহাসৈন্যের অধিপতিগণ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধসজ্জা করিয়া অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক তাহার প্রণত রাজসমূহে পরিব্যাপ্ত প্রাঙ্গণদ্বারের বহিঃপ্রকোষ্ঠে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥ অসুররাজের মহাসমরে সাগর-বিলোড়নে উদ্ধত বহুতর সেনাপতি অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক পুরোভাগেই অবস্থিত ছিল, দ্বারপাল দেখাইয়া দিলে তাহারা দৈত্যাধিপকে প্রণাম করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া অসুর অত্যন্ত আনন্দিত হইল ॥ ৭ ॥

ততো বলারাতিবলাতিশাতনং, দিগ দন্তিনাদদ্রবনাশনস্বনম্।
মহীধরাম্ভোধিনিবারিতক্রমং, যযৌ রথং ঘোরমথাধিরুহ্য সঃ॥ ৮॥
যুগক্ষয়ক্ষুব্ধপয়োধিনিঃস্বনাশ্চলৎপতাকাকুলবারিতাতপাঃ।
ধরারজোগ্রস্তদিগন্তভাস্করাঃ, প্রতি প্রয়াতুং পৃতনাস্তমন্বযুঃ॥ ৯॥
চমূরজঃ প্রাপ দিগন্তদন্তিনাং, মহাসুরস্যাভিসুরং প্রসর্পতঃ।
দন্তপ্রকাণ্ডেষু সিতেষু শুভ্রতাং, কুম্ভেষু দানাম্বুধরেষু পঙ্কতাম্॥ ১০॥
মহীভৃতাং কন্দরদারণোল্বণৈস্তদ্বাহিনীনাং পটহস্বনৈর্ঘনৈঃ।
উদ্বেজিতাশ্চ ক্ষুভিরে মহার্ণবা, নভঃ স্রবন্তী সহসাভ্যবর্দ্ধত॥ ১১॥
সুরারিনাথস্য মহাচমূস্বনৈর্বিগাহ্যমানা তুমুলৈঃ সুরাপগা।
অভ্যুচ্ছ্রিতৈরূর্ম্মিশতৈরবারিতৈরক্ষালয়ন্নাকনিকেতনাবলীম্॥ ১২॥
অথ প্রয়াণাভিমুখস্য নাকিনাং, দ্বিষঃ পুরস্তাদশুভোবদায়িনী।
মুহুর্মহারিষ্টপরম্পরাপরা, পরাপতন্ মৃত্যুমহাপতাকিনী॥ ১৩॥
ভবিষ্যদৈত্যাশনকেলিকাঙ্ক্ষিণী, দ্যুপক্ষিণাং ঘোরতরা পরম্পরা।
দধৌ পদং ব্যোম্নি সুরারিবাহিনীরুপর্য্যপেতা নিবারিতাতপা॥ ১৪॥
মুহুর্বিভিন্নাতপবারণধ্বজশ্চলদ্ধরাধূলিকুলাকুলেক্ষণঃ।
ধুতাশ্বমাতঙ্গমহারথব্রজানবেক্ষমাণঃ প্রসভং প্রভঞ্জনঃ॥ ১৫॥
সমো বিভিন্নাঞ্জনপুঞ্জসন্নিভা, মুখৈর্বিষাগ্নিং বিকিরন্ত উচ্চকৈঃ।
পুরঃ পরোৎপাতমহাভুজঙ্গমা, ভয়ঙ্করাকারভৃতো ভৃশং যযুঃ॥ ১৬॥
মিলন্মহাভীমভুজঙ্গভীষণং, প্রভূর্দিনানাং পরিবেশমাদধৌ।
মহাসুরস্য দ্বিষতো নু মৎসরা, দিবাস্তমাস্যং প্রযতুভয়ঙ্করম্॥ ১৭॥
ত্বিষামধীশস্য পুরোভিমণ্ডলং, শিবাঃ সমেতাঃ পরুষং ববাসিরে।
সুরাধিরাজস্য রণান্তশোণিতং, প্রসহ্য পাতুং সততং সুকা ইব॥ ১৮॥

অনন্তর তারকাসুর, ইন্দ্রের বল-বিনাশক যাহা উৎকট নির্ঘোষ দ্বারা দিগ্গজগণের দান-মদ দ্রব করিয়া থাকে এবং মহাসমুদ্র ও মহীধর দ্বারা যাহার গতি নিবারিত হয়, সেই ঘোরতর রথবরে আরোহণ পূর্ব্বক সংগ্রামাভিমুখে গমন করিল॥ ৮॥ তখন প্রলয়কালের সংক্ষুভিত জলধির ন্যায় যাহার ঘোরতর শব্দ, যাহার পতাকামণ্ডল দ্বারা সূর্য্যের আতপ নিবারিত ও যাহা কর্ত্তৃক উত্থাপিত ধূলিপটল দ্বারা দিগন্ত ও সূর্য্যমণ্ডল আবরিত হইয়াছে, এইরূপ মহাসৈন্য দৈত্যপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল॥ ৯॥ সুরগণের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া অসুররাজের সৈন্যোত্থিত রজঃসমূহ দিগ্গজগণের শুভ্রবর্ণ দন্ত-সকলে শুভ্রতাতিশয্য এবং দানবারিধর কুম্ভসমূহে পঙ্কভাব সম্পাদন করিয়া দিল॥ ১০॥ মহাসুরের পর্ব্বতকন্দর-বিদারী সৈন্য-সমূহের পটহ-নিনাদে মহাসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল এবং সহসা আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিল॥ ১১॥ সুরারিপতির মহতী সেনার ঘোর শব্দে সুরনদী উচ্ছ্বলিত হইয়া অসংখ্য তরঙ্গমালা প্রকাশ পূর্ব্বক স্বর্গের গৃহ-সকল প্রক্ষালিত করিতে লাগিল॥ ১২॥ অনন্তর সমর-প্রয়াণে অভিমুখ সুর-শত্রু-সমূহের সম্মুখে মৃত্যুর মহাপতাকা-স্বরূপ অশুভসমূহের প্রকাশক দুর্নিমিত্ত-সকল আবির্ভূত হইতে লাগিল॥ ১৩॥ তখন ঘোরদর্শন স্বর্গীয় পক্ষিসকল অসুররাজের সৈন্যগণের উপরিভাগে উড্ডীয়মান হইয়া আতপ নিবারণ করিতে লাগিল, তাহাতে ইহাই সূচনা করিল যে, দৈত্যগণের বিনাশ অবশ্য-ম্ভাবী॥ ১৪॥ তখন প্রভঞ্জন প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া ছত্রধ্বজ সমস্ত ছিন্ন করিয়া দিল এবং জনসমূহ অশ্ব, মাতঙ্গ ও মহারথ-সমুদায় আকুলিত করিয়া তুলিল॥ ১৫॥ মুখসমূহ হইতে বিষাগ্নি উদ্গীরণ পূর্ব্বক অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ কজ্জলতুল্য বর্ণবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর আকৃতিধারী উৎপাত-সূচক মহাভুজঙ্গম-সকল সম্মুখ দিয়া গমন করিতে লাগিল॥ ১৬॥ তখন দিনপতি, মহাভুজঙ্গের সহিত মিলিত হইয়া ভীষণ পরিবেশ-মণ্ডল ধারণ করিলেন। তিনি বিষম শত্রু মহাসুরের প্রতি মৎসর বশতই যেন মুখব্যাদান পূর্ব্বক ভয়ঙ্কররূপে গমন করিতেছেন॥ ১৭॥ শিবাসকল একত্র মিলিত ও সূর্য্যমণ্ডলের অভিমুখী হইয়া সুররাজের সমরান্তে শীঘ্রই শোণিত পান করিবে বলিয়াই যেন ঘোররবে চীৎকার করিতে লাগিল॥ ১৮॥

দিবাপি তারান্তরলান্তরস্বিনীঃ, পরা পতন্তীঃ পরিতোঽস্তিবাহিনীম্।
বিলোক্য লোকো মনসা ব্যচিন্তয়ৎ, প্রাণাত্যয়ান্তং ব্যসনং সুরদ্বিষঃ॥ ১৯
চলদ্ভিরুচ্চৈরভিতঃ প্রভাভরৈরুদ্ভাসিতাশেষদিগন্তরাম্বরম্।
রবেণ রৌদ্রেণ দিগন্তদারণং, পপাত বজ্রং নভসো নিরম্বুদাৎ॥ ২০॥
জ্বলদ্ভিরঙ্গারচয়ৈর্নভস্তলং, ববর্ষ গাঢ়ং সহ শোণিতাস্থিভিঃ।
ধূমং জ্বলন্ত্যো ব্যস্তজন্ মুখৈ রজো, দধুর্দিশো রাসভকণ্ঠধূসরম্॥ ২১॥
নির্ঘাতঘোষো গিরিশৃঙ্গশাতনো, ধরাম্বরাশাকুহরোদরম্ভরিঃ।
বভূব ভূম্না শ্রুতিভিত্তিভেদনঃ, প্রকোপিকালার্জিতগর্জ্জিতস্বনঃ॥ ২২॥
চলন্মহেভং প্রপতত্তুরঙ্গমং, পরস্পরাশ্লিষ্টজনং সমন্ততঃ।
সংক্ষুভ্যদম্ভোধিবিভিন্নভূধরং, পুরো দ্বিষোঽভূদবনিপ্রকম্পনঃ॥ ২৩॥
ঊর্দ্ধীকৃতাস্যা রবিদত্তদৃষ্টয়ঃ, সমেত্য সর্ব্বেঽসুরবিদ্বিষঃ পুরঃ।
শ্বানঃ স্বরেণ শ্রবণান্তশাতিনা, মিথো রুদন্তঃ করুণেন নির্যযুঃ॥ ২৪॥
ইতি প্রপশ্যন্ পরিণামদারুণাং, মহত্তরাং গাঢ়মনিষ্টসন্ততিম্।
দুর্দ্দৈবদষ্টো ন খলো নিবর্ত্ততে, ক্রুধা প্রয়াণব্যবসায়তোঽসুরঃ॥ ২৫॥
অরিষ্টমাশঙ্ক্য বিপাকদারুণং, নিবার্য্যমাণো বিবিধৈর্মহাসুরৈঃ।
পুরঃ প্রতস্থে মহতাং বৃথা ভবেদসদ্গ্রহান্ধস্য হিতোপদেশনম্॥ ২৬॥
ক্ষিতৌ নিরস্তং প্রতিকূলবায়ুনা, তদীয়চামীকরঘর্ম্মবারণম্।
ররাজ মৃত্যোরিব পারণাবিধৌ, প্রকল্পিতং রাজতপানভাজনম্॥ ২৭॥
বিজানতা ভাবিশিরোবিকর্ত্তনং, স্রস্তেন শোকাদিব তস্য মৌলিনা।
মুহুর্গলদ্ভিস্তরলৈরলন্তরামরোদি মুক্তাফলবাষ্পবিন্দুভিঃ॥ ২৮॥

তখন তারকা-সকল দিবাভাগেই স্খলিত হইয়া অসুরসেনার চারিদিকে পতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে লোকসকল মনে করিল যে, অসুরগণের প্রাণ-বিনাশ-রূপ মহাবিপদ উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই॥১৯॥ প্রভাজাল দ্বারা উর্দ্ধভাগে সঞ্চালিত হইয়া অসীম দিগন্ত পর্য্যন্ত অম্বরদেশ উদ্ভাসন পুরঃসর অতিশয় কঠোরতর শব্দে দিগন্তপ্রদেশ বিদারণ করিয়াই যেন মেঘশূন্য আকাশমণ্ডল হইতে বজ্রপাত হইতে লাগিল॥ ২০॥ নভস্তল, প্রজ্বলিত অঙ্গার-সমূহ এবং শোণিত ও অস্থি-সকল বর্ষণ করিতে লাগিল এবং ধূম্রবর্ণ জ্বালা প্রকাশ পূর্ব্বক দিক্‌সকলের মুখে রাসভকণ্ঠের ন্যায় ধূসরবর্ণ ধূলিসমূহ প্রকাশ করিতে লাগিল॥২১॥ প্রলয়কালের গভীর গর্জ্জনের ন্যায় কর্ণকুহরভেদী ঘোরতর নির্ঘোষ গিরিশৃঙ্গপাতন পূর্ব্বক পৃথিবী, আকাশ ও দিগবকাশ পরিপূরিত করিয়া প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল॥ ২২॥ তখন পর্ব্বত-সকলকে বিদারিত এবং মহাসাগর-সমূহকে সংক্ষোভিত করত এমত ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইল যে, তাহাতে সুরশত্রু-গণের সম্মুখে মহামাতঙ্গগণ সঞ্চালিত ও মহাতুরঙ্গগণ পতিত হইল এবং জনসমূহ পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল॥ ২৩॥ সুরারিগণের সম্মুখে কুক্কুর-সকল মিলিত হইয়া উর্দ্ধমুখে সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত পুরঃসর শ্রবণের অসুখদায়ী স্বরে করুণভাবে রোদন করিতে লাগিল॥২৪॥ ক্রূরচিত্ত অসুর-রাজ তারক এই সকল পরিণাম-ভীষণ মহত্তর দুর্লক্ষণ অবলোকন করিয়াও দুর্দ্দৈববশে ক্রোধ হেতু সমর-প্রয়াণের অভিলাষ হইতে নিবৃত্ত হইল না॥ ২৫॥ এই সকল পরিণামদারুণ অরিষ্ট দর্শন করিয়া অনেকানেক মহাসুরগণ তারককে যুদ্ধযাত্রা করিতে নিবারণ করিলেও সে অগ্রগামী হইতে লাগিল। যেহেতু, অসৎপক্ষ গ্রহণে অন্ধব্যক্তির প্রতি মহৎ ব্যক্তির উপদেশ বিফল হইয়া থাকে॥২৬॥ সেই মহাসুরের আতপত্র প্রতিকূল বায়ু দ্বারা ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে অনুমান হইল যেন, মৃত্যুর পারণাবিধির নিমিত্ত রৌপ্য-নির্ম্মিত পানপাত্র বিন্যস্ত রহিয়াছে॥ ২৭॥ শিরশ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, ইহা জানিয়াই যেন শোকহেতু বিস্রস্ত তাহার মস্তক ছিন্নসূত্র, অতএব মুহুর্ম্মুহুঃ বিগলিত মুক্তাফলচ্ছলে

নিবার্য্যমাণৈরভিতোঽনুযায়িভির্গ্রহীতুকামৈরিব তং মুহুর্মুহুঃ
অপাতি গৃধ্রৈরভিমৌলিমাকুলৈস্তস্যানমুত্থানবিনাশদর্শিভিঃ ॥ ২৯ ॥
সদ্যো নিকৃত্যাঞ্জনসোদরদ্যুতিং, ফণামণিপ্রজ্বলদংশুমণ্ডলম্।
নির্যদ্বিষোল্কানলগর্ভফুৎকৃতং, ধ্বজে জনস্তস্য মহাহিমৈক্ষত ॥ ৩০ ॥
রথস্য কেশাবলিকর্ণচামরান্, দদাহ বাণাসনবালবালধীন্।
অখণ্ডনশ্চণ্ডতরো হুতাশনস্তস্য তমুস্যন্দনধুর্যু গোদ্গতঃ ॥ ৩১ ॥
ইত্যাদ্যনিষ্টৈরশুভোপদেশিভিবিহন্যমানোঽপ্যসুরঃ পুনঃ পুনঃ।
যদা মদান্ধো ন গতান্যবর্ত্ততাম্বরে তদাভূন্মরুতাং সরস্বতী ॥ ৩২ ॥
মদান্ধ মা গা ভুজদণ্ডচণ্ডিমাবলেপতো মন্মথশত্রুসূনুনা।
সুরৈঃ সনাথৈস্ত্রিদিবেশ্বরাদিভিঃ, সমং সমন্তাৎ সমরে বিজিষ্ণুভিঃ ॥ ৩৩ ॥
মহাসুরৈঃ ষড়্দিনজাতমাত্রকো, নিদাঘধামেব নিশাতমোভরৈঃ।
বিমুহ্যতে সোঽভিমুখং ন সঙ্গরে, কুতস্ত্বয়ানেন সমং বিরোধিতা ॥ ৩৪ ॥
অভ্রংলিহৈঃ শৃঙ্গশতৈঃ সমন্ততো, দিকৃচক্রবালং স্থগিতস্য ভূভৃতঃ।
ক্রৌঞ্চস্য রন্ধ্রং স্বশরৈর্বিনির্ম্মমে, যেনাহবে তেন কুতঃ সমো ভবান্ ॥ ৩৫ ॥
লব্ধা ধনুর্ব্বেদমনঙ্গবিদ্বিষস্ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ সমরে মহীভুজাম্।
কৃত্বাভিষেকং রুধিরাম্বুভির্ঘনৈঃ, স্বক্রোধবহ্নিং শময়াম্বভূব যঃ ॥ ৩৬ ॥
ন জামদগ্ন্যঃ ক্ষয়কালরাত্রিকৃৎ, স ক্ষত্রিয়াণাং সমরায় বল্গতি।
যেন ত্রিলোকীতিলকেন তেন তে, কুতোঽবকাশো সহ বিগ্রহগ্রহে ॥ ৩৭ ॥
শ্রুত্বেতি বাচং বিয়দো গরীয়সীং, ক্রোধাদহঙ্কারপরো মহাসুরঃ।
প্রকম্পিতাশেষজগত্ত্রয়োঽপি, সন্নকম্পাতোচ্চৈর্দিবমভ্যগাৎ ততঃ ॥ ৩৮ ॥

বাষ্পবিন্দু নিপাতন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥ চতুর্দ্দিকে অনুচরগণ নিবারণ করিলেও অসুররাজের অবশ্যম্ভাবী বিনাশদর্শী গৃধ্রগণ তাহাকে গ্রহণ করিতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াই যেন তাহার শিরঃ-সন্নিধানে নিপপতিত হইতে লাগিল ॥ ২৯ ॥ জনগণ দেখিতে পাইল যে, তাহার ধ্বজে গাঢ় অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ মহাসর্প ফণামণ্ডলস্থ মণিপ্রভা প্রসারণ পূর্ব্বক বিষ উদ্গীরণে অতীব ফুৎকার প্রদান করিতেছে ॥ ৩০ ॥ রথাগ্রস্থিত যূপকাষ্ঠ হইতে উত্থিত অতিপ্রচণ্ড হুতাশন, রথস্থিত কেশ, কর্ণচামর, বাণাসন, নবীন বালধি এই সমুদায় দগ্ধ করিয়া ফেলিল ॥ ৩১ ॥ এই সমস্ত অনিষ্ট-সূচক দুর্নিমিত্ত দ্বারা পুনঃ পুনঃ আহত হইয়াও মদমোহিত অসুররাজ যুদ্ধযাত্রা হইতে যখন নিবৃত্ত হইল না, তখন মরুদ্গণের আকাশবাণী হইল ॥ ৩২ ॥ "রে মদমত্ত অসুর! শঙ্কর-নন্দন এবং সমরে বিজয়শীল ইন্দ্রাদি সুরবর্গের সমরে আর নিজ প্রচণ্ড ভুজদণ্ডের গর্ব্বে গর্ব্বিত হইও না ॥ ৩৩ ॥ যেমন নিশার তমোরাশি সূর্য্যকে পরাভব করিতে পারে না, সেইরূপ মহাসুরগণও সেই ছয়দিন মাত্র জাত কার্ত্তিকেয়কে সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব তাঁহার সহিত বিরোধে তোমার নিশ্চয়ই অমঙ্গল হইবে ॥ ৩৪ ॥ যিনি স্বীয় শরদ্বারা আকাশভেদী শত শত শৃঙ্গ-সমূহে দিক্-চক্রবাল স্থগিত করিয়া অবস্থিত ক্রৌঞ্চ-নামক মহাগিরির রন্ধ্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তুমি কি তাঁহার সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করিতে সমর্থ হইবে? ফলতঃ তাহা একান্তই অসম্ভব ॥ ৩৫ ॥ যিনি অনঙ্গ-শত্রুর নিকট ধনুর্ব্বেদ-বিদ্যা লাভ করিয়া সমরে একবিংশতিবার ভূপতিগণের উরোজাতপ্রগাঢ় রুধিরবারি দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া স্বীয় ক্রোধবহ্নি নির্ব্বাপণ করিয়াছিলেন, সেই ক্ষত্রকুলের কাল-রাত্রিস্বরূপ মহাবীর জামদগ্ন্য যাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে অভিলাষ করেন না, সেই ত্রৈলোক্যতিলক বীরকেশরীর সহিত তোমার যুদ্ধবিগ্রহ একান্তই অসম্ভব" ॥ ৩৬-৩৭ ॥ সেই মহাসুর এইরূপ গুরুতর আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর ও অহঙ্কার-পরবশ হইয়া কিছুমাত্র ভয় করিল না এবং সৈন্যভরে সমস্ত

ত্যজাশু দর্পং মদমূঢ় মা স্ম গাঃ, স্মরারিসূনোর্বরশক্তিগোচরম্।
তমেব নূনং শরণং ব্রজাধুনা, জগৎপ্রবীরং সুচিরায় জীব ত্বম্॥ ৩৯॥
কিং ব্রূথ রে ব্যোমচরা মহাসুরাঃ, স স্মরারিসূনু-প্রতিপক্ষবর্তিনঃ।
মদীয়বাণব্রণবেদনামহোঽধুনৈব বিস্মৃত্য গতাঃ স্বপৃষ্ঠতঃ॥ ৪০॥
কটুস্বরৈরীরয়থাম্বরস্থিতাঃ, শিশোর্বলাৎ ষড়্দিনজাতকস্য কিম্।
শ্বানঃ প্রবৃত্তা ইব কার্ত্তিকে নিশি, স্বৈরং বনান্তে মৃগধূর্ত্তকা ইব॥ ৪১॥
সঙ্গেন বো ভর্গতপস্বিনঃ শিশুর্বরাক এবোঽন্তমবাপ্স্যতি ধ্রুবম্।
অতস্করস্তস্করসঙ্গতো যথা, তদ্বো নিহন্মি প্রথমং ততঃ শিশুম্॥ ৪২॥
ইতীরয়ত্যুগ্রতরং মহাসুরে, মহাকৃপাণং কলয়ত্যলং ক্রুধা।
পরস্পরোৎপীড়িতজানবো ভয়ান্নভশ্চরা দূরতরং বিদুদ্রুবুঃ॥ ৪৩॥
ততোঽবলেপাদ্বিকটং বিহস্য, সোঽভিকোষমাধাদসিমংশুভাসুরম্।
রথং দ্রুতং প্রাপয় বাসবান্তিকং, বতেত্যবোচৎ প্রতি সারথিং দ্রুতম্॥ ৪৪॥
মনোঽতিবেগেন রথেন সারথি-প্রণোদিতেন প্রচলন্ মহাসুরঃ।
ততঃ প্রপেদে সুরসৈন্যসাগরং, ভয়ঙ্করাকারমপারমগ্রতঃ॥ ৪৫॥
পুরঃ সুরাণাং পৃতনাং প্রথীয়সীং, বিলোক্য বীরঃ পুলকং প্রমোদজম্।
বভার ভূম্না বহু বাহুদণ্ডয়োঃ, প্রচণ্ডয়োঃ সঙ্গরকেলিকৌতুকী॥ ৪৬॥
ততোঽসুরেন্দ্রানুচরাশ্চমূচরা, রণান্তলীলারভসেন ভূয়সা।
পুরঃ প্রচেলুর্মনসোঽতিবেগিনো, যুযুৎসুভিঃ কিং সমরে বিলম্ব্যতে॥ ৪৭॥
পুরঃসরা দেবরিপোশ্চমূচরাঃ, সুরদ্বিষঃ সৈন্যসমুদ্রমভ্যগুঃ।
ভুজং সমুৎক্ষিপ্য সহেলমাত্মনোঽভিধানমুচ্চৈরভিতো ন্যবেদয়ন্॥ ৪৮॥
পুরোগতং দৈত্যচমূমহার্ণবং, দৃষ্ট্বাভিতশ্চ ক্ষুভিরেঽখিলাঃ সুরাঃ।
স্মরারিসূনোর্ন্যনৈককোণকে, মমৌ পুরো ভাবিরণে হি হেলয়া॥ ৪৯॥

ত্রৈলোক্যমণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া স্বর্গাভিমুখে গমন করিল॥ ৩৮॥ তখন আকাশচারী দেবতাগণ বলিতে লাগিলেন, "রে মদমত্ত অসুর! তুমি মহাদেবতনয়ের মহাশক্তির নিকটে আর দর্প করিও না, এক্ষণে তুমি সেই জগতের একমাত্র বীরের শরণাপন্ন হইয়া দীর্ঘকাল সুখ-স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাক॥ ৩৯॥" তখন দৈত্যরাজ কহিল, হে আকাশচারিন্ দেবগণ! তোমরা অসুরগণের প্রতিপক্ষস্থিত হইয়া কি বলিতেছ? হায়! এখনি তোমরা আমার বাণ-জনিত ব্রণ-বেদনা ভুলিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন পূর্ব্বক পলায়ন করিতে থাকিবে॥ ৪০॥ তোমরা আকাশে থাকিয়া ছয়দিন মাত্র জাত বালকের বলে বলীয়ান্ হইয়া বনপ্রান্তে কার্ত্তিকী নিশায় মৃগধূর্ত্তক কুক্কুরগণের ন্যায় কটুস্বরে কি বলিতেছ? ৪১॥ সেই গর্ভতপস্বীর এই সুদীন শিশুপুত্র নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। যেমন তস্করসঙ্গ হেতু অতস্করের প্রাণ বিনষ্ট হয়, সেইরূপ তোমাদিগকে অগ্রে নিহত করিয়া তৎপরে সেই নিরপরাধী শিশুকে বিনাশ করিব॥ ৪২॥ অসুররাজ এইরূপ উগ্রভাবে বাক্য বলিয়া মহাখড়্গ ধারণ করিলে সেই নভশ্চর দেবগণ পরস্পর জানু-পীড়ন পুরঃসর ভয়ে পলায়ন করিলেন॥ ৪৩॥ অনন্তর মহাসুর গর্ব্ব ভরে বিকট হাস্য করিয়া কোষ-মধ্যে সেই প্রদীপ্ত অসি সংস্থাপন করিয়া সারথিকে বলিল, তুমি সুরপতি ইন্দ্রের নিকট সত্বর রথ চালনা কর॥৪৪॥ আজ্ঞাপ্রাপ্তমাত্র সারথি মনোবেগে রথ চালাইতে লাগিল, তখন তারকাসুর ভয়ঙ্করা-কার সুরসৈন্যসাগরের অগ্রভাগ প্রাপ্ত হইল॥ ৪৫॥ সেই অসুররাজ পুরোভাগে বিপুলতর সুরসৈন্য সন্দর্শনে স্বীয় প্রচণ্ড বাহুদণ্ডের ক্রীড়ায় কৌতুকী হইয়া প্রমোদ-জনিত পুলক প্রাপ্ত হইল॥ ৪৬॥ তৎপরেই সৈন্যমধ্যসঞ্চারী দৈত্যানুচরগণ রণলীলার আবেগভরে মনোবেগে গমন করিতে লাগিল। যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী বীরগণ কি সমরে কদাচ বিলম্ব করিয়া থাকে? ৪৭॥ অসুরপতির পুরোগামী সেনাগণ সৈন্যসাগরে অবগাহন ও বাহু উৎক্ষেপণপূর্ব্বক আপন নাম উচ্চৈঃস্বরে জানাইতে লাগিল॥৪৮॥ সমস্ত সুরগণ অগ্রভাগে অসুরগণের সৈন্য-মহার্ণব দর্শন করিয়া সংক্ষুভিত হইল, কিন্তু ভাবিরণে তাহা সুর-

দ্বিষদ্বলত্রাসবিসঙ্কুলাং চমূং, দিবৌকসামন্ধকশত্রুনন্দনঃ।
অপশ্যদুদ্দিশ্য মহাহবে বলং, প্রসাদপীযূষধরেণ চক্ষুষা ॥ ৫০ ॥
উৎসাহিতাঃ শক্তিধরস্য দর্শনান্মৃধে মহেন্দ্রপ্রমুখাঃ সুধাশিনঃ।
অহঙ্ক্রুবো জেতুমরীরনরীমন্, ন কস্য বীর্য্যায় বরস্য সঙ্গতিঃ ॥ ৫১ ॥
পরস্পরং বজ্রধরস্য সৈনিকা, দ্বিষোঽপি যোদ্ধুং স্বকরোদ্ধৃতায়ুধাঃ।
বৈমানিকৈঃ শ্রাবিতমানসক্রমাভিধানমীয়ুর্বিজয়ৈষিণো রণে ॥ ৫২ ॥
সংগ্রামং প্রলয়ায় সন্নিপততো বেলামতিক্রমতো, গীর্ব্বাণাসুরসৈন্যসাগরযুগস্যাশেষদিগ্ব্যাপিনঃ।
কালাতিথ্যপৃথুপ্রদানবহুলঃ কোলাহলঃ ক্রোধিনঃ, শৈলোত্তালতটীবিঘট্টনপটুর্ব্রহ্মাণ্ডকুক্ষিম্ভরিঃ ॥৫৩॥

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ সুরাসুরসৈন্যসংঘট্টো নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ।

ষোড়শঃ সর্গঃ

অথান্যোন্যং বিমুক্তাস্ত্রশস্ত্রজালৈর্ভয়ঙ্করম্। যুদ্ধমাসীৎ সুনাসীরসুরারিবলয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ১ ॥
পত্তিঃ পত্তিমভীয়ায় রণায় রথিনং রথী। তুরঙ্গস্থং তুরঙ্গস্থো দন্তিস্থং দন্তিনি স্থিতঃ ॥ ২ ॥
পঠিতা বন্দিবৃন্দেন প্রবীরবীরুদাবলী। ক্ষণং বিলম্ব্য চিত্তানি দধুর্যুদ্ধোৎসুকা অপি ॥ ৩ ॥
সংগ্রামানন্দবৃদ্ধিষ্ণৌ বিগ্রহে পুলকাঙ্কিতে। আসীৎ কবচবিচ্ছেদো বীরাণাং মিলতাং মিথঃ
নির্দ্দয়ং খড়্গাভিন্নেভ্যঃ কবচেভ্যঃ সমুচ্ছ্রিতৈঃ। আসন ব্যোমদিশস্তূলৈঃ পলিতৈরিব পাণ্ডুবাঃ

সৈন্যনায়ক স্মরারিতনয়ের নয়নের একমাত্র কোণেই উহার পরিমাণ হইয়াছিল ॥৪৯॥ তখন কার্ত্তিকেয় সুরসৈন্যদিগকে শত্রুগণের বল দর্শনে ব্যাকুল দেখিয়া প্রসাদ-সুধাপূর্ণ নয়ন দ্বারা মহাসমরে সৈন্যবল কিরূপ হইবে, এই অভিপ্রায়ে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ ৫০ ॥ মহারণে শক্তিধরের দর্শন হেতু ইন্দ্রাদি অমরবর্গ "আমিই সমরে শত্রুজয় করিব" এই বলিয়া উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যেহেতু, শ্রেষ্ঠতমের সম্মিলনে কাহার না বিক্রমবৃদ্ধি হইয়া থাকে ? ৫১ ॥ বৈমানিকগণ সম্মানক্রমে নাম শ্রবণ করাইলে জয়েচ্ছুক বজ্রধরের সৈনিকগণ এবং শত্রুসৈন্যগণও পরস্পর যুদ্ধের নিমিত্ত অস্ত্র উত্তোলন করিল ॥ ৫২ ॥ সংগ্রামরূপ প্রলয়ের নিমিত্ত বেলা অতিক্রম পূর্ব্বক উচ্ছ্বলিত সুর ও অসুরগণের দিগন্তব্যাপী সংক্রুদ্ধ মহৎসেনাসাগরদ্বয়ের মহাকোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। তাহাতে বোধ হইল যেন, কালকে ভূরিতর আতিথ্যদ্রব্য প্রদান করিবার নিমিত্ত শৈলসমূহের তট বিদারণে পটু এই কোলাহল ব্রহ্মাণ্ডোদর পরিপূরিত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে ॥ ৫৩ ॥

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

অনন্তর দেবসেনা ও অসুর-সৈন্যগণের পরস্পর অস্ত্র-শস্ত্রজাল মোচন পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ১ ॥ পদাতি পদাতিকের সহিত, রথী রথীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত এবং গজারোহী গজারোহীর সহিত অভিমুখীন হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ২ ॥ তখন বন্দিবৃন্দ বীরগণের প্রশংসামূলক ইতিবৃত্ত পাঠ করিতে লাগিল, তাহাতে বীরবৃন্দ যুদ্ধে একান্ত উৎসুক হইলেও ক্ষণকাল বিলম্ব করিয়া যুদ্ধ-বিষয়ে মনঃসংযোগ করিল ॥ ৩ ॥ বীরগণ পরস্পর মিলিত হইয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিলে, তাহাদের দেহ সংগ্রামজনিত আনন্দে পুলকিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহাতে তাহাদের কবচ-সকল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল ॥ ৪ ॥ খড়্গদ্বারা নির্দ্দয়রূপে কর্ত্তিত কবচসমূহে

খড়্গা রুধিরসংলিপ্তাশ্চণ্ডাংশুকরভাসুরাঃ। ইতস্ততোঽপি বীরাণাং বৈদ্যুতং বৈভবং দধুঃ॥ ৬॥
বিসৃজন্তো মুখৈর্জ্বালা ভীমা ইব ভুজঙ্গমাঃ। বিসৃষ্টাঃ সুভটৈ রুষ্টৈর্ব্যোম ব্যানশিরে শরাঃ॥ ৭॥
গাঢ়ং বপূংষি নির্ভিদ্য ধন্বিনাং নিঘ্নতাং মিথঃ। অশোণিতমুখা ভূমিং প্রাবিশন্ দূরমাশুগাঃ॥ ৮॥
নির্ভিদ্য দন্তিনঃ পূর্ব্বং পাতয়ামাসুরাশুগাঃ। পেতুঃ প্রবরযোধানাং প্রোতানামাহবোৎসবে॥ ৯॥
জ্বলদগ্নিমুখৈর্বাণৈর্নীরন্ধ্রৈরিতরেতরম্। উচ্চৈর্বৈমানিকা ব্যোম্নি কীর্ণৈর্দূরমপাসরন্॥ ১০
বিভিন্নং ধন্বিনাং বাণৈর্ব্যথার্ত্তমিব বিহ্বলম্। ররাস বিরসং ব্যোম সেনাপতিরবচ্ছলাৎ॥ ১১॥
চাপৈরাকর্ণমাকৃষ্টৈর্বিমুক্তা দূরমাশুগাঃ। অধাবন্ রুধিরাস্বাদলুব্ধা ইব রণৈষিণাম্॥ ১২॥
গৃহীতাঃ পাণিভির্বীরৈর্বিকোষাঃ খড়্গরাজয়ঃ। কান্ত্যাননচ্ছলাদাজের্ব্যহসন্ সমনা ইব॥ ১৩॥
খড়্গাঃ শোণিতসন্দিগ্ধা নৃত্যন্তো বীরপাণিষু। রজোঘনে রণেঽনন্তে বিদ্যুতাং বিভ্রমং দধুঃ॥ ১৪॥
কুন্তাশ্চকাসিরে চণ্ডমুল্লসন্তো রণার্থিনাম্। জিহ্বাভোগো যমস্যেব লেলিহানা রণক্ষয়ে॥ ১৫॥
প্রজ্বলৎকান্তিচক্রাণি চক্রাণি বরচক্রিণাম্। চণ্ডাংশুমণ্ডলশ্রীণি রণব্যোমনি বভ্রমুঃ॥ ১৬॥
কেচিদ্ঘোরৈঃ প্রণাদৈস্ত বীরাণামভ্যুপেয়ুষাম্। নিপেতুঃ ক্ষোভতো বাহাদপরে মুমুহুর্মদাৎ॥ ১৭॥
কশ্চিদভ্যাগতে বীরে জিঘাংসৌ মুদমাদধৌ। পরাবৃত্য গতে ক্ষুদ্রে বিষসাদাহবপ্রিয়ঃ॥ ১৮॥
বহুভিঃ সহ যুদ্ধা বা পরিভ্রম্য রণোল্বণাঃ। নামগ্রাহমুপেয়ুঃ কেঽপ্যগ্রে পূর্ব্ববৃতা বয়ম্॥ ১৯॥
অভিতোঽপ্যাগতান্ বারান্ যোধা রণমদোল্বণান্। প্রত্যনন্দন্ ভুজাদণ্ডরোমোদ্গমভৃতো ভটাঃ॥২০॥
শস্ত্রভিন্নেভকুম্ভেভ্যো মৌক্তিকানি চ্যুতান্যধুঃ। আহবক্ষেত্রমভ্যুপ্তকীর্ত্তিবীজোৎকরশ্রিয়ম্॥ ২১॥

আকাশ ও দিক্‌সকল যেন নিপতিত উচ্চ তূলকরাশিদ্বারা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল॥ ৫॥ বীরগণের সূর্য্য-প্রভা তুল্য দীপ্তিশালী রুধিরলিপ্ত খড়্গ-সকল ইতস্ততঃ প্রতিভাত হইয়া বিদ্যুতের দীপ্তির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল॥৬॥ সুযোধনির্ম্মুক্ত শরসকল ভয়ঙ্কর ভুজঙ্গের ন্যায় মুখ হইতে জ্বালা নিঃসারণ পূর্ব্বক আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিল॥ ৭॥ পরস্পর প্রহারকারী ধনুর্দ্ধরগণের সায়ক-সকল গাঢ়রূপে শরীর ভেদপূর্ব্বক শোণিতশূন্য মুখে সুদূর ব্যাপিয়া গিয়া ভূমিমধ্যে প্রবেশ করিল॥ ৮॥ শর-সকল প্রথমে হস্তিদেহ ভেদ করিয়া নিপাতিত করিল, তৎপরে প্রধান প্রধান প্রতিযোধগণের যুদ্ধ-স্থানের মধ্যে গিয়া নিপতিত হইতে লাগিল॥৯॥ মুখে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, এরূপ রন্ধ্রশূন্য পরস্পর-নিক্ষিপ্ত শরসকল দ্বারা আকাশমণ্ডল আকীর্ণ হওয়াতে বিমানচারী দেবতাগণ স্থানান্তরিত হইতে লাগিলেন॥১০॥ আকাশ-মণ্ডল ধনুর্দ্ধারিগণের বাণে বিদ্ধ ও ব্যথার্ত্তের ন্যায় বিহ্বল হইয়া সেনাপতিগণের ভয়ঙ্কর নিনাদচ্ছলে অতিশয় কর্কশ শব্দ করিতে লাগিল॥ ১১॥ কর্ণ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট কার্ম্মুক দ্বারা নিক্ষিপ্ত আশুগ-সকল সমরে অভিলাষুক যোধগণের শোণিতের আস্বাদে লুব্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ পানাশয়েই যেন অতি দূরে গিয়া পতিত হইতে লাগিল॥ ১২॥ বীরগণ পাণিতলে নিষ্কোষ অসি-সকল ধারণ করাতে বোধ হইতে লাগিল যে, উহাদের কান্তিচ্ছটায় যুদ্ধের মুখতুল্য হইয়া সমদে হাস্য করিতেছে॥ ১৩॥ খড়্গ-সকল শোণিত-সংলিপ্ত হইয়া বীরগণের পাণিতলে নৃত্য করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, রজোদ্বারা অন্ধকারময় অনন্ত রণস্থলে বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইতেছে॥ ১৪॥ যোধগণের কুন্তাস্ত্র-সমূহের উপরিভাগে প্রচণ্ডরূপে উন্নমন ও অবনমন দ্বারা বোধ হইল যেন, রণালয়ে যমের জিহ্বাগ্র লক্ লক্ করিয়া প্রকাশ পাইতেছে॥১৫॥ প্রধান প্রধান রথিগণের প্রজ্বলিত কান্তিচ্ছটা যেন সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় রণাকাশে ভ্রমণ করিতে লাগিল॥ ১৬॥ সমাগত বীরগণের ভয়ঙ্কর নিনাদে কেহ অশ্ব হইতে পড়িয়া গেল এবং কেহ কেহ বা মোহ প্রাপ্ত হইল॥১৭॥ কোন কোন যুদ্ধপ্রিয় বীর হননেচ্ছুক প্রতিযোধের অভিমুখে আসিয়া হৃষ্ট হইতে লাগিল এবং ক্ষুদ্রহৃদয় ব্যক্তিগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শন পূর্ব্বক পলায়ন করিয়া বিষাদ প্রাপ্ত হইল॥ ১৮॥ রণোন্মত্ত বীরগণ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বহু যোধের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে নাম গ্রহণ পূর্ব্বক নিকটে যাইয়া কহিল, "আমি প্রথমেই তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব বলিয়া বরণ করিয়াছি"॥ ১৯॥ কোন যোদ্ধা রণমদে প্রমত্ত হইয়া চারিদিক্ হইতে অভিমুখে আগত রোমোদ্গমধারী বীরগণের ভুজদণ্ডে মদভরে প্রহার করিতে লাগিল॥ ২০॥ রণস্থলে বিচ্ছিন্নগজকুম্ভ-সকল হইতে পরিচ্যুত মৌক্তিক-

বীরাণাং বিষমৈর্ঘোষৈর্বিক্রুতা বারণা রণে। কাল্যমানা অপি ত্রাসাদ্ভেজুধু তাঙ্কুশা দিশঃ॥ ২২॥
রণে বাণগণৈর্ভিন্না ভ্রমন্তো ভিন্নযোধিনঃ। নিমমজ্জুর্গলদ্রক্তনিমগ্না সুমহাগজাঃ॥ ২৩॥
অপরেঽস্রসরিৎপূরে রথেষূচ্চৈস্তরেষপি। রথিনোঽভিক্রুধা ক্রুদ্ধহুঙ্কৃতৈর্ব্যসৃজন্ শরান্॥ ২৪॥
খড়্গানির্লূনমূর্দ্ধানো নিপতন্তোঽপি বাজিনঃ। প্রথমং শাতয়ামাসুরসিনা দারিতানরীন্॥ ২৫॥
বারাণাং শস্ত্রভিন্নানাং শিরাংসি নিপতন্ত্যপি। অধাবন্ দন্তদষ্টৌষ্ঠভীষণান্যরিষু ক্রুধা॥ ২৬॥
শিরাংসি বরযোধানামর্দ্ধচন্দ্রহৃতান্যপি। আদদানা ভৃশং পাদৈঃ শ্যেনা ব্যানশিরে দিশঃ॥ ২৭॥
শস্ত্রচ্ছিন্নগজারোহা বিভ্রমন্ত ইতস্ততঃ। যুগান্তবাতচলিতাঃ শৈলা ইব গজা বভুঃ॥ ২৮॥
ক্রোধাদভ্যাপতদ্দন্তিদন্তারূঢ়া নৃবাজিষু। অশ্বারূঢ়া গজারোহপ্রাণান্ প্রাসৈরপাহরন্॥ ২৯॥
গজারূঢ়ান্ মিলদ্দন্তিদন্তসংঘর্ষজোঽনলঃ। যোধান্ শস্ত্রহৃতপ্রাণানদহৎ সহসারিভিঃ॥ ৩০॥
উৎক্ষিপ্তা অপি হস্তীন্দ্রৈঃ কোপনৈঃ পত্তয়ঃ করৈঃ। তদ্রিপূনহরন্ খড়্গপাতৈঃ স্বস্থ পুরঃ প্রভোঃ॥৩১॥
উৎক্ষিপ্তা করিভির্দূরং মুক্তানাং যোধিনাং দিবঃ। প্রাপ জীবাত্মভির্দিব্যাঙ্গনাকণ্ঠপরিগ্রহম্॥ ৩২॥
খড়্গৈর্ধবলধারালৈর্নিহত্য করিণাং করান্। যৈভূর্বাপি সমং বৃদ্ধং শক্ত্যা তান্ পত্তয়োঽহরন্॥ ৩৩॥
উৎক্ষিপ্যাভির্দিবং নীতাঃ পত্তয়ঃ করিভিঃ করৈঃ। দিব্যাঙ্গনাভিরাদাতুং রক্তাভির্ব্যতমম্বরম্॥ ৩৪॥
মিলিতেষু মিথো যোদ্ধুং দন্তিষু প্রসভং ভটাঃ। অগৃহ্নন্ যুধ্যমানাশ্চ শস্ত্রৈঃ প্রাণান্ পরস্পরম্॥৩৫॥
ধন্বিনস্তুরগারূঢ়া গজারোহান্ শরৈঃ ক্ষতান্। প্রত্যৈক্ষন্ মূর্চ্ছিতান্ ভূয়ো যোদ্ধুমাশ্বাসতশ্চিরম্॥৩৬॥
ক্রুদ্ধস্য দন্তিনঃ পত্তির্জিঘৃক্ষোরসিনা করম্। নির্ভিদ্য দন্তমুষলানাক্রোহ জিঘৃক্ষয়া॥ ৩৭॥

যুদ্ধক্ষেত্রে উপ্ত কীর্ত্তিবীজ-সমূহের শ্রীধারণ করিল॥ ২১॥ রণস্থলে কাল্যমান হস্তি-সকলও বীরগণের বিষমনিনাদে সন্ত্রস্ত হইয়া হাস্তিপকের অঙ্কুশাঘাত না মানিয়া দিগ্দিগন্তে পলায়ন করিতে লাগিল॥২২॥ রণস্থলে বাণসমূহ দ্বারা বিক্ষতদেহ মহামাতঙ্গগণ ভ্রমণ করিতে করিতে যোধগণকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়া বিগলিত শোণিত-সমুদ্রে নিমগ্ন হইতে লাগিল॥ ২৩॥ অপর যোধগণ, রুধিরনদী-প্রবাহের উচ্চতর রথের উপর বিপক্ষদিগের অভিমুখীন হইয়া ক্রোধজাত হুঙ্কার সহিত শর-সকল মোচন করিতে লাগিল॥ ২৪॥ খড়্গ দ্বারা ছিন্নমস্তক অশ্বগণ নিপতিত হইয়াও প্রথমে অসিবিদারিত শত্রুগণকে নিপাতিত করিয়াছিল॥ ২৫॥ বীরগণের শস্ত্রচ্ছিন্ন মস্তকসমূহ নিপতিত হইলেও ক্রোধভরে নিজ ওষ্ঠ দন্তদ্বারা দংশন করিয়া শত্রুগণের প্রতি প্রধাবিত হইয়াছিল॥ ২৬॥ প্রধান প্রধান যোধগণের শিরঃসমূহ অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে কর্ত্তিত হইলেও শ্যেনপক্ষি-সকল পাদদ্বারা ঐ সকল মস্তক ধারণ পূর্ব্বক দিক্সকল ব্যাপ্ত করিয়া উড্ডীয়মান হইতে লাগিল॥ ২৭॥ গজারোহিগণ শস্ত্রদ্বারা ছিন্ন হইলেও করিগণ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল যেন, যুগান্ত-সমীরণে শৈলসকল বিচালিত হইতেছে॥ ২৮॥ নরগণের ও অশ্বগণের মধ্যে ক্রোধভরে গজারোহিগণ আগমন করিলে পর অশ্বারোহিগণ প্রাস অস্ত্রদ্বারা গজারোহিগণের প্রাণহরণ করিতে লাগিল॥ ২৯॥ সম্মিলিত মাতঙ্গগণের দন্ত-সংঘর্ষণ-জাত বহ্নি অরিগণ-কর্ত্তৃক শস্ত্রদ্বারা নিহত গজারূঢ় যোধগণকে সহসা দাহ করিতে লাগিল॥ ৩০॥ হস্তীন্দ্রগণ কুপিত হইয়া করদ্বারা পদাতিকগণকে ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ করিলে স্বীয় উপরিভাগে স্থিত প্রভু ঐ উৎক্ষিপ্ত শত্রুদিগকে খড়্গদ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া প্রাণ বিনাশ করিল॥ ৩১॥ করিগণ যোধদিগকে ধরিয়া অতিদূরে উৎক্ষেপণ করিলে পর প্রাণ বিনষ্ট হইবামাত্র উহাদের জীবাত্মা দিব্যাঙ্গনাগণের কণ্ঠধারণ করিল॥ ৩২॥ পত্তিগণ যে সিতধার অসিদ্বারা করিগণের করচ্ছেদন করিয়াছিল, ভূমির সমান বৃদ্ধ হইলেও তাহা শস্ত্রদ্বারা হরণ করিল॥ ৩৩॥ পদাতি-সকল করিগণের কর-সমূহ দ্বারা ঊর্দ্ধে স্বর্গাভিমুখে উৎক্ষিপ্ত হইতে আরম্ভ হইলে রক্তবর্ণ দিব্যকামিনীগণ আসিয়া আকাশস্থল ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল॥ ৩৪॥ করি-সকল যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে পরস্পর যুদ্ধকারী যোধগণ শস্ত্র-সমূহের দ্বারা পরস্পরের প্রাণ সংহার করিল॥ ৩৫॥ ধনুর্দ্ধারী ও অশ্বারোহী যোদ্ধৃগণ শস্ত্রাহত গজারোহিদিগকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধের আশায় অনেকক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল॥৩৬॥ পদাতিক যোধী খড়্গ দ্বারা ক্রুদ্ধ করীর করকর্ত্তনের ইচ্ছায় দন্তরূপ মুষল ভেদপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার আশায়

খড়্গেনামূলতো হত্বা দন্তিনোঽঙ্ঘ্রিচতুষ্টয়ম্। প্রপতিষ্ণোঃ প্রবিষ্টোঽপি পদাতির্নিরগাদ্দ্রুতম্॥ ৩৮
করেণ করিণা বীরঃ সুগৃহীতোঽপি কোপিনা। অসিনাসূন্ জহারাশু তস্যৈব স্বয়মক্ষতঃ॥ ৩৯॥
তুরঙ্গী তুরগারূঢ়ং প্রাসেনাহত্য বক্ষসি। পততস্তস্য নাজ্ঞাসীৎ প্রাসঘাতং স্বকে হৃদি॥ ৪০॥
তুরঙ্গসাদিনং শস্ত্রহৃতপ্রাণং গতং ভুবি। অস্ত্রাণোঽপি মহাবাজির্ন ত্রস্তনয়নোঽত্যজৎ॥ ৪১॥
দ্বিষা প্রাসহৃতপ্রাণো বাজিপৃষ্ঠদৃঢ়াসনঃ। হস্তোদ্ধৃতমহাপ্রাসো ভটো জীবন্নিবাভ্রমৎ॥ ৪২॥
খড়্গেন সিতধারেণ ভিন্নোঽপি রিপুণাশ্বগঃ। নামূর্চ্ছৎ কোপতো হন্তুমিয়েষ চ পতন্নপি॥ ৪৩॥
মিথঃ প্রহারতো বাজিচ্যুতো ভূমিগতো রুষা। শক্ত্যা যুযুধতুঃ কৌচিৎ কেশাকেশি ভুজাভুজি॥৪৪
রথিনো রথিভির্বাণৈর্হৃতপ্রাণা দৃঢ়াসনাঃ। কৃতকার্ম্মুকসন্ধানাঃ সপ্রাণা ইব মেনিরে॥ ৪৫॥
ন রথী রথিনং ভূয়ঃ প্রহরচ্ছস্ত্রমূর্চ্ছিতম্। প্রত্যাশ্বসন্তং মহৈনং নাগমদ্যুদ্ধলোভতঃ॥ ৪৬॥
অন্যোন্যং রথিনৌ কৌচিদ্ধতপ্রাণৌ দিবং গতৌ। একামপ্সরসং প্রাপ্য যুযুধাতে বরায়ুধৌ॥ ৪৭
মিথোঽর্দ্ধচন্দ্রনির্লূনমূর্দ্ধানৌ রুষিতৌ রুষা। খেচরৈর্ভুবি নৃত্যন্তৌ স্বকবন্ধাবপশ্যতাম্॥ ৪৮॥

রণাঙ্গণে শোণিতপঙ্কপিচ্ছিলে, কথং কথঞ্চিন্ননৃতুর্ধৃতায়ুধাঃ।
নদৎসু তূর্য্যেষু পরেতযোষিতাং, গণেষু গায়ৎসু কবন্ধরাজয়ঃ॥ ৪৯॥

ইতি সুররিপুবৃত্তে যুদ্ধে সুরাসুরসৈন্যয়োরুধিরসরিতাং মজ্জদন্তিব্রজেষু তটেষলম্।
অরুণনয়নঃ ক্রোধাপীনভ্রমদ্ভ্রূকুটীমুখঃ, সপদি ককুভামীশানভ্যাগমৎ স যুযুৎসয়া॥ ৫০॥

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ দ্বন্দ্বপ্রধনং নাম ষোড়শঃ সর্গঃ॥১৬॥

আরোহণ করিতে লাগিল॥ ৩৭॥ পদাতিযোধগণ হস্তীর পদচতুষ্টয় খড়্গ দ্বারা মূল পর্য্যন্ত কর্ত্তন করিয়া হস্তীর নিম্নদেশে প্রবিষ্ট হইলেও সে না পড়িতে পড়িতেই অতিশয় দ্রুতবেগে বাহির হই আসিল॥ ৩৮॥ ক্রুদ্ধ করী কর্তৃক ধৃত হইলেও বীরগণ অতি সত্বর খড়্গ দ্বারা উহারই প্রাণ সংহ করিয়া স্বয়ং অক্ষত রহিল॥ ৩৯॥ অশ্বারোহী অস্ত্র দ্বারা অন্য অশ্বারোহীকে আঘাত করিলে পত শীল সেই প্রতিযোদ্ধার প্রাস নিজ হৃদয়ে আঘাত করিবে, তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারে নাই, বি আহত হইবার পরে জানিল॥ ৪০॥ অশ্বারোহী শত্রুর অস্ত্রে হতপ্রাণ হইয়া ভূমিতলে নিপতি হইলে সেই মহাতুরঙ্গম, আরোহীর বিনির্গত অস্ত্রদ্বারা পরিব্যাপ্তগাত্র হইলেও ত্রস্তনেত্র হইয়া তাহা পরিত্যাগ করে নাই॥ ৪১॥ অশ্বপৃষ্ঠে দৃঢ়াসনে অবস্থিত বীর, শত্রু কর্তৃক বিগতপ্রাণ হইলেও পূর্ব্বে যে মহাপ্রাস হস্তে ধারণ করিয়াছিল, তাহা দ্বারা বোধ হইল যেন, সে জীবিত থাকিয়া প্রা ধারণ পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে॥ ৪২॥ তীক্ষ্ণখড়্গদ্বারা ভিন্নদেহ হইয়াও অশ্বারোহী যো ক্রোধ হেতু মূর্চ্ছিত না হইয়া পড়িতে পড়িতেও প্রতিযোদ্ধাকে হনন করিবার ইচ্ছা করিল॥৪৩॥ পরস্প ক্রোধভরে প্রহার করিতে করিতে বীরদ্বয় অশ্ব হইতে পরিচ্যুত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়াও ছুরিকাস্ত্র দ্বা অথবা কেশাকেশি ও হাতাহাতি করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল॥৪৪॥ দৃঢ়রূপে উপবিষ্ট রথিগণ, রথিকর্ বিগতজীবন হইলেও পূর্ব্বাকৃষ্ট শরাসনসন্ধানের বর্ত্তমানতা হেতু জীবিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল॥৪ রথী যোদ্ধা রথিযোধকে প্রহার দ্বারা মূর্চ্ছিত দেখিয়া আর প্রহার করিল না, কিন্তু যুদ্ধ করিবার লো তাহার চৈতন্যলাভ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল॥ ৪৬॥ উৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী কোন রথিদ্বয় পরস্পরে আঘাতে গতপ্রাণ হইয়া স্বর্গে গমন করিতে একটী অপ্সরা লইয়া উভয়ের সেখানে আবার যুদ্ধ বাধি গেল॥ ৪৭॥ কোন বীরদ্বয় পরস্পরে অর্দ্ধচন্দ্র বাণাঘাতে শিরশ্ছেদ হইলে আকাশচারিগণ দেখি লাগিল যে, তাহাদের উভয়ের দেহ ভূমিতলে নৃত্য করিতেছে॥ ৪৮॥ শোণিতপঙ্কে পিচ্ছিল রণস্থ তূর্য্য নিনাদিত হইলে প্রেতনারীগণ এবং ধৃতায়ুধ কবন্ধ-সকল কষ্টে সৃষ্টে নৃত্য করিতে লাগিল॥ ৪৯ এইরূপে সুর ও অসুরগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রণস্থলে শোণিত-নদী প্রবাহিত হইল, তাহাতে নি কুঞ্জরগণ উহার তটস্বরূপ হইলে, অসুরপতি তারক ক্রোধে রক্তনেত্র হইয়া ভ্রূকুটিকুটিল মুখে যু নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়া দিক্‌পতিগণের সম্মুখে উপস্থিত হইল॥ ৫০॥

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশঃ সর্গঃ

দৃষ্ট্বাভ্যুপেতমথ তঞ্চ পতিং পুরস্তাৎ, সংগ্রামকেলিকুতুকেন ঘনপ্রমোদম্।
যোদ্ধুং মদেন মিমিলুঃ ককুভামধীশা, বাণান্ধকারিত-দিগম্বরগর্ভমেত্য ॥ ১ ॥
দেবদ্বিষাং পরিবৃঢ়ো বিকটং বিহস্য, বাণাবলীভিরভিতঃ কুপিতো ববর্ষ।
শৈলানিব প্রবলবারিধরো গরিষ্ঠানদ্ভিঃ পরাভিরথ গাঢ়মনারতাভিঃ ॥ ২ ॥
জম্ভদ্বিষৎপ্রভৃতিদিক্‌পতিচাপমুক্তা, বাণাঃ শিতা অসুররাজকবাণসংঘান্।
অহ্নায় তার্ক্ষ্যনিবহা ইব নাগপূগান্, সদ্যো বিচিচ্ছিদুরলং কণশো রণাগ্রে ॥ ৩ ॥
তৈঃ প্রজ্বলৎফলমুখৈর্বিশিখৈঃ সুরারির্নামাঙ্কিতৈঃ পিহিতদিগ্‌গগনান্তরালৈঃ।
প্রাচ্ছাদয়ংস্তৃণচয়ৈরিব হব্যবাহং, চিচ্ছেদ সোঽপি সুরসৈন্যশরান্ শরৌঘৈঃ ॥ ৪ ॥
দৈত্যেশ্বরো জ্বলিতরোষবিশেষভীমঃ, সদ্যো মুমোচ যুধি যান্ বিশিখান্ সহেলম্।
তে প্রাপুরুদ্‌ভটভুজঙ্গমভীমভাবং, গাঢ়ং ববন্ধুরপি তাংস্ত্রিদশেন্দ্রমুখ্যান্ ॥ ৫ ॥
তে নাগপাশবিশিখৈরসুরেণ বদ্ধাঃ, শ্বাসাকুলাকুলমুখা বিমুখা রণান্তাৎ।
দিঙ্‌নায়কা বলরিপুপ্রমুখাঃ স্মরারিসূনোঃ সমীপমগমন বিপদঙ্গহেতোঃ ॥ ৬ ॥
দৃষ্টিপ্রপাতবশতোঽপি পুরারিসূনোস্তে নাগপাশঘনবন্ধবিপত্তিদুঃখাৎ।
ইন্দ্রাদয়ো মুমুচিরে স্বয়মস্য দেবাঃ, সেবাং ব্যধুশ্চ পুনরেতা মহাজিগীষোঃ ॥ ৭ ॥
উচ্চৈঃপ্রকোপদহনোঽথ সুরেন্দ্রশত্রুরগ্রস্য সারথিমবোচত চণ্ডবাহুঃ।
বদ্ধা ময়া সুরপতিপ্রমুখাঃ প্রসহ্য, বালস্য ধূর্জটিসুতস্য নিরীক্ষণেন ॥ ৮ ॥
মুক্তা বভূবুরধুনা তদিমান্ বিহায়, কর্ত্তাস্ম্যহং সমরভূমিপশূপহারম্।
তৎ স্যন্দনং সপদি বাহয় শম্ভুসূনুং, দ্রষ্টাস্মি দর্পিতভুজাবলমাহবায় ॥ ৯ ॥ যুগ্মকম্।

তদনন্তর দেবচমূপতি কার্ত্তিকেয় সংগ্রামকেলির কৌতুকে অত্যন্ত প্রমোদিত হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে দিক্‌পতি দেবতাগণ সমরমদে প্রমত্ত হইয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত শরসমূহে অন্ধকারময় দিক্ ও অম্বরস্থলে আসিয়া মিলিত হইলেন ॥ ১ ॥ তখন অসুর-নায়ক তারক, বিকট হাস্য করিয়া শরজালবর্ষণ দ্বারা চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল যেন, প্রবল জলধর অনবরত বারিধারা দ্বারা সুবিশাল শৈলগণকে গাঢ়রূপে সমাচ্ছন্ন করিতেছে ॥ ২ ॥ গরুড় যেমন নাগগণকে ছিন্ন করে, সেইরূপ রণস্থলে ইন্দ্রাদি দিক্‌পালনিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণধার শরসকল অসুররাজের বাণসমূহকে তৎক্ষণাৎ কণায় কণায় ছেদ করিয়া ফেলিল ॥৩॥ সেই অসুরপতিও তৃণসমূহ দ্বারা নিজনামাঙ্কিত প্রজ্বলিত-ফলকশিলীমুখ-সমূহ দ্বারা হুতাশনের ন্যায় দিক্ ও গগনান্তরাল সমাবৃত করিয়া সুরসৈন্যগণের শরসমূহ ছেদন করিয়া ফেলিল ॥ ৪ ॥ তখন দৈত্যরাজ প্রজ্বলিত রোষভরে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সমরস্থলে হেলিতভাবে যে সকল সায়ক নিক্ষেপ করিল, তৎসমুদায় উদ্দাম ভুজঙ্গের ন্যায় ভীমভাব ধারণ পূর্ব্বক সেই প্রধান প্রধান দেবগণকে বন্ধন করিল ॥ ৫ ॥ তাহারা অসুর কর্ত্তৃক নাগপাশে বদ্ধ ও দীর্ঘশ্বাসে ব্যাকুল হইয়া রণ হইতে বিমুখ হইলেন। তখন সেই দিক্‌পালগণ বিপৎ-প্রতীকারের নিমিত্ত কার্ত্তিকেয়ের নিকট গমন করিলেন ॥ ৬ ॥ ত্রিপুরারি-পুত্রের কৃপাদৃষ্টিপাতে সেই ইন্দ্রাদি দেববর্গ নাগ-পাশবন্ধনরূপ বিপত্তি হইতে মুক্ত হইলে, তাঁহারা স্বয়ং সেই মহাজিগীষু কুমারের সেবা করিতে লাগি-লেন ॥ ৭ ॥ অনন্তর প্রচণ্ডবাহু সুরশত্রু তারক সমুদিত কোপদহনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া সারথিকে বলিল, "অতিশয় বালক মহেশপুত্রের অবলোকন দ্বারা মৎকর্ত্তৃক নাগপাশ-বদ্ধ ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ মুক্ত হইল, এক্ষণে ইহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমর-ভূমিকে পশুবলি প্রদান করিব, অতএব তুমি সত্বর যুদ্ধের নিমিত্ত শম্ভুসুতের সন্নিধানে রথ চালনা কর, আমি সেই দর্পিত কুমার কত ভুজবল ধারণ করে,

তৎস্যন্দনঃ সপদি সারথিসম্প্রণুন্নঃ, প্রারব্ধবারিধরধীরগভীরঘোষঃ।
চণ্ডশ্চচাল দলিতাখিলশক্রসৈন্য-মাংসাস্থিশোণিত-সুপঙ্ক-বিলুপ্তচক্রঃ॥ ১০॥
দৃষ্ট্বা রথং প্রলয়বাত-চলদ্গিরীন্দ্রকল্পং দলদ্বলবিরাববিশেষরৌদ্রম্।
অভ্যাগতং সুররিপোঃ সুররাজসৈন্যং, ক্ষোভং জগাম পরমং ভয়বেপমানম্॥ ১১॥
প্রক্ষুভ্যমানমবলোক্য দিগীশসৈন্যং, শম্ভোঃ সুতং সমরকেলিকুতূহলোৎসুকম্।
উদ্দামদোঃকলিতকার্ম্মুকদণ্ডচণ্ডঃ, প্রোবাচ বাচমুপগম্য স কার্ত্তিকেয়ম্॥ ১২॥
রে শম্ভুতাস্তব শিশো! বত মুঞ্চ মুঞ্চ, দোদর্পমত্র বিরম ত্রিদিবেশকার্য্যাৎ।
শশ্বৎ কিমত্র ভবতোঽনুচিতৈশ্চরিত্রৈর্বালাব্জকোমলভুজাক্রমভীরুভূতৈঃ॥ ১৩॥
একস্ত্বমেকতনয়োঽসি গিরীশগৌর্য্যোঃ, কিং যাসি কালবিষং বিষমৈঃ শরৈর্মে।
সংগ্রামতোঽপসর জীব পিতুর্জনন্যাঃ, পূর্ণং প্রবিশ্য বরমঙ্কসুখং বিধেহি॥১৪॥
সম্যক্ স্বয়ং কিল বিমৃশ্য গিরীশপুত্র, জম্ভদ্বিষোঽস্য জহীহি প্রতিপক্ষমাশু।
এষ স্বয়ং পয়সি মজ্জতি দুর্বিগাহে, পাষাণনৌরিব নিমজ্জয়তে পুরা ত্বাম্॥ ১৫॥
ইত্থং নিশম্য বচনং যুধি তারকস্য, কম্পাধরো বিকচকোকনদারুণাক্ষঃ।
কোপাৎ ত্রিলোচনসুতো ধনুরীক্ষমাণঃ, প্রোবাচ বাচমুচিতাং পরিমৃজ্য শক্তিম্॥ ১৬॥
দৈত্যাধিরাজ ভবতা যদবাদি গর্ব্বাৎ, তৎ সর্ব্বমপ্যুচিতমেব তবৈব কিন্তু।
দ্রষ্টাস্মি তে প্রবরবাহুবলং বরিষ্ঠং, শস্ত্রং গৃহাণ কুরু কার্ম্মুকমাততজ্যম্॥ ১৭॥
ইত্যুক্তবন্তমবদৎ ত্রিপুরারিপুত্রং, দৈত্যঃ ক্রুধোষ্ঠমধরং কিল নির্বিভিদ্য।
যুদ্ধার্থমুদ্ভটভুজবল-দর্পিতোঽসি, বাণান্ সহস্ব মম শোণিতরক্তপৃষ্ঠান্॥ ১৮॥
দুষ্প্রেক্ষণীয়মরিভির্ধনুরাততজ্যং, সদ্যো বিধায় বিষমান্ বিশিখান্ ন্যধত্ত।
সক্রোধভীমভুজগেন্দ্রনিভং স্বচাপং, চণ্ডপ্রভং যশসি কৈত্রশরং কুমারঃ॥ ১৯॥

তাহা এক্ষণে দেখিব” ॥ ৮-৯ ॥ সারথি তৎক্ষণাৎ মেঘের ন্যায় গভীরশব্দে রথ চালাইয়া দিল, ঐ রথ সমস্ত শক্রসৈন্য দলন পূর্ব্বক মাংস, অস্থি ও রুধিরজাত পঙ্কের উপর দিয়া মন্দ মন্দ বেগে প্রচণ্ডরূপে চলিতে লাগিল ॥ ১০ ॥ সুররিপুর প্রলয়বায়ু দ্বারা চলনশীল গিরীন্দ্র তুল্য সেই রথ, সৈন্যদলনকালে বিরামবিশেষ দ্বারা প্রচণ্ড ভাব ধারণ পূর্ব্বক আগমন করিতেছে দেখিয়া সুররাজের সৈন্য সংক্ষুভিত হইয়া ভয়ে কম্পমান হইতে লাগিল ॥ ১১ ॥ দিক্‌পাল-সৈন্যগণকে সংক্ষুভিত দেখিয়া উদ্দামদোর্দ্দণ্ডে কার্ম্মুকধারী প্রচণ্ড দৈত্যেশ্বর তারক সমীপে গমন পূর্ব্বক সমর-ক্রীড়ায় কুতূহলী ও সমুৎসুক কার্ত্তি-কেয়কে কহিতে লাগিল॥ ১২ ॥ রে শম্ভুর সন্তান তস্তশিশু! হায়! তুমি শীঘ্রই সুররাজের এই অসুখকর দুষ্কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হও। তোমার এই নবোদগত কমল-কোমল ভুজের আক্রমণ জন্য জয়শীল অনুচিত চরিত্রের কার্য্য দ্বারা আমার কি হইতে পারে? ১৩॥ তুমি গিরিশ ও গৌরীর একটীমাত্র প্রধান তনয়, আমার বিষম শরজালে কেনই বা অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইবে? অতএব আমার সহিত যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, তুমি আমার ত্রাসে রণস্থল হইতে গমন করিয়া জনক-জননীর সুকোমল ক্রোড়দেশ পরিপূর্ণ কর ॥ ১৪ ॥ হে গিরিশতনয়! তুমি স্বয়ং মনে মনে সম্যক্ বিবেচনা করিয়া জম্ভারাতির স্বপক্ষতা পরিত্যাগ কর। এই ইন্দ্র স্বয়ং অগাধ জলে নিমগ্ন হইবে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই পাষাণ-নৌকার ন্যায় তোমাকে সে ডুবাইবে, সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥ রণস্থলে তারকাসুরের এইরূপ বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া ত্রিলোচনতনয় কার্ত্তিকেয় ক্রোধভরে কম্পিতাধর ও বিকসিত কোকনদের ন্যায় অরুণ-লোচন হইয়া স্বীয় শরাসন নিরীক্ষণপূর্ব্বক শক্তি মার্জ্জনা করিয়া সমুচিত বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন ॥১৬॥ হে দৈত্যরাজ! তুমি নিজগর্ব্বে যে সকল বাক্য বলিলে, তৎসমস্ত উচিতই বটে, কিন্তু আমি তোমার অতি গুরুতর বাহুবল পরীক্ষা করিব, অতএব শরাসনে গুণারোপণ করিয়া শস্ত্র গ্রহণ কর ॥ ১৭ ॥ কার্ত্তিকেয় এইরূপ বলিলে পর, অসুর ক্রোধে অধরোষ্ঠ প্রস্ফুরিত করিয়া বলিল, যদি তুমি উদ্দাম ভুজবল-দর্পে দর্পিত হইয়া যুদ্ধ ইচ্ছা কর, তবে শোণিত-সংযুক্তপৃষ্ঠবিশিষ্ট আমার শরজাল সহ্য কর॥ ১৮॥ এই বলিয়া অসুররাজ তৎক্ষণাৎ অরাতিগণের ঘোর-দর্শন ধনুকে জ্যাযোজনা করিল। তখন কুমার ক্রোধভরে ভয়ঙ্কর ভুজগেন্দ্র সমান

কর্ণান্তমেত্য দিতিজেন বিকৃষ্যমাণং, কোদণ্ডদণ্ডমভিতঃ শুশুভে শরৌঘান্।
ব্যোমাঙ্গনে লিপিকরান্ স্বকরপ্রভাসানস্ত্রেরশেষককুভাঃ পতিবৎ করিষ্যৎ ॥ ২০ ॥
বাণৈঃ সুরারিধনুষঃ প্রসৃতৈরনন্তৈনির্ঘোষভীষিতভটৈর্সদংশুজালৈঃ।
অন্ধীকৃতাখিলসুরেশ্বরসৈন্যকোঽসৌ. ছিন্নাকৃতিঃ স বিষয়ং ন জগাম দৃষ্টেঃ ॥ ২১ ॥
দেবেন মন্মথরিপোস্তনয়েন গাঢ়মাকর্ণকৃষ্টমভিতো ধনুরাততজ্যম্।
বাণানসৃত বিবিধান্ যুধি যান্ সুজৈত্রৈস্তঃ সায়কা বিবিদিরে সহসা সুরারেঃ ॥২২॥
রেজে সুরারিশরদুর্দ্দিনকে নিরস্তে, সত্ত্বঃ স্বয়ং নিখিলখেচরখিন্নদেহে।
দেবপ্রভোঃ প্রভুরিব স্মরশক্রসূনুঃ, প্রদ্যোতনঃ সুঘনদুর্দ্ধরধামধামা ॥ ২৩ ॥
তত্রাথ দুঃসহতরং তরসা তরস্বী, ধামাধিকং দধতি ঘোরতরং কুমারে।
মায়াময়ং সমরমাশু মহাসুরেন্দ্রো, মায়াপ্রপঞ্চচতুরো রচয়াঞ্চকার ॥ ২৪ ॥
অহ্নায় কোপকলুষো বিকটং বিহস্য, ব্যর্থং সমর্থ্য বরশস্ত্রযুধং কুমারে।
জিষ্ণৌ জগদ্বিজয়দুর্ললিতঃ সহেলং, বায়ব্যমস্ত্রমসুরো ধনুষি ন্যধত্ত ॥ ২৫ ॥
সন্ধানমাত্রসমস্থ যুগান্তকালভূতভ্রমং পরুষভীষণঘোরঘোষঃ।
উদ্ভূতধূলিপটলৈঃ পিহিতাম্বরান্তং, প্রচ্ছন্নচণ্ডকিরণো ব্যসরৎ সমীরঃ ॥ ২৬ ॥
কুন্দোজ্জ্বলানি সকলাতপবারণানি, ধৃতানি তেন মরুতা সুরসৈনিকানাম।
উড্ডীয়মানকলহংসকুলোপমানি, সংগ্রামধূলিমলিনে নভসি প্রসক্তঃ ॥ ২৭ ॥
বিধ্বস্য তেন সুরসৈন্যমহাপতাকা, নীতা নভস্তলমলং নবমল্লিকাভাঃ।
স্বর্গাপগাজলমহৌঘসহস্রলীলাং, ব্যাতেনিরে দিবিচরীং চিরবিভ্রমেণ ॥ ২৮ ॥
ভ্রষ্টা খরেণ মরুতা রথরাজয়োঽপি, দোধূয়মানানিপতিক্ষুত্রবঙ্গমধ্যে।
বিত্রস্তসারথিবরপ্রকরাঃ সমন্তাদ্ব্যাবৃত্তিমাপুরবনৌ সুরবাহিনীনাম্ ॥ ২৯ ॥

শরাসনে প্রচণ্ডদর্শন শরসন্ধান করিলেন ॥ ১৯ ॥ দৈত্যরাজ যখন কর্ণান্ত পর্য্যন্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক শরসন্ধান করিল, তখন কোদণ্ডদণ্ডের চারিদিকে শর-সমূহ শোভা পাইতে লাগিল। তাহাতে বোধ হইল যেন, গগনাঙ্গনে লিপিকারী নিজ কর-প্রভায় অস্ত্রি চারিদিক্কে পরিবিশিষ্ট করিতেছে ॥ ২০ ॥ সেই দৈত্যপতি স্বীয় শরাসন-নিঃসৃত অসংখ্য বিষম-নির্ঘোষ দ্বারা ভটগণের ভয়দায়ী, উজ্জ্বলপ্রভ সায়ক-সমূহ দ্বারা অখিল সুরসৈন্যদিগকে অন্ধীকৃত করিয়া স্বয়ং ছিন্নাকৃতি হইয়া আর দৃষ্টিগোচর হইল না ॥২১॥ তখন মন্মথারিতনয় বৃক্ষস্থলে স্বীয় জ্যাযোজিত ধনুঃ কর্ণান্ত পর্য্যন্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক যে সকল বিবিধ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, সেই জৈত্র শরসমূহদ্বারা সুরারির শর-সকল সহসা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ২২ ॥ তিনি অখিল খেচরগণের দেহ নিপীড়িত করিয়া অসুররাজের শরবর্ষণ-দুর্দ্দিন নিরস্ত করিয়া দেবপ্রভুর ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ তেজে ভুবন প্রদ্যোতিত করিয়া স্বয়ং বিরাজিত হইতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ তখন রণস্থলে উগ্রতেজাঃ অধিকতর ধীর মায়াবিস্তারে নিপুণ মহাসুররাজ তারক সত্বর দুঃসহতর মায়াময় সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল ॥ ২৪ ॥ অনন্তর কুমার মায়াসমর জয় করিলে পর জগতের বিজয়কেতু অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ অসুর সেই মায়া ব্যর্থ দেখিয়া কোপে কলুষিত হইয়া বিকট হাস্য পূর্ব্বক হেলিতভাবে শরাসনে বায়ব্য অস্ত্র সন্ধান করিল ॥ ২৫ ॥ ঐ অস্ত্রসন্ধান করিবামাত্র প্রলয়কালের ন্যায় ভ্রমি উৎপাদন পূর্ব্বক অতিশয় কর্কশ, ভয়ঙ্কর ঘোরতর শব্দ ও ধূলিপটল উত্থাপিত এবং আকাশের মধ্যভাগ ও উষ্ণরশ্মিকে আচ্ছাদিত করিয়া প্রচণ্ডতর সমীরণ বহিতে আরম্ভ করিল ॥২৬॥ সেই প্রবলতর সমীরণ সুরসৈন্যদিগের কুন্দকুসুমের ন্যায় ধবলবর্ণ আতপত্র-সকল প্রকম্পিত করিয়া উড়াইয়া দিল, তখন উড্ডীয়মান হংসসমূহের ন্যায় ঐ ছত্র-সকল সংগ্রাম-ধূলিপটলে মলিন নভস্তলে বিপর্য্যস্ত হইয়া উড়িতে লাগিল এবং নবমল্লিকার ন্যায় ধবলবর্ণ মহাপতাকা-সকল বিধ্বস্ত করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিল, তাহাতে বোধ হইল যেন, স্বর্গগঙ্গার সহস্র সহস্র প্রবাহের আকাশচারী লীলাবিভ্রম প্রকাশ পাইতেছে ॥ ২৭-২৮ ॥ সেই প্রবল পবন দ্বারা সুরবাহিনীগণের রথ-সমুদয় পরিভ্রষ্ট হইল, তুরঙ্গ সমস্ত কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেল,সারথিবরগণ বিত্রস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥২৯॥

ধূতানি তেন সুরসৈন্যমহাগজানাং, সদ্যঃ কুলানি বিধুরাণি দলৎকুথানি।
পেতুঃ ক্ষিতৌ কুপিতবাসববজ্রলূনপক্ষস্য ভূধরকুলস্য তুলাং বহন্তি ॥ ৩০ ॥
হিত্বায়ুধানি সুরসৈন্যতুরঙ্গধারাবেগেন তেন বিধুতা বিধুরা রণান্তে।
শস্ত্রাভিঘাতমনবাপ্য নিপেতুরুর্ব্ব্যাং, স্বীয়েষু বাহনবরেষু পতৎসু সৎসু ॥ ৩১ ॥
তেনাহতাস্ত্রিদশসৈন্যপদাতয়োঽপি, স্রস্তায়ুধা সুবিধুরাঃ পরুষং রসন্তঃ।
বায়োর্দ্বিরূস্তদলবৃন্দমিবেত্য দূরং, নিপেতুরম্বরতলাদ্বসুধাতলেঽপি ॥ ৩২ ॥
ইত্থং বিলোক্য সুরসৈন্যমশেষমেব, দৈত্যেশ্বরেণ বিধুরীকৃতমস্ত্রযোগাৎ।
স্বর্লোকনাথকমলাকলনৈকহেতুং, দিব্যং প্রভাবমতনোদতনুঃ স দেবঃ ॥ ৩৩ ॥
তেনান্বিতং সকলমেব সুরেন্দ্রসৈন্যঃ, স্বাস্থ্যং প্রপদ্য পুনরেব যুধি প্রবৃত্তম্।
দৃষ্ট্বাসৃজদ্দহনদৈবতমস্ত্রমিদ্ধমুচ্চৈঃ প্রকোপদহনঃ সহসা সুরারিঃ ॥ ৩৪ ॥
তৎকালজাতজলদদ্যুতয়ো নভোঽন্তে, তত্রান্ধকারিতদিশো ঘনধূমসংঘাঃ।
সদ্যঃ প্রসস্রুরসিতোৎপলদামভাসো, দৃগ্গোচরত্বমখিলং ত্রাসদাং হরন্তঃ ॥ ৩৫ ॥
দিক্‌চক্রবালমিলিতৈর্মলিনৈস্তমোভির্লিপ্তং নভস্তলমলং ঘনবৃন্দসান্দ্রৈঃ।
ধূমৈর্বিলোক্য পিহিতাঃ খলু রাজহংসা, গন্তুং সরঃ সপদি মানসমীযুরুচ্চৈঃ ॥ ৩৬ ॥
জজ্বাল বহ্নিরতুলঃ সুরসৈনিকেষু, কল্পান্তকালদহনপ্রতিমঃ সমন্তাৎ।
আশামুখান্যপিদধন্নিখিলানি কীলাজ্বালৈরলং কপিলয়ন্ সকলং নভোঽপি ॥ ৩৭ ॥
উজ্জাগরস্য দহনস্য নিরর্গলস্য, জ্বালাবলীভিরতুলাভিরনারতাভিঃ।
কীর্ণং পয়োদনিবহৈরিব ধূমসংঘৈর্ব্যোমাভ্যলক্ষ্যত কুলৈস্তড়িতামিবোচ্চৈঃ ॥ ৩৮ ॥
তৎপ্রান্ততো বিয়তি চাদ্ভুতসঞ্চরেণ, দীর্ঘেণ তেন দহনেন সুদুঃসহেন।
সন্দহ্যমানমনিশং সুররাজ-সৈন্যমত্যাকুলং শিবসুতস্য সমীপমায়াৎ ॥ ৩৯॥

সুরসৈন্যের মহাগজসকল কম্পিত, যূথপরিভ্রষ্ট ও কাতর হইয়া ভূমিতে পড়িয়া বাসব কর্ত্তৃক কর্ত্তিত-পক্ষ ভূধরকুলের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ৩০ ॥ সুরসৈন্যস্থিত তুরঙ্গগণের ধারাপতিতের ন্যায় বেগশালী সেই সমীরণ দ্বারা স্বীয় বাহিনী সমস্ত পতিত হইলে কাতর যোধগণ আয়ুধ-সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শস্ত্রাভিঘাত পাইয়াই ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ সেই ভীষণ সমীরণে আহত হইয়া সুরপদাতিকগণ অত্যন্ত কাতরভাবে ভয়ঙ্কর শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল, উহাদিগের হস্ত হইতে আয়ুধ-সকল বিস্রস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল এবং দ্বিরূস্তদলের ন্যায় দূরে আসিয়া আকাশ হইতে ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৩২ ॥ এইরূপে দৈত্যরাজ শস্ত্র-প্রহারে সমস্ত সুরসৈন্যগণকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিলে পর সেই দেবপ্রবর কার্ত্তিকেয় স্বর্গলোক-লক্ষ্মীর প্রত্যাহরণের নিমিত্ত অতি মহৎ দিব্য প্রভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তখন সৈন্যগণ কুমারের সহিত সম্মিলিত ও তদ্ধেতু সুস্থির হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল দেখিয়া অসুররাজ সহসা অতিশয় কোপে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া প্রদীপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র বিমোচন করিল ॥ ৩৪ ॥ তখন দশদিক্ অন্ধকারকারী নবীন জলধরকান্তি কৃষ্ণবর্ণ উৎপলমালার ন্যায় দীপ্তিশালী ঘনতর ধূম-সমূহ দেবতাগণের দৃষ্টিশক্তি নিরোধপূর্ব্বক নভস্তলে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥ মেঘ-সমূহের ন্যায় নিবিড় দিক্‌প্রান্ত মলিত মলিন তমোরাশিদ্বারা আচ্ছন্ন ও ধূম-সমূহ-সমাবৃত আকাশমণ্ডল দর্শন করিয়া রাজহংসসকল তৎক্ষণাৎ মানস-সরোবরে গমন করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইল ॥ ৩৬ ॥ তখন প্রলয়-কালের ন্যায় ভয়ঙ্কর বহ্নিরাশি সুরসৈন্যগণের মধ্যে চারিদিকে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তাহাতে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল ও নভস্তল জ্বালা-সমূহে অতিশয় কপিলবর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৩৭ ॥ প্রজ্বলিত ও অবারিত অগ্নির অবিরত প্রবৃত্ত জ্বালাবলী এবং ধূমসংঘদ্বারা অম্বর-প্রদেশ বিদ্যুদাবলী-বিশিষ্ট পয়োদপংক্তির ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥ আকাশপ্রান্তে সঞ্চরণশীল সেই দীর্ঘতম দুঃসহ দহন দ্বারা অবিরত অংশতঃ দগ্ধ ও অতিশয় ব্যাকুল হইয়া সুরসৈন্যগণ শম্ভুতনয়ের সন্নিধানে আগমন করিল ॥ ৩৯ ॥

ইত্যগ্নিনা ঘনতরেণ ততোঽভিভূতং, তদ্দৈত্যসৈন্যমখিলং বিকলং বিলোক্য।
সস্মেরবক্ত্রকমলোঽন্ধকশত্রুসূনুর্বাণাসনেন সমধত্ত স বারুণাস্ত্রম্ ॥ ৪০ ॥
ঘোরান্ধকারনিকরপ্রতিমো যুগান্তকালানলপ্রবলধূমনিভো নভোঽন্তে।
গর্জ্জারবৈর্বিধূনয়ংশ্চ মহীধরাণাং, শৃঙ্গাণি মেঘনিবহো ঘনমুজ্জগাম ॥ ৪১ ॥
বিদ্যুল্লতা বিয়তি বারিদবৃন্দমধ্যে, গম্ভীর-ভীষণরবৈঃ কপিশীকৃতাশা।
ঘোরা যুগান্তচলিতস্য ভয়ঙ্করস্য, কালস্য লোলরসনেব চমৎচকার ॥ ৪২ ॥
কাদম্বিনী বিরুরুচে বিসকণ্ঠিকাভিরুত্তালকালরজনীজলদাবলীভিঃ।
ব্যোমাঙ্কৈকরচিররোচিররোচতাগ্রে, দৃষ্টিচ্ছলাদ্বিষমকোপবিভীষণেব ॥ ৪৩ ॥
ব্যোমস্থলং পিদধতাং ককুভাং মুখানি, গর্জ্জারবৈরবিরতস্তুদতাং মনাংসি।
অম্ভোভৃতামতিতরামনণীয়সীভির্ধারাবলীভিরভিতো ববৃষে সমূহৈঃ ॥ ৪৪ ॥
বহ্বীয়সাধিকতরাঃ সহসা রসেন, ঘ্নন্ত্যস্তটে নিজকুলেঽপ্যসুরপ্ররূঢ়ে।
মেঘান্ধকারপটলী-পিহিতে নভোঽন্তে, নদ্যঃ প্রচেলুরভিতঃ প্রমদাহবায় ॥ ৪৫ ॥
আপ্লাবিতো বহুভবোঽপিহিতাম্বরাণাং, গম্ভীরগর্জ্জনপতদ্বিধুরাসুরাণাম্।
বৃষ্ট্যা তয়া জলমুচাং বরুণাস্ত্রজানাং, বিশ্বোদরম্ভরিরথ প্রশশাম বহ্নিঃ ॥ ৪৬ ॥
দৈত্যোঽপি রোষকলুষো নিশিতৈঃ ক্ষুরৈপ্ৰরাকর্ণকৃষ্টধনুরুৎপতিতৈঃ স ভীমৈঃ।
তং ভীতিবিদ্রুতসমস্তসুরেন্দ্রসৈন্যৈর্গাঢ়ং জঘান মকরধ্বজশত্রুসূনুম্ ॥ ৪৭ ॥
দেবোঽপি দৈত্যবিশিখপ্রকরং সচাপং, বাণৈশ্চকর্ত্ত কণশো রণকেলিকারী।
যোগীব যোগবিনিষক্তমনা যমাদ্যৈঃ, সাংসারিকং বিষয়বর্গমমোঘবীর্য্যৈঃ ॥ ৪৮ ॥
ভ্রূভঙ্গভীষণমুখোঽসুরচক্রবর্ত্তী, সন্দীপ্তকোপদহনোঽথ রথং বিহায়।
ক্রীড়ংকরালকরবালকরো দধানশ্চর্ম্মাভ্যধাবদভিতঃ স্মরপুরারিপুত্রম্ ॥ ৪৯ ॥
অভ্যাপতন্তমসুরেশ্বরমীশপুত্রো, দুর্ব্বারবাহুবিভবং সুরসৈনিকৈস্তৈঃ।
দৃষ্ট্বা যুগান্তদহনপ্রতিমাং মুমোচ, শক্তিং প্রমোদবিকসদবদনারবিন্দঃ ॥ ৫০ ॥

এইরূপে অসুরসেনাদিগকে ঘনতর বহ্নি দ্বারা অভিভূত ও বিকল দেখিয়া কুমার মুখকমলে ঈষৎ হাস্য করিয়া শরাসনে বাণসন্ধান করিলেন ॥ ৪০ ॥ তখন আকাশমণ্ডলে ঘোরতর নিবিড় অন্ধকার তুল্য প্রলয়কালের প্রবল অনল-ধূমপ্রভ মেঘসমূহ ভীষণ গর্জ্জন শব্দে পর্ব্বতশৃঙ্গ-সকল কম্পিত করিয়া সমুত্থিত হইল ॥ ৪১ ॥ গম্ভীর ভীষণ-শব্দকারী বারিদবৃন্দ-সমন্বিত আকাশে যুগক্ষয়ে কালের ঘোরতর ভয়ঙ্কর লোলরসনার ন্যায় বিদ্যুল্লতা সঞ্চালিত হইয়া দিক্‌সকল কপিশবর্ণ করিয়া লোকসকলকে চমৎকৃত করিয়া তুলিল ॥৪২॥ বিসকণ্ঠিকা দ্বারা কাদম্বিনীর ন্যায় এবং দশনপংক্তিদ্বারা ভয়ঙ্কর কালরজনীর ন্যায় আকাশে বৃষ্টিচ্ছলে বিষম কোপে ভীষণার ন্যায় অচিরপ্রভা প্রকাশিত হইতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥ তখন গগনতল ও দিঙ্মুখসমূহ সমাবৃত এবং ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শব্দে মানস নিপীড়িত করিয়া জলধর-সমূহ সুমহৎ ধারাবলী দ্বারা চারিদিকে বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥ তখন মেঘবৃন্দের দ্বারা আকাশমণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে সহসা অতি বহুল রুধির-বারি-প্রবাহ দ্বারা গতাসু অসুরসমূহ কর্ত্তৃক বিরচিত নিজতটে আঘাত করিয়া বহুতর নদী-সকল যুদ্ধস্থলে প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥ তখন দিগন্তব্যাপ্ত বিশ্বগ্রসনশীল বহ্নি সমুদায় বারুণাস্ত্রজাত গর্জ্জনদ্বারা বহুতর কাতর অসুরপাতনকারী আকাশাবরক বারিধরসমূহের বৃষ্টিদ্বারা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল ॥ ৪৬ ॥ অনন্তর সেই অসুর রোষভরে কলুষিত হইয়া আকর্ণকৃষ্ট ধনুক হইতে উদ্গত ভয়ঙ্কর শাণিত ক্ষুরপ্রান্ত-সমূহ দ্বারা কুমারকে আঘাত করিতে লাগিল, তখন সুরসৈন্যগণ তাহার ভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৪৭ ॥ রণক্রীড়াসক্ত কুমার শরসমূহ দ্বারা অসুররাজের কার্ম্মুক সহিত শরসমূহ, যোগাসক্তমনা যোগীর অমোঘ যমনিয়মাদিসাধন দ্বারা সাংসারিক বিষয়সমূহের বিনাশের ন্যায় কণায় কণায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥৪৮॥ অনন্তর অসুররাজচক্রবর্ত্তী তারক, প্রজ্বলিত কোপাগ্নি দ্বারা প্রদীপ্ত ও ভুজঙ্গের ন্যায় ভীষণমুখ হইয়া স্বীয় রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক করতলে করাল করবাল ও চর্ম্মদল গ্রহণ পূর্ব্বক কুমারের অভিমুখে প্রধাবিত হইল ॥৪৯॥ তখন ঈশ্বরনন্দন কার্ত্তিকেয়, সুরসৈনিকগণ দ্বারা দুর্ব্বারবাহুপ্রভাব সেই অসুরপতিকে অভিমুখে আসিতে দেখিয়া হর্ষভরে মুখপদ্মের

উদ্দ্যোতিতাম্বরদিগন্তরমংশুজালৈঃ, শক্তিঃ পপাত হৃদি তস্য মহাসুরস্য।
হর্ষাশ্রুভিঃ সহ সমস্ত-দিগীশ্বরাণাং, শোকোত্থবাষ্পসলিলৈঃ সহ দানবানাম্॥ ৫১॥
শক্ত্যাথ তারকসুরেশ্বরমাপতন্তং, কল্পান্তবাতাহতভিন্নমিবাদ্রিশৃঙ্গম্।
দৃষ্ট্বা প্ররূঢ়পুলকাঙ্কিতচারুদেহা, দেবাঃ প্রমোদমগমংস্ত্রিদিবেশমুখ্যাঃ॥ ৫২॥
যত্রাপতৎ স দনুজাধিপতিঃ পরাসুঃ, সংবর্ত্তবাতনিপতচ্ছিখরীন্দ্রকল্পঃ।
তত্রাদধৎ ফণিপতির্ধরণীং ফণাভিস্তদ্ভূরিভারবিধুরাভিরধো ব্রজন্তীম্॥ ৫৩॥
স্বর্গাপগাসলিলশীকরিণী সমন্তাৎ, সৌরভ্যলুব্ধমধুপাবলিসেব্যমানা।
কল্পদ্রুমপ্রসববৃষ্টিরভূন্নভস্তঃ, শম্ভোঃ সুতস্য শিরসি ত্রিদশারিশত্রোঃ॥ ৫৪॥
পুলকভরবিভিন্নচারুদেহা, ভুজবিভবং বহু তারকস্য শত্রোঃ।
সসুরবরগণা মহেন্দ্রমুখ্যাঃ, প্রমদমুখস্ত্যতিসম্পদোভ্যনন্দন্॥ ৫৫॥
ইতি বিষমশরারেঃ সূনুনা জিষ্ণুনাজৌ, ত্রিভুবনবলশল্যে প্রোদ্ধৃতে দানবেন্দ্রে।
বলরিপুরপি নাকস্যাধিপত্যং প্রপদ্য, ব্যজয়ত সুরচূড়ারত্নঘৃষ্টাগ্রপাদঃ॥ ৫৬॥

ইতি শ্রীকুমারসম্ভবে মহাকাব্যে কালিদাসকৃতৌ তারকাসুরবধো নাম সপ্তদশঃ সর্গঃ॥ ১৭॥

প্রফুল্লভাব ধারণ পূর্ব্বক প্রলয়কালের দহন তুল্য শক্তি নামক মহাস্ত্র মোচন করিলেন॥৫০॥ তখন সেই মহাশক্তি প্রভাজালে অম্বরতল ও দিগন্তর উদ্দ্যোতিত করিয়া সমস্ত দানবগণের শোকোত্থিত বাষ্পসলিল এবং সমস্ত দিক্‌পালগণের হর্ষাশ্রুর সহিত সেই মহাসুরের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল॥৫১॥ অনন্তর কল্পান্ত-বায়ুর আঘাত দ্বারা বিভিন্ন পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় সেই শক্তি দ্বারা আহত তারকাসুরকে নিপতিত দর্শনে ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গ পরম পুলকিত হইয়া অত্যন্ত আমোদ প্রাপ্ত হইলেন॥৫২॥ সেই দনুজাধিপতি তারক বিগতপ্রাণ হইয়া সংবর্ত্তবাতে নিপতিত পর্ব্বতরাজের ন্যায় যেখানে পতিত হইল, সেইখানে ফণিপতি অনন্ত, তাহার অতিভরে অধোগমনশীলা ধরণীকে ফণাসমূহ দ্বারা কষ্টে সৃষ্টে ধারণ করিয়া রহিলেন॥৫৩॥ তখন নভস্তলের চারিদিক্ হইতে অসুরশত্রু শম্ভুসুত কার্ত্তিকেয়ের উপর স্বর্গনদীর বারিবিন্দু সংবলিত সৌরভলুব্ধ মধুপাবলী কর্ত্তৃক সেব্যমান কল্পদ্রুমপুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল॥ ৫৪॥ অনন্তর প্রধান প্রধান সুরগণের সহিত ইন্দ্রাদি দেবতাগণ পুলকিতদেহ ও প্রমোদভরে প্রফুল্লানন হইয়া তারকশত্রুর ভুজ-বলের অভিনন্দন করিলেন॥ ৫৫॥ এইরূপে স্মরশত্রুনন্দন যুদ্ধে জয়শীল কার্ত্তিকেয় ত্রিভুবনের শত্রু ও বল এবং শল্যস্বরূপ দানবেন্দ্র তারককে শমনসদনে প্রেরণ করিলে বলরিপু দেবরাজ স্বর্গাধিপত্য প্রাপ্ত হইলে পর সুরগণ তদীয় পদে চূড়ারত্ন সংস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। তখন সুর-সকল বিপদ্ হইতে পরিমুক্ত হইয়া জয়যুক্ত হইতে লাগিলেন॥ ৫৬॥

সপ্তদশ সর্গে কুমারসম্ভব সম্পূর্ণ।

মেঘদূতম্



মূল ও অনুবাদ

পূর্ব্বমেঘ

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ, শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু, স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু ॥ ১ ॥
তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী, নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং, বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥ ২ ॥
তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতোরন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ।
মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ, কণ্ঠাশ্লেষ প্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥
প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী, জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্।
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘ্যায় তস্মৈ, প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার ॥ ৪ ॥
ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক মেঘঃ, সন্দেশার্থাঃ ক পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।
ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে, কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু ॥ ৫ ॥

কোন যক্ষ স্বীয় কার্য্যে অবধানতা প্রদর্শন করাতে যক্ষরাজ "প্রিয়ার সহিত তোমার এক বৎসর বিরহ হউক" এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। যক্ষ প্রিয়তমা-বিরহ নিবন্ধন সুদুঃসহ সংবৎভোগ্য শাপে কাতর ও প্রভাহীন হইয়া চিত্রকূট-গিরিস্থিত আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই স্থান স্নিগ্ধ ও ছায়াপ্রধান তরুনিকরে পরিশোভিত। পূর্ব্বকালে এই স্থানে দশরথতনয় শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রম ছিল এবং জনকনন্দিনী বৈদেহী স্নান করাতে অত্রত্য সমস্ত সলিল সাতিশয় পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১ ॥ প্রিয়া-বিরহে একান্ত কাতর, মদনানলে সন্তাপিত যক্ষ দিন দিন ক্ষীণ হওয়াতে তদীয় কনকবলয় করযুগল হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল; সুতরাং তাঁহার হস্ত অলঙ্কারবিহীন হইল। তিনি এইরূপে সেই রামগির্য্যাশ্রমে কতিপয় মাস অতিবাহিত করিয়া আষাঢ়মাসের প্রথম দিবসে দেখিলেন, বপ্রক্রীড়া-পরায়ণ তির্য্যগ্দন্তপ্রহারী মত্তমাতঙ্গের ন্যায় রমণীয়দর্শন নবজলধর সমুদিত হইয়া গিরি-নিতম্ব আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে ॥ ২ ॥ যক্ষাধিপতি কুবেরের অনুচর প্রিয়াবিরহজনিত দুঃখোত্থিত বাষ্পভরে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া অভিলষিত-সম্পাদক সেই জলধরের পুরোভাগে দণ্ডায়মান পূর্ব্বক কিয়ংক্ষণ অনন্যচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, নবীন নীরদ দর্শনে চির-সুখাভিলাষী একত্রস্থিত দম্পতীরও মনোবিকার ঘটিয়া থাকে। পরন্তু কণ্ঠাশ্লেষ-প্রার্থী প্রণয়াস্পদ প্রিয়ব্যক্তি দূরদেশস্থিত হইলে মনের যে কীদৃশ অবস্থা ঘটে, তাহা বর্ণনাতীত ॥ ৩ ॥ তদনন্তর প্রিয়াবিরহবিধুর কুবেরানুচর সেই যক্ষ শ্রাবণমাস সমাগত দর্শনে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, নিদারুণ বর্ষাকাল বিরহীজনের পক্ষে একান্ত দুঃসহ, সুতরাং এই সময়ে পতিবিরহবিধুরা প্রণয়িনী কি প্রকারে জীবনধারণ করিবেন? মনে মনে এই বিষয়ে চিন্তার্ত্ত হইয়া ঐ নবীন নীরদ (মেঘ) দ্বারা প্রিয়তমা-সমীপে স্বকীয় কুশল-সংবাদ প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন, এইরূপ অভিলাষ করিলেন। তৎপরে তিনি পুলকিতচিত্তে গিরিজাত নবপ্রস্ফুটিত কুটজপুষ্পদ্বারা অর্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক প্রীতিগর্ভবচনে ঐ জলধরের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥৪॥ ধূম, জ্যোতিঃ, সলিল ও বায়ু এই সকলের সমবেতস্বরূপ সেই মেঘই বা কোথায় আর হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়যুক্ত জীবগণ দ্বারা প্রেরণীয় সেই সংবাদ-বচনই বা কোথায়?

জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাং, জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাদ্ দূরবন্ধুর্গতোঽহং, যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা॥ ৬॥
সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ প্রিয়ায়াঃ, সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য।
গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং, বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্ম্যা॥ ৭॥
ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্‌গৃহীতালকান্তাঃ, প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ।
কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যপেক্ষেত জায়াং, ন স্যাদন্যোঽপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ॥ ৮॥
মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং, বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগর্ব্বঃ।
গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ, সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ॥ ৯॥
তাঞ্চাবশ্যং দিবসগণনাতৎপরামেকপত্নীমব্যাপন্নামবিহতগতির্দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্।
আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং, সদ্যঃ পাতি প্রণয়িহৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি॥ ১০॥
কর্ত্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং, তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণসুভগং গর্জ্জিতং মানসোৎকাঃ।
আকৈলাসাদ্বিসকিসলয়চ্ছেদপাথেয়বন্তঃ, সম্পৎস্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ॥ ১১॥

বস্তুতঃ এই উভয়ের সমাবেশ একান্তই অসম্ভব। কিন্তু যক্ষ প্রিয়া-বিরহ-জনিত উৎকণ্ঠা বশতঃ ইহা বিবেচনা না করিয়াই দৌত্যকার্য্য-সম্পাদনার্থ মেঘের নিকট প্রার্থনা করিলেন। পরন্তু যক্ষের তাদৃশী প্রার্থনা নিতান্ত অসঙ্গতও নহে; কেন না, যাহারা মদনবাণে জর্জ্জরিত, তাহাদিগের কার্য্যাকার্য্য-বিবেকশক্তি স্বভাবতই বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাহারা কি চেতন, কি অচেতন, সকলের নিকটেই কাতরতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। ৫। যক্ষ কহিলেন, হে মেঘ! তুমি পুষ্কর ও আবর্ত্তকাদি ভুবনবিদিত প্রধান মেঘগণের মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আমি তোমাকে বিশেষরূপে অবগত আছি, তুমি কামরূপী ও সুরপতির প্রধান পুরুষ, এই হেতু আমি প্রণয়িনী-বিচ্ছেদে কাতর হইয়া তোমার নিকট প্রার্থনা করিতে সমুদ্যত হইয়াছি, কেন না, সর্ব্বাধিক-গুণবান্ মহদ্বংশোদ্ভব মহাত্মা-সমীপে প্রার্থনা বিফল হইলেও তাহা ভাল, তথাপি হীনজনের নিকট যাচ্ঞা করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইলেও প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য নহে॥ ৬॥ হে জলদ! তুমি অভিসন্তপ্ত জীবকুলের একমাত্র আশ্রয়, এই বিশ্বমণ্ডলে সন্তপ্ত জনেরা তোমারই শরণগ্রহণ করিয়া থাকে। আমি যক্ষাধিপতির রোষবশে কান্তাবিরহিত হইয়া নিরন্তর সন্তাপাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতেছি। তুমি প্রিয়তমা-সমীপে আমার কুশল-সংবাদ প্রদান কর। সম্প্রতি তোমাকে অলকানাম্নী কুবের-নগরীতে গমন করিতে হইবে। তথায় দেখিতে পাইবে, পুষ্পোদ্যানাধিষ্ঠিত হরশিরোমণিস্থ সুধাংশু-(চন্দ্র) কিরণে তত্রত্য হর্ম্ম্যসমূহ অধিকতর নির্ম্মলতা ও সমুজ্জ্বলতা ধারণ করিয়াছে॥ ৭॥ তুমি যৎকালে গগনপথে সমারূঢ় হইয়া প্রস্থান করিবে, তখন পথিক ভর্ত্তৃকা মহিলাগণ প্রিয়সমাগমাশায় সমাশ্বাসিত হইয়া অলকাবলী সমুত্তোলন পূর্ব্বক তোমাকে নেত্রগোচর করিবে। যে ব্যক্তি আমার ন্যায় পরাধীন নহে, যে ব্যক্তি স্বাধীন থাকিয়া আপনার অভিলাষানুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তাদৃশ কোন ব্যক্তি তোমাকে পুরোভাগে সমুদিত ও স্বকার্য্যসাধনে সমুদ্যত দেখিয়া চিরকাতরা প্রিয়তমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রবাসে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইয়া থাকে? ৮॥ হে বারিদ! ঐ দেখ, বায়ু অনুকূল হইয়া তোমাকে মৃদুমন্দভাবে পরিচালিত করিতেছে। আরও দেখ, তদীয় বামভাগে চাতকপক্ষী গর্ব্বভরে কলকণ্ঠে মধুর শব্দ করিয়া তোমারই শুভ-সূচনা করিয়া দিতেছে। পুত্রোৎপাদনরূপ মহোৎসব পরিচিত থাকাতে বলাকাবলী গগনপথে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তোমার উপাসনা করিবে; তুমি সেই সময়ে দর্শকগণের নয়নরঞ্জন হইবে, সন্দেহ নাই॥৯॥ হে বারিদ! ভূমণ্ডলের কোন স্থানেও তোমার গতি প্রতিহত হইবার নহে, তুমি মদীয় অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দর্শন করিবে, পতিব্রতা সাধ্বী তদীয় ভ্রাতৃজায়া অভিশাপের নিয়মিতকাল সংবৎসরের কতদিন অতীত হইল, অবশিষ্টই বা কত দিন আছে, তাহা গণনা করিতেই অভিনিবিষ্টা রহিয়াছেন, তিনি এই বিরহ-সন্তাপে দগ্ধীভূত হইয়া কদাচ জীবন বিসর্জ্জন করেন নাই, কেন না, মহিলাকুলের আশাবন্ধই স্বরহাবস্থায় সদ্যোভ্রংশশীল প্রণয়ি-জীবনরূপ কুসুম ধারণ করিয়া রাখে॥ ১০॥ তোমার যে গভীর গর্জ্জন ধরণীতলে [illegible] শস্যসম্পত্তিসূচক ও শিলীন্ধ্র-সমুৎপাদক, মানস-সরোবরে গমনোদ্যত রাজহংসগণ সেই

আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সখমমুং তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলং, বন্দ্যৈঃ পুংসাং রঘুপতিপদৈরঙ্কিতং মেখলাসু।
কালে কালে ভবতি ভবতো যস্য সংযোগমেত্য, স্নেহব্যক্তিশ্চিরবিরহজং মুঞ্চতো বাষ্পমুষ্ণম্॥ ১২॥
মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বৎ-প্রয়াণানুরূপং, সন্দেশং মে তদনু জলদ শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্।
খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র, ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পারিলঘু পয়ঃ স্রোতসাঞ্চোপভুজ্য॥ ১৩॥
অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভির্দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং, দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্॥ ১৪॥
রত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎ পুরস্তাদ্বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃখণ্ডমাখণ্ডলস্য।
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে, বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ॥ ১৫॥
ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ, প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ।
সদ্যঃ সীরোৎকর্ষণসুরভি-ক্ষেত্রমারুহ্য মালং, কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্‌ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ॥ ১৬॥
ত্বামাসারপ্রশমিতবনোপপ্লবং সাধু মূর্দ্ধ্না, বক্ষ্যত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ।
ন ক্ষুদ্রোঽপি প্রথমসুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায়, প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিং পুনর্যস্তথোচ্চৈঃ॥ ১৭॥

শ্রুতিসুখকর গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া মৃণালকন্দ পাথেয় গ্রহণ পূর্ব্বক শূন্যপথে কৈলাসগিরি পর্য্যন্ত তোমার অনুগামী হইবে॥ ১১॥ হে জলদ! অধুনা তুমি সর্ব্বজন-পূজনীয় রঘুবর-চরণ-চিহ্নে মেখলাদেশে চিহ্নিত এই ত্বদীয় প্রিয়সখা সমুন্নত রামগিরিকে সমালিঙ্গন পূর্ব্বক সস্নেহ সম্ভাষণ কর। দেখ, এই চিত্রকূট গিরি প্রতি বৎসর প্রাবৃট্কালে ত্বদীয় সমাগমসুখ প্রাপ্ত হইয়া চিরবিরহ-জনিত উষ্ণবাষ্প-পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্যসাধারণ স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকে॥ ১২॥ হে জলধর! প্রথমতঃ তোমার গমনোপযোগী পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি, অবধান কর। তৎপরে শ্রোত্রপেয় পীযূষ সদৃশ বাচনিক সংবাদ প্রকাশ করিব, শ্রবণ করিও। যদি পথে তোমার শ্রান্তি ও ক্লান্তি বোধ হয়, তাহা হইলে পথি-মধ্যস্থিত পর্ব্বতে অবস্থিতি পূর্ব্বক বিশ্রাম করিও এবং যদি অধিকতর ক্ষীণ হও, তাহা হইলে গুরুত্ব-দোষহীন স্রোতঃসলিল পান করিয়া গমন করিবে॥ ১৩॥ হে মেঘ! যখন তুমি সরস-স্থলবেতসপরি-শোভিত এই আশ্রমপদ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া গমন করিবে, তখন পথিমধ্যে আর তোমাকে দিগ্-গজগণের স্থূলতর শুণ্ডবিক্ষেপ সহ্য করিতে হইবে না। তোমার প্রয়াণকালে মুগ্ধা সিদ্ধাঙ্গনারা ঊর্দ্ধমুখী হইয়া সচকিত-নয়নে সবিস্ময়হৃদয়ে তোমার উৎসাহ ও অবধ্যবসায় পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকিবে এবং মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিবে যে, এ কি! পবনদেব কি চিত্রকূটগিরির শৃঙ্গদেশ উন্মূলন পূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন? ১৪॥ হে পয়োধর! ঐ দেখ, পদ্মরাগাদি মণিপ্রভা মিশ্রণের ন্যায় প্রিয়দর্শন ইন্দ্রধনু পুরোভাগে বল্মীকাগ্রদেশ হইতে আবির্ভূত হইতেছে, উহা দ্বারা ত্বদীয় শ্যামলদেহ যার পর নাই সমলঙ্কৃত হইবে এবং বোধ হইবে, যেন তুমি উজ্জ্বলকান্তি ময়ূর-বর্হবিভূষিত গোপবেশধারী বিষ্ণুর দিব্যশোভা অপহরণ করিয়া লইয়াছ॥ ১৫॥ হে জলদ! কৃষিকার্য্যের ফল শস্যাদি তোমার অধীন, তুমি সলিলবর্ষণ না করিলে কোনরূপেই শস্যাদির সমুৎপাদন সম্ভবে না, এই হেতু ভূবিলাসে অনভিজ্ঞা জন-পদনিবাসিনী কামিনীগণ অকৃত্রিম প্রেমপূর্ণ-নয়নে তোমাকে দর্শন করিতে থাকিবে। তুমিও সেই সময়ে হলকর্ষণজনিত সুগন্ধে আমোদিত, সমুন্নত মাল নামক ক্ষেত্রে সলিলবর্ষণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ পশ্চিমদিকে গমন করিবে, তখন সলিলক্ষয় ও দেহলাঘব বশতঃ শীঘ্রগতি হইলে পুনরায় উত্তরদিকে প্রস্থান করিও॥ ১৬॥ হে জলধর! তুমি অবিরাম সলিলধারা বর্ষণ করিয়া দাবাগ্নি প্রভৃতি কাননের যাবতীয় উপদ্রব বিদূরিত করিয়া থাক, তুমি ঈদৃশ উপকারী মিত্র। তুমি পথশ্রান্ত হইয়া অভ্যাগত হইলে আম্রকূট গিরি তোমাকে প্রিয়তম সুহৃৎ জ্ঞানে পরম সমাদরে শিরোপরি ধারণ করিবে। কেন না, হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃজ্জন সমাগত হইলে আম্রকূট গিরির ন্যায় উন্নত ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, ক্ষুদ্রজনও পূর্ব্বানুষ্ঠিত উপকার স্মরণ পূর্ব্বক সমাগত বন্ধুবরের প্রতি বিমুখ হইতে সমর্থ হয় না॥ ১৭॥

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈস্ত্বয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণীসবর্ণে।
নূনং যাস্যত্যমরমিথুন-প্রেক্ষণীয়ামবস্থাং, মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ ॥ ১৮ ॥
অধ্বক্লান্তং প্রতিমুখগতং সানুমাংশ্চিত্রকূটস্তুঙ্গেন ত্বাং জলদ শিরসা বক্ষ্যতি শ্লাঘমানঃ।
আসারেণ ত্বমপি শময়েস্তস্য নৈদাঘমগ্নিং, সদ্ভাবার্দ্রঃ ফলতি ন চিরেণোপকারো মহৎসু ॥ * ॥
স্থিত্বা তস্মিন্ বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে মুহূর্ত্তং, তোয়োৎসর্গাদ্দ্রুততরগতিস্তৎপরং বর্ত্ম তীর্ণঃ।
রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণং, ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য ॥ ১৯ ॥
তস্যাস্তিক্তৈর্বনগজমদৈর্বাসিতং বান্তবৃষ্টির্জম্বুকুঞ্জপ্রতিহতরয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ।
অন্তঃসারং ঘন তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং, রিক্তঃ সর্ব্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায় ॥ ২০ ॥
নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেশরৈরর্দ্ধরূঢ়ৈরাবির্ভূতপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্।
জগ্ধ্বারণ্যেষ্বধিকসুরভিং গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্ব্যাঃ, সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্ ॥ ২১ ॥
অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুরাংশ্চাতকান্ বীক্ষমাণাঃ, শ্রেণীভূতাঃ পরিগণনয়া নির্দ্দিশন্তো বলাকাঃ।
ত্বামাসাদ্য স্তনিতসময়ে মানয়িষ্যন্তি সিদ্ধাঃ, সোৎকম্পানি প্রিয়সহচরীসম্ভ্রমালিঙ্গিতানি ॥ ২২ ॥
উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিযাসোঃ, কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্ব্বতে পর্ব্বতে তে।
শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ, প্রত্যুদ্যাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ ॥২৩॥

হে বারিধর! তোমার বর্ণ সুস্নিগ্ধ বেণীর ন্যায় মনোহর, আম্রকূট গিরির উপান্ত-প্রদেশ পরিণত ফল-পুষ্পে বিরাজিত ও বন্যচূতপটলে সমাচ্ছন্ন। তুমি শিখর-প্রদেশে সমারূঢ় হইলে সেই গিরিবর ত্রিদশ-মিথুনের লোচনরঞ্জন হইবে। সেই পর্ব্বতের মধ্যস্থলে তোমার অবস্থান হেতু শ্যামল ও অবশিষ্ট বিস্তৃত পাণ্ডুবর্ণ থাকাতে উহা বসুমতীর স্তনের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে থাকিবে।১৮। হে জলদ! তুমি পথশ্রান্ত হইয়া পুরোভাগে উপনীত হইলে গিরিবর চিত্রকূট তোমাকে শ্লাঘাজ্ঞানে তুঙ্গশিরে বহন করিবে, তুমি সলিলবর্ষণ দ্বারা তদীয় গ্রাম্যাগ্নি নির্ব্বাপণে যত্নবান্ হইবে; কেন না, সদ্ভাব হেতু মহোচ্চ ব্যক্তির হিতসাধন করিলে আশু তাহার শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ * ॥ বনচর-বধূগণ ঐ গিরিবরের যে স্থানে কুঞ্জমধ্যে বিহার করিতেছে, তুমি কিয়ৎকাল সেই স্থানে বিশ্রাম করিলে তোমার দেহ লঘু হইবে, সুতরাং দ্রুতগতি হইতে পারিবে সন্দেহ নাই। তৎপরে কিয়দ্দূর অতিক্রম করিলে দেখিতে পাইবে, স্বচ্ছসলিলা রেবা নদী বিন্ধ্যাচলের উন্নতানত প্রস্তরস্তূপে ক্ষীণাঙ্গী হইয়া মদমত্তমাতঙ্গদেহে বিরচিত রচনার ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছে ॥১৯॥ হে বলাহক! সেই রেবা নদীর স্রোত জম্বুকুঞ্জে প্রতিঘাত প্রাপ্ত ও তদীয় সলিলরাশি আরণ্য মত্তমাতঙ্গকুলের তিক্ত মদ দ্বারা সুরভীকৃত হইয়াছে। তুমি সলিলবর্ষণান্তে সেই জল কিঞ্চিৎ গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় যাত্রা করিও। কেন না, তদীয় অন্তরে সারবস্তু বিদ্যমান থাকিলে পবনদেব কখনই তোমাকে বিচালিত করিতে সমর্থ হইবেন না। বিবেচনা করিয়া দেখ, যখন কেহ রিক্ত হয়, তখন সে সকলের নিকটেই লঘু হইয়া থাকে; কিন্তু পূর্ণ বা সারবান্ ব্যক্তিকে সর্ব্বত্রই গৌরবশালী হইতে দেখা যায় ॥ ২০ ॥ হে পয়োদ! সারঙ্গসমূহ অর্দ্ধোদ্গত কিঞ্জল্ক দ্বারা হরিতকপিশবর্ণ স্থলকদম্ব দর্শন ও অনূপদেশজাত ভূমিকদলীর প্রথমোৎপন্ন মুকুল ভোজন করিয়া বনে বনে ভূমির সুরভি গন্ধ আঘ্রাণ পূর্ব্বক তোমার পথ প্রদর্শন করিয়া দিবে ॥ ২১ ॥ হে নীরদ! তুমি গমনকালে পথিমধ্যে দেখিতে পাইবে, সিদ্ধপুরুষগণ সলিলবিন্দু-গ্রহণে সমুৎসুক চাতককুলকে দর্শন করিতে করিতে বদ্ধ-পংক্তি বক-সমূহ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক একে একে গণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তুমি তৎকালে গর্জ্জন করিলে তোমার কৃপায় সিদ্ধগণ প্রণয়িনীর সসম্ভ্রম অতিশয় কম্পন সহিত আলিঙ্গনজন্য সুখানুভব করিয়া তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে থাকিবেন ॥ ২২ ॥ হে সখে! যদিও আমার হিতসাধনার্থ শীঘ্রগমনে তোমার বাসনা জন্মিয়াছে, তথাপি আমার স্পষ্টই অনুমান হইতেছে যে, বিকসিত কুটজ-কুসুমের সুগন্ধে আমোদিত পর্ব্বতে পর্ব্বতে তোমার অনেক বিলম্ব হইবে; কেন না, সেই সকল পর্ব্বতবাসী শিখিকুল কেকারবে স্বাগতপ্রশ্ন করিয়া শুভনেত্রে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক অতি কষ্টে অনিচ্ছা সহকারে তোমাকে

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈর্নীড়ারম্ভে গৃহবলিভুজামাকুলগ্রামচৈত্যাঃ।
ত্বয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যামজম্বূবনান্তাঃ, সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ॥ ২৪॥
তেষাং দিক্ষু প্রথিতবিদিশালক্ষণাং রাজধানীং, গত্বা সদ্যঃ ফলমবিকলং কামুকত্বস্য লব্ধা।
তীরোপান্তস্তনিতসুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ, সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্ম্মি॥ ২৫॥
নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রামহেতোস্ত্বৎসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ।
যঃ পণ্যস্ত্রীরতিপরিমলোদ্গারিভির্নাগরাণামুদ্দামানি প্রথয়তি শিলাবেশ্মভির্যৌবনানি॥ ২৬॥
বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বননদীতীরজাতানি সিঞ্চন্নুদ্যানানাং নবজলকণৈর্যূথিকাজালকানি।
গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজাক্লান্তকর্ণোৎপলানাং, ছায়াদানাৎ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্॥ ২৭॥
বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মা স্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ।
বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং, লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি॥ ২৮॥
বীচিক্ষোভস্তনিতবিহগশ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ, সংসর্পন্ত্যাঃ স্খলিতসুভগং দর্শিতাবর্ত্তনাভেঃ।
নির্ব্বিন্ধ্যায়াঃ পথি ভব রসাভ্যন্তরঃ সন্নিপত্য, স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু॥ ২৯॥
বেণীভূতপ্রতনুসলিলাসাবতীতস্য সিন্ধুঃ, পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ।
সৌভাগ্যং তে সুভগ বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী, কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ॥ ৩০॥

বিদায় প্রদান করিবে, তৎপর তুমি ক্ষিপ্রগতিতে প্রস্থান করিতে সমর্থ হইবে॥ ২৩॥ তুমি দশার্ণনামক জনপদের সমীপবর্ত্তী হইলে তত্রত্য উপবনসমূহ বিকসিতাগ্র কেতকপুষ্পে পাণ্ডুবর্ণ গ্রাম্য চৈত্যতরু-নিকর বায়সাদি বিহঙ্গগণের কুলায়নির্ম্মাণে অতিশয় আকুল হইয়া উঠিবে, পরিণত ফলনিকরে শ্যাম-বর্ণ জম্বূকাননদ্বারা ঐ প্রদেশ প্রিয়দর্শন হইবে; মরালগণ কিয়দ্দিনমাত্র তথায় অবস্থান করিবে॥ ২৪॥ হে জলধর! ঐ দশার্ণজনপদের মধ্যে বিদিশা-নাম্নী রাজধানী সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। তুমি তথায় উপস্থিত হইয়া সর্ব্বদাই বিলাসিতার যাবতীয় ফল সম্ভোগ করিতে পারিবে; কেন না, তুমি তটপ্রান্তে সমাসীন হইয়া গর্জ্জন সহকারে বেত্রবতীর সুস্বাদু সলিল পান করিবে, ঐ জল চঞ্চল-তরঙ্গপূর্ণ ও ভ্রূভঙ্গী-যুক্ত মুখের ন্যায় রমণীয়॥ ২৫॥ হে পয়োদ! তুমি বিশ্রামার্থ সেই বিদিশা নগরীর সমীপবর্ত্তী বামন-গিরিতে অবস্থান করিও, সেই স্থানে অসংখ্য কদম্বকুসুম বিকসিত হওয়াতে বোধ হইবে, যেন তোমার সহিত সমাগত হওয়াতেই আহ্লাদে গিরিবরের রোমাঞ্চ-সঞ্চার হইয়াছে। ঐ পর্ব্বতের কন্দর-সকল বারবিলাসিনীগণের রতি-পরিমল-গন্ধ বিস্তার দ্বারা নাগরিকগণের উদ্দাম যৌবন প্রকা-শিত করিয়া দিবে॥ ২৬॥ নদীতীরস্থ কানন-সমূহে যূথিকাপুষ্পের যে সকল কুট্মল স্বয়ং সমুৎপন্ন হই-য়াছে, তুমি এই প্রকারে পথশ্রম অপনোদন পূর্ব্বক সেই সকল কুট্মলোপরি অভিনব সলিককণা বর্ষণ করিতে করিতে প্রস্থান করিবে। যে সকল বিলাসিনীগণ কুসুমচয়নে নিরত, তাহাদিগের গণ্ডপ্রদেশ-জাত স্বেদবিন্দু অপনোদনকালে কর্ণোৎপল ক্লিষ্ট ও ম্লান হইলে তুমি সেই সকল কামিনীর বদনদেশে প্রতিবিম্ব প্রদান পূর্ব্বক কিয়ৎকালের জন্য পরিচিত হইবে॥২৭॥ হে প্রিয়তম! যদিও উজ্জয়িনী দিয়া গমন করিলে তোমার পথ কিঞ্চিৎ বক্র হয়, তথাপি ঐ নগরীর সমুন্নত প্রাসাদোপরি একবার উপবিষ্ট হইতে পরাঙ্মুখ হইও না, কেন না, তত্রত্য পৌরাঙ্গনাগণের বিদ্যুন্মালার ন্যায় স্ফুরিত ও চকিত লোল-কটাক্ষ নয়নের সহিত ক্রীড়াকৌতুকে বঞ্চিত হইলে তোমার জীবনধারণই বিফল॥ ২৮॥ যখন তুমি উজ্জয়িনীপথে গমন করিবে, তৎকালে পথিমধ্যে নির্ব্বিন্ধ্যা নাম্নী তরঙ্গিণীর সহিত সঙ্গত হইয়া উপভোগ পূর্ব্বক শৃঙ্গাররসে পরিপূর্ণ হইও। ঐ নদী তরঙ্গক্ষোভে শব্দায়মান পক্ষিশ্রেণীরূপ কাঞ্চীদামে বিভূষিতা, স্খলিতগামিনী এবং উহা তোমাকে আবর্ত্তরূপ নাভি প্রদর্শন করিবে। বিনা প্রার্থনায় কি প্রকারে উপ-গত হইব, মনে মনে সে আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, কামিনীগণ প্রথমে নিজমুখে কিছুই প্রার্থনা প্রকাশ করে না, প্রণয়িব্যক্তির সমীপে বিভ্রম-বিলাস প্রদর্শনই তাহাদিগের প্রথম প্রণয়-প্রকা-শক বাক্যস্বরূপ হইয়া থাকে॥ ২৯॥ হে সুভগ! যে নদীর নিদাঘকালীন বারি-প্রবাহ বিরহাবস্থাতে একবেণী-স্বরূপ হইয়াছে, যে নদী তটজাত পাদপ-সমূহ হইতে পরিভ্রষ্ট জীর্ণ-দ্বারা পাণ্ডুতা ধারণ করি-য়াছে, যখন প্রবাসে অবস্থিত ছিলে, তৎকালে যে নদী বিরহিণী অবস্থাতে তোমার সৌভাগ্য প্রকাশ

প্রাপ্যাবন্তীমুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্, পূর্ব্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং, শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্ ॥৩১॥
দীর্ঘীকুর্ব্বন্ পটুমদকলং কূজিতং সারসানাং, প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ।
যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানিমঙ্গানুকূলঃ, শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনাচাটুকারঃ॥ ৩২ ॥
জালোদ্গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কারধূপৈর্বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্তনৃত্যোপহারঃ।
হর্ম্ম্যেষস্যাঃ কুসুমসুরভিষধ্বখেদং নয়েথাঃ, লক্ষ্মীং পশ্যন্ ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু ॥ ৩৩ ॥
ভর্ত্তুঃ কণ্ঠচ্ছাবরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ, পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবনগুরোর্ধাম চণ্ডেশ্বরস্য।
ধূতোদ্যানং কুবলয়রজোগন্ধিভির্গন্ধবত্যাস্তোয়ক্রীড়ানিরতযুবতিস্নানতিক্তৈর্মরুদ্ভিঃ ॥ ৩৪ ॥
অপ্যন্যস্মিন্ জলধর মহাকালমাসাদ্য কালে, স্থাতব্যন্তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ।
কুর্ব্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়ামামন্দ্রাণাম্ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জ্জিতানাম্ ॥ ৩৫ ॥
পাদন্যাসৈঃ কণিতরশনাস্তত্র লীলাবধূতৈঃ, রত্নচ্ছায়াখচিতবলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ।
বেশ্যাস্ত্বত্তো পদনখসুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দূন্নামোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকরশ্রেণীদীর্ঘান্ কটাক্ষান্ ॥ ৩৬ ॥
পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ সান্ধ্যন্তেজঃপ্রতিনবজবাপুষ্পরক্তন্দধানঃ।
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং, শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা ॥ ৩৭ ॥

করিয়াছে, যাহাতে সেই নির্ব্বিন্ধ্যা তরঙ্গিণীর ক্ষীণতা বিদূরিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হওয়া তোমার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য ॥৩০॥ যে স্থলে গ্রামবৃদ্ধ পুরুষগণ উদয়ন নরপতির বাসবদত্তা-হরণাদি অত্যাশ্চর্য্য উপাখ্যান বর্ণনে অভিজ্ঞ, তুমি সেই অবন্তীদেশে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত সৌভাগ্য সম্পত্তিমতী উজ্জয়িনীতে প্রস্থান করিবে। সর্ব্বপ্রধান উজ্জয়িনী রাজধানী দর্শনে বোধ হইবে, যেন সুরলোকবাসী পুণ্যশীলগণের পুণ্যফল ক্ষীণপ্রায় হইলে যখন তাঁহারা পুনরায় অবনীধামে অবতীর্ণ হন, তৎকালে সেই সকল মহাত্মারাই অবশিষ্ট পুণ্যপ্রভাবে সুরলোকের এক খণ্ড সমুজ্জ্বল সারাংশ ঐ স্থানে আনয়ন করিয়াছেন ॥৩১॥ এই নগরীতে প্রভাতসময়ে যে সুশীতল মন্দ মন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইয়া থাকে, উহা বিকসিত কমল-বন-পরিমলের সংসর্গে বিলক্ষণ সুগন্ধ, সুখস্পর্শ এবং শিপ্রা নদীর বারিসংস্পর্শে সুশীতল। ঐ সমীরণ সারসগণের স্ফুটতর মদকল-কূজিত বিস্তারিত করিয়া সুরতাভিলাষে প্রিয়বাক্য-প্রয়োগে দক্ষ, শরীর-সংবাহনে প্রবৃত্ত, প্রেমাস্পদ নায়কের ন্যায় কামিনীকুলের সুরত-গ্লানি অপনয়ন করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ হে জলধর ! তুমি পরমরূপবতী যুবতীকুলের পদতলস্থ অলক্তকরাগে রঞ্জিত, কুসুমগন্ধে আমোদিত প্রাসাদসমূহে উপবেশন পূর্ব্বক বিশালা নগরীর সৌভাগ্যলক্ষ্মী সন্দর্শনে পথশ্রম অপনয়ন করিবে। তৎকালে গবাক্ষপথ-বিনিঃসৃত কেশসুরভীকরণ সুগন্ধি ধূপে তোমার কলেবর পরিপুষ্ট হইবে। গৃহরক্ষিত ময়ূরগণ সুহৃদ্ প্রণয়ের বশীভূত হইয়া তোমাকে প্রীতিপ্রদ নৃত্যরূপ উপহার প্রদান করিবে সন্দেহ নাই ॥৩৩॥ হে বারিধর ! তৎপরে তুমি ত্রিলোকগুরু চণ্ডেশ্বর মহাদেবের মহাকাল নামক পবিত্র স্থলে প্রয়াণ করিবে। দেবদেব নীলকণ্ঠের কণ্ঠসদৃশ বর্ণ বলিয়া প্রমথগণ পরম সমাদরে তোমার প্রতি নেত্রপাত করিবে। উশীর-চন্দন-তৈলাদি দ্বারা সুরভীকৃত, পদ্ম-পুষ্পের পরাগ-সংস্পর্শে সুগন্ধবতী নদীস্পৃষ্ট সুশীতল বায়ু দ্বারা ঐ স্থানের কাননপংক্তি নিরন্তর কম্পিত হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ হে জলধর ! যদি তুমি সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেই স্থানে উপস্থিত হও, তাহা হইলে যাবৎ দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী না হন, তাবৎ সেই স্থানে অবস্থিতি করিও; কেন না, সায়ংকালে তুমি দেবাদিদেব পিনাকপাণির শ্লাঘ্যতম সন্ধ্যার্চ্চনার পটহের কার্য্য সম্পাদন করিয়া গভীর গর্জ্জনের সম্পূর্ণ ফল-লাভ করিবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৫ ॥ প্রত্যেক পদক্ষেপে যাহাদিগের কাঞ্চীদাম শ্রুতিমধুর শব্দ করিতে থাকে, যাহার দণ্ড কঙ্কণমণিদ্বারা খচিত, তাদৃশ বালব্যজন লীলাবিলাসে আন্দোলন করিয়াও যাহা-দিগের করকমল ব্যথিত হয়, তাদৃশী নর্ত্তকী বারবিলাসিনীরা তোমা হইতে পদনখসুখকর প্রথম বর্ষা-সলিলকণা লাভ করিয়া তোমার প্রতি মধুকরপংক্তির ন্যায় বিশাল কটাক্ষ বিস্তার করিতে থাকিবে ॥৩৬॥

দনন্তর সন্ধ্যার্চ্চনাবসানে যখন ভূতনাথের নৃত্যারম্ভ হইবে,তৎকালে তুমি প্রত্যগ্র জবাপুষ্পসন্নিভ রক্ত-বর্ণ সন্ধ্যারাগ ধারণপূর্ব্বক প্রভুর অত্যুচ্চ ভুজতরুকানন মণ্ডলাকারে সমাচ্ছন্ন করিয়া তদীয় প্রত্যগ্র

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং, রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামিন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্বীং, তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মা স্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ ॥ ৩৮ ॥
তাং কস্যাঞ্চিদ্ভবনবড়ভৌ সুপ্তপারাবতায়াং, নীত্বা রাত্রিং চিরবিলসনাৎ খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ।
দৃষ্টে সূর্য্যে পুনরপি ভবান্ বাহয়েদধ্বশেষং, মন্দায়ন্তে ন খলু সুহৃদামভ্যুপেতার্থকৃত্যাঃ ॥ ৩৯ ॥
তস্মিন্ কালে নয়নসলিলং যোষিতাং খণ্ডিতানাং, শান্তিং নেয়ং প্রণয়িভিরতো বর্ত্ম ভানোস্ত্যজাশু।
প্রালেয়াস্রং কমলবদনাৎ সোঽপি হর্ত্তুং নলিন্যাঃ, প্রত্যাবৃত্তস্ত্বয়ি কররুধি স্যাদনল্পাভ্যসূয়ঃ ॥ ৪০ ॥
গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নেচ্ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশম্।
তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্য্যান্মোঘীকর্ত্তুং চটুলশফরোদ্বর্ত্তনপ্রেক্ষিতানি ॥ ৪১ ॥
তস্যাঃ কিঞ্চিৎকরধৃতমিব প্রাপ্তবানীরশাখং, নীত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধো নিতম্বম্।
প্রস্থানং তে কথমপি সখে লম্বমানস্য ভাবি, জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থঃ ॥ ৪২ ॥
ত্বন্নিষ্যন্দোচ্ছ্বসিতবসুধাগন্ধসম্পর্করম্যঃ, স্রোতোরন্ধ্রধ্বনিতসুভগং দন্তিভিঃ পীয়মানঃ।
নীচৈর্বাস্যত্যুপজিগমিষোর্দেবপূর্ব্বং গিরিং তে, শীতো বায়ুঃ পরিণময়িতা কাননোড়ুম্বরানাম্ ॥৪৩॥
তত্র স্কন্দং নিয়তবসতিং পুষ্পমেঘীকৃতাত্মা, পুষ্পাসারৈঃ স্নপয়তু ভবান্ ব্যোমগঙ্গাজলার্দ্রৈঃ।
রক্ষাহেতোর্নবশশিভৃতা বাসবীনাং চমূনামত্যাদিত্যং হুতবহমুখে সম্ভৃতং তদ্ধি তেজঃ ॥ ৪৪ ॥

রক্তাক্ত আর্দ্র গজচর্ম্ম পরিগ্রহের বাসনা পরিপূর্ণ করিও; অর্থাৎ তুমি নাগাজিন-স্বরূপ হইও। তখন দেবী ত্রিলোচনা ভবানী নিরুদ্বেগে স্তিমিতলোচনে ত্বদীয় ভক্তি সন্দর্শন করিতে থাকিবেন।৩৭॥ ঘোরা নিশীথিনীতে উজ্জয়িনীর রাজপথ সূচিভেদ্য তিমিরজালে সমাচ্ছাদিত হইলে যখন অভিসারিকা-বিলাসিনীগণ প্রেমিকের গৃহে যাত্রা করিবে, তখন তুমি নিকষপাষাণাঙ্কিত কাঞ্চনরেখার ন্যায় সমুজ্জল বিদ্যাল্লতাসহকারে তাহাদিগের পথ প্রদর্শন করিয়া দিবে; কিন্তু সে সময়ে সলিল-বর্ষণ বা গর্জ্জন করিও না; কেন না, অভিসারোদ্যত রমণীগণের হৃদয় স্বভাবতই একান্ত ভারু ॥৩৮॥ হে পয়োধর! সৌদামিনী তোমার প্রিয়তমা, তুমি যামিনীযোগে বহুক্ষণ বিলাসসম্ভোগ করিয়া নিতান্ত শ্রান্ত হইবে সন্দেহ নাই, সুতরাং যে স্থানে কপোতগণ নিদ্রিত আছে, তুমি তাদৃশ কোন সুরম্য অট্টালিকার উপরিদেশে যামিনী অতিবাহিত করিবে। যখন তমোনাশক দিনমণি উদিত হইবেন, তখন পুনরায় অবশিষ্ট পথপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইবে, কেন না, যে সকল ব্যক্তি বন্ধুর প্রিয়কার্য্যসাধনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকে কদাচ শিথিলপ্রযত্ন হইতে দেখা যায় না ॥ ৩৯ ॥ হে নীরদ! দিবাকরের উদয়-কালে প্রণয়িগণ খণ্ডিতা নায়িকাকুলের নয়নজল অপনোদন করিবে; সুতরাং তুমি সেই সময়ে ভাস্করদেবের গতিরোধ করিও না। কেন না, দিনমণিও প্রিয়তমা নলিনীর মুখকমল হইতে হিমরূপ অশ্রুজল বিদূরিত-করণার্থ প্রত্যাগত হইবেন। তখন তাঁহার পথ অবরুদ্ধ করিলে তোমার প্রতি তাঁহার ক্রোধ ও অসূয়া জন্মিবার অবশ্যই সম্ভাবনা ॥৪০॥ হে বারিদ! তোমার স্বভাবসুন্দর মূর্ত্তি গম্ভীরা নাম্নী তরঙ্গিণীর বিমল-জলরূপ নির্ম্মলহৃদয়ে প্রতিবিম্বচ্ছলে প্রবেশ করিবে সন্দেহ নাই; সুতরাং অনুরাগিণী সকামা সেই নদীর কুমুদবৎ বিশদ ও চপল শফরীর উদ্বর্ত্তনরূপ অবলোকন বিফল করিয়া ধৈর্য্যসহকারে প্রত্যাখ্যান করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য ॥ ৪১ ॥ হে নীরধারিন্! তুমি সেই গম্ভীরার বিমল-জলরূপ শীতবস্ত্র হরণ করিও। বেতস-শাখা-সলিলে স্পর্শ করাতে বোধ হইবে যেন, তরঙ্গিণী লজ্জা-বশে সেই পুলিন-নিতম্বযুক্ত বসন হস্ত দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যদি তুমি একবার সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর উপরিভাগে লম্বিত হও, তাহা হইলে তোমাকে অতিক্লেশে তথা হইতে প্রত্যা-গমন করিতে হইবে। কেন না, একবার মাত্র আস্বাদ প্রাপ্ত হইলে কোন্ পুরুষ বিসারিত-জঘনা তাদৃশী সুন্দরীকে পরিহার পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে? ৪২ ॥ হে প্রিয়তম! তদনন্তর তুমি দেবগিরি নামক অচলবরে অভ্যাগত হইলে তোমার বর্ষণহেতু উচ্ছ্বাসিত পৃথিবীর গন্ধসংস্পর্শে সুরভি এবং বারণদল কর্তৃক নাসিকাবিবর দ্বারা শ্রুতিমধুর শব্দ সহকারে আঘ্রায়মাণ বন্য উড়ুম্বরজালের পক্বতা-সম্পাদক শীতল পবন তোমার সেবা করিতে থাকিবে ॥ ৪৩ ॥ সেই দেবগিরিতে মহেশনন্দন ষড়ানন নিরন্তর অবস্থিতি করিয়া থাকেন। তুমি কামরূপী, অতএব তথায় কুসুম-মেঘ রূপ পরিগ্রহ করিয়া মন্দাকিনী-জলসিক্ত পুষ্পরাশি বর্ষণ দ্বারা সেই পার্ব্বতীনন্দনকে অভিষিক্ত করিবে

জ্যোতির্লেখাবলয়ি গলিতং যস্য বর্হং ভবানী, পুত্রপ্রেম্ণা কুবলয়দলপ্রাপিকর্ণে করোতি।
ধৌতাপাঙ্গং হরশশিরুচা পাবকেস্তং ময়ূরং, পশ্চাদদ্রিগ্রহণগুরুভির্গর্জ্জিতৈর্নর্ত্তয়েথাঃ ॥ ৪৫ ॥
আরাধ্যৈনং শরবনভবং দূরমল্লজ্ঝিতাধ্বা, সিদ্ধদ্বন্দ্বৈর্জলকণভয়াদ্বীণিভির্মুক্তমার্গঃ।
ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়ালম্ভজাং মানয়িষ্যন্, স্রোতোমূর্ত্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্ত্তিম্ ॥৪৬॥
ত্বয্যাদাতুং জলমবনতে শার্ঙ্গিণো বর্ণচৌরে, তস্যাঃ সিন্ধোঃ পৃথুমপি তনুং দূরভাবাৎ প্রবাহম্।
প্রেক্ষিষ্যন্তে গগনগতয়ো নূনমাবর্জ্জ্য দৃষ্টিরেকং মুক্তাগুণমিব ভুবঃ স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলম্ ॥ ৪৭ ॥
তামুত্তীর্য্য ব্রজ পরিচিতভ্রূলতাবিভ্রমাণাং, পক্ষ্মোৎক্ষেপাদুপরিবিলসৎকৃষ্ণসারপ্রভাণাম্।
কুন্দক্ষেপানুগমধুকরশ্রীজুষামাত্মবিম্বং, পাত্রীকুর্ব্বন দশপুরবধূনেত্রকৌতূহলানাম্ ॥ ৪৮ ॥
ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদমধশ্ছায়য়া গাহমানং, ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং কৌরবং তদ্ভজেথাঃ।
রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা, ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্মুখানি ॥ ৪৯ ॥
হিত্বা হালামভিমতরসাং রেবতী-লোচনাঙ্কাং, বন্ধুপ্রীত্যা সমরবিমুখো লাঙ্গলী যাঃ সিষেবে।
কৃত্বা তাসামভিগমমপাং সৌম্য সারস্বতীনাং, অন্তঃশুদ্ধস্ত্বমপি ভবিতা বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণঃ ॥ ৫০ ॥
তস্মাদ্গচ্ছেরনু কনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং, জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপঙ্ক্তিম্।
গৌরীবক্ত্রভ্রূকুটিরচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ, শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দুলগ্নোর্ম্মিহস্তা ॥ ৫১ ॥

ত্রুটি করিও না। দেবদেব ভূতপতি, সুররাজের সৈন্যগণের রক্ষাবিধানার্থ আদিত্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যে তেজঃ অনল-মুখে নিহিত করিয়াছিলেন, সেই তেজঃ হইতেই ঐ মহাতেজস্বী কার্ত্তিকেয় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৪৪ ॥ হে সখে! তুমি এই প্রকারে কুসুমবৃষ্টি করিলে ভগবতী দেবী পার্ব্বতী সুতস্নেহ-নিবন্ধন যাঁহার জ্যোতির্ম্মণ্ডলমণ্ডিত স্বয়ং স্খলিত পুচ্ছপত্র কর্ণদ্বয়ে কুবলয়ধারণ-স্থানে ধারণ করিয়া থাকেন, যাঁহার শুভ্রবর্ণ নয়নদ্বয় শিবশিরস্থ শশাঙ্ককলা দ্বারা ধৌত হওয়াতে অধিকতর শ্বেতবর্ণ হইয়াছে, ষড়াননের সেই ময়ূরকে গিরি-গুহায় প্রতিধ্বনিতগুরুতর গর্জ্জন দ্বারা নৃত্য করাইবে ॥৪৫॥ হে মেঘ! তুমি এই প্রকারে শরকাননসম্ভব ষড়াননদেবকে উপাসনা পূর্ব্বক কিঞ্চিদ্দূরে গমন করিবে। যে সকল সিদ্ধদম্পতী সুমধুর বীণাবাদন পূর্ব্বক কার্ত্তিকেয়ের আরাধনা করিতে উপস্থিত হইবেন, পাছে বীণাতে বারিবর্ষণ হয়, এই ভয়ে তাঁহারা তোমার পথ আশু ছাড়িয়া দিবেন। তৎপরে তুমি স্রোতোরূপে পরিণত নরপতি রন্তিদেবের গোমেধ-যজ্ঞজাত কীর্ত্তিস্বরূপিণী চর্ম্মণ্বতী নাম্নী তরঙ্গিণীর সম্মান বর্দ্ধন করিয়া তাহাতে অবতীর্ণ হইও ॥ ৪৬ ॥ হে জলদ! তোমার বর্ণ কৃষ্ণের ন্যায় শ্যামল, তুমি যৎকালে অবগাহনার্থ চর্ম্মণ্বতীতে অবতরণ করিবে, যদিও নদীর প্রবাহ বিস্তীর্ণ, তথাপি দূর হইতে তৎকালে উহা সূক্ষ্ম বলিয়া বোধ হইবে সন্দেহ নাই; সেই সময়ে গগনচারী দেবতা, দৈত্য প্রভৃতি সকলেই দূর হইতে নেত্রপাত করিয়া দেখিবে, যেন বসুমতীর একতার মুক্তমালার মধ্যভাগে একটী স্থূলতর ইন্দ্রনীলমণি বিরাজিত রহিয়াছে ॥৪৭॥ তৎপরে তুমি চর্ম্মণ্বতী সমুত্তীর্ণ হইয়া রন্তিদেবের দশপুর নামক নগরে উপস্থিত হইবে। দশপুরবাসিনী মহিলাগণ কৌতূহলের বশবর্ত্তিনী হইয়া তোমাকে দর্শন করিতে থাকিবে। তাহাদিগের চির-পরিচিত ভ্রূলতাবিভ্রম প্রকটিত হইবে এবং নেত্রপক্ষ্ম সমুৎক্ষিপ্ত হওয়াতে কৃষ্ণসারপ্রভা পরিশোভিত হইবে, তখন অনুমিত হইবে, যেন ভ্রমরপংক্তি সমুৎক্ষিপ্ত কুন্দ-কুসুমের অনুগামী হইতেছে ॥ ৪৮ ॥ হে ঘন! পরে তুমি ছায়া দ্বারা ব্রহ্মাবর্ত্ত নামক প্রদেশে অবতরণ পূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইবে। সেই স্থানেই ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূলপ্রায় হইয়াছিল। তুমি যেরূপ কমলোপরি সলিলধারা বর্ষণ কর, পাণ্ডুনন্দন পার্থও সেইরূপ ঐ স্থলে ক্ষত্রিয়-নরপতিগণের বদন-কমলে শত শত শাণিত শরজাল বর্ষণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥ ঐ স্থানে বলরাম কুরুপাণ্ডবের প্রতি স্নেহবশতঃ রণে পরাঙ্মুখ হইয়া রেবতীনয়ন-প্রতিবিম্ব-মণ্ডিত, প্রিয়তমা হালা মদিরা পরিহার পূর্ব্বক সরস্বতীর বারি পান করিয়াছিলেন। তুমি সেই পবিত্র জল গ্রহণ করিয়া যদিও স্বয়ং কৃষ্ণবর্ণ হও, তথাপি তোমার অন্তর পরম নির্ম্মলতা ধারণ করিবে ॥ ৫০ ॥ হে পয়োদ! তদনন্তর তুমি কুরুক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক কনখলনামক গিরিপাদসমীপে সমাগত হইবে, যিনি সগরসন্তানগণের স্বর্গগমনের সোপান-শ্রেণী-স্বরূপা, সেই জহ্নুনন্দিনী ভাগীরথী এই স্থানেই ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রৌঢ়া রমণীগণ যেমন সপত্নীভাব সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ এই জাহ্নবীও ফেনরাশিরূপ হাস্যদ্বারা ভগবতী

তস্যাঃ পাতুং সুরগজ ইব ব্যোম্নি পশ্চার্দ্ধলম্বী, ত্বঞ্চেদচ্ছস্ফটিকবিশদং তর্কয়েস্তির্য্যগম্ভঃ।
সংসর্পন্ত্যা সপদি ভবতঃ স্রোতসি চ্ছায়য়াসৌ, স্যাদস্থানোপগতযমুনাসঙ্গমেবাভিরামা ॥ ৫২ ॥
আসীনানাং সুরভিতশিলং নাভিগন্ধৈর্মৃগাণাং, তস্যা এব প্রভবমচলং প্রাপ্য গৌরং তুষারৈঃ।
বক্ষ্যস্যধ্বশ্রমবিনয়নে তস্য শৃঙ্গে নিষণ্ণঃ, শোভাং শুভ্রত্রিনয়নবৃষোৎখাতপঙ্কোপমেয়াম্ ॥ ৫৩ ॥
তঞ্চেদ্বায়ৌ সরতি সরলস্কন্ধসঙ্ঘট্টজন্মা, বাধেতোল্কাক্ষপিতচমরীবালভারো দবাগ্নিঃ।
অর্হস্যেনং শময়িতুমলং বারিধারাসহস্রৈরাপন্নার্ত্তিপ্রশমনফলাঃ সম্পদো হ্যুত্তমানাম্ ॥ ৫৪ ॥
যে সংরম্ভোৎপতনরভসাঃ স্বাঙ্গভঙ্গায় তস্মিন্, মুক্তাধ্বানং সপদি সরভা লঙ্ঘয়েয়ুর্ভবন্তম্।
তান্ কুর্ব্বীথাস্তুমুলকরকাবৃষ্টিপাতাবকীর্ণান্, কে বা ন স্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ ॥ ৫৫ ॥
তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণন্যাসমর্দ্ধেন্দুমৌলেঃ, শশ্বৎ সিদ্ধৈরুপচিতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ।
যস্মিন্ দৃষ্টে করণবিগমাদূর্দ্ধমুদ্ধুতপাপাঃ, সঙ্কল্পন্তে স্থিরগণপদপ্রাপ্তয়ে শ্রদ্দধানাঃ ॥ ৫৬ ॥
শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্য্যমানাঃ, সংসক্তাভিস্ত্রিপুরবিজয়ো গীয়তে কিন্নরীভিঃ।
নির্হ্রাদস্তে মুরজ ইব চেৎ কন্দরেষু ধ্বনিঃ স্যাৎ, সঙ্গীতার্থো ননু পশুপতেস্তত্র ভাবী সমগ্রঃ ॥ ৫৭ ॥
প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্ বিশেষান্, হংসদ্বারং ভৃগুপতিযশো বর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্।
তেনোদীচীং দিশমনুসরেস্তির্য্যগায়ামশোভী, শ্যামঃ পাদো বলিনিয়মনাভ্যুদ্যতস্যেব বিষ্ণোঃ ॥ ৫৮ ॥

পার্ব্বতীর ভ্রূকুটিরচনা অবজ্ঞা করত মস্তকবিভূষণ শশিরেখার উপর ঊর্ম্মিরূপ কর প্রদান করিয়া দেবদেব পশুপতির কেশ ধারণ করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥ হে বলাহক! তুমি যৎকালে সেই জাহ্নবীর বিমল স্ফটিকবৎ শুভ্রবর্ণ সলিলপানার্থ দিগ্‌গজবৎ শূন্যমার্গে পশ্চার্দ্ধ সংস্থাপন করত পূর্ব্বার্দ্ধ সহায়ে লম্বিত হইতে সমুদ্যত হইবে, তখন ত্বদীয় ছায়া স্রোতের অভ্যন্তরে সংক্রমিত হইলে অযথাস্থলে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের ন্যায় মনোহরদর্শন হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫২ ॥ তৎপরে তুমি ঐ জাহ্নবীর উৎপত্তিস্থল হিমাচলে সমাগত হইবে। ঐ গিরিবর হিমসঙ্ঘাত বশতঃ অতীব গৌরবর্ণ। তথায় দেখিতে পাইবে, কস্তূরী মৃগগণ পাষাণতলে উপবেশন করাতে তাহাদিগের নাভিগন্ধে শিলাসকল সুগন্ধপূর্ণ হইয়াছে। তুমি পথশ্রম অপনোদনার্থ সেই গিরিবরের শিখরদেশে উপবেশন করিলে শ্বেতবর্ণ শিববৃষের উৎখাত কর্দ্দমসমূহ শৃঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিবে ॥ ৫৩ ॥ হে বারিবাহ! যৎকালে তুমি হিমাচলে উপস্থিত হইবে, তখন যদি বায়ু প্রবাহিত হয়, আর দেবদারু তরুর স্কন্ধঘট্টজনিত দাবাগ্নি সমুদ্গত হইয়া স্ফুলিঙ্গসংঘায়ে চমরীগণের পুচ্ছস্থ কেশজাল দগ্ধ করত গিরিবরকে প্রপীড়িত করে, তাহা হইলে তুমি অবিশ্রাম বারিধারা বর্ষণ পূর্ব্বক তাহা নির্ব্বাণ করিয়া দিও, কেন না, বিপন্ন ব্যক্তির বিপদনিবারণ করাই উন্নতমনা মহাত্মগণের সম্পদের একমাত্র ফল ॥ ৫৪ ॥ হে পয়োধর! হিমাচলে সরভনামে যে সমস্ত মহাপরাক্রান্ত অষ্টাপদ মৃগ অবস্থিতি করে, তাহারা ত্বদীয় গর্জ্জনে অসহিষ্ণু হইলে তুমি তাহাদিগকে অবিলম্বে পথ ছাড়িয়া দিবে; কিন্তু তথাপি তাহারা রোষবশে যদি স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত উৎপতনে সাহস করিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তোমাকে লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে তুমি তাহাদিগের দেহোপরি প্রচুর শিলা বর্ষণ করিও; কেন না, যাহারা কার্য্য করিবার পূর্ব্বে পরিণাম বিবেচনা না করে, তাহাদিগের যত্ন ও উদ্‌যোগ বৃথা হয়, তাদৃশ সকল ব্যক্তিই পরাজিত ও তিরস্কৃত হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥ হে জলধর! সেই অচলবরে একখানি প্রস্তরখণ্ডের উপর দেবদেব শূলপাণির পদচিহ্ন স্পষ্টরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। সিদ্ধপুরুষেরা নিয়ত তাহার অর্চ্চনাদি করিয়া থাকেন। তুমি তথায় ভক্তিসহকারে অবনত-মস্তকে সেই শিবপদচিহ্ন প্রদক্ষিণ করিও। যাহারা ভক্তিশ্রদ্ধাবান্ হইয়া সেই শঙ্কর-পদচিহ্ন দর্শন করে, তাহারা পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্থূলদেহ পরিহার পূর্ব্বক নিত্য প্রমথপদ লাভ করে সংশয় নাই ॥ ৫৬ ॥ হে পয়োদ! ঐ স্থানে এক প্রকার বেণু আছে, তাহার অভ্যন্তরে বায়ু প্রবিষ্ট হইলে বংশীর ন্যায় শ্রুতিসুখকর শব্দ হয়। কিন্নরীরা ঐ স্থানে একত্র হইয়া সুমধুরস্বরে ত্রিপুরবিজয় গান করিয়া থাকে। যদি সেই সঙ্গীত সহ ত্বদীয় গর্জ্জন গুহা-সমূহে প্রতিনাদিত হইয়া মুরজের ন্যায় শব্দায়মান হয়, তাহা হইলে দেবদেব আশুতোষের সমীপে সঙ্গীতের যাবতীয় অঙ্গই সম্পূর্ণ হইবে ॥ ৫৭ ॥ হে বলাহক! তুমি এই প্রকারে হিমাচলের তটপ্রান্তস্থ তত্তৎ বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থল উত্তীর্ণ হইয়া তৎপরে ক্রৌঞ্চরন্ধ্রে উপস্থিত হইবে। ঐ স্থান ভৃগুরামের অদ্ভুত

গত্বা চোর্দ্ধং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ, কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং, রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ ॥ ৫৯ ॥
উৎপশ্যামি ত্বয়ি তটগতে স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনাভে, সদ্যঃকৃত্তদ্বিরদদশনচ্ছেদগৌরস্য তস্য।
শোভামদ্রেঃ স্তিমিতনয়নপ্রেক্ষণীয়াং ভবিত্রীমংসন্যস্তে সতি হলভৃতো মেচকে বাসসীব ॥ ৬০
হিত্বা তস্মিন্ ভুজগবলয়ং শম্ভুনা দত্তহস্তা, ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিচরেৎ পাদচারেণ গৌরী।
ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তম্ভিতান্তর্জলৌঘঃ, সোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণায়াগ্রযায়ী ॥ ৬১।
তত্রাবশ্যং বলয়কুলিশোদ্ঘট্টনোদ্গীর্ণতোয়ং, নেষ্যন্তি ত্বাং সুরযুবতয়ো যন্ত্রধারাগৃহত্বম্।
তাভ্যো মোক্ষস্তব যদি সখে ঘর্মলব্ধস্য ন স্যাৎ, ক্রীড়ালোলাঃ শ্রবণপরুষৈর্গর্জিতৈর্ভীষয়েস্তাঃ ॥ ৬২ ॥
হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ, কুর্ব্বন্ কামং ক্ষণমুখপটপ্রীতিমৈরাবতস্য।
ধুন্বন্ কল্পদ্রুমকিশলয়ান্যংশুকানীব বাতৈর্নানাচেষ্টৈর্জ্জলদ ললিতৈর্নির্বিশেস্তং নগেন্দ্রম্ ॥ ৬৩ ॥
তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্তগঙ্গাদুকূলাং, ন ত্বং দৃষ্ট্বা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্।
যা বঃ কালে বহতি সলিলোদ্গারমুচ্চৈর্বিমানা, মুক্তাজালগ্রথিতমলকং কামিনীবাভ্রবৃন্দম্ ॥৬৪॥

ইতি পূর্ব্বমেঘঃ।

কীর্ত্তিস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ। হংস-সমূহ সেই রন্ধ্র দ্বারা মানস-সরোবরে গমন করে, এই জন্য ঐ স্থান হংসদ্বার নামে অভিহিত। বলিরাজাকে বন্ধন করিবার জন্য উদ্যত ত্রিবিক্রম হরির শ্যামবর্ণ চরণ যেরূপ বক্রতা ধারণ করিয়াছিল, তুমিও সেইরূপ ঐ স্থানে কুটিলভাবে আয়ত হইয়া সেই রন্ধ্র প্রবেশ করত উত্তরদিকে প্রস্থান করিতে থাকিবে ॥ ৫৮ ॥ হে নীরদ! তদনন্তর তুমি ক্রৌঞ্চরন্ধ্র হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে গমন করিলে সুবিমল স্ফটিক-মণিসন্নিভ কৈলাসাচলে সমুপস্থিত হইবে। ঐ গিরিবর সুরকামিনীগণের দর্পণ-স্বরূপ। কোন সময়ে রাক্ষসপতি রাবণ স্বীয় ভুজবলে ঐ পর্ব্বতের প্রস্থসন্ধি বিশ্লেষ করিয়া দিয়াছিল। এই কৈলাস-ভূধর কুমুদতুল্য বিশদ সমুচ্চ শৃঙ্গরাজি দ্বারা গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। ঐ গিরিবরের প্রতি নেত্রপাত করিলে বোধ হয়, ভূতপতি প্রত্যহ যে অট্টহাস্য করিয়া থাকেন, তৎসমস্তই যেন একত্র রাশীকৃত হইয়া শোভা পাইতেছে॥ ৫৯ ॥ হে মেঘ! তোমার বর্ণ মার্জ্জিত অঞ্জনের ন্যায় শ্যামল, কৈলাস গিরিও সদ্যঃকর্ত্তিত গজদন্তের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে,যৎকালে তুমি কৈলাস-শিখর-সমীপে উপনীত হইবে,তখন বলদেবের স্কন্ধদেশে কৃষ্ণবর্ণ বসন বিন্যস্ত হইলে যেরূপ শোভা সম্পাদিত হয়, সেই অচলরাজও তদ্রূপ স্থিরনেত্র-প্রেক্ষণীয় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে ॥ ৬০ ॥ হে পয়োধর! তৎকালে দেবদেব পার্ব্বতীনাথ যদি ভুজঙ্গবলয় উন্মোচন করিয়া পার্ব্বতীর করে করার্পণ করেন,দেবীও যদি তদীয় কর মহাদেবের করে অর্পণ পূর্ব্বক সেই ক্রীড়া-শৈলে পদব্রজে বিচরণ করিতে থাকেন, তাহা হইলে তুমি পুরোগামী হইয়া অভ্যন্তরভাগে সলিলস্তম্ভনপূর্ব্বক ভঙ্গী অনুসারে সোপানের অনুরূপ স্বীয় দেহ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদিগের উভয়ের মণিতটারোহণার্থ সোপানস্বরূপ হইবে ॥ ৬১ ॥ তথায় ক্রীড়াকৌতুককামা দেবনারীগণ কঙ্কণের অগ্রভাগ দ্বারা উদ্ঘট্টন করত তোমার বারিধারা উদ্গীর্ণ করিয়া তোমাকে কৃত্রিম যন্ত্রধারা-গৃহের ন্যায় করিবে। হে সুহৃদ্বর! তাহারা নিদাঘকালে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া যদি সহজে পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে তুমি শ্রুতি-কঠোর দারুণ গর্জ্জন দ্বারা তাহাদিগের অন্তরে ভীতি সমুৎপাদন করিও ॥ ৬২ ॥ হে বারিদ! স্বর্ণপদ্মের আকর মানস-সরোবরের সলিল গ্রহণ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল ঐরাবতনামা মহাগজের বদনাচ্ছাদন দ্বারা মুখপটপ্রীতি সমুৎপাদন করিও এবং ক্ষণকাল সুস্নিগ্ধ রূপদ্বারা কল্পপাদপগণের অংশুকরূপ কিশলয় কম্পিত করিবে। তুমি এইপ্রকারে নানারূপ ক্রীড়াবিহারাদিদ্বারা আপন অভিলাষানুসারে সেই অচলরাজকে উপভোগ করিও॥৬৩॥ হে কামচারিন্! প্রণয়িজনের ক্রোড়ে যেরূপ প্রণয়িনী অবস্থিতি করে, সেইরূপ কৈলাসাচলের উৎসঙ্গস্থায়িনী জাহ্নবী-রূপা দুকূলধারিণী অলকানগরী তোমার নেত্রপথে নিপতিত হইলে তুমি যে তাহা চিনিতে পারিবে না, এমত নহে। রমণী যেরূপ মুক্তাজালখচিত অলকাবলী ধারণ করে, সপ্তভূমিক গৃহরাজিপরিশোভিত সেই অলকানগরীও সেইরূপ ত্বদীয় অভ্যুদয়কালে জলোদ্গার-সম্পন্ন জলধরবৃন্দ ধারণ করিবে ॥ ৬৪ ॥

ইতি পূর্ব্বমেঘ।

উত্তরমেঘঃ

বিদ্যুত্বন্তং ললিতবসনাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ, সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ, প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ ॥ ১ ॥
হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং, নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরবকং কর্ণে চারু শিরীষং, সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥ ২ ॥
যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা, হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপা, নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ ॥৩॥
আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈর্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তির্বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি ॥ ৪ ॥
যস্যাং যক্ষাঃ সিতমণিময়ান্যেত্য হর্ম্ম্যস্থলানি, জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচিতান্যুত্তমস্ত্রীসহায়াঃ।
আসেবন্তে মধুরতিফলং কল্পবৃক্ষপ্রসূতং, ত্বদ্‌গম্ভীরধ্বনিষু শনকৈঃ পুষ্করেষ্বাহতেষু ॥ ৫ ॥
মন্দাকিন্যাঃ সলিলশিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভির্মন্দারাণামনু তটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ।
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতামুষ্টিনিক্ষেপগূঢ়ৈঃ, সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমরপ্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ ॥ ৬ ॥

হে বারিবাহ! অলকানগরীর অভ্রংলিহ অট্টালিকা-সকল নানারূপ দ্রব্যাদিবিশেষ দ্বারা তোমারই সৌসাদৃশ্য প্রাপ্ত হইতেছে। কেন না, তোমার শরীরাভ্যন্তরে সৌদামিনী বিরাজমান; অলকাপুরীর প্রাসাদমণ্ডলীর অভ্যন্তরেও অপরূপরূপবতী যুবতীগণ বিরাজিত; তোমাতে ইন্দ্রধনু পরিশোভিত, তত্রত্য প্রাসাদ-সমূহও নানারূপ বিচিত্রবর্ণে সুশোভিত; ত্বদীয় গর্জ্জন স্নিগ্ধ ও গম্ভীর; অলকাপুরীর প্রাসাদরাজিও নিরন্তর সঙ্গীতে ও স্নিগ্ধ-গম্ভীর সুমধুর স্বরে নিনাদিত; তোমার অভ্যন্তরভাগ নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ, তত্রত্য প্রাসাদসকলের অভ্যন্তরপ্রদেশেও সুবিমল মণিময় ভূমি বিরাজিত; তুমি যে প্রকার সমুচ্চ, অলকার প্রাসাদও তদ্রূপ সমুন্নত; সুতরাং স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, অলকাপুরীর প্রাসাদ-সকল সম্পূর্ণরূপে তোমার সমকক্ষ ॥ ১ ॥ হে জলদ! তুমি অলকানগরীতে প্রবিষ্ট হইলেই দেখিতে পাইবে, তত্রত্য নারীগণের করদেশে শরৎকালীন ক্রীড়াকমল, অলকাবলীতে হেমন্তজাত অভিনব কুন্দকুসুম গ্রথিত, বদনদেশে শীতঋতু-সঞ্জাত লোধ্রপুষ্পের রজোদ্বারা পাণ্ডুবর্ণতা, কেশপাশে বসন্তঋতুজাত নবকুরবক পুষ্প, কর্ণ-যুগলে নিদাঘকালীন শিরীষ পুষ্প এবং সীমন্তপ্রদেশে তোমার সমাগমজনিত নিত্যবর্ষাঋতু-সম্ভূত কদম্বকুসুম নিরন্তর শোভা ধারণ করিতেছে ॥২॥ সেই অলকাপুরীতে যাবতীয় বৃক্ষেই ষড়ঋতুতে তত্তৎকালীন পুষ্প বিকসিত হইয়া থাকে এবং উন্মত্ত ভ্রমরগণ নিরন্তর সেই সকল পুষ্পে উপবেশন করিয়া শ্রুতিসুখকর ধ্বনি করিয়া থাকে। নলিনীগণ সততই বিকসিত সরোজরাজিতে পরিশোভিত হইয়া থাকে। হংসযূথও সর্ব্বদা সেই সকল পরিবেষ্টন পূর্ব্বক পরম শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে। তত্রত্য গৃহপোষিত ময়ূরগণ নিরন্তর সানন্দে কেকা রব বিস্তার করে; তাহাদিগের বর্ণ চিরদিনই নয়নের প্রীতিকর। তথায় নিরন্তর জ্যোৎস্না বিকসিত থাকে ও রাত্রিকালে তিমিররাশি নিরীক্ষিত হয় না ॥ ৩ ॥ সেই নগরীতে কেবলমাত্র আনন্দভরে যক্ষদিগের নেত্রজল নিপতিত হইয়া থাকে, অন্য কোন কারণ বশতঃ অশ্রুবারি নিপতিত হইতে দেখা যায় না। ঐ স্থানে প্রিয়জন-সমাগমসাধ্য মদনশরসন্তাপ ব্যতীত অন্য কোনরূপ সন্তাপই নাই, তথায় একমাত্র প্রণয়-কলহ ব্যতিরেকে অন্য কোন কারণে বিরহ-ঘটনা পরিলক্ষিত হয় না এবং সেই স্থানে যৌবন ব্যতিরেকে অন্য কোন বয়োবস্থা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই ॥ ৪ ॥ হে বারিদ! সেই অলকাতে যক্ষগণ অনুপম রূপ-লাবণ্যবতী তরুণীগণ সমভিব্যাহারে তারা-পংক্তি-প্রতিবিম্বস্বরূপ পুষ্পমণ্ডলে বিমণ্ডিত স্ফটিক-মণিময় প্রাসাদে সমুপস্থিত হইয়া ত্বৎসদৃশ গভীরগর্জ্জনকারী পুষ্করনামক বাদ্যমুখে আঘাত দ্বারা বাদ্যবাদন সহকারে রতিরূপফলসাধক কল্পতরুসম্ভূত সুরাপানে আসক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ তথায় অমরগণের প্রার্থনীয় রূপলাবণ্যবতী যক্ষকন্যাগণ পবিত্র মন্দাকনী-তীরস্থ মন্দারতরুর ছায়ায় উপবেশন করত

নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিতশিথিলং যত্র বিম্বাধরাণাং, ক্ষৌমং রাগাদনিভৃতকরেষ্বাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু।
অর্চ্চিস্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্নপ্রদীপান্, হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফলপ্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ ॥ ৭ ॥
নেত্রা নীতাঃ সততগতিনা যদ্বিমানাগ্রভূমীরালেখ্যানাং নবজলকণিকাদোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ।
শঙ্কাস্পৃষ্টা ইব জলমুচস্ত্বাদৃশা যত্র জালৈর্ধূমোদ্গারানুকৃতিনিপুণা জর্জ্জরা নিষ্পতন্তি ॥ ৮ ॥
যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তমভুজালিঙ্গিতোচ্ছ্বাসিতানামঙ্গগ্লানিং সুরতজনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ।
ত্বৎসংরোধাপগমবিশদৈশ্চন্দ্রপাদৈর্নিশীথে, ব্যালুম্পন্তি স্ফুটজললবস্যন্দিনশ্চন্দ্রকান্তাঃ ॥ ৯ ॥
অক্ষয্যান্তর্ভবননিধয়ঃ প্রত্যহং রক্তকণ্ঠৈরুদ্গায়দ্ভির্ধনপতিযশঃ কিন্নরৈর্যত্র সার্দ্ধম্।
বৈভ্রাজাখ্যং বিবুধবনিতাবারমুখ্যাসহায়াঃ, বদ্ধালাপা বহিরুপবনং কামিনো নির্ব্বিশন্তি ॥ ১০ ॥
গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্যত্র মন্দারপুষ্পৈঃ, পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণবিভ্রংশিভিশ্চ।
মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈর্নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্ ॥ ১১
মত্বা দেবং ধনপতিসখং যত্র সাক্ষাদ্বসন্তং, প্রায়শ্চাপং ন বহতি ভয়ান্মন্মথঃ ষট্পদজ্যম্।
সভ্রূভঙ্গপ্রহিতনয়নৈঃ কামিলক্ষ্যেষ্বমোঘৈস্তস্যারম্ভশ্চতুরবনিতাবিভ্রমৈরেব সিদ্ধঃ ॥ ১২ ॥
বাসশ্চিত্রং মধু নয়নয়োর্বিভ্রমাদেশদক্ষং, পুষ্পোদ্ভেদং সহ কিসলয়ৈর্ভূষণানাং বিকল্পান্।
লাক্ষারাগং চরণকমলন্যাসযোগ্যঞ্চ যস্যামেকঃ সূতে সকলমবলামণ্ডনং কল্পবৃক্ষঃ ॥ ১৩ ॥

আতপতাপ বিদূরিত করিয়া থাকে, তৎকালে মন্দাকিনীর সলিলকণা-সংস্পর্শহেতু সুস্নিগ্ধ সমীরণ তাহাদিগের সেবা করিতে থাকে, তাহারা মন্দাকিনীতীরস্থ স্বর্ণবালুকাভ্যন্তরে মুষ্টিদ্বারা অন্তর্নিহিত, অন্বেষণীয় মণি দ্বারা গুপ্তমণি নামক ক্রীড়ায় নিরত হইয়া আমোদ-প্রমোদে নিরত হয় ॥৬॥ সেই অলকা নগরীতে সম্ভোগলোলুপ ক্ষিপ্রহস্ত নায়ক অনুরাগপরবশ হইয়া প্রিয়তমার নীবিবন্ধন উন্মোচিত করিলে প্রণয়িনীর দুকূলবসন শিথিল হইয়া পড়ে, তখন নায়ক সেই দুকূল অপনয়ন করিবার উদ্‌যোগ করিলে মুগ্ধ নায়িকা লজ্জাবশে দীপনির্ব্বাণের অভিলাষে কুঙ্কুমাদি চূর্ণমুষ্টি নিক্ষেপ করে, কিন্তু সেই চূর্ণমুষ্টি পুরোবর্ত্তী প্রদীপ্ত শিখাবান্ রত্নপ্রদীপে নিপতিত হইয়াই নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ৭ ॥ হে বারিবাহ! সেই অলকানগরীতে ত্বৎসদৃশ জলদজাল পবনভরে সপ্ততল গৃহের উপরিভাগে নীত হইয়া অভিনব সলিলকণা বর্ষণ পূর্ব্বক আলেখ্যমণ্ডল বিদূষিত করত শঙ্কিতচিত্তে ধূমের ন্যায় বিশীর্ণভাবে গবাক্ষরন্ধ্র যোগে বহির্গত হইয়া থাকে ॥৮॥ তথায় অর্দ্ধরাত্রিকালে মেঘাবরণ বিদূরিত হইলে সুধাংশুকিরণ সমধিক বিমলতা ধারণ করে। তৎকালে ঈষৎ সলিলকণবর্ষী বিতানলম্বি সূত্র দ্বারা গ্রথিত চন্দ্রকান্তমণি-সকল উল্লিখিত চন্দ্রকিরণ-সহযোগে রমণীগণের সুরতগ্লানি বিদূরিত করিয়া দেয়। বস্তুতঃ তৎকালে অঙ্গনাগণ প্রণয়ীর ভুজপাশে বেষ্টিত থাকে সত্য, কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ তাহাদিগের প্রিয়তম সহ আলিঙ্গন শিথিলীকৃত হইয়া যায় ॥৯॥ সেই অলকানগরীতে যাহাদিগের গৃহাভ্যন্তরস্থ নিধিসকলের ক্ষয় নাই, সেই সকল বিলাসী যক্ষেরা প্রত্যহ অপ্সরাকুলের সহিত সম্ভাষণ করিতে করিতে কলকণ্ঠ কিন্নরগণের সহিত চৈত্ররথনামক বাহ্যোপবনে বিহার করিয়া থাকেন। তৎকালে কিন্নরেরা ধনপতি কুবেরের যশোগান করিতে প্রবৃত্ত হয় ॥১০॥ তথায় প্রণয়িজনের নিকট গমনার্থ চাঞ্চল্য নিবন্ধন অলকাবলী হইতে স্খলিত কনককমল, মস্তক হইতে নিপতিত মুক্তাজাল এবং স্তনপরিসর হইতে ছিন্নসূত্র নিপতিত হারমালা, এই সকল দ্বারা সূর্য্যোদয়ের পরেও অভিসারিকা রমণীগণের রাত্রিগমন পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ॥ ১১ ॥ সেই অলকানগরীতে কুবেরসখা দেবদেব পশুপতি নিরন্তর অবস্থিতি করেন; সেই ভয়েই মদনদেব তথায় ষট্‌পদগুণসমন্বিত শরাসন ধারণ করেন না। পরন্তু চতুরা কামিজনের প্রতি যে ভ্রূভঙ্গের সহিত অমোঘ বিভ্রম প্রদর্শন করে, তাহাতেই মদনের কার্য্য সুসম্পন্ন হয় অর্থাৎ বিলাসিনীগণের বিলাস দ্বারাই কামিজনের স্মর-ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥ একমাত্র কল্পতরুই তত্রত্য রমণীগণের যাবতীয় বিভূষণ প্রসব করিয়া থাকে। রমণীর বসন, নয়নদ্বয়ের বিভ্রমশালী মধু, কুসুমকিসলয়, নানাবিধ বিভূষণ এবং চরণপদ্মোপযোগী লাক্ষারাগ

তত্রাগারং ধনপতিগৃহাদুত্তরেণাস্মদীয়ং, দূরাল্লক্ষ্যং সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন।
যস্যোপান্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তয়া বর্দ্ধিতো মে, হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দারবৃক্ষঃ ॥ ১৪ ॥
বাপী চাস্মিন্মরকতশিলাবদ্ধসোপানমার্গা, হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধবৈদূর্য্যনালৈঃ।
যস্যাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টং, নাধ্যাস্যন্তি ব্যপগতশুচস্ত্বামপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ ॥ ১৫ ॥
তস্যাস্তীরে রচিতশিখরঃ পেশলৈরিন্দ্রনীলৈঃ, ক্রীড়াশৈলঃ কনককদলীবেষ্টনপ্রেক্ষণীয়ঃ।
মদ্গেহিন্যাঃ প্রিয় ইতি সখে চেতসা কাতরেণ, প্রেক্ষ্যোপান্তস্ফুরিততড়িতং ত্বাং তমেব স্মরামি ॥১৬॥
রক্তাশোকশ্চলকিসলয়ঃ কেশরশ্চাত্র কান্তঃ, প্রত্যাসন্নৌ কুরবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য।
একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী, কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥ ১৭ ॥
তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টির্মূলে বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশপ্রকাশৈঃ।
তালৈঃ শিঞ্জদ্বলয়সুভগৈর্নর্ত্তিতঃ কান্তয়া মে, যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ ॥ ১৮ ॥
এভিঃ সাধো হৃদয়নিহিতৈর্লক্ষণৈর্লক্ষয়েথাঃ, দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খপদ্মৌ চ দৃষ্ট্বা।
ক্ষামচ্ছায়ং ভবনমধুনা মদ্বিয়োগেন নূনং, সূর্য্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্ ॥ ১৯
গত্বা সদ্যঃ কলভতনুতাং শীঘ্রসম্পাতহেতোঃ, ক্রীড়াশৈলে প্রথমকথিতে রম্যসানৌ নিষণ্ণঃ।
অর্হস্যন্তর্ভবনপতিতাং কর্ত্তুমল্পাল্পভাসং, খদ্যোতালীবিলসিতনিভাং বিদ্যুদুন্মেষদৃষ্টিম্ ॥ ২০ ॥
তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং, যা তত্র স্যাদ্যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥ ২১ ॥

সকলই সেই বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হয় ॥ ১৩ ॥ হে সখে! সেই স্থানে কুবেরালয়ের উত্তরাংশে আমার আলয় পরিলক্ষিত হইবে। উহার তোরণ ইন্দ্রধনুর ন্যায় মনোহর এবং তাহার পার্শ্বদেশে একটী সুকুমার মন্দারতরু শোভা পাইতেছে। তাহার শাখা-সকল হস্তপ্রাপ্য স্তবকভারে অবনত। আমার প্রিয়তমা কৃতক-পুত্ররূপে সেই বৃক্ষকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। ১৪ ॥ একটী কমনীয় দীর্ঘিকা আমার বাসভবন অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে। উহার সোপানপংক্তি মরকত-মণি দ্বারা সংবদ্ধ; বৈদূর্য্যনালসমন্বি স্বর্ণপদ্মসমূহ সেই সরোবরে বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। সেই সরসী সলিলে যে সকল হংস অবস্থি করে, তাহারা তোমাকে দেখিয়া জলকলুসিতাদি দুঃখভারনিবন্ধন সন্নিহিত মানসসরোবরেও গম করিতে উৎকণ্ঠিত হয় না ॥ ১৫ ॥ হে মিত্র! সেই সরসীতীরে একটী ক্রীড়াপর্ব্বত বিরাজিত আছে তাহার শিখরপ্রদেশ সুকোমল ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা খচিত এবং চতুর্দ্দিকে কনককদলী শোভা পাইতেছে ঐ ক্রীড়াশৈল আমার প্রিয়তমার পরম প্রীতিপ্রদ। অদ্য তোমাকে দর্শন করিয়া তদীয় উপান্তপ্রদে সৌদামিনীবিকাশ দর্শনে আমার স্মরণপথে উহা সমুদিত হইতেছে; বস্তুতঃ আমি সকাতরচিত্তে সে বিষয়ই চিন্তা করিতেছি ॥ ১৬ ॥ ঐ ক্রীড়াপর্ব্বতে কুরবকপরিবৃত মাধবীমণ্ডপের সন্নিধানে চপল কিশলয়-সমন্বিত রক্তাশোক এবং বকুলতরু শোভা ধারণ করিতেছে। সেই বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত দোহদচ্ছলে আমার সহিত তোমার সখীর বামচরণাঘাত এবং দ্বিতীয়টী তাঁহার মুখমদিরা প্রত্যা করিয়া থাকে ॥১৭॥ ঐ দুইটী বৃক্ষের মধ্যস্থলে স্ফটিকপীঠসম্পন্ন মণিময়বেদিকা মূলদেশে সংবদ্ধ, অপরিণ নবোত্থিত বংশের ন্যায় মনোহর একটী কাঞ্চনময় বাসদণ্ড শোভা প্রাপ্ত হইতেছে। তোমার প্রিয় সুহৃ ময়ূর আমার প্রণয়িনীর বলয়ভূষণধ্বনি-সহকৃত করতালবাদ্যে নৃত্য করিয়া সন্ধ্যাকালে সেই যষ্টিতে উপ বেশন করিয়া থাকে ॥১৮॥ হে সৌম্য! তুমি মৎকথিত এই সমস্ত লক্ষণ বিশেষরূপে স্মরণ রাখিয়া এব দ্বারের পার্শ্বভাগে শঙ্খ ও পদ্মচিহ্ন অঙ্কিত দেখিয়া আমার গৃহ নির্ণয় করিও। আমার বিলক্ষণ অনুমা হইতেছে, অধুনা মদীয় গৃহ আমার বিরহে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই; কারণ, সূর্য্য অস্তমি হইলে পদ্মের আর পূর্ব্বশোভা বিদ্যমান থাকে না ॥ ১৯ ॥ হে সখে! সত্বরগমন জন্য করিশাবকের ন্যা সঙ্কুচিত-শরীরে প্রথম-কথিত সুরম্যশৃঙ্গবিরাজিত ক্রীড়াপর্ব্বতে সমাসীন হইয়া খদ্যোতাবলীর বিলাস সদৃশ স্বীয় বিদ্যুদ্বিকাশরূপ দৃষ্টি অল্পমাত্র বিকাশিত করিয়া গৃহাভ্যন্তরে নিপাতিত করিবে ॥ ২০ ॥ হে জলদ! তুমি গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাইবে, মদীয় প্রিয়তমা বিধাতার আদ্যসৃষ্টি ন্যায় গৃহমধ্যভাগ আলোকিত করিয়া রহিয়াছে অর্থাৎ তাঁহাকেই সৃষ্টিকর্ত্তার প্রথম শিল্পনৈপুণ্য বলিয়

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং, দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষু গচ্ছৎস্থ বালাং, জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্॥২২॥
নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছূননেত্রং প্রিয়ায়া, নিশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্।
হস্তে ন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তিলম্বালকত্বাদিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণক্লিষ্টকান্তের্বিভর্ত্তি॥ ২৩ ॥
আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলা বা, মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী।
পৃচ্ছন্তী বা মধুরবচনাং সারিকাং পিঞ্জরস্থাং, কচ্চিদ্ভর্ত্তুঃ স্মরসি নিভৃতে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি॥ ২৪ ॥
উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং, মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা।
তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ্ভূয়ো ভূয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মূর্চ্ছনাং বিস্মরন্তী॥ ২৫ ॥
শেষান্মাসান্ বিরহদিবসস্থাপিতস্যাবধের্বা, বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীমুক্তপুষ্পৈঃ।
মৎসঙ্গং বা হৃদয়নিহিতারম্ভমাস্বাদয়ন্তী, প্রায়েণৈবংপ্রমণবিরহেষ্বঙ্গনানাং বিনোদাঃ॥ ২৬॥
সব্যাপারামহনি ন তথা পীড়য়েন্মদ্বিয়োগঃ, শঙ্কে রাত্রৌ গুরুতরশুচং নির্বিনোদাং সখীং তে।
মৎসন্দেশৈঃ সুখয়িতুমলং পশ্য সাধ্বীং নিশীথে, তামুন্নিদ্রামবনিশয়নাং সৌধবাতায়নস্থঃ॥ ২৭॥
আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষণ্ণৈকপার্শ্বাং, প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ।
নীতা রাত্রিঃ ক্ষণমিব ময়া সার্দ্ধমিচ্ছারতৈর্যা, তামেবোষ্ণৈর্বিরহমহতীমশ্রুভির্যাপয়ন্তীম্॥ ২৮॥

বোধ হইবে। তাঁহার দেহ কৃশ, বর্ণ শ্যাম, দশন দাড়িমীবীজ-সদৃশ, অধরোষ্ঠ পক্ক বিম্বের ন্যায় লোহিত, কটিদেশ ক্ষীণ, নেত্রদ্বয় হরিণীর ন্যায় চঞ্চল, নাভিদেশ গভীর, গতি শ্রোণীভরে মন্দ মন্দ এবং দেহযষ্টি কুচভরে কিঞ্চিৎ আনিত॥ ২১॥ সেই পরিমিতভাষিণী অবলাকেই আমার দ্বিতীয় জীবনস্বরূপ বলিয়া জানিও। আমি নির্ব্বাসিত হওয়াতে অধুনা চক্রবাকবিয়োগিনী চক্রবাকীর ন্যায় তিনি একাকিনী অবস্থান করিতেছেন। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ঈদৃশ সুদীর্ঘকাল সমতীত হওয়াতে দারুণ উৎকণ্ঠা নিবন্ধন শিশিরমথিত কমলিনীর ন্যায় প্রিয়তমার রূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছে॥ ২২॥ হে সখে! নিরন্তর রোদন করিয়া প্রিয়তমার নয়ন-যুগল উচ্ছ্বসিত ও সন্তপ্ত নিশ্বাসভরে অধরোষ্ঠও ভিন্ন বর্ণ ধারণ করিয়াছে। তুমি আরও দেখিতে পাইবে, তদীয় মুখমণ্ডল কান্তিহীন ও নিরন্তর করতলে সুবিন্যস্ত রহিয়াছে এবং অলকজালে পরিবৃত হওয়াতে তদীয় আবরণ বশতঃ শ্রীহীন শশধরের ন্যায় একান্ত মলিন হইয়া পড়িয়াছে॥ ২৩॥ তুমি দেখিতে পাইবে, আমার প্রিয়তমা দেবপূজাক্রিয়ায় নিরত রহিয়াছেন, অথবা মদীয় বিরহকৃশ প্রতিমূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করিয়া আলেখ্য চিত্রিত করিতেছেন, অথবা পিঞ্জরবাসিনী মধুরবচনা সারিকাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হে সারিকে! তুমি কি প্রিয়তমকে একান্তে বসিয়া হৃদয়ে স্মরণ করিতেছ? তিনি যে তোমাকে যার পর নাই ভালবাসিতেন"॥২৪॥ হে সৌম্য! অথবা তুমি দেখিবে, প্রিয়তমা মলিনবসনসম্পন্ন ক্রোড়দেশে বীণা নিক্ষেপ পূর্ব্বক আমার নামাঙ্কিত বিরচিত-পদযুক্ত গীতিগানে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া কোন প্রকারে নয়নাশ্রু-সিক্ত তন্ত্রী মার্জ্জন করিয়া স্বকৃত মূর্চ্ছনালাপ ভূয়োভূয়ঃ বিস্মৃত হইয়া যাইতেছেন॥২৫॥ আরও দেখিতে পাইবে, তিনি দেহলীমুক্ত পুষ্পসকল পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক বিরহদিবসের আর কয় মাস অবশিষ্ট আছে, তাহাই গণনা করিতেছেন, অথবা সঙ্কল্পবশে আমার সহিত সম্ভোগজনিত রতিরস আস্বাদনে নিরত রহিয়াছেন। হে সৌম্য! প্রিয়বিরহ উপস্থিত হইলে অবলাগণ প্রায়ই এইরূপে চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে॥ ২৬॥ আমার বোধ হয়, দিবাভাগে নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকা নিবন্ধন মদীয় বিয়োগ প্রিয়তমাকে তাদৃশ ক্লেশ প্রদান করিতে সমর্থ হয় না; রাত্রিকালেই তাঁহার শোক-দুঃখ গুরুতর হইয়া উঠে; অতএব তুমি নিশীথকালেই সৌধবাতায়নে নিষণ্ণ হইয়া সেই ধরাশায়িনী নিদ্রারহিতা সাধ্বীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার সংবাদদানে তাঁহাকে সুখী করিও॥ ২৭॥ হে পয়োধর! তুমি দেখিবে, প্রিয়তমা বিরহ-যাতনায় একান্ত ক্ষীণ হইয়া বিরহ শয্যার একপার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হইবে যেন, পূর্ব্বদিকের প্রান্তভাগে কলামাত্রাবশেষ সুধাংশু বিরাজ করিতেছেন। হায়! প্রিয়তমা আমার সহিত স্বেচ্ছাবিহারে প্রবৃত্ত হইয়া মুহূর্ত্তের ন্যায় যে যামিনী অতিবাহন করিতেন, অধুনা বিরহ নিবন্ধন সেই যামিনী যার পর নাই সুদীর্ঘ হইয়া

নিশ্বাসেনাধরকিসলয়ক্লেশিনা বিক্ষিপন্তীং, শুদ্ধস্নানাৎ পরুষমলকং নূনমাগণ্ডলম্বম্।
মৎসম্ভোগঃ কথমুপনয়েৎ স্বপ্নজোঽপীতি নিদ্রামাকাঙ্ক্ষন্তীং নয়নসলিলোৎপীড়রুদ্ধাবকাশাম্॥২৯॥
আদ্যে বদ্ধা বিরহদিবসে যা শিখা দাম হিত্বা, শাপস্যান্তে বিগলিতশুচা তাং ময়োদ্বেষ্টনীয়াম্।
স্পর্শক্লিষ্টামযমিতনখেনাসকৃৎ সারয়ন্তীং, গণ্ডাভোগাৎ কঠিনবিষমামেকবেণীং করেণ॥ ৩০॥
পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান্ জালমার্গপ্রবিষ্টান্, পূর্ব্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং, সাভ্রেঽহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্॥৩১॥
সা সন্ন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী, শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃৎ দুঃখদুঃখেন গাত্রম্।
ত্বামপ্যস্রং নবজলময়ং মোচয়িষ্যত্যবশ্যং, প্রায়ঃ সর্ব্বো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্দ্রান্তরাত্মা॥ ৩২॥
জানে সখ্যাস্তব ময়ি মনঃ সম্ভৃতস্নেহমস্মাদিত্থম্ভূতাং প্রথমবিরহে তামহং তর্কয়ামি।
বাচালং মাং ন খলু সুভগম্মন্যভাবঃ করোতি, প্রত্যক্ষন্তে নিখিলমচিরাৎ ভ্রাতরুক্তং ময়া যৎ॥ ৩৩॥
রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং, প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসম্।
ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা, মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয়শ্রীতুলামেষ্যতীতি॥ ৩৪॥
বামশ্চাস্যাঃ কররুহপদৈর্মুচ্যমানো মদীয়ৈর্মুক্তাজালং চিরপরিচিতং ত্যাজিতো দৈবগত্যা।
সম্ভোগান্তে মম সমুচিতো হস্তসংবাহনানাং, যাস্যত্যূরুঃ সরসকদলীস্তম্ভগৌরশ্চলত্বম্॥ ৩৫॥
তস্মিন্ কালে জলদ যদি সা লব্ধনিদ্রাসুখা স্যাদন্বাস্যৈনাং স্তনিতবিমুখো যামমাত্রং সহস্ব।
মা ভূদস্যাঃ প্রণয়িনি ময়ি স্বপ্নলব্ধে কথঞ্চিৎ, সদ্যঃ কণ্ঠচ্যুতভুজলতাগ্রন্থিগাঢ়োপগূঢ়ম্॥ ৩৬॥

উঠিয়াছে। তুমি দেখিতে পাইবে, তিনি বিরহসন্তপ্ত অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাদৃশ রজনী অতিবাহিত করিতেছেন॥ ২৮॥ হে পয়োদ! তুমি দেখিবে, সুদীর্ঘ নিশ্বাসভরে প্রিয়তমার অধর-কিসলয় একান্ত ক্লিষ্ট ও গণ্ড পর্য্যন্ত লম্বিত অলকাজাল আন্দোলিত হইতেছে সন্দেহ নাই। অবিরল নয়নাশ্রু নিপতিত হওয়াতে নিদ্রা তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইতে পারিতেছে না; পরন্তু তিনি কেবল স্বপ্নাবেশে আমার সহিত সম্ভোগবাসনায় মুহুর্মুহুঃ নিদ্রা প্রার্থনা করিতেছেন॥ ২৯॥ তুমি দেখিতে পাইবে, যে দিন প্রথম-বিরহ ঘটনা উপস্থিত হয়, প্রিয়তমা সেই দিবস মাল্যদাম বিসর্জ্জন করিয়া যে শিখা বন্ধন করিয়াছেন, শাপান্তে আনন্দভরে আমি যাহা খুলিয়া উদ্বেষ্টন করিয়া দিব, তিনি স্পর্শক্লিষ্ট নখবিশিষ্ট হস্ত দ্বারা সেই কঠিন বিষম একবেণীস্বরূপ শিখা গণ্ডপ্রদেশ হইতে পুনঃ পুনঃ অপসারিত করিতেছেন॥ ৩০॥ স্থলপদ্মিনী যেমন মেঘাচ্ছন্ন দিবসে বিকসিত বা অমুকুলিত থাকে না, অধুনা আমার প্রিয়তমাও তদনুরূপ অবস্থাপন্ন হইতেছেন সন্দেহ নাই; কারণ, তদীয় নয়নদ্বয় পূর্ব্বপ্রীতি নিবন্ধন গবাক্ষরন্ধ্রগত সুধাংশুকরের অভিমুখীন ও পুনর্ব্বার সন্নিবৃত্ত হইয়া দারুণ দুঃখ-সলিলে আপ্লাবিত হইতেছে। তিনি পক্ষ্মদ্বারা পুনঃ পুনঃ চক্ষু আচ্ছাদন করিতেছেন॥ ৩১॥ হে জলদ! সেই অবলা নিরতিশয় দুঃখ নিবন্ধন যাবতীয় বিভূষণ পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর শয্যাশায়িনী হইয়া রহিয়াছেন। দেখিবামাত্র তুমিও অভিনব সলিলরূপ বাষ্পরাশি বিসর্জ্জন করিবে সন্দেহ নাই; কারণ, যাঁহাদিগের হৃদয় কোমল, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ প্রায়ই করুণার্দ্র হইয়া থাকে॥ ৩২॥ হে ভ্রাতঃ! আমি জানি, ত্বদীয় সখীর চিত্ত একমাত্র আমাতেই একান্ত অনুরক্ত, সেই হেতুই আমি প্রথম-বিরহে তাঁহার ঈদৃশী অবস্থা কল্পনা করিতেছি; নতুবা সুভগমানিতা নিবন্ধন বাচালতা প্রকাশ করিতেছি না। অধিক কি, তুমি স্বয়ংই আশু সেই সকল প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারিবে॥ ৩৩॥ হে পয়োধর! প্রিয়ার অপাঙ্গপ্রসরে আর পূর্ব্ববৎ অলকাবলী পরিলক্ষিত হইবে না, তাঁহার নয়নযুগলে আর সেরূপ কজ্জলরাগ নাই, আর সেরূপ ভ্রূবিলাসও দৃষ্ট হইবে না। তুমি তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলে তিনি যখন নয়নযুগল ঊর্দ্ধদেশে সমুৎক্ষিপ্ত করিবেন, তখন মীনক্ষুভিত চপল কুবলয় সদৃশ অভূতপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিবে সন্দেহ নাই॥ ৩৪॥ অধুনা প্রিয়তমার বাম উরুদেশ চিরপরিচিত মুক্তাজালেও বঞ্চিত হইয়াছে। আমি সম্ভোগাবসানে কর দ্বারা উহা সংবাহন করিয়া দিতাম। হায়! সরস কদলীস্তম্ভের ন্যায় সেই গুরুতর উরুদেশ এখন চপলতা ধারণ করিতেছে সন্দেহ নাই॥ ৩৫॥ হে পয়োদ! তুমি যৎকালে উপস্থিত হইবে, যদি প্রিয়তমা তখন নিদ্রিতা থাকেন,

তামুত্থাপ্য স্বজলকণিকাশীতলেনানিলেন, প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবৈর্জালকৈর্মালতীনাম্।
বিদ্যুদ্গর্ভস্তিমিতনয়নাং ত্বৎসনাথে গবাক্ষে, বক্তুং ধীরস্তনিতবচনৈর্মানিনীং প্রক্রমেথাঃ ॥ ৩৭ ॥
ভর্ত্তুর্মিত্রং প্রিয়মবিধবে বিদ্ধি মামম্বুবাহং, তৎসন্দেশৈর্হৃদয়নিহিতৈরাগতং ত্বৎসমীপম্।
যো বৃন্দানি ত্বরয়তি পথি শ্রাম্যতাং প্রোষিতানাং, মন্দ্রস্নিগ্ধৈর্ধ্বনিভিরবলাবেণিমোক্ষোৎসুকানি ॥৩৮॥
ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা, ত্বামুৎকণ্ঠোচ্ছ্বসিতহৃদয়া বীক্ষ্য সম্ভাব্য চৈব।
শ্রোষ্যত্যস্মাৎ পরমবহিতা সৌম্য সীমন্তিনীনাং, কান্তোদন্তঃ সুহৃদুপগতঃ সঙ্গমাৎ কিঞ্চিদূনঃ ॥ ৩৯ ॥
তামায়ুষ্মন্মম চ বচনাদাত্মনশ্চোপকর্ত্তুং, ব্রূয়া এবং তব সহচরো রামগির্য্যাশ্রমস্থঃ।
অব্যাপন্নঃ কুশলমবলে পৃচ্ছতি ত্বাং বিযুক্তঃ, পূর্ব্বাভাষ্যং সুলভবিপদাং প্রাণিনামেতদেব ॥ ৪০ ॥
অঙ্গেনাঙ্গং প্রতনু তনুনা গাঢ়তপ্তেন তপ্তং, সাস্রেণাশ্রুদ্রুতমবিরতোৎকণ্ঠমুৎকণ্ঠিতেন।
উষ্ণোচ্ছ্বাসং সমধিকতরোচ্ছ্বাসিনা দূরবর্ত্তী, সঙ্কল্পৈস্তৈর্বিশতি বিধিনা বৈরিণা রুদ্ধমার্গঃ ॥ ৪১ ॥
শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ, কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ।
সোঽতিক্রান্তঃ শ্রবণবিষয়ং লোচনাভ্যামদৃশ্যস্ত্বামুৎকণ্ঠাবিরচিতপদং মন্মুখেনেদমাহ ॥ ৪২ ॥
শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং, বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্, হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি ॥ ৪৩ ॥

তাহা হইলে তুমি কিছুমাত্র গর্জ্জন না করিয়া তাহার পশ্চাদ্ভাগে আশ্রয় পূর্ব্বক এক প্রহরকাল প্রতীক্ষা করিও। অন্যথা তিনি স্বপ্নাবেশে আমার সহিত সঙ্গত ও মদীয় ভুজলতায় বেষ্টিতা হইয়া যে সম্ভোগসুখ উপভোগ করিতেছেন, নিদ্রাভঙ্গ নিবন্ধন সেই স্বপ্ন-সমাগমের বিঘ্ন ঘটিবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৬ ॥ হে সখে! তুমি ধীর বিদ্যুৎসহচর হইয়া গবাক্ষ-প্রদেশে গমন পূর্ব্বক স্বীয় সলিলশীকর-সুশীতল অনিলসহকারে প্রিয়তমাকে জাগরিত ও অভিনব মালতীকুসুমকোরক দ্বারা সুস্থির করিয়া স্বীয় ধ্বনিরূপবচনে সেই স্তিমিতনয়না মানিনীর নিকট আমার সন্দেশবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিবে ॥ ৩৭ ॥ তুমি প্রিয়তমাকে এই কথা কহিবে যে, হে অবিধবে! আমি অম্বুবাহক, আমাকে তোমার প্রিয়মিত্র বলিয়া জানিও। আমি ত্বদীয় স্বামীর সন্দেশভার হৃদয়ে ধারণ করিয়া তোমার নিকট সমাগত হইয়াছি। যে সকল প্রোষিত পথিক অবলাগণের বেণীমোচনে সমুৎসুক, আমিই সেই সকল পথিশ্রান্তগণকে স্নিগ্ধ মন্দগর্জ্জন দ্বারা গৃহগমনে ত্বরা প্রদর্শন করিয়া থাকি ॥ ৩৮ ॥ হে সৌম্য! তুমি এইরূপ বলিলে জনকনন্দিনী যেরূপ উন্মুখী হইয়া পবননন্দন হনুমানকে দর্শন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ প্রিয়তমাও উৎকণ্ঠা নিবন্ধন উচ্ছ্বসিত-হৃদয়ে তোমাকে দর্শন ও তোমার সংবর্দ্ধনা করিয়া ত্বদীয় বাক্য শ্রবণ করিবেন। কারণ, মিত্র কর্ত্তৃক সমানীত পতি সংবাদ রমণীগণের পক্ষে সঙ্গম অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূন হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥ হে আয়ুষ্মন! তুমি আমার বচনানুসারে এবং নিজের উপকারার্থ প্রিয়তমাকে বলিও যে, হে অবলে! ত্বদীয় পতি তোমার সহিত বিযুক্ত হইয়া চিত্রকূটগিরির অভ্যন্তরস্থ আশ্রমে নিরাপদে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি তোমার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন, কারণ, মরণধর্ম্ম-শীল জীবগণ প্রথমেই কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥ যাহা হউক, তোমার পতি প্রতি-কূল বিধিবশে রুদ্ধমার্গ হইয়া দূরদেশে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে নিরন্তর উষ্ণশ্বাস ও অবিরত অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। তিনি কেবলমাত্র সংকল্প দ্বারা তোমার সহিত সমাগমসুখ উপভোগ করিতেছেন ॥ ৪১ ॥ হে অবলে! তোমার যে পতি, সখীগণ সমক্ষে আননস্পর্শে লোলুপ হইয়া প্রকাশ্য বচনও তোমার কর্ণে কর্ণে বলিতে সমুৎসুক হইতেন, অধুনা তিনি শ্রুতিবিষয় ও নয়নবিষয় অতিক্রম পূর্ব্বক উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে আমার প্রমুখাৎ এইরূপ বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, হে চণ্ডি! আমি প্রিয়ঙ্গুলতায় ত্বদীয় অঙ্গসৌকুমার্য্য, চকিত হরিণীগণের নেত্রে দৃষ্টিপাত, শশাঙ্কে বদন-কান্তি, শিখিবর্হভারে কেশপাশ এবং সুকুমার তরঙ্গিণীর তরঙ্গে ত্বদীয় ভ্রূবিলাস নিরীক্ষণ করি বটে,

ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়ামাত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্ত্তুম্।
অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে, ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ ॥ ৪৪ ॥
ধারাসিক্তস্থলসুরভিণস্ত্বন্মুখস্যাস্য বালে, দূরীভূতং প্রতনুমপি মাং পঞ্চবাণঃ ক্ষিণোতি।
ঘর্মান্তেঽস্মিন্ বিগণয় কথং বাসরাণি ব্রজেয়ুর্দিক্‌সংসক্তপ্রবিততঘনব্যস্তসূর্য্যাতপানি ॥ ৪৫ ॥
মামাকাশপ্রণিহিতভুজং নির্দয়াশ্লেষহেতোঃ, লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্নসন্দর্শনেষু।
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলীদেবতানাং, মুক্তাস্থূলাস্তরুকিশলয়েষ্বশ্রুলেশাঃ পতন্তি ॥ ৪৬ ॥
ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং, যে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ, পূর্ব্বস্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি ॥ ৪৭ ॥
সংক্ষিপ্যেত ক্ষণ ইব কথং দীর্ঘযামা ত্রিযামা, সর্ব্বাবস্থাস্বহরহরপি মন্দমন্দাতপঃ স্যাৎ।
ইত্থং চেতশ্চটুলনয়নে দুর্লভপ্রার্থনং মে, গাঢ়োষ্মাভিঃ কৃতমশরণং ত্বদ্বিয়োগব্যথাভিঃ ॥ ৪৮ ॥
নম্বাত্মানং বহু বিগণয়ন্নাত্মনৈবাবলম্বে, তৎ কল্যাণি ত্বমপি নিতরাং মাগমঃ কাতরত্বম্।
কস্যাত্যন্তং সুখমুপগতং দুঃখমেকান্ততো বা, নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ ॥ ৪৯ ॥
শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ, মাসানন্যান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা।
পশ্চাদাবাং বিরহগুণিতং তং তমাত্মাভিলাষং, নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণতশরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু ॥ ৫০ ॥
ভূয়শ্চাহ ত্বমপি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে, নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী সস্বনং বিপ্রবুদ্ধা।
সান্তর্হাসং কথিতমসকৃৎ পৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে, দৃষ্টঃ স্বপ্নে কিতব রময়ন্ কামপি ত্বং ময়েতি ॥ ৫১ ॥

কিন্তু হায়! কিছুতেই তোমার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না ॥ ৪২-৪৩ ॥ হে প্রিয়তমে! আমি তোমার দ্বারা শিলাতলে তোমার প্রণয়-কুপিতা মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া যেমন তাহার চরণতলে নিপতিত হইতে অভিলাষ করি, অমনি মুহুর্মুহুঃ অশ্রুপ্রবাহ নিপতিত হইয়া আমার দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ করিয়া দেয়। হায়! ক্রূরহৃদয় মারাত্মক দুর্দ্দৈব চিত্রপটেও আমাদিগের সমাগম সহ্য করিতে পারিল না ॥ ৪৪ ॥ হে বালে! তোমার বদনকমল ধারাসিক্ত ভূমির ন্যায় সুরভি, আমি সেই মুখদর্শনে বঞ্চিত হইয়া দূরদেশে অবস্থিতি করাতে একান্ত কৃশ হইয়া পড়িয়াছি, তথাপি পঞ্চশর আমাকে অহরহঃ অসহ্য ক্লেশ প্রদান করিতেছে। যাহা হউক, এই গ্রীষ্মবাসর অবসান হইলে ঐ সময়ে চারিদিক্ বিশুদ্ধ জলদজালে সমাচ্ছন্ন হইবে এবং সূর্য্যাতপ রুদ্ধপ্রায় হইয়া পড়িবে। কোনরূপে সেই সকল দিন অতিবাহিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৫ ॥ হে প্রিয়তমে! আমি স্বপ্নাবেশে তোমাকে দেখিয়া গাঢ়তর আলিঙ্গনের আশায় গগনমার্গে হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া থাকি, তদ্দর্শনে স্থলীদেবতারা যে মুক্তার ন্যায় স্থূল অশ্রুরাশি বিসর্জ্জন করেন, তাহা তরুকিসলয়ে পতিত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ হে গুণবতি! যে হিমাদ্রিবায়ু দেবদারু-তরুগণের পত্রপুটসমূহ ভেদ করিয়া তদ্‌গলিত ক্ষীরস্রুতির সুগন্ধ বহন পূর্ব্বক দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়, যদি কোন প্রকারে তাহা তোমার দেহে সংলগ্ন হইয়া থাকে, এই বিবেচনা করিয়া আমি সেই বায়ুকে আলিঙ্গন করিয়া থাকি ॥ ৪৭ ॥ হে চটুলনয়নে! দীর্ঘযামা রাত্রি কি প্রকারে ক্ষণকালের ন্যায় অতিবাহিত হইবে এবং দিবাভাগও কি প্রকারে সর্ব্বাবস্থায় সুখপ্রদ হইবে, আমার চিত্ত এই দুর্লভ প্রার্থনায় একান্ত অশরণ হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৪৮ ॥ হে কল্যাণি! অধুনা আমি নানাবিধ ভাবিসুখ চিন্তা করিয়া কোনরূপে ধৈর্য্য সহকারে জীবনধারণ করিতেছি। তুমিও একান্ত কাতর হইও না। বিবেচনা করিয়া দেখ, কোন্ ব্যক্তি নিয়ত সুখী হইয়া থাকে এবং কোন্ ব্যক্তিই বা অবিচ্ছেদে দুঃখের বশীভূত হয়? জীবগণের অবস্থা চক্রনেমির ন্যায় যথাক্রমে উচ্চনীচে গমন করিয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥ হে প্রিয়তমে! শার্ঙ্গধর শ্রীহরি যখন ভুজগশয়ন হইতে গাত্রোত্থান করিবেন, সেই সময়েই আমি অভিশাপ হইতে মুক্তিলাভ করিব। অতএব তুমি নয়নদ্বয় মুদিত করিয়া অবশিষ্ট চারিমাস কোন প্রকারে অতিবাহিত কর। তদনন্তর উভয়ে বিমল শশাঙ্কধবলা শারদীয়া যামিনীতে বিরহ-কল্পিত সেই সেই মনোভিলাষ পরিপূর্ণ করিব ॥ ৫০ ॥ হে জলদ! তুমি আরও বলিবে যে, তোমার পতি পুনর্ব্বার এই কথা বলিয়াছেন যে, হে প্রিয়তমে! পূর্ব্বে একদা তুমি বাহুপার্শ্বে আমার কণ্ঠ অভিবেষ্টন পূর্ব্বক শয্যাতলে নিদ্রিত হইয়া অকস্মাৎ নিদ্রাবশে কোন কারণে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছিলে। তোমাকে জাগরিত দেখিয়া

এতস্মান্মাং কুশলিনমভিজ্ঞানদানাদ্বিদিত্বা, মা কৌলীনাচ্চকিতনয়নে ময্যবিশ্বাসিনী ভূঃ।
স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে ত্বভোগাদিষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশীভবন্তি ॥ ৫২ ॥
কচ্চিৎ সৌম্য ব্যবসিতমিদং বন্ধুকৃত্যং ত্বয়া মে, প্রত্যাদেশান্ন খলু ভবতো ধীরতাং কল্পয়ামি।
নিঃশব্দোঽপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ, প্রত্যুক্তং হি প্রণয়িষু সতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব ॥ ৫৩ ॥
আশ্বাস্যৈবং প্রথমবিরহোদগ্রশোকাং সখীং তে, শৈলাদাশু ত্রিনয়নবৃষোৎখাতকূটান্নিবৃত্তঃ।
সাভিজ্ঞানপ্রহিতকুশলৈস্তদ্বচোভির্মমাপি, প্রাতঃ কুন্দপ্রসবশিথিলং জীবিতং ধারয়েথাঃ ॥ ৫৪ ॥
এতৎ কৃত্বা প্রিয়মনুচিতপ্রার্থনাবর্ত্তিনো মে, সৌহার্দ্দাদ্বা বিধুর ইতি বা ময্যনুক্রোশবুদ্ধ্যা।
ইষ্টান্ দেশান্ জলদ বিচর প্রাবৃষা সম্ভৃতশ্রীর্মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ ॥ ৫৫ ॥
শ্রুত্বা বার্ত্তাং জলদকথিতাং তাং ধনেশোঽপি সদ্যঃ, শাপস্যান্তং সদয়হৃদয়ঃ সংবিধায়াস্তকোপঃ।
সংযোজ্যেতৌ বিগলিতশুচৌ দম্পতী হৃষ্টচিত্তৌ, ভোগানিষ্টানবিরতসুখং ভোজয়ামাস শশ্বৎ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমহাকবিকালিদাসকৃতং মেঘদূতং সমাপ্তম্ ॥

আমি হাস্যবদনে পুনঃ পুনঃ রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তুমি বলিয়াছিলে, হে শঠ! আমি স্বপ্ন-যোগে দেখিলাম, তুমি অন্য কোন রমণীর সহিত বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। হে চটুলনেত্রে! আমার এই অভিজ্ঞান পাইয়া আমাকে সর্ব্বপ্রকারে কুশলী বলিয়া বিবেচনা করিও, কোন প্রকারে আমার মৃত্যু আশঙ্কা করিও না। ৫১-৫২ ॥ হে সৌম্য! তুমি এই মিত্রকার্য্য সম্পাদন করিতে কিরূপ সংকল্প করিয়াছ? হে জলদ! আমি তোমার নিকট প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইবার বাসনা করি না। বিবেচনা করিয়া দেখ, যখন চাতকেরা প্রার্থনা করে, তখন তুমি নিঃশব্দে তাহাদিগকে জলদান করিয়া থাক। ফলতঃ যাচকের অভিলষিত-সাধনই সজ্জনগণের প্রত্যুত্তর বলিয়া পরিগণিত ৫৩॥ হে পয়োধর! প্রথম-বিরহ নিবন্ধন একান্ত শোকবিধুরা তোমার সখী মদীয় পত্নীকে এই প্রকার আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক শিবরূষ কর্ত্তৃক উৎখাত-কূটবিশিষ্ট কৈলাসগিরি হইতে আশু প্রত্যাগত হইবে এবং প্রিয়তমার অভিজ্ঞানসহ কুশলসংবাদ প্রদান করিয়া প্রাতঃকালীন কুন্দকুসুমের ন্যায় শিথিলিত মদীয় জীবন রক্ষা করিও ॥ ৫৪ ॥ হে জলদ! আমি তোমার নিকট অনুচিত প্রার্থনা করিতেছি সত্য, তথাপি তুমি সৌহার্দ্দবশে অথবা আমি বিয়োগশোকে বিধুর, এই বিবেচনায় মৎপ্রতি করুণাবুদ্ধি বশতঃ আমার এই প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিয়া তুমি যথেচ্ছ গমন কর; বর্ষাবশে তোমার অপূর্ব্ব শোভা উদিত হউক, সৌদামিনীসহ যেন ক্ষণকালের জন্যও তোমার বিচ্ছেদ না হয় ॥ ৫৫ ॥ ধনপতি যক্ষরাজ, জলদকথিত এই বৃত্তান্ত শ্রুতিগোচর করিয়া রোষ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সদয়-হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ অভিশাপ বিমোচন করিলেন এবং সেই যক্ষদম্পতীকে পুনর্ম্মিলিত করিয়া দিলে, তাঁহারা নিঃশোক-হৃদয়ে ও পুলকিতচিত্তে অবিরত সুখে অভীষ্ট-ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৬ ॥

মেঘদূত সমাপ্ত।

ঋতুসংহারঃ

মূল ও অনুবাদ

ঋতুসংহারঃ

গ্রীষ্মবর্ণনম্

প্রচণ্ডসূর্য্যঃ স্পৃহণীয়চন্দ্রমাঃ, সদাবগাহক্ষতবারিসঞ্চয়ঃ ।
দিনান্তরম্যোঽভ্যুপশান্তমন্মথো, নিদাঘকালোঽয়মুপাগতঃ প্রিয়ে ॥ ১ ॥
নিশাঃ শশাঙ্কক্ষতনীলরাজয়ঃ, কচিদ্বিচিত্রং জলযন্ত্র-মন্দিরম্ ।
মণিপ্রকারাঃ সরসঞ্চ চন্দনং, শুচৌ প্রিয়ে ! যান্তি জনস্য সেব্যতাম্ ॥ ২ ॥
সুবাসিতং হর্ম্ম্যতলং মনোহরং, প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাসবিকম্পিতং মধু ।
সুতন্ত্রিগীতং মদনস্য দীপনং, শুচৌ নিশীথেঽনুভবন্তি কামিনঃ ॥ ৩ ॥
নিতম্ববিম্বৈঃ সদুকূলমেখলৈঃ, স্তনৈঃ সহারাভরণৈঃ সচন্দনৈঃ ।
শিরোরুহৈঃ স্নানকষায়বাসিতৈঃ, স্ত্রিয়ো নিদাঘং শময়ন্তি কামিনাম্ ॥ ৪
নিতান্তলাক্ষারসরাগলোহিতৈর্নিতম্বিনীনাঞ্চরণৈঃ সনূপুরৈঃ ।
পদে পদে হংসরুতানুকারিভির্জনস্য চিত্তং ক্রিয়তে সমন্মথম্ ॥ ৫ ॥
পয়োধরাশ্চন্দনপঙ্কশীতলাস্তুষার-গৌরার্পিতহারশেখরাঃ ।
নিতম্বদেশাশ্চ সহেমমেখলাঃ, প্রকুর্ব্বতে কস্য মনো ন সোৎসুকম্ ॥ ৬ ॥
সমুদ্গতস্বেদচিতাঙ্গসন্ধয়ো, বিমুচ্য বাসাংসি গুরূণি সাম্প্রতম্ ।
স্তনেষু তন্বংশুকমুন্নতস্তনা, নিবেশয়ন্তি প্রমদাঃ সযৌবনাঃ ॥ ৭ ॥
সচন্দনাম্বুব্যজনোদ্ভবানিলৈঃ, সহারযষ্টিস্তনমণ্ডলার্পিতৈঃ ।
সবল্লকীকাকলিগীতনিস্বনৈঃ, প্রবুধ্যতে সুপ্ত ইবাস্য মন্মথঃ ॥ ৮ ॥

প্রিয়ে ! যে সময়ে সূর্য্যের তেজ অতিশয় প্রখর হয়, চন্দ্রমার সুবিমল ও সুশীতল কিরণ বাঞ্ছনীয় এবং সর্ব্বদা অবগাহন করায় বহুবারিপূর্ণ জলাশয়গুলির জল অল্প হইয়া যায় ও সায়ংকাল অতি মনোহর এবং যে সময়ে মন্মথবেগ প্রশান্ত হইয়া থাকে, সম্প্রতি সেই গ্রীষ্মকাল সমুপস্থিত ॥১॥ প্রিয়ে ! এই সময়ে জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী বিচিত্র জলযন্ত্রযুক্ত গৃহ, নানাবিধ মণি এবং সরস চন্দন ব্যবহার জন্য সাধারণের প্রিয় হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ এই গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে পুরুষগণ মনোহর সুগন্ধযুক্ত অট্টালিকায় সুখাসীন হইয়া বদন-মারুত-কম্পিত সুধা ও কামোদ্দীপক তানলয়াদিসঙ্গত বীণার সুমধুর সংগীত উপভোগ করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥ সুরূপা বিলাসিনীগণ চন্দ্রহারশোভিত নিতম্ব এবং সচন্দন হারমণ্ডিত স্তন ও মনোমুগ্ধকর গন্ধদ্রব্যসুবাসিত কেশকলাপ দ্বারা বিলাসী পুরুষদিগের দুঃসহ গ্রীষ্মসন্তাপ নিবারণ করে ॥৪॥ এই সময়ে নিতম্বিনী কামিনীগণ গাত্র অলক্তক-রাগে রঞ্জিত করত পদে কলহংসের ন্যায় শ্রুতিসুখকর শব্দায়মান নূপুর অলঙ্কৃত করিয়া থাকে। তাহাদের প্রতিপাদ-ক্ষেপে বিলাসীদিগের চিত্তবেগ বর্দ্ধন করে ॥ ৫ ॥ দেখ প্রিয়ে ! সর্ব্বসৌন্দর্য্যশালিনী বিলাসিনীদিগের চন্দন-চর্চ্চিত স্তনমণ্ডল, হারভূষিত বক্ষঃস্থল আর স্বর্ণ-চন্দ্রহারে সুশোভিত নিতম্বদেশ, এই সমস্ত দর্শনে কাহার সুশীতল চিত্তে মনোভবের ভাব আবির্ভূত না হয় ? ৬ ॥ এই সময়ে সতত ঘর্ম্ম প্রবল হওয়ায় পীনবক্ষা যুবতী প্রমদাগণ স্থূলবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মবস্ত্র দ্বারা বক্ষোদেশ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে ॥৭॥ এই গ্রীষ্মকালে চন্দনজলে সিক্ত পাখার বাতাসে, হারশোভিতা রমণীর বক্ষঃস্থলস্পর্শে ও বীণাবাদ্যের সুস্বরগানে লোকের নিদ্রিত মন্মথভাবও জাগিয়া

সিতেষু হর্ম্ম্যেষু নিশাসু যোষিতাং, সুখপ্রসুপ্তানি মুখানি চন্দ্রমাঃ।
বিলোক্য নূনং ভৃশমুৎসুকশ্চিরং, নিশাক্ষয়ে যাতি হ্রিয়েব পাণ্ডুতাম্ ॥ ৯ ॥
অসহ্যবাতোদ্গতরেণুমণ্ডলা, প্রচণ্ডসূর্য্যাতপতাপিতা মহী।
ন শক্যতে দ্রষ্টুমপি প্রবাসিভিঃ, প্রিয়াবিয়োগানলদগ্ধমানসৈঃ ॥ ১০ ॥
মৃগাঃ প্রচণ্ডাতপতাপিতা ভৃশং, তৃষা মহত্যা পরিশুষ্কতালবঃ।
বনান্তরে তোয়মিতি প্রধাবিতা, নিরীক্ষ্য ভিন্নাঞ্জনসন্নিভং নভঃ ॥ ১১ ॥
সবিভ্রমৈঃ সস্মিতজিহ্মবীক্ষিতৈর্বিলাসবত্যো মনসি প্রবাসিনাম্।
অনঙ্গসন্দীপনমাশু কুর্ব্বতে, যথা প্রদোষাঃ শশিচারুভূষণাঃ ॥ ১২ ॥
রবের্ময়ূখৈরভিতাপিতো ভৃশং, বিদহ্যমানঃ পথি তপ্তপাংশুভিঃ।
অবাঙ্মুখো জিহ্মগতিঃ শ্বসন্মুহুঃ, ফণী ময়ূরস্য তলে নিষীদতি ॥১৩॥
তৃষা মহত্যা হতবিক্রমোদ্যমঃ, শ্বসন্মুহুর্দূরবিদারিতাননঃ।
ন হন্ত্যদূরেঽপি গজান্ মৃগেশ্বরো, বিলোলজিহ্বঃ স্খলিতাগ্রকেশরঃ ॥১৪॥
বিশুষ্ককণ্ঠাহৃতশীকরাম্ভসো, গভস্তিভির্ভানুমতোঽভিতাপিতাঃ।
প্রবৃদ্ধতৃষ্ণোপহতা জলার্থিনো, ন দন্তিনঃ কেশরিণোঽপি বিভ্যতি ॥১৫॥
হুতাগ্নিকল্পৈঃ সবিতুর্গভস্তিভিঃ, কলাপিনঃ ক্লান্তশরীরচেতসঃ।
ন ভোগিনং ঘ্নন্তি সমীপবর্ত্তিনং, কলাপচক্রেষু নিবেশিতাননম্ ॥১৬॥
সভদ্রমুস্তং পরিশুষ্ককর্দ্দমং, সরঃ খনন্নায়তপোথমণ্ডলৈঃ।
রবের্ময়ূখৈরভিতাপিতো ভৃশং, বরাহযূথো বিশতীব ভূতলম্ ॥ ১৭ ॥
বিবস্বতা তীব্রতরাংশুমালিনা, সপঙ্কতোয়াৎ সরসোঽভিতাপিতঃ।
উৎপ্লুত্য ভেকস্তৃষিতস্য ভোগিনঃ, ফণাতপত্রস্য তলে নিষীদতি ॥ ১৮॥
সমুদ্ধৃতাশেষমৃণালজালকং, বিপন্নমীনং দ্রুতভীতসারসম্।
পরস্পরোৎপীড়নসংহতৈর্গজৈঃ, কৃতং সরঃ সান্দ্রবিমর্দ্দকর্দ্দমম্ ॥১৯॥

উঠে ॥৮॥ চন্দ্রমা এই সময়ে রাত্রিতে শুভ্র অট্টালিকায় শয়িতা নিদ্রিতা কামিনীদিগের মুখমণ্ডল বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় সৌন্দর্য্যরাশি তিরস্কার করত লজ্জায় ব্যাকুল হইয়া প্রাতঃকালে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায় ॥৯॥ এই সময়ে পৃথিবী প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে অতিশয় তাপিত হইয়াছে, প্রবল বায়ুতে ধূলা উঠিতেছে. প্রিয়াবিচ্ছেদানলে দগ্ধমনা প্রবাসিগণও ইহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিতেছে না ॥ ১০ ॥ প্রচণ্ড আতপতাপে মৃগগণ অত্যন্ত তাপিত এবং পিপাসায় শুষ্কতালু হইয়া সুনীল আকাশকে জলাশয় ভ্রমে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে ॥ ১১ ॥ বিলাসিনীগণ ঈষৎ হাস্যের সহিত কটাক্ষপাতে জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির ন্যায় প্রবাসিদিগের মনে শীঘ্র বিলাসভাবের উত্তেজনা করিয়া দিতেছে ॥ ১২ ॥ সর্পগণ রৌদ্রে অতিশয় তাপিত ও উত্তপ্ত ধূলিরাশিতে দগ্ধগাত্র হইয়া অধোমুখে বক্রগমনে ঘন ঘন শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে ময়ূরের ক্রোড়ে (ছায়ায়) গিয়া আশ্রয় লইতেছে ॥১৩॥ সিংহগণ তৃষ্ণায় অত্যন্ত দুর্ব্বল ও উদ্যমহীন হইয়া পড়িয়াছে, ঘন ঘন নিশ্বাসত্যাগ করিতেছে, মুখ বিস্ফারিত করিয়া ভূমিতলে পড়িয়া আছে, তৃষ্ণায় জিহ্বা লক্ লক্ করিতেছে, কেশের অগ্রভাগ কাঁপিতেছে, হস্তিগণকে নিকটে দেখিয়াও বধ করিতে উঠিতেছে না ॥১৪॥ হস্তিগণও বিন্দুমাত্র জল না পাইয়া শুষ্ককণ্ঠে রৌদ্রে অতিশয় সন্তাপিত ও বর্দ্ধিত তৃষ্ণায় কাতর হইয়া জলের আশায় ইতস্ততঃ বেড়াইতেছে, সিংহকে দেখিয়াও ভয় পাইতেছে না ॥১৫॥ আহুতদ্রব্যে বর্দ্ধিততেজা অগ্নির ন্যায়, প্রচণ্ডরৌদ্রে ময়ূরগণের শরীর ও মন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে, সর্প নিকটে আসিয়া পুচ্ছচক্রে মুখ রাখিয়াছে দেখিয়াও তাহাকে বধ করিতেছে না ॥ ১৬ ॥ শূকরগণ রৌদ্রে অত্যন্ত তাপিত হইয়া দীর্ঘমুখাগ্রদ্বারা ভদ্রমুস্তাপরিপূর্ণ, শুষ্ককর্দ্দম সরোবর খনন করিতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে যেন, তাহারা শীতল হইবার জন্য পাতালে গিয়া আশ্রয় লইবার অভিলাষ করিতেছে ॥ ১৭ ॥ ভেকগণ অতি রৌদ্রে তাপিত হইয়া উত্তপ্ত ও কর্দ্দমময় জল হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া শীতল হইবার আশায় তৃষ্ণাতুর-সর্পের ফণার নীচে আসিয়া অবস্থান করিতেছে ॥ ১৮ ॥ হস্তিগণ পরস্পরকে উৎপীড়ন

রবিপ্রভোদ্ভিন্নশিরোমণিপ্রভো, বিলোলজিহ্বাদ্বয়লীঢ়মারুতঃ।
বিষাগ্নিসূর্য্যাতপতাপিতঃ ফণী, ন হন্তি মণ্ডূককুলং তৃষাকুলঃ॥২০॥
সফেণলালাবৃতবক্ত্রসম্পুটং, বিনিঃসৃত্য লোহিতজিহ্বমুন্মুখম্।
তৃষাকুলং নিঃসৃতমদ্রিগহ্বরাদ্গবেষমাণং মহিষীকুলং জলম্॥২১॥

পটুতরদবদাহোচ্ছুষ্ক-শষ্পপ্ররোহাঃ, পরুষপবনবেগোৎক্ষিপ্তসংশুষ্কপর্ণাঃ।
দিনকরপরিতাপক্ষীণতোয়াঃ সমন্তাৎ, বিদধতি ভয়মুচ্চৈর্বীক্ষ্যমাণা বনান্তাঃ॥ ২২॥
শ্বসিতি বিহগবর্গঃ শীর্ণপর্ণদ্রুমস্থঃ, কপিকুলমুপযাতি ক্লান্তমদ্রের্নিকুঞ্জম্।
ভ্রমতি গবয়যূথঃ সর্ব্বতস্তোয়মিচ্ছন্, শরভকুলমজিহ্মং প্রোদ্ধরত্যম্বু কূপাৎ॥ ২৩॥
বিকচনবকুসুম্ভস্বচ্ছসিন্দূরভাসা, প্রবলপবনবেগোদ্ভূতবেগেন তূর্ণম্।
তটবিটপলতাগ্রালিঙ্গনব্যাকুলেন, দিশি দিশি পরিদগ্ধা ভূময়ঃ পাবকেন॥ ২৪॥
জ্বলতি পবনবৃদ্ধঃ পর্ব্বতানাং দরীষু, স্ফুটতি পটুনিনাদৈঃ শুষ্কবংশস্থলীষু।
প্রসরতি তৃণমধ্যে লব্ধবৃদ্ধিঃ ক্ষণেন, গ্লপয়তি মৃগবর্গং প্রান্তলগ্নো দবাগ্নিঃ॥ ২৫॥
বহুতর ইব জাতঃ শাল্মলীনাং বনেষু, স্ফুরতি কনকগৌরঃ কোটরেষু দ্রুমাণাম্।
পরিণতদলশাখানুৎপতত্যাশু বৃক্ষাৎ, ভ্রমতি পবনধূতঃ সর্ব্বতোঽগ্নির্বনান্তে॥ ২৬॥
গজগবয়মৃগেন্দ্রা বহ্নিসন্তপ্তদেহাঃ, সুহৃদ ইব সমস্তাদ্দ্বন্দ্বভাবং বিহায়।
হুতবহপরিখেদাদাশু নির্গত্য কক্ষাদ্বিপুলপুলিনদেশান্নিম্নগাং সংবিশন্তি॥ ২৭॥

করিয়া সরোবর হইতে তাড়াইবার জন্য কলহ করিতে করিতে মৃণালসকল তুলিয়া ফেলিতেছে, বিপন্ন মৎস্যকুল বিনাশ করিতেছে, ভীত সারসগণকে তাড়াইয়া দিতেছে এবং সরোবরের কর্দ্দম অধিকতর শুষ্ক করিয়া ফেলিতেছে॥ ১৯॥ সর্পের শিরস্থিতমণি সূর্য্যকিরণে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে এবং তাহারা জিহ্বাদ্বয়ে বায়ু লেহন করিতেছে, নিজের বিশেষ প্রভাবে সূর্য্যোত্তাপে এবং তৃষ্ণায় কাতর হইয়া ভেক-দিগকেও বিনাশ করিতেছে না॥ ২০॥ মহিষগণের কম্পিত মুখ হইতে ফেণা-পরিপূর্ণ ঈষৎ লোহিত-বর্ণ জিহ্বা বহির্গত হইয়াছে এবং তাহারা পিপাসায় কাতর হইয়া ঊর্দ্ধমুখে জল অন্বেষণ করিতে পর্ব্বত-গহ্বর হইতে বাহিরে আসিতেছে॥ ২১॥ বনপ্রদেশে তৃণাঙ্কুর-সকল দাবানলে দগ্ধ হইতেছে, প্রবল বায়ুতে শুষ্ক পত্র-সকল উড়িয়া যাইতেছে, সূর্য্যতাপে জলাশয়-সকল শুষ্ক হইতেছে, সুতরাং বনের সকল দিকে নিরীক্ষণ করিলেই ভয়ের সঞ্চার হয়॥ ২২॥ বৃক্ষের পত্র অধিকাংশ পড়িয়া গেলেও তাহাতেই কোনরূপে পক্ষিগণ বসিয়া শ্বাসত্যাগ করিতেছে। বানরগণ ক্লান্ত হইয়া পর্ব্বতনিকুঞ্জে গমন করিতেছে, শরভগণ সরলভাবে কূপ হইতে জল তুলিতেছে॥ ২৩॥ নববিকসিত কুসুম-পুষ্প ও নির্ম্মল সিন্দুরের ন্যায় উজ্জ্বল অগ্নি প্রবলপবনের বেগে আরও বর্দ্ধিততেজা হইয়া বৃক্ষলতাদির অগ্রভাগ আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে যেন পৃথিবী দহন করিয়া ফেলিতেছে॥ ২৪॥ দাবানল পর্ব্বতগুহার প্রবল পবনে বর্দ্ধিত হইয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে, শুষ্ক বংশবনে মহাশব্দে প্রবেশ করিতেছে, তৃণরাশির মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে এবং মৃগগণের শরীরপ্রান্তে (লোমে) লাগিয়া তাহা-দিগকে বিনাশ করিতেছে॥ ২৫॥ শাল্মলীবনে অগ্নি রাশীকৃত হইয়া বৃক্ষকোটরমধ্যে স্বর্ণের ন্যায় প্রভা বিস্তার করিয়া জ্বলিতেছে, শুষ্কবৃক্ষ পাইবামাত্র তাহার শিখরদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া উঠিতেছে এবং বায়ুর সাহায্যে বনের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে॥ ২৬॥ হস্তী, গবয় ও সিংহগণ দাবানলে তাপিত হইয়া পরস্পর বন্ধুর ন্যায় একবারে শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া অগ্নিপ্রতপ্ত বন হইতে

কমলবনচিতাম্বুঃ পাটলামোদরম্যঃ, সুখসলিলনিষেকঃ সেব্যচন্দ্রাংশুহাসঃ।
ব্রজতু তব নিদাঘঃ কামিনীভিঃ সমেতো, নিশি সুললিতগীতে হর্ম্যপৃষ্ঠে সুখেন ॥ ২৮ ॥

ইতি গ্রীষ্মবর্ণনম

বর্ষাবর্ণনম

সশীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জরস্তড়িৎ-পাতাকোঽশনিশব্দমর্দ্দলঃ।
সমাগতো রাজবদুদ্ধতদ্যুতির্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে ॥ ১ ॥
নিতান্তনীলোৎপলপত্রকান্তিভিঃ, ক্বচিৎ প্রভিন্নাঞ্জনরাশিসন্নিভৈঃ।
ক্বচিৎ সগর্ভপ্রমদাস্তনপ্রভৈঃ, সমাচিতং ব্যোম ঘনৈঃ সমন্ততঃ ॥ ২ ॥
তৃষাকুলৈশ্চাতকপক্ষিণাং কুলৈঃ, প্রযাচিতাস্তোয়ভরাবলম্বিনঃ।
প্রয়ান্তি মন্দং বহুধারবর্ষিণো, বলাহকাঃ শ্রোত্রমনোহরস্বনাঃ ॥ ৩ ॥
বলাহকাশ্চাশনিশব্দমর্দ্দলাঃ, সুরেন্দ্রচাপং দধতস্তড়িদ্‌গুণম্‌।
সুতীক্ষ্ণধারাপতনোগ্রসায়কৈস্তুদন্তি চেতঃ প্রসভং প্রবাসিনাম্‌ ॥ ৪ ॥
প্রভিন্নবৈদূর্য্যনিভৈস্তৃণাঙ্কুরৈঃ, সমাচিতা প্রোত্থিতকন্দলীদলৈঃ।
বিভাতি শুক্লেতররত্নভূষিতা, বরাঙ্গনেব ক্ষিতিরিন্দ্রগোপকৈঃ ॥ ৫ ॥
সদা মনোজ্ঞং স্বনদুৎসবোৎসুকং, বিকীর্ণবিস্তীর্ণকলাপশোভিতম্‌।
সসম্ভ্রমালিঙ্গনচুম্বনাকুলং, প্রবৃত্তনৃত্যং কুলমদ্য বর্হিণাম ॥ ৬ ॥

বহির্গত হইয়া বিপুল পুলিনে আশ্রয় লইয়া নদীতে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৭ ॥ জলাশয়ে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া মনোহর দৃশ্য হইয়াছে, পাটলপুষ্পের গন্ধে চতুর্দ্দিক্‌ আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে শীতল জলে অবগাহন ও স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণই লোকের আদরণীয়; প্রিয়ে! এক্ষণে গ্রীষ্মকালে কামিনীগণের সহিত সুশীতল অট্টালিকায় অবস্থান পূর্ব্বক সুললিত গান শ্রবণ করিতে করিতে নিশি অতিবাহিত করা পরম সুখের বিষয় ॥ ২৮

গ্রীষ্মবর্ণন সমাপ্ত।

প্রিয়ে! জলকণাপূর্ণ মেঘরূপ মত্তহস্তী, বিদ্যুৎরূপ পতাকা আর বজ্রধ্বনিরূপ বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে লইয়া বিলাসীদিগের প্রিয়, শোভাময় বর্ষাকাল রাজার ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১ ॥ মেঘগণ কোথাও অতিশয় নীলবর্ণের উৎপলপত্রের ন্যায়, কোথাও বা মর্দ্দিত অঞ্জনরাশির তুল্য আর কোথাও বা গর্ভবতী রমণীর স্তনপ্রভার মত প্রভাবিশিষ্ট হইয়া সমস্ত আকাশ আবৃত করিয়াছে ॥ ২ ॥ তৃষ্ণাতুর চাতককুলের প্রার্থনায় জলভারাবনত মেঘদল, মুষলধারায় বারিবর্ষণ ও শ্রুতিসুখকর মৃদু ধ্বনি করিতে করিতে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে ॥ ৩ ॥ অশনি-শব্দে বাদ্যধ্বনি করিয়া, বিদ্যুৎরূপ-গুণ-যোজিত ইন্দ্রধনু লইয়া মেঘদল সুতীক্ষ্ণ বৃষ্টিধারারূপ উগ্রবাণাঘাতে প্রবাসীদিগের মন মথিত করিয়া ফেলিতেছে ॥ ৪ ॥ ভূমিভেদ করিয়া বৈদূর্য্য-মণির মত যে তৃণাঙ্কুর জন্মিয়াছে, তাহাতে নবজাত কন্দলীলতার পত্রে এবং রক্তবর্ণ ইন্দ্রগোপকীটে ভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, যেন নীলরক্তাদিবর্ণের মণিরত্নাদিশোভিতা বারাঙ্গনাগণ বিরাজ করিতেছে ॥ ৫ ॥ ময়ূরগণ আনন্দে মত্ত হইয়া মধুর শব্দ করিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে পুচ্ছবিস্তার করিতেছে, ময়ূরীর সহিত চুম্বনালিঙ্গনের জন্য ব্যস্ত হইয়াছে

নিপাতয়ন্ত্যাঃ পরিতস্তটদ্রুমান্, প্রবৃদ্ধবেগৈঃ সলিলৈরনির্ম্মলৈঃ।
স্ত্রিয়ঃ সুদুষ্টা ইব জাতবিভ্রমাঃ, প্রয়ান্তি নদ্যস্ত্বরিতং পয়োনিধিম্॥ ৭॥
তৃণোৎকরৈরুদ্গতকোমলাঙ্কুরৈর্বিচিত্রনীলৈর্হরিণীমুখক্ষতৈঃ।
বনানি বৈন্ধ্যানি হরন্তি মানসং, বিভূষিতান্যুদ্গতপল্লবদ্রুমৈঃ॥ ৮॥
বিলোলনেত্রোৎপলশোভিতাননৈর্মৃগৈঃ সমন্তাদুপজাতসাধ্বসৈঃ।
সমাচিতা সৈকতিনী বনস্থলী, সমুৎসুকত্বং প্রকরোতি চেতসঃ॥ ৯॥
অভীক্ষ্ণমুচ্চৈর্ধ্বনতা পয়োমুচা, ঘনান্ধকারীকৃতশর্ব্বরীষ্বপি।
তড়িৎপ্রভাদর্শিতমার্গভূময়ঃ, প্রয়ান্তি রাগাদভিসারিকাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ১০॥
পয়োধরৈর্ভীমগভীরনিস্বনৈস্তড়িদ্ভিরুদ্বেজিতচেতসো ভৃশম্।
কৃতাপরাধানপি যোষিতঃ প্রিয়ান্, পরিষ্বজন্তে শয়নে নিরন্তরম্॥ ১১॥
বিলোচনেন্দীবরবারিবিন্দুভির্নিষিক্তবিম্বাধরচারুপল্লবাঃ।
নিরস্তমাল্যাভরণানুলেপনা, স্থিতা নিরাশাঃ প্রমদাঃ প্রবাসিনাম্॥ ১২॥
বিপাণ্ডুরং কীটরজস্তৃণান্বিতং, ভুজঙ্গবদ্বক্রগতিপ্রসর্পিতম্।
সসাধ্বসৈর্ভেককুলৈর্নিরীক্ষিতং, প্রয়াতি নিম্নাভিমুখং নবোদকম্॥ ১৩॥
প্রফুল্লপদ্মং নলিনীসমুৎসুকং, বিহায় ভৃঙ্গাঃ শ্রুতিহারিনিস্বনাঃ।
পতন্তি মূঢ়াঃ শিখিনাং প্রনৃত্যতাং, কলাপচক্রেষু নবোৎপলাশয়া॥ ১৪॥
বনদ্বিপানাং নববারিদস্বনৈর্মদান্বিতানাং ধ্বনতাং মুহুর্মুহুঃ।
কপোলদেশা বিমলোৎপলপ্রভাঃ, সভৃঙ্গযূথৈর্মদবারিভিশ্চিতাঃ॥ ১৫॥
সতোয়নম্রাম্বুদচুম্বিনোপলাঃ, সমাচিতাঃ প্রস্রবণৈঃ সমন্ততঃ।
প্রবৃত্তনৃত্যৈঃ শিখিভিঃ সমাকুলৈঃ, সমুৎসুকত্বং জনয়ন্তি ভূধরাঃ॥ ১৬॥

আর কখন কখন নৃত্য করিতেছে॥ ৬॥ নদী-সকল বর্ষার কলুষিত জলে পরিপূর্ণ হওয়ায় তাহাদের বেগ অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তাহারা উভয়কূলের বৃক্ষাদি পাতিত করিয়া দুষ্টা বিলাসিনী রমণীগণের মত অতি দ্রুতবেগে সমুদ্রাভিমুখে ছুটিতেছে॥ ৭॥ বিন্ধ্য পর্ব্বতের উপরিস্থ বন-সকল হরিণীভক্ষণাবশিষ্ট হরিদ্বর্ণ, নবোদ্গত ও কোমল অঙ্কুরবিশিষ্ট তৃণরাশি ও নবপল্লবশোভিত বৃক্ষমালায় বিভূষিত হইয়া লোকের মনোহরণ করিতেছে॥ ৮॥ চঞ্চল কুবলয়ের ন্যায় চক্ষু-বিশিষ্ট হরিণগণের ভয়চকিত দৃষ্টিতে নদীতীরস্থ বনভূমির শোভা দর্শনে মনে কুতূহল জন্মাইয়া দিতেছে॥ ৯॥ মেঘগণ অনবরত অতি ঘোর গর্জ্জন করিতেছে এবং রজনীকেও অতিগাঢ় অন্ধকারে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে, তথাপি অভিসারিকাগণ কেবল বিদ্যুতের আলোকেই পথ দেখিয়া অনুরাগভরে প্রিয়তমের নিকট চলিয়া যাইতেছে॥ ১০॥ মেঘের অতি গভীর শব্দে এবং বিদ্যুতের উজ্জ্বল প্রভায় রমণীগণ চমকিত হইয়া শয্যাস্থিত অপরাধী পতিকে নিরন্তর আলিঙ্গন করিতেছে॥ ১১॥ প্রবাসিদিগের রমণীগণ নিজ নয়নকুবলয়ের জলে মনোহর অধরপল্লব সিক্ত করিয়া মাল্য, আভরণ ও অনুলেপনাদি বিলাসদ্রব্য-সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরাশায় কালযাপন করিতেছে॥ ১২॥ কীট-তৃণ-ধূল্যাদিযুক্ত ও পাণ্ডুবর্ণ নূতন জল দৃষ্টে ভেকগণ ভয়চকিত হইয়া, সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে নিম্নাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে॥ ১৩॥ বিবেচনাহীন ভ্রমরগণ নূতন পদ্মের প্রত্যাশায় প্রফুল্ল মধুদানোৎসুকা পদ্মিনীকে পরিত্যাগ করিয়া মধুর শব্দ করিতে করিতে নৃত্যকারী ময়ূরগণের পুচ্ছদেশের চক্রগুলিকে নব-নীলোৎপলজ্ঞানে তাহাদের কলাপমণ্ডলে উড়িয়া বসিতেছে॥ ১৪॥ মদমত্ত বন্যহস্তী-সমূহ নবমেঘের শব্দে মুহুর্মুহুঃ শব্দ করিতেছে, আর তাহাদিগের উৎপল-প্রভাবিশিষ্ট গণ্ডস্থল মদবারি-লোভে ভ্রমরগণে আবৃত করিতেছে॥ ১৫॥ পর্ব্বতের নানাদিকে জলভারাবনত মেঘদল আসিয়া আবৃত করিয়াছে, প্রস্রবণ-সকল জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে, ময়ূরকুল আনন্দে আকুল হইয়া নৃত্য করিতেছে। এই

কদম্বসর্জার্জ্জুননীপকেতকীঃ, প্রকম্পয়ংস্তৎকুসুমাধিবাসিতঃ।
সশীকরাম্ভোধরসঙ্গশীতলঃ, সমীরণঃ কং ন করোতি সোৎসুকম্॥ ১৭॥
শিরোরুহৈঃ শ্রোণিতটাবলম্বিভিঃ, কৃতাবতংসৈঃ কুসুমৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
স্তনৈঃ সহারৈর্বদনৈঃ সসীধুভিঃ, স্ত্রিয়ো রতিং সঞ্জনয়ন্তি কামিনাম্॥ ১৮॥
তড়িল্লতাশক্রধনুর্বিভূষিতাঃ, পয়োধরাস্তোয়ভরাবলম্বিনঃ।
স্ত্রিয়শ্চ কাঞ্চীমণিকুণ্ডলোজ্জ্বলা, হরন্তি চেতো যুগপৎ প্রবাসিনাম্॥ ১৯॥
মালাঃ কদম্বনবকেশরকেতকীভিরাযোজিতা শিরসি বিভ্রতি যোষিতোঽস্য।
কর্ণান্তরেষু ককুভদ্রুমমঞ্জরীভিরিচ্ছানুকূলরচিতানবতংসকাংশ্চ॥ ২০॥
কালাগুরুপ্রচুরচন্দনচর্চ্চিতাঙ্গাঃ, পুষ্পাবতংসসুরভীকৃতকেশপাশাঃ।
শ্রুত্বা ধ্বনিং জলমুচাং ত্বরিতং প্রদোষে, শয্যাগৃহং গুরুগৃহাৎ প্রবিশন্তি নার্য্যঃ॥২১॥
কুবলয়দলনীলৈরুন্নতৈস্তোয়নম্রৈর্মৃদুপবনবিধূতৈর্মন্দমন্দং চলদ্ভিঃ।
অপহৃতমিব চেতস্তোয়দৈঃ সেন্দ্রচাপৈঃ, পথিকজনবধূনাং তদ্বিয়োগাকুলানাম্॥২২॥
মুদিত ইব কদম্বৈর্জাতপুষ্পৈঃ সমন্তাৎ, পবনচলিতশাখৈঃ শাখিভির্নৃত্যতীব।
হসিতমিব বিধত্তে সূচিভিঃ কেতকীনাং, নবসলিলনিষেকাচ্ছিন্নতাপো বনান্তঃ॥ ২৩॥
শিরসি বকুলমালাং মালতীভিঃ সমেতাং, বিকসিতবনপুষ্পৈর্যূথিকাকুট্মলৈশ্চ।
বিকচনবকদম্বৈঃ কর্ণপূরং বধূনাং, রচয়তি জলদৌঘঃ কান্তবৎ কাল এষঃ॥ ২৪॥
দধতি কুচযুগাগ্রৈরুন্নতৈর্হারযষ্টিং, প্রতনুসিতদুকূলান্যায়তৈঃ শ্রোণিবিম্বৈঃ।
নবজলকণসেকাদুদ্গতাং রোমরাজীং, ত্রিবলিবলিবিভাগৈর্মধ্যদেশে চ নার্য্যঃ॥২৫॥
নবজলকণসঙ্গাচ্ছীততামাদধানঃ, কুসুমভরনতানাং নাশকঃ পাদপানাম্।
জনিতরুচিরগন্ধঃ কেতকীনাং রজোভিঃ,অপহরতি নভস্বান্ প্রোষিতানাং মনাংসি॥২৬॥

সমস্ত শোভা দ্বারা পর্ব্বত-সকল মানবের মনে ঔৎসুক্য জন্মাইয়া দিতেছে॥ ১৬॥ জলপূর্ণ মেঘের সংসর্গে বায়ু শীতল হইয়া কদম্ব, সর্জ্জ, অর্জ্জুন, নীপ ও কেতকী বৃক্ষগুলিকে কম্পিত করিয়া তাহাদেরই পুষ্পগন্ধে সুবাসিত করিয়া কাহাকে না উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে? ১৭॥ কামিনীগণ নিতম্ব পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ কেশপাশ লম্বিত ও কর্ণে সুগন্ধি পুষ্পাভরণে বিভূষিত হইয়া হারশোভিত স্তনমণ্ডল ও মদগন্ধযুক্ত মুখমণ্ডল দর্শন করাইয়া কামিগণের মনে রতি-বিলাস-বাসনা উদ্দীপ্ত করিয়া দিতেছে॥১৮॥ বিদ্যুল্লতা ও ইন্দ্রধনু-বিভূষিত জলভারাবনত জলধর-দল আর মণি-কাঞ্চী ও রত্নকুণ্ডল-বিভূষিতা কামিনী, এই উভয়ে প্রবাসীদিগের মন একেবারে আকুল করিতেছে॥ ১৯॥ কেতকী-কদম্ব ও সুগন্ধযুক্ত নবকেশর-পুষ্পে মালা গাঁথিয়া এবং অর্জ্জুনফুলের মঞ্জরীতে কর্ণভূষণ প্রস্তুত করিয়া বিলাসিনী রমণীগণ মস্তকে ও কর্ণে পরিধান করিতেছে॥ ২০॥ কৃষ্ণ-অগুরুসংযুক্ত চন্দন দ্বারা গাত্র সুবাসিত, ফুলের কর্ণভূষণ পরিধান এবং কেশপাশ সুরভীকৃত করিয়া নারীগণ সন্ধ্যাকালে জলধরের ধ্বনি শুনিবামাত্র গুরুজনগণের গৃহ হইতে ত্বরিতপদে নিজ শয়নগৃহে প্রবেশ করিতেছে॥ ২১॥ নীলোৎপলদলের ন্যায় নীলবর্ণ, বৃহদাকার ও জলভারাবনত বিদ্যুৎ ও ইন্দ্রধনু-বিভূষিত জলধরদল, মৃদু-পবনে ধীরে চালিত হইয়া বিচ্ছেদাকুলিত পথিক-বধূদিগের মনোহরণ করিতেছে॥ ২২॥ নব-জলসেচনে বনপ্রদেশের তাপ দূর হইয়াছে, কদম্বপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে যেন, বনভূমি আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে; বায়ুভরে বৃক্ষশাখা সঞ্চালিত হইতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে যেন,সমস্ত বনভূমি আনন্দে নৃত্য করিতেছে,আর কেতকী-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে যেন, সমস্ত বনভূমি হাসিতেছে॥২৩॥ এই জলদ-কাল কান্তের ন্যায় কামিনীদিগের মস্তকে মালতী, যূথিকামুকুল ও প্রস্ফুটিত বনপুষ্পের সহিত বকুলমালা এবং কর্ণে প্রস্ফুটিত কদম্বের কর্ণভূষণ পরাইয়া দিয়াছে॥ ২৪॥ এই সময়ে কামিনীগণ উন্নত কুচযুগলে হার, নিতম্বদেশে সূক্ষ্ম শুভ্রবসন এবং ত্রিবলী-বিভক্ত মধ্যদেশে নবজলসেচনে উদ্গত বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম-সংযুক্ত রোমাবলী ধারণ করিতেছে॥২৫॥ এই বর্ষাকালে বৃষ্টিধারার নব নব জলকণাসিক্ত পুষ্পভরে অবনত বৃক্ষগুলির সৌন্দর্য্য দর্শনে এবং

জলভরনমিতানামাশ্রয়োঽস্মাকমুচ্চৈরয়মিতি জলসেকৈস্তোয়দাস্তোয়নম্রাঃ।
অতিশয়পরুষাভির্গ্রীষ্মবহ্নেঃ শিখাভিঃ, সমুপজনিততাপং হ্লাদয়ন্তীব বিন্ধ্যম্ ॥ ২৭ ॥
বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী, তরুবিটপলতানাং বান্ধবো নির্ব্বিকারঃ।
জলদসময় এষঃ প্রাণিনাং প্রাণভূতো, দিশতু তব হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি ॥ ২৮ ॥

ইতি বর্ষাবর্ণনং সমাপ্তম্ ॥

শরদ্বর্ণনম্

কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা, সোন্মাদহংসরবনূপুরনাদরম্যা।
আপক্বশালিরুচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ, প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যা ॥ ১ ॥
কাশৈর্ম্মহী শিশিরদীধিতিনা রজন্যো, হংসৈর্জ্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি।
সপ্তচ্ছদৈঃ কুসুমভারনতৈর্ব্বনান্তাঃ, শুক্লীকৃতান্যুপবনানি চ মালতীভিঃ ॥ ২ ॥
চঞ্চলমনোজ্ঞশফরীরশনাকলাপাঃ, পর্য্যন্তসংস্থিতসিতাণ্ডজপঙ্‌ক্তিহারাঃ।
নদ্যো বিশালপুলিনান্তনিতম্ববিম্বা, মন্দং প্রয়ান্তি সমদাঃ প্রমদা ইবাদ্য ॥ ৩ ॥
ব্যোম কচিদ্রজতশঙ্খমৃণালগৌরৈস্ত্যক্তাম্বুভির্ল্লঘুতয়া শতশঃ প্রয়াতৈঃ।
সংলক্ষ্যতে পবনবেগচলৈঃ পয়োদৈঃ, রাজেব চামরবরৈরুপবীজ্যমানঃ ॥ ৪ ॥
ভিন্নাঞ্জনপ্রচয়কান্তি নভো মনোজ্ঞং, বন্ধূকপুষ্পরচিতারুণতা চ ভূমিঃ।
বপ্রাশ্চ চারুকমলাবৃতভূমিভাগাঃ, প্রোৎকণ্ঠয়ন্তি ন মনো ভুবি কস্য যূনঃ ॥ ৫ ॥
মন্দানিলাকুলিতচারুতরাগ্রশাখঃ, পুষ্পোদ্গমপ্রচয়কোমলপল্লবাগ্রঃ।
মত্তদ্বিরেফপরিপীতমধুপ্রসেকশ্চিত্তং বিদারয়তি কস্য ন কোবিদারঃ ॥ ৬ ॥

কেতকী-পুষ্পের সুগন্ধি দ্বারা রমণীকুল অত্যন্ত প্রফুল্লিতা হয় ॥ ২৬ ॥ "আমরা জলভারে নমিত হইয়া পড়িলে, ইনিই আমাদের আশ্রয়" এই ভাবিয়াই জলভারাবনত মেঘগণ প্রচণ্ড গ্রীষ্মাগ্নির উত্তাপতপ্ত বিন্ধ্যপর্ব্বতকে জলসেক দ্বারা আহ্লাদিত করিতেছে ॥ ২৭ ॥ প্রিয়ে! বহুগুণে রমণীয়, নারীগণের চিত্ত-হারী, বৃক্ষলতাদির অকপট বন্ধু ও প্রাণিদিগের প্রাণ-স্বরূপ এই বর্ষাকাল তোমার মঙ্গলবিধান করুন্ ॥ ২৮ ॥

বর্ষাবর্ণন সমাপ্ত।

পদ্মাননা অতিরূপবতী শরৎঋতু কাশপুষ্পের বসন পরিধান করিয়া, মত্ত হংসরবে নূপুরধ্বনি করিতে করিতে নবীনা বধূর ন্যায় উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিকস্থ পক্বধান্য ইহার মনোহারিণী দেহ-যষ্টিরূপে শোভা পাইতেছে ॥ ১ ॥ এই সময়ে ভূমি-সকল কাশপুষ্প দ্বারা, রাত্রি চন্দ্রদ্বারা, নদীর জল হংসদ্বারা এবং সরোবর-সকল মালতীপুষ্পদ্বারা শুক্লীকৃত হইতেছে ॥ ২ ॥ এই কালে নদী-সকল চঞ্চল মনোহর শফরীকুলরূপ রশনা, প্রান্তস্থিত হংসমালারূপ হার ও বিশাল সৈকতরূপ নিতম্বদ্বারা সুশো-ভিতা হইয়া মদমত্তা কামিনীর ন্যায় মন্থরগতিতে প্রবাহিত হইতেছে ॥ ৩ ॥ কোন স্থানে শঙ্খ ও মৃণালের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও জলবর্ষণ হেতু লঘুতাদ্বারা শতখণ্ডে ধাবমান এবং বায়ুবেগদ্বারা চঞ্চল মেঘ-মালারূপ উৎকৃষ্ট চামরদ্বারা উপবীজ্যমান হইয়া আকাশমণ্ডল রাজার ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ৪ ॥ মর্দ্দিত কজ্জলরাশির তুল্য মনোহর আকাশমণ্ডল, বন্ধূকপুষ্পদ্বারা অরুণাভ ভূমি ও মনোহর কমলাবৃত বপ্রভূভাগ এই শরৎকাল কোন্ যুবকের মন উৎকণ্ঠিত না করে? ৫॥ মন্দ মন্দ সমীরণ দ্বারা আকুলিত অতি মনোহর শাখাগ্র, পুষ্পাধিক্য বশতঃ অতি কোমল পল্লবাগ্র-বিশিষ্ট কোবিদারবৃক্ষের মধু,

তারাগণপ্রচুরভূষণমুদ্বহন্তি, মেঘাবরোধপরিমুক্তশশাঙ্কবক্ত্রা।
জ্যোৎস্না দুকূলমমলং রজনী দধানা, বৃদ্ধিং প্রয়াত্যনুদিনং প্রমদেব বালা॥ ৭॥
কারণ্ডবাননবিঘট্টিতবীচিমালাঃ, কাদম্বসারসকুলাকুলতীরদেশাঃ।
কুর্ব্বন্তি হংসবিরুতৈঃ পরিতো জনস্য, প্রীতিং পরাং কমলরেণুবৃতাস্তটিন্যঃ॥ ৮॥
নেত্রোৎসবো হৃদয়হারিমরীচিমালঃ, প্রহ্লাদকঃ শিশিরশীকরবারিবর্ষী।
পত্যুর্বিয়োগবিষদিগ্ধশরক্ষতানাং, চন্দ্রো দহত্যতিতরাং তনুমঙ্গনানাম্॥ ৯॥
আকম্পয়ন্ ফলভরানতশালিজালান্, আনর্ত্তয়ন্ কুরবকান্ কুসুমাবনম্রান্।
প্রোৎফুল্লপঙ্কজবনাং নলিনীং বিধুন্বন্, যূনাং মনশ্চলয়তি প্রসভং নভস্বান্॥ ১০॥
সোন্মাদহংসমিথুনৈরুপশোভিতানি, স্বচ্ছানি ফুল্লকমলোৎপলভূষিতানি।
মন্দপ্রভাতপবনোদ্গতবীচিমালান্যুৎকণ্ঠয়ন্তি সহসা হৃদয়ং সরাংসি॥ ১১॥
নষ্টং ধনুর্বলভিদো জলদোদরেষু, সৌদামিনী স্ফুরতি নাদ্য বিয়ৎপতাকা।
ধুন্বন্তি পক্ষপবনৈন নভো বলাকাঃ, পশ্যন্তি নোন্নতমুখা গগনং ময়ূরাঃ॥ ১২॥
নৃত্যপ্রয়োগরহিতাঞ্ছিখিনো বিহায়, হংসানুপৈতি মদনো মধুরপ্রগীতান্।
মুক্ত্বা কদম্বকুটজার্জ্জুনসর্জ্জনীপান্, সপ্তচ্ছদানুপগতা কুসুমোদ্গমশ্রীঃ॥ ১৩॥
শেফালিকাকুসুমরাগমনোহরাণি, স্বস্থস্থিতাণ্ডজগণপ্রতিনাদিতানি।
পর্য্যন্তসংস্থিতমৃগীনয়নোৎপলানি, প্রোৎকণ্ঠয়ন্ত্যুপবনানি মনাংসি পুংসাম্॥ ১৪॥
কহ্লারপদ্মকুমুদানি মুহুর্বিধুন্বংস্তৎসঙ্গমাদধিকশীতলতামুপেতঃ।
উৎকণ্ঠয়ত্যতিতরাং পবনঃ প্রভাতে, পত্রান্তলগ্নতুহিনাম্বুবিধূয়মানঃ॥ ১৫॥

মত্তভ্রমরগণ পান করিতেছে; ইহাতে কাহার হৃদয় বিদীর্ণ না হয়? ৬॥ প্রচুর তারকালঙ্কার ধারণ করিয়া মেঘাবগুণ্ঠনমুক্তা চন্দ্রমুখী রজনী, নির্ম্মল জ্যোৎস্না-বসন পরিধান করিয়া বালা প্রমদার ন্যায় প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ৭॥ নদীর তরঙ্গমালা কারণ্ডবকুলের মুখ দ্বারা খণ্ডিত হইতেছে, তটদেশ কলহংস ও সারসকুল দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইতেছে ও পদ্মরেণুদ্বারা পরিপূরিত হইতেছে, ইতস্ততঃ হংসগণ রব করিতেছে, এই সকল মনোহর দৃশ্য অবলোকন করিয়া লোকের মন অতিশয় প্রীত হইতেছে॥ ৮॥ নয়নানন্দকর হৃদয়হারিণী কিরণমালা দ্বারা অলঙ্কৃত মনঃপ্রীতিজনক শিশিরকণবর্ষী চন্দ্র, পতিবিয়োগরূপ বিষাক্ত বাণদ্বারা আহত কামিনীকুলের তনু অতিশয় সন্তাপিত করিতেছে॥ ৯॥ বায়ু, ফলভারাবনত ধান্যলতাজাল আকম্পিত করিয়া, পুষ্পভারনম্র কুরবকদিগকে নৃত্য করাইয়া এবং প্রস্ফুটিত পদ্মবনবাসিনী পদ্মিনী-সকলকে কম্পিত করিয়া যুবকগণের মনকে বলপূর্ব্বক চঞ্চল করিতেছে॥ ১০॥ মত্তহংস-মিথুন দ্বারা উপশোভিত নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কমল ও উৎপল দ্বারা বিভূষিত এবং মন্দ মন্দ প্রভাত-সমীরণ দ্বারা সঞ্জাততরঙ্গ-বিশিষ্ট সরোবর-সকল সহসা হৃদয়কে উৎকণ্ঠিত করিতেছে॥ ১১॥ এক্ষণে ইন্দ্রধনু মেঘাভ্যন্তরে লীন হইতেছে, আকাশ-পতাকায় বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে না, বকশ্রেণী পক্ষবায়ু দ্বারা আকাশকে কম্পিত করিতেছে না এবং ময়ূরগণও ঊর্দ্ধমুখে আকাশে দৃষ্টি করিতেছে না॥ ১২॥ কামদেব, নৃত্যরহিত ময়ূরকুলকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মধুর-গায়ক হংসসমীপে গমন করিতেছেন ও পুষ্পোদ্গমশোভা কদম্ব, সর্জ্জ, অর্জ্জুন এবং নীপ বৃক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া সপ্তচ্ছদবৃক্ষে গমন করিতেছে॥ ১৩॥ এই সময়ে উপবন-সকল শেফালিকা-পুষ্পরাগে মনোহর হইয়াছে, তাহাতে পক্ষিগণ মনের সুখে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রুতিসুখকর রব করিতেছে। প্রান্তসংস্থিত মৃগীদিগের নয়ননিকর উৎপলের ন্যায় শোভা পাইতেছে; ইহা দেখিয়া পুরুষদিগের মন অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতেছে॥ ১৪॥ প্রভাত-সমীরণ, কহ্লার, কমল ও কুমুদ-বনকে কম্পিত করিয়া তাহাদিগের সংসর্গে অধিকতর শীতল হইয়া পত্রান্তলগ্ন হিমকণা বহন পূর্ব্বক অতিশয়

সম্পন্নশালিনিচয়াবৃতভূতলানি, সুস্থস্থিতপ্রচুরগোকুলশোভিতানি।
হংসৈশ্চ সারসকুলৈঃ প্রতিনাদিতানি, সীমান্তরাণি জনয়ন্তি জনপ্রমোদম্ ॥ ১৬ ॥
হংসৈর্জিতা সুললিতা গতিরঙ্গনানামম্ভোরুহৈর্বিকসিতৈর্মুখচন্দ্রকান্তিঃ।
নীলোৎপলৈর্মদকলানি বিলোকিতানি, ভ্রূবিভ্রমাশ্চ রুচিরাস্তনুভিস্তরঙ্গৈঃ ॥ ১৭ ॥
শ্যামা লতাঃ কুসুমভারনতপ্রবালাঃ, স্ত্রীণাং হরন্তি ধৃতভূষণবাহুকান্তিম্।
ওষ্ঠাবভাসবিশদস্মিতচন্দ্রকান্তিং, কঙ্কেলিপুষ্পরুচিরা নবমালিকাশ্চ ॥ ১৮ ॥
কেশান্নিতান্তঘননীলবিকুঞ্চিতাগ্রান্, আপূরয়ন্তি বনিতা নবমালতীভিঃ।
কর্ণেষু চ প্রবরকাঞ্চনকুণ্ডলেষু, নীলোৎপলানি বিবিধানি নিবেশয়ন্তি ॥ ১৯ ॥
হারৈঃ সচন্দনরসৈঃ স্তনমণ্ডলানি, শ্রোণীতটং সুবিপুলং রশনাকলাপৈঃ।
পাদাম্বুজানি কলনূপুরশেখরৈশ্চ, নার্যাঃ প্রহৃষ্টমনসোঽদ্য বিভূষয়ন্তি ॥ ২০ ॥
স্ফুটকুমুদচিতানাং রাজহংসস্থিতানাং, মরকতমণিভাসা বারিণা ভূষিতানাম্।
শ্রিয়মতিশয়রূপাং ব্যোম তোয়াশয়ানাং, বহতি বিগতমেঘং চন্দ্রতারাবকীর্ণম্ ॥ ২১ ॥
শরদি কুসুমসঙ্গাদ্বায়বো বান্তি শীতা, বিগতজলদবৃন্দা দিগ্বিভাগা মনোজ্ঞাঃ।
বিগতকলুষমম্ভঃ শ্যানপঙ্কা ধরিত্রী, বিমলকিরণচন্দ্রং ব্যোম তারাবিচিত্রম্ ॥ ২২ ॥
দিবসকরময়ূখৈর্বোধ্যমানং প্রভাতে, বরযুবতিমুখাভং পঙ্কজং জৃম্ভতেঽদ্য।
কুমুদমপি গতেঽস্তং লীয়তে চন্দ্রবিম্বে, হসিতমিব বধূনাং প্রোষিতেষু প্রিয়েষু ॥ ২৩ ॥
অসিতনয়নলক্ষ্মীং লক্ষয়িত্বোৎপলেষু, ক্বণিতকনককান্তিং মত্তহংসস্বনেষু।
অধররুচিরশোভাং বন্ধুজীবে প্রিয়াণাং, পথিকজন ইদানীং রোদিতি ভ্রান্তচেতাঃ ॥ ২৪ ॥
স্ত্রীণাং বিহায় বদনেষু শশাঙ্কলক্ষ্মীং, কাম্যঞ্চ হংসবচনং মণিনূপুরেষু।
বন্ধূককান্তিমধরেষু মনোহরেষু, ক্বাপি প্রয়াতি সুভগা শরদাগমশ্রীঃ ॥ ২৫ ॥

উৎকণ্ঠা জন্মাইতেছে ॥ ১৫ ॥ পরিপক্ব ধান্যরাশি দ্বারা আবৃত, সুখাবস্থিত গোকুল দ্বারা সুশোভিত এবং হংস ও সারসগণের কলরবে প্রতিধ্বনিত সীমাপ্রদেশের ক্ষেত্র-সকল লোকদিগের প্রীতি জন্মাইতেছে ॥ ১৬॥ হংসগণ রমণীগণের সুললিত গতি, প্রস্ফুটিত পদ্মনিকর মুখচন্দ্রের কান্তি, নীলোৎপলগণ মদকলকটাক্ষপাত ও মৃদু তরঙ্গগণ মনোহর ভ্রূবিলাস অনুকরণ করিতেছে ॥ ১৭ ॥ শ্যামালতার পল্লব-সকল পুষ্পভরে অবনত হইয়াছে, তাহারা রমণীদিগের অলঙ্কৃত বাহুলতার শোভা ও অশোকপুষ্প-শোভিতা নবমালিকানিকর ওষ্ঠকান্তিশোভিত নির্ম্মল হাস্যরূপ চন্দ্রকান্তি হরণ করিতেছে ॥ ১৮ ॥ রমণীগণ অতিশয় ঘননীলবর্ণ কুটিলাগ্র কেশপাশ নবমালতী-পুষ্প দ্বারা ভূষিত করিতেছে, উৎকৃষ্ট কাঞ্চন-কুণ্ডলভূষিত কর্ণদেশে নানাপ্রকার নীলোৎপল ধারণ করিতেছে ॥ ১৯ ॥ এই সময়ে রমণীগণ অতিশয় আনন্দিত হইয়া, চন্দনাক্ত হার দ্বারা স্তনমণ্ডল, রশনা দ্বারা সুবিস্তীর্ণ নিতম্বদেশ ও মধুরধ্বনিবিশিষ্ট নূপুর দ্বারা পদদ্বয় বিভূষিত করিতেছে ॥ ২০ ॥ এই শরৎকালে মেঘমুক্ত চন্দ্র ও তারকাপরিব্যাপ্ত আকাশমণ্ডল এবং প্রস্ফুটিত কুমুদ-পরিব্যাপ্ত, রাজহংসশোভিত, মরকতমণিবৎ সুনির্ম্মল জলরাশি-বিভূষিত জলাশয়সমূহ অতিমনোহারিণী শোভা ধারণ করিতেছে ॥ ২১ ॥ শরৎকালে বায়ু, কুসুমসং শীতল হইয়া বহিতে থাকে, দিক্‌সকল মেঘশূন্য ও মনোজ্ঞ হয়, জল নির্ম্মল হয়, ভূমির কর্দ্দম শুষ্ক হইয়া যায়, আকাশমণ্ডল নির্ম্মল চন্দ্রকিরণ ও নক্ষত্রমালা দ্বারা সুশোভিত হয় ॥ ২২ ॥ এই সময়ে প্রাতঃ-কালে পদ্মসমূহ সূর্য্যকিরণ দ্বারা বিকসিত হইয়া উত্তমা যুবতীর বদন-মণ্ডলের শোভা ধারণ করে ও চন্দ্রকিরণ অন্তর্হিত হইলে কুমুদনিকর প্রোষিত-ভর্তৃকা রমণীর হাস্যের ন্যায় লীন হয় ॥ ২৩ ॥ এই সময়ে পথিকগণ নীলোৎপলে নিজ প্রিয়ার নেত্রোৎপল-শোভা, মত্তহংসে শব্দায়মান স্বর্ণা-লঙ্কারকান্তি ও বন্ধুকপুষ্পে অধরের মনোহারিণী শোভা দর্শন করিয়া ব্যাকুলচিত্ত হইয়া রোদন করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ মনোহারিণী শারদীয়শোভা রমণীদিগের বদনে চন্দ্রকান্তি, মণিনূপুরে হংসরব ও মনোহর অধরে বন্ধুকপুষ্পকান্তি স্থাপন পূর্ব্বক যেন অন্তর্হিত হইতেছে ॥ ২৫ ॥

বকচকমলবক্ত্রা ফুল্লনীলোৎপলাক্ষী, বিকসিতনবকাশশ্বেতবাসো বসানা।
কুমুদরুচিরহাসা কামিনীবোন্মদেয়ং, প্রতিদিশতু শরদ্বশ্চেতসঃ প্রীতিমগ্র্যাম্ ॥ ২৬॥
ইতি শরদ্বর্ণনং সমাপ্তম্ ॥

হেমন্তবর্ণনম্

নবপ্রবালোদ্গমশস্যরম্যঃ, প্রফুল্ললোধ্রঃ পরিপক্কশালিঃ।
বিলীনপদ্মঃ প্রপতত্তুষারো, হেমন্তকালঃ সমুপাগতঃ প্রিয়ে ॥ ১ ॥
মনোহরৈঃ কুঙ্কুমরাগবক্তৈ স্তুষারকুন্দেন্দুনিভৈশ্চ হারৈঃ।
বিলাসিনীনাং স্তনশালিনীনাং, নালংক্রিয়ন্তে স্তনমণ্ডলানি ॥ ২ ॥
ন বাহুযুগ্মেষু বিলাসিনীনাং, প্রয়ান্তি সঙ্গং বলয়াঙ্গদানি।
নিতম্বদেশেষু নবং দুকূলং, তন্বংশুকং পীনপয়োধরেষু ॥ ৩ ॥
কাঞ্চীগুণৈঃ কাঞ্চনরত্নচিত্রৈর্ন ভূষয়ন্তি প্রমদানিতম্বান্।
ন নূপুরৈর্হংসরুতং ভজদ্ভিঃ, পাদাম্বুজান্যম্বুজকান্তিভাঞ্জি ॥ ৪ ॥
গাত্রাণি কালীয়কচর্চ্চিতানি, সপত্রলেখানি মুখাম্বুজানি।
শিরাংসি কালাগুরুধূপিতানি, কুর্ব্বন্তি নার্য্যঃ সুরতোৎসবায় ॥ ৫ ॥
রতিশ্রমক্ষীণবিপাণ্ডুবক্ত্রাঃ, প্রাপ্তেঽপি হর্ষাভ্যুদয়ে তরুণ্যঃ।
হসন্তি নোচ্চৈর্দশনাগ্রভিন্নান্, প্রপীড্যমানানধরানবেক্ষ্য ॥ ৬ ॥
পীনস্তনোরুস্থলভাগশোভামাসাদ্য তৎপীড়নজাতখেদঃ।
তৃণাগ্রলগ্নৈস্তুহিনৈঃ পতদ্ভিরাক্রন্দতীবোষসি শীতকালঃ ॥ ৭ ॥
প্রভূতশালিপ্রসবৈশ্চিতানি, মৃগাঙ্গনাযূথবিভূষিতানি।
মনোহরক্রৌঞ্চনিনাদিতানি, সীমান্তরাণ্যুৎসুকয়ন্তি চেতঃ ॥ ৮ ॥

বিকসিত-পদ্মমুখী, প্রফুল্লনীলোৎপল-নয়না, বিকসিতনবকাশপুষ্পরূপ শুভ্রবস্ত্র-পরিধানা, কুমুদহাসিনী এই শরৎ-ঋতু মদমত্তা কামিনীর ন্যায় তোমাদিগের মনে অতিশয় প্রীতি প্রদান করুক্ ॥ ২৬॥
শরদ্বর্ণন সমাপ্ত।

হে প্রিয়ে! এই হেমন্তকাল উপস্থিত হইল। এই সময়ে শস্যসকল নবপল্লবোদ্গম হেতু রমণীয়, লোধ্রবৃক্ষসকল কুসুমিত, ধান্য-সকল পরিপক্ক ও পদ্ম বিকসিত হইতেছে এবং অতিশয় হিম পড়িতেছে ॥ ১ ॥ এই সময়ে স্তনী বিলাসিনীদিগের স্তনমণ্ডল কুঙ্কুমরাগ দ্বারা রক্তাভ হইতেছে না এবং তুষার, কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রসদৃশ মনোহর মুক্তাহার দ্বারা অলঙ্কৃত হইতেছে না ॥ ২ ॥ বিলাসিনীদিগের বাহুযুগলে বলয় ও অঙ্গদ এবং নিতম্বদেশে ও পয়োধরমণ্ডলে সূক্ষ্মবস্ত্র আর স্থান পাইতেছে না ॥ ৩ ॥ প্রমদাগণ আর কাঞ্চনরত্নখচিত কাঞ্চী দ্বারা নিতম্বদেশকে এবং হংসরবানুকারী নূপুরদ্বারা পদ্মকান্তি-বিশিষ্ট পাদপদ্মকে ভূষিত করিতেছে না ॥ ৪ ॥ রমণীগণ সুরতোৎসবনিমিত্ত গাত্র দারুহরিদ্রাচর্চ্চিত, মুখপদ্ম পত্ররেখালঙ্কৃত ও মস্তক কৃষ্ণাগুরুধূপদ্বারা সুরভিত করিতেছে ॥ ৫ ॥ রমণীগণের মুখমণ্ডল রতি-শ্রমে ক্ষীণ ও অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে, তাহাদিগের অতিশয় আনন্দোদয় হওয়ায় নিজ অধরকে দন্ত-ক্ষত দেখিয়াও উচ্চহাস্য করিতেছে না ॥৬॥ রমণীগণের পীনস্তনমণ্ডল ও উরুস্থলে শীতকাল স্থান গ্রহণ করিল এবং প্রাতঃকালে যেন তাহাদিগের পীড়নে অতিশয় খিন্ন হইয়া তৃণাগ্রলগ্ন হওয়াতে পতনশীল হিমকণা দ্বারা ক্রন্দন করিতেছে ॥৭॥ সীমাবিভাগসকল প্রচুর ধান্য দ্বারা ব্যাপ্ত, হরিণীবৃন্দদ্বারা বিভূষিত, হিমকণা দ্বারা চতুর্দিকে সঞ্চরণশীল মনোহর ক্রৌঞ্চদ্বারা নিনাদিত হইয়া লোকের মনকে প্রমোদিত

প্রফুল্লনালোৎপলশোভিতানি, সোন্মাদকাদম্ববিভূষিতানি।
প্রসন্নতোয়ানি সুশীতলানি, সরাংসি চেতাংসি হরন্তি পুংসাম্॥ ৯॥
পাকং ব্রজন্তী হিমজাতশীতৈরাধূয়মানা সততং মরুদ্ভিঃ।
প্রিয়ে প্রিয়ঙ্গুপ্রিয়বিপ্রযুক্তা, বিপাণ্ডুতাং যাতি বিলাসিনীনাম্॥ ১০॥
পুষ্পাসবামোদসুগন্ধিবক্ত্রো, নিশ্বাসবাতৈঃ সুরভীকৃতাঙ্গঃ।
পরস্পরাঙ্গব্যতিসঙ্গশায়ী, শেতে জনঃ কামশরানুবিদ্ধঃ॥ ১১॥
দন্তচ্ছদৈঃ সব্রণদন্তচিহ্নৈঃ, স্তনৈশ্চ পাণ্যগ্রকৃতাভিলেখৈঃ।
সংসূচ্যতে নির্দ্দয়মঙ্গনানাং, রতোপভোগো নবযৌবনানাম্॥ ১২॥
কাচিদ্বিভূষয়তি দর্পণসক্তহস্তা, বালাতপেষু বনিতাবদনারবিন্দম্।
দন্তচ্ছদং প্রিয়তমেন নিপীতসারং, দন্তাগ্রভিন্নমবকৃষ্য নিরীক্ষ্যতে চ॥ ১৩॥
অন্যা প্রকামসুরতশ্রমখিন্নদেহা, রাত্রিপ্রজাগরবিপাটলনেত্রপদ্মা।
শয্যান্তদেশলুলিতাকুলকেশপাশা, নিদ্রাং প্রয়াতি মৃদুসূর্য্যকরাভিতপ্তা॥ ১৪॥
নির্ম্মাল্যদামপরিমুক্তমনোজ্ঞগন্ধং, মূর্দ্ধ্নোঽপনীয় ঘননীলশিরোরুহান্তাঃ।
পীনোন্নতস্তনভরানতগাত্রযষ্ট্যঃ, কুর্ব্বন্তি কেশরচনামপরাস্তরুণ্যঃ॥ ১৫॥
অন্যা প্রিয়েণ পরিভুক্তমবেক্ষ্য গাত্রং, হর্ষান্বিতা বিরচিতাধরচারুশোভা।
রক্তাংশুকং পরিদধাতি নবং নতাঙ্গী, ব্যালম্বিনী বিপুলিতাকুলকুঞ্চিতাক্ষী॥ ১৬॥
অন্যাশ্চিরং সুরতকেলিপরিশ্রমেণ, খেদং গতাঃ প্রশিথিলীকৃতগাত্রযষ্ট্যঃ।
সংহৃষ্যমাণবিপুলোরুপয়োধরান্তাঃ, অভ্যঞ্জনং বিদধতি প্রমদাঃ সুশোভাঃ॥ ১৭॥
বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী, পরিণতবহুশালিব্যাকুলগ্রামসীমা।
সততমতিমনোজ্ঞঃ ক্রৌঞ্চনাদোপগীতঃ, প্রদিশতু হিমযুক্তঃ কাল এষঃ সুখং বঃ॥ ১৮॥
ইতি হেমন্তবর্ণনং সমাপ্তম্॥

করিতেছে ॥৮॥ বিকসিতনীলোৎপলশোভিত, মত্তকাদম্ব-বিভূষিত, নির্ম্মলজলবিশিষ্ট, সুশীতল সরোবর-সকল পুরুষদিগের চিত্ত হরণ করিতেছে ॥৯॥ প্রিয়ে! প্রিয়ঙ্গুলতা-সমূহ তুষার-শীতল বায়ুদ্বারা অনবরত কম্পিত হইতেছে ও পাকিতেছে এবং পতিবিরহিতা বিলাসিনীর ন্যায় অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিতেছে ॥১০॥ মনুষ্যগণের মুখ,পুষ্পমধুপানে সুগন্ধি ও গাত্র নিশ্বাসবায়ুদ্বারা সুরভিত হইতেছে এবং তাঁহারা সম্ভোগাভিলাষী হইয়া পরস্পর গাত্রালিঙ্গন করিয়া শয়ন করিতেছে ॥ ১১ ॥ ক্ষতবিশিষ্ট ও দন্তচিহ্নযুক্ত অধর ও নখাঙ্কিত স্তনমণ্ডলদ্বারা নবযৌবনা রমণীগণের নির্দ্দয় সুরতসম্ভোগ প্রতীয়মান হইতেছে ॥১২॥ কোন রমণী দর্পণ ধারণ করিয়া, নবোদিত রৌদ্রে মুখপদ্মকে বিভূষিত করিতেছে এবং কান্ত-চুম্বিত দন্তক্ষত অধরকে দন্তদ্বারা ধারণ করিয়া দেখিতেছে ॥ ১৩ ॥ কোন রমণীর দেহ অত্যধিক রতি-ক্রিয়ার শ্রমদ্বারা ক্লান্ত হইয়াছে, নেত্রদ্বয় নিশাজাগরণে রক্তবর্ণ হইয়াছে এবং সে শয্যার প্রান্তদেশে আকুল কেশপাশকে বিক্ষিপ্ত করিয়া মৃদু সূর্য্যকিরণ দ্বারা অভিতপ্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছে ॥ ১৪ ॥ ঘন ও কৃষ্ণবর্ণ কেশপাশদ্বারা মনোহারিণী, উন্নতস্তনভারাবনতা অপর যুবতী মনোহরগন্ধরহিত পর্য্যুষিত মাল্যকে মস্তক হইতে অপনীত করিয়া কেশ-সংস্কার করিতেছে ॥ ১৫ ॥ যৌবনভরে নতাঙ্গী কোন কোন রমণী নিজ দেহকে প্রিয়পরিভুক্ত দেখিয়া, হর্ষান্বিত হইয়া অধরের মনোহর শোভাবর্দ্ধন করিতেছে; বেণীবন্ধনের নিমিত্ত কেশপাশের অতিশয় আকর্ষণ বশতঃ নেত্রদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত করিতেছে; অনন্তর নূতন রক্তবস্ত্র পরিধান করিতেছে ॥ ১৬ ॥ কতকগুলি সুন্দরী রমণী সুরত-পরিশ্রমে অতিশয় খিন্ন হইয়াছে, তাহাদিগের গাত্র শিথিল হইয়াছে, বিশাল উরু ও স্তনমণ্ডল স্ফুরিত হইতেছে, তাহারা সুস্নিগ্ধ তৈল-হরিদ্রাদি মর্দ্দন করিতেছে ॥ ১৭ ॥ এই সময়ে পরিপক্ক ধান্যদ্বারা গ্রামের সীমা-সকল ব্যাপিত হইতেছে; বহুগুণের আধার, রমণীয়, স্ত্রীদিগের চিত্তহারী, ক্রৌঞ্চনাদ দ্বারা চতুর্দ্দিকে শব্দিত এই হেমন্তকাল তোমাদিগের সুখবিধান করুক্ ॥ ১৮ ॥

হেমন্ত-বর্ণন সমাপ্ত।

———

।বদ।
।, রমণীগ

শিশিরবর্ণনম্

প্ররূঢ়শালীক্ষুচয়াবৃতক্ষিতিং, প্রস্থস্থিতক্রৌঞ্চনিনাদশোভিতম্।
প্রকামকামং প্রমদাজনপ্রিয়ং, বরোরু! কালং শিশিরাহ্বয়ং শৃণু॥ ১॥
নিরুদ্ধবাতায়নমন্দিরোদরং, হুতাশনো ভানুমতো গভস্তয়ঃ।
গুরূণি বাসাংস্যবলাঃ সযৌবনাঃ, প্রয়ান্তি কালেঽত্র জনস্য সেব্যতাম্॥ ২॥
ন চন্দনং চন্দ্রমরীচিশীতলং, ন হর্ম্ম্যপৃষ্ঠং শরদিন্দুনির্ম্মলম্।
ন বায়বঃ সান্দ্রতুষারশীতলা, জনস্য চিত্তং রময়ন্তি সাম্প্রতম্॥ ৩॥
তুষারসঙ্ঘাত-নিপাতশীতলাঃ, শশাঙ্কভাভিঃ শিশিরীকৃতাঃ পুনঃ।
বিপাণ্ডুতারাগণচারুভূষণা, জনস্য সেব্যা ন ভবন্তি রাত্রয়ঃ॥ ৪॥
গৃহীততাম্বুলবিলেপনস্রজঃ, পুষ্পাসবামোদিতবক্ত্রপঙ্কজাঃ।
প্রকামকালাগুরুধূপবাসিতা, বিশন্তি শয্যাগৃহমুৎসুকাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ৫॥
কৃতাপরাধান্ বহুশোঽপি তর্জ্জিতান্, সবেপথূন্ সাধ্বসলুপ্তচেতসঃ।
নিরীক্ষ্য ভর্ত্তৄন্ সুরতাভিলাষিণঃ, স্ত্রিয়োঽপরাধান্ সমদা বিসস্মরুঃ॥ ৬॥
প্রকামকামৈর্যুবভিঃ সুনির্দ্দয়ং, নিশাসু দীর্ঘাস্বভিরামিতা ভৃশম্।
ভ্রমন্তি মন্দং শ্রমখেদিতোরসঃ, ক্ষপাবসানে নবযৌবনাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ৭॥
মনোজ্ঞকূর্পাসকপীড়িতস্তনাঃ, সরাগকৌষেয়কভূষিতোরসঃ।
নিবেশিতান্তঃকুসুমৈঃ শিরোরুহৈর্বিভূষয়ন্তীব হিমাগমং স্ত্রিয়ঃ॥ ৮॥
পয়োধরৈঃ কুঙ্কুমরাগপিঞ্জরৈঃ, সুখোপসেব্যৈর্নবযৌবনোষ্মভিঃ।
বিলাসিনীনাং পরিপীড়িতোরসঃ, স্বপন্তি শীতং পরিভূয় কামিনঃ॥ ৯॥
সুগন্ধিনিশ্বাসবিকম্পিতোৎপলং, মনোহরং কামরতিপ্রবোধকম্।
নিশাসু হৃষ্টাঃ সহ কামিভিঃ স্ত্রিয়ঃ, পিবন্তি মদ্যং মদনীয়মুত্তমম্॥ ১০॥

হে বরোরু! যখন ধান্য ও ইক্ষুদণ্ড-সমূহে ক্ষিতি আবৃত হয়, যখন ক্রৌঞ্চগণ মনসুখে নিনাদ করে ও যখন সকলপ্রকার ভোগ পর্য্যাপ্ত হয়, প্রমদাদিগের প্রিয় সেই শীতকালের বিষয় শ্রবণ কর॥ ১॥ এই সময়ে নিরুদ্ধ গবাক্ষগৃহ, অগ্নি, সূর্য্যকিরণ, স্থূলবস্ত্র ও যুবতী রমণী ইহাই লোকের উপভোগ্য হয়॥ ২॥ চন্দ্রকিরণের ন্যায় শীতল চন্দন, শরচ্চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল হর্ম্ম্যপৃষ্ঠ এবং তুষারদ্বারা শীতল সমীরণ এই সময়ে আর লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হয় না॥ ৩॥ এই সময়ে লোকে হিমপাতহেতু শীতলস্থান ও চন্দ্রকিরণদ্বারা শীতলীকৃত তারকারাজি-শোভিতা রজনী আর ভালবাসে না॥ ৪॥ রমণীগণ উৎকণ্ঠিতা হইয়া তাম্বূল ভক্ষণ, বিলেপন, মাল্যধারণ ও পুষ্পমধুদ্বারা মুখপদ্মকে আমোদিত করিয়া যথেষ্ট কৃষ্ণাগুরুনির্ম্মিত ধূপদ্বারা আমোদিত শয্যাগৃহে প্রবেশ করিতেছে॥ ৫॥ মধুমত্তা কামিনীগণ বারংবার ভর্ৎসিত, কম্পিত, অপরাধী ভয়ে হতবুদ্ধি স্বামীকে দর্শন করিয়া, সম্ভোগাভিলাষিণী হইয়া স্বামীর পূর্ব্বকৃত অপরাধ ভুলিয়া যাইতেছে॥ ৬॥ নবযৌবনা রমণীগণ অতি দীর্ঘ রাত্রিতে ভোগবিলাসী নির্দ্দয় যুবককর্ত্তৃক অত্যধিক আনন্দপ্রাপ্তিতে ঘর্ম্মাক্তবক্ষা হইয়া এই সময়ে প্রাতঃকালে মৃদুমন্দ ভ্রমণ করে॥ ৭॥ রমণীগণ মনোহর কূর্পাসকভূষিত বক্ষ, রঞ্জিত কৌষেয়-বস্ত্রবিভূষিত কটিস্থল ও কুসুম-শোভিত কেশকলাপ দ্বারা হিমাগমকে যেন অধিক বিভূষিত করিতেছে॥ ৮॥ কামিগণ কামিনীদিগের কুঙ্কুমরাগদ্বারা পিঙ্গলবর্ণ ও নবযৌবনের উষ্ণতার আধারস্বরূপ সুখসেব্য বক্ষঃস্থলদ্বারা পরিপীড়িত ও রক্ষিত হইয়া শীতকে পরাজিত করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে॥ ৯॥ এই শীতকালে রমণীগণ নিশাযোগে আনন্দিতা হইয়া নিজ কান্তের সহিত সুগন্ধি নিশ্বাসবায়ুভরে বিকম্পিত পদ্মযুক্ত অভিলাষানুরূপ উদ্দীপক, উল্লাসজনক, মনোহর উৎকৃষ্ট মদ্য পান করে॥ ১০॥

অপগতমদরাগা যোষিদেকা প্রভাতে, কৃতবিনতকুচাগ্রা পত্যুরালিঙ্গনেন।
প্রিয়তমপরিভুক্তং বীক্ষ্যমাণা স্বদেহং, ব্রজতি শয়নবাসাদ্বাসমন্যদ্‌ হসন্তী ॥ ১১ ॥
অগুরুসুরভিধূপামোদিতং কেশপাশং, গলিতকুসুমমালং কুঞ্চিতাগ্রং বহন্তী।
ত্যজতি গুরুনিতম্বা নিম্ননাভিঃ সুমধ্যা, উষসি শয়নবাসং কামিনী চারুশোভা ॥ ১২ ॥
কনককমলকান্তৈঃ সদ্য এবাম্বুধৌতৈঃ, শ্রবণতটনিষক্তৈঃ পাটলোপান্তনেত্রৈঃ।
উষসি বদনবিম্বৈঃ স্কন্ধসংসক্তকেশৈঃ, শ্রিয় ইব গৃহমধ্যে সংস্থিতা যোষিতোঽদ্য ॥ ১৩ ॥
পৃথুজঘনভরার্ত্তাঃ কিঞ্চিদানম্রমধ্যাঃ, স্তনভরপরিখেদান্মন্দং মন্দং ব্রজন্ত্যঃ।
সুরতশয়নবেশং নৈশমাশু বিহায়, দধতি দিবসযোগ্যং বেশমন্যাস্তরুণ্যঃ ॥ ১৪ ॥
নখপদকৃতভঙ্গান্ বীক্ষ্যমাণা স্তনান্তান্, অধরকিশলয়াগ্রং দন্তভিন্নং স্পৃশন্ত্যঃ।
অভিমতরতবেশং নন্দয়ন্ত্যস্তরুণ্যঃ, সবিতুরুদয়কালে ভূষয়ন্ত্যাননানি ॥ ১৫ ॥
প্রচুরগুড়বিকারঃ স্বাদুশালীক্ষুরম্যঃ, প্রবলসুরতকেলির্জাতকন্দর্পদর্পঃ।
প্রিয়জনরমিতানাং চিত্তসন্তাপহেতুঃ, শিশিরসময় এষঃ শ্রেয়সে বোঽস্তু নিত্যম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি শিশিরবর্ণনম্ ॥

বসন্তবর্ণনম্

প্রফুল্লচূতাঙ্কুরতীক্ষ্ণসায়কো, দ্বিরেফমালাবিলসদ্ধনুর্গুণঃ।
মনাংসি ভেত্তুং সুরতপ্রসঙ্গিনাং, বসন্তযোধঃ সমুপাগতঃ প্রিয়ে ॥ ১ ॥
দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং, স্ত্রিয়ঃ সকামাঃ পবনঃ সুগন্ধিঃ।
সুখাঃ প্রদোষা দিবসাশ্চ রম্যাঃ, সর্ব্বং প্রিয়ে! চারুতরং বসন্তে ॥ ২ ॥

প্রিয়তমের আলিঙ্গনে আনতকুচা কোন নারী মত্ততা দূর হইলে আপন দেহ বল্লভপরিভুক্ত দেখিয়া হাসিতে হাসিতে শয়নগৃহ হইতে অন্য গৃহে গমন করিতেছে ॥১১॥ বিশালনিতম্বা, নিম্ননাভি,সুমধ্যা কোন সুন্দরী কামিনী প্রাতঃকালে অগুরুনামক সুগন্ধিদ্রব্যের সুরভিধূপদ্বারা সুবাসিত ভ্রষ্ট মাল্য ও কুঞ্চিতাগ্র আলুলায়িতকেশপাশ লইয়া শয়নগৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইতেছে ॥ ১২ ॥ প্রাতঃকালে সুবর্ণপদ্মের ন্যায় মনোহর, সদ্যোজলধৌত, আকর্ণবিশ্রান্ত,আরক্তোপান্ত নয়ন ও স্কন্ধদেশে লম্বমান কেশপাশবিশিষ্ট বদনমণ্ডলে সুশোভিতা হইয়া রমণীগণ গৃহমধ্যে বিরাজ করিতেছে ॥ ১৩ ॥ বিশাল জঘনভরে কাতরা কোন কোন রমণী বক্ষভারবহনের ক্লেশে মন্দ মন্দ গমন করিতেছে এবং নিশাকালীন বিলাসবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিবসযোগ্য অপর বেশ পরিধান করিতেছে ॥ ১৪ ॥ নিশাযোগের সম্ভোগহেতু কান্তের হস্ত-নখাদিকৃত স্তনদ্বয়ের বিশৃঙ্খলতা এবং চুম্বনাদি ও দন্তাঘাত দ্বারা গণ্ড, ওষ্ঠ ও মুখের বিবর্ণতা ইত্যাদিতে লজ্জিতা হইয়া কামিনীগণ গৃহমধ্যে লুক্কায়িত থাকে ॥ ১৫ ॥ এই সময়ে গুড়, শালিধান্য ও ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে জন্মে, ভোগবাসনা অতি প্রবল হয় ও উপভোগাদি অতিশয় বর্দ্ধিত হয়; সুতরাং বিরহীদিগের চিত্ত সন্তাপিত হয়, অতএব প্রিয়ে! এই শীতকাল অনবরত তোমাদিগের মঙ্গলবিধান করুক ॥ ১৬ ॥

শিশিরবর্ণন সমাপ্ত।

হে প্রিয়ে! আম্রের প্রফুল্লমুকুলরূপ তীক্ষ্ণশরধারী, ভ্রমরপংক্তিরূপ ধনুর্গুণশোভিত যোধপ্রবর বসন্তবীর বিলাসেচ্ছুগণের মন বিদারণ করিবার জন্য উপস্থিত হইতেছে ॥ ১ ॥ এখন বৃক্ষ-সকল পুষ্পবান্, সরোবর-সকল পদ্মপূর্ণ, রমণীগণ ভোগলোভা, বায়ু সৌরভপূর্ণ, সন্ধ্যাকাল সুখদ ও দিবসের দৃশ্য

বাপীজলানাং মণিমেখলানাং, শশাঙ্কভাসাং প্রমদাজনানাম্।
চূতদ্রুমাণাং কুসুমানতানাং, দদাতি সৌভগ্যমযং বসন্তঃ ॥ ৩ ॥
কুসুম্ভরাগারুণিতৈর্দুকূলৈর্নিতম্ববিম্বানি বিলাসিনীনাম্।
তন্বংশুকৈঃ কুঙ্কুমরাগগৌরৈরলংক্রিয়ন্তে স্তনমণ্ডলানি ॥ ৪ ॥
কর্ণেষু যোগ্যং নবকর্ণিকারং, চলেষু নীলেষ্বলকেষ্বশোকঃ।
পুষ্পঞ্চ ফুল্লং নবমল্লিকায়াঃ, প্রয়াতি কান্তিং প্রমদাজনস্য ॥ ৫ ॥
স্তনেষু হারাঃ সিতচন্দনার্দ্রা, ভুজেষু সঙ্গং বলয়াঙ্গদানি।
প্রয়ান্ত্যনঙ্গাতুরমানসানাং, নিতম্বিনীনাং জঘনেষু কাঞ্চ্যঃ ॥ ৬ ॥
সপত্রলেখেষু বিলাসিনীনাং, বক্ত্রেষু হেমাম্বুরুহোপমেষু।
স্তনান্তরে মৌক্তিকসঙ্গজাতঃ, স্বেদোদ্গমো বিস্তরতামুপৈতি ॥ ৭ ॥
উচ্ছ্বাসয়ন্ত্যঃ শ্লথবন্ধনানি, গাত্রাণি কন্দর্পসমাকুলানি।
সমীপবর্ত্তিষ্বধুনা প্রিয়েষু, সমুৎসুকা এব ভবন্তি নার্য্যঃ ॥ ৮ ॥
তনূনি পাণ্ডূনি মদালসানি, মুহুর্মুহুর্জৃম্ভণতৎপরাণি।
অঙ্গান্যনঙ্গঃ প্রমদাজনস্য, করোতি লাবণ্যরসোৎসুকানি ॥ ৯ ॥
নেত্রেষু লোলো মদিরালসেষু, গণ্ডেষু পাণ্ডুঃ কঠিনঃ স্তনেষু।
মধ্যেষু নিম্নো জঘনেষু পীনঃ, স্ত্রীণামনঙ্গো বহুধা স্থিতোঽদ্য ॥ ১০ ॥
অঙ্গানি নিদ্রালসবিভ্রমাণি, বাক্যানি কিঞ্চিন্মদলালসানি।
ভ্রূক্ষেপজিহ্মানি চ বীক্ষিতানি, করোতি কামঃ প্রমদাজনানাম্ ॥ ১১ ॥
প্রিয়ঙ্গুকালীয়ককুঙ্কুমানি, স্তনেষু গৌরেষু বিলাসিনীভিঃ।
আলিপ্যতে চন্দনমঙ্গনাভির্মদালসাভির্মৃগনাভিযুক্তম্ ॥ ১২ ॥
গুরূণি বাসাংসি বিহায় তূর্ণং, তনূনি লাক্ষারসরঞ্জিতানি।
সুগন্ধিকালাগুরুধূপিতানি, ধত্তে জনঃ কামশরানুবিদ্ধঃ ॥ ১৩ ॥

রমণীয়। প্রিয়ে! বসন্তকালে সমস্তই শোভাময়। ২ ॥ এই পরম রমণীয় বসন্তকাল সরোবরসলিল, মণিমেখলা, চন্দ্রকিরণ, রমণীগণ এবং কুসুমানত আম্রবৃক্ষগুলিকে সৌভাগ্য দান করে অর্থাৎ এই সকলের শোভা বর্দ্ধিত হয় ॥ ৩ ॥ বসন্তকাল উপস্থিত হওয়াতে বিলাসিনীগণ কুসুম্ভ-পুষ্প-বর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া নিতম্বদেশের ও কুঙ্কুমবর্ণে রঞ্জিত সূক্ষ্ম বস্ত্রদ্বারা বক্ষ আচ্ছাদন করিয়া দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে ॥ ৪ ॥ এই সময় রমণীগণের কর্ণভূষণযোগ্য নবকর্ণিকার-পুষ্প ও কৃষ্ণবর্ণ চঞ্চল অলকাশোভন অশোকপুষ্প ও বিকসিত নবমল্লিকার শোভা আবির্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ এই কালে ভোগবিলাসিনী নিতম্বিনীগণের বক্ষে শ্বেতচন্দনলিপ্ত হার, হস্তে বাজু ও বলয় এবং জঘনদেশে কাঞ্চী প্রভৃতি তত্তৎ অঙ্গের সঙ্গ লাভ করে অর্থাৎ এই কালে বিলাসিনীগণ ঐ সকল অলঙ্কার পরিধান করে ॥ ৬ ॥ বিলাসিনীগণের চন্দনাদি দ্বারা চিত্রকার্য্য-বিশিষ্ট স্বর্ণকমল-সদৃশ মুখমণ্ডলে ও বক্ষমধ্যে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম অঙ্গজাত মুক্তার ন্যায় বোধ হইতেছে ॥ ৭ ॥ অধুনা নায়কের ভোগবিলাসপীড়িত অঙ্গ হইতে বসনাদি শিথিল হইয়া পড়িতেছে এবং তাহারা সমীপাগত হইলে উল্লাসিত হইয়া নারীগণ তাহাদের আলিঙ্গনলাভে সমুৎসুক হইতেছে ॥ ৮ ॥ কামিনীগণের অঙ্গ-বিলাসরসে ও চিন্তাজাগরণাদিদ্বারা কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ, বিলাসেচ্ছা-জনিত আলস্যে মুহুর্ম্মুহুঃ হাই উঠিতেছে, অনঙ্গ এতদবস্থ কামিনীগণকে নিজ বেশভূষা-সম্পাদনে ও রসালাপে উৎসুক করিতেছে ॥ ৯ ॥ কাম বহুপ্রকারে কামিনীগণের দেহে অবস্থিত রহিয়াছে; তাহাদের মদ্যপান হেতু অলস-নয়নে চাঞ্চল্যরূপে, গণ্ডে পাণ্ডুতারূপে, স্তনে কাঠিন্যরূপে, নাভিতে গভীরতারূপে এবং জঘনে বিশালতারূপে বিরাজ করিতেছে ॥ ১০ ॥ অনঙ্গ প্রমদাজনের অঙ্গ রাত্রিজাগরণহেতু নিদ্রায় অলস করিয়াছে, মদিরাপান হেতু বাক্যে জড়তা সম্পাদন করিয়াছে; দৃষ্টিতে ভ্রূক্ষেপ হেতু কুটিলতা সম্পাদন করিয়াছে ॥ ১১ ॥ মদ্যপানে অলসবিলাসিনী অঙ্গনাগণ এই সময়ে প্রিয়ঙ্গু, কৃষ্ণাগুরু, কুঙ্কুম ও মৃগনাভিযুক্ত চন্দন গাত্রে ও স্তনযুগলে আলেপন করিতেছে ॥ ১২ ॥ এই সময়ে কন্দর্পবাণবিদ্ধ জনগণ স্থূল বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া

পুংস্কোকিলশ্চূতরসাসবেন, মত্তঃ প্রিয়াং চুম্বতি রাগহৃষ্টঃ।
গুঞ্জন্ দ্বিরেফোঽপ্যয়মম্বুজস্থঃ, প্রিয়ং প্রিয়ায়াঃ প্রকরোতি চাটুম্॥ ১৪॥
তাম্রপ্রবালস্তবকাবনম্রাশ্চূতদ্রুমাঃ পুষ্পিতচারুশাখাঃ।
কুর্ব্বন্তি কামঃ পবনাবধূতাঃ, পর্য্যুৎসুকং মানসমঙ্গনানাম্॥ ১৫॥
আমূলতো বিদ্রুমরাগতাম্রং, সপল্লবাঃ পুষ্পচয়ং দধানাঃ।
কুর্ব্বন্ত্যশোকা হৃদয়ং সশোকং, নিরীক্ষ্যমাণা নবযৌবনানাম্॥ ১৬॥
মত্তদ্বিরেফপরিচুম্বিতচারুপুষ্পা, মন্দানিলাকুলিতনম্রমৃদুপ্রবালাঃ।
কুর্ব্বন্তি কামিমনসঃ সহসোৎসুকত্বম্, বালাতিমুক্তলতিকাং সমবেক্ষ্যমাণাঃ॥ ১৭॥
কান্তাননদ্যুতিমুষামচিরোদ্গতানাং, শোভাং পরাং কুরবকদ্রুমমঞ্জরীণাম্।
দৃষ্ট্বা প্রিয়ে সহৃদয়স্য ভবেন্ন কস্য, কন্দর্পবাণনিকরৈর্ব্যথিতং হি চেতঃ॥ ১৮॥
আদীপ্তবহ্নিসদৃশৈর্ম্মরুতাবধূতৈঃ, সর্ব্বত্র কিংশুকবনৈঃ কুসুমাবনম্রৈঃ।
সদ্যো বসন্তসময়ে সমুপাগতে হি, রক্তাংশুকা নববধূরিব ভাতি ভূমিঃ॥ ১৯॥
কিং কিংশুকৈঃ শুকমুখচ্ছবিভির্বিভিন্নং, কিং কর্ণিকারকুসুমৈর্ন কৃতং ন দগ্ধম্।
যৎ কোকিলঃ পুনরয়ং মধুরৈর্বচোভির্য নাং মনঃ সুবদনানিহিতং নিহন্তি॥ ২০॥
পুংস্কোকিলৈঃ কলবচোভিরুপাত্তহর্ষৈঃ, কূজদ্ভিরুন্মদকলানি বচাংসি ভৃঙ্গৈঃ।
লজ্জান্বিতং সবিনয়ং হৃদয়ং ক্ষণেন, পর্য্যাকুলং নিজগৃহেঽপি কৃতং বধূনাম্॥ ২১॥
আকম্পয়ন্ কুসুমিতাঃ সহকারশাখাঃ, বিস্তারয়ন্ পরভৃতস্য বচাংসি দিক্ষু।
বায়ুর্বিবাতি হৃদয়ানি হরন্ নরাণাং, নীহারপাতবিগমাৎ সুভগো বসন্তে॥ ২২॥
কুন্দৈঃ সবিভ্রমবধূহসিতাবদাতৈরুদ্যোতিতান্যুপবনানি মনোহারাণি।
চিত্তং মুনেরপি হরন্তি নিবৃত্তরাগং, প্রাগেব রাগকলুষিতানি মনাংসি যূনাম্॥ ২৩॥

লাক্ষারসরঞ্জিত ও সুগন্ধি কৃষ্ণাগুরু দ্বারা সুরভীকৃত সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিতেছে॥ ১৩॥ কোকিলগণ আম্রমুকুলের মধুপানে উন্মত্ত হইয়া, উল্লাসিত হৃদয়ে কোকিলকে চুম্বন করিতেছে। পদ্মমধুপানে রত ভ্রমরগণও শ্রুতিমধুর গুঞ্জনধ্বনি করিতে করিতে প্রিয়ার সন্তোষবিধান করিতে ব্যস্ত হইতেছে॥ ১৪॥ আম্রবৃক্ষসকল রক্তবর্ণ নব-পল্লবস্তবকে ঈষৎ অবনত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের শাখাও পুষ্পিত হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। বায়ুদ্বারা কম্পিত হইয়া এই রসালতরুসকল অঙ্গনাদিগের মন উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে॥১৫॥ এই সময়ে পল্লবিত অশোকতরু-সকল মূলপর্য্যন্ত প্রবালের ন্যায় রক্তবর্ণ পুষ্প ধারণ করিয়া নবযৌবনা কামিনীগণের মনে প্রিয়বিরহ-জনিত শোক উৎপাদন করিতেছে॥১৬॥ মৃদু বায়ুভরে কম্পিত কোমল পল্লব-শোভিত অভিনব মাধবীলতার মনোরম পুষ্প-সকলকে ভ্রমরগণ মত্ত হইয়া পরিচুম্বন করিতেছে দেখিয়া ভোগাভিলাষীগণের চিত্তে ঔৎসুক্য জন্মিতেছে॥১৭॥ প্রিয়-মুখকান্তির অপহারক অচিরোদ্গত কুরবকবৃক্ষের মঞ্জরীর এই রমণীয় শোভা দেখিয়া কোন্ সচেতন ব্যক্তির চিত্ত কন্দর্পবাণে ব্যথিত না হয়? বসন্তকাল উপস্থিত হইলে বৃক্ষসকল মৃদু মৃদু বায়ুভরে কম্পিত প্রজ্বলিত-অগ্নি-সদৃশ পুষ্প-ভারনত পলাশবন দ্বারা সর্ব্বত্র বিভূষিতা হইয়া পৃথিবী যেন রক্তবস্ত্রপরিধানা নববধূর ন্যায় শোভা পায়॥ ১৯॥ শুকপক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় বক্র কিংশুক-পুষ্প ফুটিয়াছে, তাহাতে কি যুবকদিগের যুবতীগতচিত্ত বিদীর্ণ হয় নাই? বা কর্ণিকার-পুষ্পও ফুটিয়াছে; তাহাতেও কি দগ্ধ হয় নাই, যে কোকিল আবার মধুর শব্দে তাহাকে একবারে নিহত করিয়া ফেলিতেছে? ২০॥ বসন্তাগমনে হৃষ্টচিত্ত কোকিল ও মদগদগদ ভৃঙ্গের কূজনে কুলরমণীদিগের সলজ্জ এবং বিনয়ান্বিত হৃদয়ও আকুল হইয়া উঠিতেছে॥ ২১॥ বসন্তকালে হিম বিগত হইলে মৃদু মধুর বায়ু, পুষ্পিত আম্রশাখাকে আকম্পি এবং চতুর্দ্দিকে কোকিলের কুহুরব বিস্তারিত করিয়া মনুষ্যদিগের চিত্ত হরণ পূর্ব্বক বহিতেছে॥ ২২॥ রমণীগণের সবিলাস হাস্যের ন্যায় শুভ্রবর্ণ (কবিগণ হাস্যকে শুভ্রবর্ণ বলিয়া বর্ণনা করেন), কুন্দপুষ্পসুশোভিত মনোহর উপবন-সকল ভোগনিস্পৃহ মুনির চিত্তকেও অপহরণ করিতেছে। যুবকদিগের

আলম্বিহেমরশনাঃ স্তনসক্তহারাঃ, কন্দর্পদর্পশিথিলীকৃতগাত্রযষ্ট্যঃ।
মাসে মধৌ মধুরকোকিলভৃঙ্গনাদৈর্নার্য্যো হরন্তি হৃদয়ং প্রসভং নরাণাম্॥ ২৪
নানামনোজ্ঞকুসুমদ্রুমভূষিতান্তান্, হৃষ্টান্যপুষ্টনিনাদাকুলসানুদেশান্।
শৈলেয়জালপরিণদ্ধশিলাতলৌঘান্, দৃষ্ট্বা জনঃ ক্ষিতিভৃতো মুদমেতি সর্ব্বঃ॥ ২৫
নেত্রে নিমীলয়তি রোদিতি যাতি শোকং, ঘ্রাণং করেণ বিরুণদ্ধি বিরৌতি চোচ্চৈ
কান্তাবিয়োগপরিখেদিতচিত্তবৃত্তির্দৃষ্ট্বাধ্বগঃ কুসুমিতান্ সহকারবৃক্ষান্॥ ২৬॥
সমদমধুকরাণাং কোকিলানাং চ নাদৈঃ, কুসুমিতসহকারৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ রম্যৈঃ
ইষুভিরিব সুতীক্ষ্ণৈর্ম্মানসং মানিনীনাং, তুদতি কুসুমমাসো মন্মথোদ্বেজনায়॥

আম্রীমঞ্জুলমঞ্জরীবরশরঃ সৎকিংশুকং যদ্ধনুর্জ্যা,
যস্যালিকুলং কলঙ্করহিতং ছত্রং সিতাংশুঃ সিতম্।
মত্তেভো মলয়ানিলঃ পরভৃতো যদ্বন্দিনো লোকজিৎ,
সোঽয়ং বো বিতরীতরীতু বিতনুর্ভদ্রং বসন্তান্বিতঃ॥ ২৮॥

ঈষত্তুষারৈঃ কৃতশীতহর্ম্ম্যো, সুবাসিতং চারুশিরশ্চ চম্পকৈঃ।
কুর্ব্বন্তি নার্য্যোঽপি বসন্তকালে, স্তনং সহারং কুসুমৈর্ম্মনোহরৈঃ॥ ২৯॥
রুচিরকনককান্তীন্ মুঞ্চতঃ পুষ্পরাশীন্, মৃদুপবনবিধূতান্ পুষ্পিতাংশ্চূতবৃক্ষান্।
অভিমুখমভিবীক্ষ্য ক্ষামদেহোঽপি মার্গে, মদনশরনিঘাতৈর্মোহমেতি প্রবাসী॥
পরভৃতকলগীতৈর্হ্লাদিভিঃ সদ্বচাংসি, স্মিতদশনময়ূখান্ কুন্দপুষ্পপ্রভাভিঃ।
করকিসলয়কান্তিং পল্লবৈর্বিদ্রুমাভৈরুপহসতি বসন্তঃ কামিনীনামিদানীম্॥ ৩১॥
কনককমলকান্তৈরাননৈঃ পাণ্ডুগৌরৈঃ, উপরিনিহিতহারৈশ্চন্দনার্দ্রৈঃ স্তনান্তৈঃ।
মদজনিতবিলাসৈর্দৃষ্টিপাতৈর্মুনীন্দ্রান্, স্তনভরনতনার্য্যঃ কামযন্তি প্রশান্তান্॥ ৩২

রক্ত-স্পৃহা-কলুষিত চিত্তকে ত অগ্রেই অপহরণ করিয়াছে।২৩॥ চৈত্রমাসে শোভাশালিনী রমণী-গণ নিতম্বদেশে স্বর্ণকাঞ্চী দোলাইয়া, স্তনযুগলে হার পরিধান করিয়া, কোকিল ও ভৃঙ্গের শব্দে লোকের চিত্ত অপহরণ করিতেছে॥২৪॥ এই সময়ে সকল মনুষ্যই নানাবিধ পুষ্পিত বৃক্ষে সুশোভিত প্রমুদিত কোকিল-কুলের নিনাদদ্বারা আকুলিত সানুবিশিষ্ট শৈলেয়রাশি-পরিব্যাপ্ত-শিলাতল-সমুন্নত পর্ব্বত-সকলকে দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিতেছে॥২৫॥ কান্তাবিয়োগে খিন্নচিত্ত পথিক কুসুমিত আম্রবৃক্ষ দেখিয়া নেত্র নিমীলন করিতেছে, রোদন করিতেছে ও শোক প্রকাশ করিতেছে; হস্ত দ্বারা নাসিকাকে আবৃত করিতেছে এবং উচ্চৈঃস্বরে হা-হুতাশ করিতেছে॥২৬॥ মদমত্ত ভ্রমর ও কোকিলের রব দ্বারা আম্রমুকুল ও মনোহর কর্ণিকারূপ বাণ দ্বারা কামোদ্দীপনের নিমিত্ত মানিনী রমণীদিগের চিত্তকে বসন্তকাল নিরত ব্যথিত করিতেছে॥২৭॥ কামদেব মনোহর আম্র-মুকুলরূপ শর, কিংশুকপুষ্পরূপ ধনু, অলিকুল-রূপ উৎকৃষ্ট ধনুগুণ, চন্দ্ররূপ শ্বেতচ্ছত্র, মলয়বায়ুরূপ মত্তগজ এবং কোকিলকলরূপ বন্দিগণকে লইয়া নিজ সহচর বসন্তের সহিত সকলের মঙ্গল করুন্॥২৮॥ বসন্তকালে রমণীগণ ঈষৎ তুষার দ্বারা শীতল অট্টালিকাকেও মনোহর পুষ্প দ্বারা সুবাসিত করে এবং নানাবিধ মনোরম পুষ্পদ্বারা বক্ষঃস্থলকে ভূষিত করে॥২৯॥ পথে অত্যুৎকৃষ্ট সুবর্ণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট পুষ্পবর্ষী মৃদুবায়ু-কম্পিত আম্রবৃক্ষ-সকলকে সম্মুখে দেখিয়া, প্রবাসী ক্ষীণদেহে প্রহারের অযোগ্য মদনশরা-ঘাতে মূর্চ্ছিত হইতেছে॥৩০॥ এই সময়ে বসন্ত অতি মধুর কোকিল-রবদ্বারা কামিনীগণকে মধুর বাক্য, কুন্দপুষ্পকান্তিদ্বারা সস্মিত দন্ত-কিরণ এবং প্রবালোপম অভিনব করপল্লবের শোভাকে উপহাস করিতেছে॥৩১॥ স্তনভারনতা কামিনীগণ স্বর্ণপদ্মের ন্যায় মনোহর পাণ্ডুবর্ণ বদন-কমল, হারভূষিত চন্দনার্দ্র বক্ষ ও মদবিলাসান্বিত কটাক্ষপাত দ্বারা জিতেন্দ্রিয় মুনিদিগকেও বিলাসেচ্ছু করিতেছে॥৩২॥

মধুসুরভিমুখাব্জং লোচনে লোধ্রতাম্রে,   নবকুরবকপূর্ণঃ কেশপাশো মনোজ্ঞঃ।
গুরুতরকুচযুগ্মং শ্রোণিবিম্বং তথৈব,   ন ভবতি কিমিদানীং যোষিতাং মন্মথায় ॥ ৩৩ ॥
আকম্পিতানি হৃদয়াণি মনস্বিনীনাং,   বাতৈঃ প্রফুল্লসহকারকৃতাধিবাসৈঃ।
সংবাধিতং পরভৃতস্য মদাকুলস্য,   শ্রোত্রপ্রিয়ৈর্মধুকরস্য চ গীতনাদৈঃ ॥ ৩৪ ॥
রম্যপ্রদোষসময়ঃ স্ফুটচন্দ্রহাসঃ,   পুংস্কোকিলস্য বিরুতঃ পবনঃ সুগন্ধিঃ।
মত্তালিযূথবিরুতং নিশি সীধুপানং,   সর্ব্বং রসায়নমিদং কুসুমায়ুধস্য ॥ ৩৫ ॥
ছায়াং জনঃ সমভিবাঞ্ছতি পাদপানাং,   নক্তং তথেচ্ছতি পুনঃ কিরণং সুধাংশোঃ।
হর্ম্ম্যং প্রয়াতি শয়িতুং সুখশীতলঞ্চ,   কান্তাঞ্চ গাঢ়মুপগূহতি শীতলত্বাৎ ॥ ৩৬ ॥

ইতি বসন্তবর্ণনম্।

ইতি শ্রীমহাকবি-কালিদাসকৃতং ঋতুসংহারকাব্যং সমাপ্তম্ ॥

কামিনীগণের মধুগন্ধপূর্ণ মুখকমল, লোধ্রপুষ্পবৎ ঈষৎ রক্তবর্ণ নয়নযুগল, কুরবক-পুষ্প-ভূষিত মনোহর কেশ-কলাপ, গুরুতর স্তনভারে নত বক্ষঃস্থল এবং নিতম্বপ্রদেশ ইহাদিগের মধ্যে কোন্‌টী বসন্তকালে কামাভিলাষোদ্দীপক নহে ? ৩৩ ॥ এই সময় অতি স্থিরচিত্ত কামিনীদিগের মনও আম্রমুকুল-সুরভিত বায়ুতে বিচলিত হইয়া উঠিতেছে এবং মদমত্ত কোকিল ও ভ্রমরের শ্রুতিমধুর গুঞ্জনে পীড়িত হইতেছে ॥ ৩৪ ॥ অতি-রমণীয় সন্ধ্যাকাল, নির্ম্মল চন্দ্রকিরণ, পুংস্কোকিলের রব, সুগন্ধি বায়ু, মদমত্ত ভ্রমর-গুঞ্জন এবং রাত্রিতে মদ্যপান প্রভৃতি ভোগাভিলাষ উদ্দীপন করে ॥ ৩৫ ॥ এই সময়ে মনুষ্যগণ দিবায় বৃক্ষচ্ছায়া ও নিশায় চন্দ্রকিরণ ভালবাসে, সুশীতল অট্টালিকায় শয়ন করে এবং শীতল বলিয়া কান্তাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে ॥ ৩৬ ॥

বসন্তবর্ণন সমাপ্ত।

ঋতুসংহার কাব্য সম্পূর্ণ।

নলোদয়ঃ

মূল ও অনুবাদ

প্রথমঃ সর্গঃ

হৃদয় সদা যাদবতঃ পাপাটব্যা দুরাসদানাদবতঃ।
অরিসমুদাযাদবতঃ ত্রিজগন্মা গাঃ স্মরেণ দায়াদবতঃ॥ ১
যোঽজনি না গোপীতশ্চচার যো বল্লবাঙ্গনাগোপীতঃ।
তূর্যোনাগোপীতঃ কংসাচ্চো দ্বেষমেব নাগোপীতঃ॥ ২॥
যদরিষু সন্নামানস্থিতয়ো যন্নৃন্নমুদলসন্নামানঃ।
যত্র সসন্নামানঃ স্যুর্ভবভাজশ্চ পঠিতসন্নামানঃ॥ ৩॥
সমনিন্দানবনাশঞ্জনতালিকুলং যথৈব দানবনাশনম্।
দ্বিরদাদ্দানবনাশং জগচ্চ লভাত যতঃ সদানবনাশম্॥ ৪॥
অস্তি স রাজানীতে রামাখ্যো যো গতীঃ পরাজানীতে।
যস্য ররাজানীতে রত্নানি জনঃ কুলে ধরাজানীতে॥ ৫॥
যঃ সেনানাবারিপ্রকরনদীঃ শরময়ং ধুনানাবারি।
অতরন্নানাবারি ব্যসনৈর্যদ্ভূবি বনঞ্চ নীনাবারি॥ ৬॥

হে হৃদয়! যিনি দুঃসহ পাপাটবীর দাবাগ্নি-স্বরূপ, যিনি অরি-সমুদায় হইতে ত্রিলোক রক্ষা করিয়া থাকেন, যিনি কন্দর্প দ্বারা পুত্রবান্, সেই যদুবর শ্রীকৃষ্ণ হইতে তুমি কদাচই স্খলিত হইও না, ফলতঃ তিনিই তোমাকে সমুদায় পুরুষার্থ প্রদান করিবেন সন্দেহ নাই॥১॥ যে পুরুষোত্তম দেবকী হইতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন এবং যিনি গোপাঙ্গনাগণের নয়নাবলী দ্বারা পীত অর্থাৎ সাদরে বীক্ষিত হইয়াছিলেন, যিনি পৃথিবী রক্ষা করেন এবং যিনি কালিয় নাগ ও কুবলয়াপীড় হস্তী দূরীকৃত বা পরাভূত করিয়াছিলেন, যিনি কংস হইতে দ্বেষভাব প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে তুমি কদাচই পরিত্যাগ করিও না॥ ২॥ যাহা দ্বারা বৈরিগণের মান ও মর্য্যাদা অবসন্ন হইয়াছিল, যাহা কর্ত্তৃক শকট প্রেরিত হইয়া প্রকাশমান হইয়াছিল, সাংসারিকগণ সর্ব্বদা ভক্তি সহকারে প্রণত হইয়া যাঁহার সৎনামাবলী পাঠ করিয়া সংসারাশ্রমে থাকেন না, এবং যাঁহাতে কমলাদেবী সততই বিরাজ করিতেছেন, নিন্দা ও স্তুতি যাঁহার সমান এবং জন-সমূহ যাঁহা হইতে কল্যাণ লাভ করে আর অলিকুলের হস্তি-সকল হইতে দানবারিরূপ ভোজনদ্রব্যপ্রাপ্তির ন্যায় অন্য হইতে যাহার রক্ষার আশা নাই, এই জগতের দানবকুল যাঁহা হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, মন! তুমি তাঁহা হইতে বিচলিত হইও না॥৩-৪॥ সুন্দর ও পুণ্যকর নামধারী এক রাজা ছিলেন, তিনি উৎকৃষ্টনীতির পথ অবগত ছিলেন, তাঁহার রাজ্যকালে অতিবৃষ্টি প্রভৃতি ষড়্‌বিধ ঈতি অর্থাৎ শস্যবিনাশক পদার্থ ছিল না বলিয়া ভূমিজাত রত্নাদিপ্রাপ্তি হেতু প্রজা-সকল সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিত॥ ৫॥ যিনি সেনারূপ নৌকাদ্বারা শর-সমূহরূপ বারিবিশিষ্ট অরিসমূহরূপ নদীসকল উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং ভূমিতলে ব্যসন-বিরহিত

অপি যো দায়াদায়ক্ষয়প্রদোঽংহসি সতাং বদায়াদায়ঃ।
করমাদায়াদায় শ্রিয়োঽভিরধিরাজঽসিগদায়াদায়ঃ ॥ ৭ ॥
অবিদূরাজাদিত্যা কৃতাল্পভেদৈব ভূঃ সরাজাদিত্যা।
যেন সরাজাদিত্যাং ত্রিদিবাৎ সংযুক্তশক্ররাজাদিত্যা ॥ ৮ ॥
থলসেনানাবেত্যঃ স্বাং হোক্ষ্যে ভূবি চ যস্য নানাবেত্যঃ।
স্নিগ্ধজনানাবেত্য প্রযতেঽস্মৃকাব্যবিরচনানাবেত্য ॥ ৯ ॥
অথ নিজরাজ্যান্তেন প্রাশাসি নলেন শত্রুরাজ্যান্তেন।
যেনারাজ্যান্তেন শ্রিয়া দিশো যস্য বিহতিরাজ্যান্তেন ॥ ১০ ॥
মূর্ত্তিং মারসমানাং যো দধদায়ুঃ সংস্রমারসমানাম্।
রুদ্রকুমারসমানামজয়দ্দ্বিষতাং পঙ্‌ক্তিমারসমানাম্ ॥ ১১ ॥
সাশ্বনিষামানয়তঃ শ্রেষ্ঠা, বিদ্যাস্বদাশ্রয়ামানয়তঃ।
অধিকায়ামানয়তঃ শত্রাবপি যস্য ধীদয়া মানয়তঃ ॥ ১২ ॥
অহিতানামা যস্য ত্রাতা যঃ শরণগামিনামায়স্য।
গতনানামায়স্য শ্রুতঃ পিতা বীরসেননামা যস্য ॥ ১৩ ॥
ভুব্যাতনোদস্তেন দ্বিষতাং সযশাংসি শোভনোদন্তেন।
নীতানোদস্তেন ক্ষিতিমভজন্নহিতদন্তিনোদন্তেন ॥ ১৪ ॥
সচিবগিরাগোপয়ন্নলঃ স পৃথিবীং নিরন্তরাগোপায়ম্।
শত্রোরাগোপাসং নীত্বা নেমুর্নরন্তরাগোপায়ম্ ॥ ১৫ ॥
সোঽদন্তী মান্যায়াদধিকোথ রিপুর্যমেত্য ভীমাখ্যায়াৎ।
বৈদর্ভীমান্যা যা ত্রিজগতি কন্যা বভূব ভীমাখ্যায়াৎ ॥ ১৬ ॥

ছিলেন ও বনসমূহ নানা গজ-বন্ধন-বিশিষ্ট ছিল আর যিনি পাপ সংঘটিত হইলে পুত্রেরও ক্ষয়-কর্ত্তা, যাঁহার ধনাগমে সজ্জনগণের ন্যায্য ভাগ বিদ্যমান ছিল এবং যিনি অধীন রাজাদিগের নিকট কর আদায় করিয়া গদাখড়্গরূপ জলজন্তু-বিশিষ্ট ঐশ্বর্য্যের সমুদ্রস্বরূপ হইয়াছেন সেই অরিহন্তা রাজপ্রবর দেবমাতা-অদিতি-বিশিষ্ট ও চন্দ্রসূর্য্যসমন্বিত স্বর্গাপেক্ষা সংস্ক্রিয়বিশিষ্ট ভূমিকে অল্প ভেদবিশিষ্ট করিয়াছিলেন, যেহেতু, তাঁহার সময়ে তৎপূজায় ও সদ্গুণে পরিতুষ্ট হইয়া দেবরাজ পৃথিবীর সন্নিহিত হইয়াছিলেন ॥ ৬-৮ ॥ যিনি খল সেনা রাখিতেন না, ভূতলে যাঁহার বহুতর গজবেদী বিদ্যমান ছিল, আমি (কালিদাস) এক্ষণে সাধুজনগণকে নিবেদন করিয়া স্বীয় পাপসমুদ্রে সুশোভন কাব্যরচনা-রূপ নৌকার নিমিত্ত যত্ন করিতেছি। ফলতঃ সেই পুণ্যবান্ রাজার চরিত রচনা করাতেই আমার পাপরাশি বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ সেই নল নামক রাজা শত্রুসমূহ বিনাশ পূর্ব্বক নিজরাজ্য শাসন করিতেছিলেন, তখন সূর্য্যতুল্য প্রতাপশালী নরপতি কর্ত্তৃক দশদিক্ সুশোভিত হইল। তাঁহার যুদ্ধান্তে কোথাও জয়লাভের ব্যাঘাত হইত না ॥ ১০ ॥ তিনি মন্মথসমান মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সহস্র বৎসর আয়ুঃ লাভ করেন, তিনি রুদ্রকুমার কার্ত্তিকেয় তুল্য সম্মান লাভ করিয়া আক্রোশ-শব্দকারী শত্রুদিগকে জয় করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ সেই নলের আশ্রিত ঋতুপর্ণ প্রভৃতি নৃপতিগণ অশ্ববিদ্যা-বিশারদ নল হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। লক্ষ্মী তাঁহার পক্ষে নীতি হইতেও অধিক ধনাগম প্রদান করিতেন। তাঁহার বুদ্ধি শত্রুর প্রতিও দয়াবতী ছিল ॥ ১২ ॥ তিনি শরণাগত শত্রুদিগকেও আপন আয়ের উদ্যম ও যত্ন করিয়া রক্ষা করিতেন; তাঁহার কোন প্রকার ছল বা কাপট্য ছিল না। তাঁহার পিতা বীরসেন নামে বিখ্যাত ॥ ১৩ ॥ মহারাজ নল শত্রুকুলের সংহার পূর্ব্বক অবনীমণ্ডলে যশোবিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার আঘাতে অরাতিগণের হস্তি-সকল ক্ষিতিতলে দন্ত সংলগ্ন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিত। অতএব সর্ব্বত্রই তাঁহার জয়-সংবাদ প্রচারিত হইত ॥ ১৪ ॥ সেই নল স্বীয় সচিবের ব্যসন-শূন্য বাক্য-অনুসারে পৃথিবী পালন করিতেন। মহত্তর পৃথিবীপতিগণ অপরাধবিনাশ হেতু তাঁহাকে প্রণিপাত করিতেন ॥ ১৫ ॥ বিদর্ভাধিপতি দম্ভবিরহিত ভীম নামক ঐশ্বর্য্যশালী রাজা হইতে বৈদর্ভী নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই ভীমকন্যা ত্রিভুবনে ধন্যা ও মাননীয়া ছিলেন। বহুতর শত্রু এই রাজার

মহিততমারম্ভাভির্দময়ন্তী সদৃশুমারমারম্ভাভিঃ।
দধাতীমারম্ভাভির্ববৃধে সোরুদ্বয়ে সমা রম্ভাভিঃ॥ ১৭ ॥
সা রত্নং নারীণাং নলঃ শ্রিয়ামজনি নিলয়নং নারীণাম্।
যস্যানন্নারীণাং মরুভুবমাপদ্ঘটাবনং নারীণাম্॥ ১৮ ॥
চকমে সারাজন্যশ্রেষ্ঠস্তন্তাং স তেজসা রাজন্যঃ।
আত্তবিসারাজন্যশ্রিয়োঽধিত যযাজিতাঃ সসারাজন্যঃ॥ ১৯ ॥
নার্ত্তির্নোদ্যানেন প্রভাবিহীনেন শোভনোদ্যানেন।
স্মরজানোদ্যানেন স্ফুটমিতি গতিমিচ্ছ নলতনোদ্যানেন॥ ২০ ॥
সোঽহিতহস্তাপততঃ কাংশ্চিদপশুদ্ধিতায় হস্তাপতত্ত্বঃ।
সস্নেহস্তাপততস্তাঙ্গদমী তোষমাবহন্তাপততঃ॥ ২১ ॥
তস্বরসারসমানঃ সবিহঙ্গগণোব্রবীৎ সসারসমানঃ।
গতহিংসারসমানস্ত্বদ লভ্যো নিষ্ক্রয়ঃ স্বসারসমানঃ॥ ২২ ॥
ত্বং বুষকেত্বঙ্গাদধিকো ভৈম্যাস্তমোস্তিকেত্বঙ্গস্ত্বা।
সা তেঙ্কেতঙ্গত্বাসক্তা নল ততসকাশকেতঙ্গস্ত্বা॥ ২৩ ॥
ইতি হংসারামায়ানিকটং যাময়কৃতেব সারামায়া।
জগ্মুঃ সারামায়া জগতুশ্চালীভিরভিসসারামায়া॥ ২৪ ॥
শ্রীসঙ্কাশাস্যস্য ত্বম্ভৈমি নলস্য শশিনিকাশাস্যস্য।
অরিলোকাশাস্যস্য যদি ভার্য্যা স্যাঃ কুমারিকাশাস্যস্য॥ ২৫ ॥

নিকটে আসিয়া ভয়ে পলায়ন করিত॥ ১৬॥ পূজিততম চেষ্টাদি দ্বারা মনোহর বিলাসাদি-সমন্বিতা উমা, রাম ও রম্ভা সদৃশী ও রম্ভাতরুতুল্য উরুদ্বয়শালিনী দময়ন্তী নিজ কান্তি দ্বারা মদনকে ধারণ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে যৌবন-সীমায় উত্তীর্ণ হইলেন॥ ১৭॥ সেই দময়ন্তী নারীগণের মধ্যে রত্নস্বরূপা এবং নলও মানব-কান্তির নিকেতন। ইঁহার অরিসমূহ অস্ত্রশূন্য হইয়া এবং কোথাও রক্ষা না পাইয়া তাঁহাদের ধিক্কারজনক মরুভূমিতে পলায়ন করিয়াছিল॥ ১৮॥ দময়ন্তী ক্ষত্রিয়োত্তম নলকে বর কামনা করেন, যেহেতু, নল স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া বহুতর সমরজয় করিয়া যুদ্ধলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নরপতি নলও দময়ন্তীকে কামনা করেন, যেহেতু, দময়ন্তী জগতের যাবতীয় সুন্দরী বধূগণকে জয় করিয়াছিলেন॥ ১৯॥ তাহাতে নলের স্মরজনিত পীড়া উৎপন্ন হইল, তখন তিনি মনে করিতেন যে, সূর্য্যপ্রভা-বিহীন মনোহর উদ্যানে গমন করিয়া ঐ স্মরজনিত তাপ অপনোদন করিব, এই ভাবিয়া তিনি অশ্বযানে আরোহণ পূর্ব্বক ঐ উদ্যানে গমন করিলেন॥ ২০॥ অনন্তর শত্রু-হন্তা বিরহসন্তপ্ত কামজ্বর-নিপীড়িত নল হিতসাধনার্থ সমাগত কতকগুলি হংস দর্শন করিলেন। সেই হংসগণকে দেখিয়া নলের সন্তোষের উদয় হইল, সেই হেতু তিনি তাহাদিগকে ধারণ করিলেন॥ ২১॥ অনন্তর সেই সারস তুল্য শব্দকারী হংস-সমূহ তৎক্ষণাৎ নলকে বলিল, রাজন্! তোমার অন্তঃকরণে হিংসারসের আবির্ভাব হইয়াছে, তোমার আমাদিগকে অযথা পীড়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তুমি আমা-দিগের হইতে স্বীয় সৌন্দর্য্যাদির অনুরূপ উপহার প্রাপ্ত হইবে॥ ২২॥ হে নল! তোমার অঙ্গ কন্দর্পের অঙ্গ অপেক্ষাও সুন্দর, এইরূপে আমরা তোমার অনুরূপা সৌন্দর্য্যশালিনী ভীমরাজ-নন্দিনী দময়ন্তীর নিকট তোমার প্রশংসা করিব, তাহাতে সে তোমার প্রতি আসক্ত হইয়া তোমার ক্রোড়ে আগমন করুক, তুমি তাহার সহিত ক্রীড়া কর॥ ২৩॥ অনন্তর হংসগণ সেই সুখদায়িনী ভৈমীর নিকট গমন করিয়া বক্ষ্যমাণরূপে বলিতে লাগিল। তখন দৈত্যশিল্পী ময়ের উৎকৃষ্ট মায়ার ন্যায় সেই দময়ন্তী সখী-দিগের সহিত হংসগণের নিকট গমন করিয়া শুনিতে লাগিলেন॥ ২৪॥ "হে ভৈমি! তুমি যদি সেই শশধরবদন, অরিসেনাবিনাশী, কুমারী নারীগণের বাঞ্ছনীয় নলের ভার্য্যা হও, তবে তুমি শ্রীবৎস-

ইতি হংসেনোদিতয়া গণেন ভৈম্যামুদারসেনোদিতয়া।
নবভাসেনোদিতয়া স্মরেণ স পুনর্নলোকসেনোদিতয়া ॥ ২৬॥
তাবহুধাবাযস্ত শ্রেণ্যঃ পুনরস্য সন্নিধাবা যস্ত।
তাঞ্চ নিধাবাযস্ত ব্যহুবংস্তলনায় ন বিবুধাবাযস্ত ॥ ২৭॥
ইতি স বিনামানিতয়া জহ্রে ভৈম্যা নলোহপি নামানিতয়া।
স্বাস্থ্যং নামানিতয়া শিশ্রে চ বিচিন্ত্য তস্য নামানিতয়া ॥ ২৮॥
অথ স সমুদ্রাগস্য ক্ষ্মাস্তস্যালঙ্কৃতেঃ সমুদ্রাগস্য।
যৌবনসমুদ্রাগস্য স্বসুতারত্নস্য সাসমুদ্রাগস্য ॥ ২৯॥
দৃষ্ট্বা রাজা তনুত স্বয়ংবরং বিধিবদিন্দি রাজাতনুতঃ।
যস্য জরাজাতস্মৃতঃ পৃথগবাথাসৌ জনাদ্ররাজাতনুতঃ ॥ ৩০॥
তং হংসেনাপালিঃ স্বয়ংবরং ক্ষিতিভুজাং স সেনাপালিঃ।
নবভাসেনাপালিঃ স্রগেষু যৈঃ শিরসিযাবসেনাপালিঃ ॥ ৩১॥
তাং গাং সেনারাজিঃ স্বর্গসদাং যৈঃ সদারসেনারাজি।
আয়াসেনারাজি ক্ষয়িতরিপৌ চলতি বিবুধসেনারাজি ॥ ৩২॥
সোথ পরমহস্তেন প্রাপি নলেনোৎসবঃ পরমহস্তেন।
স্ফুরিতপরমহস্তেন প্রবভৌ রবিণেব তৎপুরং পরমহস্তেন ॥ ৩৩
ক্ষিপ্তলসন্নালীকান্ অধীতেষু মুখেন্দু তুলিতসন্নালীকান্।
রাজ্ঞঃ সন্নালীকান্ কান্তিবিবুধাংশ্চ নাহসন্নালীকান্ ॥ ৩৪॥

শোভিতা লক্ষ্মীর ন্যায় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই" ॥ ২৫। হংসগণ এইরূপ বলিলে পর আনন্দ উদয় হওয়াতে ভৈমীর মানসে স্মররিপুর আবির্ভাব হইব। তখন সেই যুবতী রসবতী শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই হংস-সমূহকে পুনর্ব্বার নলের নিকট পাঠাইয়া দিলেন ॥ ২৬॥ অনন্তর সেই হংসগণ ঐশ্বর্য্যনিধি দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম নলের নিকট ভৈমীর নানা প্রকার প্রশংসা করিল ॥ ২৭॥ হংসগণ এইরূপে নলের নিকট ভৈমীর প্রশংসা করিলে পর তিনি বিরহাতুরা ভৈমীর বশীভূতা হইয়া পড়িলেন; ফলতঃ ভৈমীর প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ জন্মিল, তাহাতে তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। ভৈমীও সেই অভিমানশূন্য নলের গুণসকল চিন্তা করিতে করিতে কালযাপন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮॥ অনন্তর পর্ব্বত ও সমুদ্র সহিত পৃথিবীর অলঙ্কারভূত, উদ্গতযৌবন, অতএব তনোদ্ভেদ ও বরের প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট স্বীয় সুতারত্নের অতিশয় কামজ ক্লেশ দর্শন করিয়া ভূমিপতি ভীম বিধিপূর্ব্বক স্বয়ংবরের অনুষ্ঠান করিলেন ॥ ২৯॥ এই রাজা প্রধান প্রধান নরপতিগণের মধ্যে জরাজনিত ভাব প্রাপ্ত না হইয়া যুবার ন্যায় শোভা পাইতেন, তাঁহার দেহ কন্দর্প অপেক্ষাও সুন্দর ছিল ॥ ৩০॥ অনন্তর সেনা-সমূহের সহিত বহুতর ভূপতিগণ মহা আড়ম্বরে ও সানন্দে সেই স্বয়ংবরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের শিরোদেশে ইন্দ্রনীলাদিসংবলিত, অতএব ভ্রমরবিশিষ্টের ন্যায় প্রকাশমান রত্নমালা-সকল সুশোভিত হইতে লাগিল ॥ ৩১॥ যিনি যুদ্ধস্থলে শত্রুসমূহ বিনাশ করেন, যিনি দেব-সেনাসমূহের অধিপতি, সেই দেবরাজ ইন্দ্রও স্বয়ংবরে গমন করিলেন, তখন সমস্ত দেবসেনা শ্রমসহকারে সেই বিদর্ভরাজভূমিতে গমন করিল। তৎকালে সমস্ত দেবতাগণ ভৈমীর প্রতি অনুরাগ-জনিত উৎসাহে বিরাজিত হইয়াছিলেন ॥ ৩২॥ অনন্তর আজানুলম্বিতভুজ নল সেই পরোৎসবধারী স্বয়ংবরে উপস্থিত হইলে, উৎকৃষ্ট কিরণমালা-সম্পন্ন রশ্মি দ্বারা দিবাকরের ন্যায় সেই পরমোৎকৃষ্ট ভীমনগরী সুশোভিত হইল ॥ ৩৩॥ যাঁহারা শত্রুগণের প্রতি প্রদীপ্ত নালীকা নামক অস্ত্র নিক্ষেপ করেন, যাঁহাদের মুখকান্তি মনোহর কমলতুল্য, যাঁহারা কপটাদি-পরিশূন্য, নলের দেহকান্তি সেই সমস্ত রাজগণ

অঞ্জনিকলাপাস্তস্তং স্বযশোঽনিজকঃমহ কলাপাস্তম্।
শত্রুকলাপাস্তস্তং প্রেক্ষ্য নলং সুরতিভিঃ কলাপাস্তম্ ॥ ৩৫ ॥
স্বর্নিলয়ানামনলংকৃতমপি জেতুস্ততিঃ শ্রিয়ানামনলম্।
যমজেয়ানামনলং প্রোচে শত্রুস্তমরিচয়ানামনলম্ ॥ ৩৬।
বদকাময়াসন্নস্তস্তৈম্যৈ মদ্গুণাঃ শ্রমায়াসন্নঃ।
শ্রেষ্ঠতমায়াসন্নস্বাদ্রষ্টা নতু জনঃ স্বমায়াসন্নঃ ॥ ৩৭ ॥
ইতি সরবেকেহান্তস্তস্য সমুকুলং সুরপ্রবেকেহান্ত।
তামবিবেকেহান্তঃ শ্রয়তি স্ত্রী তত্র পার্থিবেকেহান্ত ।৩৮ ॥
হরিপবমানয়মানান্ দূতোঽস্মিন্ নলো মহারমানয়মানান্।
ভবতীং মানয়মানান্ ভৈমিস্থরান্ বিদ্ধি মহমিমানয়মানান্ ॥ ৩৯ ॥
তুল্যোঽপ্সরাদেহি প্রভবো মগ্নাঃ স্মর প্রসরসাদেহি।
তামভিসরসাদেহি স্রজঞ্চ নাকাৎ সুখঞ্চ সরসাদেহি ॥ ৪০ ॥
ইতি কৃতসামারবতঃ সুরলোকাৎ তন্মুখেন সামারবতঃ।
নরিরংসামারবতস্থলাদিব নলোৎকমানসামারবতঃ ॥ ৪১।
সাবিররাজায়তয়া বীক্ষ্য দৃশা তং স্মরাতুরাজায়তয়া।
স্থিতিরত্রাজায়তয়া হ্যসদাঞ্চাভাষি নিষধরাজায়তয়া ॥ ৪২ ॥
তস্যা দেবাস্তস্য প্রণম্য চ নলেন ধীঃ পদেবাস্তস্য।
সতি নিনদেবাস্তস্য স্বয়ং প্রিয়ায়াঃ পদং মুদেবাস্তস্য ॥ ৪৩ ॥

দেহকান্তি কাহারও ছিল না ॥ ৩৪ ॥ তখন সমস্ত দেবতাবর্গ স্বীয় যশোরক্ষক, শত্রুগণের যশোনাশক অথবা স্বীয় যশঃপ্রসারণশালী, অসিদ্বারা শত্রুবিনাশী চন্দ্রানন নলকে নিরীক্ষণ করিয়া সকলেই কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া জড়ের ন্যায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ৩৫ ॥ যিনি অন্যের অপরাজেয় অরিগণের অনলস্বরূপ, সেই নল অলঙ্কারশূন্য হইলেও দেবতাগণ তাঁহাকে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী দ্বারা পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই। তখন ইন্দ্র নলকে কহিলেন, হে নল! তুমি আমাদের দৌত্যকার্য্য স্বীকার করিয়া সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দময়ন্তীকে বল যে, তোমার নিমিত্ত মদন আমাদিগকে অতিশয় পীড়া দিতেছে, তোমার গুণসমূহ শ্রবণ করিয়া বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক আমরা এখানে আসিয়াছি। আমরা প্রসন্ন হইয়া মায়াপ্রচ্ছন্নতা-রূপে বর দিতেছি, তাহাতে তত্রস্থিত দ্বারপালাদি ব্যক্তিবর্গ তোমাকে দেখিতে পাইবে না ॥ ৩৬-৩৭ ॥ সুরপ্রবর ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে নল মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক দময়ন্তীর সন্নিধানে গমন করিলেন। তৎকালে তিনি দূতভাবে গেলে দময়ন্তী বরণ করিবেন না, এরূপ কিছুই মনে করেন নাই, সেই হেতু স্থিরচিত্তে গমন করিলেন। যেহেতু, নল স্বয়ংবরস্থলে উপস্থিত থাকিলে অন্য বরকে বরণ করিতে পারে, এরূপ নারী কেহই নাই ॥ ৩৮ ॥ তখন নলরাজা দময়ন্তী-সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে ভৈমি! আমি ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, বায়ু ও পবন এই দেবতাগণের দূত। এই ইন্দ্রাদি পঞ্চদেবতা তোমার মহৎ স্বয়ংবরে আগমন করিয়াছেন, ইঁহারা মহদৈশ্বর্য্যশালী এবং নীতিজ্ঞ। এই দেবতাগণ তোমার পাণিগ্রহণ স্বীকার করিতেছেন ॥ ৩৯ ॥ হে অপ্সরাসদৃশে ভৈমি! মনুষ্যাদি জীবগণের ঈশ্বর এই সুরগণ কন্দর্পবাহুল্যজন্য দুঃখে নিমগ্ন হইয়াছেন, অতএব তুমি এই দেবতাগণকে স্বীকার করিয়া গলদেশে বরমাল্য প্রদান কর, তুমি অমৃতাদি-দুর্ল্লভ সামগ্রী-সম্পন্ন স্বর্গসুখ লাভ করিবে সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥ দেবগণ মদনাতুর হইয়া নলদ্বারা দময়ন্তীকে সান্ত্বনা-বাক্য বলিলেও নলানুরক্তমানসা ভৈমী হংসগণ যেমন জলোৎপন্ন পদার্থেই উৎকণ্ঠিতচিত্ত থাকে, কিন্তু মরুভূমিজাত পদার্থে উৎসুক হয় না, সেইরূপ ভৈমীও দেবতাদিগের প্রতি অনুরাগিণী হইলেন না ॥ ৪১ ॥ তখন আয়তনয়না বৈদর্ভী বিশেষরূপে সুশোভিত হইতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় ভবনে সহসা নলকে নিরীক্ষণ করিয়া কন্দর্পবাণে পরিব্যাপ্ত হইলেন। তখন তিনি নলকে কহিলেন যে, আমি দেবগণের জায়া হইব না ॥ ৪২ ॥ অনন্তর তূর্য্যনিনাদ বিঘোষিত হইলে পর নল সুরমুখ্য পুরন্দরের চরণে প্রণিপাত পুরঃসর বরণ-বিষয়ে ভৈমীর মনের যাহা নিশ্চয়, তাহা নিবেদন

অথ তরসাসারঙ্গেয়ং নৃপতিগণোঽস্থিতপদেষু সারঙ্গেয়ম্।
চঞ্চলসারঙ্গেয়ং দময়ন্তী চাক্ষিতুলিকসারঙ্গেয়ম্ ॥ ৪৪ ॥
ব্যধুর্য়বনামাঙ্গেষু প্রজা নৃপেম্বথ নিবন্ধনামাঙ্গেষু।
সূতৈর্নামাঙ্গেষু প্রকৃত্যা মানেষু শোভনামাঙ্গেষু ॥ ৪৫ ॥
সাঙ্গেন নলসমানা ননলসমানা নমুত্র কতিচিৎ পুরুষান্।
ভৈক্ষত ননলসামানা নমলসমানা নভূন্ন তেষান্তেদঃ ॥ ৪৬ ॥
রুচিকৃতনাসত্যাগাঃ স্ফূরর্ত্তু নলো যদি চ বচি্ন নাসত্যগাঃ।
অপি দীনাসত্যাগান্ন্যায়যুতেনৈবন্ম নাসত্যাগা ॥ ৪৭ ॥
যদিবাভাবন্তস্ত হিতাস্মি নল এব নরবিভাবনস্ত।
দেবসভাবন্তস্ত দ্বিপস্ত বপুষো ভবেদ্বিভাবনস্ত ॥ ৪৮ ॥
কৃতভাবাসাবনিতানিতি ভুবমৈক্ষৎ সুরান্ সুবাসাবনিতা।
স্বপতিংবাসাবনিতা চিহ্নং ধার্ম্মিকজনে ধ্রুবাসাবনিতা ॥ ৪৯ ॥
স্বরিরংসাদেবাল্যাকুলয়াদৃষ্ট্যার্থিতাপি সাদেবাল্যা।
বপুষি সসাদেবাল্যাদবৃত্তনলমুপস্থিতং রসাদেবাল্যা ॥ ৫০ ॥
সৎসদসোমাননয়া রুদ্রসমোযঃ স্বতেজসো মাননয়া।
প্রবৃতঃ সোমাননয়া নলো বভৌ ভুবি গুণেন সোমাননয়া। ৫১

করিয়া কহিলেন, হে দেবরাজ! ভৈমী আপনাদিগের কাহাকেও বরণ করিবেন না। সেই বাক্য অবশ্যই নলের আনন্দের নিমিত্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই ॥৪৩॥ অনন্তর নৃপতিগণ উত্তম সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে স্বয়ংবরসভায় ভীমকৃত নির্দ্দিষ্ট মঞ্চে বেগে গমন করিলেন। ঐ সভার সৌরভে ভ্রমরগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছিল। অদনন্তর সেই সুশোভিতা মৃগাক্ষী দময়ন্তী আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৪ ॥ তখন সূতগণ স্বয়ংবরের সভাস্থিত সমস্ত নৃপতিগণের এবং মাননীয় দেবতাগণের বংশগুণ কীর্ত্তন করিয়া পরিচয় প্রদান করিলে পর তত্রস্থিত জনগণ তাঁহাদিগকে নমস্কার করিল ॥ ৪৫ ॥ তদনন্তর শোভনাঙ্গী ভৈমী সেই স্বয়ংবর-সভায় অগ্নিসমান দেদীপ্যমান অলসবিরহিত এবং নলতুল্য শরীরধারী ইন্দ্রাদির ভেদ বুঝিতে পারিলেন না। ফলতঃ ইন্দ্রাদি দেবগণ দময়ন্তী নলকে বরণ করিবেন জানিতে পারিয়া, সকলেই নলের আকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, দময়ন্তী প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া আমাদিগকেই বরমাল্য প্রদান করিবেন। এই হেতু দময়ন্তী তৎকালে কে নল, তাহা নিশ্চয় করিতে পারিলেন না ॥ ৪৬ ॥ তখন দময়ন্তী কর্ত্তব্যস্থির করিতে না পারিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "যদি আমি সতী হই, কখন মিথ্যা বাক্য না বলিয়া থাকি, যদি আমি হীনা হইয়াও নিয়ত ন্যায় ও ধর্ম্মপথে চলিয়া থাকি, যদি আমি দান ও ধর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকি, তবে অশ্বিনীকুমার অপেক্ষাও অধিকতর সুন্দরকান্তি নল আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হউন অর্থাৎ ইনি নল এইরূপ জ্ঞান হউক ॥ ৪৭ ॥ আর যদি আমি অন্যপুরুষের প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ করিয়া নরেশ্বর নলের প্রতিই মনোভাব বন্ধন করিয়া থাকি, তবে অবনী তাঁহার দেবসভারূপ বনোৎপন্ন হস্তীর ন্যায় দেহকান্তি রক্ষা করুন ॥৪৮॥ তৎপরে শুদ্ধবসনা দময়ন্তী এইরূপ ঐকান্তিক ভাব প্রকাশ করিলে পর জানিতে পারিলেন যে, যাঁহাদের পদ ভূমিস্পর্শ করে নাই, তাঁহারাই দেবতা, আর যিনি পদতল দ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন, তিনিই সাধুরক্ষক নিজ পতি নল ॥ ৪৯ ॥ তদনন্তর বাল্যভাব প্রযুক্ত শ্রমযুক্তা ও দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইয়াও দময়ন্তী অলিতুল্য চঞ্চল দৃষ্টিপাত দ্বারা নলের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপস্থিত এবং প্রীতিরসে আপ্লুতা হইয়া সখীদ্বারা নলকে বরণ করিলেন ॥ ৫০ ॥ তখন পৃথিবীতে শৌর্য্যাদি গুণসমূহ দ্বারা অতুল্য রুদ্রসম নলকে, চন্দ্রাননা উমাতুল্য পতিব্রতা দময়ন্তী পতিত্বে বরণ করিলে সেই

মদদন্তাবরমস্তজ, জ্ঞাত্বাথ মনোগুরুপ্রভাবরমস্ত।
সুরবৃষভাবরমস্ত প্রদিশ্য জগ্মুর্গতপ্রভাবরমস্ত ॥ ৫২ ॥
গুরুমহিমা পরমায়াস্তস্তৌ নল এব বসতি মাপরমায়াঃ।
প্রিয় যামাপ রমায়াঃ স্বপুরমগুর্যত্র তং ক্ষমাপরমায়াঃ ॥ ৫৩ ॥
শশিনা সমহাসমহানগরে জনতাসমহা সমহাস্তমুদম্।
অতিভাসুরয়াসুরয়া ব্যহরদ্‌ব্যতনোৎ সুরয়াসুরয়াগমপি ॥ ৫৪ ॥

ইতি মহাকবিকালিদাসকৃতৌ নলোদয়ে খণ্ডকাব্যে প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

অথ রতিরেকান্তেন প্রাপি নলেনাত্র মন্দিরে কান্তেন।
তাম্পুনরেকান্তেন প্রাপ্তবতা রিপুমদাতিরেকান্তেন ॥১॥
বভৌ সসারসাগরশ্চকাস সারসাদ্র ধীঃ।
মধুঃ সসারসারসন্তদা সসারসার্ত্তবঃ ॥ ২ ॥
সমুদধিতাশালীনাং করেণ কপিশাগ্ররুচিজিতাশালীনাম্।
দিনভর্ত্তাশালীনামিব নলিনীমথ সমুত্থিতাশালানাম্ ॥ ৩ ॥
কুরবাপচসারসকাকুরবান্ কুররাখ্যনগোদিতাঙ্কুরবরান্।
কমলঙ্কৃতবদ্‌গতপঙ্কমলং কমলং ন বিলভয়িতুঙ্কমলম্ ॥ ৪ ।

সজ্জনগণের সভা শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৫১ ॥ অনন্তর ইন্দ্রাদি-দেবগণ উৎকৃষ্ট কান্তিমান্ এবং অতিশয়প্রভাবশালী ও বিপুল ঐশ্বর্য্যবান্ নলের চিত্ত দম্ভবর্জ্জিত জানিয়া তাঁহাকে বর প্রদান পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে সত্বর প্রস্থান করিলেন ॥৫২॥ তৎপরে শত্রুর কপটস্তম্ভনকারী, অতিশয় মহিমান্বিত, ক্ষমাপর বলিয়া ধনাগমবান্ নল, ভৈমী প্রিয়ার সহিত লক্ষ্মীর আবাসভূমি নিজ নগরীতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৩ ॥ তদনন্তর নলের নগরীতে চন্দ্রতুল্য কান্তি-বিশিষ্ট মহোৎসবকারী ও স্বচ্ছ সুরাপানে বিহারশীল প্রজাসকল অতিশয় হর্ষপ্রাপ্ত হইল। তখন ঐ নিষধপুরীতে বিবিধ সুরযাগ ও দেবার্চ্চনা আরম্ভ হইল ॥ ৫৪ ॥

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

অনন্তর রিপুগণের গর্ব্বাতিশয়ের বিনাশক কমনীয়াকৃতি নল সেই মনোরমা প্রধানা রমণীকে প্রাপ্ত হইয়া নিষধনগরীতে মনোহর মন্দিরমধ্যে রাত্রিদিন বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ তখন বলসাগর মহারাজ নল দিব্যশোভা পাইতে লাগিলেন এবং দময়ন্তী প্রেমরসে কোমলচিত্ত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। সেই সময়ে সারসগণের রব ও ঋতুজাত পুষ্পাদিসমান্বিত হইয়া বসন্ত ঋতু সমাগত হইল ॥২॥ তখন দিননাথ শস্যমঞ্জরীর অগ্রকান্তির বিজয়কারী কর দ্বারা চন্দ্রকিরণস্পর্শে দিক্‌প্রান্তে বিলীনা, অতএব অদর্শনগতা লজ্জিতার ন্যায় কমলিনীকে বিকাসিত করিলেন; তদ্দর্শনে ভ্রমরগণের মধুপানেচ্ছা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল ॥ ৩ ॥ সেই বসন্তকালে পৃথিবী সারসগণের কাকুরব প্রাপ্ত হইল এবং কুরবক-তরুতেও অঙ্কুরোৎপত্তি হইল ও বিমল সলিলে পদ্মসমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া দিব্যশোভা পাইতে

অগুরতি মহিমানীতস্ততোরবিমহাংসি গুরুত্তমহিমানীতঃ।
ভবনং মহিমানীতঃ স্মরেণ পরিতঃ শরাখ্যমহিমানীতঃ ॥৫॥
স্মরহৃচিতয়া জগতঃ ক্ষিতিহৃচিতয়াভবন্ধি চম্পকমুকুলম্।
তদহৃচিতয়া ব্যথয়া নিরহৃচিতয়া যযাবিযুগ্দম্পতিকৌ ॥ ৬
বিরলোচ্চপলাশস্য প্রচুরম্পুষ্পং বভূব চপলাশস্য।
স্মরনীচপলাশস্য প্রাপ্যাধ্বগাপিশিতচারু চপলাশস্য ॥ ৭ ॥
ঋতৌ বভুর্নিশাহ্বয়া বিভা বিভাবিভা বিভাঃ।
কলাশ্চ তেষু সংপতেরদা রদা রদারদাঃ ॥ ৮ ॥
ইহ ললনাশোকালিপ্রদেন যেনাত্মমদবিনাশোকালি।
কামেনাশোকালিস্বনহুংকৃতিভিঃ সদিক্ষ্বনাশোকালি ॥ ৯ ॥
স্মরস্য যুদ্ধরঙ্গতাং রসারসারসারসা।
জিতা বিয়োগিনঃ সমুন্নতে নতেনতেনতে ॥ ১০ ॥
মুরমনামধুনানা শ্রয়তি মৃতিঙ্কো বিনাঙ্গনামধুনানা।
ইতি ললনামধুনানাবিধমধয়ং কিল তদর্থনামধুনানা ॥ ১১ ॥
পিকোকোপি কোপিকো বিয়োগিনীরর্ভৎসয়ং।
বচাংসি ভঙ্গমালপন্নিতা নিতা নিতানিতাঃ ॥ ১২ ॥
শ্রীরাপিকলাপেন প্ররুদ্ধমানাবলিস্য পিকালপেন।
নকলাপিকলাপেন প্রণর্ত্তনমকারি বাগপি কলাপেন ॥ ১৩ ॥

লাগিল, সেই বিমল সলিল কাহাকে না রঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল ॥ ৪ ॥ তখন মহাপ্রভাবশালী রবিতেজ অতিশয় গুরু ও হিমানীতে ইতস্ততঃ প্রসারিত হইয়া পড়িল। সেই সময়ে স্মর চতুর্দ্দিকে বিষধর তুল্য শর নিক্ষেপ করায় অভিমানী নল রবিতেজ ও কামশরে পীড়িত, সুতরাং বহির্দ্দেশে অবস্থান করিতে অসমর্থ ভাবিয়া গৃহমধ্যেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥৫॥ তখন চম্পক-মুকুল অনঙ্গহৃচির ভাব ধারণ করিয়া জগতে প্রহারব্যথা বিজ্ঞাপিত করিতে লাগিল। আর ঐ চম্পকমুকুলই বিরহিদম্পতীদিগের প্রাণবিনাশ করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥ তখন অপ্রচুর ও উচ্চপত্র পলাশবৃক্ষের অধিক পুষ্প উৎপন্ন হইলে ঐ কুসুম-সকল অতি চঞ্চল আশাবিশিষ্ট অর্থাৎ লালসাসম্পন্ন মদনরূপ নীচমাংসাশী রাক্ষসের ভক্ষণ-যোগ্য পথিকগণের স্বাদু ও মনোহর মাংসের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ৭ ॥ ইত্যাদি কারণসম্পন্ন কান্তিদ্বারা ব্যাপক সুশোভন বসন্ত ঋতুতে রাত্রিরূপ হস্তি-সকল সুশোভিত এবং চন্দ্রকলা-সকল দারবিরহিত ব্যক্তিগণের হৃদয়-বিদারক সুশোভন দন্তরূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল ॥৮॥ এই বসন্তকালে ললনাগণের শোকপ্রদ অর্থাৎ যে বিরহিতপুরুষ আপনার কামোৎসব সম্পাদন করে, সে বাসনাশূন্য হইলেও চারিদিকে অশোকবৃক্ষস্থিত অলি-সমূহের ধ্বনিরূপ তর্জ্জন হুঙ্কার দ্বারা কাম কর্ত্তৃক নিবদ্ধ হইয়া থাকে। ফলতঃ এইকালে বিরহিগণ কামকর্ত্তৃক ত্বরা প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব বিরহিণী রমণীগণের মনোবাসনা পরিপূর্ণ পূর্ব্বক স্বীয় কামোৎসব নির্ব্বাহ করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥ শোভনদর্শন উৎকৃষ্ট সারসবিশিষ্টা পৃথিবী এক্ষণে কামদেবের যুদ্ধের রঙ্গস্থল হইয়া উঠিল। সম্যক্ প্রভাবশালী কাম, সস্ত্রীক বা প্রিয়াহীন পুরুষদিগকে বশীভূত করিলেন ॥ ১০ ॥ এই সময়ে সকল পুরুষই বসন্ত কর্ত্তৃক চঞ্চলচিত্ত হইয়া রমণী ব্যতিরেকে প্রাণ-ধারণে অসমর্থ হইয়া মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করে। অঙ্গনাগণও এই সময়ে নায়কগণের প্রার্থনা অস্বীকার না করিয়া স্বয়ং মদ্যপান করিয়া তাহাদিগকে অধরমধুপান করাইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ এই কালে কোন কোকিল কোপান্বিত হইয়া স্বরভঙ্গিমা-বিশেষ-সংবলিত তাৎকালিক আলাপ করিয়া বিরহিণীদিগকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল ॥ ১২ ॥ এই সময়ে শশধর অতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইলেন, পিককুলের আলাপে আম্রতরুসকল আকুল হইল এবং কলাপিকুল মিলিত হইয়া

সহকারবৃন্তে সময়ে সহকারহগস্তু কে ন সম্মার পদম্।
সহকারমুপরিকান্তৈঃ সহকারমণী পুরঃ সকলবর্ণমপি ॥ ১৪ ॥
অধিগতকামধুরাগাদগমেত্য ভ্রমরপটলিকামধুরাগাৎ।
পীত্বোৎকামধুরাদ্ দ্রুতমকৃততঃ প্রিয়োদিকামধুরাগাৎ ॥ ১৫ ॥
নসমানসমা নসমানসমা গমমাপ সমীক্ষ্য বসন্তনভঃ।
ভ্রমদভ্রমদ ভ্রমদভ্রমদভ্রমরচ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ ॥ ১৬ ॥
গতমত্র চয়েন গৃহাদসমুত্তরতান্তরতান্তরতান্তরতাম্।
পর এব বিকার ইয়ায় বৃহৎতমসন্তমসন্তমসম ॥ ১৭ ॥
ক্রুধিকান্তবসন্নবদামসমাপনয়াপনয়াপনয়াপনয়া।
তমৃতেঽনুশয়েন চ তামশনৈরবতারবতারবতারবতা ॥ ১৮ ॥
নভসো বিবরং কুসুমেক্ষণভা গতরোগতরোগতরোগতরো।
বদ কান্তমবক্ষ্যে যথাত্মধাবরমেবরমেবরমেবরমে ॥ ১৯ ॥
প্রিতেতি গামনাগতস্বকল্পকামনাগতঃ।
পরাপনামনাগতস্ততামকামনাগতঃ ॥ ২০ ॥
কাললনাদিবসন্তং কুসুমশরমসোঢ়হৃত্বনাদিবসন্তম্।
অলিভিরনাদিবসন্তং দৃষ্ট্বা যত্রাত্মনোঽর্থনাদিবসন্তম্ ॥ ২১ ॥
স্বয়মথ মন্দারিতয়া ধুক্তোযুক্তনলঃ সমন্দারিতয়া।
আরামন্দারিতয়া মদনেন ধিয়াপতভ্রমন্দারিতয়া ॥ ২২ ॥
অনুব্রতাসমাননং সমাননন্দ ভীমজা।
তমিন্দুনা সমাননং সমাননন্দনেবনে ॥ ২৩ ॥

কেকারব ও নৃত্য আরম্ভ করিল ॥১৩॥ এই সহকার-পুষ্প-সমন্বিত বসন্ত-সময়ে কোন্ পুরুষ স্ত্রীবিরহজন্য দুঃখ সহ্য করিতে সমর্থ হয়? আর কোন্ রমণীই বা ছল-পূর্ব্বক হকারবর্ণ-সমন্বিত পদ অর্থাৎ কলহ স্মরণ করিয়া থাকিতে পারে? অর্থাৎ তাহারা কলহ ভুলিয়া গিয়া কান্তের সহিত মিলিত হইয়া বিহার করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ মধুপশ্রেণী এই সময়ে প্রীতিহেতু পুষ্পরসপান করিয়া শীঘ্রই উৎকণ্ঠিত হইয়া মন্মথের আদেশ সমুদায় বহন পূর্ব্বক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমনকরত মধুর শব্দে গুঞ্জন করিতে লাগিল, তদ্দ্বারা বসন্ত ঋতু অতিশয় মনোহর হইয়া উঠিল ॥ ১৫ ॥ কামুক-সমূহ ভ্রমণশীল মেঘমালার ভ্রমপ্রদ বিপুলমদযুক্ত ভ্রমরাবলি-বিশিষ্ট বসন্তকালিক নভস্থল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মানসস্থিত অভিমান-বিশিষ্ট বন্ধুর সমাগম লাভ করিতেছে ॥ ১৬ ॥ এই সময়ে যে পুরুষ গৃহ হইতে নির্গত হয়, অতিশয় অজ্ঞান সেই অবিবেকী মানব, হৃদয়ে অসমাপ্ত রতিভাব প্রাপ্ত হইয়া মদনজনিত অত্যন্ত অসাধু বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ যে কামিনীর ক্রোধ হয়, সেই নীতিজ্ঞানহীনা নারী নবীন মালার সমাপ্তি দ্বারা কালযাপনে বল্লভ-সন্নিধান প্রাপ্ত হয় না এবং হায়! শীঘ্রই সে কান্ত ব্যতিরেকে তদানীন্তন পশ্চাত্তাপের সহিত মৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥১৮॥ হে নগোপরিস্থিত তরুবর! তুমি কুসুমরূপ নয়নান্বিত এবং দুঃসহ রোগ-রহিত হইয়া আকাশ-বিবরান্ত পর্য্যন্ত গমন পূর্ব্বক অতিশয় উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছ। অতএব আমার কান্তকে দেখিয়া বল, আমি এই বসন্তকালে রমার ন্যায় তাঁহার সহিত বিহার করিব ॥ ১৯ ॥ যাহার নিজ বল্লভ আগমন করে নাই, এবম্ভূতা উৎকণ্ঠা নায়িকা এইরূপে প্রলাপ, উন্মাদ ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া গিরিতরুর আশ্রয় লইলে তাহাদের নিকট হইতে কোন প্রত্যুত্তর পাইল না, তখন সে কামরূপ কৃষ্ণসর্পের বিষে জর্জ্জরিত হইতে লাগিল ॥২০॥ এই সময়ে অলিকুল ইহার সমান মদদর্শনে আপনাদের সুরত প্রার্থনা করিয়াই যেন মধুররবে গুঞ্জন করিয়া থাকে, অতএব এই কালে হৃদয়মধ্যে নিয়তনিবাসী মদনের বিষম শর কোন্ কামিনী সহ্য করিতে সমর্থ হয়? ২১ ॥ অনন্তর অরিরহিত মহারাজ নল, স্বয়ং স্বীয় উত্তমাপ্রিয়ার সহিত মন্দার-বৃক্ষ-সমূহ-সমন্বিত উত্তম বনে গমন করিলেন ॥ ২২ ॥ তখন সৌন্দর্য্য-শোভান্বিতা দময়ন্তী চন্দ্রতুল্য মুখকান্তি নলের অনুগামিনী হইয়া নন্দনকানন তুল্য উপবনে

ইহ রুচিরামাবলয় স্বদৃশমিতি পৃথকৃপ্রিয়স্থ রামাবলয়ঃ।
প্রাপ্তারামাবলয়স্ফুরো গিরাষদুদরেভিরামাবলয়ঃ॥ ২৪॥
নবকুসুমানমনাগা গন্তুং নৈচ্ছৎ পরাসমানমনাগাঃ।
অজনি পুমানমনাগা শ্রিত্যাসসৎ কুসুমদামানমনাগাঃ॥ ২৫॥
রুষিতং সখিসাদমমুষালসং তনুতেতনুতেতনুতেতনুতে।
ননবাননবাননবাননবানবাগিহতে চরণেমৃতিমেষাতি সঃ॥ ২৬॥
অপি চৈত্যানগা নবত্তানবতানবতানবতান্ততরামধুনা।
ইহ সৌখ্যমগোচরমাচরমাচরমাচরমাস্থ নরম্যতরা॥ ২৭॥
ইতি লালিকয়ালিকয়াতকচৈরত্তিকয়া লিকয়া কথিতা।
দয়িতং সময়াসময়াদপরা ব্যহরৎ সমশাসময়াচতয়া॥ ২৮॥
অতিরুচিমানস্তবকঃ সবস্তটোয়ং বিচীয়মানস্তবকঃ।
ইহ খলু মানস্তবকঃ প্রিয়ামিতি পরোনয়ৎসমানস্তবকঃ॥ ২৯॥
অরুণতরপরাগস্থ প্রসরৈঃশ্লিষ্ট ন পুনরপরাগস্য।
হসিতৈরপরাগস্থ স্বৈস্তিষ্ঠাপি লবেপ্সুরপরাগস্থ॥ ৩০॥
অবেক্ষ্য পল্লবালয়ানগান্ শ্রিতালবালয়া।
লতাতয়ে ববালয়া বভেঽঙ্গয়াববালয়া॥ ৩১॥
ব্রততীনামালীনাং মধ্যোন্যোব্যচিনুতাঙ্গনামালীনাম্।
অপ্যেনামালীনাং স্মিতাচ্চ জানন্ মদাচ্চ নামালীনাম্॥ ৩২॥

আনন্দে বিহার করিতে লাগিলেন॥ ২৩। "হে সুন্দরি! এই বনে তোমার মনোহর নয়ন ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিয়া নিরীক্ষণ কর।" বল্লভের এই বাক্যে সেই বলয়শোভিতা এবং উদরদেশে মনোহর বলি-ভঙ্গিসমন্বিতা রমণীশ্রেণী একে একে পৃথক্ আরামে গমন করিল। ২৪। যখন সমান অভিমানবতী অন্যান্য স্ত্রীগণ নবকুসুমভারে আনত বৃক্ষসমন্বিত বনভূমিতে গমন করিতে ইচ্ছা করিল না, তখন সেই সাপরাধ পুরুষ স্বয়ং উত্তম কুসুম চয়ন করিয়া তাহার হস্তে প্রদানপূর্ব্বক নিরপরাধ হইল এবং সেই রমণীর মান অপনয়ন করিল॥ ২৫॥ নায়ক-প্রেরিত দূতী গিয়া বলিল, হে প্রশংসনীয় তনুসৌন্দর্য্যধারিণি! তোমার অল্পমাত্র রোষও বল্লভের বিষাদ সম্পাদন করিয়া থাকে, সে তখন শুষ্কমুখ হইয়া তোমার স্তুতি করিতে থাকে এবং তোমার চরণে প্রাণসমর্পণ করিয়া প্রাণ ধারণ করে মাত্র, নচেৎ মদনব্যথায় তাহার মরণ নিশ্চয় জানিও॥২৬॥ হে সখি! এই বসন্তের বৃক্ষাদিগত নবীনতা কি আর ম্লান হইবে না? ফলতঃ অতঃপর আর উহার এরূপ মনোহারিত্ব থাকিবে না, অতএব তুমি এই সময়েই উহার এরূপ অনির্ব্বচনীয় সুখলাভ কর। অতঃপর বসন্তের পরবর্ত্তিনী শোভা আর তাদৃশী মনোরমা থাকিবে না, এই সময়েই প্রিয়তমের সহিত রতিসুখ-সম্ভোগে নিরত হও। ফলতঃ এখন তোমার মান পরিত্যাগ করা একান্তই কর্ত্তব্য॥২৭॥ কোন যুবতী সখী এইরূপ বাক্যে মুগ্ধ হইয়া স্বীয় বল্লভের নিকট গমন করিল। সেই কামুক রতিকালে কপোলে পতিত কুন্তলে শ্যামল-মুখী সেই প্রিয়ার সহিত মনসুখে বিহারে প্রবৃত্ত হইল॥২৮॥ কোন নায়ক স্বীয় মানবতী রমণীকে কহিল, হে সুন্দরি! এই শোভাসমৃদ্ধিসম্পন্ন পুষ্পগুচ্ছ-সমন্বিত বকপঙ্ক্তিবর্জ্জিত সরোবর-তট অতিশয় মনোরম হইয়াছে, এই স্থানে তোমার মান কেন? এইরূপে সেই কামুক অনেক স্তব-স্তুতি দ্বারা প্রিয়তমাকে নিজবশে আনিয়া মনঃসুখে বিহার করিতে আরম্ভ করিল॥ ২৯॥ অন্য নারী অতিশয় অরুণবর্ণপুষ্পরজঃসমন্বিত বৃক্ষের সম্মুখে গিয়া স্বীয় হাস্যচ্ছটাদ্বারা শুক্লীভূত পুষ্পসমূহ তুলিতে গিয়া লোহিত পুষ্পসকল আর দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত হইয়া রহিল॥৩০॥ কোন ষোড়শী বালা নবপল্লবযুক্ত বৃক্ষ দর্শনে উল্লাসিত-মানসে পল্লব আনয়নার্থ তাহার আলবালের উপর দণ্ডায়মান হইলে মনোহর লতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল যেন, মনোহারিণী লতা বৃক্ষবরকে আশ্রয় করিয়া উত্থিত হইয়া রহিয়াছে॥ ৩১॥ অন্য কোন কামী, সখীগণের হাস্য হেতু এবং ভ্রমরগণের মদহেতু ব্রততী-সমূহ-মধ্যলীনা লতা ও সখীগণের মধ্যে গুপ্তা নিজাঙ্গনাকে

কমিত্বঃ কলুষাক্ষিসুখার্থনভাগপরাগপরাগপরাগপরা।
স্থিতিমাপতথৈবহৃতঃ সপুমাননয়াননয়াননয়াননয়া ॥ ৩৩ ॥
স্বমনেনসমায়তয়া ব্যধিতাগঃ স্বেবকশ্চন সমানতয়া।
ঋতুমানসমায়তয়া তয়া তস্মৈনাক্রোধিজীবনসমায়তয়া ॥ ৩৪ ॥
অভবদনেনানাবিস্ময়দোদ্যোমানিনীজনেনানাবি।
অতিসুজনেনানাবিস্খলনং, যদুপবনমনেনানাবি ॥ ৩৫ ॥
জনাদসোঃ সমানতঃ পদাহতিং সমানতঃ।
পয়োদধৌ সমানতঃ স্বমূর্দ্ধি ভাসমানতঃ ॥ ৩৬ ॥
তরুচ্ছটোত্তমালয়া তয়া ভুবোত্তমালয়া।
অহারি শীতমালয়ানিলাবধূতমালয়া ॥ ৩৭ ॥
শ্রিতলসদারামাভিঃ প্রাপ্যোতি জনো বিহৃতিমুদারামাভিঃ।
আরাদারামাভিঃ স্ফুরিতসরোজং সরস্তদারামাভিঃ ॥ ৩৮ ॥
কিমপঃ সরসীমারাধামগুণামৃতপ্রসরসীমায়াঃ।
ক্রতমিতি সরসীমায়া ত্যক্তো ভৈম্যানলশ্চ সরসীমায়াৎ ॥ ৩৯ ॥
গতপঙ্কাসারস্য শ্রিয়োঽস্য জহুর্মনোধিকাঃ সারস্যঃ।
অপি কেকাঃ সরস্যস্থিতাঃ কুর্য্যশ্চ হংসিকাঃ সারস্যঃ ॥ ৪০ ॥
কাঙ্ক্ষতিরস্তিমিতাভিঃ স্ফুটমন্তির্বিহৃতিরস্তিমিতাভিঃ।
অনতিতরস্তিমিতাভিঃ কমেত্যাযদশক্তিধৃতিভিরস্তিমিতাভিঃ ॥ ৪১ ॥
অলির্মিলৎপরাগতঃ সরোরুহাৎ পরাগতঃ।
মুখং মুদাপরাগতস্তদীয়মাপরাগতঃ ॥ ৪২ ॥

জানিতে পারিয়া পরিশেষে নিজ প্রিয়াকেই অন্বেষণ করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥ কোন রমণী তরুর পুষ্প-পরাগ দর্শনে ঊর্দ্ধমুখী হইলে ঐ পরাগ দ্বারা তাহার চক্ষু দূষিত হইল, তখন সেই অঙ্গনা বল্লভের নিকট নেত্রগত পরাগ নিষ্কাশন পূর্ব্বক সুখিনী করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া তাহার সম্মুখে অবস্থিত রহিল এবং প্রিয়তমের দিকে ভঙ্গিমা সহকারে মুখ বাড়াইয়া দিয়া তাহার মনোহরণ করিল ॥ ৩৩ ॥ কোন কামী স্বীয় প্রিয়তমার নিকট অপরাধী হইলে তাহার অগ্রে অতিদীর্ঘ কপটজাল বিস্তার করিয়া সেই অপরাধের অপনয়ন করিতেছে। সেই রমণী সরলচিত্ত বলিয়া প্রাণতুল্য প্রিয়তমের প্রতি কোপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিহার আরম্ভ করিল ॥ ৩৪ ॥ অন্য কামুক পুরুষ নানাবিধ পক্ষীসমন্বিত উদ্যান উত্তমরূপে বর্ণনা করিয়া বিস্ময়রস উৎপাদন পূর্ব্বক অপরাধবর্জ্জিত হইল ॥ ৩৫ ॥ অন্য কোন কামিজন প্রাণপ্রতিমা কান্তার অহঙ্কারকৃত পদাঘাত প্রসাদের ন্যায় মস্তকে ধারণ করিতেছে ॥ ৩৬ ॥ তমালতরুবিরহিত উদ্যান-ভূমিতে বৃক্ষ-সমূহ-কম্পনকারী, সুগন্ধি ও শীতল মলয়-পবন-সমন্বিত উত্তম গৃহ-সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক বিলাসিনীগণ কান্তের সহিত বিহার করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥ তখন কামিজন, শোভমান আরামাশ্রয়-কারিণীগণের সহিত উত্তমরূপে বিহার করিতে করিতে সমীপস্থিত প্রস্ফুটিত সরোজ-সমন্বিত সরোবরে গমন করিল ॥ ৩৮ ॥ তখন মহীপতি নল প্রিয়-ভার্য্যা দময়ন্তীকে বলিলেন, হে অসীমগুণামৃতময়ি! তুমি কি বারিবিহারের ইচ্ছা করিতেছ? এই বলিয়া দম্ভবিহীন নল ভৈমীর সহিত সরসীতে গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ সেই বিমল ও উৎকৃষ্ট সরসী-বারি নলের মনোহরণ করিল। সরোবরস্থিত শব্দায়মান চক্রবাক, কুররী, হংসী ও সারসী প্রভৃতি স্ত্রী-পক্ষিগণের জলক্রীড়া দর্শনে নল ও দময়ন্তীর মন প্রফুল্লিত হইল ॥ ৪০ ॥ তখন রমণীগণ তিমি-নক্রাদি-বিরহিত সেই সরোবরজলে গমন পূর্ব্বক লঘু পরিমিত তরঙ্গদ্বারা আহত হইয়া মনে মনে বিচার করিল যে, এই ভয়কারণ-বিরহিত সলিলে বিহারে কি ক্ষতি আছে? এই ভাবিয়া তাহারা বারি-বিহারে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪১ ॥ তখন অলিগণ সেই পরাগবিশিষ্ট কমল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৌরভলোভ

অথ কামানলিনীনাং স্ত্রীণাং সংঘৈম নোরমানলিনীনাম্।
বিধূততমানলিনীনাং পংক্তিবিততান সংভ্রমানলিনীনাম্ ॥ ৪৩ ॥
সরঃশ্রিয়োত্তরঙ্গতঃ সরোজনৃত্তরঙ্গতঃ।
ভয়ং মহত্তরঙ্গতস্তনূজনস্তরঙ্গতঃ ॥ ৪৪ ॥
অথ নীরাৎ সারসতঃ ফেণপরীতাদ্‌যথাম্বরাৎ সারসতঃ।
অতিমুখরাৎ সারসতস্তীরমিতা স্ত্রীততিশ্চিরাৎ সারসতঃ ॥ ৪৫ ॥
সচোদয়াবলীনতঃ সমুৎপ্রভাবলীনতঃ।
নয়নযয়াবলীনতঃ পদং জনোবলীনতঃ ॥ ৪৬ ॥
নিশকামানাং গেহং মন্তো মদনেষু বিকৃতিমানং গেহম্।
ইতি পরমানং গেহং নলঃ ক্রিয়ামনয়দাতিবিমানং গেহম্ ॥ ৪৭ ॥
অরুণমহস্তেনেন প্রাপি চ সোহংশ্রেগুণগ্রহস্তেনেন।
ভাব্যমিহস্তেনেন স্ফুটমস্য হি তদ্‌গতেংশুস্তেনেন ॥ ৪৮ ॥
যতোযতোযতোযতো ববের্মরীচিসঞ্চয়ঃ।
মহান্ধকারসঞ্চয়স্ততস্ততস্ততস্ততঃ ॥ ৪৯ ॥
ছাদিতরবিতানেন প্রাপি চ কালেন সম্বরবিতানেন।
জিতরুধিরবিতানেন ব্যোম্না চ স্ফুরিতমুডুভিরবিতানেন ॥ ৫০ ॥
অথোদ্‌গতোম্বুরাজতঃ শ্রিয়ং ক্ষমাপরাজতঃ।
যথা ঘটো ব্যরাজত স্মরাগ্রগঃ সরাজতঃ ॥ ৫১ ॥
দধতং কালং কালং কালং কালং বিয়োগিনী শশিনস্তম।
অধ্বগ কালং কালং কালং কালং প্রসমীক্ষিতং প্রোদ্‌গতম ॥ ৫২ ॥

হেতু অনুরাগবশে কামিনীগণের মুখকমলে শোভা বর্দ্ধিত লাগিল ॥ ৪২ ॥ অনন্তর কামানলবিশিষ্ট রমণীগণ কমলিনী-সকলকে স্নানাদি হেতু কম্পিত ও ভ্রমরদিগকে ভীত করিয়া তুলিলে তাহারা সুমধুর রবে ঝঙ্কার করিয়া বেড়াইতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥ তখন সরোবর অতিশয় শোভার আধার হইয়া উঠিল। রমণীগণ কমলকুলের নর্ত্তনের রঙ্গভূমিস্বরূপ তরঙ্গোত্থান হেতু কুম্ভীররাশি বিলোড়ন ভাবিয়া অতিশয় ভয় পাইল ॥ ৪৪ ॥ বহুক্ষণ জলবিহারের পর রমণীগণ অতিশয় শব্দায়মান সারসপক্ষীসমূহ বিশিষ্ট সারসযুক্ত আকাশ তুল্য নীর হইতে ক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফেণব্যাপ্ত তীরদেশে আগমন করিল ॥ ৪৫ ॥ অনন্তর ত্রিবলীনম্র রমণীগণ পদসৌগন্ধে অলিসমূহ আকর্ষণ পূর্ব্বক সরোবরতীর হইতে উদয়াচলগত সূর্য্য-প্রভা-সমন্বিত স্ব স্ব আলয়ে গমন করিল ॥ ৪৬ ॥ তখন নল কহিলেন হে দময়ন্তি! আমার সুকোমল দেহ কামবাণে বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব আমি এখন কাম-বিনাশের মানস করিয়াছি। এই নিমিত্ত তুমি আমার রতিবিষয়ক মনোভিলাষ পূর্ণ কর, এই বলিয়া তিনি দময়ন্তীকে পুষ্পকাদিবিমান-বিজয়ী শোভাদি সম্পন্ন কামোদ্দীপক গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন ॥ ৪৭ ॥ তখন রবি সন্ধ্যারাগ প্রাপ্ত হইয়া অরুণবর্ণ হইলেন, এখন কমল তাঁহার গ্রহণে সমর্থ হইল না। এই সন্ধ্যাকালে সূর্য্য কমলগত অংশুহস্ত হরণ করিলেন ॥ ৪৮ ॥ তখন রবিকিরণ-সমূহ যে যে স্থান হইতে অপসৃত হইতে লাগিল, সেই সেই স্থান মহান্ধকারসমূহে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥ এই সায়ংকালে পক্ষিগণ সুমধুর ধ্বনি করিতে লাগিল, অনন্তর রক্তবর্ণ রবিকর অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইল, তখন মেঘগণ দলে দলে আপন গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিল, আকাশমণ্ডল নক্ষত্র-সমূহদ্বারা সুশোভিত হইল ॥ ৫০ ॥ অনন্তর শশধর অম্বুরাশি হইতে উত্থিত হইয়া আকাশমণ্ডল সুশোভিত করিলেন। তখন চন্দ্র স্মররাজ্যের প্রস্থানকালীন অগ্রবর্ত্তী রজতনির্ম্মিত ঘটের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥ তখন সেই কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্করূপ-সম্পন্ন পথিকগণের বিনাশক এবং কালে কালে অর্থাৎ রাত্রিকালে উদয়শীল চন্দ্রকে দর্শন

ক্ষরত্তুষারশীকরাঃ প্রবুদ্ধকৈরবাকরাঃ।
ততো জজৃম্ভিরে করা জগৎসু শার্ব্বরীকরাঃ ॥ ৫৩ ॥
বধূস্তদাসু নিন্থিরে নয়ে নয়ে নয়ে নয়ে।
বশং নরো নয়ন্ সমুন্নতে নতে নতে নতে ॥ ৫৪ ॥
সহা সহাবমাদরৈঃ সহা সহাঃ স্মরস্থ তে।
সুরাসুরা যথামৃতে সুরাসুরা গমাদধুঃ ॥ ৫৫ ॥
মধু প্রপীয় চাভবন্ নতা নতা নতা নতাঃ।
রমা রমা রমা রমাকুলে জনেঽত্র হালয়া ॥ ৫৬ ॥
ভ্রমরৈর্দ্রাগস্তানি প্রপীয় চ মধূনি সানুরাগস্তানি।
দত্তনিরাগস্তানি প্রাপচ্ছয়নপ্রস্বরাগস্তানি ॥ ৫৭ ॥
সসমুদ্রমহেলাভিস্ফুরিতগুণাভিস্ততঃ স্মরমহেলাভিঃ।
শ্রীঃ প্রবরমহেলাভিস্তথৈব যুবপংক্তিভিঃ পরমহেলাভিঃ ॥ ৫৮ ॥
তয়ার্দ্রধীরমায়য়া মুদামনারমায়য়া।
নলো বিহারমায়য়াবধঃকৃতা রমায়য়া ॥ ৫৯ ॥
সাশঙ্কামায়াসীৎ কৃতিনী ভৈমী নলস্য কামায়াসীৎ।
কামনিকামায়াসীদ্যাতিস্তদিষ্টাং স চাধিকামায়াসীৎ ॥ ৬০ ॥
ইতি নানামায়ানাং নলঃ কলিভুবাং বলেন নানামায়ানাম্।
ব্যসনানামায়ানান্নিধিররমদ্রাজ্যজন্মনামায়ানাম্ ॥ ৬১ ॥
স্বয়ংবরাদনন্তরং মহী মহী মহানধীঃ।
ররক্ষ নৈষধস্তদা রবাজরাজ রাজরাঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি মহাকবি-কালিদাসকৃতৌ নলোদয়ে খণ্ডকাব্যে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

করিতে কোন বিরহিণীই সমর্থ হইল না ॥ ৫২ ॥ অনন্তর জগদ্ব্যাপ্ত চন্দ্রের কিরণ-সমূহ হইতে হিমবারি-কণা ক্ষরিত হইতে লাগিল। ঐ শিশির-সমূহ দ্বারা কুমুদ-সকল প্রস্ফুটিত হইল ॥ ৫৩ ॥ চন্দ্ররশ্মি-সম্পাতের পর যে যে পুরুষ যে যে উপায় দ্বারা বধূদিগকে অনুনয় করিতে লাগিল, সেই সেই পুরুষ সেই সেই উপায় দ্বারাই বধূদিগকে স্ববশে আনয়ন করিতে সমর্থ হইল ॥ ৫৪ ॥ কামাসহিষ্ণু কামুক-নারী সমূহ অঙ্গভঙ্গ্যাদি-সমন্বিত হইয়া সুরাসুরের অমৃতের ন্যায় আদর সহকারে সুরার প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাহা পান করিল ॥ ৫৫ ॥ সেই সেই রমণীগণ মধুপান করিয়া কেহ বা নম্রা এবং কেহ বা অনম্রা হইল; স্ত্রীজনগণ কন্দর্পশোভায় সুশোভিতা হইলে সুরাদ্বারা সত্বরই অন্য এক প্রকার শোভা প্রাপ্ত হইল ॥ ৫৬ ॥ যাহা পান করিলে অপরাধ বিস্মৃত হওয়া যায় এবং ভ্রমরগণ কর্ত্তৃক যাহা সত্বরে পরিত্যক্ত হইয়াছে, সেই মদ্য পান করিয়া কামুকগণ সত্বর বিতান-সমন্বিত শয্যাতল আশ্রয় করিতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥ সসমুদ্র অতি বিস্তৃত ভূমিতলে যাহাদের গুণসমূহ বিখ্যাত হইয়াছে, যাহারা পরমোৎকৃষ্ট লীলাবিলাস-সমন্বিতা, সেই রমণী-সকল মদন-মহোৎসবে অতিশয় সুখ ও শোভা প্রাপ্ত হইল এবং যুবজনগণও তাহাদের সহিত পরমসুখ ও শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥ শৃঙ্গাররসে আর্দ্রবুদ্ধি নল নিরন্তর সুখকর বিধিসমন্বিতা, কপটরহিতা দময়ন্তীর সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সেই অবিরত সুখদায়িনী ভৈমীরূপ সৌভাগ্য দ্বারা কমলকেও অধঃকৃত করিয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥ পুণ্যবতী কাপট্য-রহিতা দময়ন্তী এইরূপে নলের মনোভিলাষ পূরণ করিতে লাগিলেন এবং কামদ্বারা যাঁহার অতিশয় আয়াস ঘটিতেছে, সেই নলও দময়ন্তীর অভিলষিত-অধিক ক্রীড়াসম্পাদন পূর্ব্বক মনোরথ পূরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ রাজ্যোৎপন্ন নানাবিধ ধনাগমের আধার মহারাজ নল, নানাবিধ কপট-কারিকলি-জনিত বিবিধ বিপৎপাত পর্য্যন্ত এইরূপে পরমসুখে বিহার করিলেন ॥ ৬১ ॥ তখন মহারাজ বিশালবুদ্ধি নল স্বয়ংবরের পর হইতে কুবেরের তুল্য ধনশালী হইয়া উৎসব সহকারে পৃথিবী রক্ষা করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

অথ সুররষভাঃ স্বরতঃ প্রেক্ষ্য কলিং প্রস্থিতা মহাদ্ভাস্বরতঃ।
যঃ ক্রতিষু শুভাস্বরতঃ পপ্রচ্ছুস্তদ্গতিং ঘননিভাঃ স্বরতঃ ॥ ১ ॥
যশসামায়ামিতয়া হৃতঃ শ্রিয়া ভীমদুহিতৃমায়ামিতয়া।
তদধিগমায়ামিতয়া স্পৃহয়াস্মি মনুষমায়ামিতয়া ॥ ২ ॥
ইতি বিকলো মায়ায়াস্তত্রুক্ত উচে জনোঽমলোমায়ায়াঃ।
শুভশীলো মায়ায়াঃ স্থিতো নগোঽস্যা বরোঽমুলোমায়ায়াঃ ॥ ৩ ॥
বচ ইতি বস্বাদিভ্যঃ শ্রুত্বা কলিরুৎসবাসবস্বাদিভ্যঃ।
মখসর্ব্বস্বাদিভ্যশ্চুকোপ দোষাৎ স মদভুবঃ স্বাদিভ্যঃ ॥ ৪ ॥
প্রবলতমানবলয়তয়া সংযোজ্য নলে সুরোত্তমানবলয়তয়া।
তেনামানবলয়তয়া তরুণেব তয়াস্যতাং ম মানবলতয়া ॥ ৫ ॥
ইতি বলবানস্তরতঃ কলিঃ কিলৈতজ্জগাদ বানস্তবতঃ।
অবহিতবানস্তরতঃ সমৃদ্ধিষু নলস্য বিবিশিবানস্তরতঃ ॥ ৬ ॥
সোঽথ সদারোদরতঃ পুষ্করবিজিতো নলঃ সদারোদরতঃ।
ব্যাজাদ্দারোদরতঃ স্বপুরান্নির্যাস্যবাসুদারোদরতঃ ॥ ৭ ॥
অসমানানাহারিঃ স্যৈনং শত্রুাংশ্চ কিমমুনানাহারি।
অপি তেনানাহারি ভ্রান্তস্তু ষণমপাস্য নানাহারি ॥ ৮ ॥
শুচমকরোদস্যস্য ভ্রমন্নলঃ পথি পদং সরোদস্যাস্য।
ন চ পুনরোদস্যস্য ত্রাণায়াভূৎ পরস্পর-রোদস্যস্য ॥ ৯ ॥

দেদীপ্যমানা দময়ন্তীর স্বয়ংবর-মহোৎসবের পর মেঘধ্বনির ন্যায় কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট ইন্দ্রাদি সুরোত্তমগণ স্বর্গধামে গমন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে শুভকার্য্যে বিরত কলির সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এক্ষণে কোথায় যাইতেছ? ১। কলি বলিলেন, আমি অতিশয় যশস্বিনী দময়ন্তীকে লাভ করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি নরলোকে গমন করিতেছি। দময়ন্তীর সৌন্দর্য্য পরম মনোহর, আমি শুনিয়াছি যেন, স্বয়ং লক্ষ্মী দময়ন্তীরূপে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ২ ॥ কলিপ্রমুখাৎ এই বাক্য শ্রবণে অমরগণ বলিলেন, পার্ব্বতীর তুল্য ভাগ্যবতী, শুভাদৃষ্টশালিনী ছলরহিতা দময়ন্তী উত্তমস্বভাব নলকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। তুমি আর সেখানে যাইও না ॥ ৩ ॥ কলি যজ্ঞ সর্ব্বস্ব অর্থাৎ যজ্ঞধন সোমপায়ী ইন্দ্রাদি দেবগণের নিকটে সেইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় স্বভাবদোষে তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল ॥ ৪ ॥ "যে রমণী স্বীয় অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া প্রবলতম দেবগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্ব্বল নীচ মানবে অনুরক্ত হইয়াছে, নবলতার তরুর ন্যায় সেই দময়ন্তী নলের সন্নিধানে না থাকুক," এই বলিয়া কলি নিদারুণ অভিসম্পাত করিল ॥ ৫ ॥ এইরূপে বলবান্ কলি পূর্ব্বোক্ত অভিসম্পাত-বাক্য প্রয়োগ করিয়া কিয়ৎকাল সাবধানে থাকিয়া নলের ছিদ্রান্বেষণে বনপথ দিয়া গমনকালে নলের ছিদ্র পাইয়া তাঁহার দেহমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৬ ॥ কলি নলদেহে প্রবিষ্ট হইলে পর নলের পুষ্কর-নামক ভ্রাতা নলকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিল। তখন নল অত্যন্ত মনঃকষ্টে নিজ নিতম্বিনী দময়ন্তীর সহিত স্বীয় বিশাল নগরী হইতে নির্গত হইলেন ॥৭॥ শত্রুরূপী ভ্রাতা পুষ্কর তখন নলকে নানাবিধ অনুচিত কটুবাণী দ্বারা তাঁহার যাবতীয় ঐশ্বর্য্য-দ্রব্য অপহরণ করিল। নল দময়ন্তী সমভিব্যাহারে হারকেয়ূর-কুণ্ডলাদি ভূষণসমূহ পরিত্যাগ করিয়া অনাহারে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ তিনি কণ্টকাকীর্ণ মার্গে রোদন করিতে করিতে যাবতীয় দর্শকগণের শোকের কারণ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার পিপাসায় পানীয় ও ক্ষুধায় অন্ন দিবার

নাস্থ রমা রমানাবাসস্তচ্চ খগা জহ্রুর্থ্যমানাবাসঃ।
অপি মদমানাবাস স্বরোষজলধিং তরন্ ক্ষমানাবাসঃ॥ ১০॥
তাপশতেনসবসনৌ দ্রবেদিতীমৌ নগাবৃতেনবসানৌ।
চেলান্তেনবসানৌ চেরতুরেকেন পর্ব্বতেনবসানৌ॥ ১১॥
তদ্বাসঃস্বাপায়ান্নীতিরিয়ং চেতি বিপদি সম্বাপায়াম্।
নিজবাসঃ স্বাপায়ান্নিকৃত্য তামমুঞ্চদিহ সম্বাপায়াম্॥ ১২॥
বভ্রামানস্তেন শ্রমেণ কলিনা বিধূয়মানস্তেন।
স হি রিপুমানস্তেনঃ স্বভাগ্যদোষাঃ ক্ক সমহিমানস্তেন॥ ১৩॥
মৃগকুলমারসদাবিশ্রমমভিতাপাতুরো মমার সদারিঃ।
স্ফুরিততমার সদাবিস্থৃতা নগা যত্র বিপিনমারসদাবি॥ ১৪॥
শোকভরোদস্তেন শ্রুতঃ স চ নলাদ্রবেতি রোদস্তেন।
দ্রুতিমকরোদস্তেন স্বয়মিত্যূচে ভয়ং পুরোদস্তেন॥ ১৫॥
ক্ক ভবান্ শংসত্বন্তাপদমিত্যাশ্রয়োঽনৃশংসত্বস্য।
তদ্দেশং সত্বস্য প্রাপ নলঃ সত্বরো তৃশমসত্বস্য॥ ১৬॥
অথ পবনাশময়ন্তং ক্কাপি দবাগ্নৌ দদর্শ নাশময়ন্তম্।
স্ববলেনাশময়ন্তং ক্লমমজিঘৃক্ষচ্চ পুনরনাশময়ন্তম্॥ ১৭॥
স চ ধৃতনাগস্তেন স্ববিষেণ বিরূপিতো মনাগস্তেন।
সহিতো নাগস্তেন প্রোক্তশ্চায্যাস্ত বেদনাগস্তেন॥ ১৮॥

লোক কেহই ছিল না॥ ৯॥ একদিন দময়ন্তী নলের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, হে প্রিয়তম! ঐ হংসগুলি আমাকে ধরিয়া দাও, তাহাতে নল সেই হংসগুলি ধরিবার নিমিত্ত তাহাদের উপর স্বীয় বস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, হংসগণ বস্ত্রসমেত উড়িয়া তাঁহার বস্ত্রখানি অপহরণ করিল। তখন তিনি বিবস্ত্র হইলেন। সেই নল ক্ষমারূপ তরণী দ্বারা স্বীয় ক্রোধসমুদ্র পার হইয়া সমস্ত অভিমান পরিত্যাগ করিলেন॥ ১০॥ অধিকতর আতপদ্বারা আমাদের বসা ও মেদাদি দগ্ধ হইবে, এই ভাবিয়া নল দময়ন্তীর বস্ত্রাংশ পরিধান করিয়া নূতন শৃঙ্গ ও তরুসমন্বিত পর্ব্বতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ কষ্ট পাইয়াও তাঁহারা জীবিত রহিলেন॥ ১১॥ এই বিপদ-সময়ে কলিদ্বারা বিমোহিতবুদ্ধি নল, ইহাই উত্তম নীতি, এইরূপ বিবেচনা করিয়া সেই বনে দুরদৃষ্টসমন্বিতা, অসহায়া, নিদ্রিতা দময়ন্তীর বস্ত্রাংশ ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন॥১২॥ তখন শত্রু-গর্ব্বাপহারী নল অবিরত আয়াস ও পরিশ্রম দ্বারা অত্যন্ত কম্পিত, অবসন্ন ও দগ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্বজন্ম-কৃত কর্ম্মদোষেই এইরূপ ঘটিয়াছিল, যেহেতু, পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সর্ব্বত্রই বলবান্ হইয়া থাকে, নতুবা এরূপ পৃথিবীপতি রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া একাকী বনে বনে ভ্রমণ করিবেন কেন? ১৩॥ এই সময়ে নল একদিবস প্রজ্বলিত-দাবানল বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তথায় চারিদিকে মৃগগণ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে অতিশয় শ্রান্ত হইয়া কাতর শব্দ করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিল, পক্ষি-সকল অত্যন্ত তাপে ব্যাকুল, তৃষ্ণাকুল ও কাতর হইয়া সর্ব্বদাই জীবন বিসর্জ্জন দিতে লাগিল। তরুগণ দাবানলে দগ্ধ হইয়া নিশ্বাস বহিষ্করণ পূর্ব্বক ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল, তখন নল মরুগহনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন॥ ১৪॥ এইরূপ শোকভরে ব্যাকুল নল উদ্ভ্রান্তজীবন হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে "হে নল! শীঘ্র আইস" এই বলিয়া কে রোদন করিতেছে শুনিতে পাইলেন। তখন নল কহিলেন, হে অনাথ! তোমার কোন ভয় নাই॥ ১৫॥ তখন করুণানিধান নল অত্যন্ত ত্বরান্বিত হইয়া, "তুমি কোথায়? তোমার আপদ বিনষ্ট হউক," এইরূপ বলিতে বলিতে সেই প্রাণীর অবস্থিতি-স্থান দাবাগ্নিতে প্রবেশ করিলেন॥১৬॥ সমীপে গমনের পর নল দেখিলেন যে, কর্কোটক নাগ দাবাগ্নিতে পড়িয়া ইতস্ততঃ পলাইবার ইচ্ছা করিলেও নিজ সামর্থ্যে পীড়া নিবারণ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে অপারগ হইয়া জীবনাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মুমূর্ষু অবস্থায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। তখন নল তাহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন॥ ১৭॥ তদনন্তর নল কর্কোটক নাগকে ধরিয়া ঈষৎ দূরে নিক্ষেপ করিলেন, সেই সময়ে উপকারেচ্ছুক নিরপরাধী কর্কোট নাগ

স্বাত্তরসা সাকল্যস্তে বপুরমুনাস্তেন বাসসা কলাস্তে।
যে যশসা কলাস্তে গুণোদয়ৈর্দধতি ভূতিসাকল্যস্তে ॥ ১৯ ॥
অপি চ বিনামানেন শ্রয়ণীয়ঃ সর্ত্তুপর্ণনামানেনঃ।
স্বাঙ্গেনামানেন স্বাবিপদো নহি নৃণাং ক নামানেন ॥ ২০ ॥
ব্রজ সুখমায়াহীনশ্রীরিত্যন্তর্হিতঃ শমায়াহীনঃ।
স্নিগ্ধো মায়াহীনঃ স্বাজ্জনতায়াঃ ক নোত্তমায়াহীনঃ ॥ ২১ ॥
প্রীতিবশাদনবনতঃ কৃত্বা তদ্বসমাত্মসাদনবনতঃ।
বাহমাংসাদনবতঃ সোঽস্মাদৃতুপর্ণমাসসাদনবতঃ ॥ ২২ ॥
অকৃত মুদাযন্তারস্তমমনুত সোঽধ্বনো যদাযন্তারম্।
ধ্বনিসমুদাযন্তারন্দধতোঽস্য হয়াশ্চ তন্তদা যন্তারম্ ॥ ২৩ ॥
অথ সহসা দময়ন্ত্যা সাদময়ন্ত্যাত্মশর্ম্ম নিদ্রা মুমুচে।
জীবিতসাদময়ন্ত্যা সাদময়ন্ত্যাণমকৃতস তস্যাঃ ॥ ২৪ ॥
সাত্র সসাদারামা সীতেব ত্রাসমাসসাদারামা।
যা প্রসাদারামানুপেত্য ভর্ত্রা রতিং রসাদারামা ॥ ২৫ ॥
তত্র পদে ব্যালীনামথ বিভ্রান্তং বনে চ দেব্যালীনাম্।
তরুবৃন্দে ব্যালীনাং ততিন্দধানে তয়াস্পদে ব্যালীনাম্ ॥ ২৬
বেগবলাপাসিতয়া বেণ্যা ভৈমী মৃতা ললাপাসিতয়া।
নৃপসকলাপাসিতয়া হস্তারীন বান্ধবান কিলাপাসিতয়া ॥ ২৭ ॥

তাঁহাকে দংশন করিলে প্রাণরক্ষারূপ হিতকারী নল, তাহার বিষে তৎক্ষণাৎ বিরূপ হইয়া কুৎসিতাকার প্রাপ্ত হইলেন। তখন নাগ কহিল, হে নল! আমার প্রসাদে তোমার আত্মা বিষ-বেদনায় নিপীড়িত হইবে না ॥ ১৮ ॥ হে নল! এই মদ্দত্ত বস্ত্রযুগল গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা তুমি দেহ আচ্ছাদন কর, ইহাতে শীঘ্রই কলিকৃত পীড়ার অপগমন হইয়া তোমার দেহ নিরাময় হইবে। আর যে সকল ব্যক্তি তোমার এই যশঃ কীর্ত্তন করিবে, তাহারা গুণবান্ হইয়া সমস্ত সম্পত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে; অতএব তুমি আর দুঃখ করিও না ॥ ১৯ ॥ হে নিষ্পাপ! হে প্রভো নল! তুমি অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ঋতুপর্ণ নামক রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, যেহেতু, বিপন্নগণ সর্ব্বদাই সাধু ব্যক্তিদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥ হে নল! তুমি তথায় সূর্য্য সদৃশ কান্তিমান হও এবং শান্তিলাভের নিমিত্ত গমন পূর্ব্বক সুখলাভ কর; উত্তম জনসমূহের দম্ভশূন্য স্নিগ্ধ মিত্র কোথায় গিয়া সুখ না পায়? এই বলিয়া সেই মহাসর্প কর্কোটক অন্তর্দ্ধান করিল ॥ ২১ ॥ অনন্তর নল স্তুতি না করিয়া অর্থাৎ প্রীতি বশতঃ সেই বসন গ্রহণ করিয়া রক্ষণাদি বিহীন মাংসভক্ষক হিংস্র জন্তুগণে পরিপূর্ণ সেই অরণ্য হইতে ঋতুপর্ণ রাজার নিকট গমন করিলেন ॥ ২২ ॥ রাজা হৃষ্ট হইয়া নলকে সারথির কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। নল যখন তাঁহার সারথ্য স্বীকার করিলেন, তখন ঋতুপর্ণের অশ্ব-সমুদায় হ্রেষারব করিয়া গগনমার্গে অতিবেগে গমন করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ নল যখন দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন, তখন নিজ সুখের দমনকারিণী, বন-প্রদেশে প্রসুপ্তা দময়ন্তী সহসা নিদ্রা পরিহার করিলেন ॥ ২৪ ॥ যিনি পূর্ব্বে রাজ-প্রাসাদ ও উপবনে থাকিয়া নলের সহিত পরম সুখে বিহার করিতেন, সেই দময়ন্তী রামরহিতা সীতার ন্যায় দুঃখিতা হইয়া নলের অন্বেষণের নিমিত্ত বিবিধ হিংস্রজন্তু-সঙ্কুল, সর্পিণী ও পক্ষিণীগণের আলয়স্থান, তরুসমূহে সমাচ্ছন্ন ও ভৃঙ্গ-সমূহ-সমন্বিত সেই অরণ্যে বহুতর পরিভ্রমণ করিলেন ॥ ২৫ ॥ অনন্তর দ্রুতপদে গমন হেতু বিগলিত-শ্যামলবেণী ধারণ পূর্ব্বক দময়ন্তী বিলাপ করিতে লাগিলেন, হে নল! তুমি খড়্গ ধারণ করিলে শত্রুগণের হস্ত হইতে অসি স্খলিত হইয়া পড়ে, তুমি শত্রুগণকে বিনাশ পূর্ব্বক বান্ধবগণকে রক্ষা করিয়া থাক, তবে তুমি কি নিমিত্ত বনমধ্যে আমাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছ? এবং এখন পর্য্যন্তও আগমন

পরকৃতমেতত্বেনঃ স্বয়াম যত্র স্মৃতোহাস মেতত্বেন।
দোষসমেতত্বেন প্রদুষয়ে নাত্র সত্রমেতত্বেন ॥ ২৯ ॥
হৃদয়োদকাযস্তেন স্থীয়েত যথৈব পাবকায়স্তেন।
যাবৎ কায়স্তেন ত্যজ্যেত স্বহৃদি চাধিকায়স্তেন ॥ ৩০ ॥
যস্ত পদে শঙ্কমিতঃ স্বজনোহয়ং প্রাপ্য জনপদে শঙ্কমিতঃ।
অরিবৃন্দে শঙ্কমিতস্মিত স ত্বমুপাগতোসি দেশঙ্কমিতঃ ॥ ৩১ ॥
যদ্যশসানুরুরোদঃ কুহরং যো হেষ্টু রুরুসানুরুরোদঃ।
অদ্রেঃ সানুরুরোদঃ কিমাপ দয়িতো মমেতি সানুরুরোদ ॥৩২ ॥
শ্রয় কলনামাস্তেত্যয়ঙ্গনো দদতি চাঙ্গনামানস্তে।
হার্দ্দে নামানাস্তে জনমেনমশোক কুরু সমামানস্তে ॥ ৩৩ ॥
উচ্চশিরোদারাবালপ্যেতি বনে সুরদ্রুরোদারাবা।
ক্রতিমকরোদারাবা রুক্ষং মরুতলমথো সরোদারাবা ॥ ৩৪ ॥
মৃগকুলমারব্যাধিপ্রচুরং বিভ্রদ্বনং সমারব্যাধি।
বীথ্যা মারব্যাধিষ্ঠিতভুজগং ভীমজেয়মারব্যাধি ॥ ৩৫ ॥
সাস্রবনাসারাসাবেগমনা ভীমনন্দনাসারাসা।
সুনয়ননাসারাসাবজগরমগ্রাসি চামুনাসারাসা ॥ ৩৬ ॥

রিতেছ না কেন? ২৬-২৭ ॥ হে অনুপম! তুমি মনুপ্রণীত নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত আছ, আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, এক্ষণে অরণ্য আশ্রয় করিয়াছি, তাহাতে অন্য রক্ষাকর্ত্তা কেহই নাই; ঐ অবস্থায় তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে কেন? তুমি মর্য্যাদাশালিনী দোষস্পর্শ-পরিশূন্যা ভার্য্যা পরিত্যাগকালে মনে মনে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বিচার করিলে না ?২৮॥ হে স্বামিন্ নল! আমায় পরিত্যাগ-জন্য পাপ তোমার কৃত নহে, এ পাপ কলিই করিয়াছে, তাহা আমি জানিতেছি। তুমি আমাকে যথার্থরূপে জান, অতএব এ কার্য্য তোমার কৃত নহে, সেই হেতু কলির অপরাধে আমি তোমাকে দোষ দিতে পারি না ॥ ২৯ ॥ রে প্রাণ! যে পর্য্যন্ত তুমি এই দেহ পরিত্যাগ না করিতেছ, তাবৎ তোমার নল, অনলগত লৌহের ন্যায় অত্যন্ত সন্তপ্ত ও অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াই অবস্থিতি করিবেন। অতএব আমার প্রিয়তমের সন্তাপনিবারণার্থ তুমি সত্বরই বহির্গত হও ॥ ৩০ ॥ এই বন্ধুবর্গ রাজ্যমধ্যে তোমাকে রাজ্যেশ্বর লাভ করিয়া কল্যাণলাভ করিয়াছে, হে কান্ত! তুমি অরি-বিরহিত ও শঙ্কারহিত হইয়াও এই বনপ্রদেশ হইতে কোথায় গমন করিলে? তুমি কি আমার সহিত পরিহাস করিতেছ? তাহা হইলে তুমি এতক্ষণ পরিহাসে নিরত থাকিতে না, তবে তুমি আমাকে অপার দুঃখ-সমুদ্রে ডুবাইয়া দিয়া কোথায় গিয়াছ? দময়ন্তী এইরূপে অতিশয় সন্ত্রাসিত হইলেন ॥ ৩১ ॥ অনন্তর দেবী দময়ন্তী বিলাপ-বাক্যে তখন মৃগগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রুরুমৃগ! যাঁহার যশোরাশি দ্বারা পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যস্থান পূরিত হইয়া উচ্ছলিত হইয়াছে, সেই অরিগণের বক্ষোবিদারক মদীয় হৃদয়বল্লভ নল কি ই গিরির সানুদেশমধ্যে গমন করিয়াছেন? এই বলিয়া দময়ন্তী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ৩২॥ তখন দময়ন্তী অশোক-তরুর নিকটে গিয়া বলিলেন, হে অশোক! মহিলাগণ তোমার সম্মান করিয়া তোমাকে দোহদ প্রদান করিয়া থাকে, আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি আমাকে তোমার নামবিশিষ্ট অর্থাৎ আমাকে তুমি অশোক (শোকহীন) কর ॥ ৩৩ ॥ শোভনগতিসম্পন্না অত্যন্ত রূপবতী দময়ন্তী দেবদারুবনে পূর্ব্বোক্তরূপে বিলাপ করিয়া বেগে গমন করিতে লাগিলেন, অনন্তর রোদন করিতে করিতে এক মরুদেশে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥ ভীমনন্দিনী দময়ন্তী মরুস্থলীর পথ দিয়া আমব্যাধিসমন্বিত হইয়া বিলাপ ও রোদন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ সাশ্রুনয়না উদ্বিগ্নমনা দময়ন্তী এক অজগরের নিকট গমন করিলে ঐ মহাসর্প তাঁহাকে গ্রাস

অথ শবরো হাস্যন্তং স্বাহংস্তশ্চ রিপতরোহান্তম্।
সমধিরুরোহাস্যন্তং স্তস্য তদাস্যেঽকরোৎ খরোহাস্যন্তম্॥ ৩৭
তাম্পুনরেকাময়তঃ কৃশাং কিরাতঃ স্মরাতিরেকাময়তঃ।
কান্তারেকাময়ত স্ত্রিয়ং ন কাঙ্ক্ষেদ্গহ্বরে কাময়তঃ॥ ৩৮॥
ধৃতবনমহয়ন্তেন ত্রাতাসি ময়া নন্নু ত্বমহয়ন্তেন।
মানিনি মহয়ন্তেন প্রসীদ শরণাগতাঃ ক মহয়ন্তেন॥ ৩৯॥
সুমুখনিশাপেতেনঃ স্মর দাসানিতি প্রোচ্য বশাপেতেন।
দন্তে শাপেতেন স্থিতয়াস্তেন চলদৃশাপেতেন॥ ৪০॥
দগ্ধসরাগাহিতয়া দময়ন্ত্যা বিপিনভূঃ পরাগাহিতয়া।
উচ্চতরাগাহিতয়া দৃষ্ট্যা ঘোরা চ কন্দরাগাহিতয়া॥ ৪১
পদবাপদবাপদবাপদবারয়তোঽদ্রিবনং বিললাপ চ সা
তরসান্তরসান্তরসান্তরসাবয়দুঃখং বৃণীষ সখে মরণম্॥ ৪২॥
বৃক কোপপুরঃসরমা সরমা সরমা সরমা ভবতা নন্নু সা।
কিমৃতে দয়িতাদয়তো দয়তো দয়তো দয়তোঽস্তি মমেহ সুখম্॥ ৪৩॥
অয়ি রাক্ষস ভক্ষয় মাং ক্ষুধিতো নবসা নবসা নবসা নবসাঃ।
রুদমুষ্মজনেত্র চ হে করুণান্তর দান্তব দান্তর দান্তরদাম্॥ ৪৪॥

করিল॥ ৩৬॥ অনন্তর রিপুবল-বিনাশক তীক্ষ্ণস্বভাব এক কিরাত নিজ প্রাণ বিনষ্ট হইবে, এরূপ ভাবিয়া দময়ন্তীর প্রাণবিনাশক সেই অজগরের মুখে স্বীয় খড়্গের অগ্রভাগ প্রবেশিত করিয়া তাহা বিদারণ পূর্ব্বক হাস্যযোগ্য করিয়া সর্পের প্রাণ বিনাশ করিল॥ ৩৭॥ সেই কিরাত অতিশয় কামব্যাধি দ্বারা পীড়িত হইয়া নির্জ্জন বনমধ্যে সহায়হীনা দময়ন্তীকে কামনা করিয়া কহিল, হে সর্ব্বাঙ্গশোভনে! তুমি আমার ভার্য্যা হও। কোন্ কামাতুর ব্যক্তি নির্জ্জনে নারীগণের প্রতি আকাঙ্ক্ষা না করিয়া থাকে? ৩৮॥ কিরাত পুনর্ব্বার দময়ন্তীকে কহিল, হে মানিনি দময়ন্তি! আমি বন-গিরি আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করি, আমি মহাসর্পকে বিনাশ করিয়া তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছি, অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ভজনা কর। ভুবনমধ্যে প্রাণ পরিত্রাণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি পূজিত না হয়? আমি তোমার শরণ লইলাম, তুমি আমার মনোভিলাষ পূর্ণ কর॥ ৩৯॥ হে সুশোভন-চন্দ্রমুখি! তুমি আমাকে তোমার দাস বলিয়া জানিবে। দময়ন্তী দুষ্ট কিরাতের এরূপ দুর্ব্বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত ক্রোধভরে চঞ্চলচক্ষু হইয়া তাহাকে শাপ দিলে সেই কিরাতের মেদ মনা-নলে দগ্ধ হইতে লাগিল, তখন সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল॥ ৪০॥ দময়ন্তী তখন কমা-দ্দীপিত শবরকে দগ্ধ করিয়া বৃক্ষসমন্বিত অন্য এক ঘোরতর বনভূমির মধ্যস্থিত কন্দরগুহাতে গমন করিলেন॥ ৪১॥ তিনি পদব্রজে গমন করিতে করিতে শুভ দৈববলে দাবানল-পরিশূন্য জলবর-হিত এক পর্ব্বত-বন প্রাপ্ত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। হে সখে জীবন! এখন তুমি সত্বর মৃত্যুকেই বরণ কর, আর এই অতি বিস্তৃত দুঃখ সহ্য হয় না॥ ৪২॥ তখন দময়ন্তী কন্দর হইতে গমন করিতে করিতে এক বক্রমুখ বৃককে দর্শন করিয়া বলিলেন, হে তরক্ষো! তুমি ক্রোধভরে কেটে আসিয়া আমাকে ভক্ষণ কর, তুমি এখান হইতে যাইও না, হে বৃক! তোমার রমণী বৃকী আমার সহিত সুশোভিতা হউক, তুমি আমাকে ভক্ষণ কর। অশুভদৈবসম্পন্ন নিষ্করুণ স্বীয়কান্ত নলব্যতি-রেকে আমার কি সুখ আছে? ৪৩॥ তখন ভৈমী এক রাক্ষসকে দেখিয়া কহিলেন, হে রাক্ষস! তুমি মেদে দেহ আচ্ছাদন করিয়াছ, তোমার মরণ হইবে না, তুমি এত ক্ষুধিত, অতএব আর বসিয়া থাকিও না, আমাকে ভক্ষণ কর। তুমি নিষ্করুণভাবে আমার অঙ্গে দন্ত নিমজ্জিত কর, আমার তাহাতে কিছুই কষ্ট হইবে না। হে রাক্ষস! আমাকে স্ত্রী বলিয়া অবধ্য ভাবিও না। আমি তোমাকে

করমা করমা করমা করমা কলয় ব্যসনং মম পাহি হরে।
দরতো দরতো দরতো দরতো বিরুতৈর্ম্মতাং স্তুকরত্বমপি ॥ ৪৫ ॥
ত্বদরির্নিষধেশ সমৃদ্ধিমনারমযা রমযা রমযা রমযাঃ।
ব্যসনত্বমুপৈমি কদা নু সতীশমনাশমনাশমনাশমনাঃ ॥ ৪৬ ॥
যমনা যমনা যমনা যমনাগভিবীক্ষ্য রভন্দ্রবতীহ পুরঃ।
স কুথো নিষধক্ষিতিনাথ গলন্ নবমা নবমা নবমা নবমাঃ ॥ ৪৭ ॥
নয়মা নয়মা নয়মা নয়মা বস এতা নিবাসমমুং ভবতা।
ভবনায়মপায়মরীমুদয়ান্নয়তানয়তা নয়তা নয়তা ॥ ৪৮ ॥
সনয়া সনয়া সনয়া সনয়া হৃসুহৃদ্ ঘটয়া বিপদং স্বপদম্।
হিতদে হিতদে হিতদে হিতদেত্থলপব্বহুধা নরদেবসুতা ॥ ৪৯ ॥
সা বিধুরাধাবন্তং রত্নৌঘং ক্বাপি নিরপরাধাবস্তম্।
সার্থং রাধাবন্তং প্রৈক্ষিষ্টাপচ্চ সুতনূ রাধাবন্তম্ ॥ ৫০ ॥
ব্যাকুলয়েবারিতয়া বিধের্গতিরনেন সিদ্ধয়ে বারিতয়া।
অপি চ যযেবারিতয়া যথা-শফর্য্যা জলোচ্চয়ে বারিতয়া ॥ ৫১ ॥
প্রতিসিদ্ধান্যায়স্ত প্রাপি সুবাহোশ্চ রাজধান্যায়স্ত।
বহুধনধান্যাযস্ত প্রবভূর্ব্বানি বহুবিধান্যাযস্ত ॥ ৫২ ॥
সঙ্গুন্নামাত্রাসানন্দং রাজ্ঞো ভূতা চ নামাত্রাসা।
শোকেনামাত্রাসাববসন্ তদেহযাপনামাত্রা সা ॥ ৫৩ ॥

শরীর দান করিতেছি ॥ ৪৪ ॥ তখন দময়ন্তী একাগ্রচিত্তে হরির স্তব করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ হরে। হে লক্ষ্মীপ্রদ! এখন আমার বিপদ মকরালয় সমুদ্রের ন্যায় জানিবেন। আপনি দেবতাদিগের দুঃখনাশক এবং নর-অন্তকারী ; এই অধিকতর দুঃখকর ভয়ের সময় আমাকে আশ্বাস-বচন দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া রক্ষা করুন ॥ ৪৫ ॥ হে নিষেধেশ্বর! তোমার অরি পুষ্কর অবসানবিরহিত ঐশ্বর্য্য-লক্ষ্মীর সহিত অত্যন্ত হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে, তুমি আমার সহিত এইরূপ বিপন্ন হইয়াছ, আমি আশা-বিরহিত হইয়াছি, কবে আমার ভয় দূরীভূত হইবে এবং কবেই বা আমি পূর্ব্বমত সুখলাভ করিতে পারিব? ৪৬ ॥ হে নিষধভূপতে! অনীতিমান্ শত্রুগণ, জীবন হরণে তোমার অল্পমাত্র ইচ্ছা দেখিয়া ভয়ে দূর হইতে পলায়ন করে, তুমি তরুণ মানবগণেরও গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া থাক, তবে কেন এখন অত্যন্ত ক্রোধ উদ্গীরণ করিতেছ না? ৪৭ ॥ হে নীতিমন্! হে অভিমান-নিয়মবিশিষ্ট! তুমি যে রাজ্য অধিকার করিয়া বাস কর, তাহাতে স্থিত অন্যায়াসক্ত অরিগণের বিনাশ সাধন কর। এক্ষণে তুমি নিজরাজ্যে গিয়া শত্রু বিনাশ কর ॥ ৪৮ ॥ হে হিতপ্রদ নল! তুমি নীতি-শূন্য শত্রুর হস্তিসমূহ দ্বারাও বিনাশ প্রাপ্ত হও না। তোমার উপকারী জনগণ যেখানে আছেন, সেই নিজনগরীতে গমন কর। নরদেবনন্দিনী ভৈমী এইরূপে বহুতর বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ বিরহ-বিধুরা শোভনাঙ্গী নিরপরাধা সেই দময়ন্তী, কোন স্থলে রত্নসমূহ রক্ষা করিয়া সমৃদ্ধি সহকারে গমন-কারী কতকগুলি সার্থবাহকে দেখিতে পাইয়া মনঃপীড়ার অবসান প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫০ ॥ প্রতিকূল দৈববশে দময়ন্তী অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া উদ্ভ্রান্তের ন্যায় নলান্বেষণরূপ কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত ঐ সার্থ-বাহ বণিক্‌দিগের সহিত বারিপ্রাপ্তিতে সফরীর ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। বণিক্‌গণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পরিচয় দিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাদের অনুগমন করিলেন ॥ ৫১ ॥ তিনি বহুকষ্টে পদব্রজে গমন করিয়া সুবাহু নামক নৃপতির অন্যায়-বিরহিত রাজ্যমধ্যে গমন পূর্ব্বক বহুতর ধনধান্য-সম্পন্ন সুবাহুর রাজপুরীতে উপস্থিত হইলেন ॥ ৫২ ॥ কেহ চিনিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে অঙ্গমালিন্যাদি-বিশিষ্টা হইয়া সুবাহুর জননীর সহিত স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন। সুবাহুর মাতা তাঁহার ভরণ-পোষণ করিতে লাগিলেন। রাজমাতার নিকটে থাকায় তাঁহার কোন ভয় রহিল না, তিনি শোক-

পদা পদা পরিভ্রমন্ নবেন যা পদা পদা।
বনাবনাবনাথবৎ সজীবনাবনাভবৎ ॥ ৫৪ ॥
ইতি মহাকবিকালিদাসকৃতৌ নলোদয়ে খণ্ডকাব্যে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ সর্গঃ

অথ তুঙ্গোপায়স্য শ্রবণেন নলস্য সানুগোপায়স্য।
বশগা গোপায়স্য স্বমনো ভীমশ্চিরং জুগোপায়স্য ॥ ১ ॥
নিশি চ দিবাচার্য্যা ক্ষতস্য নলবিচিন্তয়েথবাচার্য্যাস্য।
ভৃশমেবাচার্য্যাস্ত দ্বিজোত্তমৈঃ শিষ্যকৈরিবাচার্য্যাস্য ॥ ২ ॥
অথ নয়নেত্রাসাদি প্রচুরা পূঃ কেনচিজ্জনেত্রাসাদি।
যত্র সুনেত্রা সাদিগ্ ভ্রমেণ দুঃখং গতাবমেত্রাসাদি ॥ ৩ ॥
সহদীনাযততেন স্বগৃহঞ্চ ভৈমীযয়েমূনাযততেন।
স্বনয়েনাযততেন প্রাপ্ত্যৈ স্বাসোশ্চ শোভনায়ততেন ॥ ৪ ॥
বসনাং শস্তস্তেন কাসি মমায়ং বিধিযশস্তস্তেন।
ছদ্মবিশস্তস্তেন স্বজনেন ভৃতেন ভবসি শস্তস্তেন ॥ ৫ ॥
সজ্জনস্তেনাগাদিক্রামীতি জনেন তন্মতেনাগাদি।
ভর্ত্তৃকৃতেনাদিস্তদেন ভুবি বস্ত্রপরিহৃতে নাগাদি ॥ ৬ ॥

সমন্বিতচিত্তে প্রাণধারণমাত্রের উপযোগী আহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥ ভর্ত্তৃবিরহিতা দময়ন্তী এই-রূপে বিপদে পড়িয়া নীতি সহকারে অনাথার ন্যায় বনে বনে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া করিয়া পরিশেষে এই প্রকারে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৫৪ ॥

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

অনন্তর উৎকৃষ্ট সামাদি-উপায়-চতুষ্টয়-সম্পন্ন নলের পুর হইতে বন-বহির্গমনের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বহুতর গ্রামাধ্যক্ষগণের অধিপতি সানুচর ভীম ভূপতি বহুপরিশ্রমে নলান্বেষণের উপায় বিধান করিয়া বহুকাল অতিকষ্টে কথঞ্চিৎ মনঃস্থির করিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥ অনন্তর অরিথজো অক্ষত ভীম নৃপতি নলের অন্বেষণের নিমিত্ত অনেকগুলি উত্তম ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিলেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের আজ্ঞায় শিষ্যের ন্যায় দিবারাত্র নলের অন্বেষণে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ তৎপরে অতিশয় সুচতুর, নীতিনিপুণ সুদেবনামক ব্রাহ্মণ কোন দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে এক অশ্বপ্রচুর পুরীতে উপস্থিত হইলেন। সেই পুরীতেই বনভ্রমণে ভয়-প্রাপ্তা সুনয়না দময়ন্তী অবস্থিতি করিতে-ছিলেন ॥ ৩ ॥ তদনন্তর সুবাহু রাজা সুদেব-ব্রাহ্মণের মুখে দময়ন্তীর পরিচয় প্রাপ্ত হইলে সুদুঃখিতা ভৈমী চেদিরাজদত্ত প্রচুর ধন গ্রহণ পূর্ব্বক সেই সুদেবব্রাহ্মণের সহিত ভীমভূপতির গৃহে আগমন করিলেন। সেই শোভনচরিত্রা দময়ন্তী নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক খণ্ডিতারিষ্ট স্বীয় স্বামী নলকে প্রাপ্তির নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বকীয় প্রাণরক্ষণের নিমিত্ত যত্ন করিলেন না ॥ ৪ ॥ "হে বসনাংশচোর নল! তুমি এখন কোথায় রহিয়াছ? দময়ন্তীর বনগমনাদি বিধি তোমার যশের নিমিত্ত নহে, হে প্রিয়! তুমি স্বজনপালন দ্বারা প্রশংসনীয় হও" ॥ ৫ ॥ নলের অন্বেষণার্থে পর্ব্বতাদিতে ভ্রমণশীল কোন অন্তঃপুরচারী-প্রেরিত ব্যক্তি উপরি-উক্ত শ্লোক উচ্চারণ করিতে লাগিল, অভিপ্রায় এই যে, উক্ত শ্লোক শুনিয়া যে ব্যক্তি তাহার উত্তর দিবে, তাহার কথা দময়ন্তীকে আসিয়া বলিবে। ঐ প্রেরিত ব্যক্তি নাগরিক বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নাগভক্ষক গরুড়ের ন্যায় বেগে ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ

কোপ্যূচে তনয়ায় পদমেত্য নৃপস্ত তেষু চেতনয়ায়াঃ।
ভীর্মুক্তে তনয়ায়াদর্ত্তিত্বাং দুঃসহা চ চেতনয়াথা॥ ৭॥
নিজধামে তং সময়ামৃতুপর্ণঃ শ্রাবিতোঽর্থমেতং সময়া।
সচিবসমেতং সময়া গিরোত্তরং নাজনিষ্টমেতং সময়া॥ ৮॥
দীননায়তনস্থো নানায়তনকমোঽস্ত সৌত্যেধিকৃতঃ।
নানায়তনকরো দীনানায়কমঃ পথ্যুবাচাথ রহঃ॥ ৯॥
দীনায়ানায়তয়াদিবাসসেঽস্মৈ বিহীনবানায়তয়া।
ন খলু ধিয়ানায়তয়া ক্রোধব্যদ্ধর্ম্মনিশ্চয়ানায়তয়া॥ ১০॥
কৃতকর্ম্মানেন স্বাগতোঽস্মি বচসেতি তস্য মানেনম্বা।
বেদয়মানেন স্বা বিপ্রে চ ধনেষু দীয়মানেন স্বা॥ ১১॥
তত্রাপর্ণায়ততস্বনয়াদ্ভৈমী তপস্তপর্ণারভত।
তুলিতসুপর্ণায়ততস্তস্যাগমনায় সর্ত্তুপর্ণায় ততঃ॥ ১২॥
সা কৃতসামান্যেন শ্রাবিতবত্যমুমনন্তসামান্যেন।
স্বং রহসামান্যেন স্বয়ংবরং স্বরতি নাগ্রসামান্যেন॥ ১৩॥
রহসি তদাসন্নাহস্থিতঃ স্ম স নলং বৃতোমুদাসন্নাহ।
শ্রীস্তমদাসন্নাহ স্ফুটং প্রয়ামো ব্রজেদিতি ব্যদাসন্নাহঃ॥ ১৪॥

করিতে লাগিল॥ ৬॥ সেই অন্বেষকগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি আজ্ঞাপ্রাপ্ত ভীমভূপতির আলয়ে আসিয়া নিবেদন করিল; হে দময়ন্তি! এখন প্রাণিগণের দুঃসহ পীড়া ও ভয় তোমাকে পরিত্যাগ করিল। আমি নলকে পাইয়াছি, তুমি এক্ষণে সুস্থ হইয়া অবস্থিতি কর॥ ৭॥ হে দময়ন্তি! নিজ ধাম অযোধ্যাস্থিত ঋতুপর্ণ নামক রাজার নিকট গমন করিয়া আমি তোমার বস্ত্র-চৌর্য্যাদির কথা অনতিশয় উচ্চনীচ বাক্যে তাঁহাকে শুনাইলাম, লক্ষ্মীসমন্বিত সচিবগণের সহিত অবস্থিত ঋতুপর্ণের নিকট হইতে আমি ইহার কিছুই উত্তর পাইলাম না॥ ৮॥ অনন্তর ঋতুপর্ণের আলয়স্থিত সারথ্যকার্য্যে নিযুক্ত কুজাকার একটী পুরুষ, আমরা দুঃখিত হইয়া যখন পথিমধ্যে গমন করিতেছিলাম, তখন আসিয়া সঙ্কুচিত-হস্তে নির্জ্জনে নানাপ্রকার প্রযত্ন সহকারে বক্ষ্যমাণরূপে বলিতে লাগিলেন॥ ৯॥ "আমি তখন অতি দীনভাবে অবস্থিত ছিলাম, আমার কিনুমাত্রই ধনাগম ছিল না, আর তখন আমি বস্ত্রহীন ছিলাম, এই সকল বিষয় বুদ্ধি পূর্ব্বক বিচার না করিয়া দময়ন্তী যেন কোপ না করেন। আমি অনুনয় করিয়া এই বিষয় তাঁহাকে জানাইতেছি, যেহেতু, তিনি ধর্ম্ম-নির্ণয় অবগত আছেন। ফলতঃ এই সমস্ত দুর্দ্দৈববশেই ঘটিয়াছে জানিবেন"॥ ১০॥ প্রেরিত দ্বিজবর বলিলেন, দময়ন্তি! সেই পুরুষের প্রামাণিক সত্যবাক্য দ্বারা কৃতকর্ম্মা হইয়া আমি তোমার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছি। দ্বিজবর এই বাক্য নিবেদন করিলে পর, দময়ন্তী সেই ব্যক্তিকেই নল জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণকে ভক্তিভবে নমস্কার করিয়া বহুতর ধেনু ও ধন দান করিলেন॥ ১১॥ তদনন্তর একভক্তাদিতপোনিয়মবতী অপর্ণা-সদৃশী দময়ন্তী সেই অযোধ্যানগরী হইতে ঋতুপর্ণের সহিত গরুড়ের ন্যায় দ্রুতবেগশীল অশ্বণী নলকে নিজ-নীতি বিস্তার পূর্ব্বক আনয়নার্থ অতিশয় যত্নবতী হইলেন॥ ১২॥ অনন্তর সামগুণবতী ভৈমী অন্য এক অসাধারণ দ্বিজবর দ্বারা ঋতুপর্ণকে স্বীয় স্বয়ংবর-বার্ত্তা নিবেদন করিয়া জানাইলেন; তিনি তাঁহাকে আরও বলিয়া দিয়াছিলেন যে, অভিমানী ব্যক্তি শীঘ্র পাপ স্মরণ করে না। ইহাতে তিনি দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ংবর শ্রবণ করিয়া এখানে আগমন করিবেন এবং তাঁহার সহিত নলও সারথিরূপে এখানে আসিবেন॥ ১৩॥ সুদেব-ব্রাহ্মণ-প্রমুখাৎ এইপ্রকার স্বয়ংবর-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ঋতুপর্ণ নিজদেহ কবচ-বদ্ধ করত অতীব আনন্দ সহকারে নলকে কহিলেন, হে পূজ্যবর! একদিনের মধ্যে আমরা দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ংবরে গমন করিব, দময়ন্তী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিণী, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে পতিত্বে বরণ

সা বনিতা বদ্ধানঃ স্বগুণৈঃ কর্ষতি কে হৃতাশ্চ বধ্বান্।
সমহস্তাবদ্ধানঃ শ্ব ইতি যোজনশতং মিতাবধ্বানঃ ॥ ১৫ ॥
তত্ত্বরয়ামায়ামঃ প্রণয়ের্যদশ্বানি তত্রিযামায়ামঃ।
নলভায়ামায়ামস্মৃত্বেত্যুচে ক হৃধিয়ামায়ামঃ ॥ ১৬ ॥
মাং ভজ মানাশ্বঃ স্যান্নমসৌ তৎপ্রণোস্তমানাশ্বঃ স্যাম্।
ইতি মতমানাশ্বস্যান্যায়মনাশঙ্ক্য বিকৃতিমানাশ্বস্যাম্ ॥ ১৭ ॥
অথ রথমারাবন্তং শস্ত্রাণি নলঃ শুভাশ্ব মারাবন্তম্।
স জগামারাবন্তং নৃপতিমারোপ্য চ গুরুতমারাবন্তম্ ॥ ১৮ ॥
স্বাংসকৃতাবসনস্য ক্ষণদূরত্বেন সঙ্গতাবসনস্য।
ভূভর্ত্তাবসনস্য ব্যস্ময়ত রথক্রতের্ধৃতাবসনস্য ॥ ১৯ ॥
ফলগণনাদক্ষস্য ব্যধিত তদাসোঽশ্বনোদনাদক্ষস্য।
তপসি চ নাদক্ষস্য প্রহর্ষণং হৃদয়বোধনাদক্ষস্য ॥ ২০ ॥
বলজিতদেবার্য্যাভ্যাং বিদ্যাবিনিময়ো যুগপদেবার্য্যাভ্যাম্।
সংমর্দ্দেবার্য্যাভ্যাং ব্যধায়ি সংস্পৃশ্য সম্পদে বার্য্যাভ্যাম্ ॥ ২১ ॥
তদনু দ্রুতমক্ষমতঃ স্বীকৃত্যাস্বদহনৈর্ধিকতমক্ষমতঃ।
কলিরুন্নতমক্ষমতঃ স্ফুটমেব গতো নলস্য নাতমক্ষমতঃ ॥ ২২

করিবেন ॥ ১৪ ॥ সেই দময়ন্তী আত্মগুণে নিবদ্ধ করিয়া আমাকে আকর্ষণ করিতেছেন, তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ যে, বধূ কর্তৃক পূজ্য হইয়া কোন্ ব্যক্তি হৃতচিত্ত না হয়? সেই স্বয়ংবর-মহোৎসব আগামী কল্য হইবে, আমাদিগের পথও শত যোজন, অতএব তুমি শীঘ্র রথসজ্জা কর ॥১৫॥ হে সারথে! তুমি যদি রাত্রির প্রহর গত না করিয়া অতিবেগে আমাকে তথায় লইয়া যাইতে পার, তবেই আমি তোমার সহিত দময়ন্তী-সমীপে গমন করিতে পারি, তাহা হইলে দুষ্ট রাজগণের আর কোন রাগ বিস্তার হইতে পারে না, ফলতঃ তাহাতেই আমি দময়ন্তীকে লাভ করিতে পারিব। ঋতুপর্ণ দময়ন্তীর ছল বুঝিতে না পারিয়া এইরূপে নলকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ হে বাহুক! যদি তুমি উক্ত প্রকারে অশ্ব চালনা করিতে পার, তবে দময়ন্তী কল্য প্রাতে আমাকেই ভজনা করিবে। এইরূপ বুদ্ধিবলে ঋতুপর্ণ দময়ন্তীতে পরস্ত্রীর প্রতি অভিলাষানুরূপ অন্যায় আশ্বাস পাইয়া শীঘ্রই বিকৃতচিত্ত হইয়া ঐ সকল অসম্ভাবনীয় বাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥ তদনন্তর নল রশ্মিসংযম দ্বারা চতুর্দ্দিক্‌গামী অশ্বগণকে নিয়মিত রাখিয়া বহুতর অস্ত্রশস্ত্রসমন্বিত অতি গুরুতর শব্দবিশিষ্ট রথে আরোহণ পূর্ব্বক শত্রুবিনাশক নরেন্দ্র ঋতুপর্ণকে রথে আরোহণ করাইয়া ভীমরাজধানী কুণ্ডিন নগরে যাত্রা করিলেন ॥ ১৮ ॥ ভূমিপালক ঋতুপর্ণ গমনকালে নিজ স্কন্ধদেশে উত্তরীয়বসন স্থাপন করিয়াছিলেন, রথবেগে উৎপন্ন বায়ু দ্বারা ঐ বসন উড়িয়া পড়িবা-মাত্র ঋতুপর্ণ বাহুককে বলিলেন, রথ স্থাপন কর, আমার উত্তরীয় পড়িয়া গিয়াছে। বাহুক বলিল, তাহা এখন বহুদূরে রহিয়াছে, সুতরাং আর আনিতে পারা যাইবে না। ইহা শ্রবণে রাজা ঋতুপর্ণ রথবেগ চিন্তা করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥১৯॥ সেই রাজা ঋতুপর্ণ অক্ষদ্যূতের হৃদয়জ্ঞ ছিলেন, সেই হেতু তিনি কলিক্রমের ফল গণনা দ্বারা, অশ্ব-পরিচালনে দক্ষ এবং দক্ষ প্রজাপতি তুল্য তপস্যাশালী নলের আহ্লাদ উৎপাদন করিলেন। যদি এই রাজা অক্ষগণনায় দক্ষ, তবে ইনি পাশকগণনাতেও বিশেষ দক্ষ, তবে ইঁহার নিকট হইতে এই বিদ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক আমি পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়া করিয়া তাহাতে জয়লাভ করিব, এই ভাবিয়া নলের আহ্লাদ উৎপন্ন হইল ॥ ২০ ॥ রথবেগ ও ফলগণনার কৌতুকদর্শনানন্তর যে নৃপদ্বয় বলদ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়াছেন, অরিগণ যাঁহাদিগকে সমরে নিবারণ করিতে অক্ষম, সেই নল ও ঋতুপর্ণ উভয়ে একবারেই বারিস্পর্শন পূর্ব্বক আচমন করিয়া মঙ্গলোন্নতির নিমিত্ত বিদ্যা বিনিময় করিলেন ॥ ২১ ॥ অনন্তর কলি নলের দাহনসামর্থ্য দর্শন করিয়া ভয়ে তাঁহার দেহ হইতে বহির্গত হইয়া উচ্চতর বিভীতক-তরুর আশ্রয় গ্রহণ করিল, নল কলির প্রতি ক্রোধান্বিত

পতিতমলসমেতস্তা ভৈম্যারুষি বিদ্ধি মানলসমেতস্তাঃ।
আর্ত্তানলসমেতস্তাশ্রিতস্য শরণপ্রদো নলসমেতঃ স্যাঃ ॥ ২৩ ॥
কলিমিতি নানামায়ং নমস্তমমুঞ্চন্মহামনানায়ম্।
কীর্ত্তিধনানামায়ং স দদাতি হরন্তি রিপুজনানামায়ম্ ॥ ২৪ ॥
অথ মুন্নাশ্বস্তেন প্রাস্থিত রাজামহাত্মনাশ্বস্তেন।
সা ললনাশ্বস্তেন স্যাদিতি হসতাবিরোধিনাশ্বস্তেন ॥ ২৫ ॥
সোঽয়মনেনায়ততামিষ্ট ইতি নলঃ সমস্তনেনায়ততাম্।
বহতি দিনেনায়ততাং পুরীং প্রিয়েণাশ্রিতাগ্রনেনায়ততাম্ ॥ ২৬ ॥
কর্ত্তুশ্মানস্তেন শ্রম ইতি নীতো ভুবোঽয়মানস্তেন।
স্বদ্ধামানস্তেন প্রেম্না ভীমেন জিতবিমানস্তেন ॥ ২৭ ॥
সজ্জনতামহিতস্য ব্যগ্রেতরলোকসূচিতামহিতস্য।
স দ্বিষতামহিতস্য দ্রুতং পুরস্যেক্ষণাত্ততামহিতস্য ॥ ২৮ ॥
প্রথিততমায়ামায়াং শুচিরথ বসতাবমুত্তমায়ামায়াম্।
চারুতমায়ামায়াং নলঃ স্মরন্ বাসমস্তসমায়ামায়াম্ ॥ ২৯ ॥
তং স্বনয়ানন্তরসান্নিধ্যগতমবেক্ষ্য মুন্নযানন্তরসা।
অভ্যুদয়ানন্তরসাবধিত মুদা নৈষধাপ্রিয়ানন্তরসা ॥ ৩০ ॥
তন্নুন্নালীকেন স্থীয়ত ইত্যত্র স্বমুখনালীকেন।
কিং হীনালীকেন স্বকমিত্রাকৃত্তরিপুনালীকেন ॥ ৩১ ॥

হইলেন ॥২২॥ তখন কলি নলকে বলিল, হে নল! আমি তোমার হৃদয়ে বিদ্যমানা সেই দময়ন্তীর অনলসমান রোষে দগ্ধ হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি, এক্ষণে অগ্নিতুল্য পীড়ায় পীড়িত হইয়া আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম, অতএব দময়ন্তীর ক্রোধ হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ২৩ ॥ এইরূপে নানাবিধ বিনয় ও স্তুতি করায় উচ্চাশয় নলরাজ নানা-কাপট্যশালী কলিকে শাস্তি না দিয়াই ছাড়িয়া দিলেন। শত্রুগণের নমস্কার যে পুরুষের মন আকর্ষণ করে, তাহার অপরিমিত কীর্ত্তিধন লাভ হইয়া থাকে। এইরূপে কলি নলের অভিশাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল ॥ ২৪ ॥ কলি-পরিত্যাগের পর বিশ্রামপ্রাপ্ত মহাপ্রভাবশালী নল, "কল্য দময়ন্তী তোমার হইবে না" এইরূপ মনে মনে ভাবিয়া অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে রথ-চালনা করিলে ঋতুপর্ণ দময়ন্তীর উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ তদনন্তর কলিমুক্ত ও নিষ্পাপ যতিদিগের অভিমত রাজা নল ঋতুপর্ণের সহিত প্রভূত ধনাগমবিশিষ্ট, বহুজনাশ্রিত, দময়ন্তী কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত কুণ্ডিনাখ্য নগরে দিবসাবসানসময়ে গমন করিলেন ॥ ২৬॥ ভীম ভূপতি "আপনার পথপরিশ্রম অপগত হউক" এই বলিয়া ঋতুপর্ণ রাজাকে সাদর-সম্ভাষণ পূর্ব্বক পূজা করিয়া বিমান অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর স্বীয় গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইলেন। ঋতুপর্ণ তাঁহাকে নমস্কার করিলেন ॥ ২৭ ॥ পরে ঋতুপর্ণ রাজা শত্রুবিনাশক, সজ্জনগণ কর্ত্তৃক পূজিত ভীমের অব্যগ্র পুরুষগণ কর্ত্তৃক কৃতোৎসব সেই কুণ্ডিন নগরীর সমৃদ্ধি দর্শনে স্বপুরীর হীনতা বিবেচনা করিয়া মনোগ্লানি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৮ ॥ অনন্তর নল শুচি হইয়া কর্কোটক-দত্ত বসন পরিধানপূর্ব্বক প্রাণসমা, শরীরসৌন্দর্য্যে প্রথিততমা দময়ন্তীর "ঋতুপর্ণের আগমনে নিজের আগমন হইল" এইরূপ ছল মনে মনে বিচার করিয়া উত্তম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট মনোহর গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৯ ॥ স্বয়ংবর-ঘোষণরূপ আত্মনীতি শুনাইবার পর অবিলম্বেই রথ পরিচালনপূর্ব্বক সমীপাগত মহারাজ নলকে নিরীক্ষণ করিয়া সুবহুল অনঙ্গরসে আর্দ্রচিত্তা নৈষধপ্রিয়া দময়ন্তী স্বীয় মানসে হর্ষ ও সুখ হৃদয়ে ধারণ করিলেন ॥ ৩০ ॥ যিনি শত্রু-সমূহের শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন, সেই [illegible]ভন-পদ্মমুখবিশিষ্ট পাপপরিমুক্ত নল কিরূপে ঋতুপর্ণের গৃহমধ্যে বাস করিতে-

তং সাম্নামানয়তঃ পরীক্ষ্য বহুধা গুণাভিরামানয়তঃ।
স্বজনগিরামানয়তঃ স্ববয়স্যা বসতিমপি পরামামনয়তঃ ॥ ৩২ ॥
তরসৈবাসাবাসস্থাং বিকৃতিমহর্বহন্ সুবাসাবাসঃ।
স্থিরভাবাসাবাসন্নিকুশ্চারংস্তনৃপতিবাসাবাসঃ ॥ ৩৩ ॥
নৃপধামনিশান্তেন ব্যতীত্য ভৈমীসমাগমনিশান্তেন।
দ্বিষতামনিশান্তেন শ্বশুরো দৃষ্টঃ শ্রিতোত্তমনিশান্তেন ॥ ৩৪ ॥
ধৃতজড়িমানেহাসীদৃতুপর্ণোঽপি প্রদৃশ্যমানেহাসী।
আত্মসমানেহাসীদভিপূজ্যৈনং নলোরিমানেহাসী ॥ ৩৫ ॥
সাম্বসমাসামা স্বৈরমত্র পুরে নলোয়মাসামাস।
স্ত্রীণামাসামাসশ্রমমমুনানায়ি সুমুখমাসামাসঃ ॥ ৩৬ ॥
অথ মহদরাজিতয়া স্বপুরঞ্চম্বা নলস্তদারাজিতয়া।
সাসিগদারাজিতয়া পুষ্করমভ্যধাত্তুদারাজিতয়া ॥ ৩৭ ॥
ময়ি গহনামায়াসি ত্বয়া মনো নাত্র মানিনামায়াসি।
ধনুরবনামায়াসি দ্যূতায়ালং ক চেতনামায়াসি ॥ ৩৮ ॥
ইত্যুক্তো দেবনতঃ সেঽর্থ্যভবৎ পুষ্করঃ প্রমাদেবনতঃ।
যেন সবিভিদেবনতঃ পুরাবনেঃ শ্রমমপি প্রপেদেবনতঃ ॥ ৩৯ ॥
স চ রাজাযতভেন দ্যূতেঽসুপণে জিতো ব্যজায়ততেন।
নির্ব্যাজায়ততেন ত্যক্তশ্চাগঃসু গতরজায়ততেন ॥ ৪০ ॥
অয়ি ভবনে ত্রায়স্ব ভুবং পুষ্করমুদশ্রুনেত্রায়স্ব।
যুগবলনেত্রায় স্বস্নেহায় পুরেব বিমলনেত্রায়স্বঃ ॥ ৪১ ॥

ছিলেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত ভৈমী স্বীয় সখী কেশিনীকে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৩১ ॥ ভৈমী-প্রেরিতা কেশিনী নীতি অনুসারে বহু প্রকারে পরীক্ষা করিয়া "এই ব্যক্তি নল" ইহা নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়া নানাবিধ স্বজনবাক্যে তাঁহাকে সম্মানপূর্ব্বক নিজবয়স্যা দময়ন্তীর গৃহে আনয়ন করিল ॥ ৩২ ॥ নল কর্কোটক-নাগ-প্রদত্ত বসন পরিধান করিয়া স্বীয় কুব্জতাদি অঙ্গবিকার শীঘ্রই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। দময়ন্তী গৃহমধ্যে স্থিরভাবে অবস্থিত ছিলেন। তখন নল ভীম-নরপতির সৌধ-গৃহমধ্যে স্নেহবিশিষ্ট হইয়া দময়ন্তীর সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৩ ॥ এইরূপে ক্ষমাযুক্ত শত্রুঘাতক মহারাজ নল রাজ-ভবনমধ্যে উত্তম গৃহ আশ্রয় করিয়া দময়ন্তীর সহিত সমাগমে নিশাবসান হইলে প্রাতঃকালে স্বীয় শ্বশুর ভীমরাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ॥ ৩৪ ॥ তখন সেই রাজা ঋতুপর্ণ, ভীমসভায় নলকে আত্মসদৃশ অবলোকন করিয়া জড়ের ন্যায় হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। অরি-সম্মানের প্রতি হাস্যকারক নল রাজা ঋতুপর্ণকে ধনদান এবং সম্মানাদি দ্বারা অতি সমাদরে পূজা করিয়া বিদায় করিলেন ॥ ৩৫ ॥ তখন সেই নলরাজা ভীমপুরে সুখ-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন, প্রাণসমা দময়ন্তী তাঁহার সান্ত্বনা ও সুখ-বিধান করিতে লাগিলেন। নল অন্তঃপুরবধূ দময়ন্তীর চিরবিরহজ দুঃখ অপনয়ন করিলেন, চন্দ্রানন নৈষধ এইরূপে তথায় এক মাস অতিবাহিত করিলেন ॥ ৩৬ ॥ অরিগণ কর্ত্তৃক অপরাজিত নল অসি, গদা ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক অতি মহতী সেনা সমভিব্যাহারে শোভমান হইয়া স্বীয় নগরীতে গমন করিলে। তখন তিনি পুষ্করের সহিত সংগ্রাম করিতে উদ্যুক্ত হইলেন ॥ ৩৭ ॥ নল পুষ্করকে কহিলেন, হে পুষ্কর! তুমি নানাবিধ কাপট্যজাল বিস্তার করিয়া আমাকে অতিশয় দুঃখ ও কষ্ট দিয়াছ, এক্ষণে তুমি আমার সহিত ধনুকে জ্যাযোজন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিবে কি দ্যূত-ক্রীড়া করিবে, তাহা বল ॥ ৩৮ ॥ নল এইরূপ বলিলে পর পুষ্কর প্রমাদে পড়িয়া চিন্তা করিল যে, তবে দ্যূতক্রীড়াই করিব। এই পুষ্কর দ্যূত দ্বারা পৃথিবী হইতে বঞ্চিত করিয়া নলকে বনে পাঠাইয়া বহুতর কষ্ট দিয়াছে, সে এক্ষণে দ্যূত-ক্রীড়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল ॥ ৩৯ ॥ তখন পুষ্কর প্রভূতধনাগম-সম্পন্ন শুভাদৃষ্টশালী নলরাজের সহিত প্রাণপণ করিয়া দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করিল, তাহাতে পুষ্কর পরাজিত হইয়া প্রাণভিক্ষা চাহিলে নল তাহাকে নিষ্কপট জানিয়া প্রাণ ভিক্ষা দিলেন ॥ ৪০ ॥ তখন নল পুষ্করকে কহিলেন, হে পুষ্কর!

হরিপবনযমানস্য স্ববলাদিতি তুলয়তোমুনয়মানস্য।
স্নেহানয়মানস্য প্রণতিমধাৎ পুষ্করঃ সুনয়মানস্য ॥ ৪২ ॥
অরিসেনানাশস্যাশ্রিতবৎসল তেঽস্তু চেতনানাশস্যা।
পূরিতনানাশস্যাস্তোকযশোভিঃ কদাপি নানাশঃ স্যাঃ ॥ ৪৩ ॥
ইতি স ননাম নলস্য প্রণতোঽজ্ঘ্রী ফুল্লবক্ত্রনামনলস্য।
অহিতানামনলস্য প্রযযৌ সার্দ্ধং তেন নাম নলস্য ॥ ৪৪ ॥
মুদমমুনা মুক্তেন প্রাপ্য সুরাজ্যং মহাত্মনামুক্তেন।
ধৃতনানামুক্তেন রাজ্যং চিরং প্রাশাসি বিঘট্টনামুক্তেন ॥ ৪৫ ॥
অরিসংহতিরস্য বনেষু শুচাং পদমাপদমাপদমাপদমা।
সুখদশ্চ যথৈব জনায় হরিং যতমাযতমাযতমাযতমা ॥ ৪৬ ॥
নলেন পূর্য্যতাযতাযতাযতা পুরেব সা।
সদারমুন্মহা মহামহামহান্তসম্পদম্ ॥ ৪৭ ॥

ইতি মহাকবিকালিদাসকৃতৌ নলোদয়ে খণ্ডকাব্যে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

তুমি নিজ ভবনে বাস করিয়া মদ্দত্ত ভূমিসম্পত্তি রক্ষা কর এবং সেই জনপদেই তুমি হৃষ্টচিত্তে অবস্থিতি কর। তোমার এবং আমার উভয়েরই স্নেহ পূর্ব্বের ন্যায় সংবর্দ্ধিত হউক ॥ ৪১ ॥ ইন্দ্র, পবন ও ধর্ম্মরাজের সমতুল্য সামর্থ্যশালী নলের নিকট প্রীতিপূর্ব্বক গমন করিয়া পুষ্কর তাঁহাকে নমস্কার করিল ॥ ৪২ ॥ পুষ্কর নলকে বলিল, হে আশ্রিতবৎসল! আপনি ভূরিতর যশোদ্বারা দশদিক্ পরিপূরিত করিয়াছেন, স্বকীয় পরাক্রম দ্বারা অরিসেনা-সমুদায় বিনাশ করিয়াছেন, আপনার বুদ্ধি চিরকালই প্রশংসনীয় থাকুক ॥ ৪৩ ॥ পুষ্কর এইরূপে নম্র হইয়া প্রফুল্লানন, অহিতগণের অনলস্বরূপ, তৃণতুল্য নমনশীল নলের চরণবন্দনা করিয়া তাঁহার অনুগমন করিল ॥ ৪৪ ॥ অনন্তর নিষধাধিপতি কবচ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুষ্করের সহিত আনন্দে বাস করিয়া মহাশয় ব্যক্তিগণের বচনে অবস্থিত ও বিয়োগবিহীন থাকিয়া নানাবিধ মুক্তামালা ধারণ পূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥ এই নলের শত্রু-সমুদায় অরণ্যমধ্যে গমন পূর্ব্বক নিঃশ্রীক হইয়া শোক ও বিপৎপ্রাপ্ত হইল। তখন রাজলক্ষ্মী হরি-সান্নিধ্যের ন্যায় অতিশয়িতরূপে কাপট্যরহিত নলের নিকট আগমন করিলেন ॥ ৪৬ ॥ অনন্তর শুভদৈবত-সম্পন্ন নলের নিজনগর পূর্ব্বের ন্যায় বিস্তারিত হইল। এই উদ্গতভেজা নল সর্ব্বদাই উৎসব-পরিপূর্ণ রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

মহাকবি কালিদাসকৃত "নলোদয়" খণ্ড কাব্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

পুষ্পবাণবিলাসঃ

মূল ও অনুবাদ

পুষ্পবাণবিলাসঃ

শ্রীমদ্‌গোপবধূস্বয়ং-গ্রহপরিষঙ্গেষু তুঙ্গস্তনব্যামর্দ্দাদ্‌গলিতেঽপি চন্দনরজস্যঙ্গেষু বহন্ সৌরভম্।
কশ্চিদ্‌জাগরজাতরাগনয়নদ্বন্দ্বঃ প্রভাতে শ্রিয়ং, বিভ্রৎ কামপি বেণুনাদরসিকো জারাগ্রণীঃ পাতু বঃ॥১॥
ভুবনবিদিতমাসীদ্‌যচ্চরিত্রং বিচিত্রং, সহ যুবতীসহস্রৈঃ ক্রীড়তো নন্দসূনোঃ।
তদখিলমবলম্ব্য স্বাদুশৃঙ্গারকাব্যং, রচয়িতুমনসো মে শারদাস্তু প্রসন্না॥ ২॥
কান্তে দৃষ্টিপথঙ্গতে নয়নয়োরাসীদ্‌বিকাসো মহান্, প্রাপ্তে নির্জ্জনমালয়ং পুলকিতা জাতা তনুঃ সুভ্রুবঃ।
বক্ষোজগ্রহণোৎসুকে সমভবৎ সর্ব্বাঙ্গকম্পোদয়ঃ, কণ্ঠালিঙ্গনতৎপরে বিগলিতা নীবী দৃঢ়াপি স্বয়ম্॥৩॥
মাং দূরাদরবিন্দসুন্দরস্মেরাননা সম্প্রতি, দ্রাগুত্তুঙ্গঘনস্তনাঙ্গনগলচ্চারূত্তরীয়াঞ্চলা।
প্রত্যাসন্নজনপ্রতারণপরা পাণিং প্রসার্য্যান্তিকে, নেত্রান্তস্থ চিরং কুরঙ্গনয়না সাকূতমালোকতে॥৪॥
নীরন্ধ্রমেতদবলোকয় মাধবীনাং, মধ্যে নিকুঞ্জসদনচ্যুতপুষ্পকীর্ণম্।
কুর্য্যুর্যদীহ মণিতানি বিলাসবত্যো, বোদ্ধুং ন শক্যমবলে নিনদৈঃ পিকানাম্॥ ৫॥
দষ্টং বিম্বধিয়াধরাগ্রমরুণং পর্য্যাকুলো ধাবনাৎ, ধম্মিল্লস্তিলকং শ্রমাম্বুফলিতং ছিন্না তনুঃ কণ্টকৈঃ।
আঃ কর্ণ রকারিকঙ্কণঝনৎকারং করৌ ধুন্বতী, কিং ভ্রাম্যস্যটবীগুকায় কুসুমান্বেষা ননান্দাগ্রহীৎ॥৬॥

মনোরমাঙ্গী পরমাসুন্দরী নবযৌবনসম্পন্না গোপাঙ্গনাগণ স্বয়ং কণ্ঠগ্রহণ পূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিলে তাহাদের অত্যুচ্চ স্তনমণ্ডলের বিমর্দ্দনবশে অঙ্গে চন্দনরেণু বিগলিত হইলেও যাঁহার অঙ্গে সেই সৌরভ প্রস্ফুরিত হইতেছিল, যামিনীর জাগরণে যাঁহার লোচনযুগল রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিয়াছে, এইরূপে প্রভাতসময়ে যিনি অনির্ব্বচনীয় অঙ্গলক্ষ্মীসম্পন্ন হইয়া বেণুবাদনে নিরত রহিয়াছেন, সেই গোপিকাগণের প্রাণবল্লভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব আপনাদিগের মঙ্গলবিধান করুন্॥ ১॥ যাঁহার বিচিত্র চরিত্র ভুবনমধ্যে সুবিদিত, যিনি সহস্র সহস্র যুবতীর সহিত ক্রীড়া করিয়াছেন, সেই সমস্ত অবলম্বন পূর্ব্বক আমি এই শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্য রচনা করিতে মানস করিয়াছি, এক্ষণে সৎকাব্যের অধিষ্ঠাত্রী বাগ্‌দেবী আমার প্রতি প্রসন্না হউন॥ ২॥ মনোহর ভ্রূযুগলশালিনী মৃগলোচনার প্রাণবল্লভ যখন নয়নপথে উপস্থিত হইলেন, তখন সেই নিতম্বিনীর নয়নদ্বয় অতিশয়িতরূপে বিকসিত হইয়া উঠিল, আবার প্রিয়তম যখন নির্জ্জনস্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন সেই অবলার দেহ রোমাঞ্চিত হইল, যখন উত্তুঙ্গ স্তনদ্বয় ধারণে উৎসুক হইলেন, তখন সর্ব্বাঙ্গে কম্পোদয় হইল, যখন কণ্ঠস্থল আলিঙ্গন করিলেন, তখন সেই সুমধ্যমার মধ্যদেশে নীবীবন্ধন দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ থাকিলেও আপনি তাহা শিথিল হইয়া পড়িল॥৩॥ ঈষৎ প্রস্ফুটিত অরবিন্দের ন্যায় সুন্দরাননা মৃগনয়না প্রিয়তমা আমাকে দূর হইতে অবলোকন করিবামাত্র তাহার অত্যুচ্চ স্তনদ্বয় হইতে উত্তরীয়-বসন খসিয়া পড়িল, তখন তিনি নিকটস্থিত ধূর্ত্তজনগণকে স্বীয় মনোগতভাব গ্রহণে বঞ্চিত করিয়া নেত্রসন্নিহিত কপোলস্থলে পাণিতল বিন্যস্ত করিয়া অতিশয় আগ্রহ-সমন্বিত ভাব সহকারে আমাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন॥ ৪॥ হে অবলে! এই মাধবীলতামণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী নিকুঞ্জনিলয় অবলোকন কর, ইহা ঘন-সন্নিবিষ্টলতা-প্রভাবে ছিদ্রাদি-পরিশূন্য, ইহার মধ্যভাগ স্বয়ং-পতিত পুষ্পপুঞ্জ দ্বারা পরিব্যাপ্ত, আর অভ্যন্তর-বিলাসিনী রমণীগণের কলকূজনে তাহা মিলিত হইয়া যাইবে, অতএব হে প্রিয়ে! এই নির্জ্জন নিকুঞ্জনিলয়ই আমাদের বিহারের একান্ত উপযুক্ত স্থান, অতএব এক্ষণে তুমি প্রসন্ন হও॥ ৫॥ স্বামীর সহিত সম্মিলিত কামিনীর সখী রতিচিহ্নাদির অপলাপ পূর্ব্বক সতর্ক করিয়া কহিলেন, সখি! তোমার অধরাগ্র বিম্বফলের ন্যায় অরুণবর্ণ দেখিয়া শুক তাহা চঞ্চুপুট দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছে, তোমার কবরীভার

বিভ্রাণা করপল্লবেন কবরীমেকেন পর্য্যাকুলামন্তেন স্তনমণ্ডলে নিদধতী স্রস্তং দুকূলাঞ্চলম্।
এষা চন্দনলেশলাঞ্ছিততনুস্তাম্বূলরক্তাধরা, নির্য্যাতি প্রিয়মন্দিরাদ্রতিপতেঃ সাক্ষাজ্জয়শ্রীরিব ॥ ৭ ॥
কান্তো যাস্যতি দূরদেশমিতি মে চিন্তা পরং জায়তে,লোকানন্দকরো হি চন্দ্রবদনে বৈরায়তে চন্দ্রমাঃ।
কিঞ্চায়ং বিতনোতি কোকিলকলালাপো বিলাপোদয়ং,প্রাণানেব হরন্তি হন্ত নিতরামারামমন্দানিলাঃ॥৮
নবকিসলয়তল্পং কল্পিতং তাপশান্ত্যৈ, করসরসিজসঙ্গাৎ কেবলং ম্লাপয়ন্ত্যাঃ।
কুসুমশরকৃশানুপ্রাপিতাঙ্গারতায়াঃ, শিব শিব পরিতাপং কো বদেৎ কোমলাঙ্গ্যাঃ॥ ৯ ॥
শেতে শীতকরোঽম্বুজে কুবলয়দ্বন্দ্বাদ্বিনির্গচ্ছতি, স্বস্থা মৌক্তিকসংহতির্ধবলিমা হৈমীং লতামঞ্চতি।
স্পর্শাৎ পঙ্কজকোষয়োরভিনবা যান্তি স্রজঃ ক্লান্ততাং,এষোৎপাতপরম্পরা মম সখে যাত্রাস্পৃহাং কৃন্ততি॥১০
দূতীদং নয়নোৎপলদ্বয়মহো তান্তং নিতান্তং তব, স্বেদান্তঃকণিকা ললাটফলকে মুক্তা শ্রিয়ং বিভ্রতি।
নিশ্বাসাঃ প্রচুরীভবন্তি নিতরাং হা হন্ত চন্দ্রাতপে, যাতায়াতবশাদ্‌বৃথা মম কৃতে শ্রান্তাসি কান্তাকৃতে॥১১

তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত ধাবনবশে বিস্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, আর শ্রমবারি দ্বারা তিলক বিগলিত হইয়াছে, অঙ্গযষ্টি কণ্টক দ্বারা ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তুমি আর কর্ণপীড়াকর কঙ্কণ-ঝনৎকার সহকারে করকম্পন কেন করিতেছ ? কি নিমিত্তই বা দুর্গ্রহ বন্য শুকপক্ষী ধরিবার নিমিত্ত এই ক্লেশদায়ক কাননে ভ্রমণ করিতেছ ? আর তুমি যে পুষ্পসংগ্রহার্থ কাননে আসিয়াছিলে, ঐ দেখ, সেই কুসুম-সকল তোমার ননদী আসিয়া গ্রহণ করিতেছে ॥ ৬ ॥ প্রিয়তমের সহিত বিহার পূর্ব্বক কোন রমণীর কেলিগৃহ হইতে নির্গমনের সময় তাহাকে দেখাইয়া কোন রসিক বলিতেছে, এই রমণী একটী করপল্লব দ্বারা বিগলিত কবরী ধারণ করিয়াছেন, অন্যতর করদ্বারা বিগলিত বসন স্তন-মণ্ডলের উপরিভাগে বিন্যাস করিতেছেন, ইঁহার অধর তাম্বূলরাগে রঞ্জিত, অঙ্গ-সমুদায়ে চন্দনচর্চ্চার অল্পভাগ মাত্র অবশিষ্ট আছে, অতএব ইনি রতিপতির সাক্ষাৎ জয়লক্ষ্মীর ন্যায় প্রিয়তমের মন্দির হইতে নির্গত হইয়া যাইতেছেন ॥ ৭ ॥ হে সখি ! প্রাণকান্ত এখন দূরদেশে যাইবার নিমিত্ত উদ্যত হইতেছেন, কিন্তু আমার মানসে চিন্তা হইতেছে, এই দেখ, চন্দ্রমা অখিল লোকের আনন্দবিধান করিতেছেন, কিন্তু আমার প্রতি একান্ত বৈরিভাব প্রকাশ করিতেছেন ; আর এই কোকিলগণের কলধ্বনি আমার বিলাপের কারণ হইতেছে, হায় ! এই মন্দ মন্দ সমীরণ আমার প্রাণ হরণ করিতেছে ॥ ৮ ॥ বিরহিণীর খেদ দর্শনে প্রিয়সখী বলিতেছে, কোমলাঙ্গীর তাপশান্তির নিমিত্ত নবপল্লব দ্বারা যে শয্যা বিরচিত হইয়াছিল. তাহা করকমলের সঙ্গহেতু অতিশয় ম্লান হইয়া যাইতেছে, আর তাঁহার দেহ স্মরানল দ্বারা দগ্ধ হইয়া অঙ্গারের ন্যায় হইতেছে, অতএব হায় ! কোন্ ব্যক্তি এই পরিতাপের কথা বলিতে সমর্থ হয় ? ৯ ॥ কোন পুরুষ দূরদেশে যাত্রা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া যাত্রা করিতে বিলম্ব করিলে তদীয় সুহৃদ্ বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নায়ক বলিলেন, আমার যাত্রার সময়ে শীতকিরণ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কমলের উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছে ; আর কুবলয়যুগল হইতে স্বচ্ছতর মৌক্তিকমালা স্খলিত হইয়া পড়িতেছে এবং স্বর্ণলতা ধবলতা ধারণ করিয়াছে. পঙ্কজ-কোরকযুগলের স্পর্শনে অভিনব পুষ্পমালা ম্লান হইয়া যাইতেছে, হে সখে ! এই সকল উৎপাত-পরম্পরা দর্শন ও ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া আমার যাত্রা-স্পৃহা একেবারেই বিনষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ নায়ক স্বীয় প্রিয়তমার ক্লেশ দর্শনে বিদেশগমন-বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৌশলে সুহৃদ্ ব্যক্তিকে উক্তরূপ উত্তর প্রদান করিল। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, প্রিয়তমা মদীয় যাত্রাদর্শনে অতিশয় চিন্তাবশে করতলে কপোলবিন্যাস করিয়াছেন, নয়নযুগল হইতে বাষ্পবিন্দু সকল নিপতিত হইতেছে, সন্তাপবশে দেহযষ্টি পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে, বিরহ সন্তপ্ত স্তনযুগলের স্পর্শন হেতু পুষ্পমালা ম্লান হইয়া যাইতেছে, এমতাবস্থায় কান্তাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে, তাঁহার মরণাদি অবশ্যম্ভাবী বোধ করিয়া যাত্রা-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়াছি ॥ ১০ ॥ নায়িকা-প্রেরিত দূতীর সহিত নিজকান্তের সঙ্গম-ঘটনা জানিতে পারিয়া সেই দূতীকে বলিল, হে দূতি! তোমার এই নয়নোৎপলযুগল অত্যন্ত ম্লান হইয়াছে, স্বেদ-জল-কণিকা-সকল তোমার ললাট-পটে মুক্তার ন্যায় শোভা পাইতেছে, আর তোমার নিশ্বাস-সকল অধিকতর ঘন হইয়া পড়িতেছে,

অধিবসতি বসন্তে মর্ত্ত্যকামা দুরন্তে, নবকিসলয়তল্পং পুঞ্জিতাঙ্গারকল্পম্।
বিরহমসহমানা চক্রবাকীসমানা, চকিতবনকুরঙ্গীলোচনা কোমলাঙ্গী ॥ ১২ ॥
নৈষ্ঠুর্য্যং কলকণ্ঠকোমলগিরাং পূর্ণস্য শীতদ্যুতেস্তিগ্মত্বং বত দক্ষিণস্য মরুতো দাক্ষিণ্যহানিশ্চ তাম্।
স্মর্ত্তব্যাকৃতিমেব কর্ত্তুমবলাং সন্নাহমাতন্বতে, তদ্বিঘ্নঃ ক্রিয়তে তৃণাদিচলনোদ্ভূতৈস্ত্বদাপ্তিভ্রমৈঃ ॥১৩॥
অস্রে মা কুরু লোচনে বিগলতি ন্যস্তং শলাকাঞ্জনং, তীব্রং নিঃশ্বসিতং নিবর্ত্তয় নবাম্লায়ত্যস্তি কণ্ঠস্রজঃ।
তল্পে মা লুঠ কোমলাঙ্গি! তনুতাং হন্তাঙ্গরাগোহন্নতে,নাতীতো দয়িতোপযানসময়ো মাস্মান্যথা মন্মথাঃ॥
কাচিৎ সর্ব্বজনীনবিভ্রমপরা মধ্যে সখীমণ্ডলং, লোলাক্ষিভ্রূবসংজ্ঞয়া বিদধতী সখ্যা সহাভাষণম্।
অক্ষোরঞ্জনমঞ্জসা শশিমুখী বিন্যস্য বক্ষোজয়োঃ, স্থূলভাবুকয়োঃ স্থিতং মণিসরঞ্চেলাঞ্চলেন প্যধাৎ ॥১৫॥
জিঘ্রত্যাননমিন্দুকান্তিরধরং বিম্বপ্রভা চুম্বতি, স্পৃষ্টুং বাঞ্ছতি চারুপদ্মমুকুলচ্ছায়াবিশেষঃ স্তনৌ।
লক্ষ্মীঃ কোকনদস্য খেলতি করাবালম্ব্য কিঞ্চাদরাৎ,এতস্যাঃ সুদৃশঃ করোতি পদয়োঃ সেবাং প্রবালদ্যুতিঃ ১৬
দূতি ত্বয়া কৃতমহো নিখিলং মদুক্তং, ন ত্বাদৃশী পরহিতপ্রবণাস্তি লোকে।
শ্রান্তাসি হন্ত মৃদুলাঙ্গি! গতা মদর্থং, সিধ্যন্তি কুত্র সুকৃতানি বিনা শ্রমেণ ॥ ১৭ ॥

হে মনোহরাঙ্গি! হায়! আমার কার্য্যের নিমিত্ত তুমি এই চন্দ্রের আতপে গমনাগমন করায় বৃথাই এত পরিশ্রম করিয়াছ ॥ ১১ ॥ চকিতাননা কুরঙ্গীর ন্যায় চপলনয়না কোমলাঙ্গী দুরন্ত বসন্তকালে চক্রবাকীর ন্যায় বিরহ-যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া রাশীকৃত অঙ্গার সদৃশ অভিনব কোমল-পল্লব-রচিত শয্যায় মরণাভিলাষিণী হইয়া পড়িয়া আছে ॥ ১২ ॥ প্রিয়তমের আগমন-কাল অতিক্রান্ত হইয়া গেলে নায়িকা কর্ত্তৃক প্রেরিতা দূতী গিয়া নায়ককে বলিতেছে, কলনাদী কোকিলগণের কোমল বাক্যের নিষ্ঠুরতা এবং পূর্ণচন্দ্রমার তীক্ষ্ণতা ও দক্ষিণানিলের অদাক্ষিণ্য, এই সকল সেই প্রকৃত অবলা অর্থাৎ দেহমাত্রাবশিষ্টা রমণীকে স্মরণীয়াকৃতি করিয়া চরম দশায় উপস্থিত করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছে, এখনও আপনি তাঁহার নিকট গমনে বিলম্ব করিতেছেন? ১৩ ॥ কোন রমণী নিজগাত্র সম্যক্‌রূপে অলঙ্কৃত করিয়া রমণের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া অবস্থিত থাকিলে পর কার্য্যবশাৎ বিলম্ব করিলে সেই কামিনী দুর্ব্বার মদন-সন্তাপে ব্যাকুল হইলে, তখন তাহার চতুরা সখী বলিতে লাগিল, হে কোমলাঙ্গি! তুমি আর নেত্রবারি বিসর্জ্জন করিও না, তোমার শলাকাঞ্জন বিগলিত হইতেছে, আর তুমি তীব্রতর নিশ্বাস আনয়ন করিও না, তাহাতে অভিনব কণ্ঠমালা ম্লান হইয়া যাইতেছে এবং তুমি শয্যার উপর আর লুণ্ঠিত হইও না, হায়! তাহাতে তোমার অঙ্গরাগ বিলুপ্ত হইতেছে, তোমার প্রিয়তমের আগমনকাল এখনও অতীত হয় নাই, তাহাতে তুমি মনে অন্যথা ভাবিও না, তিনি নিশ্চয়ই আগমন করিবেন ॥ ১৪ ॥ জনসন্নিধানে সঙ্কেতসময় জিজ্ঞাসার নিমিত্ত জারপ্রেরিত দূতীকে কোন কামিনী কৌশলে সময় জানাইতেছে, কোন চপলনয়না চন্দ্রাননা কামিনী সখীমণ্ডলের মধ্যে সমস্ত জনের বিভ্রম জন্মাইয়া ভ্রূসংজ্ঞা দ্বারা জার-প্রেরিত দূতীকে সঙ্কেত করিয়া এইরূপ চেষ্টা করিল যে, তাহার স্বীয় নেত্রের অঞ্জন পীবরস্তনদ্বয়ে বিন্যাস করিয়া ঐ স্তনদ্বয়ের উপরিস্থিত রত্নমালা বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা আবৃত করিয়া ফেলিল। তাহাতে ইহাই প্রকাশ পাইল যে, সন্ধ্যার চন্দ্র-কিরণ অপগত হইলে, যখন ঘোরতর অন্ধকার হইবে, তখন সঙ্কেত-স্থানে গমন করিব ॥ ১৫ ॥ কোন নবযৌবনা কামিনীকে অবলোকন করিয়া জাতাভিলাষ কোন পুরুষ স্বীয় বয়স্যকে বলিতেছেন, বয়স্য! কোন্ ব্যক্তি এই প্রোদ্ভিন্নযৌবনা কামিনীর সেবা না করিতেছে? দেখ, চন্দ্রের কিরণ এই সুনয়নার আনন আঘ্রাণ করিতেছে, কোকনদলক্ষ্মী আদর সহকারে ইহার হস্তধারণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছেন, আর পল্লব-কান্তি ইহার চরণদ্বয়ে সেবা করিতেছে ॥১৬॥ হে দূতি! আমি যাহা বলিয়া দিয়াছি, তৎসমুদায় কার্য্যই সাধন করিয়াছি, এই লোকমধ্যে তোমার তুল্য পরহিতকারী ব্যক্তি আর দৃষ্ট হয় না, হে কোমলাঙ্গি! তুমি আমার নিমিত্ত অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছ, তোমার এই পরিশ্রম উচিত হইয়াছে; যেহেতু, পরিশ্রম ব্যতিরেকে উত্তম কার্য্য কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রৌঢ়া নায়িকা বল্লভের নিকট প্রেরিত দূতীর রতিশ্রম দর্শনে এইরূপে স্তুতিচ্ছলে নিন্দা করিয়া দূতীর বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় জানাইয়া দিয়াছিল ॥ ১৭ ॥

ন বরীভরীতি কবরীভরে স্রজো, ন চরীকরীতি মৃগনাভিচিত্রকম্।
ব্রিজরীহরীতি ন পুরেব মৎপুরো, বিবরীধরীতি ন চ বিপ্রিয়ং প্রিয়া ॥ ১৮ ॥
গূঢ়ালিঙ্গনগণ্ডচুম্বনকুচস্পর্শাদিলীলায়িতং, সর্ব্বং বিস্মৃতমেব বিস্মৃতবতো বালে খলেভ্যো ভয়াৎ।
সংলাপস্ত্বধুনা সুদুর্ঘটতমস্তত্রাপি নাতিব্যথা, যৎ ত্বদ্দর্শনমপ্যভূদসুলভং তেনৈব দূয়ে ভৃশম্ ॥ ১৯ ॥
যা চন্দ্রস্য কলঙ্কিনো জনয়তি স্মেরাননেন ত্রপাং, বাচা মন্দিরকীরসুন্দরগিরো যা সর্ব্বদা নিন্দতি।
নিশ্বাসেন তিরস্করোতি কমলামোদান্বিতান্ যোঽনিলান্, সা তৈরেব রহস্ত্বয়া বিরহিতা কাঞ্চিদ্দশাং নীয়তে॥
তন্বী সা যদি গায়তি শ্রুতিকটুর্বীণাধ্বনির্জায়তে, যস্যাবিস্ফুরতে স্মিতানি মলিনৈবালক্ষ্যতে চন্দ্রিকা।
আস্তে ম্লানমিবোৎপলং নবমপি স্যাচ্চেৎ পুরো নেত্রয়োস্তস্যাঃ শ্রীরবলোক্যতে যদি তড়িদ্বল্লী বিবর্ণৈব সা॥২১
সত্যং তং যদবোচথা মম মহান্ রাগস্ত্বদীয়াদিতি,ত্বাং প্রাপ্তোঽসি বিভাত এব সদনং মাং দ্রষ্টুকামো যতঃ।
রাগং কিঞ্চ বিভর্ষি নাথ হৃদয়ে কাশ্মীরপত্রোদিতং,নেত্রে জাগরজং ললাটফলকে লাক্ষারসাপাদিতম্ ॥২২॥
এতস্মিন্ সহসা বসন্তসময়ে প্রাণেশ ! দেশান্তরং, গন্তুং ত্বং যতসে তথাপি ন ভয়ং তাপাৎ প্রপদ্যেঽধুনা।
যস্মাৎ কৈরবসারসৌরভমুষা সাকং সরোবায়ুনা, চান্দ্রী দিক্ষু বিজৃম্ভতে রজনীষু স্বচ্ছ ময়ূখচ্ছটা ॥ ২৩ ॥
চক্ষুর্জাড্যমুপৈতি মানিনি মুখং সন্দর্শয় শ্রোত্রয়োঃ, পীযূষপ্রাতসৌখ্যমস্তু মধুরাং বাচং প্রিয়ে ব্যাহর।
তাপঃ শাম্যতু মে প্রসাদশিশিরাং দৃষ্টিং শনৈঃ পাতয়, ত্যক্ত্বা দীর্ঘমভূতপূর্ব্বমচিরাদ্রোষং সখীদোষজম্ ॥২৪॥

ধীরা নায়িকা ঈর্ষাবতী ও মানিনী হইয়া আলাপ না করিলে তদীয় কান্ত তাহার সখীকে বলিতে লাগিল, সখি ! এখন দেখিতেছি, প্রিয়তমা কবরীভারে আর পুনঃ পুনঃ মালা সম্বেষ্টন করেন না, এখন আর মৃগনাভি-কস্তুরিকার তিলক পুনঃ পুনঃ রচনা করেন না এবং এখন পূর্ব্বের ন্যায় আমার সম্মুখে সখীগণের সহিত ক্রীড়া-কৌতুকাদি করেন না ; বিশেষতঃ কি অপ্রিয় ঘটনা হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেও প্রকাশ করিয়া বলেন না, এ যে বিষম মান দেখিতেছি ॥ ১৮॥ পূর্ব্বপ্রণয়িনী এক্ষণে অন্যাসক্তা হইয়া সম্ভাষণ করিতেও পারিল না দেখিয়া নির্জ্জনে সেই নায়ক বলিল, হে অবলে ! তুমি বাল্যসুলভ মুগ্ধতা বশে ভীত হইয়া পূর্ব্বের গূঢ় আলিঙ্গন, গণ্ডচুম্বন, কুচস্পর্শাদি লীলা সমুদায় কি ভুলিয়া গিয়াছ ? তোমার সহিত আলাপও এখন দুর্ঘট হইয়াছে, তাহাতেও আমার মনে কষ্ট নাই, কিন্তু এখন যে তোমার দর্শনও দুর্লভ হইয়াছে, তাহাতেই আমার অতিশয় দুঃখ হইতেছে ॥ ১৯ ॥ যে মনোমোহিনী কামিনীর বিকসিত বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া কলঙ্কী চন্দ্রমা লজ্জিত হয়, যাহার বাক্য দ্বারা গৃহস্থিত সুশিক্ষিত শুকবাক্যও নিন্দিত হয়, যাহার নিশ্বাস কমলগন্ধবিশিষ্ট পবনকেও তিরস্কার করে, সেই রমণীই তোমার বিরহে এক্ষণে অনির্ব্বচনীয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে ॥ ২০ ॥ সেই সুকণ্ঠী যদি শ্রুতিকটু গানও করে, তথাপি বীণাধ্বনি উৎপন্ন হয়, যদি ঈষৎ হাস্য করে, তবে চন্দ্রের জ্যোৎস্না মলিন বোধ হয়, তাহার নেত্রের অগ্রে নবীন উৎপলও ম্লান বোধ হয় ; যদি তথায় সৌন্দর্য্যকান্তি দর্শন করে, তবে তড়িল্লতাও বিবর্ণ হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥ আপনি বলিয়া থাকেন যে, আপনার প্রতিই আমার মহান্ অনুরাগ, সেই বাক্য অবশ্যই সত্য, যেহেতু, আপনি আমাকে দেখিবার নিমিত্ত প্রভাতকালে আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন, আর হে নাথ ! আপনি হৃদয়মধ্যে কুঙ্কুম-পত্রলেখার লোহিত রাগ ধারণ করিয়াছেন, নেত্রে জাগরণ-জনিত রাগ এবং ললাটতলে লাক্ষা-রসরাগ ধারণ করিতেছেন, অন্য কান্তার গৃহে রাত্রিযাপন পূর্ব্বক প্রাতঃকালে আগমন করিলে নায়িকা স্তুতি ও নিন্দাচ্ছলে এইরূপ বলিয়াছিল ॥ ২২ ॥ হে প্রাণেশ্বর ! আপনি এই বসন্তসময়ে স্বরগমনে যত্ন করিতেছেন, তথাপি আমি তাহাতে ভয় করিতেছি না, আর দেখুন, রজনীতে পুষ্পের সৌরভ-সমন্বিত সরোবরবায়ুর সহিত চন্দ্রমার বিমল কিরণচ্ছটা চতুর্দ্দিকে সমুদিত হইতেছে, তাহাতেও আমি ভয় করিতেছি না। অন্তর্গত অভিপ্রায় এই যে, যদি আপনার ইচ্ছা হইয়া গমন করুন্, আমার ভবিষ্যৎ তাপ কিন্তু অনিবার্য্য, তাহাতে আমি প্রাণে বাঁচিব না, যদি জীবন রক্ষা করা প্রয়োজন বোধ করেন, তবে আপনি এখন দেশান্তরে গমন করিবেন না ॥ ২৩ ॥ তখন প্রিয়তম বলিলেন, হে মানিনি ! এখন তুমি শীঘ্রই সখীর দোষজাত অভূতপূর্ব্ব রোষ করিয়া তোমার মুখচন্দ্র আমাকে দর্শন করাও, তাহাতে আমার চক্ষুর জড়তা দূরীভূত হউক ; আর

মানম্লানমনা মনাগপি নতং নালোকতে বল্লভং, নির্যাতে দয়িতে নিরন্তরমিয়ং বালা পরন্তপ্যতে।
আনীতে রমণে বলাৎ পরিজনৈর্মৌনং সমালম্বতে, ধত্তে কণ্ঠগতানসূন্ প্রিয়তমে নির্গন্তুকামে পুনঃ ॥২৫॥
কর্ণারুন্তুদমেব কোকিলরুতং তস্যাঃ শ্রুতে ভাষিতে, চন্দ্রে লোকরুচিস্তদাননরুচে প্রাগেব সন্দর্শনাৎ।
চক্ষুর্মীলনমেব তন্নয়নয়োরগ্রে মৃগীণাং বরং, হৈমী বল্ল্যপি তাবদেব ললিতা যাবন্ন সা লক্ষ্যতে ॥ ২৬ ॥

ইতি মহাকবি-কালিদাসকৃতং পুষ্পবাণবিলাসকাব্যং সমাপ্তম্ ॥

প্রিয়ে! তুমি পীযূষধারার ন্যায় সুমধুর বাক্য উদ্গীরণ কর, তাহাতে আমার কর্ণযুগল সুখলাভ করুক এবং তুমি আমার প্রতি সুশীতল দৃষ্টি নিপাতিত কর, তাহাতে আমার সন্তাপ বিদূরিত হউক ॥ ২৪ ॥ কোন নায়িকা, প্রণয়কলহকুপিত বল্লভকে দেখিতে না পাইলে পরিতাপ প্রাপ্ত হয় দেখিয়া, তদীয়া সখী অন্য কোন রমণীকে পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বলিতেছে; আমাদের প্রিয়সখী সম্মুখস্থিত প্রাণবল্লভের প্রতি অল্পমাত্রও দৃষ্টিপাত করেন না, আবার প্রিয়তম চলিয়া গেলে সন্তাপিত হন, আবার পরিজন বলপূর্ব্বক রমণকে আনয়ন করিলে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন, আবার যখন তিনি চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার প্রাণ প্রয়াণেচ্ছুক হইয়া কণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ২৫ ॥ কোন কামী মনশ্চঞ্চলকারিণী তরুণীকে বর্ণন করিয়া স্বীয় বয়স্যকে বলিতেছে; সেই সুন্দরীর বচন শ্রবণ করিলে কোকিলধ্বনি অত্যন্ত কর্ণপীড়াকর বোধ হয়, তাহার আননকান্তি দর্শনের পূর্ব্বেই চন্দ্রকান্তির প্রতি লোকসকলের অভিরুচি ছিল, তাহার নয়ন দর্শনের পূর্ব্বেই মৃগীর নয়ন-নিমীলন উত্তম ছিল; আর যতক্ষণ তাহাকে দর্শন করা যায় নাই, ততক্ষণ পর্য্যন্তই হেমলতা মনোহর বলিয়া বোধ হইয়াছিল ॥ ২৬ ॥

পুষ্পবাণবিলাসকাব্য সমাপ্ত।

———

শ্রুতবোধঃ

মূল ও অনুবাদ

শ্রুতবোধঃ

ছন্দসাং লক্ষণং যেন শ্রুতমাত্রেণ বুধ্যতে। তমহং সম্প্রবক্ষ্যামি শ্রুতবোধমবিস্তরম্॥ ১॥
সংযুক্তাদ্যং দীর্ঘং সানুস্বারঃ বিসর্গসম্মিশ্রম্। বিজ্ঞেয়মক্ষরং গুরু পাদান্তস্থং বিকল্পেন॥ ২॥
একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চার্দ্ধমাত্রকম্॥৩॥
যস্যাং পাদে প্রথমে দ্বাদশমাত্রাস্তথা তৃতীয়েঽপি। অষ্টাদশ দ্বিতীয়ে চতুর্থকে পঞ্চদশ সার্য্যা॥ ৪॥
আর্য্যাপূর্ব্বার্দ্ধসমং দ্বিতীয়মপি ভবতি যত্র হংসগতে। ছন্দোবিদস্তদানীং গীতিং তামমৃতবাণি ভাষন্তে॥ ৫॥
আর্য্যোত্তরার্দ্ধতুল্য-প্রথমার্দ্ধমপি প্রযুক্তং চেৎ। কামিনি! তামুপগীতিং প্রতিভাষন্তে মহাকবয়ঃ॥৬॥
আদ্যচতুর্থং পঞ্চমকং চেৎ যত্র গুরু স্যাৎ সাক্ষরপঙ্‌ক্তিঃ॥ ৭॥
অগুরু চতুষ্কং ভবতি গুরু দ্বৌ। ঘনকুচযুগে! শশিবদনাসৌ॥ ৮॥
তূর্য্যং পঞ্চমকং চেদ্যত্র স্যাল্লঘু বালে। বিদ্বদ্ভির্মৃগনেত্রে! প্রোক্তা সা মদলেখা॥ ৯॥
শ্লোকে ষষ্ঠং গুরু জ্ঞেয়ং সর্ব্বত্র লঘু পঞ্চমম্। দ্বিচতুঃপাদয়োর্হ্রস্বং সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ॥ ১০॥

যাহা শ্রুতমাত্র ছন্দের লক্ষণ অবগত হওয়া যায়, সেই শ্রুতবোধ নামক ছন্দঃশাস্ত্র আমি সংক্ষেপে লিতেছি॥ ১॥ সংযুক্ত বর্ণের আদ্যবর্ণ দীর্ঘ, অনুস্বার এবং বিসর্গযুক্তবর্ণ গুরুবর্ণ বলিয়া জানিবে ও াদের অন্তস্থিত যে কোন বর্ণ বিকল্পে গুরু হইয়া থাকে॥ ২॥

মাত্রার নিয়ম।

হ্রস্ববর্ণ একমাত্রাবিশিষ্ট, দীর্ঘবর্ণ দ্বিমাত্রাযুক্ত, প্লুতবর্ণ ত্রিমাত্রা এবং ব্যঞ্জনবর্ণ অর্দ্ধমাত্রাবিশিষ্ট॥ ৩॥

আর্য্যার লক্ষণ।

যাহার প্রথমপাদে ও তৃতীয়চরণে দ্বাদশমাত্রা, দ্বিতীয়চরণে অষ্টাদশ মাত্রা, এবং চতুর্থচরণে পঞ্চদশমাত্রা, তাহাকে আর্য্যাজাতি বলে॥ ৪॥

গীতি।

হে হংসগামিনি! আর্য্যার পূর্ব্বার্দ্ধ সম যাহার দ্বিতীয়ার্দ্ধ, ছন্দবেত্তারা তৎকালে তাহাকে গীতিছন্দঃ লিয়া থাকেন॥ ৫॥

উপগীতি।

আর্য্যার দ্বিতীয়ার্দ্ধ তুল্য প্রথমার্দ্ধও যদি প্রযুক্ত হয়, হে সুন্দরি! তাহাকে মহাকবিগণ উপগীতিছন্দঃ বলেন॥ ৬॥

অক্ষর-পংক্তি।

আদ্য, চতুর্থ ও পঞ্চমবর্ণ যাহাতে গুরু হয়, তাহাকে অক্ষরপংক্তি ছন্দঃ বলে॥ ৭॥

শশিবদনা, মদলেখা ও শ্লোকছন্দঃ।

যাহার আদ্য চারিবর্ণ লঘু এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ণ গুরু হয়, ঘনস্তনি! তাহাকে শশিবদনাছন্দঃ লে॥ ৮॥ যে ছন্দে চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ লঘু হয়, হে মৃগলোচনে! পণ্ডিতগণ তাহাকে মদলেখাছন্দঃ লেন॥ ৯॥ যে ছন্দে চারি চরণে ষষ্ঠবর্ণ গুরু ও পঞ্চমবর্ণ লঘু হয়, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ চরণে সপ্তমবর্ণ ঘু এবং প্রথম ও তৃতীয় চরণের সপ্তমবর্ণ গুরু হয়, তাহাকে শ্লোকছন্দঃ বলে॥ ১০॥

আদিগতং তূর্য্যগতং পঞ্চমকং চান্ত্যগতম্। স্যাদ্‌গুরু চেৎ সংকথিতং মাণবকাক্রীড়মিদম্ ॥ ১১ ॥
দ্বিতুর্য্যষষ্ঠমষ্টমং গুরুপ্রবোজ্জিতং যদা। তদা নিবেদয়ন্তি তাং বুধা নাগস্বরূপিণীম্ ॥ ১২ ॥
সর্ব্বে বর্ণা দীর্ঘা যস্যাং বিশ্রামঃ স্যাদ্বেদৈর্ব্বেদৈঃ। বিদ্বদ্বৃন্দৈর্বীণাবাণি! ব্যাখ্যাতা সা বিদ্যুন্মালা ॥১৩
তন্বি! গুরু স্যাদাদ্য চতুর্থং পঞ্চমষষ্ঠং চান্ত্যমুপান্ত্যম্। ইন্দ্রিয়বাণৈর্যত্র বিরামঃ সা কথনীয়া
চম্পকমালা ॥ ১৪ ॥
চম্পকমালা যত্র ভবেদন্ত্যবিহীনা প্রেমনিধে! ছন্দসি দক্ষা যে কবয়স্তন্মণিমধ্যং তে ব্রুবতে ॥ ১৫ ।
মন্দাক্রান্তান্ত্যযতিরহিতা সালঙ্কারে! যদি ভবতি যা। সা বিদ্বদ্ভির্ধ্রুবমভিহিতা জ্ঞেয়া হংসা
কমলবদনে! ১৬ ॥

হ্রস্বো বর্ণো জায়তে যত্র ষষ্ঠঃ কম্বুগ্রীবে! তদ্বদেবাষ্টমান্ত্যঃ।
বিশ্রান্তঃ স্যাত্তন্বি বেদৈস্তরঙ্গৈঃ তাং ভাষন্তে শালিনীং ছান্দসীয়াঃ ॥ ১৭ ॥
আদ্যচতুর্থমহীননিতম্বে! সপ্তমকং দশমঞ্চ তথান্ত্যম্।
যত্র গুরু প্রকটস্মরসারে! তৎ কথিতং ননু দোধকবৃত্তম্ ॥ ১৮ ॥
যস্যাস্ত্রিষট্ সপ্তমমক্ষরং স্যাদ্ হ্রস্বং সুজঙ্ঘে! নবমঞ্চ তদ্বৎ।
গত্যা বিলজ্জীকৃতহংসকান্তে তামিন্দ্রবজ্রাং ব্রুবতে কবীন্দ্রাঃ ॥ ১৯ ॥
যদীন্দ্রবজ্রা চরণেষু পূর্ব্বে ভবন্তি বর্ণা লঘবঃ সুবর্ণে!
অমন্দমাদ্যন্মদনে! তদানীমুপেন্দ্রবজ্রা কথিতা কবীন্দ্রৈঃ ॥ ২০ ॥

মাণবকাক্রীড় ও নাগস্বরূপিণী।

যাহার আদি, পঞ্চম ও শেষ বর্ণ গুরু হয়, সেই ছন্দকে মাণবকাক্রীড় বলা যায় ॥ ১১ ॥ দ্বিতীয় চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টমবর্ণ যদি গুরু হয়, তবে তাহাকে নাগস্বরূপিণীনামক ছন্দঃ পণ্ডিতগণ জ্ঞাপন করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

বিদ্যুন্মালা।

সমস্তবর্ণ যাহাতে দীর্ঘ ও চারি চারি অক্ষরে যতি থাকে (অর্থাৎ বিশ্রাম), হে অমৃতভাষিণি পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক তাহা বিদ্যুন্মালা ছন্দঃ নামে কথিত হয় ॥ ১৩ ॥

চম্পকমালা।

আদি, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ আর নবম ও অন্ত্যবর্ণ যে ছন্দে গুরু হয় এবং পঞ্চম অক্ষরে যাহার যতি থাকে, সে ছন্দঃ চম্পকমালা নামে কথিত হয় ॥ ১৪ ॥

মণিমধ্য।

চম্পকমালাছন্দে প্রতি চরণের শেষ অক্ষর যাহাতে না থাকে, হে প্রেমময়ি! ছন্দঃশাস্ত্রে কুশল কবিগণ তাহাকে মণিমধ্য নামক ছন্দঃ বলেন ॥ ১৫ ॥

হংসী, শালিনী ও দোধকবৃত্ত।

মন্দাক্রান্তা ছন্দের প্রতি চরণে অন্ত্য যতি যদি না থাকে, অর্থাৎ শেষের সপ্তবর্ণ না থাকিয়া দশ অক্ষর মাত্র থাকে, হে কমলবদনে! পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক হংসী ছন্দঃ নামে তাহা কথিত হয় ॥ ১৬ ॥ যাহাতে ষষ্ঠ. অষ্টম ও অন্ত্য বর্ণ হ্রস্ব হয়, এবং চারি ও সপ্তবর্ণে বিশ্রাম থাকে, ছন্দোবেত্তারা তাহাকে শালিনী ছন্দঃ নামে কহিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥ হে নিবিড়নিতম্বে! আদ্য চতুর্থ সপ্তম দশম ও অন্ত্যবর্ণ যাহাতে দীর্ঘ থাকে, হে মনোরমে! সে ছন্দঃ দোধকবৃত্তনামে কথিত হইয়া থাকে (একাদশ অক্ষরের ছন্দঃ) ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্রবজ্রা।

যাহার তৃতীয়, ষষ্ঠ সপ্তম ও নবম অক্ষর হস্ব হয়, হে মরালগমনে! কবিগণ তাহাকে ইন্দ্রবজ্রা ছন্দঃ বলিয়া থাকেন, (প্রতি চরণে একাদশ অক্ষর) ॥ ১৯ ॥

উপেন্দ্রবজ্রা।

যদি ইন্দ্রবজ্রার চারি চরণের প্রথম বর্ণ লঘু হয়, হে প্রমদে! পণ্ডিতগণ তাহাকে উপেন্দ্রবজ্রা বলিয়া থাকেন, (প্রত্যেক চরণে একাদশ অক্ষর) ॥ ২০ ॥

যত্র দ্বয়োরপ্যনয়োস্তু পাদা ভবন্তি সীমন্তিনি চন্দ্রকান্তে।
বিদ্বদ্ভিরাদ্যৈঃ পরিকীর্ত্তিতা সা প্রযুজ্যতামিত্যুপজাতিরেষা ॥ ২১ ॥
আখ্যানকী সা প্রকটীকৃতার্থে যদীন্দ্রবজ্রাচরণঃ পুরস্তাৎ।
উপেন্দ্রবজ্রাচরণাস্ত্রয়োঽন্যে মনীষিণোক্তা বিপরীতপূর্ব্বাঃ ॥ ২২ ॥
আদ্যমক্ষরমতস্তৃতীয়কং সপ্তমঞ্চ নবমং তথান্তিমম্।
দীর্ঘমিন্দুমুখি যত্র জায়তে তাং বদন্তি কবয়ো রথোদ্ধতাম্ ॥ ২৩ ॥
অক্ষরঞ্চ নবমং দশমঞ্চ ব্যত্যয়াদ্‌ভবতি যত্র বিনীতে।
প্রাক্তনৈঃ সুনয়নে যদি সৈব স্বাগতেতি কবিভিঃ কথিতাসৌ ॥ ২৪ ॥
সতৃতীয়কষষ্ঠমনঙ্গরতে! নবমং বিরতিপ্রভবং গুরু চেৎ।
ঘনপীনপয়োধরভারনতে! ননু তোটকবৃত্তমিদং কথিতম্ ॥ ২৫ ॥
যদি তোটকস্য গুরু পঞ্চমকং বিহিতং বিলাসিনি! তদক্ষরকম্।
রসসংখ্যকং গুরু ন চেদবলে প্রমিতাক্ষরেতি কবিভিঃ কথিতা ॥ ২৬ ॥
যদাদ্যং চতুর্থং তথা সপ্তমং স্যাত্তথৈবাক্ষরং হ্রস্বমেকাদশাদ্যম্।
শরচ্চন্দ্রবিদ্বেষিবক্ত্রারবিন্দে তদুক্তং কবীন্দ্রৈর্ভুজঙ্গপ্রয়াতম্ ॥ ২৭ ॥
অয়ি কৃশোদরি! যত্র চতুর্থকং গুরু চ সপ্তমকং দশমং তথা।
বিরতিগঞ্চ তথৈব সুমধ্যমে দ্রুতবিলম্বিতমিত্যুপদিশ্যতে ॥ ২৮ ॥

উপজাতি।

যাহাতে ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা উভয়ের চরণ সঙ্কীর্ণভাবে থাকে অর্থাৎ মিলিতভাবে থাকে, হে সীমন্তিনি! আদিকবিরা তাহাকে উপজাতি ছন্দঃ বলিয়া থাকেন, (প্রত্যেক চরণে একাদশ অক্ষর) ॥ ২১ ॥

আখ্যানকী।

হে সুন্দরি! যদি ইন্দ্রবজ্রার চরণের ন্যায় প্রথম চরণ হয় ও অপর তিন চরণ উপেন্দ্রবজ্রার ন্যায় হয়, তাহা হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে আখ্যানকী নামক ছন্দঃ বলিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

রথোদ্ধতা।

আদ্য, তৃতীয়, সপ্তম, নবম ও শেষবর্ণ যাহাতে দীর্ঘ থাকে, হে চন্দ্রবদনে! কবিগণ তাহাকে রথোদ্ধতা নামক ছন্দঃ বলিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

স্বাগতা।

যাহাতে রথোদ্ধতা ছন্দের নবম ও দশমবর্ণ বিপর্য্যয়রূপে ন্যস্ত থাকে, অর্থাৎ নবম লঘু ও দশম গুরু থাকে, হে সুলোচনে! প্রাচীন কবিগণ-কর্ত্তৃক সে ছন্দঃ স্বাগতা নামে কথিত হয় ॥ ২৪ ॥

তোটকবৃত্ত।

যদি তৃতীয় ষষ্ঠ নবম ও শেষবর্ণ অর্থাৎ দ্বাদশ অক্ষর গুরু হয়, হে স্তনভারনতে! সে ছন্দঃকে তোটকবৃত্ত বলা যায় ॥ ২৫ ॥ হে বিলাসিনি! যদি তোটকের পঞ্চম বর্ণ গুরু এবং ষষ্ঠ অক্ষর লঘু হয়, তাহা হইলে কবিগণ কর্ত্তৃক প্রমিতাক্ষরা ছন্দঃ নামে কথিত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

ভুজঙ্গপ্রয়াত।

যদি আদ্য, চতুর্থ, সপ্তম ও একাদশ অক্ষর হ্রস্ব হয়, তবে হে চন্দ্রবিনিন্দিতবদনে! কবিগণ তাহাকে ভুজঙ্গপ্রয়াতছন্দঃ বলিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

হে কৃশোদরি! যাহাতে চতুর্থ, সপ্তম ও দশমবর্ণ গুরু হয় এবং সেই সেই স্থলে বিশ্রাম যদি হয়, হে ক্ষীণমধ্যে! পণ্ডিতগণ তাহাকে দ্রুতবিলম্বিত ছন্দঃ বলিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

প্রথমাক্ষরমাদ্যতৃতীয়য়োর্দ্রুতবিলম্বিতকস্য হি পাদয়োঃ।
যদি নাস্তি তদা কমলেক্ষণে ভবতি সুন্দরি সা হরিণীপ্লুতা ॥২৯॥
উপেন্দ্রবজ্রাচরণেষু সন্তি চেদুপান্ত্যবর্ণা লঘবঃ পরে কৃতাঃ।
মদোল্লসদ্‌ভ্রূজিতকামকার্মুকে বদন্তি বংশস্থবিলং বুধাস্তদা ॥৩০॥
যস্যামশোকাঙ্কুরপাণিপল্লবে! বংশস্থপাদা গুরুপূর্ব্ববর্ণকাঃ।
তারুণ্যহেলারতিরঙ্গলালসে তামিন্দ্রবংশাং কবয়ঃ প্রচক্ষতে ॥৩১॥
যস্যাং প্রিয়ে! প্রথমকমক্ষরদ্বয়ং, তূর্য্যং তথা গুরু নবমং দশান্তিমম্।
সান্ত্যং তাবদ্‌যতিরপি চেদ্‌যুগগ্রহৈঃ, সালক্ষ্যতামমৃতরুতে প্রভাবতী ॥৩২॥
আদ্যং চেৎ ত্রিতয়মথাষ্টমং নবান্ত্যং, দ্বাবন্তৌ গুরুবিরতৌ সুভাষিতে! স্যাৎ।
বিশ্রামো ভবতি মহেশনেত্রদিগ্‌ভির্বিজ্ঞেয়া নমু সুদতি! প্রহর্ষিণী সা ॥৩৩॥
আদ্যং দ্বিতীয়মপি চেৎ গুরু তচ্চতুর্থং, যত্রাষ্টমঞ্চ দশমান্ত্যমুখান্ত্যমন্ত্যম্।
অষ্টাভিরিন্দুবদনে! বিরতিশ্চ ষড়্‌ভিঃ, কান্তে! বসন্ততিলকং কিল তং বদন্তি ॥৩৪॥
প্রথমমগুরু ষট্‌কং বিদ্যতে যত্র কান্তে, তদনু দশমং চেদক্ষরং দ্বাদশান্ত্যম্।
গিরিভিরথ তুরঙ্গৈর্যত্র কান্তে! বিরামঃ, সুকবিজনমনোজ্ঞা মালিনী সা প্রসিদ্ধা ॥৩৫॥
সুমুখি! লঘবঃ পঞ্চ প্রাচ্যাস্ততো দশমান্তিমঃ, তদনু ললিতালাপে! বর্ণৌ তৃতীয়চতুর্থকৌ।
প্রভবতি পুনর্যত্রোপান্ত্যঃ স্ফুরৎকনকপ্রভে!, যতিরপি রসৈর্বেদৈরশ্বৈঃ স্মৃতা হরিণীতি সা ॥ ৩৬

হরিণীপ্লুত, বংশস্থবিল ও ইন্দ্রবংশা।

যদি দ্রুতবিলম্বিত ছন্দের আদ্য ও তৃতীয় চরণের প্রথমাক্ষর না থাকে, হে কমলাক্ষি! তবে সে ছন্দঃ হরিণীপ্লুত নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ যদি উপেন্দ্রবজ্রার চারি চরণে দশম বর্ণ লঘু হয়, হে সুভ্রূ! তবে পণ্ডিতগণ তাহাকে বংশস্থবিল ছন্দঃ বলিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥ বংশস্থবিল ছন্দের চারি চরণে পূর্ব্ববর্ণ যদি গুরু হয়, হে তরুণি! তবে কবিগণ তাহাকে ইন্দ্রবংশা নামক ছন্দঃ বলিয়া থাকেন ॥৩১॥

প্রভাবতী।

হে প্রিয়ে! যাহাতে প্রথম বর্ণদ্বয় এবং চতুর্থ, নবম, একাদশ ও অন্ত্যবর্ণ গুরু হয় এবং চারি ও নব অক্ষরে যতি থাকে, তবে পণ্ডিতগণ তাহাকে প্রভাবতী নামক ছন্দঃ বলিয়া থাকেন ॥৩২॥

প্রহর্ষিণী।

হে সুভাষিণি! যদি আদি তিনবর্ণ, অষ্টম, দশম ও অন্তিম দুইবর্ণ গুরু হয়, তিন ও দশম অক্ষরে যতি থাকে, তবে পণ্ডিতগণ তাহাকে প্রহর্ষিণী নামে ছন্দঃ বলিয়া থাকেন ৩৩॥

বসন্ততিলক।

হে ইন্দুবদনে! যদি আদ্য, দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম, একাদশ, ত্রয়োদশ ও অন্ত্যবর্ণ গুরু হয় এবং আট ও ছয় অক্ষরে বিরতি থাকে, হে কান্তে! তবে বিজ্ঞগণ তাহাকে বসন্ততিলক নামে ছন্দঃ বলিয়া থাকেন ॥৩৪॥

মালিনী।

হে কান্তে! যাহাতে প্রথম ছয় অক্ষর ও দশম এবং ত্রয়োদশ অক্ষর লঘু হয়, আট ও সাত অক্ষরে বিরতি থাকে, তবে কবিদিগের প্রিয়তমা সেই ছন্দঃ মালিনী নামে প্রসিদ্ধা ॥৩৫॥

হরিণী।

হে সুমুখি! যাহাতে প্রথম, পাঁচ, একাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ ও ষোড়শবর্ণ লঘু হয় এবং ছয়, চারি ও সাত অক্ষরে বিরতি থাকে, সে ছন্দঃ হরিণী নামে কথিত হয় ॥৩৬॥

যদি প্রাচ্যো হ্রস্বঃ কলিতকমলে! পঞ্চ গুরবঃ, ততো বর্ণাঃ পঞ্চ প্রকৃতিসুকুমারাঙ্গি! লঘবঃ।
ত্রয়োঽন্ত্যে চোপান্ত্যাঃ সুতনুজঘনে! ভোগসুভগে!, রসৈরুদ্রৈশ্ছিন্না ভবতি বিরতিঃ সা শিখরিণী ॥৩৭॥
দ্বিতীয়মলিকুন্তলে! গুরু ষড়ষ্টমদ্বাদশং, চতুর্দ্দশমথ প্রিয়ে! গুরু গভীরনাভিহ্রদে।
সপঞ্চদশমান্তিমং তদনু যত্র কান্তে! যতিঃ, গিরীন্দ্রফণাভৃৎকুলৈর্ভবতি সুভ্রু! পৃথ্বীতি সা ॥৩৮॥
চত্বারঃ প্রাক্ সুতনু! গুরবো দ্বৌ দশৈকাদশৌ চেৎ, মুগ্ধে! বর্ণৌ তদনু কুমাদামোদিনি! দ্বাদশান্ত্যৌ।
তদ্বচ্ছান্ত্যৌ যুগরসহয়ৈর্যচ্ছ কান্তে! বিরামো, মন্দাক্রান্তাং প্রবর কবয়স্তন্বি! তাং সঙ্গিরন্তে ॥৩৯॥
আদ্যং যত্র গুরু ত্রয়ং প্রিয়তমে! ষষ্ঠং ততশ্চাষ্টমং, সন্ত্যেকাদশতস্ত্রয়স্তদনু চেদষ্টাদশাদ্যাস্তিমাঃ।
মার্ত্তণ্ডৈর্মুনিভিশ্চ যত্র বিরতিঃ পূর্ণেন্দুবিম্বাননে,তদ্বৃত্তং প্রবদন্তি কাব্যরসিকাঃ শার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥৪০

চত্বারো যত্র বর্ণাঃ প্রথমমলঘবঃ ষষ্ঠকঃ সপ্তমোঽপি,
দ্বৌ তদ্বৎ ষোড়শান্ত্যৌ মৃগমদতিলকে ষোড়শান্ত্যৌ তথান্ত্যৌ।
রম্ভাস্তম্ভোরুকান্তে মুনিমুনিমুনিভির্দৃশ্যতে চেদ্বিরামো,
বালে বন্দ্যৈঃ সুতনু নিগদিতা স্রগ্ধরা সা প্রসিদ্ধা ॥৪১॥

ইতি মহাকবি-কালিদাস-বিরচিতঃ শ্রুতবোধঃ সম্পূর্ণঃ ॥

শিখরিণী ও পৃথ্বী।

হে সুকুমারাঙ্গি! যদি পূর্ব্ববর্ণ হ্রস্ব হয় ও পরের পাঁচবর্ণ গুরু হয়, অনন্তর পাঁচবর্ণ ও চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ ও ষোড়শবর্ণ লঘু হয় এবং যাহাতে ছয় ও একাদশ বর্ণে বিরতি থাকে, সে ছন্দঃকে শিখরিণী বলিয়া থাকে ॥৩৭॥ হে ভ্রমরকুন্তলে! যাহাতে দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও অন্ত্যবর্ণ গুরু হয় এবং আট ও নয় অক্ষরে যতি থাকে, তাহাকে পৃথ্বী নামক ছন্দঃ বলা যায় ॥৩৮॥

মন্দাক্রান্তা, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ও স্রগ্ধরা।

হে সুতনু! যদি প্রথম চারি অক্ষর এবং দশম, একাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ এবং শেষের দুই বর্ণ গুরু হয়, আর যাহাতে চারি, ছয়, সাত অক্ষরে যতি হয়, তবে তাহাকে কবীন্দ্রগণ মন্দাক্রান্তা নামক ছন্দঃ বলিয়া থাকেন ॥৩৯॥ হে প্রিয়তমে! যাহাতে আদ্য তিন অক্ষর, ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, সপ্তদশ ও অন্ত্যবর্ণ গুরু হয়, এগার ও সপ্তম অক্ষরে বিরতি থাকে, হে পূর্ণচন্দ্রাননে! তবে তাহাকে কাব্যরসিক পণ্ডিতগণ শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দঃ বলেন ॥৪০॥ হে মৃগমদতিলকে! যাহাতে আদ্য চারিবর্ণ ষষ্ঠ, সপ্তম, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও অন্ত্য দুই বর্ণ গুরু হয় এবং প্রতি সপ্তবর্ণে যতি থাকে, হে রম্ভোরু! পূজ্যপাদ কবীন্দ্রগণ কর্তৃক সে ছন্দঃ স্রগ্ধরা নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥৪১॥

শ্রুতবোধ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা

মূল ও অনুবাদ

দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা

ভর্ত্তৃহরেবৈরাগ্যকথা

চতুর্ম্মুখমুখাম্ভোজবনহংসবধূর্ম্মম। মানসে রমতাং নিত্যং সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী॥
শ্রীপুরাণপুরুষং পুরাতনং, পদ্মসম্ভবমুমাসুতং ময়া।
সুপ্রণম্য সুভগাং সরস্বতীং, বিক্রমার্কচরিতং বিরচ্যতে॥
(শ্রীকৈলাসশিখরে সমাসীনং পরমেশ্বরং জগদম্বিকা সমবদৎ।)
বেদশাস্ত্রবিবাদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্। ইতরেষাং তু মূর্খাণাং নিদ্রয়া কলহেন বা॥

ইত্যুক্ত্বা কালাপনয়নার্থং কাপি সকললোকচিত্তচমৎকারিণী কথা কথনীয়েতি। ততো পরমেশ্বরঃ পার্ব্বতীং প্রত্যাহ;—ভো প্রাণেশ্বরি! শ্রূয়তাম্। সকলহৃদয়হারিণী কথা ময়া কথ্যতে।

অস্তি সমস্তবস্তুবিস্মিতদেবা গুণপরাভূতপুরন্দরনিবাসা উজ্জয়িনী নাম নগরী। তত্র সামন্তসীমন্তিনী-সিন্দূরারুণিতচরণকমলযুগলো ভর্ত্তৃহরির্নাম রাজাভূৎ সকল-কলা-প্রবীণঃ সমস্ত-শাস্ত্রাভিজ্ঞশ্চ তস্যানুজো বিক্রমাদিত্যনামা স্ববিক্রমপরিহৃতবৈরবিক্রমোঽভূৎ। তস্য ভ্রাতুর্ভর্ত্তৃহরের্ভার্য্যা রূপলাবণ্যাদিগুণবিনির্জ্জিতসুরাঙ্গনা অনঙ্গসেনা-নামাভূৎ। তস্মিন্নগরে ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ সকলশাস্ত্রবিচক্ষণো বিশেষতো মন্ত্রশাস্ত্রবিৎ পরং দরিদ্রো মন্ত্রানুষ্ঠানেন ভুবনেশ্বরীমতোষয়ৎ। তুষ্টা সা ব্রাহ্মণমবাদীৎ, ভো ব্রাহ্মণ! তব মন্ত্রানুষ্ঠানেন ভক্ত্যা চ প্রসন্নাস্মি, বরং বৃণীষ্ব। ব্রাহ্মণেনোক্তং, যদি মে প্রসন্নাস্মি, তর্হি মাং জরামরণবর্জ্জিতং কুরুষ্বেতি। ততো দেব্যা দিব্যমেকং ফলং দত্ত্বা ভণিতঞ্চ, ভো পুত্র! ফলং

চতুর্ম্মুখের মুখকমলে বনহংসের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গশুভ্রা দেবী সরস্বতী আমার মানসসরোবরে নিয়তই বিরাজ করিতে থাকুন। আমি পুরাতন পুরাণোক্ত পুরুষ, কমলজাত ও উমাপুত্র এবং শুভদায়িনী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্যের চরিত্র বর্ণনা করিতেছি। এক দিবস দেবী জগদম্বিকা পরম-শোভাসম্পন্ন কৈলাসাচলের শিখরদেশে সমাসীন পরমেশ্বর দেবদেব মহাদেবকে বলিলেন, দেব! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বেদশাস্ত্রালোচনার বিবাদেই কালযাপন করিয়া থাকেন এবং ইতর মূর্খগণ নিদ্রা ও কলহ দ্বারাই কাল ক্ষপণ করিয়া থাকে; অতএব কালযাপনের নিমিত্ত সকললোকের চিত্ত-চমৎকারজনক কোন কথা বলাই কর্ত্তব্য। তদনন্তর মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিলেন, হে প্রাণেশ্বরি! তবে শ্রবণ কর, আমি সকললোকের হৃদয়হারিণী কথা কহিতেছি।

ভূমণ্ডলে উজ্জয়িনীনামে এক নগরী আছে, তাহার অত্যুৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যে পুরন্দরপুরী অমরাবতীও পরাভূত হইয়াছিল। সেই স্থানে ভর্ত্তৃহরি নামে এক রাজা ছিলেন; তাঁহার পাদপদ্মদ্বয় সততই সামন্ত-রাজপত্নীগণের মস্তকস্থিত সিন্দূর দ্বারা অরুণবর্ণ ধারণ করিত। তিনি সকল শাস্ত্রেই অভিজ্ঞ এবং সমস্ত কলাবিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন। বিক্রমাদিত্য নামে তাঁহার এক অনুজ ভ্রাতা ছিলেন, তিনি নিজ বিক্রমে শত্রুগণের পরাক্রম বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, ভর্ত্তৃহরির অনঙ্গসেনা নামে এক বনিতা ছিলেন; তিনি রূপলাবণ্য ও গুণ দ্বারা সুরাঙ্গনাগণকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। সেই নগরে সকল কলাশাস্ত্রে নিপুণ, মন্ত্রবিশারদ কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ মন্ত্রানুষ্ঠানদ্বারা ভগবতী ভুবনেশ্বরীকে সন্তোষিত করেন। দেবী পরিতুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, হে বিপ্রবর! তোমার মন্ত্রানুষ্ঠান ও ভক্তি দ্বারা প্রসন্ন হইয়াছি, বর গ্রহণ কর। ব্রাহ্মণ বলিলেন, যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে জরামরণ-বর্জ্জিত করিয়া অমর করুন। তদনন্তর দেবী তাঁহাকে একটী ফল প্রদান করিয়া কহিলেন,

ভক্ষয়, জরামরণরহিতো ভবিষ্যসীতি। তদা ব্রাহ্মণস্তৎ ফলং গৃহীত্বা ভবনং প্রত্যাগত্য দেবার্চ্চনাদিকং বিধায় যাবৎ ফলং ভক্ষয়তি, তাবৎ মনস্যেবং বুদ্ধিরভূৎ। কিমিতি অহং তাবদ্দরিদ্রঃ অমরো ভূত্বা কস্যোপকারং করিষ্যামি? পরং বহুকালং জীবিনাপি ভিক্ষাটনমেব কার্য্যং, অতঃ পরোপকারিণঃ পুরুষস্য তৎ ফলং শ্রেয়সে ভবতি। যতঃ, যস্য বিজ্ঞানবিভবাদিগুণৈর্যুক্তঃ ক্ষণমপি জীবতি, তস্যৈব জীবিতং সফলং ভবতি। তথা চোক্তম্,—

যজ্জীবতি ক্ষণমপি প্রথিতো মনুষ্যো, বিজ্ঞানশৌর্য্যবিভবাদিগুণৈঃ সমেতঃ।
তত্তস্য জীবিতফলং প্রবদন্তি সন্তঃ, কাকোঽপি জীবতি চিরঞ্চ বলিঞ্চ ভুঙক্তে॥
যজ্জীব্যতে যশোধর্ম্মসহিতং তদ্ধি জীবিতম্। বলিং কবলয়ন্ ক্লিশ্যন্ চিরঞ্জীবতি বায়সঃ॥
অপি চ—

যস্মিন্ জীবতি জীবন্তি বহবঃ স তু জীবতি। বয়াংসি কিং ন কুর্ব্বন্তি চঞ্চ্বা স্বোদরপূরণম্॥

কিঞ্চ—ক্ষুদ্রাঃ সন্তু সহস্রশঃ স্বভরণব্যাপারপূরোদরাঃ, স্বার্থো যস্য পরার্থ এব স পুমানেকঃ সতামগ্রণীঃ।
দুষ্পূরোদরপূরণায় পিবতি স্রোতঃপতিং বাড়বা, জীমূতস্ত নিদাঘসংহৃতজগৎসন্তাপবিচ্ছিত্তয়ে॥

ইতি বিচার্য্য এতৎ ফলং রাজ্ঞে দীয়তে চেৎ, স রাজা জরামরণবর্জ্জিতো ভূত্বা সর্ব্বোপকারকর্ত্তা ভবিষ্যতীতি সঞ্চিন্ত্য তৎ ফলং গৃহীত্বা রাজসমীপমাগত্য,—

অহীনাং মালিকাং বিভ্রৎ তথা পীতাম্বরং দধৎ।
হরো হরিশ্চ ভূপাল করোতু তব মঙ্গলম্॥

ইত্যাশীর্ব্বাদপূর্ব্বকং রাজহস্তে ফলং দত্ত্বাব্রবীৎ, ভো রাজন্! দেবতাবরপ্রসাদলব্ধমিদমপূর্ব্বফলং ভক্ষয়, জরামরণবর্জ্জিতো ভবিষ্যসি। রাজা তৎ ফলং গৃহীত্বা তস্মৈ বহুন্যগ্রহারাণি

পুত্র! তুমি এই ফল ভক্ষণ কর, তাহা হইলেই জরা-মরণ-বর্জ্জিত হইবে। তখন ব্রাহ্মণ সেই ফল গ্রহণ করিয়া নিজ ভবনে আগমন পূর্ব্বক দেবার্চ্চনাদি করিয়া যেমন ফল ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি মনোমধ্যে এইরূপ বুদ্ধির উদয় হইল যে, আমি দরিদ্র, অমর হইয়া কাহারই বা উপকার করিব? আবার বহুকাল বাঁচিয়া থাকিলেও ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, অতএব পরোপকারী পুরুষেরই এই ফলভক্ষণে মঙ্গললাভ হইতে পারে। যেহেতু, যে ব্যক্তি বিজ্ঞ ও ঐশ্বর্য্যাদি-গুণযুক্ত, সে যদি ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকে, তাহার জীবনই সফল হয়। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, বিজ্ঞান, শৌর্য্য ও বিভবাদি-গুণান্বিত বিখ্যাত মানব যদি ক্ষণকালও জীবিত থাকে, তবে তাহাই তাঁহার জীবনের ফল, ইহা সাধুগণ বলিয়া থাকেন। কাকও চিরজীবী হইয়া পূজাদির দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহার জীবনের ফল দৃষ্ট হয় না আর যশঃ ও ধর্ম্ম সহিত যে জীবন, তাহাকেই যথার্থ জীবন বলা যায়। বলিভক্ষণ করিয়া ও ক্লেশে জীবনযাপন করিয়া কাক দীর্ঘজীবন লাভ করিলেও তাহাকে সফল জীবন বলা যায় না। আরও, যে ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিলে বহু জীবন বাঁচিয়া থাকে, সেই ব্যক্তির জীবনই সার্থক। দেখ, পক্ষিগণও চঞ্চুদ্বারা নিজ উদর পূরণ করিয়া থাকে। তবে মনুষ্য কেবল নিজ উদর পূরণ করিলে ফল কি? যাহারা আপন ভরণ-পোষণ-ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়া কেবল নিজোদরমাত্র পূরণ করে, তাহারা ক্ষুদ্র ও নীচাশয়, এরূপ ব্যক্তি সহস্র সহস্র বিদ্যমান আছে। আর যাহার পরার্থই স্বার্থ, এরূপ সজ্জনাগ্রগণ্য পুরুষ একটী মাত্র। দেখ, বাড়বানল আপন দুষ্পূরণীয় উদর পরিপূরণার্থ সমুদ্র পান করিয়াও তৃপ্ত হয় না; আবার মেঘ নিদাঘসন্তপ্ত বিনষ্টপ্রায় জগতের তাপশান্তির নিমিত্ত সমুদ্র-বারি পান করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া ভাবিলেন, যদি এই ফল রাজাকে প্রদান করা যায়, তাহা হইলে রাজা জরামরণবর্জ্জিত হইয়া সকলেরই উপকারসাধন করিতে পারিবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই ফল লইয়া রাজ-সমীপে আগমন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, হে ভূপাল! ভুজঙ্গমালাধারী ত্রিলোচন এবং পীতাম্বরধারী নারায়ণ আপনার মঙ্গলবিধান করুন্। এইরূপ আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক রাজার হস্তে ফল প্রদান করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! এই অপূর্ব্ব ফল আমি দেবতার বরপ্রসাদে লাভ করিয়াছি, আপনি ইহা ভক্ষণ করুন্, তাহা হইলে জরামরণ-বর্জ্জিত হইবেন। রাজা সেই ফল গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে বহুতর পুরস্কার

দত্ত্বা বিসৃজ্য বিচারয়তি স্ম। অহো! ময়ৈতৎ ফলভক্ষণাদমরত্বং ভবিষ্যতি। মম অনঙ্গসেনায়াময়তীব প্রীতিঃ। । ময়ি জীবত্যেব মরিষ্যতি, তদা তস্যা বিয়োগদুঃখং সোঢ়ুং ন শক্নোমি। তস্মাদিদং ফলং প্রাণপ্রিয়ায়ৈ অনঙ্গসেনায়ৈ দাস্যামীত্যনঙ্গসেনামাহূয় দত্তবান্। তস্যা অনঙ্গসেনায়াঃ কশ্চিন্মাথুরিকঃ প্রিয়তমো দাসোঽভূৎ, সা চ বিচার্য্য তস্মৈ ফলং দদৌ। তস্য মাথুরিকস্য কাচিদ্দাসী প্রিয়তমা, তস্যৈ সঃ প্রাদাৎ। তস্যা অপি কশ্চিদ্গোপালকে প্রীতিঃ, সা তস্মৈ দত্তবতী। তস্যাপি কস্যাঞ্চিদ্গোময়ধারিণ্যাং প্রীতিঃ, সোঽপি তস্যৈ প্রাযচ্ছৎ। ততঃ সা গোময়ধারিণী গ্রামাদ্বহির্গোময়ং ধৃত্বা, গোময়ভাজনং শিরসি নিধায়, তদুপরি তৎ ফলং নিক্ষিপ্য, যাবদ্রাজবীথ্যামাগচ্ছতি, তাবদ্রাজা ভর্তৃহরিঃ রাজকুমারৈঃ সহ বিহারার্থং বহির্গতঃ, তস্যাঃ শিরসি গোময়াগ্রে স্থিতং ফলং দৃষ্ট্বা গৃহীত্বা গৃহমাগতঃ। ততো ব্রাহ্মণমাকার্য্য অবাদীৎ, ভো ব্রাহ্মণ! ত্বয়া যৎ ফলং দত্তং তাদৃশমন্যৎ ফলমস্তি কিম্? ততো ব্রাহ্মণেনোক্তং, ভো রাজন্! তৎ ফলং দেবতাবরপ্রসাদলভ্যং দিব্যং, তাদৃশমন্যন্নাস্তি। রাজা তু সাক্ষাদীশ্বরঃ, তস্যাগ্রে অনৃতং ন বাচ্যং, স দেবতেব নিরীক্ষণীয়ঃ। তথা চোক্তম্,—

সর্ব্বদেবময়ো রাজা ঋষিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ তং দেববৎ পশ্যন্ অলীকং ন বদেৎ সুধীঃ॥

ততো রাজ্ঞা ভণিতম্, তাদৃশং ফলং দর্শয়তি কাচিৎ, তৎ কথং সম্ভবতি? ব্রাহ্মণোঽব্রবীৎ, তৎ ফলং ভক্ষিতং বা ন বা? রাজাভণৎ, ন ময়া ভক্ষিতং, মম প্রাণবল্লভায়ৈ অনঙ্গসেনায়ৈ দত্তম্। ব্রাহ্মণেনোক্তং, তাং পৃচ্ছত, তৎ ফলং কিং কৃতমিতি। ততো রাজা তামাকার্য্য তৎফলং কিং কৃতমিতি শপথং কারয়িত্বাঽপৃচ্ছৎ। তয়োক্তং মাথুরিকায় দত্তমিতি। ততঃ স আকারিতঃ পৃষ্টঃ দাস্যৈ দত্তমিতি অকথয়ৎ।

প্রদান পুরঃসর বিদায় দিয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন যে, এই ফলভক্ষণে আমার অমরত্ব লাভ হইবে, অনঙ্গসেনাতে আমার অতিশয় প্রীতি জন্মিয়াছে, আমি বাঁচিয়া থাকিতে সে মরিবে আমি তাহার বিয়োগদুঃখ-সহ্য করিতে সমর্থ হইব না। অতএব এই ফল আমি প্রাণপ্রিয়া অনঙ্গসেনাকে প্রদান করিব। এই ভাবিয়া অনঙ্গসেনাকে সেই ফল প্রদান করিলেন। কোন মথুরাদেশজাত পুরুষ সেই অনঙ্গসেনার প্রিয়তম দাস ছিল, অনঙ্গসেনা ঐ মাথুরিককে সেই ফল প্রদান করিলেন। কোন দাসী মাথুরিকের প্রিয়তমা ছিল, সে সেই দাসীকে ঐ ফল প্রদান করিল। সেই দাসীর কোন গোপালকের সহিত প্রণয় ছিল, সে তাহাকে ঐ ফল প্রদান করিল। গোপালকের কোন গোময়-ধারিণীর সহিত প্রণয় ছিল, সে তাহাকে ঐ ফল প্রদান করিল। তদনন্তর একদিন সেই গোময়-ধারিণী গ্রামের বহির্ভাগে গোময়-পাত্র মস্তকে সংস্থাপিত করিয়া তাহার উপরিভাগে ঐ ফল রাখিয়া যখন রাজমার্গে আসিতেছিল, তখন রাজা ভর্তৃহরি রাজকুমারগণের সহিত বিহারার্থ বহির্গত হইয়া গোময়-ধারিণীর মস্তকে গোময়াগ্রে স্থিত সেই ফল দর্শন করিয়া তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তদনন্তর ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে দ্বিজবর! আপনি যে ফল আমাকে দিয়াছিলেন, তৎসদৃশ অন্য ফল আছে কি না? ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে রাজন্! সেই ফল দিব্য ও দেবপ্রসাদলব্ধ, তৎসদৃশ অন্য ফল নাই। রাজা সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তাঁহার সম্মুখে মিথ্যা বাক্য বলা উচিত নয়, নরপতিকে দেবতার ন্যায় নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, রাজা সর্ব্বদেবময়, ইহা ঋষিগণ বলিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে দেববৎ দর্শন করিয়া সুধী ব্যক্তি তাঁহার নিকট কথনই মিথ্যা বলিবেন না। তদনন্তর রাজা বলিলেন, কোন স্ত্রীলোকের নিকট সেই ফল দৃষ্ট হইল, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? ব্রাহ্মণ বলিলেন, আপনি সেই ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন কি? রাজা বলিলেন, আমি ভক্ষণ করি নাই, আমার প্রাণবল্লভা অনঙ্গসেনাকে তাহা দিয়াছি। ব্রাহ্মণ বলিলেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন; তিনি সেই ফল লইয়া কি করিয়াছেন? তৎপরে রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া শপথ করাইয়া জিজ্ঞাসিলেন যে, তুমি সেই ফল লইয়া কি করিয়াছ? অনঙ্গসেনা বলিলেন, আমি মাথুরিককে দিয়াছি, পরে মাথুরিককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, আমি দাসীকে দিয়াছি

দাসী গোপালকায়, গোপালকো গোময়ধারিণ্যৈ। ততো রাজা চ প্রলাপ্য পরমবিষাদং গত্বা পরং শ্লোকমপঠৎ।—

রূপে মনোহারিণি যৌবনে চ, বৃথৈব পুংসামভিমানবৃদ্ধিঃ।
নতভ্রুবাং চেতসি চিত্তজন্মা, প্রভুর্যদেবেচ্ছতি তৎ করোতি॥
অহো! স্ত্রীচিত্তং কেনাপি হর্ত্তুং ন শক্যতে। তথা চোক্তম্—
অশ্বপ্লুতং মাধবগর্জ্জিতং চ, স্ত্রীণাং চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যম্।
অবর্ষণঞ্চাপ্যতিবর্ষণঞ্চ, দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ॥

গৃহ্ণন্তি বিপিনে ব্যাধা বিহঙ্গং চলতাস্থিতম্। সরিদ্দ্রুতবতী নাবং ন স্ত্রীণাং চপলাং গতিম্॥
কিঞ্চ—বন্ধ্যাপুত্রস্য রাজ্যশ্রীঃ পুষ্পশ্রীর্গগনস্য চ। স্যাদ্দৈবান্ন তু নারীণাং মনঃশুদ্ধির্মনাগপি॥
অপি চ—
সুখদুঃখজয়ং জীবিতং যে হি জীবন্তি যোগিনঃ সদা। মুহ্যন্তি তেঽপি হি নূনং ন বিদুশ্চেষ্টিতং স্ত্রীণাম্॥
অন্যচ্চ—স্মরোৎসর্গমনুপ্রাপ্য বাঞ্ছন্তি পুরুষান্তরম্। নার্য্যঃ সর্ব্বাঃ স্বভাবেন বদন্তীত্যমলাশয়াঃ॥
তথা চ—বিনাঞ্জনেন মন্ত্রেণ তন্ত্রেণ বিনয়েন চ। বঞ্চয়ন্তি নরং নার্য্যঃ প্রজ্ঞাধনমপি ক্ষণাৎ॥
কুলজাতিপরিভ্রষ্টং নিকৃষ্টং দুষ্টচেষ্টিতম্। অস্পৃশ্যং মরণপ্রাপ্তং মন্যে স্ত্রীণাং প্রিয়ং বরম্॥
গৌরবেষু প্রতিষ্ঠাসু গণেষু সাধুগোষ্ঠিষু। ধৃতা নাপি বিসৃজন্তি দোষমঙ্কে স্বয়ং স্ত্রিয়ঃ॥
নার্য্যো হসন্তি চ রুদন্তি চ বিত্তহেতোর্বিশ্বাসয়ন্তি নরং ন তু বিশ্বসন্তি।
তস্মান্নরেণ কুলশীলবতা সদৈব, নার্য্যঃ শ্মশানকুসুমা ইব বর্জ্জনীয়াঃ॥

দাসীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে, আমি গোপালককে দিয়াছি। গোপালক বলিল যে, আমি গোময়-ধারিণীকে দিয়াছি। তদনন্তর রাজা প্রলাপ করিয়া বিষম বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন, পরে এই শ্লোক পাঠ করিলেন। রূপ ও যৌবন মনোহর হইলেও তাহাতে পুরুষগণের অভিমানবৃদ্ধি বৃথাই হয়। যেহেতু, রমণীগণ লজ্জায় অবনতমস্তক হইলেও তাহাদিগের মানসে মনোভব প্রভু হইয়া সর্ব্ববিধ দুষ্কার্য্য সংঘটিত করিয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য! স্ত্রীগণের মনোহরণ করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, অশ্বগণের প্লুতগতি, বৈশাখমাসের মেঘগর্জ্জন, স্ত্রীগণের চরিত্র, পুরুষগণের ভাগ্য, বৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি এই সকল দেবতারাও জানেন না, মনুষ্যেরা কিরূপে জানিতে পারিবে? ব্যাধগণ বনমধ্যস্থিত চপল বিহঙ্গগণকেও ধারণ করিতে সমর্থ হয়, স্রোতস্বতী নদীমধ্যে নৌকা ধারণ করিতেও পারা যায়, কিন্তু নারীগণের চঞ্চলমানসের গতি স্থির করিতে কেহই সমর্থ হয় না। বন্ধ্যাপুত্রের রাজলক্ষ্মী এবং আকাশের পুষ্পশোভা কখনও দৈবাৎ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু নারীগণের অল্পমাত্রও মনঃশুদ্ধি কিছুতেই সংসাধিত হয় না। যে যোগিগণ সতত জীবনের সুখদুঃখ জয় করিয়া জীবন ধারণ করেন, তাঁহারাও মোহিত হইয়া স্ত্রীগণের দুরভিসন্ধি বুঝিতে সমর্থ হন না। নির্ম্মলাশয় সাধুজন কহিয়া থাকেন যে, নারীগণ স্মরকার্য্য সম্পাদন করিয়া তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার পুরুষান্তর আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, ইহা সমস্ত নারীগণেরই স্বভাব। আর রমণীগণ অঞ্জন, মন্ত্র-তন্ত্র ও বিনয় ব্যতিরেকেও জ্ঞানবান্ পণ্ডিতগণকে ক্ষণমধ্যেই বঞ্চনা করিয়া থাকে। আর তাহাদের ভাল-মন্দের বিচার নাই, কুল ও জাতি-পরিভ্রষ্ট, নিকৃষ্ট, দুশ্চেষ্টিত, অস্পৃশ্য ও মরণাপন্ন ব্যক্তিগণকেও তাহারা প্রিয়তম বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। নারীগণকে গৌরবান্বিত, সম্মান ও পূজাদি দ্বারা সংস্থাপিত এবং সমাদৃত করিয়া সৎসংসর্গে রাখিয়া দিয়া ক্রোড়ে ধারণ করিলেও তাহারা স্বীয় স্বভাববশে দূষিত কার্য্য করিয়া নিজ দোষ প্রকাশ করিয়া থাকে। নারীগণ ধনলাভ হেতু কখন হাস্য করে, কখন রোদন করে এবং পুরুষগণের বিশ্বাস উৎপাদন করে, কিন্তু স্বয়ং তাহাদিগকে বিশ্বাস করে না। অতএব কুলশীলবিশিষ্ট পুরুষগণ সর্ব্বদাই নারীগণকে শ্মশান-পুষ্পের ন্যায় পরিবর্জ্জন করিবে।

ন বৈরাগ্যাৎ পরং ভাগ্যং ন বোধাৎ পরমঃ সখা। ন হরেরপরস্ত্রাতা ন সংসারাৎ পরো রিপুঃ॥
ইত্যেতানি পদ্যানি পঠিত্বা পরমং বৈরাগ্যং গতো বিক্রমার্কং রাজ্যে অভিষিচ্য স্বয়ং বনং জগাম॥
ইতি ভর্তৃহরের্বৈরাগ্যকথা।

বহুশ্রুতোপাখ্যানম্

ততো রাজা বিক্রমাদিত্যঃ দেবব্রাহ্মণানাথদীনার্ত্তকুব্জপঙ্গ্বাদীনাং মনোরথান্ পূরয়ন্ প্রজাঃ সম্যং পালয়ৎ। পরিচারকাদীনাং সন্তোষমুৎপাদয়ন্ মন্ত্রিসামন্তাদীনাং বচনপরিপালনেন মনোঽহরৎ। এব সকলানুরঞ্জনেন রাজা রাজ্যং করোতি স্ম। ততঃ একদা কশ্চিদ্দিগম্বরো রাজসমীপমাগত্য।—

লীলয়া মণ্ডলীকৃত্য ভুজঙ্গান্ ধারয়ন্ হরঃ। দেয়াদ্দেবো বরাহশ্চ তুভ্যমভ্যধিকাং শ্রিয়ম্॥

ইত্যাশীর্ব্বাদপূর্ব্বকং রাজ্ঞো হস্তে ফলং দত্ত্বাব্রবীৎ, ভো রাজন্! অহং কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং মহাশ্মশানে অঘোরমন্ত্রেণ হবনং করিষ্যামি। তত্র ত্বয়া উত্তরসাধকেন ভবিতব্যম্। রাজ্ঞা চ প্রতিজ্ঞাতম্। তেন প্রসঙ্গেন রাজ্ঞো বেতালঃ প্রসন্নো জাতঃ, অষ্টৌ মহাসিদ্ধয়শ্চ প্রাপ্তাঃ; ভূতলে বিক্রমস্য সাদৃশঃ কোঽপি বভার। ত্রিভুবনে অস্য কীর্ত্তিরনর্গলা গঙ্গেব প্রবহতি স্ম। অত্রান্তরে সুরলোকে দেবেন্দ্র বিশ্বামিত্রতপোভঙ্গকরণায় রম্ভামুর্ব্বশীং চাহূয় অবাদীৎ, ভবত্যোর্মধ্যে নৃত্যে গীতে যা চাতিপ্রবীণা সা বিশ্বামিত্রতপোভঙ্গকরণায় তত্তপোবনং গচ্ছতু। যা বিশ্বামিত্রতপোবিনাশিনী, তস্যৈ পারিতোষিক মহং দাস্যামি। ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা রম্ভয়া ভণিতং, অহং নৃত্যে প্রবীণা। উর্ব্বশ্যা ভণিতং দেব যথাশাস্ত্রদৃষ্টং নৃত্যং জানামীতি। তয়োর্ব্বিবাদে জাতে নির্ণয়ার্থং দেবসভা চাহূতা আসীৎ। প্রথ

বৈরাগ্যের তুল্য ভাগ্য নাই, বোধের তুল্য সখা নাই, হরির তুল্য পরিত্রাতা নাই এবং সংসারের সদৃ রিপু নাই। এই সকল শ্লোক পাঠ করিয়া রাজা ভর্ত্তৃহরি পরম বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হইলেন এবং তৎক্ষণা বিক্রমাদিত্যকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক বনগমন করিলেন।

ইতি ভর্তৃহরির বৈরাগ্যকথা।

তদনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য দেবতা, ব্রাহ্মণ, অনাথ, দীন, আর্ত্ত, কুব্জ, পঙ্গু প্রভৃতি জনগণে মনোরথ পরিপূরণ পুরঃসর সম্যক্‌রূপে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন এবং পরিচারক প্রভৃতি ভৃত বর্গের সন্তোষসাধন পূর্ব্বক মন্ত্রী ও সামন্ত প্রভৃতির বাক্যপ্রতিপালন দ্বারা মনোহরণ করিতে লাগিলেন এইরূপে সকলের অনুরঞ্জন পূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যকাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর একদিন এ দিগম্বর রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! যিনি অবলীলায় ভুজঙ্গমগণকে মণ্ডলাকারে ধারণ করেন, সেই ভগবান্ হর এবং বরাহরূপী হরি আপনাকে অধিকতর ঐশ্বর্য্য প্রদান করুন্। এ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক রাজার হস্তে ফল দিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আমি কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে মহা শ্মশানে অঘোরমন্ত্র দ্বারা হোম করিব, সেখানে আপনি উত্তর-সাধক হইয়া থাকিবেন। রাজাও তাহাতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। বিক্রমাদিত্যের সেই প্রসঙ্গে বেতাল প্রসন্ন হইলেন এবং তিনি অ মহাসিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। তখন ভূমিতলে বিক্রমাদিত্যের সদৃশ কেহই রাজা ছিলেন না। তাঁহার কীর্ত্তি ত্রিভুবনমধ্যে গঙ্গার ন্যায় অনর্গলভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সময়ে স্বর্গলোকে দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত রম্ভা ও উর্ব্বশীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমা দের মধ্যে নৃত্য বা সঙ্গীত-বিষয়ে যে অধিকতর প্রবীণা, সেই বিশ্বামিত্রের তপস্যা-ভঙ্গকরণার্থ গমন কর। যে বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করিতে সমর্থ হইবে, আমি তাহাকে পুরস্কার প্রদান করিব। ইহ শুনিয়া রম্ভা বলিল, আমি নৃত্যে অতিশয় নিপুণ। উর্ব্বশী বলিল, দেব! আমি শাস্ত্রোক্ত নৃত্য করিতে জানি। এইরূপে উভয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার নির্ণয়ার্থ দেবরাজ দেবসভা আহ্বান করিলেন।

রম্ভানৃত্যমভূৎ। ততঃ সর্ব্বোঽপি দেবগণ উভয়োর্নৃত্যং দৃষ্ট্বা সন্তোষমগমৎ। ইয়মত্যন্তং নৃত্যে কুশলেতি ন কশ্চিৎ নির্ণয়ং চকার। তাস্মিন্নবসরে নারদেনোক্তং, ভো দেবরাজ! ভূতলে বিক্রমাদিত্যোঽস্তি, স সকলকলাভিজ্ঞো বিশেষতঃ সঙ্গীতনৃত্যবিদ্যাবিচক্ষণঃ; স এবৈতয়োর্বিবাদনির্ণয়ং করিষ্যতি। ততো মহেন্দ্রেণ বিক্রমাদিত্যাহ্বানার্থং উজ্জয়িনীং প্রতি মাতলিঃ প্রেষিতঃ, ততো বিক্রমস্তেনাহূতো নমস্কৃত্য সম্মানপূর্ব্বকমুপবেশিতঃ। তদনন্তরং পুনরপি নৃত্যাবসরো মণ্ডিতঃ। প্রথমং রম্ভা রঙ্গে স্থিতা নৃত্যমকরোৎ। দ্বিতীয়দিবসে উর্ব্বশী রঙ্গমধিষ্ঠিতা যথাশাস্ত্রং নৃত্যমকরোৎ। ততো বিক্রমাদিত্যেন উর্ব্বশী প্রশংসিতা জয়োঽপি দত্তঃ। ইন্দ্রেণ ভণিতং, কথমস্যৈ জয়ো দত্তঃ? বিক্রমেণ ভণিতং, দেব! নৃত্যে প্রথমমঙ্গসৌষ্ঠবং প্রধানম্। তথা চোক্তং নৃত্যশাস্ত্রে—

অনুচ্চনীচং চরতামঙ্গানাং চলপাদতা। কটিকূর্পরশীর্ষাক্ষিকর্ণানাং সমরূপতা।
রম্যা প্রথিতবিশ্রান্তিরুরসশ্চ সমুন্নতিঃ। অভ্যাসাগহিতে পাদসৌষ্ঠবং নৃত্যবেদিনাম্॥

অন্যচ্চ।—নর্ত্তক্যা রঙ্গোচিতাবস্থানবিশেষঃ প্রকাশনীয়ঃ। উক্তঞ্চাবস্থানবিশেষো নৃত্যশাস্ত্রে—

চতুরস্রত্বসহিতৌ সমপাদৌ লতাকরৌ।
প্রারম্ভে সর্ব্বনৃত্যানামেতৎ সামান্যমুচ্যতে॥
যথা হ্যন্যৈর্ন বা দৃশ্যস্তথা হ্যস্যা বপুর্ভবেৎ॥

দীর্ঘাক্ষং শরদিন্দুকান্তিবদনং বাহূ লতেবাংসয়োঃ, সংক্ষিপ্তং নিবিড়োন্নতস্তনমুরঃ পার্শ্বে প্রবিষ্টাবিব। মধ্যঃ পাণিমিতো নিতম্বজঘনং পাদাবতারাঙ্গুলীঃ, ছন্দো নর্ত্তয়িতুং যথৈব মনসাশ্লিষ্টং তথা স্বং বপুঃ॥ নৃত্যাবস্থানবিশেষঃ স্মরণীয়ঃ।

প্রথমে রম্ভার নৃত্য হইল। দ্বিতীয় দিনে উর্ব্বশীর নৃত্য হইল। তৎপরে সমস্ত দেবগণই উভয়ের নৃত্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু কে নৃত্যে অত্যন্ত নিপুণা, এরূপ নির্ণয় কেহই করিতে পারিলেন না। তখন নারদ কহিলেন যে, ভূমণ্ডলে বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজা আছেন, তিনি সমস্ত কলাবিদ্যায় অভিজ্ঞ, বিশেষতঃ নৃত্যশাস্ত্রে নিপুণ, তিনিই ইহাদের উভয়ের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারিবেন। তদনন্তর দেবরাজ বিক্রমাদিত্যকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত রথসহ মাতলিকে পৃথিবীতলে প্রেরণ করিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য ইন্দ্র কর্ত্তৃক আহূত হইয়া নমস্কার করিলে, দেবরাজ তাঁহাকে উত্তম আসনে বসাইলেন। পরে পুনর্ব্বার নৃত্যস্থান সুসজ্জিত হইল। প্রথমে রম্ভা নৃত্যরঙ্গে উপস্থিত হইয়া নৃত্য করিল, দ্বিতীয় দিবসে উর্ব্বশী রঙ্গস্থলে যথাশাস্ত্র নৃত্য করিল। তদনন্তর বিক্রমাদিত্য উর্ব্বশীকে প্রশংসা করিলেন এবং উর্ব্বশীর জয় কীর্ত্তন করিলেন। ইন্দ্র কহিলেন, উর্ব্বশীর জয় হইল কেন? বিক্রমাদিত্য কহিলেন, নৃত্যকার্য্যে প্রথমে অঙ্গ-সৌষ্ঠবই প্রধান, তাহা নৃত্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা—অনুচ্চ ও নীচভাবে অঙ্গসকলের সঞ্চালন ও পদের চালনা এবং কটি, কূর্পর, মস্তক, বক্ষঃ ও কর্ণ এই সকলের সমানরূপ অবস্থিতি, প্রধান প্রধান বিশ্রামস্থান-সকলের মনোহারিত্ব, উরঃস্থলের সম্যক্ উন্নতি, বিশেষরূপে অভ্যাস, অস্খলন এবং পাদসৌষ্ঠব এই সকলই নৃত্যনিপুণ ব্যক্তিদিগের প্রধান বিষয়। আর নর্ত্তকীর রঙ্গযোগ্যরূপে অবস্থানবিশেষ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। নৃত্যশাস্ত্রে অবস্থানবিশেষ উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—চতুষ্কোণ ভাবের সহিত সমান পাদদ্বয় এবং লতাকার করদ্বয় সকল নৃত্যের প্রারম্ভে সামান্য বলিয়া উক্ত হয়। আর যাহাতে উহার দেহ অন্য কর্ত্তৃক নবীনের ন্যায় দৃশ্য হয়, সেইরূপ দেহ হওয়া উচিত। উহার চক্ষু দীর্ঘ, বদন শরচ্চন্দ্রের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, বাহুদ্বয় লতার ন্যায়, স্কন্ধদ্বয় সংক্ষিপ্ত, স্তনদ্বয় নিবিড় ও উন্নত, উরঃস্থল যেন বাহুতে প্রবিষ্ট, মধ্যস্থল হস্তপরিমিত, নিতম্ব ও জঘন স্থূল, অঙ্গুলি সুগঠিত এবং নৃত্যকালে সমস্ত দেহেই মন যেন আশ্লিষ্টভাবে অবস্থিত আছে, নর্ত্তকীর এইরূপ হওয়া আবশ্যক। নর্ত্তকীর নৃত্যাবস্থান বিশেষ স্মরণ করা আবশ্যক।

বামং সন্ধিস্তিমিতবলয়ং ন্যস্য হস্তং নিতম্বে, তন্বী শ্যামা বিটপসদৃশং স্রস্তমুক্তং দ্বিতীয়ম্।
পাদাঙ্গুল্যাং ললিতকুসুমে কুট্টিমে পাতিতাক্ষং, নৃত্যাদ্বামা স্থগয়তি ভরাং কান্তিভৃৎ পাদযুগ্মম্॥

অথবা কিং বহুনোক্তেন—

অঙ্গৈরন্তর্নিহিতবচনৈঃ সূচিতঃ সম্যগর্থঃ, পাদন্যাসো লয়মনুগতস্তন্ময়ত্বং রসেষু।
শাখাযোনির্মৃদুরভিবিনয়স্তদ্বিকল্পানুবৃত্তো, ভাবো ভাবাদভিমতিবিষয়াদ্রাগবন্ধঃ স এব॥

এবং নৃত্যশাস্ত্রোক্তলক্ষণযুক্তা নর্ত্তকী প্রশংসিতা ময়োর্ব্বশী। ততো মহেন্দ্রঃ সন্তুষ্টঃ সন্ বিক্রমার্কং বস্ত্রাদিনা সম্ভাব্য, মহার্ঘ্যং বররত্নখচিতং সিংহাসনং তস্মৈ দদৌ। তৎসিংহাসনে খচিতা দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকাঃ সন্তি। তাসাং শিরসি পদং দত্ত্বা তৎসিংহাসনমধ্যাসিতব্যম্। তদতিমনোহরং সিংহাসনং ইন্দ্রাজ্ঞাং চ গৃহীত্বা বিক্রমার্কো নিজাং পুরীমগমৎ। তদনন্তরং শুভে মুহূর্ত্তে শুভে লগ্নে সিংহাসনমধিষ্ঠায় রাজ্যং করোতি স্ম।

ততোঽনন্তরং বর্ষেষু বহুষু গতেষু প্রতিষ্ঠানগরে শালিবাহনঃ সার্দ্ধবর্ষদ্বয়কন্যায়াং শেষনাগেভ্যাদুৎপন্নঃ। উজ্জয়িন্যাং ভূকম্পধূমকেতুদিগ্‌দাহাদ্যুৎপাতাঃ রাজ্ঞা জনৈশ্চ দৃষ্টাঃ। ততো বিক্রমাদিত্যো দৈবজ্ঞানাহূয়াবাদীৎ, ভো দৈবজ্ঞাঃ! কিমেতদুৎপাতা রাজ্ঞা জনৈশ্চ প্রতিদিনং দৃষ্টা ভবন্তি? এতেষাং ফলং কিং কস্যানিষ্টং কথয়তি? তৈরুক্তম্, দেব! অয়ং ভূকম্পঃ সন্ধ্যাকালে জাতঃ, অতো রাজ্ঞোঽনিষ্টং সূচয়তি। তথা চ নারদীয়ে—

অনিষ্টদঃ ক্ষিতীশানাং ভূকম্পঃ সন্ধ্যয়োর্দ্বয়োঃ।
রাজ্ঞাং বিনাশপিশুনো ধূমকেতুরুদাহৃতঃ।
দিগ্‌দাহঃ পীতবর্ণশ্চেৎ ক্ষিতীশানাং ভয়প্রদঃ॥ ইতি॥

দৈবজ্ঞবচনং শ্রুত্বা রাজা তু পুনরব্রবীৎ, ভো দৈবজ্ঞ! ময়া তপসা সন্তোষিত ঈশ্বরঃ প্রাহ, ভো রাজন্! প্রসন্নোঽস্মি, পর্য্যায়েনামরত্বং যাচয়েতি। তদা ময়া ভণিতম্, ভো দেব! সার্দ্ধবর্ষদ্বয়কন্যায়াং পুত্রো ভবিষ্যতি,

সন্ধিস্থলে বলয় স্থির রাখিয়া বামহস্ত নিতম্বে বিন্যাস পূর্ব্বক তন্বঙ্গী শ্যামার লক্ষণান্বিত নারী দ্বিতীয় হস্ত শাখা সদৃশ স্রস্তভাবে পাদাঙ্গুলিতে রাখিবে এবং পাদযুগলে অক্ষিবিন্যাস করিয়া কান্তিবিশিষ্ট চরণদ্বয় মনোহর কুসুম-সমন্বিত কুট্টিমে স্থির করিয়া রাখিবে। অধিক বলিবার প্রয়োজন কি, অঙ্গসমূহের মধ্যেই যেন সমস্ত বাক্য নিহিত আছে, তদ্দ্বারাই সমস্ত অর্থ প্রকাশ পাইবে, পাদদ্বয় লয়ের অনুগত হইয়া রসসমূহে তন্ময়ত্ব ভাব প্রকাশ করিবে। শাখাদ্বয়ের অর্থাৎ হস্তদ্বয়ের অতিশয় মৃদু, বিনয়ান্বিত, তাহার বিকল্পের অনুবর্ত্তী, মনের অগোচর ভাব হইতে যে ভাব উত্থিত হয়, তাহাতেই অনুরাগবন্ধন হইয়া থাকে। এই রূপ নৃত্য-শাস্ত্রোক্ত নৃত্যকারিণী উর্ব্বশীকে আমি প্রশংসা করিয়াছি। তদনন্তর মহেন্দ্র অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বিক্রমাদিত্যকে বস্ত্রাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়া উৎকৃষ্ট রত্নখচিত মহামূল্য এক সিংহাসন প্রদান করিলেন। সেই সিংহাসনে দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা খচিত ছিল। ঐ পুত্তলিকাগণের মস্তকে পদবিন্যাস করিয়া সেই সিংহাসনে আরোহণ করিতে হয়। রাজা বিক্রমাদিত্য সেই অতি মনোহর সিংহাসন লইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ পুরীতে আগমন করিলেন। তদনন্তর শুভ মুহূর্ত্তে ও শুভলগ্নে সেই সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তৎপরে বহু বৎসর বিগত হইলে পর প্রতিষ্ঠানগরে আড়াই বৎসরের কন্যার গর্ভে শেষনাগের ঔরসে শালিবাহন উৎপন্ন হইলেন। তখন উজ্জয়িনীতে ভূমিকম্প, ধূমকেতু, দিগ্‌দাহ প্রভৃতি উৎপাতসকল রাজা ও প্রজাগণ দর্শন করিতে লাগিল। তখন বিক্রমাদিত্য দৈবজ্ঞদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দৈবজ্ঞগণ! রাজা ও প্রজাগণ কি নিমিত্ত এই উৎপাত-সকল দেখিতে পাইতেছে? এই সকলের ফল কি? ইহাতে কাহার অনিষ্ট হয়? তাঁহারা বলিলেন, দেব! এই ভূমিকম্প সন্ধ্যাকালে সংঘটিত হইতেছে, অতএব রাজার অনিষ্ট সূচনা করিতেছে। নারদীয়ে উক্ত হইয়াছে যে, উভয় সন্ধ্যাকালে ভূমিকম্প রাজার অনিষ্টপ্রদ এবং ধূমকেতু রাজার বিনাশসূচক জানিবেন। দিগ্‌দাহ পীতবর্ণ হইলে ক্ষিতিপতিদিগের ভয়প্রদ হইয়া থাকে। এই দৈবজ্ঞবচন শ্রবণ করিয়া রাজা পুনর্ব্বার বলিলেন, হে দৈবজ্ঞ! আমি তপস্যা দ্বারা ঈশ্বরকে সন্তোষিত করিয়াছিলাম, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি পর্য্যায়ক্রমে অমরত্ব

তস্মাৎ মম মরণমস্তু, নান্যেন। ঈশ্বরেণ তথাস্তু ইতি ভণিতম্। তর্হি তাদৃশং কুতো জনিষ্যতি? দৈবজ্ঞেনোক্তম্, দেব! দৈবী সৃষ্টিরচিন্ত্যা, তাদৃশঃ কস্মিন্নপি দেশে উৎপন্নো ভবিষ্যতি, তথা চ দৃশ্যতে। ততো রাজা বেতালমাহূয়ৈনং সন্দং তস্মৈ নিবেদ্যাব্রবীৎ, ভো যক্ষ! ত্বং সর্ব্বত্র পৃথ্বীমধ্যে পরিভ্রমন্নেবং-বিধঃ কস্মিন্ দেশে কস্মিন্নবসরে সমুৎপন্ন ইতি নিশ্চিত্য, স্থানং জ্ঞাত্বা ঝটিতি সমাগচ্ছ। ততো বেতালো মহাপ্রসাদ ইতি বীটিকাং গৃহীত্বা কুশদ্বীপাদি দ্বীপানালোক্য প্রত্যাগত্য প্রতিষ্ঠানগরং প্রবিশ্য কুম্ভকার-গৃহে কঞ্চিন্মাণবকং কাঞ্চনকন্যাকাং ক্রীড়মাণৌ দৃষ্ট্বাপৃচ্ছৎ, অহো! যুবাং পরস্পরং কিং প্রভবতঃ? তদা কন্যয়োক্তং, অয়ং মম পুত্রঃ। বেতালেনোক্তং, তব পিতা কঃ? তদা কোঽপি ব্রাহ্মণো দর্শিতঃ। ততো ব্রাহ্মণমপৃচ্ছৎ, কেয়মিতি। ব্রাহ্মণেনোক্তং, ইয়ং মম কন্যা, অস্যাঃ পুত্রোঽয়ম্। তৎ শ্রুত্বা বিস্ময়ং গতো বেতালঃ পুনর্ব্রাহ্মণমব্রবীৎ, ভো ব্রাহ্মণ! কথমেতৎ? ব্রাহ্মণেনোক্তং, দেবানাং চরিতমগোচরং, অস্যাং শেষনাগেন্দ্রঃ সঙ্গমকরোৎ। তস্মাদস্যাং জাতঃ পুত্রোঽয়ং শালিবাহনঃ। তচ্ছ্রুত্বা বেতালঃ সত্বরমুজ্জয়িনীং আগত্য রাজ্ঞে বিক্রমাদিত্যায় সকলমপি বৃত্তান্তমকথয়ৎ। রাজা তু পারিতোষিকং দত্ত্বা খড়্গমাদায় প্রতিষ্ঠানগরং গতঃ। যাবৎ খড়্গেন শালিবাহনং হন্তুং প্রবৃত্তস্তাবত্তেন দণ্ডেন তাড়িতঃ প্রতিষ্ঠানগরাদুজ্জয়িন্যাং পতিতঃ বেদনামসহমানঃ শরীরং বিসসর্জ্জ। তস্য রাজ্ঞঃ সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়োঽগ্নিপ্রবেশং কর্ত্তুং প্রবৃত্তাঃ। তদা মন্ত্রিভিবিচারিতং, রাজায়মপুত্রঃ, কিং কর্ত্তব্যম্? ভট্টিনোক্তং, বিচার্য্যতাম্। আসাং স্ত্রীণাং মধ্যে কাচিদ্যদি গর্ভিণী ভবিষ্যতি। ততো বিচার্য্যমাণে একা সপ্তমাসগর্ভিণী সমভবৎ। তদা সর্ব্বৈর্মিলিত্বা গর্ভাভিষেকঃ কৃতঃ, মন্ত্রিণঃ স্বয়ং রাজ্যং পালয়িতুং প্রবৃত্তাঃ। তদিন্দ্রদত্তং সিংহাসনং

যাচ্ঞা কর, ইহাতে আমি বলিলাম, হে দেব! আড়াই বৎসরের কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, তাহা হইতে আমার মরণ হইবে, অন্যের দ্বারা হইবে না। ঈশ্বর "তথাস্তু" বলিয়া সেই বর দিলেন। তবে সেইরূপ কোথায় জন্মিবে? দৈবজ্ঞ বলিলেন, হে দেব! দৈবসৃষ্টি অচিন্তনীয়, সেইরূপ কোন দেশে উৎপন্ন হইতে পারে এবং দৃষ্টও হইতে পারে। তদনন্তর রাজা বেতালকে আহ্বান করিয়া এই সকল নিবেদন করিয়া কহিলেন, হে যক্ষ! তুমি পৃথিবীমধ্যে সকল স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া উক্তরূপ পুরুষ কোন্ দেশে কোন্ নগরে উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া স্থান জানিয়া শীঘ্রই আগমন কর। তৎপরে বেতাল "মহাপ্রসাদ" এই বলিয়া বীটিকা (পানের বীড়া) গ্রহণপূর্ব্বক কুশদ্বীপাদি স্থান-সকল অবলোকন করিয়া জম্বুদ্বীপে আসিয়া প্রতিষ্ঠানগরে প্রবেশ পূর্ব্বক কুম্ভকারগৃহে কোন একটী বালক এবং একটী কাঞ্চনপুত্তলিকার তুল্য কন্যাকে খেলা করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের পিতা-মাতা কে? তখন কন্যা বলিল, এইটী আমার পুত্র। বেতাল বলিল, তোমার পিতা কে? তখন কোনও ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া দিল। বেতাল ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, এই কন্যাটী কে? ব্রাহ্মণ বলিল, এইটী আমার কন্যা এবং এই পুত্রটী আমার কন্যারই গর্ভজাত। তাহা শুনিয়া বেতাল বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণকে বলিল, হে দ্বিজবর! ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? ব্রাহ্মণ বলিলেন, দেবতাদিগের চরিত্র মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। শেষ নাগরাজ ইহার সহিত সঙ্গম করিয়াছিলেন, সেই হেতু ইহার গর্ভে এই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, উহার নাম শালিবাহন। তাহা শুনিয়া বেতাল সত্বর উজ্জয়িনীতে আসিয়া রাজা বিক্রমাদিত্যকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা তাহাকে পারিতোষিক দিয়া স্বয়ং খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠানগরে গমন করিলেন। বিক্রমাদিত্য যখন খড়্গ দ্বারা শালিবাহনকে হনন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন শালিবাহন দণ্ডদ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন। তখন বিক্রমাদিত্য প্রতিষ্ঠানগর হইতে উজ্জয়িনীতে পতিত হইলেন এবং বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার সমস্ত স্ত্রীগণ অগ্নিপ্রবেশে প্রবৃত্ত হইল। তখন মন্ত্রিবর্গ বিচার করিয়া দেখিলেন যে, রাজা অপুত্রক, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? ভট্টি বলিলেন, এই বনিতাগণের মধ্যে কেহ যদি গর্ভিণী থাকেন, তবে তাহা বিচার করিয়া দেখুন। তদনন্তর বিচার করিয়া দেখিতে দৃষ্ট হইল যে, তাঁহাদের মধ্যে একটী স্ত্রী সপ্তমাস গর্ভিণী আছেন। তখন অমাত্যবর্গ সমবেত হইয়া সেই গর্ভ অভিষেক করিয়া তাঁহারাই

তথৈব শূন্যমাসীৎ। একদা সভামধ্যে অশরীরিণী বাগাসীৎ। ভো মন্ত্রিণঃ! স্বয়ং রাজ্যং পালয়িতুমেতস্মিন্ সিংহাসনে উপবেষ্টুং চ যোগ্যস্তাদৃশো রাজা নাস্তি, তর্হি সুক্ষেত্রে নিক্ষিপ্যতামিদং সিংহাসনম্। তচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বৈম স্ত্রিভিরতিপবিত্রক্ষেত্রে তৎ সিংহাসনং নিক্ষিপ্তম্। নিক্ষেপণানন্তরং বহূনি বর্ষাণি গতানি। ততঃ ভোজরাজো রাজ্যং প্রাপ্য, তস্মিন্ রাজ্যং কুর্ব্বতি। একদা কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণো যত্র সিংহাসনং নিক্ষিপ্তং তৎ ক্ষেত্রং কৃত্বা যাবনালানবপৎ। তস্মিন্ ক্ষেত্রে মহৎ ফলমভূৎ। স ব্রাহ্মণঃ যত্র তৎ সিংহাসনং নিক্ষিপ্তং, তদুচ্চস্থানমিতি মত্বা পক্ষিণামুত্থাপনার্থং তদুপরি মঞ্চং কৃত্বোপবিশ্য পক্ষিণ উত্থাপয়তি। ততঃ একদা ভোজরাজো বৈ বিহারং কর্ত্তুং সকলরাজকুমারৈঃ সমবেতস্তৎক্ষেত্রসমীপং যাবদ্‌গচ্ছতি, তাবন্মঞ্চোপরিস্থিতেন ব্রাহ্মণেনোক্তম্, ভো রাজন্! এতৎ ক্ষেত্রং সম্যক্ ফলিতমস্তি, সসৈন্যং সমাগত্য যথেচ্ছং ভুজ্যতাম্। অশ্বেভ্যশ্চণকা দীয়ন্তাম্। অদ্য মজ্জন্ম সফলমভূৎ, যতো ভবান্ মমাতিথির্জাতঃ। যত ঈদৃশঃ প্রস্তাবঃ কদা সম্পদ্যতে। তচ্ছ্রুত্বা স রাজা সসৈন্যঃ ক্ষেত্রমধ্যে প্রবিষ্টঃ। অথ ব্রাহ্মণোঽপি মঞ্চকাদবরুহ্য রাজানং ক্ষেত্রমধ্যে স্থিতং ভণতি, ভো রাজন্! কিময়মধর্ম্মঃ ক্রিয়তে? ইদং ব্রাহ্মণক্ষেত্রং বিনাশ্যতে ত্বয়া। যদন্যায়ঃ ক্রিয়তে, তর্হি তুভ্যং নিবেদ্যতে, ত্বমেবান্যায়ং কর্ত্তুং প্রবৃত্তঃ। ইদানীং কো নিবারয়িষ্যতি? উক্তঞ্চ—

> গজে কণ্ডুগরীয়ে চ রাজ্ঞি জারিণি বা পুনঃ।
> পাপকৃৎসু চ বিদ্বৎসু নিয়ন্তা জন্তুরত্র কঃ॥

ভবান্ ধর্ম্মশাস্ত্রাভিজ্ঞশ্চ ব্রাহ্মণদ্রব্যং কথং নাশয়তি? ব্রহ্মস্বমেতদ্‌বিষমম্। তথাহি—

> ন বিষং বিষমিত্যাহুর্ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে।
> বিষমেকাকিনং হন্তি ব্রহ্মস্বং পুত্রপৌত্রকম্॥

ইতি তেনোক্তং শ্রুত্বা রাজা যাবৎ ক্ষেত্রাদ্‌বহিঃ সপরিবারো নির্গচ্ছতি, তাবৎ পক্ষিণঃ সমুত্থাপ্য পুনর্ম্মঞ্চারূঢ়ো ব্রাহ্মণো বদতি, ভো রাজন্! কিমিতি গম্যতে? ক্ষেত্রং সাধু ফলিতমস্তি। যাবনালদণ্ডান-

রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই ইন্দ্রদত্ত সিংহাসন সেইরূপ শূন্যই রহিল। একদিন সভামধ্যে আকাশবাণী হইল যে, হে মন্ত্রিগণ! স্বয়ং রাজ্যপালন করিতে এবং এই সিংহাসনে উপবেশন করিতে উপযুক্ত এরূপ রাজা নাই; অতএব এই সিংহাসন সুক্ষেত্রে নিক্ষেপ কর। তাহা শুনিয়া সমস্ত মন্ত্রিবর্গ অতি পবিত্রক্ষেত্রে সেই সিংহাসন নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে বহুকাল অতীত হইলে ভোজরাজ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। একদা কোন ব্রাহ্মণ, যে স্থানে সিংহাসন নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই স্থানে শস্যক্ষেত্র করিয়া যাবনাল বপন করিলেন, তাহাতে অপর্য্যাপ্ত ফল উৎপন্ন হইল। ব্রাহ্মণ সেই স্থান উচ্চ বিবেচনা করিয়া পক্ষিদিগকে উড়াইয়া দিবার নিমিত্ত তাহার উপর মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক পক্ষিগণকে উড়াইয়া দিতেন। তদনন্তর একদিন ভোজরাজ বিহারার্থ সমস্ত রাজকুমারগণের সহিত সেই ক্ষেত্রসমীপে আগমন করিলে, মঞ্চের উপরিস্থিত সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হে রাজন্! এই ক্ষেত্র সম্যক্‌রূপে ফলিত হইয়াছে, আপনি সসৈন্যে আসিয়া যথেচ্ছ উপভোগ করুন এবং অশ্বগণকে চণক প্রদান করুন। অদ্য আমার জন্ম সফল হইল; যেহেতু, আপনি আমার অতিথি হইলেন, এরূপ ঘটনা কি অন্যথা সংঘটিত হইতে পারে?" তাহা শুনিয়া ভোজরাজ সসৈন্যে ক্ষেত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ মঞ্চ হইতে নামিয়া ক্ষেত্র-মধ্যস্থিত রাজাকে কহিলেন, "হে রাজন্! আপনি কেন এরূপ অধর্ম্ম করিতেছেন? এটী ব্রাহ্মণের ক্ষেত্র, কেন তাহা বিনষ্ট করিতেছেন? যদি অন্য কেহ অন্যায় করে, তবে আপনাকে তাহা নিবেদন করে, অতএব আপনিই স্বয়ং অন্যায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এখন কে আপনাকে নিবারণ করিবে? শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, কণ্ডুপরিপ্লুত গজ, প্রজাজারণকারী রাজা, পাপকারী বিদ্বান্, ইহাদিগকে কোন্ ব্যক্তি নিবারণ করিতে পারে? আপনি ধর্ম্মশাস্ত্র জানেন, ব্রাহ্মণের দ্রব্য কেন বিনষ্ট করিতেছেন? এই ব্রহ্মস্ব অতি বিষম। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, বিষকে বিষ বলে না, ব্রহ্মস্বকেই বিষ বলিয়া থাকে। বিষ একটীমাত্রকেই বিনাশ করে, কিন্তু ব্রহ্মস্ব পুত্র-পৌত্রকেও বিনাশ করিয়া থাকে।" ব্রাহ্মণের এই বাক্য শুনিয়া রাজা যখন সপরিবারে বহির্গত হইতেছিলেন, সেই সময়ে ব্রাহ্মণ পক্ষিদিগকে উড়াইয়া দিয়া পুনর্ব্বার মঞ্চে আরোহণ পূর্ব্বক বলিলেন,

খাদয়ো ভক্ষয়ন্তু। উর্ব্বারুকফলানি সন্তি, উপভুজ্যন্তাম্। পুনর্ব্রাহ্মণবচনমাকর্ণ্য সপরিবারো রাজা যাবৎ ক্ষেত্রমধ্যে প্রবিশতি, তাবৎ পক্ষ্যুত্থাপনার্থং মঞ্চাদবরুহ্য পুনস্তথৈবাভণৎ। ততো রাজা স্বমনসি বিচারয়তি, অহো আশ্চর্য্যম্! যদায়ং ব্রাহ্মণো মঞ্চমারোহতি, তদাস্য দাতব্যং ভোক্তব্যমিতি বুদ্ধিরুৎপদ্যতে, যদা অবতরতি, তদা দীনবুদ্ধির্ভবতি। তদহং মঞ্চমারুহ্য পশ্যামীতি মঞ্চমারুরোহ। ভোজরাজস্য চেতসি তদা বাসনা এবমভূৎ;—বিশ্বস্যার্ত্তিঃ পরিহরণীয়া, সর্ব্বস্য লোকস্যাপি দারিদ্র্যং সম্যক্ নিবারণীয়ম্, দুষ্টা দণ্ডনীয়াঃ, সজ্জনাঃ পালনীয়াঃ, প্রজা ধর্ম্মেণ পালনীয়াঃ। কিং বহুনা, অস্মিন্ সময়ে কশ্চিৎ শরীরমপি প্রার্থয়তি, তদপি দেয়মিতি। আনন্দপরিপূর্ণঃ পুনর্বিচারয়তি,—অহো! এতৎ ক্ষেত্রমস্য এবংবিধাং বুদ্ধিমুৎপাদয়তি। উক্তঞ্চ—

জলে তৈলং খলে গুহ্যং পাত্রে দানং মনাগপি।
প্রাজ্ঞে শাস্ত্রং স্বয়ং যাতি বিস্তারং বস্তুশক্তিতঃ॥

কথমেতৎ ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং জ্ঞায়ত ইতি বিচার্য্য ব্রাহ্মণমাহূয়াবাদীৎ, ভো ব্রাহ্মণ! তবৈতস্মাৎ ক্ষেত্রাৎ কিয়ল্লাভো ভবতি? ব্রাহ্মণেনোক্তম্, ভো রাজন্! সকল-কুশলেন ত্বয়া অবিদিতং কিমপি নাস্তি। যদর্হতি তৎ করোতু। রাজা নাম সাক্ষাৎ বিষ্ণোরবতারভূতঃ, তস্য দৃষ্টির্যস্যোপরি পততি, তস্য দৈন্যদুর্ভিক্ষাদয়ো নশ্যন্তি। রাজা নাম সাক্ষাৎ কল্পবৃক্ষঃ। স ত্বং মম দৃষ্টের্গোচরোঽভূঃ, অদ্য মম দৈন্যদারিদ্র্যাদীনামবসানং জাতম্। ক্ষেত্রং কিয়ৎ? ততো রাজা তং ব্রাহ্মণং ধনধান্যাদিনা পরিতোষ্য তৎ-ক্ষেত্রং গৃহীত্বা মঞ্চকাধঃ খনয়িতুং প্রারম্ভমকার্ষীৎ, পুরুষপ্রমাণে গর্ত্তে জাতে শিলৈকা সুমনোহরা অবলোকিতা। তদধশ্চন্দ্রকান্তশিলাবিনির্ম্মিতা নানারত্নখচিতা দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাভির্যুক্তং অতিরমণীয়ং দিব্যমেকং

"হে রাজন্! আপনি গমন করিতেছেন কেন? এই ক্ষেত্র উত্তমরূপ ফলিত হইয়া রহিয়াছে, অশ্বগণ যাবনাল-দণ্ডসমূহ ভক্ষণ করুক্। আর কর্কটিকাফল-সকল রহিয়াছে, উপভোগ করুন।" পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণের এরূপ বাক্য শুনিয়া রাজা সপরিবারে যখন ক্ষেত্রমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন পক্ষী উড়াইবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ মঞ্চ হইতে নামিয়া পুনর্ব্বার সেইরূপ বলিলেন। তদনন্তর রাজা মনে মনে বিচার করিলেন, কি আশ্চর্য্য! যখন এই ব্রাহ্মণ মঞ্চে আরোহণ করেন, তখন ইঁহার মনে দাতব্য ভোক্তব্য এই বুদ্ধি উপস্থিত হয়, আবার যখন মঞ্চ হইতে অবরোহণ করেন, তখন দীনবুদ্ধি উপস্থিত হয়। তবে মঞ্চে আরোহণ করিয়া দেখি। ইহা ভাবিয়া মঞ্চে আরোহণ করিলেন। তখন ভোজ-রাজের মানসে এইরূপ ভাবনা হইল যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পীড়া বিনাশ করা কর্ত্তব্য, সমস্ত লোকেরই দারিদ্র্যদশা নিবারণ করা কর্ত্তব্য, দুষ্টের দণ্ডবিধান ও সজ্জনের প্রতিপালন এবং প্রজাগণকে ধর্ম্মানু-সারে পালন করা কর্ত্তব্য। বহু বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি, এখন যদি কেহ আমার শরীরও প্রার্থনা করে, তাহাও আমি প্রদান করিতে পারি। এই ভাবিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার বিচার করিলেন যে, ক্ষেত্রই ইঁহার এইরূপ বুদ্ধি উৎপাদন করিয়াছে। উক্ত হইয়াছে যে, জলে তৈল, খলে গুহ্যবিষয়, সৎপাত্রে অল্পমাত্রও দান, প্রাজ্ঞজনে শাস্ত্র, এই সকল বিষয় বস্তুশক্তিদ্বারা স্বয়ং বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিরূপে এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে? এইরূপ বিচার করিয়া ব্রাহ্মণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, "হে দ্বিজবর! আপনার এই ক্ষেত্র হইতে কি পরিমাণ লাভ হয়?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হে রাজন্! আপনি সমস্ত বিষয়-নির্ণয়েই কুশল, আপনার অবিদিত কিছুই নাই। যাহা উপযুক্ত হয়, তাহাই করুন। রাজা সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ, যাহার উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়, তাহার দৈন্য-দুর্ভিক্ষাদি নষ্ট হয়। রাজা সাক্ষাৎ কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ। সেই রাজা আপনি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন, আজ আমার দৈন্য-দারিদ্র্যাদি সকলেরই অবসান হইল, ক্ষেত্র আর কত মূল্যবান্ হইবে?" অনন্তর রাজা সেই ব্রাহ্মণকে ধন-ধান্যাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া, ক্ষেত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সেই মঞ্চের অধো-ভাগ খনন করাইতে আরম্ভ করিলেন। পুরুষপ্রমাণ গর্ত্ত হইলে পর একটী মনোহর শিলা দৃষ্ট হইল। তাহার অধোভাগে চন্দ্রকান্ত-শিলা-নির্ম্মিত নানা-রত্ন-খচিত দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা-সংযুক্ত অতি রমণীয় এক

সিংহাসনমপশ্যৎ। তৎ সিংহাসনং দৃষ্ট্বা ভোজরাজঃ পরমানন্দলহরীপরিপূর্ণহৃদয়ো ভূত্বা সিংহাসনং গ্রামং প্রতি নেতুং যাবদুচ্চালয়তি,তাবদধিকং গুরু ভবতি,নোচ্চলতি চ। ততো মন্ত্রিণমবদৎ,ভো মন্ত্রিন্! কিমর্থমেতৎ সিংহাসনং নোচ্চলতি? মন্ত্রিণোক্তম্, রাজন্! এতৎ সিংহাসনং দিব্যমপূর্ব্বং চ বলিহোমপূজাদিকং বিনা নোচ্চলিষ্যতি, তব সাধ্যঞ্চ ন ভবিষ্যতি। তস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা ব্রাহ্মণানাহূয় তৈঃ সর্ব্বমপি বিধানং কারিতবান্। ততস্তৎ সিংহাসনং লঘু ভূত্বা স্বয়মেবোচ্চলতি স্ম। তদ্দৃষ্ট্বা রাজা মন্ত্রিণমুবাচ, ভো মন্ত্রিন্! এতৎ সিংহাসনং প্রথমং মমাসাধ্যমভবৎ, পরন্তু ইদানীং তব বুদ্ধিপ্রভাবেণ মম হস্তগতমাসীৎ। অহো! বুদ্ধিমতাং সংসর্গো লাভায় সুখায় চ ভবতি। ততো মন্ত্রিণা ভণিতম্, ভো রাজন্! শ্রূয়তাম্। যঃ স্বয়ং বুদ্ধিমান্ ভবতি, অন্যেষামপি বুদ্ধিং ন শৃণোতি, স সর্ব্বথা নাশং প্রাপ্নোতি। ত্বং তথাবিধো ন ভবসি। বুদ্ধিমানপি আপ্তবচনং শৃণোতি, অতস্তব সকলার্থেষন্তরায়ো নাস্তি। রাজা অব্রবীৎ, যোঽনর্থকার্য্যং নিবারয়তি, আগাম্যর্থং সাধয়তি চ, স এব মন্ত্রী। তথা চোক্তম্,—

স্থিতস্য কার্য্যস্য সমুদ্ভবার্থং, আগামিনোঽর্থস্য চ সম্ভবার্থম্।
অনর্থকার্য্যে প্রতিঘাতনার্থং যো মন্ত্রতেঽসৌ পরমো হি মন্ত্রী॥

মন্ত্রিণোক্তম্, ভো রাজন্! মন্ত্রিণা স্বামিহিতকার্য্যং কর্ত্তব্যম্।

মন্ত্রঃ কার্য্যানুগো যেষাং কার্য্যং স্বামিহিতানুগম্।
ত এব মন্ত্রিণো রাজ্ঞাং ন তু যে গল্লপুদ্গলাঃ॥

অন্যচ্চ,—

যন্মন্ত্রিণা বিনা রাজ্যং গৃহং ধান্যাদিকং বিনা।
বিনা তারুণ্যং সৌভাগ্যং বিনা জ্ঞানং বিরাগতা॥

দুর্জ্জনানাং শান্তিঃ, পাষণ্ডানাং মতিঃ, বেশ্যানাং প্রীতিঃ, খলানাং মৈত্রী, পরাধীনস্য স্থাতব্যম্, নির্ধনস্য রোষঃ, সেবকস্য কোপঃ, স্বামিনঃ স্নেহঃ, কৃপণস্য গৃহম্, ব্যভিচারিণ্যাঃ পুরুষভক্তিঃ, তস্করাণাং যুক্তিঃ,

দিব্য সিংহাসন দৃষ্ট হইল। সেই সিংহাসন দেখিয়া ভোজরাজ পরমানন্দলহরী দ্বারা পরিপূর্ণহৃদয় হইয়া গ্রামের দিকে যখন সেই সিংহাসন উঠাইয়া লইয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইলেন,তখন উহা অত্যন্ত ভারী বোধ হইল এবং উহা উঠিল না। তৎপরে রাজা মন্ত্রীকে কহিলেন, "হে মন্ত্রিবর! কি নিমিত্ত এই সিংহাসন উঠিতেছে না? মন্ত্রী বলিলেন, "এই সিংহাসন দিব্য ও অপূর্ব্ব। বলি, হোম ও পূজাদি ব্যতিরেকে উহা তুলিতে আপনার সামর্থ্য হইবে না।" মন্ত্রীর বাক্য শুনিয়া রাজা ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের দ্বারা সমস্ত বিধান সম্পাদন করিলেন। তৎপরে সেই সিংহাসন লঘু হইয়া আপনিই উঠিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া রাজা মন্ত্রীকে কহিলেন, "হে অমাত্যপ্রবর! এই সিংহাসন তুলিতে প্রথমে আমার অসাধ্য ছিল, কিন্তু এক্ষণে আপনার বুদ্ধিপ্রভাবে আমার হস্তগত হইল। বুদ্ধিমান্‌দিগের সংসর্গলাভ সুখের নিমিত্তই হইয়া থাকে।" তখন মন্ত্রী বলিলেন, "রাজন্! শ্রবণ করুন্, যে স্বয়ং বুদ্ধিমান্ হইয়া অন্যের বুদ্ধি শ্রবণ না করে, সে সর্ব্বপ্রকারে বিনাশ পায়। আপনি সেরূপ নহেন। আপনি বুদ্ধিমান্ হইয়াও বিশ্বস্ত জনের বাক্য শ্রবণ করিয়া থাকেন, এই হেতু আপনার কোন কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটে না।" রাজা বলিলেন, যিনি অনর্থ কার্য্য নিবারণ করেন এবং আগামী বিষয় সাধন করেন, তিনিই যথার্থ মন্ত্রী। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, উপস্থিত কার্য্যের পরিচালনার্থ এবং ভবিষ্যৎ কার্য্যের সম্ভবার্থ ও অনর্থকর কার্য্যে প্রতিঘাত দিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি মনন পূর্ব্বক উপায় করিতে পারে, সেই ব্যক্তি উত্তম মন্ত্রী বলিয়া কথিত হয়।" মন্ত্রী কহিলেন, "রাজন্! স্বামীর হিতকার্য্য সাধন করা মন্ত্রীর একান্ত কর্ত্তব্য। যাঁহাদের মন্ত্রণা কার্য্যের অনুগামিনী এবং কার্য্য স্বামীর হিতানুসারী হয়, তাঁহারাই রাজমন্ত্রী হইতে পারেন। অন্য মন্ত্রিগণ কপোল-দেশ-জাত বৃথা মাংসের ন্যায় ক্লেশদায়ক, তাহারা রাজমন্ত্রীর যোগ্য নহে। আরও উক্ত আছে যে, মন্ত্রী-বিনা রাজ্য, ধান্যাদি বিনা গৃহ, যৌবন বিনা সৌভাগ্য এবং জ্ঞান বিনা বৈরাগ্য, এই সমস্তই বৃথা আর দুর্জ্জনগণের শান্তি, পাষণ্ডগণের বুদ্ধি, বেশ্যাদিগের প্রীতি, খলদিগের মিত্রতা,পরাধীনের অবস্থান,নির্ধনের রোষ, সেবকের

মূর্খাণাং সম্মতিঃ, ইত্যেতৎ সর্ব্বং কার্য্যং নিষ্ফলং জ্ঞাতব্যম্। অন্যচ্চ,—রাজ্ঞা মহতাং সেবা কর্ত্তব্যা। আপ্তানাং বচঃ শ্রোতব্যম্। দেবব্রাহ্মণাঃ পরিপালনীয়াঃ। ন্যায়মার্গেণ বর্ত্তিতব্যম্। ভো রাজন্! রাজলক্ষণোক্তা গুণাঃ সর্ব্বে ত্বয়ি বিদ্যন্তে, ত্বং সকল-রাজরাজোত্তমঃ। মন্ত্রিণাপি এবংবিধগুণগরিষ্ঠেন ভবিতব্যম্। যঃ কুলক্রিয়াতঃ কামন্দকচাণক্য-পঞ্চতন্ত্রাদি-সকলশাস্ত্রকলাভিজ্ঞশ্চ। গুণাঃ—স্বামিকার্য্যার্থমুত্তমঃ, পাপাদ্ভয়ম্, প্রজানাং সঙ্গোপনীয়ম্, পরিচারকাণাং সংযোজনীয়ম্, রাজ্ঞশ্চিত্তবৃত্ত্যনুসরণম্, সময়োচিতপরিজ্ঞানঞ্চ। অপায়কার্য্যাদ্রাজা নিবারণীয়ঃ। এবংবিধগুণযুক্তো মন্ত্রিপদযোগ্যো ভবতি। যথা—নন্দরাজমন্ত্রিণা বহুশ্রুতেন রাজ্ঞো ব্রহ্মহত্যা নিবারিতা। ভোজরাজেনোক্তম্, কথমেতৎ? মন্ত্রী বদতি,—ভো রাজন্! শ্রূয়তাং, কথয়ামি। বিশালায়াং নগর্য্যাং নন্দো নাম রাজা মহাশৌর্য্যসম্পন্নোঽভূৎ নিজভুজবলেন সর্ব্বান্ প্রত্যর্থিনৃপতীন্ পাদপদ্মোপজীবিনো বিধায় একচ্ছত্রেণ রাজ্যং করোতি স্ম। তস্য রাজ্ঞঃ জয়পালনামা পুত্রঃ, ষড়্বিধদণ্ডায়ুধসাধনাভিজ্ঞো নাম মন্ত্রী বহুশ্রুতো, ভার্য্যা ভানুমতী চ নাম আসীৎ। সা রাজ্ঞোঽতিপ্রিয়া। ভূপতিঃ সর্ব্বদা তস্যামনুরক্তঃ সুরতসুখমনুভবন্ তিষ্ঠতি স্ম। যদা সিংহাসনে উপবিশতি, তদা অর্দ্ধাঙ্গে ভানুমতীমুপবেশয়তি। ক্ষণমপি তস্যা বিয়োগং ন সহতে। একদা মন্ত্রিণা মনসি বিচারিতম্, অয়ং রাজা নির্লজ্জো ভূত্বা সভামধ্যে সিংহাসনে স্ত্রিয়মুপবেশয়তি। সর্ব্বোঽপি জনস্তাং পশ্যতি, মহদেতদনুচিতম্। যঃ কামী, স উচিতানুচিতং ন জানাতি। তথাহি—

> কিমু কুবলয়নেত্রাঃ সন্তি নো নাকনার্য্যস্ত্রিদশপতিরহল্যাং তাপসীং যঃ সিষেবে।
> হৃদয়তৃণকুটীরে দহ্যমানে স্মরাগ্নৌ, উচিতমনুচিতং বা বেত্তি কঃ পণ্ডিতোঽপি॥

যঃ স্ত্রীণাং কটাক্ষবাণৈর্যাবন্ন ভিদ্যতে তাবদেব প্রতিষ্ঠাং ধৈর্য্যঞ্চ বহতি। তথা চোক্তম্—

কোপ, স্বামীর স্নেহ, কৃপণের গৃহ, ব্যভিচারিণীগণের পতিভক্তি, চৌরগণের যুক্তি, মূর্খদিগের সম্মতি এই সমস্ত কার্য্যই নিষ্ফল জানিবেন। আরও,রাজগণের মহৎ ব্যক্তির সেবা, বিশ্বস্ত ব্যক্তিদিগের বাক্য-শ্রবণ, দেব ও ব্রাহ্মণগণপালন এবং ন্যায়মার্গে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। হে রাজন্! রাজলক্ষণোক্ত সমস্ত গুণই আপনাতে বিদ্যমান আছে, আপনি সমস্ত রাজগণের মধ্যে উত্তম। মন্ত্রীরও এই সমস্ত গুণ থাকা উচিত। যিনি কুলক্রিয়ানুসারে কামন্দক, চাণক্য ও পঞ্চতন্ত্রাদি সকলশাস্ত্রকলায় অভিজ্ঞ, তিনিই মন্ত্রী। মন্ত্রীর গুণসকল যথা—স্বামীকার্য্যার্থে উত্তম, পাপ হইতে ভয়, প্রজাদিগের মধ্যে মন্ত্রণাদি গোপন, পরিচারকদিগকে কার্য্যে যোজনা, রাজার চিত্তবৃত্তির অনুসরণ, সময়োচিত পরিজ্ঞান, অপায়কার্য্য হইতে রাজাকে নিবারণ করা, এই সমস্ত গুণ-যুক্ত হইলেই সে মন্ত্রীপদবাচ্য হয়। যেমন বহুশাস্ত্র-জ্ঞান-সম্পন্ন নন্দরাজ-মন্ত্রী ব্রহ্মহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন। তখন ভোজরাজ কহিলেন, তাহা কি প্রকার? মন্ত্রী বলিলেন, হে রাজন্! বলিতেছি,শ্রবণ করুন। বিশালা নগরীতে মহাশৌর্য্য-বীর্য্য-সমন্বিত নন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নিজ ভুজবল দ্বারা সমস্ত অরি-নৃপতিগণকে নিজ পাদপদ্মের অধীন করিয়া একচ্ছত্রে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেই রাজার জয়পাল নামে এক পুত্র, ষড়্বিধ দণ্ড ও আয়ুধাভিজ্ঞ, বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন এক মন্ত্রী এবং ভানুমতী নামে ভার্য্যা ছিল। সেই ভানুমতী রাজার অত্যন্ত প্রিয়া ছিলেন। ভূপতি সর্ব্বদা তাঁহাতে অনুরক্ত থাকিয়া সুরতসুখ অনুভব পূর্ব্বক বাস করিতে-ছিলেন। যখন রাজা সিংহাসনে বসিতেন, তখন ভানুমতীকে তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গে বসাইতেন, ক্ষণমাত্রও তাঁহার বিরহ সহ্য করিতেন না। একদিন মন্ত্রী মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, এই রাজা নির্লজ্জ হইয়া সভামধ্যে সিংহাসনে আপন স্ত্রীকে বসাইয়া থাকেন। সমস্ত লোকই তাঁহাকে দেখিয়া থাকে, সুতরাং ইহা বড় অনুচিত। যে ব্যক্তি কামী, সে উচিত বা অনুচিত বিবেচনা করিতে পারে না। উক্ত আছে যে, ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের বহুতর কমললোচনা অঙ্গনা বিদ্যমান থাকিলেও তিনি তপস্বিনী অহল্যাতে উপগত হইয়াছিলেন। যখন হৃদয়রূপ তৃণকুটীর মদনানলে দহ্যমান হইতে থাকে, তখন পণ্ডিত হইলেও কোন্ ব্যক্তি উচিত বা অনুচিত বিবেচনা করিতে পারে? মানবগণ যতক্ষণ রমণীগণের কটাক্ষ-বাণে ভিন্নহৃদয় না হয়, ততক্ষণই ধৈর্য্য ও মর্য্যাদা

তাবন্মত্তে প্রতিষ্ঠাং প্রশময়তি মনশ্চাপলং তাবদেব,
তাবৎ সিদ্ধান্তসূত্রং স্ফুরতি হৃদি পরং বিশ্বলোকৈকদীপম্।
ক্ষীরাব্ধেঃ পারবেলাবলয়বিলসিতৈর্মানিনীনাং কটাক্ষৈ-
র্যাবন্নো হন্যমানং কলয়তি হৃদয়ং দীর্ঘনীলায়তাক্ষৈঃ॥

অহো মদনস্য মাহাত্ম্যং কালজ্ঞমপি বিকলয়তি। উক্তঞ্চ—

বিকলয়তি কলাকুশলং হসতি শুচিং পণ্ডিতং বিড়ম্বয়তি।
অধীরয়তি ধীরপুরুষং ক্ষণেন মকরধ্বজো দেবঃ॥

তথা চ—

শ্রুতং সত্যং তপঃ শীলং বিজ্ঞানং তত্ত্বমুত্তমম্। ইন্ধনীকুরুতে মূঢ়ঃ প্রবিশ্য বনিতানলে।
ইতিবৃত্তং বলস্যান্তং স্বকুলস্যাপি লাঞ্ছনম্। মরণঞ্চ সমীপস্থং কামী লোকো ন পশ্যতি॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য একদাবসরং প্রাপ্য রাজানমব্রবীৎ,ভো রাজন্! কিঞ্চিদ্বিজ্ঞাপ্যমস্তি। রাজ্ঞোক্তম্,কিন্তদ্ ব্রূহি। মন্ত্রিণোক্তম্,যদেতদ্ভানুমতী সভা-অসূর্য্যম্পশ্যা রাজদারা ইতি শাস্ত্রকারবচনম্। অত্র নানাবিধো জনঃ সমাগত্য তাং পশ্যতি। রাজ্ঞোক্তম্, সর্ব্বমপি জানামি, কিং করোমি। মম মহতী প্রীতিরস্যাম্। ইমাং বিহায় ক্ষণং স্থাতুং ন মন্ত্রিণোক্তম্, তর্হি এবং ক্রিয়তাম্। রাজ্ঞোক্তম্, কিং তন্নিরূপ্যতাম্। তেনোক্তম্, চিত্রকারমাহূয় তেন পটস্যোপরি ভানুমত্যা রূপং লেখয়িত্বা পুরস্থিতে ভিত্তিপ্রদেশে সংঘট্য তস্যাঃ স্বরূপং দ্রষ্টব্যম্। তদ্বচনং রাজ্ঞশ্চিত্তে লগ্নম্। ততো রাজা চিত্রকারমাহূয়োক্তবান্, ভো চিত্রকার! ভানুমত্যা রূপং প্রথমং চিত্রে লেখনীয়ম্। চিত্রকারেণোক্তম্, ভো দেব! তস্যাহং রূপং প্রত্যক্ষং বিলোক্য পশ্চাদ্যথাবয়বং বিলিখিষ্যামি। তচ্ছ্রুত্বা রাজ্ঞা ভানুমতী আকারিতা, তস্মৈ দর্শিতা চ। স তু তাং বিলোক্য পদ্মিনী স্ত্রী ইয়মিতি বিজ্ঞায় পদ্মিনীলক্ষণযুক্তাং বিলিলেখ। পদ্মিনীলক্ষণং যথা—

বহন করিতে পারে। উক্ত আছে যে, মানবগণ যাবৎ মানিনী রমণীগণের লীলায়ত সুদীর্ঘ লোচনের ক্ষীর সমুদ্রপারের বেলা-মণ্ডলের বিলাস-বিশিষ্ট কটাক্ষ দ্বারা বিদ্ধ হৃদয় ধারণ না করে, তাবৎই আপন ধৈর্য্যধারণ ও মানস-চাঞ্চল্যের শান্তি করিতে পারে এবং বিশ্বলোকের প্রদীপস্বরূপ সিদ্ধান্তসূত্র তাহাদের হৃদয়মধ্যে প্রস্ফুরিত হয়। কি আশ্চর্য্য! মদনের মাহাত্ম্য কালজ্ঞ ব্যক্তিকেও বিকল করিয়া থাকে। উক্ত আছে যে, দেব মকরকেতন ক্ষণমাত্রেই কলা-শাস্ত্রে কুশল ব্যক্তিকেও বিকল করেন, শুচি ব্যক্তির প্রতি হাস্য করেন, পণ্ডিতের বিড়ম্বনা করেন, ধীর পুরুষকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। আরও উক্ত আছে যে, মদনমূঢ় ব্যক্তিগণ বনিতানলে প্রবেশ করিয়া বেদাভ্যাস, সত্য, তপস্যা, শীল, বিজ্ঞান, উত্তম তত্ত্ব এই সমস্তই ঐ অনলের কাষ্ঠীভূত করিয়া থাকে। কামুক ব্যক্তিবর্গ ইতিবৃত্ত, বলসীমা, স্বকুলের লাঞ্ছনা এবং নিকট মরণ এই সমস্তের কিছুই দেখিতে পায় না। এইরূপ চিন্তা করিয়া মন্ত্রী একদিন অবসর পাইয়া রাজাকে কহিলেন, হে রাজন্! আপনাকে জানাইবার কোন বিষয় আছে। রাজা বলিলেন, কি, তাহা বল। মন্ত্রী বলিলেন, ভানুমতী যে সভামধ্যে আপনার অর্দ্ধাসনে উপবেশন করেন, ইহা অতিশয় অনুচিত বিষয়। রাজমহিষী অসূর্য্যম্পশ্যা, ইহা শাস্ত্রকারদিগের বাক্য। এখানে নানাবিধ ব্যক্তিগণ আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করে। রাজা বলিলেন, সকলই জানি, কি করি, ভানুমতীতে আমার অতিশয় প্রীতি, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্রও অবস্থিতি করিতে পারি না। মন্ত্রী বলিলেন, তবে এইরূপ করুন্। রাজা বলিলেন, কি, তাহা নিরূপণ করুন্। মন্ত্রী বলিলেন, চিত্রকর দ্বারা পটের উপর ভানুমতীর রূপ লিখিয়া সম্মুখস্থ ভিত্তিতে তাহা রাখিয়া দিয়া তাঁহার রূপ দর্শন করিবেন। মন্ত্রীর বাক্য রাজার চিত্ত আকর্ষণ করিল। তখন রাজা চিত্রকরকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে চিত্রকর! তুমি ভানুমতীর রূপ চিত্রে অঙ্কিত কর। চিত্রকর বলিল, হে দেব! আমি প্রথমে তাঁহার রূপ প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া পরে যেখানে যেরূপ অবয়ব, সেইরূপেই অঙ্কিত করিব। তাহা শুনিয়া রাজা ভানুমতীকে আহ্বান করিয়া চিত্রকরকে দেখাইলেন। সে তাঁহাকে দেখিয়া, ইনি পদ্মিনী স্ত্রী, এইরূপ মনে করিয়া, পদ্মিনী-লক্ষণযুক্ত করিয়া

কমলমুকুলমৃদ্বী ফুল্লরাজীবগন্ধা, সুরতপয়সি যস্যাঃ সৌরভং দিব্যমঙ্গে।
চকিতমৃগসনাভে প্রান্তরক্তে চ নেত্রে, স্তনযুগলমনর্ঘং শ্রীফলশ্রীবিড়ম্বি॥
তিলকুসুমসমানাং বিভ্রতী নাসিকাং স্বাং, দ্বিজসুরগুরুপূজাং শ্রদ্দধানা সদৈব।
কুবলয়দলকান্তিঃ কাপি চাম্পেয়গৌরা, বিকচকমলকোষা কামিনী কান্তবক্ত্রা॥
ব্রজতি মৃদু সলীলং রাজহংসীব তন্বী, ত্রিবলীললিতমধ্যা হংসবাণী সুবেশা।
মৃদু লঘু শুচি ভুঙ্‌ক্তে রাজহংসী সুকেশী, ধবলকুসুমবাসোবল্লভা পদ্মিনী সা॥

এবমুক্তলক্ষণযুক্তং তস্যা রূপং লিখিত্বা রাজ্ঞো হস্তে সমর্পিতবান্। রাজাপি তত্র চিত্রলিখিতাং তাং দৃষ্ট্বা অতিসন্তুষ্টস্তস্মৈ চিত্রকারায় উচিতং দদৌ। তদনন্তরং শারদানন্দেন রাজগুরুণা চিত্রপটলিখিতাং ভানুমতীং দৃষ্ট্বা চিত্রকং প্রতি ভণিতম্, ভো চিত্রক! ভানুমত্যাঃ সর্ব্বং লক্ষণং লিখিতং,পরমেকং বিস্মৃতং ত্বয়া। তেনোক্তম্, ভো স্বামিন্! কিং বিস্মৃতং কথয়? শারদানন্দেনোক্তম্, তস্যা বামজঘনস্থলে তিলকসদৃশো মৎস্যোঽস্তি, স ন লিখিতস্ত্বয়া। রাজাপি শারদানন্দবচনং শ্রুত্বা তৎপ্রত্যয়নিরীক্ষণার্থং যাবৎ সুরতসময়ে তস্যা বামজঘনং পশ্যতি,তাবত্তিলকসদৃশো মৎস্যো দৃষ্টঃ। তং দৃষ্ট্বা রাজা স্বমনসি অচিন্তয়ৎ। কথমস্যা গুহ্যদেশে স্থিতং মৎস্যং দৃষ্টবান্। সর্ব্বথানয়া সহ সংসর্গো বিদ্যতে। অন্যথা কথমেতদনেন জ্ঞাতম্। স্ত্রীণাং বিষয়ে পাপসন্দেহঃ কর্ত্তব্যঃ॥

তথাচ—

জল্পন্তি সার্দ্ধমন্যেন পশ্যন্ত্যন্যং সবিভ্রমা। হৃদয়ে চিন্তয়ন্ত্যন্যং ন স্ত্রীণামেকতো রতিঃ॥
নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠৌঘৈর্নাপগাভির্মহোদধিঃ। নান্তকঃ সর্ব্বভূতৈশ্চ ন পুংভির্বামলোচনা॥
স্থানং নাস্তি ক্ষণং নাস্তি নাস্তি প্রার্থয়িতা জনঃ। ইত্থং নারদ নারীণাং পাতিব্রত্যং হি কল্পতে॥

অঙ্কিত করিতে লাগিল। পদ্মিনীর লক্ষণ যথা—যে রমণীর দেহ কমলকোরকের ন্যায় মৃদু, যাহার গাত্রগন্ধ প্রফুল্লকমল তুল্য,অঙ্গে দিব্য সৌরভ, যাহার সুরতরসে সুগন্ধ, যাহার নেত্রযুগল চকিত হরিণ-সদৃশ এবং প্রান্তদেশ রক্তবর্ণ, স্তনযুগল বিল্বফলতুল্য শোভাকর ও অত্যুচ্চ এবং যাহার নাসিকা তিলপুষ্পের ন্যায়, যে নারী সর্ব্বদাই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দ্বিজ, দেবতা ও গুরুপূজা করিয়া থাকে, চম্পকের ন্যায় গৌরবর্ণা, কান্তি কুবলয়দলের ন্যায়,মনোহর পত্রবিশিষ্ট প্রফুল্ল কমলের ন্যায় যাহার অঙ্গবিশেষ, যে নারী ক্ষীণাঙ্গী ও রাজহংসীর ন্যায় লীলাবিলাসসহিত মৃদুমন্দগমনা,হংসের ন্যায় বাণীবিশিষ্টা,যাহার মধ্যদেশে মনোহর ত্রিবলি, কেশ মনোহর,এইরূপ সুকেশসম্পন্না এবং যে নারী মৃদু, লঘু ও শুচি আহার করে,যে রমণী ধবলকুসুমতুল্য বসন ভালবাসে, তাহাকে পদ্মিনী স্ত্রী কহে। এইরূপে উক্ত লক্ষণযুক্ত ভানুমতীর রূপ চিত্রিত করিয়া চিত্রকর রাজার হস্তে সমর্পণ করিল। রাজাও তথায় চিত্রলিখিতা ভানুমতীকে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং চিত্রকরকে সমুচিত পুরস্কার প্রদান করিলেন। তদনন্তর রাজপুরোহিত শারদানন্দ চিত্রপটলিখিত ভানুমতীকে দেখিয়া চিত্রকরকে কহিলেন, হে চিত্রকর! ভানুমতীর সমস্ত লক্ষণই লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তুমি একটী ভুলিয়া গিয়াছ। চিত্রকর বলিল, হে প্রভো! কি ভুলিয়াছি বলুন্। শারদানন্দ বলিলেন, তাঁহার বামজঘনস্থলে তিলকসদৃশ মৎস্যচিহ্ন আছে, তাহা তুমি লিখ নাই। রাজাও শারদানন্দের বাক্য শুনিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত সুরতকার্য্যের সময় যখন তাঁহার বামজঘন দেখিলেন, অমনি তিলক-সদৃশ মৎস্য-চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তাহা দেখিয়া রাজা মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, শারদানন্দ ইহার গুহ্যদেশস্থিত মৎস্যচিহ্ন কিরূপে দেখিতে পাইলেন? তাহাতে সর্ব্বদাই বোধ হয় যে, ইহার সহিত তাহার সংসর্গ ঘটিয়াছে। তাহা না হইলে কিরূপে সে ইহা জানিতে পারিবে? স্ত্রীদিগের বিষয়ে পাপসন্দেহ করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, নারীগণ একজনের সহিত কথা বলে ও বিলাস সহকারে অন্যব্যক্তিকে নিরীক্ষণ করে এবং হৃদয়ে অন্য ব্যক্তিকে চিন্তা করিয়া থাকে, অতএব স্ত্রীদিগের রতি এক স্থানে স্থির থাকে না। অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশি দ্বারা এবং সমুদ্র যেমন নদীসমূহ দ্বারা ও অন্তক যেমন সমস্ত জীব দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ কামিনীগণও পুরুষ-সমূহ দ্বারা কদাচই পরিতৃপ্ত হয় না। শাস্ত্রে উক্ত আছে, হে নারদ! সময় নাই, নির্জ্জন স্থান নাই এবং প্রার্থনাকারী মনুষ্যও নাই, এই সমস্ত কারণেই নারীগণের পাতিব্রত্যধর্ম্ম

যো মোহান্মন্যতে মূর্খো রক্তেয়ং ময়ি কামিনী। স ভবেৎ বশগস্তস্যা নৃত্যক্রীড়াশকুন্তবৎ॥
তাসাং বাক্যানি স্বল্পানি তথ্যানি সুগুরূণ্যপি। করোতি যঃ কৃতী লোকে লঘুত্বং তস্য নিশ্চিতম্॥
অলক্তকো যথা রক্তো নিষ্পীড্য পুরুষস্তথা। অবলাভির্বলাদ্রক্তঃ পাদমূলে নিপাত্যতে॥

ইত্যেবং বিচার্য্য মন্ত্রিণমাহূয় পূর্ব্ববৃত্তান্তমকথয়ৎ। মন্ত্রিণাপি তৎসময়ে তচ্চিত্তানুকূলং যথা তথা ভণিতম্, ভো রাজন্! কস্য চেতসি কীদৃগ্ বিধমস্তি, তৎ কেন জ্ঞায়তে? সর্ব্বথা সত্যং ভবিতুমর্হত্যয়ং বৃত্তান্তঃ। রাজ্ঞা ভণিতম্, ভো মন্ত্রিন্! যদি মম ত্বং প্রিয়স্তর্হি অমুং শারদানন্দং মারয়। মন্ত্রিণাপি তথাস্ত্বিতি উক্ত্বা লোকানাং পুরতো ধৃতঃ শারদানন্দো বদ্ধশ্চ। তস্মিন্নবসরে শারদানন্দেন ভণিতম্, অহো! রাজা ন কস্যাপি প্রিয়ো ভবতীতি লোকোক্তিঃ সত্যা। তথাহি—

কোঽর্থান্ প্রাপ্য ন গর্ব্বিতো বিষয়িণঃ কস্যাপদোঽস্তং গতাঃ,
স্ত্রীভিঃ কস্য ন খণ্ডিতং ভুবি মনঃ কো নাম রাজ্ঞাং প্রিয়ঃ।
কঃ কালস্য ন গোচরত্বমগমৎ কোঽর্থী গতো গৌরবম্,
কো বা দুর্জ্জনবাগুরাসু পতিতঃ ক্ষেমেণ জাতঃ পুমান্॥
কাকে শৌচং দ্যূতকারে চ সত্যং, ক্লীবে শৌর্য্যং মদ্যপেস্তত্ত্বচিন্তা।
সর্পে ক্ষান্তিঃ স্ত্রীষু কামোপশান্তিঃ, রাজা মিত্রং কেন দৃষ্টং শ্রুতং বা॥

রাজা যস্মৈ ক্রুধ্যতি স শুচিরপ্যশুচির্ভবতি। তথা চোক্তম্,—

শুচিরশুচিঃ পটুরপটুঃ শূরো ভীরুশ্চিরায়ুরল্পায়ুঃ।
কুলজঃ কুলেন হীনো ভবতি নরো নরপতেঃ ক্রোধাৎ॥

ততো মন্ত্রিণা বধস্থানং প্রতি নীয়মানঃ শ্লোকমপঠৎ;—

বনে রণে শত্রুজলাগ্নিমধ্যে, মহার্ণবে পর্ব্বতমস্তকেযু।
সুপ্তং প্রমত্তং বিষমং স্থিতং বা, রক্ষন্তি পুণ্যানি পুরাকৃতানি॥

কল্পিত হইয়াছে। যে মূঢ়ব্যক্তি মোহবশে বিবেচনা করে যে, এই রমণী আমার প্রতি অনুরক্ত আছে, সেই ব্যক্তি নৃত্যক্রীড়নকময়ূরাদির ন্যায় তাহার বশীভূত হইয়া পড়ে, ফলতঃ নারীজাতি কাহারও প্রতি চিরানুরাগিণী হইবার নহে। যে কৃতী ব্যক্তি তাহাদের গুরুতর ও যথার্থস্বরূপ বাক্যানুসারেও কার্য্য করে, সে লোকমধ্যে নিশ্চয়ই লঘুতা প্রাপ্ত হয়। অবলাগণ রক্তবর্ণ অলক্তকের ন্যায় অনুরক্ত পুরুষদিগকে নিপীড়িত করিয়া পাদমূলে নিবেশিত করিয়া থাকে। রাজা এইরূপ বিচারপূর্ব্বক মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। মন্ত্রীও সেই সময়ে রাজার চিত্তের অনুকূলভাবে বলিলেন, হে রাজন্! কাহার মনে কি আছে, তাহা কিরূপে জানা যাইবে? এই বৃত্তান্ত সর্ব্বথা সত্যও হইতে পারে। রাজা বলিলেন, হে মন্ত্রিন! যদি তুমি আমার প্রিয় হও, তবে এই শারদানন্দের প্রাণ বিনাশ কর। মন্ত্রী তথাস্তু বলিয়া লোকের সমক্ষে শারদানন্দকে ধৃত করিয়া বদ্ধ ক রি সময়ে শারদানন্দ বলিতে লাগিলেন, হায়! রাজা কাহারও প্রিয় নহেন, এই লোকোক্তি সর্ব্বদাই সত্য। উক্ত আছে যে, কোন্ ব্যক্তি অর্থ পাইয়া গর্ব্বিত না হয়? কোন্ বিষয়ী ব্যক্তি আপদে পতিত না হয়? ভূতলে স্ত্রীজাতি দ্বারা কাহার মন খণ্ডিত না হয়? কোন্ ব্যক্তি রাজার প্রিয় হয়? কোন্ ব্যক্তি কামের গোচরীভূত না হয়? কোন্ যাচক গৌরব প্রাপ্ত হয় এবং কোন্ ব্যক্তি দুর্জ্জনের কূটজালে নিপতিত হইয়া মঙ্গল সহকারে উদ্ধার পাইতে পারে? কাকে শৌচ, দ্যূতকারে সত্য, ক্লীবে শূরতা, মদ্যপে তত্ত্বচিন্তা, সর্পে ক্ষমা, স্ত্রীজনে কামোপশান্তি এবং রাজাতে মিত্রতা কেহ কখনও দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই। রাজা যাহার প্রতি ক্রোধান্বিত হন, সে শুচি হইলেও অশুচি হয়। উক্ত আছে যে, নরপতির ক্রোধ হেতু মানবগণ শুচি হইলেও অশুচি, পটু হইলেও অপটু, শূর হইলেও ভীরু, দীর্ঘায়ু হইলেও অল্পায়ু এবং কুলজ হইলেও কুলহীন হয়। তৎপরে মন্ত্রী বধ্যস্থানের দিকে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলে শারদানন্দ এই শ্লোক পাঠ করিলেন। পুরাকৃত পুণ্যসমূহ বন ও রণমধ্যে, জল ও অগ্নিমধ্যে, মহাসমুদ্রে অথবা পর্ব্বতমস্তকে, সুপ্ত, প্রমত্ত অথবা বিষমরূপে অবস্থিত ব্যক্তিকেও রক্ষা করিয়া থাকে।

মন্ত্রিণা স্বমনসি বিচারিতম্, অহো! এতৎ সত্যং বা মিথ্যা বা কিমর্থং ব্রাহ্মণবধঃ ক্রিয়তে? মহদনুচিতমেতদিতি শারদানন্দমন্যৈরজ্ঞাতং গুপ্তভবনং নীত্বা ভূগর্ভে নিক্ষিপ্য রাজানং প্রত্যাগত্য ভণিতম্, ভো রাজন্! অনুষ্ঠিতা তবাজ্ঞা। রাজ্ঞা সাধু কৃতমিতি ভণিতম্।

তদনন্তরমেকদা রাজকুমারঃ আখেটার্থং বনং প্রতি নির্গতঃ। নির্গমনসময়েঽপশকুনোঽভূৎ। স যথা—

অকালবৃষ্টিঃ শবসূতকঞ্চ, নির্ঘাত উল্কা-পতনং তথৈব।
ইত্যাদ্যনিষ্টানি ততো বভূবুর্নিবারণার্থং সুহৃদো বচশ্চ॥

তস্মিন্নবসরে মন্ত্রিপুত্রেণ বুদ্ধিসাগরেণোক্তম্, ভো জয়পাল! অদ্য আখেটং মা গচ্ছ, মহানপশকুনো দৃশ্যতে। ততো জয়পালেনোক্তম্, অপশকুনস্য প্রতীতির্নাস্তি। তেনোক্তম্, ভো রাজকুমার! বুদ্ধিমতা পুরুষেণানিষ্টোঽপশকুনঃ প্রত্যয়েন দ্রষ্টব্যঃ। উক্তঞ্চ—

ন বিষং ভক্ষয়েৎ প্রাজ্ঞো ন ক্রীড়েৎ পন্নগৈঃ সহ।
ন নিন্দেৎ যোগিনাং বৃন্দং ব্রহ্মদ্বেষং ন কারয়েৎ॥

ইতি তেন নিবারিতোঽপি তদ্বচনমনাদৃত্য রাজপুত্রো নির্গতঃ। পুনর্নির্গমনসময়ে তেন ভণিতম্, ভো জয়পাল! তব বিনাশকালঃ সমায়াতঃ, অন্যথৈবং বুদ্ধির্নোৎপদ্যতে। তথা চোক্তম্—

নীতা ন কেনাপি ন দৃষ্টপূর্ব্বা, ন শ্রূয়তে হেমময়ী কুরঙ্গী।
তথাপি তৃষ্ণা রঘুনন্দনস্য, বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ॥

উপার্জ্জিতানাং কর্ম্মণামুপভোগং বিনা কথং বিনাশঃ স্যাৎ?

সদ্ভাবো নাস্তি বেশ্যানাং স্থিরতা নাস্তি সম্পদাম্।
বিবেকো নাস্তি মূর্খাণাং বিনাশো নাস্তি কর্ম্মণাম্॥

ততো রাজকুমারো বনং গত্বা বহূন্ শ্বাপদান্ ব্যাপাদ্য কৃষ্ণসারং দৃষ্ট্বা তদনুগতো মহদরণ্যং প্রবিষ্টো যাবৎ পশ্যতি, তাবৎ সর্ব্বোঽপি সৈন্যবর্গো নগরমার্গে লগ্নঃ। কৃষ্ণসারোঽপি তত্রাদৃশ্যো জাতঃ স্বয়মেকাকী তুরগারূঢ়ঃ সরোবরস্য অগ্রে বনমপশ্যৎ। তত্রাশ্বাদবতীর্ণো বৃক্ষশাখায়ামশ্বং নিবধ্য জলপানং বিধায় যাবদ-

তখন মন্ত্রী মনে মনে বিচার করিলেন যে, এই বিষয় সত্যই হউক এবং মিথ্যাই হউক, ব্রাহ্মণবধ করা একান্তই অবিধেয়, ইহা অত্যন্ত গর্হিত, এই ভাবিয়া শারদানন্দকে অন্যের অজ্ঞাত গুপ্ত ভবনমধ্যে লইয়া গিয়া পৃথিবীর অন্তর্ভাগে রাখিয়া দিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজাকে কহিলেন, হে রাজন্! আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিলাম। রাজা বলিলেন, উত্তম হইয়াছে। তদনন্তর একদিন রাজকুমার মৃগয়া করিবার নিমিত্ত বনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নির্গমনসময়ে নানাবিধ অমঙ্গল দৃষ্ট হইতে লাগিল। যথা—অকাল বৃষ্টি, শবসূতক, বজ্রপাত, উল্কাপতন, সুহৃদের নিবারণবাক্য, এই সকল অনিষ্ট দর্শন যাত্রাকালে অমঙ্গলসূচক হইয়া থাকে। সেই সময়ে বুদ্ধিসাগর নামক মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, হে জয়পাল! আপনি অদ্য মৃগয়ায় যাইবেন না, মহৎ অলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। তখন জয়পাল বলিলেন, দুর্লক্ষণ-সকলে আমার প্রত্যয় নাই। বুদ্ধিসাগর বলিলেন, হে রাজপুত্র! অনিষ্টকর দুর্লক্ষণ প্রত্যয় সহকারে দর্শন করা বুদ্ধিমান্ পুরুষগণের একান্তই কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিষ ভক্ষণ, বিষধরের সহিত ক্রীড়া, যোগিগণকে নিন্দা এবং ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বেষ করিবেন না। এইরূপে মন্ত্রিপুত্র নিবারণ করিলেও কুমার তাঁহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক মৃগয়ায় গমন করিলেন। নির্গমনকালে মন্ত্রিপুত্র পুনর্ব্বার বলিলেন, হে জয়পাল! আপনার বিনাশকাল উপস্থিত, তাহা না হইলে এরূপ বুদ্ধির উদয় হইত না। উক্ত আছে যে, পূর্ব্বে কেহ কখনও কাঞ্চনময়ী কুরঙ্গী দেখে নাই এবং প্রাপ্তও হয় নাই, তথাপি রঘুনন্দনের কাঞ্চনমৃগীর নিমিত্ত তৃষ্ণা জন্মিয়াছিল; অতএব বিবেচনা হয় যে, বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে। উপার্জ্জিত কর্ম্মসমূহের ভোগ ব্যতিরেকে সে সকলের বিনাশ হয় না। বেশ্যাদিগের সদ্ভাব নাই এবং সম্পদের স্থিরতা নাই, মূর্খদিগের বিবেচনা নাই এবং কৃতকর্ম্মেরও বিনাশ নাই। তদনন্তর রাজকুমার মৃগয়ায় যাইয়া বহুতর শ্বাপদ বধ করিয়া একটী কৃষ্ণসার দর্শন পূর্ব্বক তাহার অনুগামী হইয়া মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ক্ষণকাল পরে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, সমস্ত সৈন্য নগরমার্গে চলিয়া গিয়াছে। তখন কৃষ্ণসারও অদৃশ্য হইল। পরে একাকী অশ্বারূঢ় হইয়া এক সরোবরের অগ্রে বন দর্শন করিলেন। সেই স্থানে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া বৃক্ষশাখায় অশ্ব বন্ধনপূর্ব্বক

বৃক্ষাধঃস্বস্বচ্ছায়ায়ামুপবিশতি, তাবদতিভয়ঙ্করঃ কশ্চিদ্ব্যাঘ্রঃ সমাগতঃ। তং ব্যাঘ্রং দৃষ্ট্বাশ্বো বন্ধনং ত্রোটয়িত্বা পলায়মানো নগরমার্গমগমৎ। রাজকুমারোঽপি ভয়াদ্বেপমানঃ শাখামবলম্ব্য বৃক্ষমারূঢ়ঃ ভল্লকং দৃষ্ট্বা পুনরত্যন্তং ভয়ং প্রাপ্তঃ। অথ তেন ভল্লূকেন ভণিতম্, ভো রাজকুমার! ত্বং মা ভৈষীঃ অদ্য মম শরণাগতস্ত্বং, অতএবাহং কিমপ্যনিষ্টং ন করিষ্যামি। মাং বিশ্বস্য ব্যাঘ্রাদপি ন ভেতব্যম্। রাজকুমারেণ ভণিতম্. ভো ঋক্ষরাজ! অহং তব শরণাগতঃ, বিশেষতো ভয়ভীতঃ, অতো মহৎ পুণ্যং শরণাগতরক্ষণাৎ ভবতি।

একতঃ ক্রতবঃ সর্ব্বে সহস্রবরদক্ষিণাঃ।
একতো ভয়ভীতানাং প্রাণিনাং প্রাণরক্ষণম্॥

তদা ভল্লূকেন সমাশ্বাসিতো রাজপুত্রঃ ব্যাঘ্রোঽপি বৃক্ষাধঃ সমায়াতঃ। ততঃ সূর্য্যোঽপ্যস্তং গতঃ। রাত্রাবতিশ্রান্তং রাজপুত্রং যাবৎ নিদ্রা সমায়াতি, তদা ভল্লূকেনোক্তম্, বৃক্ষাধঃ পতিষ্যসি, এহি মমাঙ্কে নিদ্রাং কুরু, এবমুক্তস্য ভল্লূকস্যাঙ্কে নিদ্রাং গতো রাজপুত্রঃ। তদা ব্যাঘ্রো বদতি, ভো ভল্লূক! অয়ং গ্রামবাসী, পুনরপি মৃগয়ায়ামস্মান্ নিহনিষ্যতি শত্রুরয়ং, কিমর্থমঙ্কে নিবেশিতঃ। যতোঽয়ং মানুষঃ। উক্তঞ্চ—

মানুষেষু কৃতং নাস্তি তির্য্যগ্‌যোনিষু যৎ কৃতম্।
ব্যাঘ্রবানরসর্পাণাং ভাষিতং ন কৃতং ময়া॥

ত্বয়োপকৃতোঽপ্যয়মপকারমেব করিষ্যতি, তস্মাদমুমধঃ পাতয়। অহমেনং ভক্ষয়িত্বা সুখেন গমিষ্যামি। ত্বমপি নিজাশ্রমং গচ্ছ। ভল্লূকেনোক্তম্, অয়ং যাদৃশোঽপি ভবতু, পরং মম শরণাগতঃ। অমুং ন পাতয়িষ্যামি। শরণাগতমারণে মহৎ পাপম্।

বিশ্বাসঘাতকাশ্চৈব শরণাগতঘাতকাঃ।
বসন্তি নরকে ঘোরে যাবদাহুতসংপ্লবম্॥

তদনন্তরং রাজপুত্রো বিনিদ্রো জাতঃ। ভল্লূকেনোক্তং, ভো রাজকুমার! অহং ক্ষণং নিদ্রাং

জলপান করিয়া যেমন বৃক্ষের অধঃস্থিত ছায়ায় উপবেশন করিলেন, অমনি অতিশয় ভয়ঙ্কর এক ব্যাঘ্র উপস্থিত হইল। সেই ব্যাঘ্র দেখিয়া অশ্ববর বন্ধনরজ্জু ছিঁড়িয়া নগরমার্গে গমন করিল। রাজকুমারও ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে শাখা ধরিয়া বৃক্ষের উপর আরোহণ করিলেন। সেই বৃক্ষে ইতিপূর্ব্বে এক ভল্লূক উঠিয়াছিল, রাজপুত্র সেই ভল্লূককে দেখিয়া পুনর্ব্বার অত্যন্ত ভয় প্রাপ্ত হইলেন। তখন ভল্লূক বলিতে লাগিল, হে রাজকুমার! তুমি ভয় করিও না, অদ্য তুমি আমার শরণাগত; অতএব আমি তোমার কিছুই অনিষ্ট করিব না, আমাকে বিশ্বাস কর এবং ব্যাঘ্র হইতে কিছুমাত্র ভয় করিও না। রাজকুমার বলিলেন, ঋক্ষরাজ! অদ্য আমি শরণাগত, বিশেষতঃ ভয়ে ভীত; অতএব শরণাগত-রক্ষণ-হেতু তোমার মহৎ পুণ্য হইবে। উক্ত আছে যে, একদিকে উত্তম দক্ষিণাবিশিষ্ট সহস্র যজ্ঞসমূহ এবং অন্য দিকে ভয়ভীত প্রাণিদিগের প্রাণরক্ষা, এই উভয়ের ফলই সমান। তখন ভল্লূক রাজপুত্রকে আশ্বাস প্রদান করিল। ব্যাঘ্র বৃক্ষতলে থাকিল। রাত্রি সমাগত হইলে অতিশ্রান্ত রাজপুত্র যখন নিদ্রা যাইতে আরম্ভ করিলেন, অমনি ভল্লূক বলিল, "বৃক্ষের তলায় পড়িবে, আইস, আমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাও।" এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র ভল্লূকের ক্রোড়ে নিদ্রিত হইলেন। তখন ব্যাঘ্র বলিল, হে ভল্লূক! এই রাজপুত্র গ্রামবাসী, পুনরায় মৃগয়ায় আসিয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবে, অতএব এ ব্যক্তি আমাদের শত্রু, কি জন্য তুমি ইহাকে ক্রোড়ে লইয়াছ? যেহেতু, এ ব্যক্তি মানুষ। উক্ত আছে যে, তির্য্যগ্‌যোনিতেও যে সকল কার্য্য আছে, মনুষ্যজাতিতে তাহা নাই। তুমি ইহার উপকার করিলেও এ ব্যক্তি তোমার অপকারই করিবে; অতএব উহাকে অধঃপাতিত কর। আমি ইহাকে ভক্ষণ করিয়া সুখে গমন করি; তুমিও আপন আলয়ে গমন কর। ভল্লূক বলিল, এ ব্যক্তি যেরূপ হউক, আমার শরণাগত, ইহাকে আমি ফেলিয়া দিব না। শরণাগত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিলে মহৎ পাপ হয়। বিশ্বাসঘাতক ও শরণাগতঘাতক এই উভয়ই প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ঘোরতর নরকে বাস করিয়া থাকে। তদনন্তর রাজপুত্র জাগরিত হইলেন, তখন ভল্লূক বলিল, রাজকুমার! আমি ক্ষণকাল নিদ্রা

করিষ্যামি, ত্বমপ্রমত্তস্তিষ্ঠ। তেনোক্তম্, তথা ভবতু। ততো ভল্লূকো রাজপুত্রসমীপে নিদ্রাং গতঃ। তদা ব্যাঘ্রেণোক্তম্, ভো রাজকুমার! ত্বমস্য বিশ্বাসং মা কুরু, যতোঽয়ং নখায়ুধঃ। উক্তঞ্চ—

নদীনাঞ্চ নখীনাঞ্চ শৃঙ্গিনাং শস্ত্রপাণিনাম্। বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ॥

অয়ঞ্চ চলচ্চিত্তো দৃশ্যতে। তস্মাদস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ॥

ক্ষণং তুষ্টাঃ ক্ষণং রুষ্টা রুষ্টাস্তুষ্টাঃ ক্ষণে ক্ষণে। অব্যবস্থিতচিত্তানাং প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ॥

অয়ং ত্বাং মত্তো রক্ষিত্বা স্বয়মত্তুমিচ্ছতি। অতস্ত্বমমুং ভল্লূকমধঃ পাতয়, অহমেনং ভক্ষয়িত্বা গমিষ্যামি, ত্বমপি নিজাগারং গচ্ছ। তৎ শ্রুত্বা রাজপুত্রো যাবৎ তমধঃ পাতয়তি, তাবদ্ভল্লূকো বৃক্ষাৎ পতনমন্তরা শাখামন্যামবলম্বিতবান্। পুনস্তং দৃষ্ট্বা রাজপুত্রো ভয়মাপ। ভল্লূকোঽবদৎ, ভো পাপিষ্ঠ! কিমর্থং বিভেষি, যৎ পুরার্জ্জিতং কর্ম্ম তৎ ত্বয়া ভোক্তব্যমস্তি। তর্হি ত্বং সসেমিরা ইতি বদন্ পিশাচো ভব। ইতি শাপং দত্তবান্। ততঃ প্রভাতমাসীৎ। ব্যাঘ্রস্তস্মাৎ স্থানাৎ নির্গতঃ ভল্লূকোঽপি রাজকুমারং শপ্ত্বা নিজস্থানমগাৎ। রাজকুমারোঽপি "সসেমিরা" ইতি বদন্ পিশাচো ভূত্বা বনং পরিভ্রমতি স্ম। রাজপুত্রস্য তুরগো রাজপুত্রেণ বিনা নগরমগমৎ। তদা অশ্বং শূন্যং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞোঽগ্রে কেবলমাগতমশ্বমাচখ্যুঃ। ততো রাজা মন্ত্রিণমাহূয় ভণতি স্ম, ভো মন্ত্রিন্! যদা কুমারো মৃগয়ার্থং বনং প্রতি নির্গতঃ, তদা মহানপশকুন আসীৎ। তমুল্লঙ্ঘ্য নির্গতস্তস্য প্রত্যয়ো জ্ঞাতঃ তেনারূঢ়োঽশ্বঃ শূন্যঃ সন্ বনাদাগতঃ। অতস্তন্মার্গনার্থং বনং প্রতি গমিষ্যামঃ। তেনোক্তম্, দেব! তথা কর্ত্তব্যম্। ততো রাজা মন্ত্রিণা পরিবারেণ চ সহ যেন মার্গেণ স গতঃ, তেনৈব মার্গেণ বনং গতঃ। বনমধ্যে পরিভ্রমন্তং "সসেমিরা" ইতি বদন্তং পুত্রং পিশাচীভূতং দৃষ্ট্বা মহাশোকসাগরে নিমগ্নস্তমাদায় স্বপুরমগমৎ। মণিমন্ত্রৌষধিজ্ঞান্ আহূয় তৈশ্চিকিৎসিতোঽপি ন স্বস্থো বভূব। তস্মিন্নবসরে রাজা মন্ত্রিণমবদৎ, ভো মন্ত্রিন্! অস্মিন্নবসরে

যাইব, তুমি অপ্রমত্ত হইয়া সাবধানে অবস্থিতি কর। রাজপুত্র বলিল, আমি তাহাই করিব। তৎপরে ভল্লূক রাজপুত্রের নিকটে নিদ্রিত হইল। তখন ব্যাঘ্র বলিল, হে রাজকুমার! তুমি ইহাকে বিশ্বাস করিও না; যেহেতু, ভল্লুক নখায়ুধ। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, নদী, নখী, শৃঙ্গধারী, শস্ত্রপাণি, স্ত্রী ও রাজকুল এই সকলের প্রতি বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে। এই ভল্লুকের চিত্তও চঞ্চল দৃষ্ট হইতেছে, অতএব তাহার প্রসাদও ভয়ঙ্করই জানিবে। উক্ত আছে যে, ক্ষণে তুষ্ট ও ক্ষণে রুষ্ট এবং ক্ষণে ক্ষণে তুষ্ট বা ক্ষণে ক্ষণে অসন্তুষ্ট এইরূপ অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তিগণের প্রসাদও ভয়ঙ্কর। এই ভল্লূক তোমাকে আমা হইতে রক্ষা করিয়া স্বয়ং তোমার সহিত বিদ্রোহিতা করিবে, অতএব তুমি উহাকে ভূতলে ফেলিয়া দাও, আমি ভক্ষণ করিয়া গমন করি, তুমিও নিজ নগরে গমন কর। তাহা শুনিয়া রাজপুত্র যেমন ভল্লূককে ফেলিয়া দিল, অমনি সে পতনের পূর্ব্বেই নিম্নস্থিত শাখা ধরিয়া ফেলিল। রাজপুত্র তাহাকে পুনর্ব্বার দেখিয়া ভয় পাইল। ভল্লূক বলিল, রে পাপিষ্ঠ! ভয় করিতেছিস্ কেন? পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। তুমি "সসেমিরা" এই বাক্য বলিয়া পিশাচ হও। এই অভিশাপ দিল। তৎপরেই প্রভাত হইল। ব্যাঘ্র সেই স্থান হইতে নির্গত হইল। ভল্লূকও রাজকুমারকে শাপ দিয়া নিজস্থানে গমন করিল। তদনন্তর রাজকুমার পিশাচ হইয়া "সসেমিরা" এই বাক্য বলিতে বলিতে বনে বনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের অশ্ব রাজপুত্রশূন্য হইয়া নগরে গমন করিলে পর লোকসকল কেবল অশ্বমাত্র দেখিয়া রাজার নিকটে তাহাই নিবেদন করিল। তখন রাজা মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে মন্ত্রিন্! যখন কুমার মৃগয়ার নিমিত্ত বন-গমন করে, তখন বিবিধ অমঙ্গল দৃষ্ট হইয়াছিল, সে তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে, সুতরাং অশ্ব কুমারশূন্য হইয়া আসাতে বোধ হইতেছে, তাহার অমঙ্গল ঘটিয়াছে; অতএব তাহার অন্বেষণের নিমিত্ত বনে গমন করিব। মন্ত্রী বলিলেন, হে দেব! তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য। তদনন্তর রাজা মন্ত্রী ও পরিবারগণের সহিত রাজপুত্র যে পথ দিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন, সেই পথেই বনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দেখিতে পাইলেন যে, রাজপুত্র পিশাচ হইয়া "সসেমিরা" এই বাক্য বলিতে বলিতে বনে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া রাজা শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং তাহাকে লইয়া নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর মণি-মন্ত্র-ঔষধাদিবিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের দ্বারা চিকিৎসা করাইলেও

শারদানন্দশ্চেদতিষ্ঠৎ, তর্হি ক্ষণমাত্রেণামুমচিকিৎসয়ৎ। স ময়া মারিতঃ। পুরুষেণ যৎ কার্য্যং ক্রিয়তে, তদ্বিচার্য্যৈব কর্ত্তব্যম্। অন্যথা পরমাপদঃ সম্ভবন্তি। উক্তঞ্চ—

সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্। বৃণুতে বিমৃষ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ॥

অপরীক্ষ্য ন কর্ত্তব্যং কর্ত্তব্যঞ্চ পরীক্ষিতম্। পশ্চাদ্‌ভবতি সন্তাপো ব্রাহ্মণী নগুড়ং যথা॥

তস্মিন্নবসরে কোঽপি নিবারকো নাসীৎ। মন্ত্রিণোক্তম্, স সময়স্তথৈব স্থিতঃ। যাদৃশং ভবিতব্যঞ্চ তাদৃশী বুদ্ধিরপি জাতা। উক্তঞ্চ—

আশা সম্পাদ্যতে বুদ্ধিঃ সা মতিঃ সা চ ভাবনা। সহায়াস্তাদৃশা জ্ঞেয়া যাদৃশী ভবিতব্যতা॥

ন হি ভবতি যন্ন ভব্যং ভবতি ভব্যং বিনা প্রযত্নেন। করতলগতমপি নশ্যতি যস্য হি ভবিতব্যতা নাস্তি॥

রাজ্ঞোক্তম্, তৎকর্ম্মানুসারেণাভূৎ। ইদানীমস্য বিষয়ে মহাপ্রযত্নঃ কর্ত্তব্যঃ। মন্ত্রিণোক্তম্,কথম্? রাজাব্রবীৎ, যঃ কোঽপ্যস্য চিকিৎসাং করিষ্যতি, তস্যার্দ্ধং রাজ্যং দীয়ত ইতি মে ঘোষঃ প্রদাতব্যঃ। মন্ত্রিণাপি তথা কারয়িত্বা স্বভবনমাগত্য শারদানন্দাগ্রে সর্ব্বমপি বৃত্তান্তমকথয়ৎ। তৎ সর্ব্বং শ্রুত্বা শারদানন্দেন ভণিতম্, ভো মন্ত্রিন্! রাজ্ঞোঽগ্রে নিরূপয়, যৎ মম কাপি কন্যা বর্ত্ততে। দর্শনমস্য কার্য্যং, সা কথমপ্যুপায়ং করিষ্যতি। তৎ শ্রুত্বা রাজ্ঞোঽগ্রে মন্ত্রিণা কথিতম্। রাজাপি সভাসহিতো মন্ত্রিমন্দির-মাগত্যোপবিষ্টঃ। তদা রাজপুত্রোঽপি "সসেমিরা" ইতি বদন্ প্রবিষ্টঃ। তৎ শ্রুত্বা যবনিকান্তঃস্থিতেন শারদানন্দেন পদ্যান্যেতানি ভণিতানি।

সদ্ভাবপ্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা। অঙ্কমারুহ্য সুপ্তানাং হন্তুঃ কিং নাম পৌরুষম্॥

তৎ পদ্যং শ্রুত্বা চতুর্ণামক্ষরাণাং মধ্যে একমক্ষরং পরিত্যক্তম্, পুনর্দ্বিতীয়ং পদ্যমপঠৎ ;—

রাজপুত্র সুস্থ হইলেন না। এই সময়ে রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন, হে মন্ত্রিন্! এই সময় যদি শারদানন্দ থাকিতেন, তাহা হইলে ক্ষণমাত্রেই ইহাকে আরোগ্য করিতে পারিতেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছি। পুরুষগণ যে কার্য্য করে, তাহা পূর্ব্বে বিচার করিয়াই করা কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে পরে বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হয়। উক্ত আছে যে, বিশেষ বিবেচনা না করিয়া সহসা কোন কর্ম্ম করিবে না, যেহেতু, অবিবেক পরম আপদের আকর। যে ব্যক্তি বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ম্ম করে,গুণলোভী সম্পদ স্বয়ং আসিয়াই তাহাকে বরণ করে। পরীক্ষা না করিয়া কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য নয়, পরীক্ষা করিয়া কার্য্য করাই কর্ত্তব্য, পরীক্ষা না করিয়া কার্য্য করিলে ব্রাহ্মণী যেমন নগুড়ের প্রতি সন্তপ্ত হইয়াছিল, সেইরূপ সন্তাপ প্রাপ্ত হইতে হয়। সেই সময় আমার কেহই নিবারণকর্ত্তা ছিলেন না। মন্ত্রী বলিলেন, যে কার্য্য হইয়াছে, সে সময় তদনুরূপই ছিল। ভবিতব্যতা যেরূপ হয়, বুদ্ধিও সেইরূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত আছে যে, ভবিতব্যতা যেরূপ হয়, সেই সময়ে আশা, বুদ্ধি, মতি, চিন্তা এবং সহায়ও সেইরূপ হইয়া থাকে জানিবেন। যদি ভবিতব্যতা না থাকে, তবে তাহা যত্ন করিলেও সংঘটিত হয় না ; কিন্তু যত্ন না করিলেও যাহা ভবিতব্যতা,তাহা স্বয়ং সংঘটিত হইয়া থাকে। যাহার ভবিতব্যতা নাই, করতলগত হইলেও তাহা বিনষ্ট হয়। রাজা বলিলেন, তাহা কর্ম্মানুসারেই ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে কুমারের বিষয়ে মহৎ প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য। মন্ত্রী বলিলেন, তাহা কি প্রকার? রাজা বলিলেন, "যে কোন ব্যক্তি পুত্রের চিকিৎসা করিয়া সুস্থ করিবে, তাহাকে অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদান করিব, রাজ্যমধ্যে এইরূপ ঘোষণা প্রচারিত করুন্।" মন্ত্রী সেইরূপ করিয়া নিজ গৃহে আগমন পূর্ব্বক শারদানন্দের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। সেই সমস্ত শুনিয়া শারদানন্দন বলিলেন,মন্ত্রিবর! আপনি রাজার সমক্ষে এইরূপ স্থির করুন্ যে, আমার এক কন্যা আছে, তাহার সহিত রাজপুত্রের সাক্ষাৎ করাইতে হইবে, সে কোন উপায়বিধান করিবে। তাহা শুনিয়া মন্ত্রী রাজার নিকট সেই-রূপই বলিলেন। তদনন্তর রাজা সমস্ত সভার সহিত মন্ত্রীভবনে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাজ-পুত্রও "সসেমিরা"এই বাক্য বলিতে বলিতে সেই স্থানে উপবেশন করিলেন। তাহা শুনিয়া যবনিকার অন্তরালস্থিত শারদানন্দ এই সকল পদ্য বলিতে লাগিলেন। সদ্ভাবে সম্মিলিত সুহৃদ্‌ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া কি নৈপুণ্য প্রকাশ হইয়াছে? যে ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া প্রসুপ্ত আছে, তাহাকে বধ করিলে কি পৌরুষ লাভ হইতে পারে? রাজপুত্র সেই পদ্য শুনিয়া চারি অক্ষরের মধ্যে প্রথম "স" এক অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া "সেমিরা" এই বাক্য বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

সেতুং গত্বা সমুদ্রস্য গঙ্গাসাগরসঙ্গমম্। ব্রহ্মহত্যা প্রমুচ্যেত মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে॥
তৎ পদ্যং শ্রুত্বা অক্ষরদ্বয়ং পরিত্যক্তম্। ততস্তৃতীয়ং পদ্যমপঠৎ;—
মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যশ্চ বিশ্বাসঘাতকঃ। ত্রয়স্তে নরকং যান্তি যাবদাহুতসংপ্লবম্॥
ততঃ একমেবাক্ষরমপঠৎ। তদনন্তরং চতুর্থং পদ্যমপঠৎ;—
রাজন্ তব চ পুত্রস্য যদি কল্যাণমিচ্ছসি। দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো দেবতারাধনং কুরু
এবমুক্তবতি শারদানন্দে রাজপুত্রঃ স্বস্থঃ সাবধানশ্চাভবৎ। ততঃ পিতুরগ্রে ভল্লূকস্য পূর্ব্ববৃত্তান্তমকথয়ৎ। তৎ শ্রুত্বা রাজাব্রবীৎ।
গ্রামে বসসি কৌমারি! অটব্যাং নৈব গচ্ছসি। ঋক্ষভল্ল কব্যাঘ্রাণাং কথং জানাসি ভাষিতম্॥
তদা যবনিকান্তঃস্থিতেন শারদানন্দেন ভণিতম্;—
দেবদ্বিজপ্রসাদেন জিহ্বাং বসতি সারদা। তেনাহমবগচ্ছামি ভানুমত্যাস্তিলং যথা॥
তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা সাশ্চর্য্যো ভূত্বা যাবৎ যবনিকামপকর্ষতি, তাবৎ শারদানন্দং দৃষ্টবান্। অথ নরপতিপ্রভৃতিভিঃ সর্ব্বৈর্নমস্কৃতঃ শারদানন্দঃ। তদা মন্ত্রিণা পূর্ব্ববৃত্তান্তঃ কথিতঃ। রাজা বহুশ্রুতং মন্ত্রিণমুবাচ, ভো মন্ত্রিন্! তব সংসর্গেণ কীর্ত্তিঃ প্রাপ্তা, দুর্গতিশ্চ গতা, অতঃ পুরুষেণ সতাং সঙ্গো বিধেয়ঃ। তেনোভয়মপি প্রয়োজনং ভবতি। তথাচ—

বারয়তি বর্ত্তমানাপদমাগামিনীং সংসেবা;
তৃষ্ণায় পীতং গঙ্গায়া দুর্গতিং নশ্যতি তথা চাম্বঃ॥

মম পুত্রোঽপি ত্বদ্বুদ্ধিকৌশলেন মহদ্বিপজ্জালাৎ রক্ষিতঃ। রাজ্ঞ ঈদৃশানাং সতাং মহাকুলানাং সংগ্রহঃ কর্ত্তব্যঃ। উক্তঞ্চ—

তখন শারদানন্দ দ্বিতীয় শ্লোক পাঠ করিলেন। সমুদ্রের সেতু অর্থাৎ সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গমন করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাপ দূরীভূত হয়, কিন্তু মিত্রদ্রোহী ব্যক্তি কোথাও মুক্তিলাভ করিতে পারে না। রাজপুত্র এই পদ্য শুনিয়া "সসে" এই দুই অক্ষর পরিত্যাগপূর্ব্বক "মিরা" বাক্য বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তখন শারদানন্দ তৃতীয় শ্লোক পাঠ করিলেন;—মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক এই তিন ব্যক্তি প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করিয়া থাকে। তৎপরে রাজপুত্র "সসেমি" এই তিন অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া এক অক্ষর মাত্র অর্থাৎ "রা" বাক্য বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে শারদানন্দ চতুর্থ শ্লোক পাঠ করিলেন,—রাজন্! আপনি যদি নিজ পুত্রের কল্যাণকামনা করেন, তবে দ্বিজগণকে দান এবং দেবতাদিগের আরাধনা করুন। শারদানন্দ এইরূপ বলিলে পর রাজপুত্র সুস্থ ও বোধবান্ হইলেন। তদনন্তর পিতার নিকটে ভল্লুকের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, হে কুমারি! তুমি গ্রামে বাস কর, কখনও বনে গমন কর নাই, তবে ভল্লুক ও ব্যাঘ্রের কথা কিরূপে জানিতে পারিলে? তখন যবনিকার মধ্যস্থিত শারদানন্দ বলিলেন, দেবতা ও দ্বিজগণের প্রসাদে আমার জিহ্বাগ্রে সরস্বতী বাস করেন। হে রাজন্! সেই হেতুই আমি ভানুমতীর তিলকের বিষয় জানিতে পারিয়াছিলাম। তাহা শুনিয়া রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যেমন যবনিকা উত্তোলন করিলেন, অমনি শারদানন্দকে দেখিতে পাইলেন। তদনন্তর নৃপতি প্রভৃতি সকলেই শারদানন্দকে প্রণাম করিলেন। তখন মন্ত্রী পূর্ব্ববৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা সেই বহু বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন বেদজ্ঞ মন্ত্রীকে বলিলেন, হে মন্ত্রিন্! তোমার সংসর্গে কীর্ত্তিলাভ ও দুর্গতি বিনাশ হয়। অতএব সৎসঙ্গ করা পুরুষগণের একান্তই কর্ত্তব্য। তাহাতে উভয় প্রয়োজনই সিদ্ধ হইয়া থাকে। সজ্জনসঙ্গতি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই উভয় প্রকার বিপদ নিবারণ করে। প্রসিদ্ধিই আছে যে, গঙ্গাসলিল পান করিলে তৃষ্ণা নাশ এবং দুর্গতি বিনাশ এই উভয় কার্য্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে। আমার পুত্রও তোমার বুদ্ধিকৌশলে মহৎ বিপদ্জাল হইতে মুক্ত হইয়াছে, ঈদৃশ

সংগ্রহং বা কুলীনস্ত সর্পস্তেব করোতি যঃ।
স এব শ্লাঘ্যতে মন্ত্রী সম্যগ্ গারুড়িকো যথা॥

ইতি নানাপ্রকারৈঃ স্তুতিকদম্বকৈর্মন্ত্রিণং স্তুত্বা বস্ত্রাদিনা সম্ভাব্য রাজ্যমকরোৎ।

ইতি মন্ত্রী ভোজরাজং প্রতি কথাং কথয়িত্বা পুনরব্রবীৎ, ভো রাজন্! যো রাজা মন্ত্রিবাক্যং শৃণোতি, স দীর্ঘায়ুঃ সুখী চ ভবতি।

ইতি বহুশ্রুতোপাখ্যানম্।

প্রথমোপাখ্যানম্

ততো ভোজরাজো স্বমন্ত্রিণং স্তুত্বা বস্ত্রাদিনা সম্ভাব্য তৎসিংহাসনং নগরাভ্যন্তরং নীত্বা তত্র সহস্রস্তম্ভৈর্মণ্ডপং কারয়িত্বা সুমুহূর্ত্তে তত্র মন্ত্রিভির্বিরাজমানো বিপ্রৈরাশীর্ভিরর্চ্চিতো বন্দিভিঃ প্রশংসিতঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যং দানমানাভ্যাং সম্ভাব্য দীনবধিরপঙ্গুকুব্জাদীনাং দানং দত্বা ছত্রচামরাদিভির্যাবৎ পুত্তলিকামস্তকে পাদপদ্মং নিদধাতি, তাবৎ পুত্তলিকা মনুষ্যবাচা রাজানমব্রবীৎ, ভো রাজন্! বিক্রমস্য শৌর্য্যৌদার্য্যসত্ত্বাদিকসাদৃশ্যং যদি বিদ্যতে, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজাব্রবীৎ, ভো পুত্তলিকে! মম ত্বয়োক্তং সর্ব্বমৌদার্য্যাদিকং বিদ্যতে। কিং ন্যূনমস্তি? ময়াপি সর্ব্বেষামর্থিনাং কালোচিতং দত্তম্। পুত্তলিকাব্রবীৎ, ভো রাজন্! এতদেব তবানুচিতং যৎ স্বমুখেনৈব আত্মানং কীর্ত্তয়সি। যঃ স্বগুণান্ কীর্ত্তয়তি, স কেবলং দুর্জ্জন এব; সজ্জনস্তু নৈবং বক্তি। উক্তঞ্চ।—

স্বগুণান্ পরদোষান্ বা বক্তুং শক্নোতি দুর্জ্জনো লোকে।
পরদোষান্ স্বগুণান্ বা বক্তুং ন শক্নোতি সজ্জনঃ সত্যম্॥

মহৎ-কুলজাত সদ্ব্যক্তিগণের পূজা করা রাজার একান্ত কর্ত্তব্য। উক্ত আছে যে, গারুড়িক অর্থাৎ সর্পমন্ত্র-বিশারদ ব্যক্তিগণ যেমন সর্প সংগ্রহ করে, সেইরূপ রাজাও কুলীন মন্ত্রীর সংগ্রহ করিবেন, সেই মন্ত্রীই শ্লাঘনীয়। এইরূপ নানাপ্রকার স্তুতি-সমূহ দ্বারা মন্ত্রীকে স্তব ও বস্ত্রাদি দ্বারা সম্মান করিয়া পরম সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী ভোজরাজকে এই আখ্যান বর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, হে রাজন্! যে রাজা মন্ত্রিবাক্য শ্রবণ করেন, তিনি দীর্ঘায়ু ও সুখী হন।

ইতি বহুশ্রুতোপাখ্যান।

তদনন্তর ভোজরাজ নিজ মন্ত্রীর প্রশংসা এবং বস্ত্রাদি দ্বারা সম্মান করিয়া সেই সিংহাসন রাজপুরীমধ্যে লইয়া গেলেন এবং তথায় সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট মণ্ডপ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শুভক্ষণে সেই স্থানে মন্ত্রিগণের সহিত বিরাজিত হইতে লাগিলেন। তখন বিপ্রগণ আশীর্ব্বাদ এবং বন্দিগণ স্তব করিলে পর রাজা চতুর্ব্বর্ণ প্রজাদিগকে দান-মান দ্বারা সম্মাননা এবং দীন, বধির, পঙ্গু, কুব্জ প্রভৃতি ব্যক্তিদিগকে দান করিয়া ছত্র-চামরাদি দ্বারা সুশোভিত হইয়া যেমন সিংহাসনে পুত্তলিকার মস্তকে পাদপদ্ম অর্পণ করিলেন, অমনি প্রথম পুত্তলিকা মনুষ্যবাক্যে রাজাকে বলিতে লাগিল, হে রাজন্! যদি আপনার বিক্রমাদিত্যের ন্যায় শৌর্য্য ঔদার্য্য ও ধৈর্য্যাদি গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। রাজা বলিলেন, হে পুত্তলিকে! আমারও তোমার কথিত ঔদার্য্য প্রভৃতি সমস্ত গুণই বিদ্যমান আছে, তুমি কি বিবেচনা কর যে, আমার ঐ সকলের ন্যূনতা আছে? আমি সমস্ত অর্থীদিগকে কালোচিত দান করিয়াছি। পুত্তলিকা বলিল, আপনি যে নিজমুখে আপনার গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, ইহাই আপনার অনুচিত। যে আত্মগুণকীর্ত্তন করে, সেই দুর্জ্জন। যিনি সজ্জন, তিনি এরূপ উক্তি করেন না। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, এই লোকে দুর্জ্জন ব্যক্তিই আপন গুণ ও পরের দোষ বলিতে সমর্থ হয় এবং সজ্জনগণ সত্য সত্যই পরের দোষ ও নিজের

অন্যচ্চ—

আয়ুর্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্রমৌষধসঙ্গমে।
দানমানাপমানঞ্চ নব গোপ্যানি যত্নতঃ॥

অতএব আত্মনো গুণা আত্মনা ন স্তোতব্যাঃ, পরেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা। ইতি পুত্তলিকয়োক্তং শ্রুত্বা সবিস্ময়ো ভোজরাজঃ পুনঃ পুত্তলিকামবদৎ, সত্যমুক্তং ত্বয়া, যঃ স্বগুণান্ কীর্ত্তয়তি, স মূঢ় এব। ময়া মদ্গুণাঃ কীর্ত্তিতাঃ, তদনুচিতমেব। যস্যৈতৎ সিংহাসনং তস্যৌদার্য্যং কথয়। পুত্তলিকা ভণতি, ভো রাজন্! এতৎ সিংহাসনং বিক্রমার্কস্য, স চ সন্তুষ্টশ্চেৎ অর্থিজনেভ্যঃ কোটিসুবর্ণং প্রযচ্ছতি।

নিরীক্ষতে সহস্রন্তু অযুতন্তু প্রজল্পতে।
মহতে লক্ষদো ভূপো সন্তুষ্টঃ কোটিদঃ সদা॥

ত্বয়ি ঔদার্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে উপবিশ। রাজা তূষ্ণীমাসীৎ।

ইতি বিক্রমচরিত্রে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে প্রথমোপাখ্যানম্ ১॥

দ্বিতীয়োপাখ্যানম্

পুনরপি রাজা যাবৎ পুত্তলিকামস্তকে পাদপদ্মে নিদধাতি, তাবৎ পুত্তলিকা মনুষ্যবাচা রাজানমব্রবীৎ, ভো রাজন্! বিক্রমস্য শৌর্য্যৌদার্য্যসত্ত্বাদিকসাদৃশ্যং যদি বিদ্যতে, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। ভোজরাজো বদতি স্ম, ভো পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যবৃত্তান্তম্। সা কথয়তি, ভো রাজন্! শ্রূয়তাম্। বিক্রমাদিত্যঃ রাজ্যং পালয়ন্, একদা চারানাহূয় অব্রবীৎ, ভো দূতাঃ! ভবদ্ভিঃ পৃথিবী-পরিভ্রমণং

গুণ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন না। আরও উক্ত হইয়াছে যে, আয়ুঃ, ধন, গৃহচ্ছিদ্র, মন্ত্র, ঔষধ, সঙ্গম, দান, মান ও অপমান এই নয়টী যত্ন পূর্ব্বক গোপন করা কর্ত্তব্য। অতএব আপনার গুণ আপনিই কীর্ত্তন করা উচিত নহে। পুত্তলিকার এই বাক্য শুনিয়া ভোজরাজ সবিস্ময়ে পুনর্ব্বার পুত্তলিকাকে বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ, যে নিজগুণ কহে, সে নিশ্চয়ই মূর্খ। আমি আপন গুণ কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহা সত্য সত্যই অনুচিত। যাঁহার এই সিংহাসন, তাঁহার ঔদার্য্য কীর্ত্তন কর। পুত্তলিকা বলিল, ভো রাজন্! এই সিংহাসন মহারাজ বিক্রমাদিত্যের, তিনি যদি সন্তুষ্ট হইতেন, তাহা হইলে যাচকদিগকে কোটি সুবর্ণ প্রদান করিতেন। তিনি সর্ব্বদা যাচক দেখিলেই সহস্র, নিকটে কথা কহিলে অযুত এবং মহৎ ব্যক্তিকে লক্ষ ও সন্তুষ্ট হইলে তিন কোটি স্বর্ণ মুদ্রা দান করিতেন। যদি আপনার সেইরূপ দানশক্তি ও মহত্ত্ব থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। রাজা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

প্রথমোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার ভোজরাজ যেমন পুত্তলিকার মস্তকে পাদপদ্ম-যুগল অর্পণ করিবেন, অমনি দ্বিতীয় পুত্তলিকা মনুষ্যবাক্যে বলিতে লাগিল, হে রাজন্! যদি বিক্রমাদিত্যের ন্যায় আপনার শৌর্য্য, ঔদার্য্য ও ধৈর্য্যাদি গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। ভোজরাজ বলিলেন, হে পুত্তলিকে! তুমি বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য-বৃত্তান্ত বর্ণন কর। পুত্তলিকা বলিল, হে রাজন্! শ্রবণ করুন্। রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ্য পালন করিতে করিতে একদিন চারগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, দূতগণ! তোমরা পৃথিবী-

কুর্ব্বন্তো যত্র যত্র কৌতুকং তীর্থবিশেষঞ্চ বিলোকয়ন্তি, তন্মম নিবেদয়ন্তু। অহং তত্র গমিষ্যামি। এবং কালে গতে একদা দেশান্তরং পরিভ্রমন্নাগতঃ কশ্চিদ্দূতো রাজানমব্রবীৎ ভো রাজন্! চিত্রকূটপর্ব্বত-নিকটে তপোবনমধ্যে অতিমনোহরং দেবালয়মস্তি। তত্র পর্ব্বতোচ্চস্থানাৎ বিমলা জলধারা পততি। তত্র যদি স্নানং ক্রিয়তে, তর্হি সর্ব্বেষাং মহাপাপানাং ক্ষয়ো ভবতি। যস্তু মহাপাপং করোতি, তস্যাঙ্গা-দতীব কৃষ্ণমুদকং নিঃসরতি, যস্তত্র স্নানং করোতি, স পুণ্যপুরুষঃ। অন্যচ্চ,—তত্র কশ্চিদ্ব্রাহ্মণঃ মহতি হোমকুণ্ডে হবনং করোতি,তস্য কিয়ন্তি বর্ষাণি গতানি ইতি ন জ্ঞায়তে। প্রতিদিনং কুণ্ডাদ্বহিঃ স্থাপিতং ভস্ম পর্ব্বতাকারং সৎ অস্তি। স ব্রাহ্মণঃ কেনাপি সহ ন সম্ভাষতে। এবমতিচিত্রতরং স্থানং দৃষ্টম্। তচ্ছ্রুত্বা স রাজা একাকী তেন সহ তৎ স্থানং গত্বা পরমানন্দং প্রাপ্তোঽবাদীৎ, অহো! অতিপবিত্রমেতৎ স্থানং, অত্র সাক্ষাজ্জগদম্বিকা নিবসতি। এতৎ স্থানং দৃষ্ট্বা মনো মে বিমলং জাতমিত্যুক্ত্বা তত্রাম্বরীক্ষো-দকস্নানং বিধায় দেবতাং নমস্কৃত্য যত্র ব্রাহ্মণো হবনং করোতি, তত্র গত্বা ব্রাহ্মণমবাদীৎ, ভো ব্রাহ্মণ! হবনমারভ্য কতিবর্ষাণি জাতানি? ব্রাহ্মণেনোক্তম্, যদা সপ্তর্ষিমণ্ডলং রেবতীনক্ষত্রস্য প্রথমচরণে স্থিতং, তদা ময়া হবনং প্রারব্ধং; ইদানীমশ্বিনীনক্ষত্রে তিষ্ঠতি। হোমং কুর্ব্বতো বর্ষশতোঽভূৎ। তথাপি দেবতা প্রসন্না নাভবৎ। তৎ শ্রুত্বা রাজা স্বয়ং দেবতাং স্তুত্বা হোমকুণ্ডে আহুতিমাক্ষিপৎ। তথাপি দেবী প্রসন্না নাভূৎ। তদনন্তরং রাজা স্বশিরঃকমলাহুতিং দাস্যামীতি বুদ্ধ্যা যাবৎ কণ্ঠে খড়্গাং করোতি, তাবৎ দেবতা অন্তরালে খড়্গাং ধৃত্বা অবাদীৎ, ভো রাজন্! প্রসন্নাস্মি, বরং বৃণীষ্ব। রাজ্ঞা উক্তম্, ভো দেবি! ব্রাহ্মণো-ঽয়ং বহুকালং হবনং করোতি, অস্মিন্ কিমর্থং ন প্রসন্না ভবসি? মম কিমিতি শীঘ্রং প্রসন্নাস্মি? তয়োক্তম্, ভো রাজন্! হবনময়ং করোতি, পরমস্য চেতসি স্বার্থং নাস্তি। ততঃ প্রসন্না ন ভবামি।

ভ্রমণ করিতে করিতে যেখানে কৌতুক বা তীর্থবিশেষ দর্শন করিবে, তাহা আমার নিকট নিবেদন করিবে,আমি সেখানে গমন করিব। এইরূপে কিয়ংকাল গত হইলে,একদিন কোন দূত দেশদেশান্তর পরিভ্রমণ পূর্ব্বক আসিয়া রাজাকে বলিল, রাজন্! চিত্রকূট-পর্ব্বতের সন্নিকটে তপোবনমধ্যে অতি মনোহর একটী দেবালয় আছে। সেখানে পর্ব্বতের উচ্চস্থান হইতে বিমল জলধারা নিপতিত হয়, তথায় স্নান করিলে সমস্ত মহাপাপ বিনাশ পায়। যে মহাপাপ করে, তাহার অঙ্গ হইতে অতিশয় কৃষ্ণ-বর্ণ উদক বহির্গত হয়, যে সেই স্থানে স্নান করে, সে পুণ্যবান্ পুরুষ। আরও, তথায় কোন এক ব্রাহ্মণ এক সুবৃহৎ হোম করিতেছেন, তিনি যে কত বৎসর হোম করিতেছেন, তাহা জানিতে পারা যায় না। প্রতিদিন কুণ্ডের বহির্ভাগে স্থাপিত ভস্মরাশি পর্ব্বতাকার হইয়া থাকে। সেই ব্রাহ্মণ কাহা-রও সহিত কথা-বার্ত্তা কহেন না। আমি এইরূপ অতি বিচিত্র স্থান দেখিয়াছি। তাহা শুনিয়া সেই রাজা একাকী তাহার সহিত সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, এই স্থান অতি পবিত্র, এখানে সাক্ষাৎ জগদম্বিকা বাস করিতেছেন। এই স্থান দর্শন করিয়া আমার মন নির্ম্মল হইল। এই বলিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য আকাশোদকে স্নান ও দেবতাকে নমস্কার করিয়া যেখানে ব্রাহ্মণ হোম করিতেছিলেন,সেইখানে গমন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে বলিলেন,হে বিপ্রবর! আপনি কতদিন অবধি এই হোম করিতেছেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন, যখন সপ্তর্ষিমণ্ডল রেবতী নক্ষত্রের প্রথম চরণে অবস্থিতি করিতেছিল, তখন আমি হোম আরম্ভ করিয়াছি। এখন অশ্বিনী নক্ষত্রে সপ্তর্ষিমণ্ডল অবস্থিত। ফলতঃ একশত বৎসর অতীত হইল হোম আরম্ভ করিয়াছি, তথাপি দেবতা প্রসন্ন হইলেন না। তাহা শুনিয়া রাজা স্বয়ং দেবতার স্তব করিয়া হোমকুণ্ডে আহুতি নিক্ষেপ করি-লেন, তথাপি দেবী প্রসন্ন হইলেন না। তদনন্তর রাজা নিজ মস্তকাম্বুজ আহুতি প্রদান করিব, এই নিশ্চয় করিয়া যেমন কণ্ঠে খড়্গাঘাত করিবেন, অমনি দেবতা তাহা ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, হে রাজন্! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। রাজা বলিলেন, দেবি! এই ব্রাহ্মণ বহুকাল হইল হোম করিতেছেন, তথাপি ইঁহার প্রতি প্রসন্ন হইতেছেন না কেন এবং আমার প্রতিই বা শীঘ্র প্রসন্ন হইলেন কেন? দেবী কহিলেন, হে রাজন্! এই ব্রাহ্মণ হোম করিতেছেন বটে, কিন্তু

উক্তঞ্চ,—'অঙ্গুল্যগ্রেণ যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনৈঃ।
ব্যগ্রচিত্তেন যজ্জপ্তং ত্রিবিধং নিষ্ফলং ভবেৎ॥
মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥
ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবো ন পাষাণে ন মৃণ্ময়ে।
ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাদ্‌ভাবো হি কারণম্॥

রাজাবদৎ, যদি মম প্রসন্না জাতাসি, তর্হি অস্য ব্রাহ্মণস্য মনোরথান্ পূরয়। সাব্রবীৎ, ভো রাজন্! পরোপকারঃ মহাদ্রুম ইব স্বদেহকষ্টং সহিত্বা পরিশ্রমোচ্ছেদং করোতি। উক্তঞ্চ—
ছায়ামন্যস্য কুর্ব্বন্তি স্বয়ং তিষ্ঠন্তি চাতপে।
ফলন্তি হি পরার্থে চ সত্যমেতে মহাদ্রুমাঃ॥
পরোপকারায় বহন্তি নদ্যঃ, পরোপকারায় দুহন্তি গাবঃ।
পরোপকারায় ফলন্তি বৃক্ষাঃ, পরোপকারায় শরীরমেতৎ॥

রাজানং স্তুত্বা ব্রাহ্মণস্য মনোরথং পূরয়তি স্ম। রাজাপি স্বপুরীমগাৎ। ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজমবদৎ, রাজন্! এবংবিধং ধৈর্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তূষ্ণীমাসীৎ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরা-ভোজসংবাদে দ্বিতীয়োপাখ্যানম্॥২॥

তৃতীয়োপাখ্যানম্

পুনরপি রাজা সিংহাসনে সমুপবেষ্টুং গচ্ছতি, তত্রান্যা পুত্তলিকা সমবদৎ, ভো রাজন্! এতৎ সিংহাসনে তেনৈবাধ্যাসিতব্যম্, যস্য বিক্রমতুল্যমৌদার্য্যমস্তি। তেনোক্তম্, ভো পুত্তলিকে! কথয়

ইঁহার চিত্তে স্বার্থ নাই, এই নিমিত্ত প্রসন্ন হই নাই। উক্ত আছে যে, অঙ্গুলীর অগ্রভাগে যে জপ, মেরুলঙ্ঘনে যে জপ, ব্যগ্রচিত্তে যে জপ, এই ত্রিবিধ জপ নিষ্ফল হয়। আর মন্ত্র, তীর্থ, দ্বিজ, দেবতা, দৈবজ্ঞ, ঔষধ, গুরু এই সকলের প্রতি যাহার যেরূপ ভাবনা, সেইরূপই সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। দেখ, কাষ্ঠে, পাষাণে ও মৃণ্ময় পুত্তলিকাদিতে দেবতা নাই, দেবতা থাকেন ভাবে, অতএব ভাবই সিদ্ধির প্রতি কারণ হইতেছে। রাজা বলিলেন, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই ব্রাহ্মণের মনোরথ পরিপূর্ণ করুন্। দেবী বলিলেন, হে রাজন্! তুমি পরোপকারী মহাদ্রুমের ন্যায় নিজ দেহে কষ্ট সহ্য করিয়া পরের শ্রমবিনাশ করিতেছ। উক্ত আছে যে, মহাদ্রুম-সকল স্বয়ং আতপে থাকিয়া অন্যকে ছায়া বিতরণ করে এবং সত্য সত্যই পরের নিমিত্ত ফলবান্ হয়। আরও, পরোকারের নিমিত্ত নদী-সকল বহিয়া থাকে, পরোপকারের নিমিত্ত গাভী-সকল দুগ্ধ প্রদান করে, পরোপকারের নিমিত্তই এই শরীর জানিবে। এইরূপে রাজার প্রশংসা করিয়া দেবী ব্রাহ্মণের মনোরথ পরিপূর্ণ করিলেন। রাজা নিজনগরে প্রস্থান করিলেন। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! যদি আপনার এবংবিধ ধৈর্য্য থাক, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। রাজা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

দ্বিতীয়োপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার ভোজরাজ সিংহাসনে উপবেশন করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলে তৃতীয় পুত্তলিকা বলিতে লাগিল, হে রাজন্! যাঁহার বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ঔদার্য্যাদি গুণ বিদ্যমান থাকে, সেই ব্যক্তিই এই

তস্যৌদার্য্যবৃত্তান্তম্। সা বদতি, শ্রূয়তাং রাজন্! যস্য চেতসি অয়ং পরঃ অয়ং মদীয়, ইতি বিকল্পো নাস্তি, স সকলমপি বিশ্বং পালয়তি।

অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্। উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

সাহসে উদ্যমে ধৈর্য্যে তৎসমো নাস্তি, তস্মাদিন্দ্রাদয়ো দেবাঃ অস্য সাহায্যং কুর্ব্বন্তি স্ম।

উদ্যমঃ সাহসং ধৈর্য্যং শক্তির্বুদ্ধিঃ পরাক্রমঃ। ষড়েতে যস্য তিষ্ঠন্তি তস্য দেবোঽপি শঙ্কতে॥

রাজন্! যস্য অর্থিনাং মনোরথং পূরয়তি, তস্যেপ্সিতং দেবঃ সম্পাদয়তি।

কৃতে বিনিশ্চয়ে পুংসাং বিষ্ণুঃ পূরয়তীপ্সিতম্। যদি স্যাদ্‌দার্ঢ্যসম্পত্তিঃ সত্যং সত্যং হি মানব॥

উৎসাহসম্পন্নমদীর্ঘসূত্রং, ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বসক্তম্।

শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়নিশ্চয়ঞ্চ, লক্ষ্মীঃ স্বয়ং বাঞ্ছতি বাসহেতোঃ॥

এবং কৃতজ্ঞঃ সকলগুণাধিবাসঃ স বিক্রমো রাজা সর্ব্বসম্পদা পরিপূর্ণঃ একদা স্বমনসি অচিন্তয়ৎ,অহো! অসারোঽয়ং সংসারঃ কদা কস্য কিং ভবিষ্যতীতি ন জ্ঞায়তে। অতঃ উপার্জ্জিতং বিত্তং দানভোগৈর্বিনা সফলং ন ভবতি। অতো বিত্তস্য সৎপাত্রে দানমেকং ফলম্। অন্যথা নাশমেব প্রাপ্নোতি।

দানং ভোগো নাশাস্তিস্রো গতয়ো ভবন্তি বিত্তস্য।
যো ন দদাতি ন ভুঙ্‌ক্তে সতি বিভবে ন তস্য তদ্দ্রব্যম্॥
অতিপরুষপবনবিলুলিতদীপশিখেব চঞ্চলা লক্ষ্মীঃ।
উপার্জ্জিতানাং বিত্তানাং ত্যাগায়ৈব হি কারণম্।
তটাকোদরসংস্থানাং পরীবাহ ইবাম্ভসাম্॥

ইতেব্যং বিচার্য্য সর্ব্বস্বদক্ষিণং যজ্ঞং কর্ত্তুং উপক্রান্তবান্। ততঃ শিল্পিভিরতিমনোহরো মণ্ডপঃ কারিতঃ। সর্ব্বাপি যজ্ঞসামগ্রী সম্পাদিতা। দেবমুনিগন্ধর্ব্বদক্ষসিদ্ধাময়ঃ সমাহূতাঃ। অস্মিন্নবসরে

সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। ভোজরাজ বলিলেন, হে পুত্তলিকে! তাঁহার ঔদর্য্যবৃত্তান্ত বর্ণন কর। পুত্তলিকা বলিল, মহারাজ! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্যের তুল্য রাজা ভূমণ্ডলে আর নাই; তাঁহার মনে এই ব্যক্তি পর, এই ব্যক্তি আত্মীয়, এরূপ বিকল্প-বিবেচনা ছিল না, তিনি অখিল বিশ্বই পালন করিতেন। উক্ত আছে যে, এই ব্যক্তি আত্মীয় এবং এই ব্যক্তি পর, এরূপ বিকল্পজ্ঞান ভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তিদিগেরই হইয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা উদারচরিত, অখিল বসুধাকেই তাঁহারা আত্মীয় বিবেচনা করিয়া থাকেন। সাহস, উদ্যম ও ধৈর্য্যে তাঁহার তুল্য ব্যক্তি ছিলেন না, এই হেতুই ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার সাহায্য করিতেন। যাঁহার উদ্যম, সাহস, ধৈর্য্য, শক্তি, বুদ্ধি ও পরাক্রম এই ছয়টী বিদ্যমান আছে, দেবকন্যাগণও তাঁহাকে শঙ্কা করিয়া থাকেন। রাজন্! যে ব্যক্তি যাচকের মনোরথ পরিপূর্ণ করেন, তাঁহার অভিলষিত কার্য্য দেবতারা সম্পাদন করেন। পুরুষগণ নিশ্চয় করিলে যদি দৃঢ়তারূপ সম্পত্তি বিদ্যমান থাকে, তবে বিষ্ণু সত্য সত্যই তাঁহার অভিলাষ পূরণ করেন। যে ব্যক্তি উৎসাহসম্পন্ন, অদীর্ঘসূত্রী, কার্য্যের বিধানজ্ঞ অথবা ব্যসনে অনাসক্ত, শূর, কৃতী ও দৃঢ়নিশ্চয়; লক্ষ্মী স্বয়ং তাঁহার নিকট বাস করিবার বাসনা করিয়া থাকেন। এইরূপ গুণসমূহের নিবাসভূমি, সর্ব্বসম্পত্তিতে পরিপূর্ণ রাজা বিক্রমাদিত্য একদিন মনে মনে চিন্তা করিলেন, হায়! এই সংসার অসার, কখন্ কাহার কি হইবে, তাহা জানা যায় না। অতএব উপার্জ্জিত ধন, দান ও ভোগ ব্যতিরেকে কখনই সফল হয় না। অতএব সৎপাত্রে দানই ধনের একমাত্র ফল। তাহা না হইলে সেই অর্থ বিনষ্টই হইল। উক্ত আছে যে, দান, ভোগ ও নাশ, অর্থের এই তিন প্রকার গতি। যে ব্যক্তি দান বা ভোগ না করে, বিভব থাকিলেও সেই দ্রব্য তাহার নহে। আর কমলা অতি বেগবান্ পবন-পীড়িত দীপ-শিখার ন্যায় চঞ্চলা, ফলতঃ তড়াগের উদরস্থিত বারি-রাশির ন্যায় দানের নিমিত্তই অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়। রাজা এইরূপ বিচার করিয়া এক সর্ব্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তৎপরে শিল্পিগণ অতিশয় মনো-হর মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিল। তদনন্তর সমস্ত যজ্ঞসামগ্রী-সম্ভার আহৃত হইল। দেব, মুনি, গন্ধর্ব্ব,

সমুদ্রাহ্বানার্থং কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণঃ সমুদ্রতীরে প্রেষিতঃ। সোঽপি সমুদ্রতীরং গত্বা গন্ধপুষ্পাদিষোড়শোপচারং বিধায়াব্রবীৎ, ভো সমুদ্র! বিক্রমার্কো রাজা রাজ্যং করোতি, তেন প্রেষিতোঽহস্ত্বামহর্ত্তুং সমাগত ইতি জলমধ্যে পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা ক্ষণং স্থিতঃ। কোঽপি তস্য প্রত্যুত্তরং ন দদৌ। তদা উজ্জয়িনীং যাবৎ প্রত্যাগচ্ছতি, তাবৎ দেদীপ্যমানশরীরঃ সমুদ্রো ব্রাহ্মণরূপী সন্ তমাগত্যাব্রবীৎ, ভো ব্রাহ্মণ! বিক্রমেণ অস্মান্ আহ্বাতুং প্রেষিতস্ত্বং, ত্বয়ি তেন যা সম্ভাবনা কৃতা, সা অস্মাকং প্রাপ্তৈব। এতদেব সুহৃদো লক্ষণং যৎ সময়ে দানমানাদি ক্রিয়তে। উক্তঞ্চ,—

দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌গুণং প্রীতিলক্ষণম্॥

দূরস্থিতানাং মৈত্রী নশ্যতি, সমীপস্থানাং বর্দ্ধতে ইতি ন বাচ্যম্। অত্র স্নেহ এব প্রমাণম্।

দূরস্থোঽপি সমীপস্থো যো বৈ মনসি বর্ত্ততে। যো বৈ চিত্তেন দূরস্থঃ সমীপস্থোঽপি দূরতঃ॥

গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদো, লক্ষান্তরেঽর্কঃ সলিলে চ পদ্মম্।
দ্বিলক্ষদূরে কুমুদস্য নাথো, যো যস্য হৃদ্যং ন হি তস্য দূরঃ॥

তস্মাৎ সর্ব্বথা গন্তব্যং মে। কিন্তু মমাত্র কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমস্তি। তস্মৈ রাজ্ঞে ব্যয়ার্থমেতদ্রত্নচতুষ্টয়ং দাস্যামি। এতেষাং মাহাত্ম্যং, একং রত্নং যদ্বস্তু স্মর্য্যতে তদ্দদাতি। দ্বিতীয়রত্নেন ভোজনাদিকমমৃততুল্যমুৎপদ্যতে। তৃতীয়রত্নাৎ অশ্বরথপদাতিযুতং চতুরঙ্গবলং ভবতি। চতুর্থরত্নাৎ দিব্যাভরণানি জায়ন্তে, তদেতানি রত্নানি গৃহীত্বা রাজ্ঞো হস্তে প্রযচ্ছ। ততো ব্রাহ্মণস্তানি রত্নানি গৃহীত্বা উজ্জয়িনীং যাবদাগতস্তাবদ্‌যজ্ঞসমাপ্তির্জাতা। রাজা অবভৃথস্নানং কৃত্বা সর্ব্বান্ অর্থিজনান্ পরিপূর্ণমনোরথানকরোৎ। ব্রাহ্মণো রাজানং দৃষ্ট্বা রত্নান্যর্পয়িত্বা প্রত্যেকং তেষাং গুণকথনমকথয়ৎ। ততো রাজাবদৎ, ভো ব্রাহ্মণ! ভবান্ যজ্ঞদক্ষিণাকালং ব্যতিক্রম্য সমাগতঃ, ময়া

যক্ষ ও সিদ্ধ প্রভৃতি সকলকেই রাজা নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই সময়ে সমুদ্রকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত কোন ব্রাহ্মণকে সাগরতীরে প্রেরণ করিলেন। সেই ব্রাহ্মণও সাগরতীরে গমনপূর্ব্বক গন্ধ-পুষ্পাদি ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া বলিলেন, ভো সমুদ্র! বিক্রমাদিত্য রাজা রাজ্য করিতেছেন, তিনি আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, আমি আপনাকে আহ্বানার্থ আসিয়াছি, এই বলিয়া জলমধ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক ক্ষণকাল অবস্থিত রহিলেন। কোন ব্যক্তি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না। যখন ব্রাহ্মণ ক্ষুব্ধচিত্তে উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন সমুদ্র ব্রাহ্মণরূপ ধারণপূর্ব্বক দেদীপ্যমান-শরীরে তাঁহার নিকট আগমন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে বিপ্রবর! রাজা বিক্রমাদিত্য আমাকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তুমি যে ভক্তি সহকারে আমার পূজা করিয়াছ, তাহা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। যথাসময়ে দান-মানাদি করিলে তাহাই সুহৃদের লক্ষণ বলিয়া প্রকাশ পায়। উক্ত আছে যে, দান করা, প্রতিগ্রহণ করা, গুহ্যকথা বলা, জিজ্ঞাসা করা, ভোজন করা এবং ভোজন করান এই ছয়টীই প্রীতির লক্ষণ। দূরস্থিত ব্যক্তির সহিত মিত্রতা নষ্ট হয় এবং সমীপস্থিত ব্যক্তির সহিত প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, ইহা কর্ত্তব্য নয়। এ বিষয়ে স্নেহই প্রমাণ। যে ব্যক্তি যাহার মানসে বিদ্যমান থাকে, সে দূরে থাকিয়াও নিকটস্থ, যে ব্যক্তি মনের দূরস্থিত, সে নিকটে থাকিয়াও দূরে অবস্থিতি করিয়া থাকে। দেখ, পর্ব্বতে ময়ূর এবং গগনে জলধর, লক্ষযোজন অন্তরে সূর্য্য এবং জলমধ্যে পদ্ম, দুই লক্ষযোজন অন্তরে চন্দ্র এবং সলিলে কুমুদ অবস্থিতি করে, তাহাতেও তাহাদের অতিশয় প্রীতি প্রকাশ পায়, ফলতঃ যে যাহার মিত্র, সে দূরস্থ হইলেও তাহাদের প্রীতির হানি হয় না; অতএব আমার তথায় গমন করা একান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু আমার এখানে কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে। আমি সেই সৎকার্য্যে ব্যয় করিবার নিমিত্ত রাজাকে চারিটী রত্ন প্রদান করিব। এই চারিটীর মাহাত্ম্য এই যে, প্রথমটী যে বস্তু স্মরণ করা যায়, তাহাই প্রদান করে। দ্বিতীয়টী অমৃততুল্য ভোজনাদি উৎপাদন করে, তৃতীয় রত্ন হইতে অশ্ব-রথ-পদাদিযুক্ত চতুরঙ্গসেনা উৎপন্ন হয় এবং চতুর্থ রত্ন হইতে দিব্য আভরণ-সকল উৎপন্ন হয়। তুমি এই সকল রত্ন লইয়া রাজার হস্তে প্রদান কর। তদনন্তর ব্রাহ্মণ সেই রত্নচতুষ্টয় গ্রহণ পূর্ব্বক যখন উজ্জয়িনীতে আগমন করিলেন, তখন যজ্ঞসমাপ্তি হইয়া গিয়াছে। রাজা অবভৃথস্নান করিয়া সমস্ত অর্থীজনের মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চারিটী রত্ন অর্পণ পূর্ব্বক তাহাদের প্রত্যেকের গুণ বর্ণন করিলেন। তখন রাজা

সর্ব্বোঽপি ব্রাহ্মণসমূহো দক্ষিণয়া তোষিতঃ, তর্হি ত্বং এতেষাং চতুর্ণাং মধ্যে যৎ তুভ্যং রোচতে, তদ্‌গৃহাণ। ব্রাহ্মণেনোক্তং, গৃহং গত্বা গৃহিণীং পুত্রং স্নুষাঞ্চ পৃষ্ট্বা সর্ব্বেভ্যো যদ্রোচতে, তদ্ গ্রহীষ্যামি। রাজ্ঞোক্তম্, তথা কুরু। ব্রাহ্মণোঽপি স্বগৃহমাগত্য সর্ব্বং বৃত্তান্তং তেষামগ্রে অকথয়ৎ। তচ্ছ্রুত্বা পুত্রেণোক্তম্, যদ্রত্নং চতুরঙ্গবলং দদাতি, তদ্‌গ্রহীষ্যামি, যতঃ সুখেন রাজ্যং কর্ত্তুমায়াতি। পিত্রোক্তম্, বুদ্ধিমতা রাজ্যং ন প্রার্থনীয়ম্।

রামস্য ব্রজনং বলের্নিয়মনং পাণ্ডোঃ সুতানাং বনং,বৃষ্ণীনাং নিধনং নলস্য নৃপতে রাজ্যাৎ পরিভ্রংশনম্
সৌদাসং তদবস্থমর্জ্জুনবধং সঞ্চিন্ত্য লোকেশ্বরং, দৃষ্ট্বা রাজ্যকৃতে বিড়ম্বনগতং তস্মাৎ ন তদ্‌বাঞ্ছয়েৎ॥

পুনঃ পিতা বদতি, যস্মাৎ ধনং লভ্যতে তদ্‌গৃহাণ, ধনেন সর্ব্বমপি লভ্যতে।

ন তদস্তি জগত্যস্মিন্ যদ্ধনেন ন লভ্যতে।
নিশ্চিত্য মতিমান্ তস্মাৎ অর্থমেকং প্রসাধয়েৎ॥

ভার্য্যয়োক্তম্, যদ্রত্নং ষড়্‌রসান্ সূতে, তদ্‌গৃহ্যতাম্।

সর্ব্বেষাং প্রাণানামন্নেনৈব প্রাণধারণং ভবতি। উক্তঞ্চ—

অন্নং বিধাত্রা বিহিতং মর্ত্ত্যানাং জীবধারণম্।
তস্মাদন্নাৎ পরং কিঞ্চিৎ প্রার্থয়ে ন কদাচন॥

স্নুষয়োক্তং, যদ্রত্নং রত্নাভরণাদিকং সূতে, তদ্‌গ্রাহ্যম্।

ভূষয়েদ্‌ভূষণৈ রম্যৈর্যথা বিভবমাদরাৎ।
শুচি-সৌভাগ্যবৃদ্ধ্যর্থমায়ুর্লক্ষ্মীবিবৃদ্ধয়ে॥
সুহৃৎসু শুভদং নিত্যং বাস এব বিভূষণম্।
রত্নৈশ্চ দেবতাতুষ্টির্ভূষণস্যাপি ধারণাৎ॥

এবং চতুর্ণাং পরস্পরং বিবাদো লগ্নঃ। ততো ব্রাহ্মণো রাজসমীপমাগত্য চতুর্ণাং বিবাদবৃত্তান্তমকথয়ৎ রাজাপি তচ্ছ্রুত্বা তস্মৈ ব্রাহ্মণায় চত্বার্য্যপি রত্নানি দদৌ।

বলিলেন, হে বিপ্রবর! আপনি যজ্ঞদক্ষিণার কাল অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, আমি ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণার দ্বারা সন্তোষিত করিয়াছি। তবে এই চারিটী রত্নের মধ্যে যেটী আপনার অভিরুচি হয়, গ্রহণ করুন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, গৃহে যাইয়া গৃহিণী, পুত্র ও পুত্রবধূ ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা সকলের অভিমত হইবে, তাহাই গ্রহণ করিব। রাজা বলিলেন, আপনি তাহাই করুন। ব্রাহ্মণ নিজগৃহে গমন করিয়া পরিজনগণের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তাহা শুনিয়া পুত্র বলিল, যে চতুরঙ্গ বল প্রদান করে, তাহাই গ্রহণ করিবে, যেহেতু, তদ্দ্বারা সুখে রাজত্ব করিতে পারা যায়। তাঁহার পিতা বলিলেন, যে বুদ্ধিমান্, সে রাজ্য প্রার্থনা করে না। রামের বনগমন, বলির পাতাল-বসতি, পাণ্ডুপুত্রগণের বনগমন, বৃষ্ণিবংশীয়গণের নিধন, নল নৃপতির রাজ্যধ্বংস, সৌদাসেরও সেই অবস্থা, অর্জ্জুনবধ এবং লোকেশ্বরগণের রাজ্যের নিমিত্ত বিড়ম্বনা; এই সকল দর্শন করিয়া রাজ্যবাসনা করিবে না। পুনর্ব্বার পিতা বলিলেন, যাহা হইতে ধনলাভ হয়, সেই রত্নটীই গ্রহণ কর, ধন দ্বারা সমস্তই লাভ হইতে পারে। ধনদ্বারা লাভ করিতে পারা যায় না, এরূপ বস্তু জগতে নাই, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মতিমান্ ব্যক্তিগণ একমাত্র অর্থ উপার্জ্জন করিবেন। ভার্য্যা বলিল, যে রত্ন ষড়্‌বিধ রস উৎপাদন করে, তাহাই গ্রহণ করুন, যেহেতু, সমস্ত প্রাণিগণের অন্ন দ্বারাই প্রাণধারণ হইয়া থাকে। উক্ত আছে যে বিধাতা অন্নকে মানবগণের প্রাণধারণের উপায়স্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতু অন্ন ব্যতিরেকে আমি আর কিছুই প্রার্থনা করি না। পুত্রবধূ বলিল, যে রত্ন আভরণাদি উৎপাদন করে, তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু, মনোহর ভূষণ-সকল বিভব অনুসারে মানবগণকে বিভূষিত করিয়া থাকে। ভূষণ দ্বারা শুচি, সৌভাগ্য, আয়ু ও লক্ষ্মী বৃদ্ধি হয়। বাসরূপ বিভূষণ সুহৃদ্‌গণের শুভপ্রদ, রত্নসমূহ দ্বারা এবং ভূষণ দ্বারা দেবগণও সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। এইরূপে চারিজনের পরস্পর বিবাদ আরম্ভ হইল। তৎপরে ব্রাহ্মণ রাজার নিকট আসিয়া চারি জনের বিবাদ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রাজাও তাহা

ইতি কথাং কথায়ন্তা পুত্তলিকা রাজানমবদৎ, ভো রাজন্! ঔদার্য্যং নাম সহজো গুণঃ ন তু ঔপাধিকঃ।

চম্পকেষু যথা গন্ধঃ কান্তির্মুক্তাফলেষু চ।
যথেক্ষুদণ্ডে মাধুর্য্যং ঔদার্য্যং সহজং তথা॥

ত্বয়ি এবংবিধমৌদার্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে তৃতীয়োপাখ্যানম্॥৩॥

চতুর্থোপাখ্যানম্

পুনরন্যা পুত্তলিকা বদতি স্ম। ভো রাজন্! শ্রূয়তাম্। বিক্রমাদিত্যে রাজ্যং কুর্ব্বতি একদা ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ সকলবিদ্যাবিচক্ষণঃ সমস্তগুণগণালঙ্কৃতোঽপি অপুত্রঃ সমভবৎ। একদা ভার্য্যয়া ভণিতঃ, ভো প্রাণেশ্বর! পুত্রং বিনা গৃহস্থস্য গতির্নাস্তি ইতি স্মৃতিবিদো বদন্তি। তথাহি—

অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ নৈব চ।
তস্মাৎ পুত্রমুখং দৃষ্ট্বা পুত্রাদ্ভবতি তাপসঃ॥
শর্ব্বরীদীপকশ্চন্দ্রঃ প্রভাতে দীপকো রবিঃ।
ত্রৈলোক্যদীপকো ধর্ম্মঃ সৎপুত্রঃ কুলদীপকঃ॥
নাগো ভাতি মদেন কং জলরুহৈঃ পূর্ণেন্দুনা শর্ব্বরী,
শীলেন প্রমদা জবেন তুরগো নিত্যোৎসবৈর্মন্দিরম্।
বাণী ব্যাকরণেন হংসমিথুনৈর্নদ্যঃ সভা পণ্ডিতৈঃ
সৎপুত্রেণ কুলং তথা বসুমতী লোকত্রয়ং ভানুনা॥

শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণকে চারিটী রত্নই প্রদান করিলেন। এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা রাজাকে বলিল, হে রাজন্! ঔদার্য্য মানবগণের স্বাভাবিক গুণ, ইহা ঔপাধিক নহে অর্থাৎ উদার সাজিলেই উদার হওয়া যায় না। যেমন চম্পক-পুষ্পে গন্ধ, মুক্তাফলে কান্তি, ইক্ষুদণ্ডে মাধুর্য্য, সেইরূপ ঔদার্য্যও স্বভাবতই হইয়া থাকে। যদি আপনাতে এইরূপ ঔদার্য্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্।

তৃতীয়োপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার যখন ভোজরাজ সিংহাসনে উপবেশন করিতে যাইবেন, তখন চতুর্থ পুত্তলিকা বলিল, ভো রাজন্! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে রাজ্যে এক ব্রাহ্মণ সকলবিদ্যায় বিচক্ষণ এবং সমস্ত গুণগণে অলঙ্কৃত হইয়াও অপুত্রক ছিলেন। একদিন ভার্য্যা বলিল, হে প্রাণেশ্বর! "পুত্র ব্যতিরেকে গৃহস্থের গতি নাই। ইহা সমস্ত স্মৃতিতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন। উক্ত আছে যে, অপুত্রের গতি নাই, তাহার স্বর্গ হয় না, অতএব পুত্রমুখ দর্শন করিয়া তৎপরে পুত্র উৎপাদনের পর হইতেই তাপস হয়। তমস্বিনীর প্রদীপক চন্দ্র, প্রভাতকালের দীপক সূর্য্য, ত্রৈলোক্যের দীপক ধর্ম্ম এবং কুলের দীপক সৎপুত্র। মাতঙ্গ মদদ্বারা, জল জলরুহদ্বারা, রাত্রি পূর্ণচন্দ্র দ্বারা, প্রমদাগণ লজ্জাদি চরিত্র দ্বারা, তুরঙ্গ বেগ দ্বারা, মন্দির নিত্যোৎসব দ্বারা, বাণী ব্যাকরণ দ্বারা, নদীসকল হংসমিথুন দ্বারা, সভাস্থল পণ্ডিতসমূহ দ্বারা, কুল সৎপুত্র দ্বারা এবং পৃথিবী প্রভৃতি লোকত্রয় ভানুমান,

বিদ্যাপি লভ্যতে, যশঃ সন্ততিশ্চ পরমেশ্বরারাধনং বিনা ন সিদ্ধ্যতি। উক্তঞ্চ—

নিরন্তরা সুখাপেক্ষা হৃদয়ে যদি বিদ্যতে।
কৃত্বা ভাবং দৃঢ়তরং ভবানীবল্লভং ভজেৎ॥

ভার্য্যয়োক্তম্, ভবান্ সর্ব্বজ্ঞঃ অতঃ পরমেশ্বরপ্রসাদার্থং কিমপি ব্রতাদিকমনুষ্ঠেয়ম্। তেনোক্তম্, ময়াপ্যঙ্গীকৃতমেব ত্বদ্বচনম্। কুতঃ—

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
বিদুষাপি সদা গ্রাহ্যং বৃদ্ধাদপি ন দুর্ব্বচঃ॥

ইত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণঃ পরমেশ্বরপ্রীত্যর্থং রুদ্রানুষ্ঠানং কৃতবান। ততঃ একদা রাত্রৌ তং স্বপ্নে জটামুকুটধারী বৃষভবাহনস্থিতঃ পরমেশ্বরঃ প্রত্যক্ষীভূয় উবাচ, ভো ব্রাহ্মণ! ত্বং প্রদোষব্রতমাচর, তেন ব্রতাচরণেন তব পুত্রো ভবিষ্যতি। ততঃ প্রভাতে ব্রাহ্মণেন বৃদ্ধানাং পুরতঃ স্বপ্নবৃত্তান্তঃ কথিতঃ। তৈরুক্তম্, ভো ব্রাহ্মণ! যথার্থোঽয়ং স্বপ্নঃ। উক্তঞ্চ স্বপ্নাধ্যায়ে—

দেবো দ্বিজো গুরোর্গাবঃ পিতরো লিঙ্গিনো নৃপঃ।
যদ্বদন্তি বচঃ স্বপ্নে তং তথৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

অস্মিন্ ব্রতে অনুষ্ঠিতে তব পুত্রো ভবিষ্যতি। তেষাং বচনং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণো মার্গশীর্ষশুক্লত্রয়োদশীতিথৌ শনিবারে কল্পোক্তবিধিপূর্ব্বকং প্রদোষব্রতমনুষ্ঠিতম্। তেন ব্রতাচরণেন পরমেশ্বরঃ প্রসন্নো ভূত্বা পুত্রমস্মৈ প্রাযচ্ছৎ। তদনন্তরং পুত্রে জাতে তস্য পুত্রস্য ব্রাহ্মণো জাতকর্ম্ম বিধায় দ্বাদশদিবসে তস্য দেবদত্ত ইতি নামকরণং কৃত্বা অন্নপ্রাশনাদ্যুপনয়নান্তানি কর্ম্মাণ্যকার্ষীৎ। ততঃ উপনীতং বেদশাস্ত্রাদিকং শিক্ষয়িত্বা ষোড়শে বর্ষে গোদানানন্তরং বিবাহং কারয়িত্বা স্বয়ং তীর্থযাত্রাং কর্ত্তুকামঃ পুত্রায় বুদ্ধিমুপদিশতি। ভো পুত্র! অতিকষ্টাং দশাং প্রাপ্তোঽপি স্বধর্ম্মাচারং ন পরিত্যজ, পরৈঃ সহ বিবাদং মা কুরু, সর্ব্বভূতেষু দয়া কার্য্যা, পরমেশ্বরে ভক্তির্বিধেয়া, পরস্ত্রী

দ্বারা শোভা পাইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ, কিন্তু পরের উদ্যোগ দ্বারা বস্তু লাভ করিতেও সমর্থ হওয়া যায়। গুরুশুশ্রূষা দ্বারা বিদ্যা লাভ হয়, কিন্তু যশ ও সন্ততি পরমেশ্বরের আরাধনা ব্যতিরেকে লাভ করিতে পারা যায় না। উক্ত আছে যে, যদি নিরন্তর সুখলাভের বাসনা হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে, তবে দৃঢ়তর ভক্তিভাব সহকারে ভবানীবল্লভকে ভজনা কর। ভার্য্যা বলিল, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব পরমেশ্বরের প্রসন্নতার নিমিত্ত কোন ব্রতাদির অনুষ্ঠান করুন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি তোমার বাক্য অঙ্গীকার করিলাম, যেহেতু, বিদ্বান্ হইলেও যুক্তিযুক্ত ও উপাদেয় বাক্য বালকের নিকট হইতেও গ্রহণ করা উচিত আর অযুক্ত অনিষ্টকর বাক্য বৃদ্ধের নিকট হইতেও গ্রহণ করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ এই বলিয়া পরমেশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত রুদ্রানুষ্ঠান করিলেন। তৎপরে একদিন রাত্রিকালে ব্রাহ্মণ স্বপ্নে দেখিলেন, জটামুকুটধারী বৃষবাহন পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ হইয়া বলিতেছেন, হে ব্রাহ্মণ! তুমি প্রদোষব্রতের আচরণ কর, সেই ব্রতাচরণ দ্বারা তোমার পুত্রলাভ হইবে। তদনন্তর ব্রাহ্মণ প্রভাতকালে বৃদ্ধদিগের নিকটে সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। বৃদ্ধগণ বলিলেন, হে দ্বিজবর! এই স্বপ্নবৃত্তান্ত যথার্থ, যেহেতু, স্বপ্নাধ্যায়ে উক্ত আছে যে, "দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, গো, পিতৃগণ, সন্ন্যাসী ও রাজা স্বপ্নে যাহা বলেন, তাহা সত্য। অতএব এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে তোমার পুত্র জন্মিবে," তাঁহাদিগের সেই বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণ অগ্রহায়ণমাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে শনিবারে কল্পোক্ত বিধানে প্রদোষব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। তাহাতে পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে পুত্র প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সমাপনপূর্ব্বক দ্বাদশ-দিবসে তাহার "দেবদত্ত" এই নামকরণ করিয়া অন্নপ্রাশন ও উপনয়নাদি কর্ম্ম ক্রমে ক্রমে সম্পাদন করিলেন। অনন্তর পুত্র বেদশাস্ত্রাদি শিক্ষা করিলে ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে গোদান পূর্ব্বক পুত্রের বিবাহ দিয়া ব্রাহ্মণ স্বয়ং তীর্থযাত্রার অভিলাষ করিয়া পুত্রকে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে পুত্র! তুমি অতিশয় কষ্টের অবস্থায় পড়িলেও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া

নাবলোকনীয়া, বলবদ্‌বিরোধং মা কুরু, মর্ম্মজ্ঞেষু অনুবৃত্তিবিধেয়া, প্রস্তাবসদৃশং বক্তব্যম্, স্ববিত্তানুসারেণ ব্যয়ঃ করণীয়ঃ, সজ্জনাঃ সেবনীয়াঃ, দুর্জ্জনাঃ পরিহর্ত্তব্যাঃ, স্ত্রীণাং গুহ্যং ন বক্তব্যম্। এবং হ্যনেকধা পুত্রায় হিতমুপাদিশ্য স্বয়ং বারাণসীং জগাম। দেবদত্তোঽপি পিতুরুপদেশং পরিপালয়ন্ তত্রৈব নগরে স্থিতঃ একদা হোমসমিধাহরণার্থং মহারণ্যং প্রবিষ্টো যাবৎ সামধশ্ছিনত্তি, তাবদ্‌বিক্রমার্কো রাজা মৃগয়ার্থং বনং গতঃ শূকরমনুধাবন্ মহারণ্যং প্রবিষ্টঃ. পুনর্মার্গমজানন্ দেবদত্তং দৃষ্ট্বা নগরমার্গমপৃচ্ছৎ। তেন পৃষ্টো দেবদত্তঃ স্বয়মগ্রে গচ্ছন্ রাজানং নগরমানয়ৎ। ততো রাজা দেবদত্তং বহুধা সম্মান্য কস্মিংশ্চিদ্-ব্যাপারে নিযুক্তবান্। তদনন্তরং কালো মহান্ গতঃ। একদা রাজ্ঞা ভণিতম্, কথমহং দেবদত্তকৃতো-পকারাদাহুত্তীর্ণো ভবিষ্যামি? যদনেন মহতোঽরণ্যাদ্‌গ্রামমানীতঃ। তস্মিন্নবসরে কেনচিদুক্তম্, অহো! অয়ং সৎপুরুষঃ কৃতমুপকারং ন বিস্মরতি। তদুক্তম্—

> প্রথমবয়সি তোয়ং পীতমল্পং স্মরন্তঃ,
> শিরসি নিহিতভারা নারিকেলীফলানাম্।
> উদকমমৃতকল্পং দদ্যুরাজীবনান্তং,
> ন হি কৃতমুপকারং সাধবো বিস্মরন্তি ॥

ব্রাহ্মণেন তদ্রাজবচনং শ্রুত্বা স্বমনসি বিচারিতম্, অহো! রাজা এবং বদতি, তৎ সত্যং বা মিথ্যা বা অস্য প্রত্যয়ো দ্রষ্টব্য ইতি ভণিত্বা রাজকুমারং কেনাপ্যবিদিতং স্বমন্দিরে সংগোপ্য তস্যালঙ্কারং ভৃত্যহস্তে দত্ত্বা নগরমধ্যে বিক্রয়ার্থং প্রেষিতম্। তস্মিন্নবসরে রাজমন্দিরে রাজপুত্রঃ কেনাপি মারিত ইতি মহান্ কোলাহলো জাতঃ। রাজ্ঞাপি স্বপুত্রমার্গণায় সর্ব্বেঽধিকারিণঃ প্রেষিতাঃ। তএতে যাবদ্‌বিপণিমধ্যে বিলোকয়ন্তি, তাবদাভরণহস্তো দেবদত্তভৃত্যো দৃষ্টঃ। ততস্তদাভরণং রাজকুমারস্যেতি জ্ঞাত্বা তং বদ্ধা

তাহার আচরণ করিবে। অন্যের সহিত বিবাদ করিও না, সকল জীবের প্রতি দয়া করিবে, পরমেশ্বরের প্রতি সর্ব্বদাই ভক্তিমান্ হইবে, পরস্ত্রী অবলোকন করিবে না, প্রবল বিরোধ অকর্ত্তব্য, মর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির অনুবৃত্তি করা কর্ত্তব্য, প্রস্তাবের অনুরূপ বাক্য বলা উচিত, নিজের বিভব অনুসারে ব্যয় করা কর্ত্তব্য, সজ্জনগণের সেবা করিবে, দুর্জ্জনের সঙ্গ করিবে না, স্ত্রীদিগের নিকট গুহ্য কথা কহিবে না। ব্রাহ্মণ, পুত্রকে এইরূপ অনেক প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং বারাণসী গমন করিলেন। দেবদত্ত পিতার উপদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক সেই নগরেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। একদিন দেবদত্ত হোমকাষ্ঠ আহরণার্থ বনে প্রবিষ্ট হইয়া কাষ্ঠচ্ছেদন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে রাজা বিক্রমাদিত্য মৃগয়ার্থ বনে গমন করিয়াছিলেন. তিনি একটী শূকরের অনুসরণ করিয়া মহারণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পথ চিনিতে না পারিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে দেবদত্তকে দেখিতে পাইয়া নগরের পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন দেবদত্ত আপনি অগ্রে অগ্রে গমন পূর্ব্বক রাজাকে নগরমধ্যে আনয়ন করিলেন। তদনন্তর রাজা দেব-দত্তের বহু সম্মান করিয়া তাঁহাকে কোন কার্য্য-বিশেষে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে অনেককাল বিগত হইল। একদিন রাজা বলিলেন, আমি কিরূপে দেবদত্তকৃত উপকার হইতে উত্তীর্ণ হইব? যেহেতু, তিনি আমাকে নিবিড় অরণ্যমধ্য হইতে গ্রামে আনয়ন করিয়া আমার মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। এই সময়ে কোন ব্যক্তি কহিলেন, ইনি সৎপুরুষ, কৃত উপকার কখনই বিস্মৃত হন না। উক্ত আছে যে, প্রথম-বয়সকালে অল্পপরিমাণে সলিল পান করিয়াছে, ইহা স্মরণ করিয়া মস্তকে বহুতর ফলভার বহন পূর্ব্বক নারিকেল-বৃক্ষগণ অমৃতকল্প বহুপরিমাণ সলিল আজীবন প্রদান করিয়া থাকে। অতএব সাধু ব্যক্তিগণ কৃত উপকার কখনই বিস্মৃত হন না। দেবদত্ত সেই রাজবাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিচার করিলেন যে, রাজা এইরূপ বলিতেছেন, তাহা সত্য বা মিথ্যা, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া কেহ জানিতে না পারে, এইরূপে রাজকুমারকে নিজগৃহমধ্যে আনিয়া গোপনে তাহার অলঙ্কার বিক্রয়ের নিমিত্ত নগরমধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। সেই সময়ে রাজপুত্রকে চোরে মারিয়াছে বলিয়া রাজভবনে মহাকোলাহল উঠিল। রাজাও নিজপুত্রের অন্বেষণের নিমিত্ত সমস্ত রাজপুরুষদিগকে প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর যখন তাহারা দোকানের মধ্যে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন দেব-দত্তের ভৃত্যের হস্তে রাজপুত্রের আভরণ দেখিতে পাইল। তখন সেই আভরণ রাজপুত্রের, ইহা

রাজসকাশং নিন্যুঃ। পশ্চাদ্‌ভৃত্যাঃ কথয়ন্তি স্ম, রে পাপাচার! কথমেতদাভরণং তব হস্তে সমাগতম্? তেনোক্তং, মম হস্তে দেবদত্তেন ব্রাহ্মণেন দত্তস্তস্যাহং ভৃত্যঃ। বিপণিমধ্যে এতদাভরণবিক্রয়েণ ধনমানয়েতি কথিতঞ্চ। ততো রাজ্ঞা দেবদত্ত আকারিতো ভণিতশ্চ, ভো দেবদত্ত! এতদাভরণং তব হস্তে কেন দত্তম্? দেবদত্তেনোক্তম্, ন কেনাপি দত্তম্। অহমেব ধনলোলুপস্তব কুমারং হত্বা তদাভরণানি সর্ব্বাণি গৃহীত্বা তন্মধ্যে ইদমেকমাভরণমস্য হস্তে বিক্রেতুং দত্তম্। ইদানীং তুভ্যং যদ্রোচতে তৎ কুরু। মম কর্ম্মবশাদেবংবিধা বুদ্ধিরভূদিতি ভণিত্বা অধোমুখো বভূব। তদ্‌বচনং শ্রুত্বা রাজা তূষ্ণীমবস্থিতঃ। তদা সভামধ্যে কৈশ্চিদুক্তম্, অহো! অয়ং সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তাপি কথমীদৃশে পাপকর্ম্মণি বুদ্ধিমকরোৎ? অন্যেনোক্তম্, কিঞ্চিত্রং, স্বকর্ম্মণা প্রেরিতস্যৈব বুদ্ধির্জাতা। উক্তঞ্চ—

কিং করোতি নরঃ প্রাজ্ঞঃ প্রের্য্যমাণঃ স্বকর্ম্মণা।
প্রায়েণ হি মনুষ্যাণাং বুদ্ধিঃ কর্ম্মানুসারিণী॥

তত্র সভ্যৈর্ভণিতম্, ভো রাজন্! অয়ং বালঘাতী পুনঃ স্বর্ণস্তেয়ী চ, অমুং শতখণ্ডং কৃত্বা অস্য মাংসেন গৃধ্রাণাং বলির্দাতব্যঃ। তেষাং বচনং শ্রুত্বা রাজ্ঞা ভণিতম্, ভো সভ্যাঃ! অয়ং মমাশ্রিতঃ পুরা মার্গদর্শনাদুপকারী চ। অতঃ সৎপুরুষেণ আশ্রিতানাং গুণদোষচিন্তা ন কার্য্যা। তথা চোক্তম্—

চন্দ্রঃ ক্ষয়ী প্রকৃতিবক্রতনুর্জড়াত্মা, দোষাকরো ভবতি মিত্রবিপত্তিকালে।
মূর্দ্ধ্না তথাপি বিধৃতঃ পরমেশ্বরেণ, নৈবাশ্রিতেষু মহতাং গুণদোষচিন্তা॥

অন্যচ্চ—উপকারিষু যঃ সাধুঃ সাধুত্বে তস্য কো গুণঃ।
অপকারিষু যঃ সাধুঃ স সাধুঃ সদ্ভিরুচ্যতে॥

ইত্যুক্ত্বা দেবদত্তং প্রতি ভণতি স্ম, ভো দেবদত্ত! ত্বং চেতসি কিমপি ভয়ং মা কার্ষীঃ। মম

জানিয়া ঐ ভৃত্যকে বন্ধন করিয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। পরে রাজভৃত্যগণ কহিল, রে পাপিষ্ঠ! এই অলঙ্কার তোমার হস্তে কিরূপে আসিল? সে বলিল, দেবদত্ত ব্রাহ্মণ আমার হস্তে এই অলঙ্কার দিয়াছেন, আমি তাঁহার ভৃত্য, তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে, এই অলঙ্কার দোকানে বিক্রয় করিয়া ধন আনয়ন কর। তৎপরে রাজা দেবদত্তকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দেবদত্ত! এই আভরণ আপনার হস্তে কোন ব্যক্তি দিয়াছে? দেবদত্ত বলিলেন, কেহই দেয় নাই, আমিই ধনলোভে আপনার পুত্রকে হনন করিয়া তাহার সমস্ত আভরণ গ্রহণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে এই একটী আভরণ উহার হস্তে বিক্রয়ার্থ প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয় করুন্। কর্ম্মবশে আমার এরূপ বুদ্ধি ঘটিয়াছে। এই বলিয়া দেবদত্ত অধোমুখ হইয়া রহিলেন। সেই বাক্য শুনিয়া রাজা মৌনী হইয়া রহিলেন। তখন সভামধ্যে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল,এই ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্র জানিয়াও কেন এরূপ পাপকার্য্যে মতি করিল? অন্য ব্যক্তি বলিল, বিচিত্র কি? স্বকর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া ইহার এরূপ বুদ্ধি ঘটিয়াছে। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, প্রাজ্ঞ নরগণও নিজ নিজ কৃত কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া কুৎসিত কর্ম্ম করিয়া থাকে; যেহেতু, মনুষ্যগণের বুদ্ধি প্রায়ই স্বীয় কৃতকর্ম্মের অনুসারিণী হইয়া থাকে। তখন সভ্যগণ বলিলেন, রাজন্! এই দেবদত্ত বালঘাতী ও স্বর্ণচোর; অতএব-খদিরকাষ্ঠনির্ম্মিত শূল দ্বারা ইহার নিধন করা কর্ত্তব্য। তৎপরে অন্য মন্ত্রিগণ বলিলেন, ইহাকে শত খণ্ড করিয়া ইহার মাংসে গৃধ্রগণকে বলি প্রদান করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া রাজা বলিলেন, হে সভ্যগণ! এই ব্রাহ্মণ আমার আশ্রিত, পূর্ব্বে আমাকে নগরমার্গ দর্শন করাইয়া অত্যন্ত উপকার করিয়াছে, আশ্রিত ব্যক্তিগণের গুণ দোষ বিচার করা কর্ত্তব্য নয়। উক্ত আছে যে, চন্দ্র ক্ষয়রোগী, স্বভাবতঃ বক্রদেহ ও জড়াত্মা এবং মিত্রগণের বিপৎকালে দোষের আকর হইলেও পরমেশ্বর তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, তথাপি মহদ্‌ব্যক্তিগণ আশ্রিত ব্যক্তিদিগের গুণ-দোষ বিচার করেন না। আরও, যে ব্যক্তি উপকারীর প্রতি সাধু ব্যবহার করে, তাহার সাধুতার গুণ কি? কিন্তু অপকারীর প্রতি যে ব্যক্তি সদ্ব্যবহার করে, সজ্জনগণ কহিয়া থাকেন যে,সেই ব্যক্তিই যথার্থ সাধু বলিয়া উক্ত হয়। এই বলিয়া রাজা দেবদত্তকে বলিলেন, হে দেবদত্ত! আপনি মনোমধ্যে কিছুই ভয় করিবেন না।

পুত্রো বলীয়সা প্রাক্তনেন কর্ম্মণা মারিতঃ। ত্বয়া কি কৃতম্। যতঃ প্রাক্তনং কর্ম্ম কোঽপি লঙ্ঘয়িতুং ন শক্নোতি।

মাতা লক্ষ্মীঃ পিতা বিষ্ণুঃ স্বয়ঞ্চ বিষমায়ুধঃ।
তথাপি শম্ভুনা দগ্ধঃ প্রাক্তনং কেন লঙ্ঘ্যতে॥

মহারণ্যে পতিতং মাং নগরং নীতবতো মহোপকারিণস্তব প্রত্যুপকারসহস্রৈরপ্যুত্তীর্ণো ন ভবামি, ইতি সমাশ্বাস্য বস্ত্রাভরণাদিনা দেবদত্তং সম্ভাব্য বিসসর্জ্জ। দেবদত্তোঽপি তং কুমারমানীয় রাজ্ঞে দদৌ। ততঃ সবিস্ময়েন রাজ্ঞা ভণিতম্,কিমিদমিতি? দেবদত্তেনোক্তম্, কৃতোপকারাৎ কথমপি উত্তীর্ণো ন ভবামীতি পূর্ব্বং ত্বয়োক্তম্। তৎ তব স্বভাবনিরীক্ষণার্থং ময়া এবং কৃতম্। ত্বয়ি প্রত্যয়ো দৃষ্টশ্চ। রাজ্ঞোক্তম, যঃ কৃতোপকারং বিস্মরতি সঃ পুরুষাধম এব। দেবদত্তেনোক্তম্, ভো রাজন্! কারণং বিনাপি সকল-জগদুপকারী ভবান, অতস্ত্বমেব সুজনো লোকে। তথা চোক্তম্—

সুজনাঃ সুধনাস্তে হি কৃতিনঃ সুখিনস্তথা।
জন্তবো যে হি জীবন্তি পরস্য হিতকাময়া॥

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা রাজানমবদৎ, এবং পরোপকারৌদার্য্যাদি বিদ্যতে ত্বয়ি চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। ভোজরাজস্তূষ্ণীমাসীৎ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজ-সংবাদে
চতুর্থোপাখ্যানম্॥ ৪ ॥

আমার পুত্র বলবৎ পুরাকৃত কর্ম্মদ্বারা মরিয়াছে, আপনি কি করিবেন? যেহেতু, পুরাকৃত কর্ম্ম কোন ব্যক্তিই লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না। যাহার মাতা লক্ষ্মী এবং পিতা বিষ্ণু, যিনি স্বয়ং বিষমায়ুধ, তিনিও শম্ভু-ক্রোধানলে দগ্ধ হইলেন, অতএব পুরাকৃত কর্ম্ম কোন্ ব্যক্তি লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়? আমি যখন মহারণ্যে পতিত হইয়াছিলাম, যখন আপনি আমাকে নগরে আনিয়া আমার মহোপকার সাধন করিয়াছিলেন, আমি সহস্র সহস্র প্রত্যুপকার করিয়াও তাহা পরিশোধ করিতে পারিব না। রাজা এইরূপ আশ্বাসিত করিয়া বস্ত্র ও আভরণ প্রদান পূর্ব্বক সম্মাননা করিয়া দেবদত্তকে বিদায় করিলেন। তখন দেবদত্ত রাজকুমারকে আনিয়া রাজাকে প্রদান করিলেন। তখন রাজা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, দেবদত্ত! এ কি? দেবদত্ত বলিলেন, "আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, দেবদত্তকৃত উপকার হইতে আমি কিছুতেই উত্তীর্ণ হইতে পারিব না।" তাহাতেই আপনার স্বভাব-পরীক্ষার নিমিত্ত আমি এই-রূপ করিয়াছি। এক্ষণে আমার তাহাতে প্রত্যয় জন্মিয়াছে। রাজা বলিলেন, "যে কৃতোপকার বিস্মৃত হয়, সে নিশ্চয়ই পুরুষাধম। দেবদত্ত বলিলেন, রাজন্! আপনি বিনা কারণেই অখিল জগতের উপ-কার সাধন করিয়া থাকেন, অতএব আপনি ত্রিলোকে একমাত্র সুজন। উক্ত আছে যে, যাঁহারা সুজন, তাঁহারা যথার্থ ধনী, যাঁহারা কৃতী এবং যাঁহারা পরের হিতকামনায় জীবনধারণ করেন, তাঁহারা যথার্থ সুখী। এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা রাজাকে বলিল,হে রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ পরোপকার ও ঔদার্য্যাদি বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। ভোজরাজ মৌনী হইয়া রহিলেন।

চতুর্থোপাখ্যান সমাপ্ত

পঞ্চমোপাখ্যানম্



পুনরন্যয়োক্তং, ভো রাজন্! শ্রূয়তাম্! বিক্রমার্কে রাজ্যং কুর্ব্বতি, একদা কশ্চিদ্রত্নবণিক্ সমাগত্য রত্নমনর্ঘ্যমেকং রাজহস্তে সমর্পিতবান্, রাজাপি দেদীপ্যমানং তদ্রত্নং দৃষ্ট্বা পরীক্ষকানাকার্য্যাবদৎ, ভোঃ পরীক্ষকাঃ! কীদৃশমেতদ্রত্নং সমীচীনং অসমীচীনং বা অস্য মৌল্যং কুর্ব্বন্তু। তৈস্তদ্রত্নং পরীক্ষ্য ভণিতং, ভো রাজন্! অমূল্যমেতদ্রত্নম্। অস্য মৌল্যমবিদিত্বাপি ক্রিয়তে চেৎ, তর্হি মহাপ্রত্যবায়োঽস্মাকং ভবিষ্যতি। তেষাং বচনং শ্রুত্বা রাজা ভূরি দ্রব্যং দত্ত্বা ভণতি স্ম, ভো বণিক্! ঈদৃশং রত্নমন্যদস্তি কিম্? বণিগুবাচ, দেব! এতৎ-সদৃশানি রত্নানীহ আনীতানি ন সন্তি। পরং গ্রামে এবংবিধান্যেব দশরত্নানি বিদ্যন্তে। যদি প্রয়োজনমস্তি, তর্হি তেষাং মৌল্যং কৃত্বা গৃহ্যতাম্। ততঃ পরীক্ষকৈরেকৈকস্য রত্নস্য ষট্ কোটিসুবর্ণং কৃতম্। রাজা তাবৎ সুবর্ণং তস্মৈ বণিজে দত্তং, তেন সহ বিশ্বাসী কশ্চিদ্ভৃত্যশ্চ প্রেষিতঃ। উক্তঞ্চ, ভো মণিকার! অষ্টানাং বাসরাণাং মধ্যে রত্নানি গৃহীত্বা আয়াস্যতি চেদুচিতং তব দাস্যামি। তেনোক্তং, দেব! অষ্টানাং দিবসানাং মধ্যে আগমিষ্যামি, নচেৎ দণ্ডনীয়োঽহং; এবমুক্ত্বা স মণিকারস্তেন বণিজা সহ তস্য নিবাসনগরঙ্গতঃ। তত্র তেন দশরত্নানি দত্তানি। তানি গৃহীত্বা মার্গে যাবদাগচ্ছতি, তাবন্মহতী বৃষ্টিরভূৎ। তয়া বৃষ্ট্যা উভয়তটপরিপূর্ণা নদী প্রবহতি। ততঃ অপরং তীরং গন্তুমশক্নুবন্ তত্র তটস্থিতং নাবিকমবদৎ, ভো কর্ণধার! মাং নদীং উত্তারয়। সোঽবদৎ, হে পথিক! এষা নদী বেলামতিক্রম্য বর্ত্ততে, কথমুত্তার্য্যতে। প্রবল-নদ্যুত্তরণং বুদ্ধিমতা বর্জ্জনীয়ম্।

মহানদীপ্রতরণং মহাপুরুষবিগ্রহম্।
মহাজনবিরোধঞ্চ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

পুনর্ব্বার ভোজরাজ যখন সিংহাসনে বসিবেন, তখন পঞ্চম পুত্তলিকা বলিল, হে রাজন্! শ্রবণ করুন্। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে একদিন কোন বণিক্ আসিয়া একটী অমূল্যরত্ন রাজার হস্তে অর্পণ করিল। রাজা পরমপ্রভায় দেদীপ্যমান সেই রত্ন নিরীক্ষণ করিয়া পরীক্ষকদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে পরীক্ষকগণ! এই রত্ন কিরূপ.উত্তম বা অধম, ইহার মূল্যই বা কত,তাহা অবধারণ কর। তাহারা সে রত্ন পরীক্ষা করিয়া বলিল, হে রাজন্! এই রত্ন অমূল্য; যদি ইহার মূল্য না জানিয়া ক্রয় করেন, তবে আমাদের অতিশয় অনিষ্ট হইবে। তাহাদের বাক্য শুনিয়া রাজা তাহাদিগকে বহুতর দ্রব্যপ্রদান করিয়া বণিক্কে বলিলেন, হে বণিক্বর! এরূপ রত্ন আর তোমার আছে কি? বণিক্ বলিল, দেব! ইহার তুল্য আমার গৃহে আর দশটী রত্ন আছে, তাহা এখানে আনি নাই। যদি প্রয়োজন হয়, তবে মূল্য দিয়া সেই সমস্ত রত্ন গ্রহণ করুন্। তৎপরে পরীক্ষকেরা সেই এক একটী রত্নের মূল্য ছয় কোটি সুবর্ণ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া দিল। রাজা সমস্ত মূল্যই বণিক্কে দিয়া তাহার সহিত কোন বিশ্বাসী এক মণিকার ভৃত্য পাঠাইয়া দিলেন। তাহাকে বলিয়া দিলেন, হে মণিকার! তুমি যদি আটদিনের মধ্যে রত্ন লইয়া ফিরিয়া আইস, তবে তোমাকে সমুচিত পুরস্কার করিব। মণিকার বলিল, দেব! আটদিনের মধ্যেই আমি আপনার চরণ দর্শন করিব, তাহা না হইলে আমি দণ্ডনীয় হইব। এই বলিয়া মণিকার সেই বণিকের সহিত তাহার নিবাসনগরে গমন করিল। সেখানে বণিক্ দশটী রত্ন তাহাকে প্রদান করিল। সেই সকল রত্ন লইয়া মণিকার যখন পথিমধ্যে আসিতেছিল, সেই সময়ে একটী মহতী বৃষ্টি হইয়া গেল; তাহা দ্বারা উভয় তট উথলিয়া নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহাতে সে অপর পারে উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া তটস্থিত নাবিককে বলিল, হে কর্ণধার! আমাকে নদী পার করিয়া দাও। নাবিক বলিল, হে পথিক! এই নদী উভয় তীর অতিক্রম করিয়াছে, কিরূপে পার করিব? প্রবল নদী উত্তীর্ণ হওয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য নহে। মহানদীপ্রতরণ, মহাপুরুষের সহিত বিগ্রহ, মহাজনের সহিত বিরোধ, এই সকল দূর হইতে পরিত্যাগ করা

চরিতে যোষিতাং পূর্ণে সরিত্তোয়ে নৃপাদরে।
সর্ব্বত্রৈব বণিক্স্নেহে বিশ্বাসং নৈব কারয়েৎ ॥
নদীনাঞ্চ নখীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাম্।
বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলাদিষু ॥

মণিকারেণোক্তম্, ভো কর্ণধার! ত্বয়া যদুক্তং, তৎ সত্যমেব, তথাপি মম মহৎকার্য্যমস্তি। সামান্য-কার্য্যাদ্বিশেষকার্য্যং বলবদ্ভবতি।

সামান্যকার্য্যাতো নূনং বিশেষো বলবান্ ভবেৎ।
পরেণ পূর্ব্ববাধো বা প্রায়শো দৃশ্যতামিহ ॥

অতঃ মম নদ্যুত্তরণং সামান্যং, রাজকার্য্যং বলবৎ। কর্ণধারেণোক্তং, মহদ্রাজ-কার্য্যং তৎ কিং? মণিকারেণোক্তং, অদ্য দশরত্নানি গৃহীত্বা রাজসমীপং নাগমিষ্যামীতি চেৎ, আজ্ঞাভঙ্গাদ্রাজা নিগ্রহং করিষ্যতি। নাবিকেনোক্তং, তর্হি তেষাং রত্নানাং মধ্যে মহ্যং পঞ্চরত্নানি দাস্যসি চেৎ, ত্বাং নদীমুত্তারয়িষ্যামি। ততো মণিকারস্তস্মৈ নাবিকায় পঞ্চরত্নানি দত্ত্বা নদীমুত্তীর্য্য রাজসমীপমাগত্য তস্য হস্তে পঞ্চরত্নানি দদৌ। রাজাব্রবীৎ, ভো মণিকার! কিং পঞ্চৈব রত্নানি সমানীতানি? অবশিষ্টানি পঞ্চ কিং কৃতানি? মণিকারেণোক্তং, দেব! শ্রূয়তাম্ বিজ্ঞাপ্যং মে! অস্মান্নগরান্নির্গত্য তেন বণিজা সহ তন্নগরং গত্বা তেন দত্তানি দশরত্নানি গৃহীত্বা ততো নির্গত্য যাবদাগচ্ছামি, তাবন্মার্গে প্রবলবৃষ্ট্যা নদী উভয়তটং বিলঙ্ঘ্য প্রবলোদকা প্রবৃত্তা। অষ্টানাং দিনানাং মধ্যে স্বামিচরণৌ দ্রষ্টব্যৌ, নদী দুস্তরা, ইতি বিচার্য্য নদ্যুত্তরণায় নাবিকস্য পঞ্চরত্নানি দত্তানি পঞ্চ দেবসমীপমানীতানি। যদাষ্টদিনানাং মধ্যে নাগম্যতে চেৎ, আজ্ঞাভঙ্গাৎ স্বামিনশ্চেতসি দুঃখং স্যাৎ। উক্তঞ্চ—

আজ্ঞাভঙ্গো নরেন্দ্রাণাং বিপ্রাণাং মানখণ্ডনম্।
পৃথক্ শয্যাশ্চ নারীণাং অশস্ত্রবধ উচ্যতে ॥

ইতি বিচার্য্য দত্তানি। রাজাপি তদ্বচনং শ্রুত্বা সন্তুষ্টঃ সন্ অবশিষ্টানি পঞ্চরত্নানি তস্মৈ

কর্ত্তব্য। আর নারীদিগের চরিত্রে, পরিপূর্ণ নদীর জলে, রাজার আদরে, বণিকের স্নেহে কোন স্থলেই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয়; এবং নদী, নখী, শৃঙ্গধারী, শস্ত্রপাণি, স্ত্রী ও রাজকুলে কদাচ বিশ্বাস করিবে না। মণিকার বলিল, হে কর্ণধার! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য বটে, তথাপি আমার মহৎকার্য্য আছে, সামান্য কার্য্য হইতে বিশেষ কার্য্য বলবান্। উক্ত আছে যে, সামান্য কার্য্য হইতে বিশেষ কার্য্য বলবান হয়, ইহা পরে, পূর্ব্বে অথবা অধোভাগে প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব আমার নদী পার হওয়া সামান্য কার্য্য, রাজকার্য্যই বলবান্। কর্ণধার বলিল, রাজকার্য্যই মহৎ, তাহা কি বলুন। মণিকার বলিল, অদ্য দশটী রত্ন লইয়া যদি রাজার নিকট উপস্থিত না হই, তবে আজ্ঞাভঙ্গ হেতু রাজা নিগ্রহ করিবেন। নাবিক বলিল, তবে সেই রত্ন সকলের মধ্যে যদি আমাকে পাঁচটী রত্ন দিতে পার, তবে আমি তোমাকে নদী পার করিয়া দিতে পারি। তদনন্তর মণিকার সেই নাবিককে পাঁচটী রত্ন দিয়া নদী পার হইয়া রাজার নিকটে আসিয়া তাঁহার হস্তে পাঁচটী রত্ন প্রদান করিল। রাজা বলিলেন, হে মণিকার! পাঁচটী রত্ন আনিলে কেন? অবশিষ্ট পাঁচটী কি করিলে? মণিকার বলিল, আমার নিবেদন শ্রবণ করুন্। এই নগর হইতে নির্গত হইয়া বণিকের সহিত তদীয় নিবাসনগরে গমন করিলাম, সে দশটী রত্ন প্রদান করিলে, তাহা লইয়া সেখান হইতে আসিতেছিলাম, পথিমধ্যে প্রবল বৃষ্টি দ্বারা পরিপূরিত হইয়া একটী নদী উভয় তট উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রবাহিত হইতে লাগিল। আট দিনের মধ্যে আপনার চরণ-দর্শনের প্রতিজ্ঞা আছে, নদী দুস্তর হইল, এইরূপ বিচার করিয়া নদী পার হইবার নিমিত্ত নাবিককে পাঁচটী রত্ন প্রদান করিয়াছি, অবশিষ্ট পাঁচটী আপনার নিকট আনিয়াছি। যদি আট দিনের মধ্যে না আসিতাম, তবে আজ্ঞাভঙ্গ বশতঃ স্বামীর মনোমধ্যে দুঃখ হইত। কথিত আছে, নরেন্দ্রদিগের আজ্ঞাভঙ্গ, ব্রাহ্মণদিগের মান-খণ্ডন, নারীগণের পৃথক্ শয্যা, এই সকল বিনা শস্ত্রে বধ বলিয়া উক্ত হয়। এইরূপ বিচার করিয়া

মণিকারায় দদৌ। ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা পুনর্ভোজমবদৎ, পরমৌদার্য্যগুণবরিষ্ঠো বিক্রমাদিত্যঃ। ত্বয়ি এতাদৃশমৌদার্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজ-সংবাদে পঞ্চমোপাখ্যানম্ ॥৫॥

ষষ্ঠোপাখ্যানম

পুনরন্যা পুত্তলিকা অব্রবীৎ, শ্রূয়তাং রাজন্! বিক্রমার্কঃ রাজ্যং কুর্ব্বন্, একদা চৈত্রমাসে বসন্তোৎসবে সকলান্তঃপুরবধূসমেতঃ ক্রীড়ার্থং শৃঙ্গারবনমগমৎ। নানাবিধতরু-শোভিতে তস্মিন্ শৃঙ্গারবনে ইন্দ্রনীলখচিতভিত্তিরমণীয়-চন্দ্রকান্তশিলা-বিনির্ম্মিতাঙ্গনে নানাবিধধূপবাসিতে ক্রীড়া-গৃহীত-পদ্মিনীপ্রভৃতি-চতুর্ব্বিধবনিতাভির্বস্ত্রতাম্বূল-পুষ্পালঙ্কৃতাভিঃ সহ রাজা চিরং ক্রীড়ামকার্ষীৎ। তদ্বন-সমীপে চণ্ডিকাভবনমেকমাসীৎ। তত্রস্থিতঃ কশ্চিদ্‌ব্রহ্মচারী রাজানং তত্রাগতং বিলোক্য স্বমনসি চিন্তয়তি স্ম। অহো! তপঃ কুর্ব্বতা ময়া বৃথৈব কালো নীয়তে। স্বপ্নেঽপি বিষয়সঙ্গমজন্যসুখং নানুভূয়তে। উক্তঞ্চ—

> যদ্‌যৎ সুখং বিষয়সঙ্গজন্য, তচ্চ দুঃখায় সৃষ্টমিতি মূর্খবিচারণৈব।
> কো নাম সম্পরিহরেৎ সিততণ্ডুলাংশ্চ,
> ভোক্তুং যতেত তুষমিশ্রকণান্ মনুষ্যঃ ॥

তস্মাৎ মহৎ কষ্টং কৃত্বাপি সংসারে স্ত্রীসুখমনুভোক্তব্যম্।

> অসারে খলু সংসারে পূজ্যা সারঙ্গলোচনা।
> তদর্থে ধনমিচ্ছন্তি তত্ত্যাগে চ ধনেন কিম্ ॥
> অসারভূতে সংসারে সারভূতা নিতম্বিনী।
> ইতি সঞ্চিন্ত্য বৈ শম্ভুরর্দ্ধাঙ্গে পার্ব্বতীং দধৌ ॥

তাহাকে পঞ্চরত্ন দিয়াছি। রাজাও সেই বাক্য শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া অবশিষ্ট পঞ্চ রত্ন সেই মণিকারকে দান করিলেন। এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, হে রাজন্! রাজা বিক্রমাদিত্য পরম ঔদার্য্যগুণে গরীয়ান্; যদি আপনাতে এরূপ ঔদার্য্য বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্।

পঞ্চমোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্ শ্রবণ করুন্। রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ্য করিতে করিতে এক সময়ে চৈত্রমাসে বসন্তোৎসবের সময় সমস্ত অন্তঃপুরবধূগণের সহিত বিহারার্থ ক্রীড়া-কাননে গমন করিলেন। নানাবিধ তরু-সমূহে সুশোভিত সেই বিহারবনে ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা খচিত, ভিত্তি দ্বারা রমণীয়-চন্দ্রকান্তশিলানির্ম্মিত, নানাবিধ ধূপবাসিত অঙ্গনমধ্যে বিহারার্থ, বস্ত্র-পুষ্পাদি-শোভিত পদ্মিণী, চিত্রাণী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী এই চতুর্ব্বিধ বনিতাদিগের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। সেই বিহার-বনের সন্নিধানে একটী চণ্ডিকার মন্দির ছিল, তাহাতে এক ব্রহ্মচারী বাস করিতেন। তিনি রাজাকে সেখানে আসিতে দেখিয়া আপন মনে চিন্তা করিলেন, আমি তপস্যা করিয়াই বৃথা জন্ম অতিবাহিত করিয়াছি। বিষয়সঙ্গ-সুখ স্বপ্নেও অনুভব করি নাই। কথিত আছে যে, বিষয় সমুদয় সুখ-দুঃখের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে, এইরূপ বিচার মূর্খেরাই করে। কোন্ ব্যক্তি শুভ্র তণ্ডুল পরিত্যাগ করিয়া তুষমিশ্রকণাসকল গ্রহণ করিয়া থাকে? অতএব মহৎ কষ্ট করিয়াও সংসারে স্ত্রীসুখ অনুভব করা কর্ত্তব্য। এই অসার সংসারমধ্যে লোললোচনা ললনাগণই পূজনীয়। তাহাদের নিমিত্তই ধন, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে ধন লইয়া কি করিবে? আরও, এই অসার

বিক্রমার্কো রাজা প্রসঙ্গতোঽত্র সমাগতোঽস্তি। তস্মাৎ ত্বমেকমগ্রহরং যাচিত্বা কাঞ্চনকন্যকাং বিবাহ্য সংসারসুখমনুভবিষ্যামীতি বিচার্য্য সমীপমাগত্য ;—

পঞ্চাস্যপঞ্চবদনে হিমশৈলজায়া, রত্যুৎসবে যুগপদাস্যরসং জিঘৃক্ষৌ।
ত্বাং পাতু সংকলিতাবতংসকর্ণপুর-লোলভ্রমদ্ভ্রমরবিভ্রমভৃতং কটাক্ষঃ॥

ইত্যাশীর্ব্বাদং দদৌ। ততো রাজা তমাসনে সমুপবেশয়িত্বাব্রবীৎ, ভো ব্রাহ্মণ! কুতঃ সমাগতোঽসি। তেনোক্তম্, অহমত্রৈব জগদম্বিকাপরিচার্য্যাং কুর্ব্বন্ তিষ্ঠামি। নিত্যমস্যাঃ সেবাং কুর্ব্বতো মে পঞ্চাশদ্বর্ষাণি গতানি। এতাবৎকালমহং ব্রহ্মচারী। অদ্য দেবতা নিশাবসানে মাং সমাগত্যাভণৎ, ভো ব্রাহ্মণ! ত্বমেতাবন্তং কালং মম পরিচর্য্যায়া শ্রান্তোঽসি, তবাহং প্রসন্না জাতাস্মি। তর্হি ইদানীং গৃহস্থাশ্রমং স্বীকুরু, পুত্রমুৎপাদয়, পশ্চান্মনো মোক্ষে নিধেহি, অন্যথা তব গাতর্নাস্তি।

আশ্রমান্ত্রীনপাকৃত্য যো মোক্ষেঽস্তুনিবেশয়েৎ।
অনয়া ক্রিয়য়া মোক্ষং সেবমানঃ পতত্যধঃ॥

আদৌ ব্রহ্মচারী, ততো গৃহস্থস্ততো বনী চ ভূত্বা প্রব্রজেতি। অথ বিক্রমার্কভূপতৌ কথিতং চেৎ তব মনোরথং স পূরয়িষ্যতীতি। এবং দেব্যা স্বপ্নে ভণিতম্। অতএব সমীপমাগতোঽস্মি। ইত্যেবং কপটবচনৈ রাজানমুক্তবান। তচ্ছ্রুত্বা রাজা স্বমনস্যচিন্তয়ৎ। হন্তাবেব অনৃতং বক্তি। অস্ত তথাপ্যর্থী বর্ত্ততে, সর্ব্বথাস্য মনোরথঃ পূরণীয়ঃ।

দত্বার্ত্তায় নৃপো দানং শূন্যং লিঙ্গং প্রপূজ্য চ।
পরিপাল্যাশ্রিতং নিত্যং অশ্বমেধফলং লভেৎ॥

ইতি বিচার্য্য তত্র নগরমেকং কারয়িত্বা তমভিষিচ্য তস্মিন্নগরে সংস্থাপ্য বিলাসিনীনাং শতমদাৎ।

সংসারমধ্যে নিতম্বিনীগণই সার বস্তু, এইরূপ বিবেচনা করিয়া স্বয়ং শঙ্কর পার্ব্বতীকে আপনার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী করিয়াছেন। রাজা বিক্রমাদিত্য প্রসঙ্গক্রমে এই স্থানে আগমন করিয়াছেন; তাঁহার নিকট পুরস্কার প্রার্থনা পূর্ব্বক একটী স্বর্ণময়ী রমণীকে বিবাহ করিয়া সংসারসুখ অনুভব করিব। ব্রহ্মচারী এইরূপ বিচার করিয়া রাজার নিকট আগমন পূর্ব্বক নগেন্দ্রনন্দিনীর রতির উৎসবস্বরূপ পঞ্চাননের পঞ্চবদন, তাঁহার আস্যরস পানে বাসনা করিলে পরিহিত সুশোভন কর্ণভূষণের গন্ধলোভে ভ্রমণশীল ভ্রমরের বিলাস-সাধন পার্ব্বতীর কটাক্ষ আপনাকে রক্ষা করুন, এইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। তদনন্তর রাজা তাঁহাকে আসনে বসাইয়া বলিলেন, হে বিপ্রবর! আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি জগদম্বিকার পরিচর্য্যা করিয়া এই স্থানেই অবস্থিত করিয়া থাকি। আমি ইহাঁর সেবা করিয়া পঞ্চাশৎ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি। আমি এতাবৎকাল ব্রহ্মচারী রহিয়াছি, অদ্য নিশাবসানসময়ে আমার ইষ্টদেবতা আসিয়া আমাকে বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! তুমি এতাবৎকাল আমার সেবায় পরিশ্রান্ত হইয়াছ, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। অতএব তুমি এক্ষণে পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক পুত্র উৎপাদন করিয়া পশ্চাৎ মোক্ষবিষয়ে মনোনিবেশ কর, তাহা না হইলে তোমার গতি নাই। উক্ত আছে যে, গার্হস্থ্যাদি আশ্রমত্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি মোক্ষমার্গে মনোনিবেশ করে, তাহার সেই কার্য্য দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না; পরন্তু সে অধঃপতিত হয়। প্রথমে ব্রহ্মচারী, তদনন্তর গৃহস্থ, তৎপরে বানপ্রস্থী হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে। এক্ষণে যদি রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট এই বিষয় নিবেদন কর, তবে তিনি তোমার মনোরথ পরিপূরণ করিবেন। দেবী আমাকে স্বপ্নে এইরূপ বলিয়াছেন, সেই হেতুই আমি আপনার সন্নিধানে আসিয়াছি। এইরূপ কপটবাক্যে রাজাকে বলিলে পর, বিক্রমাদিত্য তাহা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এ ব্যক্তি মিথ্যা বলিতেছে। যাহাই হউক্, তথাপি এ ব্যক্তি যখন যাচক হইয়া আসিয়াছে, তখন ইহার মনোরথ পূরণ করা কর্ত্তব্য। উক্ত আছে যে, রাজা দীন ব্যক্তিকে দান করিয়া, শূন্য লিঙ্গের পূজা করিয়া, নিয়ত আশ্রিতদিগকে প্রতিপালন করিয়া অশ্বমেধফল লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপ বিচার করিয়া সেই স্থানে নগর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচারীকে

পঞ্চাশদ্‌গজান্‌ তুরঙ্গানাং পঞ্চশতীং,ভটানাং চতুঃসহস্রীং তস্মৈ ব্রাহ্মণায় দত্ত্বা চণ্ডিকাপুরমিতি তস্য নগরস্য নাম কৃতম্‌। ততঃ পরিপূর্ণমনোরথো ব্রাহ্মণস্তং রাজানমাশীর্ভিরভ্যর্থয়ামাস। অথ রাজা নিজনগরমগাৎ।

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা রাজানমব্রবীৎ, ভো রাজন্‌! ত্বয়ি এবমৌদার্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্‌ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজ-সংবাদে ষষ্ঠোপাখ্যানম্‌ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোপাখ্যানম্‌

পুনরন্যা ভোজং প্রতি বিক্রমকথাং কথয়তি। বিক্রমার্কে রাজ্যং কুর্ব্বতি, সর্ব্বোঽপি জনঃ সুখেনাসীৎ। লোকে দুর্জ্জনকণ্টকো নাস্তি, সদাচারবন্তঃ সর্ব্বে জনাঃ, ব্রাহ্মণা বেদাভ্যাসস্বধর্ম্মাচারপরাঃ ষট্‌কর্ম্মনিরতা বভূবুঃ। সর্ব্বস্যাপি বর্ণস্য সিদ্ধৌ যশসি চাভিরুচিঃ, পরোপকারকরণে বাসনা, অসত্যে অপ্রণয়ঃ, লোভে দ্বেষঃ, পরাপবাদে অনাদরঃ, জীবদয়ায়ামনুরাগঃ, পরমেশ্বরে ভক্তিঃ, দেহে নির্ম্মমতা, নিত্যানিত্যবস্তুনি বিচারঃ, পরত্রবিষয়ে বুদ্ধিঃ, বাচি সত্যম্‌, উক্তিপরিপালনে দার্ঢ্যং, হৃদয়ে ঔদার্য্যগুণঃ। এবং সর্ব্বোঽপি লোকঃ সদ্বাসনাশ্রিতঃ পবিত্রীভূতান্তঃকরণো রাজ্ঞঃ প্রসাদাৎ সুখেন বর্ত্ততে। তস্মিন্নগরে ধনদো নাম কশ্চিদ্‌বণিগস্তি। তস্য সম্পত্তের্ম্মর্য্যাদা নাস্তি। যেন যদ্‌বস্তু চিন্ত্যতে তদ্বস্তু তস্য গৃহে লভ্যতে। এবং সকলসম্পদাশ্রয়স্য বণিজঃ সর্ব্ববস্তুষু অনিত্যত্ববুদ্ধিরুৎপন্না। অসারোঽয়ং সংসারঃ সর্ব্বং দুর্লভমপি বস্তুজাতমনিত্যম্‌।

গগননগরকল্পং সঙ্গমং বল্লভানাং, জলদপটলতুল্যং যৌবনং বা ধনং বা।
স্বজনসুতশরীরাদীনি বিদ্যুচ্চলানি, ক্ষণিকমিতি সমস্তং বিদ্ধি সংসারবৃত্তম্‌॥

তাহাতে অভিষেক ও সেই নগরে স্থাপন করিয়া একশত বিলাসিনী রমণী, পঞ্চাশৎ হস্তী, পঞ্চাশৎ চতুরঙ্গ সেনা এবং চারি সহস্র যোদ্ধা প্রদান পূর্ব্বক সেই স্থানের "চণ্ডিকাপুর" এই নামকরণ করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মচারীর মনোরথ পরিপূরণ করিয়া রাজা নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা রাজাকে বলিল, হে রাজন্‌! আপনাতে যদি এইরূপ ঔদার্য্যগুণ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্‌।

ষষ্ঠোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার অন্য পুত্তলিকা ভোজরাজের প্রতি রাজা বিক্রমাদিত্যের গুণকথা বলিতে লাগিল। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে সমস্ত লোকই সুখে অবস্থিতি করিয়াছিল। লোকে দুর্জ্জনকণ্টক ছিল না, সকল লোকই সদাচারবান্‌, ব্রাহ্মণগণ বেদশাস্ত্র অভ্যাসে ও স্বধর্ম্মের আচরণে এবং যজনযাজনাদি ষট্‌কর্ম্মে নিরত ছিল। সকল বর্ণেরই সিদ্ধিতে ও যশে অভিরুচি, পরোপকার করিতে বাসনা, অসত্যে অপ্রণয়,লোভে দ্বেষ, পরাপবাদে অনাদর, জীবের প্রতি দয়ায় অনুরাগ, পরমেশ্বরে ভক্তি, দেহে নির্ম্মমতা, নিত্য ও অনিত্য বস্তুতে বিচার, পরলোকবিষয়ে বুদ্ধি, বাক্যপ্রতিপালনে দৃঢ়তা, হৃদয়ে ঔদার্য্যগুণ এই সমস্ত বিদ্যমান ছিল। এইরূপে সমস্ত লোক সদ্বাসনাশ্রিত ও পবিত্রান্তঃকরণ হইয়া রাজার প্রসাদে সুখে অবস্থিতি করিয়াছিল। কাহারও কোন বিষয়ে অভাব ছিল না। সেই নগরে ধনদ নামে কোন বণিক্‌ বাস করিত। তাহার সম্পত্তির সীমা ছিল না, যে ব্যক্তি যে বস্তু চিন্তা করিত,সেই বস্তুই তাহার গৃহে পাওয়া যাইত। এইরূপ সমস্ত সম্পত্তির আশ্রয় সেই বণিকের সকল বস্তুতেই অনিত্য বুদ্ধির উদয় হইল। সে ভাবিল, এই সংসার অসার, সুদুর্লভ বস্তু-সমুদয়ও অনিত্য, বল্লভাদিগের সংসর্গ আকাশনগর তুল্য, ধন এবং যৌবন জলদজালের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, স্বজন পুত্র ও শরীরাদি বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল, এই সমস্ত সংসারকার্য্যই ক্ষণস্থায়ী বলিয়া

শরণমশরণং বা বান্ধবো বন্ধমূলং, শরণমপি তদারাদ্দারমাপদ্‌গ্রহাণাম্।
বিকলিতমতি পুত্রাঃ শত্রবঃ সর্ব্বমেতৎ, ত্যজত ভজত ধর্ম্মং নির্ম্মলং কর্ম্মপাশান্॥

অতঃ সংসারিণাং ধর্ম্ম এব শরণম্। তথা চোক্তম্—

ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতো ননু হতো হন্তি ধ্রুবং প্রাণিনো,
হন্তব্যো ন ততঃ স এব শরণং সংসারিণাং সর্ব্বথা।
ধর্ম্মঃ প্রাপয়তীহ সম্পদমপি ধ্যায়ন্তি তদ্‌যোগিনো,
নো ধর্ম্মাৎ সুহৃদস্তি নৈব সুখিনো নো পণ্ডিতা ধার্ম্মিকাৎ॥ তথা চ—

ধর্ম্মঃ শর্ম্মভুজঙ্গবপুরীসারং বিধাতুং ক্ষমো, ধর্ম্মো মর্ত্ত্যজনস্য চ দদৎ প্রীতিং তদা শাশ্বতীম্।
ধর্ম্মঃ স্বর্গগরী নিরন্তরসুখাস্বাদোদয়স্যাস্পদং, ধর্ম্মঃ কিং ন করোতি মুক্তিবনিতাং সম্ভোগযোগ্যাং তনুম্॥

অতো ধর্ম্মসংগ্রহার্থং উপার্জ্জিতং দ্রব্যং সৎপাত্রে দাতব্যং বুদ্ধিমতা। তস্মিন্নর্পিতং তদ্ বহুগুণং ভবতি।
পাত্রবিশেষে ন্যস্তং গুণান্তরং ভজতি বিত্তং তদ্দাতুঃ। জলমিব সমুদ্রশুক্তৌ মুক্তাং ফলতি পয়োদস্য॥
ন্যগ্রোধস্য যথা বীজং স্তোকং সুক্ষেত্রভূমিগম্। বহুবিস্তীর্ণতাং যাতি তদ্‌বদ্দানং সুপাত্রগম্॥ইতি॥

এবং বহুধা বিচার্য্য শ্রোত্রিয়ান্ ব্রাহ্মণানাহূয় তেভ্যঃ সকাশাৎ হেমাদ্রিপ্রতিপাদিতানি দানখণ্ডোক্ত-গোদান-কন্যাদান-বিদ্যাদানভূদানোদকদানানি শ্রুত্বা তানি দানানি সৎপাত্রে সমর্প্য পবিত্রান্তঃকরণঃ সন্ পুনর্বিচারয়তি স্ম। ময়ৈতদনুষ্ঠিতং দানব্রতাদিকং তদা সফলং ভবিষ্যতি, যদা দ্বারাবতীং গত্বা কৃষ্ণং দ্রক্ষ্যামীতি বিচার্য্য দ্বারাবতীং প্রতি নির্গতঃ। সমুদ্রতীরং গত্বা নাবিকমাহূয় তস্মৈ ভূরিদ্রব্যং দত্ত্বা ভিক্ষুকযোগি-বিদেশস্থজনানাথদীনারোপ্য তৈঃ সহ প্রিয়বচনানি ধর্ম্মগোষ্ঠীং কুর্ব্বন্ যাবদ্‌গচ্ছতি, তাবৎ সমুদ্রমধ্যে কশ্চিৎ ক্ষুদ্রপর্ব্বতো দৃষ্টঃ। তত্র পর্ব্বতে মহদেকং দেবালয়মাসাৎ।

জানিবে। আশ্রয় বা অনাশ্রয় বান্ধবগণ সংসারবন্ধনের মূল, আর আশ্রয়ও আপদ্‌গ্রহণের দ্বারস্বরূপ এবং বিকলমতি পুত্রগণ এই সমস্তই কর্ম্মপাশস্বরূপ, ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল ধর্ম্ম ভজনা করা কর্ত্তব্য; অতএব সংসারিগণের ধর্ম্মই পরম আশ্রয়স্থান। উক্ত আছে যে, ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে ধর্ম্ম আবার সেই প্রাণীকে রক্ষা করেন, ধর্ম্মকে নাশ করিলে ধর্ম্ম তাহাকে বিনাশ করেন, অতএব ধর্ম্মকে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু, সেই ধর্ম্মই সর্ব্বতোভাবে সংসারিদিগের আশ্রয়। যোগিগণ যাহা ধ্যান করেন, ধর্ম্ম মনুষ্যদিগের সেই সম্পত্তি প্রদান করেন, অতএব ধর্ম্ম হইতে সুহৃদ আর কিছুই নাই। আর জানিও যে, ধার্ম্মিক অপেক্ষা সুখী ও পণ্ডিত অন্য কেহই নাই। আরও উক্ত আছে যে, ধর্ম্ম স্বর্গপুরীর সারসুখ প্রদানে সমর্থ, ধর্ম্ম মানবের অনশ্বর প্রীতি প্রদানে সমর্থ, ধর্ম্ম নিরন্তর স্বর্গ-সুখাস্বাদের গগ্‌রী (গাড়ু) স্বরূপ। অধিক কি, ধর্ম্ম মুক্তিরূপ বনিতার সম্ভোগভোগে তনু সম্পাদন পূর্ব্বক মানবগণকে অর্পণ করিয়া থাকেন। অতএব ধর্ম্ম সংগ্রহের নিমিত্ত উপার্জ্জিত দ্রব্য সৎপাত্রে দান করা বুদ্ধিমানগণের একান্ত কর্ত্তব্য। সৎপাত্রে দান করিলে তাহা বহুগুণ হয়। কথিত আছে, পাত্র-বিশেষে দান করিলে সেই দাতার ধন, মেঘের জল সমুদ্র-শুক্তিতে পতিত হইলে যেমন মুক্তাফল হয়, সেইরূপ ধর্ম্মও গুণান্তরপ্রাপ্ত উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। আর যেমন বটবৃক্ষের ফল সুক্ষেত্রে অল্পমাত্রায় পতিত হইলেও বহু বিস্তৃত হয়, সেইরূপ ধন সুপাত্রে পতিত হইলে উহা বহু বিস্তার প্রাপ্ত হয়। এইরূপ বহু বিচার করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া তাঁহা-দিগের নিকট হইতে হেমাদ্রি নামক স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত দানখণ্ডের গোদান, কন্যাদান, বিদ্যা-দান, ভূমিদান, জলদানাদি শ্রবণ করিয়া সেই সকল দান সৎপাত্রে অর্পণ করিতে লাগিল। তৎপরে পবিত্রচিত্ত হইয়া পুনর্ব্বার বিচার করিল যে, আমি যে সকল ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিলাম, দ্বারাবতীতে গমন পূর্ব্বক কৃষ্ণদর্শন না করিলে তাহা সফল হইবে না, এই ভাবিয়া দ্বারাবতী নগরে প্রস্থান করিল। তখন সমুদ্রতীরে যাইয়া নাবিককে ডাকিয়া তাহাকে বহুতর দ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক ভিক্ষুক, যোগী, বিদেশস্থ অনাথ ও দীনদিগকে তাহাতে আরোহণ করাইয়া ধর্ম্মগোষ্ঠী বিরচন পূর্ব্বক প্রিয়সম্ভাষণ করিতে করিতে যখন গমন করিতে লাগিল, তখন সমুদ্রমধ্যে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত দেখিতে পাইল।

ততো দেবালয়ং গত্বা দেবীং ভুবনেশ্বরীং ষোড়শোপচারৈরভ্যর্চ্চ্য নমস্কৃত্য চ যাবৎ তস্যা বামভাগে দৃষ্টিং নিদধাতি, তাবচ্ছিন্নশীর্ষং স্ত্রীপুরুষয়োর্যুগলং দৃষ্ট্বা পুরস্থিতভিত্তিভাগে লিখিতানক্ষরানপশ্যৎ। যঃ কোঽপি পরোপকারী মহাধৈর্য্যসম্পন্নঃ স্বকণ্ঠরুধিরেণ ভুবনেশ্বরীমর্চ্চয়তি,তদৈবং স্ত্রীপুরুষযুগলং সজীবং ভবিষ্যতি। এবং লিখিতং বাচয়িত্বা সবিস্ময়ো ধনদঃ পুনরপি নাবমারুহ্য দ্বারাবতীং গতঃ। কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা প্রণম্য স্তৌতি।

একোঽপি কৃষ্ণস্য সকৃৎপ্রণামো, দশাশ্বমেধাবভৃতেন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম, কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥

ইতি স্তুত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য ষোড়শোপচারপূজাং বিধায় নিজনগরমগমৎ। সর্ব্বান বন্ধূন্ কৃষ্ণপ্রসাদদানেন সম্ভাব্য কিমপ্যপূর্ব্বং বস্তু গৃহীত্বা রাজদর্শনার্থং গতঃ। তথা চোক্তম্—

রিক্তপাণিস্ত নো পশ্যেদ্রাজানং দেবতাং গুরুম্।
নৈমিত্তিকং বিশেষেণ ফলেন ফলমাদিশেৎ ॥

তথা চ,—

ইষ্টাং ভার্য্যাং প্রিয়ং মিত্রং পুত্রং চাতিকনীয়সম্।
রিক্তপাণির্ন পশ্যেৎ তু তথা নৈমিত্তিকং নরম্॥

তথা রাজ্ঞো হস্তে কৃষ্ণপ্রসাদং ভেটকঞ্চ দত্ত্বা উপবিষ্টঃ। ততো রাজা ক্ষেমযাত্রাঞ্চ পৃষ্ট্বা তং ধনদং কমপ্যপূর্ব্ববৃত্তান্তমপৃচ্ছৎ। সোঽপি সমুদ্রমধ্যস্থিতভুবনেশ্বরীদেবালয়বৃত্তান্তমকথয়ৎ। তৎ শ্রুত্বা সবিস্ময়ো রাজা তেন ধনদেন সহ তৎস্থানং গত্বা দেবালয়ে দেবতা-বামভাগে স্থিতং কবন্ধযুগলমপশ্যৎ। তদনন্তরং দেবতাং মনসি কৃত্বা স্বকণ্ঠে খড়্গং যাবৎ করোতি, তাবৎ কবন্ধদ্বয়ং সশিরস্কং সজীবমভবৎ। দেবতাপি রাজ্ঞো হস্তাৎ খড়্গং আকৃষ্যাব্রবীৎ, ভো রাজন্! প্রসন্নাস্মি, বরং বৃণীষ। রাজাব্রবীৎ, ভো দেবি! যদি প্রসন্নাসি, তর্হি অস্মৈ মিথুনায় রাজ্যং দেহি। ততো তস্মৈ মিথুনায় রাজ্যং দত্তম্। রাজাপি

সেই পর্ব্বতে একটী দেবালয় আছে। তৎপরে দেবালয়ে গিয়া ভুবনেশ্বরী দেবীকে ষোড়শোপচারে অর্চ্চন ও নমস্কার করিয়া যেমন তাঁহার বামভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, অমনি ছিন্নমস্তক একটী স্ত্রী ও একটী পুরুষ দৃষ্ট হইল। আরও দেখা গেল যে, তাহার সম্মুখস্থিত ভিত্তিভাগে লেখা রহিয়াছে, "যে কেহ মহাধৈর্য্যবান্ ও পরোপকারী ব্যক্তি যখন স্বীয় কণ্ঠরুধিরদ্বারা ভুবনেশ্বরীকে অর্চ্চনা করিবে, তখন এই স্ত্রীপুরুষদ্বয় জীবনলাভ করিতে পারিবে।" তাহা পাঠ করিয়া ধনদ বণিক্ বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক দ্বারবতীনগরে গমন করিয়া কৃষ্ণদর্শন করিল এবং স্তব করিল যে, একবার শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলে দশ অশ্বমেধ তুল্য ফললাভ হয়, পরন্তু দশ-অশ্বমেধকারী পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু কৃষ্ণপ্রণামীকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এইরূপ স্তব করিয়া ষোড়শোপচারে শ্রীকৃষ্ণের পূজাকরণ পূর্ব্বক নিজ নগরে প্রত্যাগত হইল। পরে সমস্ত বন্ধুবর্গকে কৃষ্ণপ্রসাদ প্রদানে কৃতার্থ করিয়া. কোন একটী অপূর্ব্ব বস্তু গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ-দর্শনার্থ গমন করিল। উক্ত আছে যে, রিক্তহস্তে দেবতা, রাজা ও গুরুদর্শন করিবে না। বিশেষতঃ কোন নিমিত্তবশে আগত ব্যক্তিকে ফল প্রদান পূর্ব্বক সম্ভাষণ করিবে। যেহেতু, ফল দ্বারা ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আরও, প্রিয়তমা ভার্য্যা, প্রিয় মিত্র ও শিশুপুত্র ইহাদিগকে এবং নিমিত্তাগত ব্যক্তিকে রিক্তহস্তে দর্শন করিবে না। অতএব রাজার হস্তে কৃষ্ণপ্রসাদ ও ভেট দিয়া উপবেশন করিল। অনন্তর রাজা মঙ্গলযাত্রা জিজ্ঞাসা করিয়া ধনদকে কোন অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। বণিক্ও সমুদ্রমধ্যস্থ ভুবনেশ্বরীর দেবালয়-বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। এবংবিধ অত্যাশ্চর্য্য বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রাজা বিস্মিত হইয়া সেই ধনদের সহিত তথায় গমন করত দেবালয়ে দেবতার বাম-ভাগস্থিত কবন্ধদ্বয় দেখিতে পাইলেন। তৎপরে মনে মনে দেবতা স্মরণ করিয়া যেমন কণ্ঠস্থলে খড়্গাঘাত করিবেন, অমনি কবন্ধদ্বয় মস্তকবিশিষ্ট হইয়া সজীব হইল। দেবতাও রাজার হস্ত হইতে খড়্গ আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, হে রাজন্! প্রসন্ন হইয়াছি, বর গ্রহণ কর। রাজা বলিলেন, হে দেবি! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই স্ত্রীপুরুষকে রাজ্য প্রদান করুন্। তখন দেবী সেই মনুষ্য-মিথুনকে রাজ্য প্রদান করিলেন, রাজাও

ধনদেন সহ নিজনগরমগমদিতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজং প্রতি ভণতি, ভো রাজন্! চেৎ ত্বয্যেবং পরোপকারকরণশক্তির্বিদ্যতে, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজ-সংবাদে সপ্তমোপাখ্যানম্॥৭॥

অষ্টমোপাখ্যানম্

পুনরন্যা পুত্তলিকাব্রবীৎ, শৃণু রাজন্! বিক্রমো রাজা ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধঃ নানাবিনোদাশ্চর্য্যপূর্ণঃ তথা পরমকৌতুকাদিকং পরমুখেন জানাতি।

গাবো গন্ধেন পশ্যন্তি বেদেনৈব দ্বিজাতয়ঃ।
চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানশ্চক্ষুর্ভ্যামিতরে জনাঃ॥

শ্রূয়তাং রাজন্! যো রাজা ভবতি, তেন সর্ব্বাপি লোকাবস্থিতির্জ্ঞাতব্যা। সর্ব্বস্য চিত্তং জ্ঞাতব্যম্। প্রজাঃ সম্যক্ পালনীয়াঃ। দুষ্টা দণ্ডনীয়াঃ। ন্যায়েন ধনোপার্জ্জনং কর্ত্তব্যম্। অর্থিষু সমত্বং, তাদেব রাজ্ঞঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞকর্ম্মাণি।

দুষ্টস্য দণ্ডঃ সুজনস্য পূজা, ন্যায়েন কোষস্য চ সংবৃদ্ধিঃ।
অপক্ষপাতোঽর্থিষু রাজ্যরক্ষা, পঞ্চৈব যজ্ঞাঃ কথিতা নৃপাণাম্॥
কিং দৈবকার্য্যাণি নরাধিপানাং, কিং বা বিরোধঃ পরিপন্থিভিশ্চ।
তদ্দেবকার্য্যং জপযজ্ঞহোমা, তদশ্রুপাতা ন পতন্তি রাষ্ট্রে॥

এবং বিক্রমে রাজ্যং কুর্ব্বতি সতি একদা চারাঃ ভূমণ্ডলে পরিভ্রম্য রাজসকাশমাগতাঃ, রাজ্ঞা পৃষ্টাঃ প্রোচুঃ, ভো দেব! কাশ্মীরদেশে মহাদ্রব্যসম্পন্নঃ কশ্চিদ্বণিগাস্তে। তেন বণিজা পঞ্চক্রোশবিস্তারং তড়াগমেকং খানিতম্। তন্মধ্যে জলশয়ানস্য লক্ষ্মীনারায়ণস্য শয়নং কারিতম্। পরমুদকং ন লগতি।

ধনদের সহিত নিজনগরে গমন করিলেন। পুত্তলিকা এই কথা বলিয়া ভোজরাজকে বলিল, হে রাজন! যদি আপনাতে এইরূপ পরোপকারশক্তি বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন। রাজা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

সপ্তমোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন্। বিক্রমাদিত্য রাজা ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ ও নানাবিধ ঔদার্য্যগুণে পরিপূর্ণ হইয়া বিবিধ কৌতুকজনক বিষয় চারমুখে অবগত হইতেন। প্রসিদ্ধ আছে যে,গোগণ গন্ধ দ্বারা,দ্বিজাতিগণ বেদ দ্বারা,রাজগণ চর দ্বারা এবং ইতর ব্যক্তিগণ চক্ষুর্দ্বারা দর্শন করিয়া থাকে। হে রাজন্! শ্রবণ করুন্,যিনি রাজা হন,সকল লোকের অবস্থিতি,সকলের চিত্ত অবগতি করা ও প্রজাদিগকে সম্যক্ পালন করা, দুষ্টদিগের দণ্ডবিধান ও ন্যায়ানুসারে ধনোপার্জ্জন, অর্থিগণের প্রতি সমভাব প্রদর্শন এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞ সম্পাদন করা তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। উক্ত আছে যে, দুষ্টের দণ্ড, সুজনের পূজা, ন্যায়ানুসারে কোষবর্দ্ধন, অর্থিগণের প্রতি অপক্ষপাত, রাজ্যরক্ষণ ও পঞ্চ মহাযজ্ঞ সম্পাদন করা রাজার কর্ত্তব্য। তথাচ, রাজার দৈবকার্য্যই বা কি? এবং শত্রুর সহিত বিবাদই বা কি? দেবকার্য্য ও জপহোম যজ্ঞই বা কি? রাজা কেবল এইটী বিশেষ করিয়া দেখিবেন যে, তাঁহার রাজ্যে কোনমতে অশ্রুপাত না হয়। এইরূপে রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ্য করিতে থাকিলে, একদিন চারগণ ভূমণ্ডল ভ্রমণ পূর্ব্বক রাজার নিকট উপস্থিত হইলে রাজা জিজ্ঞাসা করিবার পর বলিল, হে দেব! কাশ্মীরদেশে মহাধনাঢ্য কোন বণিক্ আছে। সেই বণিক্ পঞ্চক্রোশ-বিস্তার-বিশিষ্ট এক তড়াগ খনন করিয়া তাহার মধ্যে জলশায়ী লক্ষ্মী-নারায়ণের শয়নস্থান নির্ম্মাণ করাইয়াছে, কিন্তু সেই তড়াগে জল

পুনস্তেন বণিজা জলোদ্গমনিমিত্তং চক্রিণমুদ্দিশ্য ব্রাহ্মণৈর্জপপূজাহোমাভিষেকাদি কারিতম্। তথাপ্যুদকং ন লগ্নম্। ততোঽতিখিন্নঃ সন্ স বণিক্ তড়াগপাল্যুপরি উপবিশ্য প্রতিদিনং নিশ্বসিতি, অহো! কেনাপ্যুপায়েনোদকং ন লগতি, বৃথা শ্রমো জাতঃ। ইতি একদা তড়াগপাল্যুপরি উপবিষ্টে সতি গগনে অমানুষী বাগাসীৎ। কিমিতি? ভো বণিকপুত্র! কিমর্থং নিশ্বসিসি? দ্বাত্রিংশল্লক্ষণযুক্তস্য পুরুষস্য কণ্ঠরক্তেন যদা তড়াগং সিচ্যতে, তদা বিমলোদকং ভবিষ্যতি, নান্যথা। তৎ শ্রুত্বা তেন বণিজা তড়াগপাল্যুপরি মহদন্নচ্ছত্রং কারিতম্। তস্মিন্ ছত্রে ভোক্তুং স্বদেশবাসিনো জনাঃ সর্ব্বে সমায়ান্তি, তত্র স্থিতা অধিকারিণস্তেষাং বিদেশবাসিনাং পুরতঃ এবং বদন্তি, যঃ কোঽপি স্বকণ্ঠরুধিরেণ তড়াগং সেচয়িষ্যতি, তস্মৈ শতভারং সুবর্ণং দীয়তে। ইতি তদ্বচঃ সর্ব্বে শৃণ্বন্তি, ন কোঽপি তৎ সহসা অঙ্গীকুরুতে। ইতি মহচ্চিত্রং দৃষ্টম্। তেষাং বচনং শ্রুত্বা বিক্রমার্কো রাজা স্বয়ং তত্রগতো জলাশয়স্থস্য বিষ্ণোর্ম্মহাপ্রাসাদমতিমনোহরং তথা বিশালং তড়াগং দৃষ্ট্বা চ বিস্ময়ং গতো স্বমনসি বিচারয়তি। ইদং তড়াগং স্বকণ্ঠরক্তেন সেচয়িষ্যামি চেৎ, তর্হি ইদং জলৈঃ পরিপূর্ণং ভবিষ্যতি। তদা চ সকললোকস্যোপকারো ভবিষ্যতি। ইদং মম শরীরং সর্ব্বথা বর্ষশতং স্থিত্যাপি নাশং যাস্যতি, অতো মহতা পুরুষেণ শরীরে মমত্বং ন কার্য্যং, পরোপকারার্থং শরীরমপি দাতব্যম্। উক্তঞ্চ—

শতমপি শরদাং বা জীবিতং ধারয়িত্বা, শয়নমপি শয়ানঃ সর্ব্বথা নাশমেতি।
সুলভ-বিপদি দেহে সর্ব্বলোকৈকনিন্দ্যং, ন বিদধতি মমত্বং যে হি লোকোত্তরাস্তে॥
সর্ব্বদৈব রুজাক্রান্তং সর্ব্বদৈব শুচো গৃহম্। সর্ব্বদা পতনপ্রায়ং দেহিনাং দেহপঞ্জরম্॥
তৈরেব ফলমেতস্য গৃহীতং পুণ্যকর্ম্মভিঃ। বিরজ্য জন্মনঃ স্বার্থে যৈঃ শরীরং কদর্থিতম্॥

এবং বিচার্য্য পুরস্থিতপ্রাসাদগতজলশয়ানস্য বিষ্ণোঃ পূজাং বিধায় নমস্কৃত্য চ ভণতি, ভো জল-

উঠে নাই। পুনর্ব্বার সেই বণিক্ জলোত্থানের নিমিত্ত নারায়ণের উদ্দেশে ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা, হোম ও অভিষেকাদি করাইল, তাহাতেও জল উঠিল না। তদনন্তর অতিশয় দুঃখিত হইয়া সেই বণিক্ তড়াগের তটে বসিয়া প্রতিদিন দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ করিয়া বলিল, হায়! কোন্ উপায় দ্বারা জল উঠিবে? আমার সমস্ত পরিশ্রমই বৃথা হইল। একদিন বণিক্ এইরূপে পাড়ের উপর বসিয়া আছে, এমন সময়ে আকাশবাণী হইল, "হে বণিক্পুত্র! তুমি কি নিমিত্ত নিশ্বাস ফেলিতেছ? দ্বাত্রিংশৎ-লক্ষণযুক্ত পুরুষের কণ্ঠশোণিত দ্বারা যখন এই তড়াগ অভিষিক্ত হইবে, তখন ইহাতে জল উঠিবে, তাহা না হইলে কিছুতেই জল উঠিবে না।" তাহা শুনিয়া বণিক্ সেই তড়াগে এক মহৎ অন্নছত্র করিল। সেই অন্নছত্রে স্বদেশবাসী ব্যক্তিগণ সকলেই আগমন করিল। তত্রস্থিত বণিকের অধিকারে নিযুক্ত পুরুষগণ, সেই সমাগত ব্যক্তি-সকলের সম্মুখে বলিল যে, যে কোন ব্যক্তি আপন কণ্ঠশোণিত দ্বারা এই তড়াগ অভিষিক্ত করিতে পারিবে, তাহাকে শতভার স্বর্ণ প্রদান করা হইবে। তাহাদের এই বাক্য সকলেই শ্রবণ করিল, কিন্তু কোন ব্যক্তিই সহসা সেই কার্য্যে স্বীকার করিল না। এই আমরা মহৎ বিচিত্র দেখিয়াছি। তাহাদের বাক্য শুনিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য তথায় গমন করিলেন এবং জলাশয়স্থিত বিষ্ণুর অতি মনোহর প্রাসাদ ও বিশাল তড়াগ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মনে মনে বিচার করিলেন যে, এই তড়াগ নিজকণ্ঠশোণিতে অভিষিক্ত করিব, তাহা হইলে ইহা জলে পরিপূর্ণ হইবে, তাহাতে সকল লোকের উপকার সাধিত হইবে, এই আমার শরীর না হয় একশত বৎসর পর্য্যন্ত থাকিবে, পরে নিশ্চয়ই বিনাশ পাইবে, অতএব এই শরীরে মমতা করা মহাপুরুষগণের কর্ত্তব্য নহে। পরোপকারের নিমিত্ত শরীরও প্রদান করা কর্ত্তব্য। উক্ত আছে যে, একশত বৎসর পর্য্যন্ত জীবনধারণ করিয়া শয্যায় শয়ন করিয়াও শরীর নিশ্চয়ই বিনাশ হইবে। শরীরে বিপদ্ সর্ব্বদাই সুলভ, অতএব যাহাতে সকল লোকে নিন্দনীয় হয়, এরূপ দেহে মমত্ব করিবে না, যে ব্যক্তি শরীরে মমতা না করে, সে লোকাতীত পুরুষ সন্দেহ নাই। দেহিগণের দেহ-পঞ্জর সর্ব্বদাই রোগে আক্রান্ত, শোকের গৃহ এবং সর্ব্বদাই পতনপ্রায়। স্বার্থের নিমিত্ত যে শরীর নষ্ট করা যায়, জন্মের প্রতি বিরক্ত হইয়া পুণ্যকার্য্য করিলে তদ্দ্বারা এই শরীরের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ বিচার করিয়া সম্মুখস্থ প্রাসাদস্থিত জলশায়ী নারায়ণের পূজা ও নমস্কার করিয়া কহিলেন,

দেবতে! ত্বং দ্বাত্রিংশল্লক্ষণযুক্তস্য পুরুষস্য কণ্ঠরক্তং বাঞ্ছসি, তর্হি মমানেন কণ্ঠরক্তেন তৃপ্তা সতী ইদং তড়াগং জলৈঃ পরিপূর্ণং কুরু. ইত্যুক্ত্বা যাবৎ কণ্ঠে খড়্গং করোতি, তাবদ্দেবতয়া খড়্গং ধৃত্বা ভণিতম্, হে বীর! তবাহং প্রসন্নাস্মি, বরং বৃণীষ। রাজা অবদৎ, যদি মম প্রসন্না জাতাসি. তর্হি ইদং তড়াগং জলৈঃ পরিপূর্ণং কুরু। পুনর্দেব্যা ভণিতম্, ভো রাজন্! ত্বং অস্মাৎ স্থানাৎ ত্বরিতং নির্গচ্ছ, যাবৎ পশ্যসি, তাবৎ জলৈঃ পরিপূর্ণং ভবিষ্যতি। তচ্ছ্রুত্বা রাজা সত্বরং তড়াগপালিং গতঃ তড়াগশ্চ জলৈঃ পরিপূর্ণমভূৎ। রাজা বিক্রমোঽপি স্বনগরমগমৎ।

এবং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজমবাদীৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবমৌদার্য্য-পরোপকার প্রভৃতয়ো গুণা বিদ্যন্তে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে অষ্টমোপাখ্যানম্ ॥৮॥

নবমোপাখ্যানম্

পুনরন্যা পুত্তলিকাব্রবীৎ। বিক্রমে রাজ্যং কুর্ব্বতি ভট্টির্মন্ত্রী বভূব। উপমন্ত্রী গোবিন্দো বভূব। চন্দ্রশেখরঃ সেনাপতিঃ। ত্রিবিক্রমঃ পুরোহিতঃ। তস্য ত্রিবিক্রমস্য পুত্রঃ কমলাকরঃ। স পিতুঃ প্রসাদাৎ ঘৃতৌদনং ভুক্ত্বা বস্ত্রভূষণতাম্বূলাদিনা শবারসম্পুষ্টো বিষয়সুখমনুভবন্ তিষ্ঠতি স্ম। একদা পিত্রোক্তম্, রে পুত্র! ব্রাহ্মণজন্ম প্রাপ্য ত্বয়া কথমেবং স্থীয়তে স্বেচ্ছারত্যা? অয়মাত্মা জন্মশতং নানাযোনিং প্রাপ্নোতি, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম মহতা পুণ্যেন লভ্যতে, তল্লব্ধ্বাপি দুষ্টাচারো জাতঃ। সর্ব্বথা বহিরেব বসসি, ভোজনকালে গৃহমায়াসি, অনুচিতমেতৎ ত্বয়া ক্রিয়তে, তবায়ং বিদ্যাভ্যাসকালঃ। অস্মিন্ কালে বিদ্যাভ্যাসং ন করোষি চেৎ, উত্তরত্র মহান্ সন্তাপো ভবিষ্যতি।

হে জলদেবতে! আপনি দ্বাত্রিংশৎ-লক্ষণযুক্ত পুরুষের কণ্ঠরুধির বাসনা করিয়াছেন, তবে আমার কণ্ঠরক্ত দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া এই তড়াগ জলপূর্ণ করুন। এই বলিয়া রাজা যেমন কণ্ঠে খড়্গাঘাত করিবেন, অমনি সেই দেবতা তাঁহার খড়্গ ধরিয়া বলিলেন, হে বীর! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, বর বরণ কর। রাজা বলিলেন, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই তড়াগ জলে পরিপূর্ণ করুন। দেবী পুনর্ব্বার বলিলেন, হে রাজন্! তুমি এই স্থান হইতে সত্বর নির্গত হইয়া যখন চাহিয়া দেখিবে, তখনই এই তড়াগ জলে পরিপূর্ণ দেখিতে পাইবে। তাহা শুনিয়া রাজা সত্বর তড়াগের পাড়ে উঠিলেন, অমনি সেই তড়াগ জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। রাজা বিক্রমাদিত্যও নিজ নগরে গমন করিলেন। এইরূপ কথা কহিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, হে রাজন্! আপনাতে যদি এইরূপ ঔদার্য্য, পরোপকার এবং সত্ত্বসারাদি গুণসমূহ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন। রাজা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

অষ্টমোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার অন্য পুত্তলিকা বলিল। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে ভট্টি মন্ত্রী, গোবিন্দ উপমন্ত্রী, চন্দ্রশেখর সেনাপতি ও ত্রিবিক্রম পুরোহিত ছিলেন। সেই ত্রিবিক্রমের পুত্র কমলাকর। তিনি পিতার প্রসাদে ঘৃতান্ন ভোজন এবং বস্ত্র, ভূষণ ও তাম্বূলাদি দ্বারা হৃষ্টপুষ্ট হইয়া বিষয়সুখ অনুভব করিয়া অবস্থিতি করিতেন। একদিন পিতা বলিলেন, রে পুত্র! তুমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কেন এরূপ স্বেচ্ছাচারে অবস্থিতি করিতেছ? এই আত্মা শত জন্ম লাভ করিয়া নানাযোনি প্রাপ্ত হয়, মহৎ পুণ্যদ্বারাই ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ করিয়া থাকে। সেই ব্রাহ্মণজন্ম লাভ করিয়াও তুমি দুরাচার হইয়াছ, সর্ব্বদাই বাহিরে থাক, কেবল ভোজনকালেই গৃহে আগমন কর, অতএব তুমি বড়ই অনুচিত কার্য্য করিতেছ। তুমি জান না যে, ইহা তোমার বিদ্যাভ্যাসের কাল। এখন যদি বিদ্যাভ্যাস না কর, তবে উত্তরকালে বড়ই

যে বালভাবে ন পঠন্তি বিদ্যাং, কামাতুরা যৌবননষ্টচিত্তাঃ।
তে বৃদ্ধকালে পরিভূয়মানা, দহন্তি গাত্রে শিশিরেঽপবস্ত্রাঃ॥
যেষাং ন বিদ্যা ন তপো ন দানং, ন চাপি শীলং ন গুণো ন ধর্ম্মঃ।
তে মর্ত্ত্যলোকে ভুবি ভারভূতা, মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি॥

অস্মিন্ সংসারে পুরুষস্য বিদ্যায়াঃ পরং ভূষণং নাস্তি।

বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনং,
বিদ্যা ভোগকরী যশঃসুখকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে বিদ্যা পরং দৈবতং,
বিদ্যা রাজসু পূজ্যতে ন হি ধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ। উক্তঞ্চ—
কিং কুলেন বিশালেন বিদ্যাহীনস্য দেহিনঃ।
অকুলীনোঽপি েে। বিদ্বান্ দৈবতৈরপি পূজ্যতে॥

রে পুত্র! যাবদহং জীবামি, তাবৎ ত্বয়া বিদ্যৈবাভ্যসনীয়া। অভ্যস্তবিদ্যা তব সকলমপি বন্ধুকৃত্যং করিষ্যতি। উক্তঞ্চ—

মাতেব রক্ষতি পিতেব হিতে নিযুঙ্ক্তে, ভার্য্যেব চাভিরময়ত্যপনীয় খেদম্।
কীর্ত্তিঞ্চ দিক্ষু বিতনোতি করোতি বিত্তং, কিং কিং ন সাধয়তি কল্পলতেব বিদ্যা॥

এবং তৎ পিতৃবচনং শ্রুত্বা পশ্চাত্তাপযুক্তঃ কমলাকরো নিজমনসি চিন্তয়ামাস। যদাহং সর্ব্বজ্ঞো ভবিষ্যামি, তদাস্য পিতৃমুখং দ্রক্ষ্যামি, ইত্যুক্ত্বা কাশ্মীরদেশং জগাম। তত্র চন্দ্রমৌলিভট্টোপাধ্যায়-সমীপং গত্বা দণ্ডবৎ প্রণম্যোক্তবান্, ভোঃ স্বামিন্! অহং মূর্খঃ, ভবতাং নামধেয়ং শ্রুত্বা বিদ্যাভ্যাসার্থ-মাগতঃ। ময়ি কৃপাং বিধায় যথা বিদ্যা ভবতি তথা বিধেয়ং শ্রীমদ্ভিরিতি পুনর্দণ্ডবৎ প্রণামমকরোৎ। ততস্তৈরঙ্গীকৃতম্। অহর্নিশঞ্চ তেষাং শুশ্রূষামকরোৎ।

গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যা পুষ্কলেন ধনেন বা।
অথবা বিদ্যয়া বিদ্যা চতুর্থী নোপপদ্যতে॥

কষ্ট পাইবে। যে ব্যক্তি বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস না করে এবং যৌবনকালে কামাতুর হইয়া নষ্টচরিত্র হয়, সে শিশিরকালে বস্ত্রহীনের ন্যায় বৃদ্ধকালে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকে। যাহাদের বিদ্যা নাই, তপস্যা নাই, দান নাই, সুশীলতা নাই, গুণ নাই ও ধর্ম্ম নাই, তাহারা পৃথিবীর ভারভূত মনুষ্যরূপী পশু হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে। এই সংসারে পুরুষগণের বিদ্যার তুল্য ভূষণ নাই। বিদ্যা নরগণের সমুজ্জ্বল রূপ এবং গুপ্তধন, বিদ্যা যশস্করী ও সুখকরী, বিদ্যা গুরুজনের গুরু, বিদ্যা বিদেশে যথার্থ বন্ধু, বিদ্যাই পরম দেবতা, বিদ্যা নৃপতিগণের পূজনীয়া, বিদ্যার তুল্য ধন নাই, বিদ্যাবিহীন ব্যক্তি পশুর সমান। যে ব্যক্তি বিদ্যাহীন, তাহার বিশাল কুলে জন্ম বিফল। যে ব্যক্তি বিদ্বান্, তিনি অকুলীন হইলেও দেবতারা তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। রে পুত্র! আমি যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, তাবৎ তোমার বিদ্যাভ্যাস করা কর্ত্তব্য। বিদ্যা অভ্যাস করিলেই সেই বিদ্যা তোমার বন্ধুকার্য্য করিবে। উক্ত আছে যে, বিদ্যা মাতার ন্যায় রক্ষা করেন, পিতার ন্যায় হিতে নিযুক্ত করেন, ভার্য্যার ন্যায় দুঃখ দূর করিয়া অনুরঞ্জন করেন, দশ দিকে কীর্ত্তি বিকীরণ করেন এবং ধনাগম করেন; অতএব কল্পলতার ন্যায় বিদ্যা কোন্ কার্য্য সাধন না করিয়া থাকে? এইরূপ পিতার বাক্য শুনিয়া কমলাকর অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া মনে করিলেন, যখন আমি সর্ব্বজ্ঞ হইব, তখন এই পিতার মুখ সন্দর্শন করিব,এই বলিয়া কাশ্মীরদেশে গমন করিলেন। তথায় চন্দ্রমৌলি নামক ভট্টাচার্য্যের নিকট গমন পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন, হে স্বামিন্! আমি মূর্খ. আপনার নাম শুনিয়া বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত আসিয়াছি, আমার প্রতি কৃপা করিয়া যাহাতে আমার বিদ্যালাভ হয়, আপনি সেরূপ বিধান করুন্। এই বলিয়া পুনর্ব্বার দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তদনন্তর তিনি অঙ্গীকার করিলে দিবারাত্র সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। উক্ত আছে যে, গুরুর শুশ্রূষা, প্রচুর ধন অথবা বিদ্যা দ্বারা বিদ্যা লাভ হইয়া থাকে। ইহার চতুর্থ উপায়

এবং শুশ্রূষাং কুর্ব্বতো মহান্ কালো গতঃ। একদা উপাধ্যায়স্তস্তোপপি কৃপাং বিধায় সিদ্ধসারস্বতমন্ত্রোপদেশং কৃতবান্। তেনোপদেশেন সর্ব্বজ্ঞো ভূত্বা স কমলাকর উপাধ্যায়স্যানুজ্ঞাং গৃহীত্বা স্বনগরমগমৎ। মার্গবশাৎ কাঞ্চীনগরমগচ্ছৎ। তত্র রাজা নরেন্দ্রসেনঃ, তস্য নগর্য্যাং নরমোহিনী নাম্নী কাচিৎ বনিতা অস্তি। সা রূপেণ অদ্বিতীয়া, তাং যঃ কোঽপি পশ্যতি স কামজ্বরপীড়িতঃ উন্মাদাবস্থাং প্রাপ্নোতি। যঃ পুনঃ সম্ভোগার্থং তয়া সহ নিদ্রাং করোতি, তস্য রক্তং বিন্ধ্যাচলবাসী কশ্চিদ্রাক্ষসঃ পিবতি, স নির্জীবো ভবতি। কমলাকরোঽপ্যেতৎ কৌতুকং দৃষ্ট্বা নিজনগরমগমৎ। তমাগতং দৃষ্ট্বা মাতাপিত্রাদীনাং মহান্ উৎসবো জাতঃ। দ্বিতীয়দিবসে স্বপিত্রা সহ রাজভবনং গত্বা রাজ্ঞে আশীর্ব্বাদং অদাৎ, সভায়াং নিজবৈদগ্ধ্যং চ অদর্শয়ৎ। ততো বিক্রমার্কেণ বস্ত্রাদিনা সম্ভাব্য পৃষ্টঃ, ভো কমলাকর! ত্বং যত্র দেশে গতস্তত্র কিং চিত্রং দৃষ্টম্? তেনোক্তম্, ভো রাজন্! তস্মিন্ দেশে কিমপি ন দৃষ্টম্। পরন্তু আগমন-সময়ে কাঞ্চীনগরে অপূর্ব্বমেকং কৌতুকঞ্চ দৃষ্টম্। রাজ্ঞোক্তম্, কিং দৃষ্টং তৎ কথয়। কমলাকরেণোক্তম্, কাঞ্চীনগরে নরমোহিনী নাম্নী কাচিদ্বনিতা অস্তি। যস্তাং পশ্যতি, উন্মাদং প্রাপ্নোতি। যস্তয়া সহ নিদ্রাং করোতি, তস্য রক্তং বিন্ধ্যাচলবাসী কশ্চিদ্রাক্ষসঃ সমাগত্য নরমোহিন্যা রূপং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং প্রাপ্তঃ পিবতি। ততঃ স নির্জীবো ভবতি। এতৎ কৌতুকং ময়া দৃষ্টম্। ততো রাজা ভণিতম্, ত্বং তর্হি আগচ্ছ, তত্র গচ্ছাবঃ। ইতি তেন সহ রাজা কাঞ্চীনগরমাগত্য নরমোহিনীরূপং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং প্রাপ্তস্তস্যা গৃহং গতঃ। তয়া পাদপ্রক্ষালনাভ্যঙ্গ-স্বগন্ধপুষ্পাদিনা সম্ভাবিতঃ। উক্তঞ্চ, ভো রাজন্! অদ্যাহং ধন্যা জাতাস্মি, মম গৃহং শ্লাঘ্যমভূৎ ভবচ্চরণপ্রসাদেন।

অদ্য মে সুচিরাৎ কালাৎ শ্লাঘনীয়মভূদিদম্।
যুষ্মৎপাদাম্বুজস্পর্শসম্পন্নানুগ্রহং গৃহম্॥

নাই। এইরূপে গুরুর শুশ্রূষা করিতে করিতে বহুকাল গত হইল। একদিন উপাধ্যায় তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া সিদ্ধসারস্বত মন্ত্রের উপদেশ দিলেন, সেই উপদেশ দ্বারা কমলাকর সর্ব্বজ্ঞ হইয়া উপাধ্যায়ের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক নিজনগরে গমন করিলেন। পথে গমন করিতে করিতে কাঞ্চীনগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে নরেন্দ্রসেন নামে রাজা, তাঁহার নগরীতে নরমোহিনী নাম্নী কোন রমণী রূপে অদ্বিতীয়া। যে কেহ তাহাকে দর্শন করে, সে কামজ্বরে পীড়িত হয় এবং উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যে কেহ সম্ভোগার্থ তাহার সহিত নিদ্রা যায়, বিন্ধ্যাচলবাসী কোন রাক্ষস তাহার রক্তপান করে, তাহাতে সে জীবনহীন হয়। কমলাকর এই কৌতুক দেখিয়া নিজ নগরে গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পিতামাতার অতিশয় আনন্দ হইল। দ্বিতীয় দিবসে তিনি নিজ পিতার সহিত রাজভবনে গমন পূর্ব্বক রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সভায় নিজ বিদ্যা-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিলেন। তদনন্তর বিক্রমাদিত্য বস্ত্রাদি দ্বারা সম্মাননা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কমলাকর! তুমি যে দেশে গিয়াছিলে, তথায় কিছু আশ্চর্য্য দেখিয়াছ কি? কমলাকর বলিলেন, রাজন্! সে দেশে কিছুই দেখি নাই, কিন্তু আগমনসময়ে কাঞ্চীদেশে এক অপূর্ব্ব কৌতুক দেখিয়াছি। রাজা কহিলেন, তাহা কি বল। কমলাকর বলিলেন, কাঞ্চীনগরে নরমোহিনী নামে এক রমণী আছে, যে তাহাকে দেখে, সে উন্মাদ হয়, যে তাহার সহিত নিদ্রিত হয়, নরমোহিনীর রূপে মোহিত হইয়া বিন্ধ্যাচলবাসী কোন রাক্ষস আসিয়া তাহার রক্তপান করে, সে তাহাতে নির্জীব হয়। আমি এই কৌতুক দেখিয়াছি। তদনন্তর রাজা বলিলেন, তবে তুমিও আইস, আমরা দুইজনে তথায় গমন করিব। এই বলিয়া তাঁহার সহিত কাঞ্চীনগরে আসিয়া নরমোহিনীর রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া তাহারই গৃহে রহিলেন। নরমোহিনী পাদপ্রক্ষালনার্থ জল, তৈল, সুগন্ধদ্রব্য ও পুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার সম্মাননা করিয়া বলিল, হে রাজন্! আজ আমি ধন্যা হইয়াছি, আপনার চরণ-প্রসাদে আমার গৃহ পবিত্র ও শ্লাঘনীয় হইয়াছে। বহুদিনের পর আমার এই স্থান শ্লাঘনীয় এবং আপনার চরণপদ্মের

স্বামিন্! মম গৃহে ভোজনং কার্য্যম্। রাজ্ঞা উক্তম্, ইদানীমেব ভোজনং কৃত্বা সমাগতোঽস্মি। ততস্তয়া বীটিকা দত্তা। এবং রাত্রৌ প্রহরো গতঃ। সা নরমোহিনী নিদ্রাং গতা। দ্বিতীয়প্রহরে রাক্ষসঃ সমায়াতঃ। রাজা রাক্ষসসঞ্চারং শ্রুত্বা স্বয়ং পশ্চাৎ স্থিতঃ।

ভূরি প্রজ্বলিতা দীপাস্তাবদ্রাক্ষস আগতঃ।
একৈব দৃষ্টা তেনৈব কেবলা নরমোহিনী॥

তত্র কিঞ্চিন্ন দৃষ্ট্বা রাক্ষসো নির্গতস্ততো নরমোহিন্যা মঞ্চং যাবৎ পশ্যতি, তাবৎ সা একা সুপ্তা অস্তি। দ্বিতীয়ঃ কশ্চিন্নাস্তি। নির্গমনসময়ে রাজ্ঞা ধৃতো মারিতশ্চ রাক্ষসঃ। তৎকোলাহলং শ্রুত্বা সা নরমোহিনী নিদ্রাং বিহায় হতং রাক্ষসং দৃষ্ট্বা রাজানং ভণতি, ভো রাজন্! ত্বৎপ্রসাদাদহং নির্ভয়া জাতা, অদ্য প্রভৃতি রাক্ষসোপদ্রবো গতঃ। ত্বৎ-কৃতোপকারাৎ কথমহমুত্তীর্ণা ভবামি। তর্হি ত্বামনুসরামি। ত্বয়া যদুচ্যতে তদহং করিষ্যামি। রাজ্ঞোক্তম্, যদি ময়োক্তং করিষ্যসি, তর্হি কমলাকরং ভজস্ব। সা নরমোহিনী কমলাকরমভজৎ, বিক্রমোঽপ্যুজ্জয়িনীমাগতঃ।

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজমবাদীৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবং ধৈর্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে নবমোপাখ্যানম্॥ ৯॥

দশমোপাখ্যানম্

পুনরন্যা পুত্তলিকা কথয়তি। শ্রূয়তাম্ রাজন্! বিক্রমার্কে রাজ্যং কুর্ব্বতি কশ্চিদ্‌যোগী উজ্জয়িনীং প্রতি আগতঃ। স চ বেদশাস্ত্রবৈদ্যকজ্যোতিষগণিতভরতশাস্ত্রাদিসকলকলাবিচক্ষণঃ। কিং

সংস্পর্শে আমার গৃহ অনুগৃহীত হইল। হে প্রভো! আপনি আমার গৃহে ভোজন করুন। রাজা বলিলেন, আমি এখনি ভোজন করিয়া তোমার গৃহে আসিয়াছি। তৎপরে নরমোহিনী তাম্বূল প্রদান করিল। ক্রমে এক প্রহর রাত্রি হইল, নরমোহিনী নিদ্রিতা হইল, দুই প্রহর রাত্রির সময় রাক্ষস উপস্থিত হইল, রাজা রাক্ষসের পদসঞ্চার শুনিয়া স্বয়ং পশ্চাতে রহিলেন, যখন রাক্ষস আসিল, তখন প্রদীপ-সকল অধিকতররূপে জ্বলিয়া উঠিল। রাক্ষস নরমোহিনীকে একাকিনী নিদ্রিতা দেখিল। সেখানে কিছুই দেখিতে না পাইয়া রাক্ষস বহির্গত হইল। তদনন্তর নরমোহিনীর মঞ্চ দেখিয়াও তাহাকে একাকিনী ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেখিতে পাইল না। পরে যখন রাক্ষস বাহিরে আসিতেছিল, সেই সময়ে রাজা তাহাকে ধরিয়া বধ করিলেন। সেই কোলাহল শুনিয়া নরমোহিনী শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উঠিয়া রাক্ষসকে নিহত দেখিয়া রাজাকে কহিল, হে রাজন্! আপনার প্রসাদে আমি নির্ভয় হইলাম, অদ্যাবধি রাক্ষসের উপদ্রব দূরীভূত হইল। আমি আপনার কৃত উপকার হইতে কিরূপে উত্তীর্ণ হইবে? অতএব আপনার অনুসরণ করিব। আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। রাজা বলিলেন, যদি আমার বাক্য-প্রতিপালনে অভিলাষ হয়, তবে এই কমলাকরকে ভজনা কর। নরমোহিনী তাহা শুনিয়া কমলাকরকে ভজনা করিল। বিক্রমাদিত্যও উজ্জয়িনীতে আগমন করিলেন। এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, হে রাজন্! আপনাতে যদি ঐরূপ ধৈর্য্যাদি থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন। রাজা তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন।

নবমোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন্। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে কোন যোগী উজ্জয়িনী নগরে আগমন করিলেন। তিনি বেদ, বৈদ্যক, জ্যোতিষ, গণিত, সঙ্গীতাদি

বহুনা, তৎসদৃশোঽন্যো নাস্তি, সাক্ষাৎ সর্ব্বজ্ঞ এব। একদা বিক্রমো রাজা তস্য প্রসিদ্ধিং শ্রুত্বা তমাহ্বাতুং পুরোহিতং প্রেষিতবান্। পুরোহিতোঽপি তদন্তিকং গত্বা নমস্কৃত্যাব্রবীৎ, ভো স্বামিন্! রাজা ভবন্তমাহ্বয়তি, তত্র গন্তব্যম্। যোগিনোক্তম্, তর্হি গম্যতাং, তত্র গত্বা রাজানং প্রতি ভণিতম্, ভো রাজন্! ত্বঞ্চেৎ মন্ত্রসাধনং করিষ্যসি, তর্হি তেন জরামরণরহিতো ভবিষ্যসি। রাজ্ঞোক্তম্, তং মন্ত্রং মমোপদিশ। অহং মন্ত্রং সাধয়িষ্যামি। ততো যোগী তস্মৈ মন্ত্রমুপদিশ্য ভণিতম্, ভো রাজন্! অমুং মন্ত্রং ব্রহ্মচর্য্যেণ বর্ষমেকং পঠিত্বা দূর্ব্বাঙ্কুরৈর্দশাংশহবনং অগ্নৌ কৃত্বা ততঃ পূর্ণাহুতিসময়ে হোমকুণ্ডাৎ কশ্চিৎ পুরুষঃ ফলহস্তো নির্গত্য তৎফলং তব দাস্যতি। তৎফলভক্ষণেন ত্বং জরামরণরহিতো বজ্রকায়শ্চ ভবিষ্যসীতি রাজ্ঞে মন্ত্রমুপদিশ্য স যোগী নিজস্থানং গতঃ। রাজাপি গ্রামাদ্‌বহির্বর্ষমেকং ব্রহ্মচর্য্যেণ মন্ত্রং পঠিত্বা দূর্ব্বাদলৈর্দশাংশহোমমগ্নৌ কৃত্বা যাবৎ পূর্ণাহুতিং করোতি, তাবৎ হোমকুণ্ডাৎ কশ্চিৎ পুরুষো বিনির্গত্য দিব্যমেকং ফলং রাজ্ঞো হস্তে দদৌ। রাজাপি তৎফলং গৃহীত্বা পুরং প্রবিশ্য যদা রাজমার্গে সমায়াতি তদা কুষ্ঠব্যাধিনা বিশীর্ণাবয়বঃ কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণো রাজ্ঞে আশীষং প্রযুজ্যাবদৎ, ভো রাজন্! রাজা নাম লোকস্য মাতৃপিত্রাদিস্থানে নিয়োজিতঃ। উক্তঞ্চ—

রাজা বন্ধুরবন্ধূনাং রাজা চক্ষুরচক্ষুষাম্।
রাজা মাতা পিতা চৈব সর্ব্বস্যার্ত্তিহরো গুরুঃ॥

যতস্ত্বং বিশ্বস্যার্ত্তিং পরিহরসি, অতো মমাপ্যার্ত্তিং নাশয়। অনেন ব্যাধিনা মম শরীরং বিনশ্যতি, শরীরনাশাদনুষ্ঠানমপি নষ্টম; যতঃ সর্ব্বস্যাপি ধর্ম্মকার্য্যস্য শরীরমেব সাধনম্। উক্তঞ্চ— শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনমিতি। তর্হি মমৈতৎ শরীরং নিরাময়মপি ভোগ্যং চ যথা ভবতি তথা ভবতা কর্ত্তব্যম্। তচ্ছ্রুত্বা রাজা ব্রাহ্মণায় তৎফলং দদৌ। ততো ব্রাহ্মণঃ পরমং সন্তোষং প্রাপ্য নিজস্থানং গতঃ। রাজাপি স্বভবনমগাৎ।

শাস্ত্র ও কলাসমূহে বিচক্ষণ। অধিক কি, তাঁহার তুল্য শাস্ত্রজ্ঞ অন্য কেহই ছিল না, তিনি সাক্ষাৎ সর্ব্বজ্ঞকল্প। একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহার সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত পুরোহিতকে পাঠাইয়া দিলেন। পুরোহিত তাঁহার নিকট গমন করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক বলিলেন, হে স্বামিন্! রাজা আপনাকে আহ্বান করিতেছেন, আপনি সেখানে গমন করুন। যোগিবর বলিলেন, তবে তুমিও গমন কর। উভয়ে তথায় গমন করিলেন। যোগিবর রাজাকে বলিলেন, রাজন্! আপনি যদি মন্ত্রসাধন করেন, তবে জরা-মরণ-বর্জ্জিত হইবেন। রাজা কহিলেন, আপনি মন্ত্রোপদেশ করুন, আমি মন্ত্রসাধন করিব। পরে যোগিবর রাজাকে মন্ত্র দিয়া বলিলেন, হে রাজন্! এই মন্ত্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক একবর্ষ জপ করিয়া দূর্ব্বাঙ্কুর দ্বারা অগ্নিতে দশাংশ হোম করিতে হইবে, পরে পূর্ণাহুতিপ্রদানকালে হোমকুণ্ড হইতে কোন পুরুষ ফল হস্তে উত্থিত হইয়া আপনাকে একটী ফল প্রদান করিবেন। সেই ফল-ভক্ষণে আপনি জরা-মরণ-বর্জ্জিত ও বজ্রতুল্য দৃঢ়কায় হইবেন। রাজাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া যোগিবর নিজস্থানে চলিয়া গেলেন। রাজাও গ্রামের বাহিরে গিয়া এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক মন্ত্র জপ ও দূর্ব্বাঙ্কুর দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিয়া যখন পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন, তখন হোমকুণ্ড হইতে কোন পুরুষ নির্গত হইয়া রাজাকে একটী দিব্যফল প্রদান করিলেন। রাজাও সেই ফলগ্রহণ পূর্ব্বক যখন রাজমার্গে আসিতেছিলেন, সেই সময় কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত শীর্ণাবয়ব এক ব্রাহ্মণ রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! রাজা লোকের মাতা ও পিতার তুল্য। উক্ত আছে যে, রাজা বন্ধুহীনের বন্ধু, অচক্ষুর চক্ষু, রাজা মাতা পিতা এবং রাজা পীড়াহরণ-কারক ও গুরু। যেহেতু, আপনি বিশ্বের পীড়া দূর করিয়া থাকেন; অতএব আপনি আমারও পীড়া নাশ করুন, এই ব্যাধি দ্বারা আমার দেহনাশ হইতেছে, শরীরনাশ হইলে অনুষ্ঠান-সকলও বিনষ্ট হয়। যেহেতু, প্রথমে শরীর রক্ষা করিয়া পশ্চাৎ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তবে আমার এই শরীর যাহাতে রোগশূন্য ও উপভোগযোগ্য হয়, আপনি তাহার উপায়বিধান করুন। ব্রাহ্মণের এই বাক্য শুনিয়া রাজা তাঁহাকে সেই ফল প্রদান করিলেন, তদনন্তর ব্রাহ্মণ পরম সন্তোষ লাভ করিয়া

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজমবাদীৎ, ভো রাজন্! এবমৌদার্য্যং ধৈর্য্যং চ বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। তচ্ছ্রুত্বা রাজা ভোজস্তূষ্ণীমাসীৎ॥

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে দশমোপাখ্যানম্॥ ১০॥

একাদশোপাখ্যানম্

পুনরন্যা পুত্তলিকা কথয়তি, ভো রাজন্! শ্রূয়তাম্। বিক্রমে রাজ্যং কুর্ব্বতি ভূমণ্ডলে পিশুনস্তস্করশ্চ পাপকর্ম্মনিরতো নাসীৎ। অন্যচ্চ, যস্য রাজ্ঞঃ সদা রাজ্যভারচিন্তা বলবদ্বৈরিবিজয়চিন্তা অস্তি, স দিবারাত্রং নিদ্রাং নায়াতি। উক্তঞ্চ—

অর্থাতুরাণাং ন পিতা ন বন্ধুঃ কামাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা।
চিন্তাতুরাণাং ন সুখং ন নিদ্রা, ক্ষুধাতুরাণাং ন বলং ন তেজঃ॥

অয়ং বিক্রমাদিত্যো রাজা তথাবিধো ন ভবতি। সর্ব্বান্ অর্থিভূভুজঃ স্বপাদপদ্মাশ্রিতান্ বিধায় আজ্ঞাপ্রদানেন রাজ্যং করোতি। উক্তঞ্চ—

আজ্ঞামাত্রফলং রাজ্যং ব্রহ্মচর্য্যফলং তপঃ।
জ্ঞানমাত্রফলা বিদ্যা দত্তভুক্তফলং ধনম্॥

একদা রাজ্যভারং মন্ত্রিষু নিধায় স্বয়ং যোগিবেশেন দেশান্তরং নির্গতঃ। যত্রাত্মনশ্চিত্তস্য সুখং ভবতি তত্র কতিচিদ্দিনানি তিষ্ঠতি, যত্রাশ্চর্য্যং পশ্যতি, তত্রাপি কালং নয়তি। এবং পর্য্যটতস্তস্য একস্মিন্ দিবসে সূর্য্যোঽস্তং গতঃ। মহারণ্যমধ্যে রাজা বৃক্ষমূলমাশ্রিত্য রাত্রৌ স্থিতঃ। তস্য বৃক্ষস্যোপরি বৃদ্ধশ্চিরঞ্জীবী নামা কশ্চিৎ পক্ষিরাজোঽভূৎ। তস্য পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ দেশান্তরং গত্বা স্বোদরপূরণং বিধায় সায়ংকালে প্রত্যেকমেকৈকং ফলমাদায় বৃদ্ধায় তস্মৈ চিরঞ্জীবিনে প্রতিদিনং প্রযচ্ছন্তি।

নিজ ভবনে গমন করিলেন। এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, হে রাজন্!, যদি এইরূপ ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য আপনাতে বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন। তাহা শুনিয়া রাজা মৌনী হইয়া রহিলেন।

দশমোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন্। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে পৃথিবীতে খল তস্কর ও পাপকর্ম্ম-নিরত ব্যক্তি ছিল না। যে রাজার সর্ব্বদাই রাজ্যভারের চিন্তা এবং বলবান্ বৈরি বিজয়ের চিন্তা আছে, সে দিবারাত্রি নিদ্রা যাইতে পারে না। উক্ত আছে যে, যে ব্যক্তি অর্থের নিমিত্ত আতুর, তাহার পিতাও নাই, বন্ধুও নাই এবং কামাতুরের ভয় ও লজ্জা নাই, চিন্তাতুরের সুখ ও নিদ্রা নাই এবং ক্ষুধাতুরের বল ও তেজ কিছুই থাকে না। এই বিক্রমাদিত্য সেরূপ নহেন, ইঁনি সমস্ত অর্থীজনগণকে স্বীয় পাদপদ্মের আশ্রিত করিয়া আজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক রাজ্য করিতেন। উক্ত আছে যে, রাজ্যের ফল আজ্ঞামাত্র,ব্রহ্মচর্য্যের ফল তপস্যা মাত্র, বিদ্যার ফল জ্ঞানমাত্র, ধনের ফল দান ও ভোগমাত্র। রাজা বিক্রমাদিত্য কোন সময়ে মন্ত্রিগণের উপর রাজ্যভার বিন্যস্ত করিয়া স্বয়ং যোগিবেশে দেশান্তরে গমন করিলেন। যেথানে আপন চিত্তে সুখ হয়, সেইথানে কিছুদিন অবস্থিতি করেন, যে স্থানে আশ্চর্য্য দর্শন করেন, সেথানেও কালহরণ করিয়া থাকেন। তিনি এইরূপে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। একদিন সূর্য্য অস্তগত হইলে রাজা মহারণ্যমধ্যে বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন। সেই বৃক্ষের উপর চিরঞ্জীবী নামে এক বৃদ্ধ পক্ষিরাজ বাস করিত। তাহার পুত্র ও পৌত্রগণ প্রত্যহ দেশান্তরে যাইয়া নিজ নিজ উদর পূরণ করিয়া সায়ংকালে প্রত্যেকে এক

বৃদ্ধৌ চ মাতা-পিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥

ততো রাত্রৌ চিরঞ্জীবী সুখেনোপবিষ্টস্তান্ পক্ষিণঃ অপৃচ্ছৎ। রাজাপি বৃক্ষমূলে স্থিতস্তদ্বচঃ শৃণোতি। ভো পুত্রাঃ! ভবদ্ভির্নানাদেশান্ পর্য্যটদ্ভিঃ কিঞ্চিত্রং দৃষ্টম্? তত্রৈকেন পক্ষিণা ভণিতম্, ময়া কিমপ্যাশ্চর্য্যং ন দৃষ্টম্; পরমদ্য মম চেতসি মহাদুঃখং ভবতি। চিরঞ্জীবিনোক্তম্, তৎ কথয় কিং নিমিত্তং দুঃখম্? তেনোক্তম্, কেবলং কথনেন কিং ভবতি? বৃদ্ধেনোক্তম্, ভো পুত্র! যো দুঃখী স সুহৃদি দুঃখং নিবেদ্য সুখী ভবতি। তস্য বাক্যং শ্রুত্বা দুঃখকারণং কথয়তি। ভো তাত! শ্রূয়তাম্। অস্ত্যুত্তরদেশে শৈবালঘোষো নাম পর্ব্বতস্তৎসমীপে পলাশনগরমস্তি। তস্মিন্ পর্ব্বতে স্থিতঃ কশ্চিদ্রাক্ষসঃ প্রতিদিনং নগরমাগত্য সম্মুখাগতং কঞ্চন পুরুষং পর্ব্বতে নীত্বা ভক্ষয়তি। একদা স গ্রামবাসিভির্জনৈরুক্তঃ, ভো বকাসুর! ত্বং যথেচ্ছং সম্মুখপতিতং মা ভক্ষয়। বয়ং তুভ্যং প্রতিদিনমাহারার্থং একং পুরুষং দাস্যামঃ। তদ্বচনং তেন চাঙ্গীকৃতম্। তদনন্তরং তত্রত্যো জনঃ প্রতিদিনং গৃহক্রমেণৈককং পুরুষং তস্মৈ প্রযচ্ছতি। এবং মহান্ কালো গতঃ। অদ্য পূর্ব্বজন্মনিমিত্তভূতস্য মম মিত্রস্য ব্রাহ্মণস্য পালী সমাগতা। তস্যৈক এব পুত্রঃ। পুত্রং দদাতি চেৎ, সন্ততিবিচ্ছেদো ভবিষ্যতি। আত্মানং প্রযচ্ছতি চেৎ, ভার্য্যা বিধবা ভবিষ্যতি। বৈধব্যং পুনর্ম্মহাদুঃখম্। পত্নীং দাস্যতি চেৎ, আশ্রমভ্রংশো ভবতি। ইতি তেষাং দুঃখেনাহং মহদ্দুঃখী ইতি মম মহদ্দুঃখকারণম্। তস্য বচনং শ্রুত্বা তত্রত্যৈঃ পক্ষিভির্ভণিতম্, অহো! অয়মেব সুহৃৎ, যঃ সুহৃদো দুঃখেন স্বয়ং দুঃখী ভবতি। এতদেব মিত্রত্বম্।

সুখিতে সুখী সুহৃজ্জনো দুঃখিনি দুঃখী স্বয়ঞ্চ যো ভবতি।
উদিতে মুদিতঃ সিন্ধুঃ শশিন্যস্তময়তি ক্ষীণঃ॥

একটী ফল গ্রহণপূর্ব্বক সেই বৃদ্ধ চিরঞ্জীবীকে আনিয়া প্রদান করিত। মনু বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধ মাতা পিতা এবং পতিব্রতা ভার্য্যা ও শিশুপুত্র এই সকলকে শত শত নিন্দিত কার্য্য করিয়াও প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর রাত্রিকালে পক্ষিগণ সুখে উপবিষ্ট হইলে চিরঞ্জীবী জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, রাজাও বৃক্ষমূলে থাকিয়া তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। চিরঞ্জীবী বলিল, হে বৎসগণ! তোমরা নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া থাক, কোথাও কোন আশ্চর্য্য দেখিয়াছ? তাহাদের মধ্যে এক পক্ষী বলিল, আমি কিছুই আশ্চর্য্য দেখি নাই, কিন্তু অদ্য আমার মানসে মহৎ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। চিরঞ্জীবী বলিল, তোমার দুঃখ কি নিমিত্ত? সে বলিল, কেবল দুঃখ বলিলেই কি হইবে? বৃদ্ধ বলিল, বৎস! যে দুঃখী, সে স্বীয় সুহৃদ্গণকে দুঃখ নিবেদন করিলে কষ্টের কথঞ্চিৎ লাঘব হয়। তাহার বাক্য শুনিয়া সেই পক্ষী দুঃখ-কারণ কহিতে লাগিল। তাত! শ্রবণ করুন। উত্তর-দেশে শৈবালঘোষ পর্ব্বতের নিকটে পলাশনগর বিদ্যমান আছে। সেই পর্ব্বতস্থিত কোন রাক্ষস প্রতিদিন নগরে আসিয়া সম্মুখস্থিত কোন পুরুষকে পর্ব্বতে লইয়া গিয়া ভক্ষণ করে। একদিন সেই নগরবাসিগণ বলিল, হে বকাসুর! তুমি যথেচ্ছক্রমে সম্মুখপতিত কোন ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিও না, আমরা তোমার ভক্ষণার্থ প্রতিদিন এক একটী পুরুষ প্রদান করিব। সে তাহা স্বীকার করিল; তৎ-পরে তাহারা প্রতিদিন এক একটী পুরুষ প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে বহুকাল গত হইল। অদ্য আমার পূর্ব্বজন্মের মিত্র এক ব্রাহ্মণের পালা পড়িয়াছে, তাঁহার একটী পুত্র, যদি পুত্রকে দেন, তবে সন্ততিবিচ্ছেদ ও বংশনাশ হয়, যদি আপনাকে দেন, তবে ভার্য্যা বিধবা হয়; বৈধব্যযন্ত্রণা বিষম। যদি পত্নীকে প্রদান করেন, তবে আশ্রমভ্রংশ হয়, এইরূপ তাহাদের দুঃখে আমি সাতিশয় দুঃখিত, এই আমার মহৎ দুঃখের কারণ। তাহার সেই বাক্য শুনিয়া তত্রত্য পক্ষিগণ বলিল, অহো! যে সুহৃদের দুঃখে স্বয়ং দুঃখিত হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ সুহৃদ; সেই মিত্রতাই মিত্রতা বলিয়া গণ্য হয়। যে ব্যক্তি সুহৃৎজন সুখী হইলে সুখী এবং দুঃখী হইলে দুঃখিত হয়, সেই যথার্থ সুহৃৎ। দেখ, চন্দ্রের উদয় হইলে

ক্ষীরেণাত্মগতোদকায় হি গুণা নষ্টাঃ পুরা তেঽখিলাঃ,
পশ্চাদ্‌বহ্নিরবেক্ষ্যতে তু পয়সাত্মাত্মা কৃশানৌ হুতঃ।
গন্তুং পাবকমুন্মনস্তদভবৎ দৃষ্ট্বাপি মিত্রাপদং,
যুক্তং তেন জলেন শাম্যতি সতাং মৈত্রী পুনস্ত্বাদৃশী ॥

ইতি পক্ষিণো বচঃ শ্রুত্বা রাজা তত্র নগরে গতঃ। ততো বধ্যশিলাং নিরীক্ষ্য ব্রাহ্মণায় অভয়ং দত্ত্বা তৎসমীপে সরোবরে স্নাত্বা বধ্যশিলায়ামুপবিষ্টঃ। অস্মিন্ সময়ে রাক্ষসঃ সমাগতঃ প্রহসিতবদনং পুরুষং দৃষ্ট্বা বিস্মিতস্তং বদতি, ভো মহাসত্ত্ব! ত্বং সর্ব্বস্যার্ত্তিহরো গুরুঃ। যতস্ত্বং বিশ্বস্যার্ত্তিং পরিহরসি। অতঃ অনেন পাপকার্য্যেণ মম শরীরং বিনশ্যতি। শরীরনাশাদনুষ্ঠানমপি নষ্টম্। যতঃ সর্ব্বস্যাপি ধর্ম্মকার্য্যস্য শরীরমেব সাধনম্। অত্র শিলায়াং প্রতিদিনং য উপবিশতি, স মদাগমনাৎ পূর্ব্বমেব ম্রিয়তে। যস্য মরণকালঃ সমায়াতি, তস্যেন্দ্রিয়াণি গ্লানিং প্রাপ্নুবন্তি। ত্বং পুনরধিকাং কান্তিং প্রাপ্য হসসি। তর্হি কথয় কো ভবানিতি। রাজা ভণতি, কিমনেন বিচারেণ? ময়া পরার্থমেতচ্ছরীরং দীয়তে, ত্বমাত্মনঃ সমীহিতং কুরু। তদা রাক্ষসেন স্বমনসি বিচারিতং, অহো! সাধুরয়ং, যঃ আত্মনঃ সুখভোগেচ্ছাং বিহায় পরদুঃখেন দুঃখী ভূত্বাত্রাগতঃ ইতি। উক্তঞ্চ—

ত্যক্ত্বাত্মসুখদুঃখেচ্ছাং সর্ব্বসত্ত্বগুণৈষিণঃ।
ভবন্তি পরদুঃখেন সাধবোঽত্যন্তদুঃখিনঃ ॥

স রাজানমব্রবীৎ, ভো মহাপুরুষ! পরার্থং শরীরং প্রযচ্ছতস্তবৈব এতচ্ছরীরং শ্লাঘ্যম্। কুতঃ-

পশবোঽপি হি জীবন্তি কেবলাঃ স্বোদরম্ভরাঃ।
তস্যৈব জীবিতং শ্লাঘ্যং যঃ পরার্থে হি জীবতি ॥

ভবাদৃশাং পরোপকারিণামেতচ্চিত্রং ন ভবতি।

সমুদ্র আনন্দে স্ফীত হয় এবং চন্দ্র অস্তমিত হইলে ক্ষীণ হইয়া থাকে। ক্ষীর সলিলসহ থাকিয়া যখন দেখিল যে, জল বহ্নিযোগে বিনষ্ট হইয়াছে, তখন সে সুহৃদের নিমিত্ত উত্থিত হইয়া সেই অগ্নিতে নিপতিত হইতে লাগিল। তখন তাহাতে পুনর্ব্বার জল প্রদত্ত হইল, তখন সুহৃদের আগমনে পুনর্ব্বার স্থির হইয়া রহিল, সুহৃদের ভাব এইরূপ জানিবে। পক্ষিদিগের পরস্পর এই বাক্য শুনিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য সেই নগরে গমন করিলেন। তদনন্তর বধ্যশিলা দর্শন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে অভয় দিয়া, তাহার নিকটস্থিত সরোবরে স্নানানন্তর বধ্যশিলার উপর বসিয়া রহিলেন। সেই সময়ে রাক্ষস আসিয়া দেখিল, একটী পুরুষ হাস্যবদনে বধ্যশিলায় বসিয়া আছে। তদ্দর্শনে রাক্ষস বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে বলিল, হে মহাসত্ত্ব পুরুষ! আপনি সকলেরই দুঃখনাশক গুরু। যেহেতু, আপনি বিশ্বের দুঃখবিনাশকর, অতএব এই পাপের কার্য্যে আমার শরীরবিনাশ এবং শরীরনাশ হেতু অনুষ্ঠানও বিনষ্ট হইবে। যেহেতু, শরীর সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মেরই সাধন। এই শিলার উপর প্রতিদিন যে বসিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি আমি আসিবার পূর্ব্বেই মরিয়া যায়; কিন্তু আপনাকে মহাধৈর্য্যসম্পন্ন ও আপনার হাস্যবদন দেখিতেছি। যাহার মরণকাল উপস্থিত হয়, তাহার ইন্দ্রিয়-সকল গ্লানিবিশিষ্ট হয়, আপনি কিন্তু অধিকতর কান্তিলাভ করিয়া হাস্য করিতেছেন। বলুন, আপনি কে? রাজা বলিলেন, এইরূপ বিচারে প্রয়োজন কি? আমি পরের নিমিত্ত এই শরীর দান করিতেছি, তুমি আপনার কার্য্য সাধন কর। রাক্ষস মনে মনে বিচার করিল. এই ব্যক্তি সাধু, ইনি আপনার সুখভোগেচ্ছা পরিহার পূর্ব্বক পরদুঃখে দুঃখী হইয়া এখানে আসিয়াছেন। কথিত আছে যে, সাধুগণ আপনার সুখ-দুঃখের ইচ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত সত্ত্বগুণের অভিলাষী হইয়া পরদুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া থাকেন। তখন রাজাকে বলিল, হে মহাপুরুষ! পরের নিমিত্ত আপনি এই শরীর প্রদান করিতেছেন, অতএব এই শরীর শ্লাঘনীয়। যেহেতু, পশুগণও নিজোদর পরিপূরণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু যিনি পরের জন্য শরীর দান করেন, তাঁহার শরীরই শ্লাঘ্য সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ভবৎসদৃশ পরোপকারী ব্যক্তিবর্গে

কিমত্র চিত্রং যৎ সন্তঃ পরানুগ্রহতৎপরাঃ।
ন হি স্বদেহশৈত্যায় জায়ন্তে চন্দনদ্রুমাঃ॥

ভো মহাসত্ত্ব! অনেনৈব পরোপকারেণ ত্বং সর্ব্বাঃ সম্পদঃ প্রাপ্স্যসি।

উক্তঞ্চ—পরোপকারব্যাপারং পুরুষো যঃ প্রজায়তে।
সম্পদং সঃ সমাপ্নোতি পরত্রাপি পরং পদম্॥
পরোপকারনিরতা যে স্বার্থসুখনিস্পৃহাঃ।
জগদ্ধিতায় জনিতাঃ সাধবস্তাদৃশা ভুবি॥

এবং ভণিত্বা রাজানমব্রবীৎ, ভো মহাসত্ত্ব! তবাহং সন্তুষ্টোঽস্মি। বরং বৃণীষ্ব। রাজ্ঞোক্তম্, ভো রাক্ষস! ত্বং যদি মম প্রসন্নোঽসি, তর্হি অদ্য প্রভৃতি মনুষ্যমারণং পরিত্যজ। অন্যমপি ময়োচ্যমানমুপদেশং শৃণু।

তবাত্মনঃ প্রিয়াঃ প্রাণাঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং তথা।
তস্মান্মৃত্যুভয়াত্তেঽপি ত্রাতব্যাঃ প্রাণিনো বুধৈঃ॥
অন্যচ্চ—জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্নিত্যং সংসারসাগরে।
ক্লিশ্যন্তি জন্তবো ঘোরে মর্ত্ত্যাস্ত্রস্যন্তি মৃত্যুতঃ॥
মরিষ্যামীতি যদ্দুঃখং পুরুষস্যোপজায়তে।
শক্যতে নানুমানেন তদ্বক্তুং কেনচিৎ ক্বচিৎ॥ তথা চ—
যথা চ তজ্জীবিতমাত্মনঃ প্রিয়ং, তথা পরেষামপি জীবিতং প্রিয়ম্।
নিরীক্ষতে জীবিতমাত্মনো যথা, তথা পরেষামপি রক্ষ জীবিতম্॥

রাজ্ঞা ইতি নিরূপিতঃ রাক্ষসঃ তদাপ্রভৃতি জীবমারণং তত্যাজ। রাজা স্বনগরীং প্রত্যগাৎ।

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজং প্রতি অব্রবীৎ। ত্বয়ি এবং পরোপকারদয়াগুণাদয়ো বিদ্যন্তে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তূষ্ণীমাসীৎ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে একাদশোপাখ্যানম্॥ ১১॥

এ কার্য্য বিচিত্র নহে। সজ্জনগণ যে পরের প্রতি অনুগ্রহবিতরণে তৎপর হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? দেখুন, চন্দন-বৃক্ষসকল নিজদেহের শীতলতার নিমিত্ত জন্মলাভ করে না। হে মহাসার পুরুষ! এই পরোপকার দ্বারা আপনি সমস্ত সম্পদ প্রাপ্ত হইবেন। উক্ত আছে যে, পরোপকারে প্রযত্নবান্ যে পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ইহলোক ও পরলোকে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যে সকল ব্যক্তি স্বার্থসুখে নিস্পৃহ হইয়া পরোপকারে নিরত হয়, তাঁহারা জগতের হিতের নিমিত্তই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আর সাধুগণ স্বভাবতই এইরূপ স্বভাবান্বিত হইয়া থাকেন। রাক্ষস এই কথা বলিয়া রাজাকে বলিল, হে মহাসত্ত্ব! আমি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, বর গ্রহণ করুন্। রাজা বলিলেন, হে রাক্ষস! যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে অদ্য হইতে মনুষ্য ভোজন পরিত্যাগ কর। আর আমি যে উপদেশ বলিতেছি, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। আপনার প্রাণ যেরূপ প্রিয়, সমস্ত প্রাণিদিগের প্রাণ সেইরূপ প্রিয়; অতএব বুধগণ সর্ব্বদাই প্রাণিদিগের মৃত্যুভয় হইতে পরিত্রাণ করিবেন। আমি মরিব, ইহাতে পুরুষগণের যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, কোন ব্যক্তি অনুমান দ্বারা তাহা বলিতে কখনই সমর্থ হয় না। আরও, আপনার জীবন যেমন প্রিয়, পরের জীবনও সেইরূপ প্রিয়, অতএব আপনার প্রাণ যেরূপ প্রিয় দেখ, পরের প্রাণও সেইরূপ দেখিবে, তাহা রক্ষা কর। রাজা এইরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া দিলে রাক্ষস তদবধি জীববিনাশ পরিত্যাগ করিল, রাজাও নিজনগরে গমন করিলেন। এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজাকে বলিল, আপনাতে যদি এইরূপ পরোপকার ও দয়াদিগুণগণ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। রাজা শুনিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

একাদশোপাখ্যান সমাপ্ত।

দ্বাদশোপাখ্যানম্

পুনরন্যা পুত্তলিকাবদৎ। ভো রাজন্! শ্রূয়তাম্। বিক্রমাদিত্যে রাজ্যং কুর্ব্বতি সতি, তস্য নগরে ভদ্রসেনো নাম বণিগাসীৎ। তস্য ভদ্রসেনস্য সম্পদাং মর্য্যাদা নাসীৎ। পরং ব্যয়শীলোঽপি নাসীৎ। ততঃ কালে গচ্ছতি ভদ্রসেনো মৃতঃ। তস্য পুত্রঃ পুরন্দরোঽপি পিতুঃ সর্ব্বস্বং প্রাপ্য তস্য ত্যাগং কর্ত্তুমুপক্রান্তবান্। ততঃ একদা তস্য প্রিয়মিত্রেণ ধনদেন ভণিতম্, ভো পুরন্দর! ত্বং বণিক্-পুত্রো ভূত্বাপি মহাক্ষত্রিয়কুমার ইব ধনব্যয়ং করোষি, এতদ্‌বণিককুলসম্ভবস্য লক্ষণং ন ভবতি। বণিক্‌পুত্রেণ যেন কেনাপ্যুপায়েন সংগ্রহঃ কর্ত্তব্যঃ বরাটিকায়া অপি ব্যয়ো ন কর্ত্তব্যঃ। উপার্জ্জিতং দ্রব্যং একদা কস্যাঞ্চিদাপদি পুরুষস্যোপযোগং ব্রজতি। অতো বুদ্ধিমতা আপদর্থে ধনসংগ্রহঃ কর্ত্তব্যঃ।

উক্তঞ্চ—আপদর্থে ধনং রক্ষেদ্দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি॥

এতদ্‌বচনং শ্রুত্বা পুরন্দরঃ প্রাহ, ভো ধনদ! উপার্জ্জিতং বিত্তমেকদা কস্যাঞ্চিদাপদি উপ-যোগায় ভবতি ইতি যদ্‌বদসি তদ্‌বিচারশূন্যম্। যদা আপদঃ আয়ান্তি, তদা উপার্জ্জিতমপি ধনং নশ্যতি। অতো বুদ্ধিমতা পুরুষেণ গতস্য শোকঃ আগামিনোঽর্থস্য চিন্তা ন কর্ত্তব্যা। পরং বর্ত্তমানমেব বিচরণীয়ম্। উক্তঞ্চ—

গতশোকো ন কর্ত্তব্যো ভাবিনং নৈব চিন্তয়েৎ।
বর্ত্তমানেষু কার্য্যেষু চিন্তয়ন্তি বিচক্ষণাঃ॥

যদ্‌ভবিষ্যং তদনায়াসেনৈব ভবিষ্যতি। যদ্‌গন্তব্যং তদ্ গমিষ্যত্যেব। উক্তঞ্চ—

ভবিতব্যং ভবত্যেব নারিকেলফলাম্বুবৎ।
গন্তব্যং গতমিত্যাহুর্গজভুক্তকপিত্থবৎ॥
ন হি ভবতি যন্ন ভাব্যং ভবতি চ ভাব্যং বিনা যত্নেন।
করতলগতমপি নশ্যতি যস্য হি ভবিতব্যতা নাস্তি॥

পুনর্ব্বার অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন্। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে তাঁহার নগরীতে ভদ্রসেন নামক এক বণিক্ ছিল। সেই ভদ্রসেনের অপার সম্পত্তি ছিল, কিন্তু সে ব্যয়শীল ছিল না। কিছুকাল গত হইলে ভদ্রসেনের মৃত্যু হইল। তাহার পুত্র পুরন্দর পিতার সর্ব্বস্ব সম্পত্তি পাইয়া দান করিতে আরম্ভ করিল। তদনন্তর একদিন তাহার ধনদ নামক প্রিয় মিত্র বলিল, হে পুরন্দর! তুমি বণিক্‌পুত্র হইয়াও মহা ক্ষত্রিয়কুমারের ন্যায় ধন ব্যয় করিতেছ, ইহা বণিক্‌কুলজাত ব্যক্তির লক্ষণ নয়। বণিকের যে কোন উপায়ে হউক্ অর্থ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। এক কপর্দ্দকও ব্যয় করা উচিত নহে। উপার্জ্জিত দ্রব্য একদিন কোন বিপদকালে পুরুষগণের বিশেষ কার্য্যে লাগিয়া থাকে। অতএব আপদর্থে ধন সংগ্রহ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। উক্ত আছে যে, আপ-দের নিমিত্ত ধন রক্ষা করিবে, ধনদ্বারা দারগণকে রক্ষা করিবে এবং দার ও ধন দ্বারা যে প্রকারেই হউক্, আত্মাকে সততই রক্ষা করিবে। এই বাক্য শুনিয়া পুরন্দর বলিল, হে ধনদ! "উপার্জ্জিত ধন একদিন কোন বিপৎকালে বিশেষ কার্য্যকারী হইবে," এই কথা যিনি বলেন, তিনি বিচারশূন্য। যখন আপদ্ উপস্থিত হয়, তখন উপার্জ্জিত ধনও বিনষ্ট হয়। অতএব জগতে গত কার্য্যের শোক এবং ভবিষ্যৎ অর্থের চিন্তা করা বুদ্ধিমান্ পুরুষের কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু বর্ত্তমানের চিন্তা করা কর্ত্তব্য। উক্ত আছে যে, গত বিষয়ের শোক কর্ত্তব্য নয়, বুধগণ ভাবিবিষয়েরই চিন্তা করিয়া থাকেন। যাহা ভবি-তব্য, তাহা আয়াস ব্যতিরেকেই সংঘটিত হয়, যাহা যাইবার, তাহা যাইবেই যাইবে। উক্ত আছে যে, যাহা ভবিতব্য, তাহা নারিকেলফলমধ্যস্থ বারির ন্যায় ঘটিয়া থাকে এবং গজভুক্ত কপিত্থের ন্যায় গমন করিয়া থাকে। যাহা ভবিতব্য নয়, তাহা বিনা যত্নেই ঘটিয়া থাকে। তুমি জানিও যে, যাহার ভবি-

এবং পুরন্দরবচনে ধনদো নিরুত্তরোঽভূৎ। ততঃ পুরন্দরঃ পিতৃদ্রব্যস্য সর্ব্বং ব্যয়মকরোৎ। ততো নির্ধনিকং পুরন্দরং বন্ধুমিত্রাদয়ো ন মানয়ন্তি স্ম। তেন সহ গোষ্ঠীরপি ন কুর্ব্বন্তি। পুরন্দরেণ স্বমনসি চিন্তিতম্। মম হস্তে যাবদ্ধনমভূৎ, তাবদেতে মম মিত্রাদয়ো মম সেবকা আসন্। ইদানীং ময়া সহ বাক্যমপি ন কুর্ব্বন্তি। যস্যার্থোঽস্তি, তস্যৈব মিত্রাদয়ঃ সন্তি। উক্তঞ্চ—

যস্যার্থস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থঃ স পুমান্ লোকে যস্যার্থঃ স চ পণ্ডিতঃ॥
পুংসি ক্ষীণধনে ন বান্ধবজনঃ পূর্ব্বং যথা বর্ত্ততে,
স্থিত্যা কেবলয়াশ্রিতঃ পরিজনঃ স্বচ্ছন্দতাং মুঞ্চতি।
লোলত্বং সুহৃদঃ প্রয়ান্তি বহুশঃ কিঞ্চাপরৈর্ভাষিতৈঃ,
ভার্য্যায়া হ্যপি নিশ্চিতং গতধনে বাদো মুহুঃ স্যাদ্ভৃশম্॥
যস্যাস্তি বিত্তং স নরঃ কুলীনঃ, স পণ্ডিতঃ সঃ শ্রুতবান্ গুণজ্ঞঃ।
স এব বক্তা স চ দর্শনীয়ঃ, সর্ব্বে গুণাঃ কাঞ্চনমাশ্রয়ন্তি॥
বনানি দহতো বহ্নেঃ সখা ভবতি মারুতঃ।
স এব দীপনাশায় ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবম্॥

অতো দারিদ্র্যাৎ মরণমেব বরম্। উক্তঞ্চ—

উত্তিষ্ঠ ক্ষণমাত্রমুদ্বহ সখে দারিদ্র্যভারং মম,
শ্রান্তস্তাবদহং চিরং মরণজং সেবে ত্বদীয়ং সুখম্।
ইত্যুক্তং ধনবর্জ্জিতস্য বচনং শ্রুত্বা শ্মশানে বসন্,
দারিদ্র্যান্মরণং বরং পরমিতি জ্ঞাত্বৈব তূষ্ণীং স্থিতঃ॥
দারিদ্র্যায় নমস্তভ্যং সিদ্ধোঽহং ত্বৎপ্রসাদতঃ।
বিশ্বস্তো হি জনঃ কশ্চিৎ ন মাং পশ্যতি সর্ব্বদা॥ উক্তঞ্চ—
মৃতো দরিদ্রপুরুষো মৃতং মৈথুনমপ্রজম্।
মৃতমশ্রোত্রিয়ং দানং মৃতো যাগস্ত্বদক্ষিণঃ॥

তব্য নাই, তাহা করতলগত হইলেও বিনষ্ট হয়। পুরন্দরের এই বাক্যে ধনদ নিরুত্তর রহিল। তদনন্তর সে সমস্ত পিতৃধনই ব্যয় করিয়া ফেলিল। তৎপরে পুরন্দর নির্ধন হইল, তাহার বন্ধু ও মিত্রাদি সকলে তাহার প্রতি আর সম্মান প্রদর্শন করিল না, এমন কি, তাহার সহিত একত্রে উপবিষ্ট হইত না। তখন পুরন্দর মনে মনে চিন্তা করিল, আমার হস্তে যতদিন পর্য্যন্ত ধন ছিল, ততদিন এই মিত্রাদি সকলেই আমার সেবক ছিল, এক্ষণে আমার সহিত আর বাক্যালাপও করে না, যাহার অর্থ, তাহারই মিত্র, যাহার অর্থ, তাহারই বান্ধব, যাহার অর্থ, সেই লোকে পুরুষপদবাচ্য, যাহার অর্থ, সেই পণ্ডিত। পুরুষ ধনহীন হইলে বান্ধবগণ আর পূর্ব্বের ন্যায় থাকে না, মর্য্যাদামাত্রে পরিজন সকল তাহার অনুবর্ত্তন পরিত্যাগ করে, সুহৃদ্গণ চঞ্চল হইয়া থাকে, অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, নির্ধন পুরুষের সহিত তাহার ভার্য্যার সততই অতিশয় কলহ হইয়া থাকে। যাহার ধন আছে, সেই কুলীন, সেই পণ্ডিত, সেই বেদজ্ঞ ও গুণজ্ঞ, সেই বক্তা, সেই সুন্দর পুরুষ। ফলতঃ দেখা যায় যে, সমস্ত গুণই কাঞ্চনকে আশ্রয় করিয়া থাকে। পবন বনদহনকারী বহ্নির সহায় হয়, সেই পবনই আবার প্রদীপ নির্ব্বাণ করে, অতএব ক্ষীণ ব্যক্তিতে কাহার গৌরববুদ্ধি হয়? অতএব দারিদ্র্য হইতে মরণ শ্রেয়স্কর। কোন ব্যক্তি শ্মশানস্থিত সখার প্রতি সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে সখে! গাত্রোত্থান কর, আমার এই দারিদ্র্যভার ক্ষণমাত্র বহন কর, আমি চিরকাল পরিশ্রান্ত হইয়াছি, অতএব তোমার মরণজনিত ক্লেশ আমি একবার সেবন করি।" ধনহীনের এই বাক্য শুনিয়া সেই মৃত্যুর নিমিত্ত শ্মশানগত সখা, দারিদ্র্য অপেক্ষা মরণ ভাল, এই ভাবিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল, তাহার কথায় কোন উত্তর দিল না। কোন ব্যক্তি স্তুতিচ্ছলে নিন্দা করিয়া কহিয়াছেন যে, হে দারিদ্র্য! তোমাকে নমস্কার, আমি তোমার প্রাসাদে সিদ্ধ পুরুষ হইয়াছি, যেহেতু, বিশ্বস্ত কোন ব্যক্তিই সর্ব্বদা আমাকে দেখিতে পায় না। আরও উক্ত আছে যে, যে দরিদ্র পুরুষ, সে মৃত, যাহাতে সন্তান জন্মে না, সেই

ইত্যেবং বিচার্য্য দেশান্তরং গতঃ। পরিভ্রমন্ হিমাচলসমীপস্থিতং নগরমেকমগমৎ। অস্য নগরস্য নাতিদূরে বেণূনাং বনমভূৎ। স্বয়ং গ্রামাভ্যন্তরং গত্বা রাত্রৌ কস্যচিদ্গৃহে বেদিকায়াং সুষ্বাপ। অর্দ্ধ-রাত্রসময়ে বেণুবনমধ্যে রুদন্ত্যাঃ কস্যাশ্চিৎ স্ত্রিয়া হাহাকারোঽভূৎ। ভো মহাজন! মাং পরিত্রায়ধ্বং পরিত্রায়ধ্বমিতি কোঽপি রাক্ষসো মাং মারয়তি ইতি রোদনমশ্রৌষীৎ। ততঃ প্রভাতসময়ে গ্রামস্থান্ জনানপৃচ্ছৎ, ভো মহাজনাঃ! কিমেতদত্র বেণুবনমধ্যে কাচিৎ স্ত্রী রোদিতি? তৈরুক্তম্, অত্র বেণু-বনমধ্যে প্রতিদিনমেবং রোদনধ্বনিঃ শ্রূয়তে, পরং ন কোঽপি ভয়াদ্গচ্ছতি ন বিচারয়তি চ। ততঃ পুরন্দরঃ স্বনগরমাগত্য রাজানমদ্রাক্ষীৎ। ততো রাজ্ঞা পৃষ্টঃ, ভো পুরন্দর! দেশান্তরং গচ্ছতা ত্বয়া কিমপি অপূর্ব্বং দৃষ্টম্? ততঃ পুরন্দরো বেণুবনবৃত্তান্তং রাজ্ঞে সমকথয়ৎ। তৎকৌতুকং শ্রুত্বা রাজা তেন সহ তং নগরং গত্বা রাত্রৌ বেণুবনমধ্যে স্ত্রিয়া রোদনশব্দং শ্রুত্বা যাবদ্বনমধ্যে প্রবিশতি, তাবদতি-ভয়ঙ্কররূপাং রুদতীমনাথাং স্ত্রিয়ং মারয়ন্তং রাক্ষসমেকমপশ্যৎ, অব্রবীচ্চ, রে পাপিষ্ঠ! স্ত্রিয়মনাথাং কিমর্থং মারয়সি? রাক্ষসেনোক্তম্, তব কিমনেন বিচারেণ। ত্বমাত্মমার্গেণ গচ্ছ, অন্যথা বৃথৈব মম হস্তাৎ মরিষ্যসি। ততঃ উভয়োর্যুদ্ধং জাতম্। রাজ্ঞা স রাক্ষসো মারিতঃ। তদা স স্ত্রী সমাগত্য রাজ্ঞঃ পাদয়োঃ পতিত্বা ভণতি স্ম, ভো স্বামিন্! তব প্রসাদাৎ মম শাপাবসানমভূৎ, মহতো দুঃখসাগরাৎ ত্বয়াহমুদ্ধৃতা। রাজ্ঞা ভণিতম্, কাসি ত্বম্? তয়োক্তম্, অস্মিন্নেব নগরে মহাধনসম্পন্নঃ কশ্চিদ্ব্রাহ্মণো-ঽভূৎ, তস্য ভার্য্যাহং ব্যভিচারিণী ভূত্বা তস্যোপরি প্রীতির্নাসীৎ। তস্য মমোপরি মহাননুরাগশ্চাসীৎ। রূপাদিগর্ব্বযুতাহং, তেন সম্ভোগার্থমাহূতাপি নাগমম্। ততো যাবজ্জীবং কামসন্তপ্তঃ স মম পতির্দেহা-বসানসময়ে মামশপৎ। কিমিত, রে দুরাচারে! যথা যাবজ্জীবং ত্বয়া মম সন্তাপঃ উৎপাদিতঃ, তথৈব

মৈথুন মৃত, দাক্ষিণাবিহীন যে যজ্ঞ, তাহাও মৃত। এইরূপ বিচার করিয়া পুরন্দর দেশান্তরে গমন করিল। ভ্রমণ করিতে করিতে হিমাচলের সমীপস্থ এক নগরে উপস্থিত হইল। সেই নগরের কিয়দ্দূরে বেণু-বন বিদ্যমান আছে। পুরন্দর গ্রামের মধ্যে যাইয়া রাত্রিকালে কোন গৃহের বেদিকায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইল। অর্দ্ধরাত্রের সময় বেণুবনমধ্যে রোদনকারিণী কোন রমণীর হাহাকার ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। সে বলিতে লাগিল, হে মহাজন-সকল! আমাকে পরিত্রাণ কর, কোন রাক্ষস আমাকে মারিতেছে। পুরন্দর তাহা শুনিল। প্রাতঃকালে গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাজনগণ! এই স্থানে বেণুবনের মধ্যে কোন স্ত্রী রোদন করে, ইহা কি প্রকার? তাহারা বলিল, এই বেণুবনের মধ্যে প্রতিদিনই এইরূপ রোদনধ্বনি শুনা যায়; কিন্তু ভয়ে কেহই সেখানে যায় না এবং এই বিষয়ে বিচারও করে না। তদনন্তর পুরন্দর নিজনগরে আসিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, হে পুরন্দর! তুমি দেশান্তরে যাইয়া কোন অপূর্ব্ব বিষয় দেখিয়াছ? তৎপরে পুরন্দর বেণুবনের বৃত্তান্ত রাজার নিকট নিবেদন করিল। সেই কৌতুক শুনিয়া রাজা তাহার সহিত সেই নগরে যাইয়া বেণুবনমধ্যে স্ত্রীলোকের রোদনধ্বনি শুনিয়া যখন বনমধ্যে প্রবেশ করিতে-ছেন, সেই সময়ে দেখিলেন যে, এক রাক্ষস একটী অনাথা রমণীকে প্রহার করিতেছে এবং সেই স্ত্রী ভয়ঙ্কররূপে রোদন করিতেছে। তখন রাজা রাক্ষসকে বলিলেন, রে পাপিষ্ঠ! তুই অনাথা স্ত্রীলোককে প্রহার করিতেছিস্? রাক্ষস বলিল, তোমার সে বিচারে প্রয়োজন কি? তুমি আপনার পথ দিয়া চলিয়া যাও, নচেৎ এখনই আমার হস্তে বিনষ্ট হইবে। তৎশ্রবণে রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে দুষ্ট রাক্ষসকে নিহত করিলেন। তখন সেই অবলা আসিয়া রাজার চরণযুগলে পতিত হইয়া বলিল, হে প্রভো! আপনার প্রসাদে আমার শাপাবসান হইল, আপনি আমাকে মনোদুঃখ-সাগর হইতে উদ্ধার করিলেন। রাজা বলিলেন, তুমি কে? রমণী বলিল, এই নগরে মহাধনশালী কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন, আমি তাঁহার ভার্য্যা, ব্যভিচারিণী হওয়াতে তাঁহার প্রতি আমার প্রীতি ছিল না, কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। রূপাদি দ্বারা গর্ব্বিত থাকিয়া সম্ভোগার্থ আহ্বান করি-লেও আমি স্বামীর নিকটে যাইতাম না। তৎপরে যাবজ্জীবন কামানলে সন্তপ্ত আমার সেই পতি

বেণুবনবাসী কশ্চিদতিভয়ঙ্করৰূপো রাক্ষসো রাত্রৌ ত্বামনিচ্ছন্তীং সুরতার্থং প্রতিদিনং মারয়তু। ইতি তেন শপ্তাহম্। পুনঃ শাপাবসানং ময়া যাচিতম্। কিমিতি, ভো নাথ! শাপস্যাবসানং দেহি। তেনোক্তম্, যদা পরোপকারী মহাধৈর্য্যসম্পন্নঃ পুরুষঃ কশ্চিৎ সমায়াতি, স তং রাক্ষসং হনিষ্যতি, তদা তৎপাদৌ নত্বা ত্বং পাপমুক্তা ভবিষ্যসি। মদীয়মিদং ধনং তস্মৈ দেহীতি মামুক্ত্বা প্রাণানত্যজৎ। অতঃপরমহং ত্বদধীনাস্মি, ইমং ধনঘটং চ গৃহাণেতি শ্রুত্বা রাজাপি তং ধনঘটং তাঞ্চ পুরন্দরবণিজে দত্ত্বা তেন সহোজ্জয়িনীমগাৎ।

পুত্তলিকা ইমাং কথাং কথয়িত্বা ভোজমব্রবীৎ, রাজন্! ত্বয্যেবং ধৈর্য্যমৌদার্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরা-ভোজসংবাদে দ্বাদশোপাখ্যানম্॥ ১২॥

ত্রয়োদশোপাখ্যানম্

পুনরন্যা পুত্তলিকা বদতি। শৃণু রাজন্! একদা বিক্রমো রাজা রাজ্যভারং মন্ত্রিবর্গে নিধায় স্বয়ং যোগিবেশেন পৃথ্বীপর্য্যটনং কর্ত্তুমুদ্যতঃ। গ্রামে একরাত্রিং নয়তি, নগরে পঞ্চরাত্রীর্গময়তি, এবং পরিভ্রমন্নেকদা নগরমেকমগমৎ। তন্নগরসমীপস্থিতে নদীতটে দেবালয়মেকমাসীৎ। তস্মিন্ দেবালয়ে সর্ব্বে মহাজনাঃ পৌরাণিকাৎ পুরাণং শৃণ্বন্তি। রাজাপি নদ্যাং স্নাত্বা দেবালয়ং গত্বা দেবং নমস্কৃত্য মহাজনসমীপে উপবিষ্টঃ। তস্মিন সময়ে পৌরাণিকাঃ পুরাণবাক্যানি পঠন্তি।

দেহত্যাগকালে আমাকে শাপ দিলেন যে, রে দুষ্টাচারে! তুই যেমন আমাকে যাবজ্জীবন সন্তাপ প্রদান করিয়াছিস্, সেইরূপ বেণুবনবাসী কোন ভয়ঙ্কর রাক্ষস তোর সুরতেচ্ছুক হইয়া রাত্রিকালে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোকে প্রতিদিন প্রহার করিবে। আমি তাঁহার নিকট শাপাবসান যাচ্ঞা করিয়া কহিলাম, হে নাথ! আমার শাপাবসান প্রদান করুন। তিনি বলিলেন, যখন পরোপকারী মহাধৈর্য্যসম্পন্ন কোন পুরুষ আসিবেন, তিনি সেই রাক্ষসকে বিনাশ করিবেন, তুই তাঁহার চরণে পতিত হইলে শাপমুক্তা হইবি, আমার এই ধন তাঁহাকে দিস্, এই বলিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। এক্ষণে আমি আপনার অধীন হইলাম। এই ধনসকল গ্রহণ করুন। ইহা শুনিয়া রাজা সেই ধনসকল ও সেই স্ত্রীকে পুরন্দর বণিক্‌কে প্রদান করিয়া তাঁহাদের সহিত উজ্জয়িনী গমন করিলেন। পুত্তলিকা এই কথা বলিয়া ভোজরাজকে বলিল, হে রাজন্! আপনাতে যদি এইরূপ ধৈর্য্য ও ঔদার্য্যাদি গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

দ্বাদশোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন! শ্রবণ করুন। একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য মন্ত্রিবর্গের উপর রাজ্যভার বিন্যস্ত করিয়া স্বয়ং যোগিবেশে পৃথিবী-পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রামে এক রাত্রি এবং নগরে পঞ্চ রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরিভ্রমণ করিতে করিতে একদিন কোন এক নগরে গমন করিলেন, সেই নগরের নিকটস্থিত নদীতটে একটী দেবালয় ছিল। সেই দেবালয়ে মহদ্ব্যক্তিগণ পৌরাণিকের নিকট হইতে পুরাণ শ্রবণ করিতেন। রাজাও নদীতে স্নান করিয়া দেবালয়ে গমন পূর্ব্বক দেবতাকে নমস্কার করিয়া মহাজনগণের সন্নিধানে উপবেশন করিলেন। সেই

অনিত্যানি শরীরাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ। নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসংগ্রহঃ॥
শ্রূয়তাং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ। পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্॥
যো দুঃখিতানি ভূতানি দৃষ্ট্বা ভবতি দুঃখিতঃ। সুখিতানি সুখী বাপি স ধর্ম্মং বেদ নৈষ্ঠিকম্॥
জানে ভূয়াংস্ততো ধর্ম্মঃ কশ্চিন্নান্যোঽস্তি দেহিনঃ। প্রাণিনাং ভয়ভীতানামভয়ং যঃ প্রযচ্ছতি॥
বরমেকস্য ত্রস্তস্য প্রদাতুর্জীবিতং ফলম্। ন চ বিপ্রসহস্রেভ্যো গোসহস্রং ফলং লভেৎ॥
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো যো দদাতি দয়াপরঃ। তস্য পুণ্যস্য কল্পান্তে ক্ষয়মেব ন বিদ্যতে॥
হেমধেনুধরাদীনাং দাতারঃ সুলভা ভুবি। দুর্লভঃ পুরুষো লোকে সর্ব্বজীবে দয়াপরঃ॥
মহতামপি যজ্ঞানাং কালেন ক্ষীয়তে ফলম্। অথাভয়প্রদানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥
চতুঃসাগরপর্য্যন্তাং যো দদ্যাদ্বসুধামিমাম্। যশ্চাভয়ঞ্চ ভূতেভ্যস্তয়োরভয়দোঽধিকঃ॥
অধ্রুবেণ শরীরেণ প্রতিক্ষণবিনাশিনা। ধ্রুবং যো নার্জ্জয়েদ্ধর্ম্মং স শোচ্যো মূঢ়চেতনঃ॥
যদি প্রাণ্যুপকারায় দেহোঽয়ং নোপযুজ্যতে। ততঃ কিমুপকারেণ প্রত্যহং ক্রিয়তে নৃভিঃ॥
একতঃ ক্রতবঃ সর্ব্বে সমগ্রবরদক্ষিণাঃ। একতো ভয়ভীতস্য প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষণম্॥

এবং পুরাণকথনসময়ে কশ্চিদ্বৃদ্ধো ব্রাহ্মণঃ পত্ন্যা সহ নদীমুত্তরন্ মহাপূরেণ নীয়মানো হাহাকারং কুর্ব্বন্ নদীমধ্যে মহাজনান্ প্রতি বদতি, ভো ভো মহাজনাঃ! ধাবধ্বং ধাবধ্বং বৃদ্ধঃ সপত্নীকো ব্রাহ্মণোঽহং নদীপ্রবাহেণ বলাৎ নীয়মানঃ। কোঽপি সত্ত্বাধিকো ধার্ম্মিকো মম সপত্নীকস্য জীবনদানং দদাতু। জলেনোহ্যমানস্য দীনধ্বনিং শ্রুত্বা মহাজনাঃ সর্ব্বেঽপি সকৌতুকং পশ্যন্তি, পরং ন কোঽপি নদীমধ্যে প্রবিশ্য প্রবাহাদপনেতুং তস্যাভয়ং প্রযচ্ছতি। ততো রাজা বিক্রমো মা ভৈষীরিতি তস্যাভয়ং দত্ত্বা নদীমধ্যে প্রবিশ্য পত্ন্যা সহ তং ব্রাহ্মণং মহাপূরাদাকৃষ্য তটমানীতবান্। ব্রাহ্মণোঽপি স্বস্থঃ সন্

সময়ে পৌরাণিকগণ পুরাণপাঠ আরম্ভ করিলেন। যথা, শরীর অনিত্য, বিভব সমস্ত নিত্য নয়, মৃত্যু নিত্যই সন্নিহিত হইতেছে, অতএব ধর্ম্ম সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। কোটি কোটি গ্রন্থে যাহা উক্ত হইয়াছে, সেই ধর্ম্মসর্ব্বস্ব বাক্য শ্রবণ কর। পরোপকার পুণ্যের নিমিত্ত এবং পরপীড়ন পাপের নিমিত্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দুঃখিত জীবদিগকে দর্শন করিয়া দুঃখিত এবং সুখী দর্শন করিয়া সুখী হয়, সেই ব্যক্তি নিত্যধর্ম্ম অবগত আছেন। যে ব্যক্তি ভয়ভীত ব্যক্তিদিগকে অভয় প্রদান করে, আমি বিশেষ জানি যে তাহার সেই ধর্ম্ম অপেক্ষা দেহিদিগের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। একটী ভীত ব্যক্তিকে অভয় দিয়া জীবন দান করিলে যে ফল, সহস্র বিপ্রকে গোদান করিলেও সেরূপ ফললাভ হয় না। যে ব্যক্তি দয়াপর হইয়া সমস্ত জীবকেই অভয় প্রদান করে, কল্পান্তকালেও তাহার পুণ্যের ক্ষয় হয় না। হেম, ধেনু, ভূমি প্রভৃতির দাতা পৃথিবীতে সুলভ, কিন্তু সর্ব্বজীবের প্রতি দয়াবান্ পুরুষ লোকমধ্যে দুর্লভ জানিও। মহৎ মহৎ যজ্ঞসমূহের ফল কালবশে ক্ষয় হইয়া থাকে, ঐ ফল অভয়প্রদানজনিত ফলের ষোড়শাংশের একাংশও হইবে না। যে ব্যক্তি চতুঃসাগরান্ত পর্য্যন্ত এই পৃথিবী দান করেন, তাহা অপেক্ষা অভয়প্রদ ব্যক্তির ফল অধিকতর, তাহাতে সন্দেহ কি? যে মানব প্রতিক্ষণে বিনাশশীল এই অনিত্য শরীর দ্বারা ধর্ম্ম উপার্জ্জন না করে, সেই মূঢ় ব্যক্তি সাধুজনের শোচনীয় হয়। যদি প্রাণিগণের নিমিত্ত এই দেহ নিয়োজিত করা না হয়, তবে নরগণ প্রতিদিন আর কি উপকার করিবে? যে যে যজ্ঞের দক্ষিণা অধিকতর, একদিকে সেই সমস্ত যজ্ঞ এবং অপর দিকে ভয়ভীত প্রাণীর প্রাণরক্ষা ইহাদের তুলনা করিলে উভয়ই সমান হইবে। এইরূপ পুরাণকীর্ত্তনসময়ে কোন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পত্নীর সহিত নদী পার হইবার সময় নৌকা ডুবিয়া প্রবাহবেগে ভাসিয়া চলিলেন, তখন তিনি হাহাকার করিতে করিতে মহাজনদিগকে বলিতে লাগিলেন, হে মহাজনগণ! দৌড়িয়া আইস, দৌড়িয়া আইস, আমি ব্রাহ্মণ, পত্নীর সহিত নদীর প্রবাহবলে ভাসিয়া যাইতেছি। কোন মহাবলাদিমান্ ধার্ম্মিক পুরুষ পত্নীর সহিত আমার জীবন দান কর। বারিবেগে নীয়মান সেই ব্রাহ্মণের রোদনধ্বনি শুনিয়া মহাজন-সকল কৌতুকী হইয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই নদীমধ্যে প্রবেশিয়া প্রবাহ হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন না। তদনন্তর বিক্রমাদিত্য রাজা মা ভৈঃ শব্দে তাঁহাকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক নদীমধ্যে প্রবেশ করিয়া পত্নীর সহিত ব্রাহ্মণকে মহাপ্রবাহ

রাজানমবদৎ, ভো মহাসত্ত্ব! মমৈতচ্ছরীরং পূর্ব্বং মাতাপিতৃভ্যামুৎপাদিতম্, ইদানীং ত্বৎসকাশাৎ দ্বিতীয়ং জন্ম প্রাপ্তম্। অতঃ প্রাণদানান্মহোপকারিণস্তব কিমপি প্রত্যুপকারং ন করিষ্যামি চেত্তর্হি মম জীবিতং ব্যর্থং স্যাৎ। তস্মাদ্গোদাবর্য্যুদকমধ্যে দ্বাদশবর্ষপর্য্যন্তং মন্ত্রং জপ্ত্বা পুণ্যং তুভ্যং দীয়তে। অন্যচ্চ, যৎকৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিনা কিমপি সুকৃতমুপার্জ্জিতমস্তি, তৎ সর্ব্বং গৃহাণেত্যুক্ত্বা তৎ পুণ্যং রাজ্ঞে সমর্প্যাশিষং দত্ত্বা পত্ন্যা সহ নিজস্থানং গতঃ। তস্মিন্ সময়ে অতিভয়ঙ্কররূপঃ কশ্চিদ্ব্রহ্মরাক্ষসো রাজসমীপমাগতঃ। রাজাপি তং দৃষ্ট্বাবদৎ, ভো মহাসত্ত্ব! কোঽসি ত্বম্? তেনোক্তম্, অহমত্রৈব নগরে ব্রাহ্মণঃ কশ্চন সর্ব্বদা দুষ্প্রতিগ্রহজীবী অযাজ্যযাজকশ্চ। তথাবিধোঽপি গুরূন্ সাধূন্ মহতশ্চ নিন্দামি। তস্মাৎ পাতকবশাৎ অস্মিন্নশ্বত্থপাদপে ব্রহ্মরাক্ষসো ভূত্বা অত্যন্তদুঃখিতো দশবর্ষসহস্রং তিষ্ঠামি। অদ্য ভবতঃ প্রসাদাদুত্তীর্ণো ভবিষ্যামি। ইতি তদ্বাক্যং শ্রুত্বা তদৈব তৎ পুণ্যং তস্মৈ দত্তম্। সোঽপি তেন পুণ্যেন তস্মাৎ কর্ম্মণো মুক্তো দিব্যরূপধরঃ সন্ রাজানং স্তুত্বা স্বর্গং জগাম। রাজাপি স্বনগরমগমৎ।

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজমবদৎ, ত্বয্যেবং পরোপকারং ধৈর্য্যমৌদার্য্যং চেৎ বিদ্যতে, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজাপ্যধোমুখো বভূব।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরোভোজসংবাদে ত্রয়োদশোপাখ্যানম্॥ ১৩॥

হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক তটে আনয়ন করিলেন। ব্রাহ্মণও সুস্থ হইয়া রাজাকে বলিলেন, হে মহাসত্ত্ব! আমার এই শরীর পূর্ব্বে পিতা-মাতা কর্তৃক উৎপাদিত, কিন্তু এক্ষণে আপনার নিকট হইতে দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্ত হইলাম। অতএব আপনি প্রাণদাতা হেতু আমার মহোপকারী। আমি যদি আপনার কিছুমাত্রও প্রত্যুপকার না করি, তবে আমার জীবনই ব্যর্থ হয়। অতএব গোদাবরী নদীর বারিমধ্যে দ্বাদশ বৎসর মন্ত্র জপ করিয়া যে পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহা আপনাকে প্রদান করিলাম। আরও, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত আদি দ্বারা যে কিছু পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছি, তৎসমুদায়ই গ্রহণ করুন। এই বলিয়া সেই সমস্ত পুণ্যই রাজাকে সমর্পণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ দিয়া পত্নীর সহিত নিজ স্থানে গমন করিলেন। সেই সময়ে অতিশয় ভয়ঙ্কররূপ কোন ব্রহ্মরাক্ষস রাজার নিকটে উপস্থিত হইল। রাজাও তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, হে মহাসত্ত্ব! তুমি কে? সে বলিল, আমি এই নগরে এক ব্রাহ্মণ ছিলাম, নিয়তই নিন্দনীয় প্রতিগ্রহ গ্রহণ পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতাম এবং অযাজ্যযাজক হইয়াও সর্ব্বদা গুরু, বৃদ্ধ, সাধু ও মহৎ ব্যক্তিগণের নিন্দা করিতাম। সেই পাপবশে আমি এই অশ্বত্থবৃক্ষে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে দশ সহস্র বৎসর অবস্থিতি করিতেছি। অদ্য আপনার প্রসাদে সেই পাপসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইব। তাহার বাক্য শুনিয়া রাজা তাহাকে ব্রাহ্মণপ্রদত্ত সেই সমস্ত পুণ্যই প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ সেই পুণ্য দ্বারা স্বকৃত সকল পাপকর্ম্ম হইতে পরিমুক্ত হইয়া দিব্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক রাজাকে স্তব করিতে করিতে স্বর্গে গমন করিলেন। রাজাও নিজ নগরে গমন করিলেন। এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ পরোপকার, ধৈর্য্য ও ঔদার্য্যাদি গুণ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন। রাজা অধোমুখ হইয়া রহিলেন।

ত্রয়োদশোপাখ্যান সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোপাখ্যানম্

পুনরন্যা পুত্তলিকাব্রবীৎ। একদা বিক্রমাদিত্যো রাজা পৃথ্বীতলে কস্মিন্ স্থানে কিমাশ্চর্য্যং কে বা সন্তঃ কিং তীর্থং কা বা দেবতাস্তীতি বিলোকয়ন্ স্বয়ং যোগিবেশেন পরিভ্রমন্ নগরমেকমগমৎ। তৎসমীপে তপোবনমেকমস্তি। তস্মিংস্তপোবনে জগদম্বিকায়াঃ মহান্ প্রাসাদোঽভূৎ। তৎসমীপে নদী বহতি। রাজাপি নদ্যাং স্নাত্বা দেবতাং নমস্কৃত্য তত্র দেবালয়ে উপবিষ্টো যাবৎ পশ্যতি, তাবৎ অবধূতসারো নাম কশ্চিদ্‌যোগী তত্র সমায়াতঃ। সুখী চেত্যুক্তঃ, তেন সহ তত্র দেবালয়ে উপবিষ্টঃ। যোগিনোক্তম্, কুতঃ সমাগতো ভবান্? রাজ্ঞোক্তম্, মার্গস্থোঽহং কোঽপি তীর্থযাত্রিকঃ। যোগিনোক্তম্, ত্বং বিক্রমাদিত্যো রাজা, নন্বু ময়া একদা উজ্জয়িন্যাং দৃষ্টোঽসি, অতোঽহং জানামি। কিমর্থমাগতোঽসি? রাজাব্রবীৎ, ভো যোগিরাজ! মম মনসি এবমিচ্ছা বর্ত্ততে, পৃথ্বীপর্য্যটনেন কিমপ্যাশ্চর্য্যং বিলোকনীয়মিতি, তথা সতাং সন্দর্শনমপি ভবিষ্যতি। অবধূতসারোঽব্রবীৎ, ভো রাজন্! ত্বং তাদৃশো বিচক্ষণোঽপি প্রমত্তঃ সন দেশান্তরে আগতোঽসি। রাজ্যমধ্যে বিপ্লবশ্চেদ্‌ভবিষ্যতি, তদা কিং করিষ্যসি? রাজ্ঞোক্তম্, অহং সর্ব্বমপি রাজ্যভারং মন্ত্রিহস্তে নিধায় সমাগতোঽস্মি। যোগিনোক্তম্, রাজন্! তথাপি ত্বয়া নীতিশাস্ত্রবিরোধঃ কৃতঃ। উক্তঞ্চ—

নিয়োগহস্তার্পিতরাজ্যভারাস্তিষ্ঠন্তি যে শৈলবিহারসারাঃ।
বিড়ালবৃন্দাহিতদুগ্ধকুম্ভাঃ, স্বপন্তি তে মূঢ়ধিয়ঃ ক্ষিতীন্দ্রাঃ॥

অন্যচ্চ—রাজ্যঞ্চ স্ববংশাগতমিতি নোপেক্ষণীয়ম্। পুনঃ সুদৃঢ়ং কর্ত্তব্যম্।

কৃষির্বিদ্যা বণিগ্ ভার্য্যা স্বধনং রাজ্যসম্পদঃ।
সুদৃঢ়ং চৈব কর্ত্তব্যং কৃষ্ণসর্পমুখং যথা॥

তচ্ছ্রুত্বা রাজা ভণতি, সর্ব্বমেতদনর্থকং, অত্র দৈববলমেব বলবৎ। সুদৃঢ়ীকৃতে সর্ব্বসামগ্রীসহিতেঽপি রাজ্যে পৌরুষযুক্তোঽপি পুরুষো দৈববৈমুখ্যাৎ পরাভবং প্রাপ্নোতি। তদুক্তম্—

পুনর্ব্বার অন্য পুত্তলিকা বলিল। একদিন বিক্রমাদিত্য রাজা মনে করিলেন যে, পৃথ্বীতলে কোন্ স্থানে কিরূপ আশ্চর্য্য বিষয় আছে এবং কিরূপ তীর্থ ও দেবতা আছেন, তাহা দর্শন করিব। এই ভাবিয়া তিনি যোগিবেশে পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক নগরে উপস্থিত হইলেন। সেই নগরের নিকটে এক তপোবনমধ্যে জগদম্বিকার এক সুবৃহৎ প্রাসাদ, তাহার নিকট একটী নদী বহিতেছিল। রাজা ঐ নদীতে স্নান ও দেবতাকে নমস্কার করিয়া সেই দেবালয়ে উপবেশন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে অবধূতসার নামক এক যোগী তথায় উপস্থিত হইলেন। "আমি সুখী হইলাম" এই বলিয়া তাঁহার সহিত দেবালয়ে উপবিষ্ট হইলেন। তখন যোগিবর বলিলেন, আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? রাজা বলিলেন, আমি পথিক, তীর্থযাত্রায় গমন করিতেছি। যোগী বলিলেন, আপনি বিক্রমাদিত্য রাজা, একদিন আমি আপনাকে উজ্জয়িনীতে দেখিয়াছি; এই হেতু আমি আপনাকে জানি। এখানে কি জন্য আসিয়াছেন? রাজা বলিলেন, হে যোগিবর! আমার মনে এই অভিলাষ হইতেছে যে, পৃথিবী-পর্য্যটন দ্বারা কোন আশ্চর্য্য দর্শন করিব, তাহাতে সজ্জনগণের দর্শনও হইবে। অবধূতসার বলিলেন, হে রাজন্! আপনি তথাবিধ বিচক্ষণ হইয়াও প্রমত্ত হইয়া আগমন করিয়াছেন, রাজ্যমধ্যে যদি বিদ্রোহ ঘটে, তবে আপনি কি করিবেন? রাজা বলিলেন, আমি সমস্ত রাজ্যভার মন্ত্রিহস্তে ন্যস্ত করিয়া আসিয়াছি। যোগী বলিলেন, রাজন্! আপনি নীতিশাস্ত্রের বিরোধ ঘটাইয়াছেন। উক্ত আছে যে, যাহারা নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক শৈলবিহারে নিরত হয়, সেই মূঢ়বুদ্ধি রাজগণ, বিড়ালসমূহের নিকট দুগ্ধকুম্ভ স্থাপন পূর্ব্বক নিদ্রিত হইয়া থাকে। আরও, রাজ্য নিজবংশপরম্পরাগত হইলেও উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়, পুনর্ব্বার সুদৃঢ় করা কর্ত্তব্য। কৃষিকার্য্য, বিদ্যা, বণিক্, ভার্য্যা, নিজধন ও রাজ্যসম্পদ কৃষ্ণসর্পের মুখের ন্যায় সুদৃঢ় করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, যোগিবর! এই সমস্তই অনর্থক, দৈববলই

নেতা যস্য বৃহস্পতিঃ প্রহরণং বজ্রং সুরাঃ সৈনিকাঃ, স্বর্গো দুর্গমনুগ্রহঃ খলু হরেরৈরাবতো বাহনঃ।
ইত্যাশ্চর্য্যবলান্বিতোঽপি বলিভির্ভগ্নঃ পরৈঃ সঙ্গরে, তদ্ব্যক্তং ননু দৈবমেব শরণম্ ধিক্ ধিক্ বৃথা পৌরুষম্

তথা চ—নৈবাকৃতিঃ ফলতি নৈব কুলং ন শীলং, বিদ্যাপি নৈব ন চ যত্নকৃতাপি সেবা।
ভাগ্যানি পূর্ব্বতপসা খলু সঞ্চিতানি, কালে ফলন্তি পুরুষস্য যথৈব বৃক্ষাঃ॥
যেনাখণ্ডলদন্তিদন্তকুমুদান্যাকুঞ্চিতান্যাহবে, ধারা যত্র পিনাকপাণিপরশোরাকুঞ্চিতান্যাহতাঃ।
তদ্বক্ষোঽথ নৃসিংহপাণিকরজৈর্দীর্ণং হি যৎ সাম্প্রতং, দৈবে দুর্ব্বলতাং গতে তৃণমপি প্রায়েণ বজ্রায়তে
বটবৃক্ষস্থিতা যক্ষা দদতীহ হরন্তি চ। অক্ষান্ পাতয় কল্যাণি! যদ্ভাব্যং তদ্ভবিষ্যতি॥
যোগিনোক্তম্, কথমেতৎ? রাজাব্রবীৎ, অস্তি উত্তরদেশে নদীপর্ব্বতবর্দ্ধনং নাম নগরম্। তত্র রাজশেখরো নাম রাজা রাজ্যভারং করোতি স্ম। স দেবদ্বিজপরায়ণোঽতীবধার্ম্মিকঃ। একদা তস্য দায়াদাঃ সর্ব্বে সমাগতাঃ তেন সহ বিগৃহ্য রাজ্যং গৃহীত্বা সপত্নীকং তং নগরাৎ নিরাসিষুঃ। ততঃ স রাজা পত্ন্যা পুত্রেণ চ সহ দেশান্তরং পর্য্যটন্ কস্যচিন্নগরস্যোপবনে গতঃ। তত্র সূর্য্যোঽপ্যস্তং গতঃ। স পত্ন্যা পুত্রেণ চ সমন্বিতো বটবৃক্ষমূলে গত্বোপবিষ্টঃ। তস্মিন্ বৃক্ষে পঞ্চপক্ষিণঃ আসন্, তে পরস্পরং বদন্তি স্ম। তত্র একেনোক্তম্, অস্মিন্ নগরে রাজা মৃতঃ, তস্য সন্ততির্নাস্তি। কো বা রাজা ভবিষ্যতি। দ্বিতীয়েনোক্তম্ অত্র বটবৃক্ষমূলে যো রাজা তিষ্ঠতি, তস্য রাজ্যং ভবিষ্যতি। অন্যৈরুক্তম্ তথাস্তু, রাজাপি পক্ষিণাং তদ্বাক্যমশৃণোৎ। ততঃ সূর্য্যোদয়ো জাতঃ সর্ব্বোঽপি জনঃ স্বস্বকর্ম্মণি কর্ত্তুং প্রবৃত্তঃ। রাজাপি সন্ধ্যাদিকং কর্ম্ম কৃত্বা সূর্য্যার্ঘ্যং দত্ত্বা সূর্য্যং নমস্কৃত্য চ যাবদ্রাজমার্গাভিমুখং নির্গতঃ, তাবদ্রাজ্যেঽপত্তিনিমিত্ত

এই বিষয়ে বলবৎ হইয়া থাকে। সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রীসম্পন্ন রাজ্য পৌরুষান্বিত পুরুষ বিদ্যমান থাকিলেও বিমুখ দৈববশে পরাভব প্রাপ্ত হয়। উক্ত আছে যে, বৃহস্পতি যাঁহার নায়ক, বজ্র যাঁহার অস্ত্র, সুরগণ যাঁহার সৈনিক, স্বর্গস্থলী যাঁহার দুর্গ, যাঁহার প্রতি হরির অনুগ্রহ, ঐরাবত যাঁহার বাহন, এইরূপ আশ্চর্য্য-বলসমন্বিত হইয়াও দেবরাজ ইন্দ্র বলবান্ শত্রুগণের সমরে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন, অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, দৈবই জীবের আশ্রয়, পুরুষত্বকে ধিক্, তাহা সর্ব্বদাই বৃথা হইয়া থাকে। আরও দেখুন, সুন্দর বা সুদৃঢ় আকৃতি এবং কুল বা শীল অথবা বিষয় এবং যত্নকৃত সেবা এই সকলের কিছুই ফলবান্ হয় না। পুরুষের পূর্ব্বকালের তপস্যা সঞ্চিত ভাগ্য সমুদায় বৃক্ষের ন্যায় যথাকালে ফলবান্ হইয়া থাকে। বক্ষস্থলে যাহাতে ইন্দ্রহস্তীর দন্ত-কুমুদ আকুঞ্চিত হইয়াছিল এবং যাহাতে পিনাকপাণির পরশুধারা আহত হইয়া কুণ্ঠিত হইয়াছিল, সেই বক্ষঃস্থল নৃসিংহদেবের নখর দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া গেল। অতএব দেখুন, দৈব দুর্ব্বল হইলে প্রায়ই তৃণ ও বজ্রতুল্য হইয়া থাকে। "বটবৃক্ষস্থিত যক্ষগণ যাহা দিয়াছেন, তাহাই হরণ করিতেছেন, অতএব হে কল্যাণি! তুমি অক্ষ পাতিত কর, যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্যই হইবে।" যোগী বলিলেন, ইহা কি প্রকার? রাজা বলিলেন, উত্তরদেশে নদীপর্ব্বতবৰ্দ্ধন নামে এক নগর আছে। সেখানে রাজশেখর নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি দেব ও দ্বিজপরায়ণ এবং অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। এক সময়ে তাঁহার দায়াদগণ সকলে একত্র হইয়া তাঁহার সহিত বিগ্রহ করিল এবং তাঁহার রাজ্য লইয়া তাঁহাকে পত্নীর সহিত নগর হইতে বাহির করিয়া দিল। তদনন্তর রাজা, পত্নী ও পুত্রের সহিত দেশদেশান্তর পরিভ্রমণ করিয়া কোন নগরের বহির্ভাগে উদ্যানমধ্যে গমন করিলেন। তখন সূর্য্যদেব অস্তগত হইলেন। তিনি পত্নী ও পুত্রের সহিত বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। সেই বৃক্ষের উপরিভাগে পাঁচটী পক্ষী বাস করিত। তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল। তন্মধ্যে একটী পক্ষী বলিল, এই নগরের রাজা মরিয়াছেন, তাঁহার সন্তান নাই, কেই বা রাজা হইবে? দ্বিতীয় পক্ষী বলিল, এই বৃক্ষমূলে রাজা আছেন, তাঁহারই রাজ্য হইবে। অন্য আর একটী পক্ষী বলিল, তাহাই হউক্। রাজা পক্ষিদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিলেন। প্রভাতকালে সূর্য্যোদয় হইল, সমস্ত ব্যক্তি স্ব স্ব কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজাও সন্ধ্যাদি করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে নমস্কার

মন্ত্রিভির্মুক্তা ধৃতমালা করিণী রাজানং বিলোক্য তস্য কণ্ঠে মালাং নিধায় পৃষ্ঠমারোপ্য রাজভবনং নিনায়, ততঃ সর্বৈর্মন্ত্রিভির্মিলিত্বা অভিষেকং বিধায় রাজশেখরো রাজ্যে রাজা স্থাপিতঃ। একদা সর্ব্বে প্রতিস্পর্দ্ধিনো নৃপাঃ সন্ধিবদ্ধাঃ রাজশেখরমুন্মূলয়িতুং নগরমাজগ্মুঃ। তদা রাজা স্বদেব্যা সহ পাশক্রীড়াং করোতি। অথ দেব্যা ভণিতম্, ভো নাথ! ভবতা কথং তূষ্ণীং স্থীয়তে? প্রত্যর্থিনৃপৈর্নগরী বেষ্টিতা। প্রভাতে নগরমস্মানপি তে গ্রহীষ্যন্তি। রজ্ঞোক্তম্, ভো মুগ্ধে! কিং প্রযত্নেন? যদা দৈবমনুকূলং ভবতি, তদা সর্ব্বকার্য্যং স্বয়মেব ভবেৎ। যদা প্রতিকূলং দৈবং, তদা সর্ব্বং স্বয়মেব নশ্যতি। ত্বয়া নানুভূতম্। অতো বৃদ্ধৌ ক্ষয়ে চ দৈবমেব পরং কারণম্। বৃক্ষমূলে স্থিতস্য যেন মে রাজ্যং দত্তং, তস্যৈব চিন্তা পতিতা। তেন চিন্তিতঞ্চ। অতোঽস্যং মযোব, ময়ি স এব চিন্তাং করোতু, অপি চ মমাপি চিন্তা স এব করিষ্যতি। ইতি তস্য বাক্যং শ্রুত্বা যেনাস্য রাজ্যং দত্তম্, তস্য চিন্তা পতিতা, অহমস্য বিশ্বস্য রাজ্যভারমর্পিতবান্। যদিদানীং ময়াস্য প্রযত্নো ন ক্রিয়তে, তর্হি মহান্ প্রত্যবায়ো ভবিষ্যতীতি বিচার্য্য স দেবো ভয়ঙ্কররূপং ধৃত্বা সর্ব্বান্ শত্রূনতর্জ্জয়ৎ। তে সর্ব্বে পরাজিতাঃ বভূবুঃ। ততো রাজশেখরো রাজা নিষ্কণ্টকং রাজ্যমকরোৎ। এষা কথা বিক্রমেণ কথিতা। ততো যোগীন্দ্র ইমাং কথাং শ্রুত্বা অতি সন্তুষ্টঃ সন্ রাজ্ঞে কাশ্মীরলিঙ্গমেকং দত্ত্বাভণৎ, ভো রাজন্! এতৎ কাশ্মীরলিঙ্গং চিন্তামণিরিব চিন্তিতং বস্তু দদাতি। এনং সম্যক্ পূজয়। রাজাপি তথাস্ত্ব ইত্যুক্ত্বা তস্মৈ প্রণম্য যাবন্নগরমার্গে আগচ্ছতি, তাবদ্ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ সমাগত্য রাজানমাশীর্ব্বাদপূর্ব্বকমবদৎ, ভো রাজন! মম শিবলিঙ্গপূজনে নিয়মঃ, মার্গে লিঙ্গং নষ্টং, দিনত্রয়মুপোষণং জাতম্। রাজাপি তস্মৈ ব্রাহ্মণায় কাশ্মীরলিঙ্গং দত্ত্বা নিজনগরমগমৎ। ইতি কথাং

করিয়া যখন রাজমার্গে নির্গত হইলেন, সেই সময়ে রাজার অবধারণের নিমিত্ত মন্ত্রিগণ কর্তৃক নিযুক্ত মালাধারিণী করিণী সেই রাজাকে দেখিয়া তাঁহার কণ্ঠদেশে মালা অর্পণ পূর্ব্বক পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া রাজভবনে লইয়া গেল। তদনন্তর সমস্ত মন্ত্রিগণ মিলিয়া অভিষেকান্তে রাজশেখরকেই রাজা করিলেন। এক সময়ে সমস্ত বিপক্ষ-রাজগণ সন্ধিসূত্রে পরস্পর আবদ্ধ হইয়া রাজশেখরকে উন্মূলিত করিবার নিমিত্ত নগরে আগমন করিলেন। তখন রাজশেখর স্বীয় মহিষীর সহিত পাশক্রীড়া করিতেছিলেন। দেবী কহিলেন, হে নাথ! আপনি কিরূপে সুস্থির হইয়া রহিয়াছেন? বিপক্ষ-নরপতিগণ নগর বেষ্টন করিয়াছেন। তাঁহারা প্রভাতে নগর এবং আমাদিগকেও গ্রহণ করিবেন। রাজা বলিলেন, হে মুগ্ধে! যত্ন ও চেষ্টা করিয়া কি হইবে? যখন দৈব অনুকূল হয়, তখন সমস্ত কার্য্য আপনিই ঘটিয়া থাকে। আর যখন দৈব প্রতিকূল হয়, তখন সমস্তই বিনষ্ট হইয়া থাকে। তাহা কি তুমি জানিতে পার নাই? অতএব দৈবই উন্নতি ও অবনতির কারণ। দেখ, আমি যখন বৃক্ষমূলে ছিলাম, তখন যিনি আমাকে রাজ্য দিয়াছেন, তাঁহারই চিন্তা পড়িয়াছে, তিনিই চিন্তা করিতেছেন। এই বিষয় আমাতেই পতিত, আমার প্রতি যাহা পড়িয়াছে, তিনিই তাহার চিন্তা করুন। আমার চিন্তা তিনিই করিবেন। তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া যিনি তাঁহাকে রাজ্য দিয়াছিলেন, তাঁহারই চিন্তা পড়িল। "আমি ইহাকে বিশ্বের রাজ্যভার দিয়াছি, যদি এক্ষণে আমি উহার প্রতি যত্ন না করি, তবে অতিশয় অনিষ্টের বিষয় হইবে।" এইরূপ বিচার করিয়া, সেই দৈব ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করিয়া, শত্রুদিগকে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাহারা সকলেই পরাজিত হইল। তদনন্তর রাজা রাজশেখর নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। বিক্রমাদিত্য এই কথা বলিলে পর সেই যোগিরাজ তাহা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং রাজাকে একটী কাশ্মীরলিঙ্গ প্রদান করিয়া বলিলেন, হে রাজন্! এই কাশ্মীরলিঙ্গ চিন্তামণির ন্যায়, যাহা চিন্তা করিবেন, এই লিঙ্গ তাহাই প্রদান করিবেন, ইহাঁকে উত্তমরূপে পূজা করিবেন। রাজাও "তথাস্তু" বলিয়া যখন রাজপথে আসিতেছিলেন, সেই সময়ে কোন ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, হে রাজন্! শিবলিঙ্গপূজনে আমার নিয়ম আছে, পথিমধ্যে লিঙ্গ হারাইয়াছি, এই আমি তিন দিন উপবাস করিয়া আছি; অতএব আপনি এই শিবলিঙ্গ আমাকে প্রদান করুন।

কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজমবদৎ,,রাজন্! ত্বয়ি এবমৌদার্য্যাদয়ো গুণা বিদ্যন্তে চেৎ, তর্হি অ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরা-ভোজ-সংবাদে চতুর্দ্দশোপাখ্যানম্ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোপাখ্যানম্

পুনরন্যা পুত্তলিকাব্রবীৎ, শৃণু রাজন্! বিক্রমার্কে রাজ্যং কুর্ব্বতি তস্য পুরোহিতো বসুমিত্রো অত্যন্ত রূপবান্ সকলকলাভিজ্ঞঃ রাজ্ঞোঽত্যন্তপ্রিয়তমশ্চ পরোপকারী সর্ব্বলোকস্য মহাধনসম্পন্নশ্চাসাৎ। তত স্তেনৈকদা বিচারিতং, নন্বুপার্জিতানাং পাপানাং গঙ্গাস্নানাদন্যৎ পাপক্ষয়করং নাস্তি। উক্তঞ্চ—

ন হি তীর্থাভিষেকাৎ যৎ বিদ্যতে পাবনং পরম্।
তপস্যা ব্রহ্মচর্য্যেণ যজ্ঞৈর্দানেন বা পুনঃ॥
গতিমপ্রাপ্য বৈ জন্তুর্গঙ্গা সংসেব্য তাং ব্রজেত।
স্নাতানাং শুচিভিস্তোয়ৈর্গাঙ্গেয়ৈ নিয়তাত্মনাম্॥
শুদ্ধির্ভবতি যা পুংসাং ন সা ক্রতুশতৈরপি।
অপহৃত্য তমস্তীব্রং যথা যাত্যুদয়ং রবিঃ॥
তথাপহৃত্য পাপানি ভাতি গঙ্গাজলাপ্লুতঃ।
অগ্নিং প্রাপ্য যথা সদ্যস্তূলরাশির্বিনশ্যতি॥
তথা গঙ্গাপ্রবাহেণ সর্ব্বং পাপং বিনশ্যতি॥
যস্তু সূর্য্যাংশুভিস্তপ্তং গাঙ্গেয়ং সলিলং পিবেৎ।
স গব্যাৎ বিধিযুক্তং হি পীত্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥

রাজা সেই ব্রাহ্মণকে কাশ্মীরলিঙ্গ প্রদান পূর্ব্বক নিজ নগরে গমন করিলেন। এই কথা কহিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজাকে বলিল, হে রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ ঔদার্য্যগুণ বিদ্যমান থাকে, তবে আপনি এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

চতুর্দ্দশোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে তাঁহার পুরোহিত বসুমিত্র অত্যন্ত রূপবান, সমস্ত কলায় অভিজ্ঞ, রাজার অত্যন্ত প্রিয়, সমস্ত লোকের উপকারী ও মহাধনসম্পন্ন ছিলেন। তিনি একদিন মনে মনে বিচার করিলেন যে, গঙ্গাস্নান ব্যতীত উপার্জ্জিত পাপ-সমূহের ক্ষয়কর বিষয় আর কিছুই নাই। উক্ত আছে যে, তীর্থস্নান অপেক্ষা পবিত্রকর উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। জীবগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ অথবা দান দ্বারা গতি প্রাপ্ত না হইলে গঙ্গার সেবা করিয়া সদ্গতিলাভ করিতে পারে। নিয়তচিত্ত ব্যক্তি পরম পবিত্র গঙ্গাজলে স্নান করিয়া যেরূপ শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, শত শত যজ্ঞ দ্বারাও সেরূপ শুদ্ধিলাভ করিতে পারে না। যেরূপ ঘোরতর অন্ধকার অপহরণ পূর্ব্বক দিবাকর উদিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ গঙ্গাজলে অভিষিক্ত ব্যক্তিগণও পাপ সমুদায় বিনাশ পূর্ব্বক প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন তুলারাশি অগ্নি-সংযোগে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, গঙ্গার প্রবাহ দ্বারাও সেইরূপ সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত গঙ্গাজল পান করে, সে বিধিযুক্ত গব্য পান করিয়া পাপ হইতে

চান্দ্রায়ণসহস্রেণ যঃ কুর্য্যাৎ কায়শোধনম্।
পিবেদ্‌যশ্চাপি গঙ্গাম্ভঃ সমৌ স্যাতামুভাবপি॥
ভূতানামপি সর্ব্বেষাং দুঃখাভিহতচেতসাম্।
গতিমন্বেষমাণানাং নাস্তি গঙ্গাসমা গতিঃ॥
মহদ্ভিঃ পাতকৈর্গ্রস্তান্ অনেকান্ হতমানসান্।
পততো নরকে ঘোরে গঙ্গা তরতি সেবনাৎ॥
সপ্তাবরান্ সপ্তপরান্ পিতৃংশ্চাপি হি বৈ ধ্রুবম্।
নরস্তারয়তে নিত্যং গঙ্গাতোয়াবগাহতঃ॥
দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ ধ্যানাৎ তথা গঙ্গেতি কীর্ত্তনাৎ।
পুনাতি পুরুষং পুণ্যং শতশোঽথ সহস্রশঃ॥
জাত্যন্ধা অপি তুল্যাস্তে মৃগৈঃ পশুভিরেব চ।
সমর্থা যে ন পশ্যন্তি গঙ্গাং পাপপ্রণাশিনীম্॥

ইত্যেবং বিচার্য্য বারাণসীং গতো বিশ্বেশ্বরং দৃষ্ট্বা প্রয়াগে পুনর্মাঘস্নানং বিধায় স্বনগরাভিমুখমগচ্ছৎ, মার্গে নগরমেকমাসীৎ। তত্র নগরে শাপভ্রষ্টা সুরাঙ্গনা কাচিৎ রাজ্যং করোতি, তস্যা ভর্ত্তা নাস্তি। তত্র লক্ষ্মীনারায়ণস্য মহান্ প্রাসাদোঽস্তি। তত্র বিবাহমণ্ডপঃ কৃতোঽস্তি। তত্র দেবতাপ্রাসাদদ্বারে মহতি লৌহপাত্রে তৈলং তপ্যতে, তত্র নিযুক্তাঃ পুরুষা দেশান্তরাগতানেবং বদন্তি, যদি কশ্চিৎ সত্ত্বাধিকোঽস্মিন্ সন্তপ্ততৈলমধ্যে পতিষ্যতি, তস্মৈয়ং মন্মথসঞ্জীবনী নাম্নী অপ্সরা কণ্ঠে মালামর্পয়িষ্যতি। বসুমিত্রোঽপি সর্ব্বং পশ্যন্ স্বনগরং যযৌ। সর্ব্বৈর্বন্ধুভিঃ সহ সন্দর্শনং জাতম্। ক্ষেমেণ আগত ইতি সর্ব্বেষাং আনন্দোঽভূৎ। প্রভাতে রাজমন্দিরং গতঃ রাজানং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞে গঙ্গোদকং বিশ্বেশ্বরপ্রসাদঞ্চ দত্ত্বোপবিষ্টঃ। ততো রাজ্ঞা পৃষ্টঃ, ভো বসুমিত্র! ক্ষেমেণ তীর্থযাত্রা কৃতা? তেনোক্তং, ভো স্বামিন্! তব প্রসাদাৎ তীর্থযাত্রাং বিধায় ক্ষেমেণ সমাগতোঽস্মি। রাজ্ঞোক্তম্, তত্র দেশান্তরগতেন কিমপূর্ব্বং দৃষ্টম্? বসুমিত্রেণ

বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি সহস্র চান্দ্রায়ণ দ্বারা কায়শোধন করিয়াছে, কেবল গঙ্গাজল পান করিলেও তাহার সমান ফলভোগী হইতে পারে। দুঃখানলে অভিতপ্ত সমস্ত জীবগণের সদ্‌গতি অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, গঙ্গার তুল্য গতি তাহাদের আর কিছুই নাই। বিনষ্টচিত্ত বহুতর মহাপাপগ্রস্ত ব্যক্তিগণ নরকে পতিত হইয়া গঙ্গার সেবা করিলে তাহারা নরক হইতে উদ্ধার হইতে পারে। যে ব্যক্তি গঙ্গাজলে অবগাহন করে, সে উর্দ্ধ সপ্ত পুরুষ এবং নিম্ন সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত তারণ করিতে পারে। গঙ্গার দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান ও গঙ্গা নাম কীর্ত্তন দ্বারা শত শত ও সহস্র সহস্র পুরুষ উদ্ধার হইয়া থাকে। যাহারা জন্মান্ধ এবং মৃগ ও পশুতুল্য, তাহারাই পাপবিনাশিনী গঙ্গাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপ বিচার করিয়া বসুমিত্র বারাণসী গমন পূর্ব্বক বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার প্রয়াগে মাঘস্নানানন্তর নিজ নগরাভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে এক নগরে দেখিলেন যে, তথায় একটী শাপভ্রষ্টা সুরবনিতা রাজত্ব করিতেছেন, তাঁহার স্বামী নাই। সেখানে লক্ষ্মীনারায়ণের সুবৃহৎ প্রাসাদ এবং একটী বিবাহমণ্ডপ বিরচিত আছে, প্রাসাদের দ্বারদেশে বৃহৎ এক লৌহপাত্রে তৈল তপ্ত হইতেছে। সেখানে নিযুক্ত পুরুষগণ, দেশান্তর হইতে আগত ব্যক্তিগণকে বলিতেছে, যে কেহ মহাসারবান্ ব্যক্তি এই তপ্ত তৈলমধ্যে পতিত হইবেন, এই মন্মথসঞ্জীবনী নাম্নী অপ্সরা তাঁহার কণ্ঠে মালা সমর্পণ করিবেন। বসুমিত্র ও সমস্ত সন্দর্শন করিয়া নিজ নগরে গমন করিলেন। পরে বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছেন বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। প্রভাতে রাজার নিকট গমন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে গঙ্গাজল ও বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ প্রদান পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বসুমিত্র! তুমি নিরাপদে আগমন করিয়াছ ত? তিনি বলিলেন; প্রভো! আপনার প্রসাদে তীর্থযাত্রা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া পৌছিয়াছি। রাজা বলিলেন, সেই দেশান্তরে

স্বরাঙ্গনাতপ্ততৈলবৃত্তান্তঃ কথিতঃ। ততো রাজা তেন সহ তৎ স্থানে গতঃ। তত্র স্নানং বিধায় লক্ষ্মীনারায়ণং নত্বা চ তপ্ততৈলমধ্যে পপাত। তত্রত্যৈর্জনৈর্হাহাকারঃ কৃতঃ। তদা রাজশরীরং মাংসপিণ্ডাকারমভূৎ। তচ্ছ্রুত্বা মন্মথসঞ্জীবনী অমৃতমানীয় মাংসপিণ্ডস্যাভিষেকমকরোৎ। ততো রাজা দিব্যরূপধরঃ পুরুষো জাতঃ। ততো মন্মথসঞ্জীবনী যাবদ্রাজকণ্ঠে মালানর্পয়তি, তাবদ্রাজ্ঞা ভণিতা, ভো মন্মথসঞ্জীবনি! যদি ত্বং মদীয়া ভবসি, তর্হি মদ্বচঃ শৃণু। তয়োক্তং, ভো স্বামিন্! নিরূপ্যতাম্, সর্ব্বথা ভবদ্বচনং করিষ্যাম্যেব। রাজ্ঞোক্তম্, যদি মদ্বচনং করিষ্যসি, তর্হি মৎপুরোহিতং বৃণীষ। তয়াপি তথাস্ত্ব ইত্যুক্ত্বা পুরোহিতকণ্ঠে মালাং নিক্ষিপ্য বিবাহমকরোৎ। অথ রাজা স্বনগরং গতঃ।

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজমবদৎ, ত্বয্যেবং ধৈর্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরঃ-ভোজ-সংবাদে পঞ্চদশোপাখ্যানম্ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোপাখ্যানম্

পুনরন্যা পুত্তলিকাব্রবীৎ, শৃণু রাজন্! বিক্রমার্কো রাজা দিগ্বিজয়ার্থং নির্গতঃ পূর্ব্বদক্ষিণপশ্চিমোত্তরদিশো বিদিশশ্চ পরিভ্রম্য তত্রত্যান্ নৃপতীন্ পাদতলাক্রান্তান্ বিধায় তৈঃ সমর্পিতমন্যৈরনাস্বাদিতবস্তুজাতং গৃহীত্বা পুনস্তান্ স্বপদে সংস্থাপ্য নিজনগরং প্রতি সমাগতঃ। অথ নগরপ্রবেশসময়ে দৈবজ্ঞেনোক্তম্, ভো দেব! দিনচতুষ্টয়ং নগরপ্রবেশো মুহূর্ত্তো নাস্তি। তস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা গ্রামাদ্বহিরেব স্থিতঃ। উদ্যানবনে পটমণ্ডপান্ কারয়িত্বা তত্রৈব দিনচতুষ্টয়ং নেতুমুপক্রান্তবান্। তস্মিন্ সময়ে ঋতুরাজো বসন্তঃ

বাইয়া তুমি কিছু অপূর্ব্ব দেখিয়াছ? বসুমিত্র, স্বরাঙ্গনা ও তপ্ত তৈলের বিবরণ বর্ণনা করিলেন। তদনন্তর রাজা তাঁহার সহিত সেই স্থানে যাইয়া স্নানানন্তর লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রণাম করিয়া তপ্ততৈল মধ্যে নিপতিত হইলেন। তথাকার লোক-সকল হাহাকার করিয়া উঠিল। তখন রাজার শরীর মাংসপিণ্ডের ন্যায় আকার ধারণ করিল। তাহা শুনিয়া মন্মথসঞ্জীবনী অমৃত আনিয়া মাংসপিণ্ড অভিষেক করিল। পরে রাজা দিব্যরূপধারী পুরুষ হইলেন। তদনন্তর মন্মথসঞ্জীবনী যখন রাজার কণ্ঠে মালা সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন রাজা বলিলেন, হে মন্মথসঞ্জীবনি! যদি তুমি আমার হও, তবে আমার বাক্য শ্রবণ কর। সে বলিল, প্রভো! আপনি বলুন, আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব। রাজা বলিলেন, যদি আমার বাক্য প্রতিপালন করিবার অভিলাষ থাকে, তবে আমার পুরোহিত বসুমিত্রকে বরণ কর। সে তাহা স্বীকার করিয়া পুরোহিতকণ্ঠে মালা সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিবাহ করিল। রাজা নিজ নগরে গমন করিলেন। এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজাকে বলিল, রাজন্! যদি আপনার এইরূপ ধৈর্য্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

পঞ্চদশোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন্। রাজা বিক্রমাদিত্য দিগ্‌বিজয়ের জন্য বহির্গত হইয়া পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তরদিক্ ও বিদিক্ সকল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তত্রত্য নরপতিদিগকে পদতলস্থ করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তৃক অর্পিত, অন্য কর্ত্তৃক অনাস্বাদিত বস্তু সমস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার নিজ নিজ পদে সংস্থাপিত করিয়া স্বীয় নগরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর নগরপ্রবেশকালে দৈবজ্ঞ বলিলেন, হে দেব! চারিদিন নগর-প্রবেশ করিবার শুভ সময় নাই। তাঁহার বাক্য শুনিয়া রাজা গ্রামের বাহিরে অবস্থিতি করিলেন। উদ্যানমধ্যে পটমণ্ডপে থাকিয়া চারিদিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ঋতুরাজ বসন্ত উপস্থিত

সমাগতঃ। অথ বসন্তবিলাসং দৃষ্ট্বা সুমন্ত্রির্মন্ত্রী রাজসমীপমাগত্যোক্তবান্, ভো রাজন্! ঋতুরাজো বসন্তঃ সমায়াতঃ, অদ্য বসন্তপূজা কর্ত্তব্যা। তস্মিন্ পূজিতে সর্ব্বেঽপি তব প্রসন্না ভবিষ্যন্তি। সর্ব্বোঽপি সুখী ভবিষ্যতি। সর্ব্বস্যাপ্যরিষ্টস্য শান্তির্ভবিষ্যতি। তস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা তথাস্থিত্যঙ্গীকৃত্য বসন্তপূজাসম্পাদনে তমেবাদিদেশ। তদনন্তরং স মন্ত্রী সুমনোহরং সভামণ্ডপং কারয়িত্বা বেদশাস্ত্রসম্পন্নান্ ব্রাহ্মণান্ গীত-বাদ্যাভিজ্ঞান্ ভরতান ইতরকলাকুশলা নর্ত্তকীঃ সমাহ্বয়ত। তথা দীনান্ধবধিরপঙ্গুকুব্জাদয়শ্চ স্বয়মেবাগতাঃ। তত্র সভামণ্ডপে নবরত্নখচিতং সিংহাসনং স্থাপিতম্। লক্ষ্মীনারায়ণপ্রতিমাদ্বয়ং প্রতিষ্ঠিতম্; পূজার্থং কুঙ্কুমকর্পূরকস্তূরিক।চন্দনাগুরুপ্রভৃতীনি সুগন্ধদ্রব্যাণি জাতীযূথিকামল্লিকাকুন্দশতপত্রমদনচম্পক-কেতকীপ্রভৃতীনি সমানীতানি। এবং বিধানেন রাজা স্বয়ং নারায়ণস্য স্নপনাদি ষোড়শোপচারং কার-য়িত্বা ব্রাহ্মণাদিকলাকুশলজনান্ বস্ত্রাদিনা সম্ভাবিতবান্। তদনন্তরং গায়কাঃ বসন্তরাগালাপং কৃত্বা বসন্তং জগুঃ। ততো রাজা তেষাং বীটিকাং দদৌ। ততঃ কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণঃ সমাগত্য—

কল্যাণদায়ি ভবতোঽস্ত পিনাকপাণেঃ, পাণিগ্রহে ভুজগকঙ্কণভূষিতায়াঃ।
সংভ্রান্তদৃষ্টি সহসৈব নমঃ শিবায়েত্যর্দ্ধোক্তলজ্জিতনতং মুখমম্বিকায়াঃ॥

ইত্যাশিষঃ প্রযুজ্য বদতি, ভো রাজন্! বিজ্ঞপ্তিরস্তি। রাজ্ঞোক্তং, নিবেদয়। ব্রাহ্মণেনোক্তং, অহং নন্দিবর্দ্ধননগরবাসী ব্রাহ্মণঃ। মমাষ্টৌ পুত্রাঃ জাতাঃ, কন্যা নাস্তি। ততঃ সভার্য্যেণ ময়া জগদ-ম্বিকায়াঃ পুরতঃ এবং সংকল্পঃ কৃতঃ, ভো অম্বিকে! মম কন্যা যদি ভবিষ্যতি, তদা তাং তব নাম ধারয়িষ্যামি। অন্যচ্চ, কন্যয়া তুলিতং সুবর্ণং দাস্যামি; কন্যাং চ কস্মৈচিৎ বৈদিকবরায় দাস্যামীতি। তর্হি তস্যা বিবাহকালো বর্ত্ততে, একাদশস্থানে গুরুর্বর্ত্ততে। পুনরাগামিবৎসরে কর্ত্তুং নায়াতি। অতো ময়া কন্যয়া তুলিতং সুবর্ণং দাতুমিচ্ছামি। অন্যঃ কশ্চিদ্‌বিক্রমং বিনা রাজা ভূমণ্ডলে নাস্তি ইতি

হইল। অনন্তর বসন্তের শোভা সন্দর্শন করিয়া সুমন্ত্রিনামা মন্ত্রী রাজার নিকট আসিয়া নিবেদন করিলেন, হে রাজন্! ঋতুরাজ বসন্ত উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব অদ্য বসন্তের পূজা করা কর্ত্তব্য। তাঁহার পূজা করিলে সকলেই প্রসন্ন হইবেন, সমস্ত লোক সুখী হইবে এবং সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হইবে। তাহার বাক্য শুনিয়া রাজা "তাহাই হউক" এই বলিয়া অঙ্গীকার পূর্ব্বক বসন্ত-পূজাসম্পাদনার্থ সেই মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন। তৎপরে সেই মন্ত্রী মনোহর সভামণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া বেদশাস্ত্রে বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ এবং সঙ্গীত ও বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ গায়ক এবং ইতরকলায় কুশল নর্ত্তকীদিগকে আহ্বান করিলেন। দীন, অন্ধ, বধির, পঙ্গু ও কুব্জপ্রভৃতি ব্যক্তিগণ স্বয়ংই উপস্থিত হইল। সেই সভামণ্ডপে নবরত্নে খচিত সিংহাসন স্থাপিত হইল; তদুপরি লক্ষ্মী ও নারায়ণের প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইল। পূজার নিমিত্ত কুঙ্কুম, কর্পূর, কস্তূরিকা, চন্দন, অগুরু প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্যসমূহ এবং জাতী, যূথি, মল্লিকা, কুন্দ, পঙ্কজ, মদন, চম্পক, কেতকী প্রভৃতি পুষ্প সকল আনীত হইল। এইরূপ যথাবিধানে রাজা স্বয়ং লক্ষ্মী ও নারায়ণকে স্নানাদি ও ষোড়শোপাচারে পূজা করিয়া ব্রাহ্মণাদি কলাকুশল ব্যক্তিদিগকে বস্ত্রাদি প্রদান পূর্ব্বক সম্মানিত করিলেন। তৎ-পরে গায়কগণ বসন্তরাগ আলাপ করিয়া বসন্তের স্তুতিগান করিতে লাগিল। রাজা তাহাদিগকে বীটিকা (পানের বীড়া) প্রদান করিলেন। এমন সময়ে কোন ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন যে, পিনাকপাণির পাণিগ্রহণকালে ভুজঙ্গ-কঙ্কণ-ভূষিত অম্বিকার সহসা "নমঃ শিবায়" এইরূপ অর্দ্ধোক্তি-সমন্বিত লজ্জিত মুখমণ্ডল আপনার কল্যাণদায়ী হউক্। অনন্তর তিনি কহিলেন, হে রাজন্! নিবেদন আছে। রাজা বলিলেন, তাহা বলুন্। ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি নন্দিবর্দ্ধন-নগরবাসী ব্রাহ্মণ, আমার আটটী পুত্র হইয়াছে, কিন্তু কন্যা জন্মে নাই; সেই নিমিত্ত আমি ভার্য্যার সহিত জগদম্বিকার সম্মুখে সঙ্কল্প করিয়াছি যে, হে অম্বিকে! যদি আমার কন্যা হয়, তবে আপনার নামে তাহার নামকরণ করিব, আর কন্যা দ্বারা তুলিত সুবর্ণ প্রদান করিব এবং সেই কন্যাকে কোন বেদজ্ঞ বরকে প্রদান করিব। এক্ষণে সেই কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত, একাদশ স্থানে বৃহস্পতি আছেন, আগামী বৎসরে বিবাহ হইবে না। অতএব আমি কন্যার দেহপরিমিত সুবর্ণ দান করিতে ইচ্ছা করিতেছি। বিক্রমাদিত্য ব্যতিরেকে অন্য কোন রাজা নাই যে, এরূপ দান করিতে পারেন।

যদস্তিকং সমাগতোঽস্মি ! রাজ্ঞোক্তম্, ভো ব্রাহ্মণ ! সাধু সমনুষ্ঠিতং ত্বয়া, তব যাবতা ধনেন কার্য্যং ভবতি, তাবদ্ধনং গৃহাণেতি ভাণ্ডারিকমাহূয়োক্তবান্, ভো ভাণ্ডারিক ! অস্মৈ ব্রাহ্মণায় এতৎকন্যাতুলিতং সুবর্ণং দেহি। পুনরপ্যষ্টবর্গার্দ্ধমষ্টকোটি সুবর্ণং পৃথগ্ দীয়তাম্। ততস্তেনাজ্ঞপ্তো ভাণ্ডারিকস্তস্মৈ ব্রাহ্মণায় তাবৎ সুবর্ণং দদৌ। ব্রাহ্মণোঽপ্যতিসন্তুষ্টঃ সন্ কন্যয়া সহ নিজস্থানমগাৎ। রাজাপি শুভে মুহূর্ত্তে পুরং প্রবিবেশ।

অথ পুত্তলিকাব্রবীৎ, দেব ! ত্বয়ি ঔদার্য্যমেবং চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তূষ্ণীমাসীৎ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরা-ভোজসংবাদে ষোড়শোপাখ্যানম্ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোপাখ্যানম্

পুনরন্যা পুত্তলিকাবদৎ, শৃণু রাজন্ ! ঔদার্য্যে বিক্রমসদৃশো নাসীৎ, তেন ঔদার্য্যগুণেন ত্রিভুবনে তস্য কীর্ত্তিঃ বিস্তারং গতা, সর্ব্বোঽপ্যর্থিজনস্তমেব রাজানং স্তৌতি। সর্ব্বদা স্বস্তিবচনং দাতৃণামেব প্রীত্যৈ ভবতি। ন তু শূরাণাম্। উক্তঞ্চ—

দাতৃণামেব সংপ্রীত্যৈ স্বস্তিবাচো ধনার্থিনাম্। শূরাণাং হি প্রহারায় রসিতং রণদুন্দুভিঃ ॥
বীর্য্যধৈর্য্যজ্ঞানানুষ্ঠানাদয়ো গুণাঃ সর্ব্বেষামেব ভবন্তি, ন তু ত্যাগগুণঃ।
মুহ্যন্তি পশবঃ সর্ব্বে পঠন্তি চ শুকাদয়ঃ। দদাতি কোঽপি দানং যঃ স শূরঃ স চ পণ্ডিতঃ।
কেচিৎ স্বভাববীরা হি দয়াবীরাশ্চ কেচন। তে সর্ব্বে দানবীরস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥
ত্যাগ এক গুণঃ শ্লাঘ্যঃ কিমন্যৈগুণরাশিভিঃ। ত্যাগাদেব হি পূজ্যন্তে পশুপাষাণপাদপাঃ ॥

এই নিমিত্তই আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। রাজা বলিলেন, হে বিপ্রবর ! আপনি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন, আপনার যে পরিমিত ধনের প্রয়োজন, সেই পরিমিত ধন গ্রহণ করুন; এই বলিয়া ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, হে ভাণ্ডারিক ! এই ব্রাহ্মণকে ইঁহার কন্যার দেহভার-পরিমিতি সুবর্ণ প্রদান করিও। ভাণ্ডারী তদ্রূপ প্রদান করিল। ব্রাহ্মণও অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কন্যার সহিত নিজস্থানে গমন করিলেন। রাজাও সেই মুহূর্ত্তে নিজ পুরীতে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পুত্তলিকা বলিল, হে দেব ! যদি আপনাতে এইরূপ ঔদার্য্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। রাজা তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন।

ষোড়শোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্ ! শ্রবণ করুন্। ঔদার্য্যগুণে রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য কেহই ছিল না। ঔদার্য্যগুণ দ্বারা তাঁহার কীর্ত্তি ত্রিভুবনে বিস্তারিত হইয়াছিল। সকল অর্থি ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই সেই রাজার প্রশংসা করিত। স্বস্তিবচন সততই দাতৃগণের প্রীতির নিমিত্ত হইয়া থাকে, তাহা শূরবীরগণের প্রীতির নিমিত্ত হয় না। উক্ত আছে যে, ধনার্থিগণের স্বস্তিবচন দাতৃগণের প্রীতির নিমিত্তই হয় আর প্রহারের নিমিত্ত রণদুন্দুভির শব্দ শূরগণের প্রীতির নিমিত্তই হইয়া থাকে। বীর্য্য, ধৈর্য্য, জ্ঞানানুষ্ঠানাদি গুণ-সমূহ সকলেরই হইয়া থাকে, কিন্তু দানগুণ সকলের হয় না। পশু-সকল গুণে মোহিত হয়, শুক-পক্ষিগণ দেবতার নাম পাঠ করে, কিন্তু যে ব্যক্তি দান করে, সেই শূর এবং সেই পণ্ডিত। কোন কোন ব্যক্তি স্বভাবতই বীর, কোন কোন ব্যক্তি দয়াবীর, তাঁহারা দানবীরের ষোড়শাংশের এক অংশও হইবেন না। অন্য গুণরাশি দ্বারা কি

ত্যাগো গুণো গুণশতাধিকো হি মতো মে, বিদ্যাপি ভূষয়তি তং যদি তত্র কিং ব্রবীমি।
শৌর্য্যঞ্চ নাম যদি তত্র নমোঽস্তু তস্মৈ, তচ্চ ত্রয়ং ন চ মদোঽপ্যতিবিক্রমে যৎ॥

এতচ্চতুষ্টয়ং তস্মিন্ বিক্রমার্কে সদা আসীৎ। একদা পরমণ্ডলস্থ কস্যচিদ্রাজ্ঞঃ পুরতঃ কেনচি স্তুতিপাঠকেন বিক্রমার্কস্য গুণাবলী পঠিতা। তেন রাজ্ঞা তাং শ্রুত্বা মনসি স্পর্দ্ধাং বিধায় স্তুতিপাঠক প্রতি উক্তম্, ভো বন্দিন্! কিমর্থমেতে সর্ব্বে স্তুতিপাঠকাঃ বিক্রমমেব রাজানং স্তুবন্তি, কিমন্যো রাজ নাস্তি? বন্দিনোক্তম্, ভো রাজন্! ত্যাগে উপকারে সাহসে শৌর্য্যে তেন সদৃশো রাজা ত্রিভুবনেঽপি নাস্তি। পরোপকারকরণে স্বদেহেঽপি মমত্বং নাসীৎ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা স রাজা অহমপি পরোপ কারং করিষ্যামীতি মনসি বিচার্য্য কঞ্চন যোগিনমাহূয় অবাদীৎ, ভো যোগিন্! পরোপকারকরণার্থ প্রতিদিনং নবং দ্রব্যং যথা ভবতি, তথা কশ্চিদুপায়োঽস্তি ন বা? যোগিনোক্তম্, ভো রাজন্! কিমপি নাস্তি। রাজ্ঞোক্তম্, অস্তি চেৎ তমুপায়ং মমাগ্রে নিবেদয়, অহং তং সাধয়ামি। যোগিনোক্তম্ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীদিবসে চতুঃষষ্টিযোগিনীচক্রং পূজনীয়ম্। তৎপুরতো মন্ত্রপুরশ্চরণং বিধায় দশাংশ-হোমঃ কর্ত্তব্যঃ হোমাবসানে পূর্ণাহুতিনিমিত্তং স্বশরীরমেবাগ্নৌ হোতব্যম্। ততো যোগিনীচক্রং প্রসন্নং ভূত্ব রাজ্ঞে নবং শরীরং দত্ত্বা ভণতি, রাজন্! বরং বৃণীষ্ব। রাজ্ঞোক্তম্, ভো মাতরঃ! যদি প্রসন্ন ভবথ, তর্হি মম গৃহে সপ্ত মহাঘটাঃ সন্তি, তান্ প্রতিদিনং সুবর্ণপূর্ণান্ কুর্ব্বন্তু। তাভিরেব মুক্তম্, ত্বমেবং মাসত্রয়ং প্রতিদিনং স্বশরীরমগ্নৌ হোষ্যসি চেৎ, তথা বয়ং করিষ্যামঃ রাজাপি তথেত্যুক্ত্বা প্রতিদিনং স্বশরীরমগ্নৌ জুহোতি। একদা বিক্রমার্কো রাজ ইমাং বার্ত্তাং শ্রুত্বা তৎ স্থানং সমাগত্য পূর্ণাহুতিসময়ে স্বয়মেবাগ্নৌ পপাত। ততো যোগিনীভিঃ পর স্পরং ভণিতং, অস্য তনুস্তরমাংসঃ অতীব স্বাদুতরঃ বিদ্যতে, অস্য হৃদয়ং মহাসারমস্তি। ইতি পুনস্তমু

হয়? একমাত্র দানগুণই শ্লাঘ্য, এই দানগুণে পশু ও পাষাণ-বৃক্ষাদিগণও পূজিত হইয়া থাকে আমার বোধ হয়, দানগুণ শত শত গুণ হইতেও অধিক, তাহাতে যদি আবার বিদ্যাদ্বারা বিভূষিত হয়, তবে আর কি বক্তব্য আছে? তাহাতে আবার যদি শূরত্ব থাকে, তবে তাঁহাকে নমস্কার এই তিনটী গুণ এবং মদহীনতা সমস্তই বিক্রমাদিত্যে বিদ্যমান ছিল। উক্ত চারিটী গুণই বিক্র মাদিত্যে সর্ব্বদা বিরাজিত থাকিত। একদিন অপর-মণ্ডলস্থিত কোন রাজার সম্মুখে এক স্তুতি পাঠক বিক্রমাদিত্যের গুণাবলী পাঠ করিল, সেই রাজা তাহা শুনিয়া মনে মনে স্পর্দ্ধা করিয়া স্তুতি পাঠককে বলিলেন, হে বন্দিন্! কি নিমিত্ত তুমি রাজা বিক্রমাদিত্যেরই স্তুতিপাঠ করিতেছ? অন্য কোন রাজা কি নাই? বন্দী বলিল, হে রাজন্! দান, উপকার, সাহস, শৌর্য্য ও ধৈর্য্যে তাঁহার তুল্য রাজা ত্রিভুবনে আর নাই। পরোপকার-বিষয়ে তাঁহার নিজ দেহেও তিনি মমতা করেন না। স্তুতি পাঠকের কথা শুনিয়া সেই রাজা, "আমিও পরোপকার করি" মনে মনে এইরূপ বিচার করিয় কোন যোগীকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যোগিরাজ! পরোপকার করিবার নিমিত্ত প্রতিদিন যেরূপ নূতন নূতন দ্রব্য লাভ হয়, সেইরূপ কোন উপায় আছে কি না? যোগী বলিলেন হে রাজন্! কিছুই নাই। রাজা বলিলেন, যদি কিছু থাকে, তাহা আমার নিকট বলুন, আমি তাহার সাধন করিব। যোগী বলিলেন, কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর দিবসে চৌষট্টি যোগিনীচক্রের পূজা করা কর্ত্তব্য তৎপরে পুরশ্চরণ করিয়া দশাংশ হোম করিতে হয়। হোম সমাপন হইলে পূর্ণাহুতি-প্রদানকালে নিজ শরীর অগ্নিতে হবন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে যোগিনীচক্র প্রসন্ন হইয়া রাজাকে নূতন শরীর প্রদান পূর্ব্বক বলিবেন, হে রাজন্! বর বরণ কর। রাজা বলিবেন, হে মাতৃগণ! যদি প্রসন্না হইয়া থাকেন, তবে আমার গৃহে সপ্ত মহাঘট আছে, তাহা প্রতিদিন সুবর্ণপূর্ণ করুন। যোগিনীগণ বলিবেন যে, তিনমাস যদি নিজ শরীর অগ্নিতে হোম করিতে পার, তবে আমরা তাহা করিতে পারি। রাজাও "তাহাই হউক্" এই বলিয়া সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া প্রতিদিন অগ্নিতে নিজ শরীর হোম করিতে লাগিলেন। একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য এই সংবাদ পাইয়া সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া স্বয়ং অগ্নিতে পতিত হইলেন। তদনন্তর যোগিনীগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, অদ্য দেহান্তরের মাংস বলিয়া বোধ হইতেছে, অত্যন্ত স্বাদুতর, ইহার হৃদয় মহাসারময় সন্দেহ নাই। তখন তাঁহাকে

জীব্য ভণিতম্, ভো মহাসত্ত্ব! কো ভবান্? তব শরীরত্যাগে কিং প্রয়োজনম্? তেনোক্তম্, ময়া পরো-পকারার্থং শরীরমগ্নৌ হুতম্। যোগিনীভির্ভণিতং, তর্হি বয়ং প্রসন্নাস্মি, বরং বৃণীষ। রাজ্ঞোক্তম্, যদি মম প্রসন্না ভবন্তি, অতস্তর্হি অয়ং রাজা মরণাৎ প্রতিদিনং মহৎ কষ্টং প্রাপ্নোতি, তৎ নিবারণীয়ম্, অস্য সপ্ত মহাঘটাঃ নিত্যং সুবর্ণেন পূরণীয়াঃ। যোগিনীভির্ভণিতম্, তথা করিষ্যাম ইত্যঙ্গীকৃত্য রাজ্ঞো মরণং নিবা-রিতম্। ঘটাশ্চ সুবর্ণেন পূরিতাঃ। অথ রাজা নিজনগরং প্রত্যাগতঃ। ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজমবদৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবং পরোপকারো ধৈর্য্যং দয়া চ বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরা-ভোজ-সংবাদে সপ্তদশোপাখ্যানম্ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোপাখ্যানম্

পুনরপি রাজা যাবৎ সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকা ভণতি। ভো রাজন্! বিক্রমস্যৌ-দার্য্যাদয়ো গুণা ভবন্তি চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনং অধ্যাসিতব্যম্। রাজ্ঞোক্তম্, নীতিমার্গং কথং কথ্য-তাম্। পুত্তলিকাহ, ভো রাজন্! শ্রূয়তাম্। মণিপুরে গোবিন্দশর্ম্মা ব্রাহ্মণঃ সকলনীতিশাস্ত্রজ্ঞঃ স্বপুত্রায় নীতিশাস্ত্রং কথয়তি। তদা ময়াপি নীতিশাস্ত্রং শ্রুতম্। তৎ তুভ্যং নিবেদয়ামি। রাজ্ঞোক্তং, নিরূপয়। পুত্তলিকয়োক্তম্, শ্রূয়তাং রাজন্! বুদ্ধিমতা পুরুষেণ দুর্জ্জনৈঃ সহ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ, যতোঽনর্থপরম্পরায়া হেতুর্ভবতি। উক্তঞ্চ—

দুর্জ্জনসঙ্গতিরনর্থপরম্পরায়া, হেতুঃ সতামধিগতং বচনীয়মত্র।
লঙ্কেশ্বরো হরতি দাশরথেঃ কলত্রং, প্রপ্নোতি বন্ধমথ দক্ষিণসিন্ধুরাজঃ ॥

পুনর্ব্বার জীবিত করিয়া বলিলেন, হে মহাসত্ত্ব! তুমি কে? তোমার শরীরত্যাগে প্রয়োজন নাই। বিক্রমাদিত্য বলিলেন, আমি পরোপকারের নিমিত্ত নিজদেহ অনলে হোমার্থ পাতিত করিয়াছি। যোগিনীগণ বলিলেন, আমরা প্রসন্ন হইলাম, বর বরণ কর। রাজা বিক্রমাদিত্য বলিলেন, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই রাজা যে প্রতিদিন মরণ হেতু মহৎ কষ্ট ভোগ করিতেছেন, তাহা নিবারণ করুন। ইহার সপ্তমহাঘট সুবর্ণ-পরিপূর্ণ করুন। যোগিনীগণ বলিলেন, আমরা তাহাই করিব, এই বলিয়া অঙ্গীকার করিলে সেই রাজার মরণ নিবারিত হইল; ঘটসকলও সুবর্ণে পরিপূরিত হইল। অনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য নিজ নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ পরোপকার, দয়া ও ধৈর্য্যাদি গুণ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

সপ্তদশোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনরায় ভোজরাজ যখন সিংহাসনে উপবেশন করিবেন, তখন অন্য পুত্তলিকা বলিল, হে রাজন্! যদি আপনার বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ঔদার্য্যাদিগুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন। রাজা বলিলেন, নীতিমার্গ কি প্রকার, তাহা তুমি বল। পুত্তলিকা বলিল, হে নরপতে! শ্রবণ করুন। মণি-পুরে গোবিন্দশর্ম্মা নামে সকল-নীতিশাস্ত্রজ্ঞ এক ব্রাহ্মণ আপন পুত্রকে নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন, তখন আমিও নীতিশাস্ত্র শুনিয়াছিলাম, তাহা আপনার নিকট বলিতেছি। রাজা বলিলেন, বল। পুত্ত-লিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। দুর্জ্জনের সহিত সহবাস করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য নয়। যেহেতু, তাহা অনর্থ-সমূহের হেতু হয়। উক্ত আছে যে, দুর্জ্জনগণের সম্মিলন অনর্থ-পরম্পরার হেতু, তাহাতে সজ্জনগণের নিন্দা হইয়া থাকে। দেখ, লঙ্কেশ্বর রামচন্দ্রের বনিতা হরণ করিল, কিন্তু দক্ষিণ

অপনয়তি বিনয়মনয়ং ঘনয়তি যশঃ সততমযশসঃ।
নিরয়ং চয়তি তরসা পুংসামসতাং সমাগমো জগতি॥

সজ্জনানাং সঙ্গো বিধেয়ঃ। লোকে সৎসঙ্গাৎ পরো লাভো নাস্তি, যতো মহানন্দাদয়ো গুণা জায়ন্তে।
উক্তঞ্চ—কন্দলয়ত্যানন্দং নিন্দতি মন্দানিলেন্দুচন্দনম্।
মদয়তি নন্দতাং সন্ধত্তে সম্পদেঽপি সৎসঙ্গঃ॥

অন্যচ্চ।—কেনাপি বৈরং ন কর্ত্তব্যম্, পরেষাং সন্তাপো ন করণীয়ঃ। অনপরাধতো ভৃত্যা ন দণ্ডনীয়াঃ, মহাদোষং বিনা স্ত্রী ন ত্যাজ্যা; যতো নরকভাগ্ ভবতি। উক্তঞ্চ—
আজ্ঞাসম্পাদিনীং দক্ষাং সুরূপাং শীলমণ্ডনাম্।
যোঽদৃষ্টদোষাং ত্যজতি সোঽক্ষয়ং নরকং ব্রজেৎ॥

লক্ষ্মী স্থিরেতি ন মন্তব্যা বারীব চঞ্চলা। উক্তঞ্চ—
অনুভব দদতু বিত্তং মান্যান্ মানয় সজ্জনান্ ভজতঃ।
অতিপরুষপবনবিলুলিতদীপশিখেব চঞ্চলা লক্ষ্মীঃ॥

ন স্ত্রিয়ৈ গুহ্যবচনং নিবেদনীয়ম্। ভবিষ্যচ্চিন্তা ন কার্য্যা। বৈরিণামপি হিতমেব কথনীয়ম্। নিত্যং দানাধ্যয়নাদি বিনা দিবসং ন যাপয়েৎ। পিত্রোঃ সেবা কর্ত্তব্যা। চৌরৈঃ সহ সম্ভাষণং ন কর্ত্তব্যম্। সর্ব্বদা নিষ্ঠুরমুত্তরং ন বাচ্যম্। অল্পনিমিত্তং ন বহু করণীয়ম্। উক্তঞ্চ—
ন স্বল্পস্য কৃতে ভূরি নাশয়েন্মতিমান্ নরঃ।
এতদেব হি পাণ্ডিত্যং যৎ স্বল্পাদ্ভূরিরক্ষণম্॥

আর্ত্তায় দানং কর্ত্তব্যম্। ধর্ম্মজ্ঞানে মনসা কর্ম্মণা বাচা পরোপকারঃ কর্ত্তব্যঃ। এতৎ সামান্যং পুরুষাণাং নীতিশাস্ত্রমুদ্দিষ্টম্। স বিক্রমো রাজা স্বভাবত এব নীতিশাস্ত্রজ্ঞঃ। এবং কালে গচ্ছতি একদা কশ্চিৎ বৈদেশিকো রাজানং দৃষ্ট্বা উপবিষ্টঃ। ততো রাজ্ঞা ভণিতম্, ভো দেবদত্ত! তব নিবাসঃ কুত্র? তেনোক্তম্, ভো রাজন্! অহং বৈদেশিকঃ,মম কোঽপি নিবাসো নাস্তি। সর্ব্বদা পরিভ্রমণমেব করোমি।

সমুদ্ররাজ বন্ধন প্রাপ্ত হইলেন। আরও জগতীতলে অসতের সহিত সমাগম, বিনয় ও যশঃ সততই দূরীভূত করে, দুর্ণয় ও অযশ ঘনীভূত করে এবং নরকসঞ্চয় করিয়া থাকে। সজ্জনের সহবাস করা কর্ত্তব্য, সৎসঙ্গের তুল্য ইহলোকে উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই, যেহেতু, তাহাতে মহৎ আনন্দলাভাদি গুণ-সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত আছে যে, সৎসঙ্গ আনন্দ উৎপাদন করে, মন্দানিল, ইন্দু ও চন্দন অপেক্ষা শীতল ও মনোহর ভাব আনয়ন করে, মন্দভাব মন্দীভূত করে এবং সম্পদের উৎপত্তি করিয়া থাকে। আরও, কাহারও সহিত বৈরিতা করা কর্ত্তব্য নহে। বিনা অপরাধে ভৃত্যগণের দণ্ড করা অনুচিত, মহাদোষ ব্যতিরেকে রমণীগণকে ত্যাগ করিলে নরকভাগী হইতে হয়। উক্ত আছে যে, যে ব্যক্তি আজ্ঞাপ্রতিপালনকারিণী, সুরূপা, সুদক্ষা, সুশীলা ও অদৃষ্টদোষা বনিতাকে পরিত্যাগ করে, সে অক্ষয় নরকে গমন করে। লক্ষ্মী স্থির থাকে, ইহা মনে করিতে নাই, পরন্তু তিনি বারির ন্যায় চঞ্চলা। উক্ত আছে যে, ধন দান কর, মান্যব্যক্তিদিগের সম্মান কর, সজ্জনগণের সহিত সহবাস কর, যেহেতু, লক্ষ্মী অতিশয় বেগশীল পবনদ্বারা নিপীড়িত দীপশিখার ন্যায় সর্ব্বদাই চঞ্চলা। স্ত্রীদিগের নিকট গুহ্য কথা কহিবে না, ভবিষ্যৎ চিন্তা করিবে না, শত্রুদিগকেও হিতকথা কহিবে, দান ও অধ্যায়নাদি ব্যতিরেকে দিন অতিবাহিত করিবে না, পিতা-মাতার সেবা করা কর্ত্তব্য। চোরের সহিত আলাপ করিবে না, সর্ব্বদা নিষ্ঠুর উত্তরবাক্য বলিবে না। অল্পের নিমিত্ত বহু ব্যাপার করিবে না, স্বল্প হইতে অধিকতর রক্ষা করাই পাণ্ডিত্য। আর্ত্ত ব্যক্তিকে দান করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মজ্ঞানে বাক্য, মন ও কর্ম্মদ্বারা পরোপকার কর্ত্তব্য। এই সকল গুণ সামান্যতঃ নীতিশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। রাজা বিক্রমাদিত্য স্বভাবতই নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। এইরূপে বহুকাল গত হইলে একদিন কোন বিদেশাগত ব্যক্তি রাজসভায় উপস্থিত হইল। রাজা বলিলেন, হে দেবদত্ত! তোমার নিবাস কোথায়? সে বলিল, হে রাজন্! আমি বৈদেশিক,

রাজ্ঞোক্তম্, পৃথিবীং ভ্রমতা ত্বয়া কিং কিমপূর্ব্বং দৃষ্টম্? তেনোক্তম্, ভো রাজন্! উদয়াচলপর্ব্বতে আদিত্যস্য মহান্ প্রাসাদোঽস্তি। তত্র গঙ্গা বহতি। গঙ্গাতটে পাপবিনাশনং নাম শিবালয়মস্তি। তত্র গঙ্গাপ্রবাহাৎ কশ্চিৎ সুবর্ণস্তম্ভো নির্গচ্ছতি। তস্যোপরি নবরত্নখচিতং সিংহাসনমস্তি। স সুবর্ণস্তম্ভঃ সূর্য্যোদয়াদুপরি পূর্ণবৃদ্ধিং প্রাপ্নোতি। মধ্যাহ্নে সূর্য্যমণ্ডলং প্রাপ্নোতি। ততঃ সূর্য্যো যাবদস্তং প্রাপ্নোতি তাবৎ স্বয়মেব উত্তীর্ণো গঙ্গাপ্রবাহে মজ্জতি। প্রতিদিনমেবং তত্র ভবতি। এতন্মহদাশ্চর্য্যং ময়া দৃষ্টম্। রাজা বিক্রমোঽপি তচ্ছ্রুত্বা তেন সহ তৎস্থানং গতো রাত্রৌ নিদ্রাং গতঃ। প্রভাতসময়ে যাবদুদয়ো ভবতি, তাবদ্‌গঙ্গাপ্রবাহাৎ রত্নসিংহাসনযুক্তো হেমস্তম্ভো নির্গতঃ। তস্মিন্ সময়ে স্তম্ভে রাজা স্বয়মুপবিষ্টঃ স্তম্ভোঽপি সূর্য্যমণ্ডলং প্রতি গন্তুং প্রবৃত্তঃ। যাবৎ সূর্য্যসমীপং গচ্ছতি, তাবদগ্নিকণা-সদৃশৈঃ সূর্য্যকিরণৈঃ রাজশরীরং মাংসপিণ্ডাকারমভূৎ। ততঃ পিণ্ডরূপেণ সূর্য্যমণ্ডলং প্রাপ্য,—

নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে, জগৎ-প্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে, বিরিঞ্চিনারায়ণশঙ্করাত্মনে॥

ইত্যেবং নমশ্চকার। সূর্য্যঃ স্তম্ভমমৃতেনাভাসিঞ্চত। রাজা দিব্যশরীরী জাতঃ। সূর্য্যেণোক্তম্, ভো রাজন্! ত্বং মহাসত্বাধিকোঽসি এতন্মণ্ডলং সর্ব্বস্যাপ্যগম্যং, তত্র ত্বং প্রাপ্তোঽসি, তর্হি অহং প্রসন্নোঽস্মি, বরং বৃণীষ। রাজা বদতি, কিং মত্তোঽধিকঃ পরোঽস্তি? যন্মুনীনামপ্যগম্যং তব স্থানং, তদহং প্রাপ্তঃ। তব প্রসাদাৎ সর্ব্বমপ্যর্থজাতমস্তি। তদ্‌বচনেনাপ্যতিসন্তুষ্টঃ সূর্য্যো নবরত্নখচিতে স্বকীয়ে কুণ্ডলে দত্ত্বা ভণতি, ভো রাজন্! এতৎ কুণ্ডলদ্বয়ং প্রতিদিনমেকং সুবর্ণভারং প্রযচ্ছতি। ততো রাজা কুণ্ডলদ্বয়ং গৃহীত্বা পুনঃ সূর্য্যং নমস্কৃত্য তস্মাদুত্তীর্য্য যাবদুজ্জয়িনীং প্রতি আগচ্ছতি, তাবৎ কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণো মার্গে সমাগত্য—

আমার কোথাও বসতিস্থান নাই, সর্ব্বদাই পরিভ্রমণ করিয়া থাকি। রাজা বলিলেন, পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া কি কি অপূর্ব্ব দেখিয়াছ? সে বলিল, নরপতে! এক মহৎ আশ্চর্য্য দেখিয়াছি। রাজা বলিলেন, কি দেখিয়াছ? সে বলিল, উদয়াচলে আদিত্যদেবের এক মহৎ প্রাসাদ আছে, সেখানে গঙ্গা প্রবাহিত, গঙ্গাতটে পাপবিনাশন নামক শিবালয় আছে। তথায় গঙ্গা-প্রবাহ হইতে একটী সুবর্ণস্তম্ভ নির্গত হয়, তাহার উপর নবরত্নে খচিত সিংহাসন আছে। সেই সুবর্ণস্তম্ভ সূর্য্যোদয়ের পর হইতে পূর্ণরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যমণ্ডল প্রাপ্ত হয়, তৎপরে সূর্য্য যখন অস্তমিত হন, তখন আপনিই অবতরণ করিয়া গঙ্গাপ্রবাহে নিমগ্ন হইয়া থাকে। প্রতিদিনই এইরূপ হয়। আমি এই মহদাশ্চর্য্য দেখিয়াছি। রাজা বিক্রমাদিত্যও তাহা শুনিয়া তাঁহার সহিত সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক রাত্রিকালে নিদ্রাগত হইলেন, প্রভাতকালে যখন সূর্য্যোদয় হইল, তখন গঙ্গাপ্রবাহ হইতে রত্ন-সিংহাসন-বিশিষ্ট হেমস্তম্ভ নির্গত হইল। সেই সময়ে রাজা স্তম্ভে স্বয়ং বসিলেন, তখন সিংহাসন সূর্য্যমণ্ডলের অভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল, যখন সিংহাসন সূর্য্য-সমীপে উপস্থিত হইল, তখন অগ্নিকণা তুল্য কিরণ-সমূহ দ্বারা রাজার দেহ মাংসপিণ্ডাকার হইল। তৎপরে পিণ্ডরূপে সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া, "জগতের প্রসবকর্ত্তা, জগতের একমাত্র চক্ষু, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের হেতু, ত্রিগুণাত্মক, বিরিঞ্চি নারায়ণ ও শঙ্কররূপী সূর্য্যদেবকে নমস্কার" এই বলিয়া নমস্কার করিলেন। তখন সূর্য্যদেব অমৃত দ্বারা সেই স্তম্ভের অভিষেক করিলেন। রাজা দিব্যদেহ ধারণ করিলেন। সূর্য্যদেব বলিলেন, হে ভূপাল! তুমি মহাসারময়, আমার এই মণ্ডল সকলেরই অগম্য, তুমি এখানে আগমন করিয়াছ, অতএব আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম, বর গ্রহণ কর। রাজা বলিলেন, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কি আছে? যেহেতু, আমি মুনিগণের অগম্য আপনার স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার প্রসাদে আমার সমস্ত অর্থরাশি বিদ্যমান আছে। সূর্য্যদেব তাঁহার বাক্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নবরত্ন-খচিত আপনার কুণ্ডলদ্বয় প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, হে রাজন্! এই কুণ্ডল-যুগল প্রতিদিন একভার স্বর্ণ প্রদান করিয়া থাকে। তদনন্তর রাজা সেই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে নমস্কার করিয়া সেই স্থান হইতে অবতরণ পুরঃসর যখন উজ্জয়িনীতে আসিতেছিলেন, তখন কোন

বেদান্তেষু যমাহুরেকপুরুষং ব্যাপ্য স্থিতা রোদসী, যস্মিন্নীশ্বর ইত্যনিন্যবিষয়ঃ শব্দো যথার্থাক্ষরঃ।
অন্তর্যশ্চ মুমুক্ষুভির্নিয়মিতঃ প্রাণাদিভির্মৃগ্যতে, স স্থাণুঃ স্থিরভক্তিযোগসুলভো নিঃশ্রেয়সায়াস্ত্ব বঃ॥
ইত্যাশীর্ব্বাদমুচ্চার্য্য ভণতি, ভো যজমান! অহং কুটুম্বী ব্রাহ্মণঃ, পরং দরিদ্রঃ, সর্ব্বত্র ভিক্ষাটনং করোমি, তথাপ্যুদরং ন পূরয়ামি। তচ্ছ্রুত্বা রাজা কুণ্ডলদ্বয়ং তস্মৈ দত্ত্বা ভণতি, ভো ব্রাহ্মণ! এতৎ কুণ্ডলযুগং নিত্যং সুবর্ণভারমেকং তুভ্যং দাস্যতি। তৎ শ্রুত্বা ব্রাহ্মণোতি-সন্তুষ্টঃ রাজানং স্তুত্বা নিজস্থানং জগাম। রাজাপ্যুজ্জয়িনীমগাৎ।

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা অব্রবীৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবমৌদার্য্যং ধৈর্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তূষ্ণীং বভূব।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরা-ভোজ-সংবাদে অষ্টাদশোপাখ্যানম্॥১৮॥

ঊনবিংশোপাখ্যানম্

পুনরপি রাজা যাবৎ সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকাবদৎ, ভো রাজন্! তব বিক্রমস্যৌদার্য্যাদিগুণা ভবন্তি চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজ্ঞোক্তং, ভো পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যগুণবৃত্তান্তম। সা কথয়তি, শ্রূয়তাং রাজন্! বিক্রমে শাসতি সুমহতি ভূমণ্ডলে সর্ব্বোঽপি লোকঃ আনন্দপরিপূর্ণ আসীৎ। ব্রাহ্মণঃ ষট্‌কর্ম্মনিরতঃ,স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতাঃ, শতায়ুশঃ পুরুষাঃ, সদাফলা বৃক্ষাঃ, কামবর্ষী পর্জ্জন্যঃ, মহী সর্ব্বদা সম্পূর্ণা শস্যবতী, লোকানাং পাপাদ্ভয়ম্, অতিথীনাং পূজা, জীবেষু দয়া, গুরূণাং সেবা, সর্ব্বদা দানম্; এবং প্রজাসু বৃত্তিরাসীৎ। অথ একদা বিক্রমঃ সিংহাসনে উপবিষ্টোঽভূৎ;

ব্রাহ্মণ পথিমধ্যে তাঁহার নিকট আসিয়া কহিলেন, "বেদান্তশাস্ত্রে যাঁহাকে অখিল-ভুবনব্যাপী অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া থাকে, যাহাতে ঈশ্বর শব্দ আর অন্যগামী না হইয়া যথার্থ অক্ষররূপে বিদ্যমান থাকে, মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ প্রাণায়ামাদি দ্বারা যাঁহাকে হৃদয়াভ্যন্তরে নিয়মিত করেন, সুদৃঢ় ও সুস্থির ভক্তি-যোগ দ্বারা সুলভ সেই মহাদেব আপনার পরম মঙ্গলের নিমিত্ত হউন্।" এই আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ পূর্ব্বক বলিলেন, হে যজ্ঞকারিন! একে আমার বহু পরিবার, তাহাতে আমি অতি দরিদ্র, সর্ব্বত্রই ভিক্ষার নিমিত্ত ভ্রমণ করিয়া থাকি, তথাপি উদর-পূরণ হয় না। এতদ্বাক্য শ্রবণে রাজা সেই কুণ্ডলদ্বয় তাঁহাকে দিয়া বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! এই কুণ্ডলদ্বয় প্রতিদিন আপনাকে একভার করিয়া সুবর্ণ প্রদান করিবে। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজার স্তুতি করিতে করিতে নিজস্থানে গমন করিলেন, রাজাও উজ্জয়িনী গমন করিলেন। এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, হে রাজন্! আপনাতে যদি এইরূপ ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। রাজা মৌনী হইয়া রহিলেন।

অষ্টাদশোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার রাজা যখন সিংহাসনে উপবেশন করিবেন, তখন অন্য পুত্তলিকা বলিল, হে রাজন্! যদি আপনার বিক্রমাদিত্যের তুল্য ঔদার্য্যাদি গুণ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। রাজা বলিলেন. পুত্তলিকে! তুমি সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যাদিগুণবৃত্তান্ত বর্ণন কর। পুত্তলিকা বলিল. রাজন্! শ্রবণ করুন্। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে এই সুবিস্তৃত ভূমণ্ডলে সমস্ত লোকই আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল। ব্রাহ্মণগণ ষট্‌কর্ম্মনিরত. স্ত্রীসকল পতিব্রতা, পুরুষগণ শতবর্ষজীবী, বৃক্ষগণ সদাফলধারী, মেঘগণ প্রচুরবর্ষী, পৃথিবী সর্ব্বদাই শস্যপরিপূর্ণা, লোক সকলের পাপ হইতে ভয়, অতিথিগণের পূজা, জীবগণে দয়া, গুরুজনের সেবা, সর্ব্বদাই দান, প্রজাদিগের মধ্যে এইরূপ সদ্বৃত্তি সমুদায় বিদ্যমান

তত্র সভায়ামুপবিষ্টাঃ কীদৃগ্ বিধাঃ সামন্তরাজকুমারাঃ কেচিৎ স্তুতিপাঠকৈঃ স্ববংশাবলীঃ পাঠয়ন্তি। কেচ-দোদ্ধতাঃ স্বভুজবলং স্বয়মেব স্তুবন্তি। কেচন ষড়্বিংশদণ্ডায়ুধসাধনাভিজ্ঞাঃ শ্মশ্রুলা যুবানঃ অন্যোঽন্যং হসন্তি। কেচন শরণাগতপরিপালনপ্রবণাঃ। একে পরত্র বিষয়ে সাধনাঃ। কেচন ধর্ম্মসংগ্রহকারিণঃ। এবংবিধাঃ রাজকুমারাঃ। তদা কশ্চিৎ পাপর্দ্ধিঃ সমাগত্য রাজানং প্রণম্যাবদৎ, ভো দেব! অরণ্যমধ্যে অঞ্জনপর্ব্বতাকারো মহান্ বরাহঃ সমাগতোঽস্তি। তং দেবঃ সমাগত্য পশ্যতু। তস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা কুমারৈঃ সহ বনং গত্বা নদীতটাকে স্থিতনিকুঞ্জান্তর্গতং বরাহমপশ্যৎ। ততঃ বরাহো বীরাণাং কোলাহলং শ্রুত্বা তস্মান্নিকুঞ্জান্নির্গতঃ। তদনন্তরং সর্ব্বৈ রাজকুমারৈঃ সহ মহৎ স্বহস্তকৌশলং দর্শয়তঃ বিক্রমস্য ষড়্-বিংশায়ুধানি অগণয়ন্ পর্ব্বতান্তর্গতকন্দরং বিবেশ। রাজাপি তস্য পৃষ্ঠদেশে লগ্নঃ পর্ব্বতমগমৎ। তত্র কাঞ্চনং বিলদ্বারং দৃষ্ট্বা স্বয়মেব বিলদ্বারং প্রবিষ্টো মহতান্ধকারে কিয়ন্তং দূরঙ্গতঃ. উত্তরত্র মহান্ প্রকাশো-ঽভূৎ। ততঃ কিয়দ্দূরে স্বর্ণময়প্রাকারং শুভ্রং অভ্রংলিহপ্রাসাদবিশিষ্টং নগরমেকমপশ্যৎ। তত্র চ দেবালয়োপবনাদিভিরলঙ্কৃত-সমস্ত-বস্তু-পরিপূর্ণ-বিপণিভূষিতং ধনিকলোকসমাকীর্ণং নানাবিলাসিজন-সেব্যমানং বিলাসিনীজনমতিমনোহরমপশ্যৎ। তত্র গত্বা বিপণিমধ্যে যাবৎ প্রবিশতি, তাবদতীবমনো-হরমণ্ডপযুতং রাজভবনমপশ্যৎ। অত্র বিরোচনসুতো বলিঃ রাজ্যং করোতি। রাজা রাজভবনে প্রবিষ্ট এব বলিনা ঝটিতি সমাগত্য আলিঙ্গিতঃ অতিরমণীয়ে সিংহাসনে চ সমুপবেশিতঃ পৃষ্টশ্চ, ভো স্বামিন! ভবতঃ কুতঃ সমাগতিঃ? বিক্রমেনোক্তং, অহং ভবৎসন্দর্শনার্থং সমাগতোঽস্মি। বলিঃ রাজানং ভণতি, অদ্য মম সন্ততিঃ পবিত্রীভূতা সফলা জাতা। বহুনা পুণ্যোদয়েন ভবতোঽস্মাকং গৃহে আগতিঃ সংবৃত্তা।

অদ্য মে বহুকালেন শ্লাঘনীয়মভূদিদম্। যস্মাৎ পাদাম্বুজস্পর্শসম্পন্নানুগ্রহং গৃহম্॥

ছিল। একদিন বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, সেই সভায় বিবিধ প্রকার সামন্ত-রাজ-কুমারগণ উপবিষ্ট থাকিয়া কেহ বা স্তুতিপাঠ দ্বারা স্বীয় বংশাবলী পাঠ করাইতেছেন. কোন কোন উদ্ধতস্বভাব কুমারেরা আপন ভুজবল আপনাপনিই প্রশংসা করিতেছেন; ছাব্বিশ প্রকার দণ্ড-সাধনে অভিজ্ঞ শ্মশ্রুধারী কোন কোন রাজকুমারগণ পরস্পর পরস্পরকে উপহাস করিতেছেন। আবার তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শরণাগতপরিপালনে নিরতচিত্ত. কেহ কেহ বা পারলৌকিকসাধনে তৎ-পর, কেহ কেহ বা ধর্ম্মসংগ্রহকারী। তাঁহারা এইরূপে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় একজন মৃগয়াকারী আসিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক রাজাকে বলিল, হে দেব! অরণ্যমধ্যে অঞ্জনপর্ব্বততুল্য এক মহাবরাহ আসি-য়াছে, আপনি আসিয়া তাহাকে দর্শন করুন। তাহার বাক্য শুনিয়া রাজা সেই রাজকুমারগণের সহিত বনে গমন পূর্ব্বক নদীতটে নিকুঞ্জবনের মধ্যে সেই বরাহ দেখিতে পাইলেন। সেই বরাহ বীরগণের কোলাহল শুনিয়া নিকুঞ্জ হইতে নির্গত হইল। তৎপরে রাজকুমারগণের সহিত রাজা বিক্রমাদিত্য নিজ ছাব্বিশ প্রকার আয়ুধ-সাধনবিষয়ে স্বীয় হস্তের কৌশল দেখাইয়া ঐ ছাব্বিশ প্রকার আয়ুধ বরাহের উপর নিপাতিত করিলেন। বরাহ সেই আয়ুধসকল গ্রাহ্য না করিয়া পর্ব্বতকন্দরমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন এবং তথায় কাঞ্চনময় বিলদ্বার দেখিয়া স্বয়ং তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘোরতর অন্ধকারে কিয়দ্দূর গমন পূর্ব্বক তৎপরে মহৎ আলোকময় স্থান দেখিতে পাইলেন, তাহার কিয়দ্দূরে স্বর্ণময় প্রাচীর-বিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ আকাশস্পর্শী প্রাসাদসমন্বিত একটী নগর দেখিতে পাইলেন। সেই নগর দেবালয় ও উপবনাদি দ্বারা অলঙ্কৃত, সমস্ত বস্তুপরিপূর্ণ, বিবিধ বিলাসি-জনগণ কর্ত্তৃক সেব্যমান ও বিলাসিনীজনগণ দ্বারা মনোহর আকার ধারণ করিয়াছিল। রাজা সেখানে গমন পূর্ব্বক যখন বিপণিমধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন অতিশয় মনোহর মণ্ডপবিশিষ্ট এক রাজ-ভবন দর্শন করিলেন। তথায় বিরোচনপুত্র বলি রাজত্ব করিতেছিলেন। বিক্রমাদিত্য রাজা রাজভবনে প্রবেশ করিবামাত্র বলিরাজ সত্বর আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং অতি রমণীয় সিংহাসনে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! আপনি কোথা হইতে আগমন করিলেন? বিক্রম বলিলেন, আমি আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আসিয়াছি। বলি বিক্রমকে বলিলেন, অদ্য আমার বংশ পবিত্র ও সফল হইল। বহুফলে আমার গৃহে আপনার আগমন হইয়াছে। অদ্য বহুকালের পর আপনার

বিক্রমেণোক্তম্, ভো রাজন্! ত্বং পবিত্রীভূতান্তঃকরণঃ, তবৈব জন্ম শ্লাঘ্যম্। যতঃ সাক্ষাদ্বৈকুণ্ঠাধিপো নারায়ণস্তব মন্দিরে সদা বিরাজিতঃ। অথ বলিনোক্তম্, স্বামিন্! কিমাগমনকারণম্? বিক্রমেণোক্তম্, ভো দানবেন্দ্র! অহং ভবদ্দর্শনার্থং এব সমাগতোঽস্মি, নান্যৎ কারণম্। অথ বলিনোক্তম্, যদি ময়ি মৈত্রীং বিধায় স্বামিনা সমাগতং, তর্হি ময়ি কৃপাং কৃত্বা কিমপি বস্তু ত্বয়া যাচনীয়ম্। বিক্রমেণোক্তম্, মম কিমপি ন্যূনং নাস্তি, অহমপি তব প্রসাদাৎ সর্ব্বত্র সম্পূর্ণোঽস্মি। বলিনোক্তম্, ভো স্বামিন্! ভবতো ন্যূনমিতি ন ময়োচ্যতে, কিন্তু মৈত্রীং উদ্দিশ্য দদামি; যতো বুধা এবং মিত্রলক্ষণং বদন্তি। উক্তঞ্চ—

দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥
নোপকারং বিনা প্রীতিঃ কদাচিৎ কস্য জায়তে। উপযাচিতদানেন যথা দেবা হ্যভীষ্টদাঃ॥
অন্যচ্চ—পুত্রাদপি প্রিয়তমং নিয়তে হি দানে, মেনে পশোরপি বিবেকবিবর্জ্জিতস্য।
দত্তং খলেঽপি নিখিলং খলু বৈ ন দগ্ধং, নিত্যং দদাতি মহিষী খলু চানপত্যা॥

এবং ভণিত্বা তেন বিক্রমায় রাজ্ঞে রসায়নং রসশ্চ দত্তঃ। ততো রাজা তস্মাদানুজ্ঞাং প্রাপ্য বিল-নির্গতোঽশ্বমারুহ্য যাবদ্রাজমার্গে সমায়াতি, তাবৎ মহদ্দৈন্যযুতো দরিদ্রঃ পীড়িতঃ সপুত্রঃ কশ্চিৎ বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণঃ সমাগত্য—

কঠিনতরদামবেষ্টনরেখাসন্দেহদায়িনো যস্য।
বিলসন্তি বলিবিভাগাঃ স পাতু দামোদরো ভবন্তম্॥

ইত্যাশিষমুক্ত্বা ভণতি, ভো যজমান! অহং অত্যন্তদরিদ্রঃ পীড়িতঃ বহুকুটুম্বো ব্রাহ্মণঃ, অস্য সকুটুম্বস্য মম কিমপি ভোজনপর্য্যাপ্তং ধনং দেহি, মহত্যা ক্ষুধা পীড়িতা বয়ম্। রাজ্ঞা ভণিতম্, ভো ব্রাহ্মণ! ইদানীং মম হস্তে কিমপি ধনং নাস্তি, পরং রসশ্চ রসায়নঞ্চেতি বস্তুদ্বয়মস্তি। অনেন রসসম্পর্কেণ সপ্ত ধাতবঃ সুবর্ণাদয়ো ভবন্তি। ইমং রসায়নং যস্তু সেবতে, জরামরণরহিতো ভবিষ্যতি; উভয়োর্ম্মধ্যে একং

পাদাম্বুজ-স্পর্শানুগ্রহে আমার এই গৃহ শ্লাঘনীয় ও পবিত্র হইল। বিক্রমাদিত্য বলিলেন, হে রাজন্! আপনার অন্তঃকরণ পবিত্র এবং আপনার জন্ম সার্থক ও শ্লাঘ্য, যেহেতু, বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ আপনার মন্দিরে নিয়তই বিরাজ করিতেছেন। তদনন্তর বলি বলিলেন, হে প্রভো! আপনার আগমনের কারণ কি? বিক্রমাদিত্য বলিলেন,হে দানবেন্দ্র! আমি আপনার দর্শনার্থী হইয়াই এখানে আসিয়াছি,অন্য কোন কারণ নাই। বলি বলিলেন, যদি আমার প্রতি মিত্রভাব হেতু আপনি এখানে আসিয়া থাকেন, তবে আমার প্রতি কৃপা করিয়া কোন বর প্রার্থনা করুন। বিক্রমাদিত্য বলিলেন, আমার কোন বিষয়ে ন্যূনতা নাই, আমিও আপনার প্রসাদে সর্ব্ববিষয়েই পরিপূর্ণ। বলি বলিলেন, হে প্রভো! আপনার ন্যূনতা কীর্ত্তন করিতেছি না, কিন্তু আমি মিত্রভাব হেতু তাহা প্রদান করিতেছি, যেহেতু, বুধগণ মিত্রের লক্ষণ এইরূপই বলিয়াছেন;—দান করে, প্রতিগ্রহ করে,গুহ্যকথা বলে, জিজ্ঞাসা করে, ভোজন করে এবং ভোজন করায়, এই ছয় প্রকারই প্রীতির লক্ষণ। উপকার ব্যতিরেকে কখন কাহারও প্রীতির সঞ্চার হয় না। উপযাচক হইয়া দান করিলে দেবগণ অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। নিয়ত দান করিলে বিবেকবর্জ্জিত পশুগণও পুত্র অপেক্ষা প্রিয়তম হয়, আর খলে দান করিলেও তাহা বিফল হয় না, দেখ, সন্তানবর্জ্জিতা মহিষী নিত্যই দুগ্ধ করিয়া থাকে। এই বলিয়া বলিরাজ বিক্রমাদিত্যকে রসায়ন ও রস এই দুই বস্তু দান করিলেন। তদনন্তর রাজা তাঁহার নিকট হইতে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বিল হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক অশ্বে আরোহণ করিয়া যখন রাজমার্গে আগমন করিতেছিলেন, তখন মহাদৈন্যদশাপন্ন, দরিদ্র, পীড়িত কোন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুত্রের সহিত আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, "কঠিনতর রজ্জুরেখা যাহাতে সন্দেহ প্রদান করিতেছে, সেই বলি-বিভাগসকল যাঁহার দেহে বিরাজিত, সেই দামোদর আপনাকে রক্ষা করুন্"। অনন্তর রাজাকে কহিলেন, হে যজ্ঞকারিন্! আমি অত্যন্ত দরিদ্র, পীড়িত, বহুপরিবার ব্রাহ্মণ,অদ্য আমাদের পর্য্যাপ্ত ভোজন সম্পাদন্ হয়, এরূপ ধন দান করুন। আমরা অতিশয় ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াছি। রাজা বলিলেন, হে দ্বিজবর! এখন আমার হস্তে কিছুই নাই, কিন্তু রস ও রসায়ন এই দুই বস্তু আছে, এই রস-সংযোগে সমস্ত ধাতু সুবর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং যে

গৃহাণ। তদা পিত্রা উক্তম্, যেন রসায়নসেবনেন জরামরণরহিতো ভবিষ্যামি, তদ্দীয়তাম্। পুত্রেণোক্তম্, কিং ক্রিয়তে রসায়নেন? জরামরণরহিতেনাপি পুনর্দারিদ্র্যমেবানুভবিতব্যম্। যেন রসেন সম্পর্কে সতি সুবর্ণং ভবতি, স গ্রাহ্যঃ; ইত্যুভয়োর্বিবাদো জাতঃ। ততো রাজা উভয়োর্বিবাদং শ্রুত্বা রসং রসায়নঞ্চ তাভ্যাং দদৌ। ততো ব্রাহ্মণঃ রাজানং স্তুত্বা নিজনিলয়ং গতঃ। রাজাপি নিজভবনমগমৎ। ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকাব্রবীৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবং ধৈর্য্যমৌদার্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে উপবিশ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে ঊনবিংশোপাখ্যানম্। ১৯॥

বিংশোপাখ্যানম্

পুনরপি রাজা যাবৎ সিংহাসনে সমুপবেষ্টুং উপক্রমতে, তাবদন্যা পুত্তলিকাব্রবীৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি বিক্রমস্যৌদার্য্যগুণবৃত্তান্তাদয়ঃ সন্তি, তদা সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজাবদৎ, ভো পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যগুণবৃত্তান্তাদীন্। পুত্তলিকা বদতি, শ্রূয়তাং রাজন্! বিক্রমো রাজা ষণ্মাসং রাজ্যং করোতি,ষণ্মাসং দেশান্তরে গচ্ছতি। একদা দেশান্তরগতো নানাদেশান্ পরিভ্রম্য পদ্মালয়ং নাম নগরমগমৎ। তস্য নগরস্য বহিরুদ্যানে অতিবিমলোদকং সরোবরং দৃষ্ট্বা তত্রোদকপানং কৃত্বা উপবিষ্টঃ। ততোঽন্যতোঽন্যেঽপি কেচন বৈদেশিকাঃ সমাগত্য জলপানং বিধায়োপবিষ্টাঃ পরস্পরং গোষ্ঠীং কুর্ব্বন্তি। অহো! অস্মাভিরনেকা দেশা দৃষ্টা, বহূনি তীর্থস্থানানি দৃষ্টানি, অতিদুর্গমাঃ কৈরপ্যনধিগম্যাঃ পর্ব্বতা

ব্যক্তি এই রসায়ন সেবন করে, সে জরামরণবিরহিত হয়। এই উভয়ের মধ্যে একটী গ্রহণ করুন। তখন পিতা বলিল, যে রসায়নে জরামরণরহিত হয়, তাহাই প্রদান করুন। পুত্র বলিল, রসায়ন লইয়া কি হইবে? তাহাতে জরামরণ-বর্জ্জিত হইলে দরিদ্রতাই অনুভব করিতে হইবে। যে রস-সম্পর্কে সকল ধাতু সুবর্ণ হয়, তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপে উভয়ের বিবাদ উপস্থিত হইল দেখিয়া রাজা রস ও রসায়ন এই দুইটীই তাহাদিগকে দান করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ রাজার স্তুতি করিতে করিতে নিজগৃহে গমন করিলেন। রাজা নিজভবনে আগমন করিলেন। এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল,হে রাজন্! আপনাতে যদি এইরূপ ধৈর্য্য ও ঔদার্য্যগুণ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

ঊনবিংশোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার রাজা সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিতেছেন, তখন অন্য পুত্তলিকা বলিল, হে রাজন্! আপনাতে যদি বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ঔদার্য্যাদিগুণ বর্ত্তমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন। রাজা বলিলেন, হে পুত্তলিকে! তুমি বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যাদিগুণবৃত্তান্ত বর্ণন কর। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্। শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্য রাজা ছয় মাস রাজত্ব করিতেন, ছয়মাস দেশান্তরে করিতেন। এক সময়ে দেশান্তরে যাইয়া নানাদেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পদ্মালয় নামক নগরে গমন করিলেন, সেই নগরের বহিঃস্থিত উদ্যানে বিমলোদক সরোবর দেখিয়া জলপান পূর্ব্বক তথায় উপবেশন করিলেন। সেই স্থানের অন্যত্র অন্য কতকগুলি বৈদেশিক আসিয়া জলপান পূর্ব্বক উপবেশন করিল। অনন্তর তাহারা পরস্পর গোষ্ঠী রচনা পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, অহে! আমরা অনেক দেশ, অনেক তীর্থস্থানও দেখিয়াছি, অতিশয় দুর্গম স্থান এবং অন্যের অগম্য পর্ব্বত-সকলেও

আরূঢ়াঃ, পরমেকত্রাপি মহাপুরুষদর্শনং নাভূৎ। অন্যেন ভণিতং, কথং মহাপুরুষদর্শনং ভবিষ্যতি। যত্র মহাসিদ্ধোঽস্তি, তত্র গন্তুমশক্যম্। যতঃ মার্গোঽতিদুর্গমঃ, মধ্যে অনেকবিঘ্নাঃ সম্ভবন্তি, দেহস্য নাশো ভবতি। যেনোদ্যমেন প্রথমমাত্মৈব বিনাশনং প্রাপ্নোতি, তস্য ফলং কো বা অনুভবিষ্যতি? অতঃ কারণাৎ বুদ্ধিমতা প্রথমমেব আত্মা রক্ষণীয়ঃ। উক্তঞ্চ—

পুনর্দারাঃ পুনর্বিত্তং পুনঃ ক্ষেত্রং তথৈব চ।
পুনঃ শুভাশুভং কর্ম্ম শরীরং ন পুনঃ পুনঃ॥

তস্মাৎ বুদ্ধিমতা পুরুষেণ অকার্য্যাণি ন কর্ত্তব্যাণি। তথা চোক্তম্—

ব্যসনানি দুরন্তানি সম্যগ্‌ব্যয়ফলানি চ।
অশক্যানি চ কার্য্যাণি নারভেত বিচক্ষণঃ॥

তথা চ—

পর্ব্বতং বিষমং ঘোরং বহুব্যালসমাকুলম্।
নারোহেত নরঃ প্রাজ্ঞঃ সংশয়েঽপি কদাচন॥

রাজাপি তস্য এবং বচনং শ্রুত্বা ভণতি, অহো বৈদেশিক! কিমেবমুচ্যতে? যাবৎ পুরুষেণ পৌরুষং সাহসং চ ক্রিয়তে, তাবদেব সকলং কার্য্যং দুর্লভং ন ভবতি। উক্তঞ্চ—

দুষ্প্রাপ্যাণি চ বস্তূনি লভ্যন্তে বাঞ্ছিতানি চ।
পুরুষৈঃ সংশয়ারূঢ়ৈরলসৈর্ন কদাচন॥

তথা চ—

কদাচিদেতি নভসঃ খাতে জলন্তু পাতালাৎ। দৈবমচিন্ত্যং বলবৎ বলবানিহ সাহসী ভবতি॥
ক্লেশস্যাগমমদত্ত্বা ন লভ্যতে সুখস্থানম্। মধুভিন্মথনায়াসৈর্লক্ষ্মা চিরেণ লক্ষ্মীঃ॥
তস্য ন হি কমপি স্যাৎ বিষ্ণোর্নৃসিংহাকারস্য। নিদ্রাং যো ভজতে মাসাশ্চতুর উদধৌ স্থিতঃ॥
দুরধিগমঃ পরভাগো যাবৎ পুরুষেণ পৌরুষং ন কৃতম্। হরতি তুলাধিরূঢ়ো ভাস্বান্ স্বজলদপটলানি॥
এতদ্রাজবচনং শ্রুত্বা তেন উক্তং, ভো মহাসত্ত্ব! কিং কার্য্যং কথয়। রাজ্ঞোক্তম্, অস্মাৎ স্থানাৎ

আরোহণ করিয়াছি, কিন্তু একস্থানেও মহাপুরুষ দর্শন হইল না। অন্য ব্যক্তি বলিল, যেখানে মহাপুরুষ আছে, সেখানে গমন করা অসাধ্য। যেহেতু পথ অতিশয় দুর্গম, মধ্যে অনেক বিঘ্ন-বিপত্তির সম্ভাবনা, তাহাতে দেহনাশ হইবে। যে উদ্যম দ্বারা প্রথমেই আত্মবিনাশ হয়, তাহার ফল কে অনুভব করিতে পারে? অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের প্রথমেই দেহ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। উক্ত আছে যে, পত্নী পুনর্ব্বার হয়, ধন পুনর্ব্বার হয় ক্ষেত্রও সেইরূপ, শুভাশুভ কর্ম্মও পুনর্ব্বার হয়, কিন্তু শরীর পুনঃ পুনঃ না হইয়া জন্মমধ্যে একবারই হইয়া থাকে। অতএব অকার্য্য করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য নহে। উক্ত আছে যে, ব্যসন-সকল দুরন্ত, সম্যক্ ব্যয় না করিলে ঐ ব্যসনরূপ দুষ্কার্য্য-সকল নির্ব্বাহ হয় না। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ, যাহা করিতে সামর্থ্য নাই, এরূপ কার্য্য-সকল আরম্ভ করিবেন না। আরও, পর্ব্বত বিষম ও ঘোরতর, তাহাতে বহুতর হিংস্র জীবগণ বাস করে, অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ সংশয়স্থানস্বরূপ সেই পর্ব্বতে কদাচই আরোহণ করিবেন না। রাজাও তাহার এইরূপ বাক্য শুনিয়া বলিলেন, হে বৈদেশিক! এরূপ কেন বলিতেছ? পুরুষ যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাহস ও পৌরুষ প্রকাশ করে, তাবৎ কোন কার্য্যই দুর্লভ হয় না। উক্ত আছে যে, সংশয়ারূঢ়, সাহসী পুরুষই দুষ্প্রাপ্য অভিলষিত বস্তু লাভ করিতে পারে, অলস ব্যক্তিগণ কদাচ তাহা প্রাপ্ত হয় না; কথিত আছে যে, খাতে আকাশ হইতে কদাচিৎ জল আইসে, কিন্তু পাতাল হইতেই নিশ্চয় জল আইসে, দৈব অচিন্ত্য ও বলবৎ। ইহলোকে সাহসী ব্যক্তিই বলবান্; আর কষ্ট না করিলে সুখস্থান লাভ হয় না, দেখ, মধুসূদন মথনের পরিশ্রম স্বীকার করিয়াই লক্ষ্মীদেবীকে লাভ করিয়াছেন। নৃসিংহাকৃতি বিষ্ণু কোন্ কার্য্য না করিয়াছেন? কিন্তু তিনিই আবার যখন চারিমাস সমুদ্রে নিদ্রা যান, তখন কিছুই করেন না, অতএব আলস্য করা কর্ত্তব্য নয়। যাবৎ পুরুষগণ পৌরুষ প্রকাশ না করে, তাবৎ তাহার সৌভাগ্যলাভ দুষ্কর, ভাস্কর তুলা রাশিতে আরোহণ করিয়া নিজ জলদজাল হরণ করিয়া থাকেন। এক ব্যক্তি রাজার এই কথা শুনিয়া বলিল, হে মহাসত্ত্ব! কার্য্য কি, তাহা বলুন

দ্বাদশযোজনপর্য্যন্তং যদি গম্যতে, তর্হি তত্র মহারণ্যমধ্যে বিষমঃ কশ্চিৎ পর্ব্বতোঽস্তি, ত্রিকালনাথো নাম যোগীশ্বরো বিদ্যতে চ। যদি তস্য দর্শনং ক্রিয়তে, তর্হি স সর্ব্বং বাঞ্ছিতমর্থং দাস্যতি। অহং তত্র গচ্ছামি। তৈরুক্তম্, বয়মপি গমিষ্যামঃ। রাজ্ঞোক্তম্, সুখেন আগচ্ছ। ততস্তে রাজ্ঞা সহ নির্গতা মহারণ্যমার্গমতিবিষমং দৃষ্ট্বা রাজানং প্রোচুঃ, ভো মহাসত্ত্ব! কিয়দ্দূরে পর্ব্বতোঽস্তি? রাজ্ঞোক্তম্, ইত অষ্টযোজনাৎ বিদ্যতে, তর্হি বয়ং গমিষ্যামো যদ্যপি কিয়দ্দূরমস্তি মার্গোঽপ্যতিবিষমঃ, ইতি ব্রুবন্তঃ ষড়্‌যোজনানি গত্বা পুরতো যাবদ্‌গচ্ছন্তি, তাবন্মহাকালবদনঃ বিষাগ্নিমুদ্বমন্ অতিভয়ঙ্করঃ কশ্চিৎ সর্পঃ মার্গমাবৃত্য তিষ্ঠতি। তেঽপি তং সর্পং দৃষ্ট্বা সভয়ং পলায়াঞ্চক্রুঃ। রাজা পুনরপি মার্গং গন্তুং প্রবৃত্তঃ। অথ সর্পঃ সমাগত্য রাজানং বেষ্টয়িত্বা সমদশৎ। ততঃ স বিষবৎ শরীরং বস্ত্রখণ্ডেন আবেষ্ট্য দুর্গমং পর্ব্বতমারুহ্য ত্রিকালনাথং যোগিনং দৃষ্ট্বা নমশ্চকার। যোগিসন্দর্শনমাত্রেণ সর্পস্তং ত্যক্ত্বা গতঃ, রাজাপি নির্ব্বিষো বভূব। যোগিনোক্তম্, ভো মহাসত্ত্ব! মহাপ্রমাদভূয়িষ্ঠমেবমমানুষং স্থানং, অতিকষ্টেন কিমর্থ-মাগতোঽসি? রাজ্ঞোক্তম্, ভো স্বামিন্! অহং তব সন্দর্শনার্থং আগতোঽস্মি। যোগিনোক্তম্, মহৎ কষ্টমনুভূতং খলু ত্বয়া। রাজ্ঞোক্তম্, কমপি নাস্তি, ভবৎসন্দর্শনমাত্রেণ সকলমপি পাতকং গতম্। কষ্টং কৃত্বা অদ্যাহং ধন্যোঽস্মি, যতো মহতাং দর্শনমতীব দুর্ল্লভম্। অন্যচ্চ—

যাবৎ শরীরং সুদৃঢ়ং যাবৎ সন্তীন্দ্রিয়াণি চ। তাবদেব চ কর্ত্তব্যং পুরুষৈর্হি হিতং সদা॥

তথা চোক্তম্—

যাবৎ স্বস্থমিদং শরীরমখিলং যাবজ্জরা দূরতো, যাবচ্চেন্দ্রিয়শক্তিরপ্রতিহতা যাবৎ ক্ষয়ো নায়ুষঃ।
আত্মশ্রেয়সি তাবদেব বিদুষা কার্য্যঃ প্রযত্নো মহান্, উদ্দীপ্তে ভবনে চ কূপখননে প্রত্যুদ্যমঃ কীদৃশঃ॥

ততঃ প্রসন্নেন যোগিনা ঘুটিকা যোগদণ্ডঃ কন্থা চ দত্তা। উক্তঞ্চ, ভো রাজন্! অনয়া ঘুটিকয়া

রাজা বলিলেন, এই স্থান হইতে যদি দ্বাদশ যোজন পর্য্যন্ত গমন করা যায়, তবে সেই মহারণ্যের মধ্যে বিষম কোন পর্ব্বত প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে ত্রিকালনাথ নামে যোগীশ্বর আছেন। যদি তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারা যায়, তবে তিনি সমস্ত বাঞ্ছিত অর্থ প্রদান করেন। আমি সেইখানে যাই-তেছি। তাহারা বলিল, আমরাও যাইব। রাজা বলিলেন, স্বচ্ছন্দে আগমন কর। তদনন্তর তাহারা রাজার সহিত নির্গত হইয়া অতিশয় বিষম পথ দেখিয়া রাজাকে বলিল, হে মহাসত্ত্ব! কতদূরে পর্ব্বত আছে? রাজা বলিলেন, এখান হইতে আট যোজন। যদিও পথ বিষম এবং অতিশয় দূর, তথাপি আমরা যাইব, এই বলিয়া ছয় যোজন গিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন দেখিল যে, অগ্রভাগে মহা-কালের ন্যায় মুখবিশিষ্ট বিষাগ্নি-উদ্বমনকারী অতিভয়ঙ্কর কোন মহাসর্প পথরোধ করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা সকলেই সর্প দেখিয়া পলায়ন করিল। রাজা পুনর্ব্বার পথগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সর্প আসিয়া রাজাকে বেষ্টন পূর্ব্বক দংশন করিল, তৎপরে তিনি স্বীয় বিষবিশিষ্ট দেহ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আবৃত করিয়া দুর্গম পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ত্রিকালনাথ যোগিবরকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। যোগিদর্শনমাত্রেই সর্প তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, রাজাও নির্ব্বিষ হইলেন। যোগী বলিলেন, হে মহাসত্ত্ব! এই স্থান মনুষ্যের অগম্য ও মহাপ্রমাদবিশিষ্ট, তুমি অতিশয় কষ্ট করিয়া এখানে আসিয়াছ কেন? রাজা বলিলেন, হে প্রভো! আমি আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্তই এখানে আসিয়াছি। যোগী বলিলেন, তুমি অতিশয় কষ্ট পাইয়াছ? রাজা বলিলেন, এখন কিছুই নাই, আপনার দর্শনমাত্রেই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়াছে। কষ্ট করিয়া আমি আজি আমি ধন্য হই-লাম, যেহেতু, মহতের দর্শনলাভ অতিশয় দুর্লভ। আরও উক্ত আছে, যে পর্য্যন্ত শরীর সুদৃঢ় থাকে, যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়-সকল নষ্টশক্তি না হয়, তাবৎকাল পুরুষগণ সর্ব্বদাই হিতকার্য্য সাধন করিবেন। আরও, যাবৎ এই দেহ সুস্থ থাকে এবং যাবৎ জরা দূরবর্ত্তিনী থাকে, যাবৎ ইন্দ্রিয়-সকল নষ্ট না হয়, যাবৎ আয়ুর ক্ষয় না হয়,তাবৎ মঙ্গলের নিমিত্ত যত্ন করা বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের একান্ত কর্ত্তব্য। যখন গৃহ জ্বলিয়া উঠিল, তখন কূপ-খননের নিমিত্ত উদ্যোগ করিলে আর কি হইবে? তদনন্তর যোগিবর প্রসন্ন হইয়া রাজাকে একটী ঘুটিকা, একটী যোগদণ্ড ও একখানি কন্থা প্রদান করিয়া কহিলেন, রাজন্!

ভূমৌ যাবত্যো রেখা লিখ্যন্তে, তাবন্তি যোজনানি একস্মিন্ দিনে গন্তুং শক্যন্তে। এবং যোগদণ্ডং দক্ষিণহস্তে ধৃত্বা স্পর্শতে যদি, তর্হি মৃতসৈন্যং সঞ্জীবিতং ভূত্বা উত্তিষ্ঠতি। বামহস্তে ধৃত্বা স্পর্শতে যদি, তদা সর্ব্বস্যাপি বিপক্ষস্য সৈন্যনাশো ভবতি। ইয়ং কন্থাপি ঈপ্সিতবস্তূনি প্রযচ্ছতি। রাজাপি তৎ ত্রয়ং গৃহীত্বা যোগিনং নমস্কৃত্য অনুজ্ঞাং লব্ধ্বা যাবদ্‌গম্যতে, তাবদ্রাজমার্গে কশ্চিদ্রাজকুমারঃ সম্মুখে অগ্নিং সংস্থাপ্য কাষ্ঠানি সঞ্চিনোতি। রাজা তমপৃচ্ছৎ, ভো সৌম্য! কিমেবং ক্রিয়তে? তেনোক্তম্, অহং কশ্চিদ্রাজকুমারঃ, মম রাজ্যং দায়াদৈরপহৃতম্। দরিদ্রোঽহং জীবনং ধারয়িতুমক্ষমঃ সন্ অগ্নৌ প্রবেশং কর্ত্তুং কাষ্ঠানি সঞ্চিনোমি। ততো রাজা তস্যাভয়ং দত্ত্বা ঘুটিকাং যোগদণ্ডং কন্থাঞ্চ দদৌ, তেষাং গুণানপি অকথয়ৎ। তদনন্তরং অতিসন্তুষ্টো রাজকুমারো রাজানং প্রণম্য স্বদেশমগমৎ। বিক্রমোঽপি উজ্জয়িনীমগাৎ। ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজমবদৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি যদি এবমৌদার্য্যং বিদ্যতে, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে উপবিশ। রাজা তূষ্ণীং স্থিতঃ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরা-ভোজসংবাদে বিংশোপাখ্যানম্ ॥২০॥

একবিংশোপাখ্যানম্

পুনরপি রাজা যাবৎ সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকা ভণতি, তেন সিংহাসনে উপবেষ্টব্যং যস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যং ভবতি। রাজাবদৎ, কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যবৃত্তান্তম্। সাবব্রবীৎ, শ্রূয়তাং রাজন্! বিক্রমে রাজ্যং শাসতি, বুদ্ধিসিন্ধুনামা মন্ত্রী সমভবৎ। তস্য পুত্রঃ অনর্গলো নাম ঘৃতৌদনং ভুক্ত্বা কুমারবৃত্ত্যা তিষ্ঠতি, কিমপি বিদ্যাভাসনং ন করোতি। একদা পিত্রা ভণিতম্, হে অনর্গল! ত্বং মমোদরা-

---

এই ঘুটিকা দ্বারা ভূমিতে যতগুলি রেখা টানা যায়, একদিনে তত যোজন পথ গমন করিতে সমর্থ হওয়া যায়। এই যোগদণ্ড দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া স্পর্শ করাইলে মৃতসৈন্য সঞ্জীবিত হইয়া উত্থিত হয়, আর বাম হস্তে ধরিয়া যদি স্পর্শ করান যায়, তবে সমস্ত বিপক্ষ-সৈন্যগণ বিনাশ পায়। এই কন্থাও যাহা ইচ্ছা করিবে, সেই বস্তুই প্রদান করিবে। রাজা সেই তিনটী বস্তু গ্রহণ পূর্ব্বক যোগিবরকে নমস্কার করিয়া অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক যখন গমন করিতেছেন, তখন রাজপথে কোন রাজকুমার সম্মুখে অগ্নি-সংস্থাপন পূর্ব্বক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছেন। রাজা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সৌম্য! তুমি কেন এরূপ করিতেছ? তিনি বলিলেন, আমি কোন রাজকুমার, দায়াদগণ আমার রাজ্য অপহরণ করিয়াছে, তাহাতে আমি দরিদ্র হইয়া জীবনধারণে অক্ষম হইয়াছি, সেই কষ্টে আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত কাষ্ঠ সঞ্চয় করিতেছি। তদনন্তর রাজা তাঁহাকে অভয় দিয়া ঘুটিকা, যোগদণ্ড ও কন্থা প্রদান করিয়া সেই তিন বস্তুর গুণকীর্ত্তন করিলেন। তদনন্তর রাজকুমার অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া নিজ দেশে গমন করিলেন। বিক্রমাদিত্যও উজ্জয়িনী প্রস্থান করিলেন। এই কথা কহিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, হে রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ ঔদার্য্যগুণ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। রাজা মৌনী হইয়া রহিলেন।

বিংশোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার রাজা যখন সিংহাসনে উপবেশন করিবেন, তখন অন্য পুত্তলিকা বলিল, যাহার বিক্রমের তুল্য ঔদার্য্য, সেই ব্যক্তি এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। রাজা বলিলেন, হে পুত্তলিকে! বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন, বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে বুদ্ধিসিন্ধু নামক তাঁহার এক মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার পুত্র অনর্গল, সে ঘৃতান্ন ভোজন করিয়া বাল্যক্রীড়ায় নিয়তই নিরত ছিল, কোন বিদ্যাভ্যাস করিত না। একদিন তাহার পিতা বলিলেন, হে অনর্গল! তুমি

জাতোঽপি পরমতীব দুর্বিদগ্ধঃ;বিদ্যাভ্যাসনং ন করোষি, হৃদয়শূন্যো মূর্খঃ সন্ তিষ্ঠসি। যস্তু হৃদয়শূন্যঃ, স এব মূর্খঃ। উক্তঞ্চ—

অপুত্রস্য গৃহং শূন্যং শূন্যদেশো হ্যবান্ধবঃ।
মূর্খস্য হৃদয়ং শূন্যং সর্ব্বশূন্যা দরিদ্রতা॥

মম তব সম্বন্ধে কোঽপ্যর্থো নাস্তি। তথাহি—

কোঽর্থং পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ন ধার্ম্মিকঃ।
তয়া গবা কিং ক্রিয়তে যান্ দোগ্ধ্রী ন গর্ভিণী॥ অন্যচ্চ—
অজাতমৃতমূর্খেভ্যো মৃতাজাতৌ বরৌ সুতৌ।
যতস্তৌ স্বল্পদুঃখায় যাবজ্জীবং জড়ো দহেৎ॥ অন্যচ্চ—
কিং তেন জাতু জাতেন মাতুর্যৌবনহারিণা।
নারোহন্তি কুলং তস্য বংশস্যাগ্রে ধ্বজো যথা॥

এতৎ পিতৃবচনং শ্রুত্বা পশ্চাত্তাপযুক্তো অনর্গলো বৈরাগ্যং প্রাপ্য দেশান্তরং জগাম। তত্র দেশান্তরে একস্মিন্ নগরে কস্যচিদুপাধ্যায়স্য সকাশাৎ সকলং নীতিশাস্ত্রং পঠিত্বা নিজনগরং প্রতি সমাগচ্ছৎ। মার্গে অরণ্যমধ্যে দেবালয়মপশ্যৎ। তদ্দেবালয়সমীপে পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতং চক্রবাকযুগযুতং অতিবিমলোদকং সর আসীৎ। অত্র সরোবরস্য একদেশে অতিসন্তপ্তমুদকং অস্তি। এতৎ সর্ব্বং দৃষ্ট্বা অত্রোপবিষ্টে সূর্য্যোঽস্তং গতঃ। তদনন্তরং রাত্রিসময়ে তস্মাৎ সন্তপ্তোদকমধ্যাৎ অষ্টৌ দিব্যাঃ স্ত্রিয়ঃ নির্গত্য দেবালয়ং গত্বা চ দেবাভিষেকাদিষোড়শোপচারং কৃত্বা নৃত্যগীতাদিকলয়া দেবং তোষয়ামাসুঃ। ততো দেবঃ প্রসন্নো ভূত্বা তাভ্যঃ প্রসাদমদাৎ। এতৎ সর্ব্বমনর্গলোঽপি পশ্যতি। প্রভাতে নির্গমনসময়ে তাভিরনর্গলো দৃষ্টঃ। তাসাং মধ্যে একয়া দিব্যাঙ্গনয়া ভণিতং,ভো সৌম্য! এহি অস্মাকং নগরং প্রতি। ইত্যুক্ত্বা সন্তপ্তোদকমধ্যে প্রবিষ্টা। সোঽপি তয়া সহ গন্তুমিয়েষ, পরং সন্তপ্তোদকমধ্যে তস্যাং প্রবিষ্টায়াং অনর্গলো ভয়ান্ন

আমার ঔরসে জন্মগ্রহন করিয়া অতিশয় দুষ্টাচার হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছ না। তাহাতে জ্ঞানশূন্য মূর্খ হইয়া কালযাপন করিতেছ। যে বিদ্যাশূন্য, সে মূর্খ। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, পুত্রহীন ব্যক্তির গৃহ শূন্য এবং বান্ধবহীন দেশ শূন্য বলিয়া বোধ হয়,মূর্খের হৃদয় শূন্য এবং দরিদ্রতা সর্ব্বশূন্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তোমা হইতে আমার কোন কার্য্যই সাধিত হইবে না, যেহেতু, যে পুত্র বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক হয় না, সেই পুত্রের জন্ম হইলে তাহার দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। যে গাভী গর্ভিণী হয় না এবং দুগ্ধও প্রদান করে না, সেই গাভী লইয়া কি করিবে? আরও, অজাত, মৃত ও মূর্খ এই তিনের মধ্যে মৃত অথবা অজাত এই দুইটীই ভাল, যেহেতু, ঐ দুইজন অল্প দুঃখের নিমিত্তই হয়, কিন্তু মূর্খ পুত্র যাবজ্জীবন দগ্ধ করিয়া থাকে। আরও উক্ত আছে যে, যে পুত্র দ্বারা বংশদণ্ডের অগ্রভাগে ধ্বজের ন্যায় কুলের শোভা না হয়, মাতার যৌবনবিনাশিনী সেই পুত্র দ্বারা কি ফললাভ হইতে পারে? পিতার এই বাক্য শুনিয়া অনর্গল অত্যন্ত পরিতপ্ত হইল এবং বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক দেশান্তরে গমন করিল। তথায় এক নগরে [illegible]য়ের নিকট সমস্ত নীতিশাস্ত্র পাঠ করিয়া নিজ নগরাভিমুখে আসিতে লাগিল। পথের মধ্যে এক অরণ্যে একটী দেবালয় দেখিতে পাইল। সেই দেবালয়ের নিকটে একটী বিমলসলিলবিশিষ্ট সরোবর [illegible] তাহাতে পদ্মসকল শোভা পাইতেছে এবং চক্রবাক-মিথুনসকল ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। সেই সরোবরের এক ভাগে অতিশয় উত্তপ্ত জল আছে। এই সকল দেখিয়া অনর্গল সেইখানে উপবেশন করিল। তৎপরে সূর্য্য অস্তগত হইলে পর রাত্রিকালে সেই সন্তপ্ত সলিলের মধ্য হইতে আটটী দিব্যাঙ্গনা নির্গত হইয়া দেবালয়ে গমন পূর্ব্বক দেবতার অভিষেকাদিষোড়শোপচারে পূজা করিয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা দেবতাকে সন্তোষিত করিল। তদনন্তর দেবতা প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে প্রসাদ প্রদান করিলেন। এই সমস্ত ব্যাপার অনর্গল দর্শন করিল। প্রভাতকালে তাহারা গমন করিবার সময় অনর্গলকে দেখিতে পাইল। তাহাদের মধ্যে একটী দিব্যাঙ্গনা কহিল, হে সৌম্য! তুমি আমাদের নগরে আগমন কর, এই বলিয়া তাহারা সেই সন্তপ্ত সলিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অনর্গল তাহাদের সহিত

প্রবিষ্টঃ। অথ স্বনগরমাগত্য পিত্রাদিসর্ব্ববন্ধুজনান্ অপশ্যৎ। তেষাং মহানুৎসাহো জাতঃ। দ্বিতীয়দিবসে রাজসন্দর্শনার্থং রাজসভাং গত্বা রাজানং প্রণম্যোপবিষ্টঃ। রাজ্ঞা কুশলং পৃষ্ট্বা উক্তম্, ভো অনর্গল! এতাবন্তি দিনানি ব্যাপ্য কুত্র স্থিতোঽসি? তেনোক্তং, বিদ্যাভ্যাসং কর্ত্তুং দেশান্তরং গতোঽস্মি। রাজ্ঞোক্তম্, তত্র দেশান্তরে কিং কিমপূর্ব্বং দৃষ্টম্? অনর্গলেন রাজ্ঞঃ সন্তপ্তোদকবৃত্তান্তঃ কথিতঃ। তৎ শ্রুত্বা রাজা তেন সহ তৎস্থানং গতঃ। সূর্য্যোঽপ্যস্তং গতঃ। মধ্যরাত্রিসময়ে তাঃ দিব্যস্ত্রিয়ঃ সমাগত্য দেবস্য ষোড়শোপচারান বিধায় নৃত্যাদিনা দেবমুপস্থায় প্রভাতে যদাগচ্ছন,তদা তাসাং মধ্যে কাচিদেকা রাজানং দৃষ্ট্বা সমবদৎ, ভো সৌম্য! এহি অস্মাকং নগরং প্রতি ইতি। তৎ শ্রুত্বা রাজাপি তয়া সহ নির্গতঃ, সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ তপ্তোদকমধ্যে প্রবিষ্টাঃ, সপ্তপাতালে নিজনগরে গতাঃ। রাজাপি তপ্তোদকমধ্যে নিমগ্নস্তাভিঃ সহ গতঃ। ততঃ সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ অস্য নীরাজনাদ্যুপচারং কৃত্বা প্রোচুঃ, ভো মহাসত্ত্ব! তব সদৃশশৌর্য্যাদিগুণসম্পন্নঃ কশ্চিৎ নাস্তি, তর্হি অস্য রাজ্যস্যাধিপতির্ভব। বয়ং সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ তব সেবাং করিষ্যামঃ। রাজ্ঞোক্তম, মম অনেন রাজ্যেন প্রয়োজন নাস্তি, অহমেতৎ কৌতূহলং দ্রষ্টুং সমাগতোঽস্মি। মমাপি রাজ্যমস্তি। তাভিরুক্তম্,ভো মহাপুরুষ! বয়ং প্রসন্নাঃ স্ম, বরং বৃণীষ। রাজ্ঞোক্তম্,ভবত্যঃ কাঃ? তাভিরুক্তম্, বয়মষ্টৌ মহাসিদ্ধয়ঃ। রাজাবদৎ, তর্হি মহ্যং অষ্টমহাসিদ্ধয়ো দাতব্যাঃ। ততো রাজ্ঞে তাঃ স্ত্রিয়ঃ অষ্টৌ রত্নান দত্তঃ। তান্যেব অণিমাদ্যষ্টগুণযুক্তানি। ততো রাজা তানি রত্নানি গৃহীত্বা যাবদাগচ্ছতি, তাবন্মার্গে কশ্চিদ্বৃদ্ধো ব্রাহ্মণঃ সমাগত্য—

উষিতো নাভিকমলে হরের্যশ্চতুরাননঃ।
স পাতু সততং যুষ্মান্ বেদানামাদিপাঠকঃ॥

ইত্যাশিষং প্রযুক্তবান্। ততো রাজ্ঞা পৃষ্টঃ, ভো ব্রাহ্মণ! কুতঃ সমাগম্যতে? তেন ব্রাহ্মণেনোক্তম্,

যাইতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু তাহারা সন্তপ্ত সলিলমধ্যে প্রবেশ করিল বলিয়া ভয়ে তাহাতে প্রবেশ করিল না। তৎপরে নিজ নগরে আসিয়া পিতা প্রভৃতি নিজ বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাহাকে দেখিয়া বন্ধুগণের অতিশয় আনন্দোদয় হইল। দ্বিতীয় দিবসে রাজদর্শনের নিমিত্ত নৃপতি-সভায় গমন পূর্ব্বক রাজাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিল। রাজা কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, অনর্গল! তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? সে বলিল, বিদ্যাভ্যাস করিবার নিমিত্ত দেশান্তরে গমন করিয়াছিলাম। রাজা বলিলেন, সেখানে কোনপ্রকার অপূর্ব্ব দেখিয়াছ? অনর্গল সন্তপ্ত সলিলের বৃত্তান্ত রাজার নিকট বর্ণন করিল। রাজা তাহা শুনিয়া তাহার সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন। সূর্য্য অস্তগত হইলে মধ্যরাত্রিসময়ে সেই দিব্যাঙ্গনাগণ আসিয়া ষোড়শোপচারে দেবতার পূজা করিয়া নৃত্যাদি দ্বারা তাঁহার প্রীতিসাধন পূর্ব্বক প্রভাতকালে যখন গমন করিতেছিল, তখন তাহাদের মধ্যে একটী দিব্যাঙ্গনা রাজাকে দেখিয়া বলিল, হে সৌম্য! আমাদের নগরে আগমন করুন। তাহা শুনিয়া রাজাও তাহাদের সহিত গমন করিলেন। সমস্ত স্ত্রীগণ সন্তপ্ত সলিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সপ্ত পাতালে নিজ নগরমধ্যে গমন করিল। রাজাও সন্তপ্ত সলিলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া তাহাদের সঙ্গে গমন করিলেন। তখন সমস্ত স্ত্রীগণ মিলিত হইয়া তাঁহার আরতি ও সৎকার করিয়া বলিল,হে মহাসত্ত্ব! আপনার তুল্য শৌর্য্যাদিগুণসম্পন্ন ব্যক্তি আর নাই। এক্ষণে আপনি এই রাজ্যের অধীশ্বর হউন। আমরা স্ত্রীজন সকলেই আপনার সেবা করিব। রাজা বলিলেন, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, আমি তোমাদের এই কৌতূহল-দর্শনার্থ আসিয়াছি, আমারও রাজ্য আছে। তাহারা বলিল, হে মহাপুরুষ! আমরা প্রসন্ন হইলাম, বর গ্রহণ করুন্। রাজা বলিলেন, তোমরা কে? তাহারা বলিল, অষ্ট মহাসিদ্ধি। রাজা বলিলেন, তবে অমাকে অষ্ট মহাসিদ্ধি প্রদান কর। তৎপরে স্ত্রীগণ তাঁহাকে আটটী রত্ন প্রদান করিলেন। সেই রত্ন কয়েকটীই অণিমাদি অষ্ট-গুণযুক্ত। তৎপরে রাজা সেই রত্ন কয়েকটী লইয়া যখন আসিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে কোন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন, যিনি হরির নাভি-কমলে নিয়তই নিবাস করিয়া থাকেন, বেদের আদিপাঠক সেই চতুরানন আপনাকে সততই রক্ষা করুন্। ব্রাহ্মণ এইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলে, রাজা জিজ্ঞাসিলেন, হে দ্বিজবর! কোথা হইতে আসিয়াছেন?

অহং চম্পাপুরনিবাসী ব্রাহ্মণঃ বহুকুটুম্বী পরমত্যন্তদরিদ্রঃ ভার্য্যয়া নির্ভর্ৎসিতো দেশান্তরং সমাগতঃ। ভো রাজন্! লোকাক্তৌ নীতৌ চ প্রসিদ্ধঃ যৎ নির্ধনং নরং ভার্য্যাদয়ো পরিত্যজন্তি। উক্তঞ্চ—

স্বামী বেশমুর্বেশিতোঽপি বহুশঃ প্রোক্তোঽতি সদ্বান্ধবৈ-
র্দোতস্তং সগুণান্ত্যজন্তি মনুজং স্ফারীভবন্ত্যাপদঃ।
ভার্য্যা সাধু সুবংশজা ন ভজতে নো যান্তি মিত্রাণি চ,
ন্যায়ারোপিতবিক্রমানপি নরান্ যেষাং ন হি স্যাদ্ধনম্॥ তথা চ,—
গুরুঃ সুরূপঃ সুভগস্তু বাগ্মী, শাস্ত্রাণি চাস্ত্রাণি বিদাংবরস্তু।
অর্থং বিনা নৈব কলাকলাপং, প্রাপ্নোতি মর্ত্ত্যো হি মনুষ্যলোকে॥
কিঞ্চ—তানীন্দ্রিয়াণি বিকলানি তদেব নাম, সা বুদ্ধিরপ্রতিহতা বচনং তদেব।
অর্থোষ্মণা বিরহিতঃ পুরুষঃ স এব, সোঽপ্যন্য এব ভবতীতি কিমত্র চিত্রম্॥

রাজা তস্য বচনং শ্রুত্বা অতিসন্তুষ্টঃ অষ্টৌ রত্নানি দদৌ। স চ রাজানং স্তুত্বা নিজনগরং জগাম। রাজাপ্যুজ্জয়িনীং প্রতি অনগদেন সহ সমাগতঃ। ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা রাজানমবদৎ, ভো রাজন্! তবেদৃশং ধৈর্য্যং শৌর্য্যাদিকং অস্তি চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। তৎ শ্রুত্বা রাজা তূষ্ণীং স্থিতঃ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরা-ভোজসংবাদে একবিংশোপাখ্যানম্॥২১॥

দ্বাবিংশোপাখ্যানম্

পুনরপি রাজা সিংহাসনে যদা সমুপবিশতি, তাবদন্যয়া পুত্তলিকয়োক্তং, ভো রাজন্! অস্মিন্ সিংহাসনে তেনোপবেষ্টব্যং, যস্য বিক্রমস্যেদাদ্যা গুণা ভবন্তি। রাজ্ঞোক্তম্, ভো পুত্তলিকে! কথয়

ব্রাহ্মণ বলিলেন, চম্পাপুরে আমার নিবাস, আমার বহু পরিবার, আমি অত্যন্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার ভার্য্যা আমাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়াছে, সেই হেতুই আমি দেশান্তরে আসিয়াছি। রাজন্! নীতি-শাস্ত্রে লোকের উক্তিতে প্রসিদ্ধ আছে যে, নির্ধন পুরুষকে ভার্য্যা প্রভৃতি সকলেই পরিত্যাগ করে। কথিত আছে যে, যাহার ধন নাই, সেই গৃহস্বামী যদি গৃহে থাকে, তবে তাহাকে সদ্বন্ধুগণও বহুবাক্য বলিয়া থাকেন, সদ্গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণও ধনহীন হইলে প্রতিভা-সম্পন্ন মনুষ্যগণ তাহাকে পরিত্যাগ করেন; তাহার আপদসমূহ বহুল হইয়া উঠে। ভার্য্যা সদ্বংশজাতা হইলেও পতিকে ভজনা করে না, মিত্রবর্গ ন্যায় ও বিক্রমসম্পন্ন ধনহীন ব্যক্তির নিকট গমন করেন না। আরও, গুরুই হউন, সুরূপই হউন, সুশীলই হউন এবং অস্ত্রশস্ত্রজ্ঞানীই হউন, ধন না থাকিলে মনুষ্যগণ লোকমধ্যে আদর ও সম্মা-নাদি প্রাপ্ত হয় না। সেই অবিকল ইন্দ্রিয়সকল বিদ্যমান, নামও তাহাই, অপ্রতিহত বুদ্ধি এবং বাক্যও সেইরূপ, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অর্থগৌরব-বিরহিত ব্যক্তি যেন সেই নয়, লোকে এইরূপ বোধ করিয়া থাকে। রাজা তাঁহার বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহাকে অষ্ট রত্ন প্রদান করিলেন। তিনি রাজার প্রশংসা করিয়া নিজ স্থানে গমন করিলেন; রাজাও উজ্জয়িনীতে আগমন করিলেন। এই কথা কহিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, হে রাজন্! যদি আপনার এইরূপ ধৈর্য্য ও শৌর্য্যাদি গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন। রাজা শুনিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন।

একবিংশোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার রাজা যখন সিংহাসনে উপবেশন করিতেছেন, তখন অন্য পুত্তলিকা বলিল, হে রাজন্! যাহার বিক্রমের তুল্য ঔদার্য্যাদি গুণ বিদ্যমান আছে, সেই ব্যক্তি এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য।

তস্য বিক্রমস্যৌদার্যাবৃত্তান্তম্। সাব্রবীৎ, ভো রাজন্! শৃণু, বিক্রমাদিত্যো রাজা রাজ্যং প্রতিপালয়ন্, একদা পৃথিবীপর্য্যটনার্থং নির্গত্য নানাবিধতীর্থযাত্রায়াং দেবালয়ং পুরপর্ব্বতাদিকং দৃষ্ট্বা কদাচিন্মহারত্ন-প্রাকারপরিবৃতমভ্রংলিহপ্রাকারোপশোভিতং অনেকশিবালয়হরিমন্দিরসহিতমেকং নগরমপশ্যৎ। তত্র নগরবাহস্থিতং বিষ্ণুগৃহং গত্বা তত্রস্থিতে সরোবরে স্নাত্বা নমস্কৃত্য—

মযা ন জ্ঞায়তে নাথ মাহাত্ম্যং পরমং তব। ন জানাতি পরো ব্রহ্মা হরিং বাচামগোচরম্॥
নান্যং ভজামি ন কদামি ন চাশ্রয়ামি, নান্যং শৃণোমি ন পঠামি ন চিন্তয়ামি।
ভক্ত্যা তদীয়-চরণাম্বুজমাদরেণ, শ্রীশ্রীনিবাস পুরুষোত্তম দেহি দাস্যম্॥

ইত্যাদিবাক্যৈঃ স্তুত্বা রঙ্গমণ্ডপে উপবিষ্টং ব্রাহ্মণং রাজাবদৎ, ভো ব্রাহ্মণ! কুতঃ সমাগতোঽসি? ব্রাহ্মণোঽবদৎ, অহং কশ্চিৎ তীর্থযাত্রিকঃ পৃথ্বীপর্য্যটনং করোমি, ভবান্ কুতঃ সমাগতঃ? রাজ্ঞা ভণিতং, অহং ভবাদৃশঃ কশ্চিৎ তীর্থযাত্রিকঃ। ব্রাহ্মণেন সম্যক্ বিলোক্য ভণিতম্, ভো নৈবম্, অতি তেজস্বী দৃশ্যসে। রাজলক্ষণানি সর্ব্বাণ্যপি ত্বয়ি দৃশ্যন্তে। ত্বং রাজসিংহাসনযোগ্যঃ পৃথিবীপর্য্যটনং কিমর্থং করোষি অথবা শিরসি লিখিতং কো বা লঙ্ঘয়তি? তথাহি—

হরিণাপি হরেণাপি ব্রহ্মণাপি সুরৈরপি।
ললাটে লিখিতা রেখা ন শক্যাঃ পরিমার্জ্জিতুম্॥

তস্য বচনং রাজ্ঞোপ্যঙ্গীকৃতম্। কুতঃ—যুক্তিযুক্তবিশিষ্টং হি তৎ।

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
বিভুনাপি সদা গ্রাহ্যং বৃদ্ধাদপি ন দুর্বচঃ॥

ভো ব্রাহ্মণ! কিমর্থমতিশ্রান্ত ইব দৃশ্যতে? তেনোক্তম্, শ্রমকারণং কিং কথয়ামি। রাজা কথ্যতাং কষ্টস্য কারণম্। ব্রাহ্মণঃ কথয়তি, শ্রূয়তাং ভো রাজন্! অত্র সমীপে নীলো নাম পর্ব্বতো

রাজা বলিলেন, হে পুত্তলিকে! সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যবৃত্তান্ত বর্ণন কর। পুত্তলিকা বলিল, হে রাজন্! শ্রবণ করুন্। রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ্যপালন করিতে করিতে এক সময়ে পৃথিবী-পর্য্যটনার্থ নির্গত হইয়া নানাবিধ তীর্থস্থান, দেবালয়, পুর ও পর্ব্বতাদি দর্শন পুরঃসর কদাচিৎ এক মহারত্নময় আকাশস্পর্শী প্রাকার দ্বারা সুশোভিত, অনেক শিবালয় ও হরিমন্দিরাদি-সমন্বিত একটী নগর দর্শন করিলেন। সেই নগরের বহিঃস্থিত বিষ্ণুগৃহে যাইয়া তন্নিকটস্থ সরোবরে স্নানানন্তর এই বলিয়া দেবতাকে নমস্কার করিলেন যে, হে নাথ! আমি আপনার পরম মাহাত্ম্য জানি না, কিরূপে জানিব? আপনি বাক্যের অগোচর, আপনার মহিমা পরতর ব্রহ্মাও জানিতে সমর্থ নহেন। হে নাথ! আমি অন্যকে ভজনা করি না, অন্যের নামও শুনি না, আমি ভক্তি ও আদর পূর্ব্বক আপনার চরণারবিন্দেরই ভজনাদি করিয়া থাকি, অতএব হে শ্রীনিবাস! হে পুরুষোত্তম! আপনি আমাকে দাসত্ব প্রদান করুন, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইব। রাজা এইরূপ বাক্যে স্তুতি করিয়া রঙ্গমণ্ডপে উপবিষ্ট একটী ব্রাহ্মণকে বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি কোন তীর্থযাত্রিক, পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি; তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? রাজা বলিলেন, আমিও আপনার ন্যায় কোন তীর্থযাত্রিক। তখন ব্রাহ্মণ সম্যক্ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, না, তাহা নহে। তোমাকে অতি তেজস্বীর ন্যায় দেখা যাইতেছে. তোমাতে সমস্ত রাজলক্ষণই বিদ্যমান, তুমি একজন রাজরাজেশ্বর, সিংহাসনের যোগ্য পুরুষ, কি নিমিত্ত পৃথিবী-পর্য্যটন করিতেছ? অথবা ললাটে যাহা লিখিত আছে, তাহা কে লঙ্ঘন করিতে পারে? উক্ত আছে যে, হরিই হউন, আর হরই হউন কিংবা ব্রহ্মাই হউন অথবা দেবতাগণই হউন, ললাটে যাহা লিখিত আছে, তাহা কেহই মার্জ্জনা করিতে পারেন না। রাজাও তাঁহার বাক্য যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন। উক্ত আছে যে, যুক্তিযুক্ত উপাদেয় বাক্য, স্বয়ং প্রভু হইলেও বালকের নিকট হইতেও তাহা গ্রহণ করিবে, আর অযুক্তিযুক্ত দূষিত বাক্য বৃদ্ধের নিকট হইতেও গ্রহণ করিবে না। হে দ্বিজবর! কি জন্য আপনাকে অতি শ্রান্তের ন্যায় দেখা যাইতেছে? ব্রাহ্মণ বলিলেন, শ্রমের কারণ বলিতেছি। রাজা বলিলেন, বলুন।

ইতি। তত্র কামাক্ষী নাম দেবতাস্তি। তত্র পাতালবিবরদ্বারং পিনদ্ধমস্তি। তৎ কামাক্ষীমন্ত্রজপেন সমুদ্‌ঘাট্যতে। তন্মধ্যে রসস্য কুণ্ডমাস্তে। তেন রসেন অষ্টৌ ধাতবঃ সুবর্ণাদয়ো ভবন্তি, ময়া দ্বাদশবর্ষপর্য্যন্তং কামাক্ষীমন্ত্রজপঃ কৃতঃ, পরং বিবরদ্বারং নোদ্‌ঘাট্যতে। ইতি তাবদেব তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা যাবৎ কণ্ঠে খড়্গং নিক্ষিপতি, তাবদ্দেবতয়োক্তম্, তবাহং প্রসন্নাস্মি, বরং বৃণীষ। রাজ্ঞোক্তম্, ভো দেবি! যদি প্রসন্নাসি, তর্হি অস্মৈ ব্রাহ্মণায় রসং প্রযচ্ছ। দেবতাপি তথাস্ত্বিত্যুক্ত্বা বিলদ্বারং সমুদ্‌ঘাট্য ব্রাহ্মণায় রসং দদৌ। সোঽপি ব্রাহ্মণঃ রাজানং স্তুত্বা নিজনগরং জগাম। রাজা চ নিজনগরীমগাৎ।

ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজানমবদৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবং ধৈর্য্যং ঔদার্য্যং বিদ্যতে যদি, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে দ্বাবিংশোপাখ্যানম্। ২

ত্রয়োবিংশোপাখ্যানম

পুনরপি রাজা সিংহাসনে যাবদুপবেষ্টুং যততে, তাবৎ পুত্তলিকা ভণতি, ভো রাজন্! এতৎ সিংহাসনমধিরোঢ়ুং স এব যোগ্যো ভবতি, যস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যমস্তি। রাজ্ঞোক্তম্, ভো পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যবৃত্তান্তম্। পুত্তলিকা বদতি, শ্রূয়তাং রাজন্! একদা রাজা বিক্রমার্কো মহীং পরিভ্রম্য নিজনগরং সমাগতঃ। নগরবাসিনাং সর্ব্বেষাং জনানাং মহানন্দোঽভূৎ। রাজা স্বভবনং প্রবিশ্য মধ্যাহ্নসময়ে অভ্যঙ্গস্নানাদিকং কৃত্বা চন্দনবস্ত্রাদিভিরলঙ্কৃতঃ সন্ দেবভবনং প্রবিষ্টঃ। দেবস্য ষোড়শোপচারং বিধায় চ দেবস্তুতিং করোতি।

ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব।

ব্রাহ্মণ কষ্টের কারণ বলিলেন। হে রাজন! এই স্থানের সন্নিধানে নীল নামে পর্ব্বত আছে। তাহাতে কামাক্ষী নামে দেবতা আছেন, তথায় পাতালবিবরের দ্বার অবরুদ্ধ আছে, কামাক্ষীমন্ত্র জপ করিলে সেই দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। তাহার মধ্যে রসের কুণ্ড আছে, সেই রস দ্বারা সুবর্ণাদি অষ্টধাতু নির্ম্মিত হয়। আমি দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত কামাক্ষীমন্ত্র জপ করিতেছি, কিন্তু বিলদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল না। তাহার বাক্য শুনিয়া রাজা যখন স্বীয় কণ্ঠে খড়্গাঘাত করিতেছেন, অমনি দেবতা বলিলেন, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম, বর গ্রহণ কর। রাজা বলিলেন, দেবি! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বিপ্রকে রস প্রদান করুন। দেবতাও তথাস্তু বলিয়া বিলদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া ব্রাহ্মণকে রস প্রদান করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ রাজার স্তব করিয়া নিজ নগরে গমন করিলেন। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! আপনাতে যদি এইরূপ ধৈর্য্য ও ঔদার্য্য থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

দ্বাবিংশোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার রাজা যেমন সিংহাসনে বসিতে যাইবেন, অমনি অন্য পুত্তলিকা বলিল, হে রাজন্! যাহার বিক্রমাদিত্য রাজার তুল্য ঔদার্য্য আছে, সেই ব্যক্তিই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। রাজা বলিলেন, হে পুত্তলিকে! সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যবৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। এক সময়ে রাজা বিক্রমাদিত্য পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া নিজ নগরে আগমন করিলেন। তখন নগরবাসী সমস্ত লোকেরই আনন্দ হইল। রাজা নিজ ভবনে প্রবেশ করিয়া তৈলমর্দ্দন ও স্নানাদি করিয়া চন্দন ও বস্ত্রাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করত ষোড়শোপচারে দেবতার পূজা সমাধানপূর্ব্বক স্তুতি করিতে লাগিলেন। হে দেবদেব! তুমিই আমার মাতা, তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার সখা, তুমিই আমার বিদ্যা, তুমিই আমার

ইতি দেবং স্তুত্বা নমস্কৃত্য ব্রাহ্মণেভ্যঃ কপিলা-ভূতিলাদিদানাদি দত্ত্বা তদনন্তরং দীনান্ধবধিরকুব্জপঙ্গ্বনাথাদিভ্যো ভূরিদানং দত্ত্বা ভোজনগৃহং প্রবিষ্টো বালসুবাসিনী-বৃদ্ধাদীন্ সম্ভোজ্য স্বয়মন্যৈর্বন্ধুভিঃ সহ ভুক্তবান। তথা চোচ্যতে—

বালসুবাসিনীবৃদ্ধা গর্ভিণ্যাতুরকন্যকাম্।
সম্ভোজ্যাতিথিভৃত্যাংশ্চ দম্পত্যোঃ শেষভোজনম্॥
এক এব ন ভুঞ্জীত য ইচ্ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ।
দ্বাত্রিভির্বহুভিঃ সার্দ্ধং ভোজনং কারয়েন্নরঃ॥
অভীষ্টফলসংসিদ্ধিস্তুষ্টিঃ কাম্যং সুসম্পদঃ।
দ্বাত্রিভির্বহুভিঃ সার্দ্ধং ভোজনে তু প্রজায়তে॥
ততো ভোজনানন্তরং কিঞ্চিৎকালং বিশ্রাম্য সমুপবিষ্টঃ।
উক্তঞ্চ—ভুক্তোপবিশতো হ্যেবং ভুক্ত্বা সংবিশতঃ সুখম্।
আয়ুষ্যং ক্রমমাণস্য মৃত্যুর্ধাবতি ধাবতঃ॥ অন্যচ্চ—
অত্যম্বুপানাদ্‌বিষমাশনাচ্চ, দিবাশয়াজ্জাগরণাচ্চ রাত্রৌ।
সংরোধনান্মূত্রপুরীষয়োশ্চ, ষড়্‌বিপ্রকারেণ ভবন্তি রোগাঃ॥

তদনন্তরং সন্ধ্যাকালে তাৎকালিকং কর্ম্ম বিধায় ভোজনং কৃত্বা শয়নস্থানমাগতঃ। তত্র শশিকরনিকরশুক্লপ্রভপ্রচ্ছদপরিস্তীর্ণে কুন্দমল্লিকাশতপত্রাদিকুসুমবিকীর্ণে মঞ্চকে স্থিত্বা সুপ্তঃ। প্রভাতসময়ে স্বপ্নে রাজা স্বয়মাত্মানং মহিষারূঢ়ং দক্ষিণাং দিশং গচ্ছন্তং দৃষ্ট্বা সহসা বিষ্ণুং স্মরন্ সমুপবিষ্টঃ। প্রভাতসময়ে সন্ধ্যাকর্ম্ম সমনুষ্ঠায় সিংহাসনে সমুপবিষ্টো ব্রাহ্মণানাং পুরতঃ স্বপ্নবৃত্তান্তং অকথয়ৎ। তৎ শ্রুত্বা সর্ব্বজ্ঞেনোক্তম্, ভো রাজন্! স্বপ্নাস্তু বিবিধাঃ সন্তি, কেচন শুভাঃ শুভফলং প্রযচ্ছন্তি, কেচন অশুভাঃ অরিষ্টং প্রযচ্ছন্তি। অত্র শুভাঃ স্বপ্নাঃ গজারোহণং প্রাসাদারোহণং রোদনং মরণং অগম্যাগমনং ছত্রচামরসমুদ্রব্রাহ্মণগঙ্গাপতিব্রতাশঙ্খসুবর্ণসন্দর্শনাদয়শ্চ। উক্তঞ্চ—

ধন এবং তুমিই আমার সর্ব্বস্ব। এইরূপে দেবতার স্তুতি ও নমস্কার করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে কপিলা, গাভী, ভূমি ও তিল দান পূর্ব্বক দীন, বধির, কুব্জ, পঙ্গু ও অনাথদিগকে প্রভূত দান করিয়া ভোজনগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক বালক ও বৃদ্ধদিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং অন্যান্য বান্ধবগণের সহিত ভোজন করিলেন। উক্ত আছে যে, বালক, সুবাসিনী অর্থাৎ দ্বিতীয় বয়ঃস্থিতা বালিকা, বৃদ্ধ, গর্ভবতী, আতুর, কন্যকা, অতিথি ও ভৃত্যাদিগকে ভোজন করাইয়া তৎপরে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের ভোজন করা উচিত। যে আপনার সিদ্ধি কামনা করে, একাকী ভোজন করা তাহার কর্ত্তব্য নহে। নরগণের দুই তিন বা বহু জনের সহিত ভোজনে সন্তোষ,সুসম্পত্তি ও অভীষ্টফল সিদ্ধ হইয়া থাকে। রাজা ভোজনানন্তর কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, ভোজনান্তে উপবেশন এবং ভোজনান্তে সুখসম্ভোগ করিলে তদ্দারা আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়। আর ভোজনান্তে ধাবিত হইলে মৃত্যুও তাহার নিকট ধাবমান হয়। আরও উক্ত আছে যে, অধিক পরিমাণে জলপান, বিষম ভোজন, দিবাশয়ন, রাত্রিজাগরণ, মূত্র ও পুরীষের বেগধারণ এই প্রকার অত্যাচার দ্বারা রোগ জন্মে। তদনন্তর সন্ধ্যাকালে তৎকালকর্ত্তব্য ক্রিয়া করিয়া ভোজনান্তে শয়নস্থানে আগমন করিলেন। তথায় চন্দ্রকিরণপ্রভ বস্ত্রাচ্ছাদিত, কুন্দ-মল্লিকা-পঙ্কজাদি পুষ্পপরিকীর্ণ খট্টোপরি শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন। প্রভাতকালে রাজা স্বপ্ন দেখিলেন যে,তিনি স্বয়ং মহিষে আরোহণ করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিতেছেন,তাহা দেখিয়া তিনি বিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। প্রভাতে সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিয়া সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের সমক্ষে স্বপ্নবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া সর্ব্বজ্ঞ বলিলেন, হে রাজন্! স্বপ্নসকল দুই প্রকার ;—কতকগুলি শুভ স্বপ্ন, তাহারা শুভফল প্রদান করে, কতকগুলি অশুভস্বপ্ন, তাহারা অশুভফলদায়ক। হস্তীতে আরোহণ, প্রাসাদে আরোহণ, রোদন, মরণ, অগম্যাগমন, ছত্র, চামর, সমুদ্র, ব্রাহ্মণ, গঙ্গা, পতিব্রতা, শঙ্খ, সুবর্ণ দর্শন প্রভৃতি শুভ স্বপ্ন। উক্ত আছে যে, গো, পর্ব্বত ও বনস্পতির উপরে আরোহণ, বিষ্ঠালেপন, রোদন, মরণ, অগম্যাগমন এই সকল স্বপ্ন শুভফলপ্রদ

আরোহণং গোবৃষকুঞ্জরাণাং, প্রাসাদশৈলাগ্রবনস্পতীনাম্।
বিষ্ঠানুলেপো রুদিতং মৃতঞ্চ, স্বপ্নে হ্যগম্যাগমনঞ্চ ধন্যম্॥

অশুভং ফলঞ্চ।—মহিষারোহণং খরারোহণং কণ্টকবৃক্ষারোহণং ভস্মকার্পাসধূম্রব্যাঘ্রসর্পবরাহবানরাদিসন্দর্শনম্।

উক্তঞ্চ—খরোষ্ট্রমহিষব্যাঘ্রান্ স্বপ্নে যস্ত্বধিরোহতি।
ষণ্মাসাভ্যন্তরে তস্য মৃত্যুর্ভবতি নিশ্চিতম্॥
অন্যচ্চ—স্বপ্নেষু প্রথমে যামে সংবৎসরবিপাকভাক্।
দ্বিতীয়ে চাষ্টভির্মাসৈস্ত্রিভির্মাসৈস্ত্রিমাসকৈঃ॥
গোবিসর্জ্জনবেলায়াং সদ্যস্ত ফলমিষ্যতে॥

কিং বহুনা, ভো রাজন্! অয়ং স্বপ্নঃ তবানিষ্টকারী। রাজ্ঞোক্তম্, ভো ব্রাহ্মণ! অস্য দুঃস্বপ্নস্য উপশমনার্থং কিং করণীয়ম্? সর্ব্বজ্ঞভট্টেনোক্তম্, ত্বং স্নানং বিধায়েজ্যাবেক্ষণং কৃত্বা সর্ব্বমলঙ্কারজাতং সর্ব্ববস্ত্রাদিযুতং ব্রাহ্মণায় দেহি; পুনর্ব্বস্ত্রং পরিধায় দৈবস্যাভিষেকং কারয়িত্বা নবরত্নৈঃ পূজাং বিধেহি, ব্রাহ্মণেভ্যো গবাদিদশধান্যানি দেহি, অন্ধবধিরপঙ্গুকুব্জানাথাদীন্ ভূরিদানেন সম্ভাবয়। অনেনানুষ্ঠানেন ব্রাহ্মণাশীর্বচনেন চ তব দুঃস্বপ্নারিষ্টফলনাশায় স্বস্তি ভবিষ্যতি। রাজা এতৎসর্ব্বং ভট্টবচনং শ্রুত্বা যথোক্তমনুষ্ঠায় ভূরিদানার্থং দিনত্রয়ং ভাণ্ডারিকমুক্তবান্। ততো যস্য যাবতা ধনেন তৃপ্তির্ভবতি, তেন তাবদ্ধনং নীতম্। ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা রাজানমবদৎ, ভো রাজন্! যদি এবমৌদার্য্যং ধৈর্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তূষ্ণীমাসীৎ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরা-ভোজসংবাদে ত্রয়োবিংশোপাখ্যানম্॥২৩

হয়। আর এক প্রকার স্বপ্ন অশুভ ফল প্রদান করে, যথা—মহিষে আরোহণ, গর্দ্দভে আরোহণ, কণ্টক বৃক্ষে আরোহণ এবং ভস্ম, কার্পাস, ধূম, ব্যাঘ্র, সর্প, বরাহ ও বানরাদি দর্শন। উক্ত আছে যে, যে ব্যক্তি স্বপ্নে গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ ও ব্যাঘ্র দর্শন করে, ছয় মাসমধ্যে তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। আরও কথিত আছে যে, রাত্রির প্রথম প্রহরে স্বপ্ন দেখিলে সংবৎসরমধ্যে তাহার ফল হয়, দ্বিতীয় প্রহরে আটমাস মধ্যে, তৃতীয় প্রহরে তিন মাসমধ্যে এবং প্রভাতকালে অর্থাৎ গরু ছাড়িয়া দিবার কালে স্বপ্ন দেখিলে সদ্যই ফল পাইয়া থাকে। অধিক বলিবার প্রয়োজন কি, হে রাজন্! এই স্বপ্ন আপনার অনিষ্টকারী। রাজা বলিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ! এই দুঃস্বপ্নের বিনাশার্থ কি করা কর্ত্তব্য? সর্ব্বজ্ঞভট্ট বলিল, আপনি স্নান করিয়া যজ্ঞদর্শনপূর্ব্বক সমস্ত অলঙ্কার ও সমস্ত বস্ত্রাদি ব্রাহ্মণগণকে দান করুন, পুনর্ব্বার বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক দেবতার অভিষেক করাইয়া নবরত্ন দ্বারা দেবতার পূজা করুন, ব্রাহ্মণদিগকে গো ও ধান্য প্রভৃতি দশবিধ দান করুন, অন্ধ, বধির, পঙ্গু, কুব্জ ও অনাথদিগকে অধিকতর দান করিয়া সন্তোষিত করুন। এই অনুষ্ঠান ও ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বচন দ্বারা আপনার অমঙ্গল বিনাশ পাইয়া মঙ্গল হইবে। রাজা ভট্টের এই সকল বাক্যানুযায়ী তৎসমুদায় অনুষ্ঠান করিয়া তিন দিন প্রভূত দান করিবার নিমিত্ত ভাণ্ডারিককে আদেশ করিলেন। তদনন্তর যাহার যে পরিমাণ ধনে তৃপ্তি হয়, সে সেই পরিমাণে ধন লইয়া গেল। এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা রাজাকে বলিল, হে রাজন্! আপনাতে যদি এইরূপ ধৈর্য্য ও ঔদার্য্য বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন। রাজা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

ত্রয়োবিংশোপাখ্যান সমাপ্ত।

চতুর্বিংশোপাখ্যানম্

পুনরপি রাজা সিংহাসনে যাবৎ সমুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকা সমবদৎ, ভো রাজন্! যস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যাদয়ো গুণা ভবন্তি, সোঽস্মিন্ সিংহাসনে উপবেষ্টুং ক্ষমঃ। ভোজেনোক্তং, পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যবৃত্তান্তম্। সাব্রবীৎ, শ্রূয়তাং রাজন্! বিক্রমাদিত্যস্য বিষয়ে পুরন্দরপুরী নাম নগরী বভূব। তত্র মহাধনিকঃ কশ্চিদ্বণিগাসীৎ। স চতুরঃ পুত্রানাহূয়াবদীৎ, ভোঃ পুত্রাঃ! ময়ি মৃতে চতুর্ণামেকত্রাবস্থানং ভবতি বা ন বা পশ্চাদ্বিবাদো ভবিষ্যতি, তর্হি জীবন্নেব ভবতাং চতুর্ণাং জ্যেষ্ঠানুক্রমেণ ভাগং করোমি। অথ চতুর্ণাং ভাগং কৃত্বা চ মঞ্চাধস্তাচ্চত্বারো ভাগা ময়া নিক্ষিপ্তাঃ সন্তি, জ্যেষ্ঠকনিভাগক্রমেণ গৃহ্লীধ্বম। তথা চ তৈরঙ্গীকৃতম। ততস্তস্মিন্ পরলোকগতে চত্বারো ভ্রাতরো মাসমেকত্র স্থিতাঃ। ততস্তেষাং স্ত্রীণাং পরস্পরং কলহো জাতঃ। তদনন্তরং তৈর্বিচারিতং, কিমর্থং কোলাহলঃ ক্রিয়তে? পিত্রা জীবতৈব পূর্ব্বং চতুর্ণাং বিভাগঃ কৃতোঽস্তি, তন্মঞ্চাধঃস্থিতং বিভাগক্রমং গৃহীত্বা বিভক্তাঃ সন্তঃ সুখেন তিষ্ঠামঃ। ইত্যুক্তা যাবৎ মঞ্চাধঃ খনন্তি, তাবচ্চতুর্ণাং পাত্রাণাং অধশ্চত্বারি সম্পুটানি দৃষ্টাণি। তেষাং মধ্যে একত্র সম্পুটে মৃত্তিকাভূৎ, একত্র অঙ্গারা আসন, একস্মিন্ সম্পুটে অস্থীনি স্থিতানি, একত্র পলালপুঞ্জঃ স্থিতঃ। এতৎ চতুষ্টয়ং দৃষ্ট্বা তে চত্বারঃ পরস্পরং বিস্ময়ং গতাঃ প্রোচুঃ, অহো! অকস্মাৎ পিতৃকৃতসমাগবিভাগক্রমাৎ অর্থবিভাগক্রমঃ কেন জ্ঞায়তে? ইত্যুক্ত্বা রাজসভামপশ্যন। তস্যাঃ পুরতো নিবেদিতো বৃত্তান্তঃ সভৈ্যর্বিভাগক্রমো ন জ্ঞাতঃ। পুনশ্চত্বারো যত্র যত্র জ্ঞাতারঃ সন্তি, তেষাং পুরতঃ অমুং বৃত্তান্তং নিবেদয়ন্তি স্ম, পরং কোঽপি নির্ণয়ং কর্ত্তুং ন শশাক। একদা উজ্জয়িনীং সমাগতাঃ। রাজসভামাগম্য রাজ্ঞঃ সভায়াশ্চ পুরতো বিভাগ-বৃত্তান্তমকথয়ন্। রাজ্ঞঃ সভায়াং বিভাগক্রমো ন জ্ঞাতঃ। তদনন্তরং একদা অন্যনগরমগমন্। তত্রত্যানাং মহাজনানাং পুরতো ভণিতুমারব্ধং, তৈরপি নির্ণয়ো ন জ্ঞাতঃ। তস্মিন্ সময়ে কুম্ভকারগৃহে স্থিতঃ শালিবাহনো অমুং বৃত্তান্তমাকর্ণ্য তত্র গতান্ মহাজনান্ প্রতি ভণতি স্ম, ভোঃ সভ্যাঃ! কিমত্র দুর্ব্বোধমস্তি কিমাশ্চর্য্যঞ্চ

পুনর্ব্বার রাজা যখন সিংহাসনে বসিবেন, অমনি অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! যাঁহার বিক্রমতুল্য ঔদার্য্যাদি গুণ আছে, তিনিই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। ভোজরাজ বলিলেন, পুত্তলিকে! তুমি বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যাদি গুণ বর্ণন কর। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যমধ্যে পুরন্দরপুরী নামে এক নগর ছিল, তথায় এক মহাধনবান্ বণিক্ বাস করিত। সে একদিন চারি পুত্রকে ডাকিয়া বলিল, হে পুত্রগণ! আমার মৃত্যুর পর তোমাদের চারিজনের একত্র অবস্থিতি হইবে কি না, পশ্চাৎ বিবাদ হইবে, অতএব আমি জীবিত থাকিতে থাকিতেই আমার ধন জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠক্রমে চারিজনকেই বিভাগ করিয়া দিব। চারিজনের ধন বিভাগ করিয়া আমি আপন খট্টার নিম্নভাগে, চারি অংশে বিভক্ত করিয়া রাখিয়া দিলাম, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাদিক্রমে গ্রহণ করিও। পুত্রগণ তাহা অঙ্গীকার করিল। তদনন্তর বণিকের পরলোক হইলে চারি ভ্রাতা একমাসমাত্র একত্র রহিল। তৎপরে তাহাদিগের স্ত্রীগণের পরস্পর কলহ বাধিল। তদনন্তর তাহারা বিচার করিল যে, কলহ-কোলাহল কেন করিতেছ? পিতা জীবিত থাকিতে থাকিতে পূর্ব্বেই ধন বিভাগ করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ বিভাগক্রমে মঞ্চের নিম্নভাগে আছে, তাহা ক্রমানুসারে বিভাগ করিয়া লইয়া সুখে অবস্থিতি করিব। এই বলিয়া যখন মঞ্চের অধোভাগ খনন করিতে আরম্ভ করিল, তখন চারিটী পাত্র প্রাপ্ত হইল। সেই চারিটীর মধ্যে একটীতে মৃত্তিকা, আর একটীতে অঙ্গার, অন্যটীতে অস্থি, আর একটিতে কতকগুলি পোয়াল খড় দেখিতে পাইল। এই চারিটী পাত্র দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিল, এই পিতৃকৃত বিভাগক্রম কোন্ ব্যক্তি জানে? এই বলিয়া তাহারা রাজসভায় গমন পূর্ব্বক এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। কিন্তু রাজসভায় কেহই বিভাগক্রম বুঝিতে পারিলেন না। তৎপরে একদিন অন্য নগরে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য মহাজনগণের সমক্ষে বলিতে লাগিল, তাহারাও সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারিল না। সেই সময়ে কুম্ভকার-গৃহস্থিত শালিবাহন এই বৃত্তান্ত শুনিয়া তত্র-

কথয়। সোঽবদৎ, এতে চত্বারঃ একস্য ধনিকস্য পুত্রাঃ। জীবতা তেষাং পিত্রা জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠানুক্রমো বিভাগঃ কৃতঃ; তদ্যথা—

জ্যেষ্ঠস্য মৃত্তিকা দত্তা, তেন যা সমুপার্জ্জিতা ভূমিঃ সা সর্ব্বথা দত্তা। দ্বিতীয়স্য পলালপুঞ্জো দত্তঃ, তেন সর্ব্ববিধধান্যানি। তৃতীয়স্য অস্থীনি দত্তানি, তেন সর্ব্বেঽপি পশবো দত্তাঃ। চতুর্থস্যাঙ্গারো দত্তঃ, তেন সকলমপি সুবর্ণং দত্তম্। এবং শালিবাহনেন তেষাং বিভাগঃ কৃতঃ। তেঽপি সুখিনো ভূত্বা স্বনগরং জগ্মুঃ। রাজা বিক্রমোঽপি ইমং বিভাগবৃত্তান্তস্য নির্ণয়ং শ্রুত্বা বিস্ময়ং গতঃ, প্রতিষ্ঠানগরীং প্রতি পত্রিকাং প্রেষয়ামাস। স্বস্তি শ্রীযজনযাজনাধ্যাপনদানপ্রতিগ্রহষট্‌কর্ম্মনিষ্ঠান্ যমনিয়মাদিগুণনিষ্ঠান্ প্রতিষ্ঠানগরবাসিনো মহাজনান্ কুশলপ্রশ্নপূর্ব্বকং রাজা বিক্রমঃ কথয়তি, ভবতাং গ্রামে এষাং চতুর্ণাং বিভাগনির্ণয়কারী মদন্তিকং প্রেষয়িতব্যঃ। মহাজনা অপি রাজ্ঞা প্রেরিতাং পত্রিকাং বাচয়িত্বা শালিবাহনমাহুয় কথয়ামাসুঃ, ভোঃ শালিবাহন! ত্বাং রাজাধিরাজপরমেশ্বরঃ আসমুদ্রপৃথিবীপতিঃ বিক্রমো রাজা উজ্জয়িনীবাসী সকলকলার্থশ্লোককল্পদ্রুমঃ সমাহ্বয়তি। ত্বং তত্র গচ্ছ। তেনোক্তং, বিক্রমো রাজা কোঽসৌ? তেনাহূতো ন গচ্ছামি। যদি তস্য প্রয়োজনমস্তি, স্বয়মেবাগচ্ছতু মম সমীপে। তেন কিমপি প্রয়োজনং নাস্তি মম। তস্য বচনং শ্রুত্বা মহাজনৈঃ সহ স ন যাতীতি পুনঃ পত্রিকা রাজানং প্রতি প্রেষিতা। ততো রাজা পত্রিকালিখিতাং শ্রুত্বা ক্রোধাগ্নিনা দেদীপ্যমানবিগ্রহোঽষ্টাদশভিরক্ষৌহিণীবলৈঃ সহ নির্গত্য প্রতিষ্ঠানগরমাগত্য শালিবাহনো ভণিতঃ, ভোঃ শালিবাহন! রাজাধিরাজো বিক্রমো রাজা ত্বামাহ্বয়তি। তর্হি ত্বং তস্য দর্শনার্থমাগচ্ছ। শালিবাহনেনোক্তং ভো দূতা! অহং একাকী সন্ রাজানং ন দ্রক্ষ্যামি, ষড়ঙ্গবলোপেতঃ সমরাঙ্গণে বিক্রমস্য দর্শনং করিষ্যামি। রাজ্ঞে এবং নিবেদয়ন্তু ভবন্তঃ। তস্য বচনং শ্রুত্বা দূতা রাজ্ঞে তথৈবাচখ্যুঃ। তৎ শ্রুত্বা রাজা বিক্রমোঽপি

স্থিত মহাজনদিগকে বলিলেন, হে সভ্যগণ! ইহাতে দুর্ব্বোধ্য বা আশ্চর্য্য কি আছে? তিনি বলিলেন, ইহারা চারিজন এক বণিকের পুত্র! সেই ধনী জীবিতকালে এইরূপ বিভাগ করিয়া গিয়াছেন, যথা—জ্যেষ্ঠকে মৃত্তিকা দিয়াছেন, ইহাতে সেই বণিক্ যে ভূমি-সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছেন, তৎসমস্তই জ্যেষ্ঠকে দিয়াছেন। দ্বিতীয়কে পোয়ালরাশি দিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, সমস্ত ধান্যই দ্বিতীয়কে দেওয়া গেল; তৃতীয় ব্যক্তিকে অস্থি দিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, সমস্ত পশুই তাহাকে প্রদত্ত হইল, চতুর্থকে অঙ্গার দিয়াছেন তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, সমস্ত সুবর্ণই কনিষ্ঠকে দেওয়া গেল। শালিবাহন তাহাদিগকে এইরূপ বিভাগ করিয়া দিলেন, তাহারাও সুখী হইয়া নিজ নগরে গমন করিল। রাজা বিক্রমাদিত্য এই বিভাগনির্ণয় শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রতিষ্ঠা-নগরে পত্রিকা পাঠাইলেন যে, স্বস্তি, শ্রীযজন, যাজনাধ্যাপন, দান প্রতিগ্রহ, এই ষট্‌কর্ম্মনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানগরবাসী মহাজনদিগকে কুশলপ্রশ্ন পূর্ব্বক রাজা বিক্রমাদিত্য আদেশ করিতেছেন যে, আপনাদিগের গ্রামে এই চারিপ্রকারের বিভাগ-নির্ণয়-কারক ব্যক্তিকে আমার নিকট পাঠাইবেন। মহাজনেরাও রাজার প্রেরিত পত্র শালিবাহনের নিকট পাঠ করিয়া বলিলেন, হে শালিবাহন! রাজাধিরাজ পরমেশ্বর আসমুদ্র-ক্ষিতিপতি, সমস্ত কলাবিদ্যার কল্পবৃক্ষ, উজ্জয়িনীবাসী রাজা বিক্রমাদিত্য আপনাকে আহ্বান করিতেছেন, আপনি সেখানে গমন করুন। শালিবাহন বলিলেন, "রাজা বিক্রমাদিত্য কে? আহ্বান করিলে আমি যাইব না, যদি তাহার প্রয়োজন হয়, তবে সে স্বয়ং আমার নিকট আসুক, তাহার সহিত আমার কোন প্রয়োজন নাই।" তাঁহার বাক্য শুনিয়া মহাজনগণ "তিনি যাইতেছেন না" এই বলিয়া প্রত্যুত্তরপত্র রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর রাজা পত্রার্থ অবগত হইয়া ক্রোধানলে উদ্দীপ্ত হইলেন এবং অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সহিত নির্গত হইয়া প্রতিষ্ঠানগরে আগমন পূর্ব্বক শালিবাহনের নিকট দূত পাঠাইলেন। দূত গিয়া বলিল, রাজা বিক্রমাদিত্য আপনাকে আহ্বান করিতেছেন, অতএব আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করুন। শালিবাহন বলিলেন, হে দূতগণ! আমি একাকী রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিব না। ষড়ঙ্গবলসমন্বিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বিক্রমাদিত্যকে দর্শন করিব, তোমরা রাজাকে এই কথা নিবেদন কর। তাঁহার কথা

সমরভূমিমাগতঃ। শালিবাহনোঽপি কুম্ভকারগৃহে মৃত্তিকয়া কৃতান্ হস্ত্যশ্বরথপদাতিবলান্ মন্ত্রেণ সমুজ্জীব্য তেন ষড়ঙ্গবলেন নগরাৎ নির্গত্য সমরাঙ্গনং প্রতি সমাগতঃ। তদা উভয়দলনির্গমসময়ে—
দিক্‌চক্রং চলিতং তদা জলনিধির্জাতো ভৃশং ব্যাকুলঃ,পাতালে চকিতো ভুজঙ্গমপতিঃ পৃথ্বীধরঃ কম্পিতঃ।
সোৎকম্পা পৃথিবী মহাবিষভৃতঃ ক্রোড়ং নমত্যুৎকটং, বৃত্তং সর্ব্বমনেকধা দলপতেরেবং চমূনির্গতৌ ॥

পবনগতিসমানৈরশ্বযূথৈরনন্তৈর্মদধরগজযূথৈ রাজতে সৈন্যলক্ষ্মীঃ।
ধ্বজচমরবরাস্ত্রৈরাবৃতং খং সমস্তং, পটুপটহমৃদঙ্গৈর্ভৈরিনাদৈস্ত্রিলোকম্ ॥

ততঃ উভয়দলং মিলিতম্। তস্মিন্ সময়ে—
অশ্বাদেঃ খুররেণুভির্ব্যাপ্তং চ শেষং নভশ্ছত্রৈরাবৃতমন্তরালমনিশং ব্যাপ্তং চ ভেরীরবৈঃ।
নির্ঘোষৈ রথগজৈর্গজাশ্বনিনদৈস্তৎকিঙ্কিণীনাং রবৈর্বীরাণাং নিনদৈঃ প্রভূতভয়দৈরন্যোন্যসেনা বভুঃ ॥
খট্টাঙ্গৈর্ভল্লশস্ত্রৈঃ খলখুরণগদামুদ্গরার্দ্ধেন্দুবাণৈর্নারাচৈর্ভিন্দিপালৈর্হলবরমুষলৈঃ শক্তিকুন্তৈঃ কৃপাণৈঃ।
পট্টীশৈঃ শক্তিবজ্রপ্রভৃতিভিরপরৈর্দিব্যশস্ত্রৈঃ সুতীক্ষ্ণৈরন্যোন্যং যুদ্ধমেবং মিলিতদলযুগে বর্ত্ততে সদ্ভটানাম্ ॥

তত্র রণে—

একে বৈ হন্যমানা রণভুবি সুভটা জীবহীনাঃ পতন্তি,
একে মূর্চ্ছাং প্রপন্নাঃ স্থিরাপি নিজবলৈরুত্থিতাঃ সন্তবন্তি।
মুঞ্চন্তে সাট্টহাসং অরিনিকৃতিপরং মানমাত্মং প্রসাদং,
ভূত্বা ধাবন্তি চাগ্রে জিতমরণভয়াঃ প্রৌঢ়িমঙ্গে হি কৃত্বা ॥
একে বৈ শাত্রবাণাং সমরভয়বশাৎ ত্রাসমুৎপাদয়ন্তি,
একে সম্পূর্ণঘাতৈরুপহতবপুষো নাকনারীপ্রিয়াঃ স্যুঃ।
একে বৈ বীরধুর্য্যা রিপুহতজঠরা ভিদ্যমানাশ্চ শস্ত্রৈরস্ত্রৈঃ সভিন্নদেহা অপি ভয়রহিতা বৈরিভির্যান্তি যুদ্ধম্ ॥

শুনিয়া দূতগণ রাজাকে সেইরূপ নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া বিক্রমরাজও সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। শালিবাহনও কুম্ভকার-গৃহে মৃত্তিকা দ্বারা প্রস্তুত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি প্রভৃতি সৈন্যসমূহ মন্ত্রবলে জীবিত করিয়া সেই ষড়ঙ্গ বলের সহিত নগর হইতে নির্গত হইয়া সমরাঙ্গনে সমাগত হইলেন। তখন উভয় দলে সমকালে দিক্‌চক্র বিচলিত হইল, জলনিধি ব্যাকুল হইল, পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল এবং মহাবিষধারী ভুজঙ্গের ফণক্রোড় উৎকটরূপে নত হইতে লাগিল। দলপতিদ্বয়ে সেনাসমূহের নির্গমনকালে এই সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইতে লাগিল। তখন পবনতুল্য বেগশালী অগণ্য অশ্বসমূহ ও মদমত্ত গজযূথ দ্বারা সৈন্যলক্ষ্মী বিরাজিত হইতে লাগিল। ধ্বজ, চামর ও উত্তম বস্ত্র সমস্ত দ্বারা অখিল আকাশমণ্ডল সমাবৃত হইল এবং উচ্চতর পটহ ও মৃদঙ্গনাদে দিক্‌সকল ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তদনন্তর উভয় দল মিলিত হইলে পর অশ্বাদির খুরোত্থিত রেণুরাশি দ্বারা নভস্তল পরিব্যাপ্ত হইল, ছত্রসমূহ দ্বারা সমস্ত আকাশমণ্ডল আবৃত হইল। ভেরীরব, রথ-নির্ঘোষ, গজাশ্বাদির নিনাদ, কিঙ্কিণীধ্বনি ও বীরগণের ভয়ঙ্কর নিনাদে পৃথিবী ও আকাশ পরিপূরিত হইল। এইরূপে উভয় দলের সেনা শোভা পাইতে লাগিল। তখন উভয় দলের ভট্টগণের খট্টাঙ্গ, ভল্লাস্ত্র, সুতীক্ষ্ণ খুরণ, গদা, মুদ্গর, অর্দ্ধচন্দ্রবাণ, নারাচ, ভিন্দিপাল, হল, মুষল ও সুতীক্ষ্ণ শক্তি, কুন্ত প্রভৃতি অস্ত্রসকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। সেই রণস্থলে কেহ শত্রু কর্ত্তৃক আহত ও জীবনহীন হইয়া পতিত হইতে লাগিল, কেহ কেহ বা মূর্চ্ছিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরেই স্বীয় বলে উত্থিত হইতে লাগিল। কেহ বা অট্টহাস্য করিয়া নিজের পরাভব দূর করিয়া প্রথমের মান ও প্রসন্নতা ধারণ পূর্ব্বক নিজের মরণভয় পরিত্যাগ করিয়া অঙ্গে অস্ত্রধারণ করিয়া অগ্রে ধাবমান হইল। কেহ কেহ বা শত্রুগণের ভয় ও ত্রাস উৎপাদন করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা অতিশয় আঘাত দ্বারা গতপ্রাণ হইয়া স্বর্গরমণীগণের প্রিয়তম হইতে লাগিল এবং কোন কোন বীরগণ রিপু কর্ত্তৃক অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা

তত্রারেচ্ছুরিকাদিশস্ত্রনিচয়া ভান্তীব মীনাদয়ঃ,
কেশস্নায়ুশিরান্ত্রজালনিবহৈঃ শৈবালবদ্দৃশ্যতে।
যানীভেন্দ্রকলেবরাণি পতিতানীদৃঙ্ন শাস্তোর্দ্ধে,
প্রেতানীব বিভান্তি তানি রুধিরে চাস্থীনি শঙ্খা ইব॥

ততো বিক্রমার্কেণ শালিবাহনস্য সৈন্যং সর্ব্বং পাতিতং, শালিবাহনোঽপি শেষনাগেন্দ্রং সস্মার। শেষেণ সর্পাঃ প্রেষিতাঃ, তৈঃ সর্পৈর্দষ্টং বিক্রমাদিত্যসৈন্যং বিশেষেণ মূর্চ্ছিতং রণাঙ্গনে পপাত। তদনন্তরং বিক্রমার্কো রাজা একাকী নিজনগরং জগাম। স্বসৈন্যসঞ্জীবনার্থং অর্দ্ধোদকে নববর্ষপর্য্যন্তং বাসুকিমন্ত্রমনুষ্ঠিতবান্। ততো বাসুকিঃ তস্মৈ প্রসন্নো ভূত্বা বভাণ, ভো রাজন্! বরং বৃণীষ্ব। বিক্রমেণ ভণিতম্, ভো সর্পরাজ! যদি মম প্রসন্নোঽসি, তর্হি সর্পবিষবেগেন মূর্চ্ছিতস্য মম সৈন্যস্য সঞ্জীবনার্থমমৃতঘটং দেহি। অথ বাসুকিনা অমৃতঘটো দত্তঃ। তমমৃতং গৃহীত্বা রাজা বিক্রমো যাবৎ মার্গে সমায়াতি, তাবদ্‌ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদাগত্য—

হরের্লীলা-বরাহস্য দংষ্ট্রাদণ্ডঃ পুনাতু বঃ। হিমাদ্রিশিখরস্যেব ধাত্রী যস্য শ্রিয়ং দধৌ॥

ইত্যাশিষমুক্তবান্। ততো রাজ্ঞা ভণিতম্, ভো ব্রাহ্মণ! কুতঃ সমাগতোঽসি? ব্রাহ্মণেনোক্তম্, অহং প্রতিষ্ঠাননগরাদাগতঃ। রাজ্ঞোক্তম্, কিং বদসি? ব্রাহ্মণো বদতি, ভবান্ অর্থিজনচিন্তামণিঃ, যতশ্চিন্তিতং বস্তু দাতুং সমর্থঃ, অতো মমৈকস্মিন্ বস্তুনি প্রীতিরস্তি, তদীয়তে চেৎ তর্হি বদামি। রাজ্ঞোক্তম্, যৎ ত্বয়া যাচ্যতে, তৎ দাস্যামি। ব্রাহ্মণেনোক্তম্, মহ্যমমৃতঘটো দাতব্যঃ। রাজ্ঞোক্তম্, ত্বং কেন প্রেষিতোঽসি? ব্রাহ্মণেনোক্তম্, অহং শালিবাহনেন প্রেষিতঃ। তৎ শ্রুত্বা রাজা বিচারিতং, ময়া পূর্ব্বং অস্মৈ দাস্যামি ইতি ভণিতম্। ইদানীং ন দীয়তে চেৎ, অপকীর্ত্তিরধর্ম্মোঽপি ভবিষ্যতীতি অতঃ সর্ব্বথা দাতব্যমেব। ব্রাহ্মণেন ভণিতম্, ভো রাজন্! কিং বিচারয়তি? ভবান্ সজ্জনঃ। সজ্জনস্য ভাষণে পুনরন্যথা ন ভবতি। তথা চোক্তম্—

জঠরে আহত ও ভিদ্যমান, তথাপি অরাতিগণের ছুরিকাদি শস্ত্রসমূহ মীনসমূহের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং কেশ, স্নায়ু, শিরা ও অন্ত্রসমূহ শৈবালের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং যে মৃত করীন্দ্রগণের কলেবর সকল পতিত হইল, রুধিরনদীর মধ্যে প্রেতের ন্যায় ও অস্থিসকল শঙ্খের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। এই যুদ্ধ যেরূপ ভয়ঙ্কর হইল, এরূপ যুদ্ধ সেরূপ ঘটে নাই। অনন্তর বিক্রমাদিত্য, শালিবাহনের সমস্ত সৈন্য নিপাতিত করিলেন, তখন শালিবাহন শেষনাগকে স্মরণ করিলেন, শেষনাগ সর্পগণকে প্রেরণ করিলেন। সেই সর্পগণের দংশনে বিক্রমের সৈন্যসকল মূর্চ্ছিত হইয়া রণস্থলে নিপতিত হইল। তৎপরে রাজা বিক্রমাদিত্য একাকী নিজনগরে ফিরিয়া আসিলেন এবং স্বীয় সৈন্যগণকে পুনর্ব্বার বাঁচাইবার নিমিত্ত জলমধ্যে দেহের অগ্রভাগ ডুবাইয়া নয় বৎসর বাসুকি-মন্ত্র জপ করিলেন। তদনন্তর বাসুকি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, হে রাজন্! বর গ্রহণ কর। বিক্রম বলিলেন, হে সর্পরাজ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে সর্পগণের বিষবেগে মূর্চ্ছিত মদীয় সৈন্যগণকে বাঁচাইবার নিমিত্ত অমৃতঘট প্রদান করুন। অনন্তর বাসুকি তাঁহাকে অমৃতঘট প্রদান করিলেন। সেই অমৃতঘট লইয়া রাজা বিক্রমাদিত্য যেমন পথিমধ্যে আসিতেছিলেন, অমনি কোন ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন, হিমাদ্রি-শিখরের ন্যায় পৃথিবী যাহার শোভা সম্পাদন করিয়াছেন, সেই হরির লীলাবতার বরাহের দংষ্ট্রাদণ্ড আপনাকে পবিত্র করুন। এইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। তৎপরে রাজা বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি প্রতিষ্ঠাননগর হইতে আসিয়াছি। রাজা বলিলেন, কি বলিতেছেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন, আপনি যাচক জনের চিন্তামণি, যেহেতু, আপনি চিন্তিত বস্তু প্রদানে সমর্থ, অতএব আমার একটী বস্তুতে প্রীতি আছে, যদি আপনি তাহা দান করেন, তবে আমি বলিব। রাজা বলিলেন, যাহা আপনি যাচ্ঞা করিবেন, তাহাই আমি প্রদান করিব। ব্রাহ্মণ বলিলেন, ঐ অমৃতঘটটী প্রদান করুন্। রাজা বলিলেন, আপনাকে কে পাঠাইয়া দিয়াছে? ব্রাহ্মণ বলিলেন, শালিবাহন আমাকে পাঠাইয়াছেন। তাহা শুনিয়া রাজা বিচার করিলেন, আমি পূর্ব্বেই ইহাঁকে "দিব" বলিয়াছি, এখন যদি না দিই, তবে অকীর্ত্তি ও অধর্ম্ম হইবে, অতএব ইহাঁকে অমৃতঘট প্রদান করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ বলিলেন, রাজন্! আপনি সজ্জন, কি বিচার করিতেছেন? সজ্জনদিগের বাক্য কখনই অন্যথা হয় না। উক্ত আছে যে,

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে, প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নিঃ।
বিকসতি যদি পদ্মং পর্ব্বতাগ্রে শিলায়াং, ন চলতি পুনরন্যৎ ভাষণং সজ্জনানাম্॥

রাজ্ঞোক্তম্, সত্যমুক্তং ভবতা। তথৈব ক্রিয়তে, গৃহ্যতামমৃতঘটঃ। অথ তস্মৈ ঘটং দদৌ। সোঽপি ব্রাহ্মণো রাজানং স্তুত্বা নিজস্থানং গতঃ। রাজাপি উজ্জয়িনীমগাৎ।

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজানমবোচৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবমৌদার্য্যং ধৈর্য্যং বিদ্যতে, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজ-সংবাদে চতুর্ব্বিংশোপাখ্যানম্ ॥২৪॥

পঞ্চবিংশোপাখ্যানম

পুনরপি রাজা সিংহাসনে যাবৎ সমুপবিশতি, তাবদন্যয়া পুত্তলিকয়োক্তম্, পুত্তলিকে! কথয় বিক্রমস্য ঔদার্য্যবৃত্তান্তম্। সা অব্রবীৎ, শ্রূয়তাং রাজন্! বিক্রমাদিত্যে রাজ্যং শাসতি একদা কশ্চিদ্জ্যোতিষিকঃ সমাগতঃ—

সূর্য্যঃ শৌর্য্যমথেন্দুরিন্দ্রপদবীং সন্মঙ্গলং মঙ্গলঃ, সদ্বুদ্ধিশ্চ বুধো গুরুশ্চ গুরুতাং শুক্রঃ সুতং শনিঃ।
রাহুর্ব্বহুবলং করোতু নিয়তং কুলস্যোন্নতিং কেতুঃ, নিত্যং প্রীতিকরা ভবতাং সর্ব্বেঽনুকূলা গ্রহাঃ॥

ইত্যাশিষমুক্ত্বা পঞ্চাঙ্গানি কথয়ামাস। অথ ভূপতিঃ জ্যোতিষিকমপৃচ্ছৎ, ভো দৈবজ্ঞ! অস্মিন্ সংবৎসরে রাজাদিকং ব্রূহি। তেনোক্তম্, রাজা রবিঃ, মন্ত্রী ভৌমঃ, মেঘাধিপো ভৌমঃ। শনৈশ্চরো রোহিণীশকটং ভিত্ত্বা যাস্যতি, তস্মাৎ সর্ব্বথা অনাবৃষ্টির্ভবিষ্যতি। উক্তঞ্চ বরাহমিহিরসংহিতায়াম্—

যদা হ্যর্কসুতো ভংক্তে রোহিণীশকটং খলু। ভিত্ত্বা ন বর্ষতি তদা মেঘো দ্বাদশবর্ষাণি॥ তথা চ—

যদি সূর্য্যদেব পশ্চিমদিকে উদিত হন, যদি মেরুপর্ব্বত বিচলিত হয়, যদি বহ্নি শীতল হন, যদি শিলায় অথবা পর্ব্বতাগ্রে পদ্ম বিকসিত হয়, তথাপি সজ্জনদিগের বাক্য কখনই অন্যথা হয় না। রাজা বলিলেন, আপনি সত্যই বলিয়াছেন, আমি তাহাই করিতেছি। আপনি অমৃতঘট গ্রহণ করুন, এই বলিয়া অমৃতঘট প্রদান করিলেন, ব্রাহ্মণ রাজার স্তুতি করিয়া নিজস্থানে গমন করিলেন, রাজাও উজ্জয়িনীতে আগমন করিলেন। এই কথা কহিয়া পুত্তলিকা বলিল, হে রাজন্! যদি আপনাতে এরূপ ধৈর্য্য ও ঔদার্য্য থাকে, তবে আপনি এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্।

চতুর্ব্বিংশোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার রাজা সিংহাসনে যেমন বসিবেন, অমনি অন্য পুত্তলিকা বলিল, হে রাজন্! বিক্রমাদিত্যের তুল্য যাঁহার ঔদার্য্য গুণ আছে, তিনিই এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য। ভোজ বলিলেন, হে পুত্তলিকে! বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য-বৃত্তান্ত বর্ণন কর। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন্। বিক্রমাদিত্য যখন রাজ্য-শাসন করেন, তখন কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ আসিয়া বলিলেন, সূর্য্যদেব শূরত্ব, চন্দ্রদেব ইন্দ্রপদবী, মঙ্গল সুমঙ্গল, বুধ বুদ্ধি, গুরু গুরুত্ব, শুক্র পুত্র, শনি মঙ্গল এবং কেতু কুলের উন্নতি প্রদান করুন্। এইরূপে সমস্ত গ্রহগণ অনুকূল হইয়া আপনার প্রীতিপ্রদ হউন। এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া পঞ্চাঙ্গ বর্ণন করিলেন। অনন্তর নরপতি জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দৈবজ্ঞ! এই সংবৎসরের রাজাদি কীর্ত্তন করুন। তিনি বলিলেন, রবি রাজা, মঙ্গল মন্ত্রী ও মেঘাধিপতি আর শনৈশ্চর রোহিণী-শকট ভেদ করিয়া গমন করিবেন, অতএব এ বৎসর সর্ব্বতোভাবেই অনাবৃষ্টি হইবে। বরাহমিহিরসংহিতায় উক্ত আছে যে, যখন সূর্য্যপুত্র রোহিণীশকট ভগ্ন করেন, তখন সংবৎসর ব্যাপিয়া

রোহিণীশকটমর্কনন্দনশ্চেদ্ভিনত্তি রুধিরৌঘভাঙ্ মহী।
কিং ব্রবীমি ন হি বারিসাগরে সর্ব্বলোক উপযাতি সংক্ষয়ম্॥ মতান্তরে —
যদা ভিনত্তি মন্দোঽয়ং রোহিণ্যাঃ শকটং তদা।
বর্ষাণি দ্বাদশানীহ বারিবাহো ন বর্ষতি॥

এতদ্দৈবজ্ঞবচনং শ্রুত্বা রাজা অব্রবীৎ, তস্যাবর্ষণস্য নোঽপ্যুপায়োঽস্তি? দৈবজ্ঞেনোক্তম্, কুতো নাস্তি, কমপি গ্রহহোমাদিকং ক্রিয়তে চেৎ, বৃষ্টির্ভবিষ্যতি। ততো বিক্রমো রাজা শ্রোত্রিয়ান্ ব্রাহ্মণানাহূয় তেষাং পুরতঃ পূর্ব্ববৃত্তান্তং উক্ত্বা তৈর্হোমং কারয়িতুমারব্ধবান্। ততঃ সর্ব্বাপি হোমসামগ্রী সম্পাদিতা। রাজা দ্রব্যান্নবস্ত্রাদিনা ব্রাহ্মণাঃ সন্তোষিতাঃ, দশদানানি দত্তানি। তদনন্তরং ভূরিদানেন দীনান্ধবধিরপঙ্গ্বনাথাদয়ঃ সন্তোষিতাঃ। পরং বৃষ্টির্ন ভবতি, তদভাবেন সর্ব্বে লোকা বুভুক্ষিতাঃ পরং ক্লেশমগমন্। রাজাপি তেষাং দুঃখেন স্বয়ং দুঃখিতঃ সন্ একদা যজ্ঞশালায়াং সমুপবিষ্টো যাবচ্চিন্তয়তি, তাবদশরীরিণী বাগাসীৎ। ভো রাজন্! পুরস্থিতদেবালয়বাসিনী তে আশাং পূরয়িষ্যতি, দেবতায়াঃ পুরতো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণযুক্তস্য পুরুষস্য শিরশ্ছিত্ত্বা বলির্দীয়তে চেৎ বৃষ্টির্ভবিষ্যতি। তৎ শ্রুত্বা রাজা দেবালয়ং গত্বা দেবীং নত্বা যাবৎ খড়্গং শিরসি দধাতি, তাবদ্দেবতয়া ধৃতো ভণিতশ্চ, ভো রাজন্! তব ধৈর্য্যেণ প্রসন্নাস্মি, বরং বৃণীষ্ব। রাজা বদতি, ভো দেবি! যদি মম প্রসন্নাসি, তর্হি অনাবৃষ্টিং নিবারয়। দেবতয়োক্তং, তথা করিষ্যামি। ততো রাজা নিজসভামাগতঃ।

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভণতি, ভো রাজন্! যদি ত্বয়ি এবং ধৈর্য্যং পরোপকারবাসনা চ বিদ্যতে, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরোভোজ-সংবাদে পঞ্চবিংশোপাখ্যানম্॥২৫॥

বর্ষণ করেন না। আরও উক্ত আছে যে, যদি সূর্য্যপুত্র রোহিণীশকট ভগ্ন করেন, তবে পৃথিবীতে রক্তবৃষ্টি হয়, আর অধিক কি বলিব, বারিসাগরে জল থাকে না এবং সমস্ত লোক ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। মতান্তরে কথিত আছে, যখন শনি রোহিণীশকট ভগ্ন করেন, তখন মেঘগণ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ষণ করে না। দৈবজ্ঞের এই বাক্য শুনিয়া রাজা বলিলেন যে, অনাবৃষ্টির কোন উপায় আছে কি না? দৈবজ্ঞ বলিলেন, নাই কেন? যদি কোন গ্রহহোম করেন, তবে বৃষ্টি হইবে। তদনন্তর বিক্রমাদিত্য দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সমক্ষে উক্ত বৃত্তান্ত-সকল বলিয়া তাঁহাদের দ্বারা হোম আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সমস্ত হোমসামগ্রী সমাহৃত হইল। রাজা বিবিধ দ্রব্য অন্ন ও বস্ত্রাদিদ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে সন্তোষিত করিলেন এবং দশবিধ দান করিলেন। তৎপরে বহুতর দান করিয়া দীন, অন্ধ, বধির, পঙ্গু ও অনাথ প্রভৃতিকে সন্তোষিত করিলেন; কিন্তু তথাপি বৃষ্টি হইল না। বৃষ্টির অভাবে সমস্ত লোক ক্ষুধিত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে লাগিল। রাজাও তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া এক দিন স্বয়ং যজ্ঞশালায় উপবেশন পূর্ব্বক চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে আকাশবাণী হইল যে, যদি দ্বাত্রিংশৎলক্ষণযুক্ত পুরুষের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক বলি প্রদান কর, তবে তোমার পুরস্থিত দেবালয়বাসিনী দেবী তোমার আশা পূরণ করিয়া বৃষ্টিদান করিবেন। তাহা শুনিয়া রাজা দেবালয়ে গমন পূর্ব্বক দেবীকে প্রণাম করিয়া যেমন মস্তকে খড়্গাঘাত করিবেন, অমনি দেবতা তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, হে রাজন্! তোমার ধৈর্য্যগুণ দেখিয়া আমি প্রসন্ন হইয়াছি, বর বরণ কর। রাজা বলিলেন, দেবি! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে অনাবৃষ্টি নিবারণ করুন। দেবতা বলিলেন, তাহা করিব। তদনন্তর রাজা আপনার সভায় আগমন করিলেন। এই কথা কহিয়া পুত্তলিকা বলিল, হে রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ ধৈর্য্য ও পরোপকারবাসনা বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

পঞ্চবিংশোপাখ্যান সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশোপাখ্যানম্‌

পুনরপি রাজা যাবৎ সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবদন্যয়া পুত্তলিকয়োক্তম্‌, ভো রাজন্‌! অস্মিন্‌ সিংহাসনে স এব সর্ব্বথা উপবেষ্টুং যোগ্যঃ, যস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যাদয়ো গুণা ভবন্তি। ভোজেনোক্তম্‌, ভো পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যবৃত্তান্তম্‌। সা অব্রবীৎ, ভো রাজন্‌! শ্রূয়তাম্‌। ঔদার্য্যদয়াবিবেকধৈর্য্যাদিগুণৈঃ অন্যো বিক্রমসদৃশো রাজা নাস্তি, অন্যচ্চ, যদুক্তং তদন্যথা ন করোতি, যচ্চিত্তে স্থিতং, তবে তথৈব বদতি, যদ্বচনে স্থিতং, তৎ তদেব করোতি, অতঃ সজ্জনোঽয়ম্‌।

উক্তঞ্চ—যথা চিত্তং তথা বাক্যং যথা বাক্যং তথা ক্রিয়া। চিত্তে বাচি ক্রিয়ায়াঞ্চ সাধূনামেকরূপতা॥

একদা সুরনগর্য্যামিন্দ্রঃ সিংহাসনে উপবিষ্টোঽভূৎ। তস্য সভায়ামষ্টাশীতিসহস্রাণি ঋষীণামাসন্‌। ত্রয়স্ত্রিংশৎকোট্যঃ দেবতা উপবিষ্টা আসন্‌। অষ্টা লোকপালাঃ একোনপঞ্চাশদ্‌মরুদ্গণাঃ দ্বাদশাদিত্যাশ্চ নারদঃ তুম্বুরুশ্চ উর্ব্বশীমেনকারম্ভাতিলোত্তমামিশ্রকেশী-ঘৃতাচীমঞ্জুঘোষাপ্রিয়দর্শনাপ্রভৃতিদিব্যস্ত্রিয়ঃ উপবিষ্টা বভূবুঃ। সর্ব্বোঽপি গন্ধর্ব্বাণাং গণঃ উপবিষ্টোঽভূৎ। তস্মিন্নবসরে নারদেন উক্তং, ভূমণ্ডলে বিক্রমার্কসদৃশঃ কীর্ত্তিমান্‌ পরোপকারী মহাসত্ত্বসম্পন্নো রাজা নাস্তি। তদ্বচনমাকর্ণ্য সর্ব্বে দেবসভাস্থিতাঃ পরং বিস্ময়ং জগ্মুঃ। কামধেনুরপি ভণতি, কোঽত্র সন্দেহঃ, বিস্ময়োঽপি ন কার্য্যঃ। উক্তঞ্চ—

দানে তপসি শৌর্য্যে চ বিজ্ঞানে বিনয়ে নয়ে। বিস্ময়ো ন চ কর্ত্তব্যো বহুরত্না বসুন্ধরা॥ তথাচ—

বাজিবারণলোহানাং কাষ্ঠপাষাণবাসসাম্‌। নারীপুরুষতোয়ানাং অন্তরং মহদন্তরম্‌॥

তদনন্তরং ইন্দ্রেণ সুরভির্ভণিতা, ত্বং মর্ত্ত্যলোকং গত্বা বিক্রমস্য দয়াপরোপকারাদীন্‌ গুণান্‌ নিশ্চিত্য মম নিবেদয় ইতি। ততঃ সুরভিরত্যন্তদুর্ব্বলং গোরূপং ধৃত্বা মর্ত্ত্যলোকং গতা। যাবৎ বিক্রমার্কো মার্গে সমায়াতি, তাবৎ স্বয়ং অত্যন্ত দুস্তরে পঙ্কে নিমগ্না আসীৎ, রাজানং দৃষ্ট্বা চ কাতরং শব্দং চকার। রাজাপি তৎসমীপমাগত্য যদা পশ্যতি, তদা অতিসঙ্কীর্ণে দুস্তরে পঙ্কে নিমগ্না আসীৎ, তৎ-

পুনর্ব্বার রাজা যখন সিংহাসনে উপবেশন করিবেন, তখন অন্য এক পুত্তলিকা বলিল, রাজন্‌! যাহার বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ঔদার্য্যাদিগুণ আছে, তিনিই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। ভোজ বলিলেন, পুত্তলিকে! সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য-বৃত্তান্ত বর্ণন কর। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্‌! শ্রবণ করুন্‌। বিক্রমের তুল্য ঔদার্য্য, দয়া, বিবেক ও ধৈর্য্যাদিগুণবশিষ্ট অন্য রাজা আর নাই, আর তিনি যাহা বলিতেন, তাহার অন্যথা করিতেন না, যাহা তাঁহার মনে হইত, তাহাই তিনি বলিতেন এবং যাহা বলিতেন, তাহাই করিতেন, অতএব তিনি সজ্জন লোক ছিলেন। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, মন যেরূপ, বাক্যও সেইরূপ এবং বাক্যও যেরূপ, ক্রিয়াও সেইরূপ, অতএব সাধুদিগের চিত্ত, বাক্য ও ক্রিয়াতে একরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে। একদিন সুরনগরীতে দেবরাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সভায় অষ্টাশীতি হাজার ঋষি, তেত্রিশ কোটি দেবতা, অষ্টলোকপাল, উনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণ, দ্বাদশ আদিত্য এবং নারদ, তুম্বুরু ও উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, মিশ্রকেশী, ঘৃতাচী, মঞ্জুঘোষা, প্রিয়দর্শনা প্রভৃতি দিব্যাঙ্গনাগণ উপবিষ্ট ছিলেন, সেই রাজসভায় সমস্ত গন্ধর্ব্বগণও উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ে মহর্ষি নারদ বলিলেন, ভূমণ্ডলে বিক্রমাদিত্যের তুল্য কীর্ত্তিমান্‌, পরোপকারী এবং ধৈর্য্য, ঔদার্য্য ও শৌর্য্যাদি মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন রাজা আর নাই। তাঁহার বাক্য শুনিয়া সভাস্থিত সমস্ত দেবগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। কামধেনু বলিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং ইহাতে বিস্মিত হইবার বিষয় নাই। উক্ত আছে যে, দান, তপস্যা, শৌর্য্য, বিজ্ঞান, বিনয় ও নীতিবিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নয়, যেহেতু, বসুন্ধরায় বহুতর রত্ন বিদ্যমান আছে। আরও, অশ্ব, হস্তী ও লৌহের এবং নারী পুরুষ ও জলের প্রভেদ অতিশয় মহৎ বলিয়া জানিবে। তদনন্তর সুররাজ সুরভিকে বলিলেন, তুমি মর্ত্ত্যলোকে যাইয়া বিক্রমের দয়া ও পরোপকারাদিগুণ নিশ্চয় করিয়া আমাকে তাহা নিবেদন কর। তখন সুরভি অত্যন্ত দুর্ব্বল গোরূপ ধারণপূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে গমন করিলেন। যখন বিক্রমাদিত্য পথিমধ্যে আসিতেছিলেন,

সমীপে ব্যাঘ্রঃ কশ্চিৎ সমুপবিষ্টোঽস্তি। রাজাপি তাং গাং উত্থাপয়িতুং প্রযত্নং ক্রিয়মাণে সূর্য্যোঽপ্যস্তং গতঃ। অথ রাত্রিরাগতা। সোঽপি অনাথাং তাং গাং রক্ষন্ তত্রৈব স্থিতঃ। ততঃ সূর্য্যোদয়ো জাতঃ; গৌরপি রাজ্ঞো দয়া-ধৈর্য্যাদিগুণান্নিরীক্ষ্য স্বয়মেবোত্থিতা রাজানমবদৎ, ভো রাজন্! অহং সুরভিধেনুস্তব দয়াদিগুণানবলোকয়িতুং স্বর্গাৎ সমায়াতা, তত্র প্রত্যয়ো দৃষ্টঃ। ত্বৎসদৃশো রাজা দয়াপরো ভূতলে নাস্তি, অতঃ প্রসন্নাস্মি, বরং বৃণীষ্ব। রাজ্ঞা ভণিতং, ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়ি ন্যূনতা নাস্তি, কিং ময়া প্রার্থ্যতে। তয়োক্তং, মম বাক্যং কথমপি নিষ্ফলং ন ভবতি, তর্হি অহং তব সমীপে এব তিষ্ঠামি। ইতি রাজ্ঞা সহ নির্গতা। ততো রাজা যাবৎ তয়া সহ মার্গে গচ্ছতি, তাবৎ ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদাগত্য—

সানন্দং নন্দিহস্তাহতমুরজরবাহূতকৌমারবর্হি-
স্ত্রাসান্নাসাগ্ররন্ধ্রং বিশতি ফণিপতৌ ভোগসঙ্কোচভাজি।
গণ্ডোড্ডীনালিমালামুখরিতককুভস্তাণ্ডবে শূলপাণে-
র্বৈনায়ক্যশ্চিরং বো বদনবিধুতয়ঃ পান্তু চীৎকারবত্যঃ॥

ইত্যাশিষং প্রযুজ্যাব্রবীৎ, ভো রাজন্! অহং দরিদ্রঃ কৃতঃ, অতোঽহং সর্ব্বান্ জনান্ পশ্যামি, মাং কেচন ন পশ্যন্তি।—

দারিদ্র্যায় নমস্তভ্যং সিদ্ধোঽহং ত্বৎপ্রসাদতঃ।
জগৎ পশ্যামি যেনাহং ন মাং পশ্যন্তি কেচন॥

যস্ত দারিদ্র্যমুদ্রিতস্তস্য গৃহে সর্ব্বদা সূতকমেব ভবতি।

স্বগ্রাসং পথিকায় দেহি সুভগে নো নো গিরো নিষ্ফলাঃ
কস্মাদ্ব্রূহি সখে নু সূতকমিদং কালাবধির্নাস্তি কিম্।

তখন তিনি স্বয়ং অত্যন্ত দুস্তর পঙ্কমধ্যে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। রাজাকে দেখিয়া তিনি কাতর শব্দ করিলেন, রাজাও তাঁহার নিকটে আসিয়া দেখিলেন যে, গাভীটী অত্যন্ত দুস্তর পঙ্কমধ্যে নিমগ্ন হইয়া আছে, তাহার সমীপে একটা ব্যাঘ্র বসিয়া আছে। রাজা সেই গাভীটীকে উঠাইবার নিমিত্ত প্রযত্ন করিতে করিতে সূর্য্য অস্তমিত হইলেন, রাত্রি উপস্থিত হইল। রাজাও সেই অনাথা গাভীটীকে রক্ষা করিয়া সেই স্থানেই রহিলেন। তৎপরে সূর্য্যোদয় হইল। গাভীও রাজার দয়া ও ধৈর্য্যাদি গুণ দেখিয়া আপনিই উঠিয়া রাজাকে বলিলেন, রাজন্, আমি স্বর্গধেনু সুরভি, তোমার দয়াদি গুণসমূহ অবলোকন করিবার নিমিত্ত স্বর্গ হইতে আসিয়াছি। সে বিষয়ে আমার বিশ্বাস হইল যে, তোমার তুল্য দয়াশীল রাজা পৃথিবীতে নাই, আমি প্রসন্ন হইয়াছি, বর গ্রহণ কর। রাজা বলিলেন, আপনার প্রসাদে আমার কোন বিষয়েই ন্যূনতা নাই। আমি কি প্রার্থনা করিব? সুরভি বলিলেন, আমার বাক্য কোনরূপে নিষ্ফল হয় না, তবে আমি তোমার নিকটেই থাকিব, এই বলিয়া রাজার সহিত গমন করিলেন। তৎপরে রাজা যখন তাঁহার সহিত পথে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে কোন ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন, মহাদেবের উদ্ধত নৃত্যের নিমিত্ত নন্দী নিজ হস্তদ্বারা সানন্দচিত্তে মুরজ বাজাইলে পর কার্ত্তিকেয়ের ময়ূর আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন শঙ্করের মস্তকস্থিত ভুজঙ্গপ্রবর ত্রাস হেতু আপন ফণামণ্ডল সংকুচিত করিয়া তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল, তখন মহাদেব উদ্ধতভাবে নৃত্য আরম্ভ করিলে তাঁহার গণ্ডস্থলে অলিকুল উড্ডীন হইয়া রব দ্বারা দিঙ্মণ্ডল শব্দিত করিয়া তুলিল, তখন বিঘ্নবিনাশন গণনায়ক চীৎকার করিতে করিতে নিজ করিমুণ্ড কম্পিত করিতে লাগিলেন, হে রাজন্! গণরাজের সেই বদনকম্পন আপনার মঙ্গলবিধান করুন। এই আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক বলিলেন, নরপতে! বিধাতা আমাকে দরিদ্র করিয়াছেন, অতএব আমি সকল ব্যক্তিকেই দেখিতে পাই, কিন্তু আমাকে কেহই দেখিতে পায় না। হে দারিদ্র্য! তোমাকে প্রণাম, আমি তোমার প্রসাদে সিদ্ধ পুরুষ হইয়াছি, যে হেতু, আমি অখিল জগৎ দেখিতে পাই, আমাকে কেহই দেখিতে পায় না। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা দারিদ্র্য দ্বারা মুদ্রিত অর্থাৎ প্রফুল্লতা ও প্রতিভাদিবিহীন, তাহার গৃহে সর্ব্বদাই সূতিকাশৌচ বিদ্যমান থাকে। হে সখে! "আর নাই আর নাই" এই নিষ্ফল বাক্য বলিও না, তুমি নিজের গ্রাসই পৃথিবীকে প্রদান কর, কি নিমিত্ত তোমার সূতবধশৌচ হইয়াছে, তোমার এই সূতকাশৌচ-

যাবজ্জীবমিদং ন যাতি বিষমং পুত্রোদ্ভবং সূতকং,
কো জাতো ময়ি সর্ব্ববিত্তরহিতে দারিদ্র্যনামা সুতঃ॥

রাজ্ঞোক্তং, ভো ব্রাহ্মণ! কিং যাচসে? ব্রাহ্মণেন ভণিতং, ভো রাজন্! ভবান্ আশ্রিতকল্পবৃক্ষঃ, যাবজ্জীবং মম দারিদ্র্যবিচ্ছিত্তির্যথা ভবতি, তথা বিধেয়ম্। রাজ্ঞোক্তম্, তর্হি ইয়ং কামধেনুস্তবেপ্সিতং দাস্যতি, ইমাং গৃহাণ, ইতি তস্মৈ কামধেনুং প্রাদাৎ। ব্রাহ্মণঃ স্বর্গসুখং গত ইব কামধেনুং গৃহীত্বা নিজস্থানং জগাম। রাজাপি নিজনগরীমগাৎ।

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজানং জগাদ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবমৌদার্য্যং যদি বিদ্যতে, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তুষ্ণীমভূৎ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরা-ভোজ-সংবাদে ষড়্‌বিংশোপাখ্যানম্॥ ২৬॥

সপ্তবিংশোপাখ্যানম্

পুনরপি রাজা সিংহাসনে উপবেষ্টুং যাবৎ প্রযততে, তাবদন্যা পুত্তলিকা ভণতি, ভো রাজন্! যস্য বিক্রমস্যেব ঔদার্য্যাদয়ো গুণা ভবন্তি, সোঽস্মিন্ সিংহাসনে উপবেষ্টুং ক্ষমঃ। রাজ্ঞোক্তং, ভো পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যাদিগুণবৃত্তান্তম্। সা অব্রবীৎ,শ্রূয়তাং রাজন্! বিক্রমো রাজা পৃথিব্যাং পর্য্যটন্ নগরমেকমগমৎ। তত্রান্যো রাজা অতীব ধার্ম্মিকঃ শ্রুতিস্মৃতিবিহিতানুষ্ঠানপরঃ তত্রস্থিতান্ ব্রাহ্মণাদিচতুর্বর্ণান্ সম্যক্ প্রতিপালয়তি স্ম, সর্ব্বো লোকঃ সদাচারবতঃ অতিথিপ্রিয়ো দয়াপরশ্চ। রাজা বিক্রমোঽপি দিনত্রয়ং দিনপঞ্চকং বা তত্র স্থাস্যামীতি কৃতনিশ্চয়ঃ কশ্চন্ অতিমনোহরং দেবালয়ং

কালের কি অবধি নাই? আমার এই পুত্রজন্ম জন্য সূতক যাবজ্জীবন যাইতেছে না। যদি বল, কে জন্মিয়াছে? আমি বলি,সর্ব্ববিধ ধনশূন্য আমার দারিদ্র্য নামক একটী পুত্র জন্মিয়াছে। রাজা বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! আপনি কি যাচ্ঞা করিতেছেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন, রাজন্! আপনি আশ্রিত জনের কল্পবৃক্ষস্বরূপ, যাহাতে আমার যাবজ্জীবনের দরিদ্রতা বিনষ্ট হয়, আপনি সেইরূপ বিধান করুন্। রাজা বলিলেন, এই কামধেনু আপনার বাঞ্ছিত প্রদান করিবেন। আপনি ইঁহাকে গ্রহণ করুন, এই বলিয়া তাঁহাকে সেই কামধেনু প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ "স্বর্গসুখ পাইলাম" এই বলিয়া কামধেনু লইয়া নিজ স্থানে গমন করিলেন; রাজাও নিজ নগরীতে গমন করিলেন। এই কথা কহিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, হে রাজন্! যদি আপনাতে এরূপ ঔদার্য্য বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। রাজা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

ষড়্‌বিংশোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার রাজা যখন সিংহাসনে বসিতে যাইবেন, অমনি অন্য পুত্তলিকা বলিল, হে রাজন্! যাঁহার বিক্রমতুল্য ঔদার্য্যাদি গুণ আছে, তিনিই এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্যপাত্র। ভোজরাজ বলিলেন, পুত্তলিকে! সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যবৃত্তান্ত বর্ণন কর। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন্। রাজা বিক্রমাদিত্য পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে এক নগরীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে অন্য একজন রাজা আছেন, তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক; শ্রুতি ও স্মৃতি-বিহিত অনুষ্ঠানপরায়ণ হইয়া তত্রত্য ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ মানবদিগকে সম্যক্ প্রতিপালন করিতেছিলেন। তথাকার সমস্ত লোক সদাচারে নিরত, অতিথিপ্রিয় ও দয়ালু। রাজা বিক্রমও সেখানে তিন দিন বা পাঁচ দিন থাকিবেন, এইরূপ

গত্বা দেবং নমস্কৃত্য রঙ্গমণ্ডপে উপবিষ্টঃ। অত্রান্তরে কশ্চিদ্রাজকুমার ইব অতি মনোহররূপো দুকূলবস্ত্রধারী নানাভরণালঙ্কৃতশরীরঃ কুঙ্কুমকর্পূরকস্তূরীমৃগমদমিশ্রিতৈশ্চন্দনৈর্বিলিপ্ততনুঃ যৈঃ সহ তত্রাগতঃ, তৈঃ সহ নানাবিধকামকথাপ্রস্তাবাবিনোদাদিকং বিধায় পুনস্তৈঃ সহ নির্গতঃ। রাজাপি তং দৃষ্ট্বা কোঽয়মিতি বিচারয়ন্ স্থিতঃ। ততো দ্বিতীয়দিনে স এব একাকী বস্ত্রাদিরহিতঃ কৌপীনমাত্রশেষঃ সন্ সমাগতঃ দেবালয়স্য রঙ্গমণ্ডপে পপাত। রাজা তং দৃষ্ট্বা ভণতি, ভো দেবদত্ত! পূর্ব্বেদ্যুঃ অলঙ্কৃতশরীরো রাজকুমার ইব বয়স্যৈঃ সংসেব্যমানোঽত্র সমাগতঃ, অদ্য কিমীদৃশীং কষ্টাং দশাং প্রাপ্তোঽসি? তেনোক্তম্, ভো স্বামিন্! কিমেবমুচ্যতে? অহং পূর্ব্বেদ্যুস্তদা তথৈব স্থিতঃ ইদানীং দৈবযোগাৎ এবং তিষ্ঠামি। তথা হি—

যে বর্দ্ধিতাঃ করিকপোলমদেন ভৃঙ্গাঃ, প্রোৎফুল্লপঙ্কজরজঃসুরভীকৃতাঙ্গাঃ।
তে সাম্প্রতং বিধিবশাৎ ক্ষপয়ন্তি কালং, নিম্বেষু চার্ককুসুমেষু চ চত্বরেষু॥

তথা চ,—

রসসহকারতালীপরিমলকেলিপরায়ণো মধুপঃ।
অধুনা হতবিধিবশাদর্কবনে শরভসঙ্কুলে ভ্রমতি॥

তথা চ,—

যে বর্দ্ধিতাঃ কনকপিঞ্জররেণুমধ্যে, মন্দাকিনীবিমলনীরজরাজভঙ্গে।
তে সাম্প্রতং বিধিবশাৎ কলহংসপোতাঃ, শৈবালমালজটিলং জলমাবিশন্তি॥

অপি চ,—

বাতান্দোলিতপঙ্কজচ্যুতরজঃপীঠাঙ্গরাগোজ্জ্বলো,
যঃ শ্রুত্বোৎকলকূজিতং মধুলিহাং সঞ্জাতহর্ষোৎসবঃ।
কান্তাচঞ্চুপুটাঞ্চলস্থিতবিসগ্রাসগ্রহেঽপ্যক্ষমঃ,
সোঽয়ং সম্প্রতি হংসকো বিধিবশাৎ কাষ্ঠং তৃণং যাচতে॥

অন্যচ্চ, কর্ম্মণা নিয়মিতো জনঃ কিং কষ্টং ন প্রাপ্নোতি।

নিশ্চয় করিয়া কোন অতি মনোহর দেবালয়ে গমন পূর্ব্বক দেবতাকে প্রণাম করিয়া রঙ্গমণ্ডপে উপবিষ্ট হইলেন। এই সময়ে অতিশয় মনোহরবেশসম্পন্ন, পট্টবস্ত্রধারী, বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত-দেহ, কুঙ্কুমকর্পূর-কস্তূরী-মৃগমদাদিমিশ্রিত চন্দন দ্বারা পরিলিপ্ত-কলেবর, রাজকুমারের ন্যায় দৃশ্যমান কোন একটী পুরুষ কতকগুলি লোকের সহিত বিবিধ আলাপ ও বিনোদ-কৌতুক করিয়া পুনর্ব্বার উহাদের সহিত চলিয়া গেল। রাজাও তাহাকে দেখিয়া, এ কে? মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তদনন্তর দ্বিতীয় দিবসে সে একাকী, বস্ত্রাদি-বিরহিত ও কৌপীনমাত্রধারী হইয়া সেখানে আসিয়া দেবালয়ের রঙ্গমণ্ডপে বসিয়া রহিল। তাহাকে দেখিয়া রাজা বলিলেন, হে দেবদত্ত! পূর্ব্বদিনে তুমি অলঙ্কৃত-দেহ ও রাজকুমারের ন্যায় দৃশ্যমান হইয়া বয়স্যগণের সহিত এখানে আসিয়াছিলে,আজ কেন এমন দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছ? সে বলিল, হে প্রভো! কেন এমন বলিতেছেন? আমি পূর্ব্বদিনে সেইরূপেই ছিলাম, এখন দৈবযোগে এইরূপ হইয়াছি। উক্ত আছে যে, ভ্রমরগণ প্রফুল্ল পঙ্কজ-পরাগে সুগন্ধীকৃত হইয়া করিগণের কপোলজাত মদবারি দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহারা এক্ষণে দৈববশে চত্বরপ্রদেশে নিম্ব ও আকন্দপুষ্পে কালহরণ করিতেছে। আরও, যে মধুপ, রসাল সহকার ও তালপুষ্পের পরিমলে কেলিপরায়ণ ছিল, সে এক্ষণে হতবিধিবশে শরভব্যাপ্ত আকন্দ-বনে ভ্রমণ করিতেছে। আরও, যে কলহংসগণ পূর্ব্বে মন্দাকিনীর বিমল-সলিল জাত আন্দোলিত পঙ্কজের কনকের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ রেণুমধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছে, সে এক্ষণে দৈববশে শৈবালসমূহে জটিল জলমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। আরও দেখুন, যে কলহংস পূর্ব্বে আন্দোলিত পঙ্কজকুলের পরাগ দ্বারা পৃষ্ঠদেশে অঙ্গরাগবিশিষ্ট অলিবৃন্দের কলগুঞ্জন শ্রবণ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্ত হইয়া স্বীয় কান্তার চঞ্চুপুট-প্রান্তস্থিত বিসগ্রাসগ্রহণেও অক্ষম ছিল, সে আজ বিধিবশে কাষ্ঠ ও তৃণ প্রার্থনা করিতেছে। আর কর্ম্মবদ্ধ জীব-

তথা চোক্তম্—

ব্রহ্মা যেন কুলালবন্নিয়মিতো ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে,
বিষ্ণুর্যেন দশাবতারগহনে ক্ষিপ্তো মহাসঙ্কটে।
রুদ্রো যেন কপালপাণিপুটকো ভিক্ষাটনং কারিতঃ,
সূর্য্যো ভ্রাম্যতি নিত্যমেব গগনে তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণে॥

রাজ্ঞা ভণিতং, কো ভবান্? তেনোক্তং, অহং দ্যূতকারঃ। রাজ্ঞোক্তম্, দ্যূতক্রীড়াং জানাসি কিম্? তেনোক্তং, দ্যূতবিদ্যা-বিষয়েঽহং বিচক্ষণঃ। অন্যচ্চ, সারীক্রীড়াং জানামি, বুদ্ধিবলং জানামি, পরং সর্ব্বমেব তদনর্থকং দৈবমেব বলবদিতি। উক্তঞ্চ—

গজভুজঙ্গবিহঙ্গমবন্ধনং, শশিদিবাকরয়োর্গ্রহপীড়নম্।
মতিমতাঞ্চ নিরীক্ষ্য দরিদ্রতাং, বিধিরহো বলবানিতি মে মতিঃ॥

তথা চ,—

নৈবাকৃতিঃ ফলতি নৈব কুলং ন শীলং, বিদ্যাপি নৈব ন চ যত্নকৃতাপি সেবা।
ভাগ্যানি পূর্ব্বতপসা খলু সঞ্চিতানি, কালে ফলন্তি পুরুষস্য যথৈব বৃক্ষাঃ॥

রাজ্ঞোক্তম্, ভো দেবদত্ত! ত্বমেবং অতিপ্রাজ্ঞোঽপি কথমেবমতিপাপে দ্যূতকর্ম্মণি রতোঽসি? তেনোক্তম্, প্রাজ্ঞোঽপি পুরুষঃ কর্ম্মণা প্রের্য্যমাণঃ কিং কিং ন করোতি? উক্তঞ্চ—

ভবনমিদমকীর্ত্তেশ্চৌরবেশ্যাঙ্গনানাং, ব্যসনমতিরুদারঃ সন্নিধিঃ পাপভাজাম্।
বিষমনরকমার্গে প্রজ্ঞয়া হ্যত্র কো হি, বিমলবিশদবুদ্ধির্দ্যূতমঙ্গীকরোতি॥

তথা চ,—

কা কীর্ত্তিঃ ক দরিদ্রতা ক বিপদঃ ক ক্রোধলোভাদয়-
শ্চৌর্য্যাদিব্যসনং ক বা হি নরকে দুঃখং মৃতানাং নৃণাম্।

গণ কোন্ কষ্ট না পাইয়া থাকে? উক্ত আছে যে, এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ব্রহ্মা যাহা দ্বারা কুম্ভকারের ন্যায় নিয়মিত হইয়া সৃষ্টি প্রভৃতি করিতেছেন, যাহা দ্বারা বিষ্ণু দশবিধ অবতাররূপ সঙ্কট কার্য্যে পরিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, আর যাহা দ্বারা রুদ্রদেবও পাণিপুটে নরকপাল ধারণ পূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছেন, আর যাহা দ্বারা সূর্য্যদেব গগনপথে নিত্যই ভ্রমণ করিতেছেন, সেই কর্ম্মকে নমস্কার। রাজা বলিলেন, তুমি কে? সে বলিল, আমি দ্যূতকার। রাজা বলিলেন,তুমি কি দ্যূতক্রীড়া জান? সে বলিল, আমি দ্যূতবিদ্যা-বিষয়ে বিচক্ষণ। আরও, আমি সারী-ক্রীড়া জানি এবং বুদ্ধিবলও জানি, কিন্তু তৎসমস্তই নিরর্থক, দৈবই বলবান্ জানিবেন। উক্ত আছে যে, হস্তী, ভুজঙ্গ ও বিহঙ্গগণের বন্ধন, শশী ও দিবাকরের গ্রহপীড়ন এবং বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতগণের দরিদ্রতা দর্শন করিয়া, আমি স্থির বুঝিয়াছি যে, বিধিই বলবান্। আরও, আকৃতি, কুল, শীল, বিদ্যা ও যত্নকৃত সেবা কিছুই সফল হয় না, কেবল কৃতসঞ্চিত তপস্যাই যথাকালে বৃক্ষের ন্যায় ফলবতী হইয়া থাকে। রাজা বলিলন, হে দেবদত্ত! তুমি অতিশয় বিজ্ঞ পুরুষ, তবে এইরূপ অতি পাপকর দ্যূতকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ কেন? সে বলিল, প্রাজ্ঞ হইলেও জীব কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া কোন্ কার্য্য না করিয়া থাকে? উক্ত আছে যে, বিজ্ঞ মানব স্বকৃত কার্য্য দ্বারা প্রেরিত হইয়া কোন্ কার্য্য না করিয়া থাকে? মনুষ্যদিগের বুদ্ধি প্রায়ই কর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকে। রাজা কহিলেন, হে দেবদত্ত! দ্যূতক্রীড়া মহাপাপের মূল, এই সমস্ত দৈবাদি বিপত্তির আশ্রয়স্থল। উক্ত আছে যে, এই দ্যূত সমস্ত ব্যসনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পাপিষ্ঠদিগের আশ্রয়-স্থান, বিষম নরকের পথস্বরূপ, এই দ্যূতক্রীড়া কোন্ বিমলবুদ্ধি মানব অঙ্গীকার করিতে পারে? আরও, অকীর্ত্তি বা কোথায়? দরিদ্রতাই বা কোথায় ও বিপৎ-সমূহই বা কোথায়? ক্রোধ ও লোভাদিই বা কোথায়? চৌর্য্য প্রভৃতি বাসনাই বা কোথায়? সজ্জনদিগের নরকদুঃখই বা কোথায়?

যদ্দ্যূতৈশু ক্রমোহতো হি মনুজো দুঃখেষু নিক্ষিপ্যতে,
প্রাজ্ঞো বা ভুবি দুর্জ্জনেষু সকলৈর্নষ্টৈষু চ স্মর্য্যতে ॥
তস্মাৎ কারণাৎ মহাপাপানি সপ্তব্যসনানি ত্যাজ্যানি।
উক্তঞ্চ।—দ্যূতমাংসসুরাবেশ্যাখেটচৌর্য্যপরাঙ্গনা।
মহাপাপানি সপ্তৈব ব্যসনানি ত্যজেদ্‌বুধঃ॥
অন্যচ্চ—যস্ত্বেকব্যসনাসক্তো নির্গমে চ ন পশ্যতি।
কিং পুনঃ সপ্তভির্যুক্তো ব্যসনৈঃ সঙ্কুলঃ পুমান্॥
তথা হি—দ্যূতাৎ ধর্ম্মসুতঃ ফলাদিহ বকো মদ্যাদ্‌যদোর্নন্দনা-
শ্চোরঃ কামবশাৎ মৃগান্তকরণাৎ স ব্রহ্মদত্তো হতঃ।
চৌর্য্যাচ্ছিবভূতিরন্যবনিতাসঙ্গাদ্দশাস্যো হঠা-
দেকৈকব্যসনাহতা ইতি নরাঃ সর্ব্বৈর্ন কো নশ্যতি॥

অতস্ত্বয়া এতানি পরিত্যাজ্যানি। দ্যূতকারেণোক্তম্, ভো স্বামিন্! মম তদেব জীবনং কথং পরিত্যজ্যতে। যদি ত্বং মমোপরি কৃপাং বিধায় কমপি ধনার্জ্জনোপায়ং কথয়িষ্যসি, তর্হি অহং দ্যূতং ত্যক্ষ্যামি। অস্মিন্নবসরে বিদেশবাসিনৌ দ্বৌ ব্রাহ্মণাবাগত্য দেবালয়স্য একদেশে সমুপবিষ্টৌ পরস্পরং মন্ত্রয়তঃ। তত্র একেনোক্তম্, ময়া চ সর্ব্বোঽপি পিশাচলিপিকল্লোঽবলোকিতঃ, তত্র এবং লিখিতমস্তি, অস্য দেবালয়স্য ঈশানভাগে পঞ্চধনুপ্রমাণে দীনারপূরিতং ঘটত্রয়ং স্থাপিতমস্তি। তৎসমীপে ভৈরবস্য প্রতিমাস্তি। ভৈরবং স্বরক্তেন সেচয়িত্বা গ্রাহ্যমিতি। রাজাপি তস্য বচনমাকর্ণ্য তত্র গত্বা স্বদেহরক্তেন ভৈরবং যাবৎ সিঞ্চতি, তাবৎ প্রসন্নেন ভৈরবেণ ভণিতং, ভো রাজন্! বরং বৃণীষ্ব! রাজ্ঞোক্তং, অস্মৈ দ্যূতকারায় দীনারপূরিতং ঘটত্রয়ং দেহি, ততো ভৈরবেণ তদ্ধনং দ্যূতকারায় দত্তম্। দ্যূতকারো রাজানং স্তুত্বা নিজনগরং গতঃ। রাজাপি নিজনগরমাগতঃ।

অতিশয় মোহবশতঃ দ্যূত দ্বারা যে দুঃখ-সাগরে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়, তাহার সহিত তুলনা করিলে উক্ত অকীর্ত্তি প্রভৃতি দুঃখ সকল অতিশয় তুচ্ছ হইয়া থাকে। এই পৃথিবীতে দুর্জ্জনগণ বিনষ্ট হইলে সকলেই প্রাজ্ঞব্যক্তির স্মরণ করিয়া থাকে। সেই কারণে সপ্ত মহাপাপরূপ ব্যসন পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। উক্ত আছে যে, দ্যূত, মাংস, সুরা, বেশ্যা, মৃগয়া, চৌর্য্য ও পরনারীসেবা এই সপ্তবিধ পাপ পরিত্যাগ করা বুধগণের একান্ত কর্ত্তব্য। আরও কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি একটী মাত্র ব্যসনে আসক্ত, সে মোহাচ্ছন্ন হইয়া কিছুই দেখিতে পায় না, তাহাতে যে আবার উক্ত সপ্ত প্রকার ব্যসনে আসক্ত হয়, তাহার বিষয়ে আর কি কর্ত্তব্য আছে? আরও, দ্যূত হইতে ধর্ম্মপুত্র, মাংস হইতে বক, মদ্য হইতে যাদবগণ, চোর কামবশে, মৃগয়া হেতু নরপতি ব্রহ্মদত্ত, চৌর্য্য হেতু শিবভূতি এবং বারবনিতা হেতু লঙ্কাধিপতি দশানন বিনষ্ট হইয়াছে, অতএব যখন এক একটী ব্যসন দ্বারা নরগণ নিহত হইয়াছে, তখন সমস্ত ব্যসন দ্বারা কোন ব্যক্তি একেবারেই বিনষ্ট না হয়? অতএব তুমি এই বাসনা পরিত্যাগ কর। দ্যূতকার বলিল, প্রভো! দ্যূতক্রীড়াই আমার জীবন, কিরূপে তাহা পরিত্যাগ করিব? সেই সময়ে বিদেশবাসী দুইটী ব্রাহ্মণ আসিয়া পরস্পর কথা বলিতে লাগিল। একজন বলিল, আমি পিশাচ-লিপি অবলোকন করিয়াছি, তথায় এইরূপ লিখিত আছে, এই দেবালয়ের পঞ্চধনুপ্রমাণ ঈশানকোণ-ভাগে সুবর্ণমুদ্রা-পরিপূর্ণ তিনটী ঘট স্থাপিত আছে, তাহার নিকট ভৈরবের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি কণ্ঠ-শোণিত দ্বারা ভৈরবকে পরিতৃপ্ত করিবে, সেই এই ধন গ্রহণ করিতে পারিবে। রাজাও তাহাদের বাক্য শুনিয়া সেখানে গমন করিয়া নিজ দেহের শোণিত দ্বারা ভৈরবকে যেমন সেচন করিবেন, অমনি ভৈরব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, হে রাজন্! বর বরণ কর। রাজা বলিলেন, হে দেব! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই দ্যূতকারকে সুবর্ণপূরিত তিনটী ঘট প্রদান করুন। ভৈরব তাহা শুনিয়া দ্যূতকারকে সেই ধন প্রদান করিলে পর, সে রাজার প্রশংসা করিতে

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা রাজানমভণৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবমৌদার্য্যং পরোপকারাদিগুণা চেৎ বিদ্যন্তে, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে উপবিশ। রাজা তূষ্ণীমাসীৎ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে সপ্তবিংশোপাখ্যানম্॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশোপাখ্যানম্

পুনরপি রাজা যদা সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকা বদতি, ভো রাজন্! অস্মিন্ সিংহাসনে ধৈর্য্যাদিগুণযুক্তো বিক্রম এব উপবেষ্টুং ক্ষমঃ, নান্যঃ। ভোজেনোক্তম্, ভো পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যগুণবৃত্তান্তম্। সা কথয়তি শ্রূয়তাং রাজন্! বিক্রমাদিত্যো রাজা পৃথিব্যাং পর্য্যটন্ নগরমেকমগমৎ। তত্র নগরসমীপে বিমলোদকা নদী প্রবহতি। নদীতীরে নানাবিধতরুকুসুমফলোপশোভিতং বনমাসীৎ। তন্মধ্যে অতি মনোহরং দেবালয়মাসীৎ। রাজা তত্র নদীজলে স্নাত্বা দেবং নমস্কৃত্য দেবালয়ে উপবিষ্টঃ। অত্রান্তরে চত্বারো বৈদেশিকাঃ সমাগত্য রাজ্ঞঃ সমীপে উপবিষ্টাঃ। ততো রাজা তান্ অপ্রাক্ষীৎ, ভো! যূয়ং কুতঃ সমাগতাঃ? তত্রৈকেনোক্তং, বয়ং অপূর্ব্বদেশাদাগতাঃ। রাজ্ঞোক্তম্, তত্র দেশে কিং অপূর্ব্বং দৃষ্টম্? তেনোক্তং, তত্র দেশে বেতালপুরী নাম পুরী বর্ত্ততে, তত্র শোণিতপ্রিয়া দেবতা অস্তি। তত্রত্যো মহাজনো রাজা চ প্রতিবৎসরং স্বমনোরথপূরণার্থং অশুভনিবৃত্ত্যর্থং চ তস্যৈ দেবতায়ৈ পুরুষোপহারং প্রযচ্ছতি,তস্মিন্ দিনে যদি কোঽপি বৈদেশিকঃ সমায়াতি, তর্হি তমেব দেবতায়ৈ পশুবৎ সমর্পয়তি। বয়মপি তস্মিন্নেব দিবসে মার্গবশাৎ তং নগরং গতাঃ। ততস্তত্রত্যা

করিতে নিজ নগরে গমন করিল। রাজাও আপন নগরীতে আগমন করিলেন। এই কথা কহিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, রাজন্! আপনাতে যদি এইরূপ ঔদার্য্য ও পরোপকারকরণাদি গুণসমূহ বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন। রাজা মৌনী হইয়া রহিলেন।

সপ্তবিংশোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার রাজা যখন সিংহাসনে বসিবেন, তখন অন্য পুত্তলিকা বলিল, হে রাজন্! ধৈর্য্যাদি-গুণবিশিষ্ট রাজা বিক্রমই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত, অন্য ব্যক্তি ইহাতে বসিবার যোগ্য নহেন। ভোজ বলিলেন, হে পুত্তলিকে! সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যগুণবৃত্তান্ত বর্ণন কর। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্য রাজা পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে এক নগরে গমন করিলেন। তথায় নগরের নিকট একটী নির্ম্মলসলিলা নদী প্রবাহিতা ছিল। ঐ নদীর তীরে নানাবিধ তরু ও পুষ্পফলে সুশোভিত একটী সুরম্য উপবনছিল, তাহার মধ্যে অতি মনোহর এক দেবালয়। রাজা সেই নদীর জলে স্নান ও দেবতাকে নমস্কার করিয়া দেবালয়ে উপবেশন করিলেন। এই সময়ে চারি জন বৈদেশিক আসিয়া রাজার নিকট উপবেশন করিল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ? তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, আমরা অপূর্ব্ব দেশ হইতে আসিয়াছি। রাজা বলিলেন, তাহাতে কি কি অপূর্ব্ব পদার্থ আছে? সে বলিল, সেখানে বেতালপুরী নামে একটী নগরী আছে, তথায় এক দেবতা আছেন, তিনি রুধির বড় ভালবাসেন। সেখানকার রাজা ও মহাজনবর্গ প্রতি বৎসর নিজ নিজ মনোরথপূরণের নিমিত্ত এবং অমঙ্গলনিবারণার্থ সেই দেবতাকে এক একটী পুরুষ বলি প্রদান করেন। সেইদিনে যদি কোন বৈদেশিক আগমন করে, তবে তাহাকেই পশুর ন্যায় দেবতার বলি প্রদান করা হয়। আমরাও সেইদিনে পথ অনুসারে সেই নগরে গিয়াছিলাম, তৎপরে

অস্মান্ সমুদ্ধর্ত্তুং সমাগতাঃ। তৎ শ্রুত্বা বয়ং প্রাণান্ গৃহীত্বা পলায্য সমাগতাঃ। এতন্মহদাশ্চর্য্যং অস্মাভি-র্দৃষ্টম্। তৎ শ্রুত্বা রাজা বিক্রমস্তত্র গত্বা দেবতাং প্রণমতি ভয়ঙ্করাঞ্চ বিলোক্য দেবতাং স্তৌতি।

ব্রহ্মাণী কমলেন্দুসৌম্যবদনা মাহেশ্বরী লীলয়া, কৌমারী রিপুদর্শননাশনকরী চক্রায়ুধা বৈষ্ণবী।
বারাহী ঘনঘোরঘর্ঘররবা ঐন্দ্রী চ বজ্রায়ুধা, চামুণ্ডা গণনাথরুদ্রসহিতা রক্ষন্তু মাং মাতরঃ॥

ইতি স্তুতিং বিধায় রঙ্গমণ্ডপে উপবিষ্টঃ। তস্মিন্নবসরে কশ্চিদ্দীনবদনো মহাজনৈঃ সহ বাদ্যং পুর-স্কৃত্য সমায়াতঃ। রাজাপি তং দৃষ্ট্বা মনসি বিচারয়তি স্ম, অয়মেব দেবতাবলিনিমিত্তং মহাজনৈঃ সমা-নীতঃ। ততঃ অত্যন্তক্লান্তবদন ইব দৃশ্যতে। অস্মিন্নবসরে মম শরীরং দত্বা এনং মোচয়িষ্যামি,ইদং শরীরং শতবর্ষাণি স্থিত্বা সর্ব্বথা নাশমেব যাস্যতি। অতঃ শরীরিণাং স্বদেহব্যয়েনাপি ধর্ম্মঃ কীর্ত্তিশ্চোপার্জ্জনীয়ঃ।

চলা লক্ষ্মীশ্চলাঃ প্রাণাশ্চলো দেহোঽথ যৌবনম্।
চলাচলশ্চ সংসারঃ কীর্ত্তির্ধর্ম্মশ্চ নিশ্চলঃ॥
অন্যচ্চ—অনিত্যানি শরীরাণি বৈভবং নৈব শাশ্বতম্।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসংগ্রহঃ॥ তথাচ—
অর্থাঃ পাদরজোপমা গিরিনদীবেগোপমং যৌবনং,
আয়ুষ্যং জলবিন্দুচঞ্চলতরং ফেনোপমং জীবিতম্।
ধর্ম্মং যো ন করোতি নিশ্চলমতিঃ স্বর্গার্গলোদ্ঘাটনং,
পশ্চাত্তাপহতো জরাপরিণতঃ শোকাগ্নিনা দহ্যতে॥

এবং বিচার্য্য রাজা তান্ মহাজনানুবাচ, ভো মহাজনাঃ! অয়ং দীনবদনঃ কুত্র নীয়তে? তৈরুক্তং, এনং দেবতায়ৈ বলিনিমিত্তং দাস্যামঃ। রাজ্ঞোক্তম্, কস্মাৎ কারণাৎ? তৈরুক্তং, দেবতা অনেন পুরুষো-পহারেণ তুষ্টা সতী অস্মাকং মনোরথং পূরয়িষ্যতি। রাজ্ঞোক্তম্, ভো মহাজনাঃ! অয়মত্যন্তারতনুঃ পরং ভীতশ্চ, অস্য শরীরোপহারেণ দেবতায়াঃ কা তৃপ্তির্ভবিষ্যতি? অতো মাং মারয়ত। ইতি ভণিত্বা

তত্রত্য ব্যক্তিগণ আমাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত আসিতেছিল, আমরা প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসিয়াছি। আমরা এই মহৎ আশ্চর্য্য দেখিয়াছি। তাহা শুনিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য সেখানে যাইয়া সেই ভয়ঙ্করী দেবতাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাণী, কমলা, চন্দ্রের ন্যায় মনোহরবদনা মাহে-শ্বরী,রিপুসমূহের বিনাশকরী কৌমারী,চক্রধারিণী বৈষ্ণবী,মেঘতুল্য ঘর্ঘররবা বারাহী,বজ্রধারিণী ইন্দ্রাণী, গণপতি ও রুদ্রসহিতা চামুণ্ডা, এই সমস্ত মাতৃগণ আমাকে রক্ষা করুন। এইরূপ স্তব করিয়া রঙ্গ-মণ্ডপে উপবিষ্ট হইলেন। সেই সময় এক ম্লানমুখ পুরুষকে বাদ্য সহকারে অগ্রে লইয়া কতকগুলি মহাজন আগমন করিলেন। রাজাও তাহাকে দেখিয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, বোধ হয়, দেবতার সম্মুখে বলি দিবার নিমিত্তই মহাজনেরা এই পুরুষকে আনয়ন করিতেছে, সেই নিমিত্তই অতিশয় ম্লানমুখ দৃষ্ট হইতেছে। এই সময়ে আমার শরীর দান করিয়া ইহাকে মোচন করিব। এই শরীর শত বৎসর থাকিয়া নিশ্চয় বিনাশ পাইবে,অতএব নিজ দেহব্যয় করিয়াও ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি উপার্জ্জন করা শরীরিদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, লক্ষ্মী চঞ্চলা, প্রাণ দেহ ও যৌবন বিনাশ-শীল, এই সংসারও চলাচল; কেবল কীর্ত্তি ও ধর্ম্মই নিশ্চল হইয়া থাকে। আরও, শরীর অনিত্য, বৈভবও নশ্বর, মৃত্যু নিয়তই সন্নিহিত রহিয়াছে. অতএব ধর্ম্মসংগ্রহ করাই কর্ত্তব্য। অর্থ-সমূহ পদ-ধূলির ন্যায়, যৌবন গিরিনদীর প্রবাহবেগের ন্যায়, আয়ু জলবিম্বের ন্যায় চঞ্চল, জীবন ফেনতুল্য; অতএব যে ব্যক্তি দৃঢ়চিত্তে স্বর্গের অর্গলের উদ্ঘাটনকারক ধর্ম্মের উপার্জ্জন না করে, সে জরাগ্রস্ত হইয়া শোকাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়, সন্দেহ নাই। এইরূপ বিচার করিয়া রাজা সেই মহাজনদিগকে বলিলেন,হে মহাজনগণ! এই ম্লান বদন ব্যক্তিকে কোথায় লইয়া যাইতেছ? তাহারা বলিল, ইহাকে দেবতার নিকট বলিপ্রদান করিব। এই বলি দ্বারা প্রসন্ন হইয়া দেবী আমাদের মনোরথ পরিপূর্ণ করিবেন। রাজা বলিলেন, ইহার শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ এবং এ ব্যক্তি ভীত, ইহার দেহ বলি

তং মোচয়িত্বা রাজা স্বয়মেব দেবতায়াঃ পুরতো গত্বা গড়্গং যাবৎ কণ্ঠে পাতয়তি, তাবদ্দেবতয়া খড়্গ ধৃত্বা ভণিতঃ, ভো মহাসত্ত্ব! তব ধৈর্য্যেণ পরোপকারকরণেন চ সন্তুষ্টাস্মি, বরং বৃণীষ্ব। রাজ্ঞোক্তম্, দেবি! যদি মম প্রসন্নাসি, তর্হি অদ্যপ্রভৃতি পুরুষমাংসোপহারং পরিত্যজ। দেবতয়া তথাস্তু ইতি ভণিতং, মহাজনা রাজানং বদন্তি স্ম,ভো রাজন্! ত্বং সুখাভিলাষী সন্ দ্রুম ইব পরার্থমেব দেহং বহসি। তথা হি—

অনুভবতি হি মূর্দ্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং, শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্।
স্বসুখবিনিহতাশঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ, প্রতিদিনমথবা তে বৃত্তিরেবংবিধৈব॥

অথ রাজা তেষাং অনুজ্ঞাং গৃহীত্বা নিজনগরমগমৎ। ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজং অবদৎ,ভো রাজন্! ত্বয়ি এবং ধৈর্য্যং ঔদার্য্যং পরোপকারাদিগুণা বিদ্যন্তে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজ-সংবাদে অষ্টাবিংশোপাখ্যানম্ ॥২৮॥

ঊনত্রিংশোপাখ্যানম্

পুনরপি রাজা যাবৎ সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবদন্যয়া পুত্তলিকয়োক্তম্, ভো রাজন্! যস্য বিক্রমস্যেব ঔদার্য্যাদয়ো গুণা বিদ্যন্তে, স এবাত্র সিংহাসনে উপবেষ্টুং ক্ষমঃ। ভোজেনোক্তম্, পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্য-গুণবৃত্তান্তম্। সাব্রবীৎ, শ্রূয়তাং রাজন্! একদা বিক্রমার্কো রাজকুমারৈরুপাস্যমানঃ সভায়াং উপবিষ্টোঽস্তি, তদা কশ্চিৎ স্তুতিপাঠকঃ সমাগত্য—

যাবদ্বীচিতরঙ্গান্ বহতি সুরনদী জাহ্নবী পুণ্যতোয়া,
যাবচ্চাকাশমার্গে তপতি হি ভুবনং ভাস্করো লোকপালঃ।

প্রদান করিলে দেবতার তৃপ্তি হইবে না, অতএব ইহাকে পরিত্যাগ কর। আমিই বলির জন্য নিজদেহ প্রদান করিব। আমার দেহ হৃষ্টপুষ্ট, আমার মাংস দ্বারা দেবতার তৃপ্তি হইবে, অতএব আমাকে বিনাশ কর। এই বলিয়া তাহাকে মোচন করিয়া রাজা স্বয়ং দেবতার সম্মুখে যাইয়া যেমন কণ্ঠদেশে খড়্গাঘাত করিবেন, অমনি দেবতা খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, হে মহাপুরুষ! তোমার ধৈর্য্য ও পরোপকার দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, বর গ্রহণ কর। রাজা বলিলেন,দেবি! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে অদ্য হইতে পুরুষমাংসের বলি গ্রহণ পরিত্যাগ করুন। দেবী "তথাস্তু" বলিয়া বর দিলেন। মহাজনগণ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, হে রাজন্! আপনি স্বয়ং সুখাভিলাষী না হইয়া তরুর ন্যায় পরের নিমিত্ত কষ্ট সহ্য করিতেছেন। দেখুন, তরুগণ মস্তকে সুতীক্ষ্ণ তাপ অনুভব করিয়াও ছায়া দ্বারা আশ্রিতব্যক্তিগণের সন্তাপ প্রশমিত করিয়া প্রতিদিন লোকের উপকারের নিমিত্ত কষ্ট স্বীকার করে; অথবা তাহাদের এইরূপ স্বভাবই জানিবেন। তৎপরে রাজা বিক্রমাদিত্য তাহাদের অনুজ্ঞা লইয়া নিজনগরে গমন করিলেন। এই কথা কহিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিল, হে রাজন্! আপনাতে যদি এইরূপ ধৈর্য্য, ঔদার্য্য ও পরোপকারাদিগুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

অষ্টাবিংশোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার রাজা যেমন সিংহাসনে বসিবেন, অমনি অন্য পুত্তলিকা বলিল, হে রাজন্! যাঁহার বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ঔদার্য্যাদি গুণ বিদ্যমান আছে, তিনিই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। ভোজরাজ বলিলেন, পুত্তলিকে! সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য-বৃত্তান্ত বর্ণন কর। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। একদিন বিক্রমাদিত্য রাজকুমারগণের সহিত সভায় উপবিষ্ট আছেন, তখন কোন স্তুতিপাঠক আসিয়া কহিলেন, হে নৃপবর! যে পর্য্যন্ত পবিত্রসলিলা সুরনদী জাহ্নবী কল্লোল ও তরঙ্গের সহিত প্রবাহিত হইতেছেন, যে পর্য্যন্ত আকাশমার্গস্থিত লোকপাল ভাস্করদেব ভুবনমধ্যে

যাবদ্বজ্রেন্দ্রনীলস্ফটিকমণিশিলা বিদ্যতে মেরুশৃঙ্গে,
তাবৎ পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈঃ স্বজনপরিবৃতো ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং নৃপালম্ ॥

ইত্যাশিষমুক্ত্বা রাজানং স্তৌতি, ভো রাজন্!

যথা সরতি জীমূতে ময়ূরো গ্রীষ্মপীড়িতঃ।
তৃষিতো যাচতে তোয়ং তথাহং তব দর্শনাৎ ॥

অহং হি দূরদেশবাসী তব কীর্ত্তিং সমাকর্ণ্য দূরাদাগতোঽস্মি, তব কীর্ত্তিঃ সপ্তার্ণবমেদিনীমণ্ডলমণ্ডিতা।

কর্পূরাদপি কৈরবাদপি দলাৎ কুন্দাদপি স্বর্ণদী-
কল্লোলাদপি হংসকাদপি চলৎকান্তাদৃগন্তাদপি।
নিঃশেষঞ্চ তথা কলঙ্করহিতাৎ শীতাংশুখণ্ডাদপি,
শ্বেতাভিস্তব কীর্ত্তিভির্ধবলিতা সপ্তার্ণবা মেদিনী ॥

ভো রাজন্! ত্বাং অর্থিজনকল্পদ্রুমমাগত্য অদ্য দারিদ্র্যব্যাধিমুক্তোঽস্মি। অন্যচ্চ—অস্মিন্ দেশে সকলার্থিকল্পদ্রুমং ভবন্তং বিলোক্য ধনেশ্বরনামা কশ্চিদ্রাজা অস্মাকং স্মৃতিপথি উদেতি। উত্তরস্যাং দিশি ঈশানভাগে জম্বীরনগরে ধনেশ্বরনামা কশ্চিদ্রাজা অর্থিনাং দারিদ্র্যদুঃখনিবারণার্থং যাচকেভ্যো ধনং বিতরিতবান্। একদা ধনেশ্বরেণ মাঘশুক্ল-সপ্তমীদিবসে বসন্তপূজায়াং কৃতায়াং সর্ব্বে বিদেশবাসিনো যাচকাঃ সমায়াতাঃ। তস্মিন্ সময়ে রাজ্ঞা দানার্থং অষ্টাদশকোটি সুবর্ণং দত্তম্। এবমত্যন্তমৌদার্য্যবরিষ্ঠঃ স রাজা ইব অস্মিন্ দেশে ত্বমেব একো দৃষ্টোঽসি। তস্য বচনং শ্রুত্বা বিক্রমাদিত্যো ভাণ্ডারিকমাহূয় অভণৎ, ভো ভাণ্ডারিক! অমুং স্তুতিপাঠকং ভাণ্ডারগৃহে নীত্বা মহার্হাণি রত্নানি দর্শয়, ততোঽয়ং যাবন্তি রত্নানি অন্যান্যপি বস্তূনি গ্রহীষ্যন্তি, তাবন্তি গৃহ্নাতু। তদনন্তরং ভাণ্ডারিকস্তং ভাণ্ডারে নীত্বা দিব্যানি অনেকানি বস্তূনি অদর্শয়ৎ। স্তুতিপাঠকোঽপি স্বেপ্সিত-বস্তূনি রত্নানি চ গৃহীত্বা পরিপূর্ণমনোরথঃ রাজসমীপমাগত্য ভণতি, ভো রাজন্! মহেশ্বরস্য তব প্রসাদাদহং ধনপাত-

---

আলোক বিতরণ করিতেছেন, যে পর্য্যন্ত মেরুর শৃঙ্গদেশে ইন্দ্রনীলমণি ও স্ফটিক-শিলা-সকল বিদ্যমান আছে, তাবৎ আপনি পুত্র, পৌত্র ও স্বজন-সমূহে পরিবৃত হইয়া রাজ্য উপভোগ করুন। এইরূপ আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক রাজার স্তুতি করিয়া কহিলেন, রাজন্! মেঘোদয় হইলে সন্তাপপীড়িত ময়ূরগণ এবং তৃষিত চাতকগণ যেরূপ বারি প্রার্থনা করে, আমিও আপনার দর্শন পাইয়া সেইরূপ বাঞ্ছা করিতেছি। আমি দূরদেশবাসী, আপনার কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণ করিয়া দূর হইতে আসিয়াছি, রাজন্! আপনার কীর্ত্তি সপ্ত-সমুদ্র-পরিবেষ্টিত মেদিনী-মণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া শোভা পাইতেছে। রাজন্! কর্পূর, কৈরব, কুন্দ, স্বর্গনদীর কল্লোল, হংস-সমূহ, কান্তার সঞ্চালিত লোচনপ্রান্ত এবং নিঃশব্দ কলঙ্কবিরহিত চন্দ্রমণ্ডল হইতে শুভ্রতম আপনার কীর্ত্তি-সমূহ দ্বারা সপ্তার্ণব-পরিবেষ্টিতা পৃথিবী ধবলবর্ণ ধারণ করিয়াছে। হে রাজন্! আপনাকে যাচকগণের ন্যায় কল্পতরু জানিয়া আমি আশা করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি যে, আজ আমি দারিদ্র্যব্যাধি হইতে মুক্ত হইব। এই দেশে সমস্ত অর্থিজনের কল্পতরু তুল্য আপনাকে দর্শন করিয়া ধনেশ্বর নামক কোন রাজা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছেন; উত্তরদিকের ঈশানকোণভাগে জম্বীরনগরস্থিত ধনেশ্বর নামক কোন রাজা দারিদ্র্য-দুঃখ-নিবারণের নিমিত্ত যাচকদিগকে ধন বিতরণ করিয়াছিলেন। এক সময়ে মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী-দিবসে ধনেশ্বর বসন্তপূজা করিলে তাহাতে বহুতর বিদেশবাসী যাচকের সমাগম হইল। সেই সময়ে রাজা দানের নিমিত্ত অষ্টাদশ কোটি স্বর্ণ দান করিলেন। এইরূপ অত্যন্ত উদারতায় শ্রেষ্ঠতর সেই রাজার ন্যায় এই দেশে আপনাকেই একমাত্র দাতা দেখা যাইতেছে। তাহার বাক্য শুনিয়া বিক্রমাদিত্য ভাণ্ডারিককে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে ভাণ্ডারিক! এই স্তুতিপাঠককে ভাণ্ডারগৃহে লইয়া গিয়া মহামূল্য রত্ন-সকল দেখাও, তৎপরে ইনি যত রত্ন এবং অন্যান্য যত উত্তম উত্তম বস্তু লইবেন, তৎসমস্তই ইঁহাকে দিবে। তৎপরে ভাণ্ডারিক তাঁহাকে ভাণ্ডারমধ্যে লইয়া গিয়া বহুতর দিব্য বস্তু দেখাইল। স্তুতিপাঠকও নিজ অভিলষিত বস্তু ও রত্ন-সমুদায় গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ণমনোরথ হইয়া রাজার নিকট আসিয়া বলিলেন, হে রাজন্! আপনি মহান্ ঈশ্বর, আপনার প্রসাদে

জাতোঽস্মি, তব নিধয়ো মম হস্তং প্রাপ্তাঃ, ইদানীং তব চরিত্রসাদৃশ্যমতিক্রান্তং, তব সাদৃশ্যং হরহরি-ব্রহ্মাদয়োঽপি ন বিভ্রতি। তথা হি—

বেধা বেদাধ্যয়নাবিষ্টো গোবিন্দোঽপি গদাধরঃ।
শম্ভুঃ শূলী বিষাদী চ দেবৈঃ কেনোপমীয়তে॥

এবং স্তুত্বা স্তুতিপাঠকঃ ব্রহ্মায়ুর্ভব, ইত্যাশিষমুক্ত্বা নিজস্থানং গতঃ। ইতি কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজমবদৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবমৌদার্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তূষ্ণীমাসীৎ।

ইতি বিক্রমাচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজ-সংবাদে উনত্রিংশোপাখ্যানম্॥২৯॥

ত্রিংশোপাখ্যানম্

পুনরপি যাবৎ রাজা সিংহাসনে সমুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকা ভণতি, ভো রাজন্! যস্ত বিক্রম ইব ঔদার্য্যাদিগুণযুক্তঃ, সোঽস্মিন্ সিংহাসনে উপবেষ্টুং যোগ্যঃ, অন্যো ন। রাজা অব্রবীৎ, ভোঃ পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যবৃত্তান্তম্। সাব্রবীৎ, শ্রূয়তাং রাজন্! একদা সকলসামন্তরাজ-কুমারাদিভিরুপাস্যমানো রাজা সিংহাসনে সমুপবিষ্টোঽভূৎ। তস্মিন্ সময়ে ঐন্দ্রজালিকঃ কশ্চিৎ সমাগত্য ব্রহ্মায়ুর্ভব, ইত্যুক্ত্বাবদৎ, দেব! সকলকলাবিদ্যাবিচক্ষণস্ত্বং, অনেকৈর্মহেন্দ্রজালিকৈলাঘবানি দর্শিতানি, তর্হি মমাপ্য একং লাঘবং সুপ্রসন্নেন নিরীক্ষণীয়ম্। রাজ্ঞোক্তম্, নেদানীমবসরোঽস্মাকং, স্নান-ভোজনবেলা জাতা, প্রভাতে দ্রক্ষ্যামঃ। ততঃ প্রভাতে মহাকায়ো মহাশ্মশ্রুভির্দেদীপ্যমানবপুঃ বিপুলকন্ধরে

আমি অদ্য ধনপতি হইলাম, আপনার নিধি-সকল আমার হস্তগত হইয়াছে। এক্ষণে অখিল ভুবনমধ্যে আপনার তুল্য আর সাধু ব্যক্তি কোথাও নাই। হরিহর-ব্রহ্মাদিও আপনার সাদৃশ্য ধারণ করিতেছেন না। দেখুন, ব্রহ্মা বেদ অধ্যয়নেই নিবিষ্টচিত্ত, গোবিন্দও গদা ধারণ করিয়া শত্রু-সংহারেই আসক্ত, শূলধারী শঙ্কর বিষভক্ষণ করিয়া কালযাপন করিতেছেন, তবে কোন্ দেবতা আপনার উপমাস্থল হইতে পারেন? এই বলিয়া স্তুতিপাঠক "ব্রহ্মার তুল্য আয়ুষ্মান্ হও" এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া নিজস্থানে গমন করিলেন। এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, হে রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ ঔদার্য্য বিদ্যমান থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। রাজা মৌনী হইয়া রহিলেন।

উনত্রিংশোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার রাজা যেমন সিংহাসনে বসিতে যাইবেন, অমনি অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! যে ব্যক্তি বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ঔদার্য্যাদি-গুণবিশিষ্ট, তিনিই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত, অন্যে নহেন। রাজা বলিলেন, হে পুত্তলিকে! সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন্। একদিন বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে উপবেশন করিলে, সমস্ত সামন্তরাজগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিল। সেই সময়ে কোন এক ঐন্দ্রজালিক আসিয়া "ব্রহ্মায়ু হউন" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক বলিল, হে দেব! আপনি সমস্ত কলাবিদ্যায় পারদর্শী, অনেক মহৎ ঐন্দ্রজালিক আপনার নিকট আসিয়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তবে অদ্য আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার ইন্দ্রজালবিদ্যা-নৈপুণ্য অবলোকন করুন্। রাজা বলিলেন, এক্ষণে অবসর নাই, আমাদের স্নান-ভোজনের সময় হইয়াছে, কল্য প্রভাতে দেখিব। তদনন্তর পরদিন প্রভাতে রাজা সভামণ্ডপে উপবেশন করিলেন। ইত্যবসরে এক মহাশ্মশ্রু, মহাকায়, দেদীপ্যমানদেহ পুরুষ, বিপুলস্কন্ধদেশে

দেদীপ্যমানং খড়্গং ধৃত্বা অতিমনোহরয়া স্ত্রিয়া কয়াচিদ্‌যুক্তো রাজসভায়াং সমুপবিষ্টে রাজ্ঞি নমশ্চকার। তদা তত্রত্যৈরধিকারিভিঃ তৎ কার্য্যং দৃষ্ট্বা সবিস্ময়ৈর্ভণিতং, ভো নায়ক! কুতঃ সমায়াতঃ? তেনোক্তম্, অহং মহেন্দ্রস্য সেবকঃ,কদাচিৎ স্বামিনা শপ্তঃ,অধুনা ভূমণ্ডলে তিষ্ঠামি। ইয়ং মম ভার্য্যা,অদ্যৈব দেবদৈত্যয়োর্মহদ্‌যুদ্ধং প্রারব্ধং,তর্হি অহং তত্র গচ্ছামি। অয়ং বিক্রমাদিত্যঃ পরনারীসহোদরঃ ইতি বিচার্য্য অস্য সমীপে ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য যুদ্ধার্থং গমিষ্যামি। তৎ শ্রুত্বা রাজাপি পরং বিস্ময়ং গতঃ। সোঽপি রাজ্ঞঃ সমীপে ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য রাজানং নিবেদ্য খড়্গেন যাবদ্‌গগনে উৎপততি তাবদাকাশে মহান্ ভৈরবরবো জাতঃ রে রে মারয় ঘাতয় ইতি। সভায়ামুপবিষ্টাঃ সর্ব্বেঽপি লোকা ঊর্দ্ধমুখাঃ সকৌতুকং পশ্যন্তি স্ম। তদনন্তরং মুহূর্ত্তে পরে রাজসভামধ্যে গগনাৎ খড়্গো রক্তলিপ্তঃ তথৈকবাহুঃ পতিতঃ, এবং সর্ব্বৈরবলোক্য ভণিতং, অহো! এতস্যাঃ স্ত্রিয়াঃ বীরপতিঃ সংগ্রামে প্রতিভটৈর্হতঃ। তস্যৈকো বাহুঃ খড়্গশ্চ পতিতঃ,এবং বদতি সভাজনে পুনঃ শিরশ্চ পতিতঃ, তথা কবন্ধঃ। তৎ সর্ব্বং দৃষ্ট্বা বীরস্য স্ত্রিয়া ভণিতং, ভো দেব! মম ভর্ত্তা রণাঙ্গনে যুদ্ধং বিধায় শত্রুভির্নিহতঃ। তস্যেদং শিরঃ সখড়্গো বাহুঃ কবন্ধোঽপি পতিতঃ, তাহ স মে প্রিয়ো ভর্ত্তা দিব্যাঙ্গনাভির্ব্রিয়তে, তন্নিমিত্তমেতৎ শরীরং স্থিতং,স মম স্বামী রণাঙ্গনে প্রতিভটৈর্হতঃ, ইদানীমেতৎ শরীরং কস্য কৃতে রক্ষামি? প্রমদাঃ পতিমার্গগাঃ ইতি বিচেতনৈরপি জ্ঞাতম্। তথা হি—

শশিনা সহ যাতি কৌমুদী, সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।
প্রমদাঃ পতিবর্ত্মগা ইতি, প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি॥

তথা চ স্মৃতিঃ—মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্।
সারুন্ধতীব পূজ্যা সা স্বর্গলোকে নিরন্তরম্॥
যাবচ্চাগ্নৌ মৃতে পত্যৌ স্ত্রী চাত্মানং প্রদাহয়েৎ।
তাবন্ন মুচ্যতে সা হি নরকাদ্ধি কথঞ্চন॥

দীপ্তিমান্ খড়্গ স্থাপন পূর্ব্বক এক অতি মনোহারিণী রমণীর সহিত আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিল। তখন তত্রত্য রাজপুরুষগণ সেই ব্যাপার অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে বলিল, হে নায়ক! তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? সে বলিল, আমি দেবরাজ ইন্দ্রের সেবক, এক সময়ে স্বামী আমাকে শাপ দিয়াছিলেন বলিয়া আমি এখন ভূমণ্ডলে বাস করিতেছি। এইটী আমার ভার্য্যা। এখন দেব ও দৈত্যগণের মহৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, সেই হেতু আমি সেখানে গমন করিতেছি। এই বিক্রমাদিত্য পরনারীগণের সহোদর, এইরূপ বিচার করিয়া ইঁহার নিকটে নিজ ভার্য্যা নিক্ষেপস্বরূপ রাখিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত গমন করিব। তাহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। সেই ব্যক্তিও রাজার নিকট নিজভার্য্যাকে নিক্ষেপ করিয়া রাজাকে নিবেদন পূর্ব্বক খড়্গে নির্ভর করিয়া গগনে উত্থিত হইল, অমনি আকাশে মার্ মার্! ধর্ ধর্! এইরূপ মহাভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। তখন সভাস্থিত সকলেই ঊর্দ্ধমুখ হইয়া সকৌতুকে তাহা দর্শন করিতে লাগিল। তৎপরে মুহূর্ত্তমাত্র গত হইলেই গগন হইতে রাজসভামধ্যে খড়্গসংযুক্ত এবং শোণিত-প্লাবিত একটী বাহু পতিত হইল। এইরূপ দেখিয়া সকলেই বলিল, অহে! এই স্ত্রীলোকটীর বীরপতি যুদ্ধে প্রতিযোদ্ধা দ্বারা কর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার একটী বাহু ও খড়্গ পতিত হইয়াছে। সভাস্থ ব্যক্তিগণ এইরূপ বলিতে বলিতে তৎক্ষণাৎ তাহারই ছিন্নমস্তক ও ক্ষণকাল পরেই কবন্ধ পতিত হইল। এই সকল দেখিয়া বীরপত্নী বলিল, হে দেব! আমার স্বামী রণস্থলে যুদ্ধ করিয়া শত্রুদ্বারা নিহত হইয়াছেন, এই তাঁহার মস্তক, বাহু,কবন্ধ ও খড়্গ পতিত হইয়াছে, অতএব দিব্যাঙ্গনাগণ আমাকে সেই প্রিয়ভর্ত্তার অনুসরণ করিতে বরণ করিয়াছেন। আমার এই শরীর তাঁহার নিমিত্তই অবস্থিত, আমার স্বামী যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, এক্ষণে এই দেহ আর কাহার নিমিত্ত ধারণ করিব? প্রমদাগণ পতিমার্গের অনুসরণ করে,ইহা অচেতন পদার্থসমূহও অবগত আছে। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, জ্যোৎস্না শশীর সহিত এবং তড়িৎ মেঘের সহিত বিলীন হয়, অতএব "প্রমদা পতির অনুগামিনী" অচেতনগণও ইহা প্রতিপাদন করিয়া থাকে। আর স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে, যুদ্ধে স্বামী মরিলে যে নারী হুতাশনে আরোহণ করে, সে অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে নিরন্তর পূজিত হয়। পতি মরিলে, নারী যে পর্য্যন্ত নিজদেহ অগ্নিতে দাহন না করে, তাবৎ সে নরক হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না।

মাতৃকং পৈতৃকঞ্চাপি শ্বশুরস্য কুলং তথা।
কুলত্রয়ং তারয়েদ্ধি ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥
তথা চ—তিস্রঃ কোট্যোর্দ্ধ-কোটী চ যানি রোমাণি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
তথা স্ত্রী পতিমুদ্ধৃত্য সহ তেনৈব মোদতে॥
দুর্ব্বৃত্তং বা সুবৃত্তং বা সর্ব্বপাপরতং তথা।
ভর্ত্তারং তারয়ত্যেষা ভার্য্যা ধর্ম্মেষু নিষ্ঠিতাঃ॥
অন্যচ্চ—জীবিতং পতিহীনানাং নিষ্ফলং চ ভবেদ্ধ্রুবম্।
দীনায়াঃ পতিহীনায়াঃ কিং নার্য্যা জীবিতে ফলম্॥
মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য চ দাতারং কর্ত্তারং কা ন পূজয়েৎ॥
কিঞ্চ—অপি বন্ধুশতা নারী বহুপুত্রৈশ্চ সংযুতা।
শোচ্যা ভবতি সা নারী পতিহীনা তপস্বিনী॥
তথা চ—গন্ধৈর্মাল্যৈস্তথা ধূপৈর্বিবিধৈর্ভূষণৈরপি।
বাসোভিঃ শয়নৈশ্চৈব বিধবা কিং করিষ্যতি॥
তথা চ—নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা নাচক্রী বর্ত্ততে রথঃ।
নাপতিঃ সুখমাপ্নোতি নারী বন্ধুশতৈরপি॥
দরিদ্রো ব্যসনী বৃদ্ধো ব্যাধিতো বিকলস্তথা।
পতিতঃ কৃপণো বাপি স্ত্রীণাং ভর্ত্তা পরা গতিঃ॥
কিঞ্চ—বৈধব্য-সদৃশং দুঃখং স্ত্রীণামন্যং ন বিদ্যতে।
ধন্যা সা যোষিতাং মধ্যে ভর্ত্রগ্রে ম্রিয়তে হি যা॥

ইত্যুক্ত্বা অগ্নিপ্রবেশার্থং রাজ্ঞঃ পাদয়োঃ পপাত। রাজা তস্য বচনং শ্রুত্বা করুণার্দ্ররসসিক্ত-কর্ণঃ সন্ শ্রীখণ্ডাদিভিশ্চিতাং বিরচ্য তস্মৈ অনুজ্ঞাং দদৌ। সাপি রাজ্ঞঃ সকাশাৎ অনুজ্ঞাং

যে নারী স্বামীর অনুগমন করে, সে মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল উদ্ধার করিয়া থাকে। মানবদিগের প্রত্যে-কের গাত্রে সাড়ে তিন কোটি রোম আছে, যে স্ত্রী স্বামীর অনুগমন করে, সে তাবৎকাল পর্য্যন্ত স্বর্গ-লোকে বাস করিয়া থাকে। যেমন সর্পগ্রাহী ব্যক্তিগণ বলপূর্ব্বক গর্ত্ত হইতে সর্প উদ্ধার করে, অনু-মৃতা সাধ্বী স্ত্রীও সেইরূপ পতির উদ্ধার করিয়া তাহার সহিত আনন্দে বিহার করে। যদি ভার্য্যা ধর্ম্মে অনুরক্ত হয়, তবে পতি দুর্ব্বৃত্তই হউক বা সচ্চরিত্রই হউক, কিংবা সমস্ত পাপকার্য্যেই বা নিরত হউক, সে আপন ভার্য্যাকে উদ্ধার করিয়া থাকে। আরও কথিত আছে, পতিহীনা নারীর জীবন নিশ্চয়ই নিষ্ফল হইয়া থাকে, যে রমণী পতিহীনা, সে দীনা ও শোচনীয়া, তাহার জীবনে কি ফল আছে? পিতা, ভ্রাতা ও পুত্র ইহারা পরিমিত দান করেন, কিন্তু কেবল একমাত্র পতিই অপরিমিত দান করেন, তবে কোন্ স্ত্রী স্বীয় পতির পূজা না করিবেন? আর নারী বহুতর পুত্র ও শত শত বন্ধুগণে পরিবৃতা হইয়াও পতিহীনা হইলে শোচনীয়া হইয়া থাকেন। নারীজাতি পতিহীনা হইলে গন্ধদ্রব্য, মাল্য, ধূপ, বিবিধ ভূষণ, শয্যা ও বসন-সমূহ লইয়া কি করিবে? তন্ত্রীহীন বীণা ও চক্রহীন রথ যেমন বিফল, সেইরূপ নারী পতিহীনা হইলে শত শত বন্ধুজন লইয়া কি করিবে? স্বামী দরিদ্রই হউক, ব্যসনাসক্তই হউক, বৃদ্ধই হউক, ব্যাধিগ্রস্তই হউক অথবা কৃপণই হউক, স্বামীই স্ত্রীগণের পরমগতি, তাহাতে সন্দেহ নাই। নারীগণের পতির সমান বন্ধু নাই, পতির সমান গতি নাই এবং বৈধব্যের তুল্য দুঃখকর আর কিছুই নাই। যে নারী স্বামীর সম্মুখে মরিতে পারে, তাহার তুল্য ধন্য পুণ্যশীলা আর কেহই নাই। এই বলিয়া সেই নারী অগ্নি-প্রবেশের নিমিত্ত রাজার চরণদ্বয়ে নিপতিত হইল। সেই স্ত্রীর বাক্য শুনিয়া রাজার কর্ণ করুণরসে পরিষিক্ত হইল। তখন তিনি চন্দন-কাষ্ঠাদি দ্বারা চিতা রচনা

লব্ধ্বা ভর্ত্তুঃ শরীরেণ সমং অগ্নিং বিবেশ। ততঃ সূর্য্যোঽস্তং গতঃ। ততো সন্ধ্যাদিকং কর্ম্ম সমনুষ্ঠায় সিংহাসনে সমুপবিষ্টো রাজা যাবৎ সকলসামন্তরাজকুমারাদিভিরুপাস্যতে, তাবৎ স এব নায়কঃ পূর্ব্ববৎ খড়্গহস্তঃ অতি দীর্ঘকায়ো দেদীপ্যমানবপুঃ সমাগত্য রাজ্ঞঃ কণ্ঠে কল্পতরুকমলগ্রথিতাং মালাং পরিমললুব্ধমুগ্ধমধুকরনিকুরম্বনিরন্তরাং নিধায় ততস্তস্মৈ নানাবিধযুদ্ধগোষ্ঠীং বক্তুং প্রবৃত্তঃ। ততস্তং সমাগতং দৃষ্ট্বা সর্ব্বাপি সভা বিস্ময়ং গতা। পুনস্তেন ভণিতং, ভো রাজন্! ময়ি অস্মাৎ স্থানাৎ স্বর্গং গতে তত্র মহেন্দ্রস্য দৈত্যানাং চ মহান্ সংগ্রামোঽভূৎ। তস্মিন্ সময়ে বহবো রাক্ষসাঃ নিপাতিতাঃ, কেচন পলায্য গতাঃ। যুদ্ধাবসানে দেবেন্দ্রেণ সপ্রসাদমহং ভণিতং, ভো নায়ক! ত্বয়া অদ্য প্রভৃতি ভূর্লোকং প্রতি ন গন্তব্যম্, তব শাপস্যাবসানং জাতম্। তবাহং প্রসন্নোঽস্মি, গৃহাণেদং কুবলয়মিতি রত্নখচিতং স্বকরাৎ মুক্তাবলয়ং মম হস্তে অদাৎ। পুনর্ময়া ভণিতং, ভো স্বামিন্! অত্রাগমনসময়ে ময়া ভার্য্যা বিক্রমার্কসমীপে নিক্ষিপ্তা, তাং গৃহীত্বা ঝটিতি পুনরাগমিষ্যামি, ইতি পুরন্দরমুক্ত্বা সমাগতোঽস্মি। ত্বং পরনারীসহোদরঃ, সা মম ভার্য্যা দাতব্যা, তয়া সহ পুনঃ স্বর্লোকং গমিষ্যামি। তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা সর্ব্বৈঃ সহ সভায়াং তটস্থো জাতঃ, পরং বিস্ময়ং গত্বা তূষ্ণীং স্থিতঃ। পুনস্তেন ভণিতং, ভো রাজন্! কিমিতি জোষমাস্যতে? রাজ্ঞঃ সমীপস্থৈঃ ভণিতং, তব ভার্য্যা অগ্নিং প্রবিষ্টা। তেনোক্তং, কিমর্থম্? ততস্তে নিরুত্তরীভূতা আসন্। তদা তেন ভণিতং, ভো রাজশিরোমণে! পরনারীসহোদর! লোককল্পদ্রুম! বিক্রমভূমিপাল? ব্রহ্মায়ুর্ভব; অহং মহেন্দ্রজালিকঃ, তব পুরতঃ ইন্দ্রজালবিদ্যালাঘবং দর্শিতম্। রাজাপি বিস্ময়ং গতঃ, প্রসন্নোঽভূৎ। তস্মিন্নবসরে ভাণ্ডারিকেণাগত্য উক্তং, ভো মহারাজ! পাণ্ড্যরাজেন স্বামিনে করঃ প্রেষিতঃ। রাজ্ঞোক্তং, কিং প্রেষিতম্? তেনোক্তং, স্বামিন! অবহিতং শৃণু।

করিয়া তাহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন সেই সাধ্বী সতী রমণী ও রাজার নিকট অনুমতি পাইয়া স্বামীর দেহের সহিত অনলে প্রবেশ করিল। তদনন্তর সূর্য্যদেব অস্তগত হইলেন। পরদিন প্রভাতকালে রাজা সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন পূর্ব্বক সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে সামন্ত ও সচিববর্গ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। তখন সেই দীর্ঘাকার নায়ক পূর্ব্বের ন্যায় হস্তে খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক দেদীপ্যমানদেহে আসিয়া রাজার কণ্ঠদেশে মধুগন্ধলুব্ধ ও মুগ্ধ মধুকর সমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত কল্পতরু-কমলমালা অর্পণ করিয়া তাঁহার নিকট যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল। তখন তাহাকে উপস্থিত দেখিয়া সমস্ত সভা বিস্মিত হইল। সেই নায়ক পুনর্ব্বার বলিল, রাজন! আমি এই স্থান হইতে স্বর্গগমন করিলে পর তথায় দৈত্যগণের সহিত দেবরাজের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহাতে অনেক রাক্ষস নিপতিত হইল এবং কতকগুলি পলাইয়া গেল। যুদ্ধের অবসানে সুররাজ প্রসন্ন হইয়া আমাকে বলিলেন, হে নায়ক! আজ অবধি তুমি ভূতলে যাইও না, তোমার শাপের অবসান হইল, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম, এই বলয় গ্রহণ কর, এই বলিয়া রত্নখচিত মুক্তাবলয় নিজকর হইতে খুলিয়া আমাকে দিলেন। আমি পুনরায় বলিলাম, প্রভো! আমার ভার্য্যাকে রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট রাখিয়া আসিয়াছি, আমি তাহাকে লইয়া শীঘ্র আসিতেছি, ইন্দ্রের নিকট এইরূপ বলিয়া আসিয়াছি। আপনি পরনারীগণের সহোদরতুল্য, এখন আমার সেই ভার্য্যা প্রদান করুন, তাহাকে লইয়া পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করিব। তাহা শুনিয়া রাজা সভাস্থলের সহিত তটস্থ হইলেন এবং অত্যন্ত বিস্মিত এবং মৌন হইয়া রহিলেন। পুনর্ব্বার নায়ক বলিল, রাজন্! চুপ করিয়া রহিলেন কেন? রাজার নিকটস্থিত ব্যক্তিগণ বলিল, তোমার ভার্য্যা অনলে প্রবেশ করিয়াছে। সে বলিল, কি নিমিত্ত? তৎপরে সভাস্থিত সকলেই নিরুত্তর হইয়া রহিল। তখন সে বলিল, হে রাজশিরোরত্ন! হে পরনারীসহোদর! হে লোককল্পদ্রুম! আপনি ব্রহ্মায়ু হউন, আমি একজন মহান্ ঐন্দ্রজালিক, আপনার সম্মুখে ইন্দ্রজালবিদ্যার নৈপুণ্য দেখাইলাম। রাজা শুনিয়া প্রথমে বিস্মিত এবং তৎপরে তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। সেই সময়ে কোষাধ্যক্ষ আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! পাণ্ড্যদেশের রাজা প্রভুর নিকট কর প্রেরণ করিয়াছেন। রাজা বলিলেন, কি কি পাঠাইয়াছেন?

অষ্টৌ হাটককোটয়স্ত্রিনবতির্মুক্তাফলানাং তুলাঃ, পঞ্চাশদ্মধুগন্ধলুব্ধমধুপৈঃ সংশোভিতাঃ সিন্ধুরাঃ।
অশ্বানাং ত্রিশতঞ্চৈব চতুরং পণ্যাঙ্গনানাং শতং, শ্রীমদ্বিক্রমভূমিপাল ভবতঃ শ্রীপাণ্ড্যরাট্ প্রেষিতম্॥

ততো রাজ্ঞা ভণিতং, ভো ভাণ্ডারিক! এতৎ সর্ব্বং ঐন্দ্রজালিকায় দেহীতি। তদা তৎ সর্ব্বং তেন

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকা ভোজরাজমবদৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবমৌদার্য্যং বিদ্যতে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা অধোমুখো বভূব।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরাভোজসংবাদে ত্রিংশোপাখ্যানম্॥ ৩০

একত্রিংশদুপাখ্যানম্

পুনরপি রাজা সিংহাসনে যাবৎ সমুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকা বদতি স্ম, ভো রাজন্! অস্মিন্ সিংহাসনে স এবোপবেষ্টুং ক্ষমঃ, যস্য বিক্রমস্যেব ঔদার্য্যাদয়ো গুণা ভবন্তি। রাজ্ঞোক্তম্, ভো পুত্তলিকে! কথয় তস্য বিক্রমস্যৌদার্য্যবৃত্তান্তম্। সা কথয়তি, ভো রাজন্! শ্রূয়তাম্। বিক্রমার্কে রাজ্যং কুর্ব্বতি, একদা কশ্চিদ্দিগম্বরঃ সমাগত্য রাজ্ঞো হস্তে ফলং দত্ত্বা আশিষং প্রযুজ্য ভণতি, ভো রাজন্! অহং মার্গশীর্ষকৃষ্ণচতুর্দ্দশীদিবসে শ্মশানে হবনং করিষ্যামি, তর্হি ভবান্ পরোপকারী সত্ত্বাধিকঃ, তত্র মমোত্তরসাধকেন ভবিতব্যম্। তস্য শ্মশানস্য নাতিদূরে শমীপাদপো অস্তি, তত্র কশ্চিদ্বেতালো লগ্নস্তিষ্ঠতি, স ত্বয়া মৌনিনা নেতব্যঃ। রাজ্ঞা তথা করিষ্যামি ইতি প্রতিজ্ঞাতম্। অথ ক্ষপণকঃ কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীদিবসে শ্মশানে হোমসাধনদ্রব্যাণি গৃহীত্বা স্থিতঃ। অথ তেন দর্শিতং শমীপাদপস্থিতং বেতালং দৃষ্ট্বা স্কন্ধে গৃহীত্বা রাজা যাবৎ মার্গে আগচ্ছতি, তাবদ্বেতালেনোক্তম্, ভো, রাজন্! মার্গশ্রমাপনোদনায় কামতি কথাং কথয়। রাজা মৌনভঙ্গভয়াৎ তূষ্ণীং স্থিতঃ। পুনর্ব্বেতালেনোক্তম্, ত্বং মৌনভঙ্গ-

---

সে বলিল, প্রভো! মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। আট কোটি সুবর্ণ, তিরনব্বই কোটি মুক্তার ভার, মদগন্ধলুব্ধ মধুকরব্যাপ্ত পঞ্চাশৎ হস্তী, তিনশত অশ্ব এবং চারিশত পণ্যনারী প্রেরণ করিয়াছেন। তৎপরে রাজা বলিলেন, সেই সমস্ত দ্রব্যই এই ঐন্দ্রজালিককে প্রদান কর। তখন সে তৎসমস্তই তাহাকে প্রদান করিল। এই কথা বলিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, রাজন্! যদি আপনার এইরূপ ঔদার্য্যাদি গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন। রাজা অধোবদন হইলেন।

ত্রিংশোপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনরপি রাজা যেমন সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, অমনি অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! যাহার বিক্রমতুল্য ঔদার্য্যাদি গুণ আছে, সেই ব্যক্তিই এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য। রাজা বলিলেন, হে পুত্তলিকে! রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য-গুণ-বৃত্তান্ত বর্ণন কর। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে একদিন একজন দিগম্বর আসিয়া রাজার হস্তে ফল প্রদান ও আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক বলিলেন, রাজন্! আমি অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীর দিন শ্মশানে হোম করিব। আপনি পরোপকারী মহাপুরুষ, সেখানে আপনি আমার উত্তরসাধক হইবেন। সেই শ্মশানের কিয়দ্দূরে শমীবৃক্ষ আছে, এক বেতাল সেই বৃক্ষে লগ্ন হইয়া আছে, আপনি মৌনী হইয়া তাহাকে আনয়ন করিবেন। রাজা "তাহা করিব" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। তৎপরে সেই ক্ষপণক কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী দিবসে হোমদ্রব্য-সকল সংগ্রহ করিয়া শ্মশানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য শমীবৃক্ষস্থিত বেতালকে স্কন্ধে গ্রহণ পূর্ব্বক যখন আসিতেছিলেন, তখন বেতাল বলিল, রাজন্! পথশ্রম অপনয়নের নিমিত্ত কোন কথা বলুন। রাজা মৌনভঙ্গ-ভয়ে চুপ করিয়া

ভয়াৎ কথাং ন কথয়সি, অহং তাবৎ কথয়িষ্যামি। কথাবসানে মৌনভঙ্গভয়াৎ কথয়সি চেৎ, তব শিরঃ সহস্রধা ভবিষ্যতি, ইতি ভণিত্বা কথাং কথয়তি।

রাজন্! শ্রূয়তাম্। হিমবতো দক্ষিণপার্শ্বে বিন্ধ্যবতা নাম্নী নগরী আসীৎ। তত্র সুবিচারকো নাম রাজা প্রতিবসতি স্ম। তস্য পুত্রো ময়সেনঃ। স একদা আখেটনার্থং বনং গতঃ, বনে হারিণমেকং দৃষ্ট্বা তমনুগতো মহারণ্যং প্রবিষ্টঃ। তদা কঞ্চিন্নগরমার্গমাসাদ্য একাকী যাবদাগচ্ছতি, তাবন্মধ্যে একা নদী দৃষ্টা। তত্র নদীতটাকে কশ্চিদ্ব্রাহ্মণঃ অনুষ্ঠানং করোতি। রাজপুত্রস্তস্য সমীপং গত্বা তমবদৎ, ভো ব্রাহ্মণ! যাবৎ জলং পাস্যামি, তাবন্মম অশ্বং গৃহাণ। ব্রাহ্মণেনোক্তম্, অহং কিং তব প্রেষ্যঃ যদশ্বং ধারয়িষ্যামি? ততস্তেন কশয়া তাড়িতঃ ব্রাহ্মণো রুদন্ রাজসমীপমাগত্য নিবেদয়ামাস। রাজাপি ক্রোধাদরুণলোচনঃ সন্ পুত্রং স্বদেশাৎ নির্ব্বাসয়িতুমাদিদেশ। তস্মিন্নবসরে মন্ত্রিণা ভণিতম্, অয়ং রাজ্যভোগেন যোগ্যঃ কুমারো ন তু স্বদেশাৎ নির্ব্বাসনীয়ঃ। এতদনুচিতং ন ভবতি। রাজ্ঞোক্তম্, ভো মন্ত্রিন্! তদনুচিতমেব, যতো ব্রাহ্মণশরীরং কশয়া তাড়িতম্; তস্মাদয়ং সমীচীনদণ্ডো ভবতি, বুদ্ধিমতা ব্রহ্মদ্বেষ ন কর্ত্তব্যম্। উক্তঞ্চ—

ন বিষং ভক্ষয়েৎ প্রাজ্ঞো ন ক্রীড়েৎ পন্নগৈঃ সহ।
ন নিন্দেদ্‌যোগিবৃন্দানি ব্রহ্মদ্বেষং ন কারয়েৎ॥

ভো মন্ত্রিন্! কিং ত্বয়া পুরাণানি ন শ্রুতানি? পুরা ব্রাহ্মণস্য শাপাৎ ঈশ্বরস্য লিঙ্গপাতো জাতঃ, নৃগস্য কৃকলাসত্বং, ইন্দ্রস্য দারিদ্র্যযোগঃ, নহুষস্য মহোরগত্বং, স্বয়ং সম্পন্নোঽপি পূজ্যান্ ন তিরস্কুর্য্যাৎ।

অত্যুন্নতপদং প্রাপ্তঃ পূজ্যান্ নৈবাবমানয়েৎ।
নহুষঃ সর্পতাং প্রাপ্তশ্চ্যুতোঽগস্ত্যাবমাননাৎ।
অতস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে পূজনীয়াশ্চ সর্ব্বদা॥
তথা চ—যৈঃ কৃতঃ সর্ব্বভক্ষ্যোঽগ্নিরপেয়শ্চ মহোদধিঃ।
ক্ষয়ৈশ্চাধ্যাসিতশ্চন্দ্রঃ কো ন নশ্যেৎ প্রকোপ্য তান্॥

রহিলেন। তখন বেতাল বলিল, আপনি মৌনভঙ্গ-ভয়ে কথা কহিতেছেন না, তবে প্রথমে আমিই কথা কহিব। আমার কথা শেষ হইলে যদি মৌনভঙ্গভয়ে কথা না কহেন, তবে আপনার মস্তক শত প্রকারে বিদীর্ণ হইবে, এই বলিয়া বেতাল কথা বলিল, রাজন! শ্রবণ করুন। হিমাচলের দক্ষিণ পার্শ্বে বিন্ধ্যবতী নামে এক নগরী আছে, তথায় সুবিচারক নামে এক রাজা আছেন। তাঁহার পুত্র ময়সেন একদিন মৃগয়ার্থ মৃগের অনুসরণ পূর্ব্বক মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি নগরের পথ অনুসরণ করিয়া আসিতে আসিতে এক নদী দেখিলেন। সেই নদীতটে এক ব্রাহ্মণ তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। রাজপুত্র তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলেন, হে মিত্রবর! আমি জলপান করিব, আপনি একবার এই অশ্বরজ্জু ধারণ করুন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি কি তোমার ভৃত্য যে অশ্ব ধারণ করিব? তৎপরে রাজপুত্র তাঁহাকে অশ্বরজ্জু দ্বারা আঘাত করিলেন, ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে রাজার নিকট নিবেদন করিলেন। রাজা ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া পুত্রকে নিজ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবার নিমিত্ত আজ্ঞা দিলেন। সেই সময়ে মন্ত্রী বলিলেন, কুমার রাজ্যভোগে উপযুক্ত, অতএব ইহাকে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা উচিত নয়। রাজা বলিলেন, হে মন্ত্রিন্! তাহাই উচিত, যেহেতু, ব্রাহ্মণ-শরীরে কশাঘাত করিয়াছে, অতএব ইহাই উপযুক্ত দণ্ডই হইয়াছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কদাচ ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বেষ করিবে না। কথিত আছে, প্রাজ্ঞব্যক্তি বিষ ভক্ষণ, সর্পের সহিত ক্রীড়া, যোগিবৃন্দের নিন্দা ও ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বেষ করিবে না। হে মন্ত্রিন্! তুমি কি পুরাণ ইতিহাস শ্রবণ কর নাই? পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের শাপে ঈশ্বরের লিঙ্গপাত, নৃগরাজের কৃকলাসত্ব, ইন্দ্রের দারিদ্র্য, নহুষের মহাসর্পযোনিপ্রাপ্তি হইয়াছিল, সম্পদ্‌লাভ করিয়াও পূজ্যগণের তিরস্কার করা কর্ত্তব্য নয়। কোন ব্যক্তিই অতিশয় উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াও পূজ্যজনের অবমাননা করিবেন না। দেখ, নহুষ ইন্দ্রত্ব পাইয়া অগস্ত্যের অবমাননা করিয়াছিলেন বলিয়া সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর যাঁহারা অগ্নিকে সর্ব্বভক্ষ্য ও মহাসমুদ্রকে অপেয় এবং চন্দ্রকে ক্ষয়রোগাক্রান্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে

কিঞ্চ—যন্মুখেন সদাশ্নাতি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কো ভবেদধিকস্ততঃ॥

তথাচ—দ্বারবত্যাং স্বয়ং কৃষ্ণেনাপ্যুক্তম্—
শতং শপন্তং পরুষং বদন্তং, স পাপকৃৎ ব্রহ্মদবাগ্নিমধ্যে।
যো ব্রাহ্মণং নার্চ্চয়েৎ যথাহং, বধ্যশ্চ দণ্ড্যশ্চ সদাস্মদীয়ৈঃ॥
কিঞ্চ—যশ্চ মাং পরয়া ভক্ত্যা আরাধয়িতুমিচ্ছতি।
তেন বিপ্রাঃ সদা পূজ্যা এবং তুষ্টো ভবাম্যহম্॥

ভো মন্ত্রিন্! যেন হস্তেন তাড়িতো ব্রাহ্মণঃ, তস্য হস্তস্য ছেদঃ কার্য্যঃ। ইতি যাবৎ তস্য হস্তং ছেদয়তি, তাবৎ স ব্রাহ্মণঃ সমাগত্য ভণতি, ভো রাজন্! তদা অজ্ঞানবশাৎ তথা কৃতম্, অদ্যপ্রভৃতি এবমনুচিতং ন করিষ্যতি, মম কারণাৎ রাজপুত্রো রক্ষণীয়ঃ, অহং প্রসন্নো জাতোঽস্মি। তস্য বচনং শ্রুত্বা স্বপুত্রং বিসসর্জ্জ। ব্রাহ্মণোঽপি নিজনিলয়ং অগাৎ। ইমাং কথাং কথয়িত্বা বেতালো বদতি, ভো রাজন্! এতয়োর্ম্মধ্যে গুণাধিকঃ কঃ? রাজা বিক্রমেণ ভণিতং, রাজা এব গুণাধিকঃ। তৎ শ্রুত্বা মৌনভঙ্গাৎ বেতালঃ শমীপাদপং জগাম। রাজাপি পুনস্তত্র গত্বা তং স্কন্ধে সমারোপ্য যাবদা-গচ্ছতি, তাবৎ পুনরপি কথাং কথয়তি, এবং কথানাং পঞ্চবিংশতিঃ কথিতা বেতালেন। তস্য সূক্ষ্ম-বুদ্ধিবৈদগ্ধ্যেন বেতালঃ প্রসন্নো জাতো বিক্রমং জগাদ, ভো রাজন্! অয়ং দিগম্বরঃ ত্বাং নিহন্তুং প্রযত্নং করোতি। রাজ্ঞোক্তম্, তৎ কথম্? বেতালেনোক্তং, যদা ত্বং মাং তত্র নেষ্যসি, তদা তব পরিভবো ভবিষ্যতি। "ত্বং শ্রান্তোঽসি ইদানীমগ্নিকুণ্ডং প্রদক্ষিণীকৃত্য দণ্ডবৎ প্রণম্য নিজস্থানং গচ্ছ" ইতি দিগ-ম্বরেণ কথিতে যদা ত্বং দণ্ডবৎ প্রণামং কর্ত্তুং নম্রো ভবিষ্যসি, তদা দিগম্বরঃ খড়্গেন ত্বাং নিহনিষ্যতি।

প্রকুপিত করিয়া কোন্ ব্যক্তি বিনষ্ট না হয়? আরও দেখ, দেবতাগণ যাঁহাদের হস্ত দ্বারা হব্য এবং পিতৃগণ কব্য ভোজন করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর আর কে হইতে পারে? আরও, সমস্ত সুরগণ ও মনুষ্যগণ যাঁহাদের পূজা করেন এবং যাঁহারা তপস্যা ও ব্রতধারী, সেই বিপ্রগণের সর্ব্বদা অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। আর, দ্বারবতীতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন, শত শত গালি দিলে ও এবং শত শত কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেও যে ব্যক্তি আমার ন্যায় ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করে না, ব্রহ্মদবাগ্নিমধ্যে সেই ব্যক্তি আমাদের হইতেও পাপকারী দণ্ডনীয় ও বধ্য হয়। যে ব্যক্তি পরম ভক্তিদ্বারা আমার আরাধনা করিতে ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি বিপ্রগণের পূজা করিবে এবং তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইব। হে মন্ত্রিন্! আমার পুত্র যে হস্ত দ্বারা ব্রাহ্মণের তাড়না করিয়াছে, তাহার সেই হস্ত ছেদন করা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া যখন রাজা পুত্রের হস্তচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন, রাজন্! যখন রজপুত্র অজ্ঞানবশে সেইরূপ করিয়াছেন, তখন আর এরূপ অনুচিত কার্য্য করিবেন না; অতএব আমার অনুরোধ আপনি রাজপুত্রকে রক্ষা করুন, আমি প্রসন্ন হইয়াছি। সেই ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া রাজা নিজ পুত্রকে ক্ষমা করিলেন, ব্রাহ্মণও নিজালয়ে গমন করিলেন। এই কথা কহিয়া বেতাল বলিল, রাজন্! এই উভয়ের মধ্যে গুণাধিক ব্যক্তি কে? রাজা বিক্রমাদিত্য বলিলেন, রাজাই গুণাধিক। তাহা শুনিয়া মৌনভঙ্গ হেতু বেতাল শমীবৃক্ষে গমন করিল, রাজাও পুনর্ব্বার সেখানে গিয়া বেতালকে স্কন্ধে আরোপণ পূর্ব্বক যখন আসিতেছিলেন, তখন বেতাল পুন-র্ব্বার কথা আরম্ভ করিল। এইরূপে বেতাল পঞ্চবিংশটী গল্প কহিয়াছিল। রাজার সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রভাবে বেতাল প্রসন্ন হইয়া বিক্রমাদিত্যকে বলিল, রাজন্! এই দিগম্বর আপনাকে নিহত করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন। রাজা কহিলেন, তাহা কি প্রকার? বেতাল বলিল, আপনি আমাকে যখন সেখানে লইয়া যাইবেন, তখনই আপনার পরাভব হইবে। "তুমি শ্রান্ত হইয়াছ, এক্ষণে অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ ও দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নিজস্থানে গমন কর" দিগম্বর এই কথা বলিলে পর যখন আপনি দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার নিমিত্ত নম্র হইবেন, তখন দিগম্বর খড়্গ দ্বারা আপনাকে নিহত করিবে;

ততস্তব মাংসেন হোমং করিষ্যতি। এবং ক্রিয়মাণে তস্য অণিমাদ্যষ্টৌ সিদ্ধয়ো ভবিষ্যন্তি। বিক্রমেণোক্তম্, অধুনা কিং ক্রিয়তে? বেতালোনক্তম্, ত্বমেবং কুরু। যদা দিগম্বরঃ ত্বাং "নমস্কৃত্য গচ্ছ" ইতি বদিষ্যতি, ত্বয়া এবং তৎপ্রতি বক্তব্যং, অহং সার্ব্বভৌমঃ, সর্ব্বরাজানঃ মাং প্রণামং কুর্ব্বন্তি, ময়া কদাপি কস্যাপি প্রণামো ন কৃতঃ। অতোঽহং প্রণামং কর্ত্তুং ন জানামি, ত্বং প্রথমং প্রণামং কৃত্বা দর্শয়। তদ্দৃষ্ট্বা পশ্চাদহং প্রণামং করিষ্যামি। ততঃ স যদা প্রণামং কর্ত্তুং নম্রো ভবিষ্যতি, তদা ত্বং তস্য শিরশ্ছিন্ধি, অহং তব বাধাং ন করিষ্যামি। তবাষ্টৌ সিদ্ধয়ো ভবিষ্যতি। এবং বেতালেন নিবেদিতো রাজা বিক্রমস্তথৈব অকরোৎ। রাজ্ঞোঽষ্টৌ মহাসিদ্ধয়ো জাতঃ। অথ বেতালেনোক্তং, ভো রাজন! তবাহং প্রসন্নোঽস্মি, বরং বৃণীষ। রাজ্ঞোক্তং, যদি মম প্রসন্নোঽস্মি, তর্হি যদাহং স্মরিষ্যামি, তদা ত্বয়া মৎসমীপে আগন্তব্যম্। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় নিজস্থানং গতঃ। রাজাপি নিজনগরীং বিবেশ।

ইমাং কথাং কথয়িত্বা পুত্তলিকাবদৎ, ভো রাজন্! ত্বয়ি এবমৌদার্য্যাদয়ো গুণা বিদ্যন্তে চেৎ, তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। রাজা তূষ্ণীমাসীৎ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরা-ভোজসংবাদে একত্রিংশদুপাখ্যানম ॥৩১॥

দ্বাত্রিংশদুপাখ্যানম্

পুনরপি রাজা সিংহাসনে যাবদুপবিশতি, তাবদন্যা পুত্তলিকা ভণতি, ভো রাজন্! সিংহাসনেঽস্মিন স বিক্রমার্ক এব উপবেষ্টুং ক্ষমঃ, নান্যঃ, তস্য বিক্রমসদৃশো রাজা ভূমণ্ডলে নাস্তি। যঃ কাষ্ঠময়েন খড়্গেন পৃথিবীমধ্যে ভ্রমন্ সর্ব্বান্ পৃথ্বীধরান্ বিজিত্য একচ্ছত্রেণ রাজ্যমকরোৎ। যোঽপি যাবন্তো

তৎপরে আপনার মাংস দ্বারা হোম করিবে। এইরূপ করিলে পর, তাহার অণিমাদি অষ্টবিধ সিদ্ধি লাভ হইবে। রাজা বলিলেন, তবে এক্ষণে কি করিব? বেতাল বলিল, আপনি এইরূপ করুন। যখন দিগম্বর আপনাকে বলিবেন যে, নমস্কার করিয়া যাও, তখন আপনি বলিবেন যে, আমি সার্ব্বভৌম রাজা, সকলেই আমাকে প্রণাম করিয়া থাকে, আমি কখন কাহাকেও এরূপ প্রণাম করি নাই, অতএব আমি প্রণাম করিতে জানি না। আপনি অগ্রে প্রণাম করিয়া দেখাইয়া দিউন, তাহা দেখিয়া পরে আমি প্রণাম করিতেছি। তৎপরে সে যখন প্রণাম করিবার নিমিত্ত নম্র হইবে, তখন আপনি তাহার শিরশ্ছেদন করিবেন। আমি আপনার কোন বাধা করিব না। তাহা হইলে আপনারই অষ্টসিদ্ধিলাভ হইবে। বেতাল এইরূপ নিবেদন করিলে রাজা বিক্রমাদিত্য সেইরূপই করিলেন। তখন তাঁহার অষ্টসিদ্ধিলাভ হইল। অনন্তর বেতাল বলিল, রাজন্! আমি আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, বর গ্রহণ করুন্। রাজা বলিলেন, যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমি যখন স্মরণ করিব, তখন আমার নিকট আসিবেন। "তাহাই হইবে" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বেতাল নিজস্থানে প্রস্থান করিল; রাজাও নিজ নগরে গমন করিলেন। এই কথা কহিয়া পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! যদি আপনার এবংবিধ ঔদার্য্যাদি গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন। রাজা মৌনী হইয়া রহিলেন

একত্রিংশদুপাখ্যান সমাপ্ত।

পুনর্ব্বার রাজা যেমন সিংহাসনে বসিবেন, অমনি অন্য পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! সেই বিক্রমাদিত্যই এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য, অন্য কেহই নহেন। বিক্রমের তুল্য রাজা আর ভূমণ্ডলে কে নাই। তিনি কাষ্ঠময় খড়্গদ্বারা পৃথিবীমধ্যে ভ্রমণ পূর্ব্বক সমস্ত পৃথিবীপতিকে পরাজয় করিয়া এক

রাজানঃ সন্তি, তেষাং সর্ব্বেষাং বশীকরণমন্ত্রঃ প্রযুক্তঃ সমস্তান্ দুর্জ্জনজনান্ নিষ্কাশ্য যাচকানাং দারিদ্র্যং মোচয়িত্বা দুর্ভিক্ষদুঃখাদীন্ নিবার্য্য চ বিক্রমেণ পৃথিবী পালিতা। অতো বিক্রমার্কসদৃশো রাজা নাস্তি, এবং ঔদার্য্যাদয়ো গুণাস্ত্বয়ি বিদ্যন্তে যদি,তর্হি অস্মিন্ সিংহাসনে সমুপবিশ। তৎ শ্রুত্বা রাজা তূষ্ণীমাসীৎ।

পুনরপি দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা ভোজরাজমব্রবীৎ, ভো ভোজরাজ! বিক্রমাদিত্যো রাজা তথাবিধঃ, ত্বমপি সামান্যো ন ভবসি, যুবাং দ্বৌ নরনারায়ণাবতারধারিণৌ, তস্মাৎ ত্বত্তঃ পরমপবিত্রচরিত্রঃ সকল-কলাপ্রবীণঃ ঔদার্য্যগুণবিশিষ্টো রাজা বর্ত্তমানসময়ে নাস্তি। তব প্রসাদাদস্মাকং দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকানাং পাপক্ষয়ো জাতঃ; শাপাদ্‌বিমুক্তিরপি জাতা। ভোজেনোক্তং, তৎ শাপস্য বৃত্তান্তং কথয়। পুত্তলিকা অবদৎ, শ্রূয়তাং রাজন্! দ্বাত্রিংশৎ সুরাঙ্গনাঃ পার্ব্বত্যাঃ সখ্যঃ, তস্যাঃ পরম-প্রেমাস্পদীভূতাশ্চ। প্রত্যেকং নামধেয়ানি শ্রূয়ন্তাম্। মিশ্রকেশী ১ প্রভাবতী ২ সুপ্রভা ৩ ইন্দ্রসেনা ৪ সুদতী ৫ অনঙ্গ-নয়না ৬ কুরঙ্গনয়না ৭ লাবণ্যবতী ৮ কামকলিকা ৯ চণ্ডিকা ১০ বিদ্যাধরী ১১ প্রজ্ঞাবতী ১২ জন-মোহিনী ১৩ বিদ্যাবতী ১৪ নিরুপমা ১৫ হরিমধ্যা ১৬ মদনসুন্দরী ১৭ বিলাসরসিকা ১৮ শৃঙ্গার-কলিকা ১৯ মন্মথসঞ্জীবনী ২০ রতিলীলা ২১ মদনবতী ২২ চিত্ররেখা ২৩ সুরতগহ্বরা ২৪ প্রিয়দর্শনা ২৫ কামোন্মাদিনী ২৬ সুখসাগরা ২৭ শশিকলা ২৮ চন্দ্ররেখা ২৯ হংসভামিনী ৩০ কামরসিকা ৩১ উন্মা-দিনী ৩২। একদা সিংহাসনে সমুপবিষ্টঃ পরমেশ্বরঃ প্রেম্না বিলাসেন অস্মাসু দৃষ্টিং নিদধৌ। তৎ দৃষ্ট্বা দেবী পার্ব্বতী সকোপমস্মান্ অশপৎ, ভবত্যো নির্জ্জীবাঃ পুত্তলিকাঃ ভূত্বা ইন্দ্রস্য সিংহাসনে লগস্থ। ততোঽস্মাভিশ্চ সপ্রণিপাতং শাপাবসানং যাচিতঃ। অথ সা দেবী সমবদৎ, যদা তৎ সিংহাসনং বিক্রমেণ অধিষ্ঠিতং ভূত্বা পুনর্ভোজস্য হস্তগতং ভবিষ্যতি, তদা সুরেশ্বরাপ্সরাদীনাং ভোজরাজসংবাদো ভবিষ্যতি। যদা চ বিক্রমচরিতং ভোজরাজঃ যুষ্মভ্যঃ শ্রোষ্যতি, তদৈব শাপাবসানো ভবিষ্যতি। অথ রাজ্ঞঃ সকাশা-

চ্ছত্রে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি অন্যের শঙ্কা নিবারণ পূর্ব্বক আপনার শঙ্কা প্রবর্ত্তিত করিতেন। ভূমণ্ডলে অনেক রাজা ছিলেন, তিনি সেই সকলের বশীকরণমন্ত্রস্বরূপ ছিলেন। তিনি রাজ্যস্থিত সমস্ত দুর্জ্জনদিগকে নিষ্কাশিত করিয়া যাচকদিগের দারিদ্র্য মোচন ও দুর্ভিক্ষ-দুঃখ দূরীকরণ পূর্ব্বক পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন; অতএব বিক্রমের তুল্য রাজা নাই। যদি আপনার এবংবিধ ঔদার্য্যাদি গুণ থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন্। তাহা শুনিয়া রাজা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

পুনর্ব্বার দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, হে ভোজরাজ! রাজা বিক্রমাদিত্য সেইরূপ ছিলেন, আপনিও সামান্য নহেন, আপনারা দুই জন নরনারায়ণের অবতার, অতএব আপনার তুল্য পরম-পবিত্র-চরিত্র, সকলকলাবিদ্যায় নিপুণ ও ঔদার্য্যাদিগুণবিশিষ্ট এরূপ রাজা এক্ষণে ভূমণ্ডলে আর নাই। আপনার প্রসাদে আমাদের বত্রিশ পুত্তলিকার পাপক্ষয় ও শাপ হইতে মুক্তি হইল। ভোজরাজ বলিলেন, তাহা কি প্রকার? শাপের বৃত্তান্ত বর্ণন কর। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! শ্রবণ করুন্। আমরা বত্রিশটী সুরাঙ্গনা পার্ব্বতীর সখী ছিলাম, তিনি আমাদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আমা-দের নাম এই—মিশ্রকেশী ১ প্রভবতী ২ সুপ্রভা ৩ ইন্দ্রসেনা ৪ সুদতী ৫ অনঙ্গনয়না ৬ কুরঙ্গনয়না ৭ লাবণ্যবতী ৮ কামকলিকা ৯ চণ্ডিকা ১০ বিদ্যাধরী ১১ প্রজ্ঞাবতী ১২ জনমোহিনী ১৩ বিদ্যাবতী ১৪ নিরুপমা ১৫ হরিমধ্যা ১৬ মদনসুন্দরী ১৭ বিলাসরসিকা ১৮ শৃঙ্গারকলিকা ১৯ মন্মথসঞ্জীবনা ২০ রতি-লীলা ২১ মদনবতী ২২ চিত্ররেখা ২৩ সুরতগহ্বরা ২৪ প্রিয়দর্শনা ২৫ কামোন্মাদিনী ২৬ সুখসাগরা ২৭ শশিকলা ২৮ চন্দ্ররেখা ২৯ হংসগামিনী ৩০ কামরসিকা ৩১ উন্মাদিনী ৩২। এক সময়ে পরমেশ্বর শঙ্কর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রেম ও বিলাস সহকারে আমাদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, তাহা দেখিয়া পার্ব্বতী কুপিতা হইয়া আমাদিগকে শাপ দিলেন যে, তোমরা পুত্তলিকা হইয়া ইন্দ্রের সিংহা-সনে সংলগ্ন থাকিবে। তৎপরে আমরা প্রণিপাত সহকারে শাপের অবসান প্রার্থনা করিলাম। তখন দেবী বলিলেন, সেই সিংহাসনে রাজা বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিবার পর, যখন তাহা ভোজরাজার হস্ত-গত হইবে, তখন তোমাদের সহিত ভোজরাজের কথোপকথন হইবে। যখন ভোজরাজ তোমাদের নিকট বিক্রমাদিত্যের চরিত্র শ্রবণ করিবেন, তখনই শাপাবসান হইবে। এই বলিয়া সেই সিংহাসন-

দত্তাজ্ঞাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাঃ স্বস্থানং জগ্মুঃ। ততো ভোজরাজস্তস্য সিংহাসনোপরি দেবালয়ং কারয়িত্ব তত্র দেব্যা অষ্টদলে উমামহেশ্বর-মূর্ত্তিং প্রতিষ্ঠাপ্য প্রতিদিনং ষোড়শোপচারৈঃ পূজাং কারয়তি স্ম। বর্ণাশ্রমধর্ম্মনিরতান্ লোকান্ পরিপালয়ন্ উর্ব্বীং শশাস। ততো দেবতাপূজনেন স্তত্যা চ গৌরী পরমসন্তোষমগমৎ।

ইতি বিক্রমচরিতে সিংহাসনোপাখ্যানে অপ্সরা-ভোজসংবাদে দ্বাত্রিংশদুপাখ্যানম্॥ ৩২ ।

সমাপ্তোঽয়ং দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা।

সংলগ্ন বত্রিশপুত্তলিকা ভোজরাজার নিকট হইতে অনুমতি লইয়া দিব্যদেহ ধারণ পূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিল। তদনন্তর ভোজরাজ সেই সিংহাসনের উপর দেবালয় নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় দেবীর অষ্ট-দলে উমামহেশ্বর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিদিন ষোড়শোপচারে পূজা করাইতে লাগিলেন এবং ধর্ম্ম-নিরত লোকদিগের প্রতিপালনপূর্ব্বক পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। দেবতাপূজন ও স্তবাদি দ্বারা গৌরী তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্টা হইলেন।

দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শৃঙ্গার-তিলকম্

ও

শৃঙ্গার-রসাষ্টকম্

মূল ও অনুবাদ

শৃঙ্গার-তিলকম্

বাহূ যৌ চ মৃণালমাস্যকমলং লাবণ্যলীলাজলং, শ্রোণী তীর্থশিলা চ নেত্রশফরং ধম্মিল্লশৈবালকম্।
কান্তায়াঃ স্তনচক্রবাকযুগলং কন্দর্পবাণানলৈর্দগ্ধানামবগাহনায় বিধিনা রম্যং সরো নির্ম্মিতম্॥ ১॥
যাতা মধুযামিনী যদি পুনর্নায়াতি মে স প্রভুঃ, প্রাণা যান্ত বিভাবসৌ যদি পুনর্জন্মগ্রহং প্রার্থয়ে।
ব্যাধঃ কোকিলবন্ধনে হিমকরধ্বংসে রাহুগ্রহঃ, কন্দর্পে হরনেত্রদীধিতিরহং প্রাণেশ্বরে মন্মথঃ॥ ২॥
কস্তুরী-বরপত্রভঙ্গনিকরো ভ্রষ্টো ন গণ্ডস্থলে, নো লুপ্তং সখি চন্দনং স্তনতটে ধৌতং ন নেত্রাঞ্জনম্।
রাগো ন স্খলিতস্তবাধরপুটে তাম্বূলসংবর্দ্ধিতঃ, কিং রুষ্টাসি গজেন্দ্রগমনে! কিংবা শিশুস্তে পতিঃ? ৩॥
দীর্ঘাতে কান্তে কথমপি চ কালেন বহুনা, কথাভির্দেশানাং সখি রজনীরর্দ্ধং গতবতী।
ততো যাবল্লীলা-কলহকুপিতাস্মি প্রিয়তমে, সপত্নীব প্রাচীদিগিয়মভবত্তাবদরুণা॥ ৪॥

গ্রন্থকর্ত্তা রমণীগণকে সরোবর সাজাইয়া বর্ণন করিতেছেন। সরোবরে যে সকল বস্তু থাকে, ইহাতেও তাহাই দেখাইতেছেন। যথা—স্ত্রীলোকের বাহুযুগল মৃণালস্বরূপ, আর বদন কমলস্বরূপ, দেহের সৌন্দর্য্য জলস্বরূপ, আর শ্রোণি (ত্রিবলী) তীর্থশিলা অর্থাৎ সোপানস্বরূপ ও নেত্রযুগলই শফরী (পুঁটি মৎস্য) এবং ধম্মিল, (মস্তকের বদ্ধকেশ-সকল) শৈবাল-স্বরূপ হইতেছে, কামার্ত্ত ব্যক্তিদিগের অবগাহন নিমিত্ত বিধাতা এই রমণীয় সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছেন॥ ১॥ প্রোষিতপতিকা কোন বিরহিণী কামিনী, বহুকাল পর্য্যন্ত পতির আগমন না হওয়ায় বাসন্তী রাত্রি আগতা দেখিয়া খেদ করিয়া বলিতেছে।—এই ত মধু যামিনী উপস্থিত হইয়াছে; এ সময়ে আমার প্রিয়তম যদ্যপি আগমন না করেন, তাহা হইলে এ প্রাণ তাঁহারই বিরহাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যাউক, তজ্জন্য আমার কিঞ্চিন্মাত্র মনঃক্ষোভ নাই; কিন্তু যদি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে এইমাত্র প্রার্থনা করি, যেন কোকিলদিগের বিনাশের নিমিত্ত ব্যাধ হইতে পারি, আর চন্দ্রমণ্ডলকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত যেন রাহু হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারি, আর জন্মান্তরে যেন কন্দর্প হইয়া প্রাণেশ্বরকে ব্যথিত করিতে পারি এবং মহাদেবের নেত্রস্থ অগ্নি হইয়া যে মদনকে ভস্মীভূত করিতে পারি, তাহা হইলে আর কখনও এরূপ বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না॥ ২॥ নবীনবয়স্ক পতির সহিত সহবাসানন্তর প্রভাতে উত্থিতা কোন সখার প্রতি অবলোকন করিয়া অপরা সখী কহিতেছে, সখি! তোমার নব প্রিয়তমের মনোরথ বর্দ্ধিত করিবার জন্য গত রজনীতে গণ্ডস্থলে যে মৃগমদ (কস্তূরী আদি গন্ধদ্রব্য) লেপন করিয়াছিলে, তাহাও ভ্রষ্ট (বিকৃতি-ভাবাপন্ন) হয় নাই, আর স্তনযুগলোপরি যে চন্দনাদি লেপন করিয়াছিলে, তাহাও আনন্দাশ্রু দ্বারা ধৌত হইয়া যায় নাই, হে গজেন্দ্রগমনে! বহুকালের পর বিদেশ হইতে তোমার পতি আসিয়াছেন বলিয়াই কি তুমি তাহার প্রতি কুপিতা হইয়াছ? অথবা তোমার পতি কি অতিশয় শিশু? ইহাতে আমার অন্তঃকরণে অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আশু সন্দেহ নিরাকরণ কর॥ ৩॥ বহুকালের পর গৃহাগত নবীনবয়স্ক ভর্ত্তার সহিত সহবাসকারিণী সখীর প্রতি পরদিন পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করাতে সেই সখী, স্বীয় অবস্থা অর্থাৎ গত রজনীর অবস্থা কহিতেছে।—বহুদিনানন্তর পতি নানা দিগ্‌দেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত কুশলাদি-বৃত্তান্ত আলাপন করায় অর্দ্ধরজনী গত হইয়া গেল, অনন্তর প্রাণনাথের উপর কেলিক্রীড়াচ্ছলে কুপিতা হইয়াছিলাম, তাহাতেও এক প্রহর রাত্রি গত হইয়া যায়, তাহার পরেও ত একপ্রহর কাল সময় ছিল, তাহাতেও সমস্ত ব্যাপার না হইল কেন, যদি এই কথা বল, তাহার উত্তর এই যে, পূর্ব্বদিক্ সপত্নীস্বরূপ হইয়া চক্ষুর্দ্বয় রক্তিমা-বর্ণ ধারণ করত উপস্থিত হইল; অর্থাৎ প্রভাত হইল,

এতেষাং শৃণু কারণং সখি! পুনর্বক্ষ্যামি সর্ব্বঞ্চ তে, নো রুষ্টা রতিমন্দিরে প্রিয়তমে বালো ন মে বল্লভঃ।
মাং দৃষ্ট্বা নবযৌবনাং সচকিতাং কন্দর্পদর্পাপহাং, মুক্তো দৈত্যগুরুঃ প্রিয়েণ সহসানঙ্গপ্রসঙ্গঃ কৃতঃ॥ ৫॥

ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন, কুন্দেন দন্তমধরং নবপল্লবেন।
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ স বিধায় ধাতা, কান্তে কথং ঘটিতবান্ উপলেন চেতঃ॥ ৬॥

একো হি খঞ্জনবরো নলিনী-দলস্থো, দৃষ্টঃ করোতি চতুরঙ্গবলাধিপত্যম্।
কিংবা করিষ্যতি ভবদ্বদনারবিন্দে, জানামি নো নয়নখঞ্জনযুগ্মমেতৎ॥ ৭॥

যে যে খঞ্জনমেকমেব কমলে পশ্যন্তি দৈবাৎ ক্বচিৎ,
তে সর্ব্বে কৃতিনো ভবন্তি সুতরাং বিখ্যাতভূমীভুজঃ।
ত্বদ্বক্ত্রাম্বুজনেত্রখঞ্জনযুগং পশ্যন্তি যে যে জনা-
স্তে তে মন্মথবাণ-জালবিকলা মুগ্ধে কিমিত্যদ্ভুতম্॥ ৮॥

ঝটিতি প্রবিশ গেহং মা বহিস্তিষ্ঠ কান্তে, গ্রহণসময়বেলা বর্ত্ততে শীতরশ্মেঃ।
অয়ি! সুবিমল-কান্তিং বীক্ষ্য নূনং স রাহুগ্রসতি তব মুখেন্দুং পূর্ণচন্দ্রং বিহায়॥ ৯॥

শ্লাঘ্যং নীরসকাষ্ঠতাড়নশতং শ্লাঘ্যঃ প্রচণ্ডাতপঃ,
শ্লাঘ্যং পঙ্কবিলেপনং পুনরিহ শ্লাঘ্যোঽতিদাহানলঃ।
যৎকান্তাকুচকুম্ভবাহুলতিকা-হিল্লোললীলাসুখং,
লব্ধং কুম্ভবর! ত্বয়া ন হি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে॥ ১০॥

তজ্জন্য মনে অতি ক্ষোভ রহিয়া গেল॥ ৪॥ পূর্ব্বোক্ত শ্লোক দ্বারা সখীর প্রতি প্রশ্ন করায় তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছে।—হে সখি! ইহার কারণ তোমার নিকট আনু-পূর্ব্বিক সমস্ত বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। কেলিগৃহে আমি আমার প্রিয়তমের প্রতি ক্রুদ্ধা হই নাই এবং আমার ভর্ত্তাও অত্যন্ত বালক নয় * * ॥ ৫॥ হে সুন্দরি! বিধাতা তোমার নেত্রদ্বয় ইন্দীবর দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কুন্দপুষ্প দ্বারা দন্তপংক্তি, নবপল্লবদ্বারা অধর ও চম্পক-পুষ্প দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এইরূপ সমস্ত অঙ্গই কোমল পদার্থ দ্বারা রচিত হইয়াছে, কেবলমাত্র অন্তঃকরণটীকে প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন॥ ৬॥ কোন নবীনা নাগরীর প্রতি কোন নবীন নাগর বলিতেছে, হে সখি! পদ্মের উপরিভাগে যদি একটীমাত্র খঞ্জনপক্ষী দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি চতুরঙ্গবলান্বিত হইয়া রাজ্যসম্পদ্ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আমি আজ তোমার বদনারবিন্দে নয়নরূপ খঞ্জনদ্বয় অবলোকন করিলাম, আমি যে তজ্জন্য কি হইব, তাহা আর বলিতে পারি না॥ ৭॥ কোন নায়ক কোন নায়িকার প্রতি কহিতেছে, হে মানিনি! কোন সময়ে দৈবযোগে যদি কোন ব্যক্তি পদ্মের উপরিভাগে একটীমাত্র খঞ্জনপক্ষী সন্দর্শন করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি অচিরকালের মধ্যে বিদ্বান্ ও পৃথিবীপতি হয়। আর তোমার বদনারবিন্দে নেত্রস্বরূপ খঞ্জনদ্বয় যাহারা অবলোকন করে, তাহারা অতিশয় কামপ্রপীড়িত হয়; অতএব হে সুন্দরি! ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে॥ ৮॥ কোন নায়ক স্বীয় নায়িকার প্রতি বলিতেছে, হে সুন্দরি! তুমি অতিসত্বর গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হও, বহির্দেশে অবস্থিতি করিও না, কারণ, চন্দ্রের গ্রহণ লাগিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তোমার এই সুনির্ম্মলকান্তি অবলোকন করিয়া রাহুগ্রহ নিশ্চয়ই পূর্ণচন্দ্রকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার মুখচন্দ্রকে গ্রাস করিবে, অতএব শীঘ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ কর, বাহিরে থাকিও না॥ ৯॥ হে কুম্ভবর! তুমি শত শতবার শুষ্ক কাষ্ঠের দ্বারা তাড়না সহ্য করিয়াছ, অতিপ্রচণ্ড আতপতাপও সহ্য করিয়াছ, সর্ব্বাঙ্গে পঙ্কলেপন সহ্য করিয়াছ, অতিপ্রচণ্ড তীক্ষ্ণ অগ্নিসন্তাপও সহ্য করিয়াছ, এই সমস্তই এক্ষণে তোমার পক্ষে শ্লাঘার বিষয় হইয়াছে, কেন না, অধুনা কামিনীগণের * * * আশ্লেষ জন্য সুখানুভব করিতেছ, অত-

কিং কিং বক্ত্রমুপেত্য চুম্বসি বলান্নির্লজ্জ! লজ্জা ক তে,
বস্ত্রান্তং শঠ মুঞ্চ শপথৈঃ কিং ধূর্ত্ত নির্ব্বন্ধসে।
ক্ষীণাহং গতরাত্রিজাগরবশাৎ তামেব যাহি প্রিয়াং,
নির্মাল্যোজ্‌ঝিতপুষ্পদামনিকরে কা ষট্‌পদানাং রতিঃ॥ ১১
বাণিজ্যেন গতঃ স মে গৃহপতির্বার্ত্তাপি ন শ্রূয়তে,
প্রাতস্তজ্জননী প্রসূতত্তনয়া জামাতৃগেহং গতা।
বালাহং নবযৌবনা, নিশি কথং স্থাতব্যমস্মদ্‌গৃহে,
সায়ং সম্প্রতি বর্ত্ততে পথিক হে স্থানান্তরে গম্যতাম্॥ ১২॥
যামিন্যেষা গহনজলদৈর্বদ্ধভীমান্ধকারা,
নিদ্রাং যাতো মম পতিরসৌ ক্লেশিতঃ কর্ম্মদুঃখৈঃ।
বালা চাহং মনসিজ-ভয়াৎ প্রাপ্তগাঢ়প্রকম্পা,
গ্রামশ্চৌরৈরয়মুপহতঃ পান্থ নিদ্রাং জহীহি॥ ১৩॥
ইয়ং ব্যাধায়তে বালা ভ্রূরস্যাঃ কার্ম্মুকায়তে।
কটাক্ষাশ্চ শরায়ন্তে মনো মে হরিণায়তে॥ ১৪॥
ক ভ্রাতশ্চলিতোঽসি? বৈদ্যকগৃহে কিম্বত্র শান্ত্যৈ রুজাঃ,
কিম্মে নাস্তি সখে! গৃহে প্রিয়তমা সর্ব্বান্ গদান্ হন্তি যা।

এব জানা গেল যে, অগ্রে দুঃখ ভোগ না করিলে পশ্চাৎ সুখলাভ হয় না। ১০॥ কোন নায়কের প্রতি খণ্ডিতা নায়িকার উক্তি।—হে নাথ! কেন আর নির্লজ্জের ন্যায় আসিয়া * * * পূর্ব্বক আমার মুখচুম্বনাদি করিলে? আমার বস্ত্রাঞ্চল ছাড়িয়া দাও ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা আর করিতে হইবে না, কেন আর প্রবঞ্চনা করিতেছ? তুমি আসিবে বলিয়া আমি রাত্রিতে জাগরিত থাকায় আমার দেহ অবসন্নপ্রায় হইয়াছে। যে তোমার প্রিয়পাত্র, তাহার নিকটে যাও, নির্গন্ধ পুষ্পের মালায় কি ভ্রমরের আসক্তি থাকে? ১১। কোন পথিক রাত্রিযাপন করিবার নিমিত্ত কোন বিরহিণীর ভবনে অতিথি হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে পর, সেই পূর্ণযৌবনা কামিনী তাহাকে সঙ্কেতে থাকিবার নিমিত্তই অভিলাষ প্রকাশ করিতেছে। হে পথিক! আমার গৃহস্বামী বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত বিদেশে গমন করিয়াছেন, বহুকাল গত হইল, তাঁহার মঙ্গলসূচক কোন সংবাদ অবগত হই নাই, তাঁহার গর্ভধারিণীও দৌহিত্রকে দেখিবার জন্য প্রভাতেই জামাতার গৃহে গমন করিয়াছেন এবং আমিও সম্পূর্ণযৌবনবতী; তবে আমার গৃহেই বা তুমি এই রাত্রিকালে কিরূপে অবস্থিতি করিবে? সংপ্রতি সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, অতএব স্থানান্তরে গমন কর, (অর্থাৎ আমার গৃহে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ নাই, এইরূপ বলায় বুঝা যাইতেছে, যেন সঙ্কেতেই থাকিবার জন্যই বলিতেছে)॥ ১২॥ কোন নায়িকা স্বীয় ভর্ত্তাকে কাতর দর্শন করিয়া এইরূপে পথিককে নিজের মনোভাব প্রকাশ করিতেছে, এই রজনী অতিশয় নিবিড়মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে, আমার গৃহ-স্বামী কর্ম্মদোষে অত্যন্ত কাতর হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। আমি অল্পবয়স্কা রমণী, তায় আবার পূর্ণযৌবনা, কন্দর্প আবার আমাকে কম্পিতা করিতেছে, গ্রামস্থ লোক-সকল এখন চোরের ভয়ে সর্ব্বদাই ভীত হইয়া রহিয়াছে, সুতরাং হে পথিক! তুমি নিদ্রা পরিত্যাগ কর॥ ১৩॥ কোন সময়ে দুই বন্ধু কামসন্তাপিত হইয়া গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে অতি রূপবতী এক যুবতীকে সন্দর্শন করিয়া এক বন্ধু অপর বন্ধুকে কহিতেছে, দেখ ভাই! এই যুবতী ব্যাধের সদৃশী, ইহার ভ্রূযুগল কার্ম্মুকস্বরূপ, দেখিতে অতি সুন্দর এবং ইহার কটাক্ষ শরসদৃশ, আর আমরা বন-হরিণ সদৃশ (অর্থাৎ কটাক্ষরূপ বাণাঘাতে আমার মনোরূপ হরিণকে বিদ্ধ করিতেছে)॥১৪॥ কোন সময়ে একজন বন্ধু অন্য বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বন্ধু! তুমি কোথায় গমন করিতেছ? সে ব্যক্তি উত্তর করিল, বৈদ্যের ভবনে চিকিৎসার জন্য যাইতেছি। তখন বন্ধু পুনরায় বলিল, সখে! তোমার প্রিয়তমা কি গৃহে নাই? সেই যে সমস্ত রোগ আরোগ্য করিতে পারে অর্থাৎ

বাতশ্চেৎ কুচকুম্ভমর্দ্দনবশাৎ পিত্তঞ্চ বক্ত্রামৃতাৎ,
শ্লেষ্মাণং বিনিহন্তি হন্ত সুরতব্যাপার-কেলিশ্রমাৎ ॥ ১৫ ॥
দৃষ্টিং দেহি পুনর্বালে, হরিণায়তলোচনে।
শ্রূয়তে হি পুরা লোকে বিষস্য বিষমৌষধম্ ॥ ১৬ ॥
অন্তর্গতা মদনবহ্নিশিখাবলী যা, সা বাধতে কিমিহ চন্দনপঙ্কলেপৈঃ।
যঃ কুম্ভকারপয়নোপরি পঙ্কলেপস্তাপায় কেবলমসৌ ন চ তাপশান্ত্যৈ ॥ ১৭ ॥
দৃষ্ট্বা যাসাং নয়নসুষমাং বঙ্গবারাঙ্গনানাং,
দেশত্যাগঃ পরমকৃতিভিঃ কৃষ্ণসারৈরকারি।
তাসামেব স্তনযুগজিতাঃ কুম্ভিনঃ সন্তি মত্তাঃ,
প্রায়ো মূর্খঃ পরিভববিধৌ নাভিমানং তনোতি ॥ ১৮॥
কুসুমে কুসুমোৎপত্তিঃ শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে।
বালে তব মুখাম্ভোজে কথমিন্দীবরদ্বয়ম্ ॥ ১৯ ॥
কথমেতৎ কুচদ্বন্দ্বং পতিতং তব সুন্দরি।
পশ্যাধঃখননাৎ মূঢ় পতন্তি গিরয়োঽপি চ ॥ ২০ ॥
অপূর্ব্বো দৃশ্যতে বহ্নিঃ কামিন্যাঃ স্তনমণ্ডলে।
দূরতো দহতে গাত্রং হৃদি লগ্নস্তু শীতলঃ ॥ ২১ ॥

দেহের মধ্যে যে বায়ু, পিত্ত ও কফ আছে, ইহাদের সাম্যাবস্থাই সুখ, আর ইহাদের বিপর্য্যয় হইলেই রোগ; অতএব যদি বায়ু প্রবল হইয়া তোমার কোন রোগ উপস্থিত করিয়া থাকে, তাহা হইলে গৃহে গিয়া প্রিয়তমার কুচযুগল মর্দ্দন কর, তাহাতে বায়ুর প্রাবল্য বিনষ্ট হইবে। আর যদি পিত্তাধিক্য বশতঃ কোন অসুখ হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রিয়তমার মুখচুম্বনাদি কর, তাহাতে পিত্ত-প্রাবল্য দূরীভূত হইবে, আর শ্লেষ্মাধিক্য জন্য যদি কোন রোগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে শৃঙ্গারাদিব্যাপার কর, সমস্তরোগ নিবারণ হইবে, অতএব কবিরাজ-ভবনে গমন করিবার আর কিছুমাত্র আবশ্যক নাই, শীঘ্রই প্রিয়তমার নিকট গিয়া রোগশান্তির চেষ্টা কর ॥ ১৫ ॥ কোন যুবক স্বীয় বনিতাকে বলিতেছে, হে কমলায়তলোচনে! হে সুন্দরি! আমার প্রতি পুনর্ব্বার কটাক্ষ বিক্ষেপ কর। কেন না, শুনিতে পাওয়া যায় যে, এ জগতে বিষই বিষের ঔষধ। আমি তোমার প্রথম বিষময় কটাক্ষশরে জর্জ্জরিত-কলেবর হইয়া, দ্বিতীয় কটাক্ষশরস্বরূপ ঔষধে আরোগ্য লাভ করিয়া সুশীতল হইবার প্রত্যাশা করিতেছি ॥ ৪৬ ॥ অন্তঃকরণের মধ্যে যে কামানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা কি চন্দনরসাভিষেকে কখন নির্ব্বাপিত হয়? কুম্ভকারগণ পয়নের উপরিভাগে যে সকল পঙ্কলেপ প্রদান করে, উহা কেবল তাপের বৃদ্ধির জন্যই হইয়া থাকে, কদাচ তাহাতে তাপের শান্তি হয় না ॥ ১৭ ॥ যে সকল বারাঙ্গনাদিগের নেত্রযুগল সন্দর্শন করিয়া কৃষ্ণসারগণ দেশ পরিত্যাগ করিয়াছে, আবার সেই বারাঙ্গনাদিগের স্থূল ও উন্নত পয়োধরযুগলের সন্নিকটে হস্তিসকল পরাভূত হইয়া অদ্যাপি মত্ত হইয়া রহিয়াছে, না হইবেই বা কেন? কৃতি-লোক সকল পরাস্ত হইলে কদাচ অভিমান করিতে অভিলাষ করে না ॥ ১৮ ॥ পুষ্পের উপর পুষ্পের উৎপত্তি হয় কেবল শ্রবণ করা যায় মাত্র, কেহ কখন অবলোকন করেন নাই হে সুন্দরি! তোমার মুখরূপ-কমলে লোচনদ্বয়রূপ দুইটী ইন্দীবর (নীলপদ্ম) সন্দর্শন করি অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহার আর সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥ পথে গমন করিতে ॥ যুবক একটী স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিল, হে সুন্দরি! তোমার এমন যৌবনাবস্থা হইল কেন? ইহার কারণ কি? তাহার কথা শ্রবণ করিয়া যুবতী উত্তর প্রদান তুমি দেখ, অধোদেশে খনন করিলে পর, অতি কঠিন বস্তু যে পর্ব্বতাদি, তাহাও অতএব দিবারাত্র যখন অধোদেশ খনন হইতেছে, তখন কোমল স্তন-যু ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? ২০ ॥ কন্দর্পশর-পীড়িত কোন যুবক তা বলিতেছে, দেখ ভাই, বতীদিগের স্তনমণ্ডলে যে অনল দর্শন করিতেছি

এনং পয়োধরযুগং পতিতং নিরীক্ষ্য, খেদং বৃথা বহসি কিং কমলায়তাক্ষি।
যস্মাৎ সহস্রকিরণো জনতাপকারী, অত্যুন্নতঃ প্রভবতীতি কিমত্র চিত্রম্॥২২॥
কোপস্ত্বয়া যদি কৃতো ময়ি পঙ্কজাক্ষি, সোঽস্তু প্রিয়স্তব কিমত্র বিধেয়মন্যৎ।
আশ্লেষমর্পয় মদর্পিতপূর্ব্বমুচ্চৈরুচ্চৈঃ সমর্পয় মদর্পিতচুম্বনঞ্চ॥ ২৩॥
অয়ি! মন্মথচুতমঞ্জরি! কমলায়তচারুলোচনে!
অপহৃত্য মনঃ ক যাসি মে কিমরাজকমত্র বর্ত্ততে? ২৪
বিজ্ঞপ্তিরেষা মম জীববন্ধো, তত্রৈব নেয়া দিবসাঃ কিয়ন্তম্।
সম্প্রত্যযোগ্যাস্থিতিরেষ দেশঃ, করা হিমাংশোরপি তাপয়ন্তি॥ ২৫॥
কল্যাণি! চন্দনরসৈঃ পরিষিচ্য গাত্রং, দ্বিত্রীণ্যহানি কথমপ্যতিবাহয়েথাঃ।
আগত্য তত্রভবতীং পরিরভ্য দোর্ভ্যাং, নেষ্যামি শীতকিরণাদতিশীতলত্বম্॥ ২৬॥

ইতি মহাকবিকালিদাসবিরচিতং শৃঙ্গারতিলকং সমাপ্তম।

কখন বা সুশীতল হইতে দেখা যায়, দূর হইতে অবলোকন করিলে শরীর দগ্ধ হইতে থাকে, আবার নিকটে যাইয়া আসক্তভাবে গাত্রে সংলগ্ন করিলে সুশীতল বোধ হইয়া থাকে॥ ২১॥ হে কমললোচনে! তুমি কুচযুগলকে নম্রভাবাপন্ন সন্দর্শন করিয়া বৃথা অনুতাপ করিতেছ কেন? দেখ, জনতাপকারী সূর্য্যদেব সহস্র-কিরণ-সম্পন্ন হইলেও তথাপি তাঁহাকে পতিত হইতে হয়, সুতরাং উন্নত হইলেই পতন অবশ্যম্ভাবী, তোমার স্তনযুগল পীন অথচ উন্নত বলিয়াই যে পতন হইবে না, ইহাই বা কি? অর্থাৎ ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই॥ ২২॥ হে সুন্দরি! প্রণয় কোপ তোমার দূরীভূত হইয়াছে, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল হউক্, তুমি আমাকে অতিশয় গাঢ়রূপে আলিঙ্গন ও মুখচুম্বনাদি কর, এতদ্ভিন্ন আর উপস্থিত কি কার্য্য আছে? ২৩॥ হে মদনমঞ্জরি! কমললোচনে! কন্দর্পবাণসদৃশি! আমার মন চুরি করিয়া কোথায় পলাইতেছ? এখানে কি রাজার ভয় নাই? ইহা কি অরাজকের পুরী? ২৪॥ কোন বিরহিণী কামিনী স্বীয় বিরহবেদনা ছলক্রমে জানাইবার জন্যই এই সমস্ত বাক্য বলিয়া স্বামীর নিকট পত্র লিখিতেছে। হে জীবনের বন্ধু! আপনার নিকট এ দাসীর এইমাত্র নিবেদন যে, আপনি আরও কিছু কাল যেন সেই দেশেই কালযাপন করেন। কেন না, অধুনা এ প্রদেশ আমাদের অবস্থিতির অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে, যেহেতু, হিমকিরণ চন্দ্রের সুশীতল রশ্মি এখনও এস্থানে তাপ প্রদান করিতেছে॥ ২৫॥ বিদেশ হইতে স্বামী পত্রের প্রত্যুত্তরে এইরূপ জানাইয়াছেন, হে কল্যাণি! চন্দনরসের দ্বারা শরীর সিক্ত করিয়া দুই তিন দিবস সময় অতিবাহিত কর। অনন্তর তোমার নিকটে আসিয়া তোমাকে আলিঙ্গন ও চুম্বনাদি প্রদান পূর্ব্বক উক্ত তাপিত চন্দ্র হইতেই পুনরায় সুশীতলত্ব লাভ করাইব॥ ২৬॥

শৃঙ্গারতিলকের অনুবাদ সমাপ্ত

শৃঙ্গার-রসাষ্টকম্

অবিদিতসুখদুঃখং নির্গুণং বস্তু কিঞ্চিৎ, জড়মতিরিহ কশ্চিৎ মোক্ষ ইত্যাচচক্ষে।
মম তু মতমনঙ্গস্মেরতারুণ্যঘূর্ণন্মদকলমদিরাক্ষী-নীবিমোক্ষো হি মোক্ষঃ ॥ ১ ॥
কদা কান্তাগারে পরিমলমিলৎপুষ্পশয়নে, শয়ানঃ কান্তায়াঃ কুচযুগমহং বক্ষসি বহন্।
অয়ে কান্তে! মুগ্ধে! কুটিলনয়নে! চন্দ্রবদনে! প্রসীদেতি ক্রোশন্ নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্ ॥২॥
সায়ং নায়মুদেতি বাসরমণিঃ, চন্দ্রো ন চণ্ডদ্যুতিঃ?
দাবাগ্নিঃ? কথমম্বরে? কিমশনিঃ? স্বচ্ছান্তরীক্ষে কুতঃ?
হন্তেদং নিরণায়ি পান্থরমণীপ্রাণানিলাস্যাশয়া, যাবদ্ঘোরবিভাবরীবিষধরীভোগস্থ ভীমো মণিঃ ॥৩॥
আয়াতি যাতি পুনরেব জলং প্রয়াতি, পদ্মাঙ্কুরাণি বিচিনোতি ধুনোতি পক্ষৌ।
উন্মত্তবদ্ভ্রমতি কূজতি মন্দমন্দং, কান্তাবিয়োগবিধুরো নিশি চক্রবাকঃ ॥ ৪ ॥

কোন কোন অবিবেচক লোক বলে যে অবিদিত সুখ-দুঃখ নির্গুণ বস্তুই মোক্ষ। কিন্তু আমার মতে কন্দর্পবাণে উন্মত্তা,ঈষৎ অরুণ চঞ্চলপদ্মনয়না কামিনীদিগের নীবিবন্ধন (নাভির অধোবস্ত্র বন্ধন) মোক্ষই (মোচন) মোক্ষ ॥ ১ ॥

দুই বন্ধুতে পরস্পর কথোপকথন হইতেছে। এক বন্ধু অপর বন্ধুকে বলিল, হে সখে! তুমি কিরূপে কালযাপন করিতে পার? সে বলিল, সুরম্য গৃহে সুগন্ধি পুষ্পশয্যায় কান্তার সহিত শয়ন করিয়া প্রিয়ার কুচযুগল বক্ষে ধারণ করত অয়ে কান্তে! হে মুগ্ধে! হে কুটিলনয়নে! হে চন্দ্রবদনে! আমার প্রতি প্রসন্না হও। এইরূপ মধুরালাপ দ্বারা প্রিয়ার মন পরিতুষ্ট করিয়া নিমেষের ন্যায় দিন-যাপন করিতে পারি ॥ ২ ॥

প্রিয়তম-বিয়োগে কাতর কোন বিরহিণী, যখন সন্ধ্যা হইয়াছে, তখন ভ্রান্তচিত্ত হইয়া বলিতেছে, এ কি সায়ংকাল? না, তাহা নয়! তাহা হইলে চন্দ্র উদয় হইত, চন্দ্রের শীতল কিরণে শরীর স্নিগ্ধ হইত, কিন্তু আমার গাত্রদাহ হইতেছে কেন? তবে এ কি? বিদ্যুৎ? না, তাহা নয়; যেহেতু, বিনা মেঘে বিদ্যুৎ অসম্ভব। তবে এ কি? দাবাগ্নি? না, তাহাও নয়; যেহেতু, দাবাগ্নি সমুদ্রে অবস্থিতি করে। তবে এ কি? বজ্র? না, তাহাও নয়; যেহেতু, স্বচ্ছান্তরীক্ষে বজ্র কখনও সম্ভবপর নহে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হাঁ, বুঝিলাম, এ নিশ্চয়ই পান্থ-রমণীগণের (যে রমণীগণের স্বামী বিদেশে থাকে) প্রাণবায়ু ভক্ষণ করিবার অভিলাষে সর্পিণীর ভোগ-ভীম মণিরূপ বেগবতী ঘোর বিভাবরী আগতা হইয়াছে। ইহাই নিশ্চিত হইল। (কন্দর্পবাণে মোহিত বিরহী ও বিরহিণীদিগের জ্ঞান বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়, তজ্জন্যই তাহারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া নানারূপ প্রলাপ বলিতে থাকে) ॥ ৩ ॥ কান্তা-বিয়োগে কাতর চক্রবাক্ পক্ষী নিশিকালে সরোবরের এপার ওপার ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, পুনরায় জলমধ্যে পড়িতেছে, কখনও পদ্মের মৃণাল চয়ন করিতেছে, কখনও পক্ষদ্বয় কম্পন করিতেছেএবং কখনও উন্মত্তপ্রায় হইয়া ভ্রমণ করিতেছে এবং মন্দ মন্দ রব করিতেছে। (চক্রবাক্ ও চক্রবাকীর নিশিযোগে পরস্পর বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, পুনরায় দিবাভাগে মিলন

ভঙ্ক্ত্বা ভোক্তুং ন ভুঙ্‌ক্তে কুটিলবিসলতাখণ্ডমিন্দোর্বিতর্কাৎ,
তারাকারাম্বুধারো ন পিবতি পয়সাং বিপ্রুষঃ পত্রসংস্থাঃ।
ছায়ামম্ভোজিনীনামলিকুলশবলাং বীক্ষ্য সন্ধ্যামসন্ধ্যাং,
কান্তাবিশ্লেষভীরুর্দিনমপি রজনীং মন্যতে চক্রবাকঃ॥ ৫॥

গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা, পদ্মভ্রান্ত্যা চপলমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত।
অন্ধীভূতং কুসুমরজসা কণ্টকৈর্লূনপক্ষঃ, স্থাতুং গন্তুং দ্বয়মপি সখে! নৈব শক্তো দ্বিরেফঃ॥৬॥
তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টির্নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমর্পয়ন্তী।
মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ, শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ॥ ৭॥
কা কাবলা নিধুবনশ্রমপীড়িতাঙ্গী, নিদ্রাং গতা দয়িতবাহুলতানুবদ্ধা।
সা সা তু যাতু ভবনং মিহিরোদগমোঽয়ং, সঙ্কেতবাক্যমিতি কাকচয়া বদন্তি॥ ৮॥

ইতি মহাকবিকালিদাসকৃতং শৃঙ্গার-রসাষ্টকং সমাপ্তম্।

হয়, তজ্জন্যই চক্রবাক্ প্রিয়া-বিরহে কাতর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছে)॥ ৪॥ চক্রবাক্ পক্ষী ভোজন করিবার নিমিত্ত বক্র পদ্ম-মৃণাল-খণ্ড ভাঙ্গিতে পারিতেছে না এবং চন্দ্রভ্রমে ভোজন করিতেও পারিতেছে না। (ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দিবাভাগে সরোবরস্থিত পদ্ম-সকল বিকসিত থাকে, সেই পদ্মের ছায়া জলমধ্যে পতিত হওয়ায় চক্রবাকের চন্দ্র বলিয়া ভ্রম হইয়াছে, যেহেতু, চক্রবাক্ ও চক্রবাকীর রাত্রিযোগে পরস্পর বিচ্ছেদ হয়, সেই আশঙ্কায় চক্রবাকের মনে সেই রাত্রি ও চন্দ্র বলিয়া ভ্রম হইয়াছে) তৃষ্ণার্ত্ত চক্রবাক্‌পক্ষী, পদ্মপত্রস্থিত বারিবিন্দু সমূহ ও তারকা ভ্রমে পান করিতেছে না। ভ্রমর-নিচয়ে বিচিত্রবর্ণ পঙ্কজসমূহের জলমধ্যে ছায়া দর্শন করিয়া, কান্তা-বিয়োগবিধুর চক্রবাক ভ্রম বশতঃ বাস্তবিক অসন্ধ্যাকে সন্ধ্যা ও দিবাভাগকেও রজনী বলিয়া বোধ করিতেছে অর্থাৎ পদ্ম-সমূহের উপর ভ্রমরসকল বসিয়াছে, পদ্মসকল রক্তবর্ণ এবং ভ্রমর-সমূহ কৃষ্ণবর্ণ ইত্যাদি। সুতরাং চক্রবাক্ পক্ষী সেই সময় দিবা কি রাত্রি ভ্রমবশতঃ কিছুই ঠিক করিতে পারে নাই ॥ ৫॥ চপল মধুকর মধুলোভে পদ্মভ্রমে, ভুবন-বিদিত সুগন্ধি স্বর্ণবর্ণা কেতকীপুষ্পের মধ্যে পতিত হওয়ায় পুষ্পরেণু দ্বারা অন্ধ ও কণ্টক দ্বারা ছিন্নপক্ষ হইয়া পুষ্পমধ্যে থাকিতে বা অন্যত্র গমন করিতে পারিতেছে না। অতএব হে সখে! এই মধুকর উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়াছে॥ ৬॥ বিবাহের পূর্ব্বে মহাদেব যখন পার্ব্বতীর মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য ব্রহ্মচারীবেশে পার্ব্বতীর সমক্ষে শিবের নিন্দা করিয়াছিলেন, তখন সজ্জনগণের অযথা নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া পার্ব্বতী ক্রোধভরে সেই স্থান হইতে গমনোদ্যত হইলে ত্বরা প্রযুক্ত বক্ষঃস্থলস্থিত বল্কল স্তন হইতে স্খলিত হইল। তখন ব্রহ্মচারীবেশধারী বৃষভধ্বজ স্বীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য সহকারে পার্ব্বতীকে ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে পার্ব্বতীর সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল, তাঁহার অঙ্গযষ্টি কম্পিত ও স্বেদবারি বহির্গত হইল, চলিবার জন্য যে চরণ উত্তোলন করিয়াছিলেন, তাহা শূন্যদেশেই রহিল। অতএব পথিমধ্যে কোন পর্ব্বত দ্বারা আহত হইলে তরঙ্গিণী যেমন অগ্রসর হইতে পারে না এবং স্থির ও থাকিতে পারে না, তদ্রূপ হিমালয়নন্দিনী পার্ব্বতীও স্থির থাকিতে পারিলেন না এবং গমন করিতেও সমর্থ হইলেন না॥ ৭॥ (প্রভাতকালে কাকপক্ষী-সকল "কা কা" রব করিতে থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই, অভিসারিকাগণ স্বীয় উপপতি-গৃহে নিদ্রিতা থাকে, কাক পক্ষী ঐ "কা কা" সঙ্কেত-রব দ্বারা তাহাদিগকে সতর্ক ও জাগরিত করিয়া দেয়) যথা— হে অভিসারিকাগণ! কোন্ কোন্ রমণী সুরতশ্রমে পীড়িতাঙ্গী হইয়া প্রিয়তমের (উপপতির) বাহুলতালিঙ্গন করিয়া এখনও নিদ্রা যাইতেছ, সূর্য্য উদয় হইয়াছে; অতএব তাহারা এখন স্ব স্ব গৃহে গমন কর॥ ৮॥

শৃঙ্গাররসাষ্টকের অনুবাদ সমাপ্ত।

মালবিকাগ্নিমিত্রম্

মূল ও অনুবাদ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

অগ্নিমিত্র	রাজা।
বিদূষক	রাজ-বয়স্য।
অমাত্য	রাজ-মন্ত্রী।
গণদাস, হরদত্ত	
কৌশিকী	ব্রহ্মচারী।

মাধবসেন, সূত্রধার, পারিপার্শ্বিক, জয়সেন (প্রতিহারী),
বৈতালিক, কুব্জ (সাবস) ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

মালবিকা	রাজ-প্রণয়িনী।
ধারিণী (দেবী	রাণী।
ইরাবতী	রাণীর সহচরী।
পরিব্রাজিকা	
বকুলাবলিকা, নিপুণিকা, সমাহিতিকা	সখীগণ।

মধুনিকা (উদ্যানপালিকা), চেটীগণ ইত্যাদি।

মালবিকাগ্নিমিত্রম

প্রথমোঽঙ্ক

(প্রস্তাবনা)

একৈশ্বর্য্যে স্থিতোঽপি প্রণতবহুফলে যঃ স্বয়ং কৃত্তিবাসাঃ,
কান্তাসংমিশ্রদেহোঽপ্যবিষয়মনসাং যঃ পরস্তাদ্‌যতীনাম্।
অষ্টাভির্যস্য কৃৎস্নং জগদপি তনুভির্বিভ্রতো নাভিমানঃ,
সন্মার্গালোকনায় ব্যপনয়তু স বস্তামসীং বৃত্তিমীশঃ ॥ ১ ॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ। অলমতিবিস্তরেণ। (নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) মারিষ! ইতস্তাবৎ ॥ ২ ॥

(ততঃ প্রবিশতি পারিপার্শ্বিকঃ)

পারিপার্শ্বিকঃ। ভাব! অয়মস্মি ॥ ৩ ॥

সূত্র। অভিহিতোঽস্মি পরিষদা শ্রীকালিদাস-গ্রথিতবস্তু মালবিকাগ্নিমিত্রং নাম নাটকমস্মিন্ বসন্তোৎসবে প্রয়োক্তব্যমিতি, তদারভ্যতাং সঙ্গীতকম্ ॥ ৪ ॥

পারি। মা তাবৎ। প্রথিতযশসাং ধাবক-সৌমিল্লকবিরত্নাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্ত্তমানকবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ? ৫ ॥

যিনি ভক্তবৃন্দকে স্বর্গ এবং মোক্ষাদি ও নানাবিধ ফল প্রদান করিয়া থাকেন, যিনি সমস্ত জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, সুতরাং যাঁহার কোনরূপ অভাব না থাকিলেও যিনি একান্ত নিঃস্বের সদৃশ, যিনি নিজে শার্দ্দূলচর্ম্মাদি পরিধান করেন, যিনি সর্ব্বদাই নারীবিশিষ্ট-শরীর হইলেও স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়ে আসক্তিবিরহিত যতিবৃন্দের পূজ্য, যিনি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, চন্দ্র এবং দিবাকর ও যজমানস্বরূপিণী অষ্টমূর্ত্তি দ্বারা সমস্ত পৃথিবী ধারণ করিলেও সর্ব্বপ্রকারে অভিমানাদি-বিরহিত, সেই দেবদেব শূলপাণি সৎপথ দর্শাইবার নিমিত্ত তোমাদিগের হৃদয়স্থিত অজ্ঞানরূপ তমঃ বিদূরিত করুন ॥ ১ ॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধার। অতি বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। (নেপথ্যের দিকে অবলোকন করিয়া) আর্য্য! এই দিকে ॥ ২ ॥

পারিপার্শ্বিক। (প্রবেশ করিয়া) বিদ্বন্! আমি আসিয়াছি ॥ ৩ ॥

সূত্র। মহাকবি কালিদাস যাহার প্রতিপাদ্য বিষয় সমস্ত সঙ্কলিত করিয়াছেন, এই উপস্থিত বসন্তোৎসবে সেই মালবিকাগ্নিমিত্র নামক নাটক অভিনয় করিবার নিমিত্ত সভাস্থিত লোকসকল আমাকে অনুমতি করিয়াছেন, অতএব সঙ্গীতাদির আয়োজন কর ॥ ৪ ॥

পারি। না, না, তাহা কিছুতেই হইবে না। ধাবক এবং সৌমিল্ল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ যশঃসম্পন্ন মহাকবিদিগের প্রবন্ধ সমস্ত অতিক্রম করিয়া অতিশয় নব্য কবি কালিদাসের গ্রন্থের কি নিমিত্ত এত আদর প্রকাশ করিতেছ? ৫ ॥

সূত্র। অয়ে! বিবেকবিশ্রান্তমভিহিতম্। পশ্য—

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং, ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে, মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ ॥ ৬ ॥

পারি। আর্য্য! মিশ্রাঃ প্রমাণম্ ॥ ৭ ॥

সূত্র। তেন হি ত্বরতাং ভবান্। শিরসা প্রথমগৃহীতামাজ্ঞামিচ্ছামি পরিষদঃ কর্তুম্। দেব্যা ইব ধারিণ্যাঃ সেবাদক্ষঃ পরিজনোঽয়ম্ ॥ ৮ ॥ [ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।—প্রস্তাবনা।

(ততঃ প্রবিশতি বকুলাবলিকা)

বকুলা। আণত্তম্হি দেবীএ ধারিণীএ অচিরোবণীদাচ্ছলিঅণামণট্ট অন্তরে [উবদেসগ্গহণে] কীরিসী, মালবিএত্তি ণট্টাআরিঅং অজ্জগণদাসং পুচ্ছিদুং তা জাব সঙ্গীদসালং গচ্ছম্হি ॥ ৮ ॥

(ইতি পরিক্রামতি।)

(ততঃ প্রবিশত্যাভরণহস্তা দ্বিতীয়া চেটী)

প্রথমা। (দ্বিতীয়াং দৃষ্ট্বা) হলা! কোমুদিএ! কুদোদাণীং ইঅন্দে ধীরদা জং সমীএ বি অদিক্কমন্তী ইদো দিট্ঠিং ণ দেসি ॥ ৯ ॥

দ্বিতীয়া। অম্হো বউলাবলিআ। সাহ! দেবীএ ইদং সিপ্পিসআসাদো আণীদণাগমুদ্দাসণাহং অঙ্গুলীঅঅং সিণিদ্ধং ণিভালঅন্তী তুহ উবালম্ভে পড়িদম্হি ॥ ১০ ॥

প্রথ। (বিলোক্য) ঠাণে সজ্জদি দে দিট্টী। ইমিণা অঙ্গুলীঅএণ উবভিণ্ণকিরণকেসরেণ কুসুমিদো বিঅ দে অগ্গহত্থো ॥ ১১ ॥

সূত্র। অয়ে! এই সমস্ত কথা তোমার সর্ব্বপ্রকারে বিচাররহিত। দেখ, অতিশয় বৃদ্ধ হইলেই যে সকল কাব্যরসে সুরসিক হয়, তাহা মনে করিও না, আর নূতন হইলেই যে লোক-সকল দোষাদি-সংযুক্ত হয়, তাহাও নয়। সদসদ্বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি সকল সর্ব্বপ্রকারেই গুণ-দোষের বিচার করিয়া পুরাতন এবং নূতন ইহার মধ্যে একতর অবলম্বন করিয়া থাকেন, আর মূর্খেরাই পরের প্রত্যয়ে নির্ভর করিয়া তাহার অনুসরণাদি ক্রমে নিজ নিজ বুদ্ধি সঞ্চালিত করিয়া থাকে, কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ, তাহাদের তাহা বিচার করিবার কোন ক্ষমতাই থাকে না ॥ ৬

পারি। আর্য্য! মিশ্রেরাই ইহার ভাল মন্দ বিচার করিবেন ॥ ৭ ॥

সূত্র। অতএব ত্বরান্বিত হও। দেবী ধারিণীর এই সেবাদক্ষ অনুচরবর্গের ন্যায় আমি সভাস্থ মহাত্মাদিগের আদেশ অবনতমস্তকে অগ্রে গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিতে অভিলাষ করি ॥ ৮ ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

(বকুলাবলিকার প্রবেশ)

বকুলা। মালবিকা উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য নিয়ম অবলম্বন করিয়া ছলিক নামে নাটকের অভিনয়ব্যাপারে কিরূপ শিক্ষা করিলেন, নাট্যাচার্য্য গণদাসকে তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত দেবী ধারিণী আমাকে আদেশ করিয়াছেন, সেই অনুসারে আমি সঙ্গীতশালার অভ্যন্তরে গমন করিব। (এই কথা বলিয়া সঙ্গীত-শালায় গমন করিল) ৮ ॥

প্রথ। (দ্বিতীয়াকে অবলোকন করিয়া) হলা কৌমুদিকে! তুমি কাহার নিকট এইরূপ বীরত্ব শিক্ষা করিলে যে, তোমার নিকট গমন করিলেও একবার চেয়ে দেখ না? ৯ ॥

দ্বিতী। (হর্ষ ও আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া) এ কি, বকুলাবলিকা যে! সখি! দেবীর এই সর্পবিষনাশক মণি-মুক্তা-প্রবালাঙ্কিত যন্ত্রবিশেষ ও অতিশয় উজ্জ্বল অঙ্গুরীয়ক শিল্পকারদিগের নিকট হইতে আনয়ন করিয়া একদৃষ্টিতে অবলোকন করিতেছিলাম, সেই জন্যই তোমার বিরক্তিকর কথা সহ্য করিতে হইল ॥ ১০ ॥

প্রথ। (অবলোকন পূর্ব্বক) যোগ্য বস্তুর প্রতিই তোমার দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। কেন না, এই অঙ্গুরীয় হইতে কিরণরূপ পরাগ-সমূহ উদ্গত হইতেছে, ইহার সম্পর্কে তোমার হস্তের অগ্রভাগ ঠিক যেন পুষ্পিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

দ্বিতী। হলা ! কহিং পত্থিদাসি ॥ ১২ ॥

প্রথ। দেবীএ বঅণেণ ণট্টাআরিঅং অজ্জগণদাসং পুচ্ছিদুং উবদেসগ্‌গহণে কীরিসী মালবিএত্তি ॥ ১৩ ॥

দ্বিতী। সহি ! ঈরিসেণ বাবারেণ অসন্নিহিদাবি সা ভট্টিণা কহং দিট্ঠা ? ১৪ ॥

প্রথ। আঃ ! সো জণো দেবীএ পাসগদো চিত্তে দিট্ঠো ॥ ১৫ ॥

দ্বিতী। কহং বিঅ ? ১৬ ॥

প্রথ। সুণাহি। চিত্তসালং গদা দেবী জদা পচ্চগ্‌গবণ্ণরাঅং চিত্তলেহং আআরিঅস্‌স পলোঅন্তী চিট্ঠদি তহিং অন্তরে ভট্টা উবট্ঠিদো ॥ ১৭ ॥

দ্বিতী। তদো তদো ? ১৮ ॥

প্রথ। উবআরান্তরং একাসণোববিট্ঠেণ ভট্টিণা চিত্তগদাএ দেবীএ পরিঅণজ্‌ঝগদং আসণ্ণপরিআরিঅং পেক্খিএ দেবী পুচ্ছিদা ॥ ১৯ ॥

দ্বিতী। কিং ত্তি ? ২০ ॥

প্রথ। অপূর্ব্ব ইঅং দারিআ দেবী এ আসণ্ণা লিহিদা কিং ণামহেএত্তি ॥ ২১ ॥

দ্বিতী। আকিদিবিসেসে আঅরোপদং করেদি ; তদো তদো ? ২২ ॥

প্রথ। তদো অবহীরিঅবঅণো ভট্টা সঙ্কিদো দেবীং পুণোবি অণুবন্ধিদুংপ উত্তো। তদো কুমারীএ বসুলচ্ছীএ অক্খিদং অজ্জ এসা মালবিএত্তি ॥ ২৩ ॥

দ্বিতী। (সস্মিতম্) সরিসং কৃখু এদং বালভাবস্‌স। তদো অবরঙ্কহে হি ॥ ২৪ ॥

দ্বিতী। হলা! কোথায় যাইতেছিস্ ? ১২ ।

প্রথ। মালবিকা নাটকাদির বিষয় কিরূপ শিক্ষা করিয়াছেন, দেবীর আদেশানুসারে নাট্যাচার্য্য আর্য্যশ্রেষ্ঠ গণদাসকে তাহা জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত যাইতেছি ॥ ১৩ ॥

দ্বিতী। সখি ! মালবিকা এবংবিধ প্রকারে নাট্যশিক্ষা-প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রকারে অতিশয় দূরবর্ত্তিনী হইলেও স্বামী কি প্রকারে তাহাকে দেখিতে পাইলেন ? ১৪ ॥

প্রথ। আঃ ! দেবীর পার্শ্বস্থিত চিত্রে তিনি তাহাকে অবলোকন করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

দ্বিতী। কি প্রকারে ? ১৬ ॥

প্রথ। শ্রবণ কর। যে সময়ে দেবী চিত্রশালায় গমন করিয়া নাট্যাচার্য্যের নূতন রাগে রঞ্জিত চিত্রলেখা সন্দর্শন করিতেছিলেন, তৎকালে ভর্ত্তা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৭ ॥

দ্বিতী। তার পর ? ১৮ ॥

প্রথ। বিশেষ অভ্যর্থনাদির পর স্বামী এক আসনে উপবেশন পূর্ব্বক চিত্রলিখিত দেবী-মূর্ত্তি দৃষ্টে পরিজনদিগের মধ্যে উপবিষ্ট অথচ নিকটবর্ত্তী পরিচারিকাকে অবলোকন পূর্ব্বক দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৯ ॥

দ্বিতী। কি জিজ্ঞাসা করিলেন ? ২০ ॥

প্রথ। দেবীর সন্নিকটে চিত্রিত এই অপূর্ব্বদারিকার নাম কি ? এই কথাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২১ ॥

দ্বিতী। আকারবিশেষেই আদরের স্থান গ্রহণ করিয়া থাকে। তার পর, তার পর ? ২২ ॥

প্রথ। দেবী কোনমতেই উত্তর না করিয়া এই বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে, ভর্ত্তা সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া পুনর্ব্বার আগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই সময়ে কুমারী বসুলক্ষ্মী বলিলেন, ইহার নাম মালবিকা ॥ ২৩ ॥

দ্বিতী। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) ইহা মালবিকার যুক্তিযুক্ত কথাই হইয়াছে, অনন্তর কি হইল, প্রকাশ করিয়া বল ॥ ২৪ ॥

প্রথ। কিং অন্নং। সম্পদং মালবিআ সবিসেসং ভট্টিণো দংসণ পাহদো রক্খী অদি ॥ ২৫ ॥

দ্বিতী। হলা অণুচিট্ঠ অত্তণো ণিওঅং। অহংপি পদং অঙ্গুলীঅঅং দেবীএ উবণইস্সং ॥ ২৬ ॥

প্রথ। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) এসো ণট্টাআরিও সঙ্গীদসালাদো ণিগ্গচ্ছদি ॥ দাব সে অত্তান্দংসেমি ॥ ২৭ ॥

(ইতি পরিক্রামতি)

গণদাসঃ। (প্রবিশ্য) কামং খলু সর্ব্বস্যাপি কুলবিদ্যা বহুমতা ন পুনরস্মাকং নাট্যং প্রতি মিথ্যা গৌরবম্। কুতঃ। তথা হি—

দেবানামিদমামনন্তি মুনয়ঃ কান্তং ক্রতুং চাক্ষুষং,
রুদ্রেণেদমুমাকৃতব্যতিকরে স্বাঙ্গে বিভক্তং দ্বিধা।
ত্রৈগুণ্যোদ্ভবমত্র লোকচরিতং নানারসং দৃশ্যতে,
নাট্যং ভিন্নরুচের্জনস্য বহুধাপ্যেকং সমারাধনম্ ॥ ২৮ ॥

বকু। (উপেত্য) অজ্জ বন্দামি ॥ ২৯ ॥

গণ। ভদ্রে! চিরং জীব।

বকু। অজ্জং দেবী পুচ্ছদি। অবি উবদেসগ্গহণেণ অদিকিলিস্সদি বো সিস্সা মালবিত্তি ॥ ৩০ ॥

গণ। ভদ্রে! বিজ্ঞাপ্যতাং দেবী পরমনিপুণা মেধাবিনী চেতি, কিং বহুনা।

যদ্যৎ প্রয়োগবিষয়ে ভাবিকমুপদিশ্যতে ময়া তস্যৈ।
তত্তদ্বিশেষকরণাৎ প্রত্যুপদিশতীব মে বালা ॥ ৩১ ॥

প্রথ। কি আর হইবে? এক্ষণে মালবিকাকে স্বামীর দৃষ্টিপথ হইতে বিশেষরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করা যাইতেছে ॥ ২৫ ॥

দ্বিতী। হলা! অধুনা তুমি প্রভুকার্য্য সম্পন্ন কর। আমিও এই অঙ্গুরীটী দেবীর সন্নিধানে লইয়া যাই (এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিল) ॥ ২৬ ॥

প্রথ। (পরিক্রমণ ও অবলোকন পূর্ব্বক) এই নাট্যাচার্য্য গণদাস সঙ্গীতভবন হইতে বিনর্গত হইতেছেন, এক্ষণে ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করি। (এইরূপ বলিয়া সেই স্থানে পরিক্রমণ করিতে লাগিল) ॥ ২৭ ॥

গণ। (প্রবেশ করিয়া) নিশ্চিতই সকলের কুলবিদ্যা সর্ব্বতোভাবে বহুমানের; সুতরাং নাট্যের প্রতি আমাদিগের গৌরব করা অনুচিত নহে। তথাপি ঋষিগণ বলিয়াছেন, এই নাট্য একান্ত বাঞ্ছনীয় ও নয়নপ্রীতিজনক যজ্ঞস্বরূপ। স্বয়ং দেবাদিদেব মহেশ্বর হরগৌরীরূপ দেহে দ্বিপ্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন ও ইহাতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ হইতে সমুদ্ভূত লোকচরিত ও নানাবিধ রসাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। তজ্জন্য ইহা একাকীই অনেক প্রকারে বিভিন্ন রুচি-বিশিষ্ট লোক-সমূহের বিশেষরূপ সন্তোষজনক ॥ ২৮ ॥

বকু। (নিকটস্থিত হইয়া) আর্য্য। অভিবাদন করি ॥ ২৯ ॥

গণ। ভদ্রে! চীরজীবিনী হও।

বকু। দেবি, আর্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আপনার শিষ্য মালবিকা বিনাকষ্টেই উপদেশাদি গ্রহণ করিতেছেন ত? ৩০ ॥

গণ। ভদ্রে! দেবীকে ইহা জ্ঞাপন কর যে, মালবিকা উপদেশাদি গ্রহণ করিতে যেরূপ অতিশয় দক্ষা, সেই প্রকার মেধাবিশিষ্টাও বটে, অধিক আর কি বলিব, আমি অভিনয়ব্যাপারে তাহাকে শৃঙ্গারাদি অবস্থা-ভেদের উপযোগী যে যে বিষয় শিক্ষা দিয়া থাকি, সে বালিকা হইলেও তাহা হইতে অধিক সংগ্রহ করিয়া আমাকে যেন প্রতিশিক্ষা দেয় ॥ ৩১ ॥

বকু। (আত্মগতম্) অদিক্কমন্তীং বিঅ ইরাবদীং পেক্খামি। (প্রকাশম্) কিদত্থা দাণিং বো সিস্সা জস্সিং গুরুঅণো এবং তুস্সদি ॥ ৩২ ॥

গণ। ভদ্রে! তদ্বিধানামসুলভত্বাৎ পৃচ্ছামি। কুতো দেব্যা তৎপাত্রমানীতম্? ৩৩ ॥

বকু। অত্থি দেবীএ বনাবরো ভাদা বীরসেণো নাম। সো ভট্টিণা অন্তবালদুগ্গে নম্মদাতীরে ঠাবিদো। তেণ সিপ্পাহিআরে জোগ্গা ইঅং দারিএত্তি বহিণীও দেবীএ উবা ণং পেসিদা ॥ ৩৪ ॥

গণ। (স্বগতম্) আকৃতিবিশেষপ্রত্যয়াদেনামনূনবস্তুকাং সম্ভাবয়ামি। (প্রকাশম্) ভদ্রে! ময়াপি যশস্বিনা ভবিতব্যম্। যতঃ—

পাত্রবিশেষে ন্যস্তং গুণান্তরং ব্রজতি শিল্পমাধাতুঃ। জলমিব সমুদ্রশুক্তৌ মুক্তাফলতাং পয়োদস্য ॥৩৫॥

বকু। অজ্জ! কহিং দাণিং সিস্সা? ৩৬ ॥

গণ। ইদানীমেব পঞ্চাঙ্গাদিকমভিনয়মুপদিশ্য ময়া বিশ্রম্যতামিত্যভিহিতা দীর্ঘিকাবলোকনগবাক্ষগতা প্রবাতমাসেবমানা তিষ্ঠতি ॥ ৩৭ ॥

বকু। তেন হি অণুজাণাদু মং অজ্জো জাব সে অজ্জপরিতোস নিবেদণেণ উস্সাহং বড্ঢেমি ॥ ৩৮ ॥

গণ। দৃশ্যতাং সখী। অহমপি লব্ধক্ষণঃ স্বগেহং গচ্ছামি ॥ ৩৯ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ। মিশ্র-বিষ্কম্ভকঃ)

(ততঃ প্রবিশত্যেকান্তস্থিতপরিজনো মন্ত্রিণা লেখহস্তেনান্বাস্যমানো রাজা।)

রাজা। (অনুবাচিতলেখমমাত্যং বিলোক্য) বাহতক কিং প্রতিপদ্যতে বৈদর্ভঃ? ৪০ ॥

বকু। (আত্মগত) মালবিকা যেন ইরাবতীকেও অতিক্রম করিয়াছেন, দেখিতেছি। (প্রকাশ্যে) গুরুজনেরা যখন এরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তখন আপনার শিষ্য কৃতার্থ হইয়াছেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৩২ ॥

গণ। ভদ্রে! মালবিকার তুল্য যোগ্য বস্তু সচরাচর পাওয়া সুকঠিন, সেই কারণে জিজ্ঞাসা করিতেছি, দেবী কোথা হইতে তাহাকে প্রাপ্ত হইলেন? ৩৩ ॥

বকু। দেবীর বীরসেন নামক এক নিকৃষ্টবর্ণ ভ্রাতা আছেন। মহারাজ তাঁহাকে নর্ম্মদা নদীর তীরে অন্তপাল নামক দুর্গে স্থাপিত করিয়াছেন। এই দারিকা শিল্পকর্ম্মে উপযুক্ত হইবে, এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনিই ভগিনী দেবীর সন্নিধানে উপঢৌকনস্বরূপ পাঠাইয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

গণ। (স্বগত) মালবিকা যে প্রকার বিশিষ্ট-ভাবাপন্ন, তাহা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে ইহাকে সর্ব্বপ্রকারে উত্তমকুলশীলাদিবিশিষ্ট বলিয়াই আমার জ্ঞান হয়। (প্রকাশ্যে) ভদ্রে! আমিও যশোবিশিষ্ট হইব, যেহেতু, মেঘের সলিল যেমন সাগরস্থিত শুক্তিতে পতিত হইলে মুক্তারূপে পরিণত হইয়া থাকে, তদ্রূপ শিক্ষকের গুণাবলী সৎপাত্রে অর্পিত হইলে, গুণান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

বকু। আর্য্য! আপনার শিষ্যা এক্ষণে কোথায়? ৩৬ ॥

গণ। আমি তাঁহাকে এইমাত্র পঞ্চাঙ্গাদি অভিনয়-ব্যাপার উপদেশ দিয়া বিশ্রামের নিমিত্ত অনুমতি করিয়াছি। সে এক্ষণে দীর্ঘিকা সন্দর্শন জন্য গবাক্ষপ্রদেশে গমন করিয়া সম্যক্ প্রকারে প্রবাহিত সমীরণ সেবন করিতেছে ॥ ৩৭ ॥

বকু। অতএব আর্য্য! আমাকে অনুমতি করুন্। আপনি যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা জানাইয়া তাহার উৎসাহ বর্দ্ধিত করি ॥ ৩৮ ॥

গণ। তুমি সখীর সহিত সাক্ষাতাদি কর, আমিও রীতিমত অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছি, এখন নিজালয়ে প্রতিগমন করি ॥ ৩৯ ॥ (এই কথা বলিয়া উভয়ের নিষ্ক্রমণ।)

(মিশ্র-বিষ্কম্ভক।)

(রাজার প্রবেশ এবং মন্ত্রী পত্রিকা হস্তে পশ্চাতে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন ও পরিজনসকল একান্তে অবস্থিতি করিতেছেন।)

রাজা। (মন্ত্রী পত্রাদি পাঠ করিতেছেন, ইহা দর্শন করিয়া) বাহতক! বৈদর্ভের অভিপ্রায় কি? ৪০ ॥

অমাত্যঃ। দেব! আত্মবিনাশম্॥ ৪১॥

রাজা। নিদেশমিদানীং জ্ঞাতুমিচ্ছামি॥ ৪২॥

অমা। ইদমিদানীমনেন প্রতিলিখিতম্। পূজ্যেনাহমাদিষ্টঃ। পিতৃব্যপুত্রো ভবতঃ কুমারো মাধবসেনঃ প্রতিশ্রুতসম্বন্ধো মমোপান্তিকমুপসর্পন্নন্তরা ত্বদীয়েনান্তপালেনাবস্কন্দ্য গৃহীতঃ স ত্বয়া মদপেক্ষয়া সকলত্র-সোদর্য্যো মোচয়িতব্য ইতি। তত্র বো ন বিদিতং যত্তুল্যাভিজনেষু ভূমিধরেষু রাজ্ঞাং বৃত্তিঃ। অতো-ঽত্র মধ্যস্থঃ পূজ্যো ভবিতুমর্হতি। সোদর্য্যা পুনরস্য গ্রহণবিপ্লবে বিনষ্টা। তদন্বেষণায় যতিষ্যে। অথ অবশ্যমেব মাধবসেনো ময়া পূজ্যেন মোচয়িতব্যঃ শ্রূয়তামভিসন্ধিঃ।

আর্য্যসচিবং মুঞ্চতি যদি পূজ্যঃ সংযুতং মম শ্যালম্। মোক্তা মাধবসেনং ততোঽহমপি বন্ধনাৎ সদ্যঃ॥৪৩॥

রাজা। (সরোষম্) কথং কার্য্যবিনিময়েন ময়ি ব্যবহরত্যনাত্মজ্ঞঃ। বাহতক! প্রকৃত্যমিত্রঃ প্রতি-কূলকারী চ মে বৈদর্ভঃ। তদ্‌যাতব্যপক্ষে স্থিতস্য পূর্ব্বসঙ্কল্পিতসমুন্মূলনায় বীরসেনমুখাৎ দণ্ডচক্র-মাজ্ঞাপয়॥ ৪৪॥

অমা। যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ॥ ৪৫॥

রাজা। অথ বা কিং ভবান্মন্যতে?॥ ৪৬॥

অমা। শাস্ত্রদৃষ্টমাহ দেবঃ।

অচিরাধিষ্ঠিতরাজ্যঃ শত্রুঃ প্রকৃতিষ্বরূঢ়মূলত্বাৎ। নবসংরোপণশিথিলস্তরুরিব সুকরঃ সমুদ্ধর্ত্তুম্॥ ৪৭॥

রাজা। তেন হ্যবিতথং তন্ত্রকারবচনম। ইদমেব নিমিত্তমাদায় সমুদ্‌যোজ্যতাং সেনাপতিঃ॥ ৪৮॥

অমাত্য। দেব! আত্মবিনাশ অর্থাৎ সে নিজে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছে॥ ৪১॥

রাজা। এক্ষণে তাহার অভিপ্রায় কিংবা প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে অভিলাষ করি॥ ৪২॥

অমা। অধুনা সে এই প্রকার প্রতিলিপি পাঠাইয়াছে, মহারাজ কর্তৃক আমি সন্দিষ্ট হইয়াছি যে, তোমার পিতৃব্যপুত্র কুমার মাধবসেন বৈবাহিক-সম্বন্ধ বন্ধন করিতে অঙ্গীকৃত হইয়া আমার সন্নিধানে আগমন করিতেছিল পথিমধ্যে তোমার অন্তপাল (সীমান্তপ্রদেশের রক্ষক) অবরোধ পূর্ব্বক তাহাকে নিগ্রহ করিয়াছে। আমার অনুরোধে তাহাকে কলত্র এবং ভগিনীর সহিত মুক্ত করিতে হইবে। এতৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, একবংশোদ্ভব নরপতিগণ পরস্পর যে প্রকার ব্যবহার করেন, তাহা আপনার জানা নাই। অতএব এই উপস্থিত বিষয়ে আপনাকে কোন ব্যক্তিরই পক্ষ অবলম্বন না করিয়া উদাসীন্যভাব আশ্রয় করিতে হইবে। পুনশ্চ, মাধবসেনকে নিগ্রহ করিবার সময়ে দারুণ গোলযোগ উপস্থিত হয়, তাঁহার অন্বেষণ করিবার জন্য চেষ্টা করিব। তবে যদি আমাকে মহারাজ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া অবশ্যই ছাড়িয়া দিতে হয়, তাহা হইলে আমি যে অভিপ্রায় করিয়াছি, শ্রবণ করুন। আপনি যে ইতিপূর্ব্বে আমার প্রধান মন্ত্রী শ্যালককে বন্ধন করিয়াছেন, যদ্যপি তাহাকে ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে আমিও মাধবসেনকে তখনই বন্ধন হইতে মুক্ত করিব॥ ৪৩॥

রাজা। (সক্রোধে) কি? তাহার আত্মজ্ঞান নাই! সেই জন্য সে কার্য্যবিনিময় পূর্ব্বক আমার সহিত ব্যবহার করিতে উদ্‌যুক্ত হইয়াছে! বাহতক! বৈদর্ভ আমার স্বাভাবিক বৈরি এবং প্রতিকূলা-চারী। অতএব বিপক্ষের আশ্রিত সেই বৈদর্ভের পূর্ব্বসংকল্প উন্মূলিত করিবার নিমিত্ত বীরসেন প্রভৃতি সেনা-সকলকে আদেশ কর॥ ৪৪॥

অমা। যে আজ্ঞা মহারাজ! ৪৫॥

রাজা। তোমারই বা এ বিষয়ে কি মত? ৪৬॥

অমা। দেব! শাস্ত্রসঙ্গত কথাই বলিয়াছেন। যে শত্রু অল্প সময়মাত্র রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে প্রজা-লোকে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই, তাহাকে নূতন স্থাপন করিবার জন্য শৈথিল্যভাবযুক্ত বৃক্ষের ন্যায় অনায়াসেই উৎখাত করা যাইতে পারে॥ ৪৭॥

রাজা। এই হেতু শাস্ত্রকারদিগের কথা কোনক্রমেই অবজ্ঞা করিবে না। উপস্থিত ঘটনাবলী উপলক্ষ্য করিয়া সৈন্যাধ্যক্ষকে উদ্‌যুক্ত করা হউক॥ ৪৮॥

অমা। তথা ॥ ৪৯ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।)

পরিজনো যথাব্যাপারং রাজানমভিতঃ স্থিতঃ।

(প্রবিশ্য বিদূষকঃ।)

বিদূ। আণত্তোহ্মি তত্তভবদা রণ্ণা। গোদম! চিন্তেহি দাব উবাঅং জহ মে জদিচ্ছাদিট্‌টপডিকিদী মালবিআ পচ্চক্‌খদংসণা হোদি ত্তি। মএঅ তং তথা কিদং দাব সে ণিবেদেমি ॥ ৫০ ॥

(ইতি পরিক্রামতি।)

রাজা। (বিদূষকং দৃষ্ট্বা) অয়মপরঃ কার্য্যান্তরসচিবোঽস্মাকমুপস্থিতঃ ॥ ৫১ ॥

বিদূ। (উপগম্য) বড্ঢদু ভবম্ ॥ ৫২ ॥

রাজা। (সশিরঃকম্পম্) ইত আস্যতাম্ ॥ ৫৩ ॥ (বিদূষক উপবিষ্টঃ।)

রাজা। কচ্চিদুপায়োপেয়দর্শনে ব্যাপৃতং তে প্রজ্ঞাচক্ষুঃ ॥ ৫৪ ॥

বিদূ। পওঅসিদ্ধিং পুচ্ছ ॥ ৫৫ ॥

রাজা। কথমিব? ৫৬ ॥

বিদূ। (কর্ণে) এব্বং বিঅ। (ইত্যাবেদয়তি) ॥ ৫৭ ॥

রাজা। সাধু বয়স্য! নিপুণমুপক্রান্তম্, ইদানীং দুরধিগমসিদ্ধাবপ্যস্মিন্নারম্ভে বয়ং হ্যাশংসামহে। কুতঃ

সপ্রতিবন্ধনং কার্য্যং প্রভুরধিগন্তুং সহায়বানেব।
দৃশ্যং তমসি ন পশ্যতি দীপেন বিনা সচক্ষুরপি ॥ ৫৮ ॥

অমা। যে আজ্ঞা! (এই বলিয়া প্রস্থান) ॥ ৪৯ ॥

(পরিজনগণ যাহার যে কার্য্য, তৎকরণে প্রবৃত্ত হইয়া রাজার চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করিল।)

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। মহারাজ আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন, গৌতম! আমি যদৃচ্ছাবশতঃ মালবিকার প্রতিকৃতি-মাত্র দর্শন করিয়াছি। অধুনা, যাহাতে তাহাকে প্রত্যক্ষরূপে অবলোকন করিতে পারি, তোমাকে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। আমিও তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিয়াছি। অতএব ইদানীং তাঁহার সাক্ষাতে নিবেদন করি ॥ ৫০ ॥ (এই কথা বলিয়া পরিক্রমণ।)

রাজা। (বিদূষককে অবলোকন করিয়া) এই আমাদের কার্য্যান্তর সম্পাদক অন্য মন্ত্রী উপস্থিত ॥ ৫১ ॥

বিদূ। (নিকটস্থ হইয়া) আপনি সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত হউন্ ॥ ৫২ ॥

রাজা। (মস্তক কম্পিত করিয়া) এই স্থানে উপবিষ্ট হও ॥ ৫৩ ॥

(বিদূষকের উপবেশন।)

রাজা। তোমাদের প্রজ্ঞারূপ চক্ষু উপায় অবলম্বন সহকারে প্রাপ্য বস্তুর পরিদর্শনে সমর্থ হইয়াছে ত? ৫৪ ॥

বিদূ। ফলসিদ্ধির বিষয় জিজ্ঞাসা করুন; উপায় চিন্তার কথা জিজ্ঞাসায় আর প্রয়োজন কি? ৫৫ ॥

রাজা। কি প্রকার? ৫৬ ॥

বিদূ। (কর্ণে) এইরূপ। (এই বলিয়া প্রকৃত ঘটনা সকল নিবেদন করিতে লাগিল) ॥ ৫৭ ॥

রাজা। বয়স্য! সাধু! তুমি সর্ব্বপ্রকারে নিপুণতা সহকারেই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ। অধুনা উপস্থিত বিষয়ের সিদ্ধিলাভ কষ্টসাধ্য হইলেও তাহার সম্পাদন পক্ষে আমরা আশ্বাসযুক্ত হইতে পারি। কেন না, উপযুক্ত সহায় প্রাপ্ত হইলে কার্য্য যতই কেন সপ্রতিবন্ধ হউক না, তাহার সাধন-বিষয়ে সমর্থ হওয়া যায়। দেখ, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিও বিনা প্রদীপে অন্ধকারে কোন পদার্থই নয়নগোচর করিতে পারে না ॥ ৫৮ ॥

(নেপথ্যে) অলমলং বহু বিকথ্য। রাজ্ঞঃ সমক্ষমেবাবয়োরধরোত্তরয়োর্ব্যক্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৫৯।
রাজা। (আকর্ণ্য) সখে! ত্বৎসুনীতিপাদপস্য পুষ্পমুদ্ভিন্নমিদম্ ॥ ৬০ ॥
বিদূ। ফলং পি পেক্‌খিস্‌সসি ॥ ৬১ ॥

[ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী।]

কঞ্চু। দেব! অমাত্যো বিজ্ঞাপয়তি অনুষ্ঠিতা প্রভোরাজ্ঞেতি। এতৌ পুনর্হরদত্তগণদাসৌ।

উভাবভিনয়াচার্য্যৌ পরস্পরজয়ৈষিণৌ।
ত্বাং দ্রষ্টুমুদ্যতৌ সাক্ষাদ্ভাবাবিব শরীরিণৌ ॥ ৬২ ॥

রাজা। প্রবেশয় তৌ। ৬৩ ॥
কঞ্চু। যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। ৬৪। [ইতি নিষ্ক্রম্য তাভ্যাং সহ প্রবিষ্টঃ]
কঞ্চু। ইত ইতো ভবন্তৌ ॥ ৬৫ ॥
গণ। (রাজানং বিলোক্য) অহো দুরাসদো রাজমহিমা।

ন চ ন পরিচিতো ন চাপ্যরম্যশ্চকিতমুপৈমি তথাপি পার্শ্বমস্য।
সলিলনিধিরিব প্রতিক্ষণং মে, ভবতি স এব নবো নবোঽয়মক্ষ্ণোঃ ॥ ৬৬ ॥

হর। মহৎ খলু পুরুষাকারমিদং জ্যোতিঃ। তথাহি—

দ্বারে নিযুক্তপুরুষানুমতপ্রবেশঃ, সিংহাসনান্তিকচরণে সমুপসর্পন্।
তেজোভিরস্য বিনিবর্ত্তিতদৃষ্টিপাতৈর্বাক্যাদৃতে পুনরিব প্রতিবারিতোঽস্মি ॥ ৬৭ ॥

কঞ্চু। এষঃ দেবঃ, উপসর্পতাং ভবন্তৌ ॥ ৬৮ ॥
উভৌ। [উপেত্য] বিজয়তাং দেবঃ ॥ ৬৯ ॥

(নেপথ্যে) আর আত্মগরিমা প্রকাশে কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, রাজার সাক্ষাতেই আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, কে অপকৃষ্ট, তাহার পরিচয় হইবে ॥ ৫৯।
রাজা। (শ্রবণ করিয়া) সখে! তোমার সুনীতিরূপ পাদপের কুসুম উদ্গত হইয়াছে। ৬০ ॥
বিদূ। ফলও দর্শন করিতে পাইবেন। ৬১ ॥

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চু। দেব! অমাত্য বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, কর্ত্তার আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে। পুনশ্চ, এই হরদত্ত এবং গণদাস দুই ব্যক্তিই আসিয়াছে। ইহারা উভয়ে অভিনয়শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে। উভয়েই যেন সাক্ষাৎ দুই ভাগ দেহ ধারণ পূর্ব্বক পরস্পর জয় ইচ্ছা করত আপনাকে অবলোকন করিবার নিমিত্ত উদ্যুক্ত হইয়াছে ॥ ৬২।
রাজা। উভয়কেই প্রবেশ করাও। ৬৩।
কঞ্চু। যে আজ্ঞা। ৬৪। (এই বলিয়া প্রস্থান ও তাহাদের সহিত প্রবেশ)
কঞ্চু। আপনারা এই দিকে আসুন। ৬৫ ॥
গণ। (রাজাকে অবলোকন করিয়া) অহো! রাজার মহিমা কি দুরবগাহ! এই নরপতি সমস্ত লোকের বিশেষ পরিচিত এবং সর্ব্বপ্রকারে মনঃপ্রীতিজনক। তথাপি আমি ত্রস্ত হইয়া ইঁহার সন্নিধানে গমন করিতেছি। পুনশ্চ, ইঁহাকে যদিও পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়াছি, তাহা হইলেও এই ব্যক্তি গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের সদৃশ আমার দৃষ্টিপথে নূতন নূতন ভাবে প্রতিক্ষণ আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ৬৬ ॥
হর। এই পুরুষাকারে আবির্ভূত জ্যোতির নিঃসন্দেহই কোন মহিমা আছে, কেন না, আমি দৌবারিকের সমীপে প্রবেশে আদেশ প্রাপ্ত হইয়া এই কঞ্চুকীর সহিত নিকটে গমন করিতেছি। এক্ষণে ইঁহার তেজঃস্বরূপ দৃষ্টি বিনষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার যেন বিনা কথনেই সন্নিকটে গমন করিতে আমাকে নিষেধ করিতেছে ॥ ৬৭ ॥
কঞ্চু। এই মহারাজ! আপনারা উভয়ে সমীপস্থ হউন ॥ ৬৮ ॥
(উভয়ে উপস্থিত হইয়া) মহারাজ জয়যুক্ত হউন ॥ ৬৯ ॥

রাজা। স্বাগতং ভবদ্ভ্যাম্। (পরিজনং বিলোক্য) আসনে তাবদত্রভবতোঃ।

(উভৌ পরিজনোপনীতয়োরাসনয়োরুপবিষ্টৌ।)

রাজা। কিমিদং? শিষ্যোপদেশকালে যুগপদাচার্য্যাভ্যামত্রোপস্থানম্॥ ৭০॥

গণ। দেব! শ্রূয়তাম্। ময়া সুতীর্থাদভিনয়বিদ্যা শিক্ষিতা। দত্তপ্রয়োগশ্চাস্মি দেবেন, দেব্যা চ পরিগৃহীতঃ॥ ৭১॥

রাজা। বাঢ়ং জানে। ততঃ কিম্? ৭২॥

গণ। সোঽহমধুনা হরদত্তেন প্রধানপুরুষসমক্ষম্ "অয়ং ন মে পাদরজসাপি তুল্য" ইত্যধিক্ষিপ্তঃ॥৭৩॥

হর। দেব! অয়মেব প্রথমং পরিবাদকরঃ। অত্রভবতঃ কিল মম চ সমুদ্রপল্বলয়োরিবান্তরমিতি। তদত্রভবানিমং মাং চ শাস্ত্রে প্রয়োগে চ বিমৃশতু। দেব এব নৌ বিশেষতঃ প্রাশ্নিকঃ॥ ৭৪॥

বিদূ। সমত্থং পড়িণ্ণাদম্॥ ৭৫॥

গণ। প্রথমঃ কল্পঃ। অবিহিতো দেবঃ শ্রোতুমর্হতি॥ ৭৬॥

রাজা। তিষ্ঠ তাবৎ। পক্ষপাতমত্র দেবী মন্যতে। তদস্যাঃ পণ্ডিতকৌশিকীসহিতায়াঃ সমক্ষমেব ন্যায্যো ব্যবহারঃ॥ ৭৭॥

বিদূ। সুট্‌ঠু ভবং ভণাদি॥ ৭৮॥

আচার্য্যৌ। যদ্দেবায় রোচতে॥ ৭৯॥

রাজা। মৌদ্গল্য! অমুং প্রস্তাবং নিবেদ্য পণ্ডিতকৌশিক্যা সার্দ্ধমাহূয়তাং দেবী॥ ৮০॥

কঞ্চু। যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ॥ ৮১॥ (ইতি নিষ্ক্রম্য সপরিব্রাজিকয়া দেব্যা সহ প্রবিষ্টঃ।)

রাজা। আপনাদের কুশল ত? (পরিজনদিগের প্রতি অবলোকন করিয়া) আচার্য্য মহাশয়দিগকে আসন প্রদান কর।

(পরিজন কর্ত্তৃক আনীত আসনে উভয়ের উপবেশন।)

রাজা। আপনাদিগের শিষ্যদিগকে উপদেশ প্রদান করিবার এই উত্তম সময়, কি নিমিত্ত এক কালীন উভয়েই এস্থানে আগমন কবিলেন? ৭০॥

গণ। দেব! শ্রবণ করুন্। আমি সর্ব্বতোভাবে সদ্‌গুরুর সন্নিধানে সম্যক্‌রূপে অভিনয়-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি। মহারাজও আমাকে অভিনয়াধিকারে নিয়োগ করিয়াছেন এবং দেবীও স্বয়ং আমাকে সম্যক্‌প্রকারে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন॥ ৭১॥

রাজা। হাঁ, আমি সবিশেষ জ্ঞাত আছি, তার পর কি, তাহা প্রকাশ করুন॥ ৭২॥

গণ। এই হরদত্ত, প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের নিকট এই কথা বলিয়া আমাকে অপমানিত করিয়াছে যে, এই ব্যক্তি আমার পদধূলিরও যোগ্য নহে॥ ৭৩॥

হর। দেব! এই গণদাসই অগ্রে আমার নিন্দা করিয়াছে, এই ব্যক্তি ইহাও বলিয়া থাকে যে আমাতে আর ইহাতে সমুদ্র ও সরোবর প্রভেদ। অতএব মহারাজ! আপনি শাস্ত্রবিষয়ে ও অভিনয় বিষয়ে আমাদিগের উভয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করুন। আপনিই আমাদিগের উভয়ের মধ্যে তারতম্য বিশেষ বিদিত আছেন। আপনি প্রশ্ন করিয়া উপস্থিত বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতে পারিবেন॥৭৪

বিদূ। তোমার এইরূপ অপবাদ সর্ব্বতোভাবেই যুক্তিযুক্ত বটে॥ ৭৫॥

গণ। আচ্ছা, উত্তম কথা। মহারাজ! অবহিত-চিত্তে শ্রবণ করুন॥ ৭৬॥

রাজা। ক্ষণেক স্থির হও। রাজ্ঞী এই বিষয়ে পক্ষপাত বিবেচনা করিতে পারেন। অতএব পণ্ডিত কৌশিকীর সহিত তাঁহার গোচরেই এ বিষয়ের মীমাংসা হওয়া উচিত॥ ৭৭॥

বিদূ। আপনি উত্তম বলিয়াছেন॥ ৭৮॥

আচার্য্যদ্বয়। মহারাজের যেরূপ অভিপ্রায়॥ ৭৯॥

রাজা। মৌদ্গল্য! এই উপস্থিত প্রস্তাব জ্ঞাপন পূর্ব্বক পণ্ডিত কৌশীকীর সহিত দেবীকে আনয়ন কর॥ ৮০॥

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ! ৮১॥ (এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিয়া পুনর্ব্বার দেবীর সহিত প্রবেশ)

কঞ্চু। ইত ইতো ভবতি ॥ ৮২ ॥

ধারি। (পরিব্রাজিকাং বিলোক্য) ভঅবদি! হরদত্তস্স গণদাসস্স অ সংরম্ভং কহং পেক্খসি ॥৮৩॥

পরি। অলং স্বপক্ষাবসাদশঙ্কয়া। ন পরিহীয়তে প্রতিবাদিনো গণদাসঃ ॥ ৮৪ ॥

ধারি। জইবি এব্বং তহবি রাঅপরিগ্গহো সে পহুত্তণং উবহরদি ॥ ৮৫ ॥

পরি। অয়ি রাজ্ঞীশব্দভাজনমাত্মানমপি চিন্তয়তু ভবতী। পশ্য—

অতিমাত্রভাসুরত্বং পুষ্যতি ভানোঃ পরিগ্রহাদনলঃ।
অধিগচ্ছতি মহিমানং চন্দ্রোঽপি নিশাপরিগৃহীতঃ ॥ ৮৬ ॥

বিদূ। অবিহা অবিহা! উবট্ঠিদা দেবী পীঠমদ্দিঅং পণ্ডিদকোসিঅং পুরোকরিঅ তত্তভোদী ধারিণী ॥ ৮৭ ॥

রাজা। পশ্যামোনাং, যৈষা—

মঙ্গলালঙ্কৃতা ভাতি কৌশিক্যা যতিবেশয়া।
ত্রয়ী বিগ্রহবত্যেব সমমধ্যাত্মবিদ্যয়া ॥ ৮৮ ॥

পরি। (উপেত্য) বিজয়তাং দেবঃ ॥ ৮৯ ॥

রাজা। ভগবতি! অভিবাদয়ে ॥ ৯০ ॥

পরি। মহাসারপ্রসবয়োঃ সদৃশক্ষময়োর্দ্বয়োঃ।
ধারিণীভূতধারিণ্যোর্ভব ভর্ত্তা শরচ্ছতম্ ॥ ৯১ ॥

ধারি। জেদু জেদু অজ্জউত্তো ॥ ৯২ ॥

রাজা। স্বাগতং দেব্যৈ (পরিব্রাজিকাং বিলোক্য) ভগবতি ক্রিয়তামাসনপরিগ্রহঃ ॥ ৯৩॥

কন। এই দিকে, এই দিকে মহারাজ্ঞী ॥ ৮২ ॥

ধারি। (পরিব্রাজিকাকে অবলোকন পূর্ব্বক) ভগবতি! হরদত্ত ও এবং গণদাস এই ব্যক্তিদ্বয়ের বিবাদে আপনি কি প্রকার বুঝিতেছেন? ৮৩ ॥

পরি। স্বীয় পক্ষের পরাভব আশঙ্কা করিবেন না, গণদাস প্রতিবাদী হরদত্ত অপেক্ষা কোন ক্রমেই হীন নহে ॥ ৮৪ ॥

ধারি। যদ্যপি এরূপ হয়, তাহা হইলে রাজা যে আত্মীয় বিবেচনায় সবিশেষ অনুগ্রহ করেন, তজ্জন্য গণদাসের প্রভুত্ব বর্দ্ধিতই হইবে ॥ ৮৫ ॥

পরি। অয়ি! আপনাকে আপনি রাজ্ঞী বলিয়া জ্ঞান করুন। দেখুন, অগ্নি দিবাকরের অনুপ্রবেশ বশতঃ অতিশয় দীপ্তি ধারণ করিয়া থাকে এবং চন্দ্রমাও নিশার সংসর্গে বিশেষ সমৃদ্ধি উপভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৮৬ ॥

বিদূ। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! দেবী রাজ্ঞী ধারিণী, সহচারিণী ও পণ্ডিত কৌশিকীকে অগ্রে করিয়া আসিয়াছেন ॥ ৮৭ ॥

রাজা। রাজ্ঞী যে প্রকার, আমি তাহা সবিশেষই অবলোকন করিতেছি। তথাহি, ধর্ম্ম এবং সতীত্ব প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পবিত্র গুণে এবং মঙ্গলনিমিত্তক দ্রব্যসমূহে ভূষিতা এই দেবী যতিবেশধারিণী কৌশিকীর সাহচর্য্যে মূর্ত্তিমতী অধ্যাত্ম-বিদ্যার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন ॥ ৮৮ ॥

(নিকটে যাইয়া) মহারাজ জয়যুক্ত হউন ॥ ৮৯ ॥

রাজা। ভগবতি! প্রণাম করি ॥ ৯০ ॥

পরি। মহারাজ! মহাসার হইতে সমুৎপন্ন ও সর্ব্বপ্রকারে সমানরূপ ক্ষমতা-বিশিষ্টা ধারিণী এবং পৃথিবী এই উভয়ের ভর্ত্তা হইয়া শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া সুখসম্ভোগ করিতে থাকুন্ ॥ ৯১ ॥

ধারি। আর্য্যপুত্র! আপনি জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন ॥ ৯২ ॥

রাজা। দেবি! আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? (পরিব্রাজিকাকে সন্দর্শন পূর্ব্বক) ভগবতি! আসনে উপবেশন করুন্ ॥ ৯৩ ॥

সর্ব্বে উপবিশন্তি।]

রাজা। ভগবতি! অত্রভবতোর্হরদত্তগণদাসয়োঃ পরস্পরং বিজ্ঞানসংঘর্ষিণোর্ভবত্যা প্রাশ্নিকপদমধ্যাসনীয়ম্॥ ৯৪॥

পরি।(সস্মিতম্) অলমুপালম্ভেন, পত্তনে সতি গ্রামে রত্নপরীক্ষা? ৯৫॥

রাজা। নৈতদেবম্। পণ্ডিতকৌশিকী খলু ভগবতী পক্ষপাতিনাবহং দেবী চ॥ ৯৬॥

আচার্য্য। সম্যগাহ দেবঃ। মধ্যস্থা ভগবতী নৌ গুণদোষতঃ পরিচ্ছেত্তুমর্হতি॥ ৯৭॥

রাজা। তেন হি প্রস্তূয়তাং বিবাদঃ॥ ৯৮॥

পরি। দেব! প্রয়োগপ্রধানং হি নাট্যশাস্ত্রম্। কিমত্র বাগ্ব্যবহারেণ। কথং বা দেবী মন্যতে॥ ৯৯॥

দেবী। জই মং পুচ্ছসি তদা এদাণং বিবাদো এব্ব ণ মে রুচ্চদি॥ ১০০॥

গণ। দেবি! ন মাং সমানবিদ্যতয়া পরিভবনীয়মবগন্তুমর্হসি॥ ১০১॥

বিদূ। ভো পেক্খামো উঅবংভরিসংবাদং কিং মুধা বেদণদাণেণ এদাণং॥ ১০২॥

দেবী। ণং কলহপ্পিআসি॥ ১০৩॥

বিদূ। মা এব্বং চণ্ডি। অণ্ণোণ্ণকলহপ্পিআণং লত্তহত্থিণং এক্কদরস্সিং আণজ্জিদে কুদো

রাজা। নন্বাঙ্গসৌষ্ঠবাতিশয়মুভয়োর্দৃষ্টবতী ভগবতী ১০৫॥

পরি। অথ কিম্॥ ১০৬॥

রাজা। তদিদানীমতঃ পরং কিমাভ্যাং প্রত্যায়য়িতব্যম্॥ ১০৭॥

(সকলে উপবিষ্ট হইলেন।)

রাজা। ভগবতি! এই পূজনীয় হরদত্ত এবং গণদাস পরস্পর প্রয়োগবিজ্ঞান লইয়া বিবাদবিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইঁহাদিগের বিবাদ আপনাকে মীমাংসা করিয়া দিতে হইবে॥ ৯৪॥

পরি। (ঈষৎ হাস্য সহকারে) তিরস্কারে কোন প্রয়োজন নাই। নগর থাকিতে গ্রামে রত্নপরীক্ষা? ৯৫॥

রাজা। ইহা সেরূপ প্রকার নহে। পণ্ডিত কৌশিকী এবং আমি ও দেবী উভয়েই পক্ষপাতী॥ ৯৬॥

আচার্য্য। মহারাজ ন্যায্য কথাই বলিয়াছেন, ভগবতীর কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব নাই। অতএব আমাদের গুণদোষ বিচার পূর্ব্বক এই উপস্থিত বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন॥ ৯৭॥

রাজা। তবে বিবাদের প্রস্তাব হউক॥ ৯৮॥

পরি। মহারাজ! নাট্যশাস্ত্র প্রায়ই প্রয়োগের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, এই কারণে এই উপস্থিত বিষয়ে বাগ্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে দেবীর কি অভিমত হয়, তাহাই প্রথমে দেখা যাউক॥ ৯৯॥

দেবী। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে ইঁহাদের বিবাদ আমার অভিলাষ নহে॥ ১০০॥

গণ। দেবি! তুল্যবিদ্যা-বিশিষ্ট বলিয়া আমাকে পরাভূত বলিয়া জ্ঞান করিবেন না॥ ১০১॥

বিদূ। ইহারা দুই জনেই স্বার্থপরায়ণ। ইহাদিগের জয় আর পরাজয়রূপ ব্যবহার সন্দর্শন করিব। নতুবা ইহাদিগকে বৃথা বেতনাদি দেওয়ায় প্রয়োজন কি? ১০২॥

দেবী। তুমি নিশ্চিতই কলহপ্রিয়॥ ১০৩॥

বিদূ। অয়ি কোপনস্বভাবে! এরূপ জ্ঞান করিবেন না। পরস্পরবিবাদপ্রিয় মত্ত গজযূথের মধ্যে একতরের পরাভব না হইলে শান্তির সম্ভাবনা থাকে না॥ ১০৪॥

রাজা। ভগবতি! ইহাদিগের উভয়ের অঙ্গ-সৌষ্ঠবাদি অবলোকন করিয়াছেন? ১০৫॥

পরি। হাঁ, দর্শন করিয়াছি॥ ১০৬॥

রাজা। তাহা হইলে অধুনা ইঁহারা আর ইহার উপর কি দেখাইয়া আপনাদের মধ্যে তারতম্য আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন? ১০৭॥

পরি। তদেব বক্তুকামাস্মি।

শিষ্টা ক্রিয়া কস্যচিদাত্মসংস্থা, সংক্রান্তিরন্যস্য বিশেষযুক্তা।

যস্যোভয়ং সাধু স শিক্ষকাণাং, ধুরি প্রতিষ্ঠাপয়িতব্য এব ॥ ১০৮ ॥

বিদূ। সুদং অজ্জেহিং ভঅবদীএ বঅণং। এস পিণ্ডেতথো উবদেসদংসণদো ণিণ্ণআত্তি ॥ ১০৯ ॥

হর। পরমভিমতং নঃ ॥ ১১০ ॥

গণ। দেবি! এবং স্থিতম্? ১১১ ॥

দেবী। জদা উণ মন্দমেধা সিস্সা উবদেহং মলিণেদি। তদাণং আ আঅরি অস্স দোষো ॥ ১১২ ॥

রাজা। দেবি! এবমাপঠ্যতে। বিনেতুরদ্রব্যপরিগ্রহোঽপি বুদ্ধিলাঘবং প্রকাশয়তি ॥ ১১৩ ॥

দেবী। (জনান্তিকম্) কহং দাণিং। (গণদাসং বিলোক্য প্রকাশম্) অলং অজ্জউত্তস্স উস্সাহ-কারণং মণোহরং পরিপূরিঅ। বিরম ণিরত্থাদো আরম্ভাদো ॥ ১১৪ ॥

বিদূ। সুট্ঠু ভোদী ভণাদি। ভো গণদাস সঙ্গীদঅপদোবলম্ভি অসরস্সইউবাঅণমোদআইং খাদমান-স্স কিং দে মুহণিগভহেণ বিবাদেণ ॥ ১১৫ ॥

গণ। সত্যময়মেবার্থো দেবীবাক্যস্য শ্রূয়তামবসরপ্রাপ্তমিদানীম্।

লব্ধাস্পদোঽস্মীতি বিবাদভীরোস্তিতিক্ষমাণস্য পরেণ নিন্দাম্।

যস্যাগমঃ কেবলজীবিকায়ৈ, তং জ্ঞানপণ্যং বণিজং বদন্তি ॥ ১১৬ ॥

দেবী। অইরোবণীদঃ দে সিস্সা অপরিণিট্ঠিদস্স উবদেসস্স উণ অণজ্জং আবেদণম্ ॥ ১১৭ ॥

পরি। তাহা আমি বলিতে অভিলাষ করি। কোন কোন শিক্ষক নিজে বিশিষ্টরূপে অভিনয়াদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন, আর কেহ কেহ বা শিষ্যদিগকে বিশেষরূপ সেই ব্যাপার শিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদিগের দ্বারা সম্যক্‌রূপে সাধন করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। এই উভয়গুলি যাহাতে বিদ্যমান আছে, সেই ব্যক্তি শিক্ষকদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযুক্তপাত্র ॥ ১০৮

বিদূ। আপনারা উভয়ে ভগবতীর কথা শ্রবণ করিলেন। উপদেশ সন্দর্শনে সবিশেষে তারতম্য নির্ণয় হইয়া থাকে, ইহাই যথার্থ তাৎপর্য্য ॥ ১০৯ ॥

হর। ইহাতে আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে অভিপ্রায় আছে ॥ ১১০ ॥

গণ। দেবি! ইহাই স্থিরীকৃত হইল? ১১১।

দেবী। শিষ্য বিশিষ্টরূপ মেধা-সম্পন্ন না হইলে এবং শিষ্য যদি উপদেশের বৈপরীত্য ব্যবহারাদি করে, তাহাতে কি শিক্ষকের দোষ হইবে? ১১২।

রাজা। দেবি! এই প্রকার প্রসিদ্ধি আছে, তাদৃশ ভ্রমে ধীশালীকে উপদেশ প্রদান করিলে তাহা দ্বারা আচার্য্যের বুদ্ধির প্রখরতাই হইয়া থাকে ॥ ১১৩ ॥

দেবী। (জনান্তিকে) অধুনা কিরূপ করা কর্ত্তব্য। (গণদাসকে সন্দর্শন করিয়া প্রকাশ্যে।) আর্য্য-পুত্রের অভিলাষ পূরণ করা সহজ ব্যাপার নহে। উহাতে তাঁহার ঔৎসুক্য বর্দ্ধিত ভিন্ন খর্ব্বীকৃত হইবে না। অতএব নিষ্ফল উদ্যোগ অথবা বৃথা চেষ্টা হইতে নিরস্ত হউন্। ১১৪ ॥

বিদূ। আপনি উত্তম বলিয়াছেন। অহে গণদাস! তুমি সঙ্গীতাদিচর্চ্চায় প্রত্যহ বাগ্‌দেবীর-প্রদত্ত উপঢৌকনস্বরূপ মোওয়া খাওয়াইয়া থাক, নিরর্থক শুষ্ক কলহ করিয়া আপনার সে সুখের হানি করি-তেছ কেন? ১১৫ ॥

গণ। যে যাহা বলিলেন, তাহা সর্ব্বপ্রকারেই সত্য, আমি এক্ষণে অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব বলিতেছি, তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন্। আমি সর্ব্বপ্রকারেই লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়াছি, এইরূপ চিন্তা দ্বারা যাহারা কলহে ভয় করিয়া অপরকৃত নিন্দা সহ্য করত একমাত্র জীবনযাত্রার নিমিত্ত শাস্ত্রের অনুশীলন করে, তাহাকে জ্ঞানবিক্রয়ী বণিক্ বলিয়া থাকে ॥ ১১৬ ॥

দেবী। আপনার শিষ্যা অত্যল্প দিবস হইল শিক্ষা করিতেছেন, এই কারণে উপদেশ স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই; সুতরাং এমত অবস্থায় সকল লোকের সমক্ষে তাহার অভিনয়াদি প্রদর্শন কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে ॥ ১১৭ ॥

গণ। অতএব মে নির্ব্বন্ধঃ ॥ ১১৮ ॥

দেবী। তেন হি দুবেবি ভঅবদী এ উবদেসং দংসেহ ॥ ১১৯ ॥

পরি। দেবী নৈতন্ন্যায্যম্‌। সর্ব্বজ্ঞস্যাপ্যেকাকাকিনো নির্ণয়াভ্যুপগমো দোষায় ॥১২০॥

দেবী। (জনান্তিকম্‌) মূঢ়ে পরিব্বাজিএ মং জগ্‌গতিং বি মুত্তং বিঅ করেসি ॥ ১২১ ॥

(ইতি সাসূয়ং পরাবর্ত্ততে।)

[রাজা দেবীং পরিব্রাজিকায়ৈ দর্শয়তি।]

পরি। অনিমিত্তমিন্দুবদনে! কিমত্রভবতঃ পরাঙ্মুখী ভবসি। প্রভবন্ত্যোঽপি হি ভর্ত্তৃষু কারণকোপাঃ কুটুম্বিন্যঃ ॥ ১২২ ॥

বিদূ। ণং সকারণং এব্ব। অত্তণো পক্‌খো রক্‌খিদ্‌বো। (গণদাসং বিলোক্য) ণং দিট্‌টিআ কোব্‌বাজেণ দেবীএ পরিত্তাদো ভবম্‌। সুসিক্‌খিদোদি সব্বো উবদেসদংসণেণ ণিণ্ণাদো হোদি ॥ ১২৩॥

গণ। দেবি! শ্রূয়তাম্‌। এবং জনো গৃহ্ণাতি। তদিদানীং—

বিবাদে দর্শয়িষ্যামি ক্রিয়াসংক্রান্তিমাত্মনঃ।
যদি মাং নানুজানাসি পরিত্যক্তোঽস্ম্যহং ত্বয়া ॥ ১২৪ ॥

(আসনাদুত্থাতুমিচ্ছতি)

দেবী। কা গই? পভবদি আআরিঅো সিস্‌সজণস্‌স ॥ ১২৫ ॥

গণ। চিরমপদেশশঙ্কিতোঽস্মি। (রাজানমবলোক্য) অনুজ্ঞাতং দেব্যা তদাজ্ঞাপয়তু দেবঃ কস্মিন্নভিনয়বস্তুন্যুপদেশং দর্শয়িষ্যামি ॥ ১২৬-১২৭ ॥

রাজা। যদাদিশতি ভগবতী ॥ ১২৮ ॥

গণ। এই কারণেই আমার আগ্রহাতিশয় ॥ ১১৮ ॥

দেবী। এই কারণে আপনারা উভয়েই এই ভগবতী পরিব্রাজিকাকে উপদেশ প্রদর্শন করুন্‌ ॥১১৯॥

পরি। ইহা কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। সর্ব্বজ্ঞত্ব থাকিলেও একাকী এ প্রকার বিষয় সংকলের নিশ্চয় করা দোষের বিষয় ॥ ১২০ ॥

দেবী। (জনান্তিকে) অয়ি মূর্খে পরিব্রাজিকে! আমি প্রবুদ্ধ আছি। আমাকে রাজা নিদ্রাগতার ন্যায় জ্ঞান করিতেছেন। (এই কথা বলিয়া অসূয়া সহকারে প্রত্যাবর্ত্তন) ॥ ১২১ ॥

(রাজা, দেবীর ঐ প্রকার ভাব ভঙ্গী পরিব্রাজিকাকে দেখাইতে লাগিলেন)

পরি। অয়ি ইন্দুবদনে! কিং নিমিত্ত অকারণে নৃপতির প্রতি বিমুখভাব দেখাইতেছ? কুলবতী কামিনীগণ পতির উপর প্রভুত্বপরায়ণা হইলেও সহেতুক রোষ দেখাইয়া থাকেন ॥ ১২২ ॥

বিদূ। ইহা কারণানুযায়ী বটে। আত্মপক্ষ রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। (গণদাসের প্রতি অবলোকন পূর্ব্বক) দেবীর এই কোপচ্ছলে তুমি নিশ্চয়ই বাঁচিয়া গেলে; উত্তমরূপে শিক্ষিত হইলেও উপদেশদর্শন দ্বারা লোকমাত্রেরই দোষাদোষ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে ॥ ১২৩ ॥

গণ। দেবি! শ্রবণ করুন্‌! লোকে এই প্রকারে আত্মপক্ষ রক্ষা করিয়া থাকে, অতএব ইদানীং আমি এই উপস্থিত বিবাদ-ক্ষেত্রে শিষ্য-পরম্পরা দ্বারা নিজের গুণ প্রকাশ করিব। যদি এ বিষয়ে আমাকে আদেশ না করেন, তাহা হইলে জানিব যে, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন।) ॥১২৪॥

(আসন হইতে উঠিবার অভিলাষ)

দেবী। এ বিষয়ে আর গত্যন্তর কি আছে? শিষ্যের উপর গুরুর সর্ব্বপ্রকারেই প্রভুত্ব আছে ॥১২৫॥

গণ। কোন্‌ সময়ে শিষ্যদিগের শিক্ষা প্রদর্শনে আমি নিবৃত্ত হইব, এই যে আশঙ্কা ছিল, তাহা রাজ্ঞীর এই কথায় নিরাকরণ হইল। (রাজার প্রতি অবলোকন করিয়া) দেবী অনুমতি করিয়াছেন, এক্ষণে মহারাজ আজ্ঞা প্রদান করুন্‌। কোন্‌ অভিনব বস্তু অবলম্বন পূর্ব্বক উপদেশাদি দর্শন করাইব? ১২৬-১২৭ ॥

রাজা। ভগবতী যাহা আদেশ করিবেন ॥ ১২৮ ॥

পরি। কিমপি দেব্যা মনসি বর্ত্ততে ততঃ শঙ্কিতাস্মি ॥ ১২৯ ॥

দেবী। ভণ বীসদ্ধম্ পভবিস্সদি পভূ অত্তণো পরিঅণস্স ॥ ১৩০ ॥

রাজা। মম চেতি ব্রূহি ॥ ১৩১ ॥

দেবী। ভঅবদি ভণ দাণিম্ ॥ ১৩২ ॥

পরি। দেব! শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ কৃতিং চতুষ্পাদোত্থং ছলিকং দুষ্প্রযোজ্যমুদাহরন্তি। তত্রৈকার্থসংশ্রয়মুভয়োঃ প্রয়োগং পশ্যাম। তাবতা জ্ঞায়ত এবাত্রভবতোরুপদেশান্তরম্ ॥ ১৩৩ ॥

আচার্য্যৌ। যদাজ্ঞাপয়তি ॥ ১৩৪ ॥

বিদূ। তেণ হি দুবেবি বগ্গাপেক্খাগে সংগীদরঅণং করিঅ অত্তভবদো দূদং পেসধ। অহ বা মুদঙ্গসদ্দোজ্জেব্বণো উট্ঠাবইস্সদি ॥ ১৩৫ ॥

হর। তথা ॥ ১৩৬ ॥ (ইত্যুত্তিষ্ঠতি।)

(গণদাসো ধারিণীমবলোকয়তি।)

দেবী। (গণদাসং বিলোক্য) জয়ী হোদু অজ্জো। ণং বিজঅব ভথিণী অহং অজ্জস্স ॥ ১৩৭ ॥

(আচার্য্যৌ প্রস্থিতৌ।)

পরি। ইতস্তাবৎ ॥ ১৩৮ ॥

আচার্য্যৌ। (পরিবৃত্য) ইমৌ স্বঃ ॥ ১৩৯ ॥

পরি। নির্ণয়াধিকারে ব্রবীমি। সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠবাভিব্যক্তয়ে বিগতনেপথ্যয়োঃ পাত্রয়োঃ প্রবেশোঽস্তু ॥ ১৪০ ॥

উভৌ। নেদমাবয়োরুপদেশ্যম ॥ ১৪১ ॥ (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।)

পরি। দেবীর হৃদয়ে যেন কিছু বর্ত্তিয়াছে, তন্নিমিত্ত আমার শঙ্কা জন্মিতেছে ॥ ১২৯ ॥

দেবী। আপনি নির্ভীকচিত্তে প্রকাশ করুন্। আত্মপরিজনের উপর প্রভুর অবশ্যই প্রভুত্ব আছে ॥ ১৩০ ॥

রাজা। আমারও প্রভুত্ব আছে, বল ॥ ১৩১ ॥

দেবী। ভগবতি! আপনি এক্ষণে প্রকাশ করিয়া বলুন, কি উপদেশ দর্শন করাইতে হইবে ॥১৩২॥

পরি। মহারাজ! শর্ম্মিষ্ঠাপ্রণীত চতুষ্পদীযুক্ত ছলিকনামক নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করা দুঃসাধ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। হরদত্ত গণদাস এই উভয় কর্তৃকই সেই নাটকের অভিনয় সন্দর্শন করিব। তাহা হইলেই ইহাদিগের মধ্যে উপদেশের পার্থক্য জ্ঞাত হইতে পারা যাইবে॥ ১৩৩ ॥

আচার্য্যদ্বয়। ভগবতী যেরূপ আদেশ করেন, তদনুরূপই হইবে ॥ ১৩৪ ॥

বিদূ। তবে এক্ষণে উভয়ে নেপথ্যগৃহে যাইয়া সঙ্গীতাদি রচনা করিয়া মহারাজের সমীপে দূত প্রেরণ করুন, কিংবা মৃদঙ্গধ্বনি আমাদিগকে উত্থিত করিবে ॥ ১৩৫ ॥

হর। আচ্ছা। (এই বলিয়া উত্থান) ॥ ১৩৬ ॥

(গণদাস ধারিণীকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।)

দেবী। (গণদাসের প্রতি চক্ষু সঞ্চালিত করিয়া) আর্য্য! আপনি বিজয়ী হউন। আপনার জয়ই আমার সর্ব্বপ্রকারে বাঞ্ছনীয় ॥ ১৩৭ ॥

[আচার্য্যদ্বয়ের প্রস্থান।

পরি। এই দিকে ॥ ১৩৮ ॥

উভয় আচার্য্য। (প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক) এই আমরা ॥ ১৩৯ ॥

পরি। আমি উভয়ের ইতর-বিশেষ-নিরাকরণে নিযুক্ত হইয়াছি। এই নিমিত্ত বলিতেছি, সমস্ত দেহের সৌন্দর্য্য বিশিষ্টরূপে প্রকাশকরণার্থ অভিনয়ের আচার্য্যযুগলকে বেশভূষণ পরিত্যাগ করিয়া প্রবেশ করিতে হইবে ॥ ১৪০ ॥

উভয়ে। আমাদিগকে এ সমস্ত বাক্য বলিবেন না। (এই কথা কহিয়া উভয়ের নিষ্ক্রমণ) ॥১৪১॥

দেবী। (রাজানমবলোক্য) জই রাঅকজ্জেসু বি ঈরিসী ণিউণদা অজ্জউত্তস্স সমো সোহণং ভোদি ॥ ১৪২ ॥

রাজা। অলমন্যথা গৃহীত্বা ন খলু মনস্বিনি ময়া প্রযুক্তমিদম্।
প্রায়ঃ সমানবিদ্যাঃ পরস্পরযশঃ পুরোভাগাঃ ॥ ১৪৩ ॥

(নেপথ্যে মৃদঙ্গধ্বনিঃ। সর্ব্বে কর্ণং দদতি।)

পরি। হন্ত প্রবৃত্তঃ সঙ্গীতকম্। তথা হ্যেষা—
জীমূতস্তনিতবিশঙ্কিভির্ময়ূরৈরুদ্‌গ্রীবৈরনুগমিতস্য পুষ্করস্য।
নির্হ্রাদিন্যুপচিতমধ্যমস্বরোত্থা মায়ূরী মদয়তি মার্জ্জনা মনাংসি ॥ ১৪৪ ॥

রাজা। দেবি! তস্যাঃ সামাজিকা ভবামঃ ॥ ১৪৫ ॥

দেবী। (স্বগতম্) অহো অবিণও অজ্জউত্তস্স ॥ ১৪৬ ॥

(সর্ব্বে উত্তিষ্ঠন্তি)

বিদ। (অপবার্য্য) ভো ধীরং গচ্ছ। তত্তভোদী ধারিণী বিসংবাদইস্সাদি ॥ ১৪৭ ॥

রাজা। ধৈর্য্যাবলম্বিনমপি ত্বরয়তি মাং মুরজবাদ্যরাবোঽয়ম্।
অবতরতঃ সিদ্ধিপথং শব্দঃ স্বমনোরথস্যেব ॥ ১৪৮ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি প্রথমোঽঙ্কঃ।

দেবী। (রাজাকে সন্দর্শন করিয়া) যদ্যপি আর্য্যপুত্রের রাজকার্য্যে এইরূপ দক্ষতা থাকিত, তাহা হইলে বড়ই শোভার বিষয় হইত ॥ ১৪২ ॥

রাজা। হে মনস্বিনি! তুমি অন্যরূপ চিন্তা করিও না। আমি কখনও এ বিষয়ের প্রয়োগকর্ত্তা নহি। যাহারা পরস্পর তুল্য বিদ্যা-সম্পন্ন, তাহারা পরস্পরের যশোলাভ-বিষয়ে দোষাদি সন্দর্শন করিয়া থাকে ॥ ১৪৩ ॥

(নেপথ্যে মৃদঙ্গধ্বনি। সেই দিকে সকলের কর্ণ প্রদান।)

পরি। আহা! কি চিত্তহর সঙ্গীতই আরম্ভ হইয়াছে! তথাপি,—মৃদঙ্গবাদ্যের মধুর শব্দ সদৃশী এই মধুর গম্ভীর মধ্যম স্বর-সমুৎপন্ন মূর্চ্ছনা হৃদয়কে অতিশয় হর্ষিত করিতেছে। ময়ূর-ময়ূরীগণ মেঘের ধ্বনি মনে করিয়া উদ্ধগ্রীব হইয়া পশ্চাৎ ধ্বনি করিতেছে। তন্নিমিত্ত ঐ মূর্চ্ছনা অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ১৪৪ ॥

রাজা। দেবি! এইবার আমরা সেই মালবিকার সহবাসী হইব ॥ ১৪৫ ॥

দেবী। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য। আর্য্যপুত্রের কি অভিনয়! ১৪৬ ॥

বিদ। (অপবারিত হইয়া) রাজন্! আস্তে আস্তে গমন করুন্। অতিশয় পূজনীয়া দেবী ধারিণী অন্য প্রকার মনে করিয়া ক্রুদ্ধা হইতে পারেন ॥ ১৪৭ ॥

রাজা। আমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছি বটে, তথাপি এই উপস্থিত মৃদঙ্গবাদ্যের শব্দ, সাক্ষাৎ সিদ্ধি-মার্গে অবতীর্ণ স্বীয় অভিলাষের শব্দের ন্যায় আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে ॥ ১৪৮ ॥

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি রচনায়াং কৃতায়ামাসনস্থঃ সবয়স্যো রাজা, ধারিণী,
পরিব্রাজিকা, বিভবতশ্চ পরিবারঃ)

রাজা। ভগবতি! অত্রভবতোরাচার্য্যয়োঃ কতরস্য প্রথমং প্রয়োগং দ্রক্ষ্যামঃ ॥ ১ ॥

পরি। নন্বু সমানেঽপি জ্ঞানে বয়োঽধিকত্বাৎ গণদাসঃ পুরস্কারমর্হতি ॥ ২ ॥

রাজা। তেন হি মৌদ্গল্য! এবমত্রভবতোরাবেদ্য নিয়োগমশূন্যং কুরু ॥৩॥

কঞ্চু। যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ ॥ ৪ ॥ [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

(প্রবিশ্য গণদাসঃ)

গণ। দেব। শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ কৃতির্লয়মধ্যা চতুষ্পদাস্তি। তস্যাস্তু ছলিকপ্রয়োগমেকমনা দেবঃ শ্রোতুমর্হতি ॥ ৫ ॥

রাজা। আচার্য্য! বহুমানাদবহিতোঽস্মি ॥ ৬ ॥

[নিষ্ক্রান্তো গণদাসঃ।

রাজা। (জনান্তিকম্) বয়স্য!

নেপথ্যগৃহগতায়াশ্চক্ষুর্দর্শনসমুৎসুকং তস্যাঃ। সংহর্ত্তুমধীরতয়া ব্যবসিতমিব মে তিরস্করিণীম্ ॥ ৭ ॥

বিদূ। (অপবার্য্য) উবট্টিদং ণঅণমহু (সহিহিদমকথি) অং চ (রসং যদিচ্ছং) তা অপ্পমত্তো দাণিং পেক্‌খ ॥ ৮ ॥

(ততঃ প্রবিশত্যাচার্য্যো বক্ষ্যমাণাঙ্গসৌষ্ঠবা মালবিকা চ)

বিদূ। (জনান্তিকম্) পেক্‌খদু ভবম্। ণ কখু সে পড়িচ্ছন্দোদোবি হীঅদি মহুরদা ॥ ৯ ॥

(অনন্তর গৃহ রচনা করা হইলে, বয়স্য সহিত রাজা, ধারিণী, পরিব্রাজিকা ও
রাজার পরিবারবর্গের সঙ্গীতশালায় প্রবেশ ও উপবেশন)

রাজা। ভগবতি! এই পূজনীয় উভয় আচার্য্যের মধ্যে অগ্রে কোন ব্যক্তির অভিনয় দর্শন করা যাইবে? ১ ॥

পরি। উভয়ের জ্ঞানযোগ তুল্য হইলেও বয়োধিকতা প্রযুক্ত গণদাসই পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র ॥ ২ ॥

রাজা। মৌদ্গল্য! তাহা হইলে তুমি সেই মাননীয় আচার্য্যদ্বয়কে এই প্রকার বিজ্ঞাপিত করিয়া নিয়োগ কর ॥ ৩ ॥

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ! ৪ ॥ [এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিল।

(গণদাসের প্রবেশ)

গণ। দেব! শর্ম্মিষ্ঠা কর্তৃক বিরচিত লয়মধ্যা চতুষ্পদা আছে। তাঁহার সেই ছলিক নামে নাটক একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক ॥ ৫ ॥

রাজা। আচার্য্য। উক্ত বিষয়ে আমার যথেষ্ট সম্মানাদি আছে, অতএব অবহিতচিত্ত হইলাম ॥৬॥

[গণদাসের প্রস্থান।

রাজা (জনান্তিকে) বয়স্য! নেপথ্যভবনে প্রবিষ্টা সেই মালবিকার অবলোকনার্থ আমার নয়ন-যুগল অত্যন্ত সমুৎসুক ও তন্নিমিত্ত এই প্রকার অস্থির হইয়া উঠিয়াছে যে, যবনিকাকে যেন ছিন্নভিন্ন করিবার মানস করিয়াছে ॥ ৭ ॥

বিদূ। (অপবারিত হইয়া) রাজন্! আপনার নেত্রে মধু উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে সাবধান পূর্ব্বক অবলোকনাদি করুন্ ॥ ৮ ॥

(অনন্তর আচার্য্য ও বক্ষ্যমাণরূপ অঙ্গসৌষ্ঠবযুক্তা মালবিকার প্রবেশ)

বিদূ। (জনান্তিকে) রাজন্! দর্শন করুন। অপর ব্যক্তির আয়ত্তাধীনে থাকিলেও এই বালি-কার লালিত্যের কিছুমাত্র হানি হয় নাই ॥ ৯ ॥

রাজা। (অপবার্য্য) বয়স্য !

চিত্রগতায়ামস্যাং কান্তিবিসংবাদশঙ্কি মে হৃদয়ম্।
সম্প্রতি শিথিলসমাধিং মন্যে যেনেয়মালিখিতা ॥ ১০ ॥

গণ। বৎসে ! মুক্তসাধ্বসা সত্ত্বস্থা ভব ॥ ১১ ॥

রাজা। (স্বগতম্) অহো ! সর্ব্বাস্ববস্থাস্বনবদ্যতা রূপস্য। তথা হি—

দীর্ঘাক্ষং শরদিন্দুকান্তি বদনং বাহূ নতাবংসয়োঃ, সংক্ষিপ্তং নিবিড়োন্নতস্তনমুরঃ পার্শ্বে প্রমৃষ্টে ইব।
মধ্যঃ পাণিমিতোঽমিতঞ্চ জঘনং পাদাবরালাঙ্গুলী, ছন্দো নর্ত্তয়িতুর্যথৈব মনসি শ্লিষ্টং তথাস্যা বপুঃ ॥১২॥

মাল। (উপগানং কৃত্বা চতুষ্পদবস্তকং গায়তি।) দুল্লহো পিও তস্সিং ভব হিঅঅ ! নিরাসং অম্মো অপঙ্গও মে ফুরই কিং পিবামও।
এসো সো চিরদিট্ঠো কহং উণ দট্‌টব্বো ণাহি সং পরাহীণং তুহ গণঅ সতিণ্হম্ ॥ ১৩ ॥

(ততো যথারসমভিনয়তি)

বিদূ। (অপবার্য্য) ভো বঅস্স ! চদুপ্পদবত্থুং ডবারীকরিঅ তুহ উবট্‌টাবিদে বিঅ অপ্পা অত্তভোদীএ ॥ ১৪ ॥

রাজা। সখে ! এবমাবয়োর্হৃদয়ম্। অনয়া খলু,

জনমিমমনুরক্তং বিদ্ধি নাথেতি গেয়ে, বচনমভিনয়ন্ত্যা স্বাঙ্গনির্দ্দেশপূর্ব্বম্।
প্রণয়গতিমদৃষ্ট্বা ধারিণীসন্নিকর্ষাদহমিব সুকুমারপ্রার্থনাব্যাজমুক্তঃ ॥ ১৫ ॥

(মালবিকা গীতান্তে নিষ্ক্রান্তুমারব্ধা)

বিদূ। ভোদি চিট্‌ঠ। কিং পি বো বিসুমরিদো তত্তকম্মভেদো ? তং দাব পুচ্ছিস্সম্ ॥ ১৬ ॥

রাজা। (অপবারিত হইয়া) বয়স্য ! এই মালবিকার আকৃতি চিত্রপটে সন্দর্শন করিয়া আমার অন্তঃকরণে এই আশঙ্কা হইয়াছিল যে, যথার্থই ইহার শোভা এ প্রকার নহে। এক্ষণে স্মরণ হইতেছে যে, যে ব্যক্তি এই মালবিকার চিত্রপট অঙ্কিত করিয়াছে, সে ব্যক্তি তাদৃশ অভিজ্ঞ নহে। এই কারণেই রীতিমত চিত্র অঙ্কিত হয় নাই ॥ ১০ ॥

গণ। (মালবিকার প্রতি) বৎসে ! ভয় পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় কার্য্যসাধনে প্রবৃত্তা হও ॥ ১১ ॥

রাজা। (স্বগত) অহো ! ইহার সৌন্দর্য্যাদি সর্ব্বতোভাবেই অনিন্দনীয়, তথাহি,—ইহার নয়নযুগল দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট, বদনমণ্ডল শারদীয় চন্দ্রমা তুল্য কান্তিসম্পন্ন, বাহুদ্বয় স্কন্ধদেশে নম্রভাবাপন্ন, হৃৎপ্রদেশ নিবিড় অথচ উন্নতিশালী কুচদ্বন্দ্বের সন্নিবেশ প্রযুক্ত অপ্রশস্ত, দুই পার্শ্বে যেন প্রমাণিত, মধ্যপ্রদেশ পাণিমাত্র দ্বারা পরিমাণ করা যায়, জঘনদ্বয় অতিশয় বিশাল, চরণযুগলের অঙ্গুলি সমস্ত কুটিল ভাবযুক্ত, ফলতঃ নাট্যাচার্য্য গণদাসের মনের অভিলাষানুরূপই ইহাঁর শরীর গঠিত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

মাল। (উপগান করিয়া অর্থাৎ সঙ্গীতাদি করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে ও স্বরবিশেষের আলাপ করিয়া পশ্চাৎ চতুষ্পাদবস্তক গান আরম্ভ করিলেন।) প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হওয়া অতি দুর্ল্ভ। অতএব হে হৃদয় ! তুমি তাঁহার প্রত্যাশা পরিত্যাগ কর। অহো ! আমার দক্ষিণতর আপাঙ্গদেশ কিঞ্চিৎ স্পন্দিত হইতেছে, যাঁহাকে বহুকাল হইল সন্দর্শন করিয়াছি, তাঁহাকে কি পুনরায় আর নয়নপথের পথিক করিতে পারিব ? নাথ ! আমি পরাধীনা, তোমাতেই একান্ত অনুরাগিণী ॥ ১৩ ॥

(অনন্তর রসানুযায়িক অভিনয়)

বিদূ। (অপবারিত হইয়া) ভো বয়স্য ! এই চতুষ্পদী অবলম্বন করিয়া মাননীয়া মালবিকা আপনাতেই যেন আত্মাকে উপঢৌকনস্বরূপ অর্পণ করিলেন ॥১৪॥

রাজা। সখে ! আমাদিগের পরস্পরের অন্তঃকরণই এইরূপ। এই মালবিকা নিশ্চয়ই সঙ্গীত করিবার কালে "নাথ ! এই লোক আপনার প্রতিই আসক্ত জানিবেন।" এই প্রকার বাক্যবিন্যাস পূর্ব্বক অভিনয়াদি ব্যাপারে উদ্যুক্ত হইয়া ধারিণীর সান্নকট-প্রযুক্ত প্রণয়ের গতি জ্ঞাত হইয়া আপনার অঙ্গ নির্দ্দেশ করত কোমল প্রার্থনাচ্ছলে আমাকেই যেন ঐরূপ বলিবেন ॥ ১৫ ॥

(সঙ্গীতাবসানে মালবিকার নির্গমনের চেষ্টা)

বিদূ। কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করুন্। আপনারা কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন ॥ ১৬॥

গণ। বৎসে! ক্ষণমাত্রং স্থিত্বোপদেশবিশুদ্ধা যাস্যসি ॥ ১৭ ॥

(মালবিকা স্থিতা)

রাজা। (স্বগতম্) অহো! সর্ব্বাস্বাবস্থাসু চারুতা শোভান্তরং পুষ্যতি। তথা হি—
বামং সন্ধিস্তিমিতবলয়ং ন্যস্য হস্তং নিতম্বে, কৃত্বা শ্যামাবিটপসদৃশং স্রস্তমুক্তং দ্বিতীয়ম্।
পাদাঙ্গুষ্ঠালুলিতকুসুমে কুট্টিমে পাতিতাক্ষং, নৃত্যাদস্যাঃ স্থিতমতিতরাং কান্তমৃজায়তার্দ্ধম্ ॥ ১৮

দেবী। ণং গোদমবঅণং পি অজ্জো হিঅএ করেদি ॥ ১৯ ॥

গণ। দেবি! মা মৈবম্। দেবপ্রত্যয়াৎ সম্ভাব্যতে সূক্ষ্মদর্শিতা গৌতমস্য। পশ্য—

মন্দোঽপ্যমন্দতামেতি সংসর্গেণ বিপশ্চিতঃ।
পঙ্কচ্ছিদঃ ফলস্যেব নিকষেণাবিলং পয়ঃ ॥
(বিদূষকং বিলোক্য) তৃচ্ছ শুমো বিবাক্ষতমার্য্যস্য। ২০ ॥

বিদ। (গণদাসং বিলোক্য) কোসিইং দাব পুচ্ছ। পুচ্ছ জো মএ কম্মভেভেদো দিট্ঠো ত ভণিস্সম্ ॥ ২১ ॥

গণ। ভগবতি! যথাদৃষ্টমভিধীয়তাং গুণো বা দোষো বেতি ॥ ২২ ॥

পারি। যথা দর্শিতং সর্ব্বমনবদ্যম্। কুতঃ—
অঙ্গৈরন্তর্নিহিতবচনৈঃ সূচিতঃ সম্যগর্থঃ, পাদন্যাসো লয়মুপগতস্তন্ময়ত্বং রসেষু।
শাখাযোনির্মৃদুরভিনয়স্তদ্বিকল্পানুবৃত্তৌ, ভাবো ভাবং নুদতি বিষয়াদ্রাগবন্ধঃ স এব ॥ ২৩॥

গণ। বৎসে! ক্ষণমাত্র অবস্থান করিয়া শিক্ষিত বিষয়ের সবিশেষ পরীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক সকল ব্যক্তির অনুমতিক্রমে উত্তীর্ণা হইয়া প্রস্থান করিবে। ১৭

(মালবিকার অবস্থিতি)

রাজা। (স্বগত) আহা! সকল প্রকার অবস্থাতেই ইহার এতাধিক সৌন্দর্য্য যে, শোভা বিশেষকে যেন পোষণ করিতেছে, তথাপি ইহার দক্ষিণেতর ভুজের বলয় সন্ধিস্থানে নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে ও দক্ষিণ হস্তের মুক্তাস্রক্ স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। সেই অবস্থায় উক্ত বাম হস্ত নিতম্বপ্রদেশে বিন্যস্ত ও দক্ষিণ হস্ত শ্যামালতার শাখার ন্যায় স্থাপন করিয়া চরণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কুট্টিমের পুষ্পসকল আলুলায়িত এবং তাহাতে চক্ষুঃ পাতিত করিয়া নৃত্যাদি করিতেছে। সেই নৃত্য বশতঃ ইহার দেহের অতিমাত্র সরল ও দীর্ঘাঙ্গ প্রদেশ অতিশয় মনোজ্ঞ হইয়াছে। ১৮।

দেবী। গৌতম যাহা বলেন, তাহাই আর্য্যপুত্রের একান্ত হৃদয়ে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ১৯ ॥

গণ। দেবি! এরূপ কথা বলিবেন না। মহারাজের সন্নিধানে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার পুনদর্শিতা-প্রভাবে গৌতমের সূক্ষ্মদর্শিতা সম্ভাবিত হইয়াছে। দেখুন, কতকবৃক্ষের ফল-সংঘর্ষে আবিল জল যেমন নির্ম্মল হয়, সেই প্রকার পণ্ডিতগণের সান্নিধানে থাকিলে মূর্খ লোকেরও জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে। (বিদূষককে অবলোকন পূর্ব্বক) আপনার আর বলিবার কি আছে? যদি থাকে, তাহা হইলে শুনিতে অভিলাষ করি। ২০।

বিদূ। (গণদাসকে সন্দর্শন করিয়া) এই কৌশিকীকে জিজ্ঞাসা করুন। অনন্তর আমি যেরূপ কর্ম্ম অবলোকন করিয়াছি, তাহাও পশ্চাৎ ব্যক্ত করিব ॥ ২১।

গণ। ভগবতি! যেমন অবলোকন করিলেন, সেই অনুসারে গুণদোষের ব্যাখ্যা করুন ॥ ২২ ॥

পরি। যাহা দৃষ্ট হইল, তাহার মধ্যে কিছুই গর্হণীয় নাই। ইহার কারণ এই, মুখে কোন বাক্য না বলিলেও অঙ্গাদি-বিক্ষেপ দ্বারা সম্যক্প্রকারে অর্থ প্রকটিত হইয়াছে। চরণবিন্যাস সর্ব্বপ্রকারে লয়-সঙ্গত, রস-সম্বন্ধেও তন্ময়তা লক্ষিত হয়, অভিনয় যেরূপ মৃদু, সেই প্রকার হস্তাশ্রিত; সেই সেই অভিনয়-ব্যাপারে নায়কাদির তত্তৎপ্রকার শরীরাদির চেষ্টা-সকল ভাবসঙ্গত ও রাগবদ্ধচিত্তকে অন্য বিষয় হইতে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

গণ। দেবঃ কথং মন্যতে ॥ ২৪ ॥
রাজা। বয়ং স্বপক্ষশিথিলাভিমানাঃ সংবৃত্তাঃ ॥ ২৫ ॥
গণ। অদ্য নর্ত্তয়িতাস্মি।

উপদেশং বিদুঃ শুদ্ধং সন্তস্তমুপদেশিনঃ।
শ্যামায়তে নাবিদ্বৎসু যঃ কাঞ্চনমিবাগ্নিষু ॥ ২৬ ॥

দেবী। দিট্‌ঠিআ পরিক্‌খারাবণেণঅজ্জো বড্‌ঢহু ॥ ২৭ ॥
গণ। দেবি! ত্বং পরিগ্রহোঽপি মে বৃদ্ধিহেতুঃ, (বিদূষকং বিলোক্য) গৌতম! বদেদানীং যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ২৮ ॥
বিদূ। পঢমোবদেসদংসণে পঢমং বহ্মণপূজা কাদব্বা। সা ণং বো বিস্মরিদা ॥ ২৯ ॥
পরি। অহো প্রয়োগাভ্যন্তরঃ প্রশ্নঃ ॥ ৩০ ॥

(সর্ব্বে প্রহসিতাঃ। মালবিকা স্মিতং করোতি)

রাজা। (স্বগতম্) উপাত্তসারশ্চক্ষুষা মে স্ববিষয়ঃ। যদনেন—

স্ময়মানমায়তাক্ষ্যাঃ কিঞ্চিদভিব্যক্তদশনশোভি মুখম্।
অসমগ্রলক্ষ্যকেশরমুচ্ছ্বসদিব পঙ্কজং দৃষ্টম্ ॥৩১ ॥

গণ। মহাব্রাহ্মণ! ন খলু প্রথমং নেপথ্যসবনমিদম্। অন্যথা কথং ত্বাং দক্ষিণীয়ং নার্চ্চয়িষ্যামঃ ॥৩২॥
বিদূ। ম এ ণাম সুক্‌খঘণগজ্জিদে অন্তরিক্‌খে জলপাণেণ জলপাণং ইচ্ছদা চাদ আইদম্। ৩৩ ॥
পরি। এবমেব ॥ ৩৪ ॥

গণ। মহারাজের অভিমত কি? ২৪ ॥
রাজা। স্বপক্ষে আমাদিগের অভিমান শিথিল হইয়াছে ॥ ২৫ ॥
গণ। অদ্য তাহা হইলে আমি যথার্থই একজন প্রশংসনীয় নৃত্যকারক হইলাম। কেন না, অনলে সুবর্ণ যেমন মালিন্য প্রাপ্ত হয় না, সেই প্রকার পণ্ডিত-সমাজে যাহার কোনরূপ মলিনতা দৃষ্ট হয় না, উপদেষ্টার তত্তৎ উপদেশই বিচক্ষণগণ সর্ব্বপ্রকারেই নির্ম্মল বলিয়া বিদিত আছেন ॥ ২৬ ॥
দেবী। আর্য্য! সৌভাগ্যক্রমে পরীক্ষা-সাধন সহায়ে সম্যক্‌রূপে বর্দ্ধিত হউন ॥ ২৭ ॥
গণ। দেবি! আপনি যে আমাকে আত্মীয় জ্ঞানে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহাও আমার বৃদ্ধির হেতু। (বিদূষককে অবলোকন পূর্ব্বক) গৌতম! আপনার কি অভিমত হয়, তাহাও আমার নিকট ব্যক্ত করুন ॥ ২৮ ॥
বিদূ। প্রথমে উপদেশপ্রদর্শনকালে অগ্রে ব্রাহ্মণদিগের অর্চ্চনা করিতে হয়। আপনারা তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন ॥ ২৯ ॥
পরি। এটী প্রয়োগেরই অন্তর্গত প্রশ্ন বটে ॥ ৩০ ॥

(সকলের হাস্য, মালবিকারও মৃদু মৃদু হাস্য)

রাজা। (স্বগত) আমার নেত্রযুগল স্বীয় বিষয়ের সার গ্রহণ করিল; অর্থাৎ যাহা অবলোকন করিবার, তাহা সন্দর্শন করিয়া লইল। যেহেতু, নেত্রদ্বয় এই দীর্ঘনয়না মালবিকার মৃদু মৃদু হাস্যযুক্ত মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিল। এইরূপ ঈষৎ হাস্যবশে দন্তশ্রেণী কিঞ্চিৎ প্রকটিত হওয়াতে, ইহার বদন অতিশয় শোভান্বিত হইয়াছে। অবলোকন করিলে জ্ঞান হয়, অসমগ্র লক্ষিত কেশর সহ প্রকাশিত অরবিন্দ যেন দীপ্তি পাইতেছে ॥ ৩১ ॥
গণ। মহাব্রাহ্মণ! ইহা প্রথম নেপথ্য-যজ্ঞ নহে। প্রথম হইলে সর্ব্বপ্রকারে দক্ষিণার উপযুক্ত আপনার অর্চ্চনা কেন না করিব? ৩২ ॥
বিদূ। আমি নিশ্চিতই শুষ্ক মেঘ-গর্জ্জিত আকাশে সলিলপান বাঞ্ছা করিয়া চাতকের বৃত্তি আশ্রয় করিয়াছি ॥ ৩৩ ॥
পরি। তাহাই বটে ॥ ৩৪ ॥

বিদূ। তেন হি পণ্ডিদপরিতোসপ্পচ্চআ ণং মূঢ়া জাদী। জদি অত্তভোদীএ সোহণং ভণিদং তদো ইমং সে পারিতোসিঅং পচ্ছামি ॥ ৩৫॥

(ইতি রাজ্ঞোৎকটকমাকর্ষতি)

দেবী। চিট্ঠ, গুণন্তরং অজাণন্তো কিং ণিমিত্তং তুমং আহরণং দেসি ॥ ৩৬ ॥

বিদূ। পরকেরংত্তি করিঅ ॥ ৩৭ ॥

দেবী। (আচার্য্যং বিলোক্য) অজ্জগণদাস! ণং দংসিদোবদেসা দ সিস্সা ॥ ৩৮ ॥

গণ। বৎসে! এহি গচ্ছাব ইদানীম। ৩৯।

[সহাচার্য্যেণ নিষ্ক্রান্তা মালবিকা।

বিদূ। (জনান্তিকম্) এত্তিওো মে মদিবহবো ভবন্তং সেবিদুম্॥ ৪০ ॥

রাজা। অলমলং পরিচ্ছেদেন। অহং হি—

ভাগ্যাস্তময়মিবাক্ষোর্হৃদয়স্য মহোৎসবাবসানমিব।

দ্বারপিধানমিব ধৃতের্মন্যে তস্যাস্তিরস্করিণীম্ ॥ ৪১॥

বিদূ। (জনান্তিকম্) সাধু দরিদ্দাতুরো বিঅ বেজ্জেণ ভোসহং উপ্পাদী অমাণং ইচ্ছসি। ৪২

(প্রবিশ্য হরদত্তঃ)

হর। দেব! মদীয়মিদানীং প্রয়োগমবলোকয়িতুং প্রসাদঃ ক্রিয়তাম্॥ ৪৩ ॥

রাজা। (স্বগতম্) অবসিতো মে দর্শনার্থঃ। (দাক্ষিণ্যমবলম্ব্য প্রকাশম্) নন্থ পর্য্যুৎসুকা এব বয়ম্॥ ৪৪ ॥

বিদূ। যে ব্যক্তিগণ আমার সদৃশ মূর্খমণ্ডলীর অন্তর্গত, বিদ্বান্ ব্যক্তিদের সন্তোষেই তাহাদের বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে; অর্থাৎ তাহারা নিজে নিজে কোন প্রকার মীমাংসাদি করিতে পারে না, বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকে সন্তুষ্ট অবলোকন করিলেই সেই সেই বিষয়ে নিশ্চয় জ্ঞানোদয় হয়। যেহেতু, আপনি সর্ব্বপ্রকারেই যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়াছেন; সেই কারণে ইহাকে এই পারিতোষিক প্রদান করিতেছি। (এই সমস্ত কথা বলিয়া নৃপতির হস্ত হইতে বলয়াদি আকর্ষণ করিল) ॥ ৩৫ ॥

দেবী। কিছুকাল অপেক্ষা করুন। গুণান্তর অবগত না হইয়াই কি কারণে আপনি আভরণ প্রদান করিতেছেন? ৩৬।

বিদূ। অপরের বলিয়া প্রদান করিতেছি। ৩৭।

দেবী। (আচার্য্যের দিকে অবলোকন পূর্ব্বক) আর্য্য গণদাস! আপনার শিষ্যের উপদেশ দর্শান হইয়াছে ত? ৩৮।

গণদাস। বৎসে! এস, আমরা সম্প্রতি গমন করি। ৩৯।

[আচার্য্যের সহিত মালবিকার প্রস্থান।

বিদূ। (জনান্তিকে) আপনার শুশ্রূষার নিমিত্ত আমার প্রবৃত্তির এরূপ আতিশয্য উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

রাজা। এই পর্য্যন্ত বলিয়া ইহার আর চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা নাই। মালবিকা এ স্থান হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। তাহাতে আমার নিশ্চয়ই মনে হইতেছে যে, আমার লোচন-যুগের সাক্ষাৎ সৌভাগ্যলক্ষ্মী যেন তিরোহিত হইয়াছে, অন্তঃকরণে মহোৎসব যেন পর্য্যবসিত হইয়াছে ও সন্তোষের দ্বার আচ্ছাদিত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

বিদূ। (জনান্তিকে) দরিদ্র আতুর যেমন অর্থাভাব বশতঃ বৈদ্যের দ্বারা ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে না, আপনার অবস্থাও এখন তদ্রূপ হইয়াছে। কিন্তু সহজে আপনি মালবিকাকে প্রাপ্ত হইতেছেন না ॥ ৪২ ॥

(হরদত্তের প্রবেশ)

হর। দেব! অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া অধুনা আমার অভিনয়াদি-প্রয়োগ দর্শনে অনুমতি হউক ॥৪৩॥

রাজা। (স্বগত) যে কারণে আমার প্রয়োগ দর্শন, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। (দাক্ষিণাত্য অবলম্বন পূর্ব্বক প্রকাশ্যে) আমরা প্রয়োগ দেখিবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষ করিয়াছি ॥ ৪৪ ॥

হর। অনুগৃহীতোঽস্মি॥ ৪৫ ॥

নেপথ্যে। জয়তু জয়তু দেবঃ। উপারূঢ়ো মধ্যাহ্নঃ। তথাহি,—

পত্রচ্ছায়াসু হংসা মুকুলিতনয়না দীর্ঘিকাপদ্মিনীনাং,
সৌধান্যত্যর্থতাপাদ্বলভিপরিচয়দ্বেষিপারাবতানি।
বিন্দুৎক্ষেপাৎ পিপাসুঃ পরিসরতি শিখী ভ্রান্তিমদ্বারিযন্ত্রং,
সর্ব্বৈরুস্রৈঃ সমগ্রস্ত্বমিব নৃপ গুণৈর্দীপ্যতে সপ্তসপ্তিঃ॥ ৪৬ ॥

বিদূ। অবিহা অবিহা অহ্মাণং ভোঅণবেলা। অত্তভবদো উইদবেলাদিক্কমেণ চিকিস্সআ দোসং উদাহরন্তি। হরদত্ত কিং ভণাসি॥ ৪৭ ॥

হর। অস্তি চান্যস্য বচনাবকাশোঽত্র॥ ৪৮ ॥

রাজা। (হরদত্তমবলোক্য) তেন হি ত্বদীয়মুপদেশং শ্বো দ্রক্ষ্যামঃ, বিরম্যতাং ভবান্॥ ৪৯ ॥

হর। যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ॥ ৫০ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ

দেবী। ণিব্বত্তেহ্ন অজ্জউত্তো মজ্ঝণ্ণবিহিম্॥ ৫১ ॥

বিদূ। ভোদী বিসেসেণ পাণভোঅণং তুবরাবেহ্ন॥ ৫২ ॥

পরি। (উত্থায়) স্বস্তি ভবতে॥ ৫৩ ॥

[ইতি দেব্যা সহ নিষ্ক্রান্তাঃ

বিদূ। ভোণ কেবলং রূবে সিপ্পেবি অদুদীআ মালবিআ॥ ৫৪ ॥

রাজা। বয়স্য!

অব্যাজসুন্দরীং তাং বিজ্ঞানেন ললিতেন যোজয়তা।
উপকল্পিতো বিধাত্রা বাণঃ কামস্য বিষদিগ্ধঃ॥
কিং বহুনা চিন্তয়িতব্যোঽস্মি তে॥ ৫৫ ॥

হর। অনুগৃহীত হইলাম॥ ৪৫ ॥

নেপথ্যে। মহারাজের জয় হউক, জয় হউক। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। তথাহি,—হংসশ্রেণী দীর্ঘিকাস্থিত পদ্মিনীদলের পত্রচ্ছায়াতে নিমীলিতনেত্রে অবস্থিতি করিতেছে, আর পারাবতগণ রৌদ্রের উত্তাপ প্রযুক্ত অট্টালিকা-সমূহের ছাদোপরি আর পূর্ব্ববৎ বিচরণ করিতেছে না, জলবিন্দুর উৎক্ষেপ প্রযুক্ত জলযন্ত্র ঘূর্ণায়মান হওয়াতে ময়ূরগণ পিপাসার্ত্ত হইয়া তাহার দিকে ধাবমান হইতেছে। মহারাজ যেরূপ অশেষগুণযুক্ত, দিনকর তেমনি সর্ব্বপ্রকারে কিরণপরিপূর্ণ ও তন্নিবন্ধন দেদীপ্যমান হইতেছেন॥ ৪৬ ॥

বিদূ। আহা, কি শুভাদৃষ্টের বিষয়! ভোজনসময় উপস্থিত হইয়াছে। ভোজনসময় অতিক্রম করিলে চিকিৎসকগণ মহারাজকে দোষী করিয়া থাকেন। এক্ষণে হরদত্ত কিরূপ বলেন? ৪৭ ॥

হর। এ বিষয়ে আর অপরের বলিবার কি আছে? ৪৮ ॥

রাজা। (হরদত্তের দিকে অবলোকন পূর্ব্বক) অতএব আগামী কল্য আপনার অভিনয়াদি সন্দর্শন করিব। আপনি অদ্য নিবৃত্ত হউন্॥ ৪৯ ॥

হর। মহারাজের যেরূপ আজ্ঞা॥ ৫০ ॥

[ইহা বলিয়া প্রস্থান।

দেবী। আর্য্যপুত্র! আপনি মাধ্যাহ্নিক বিধি সম্পন্ন করুন্॥ ৫১ ॥

বিদূ। আপনিও ত্বরাযুক্ত হইয়া বিশেষ বিধানে পান-ভোজনাদি সমাপন করুন্॥ ৫২ ॥

পরি। (উত্থিত হইয়া) মহারাজের কুশল হউক্॥ ৫৩ ॥

[এই কথা বলিয়া দেবীর সহিত প্রস্থান।

বিদূ। মহারাজ! মালবিকা কেবল যে রূপেই অদ্বিতীয়, তাহা নহে, শিল্পকার্য্যেও তদ্রূপ॥ ৫৪ ॥

রাজা। বয়স্য! তাহার সৌন্দর্য্যে কোনরূপ কাপট্য নাই। তাহার উপর আবার বিধাতা সমস্তজনমনোজ্ঞ শিল্পশক্তি প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে কন্দর্পের বিষমিশ্রিত শররূপে কল্পনা করিয়াছেন॥ ৫৫ ॥

বিদূ। ভবদাবি অহং। দিঢ়ং বিপণিকন্দু বিঅ মে হিঅঅবভন্তরং দজ্জদি ॥ ৫৬ ॥

রাজা। এবমেব। ভবানস্মদর্থে ত্বরতাম্ ॥ ৫৭ ॥

বিদূ। গিহীদদক্খিণোহ্মি। কিং তু মেহাবলীরুদ্ধজোণ্হা বিঅ পরাহীণদংশণা তত্তভোদী মালবিআ। ভবম্পমুণাপরি চরো বিঅ গিদ্ধো আমিসলোলুবো ভীরুঅো অ। অচ্চন্তাদুরো বিঅ কজ্জসিদ্ধিং পত্থন্তো মে রোঅসি ॥ ৫৮ ॥

রাজা। কথমনাতুরো ভবিষ্যামি। যদা—

সর্ব্বান্তঃপুরবনিতাব্যাপারং প্রতিনিবৃত্তহৃদয়স্য।
সা বামলোচনা মে স্নেহস্যৈকায়নীভূতা ॥ ৫৯ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ।

তৃতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি পরিব্রাজিকায়াঃ পরিচারিকা সমাহিতিকা)

সমা। আণত্তহ্মি ভঅবদীএ। সমাহিদিএ! দেবস্স উববণথং বীজপূরঅং গেণ্হিঅ আঅচ্ছেত্তি। তা দাব পমদবণপালিঅং মহুঅরিঅং অণ্ণেসামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) এসা তবণীআসোঅং আসোঅন্তী মহুঅরিআ চিট্‌ঠদি। জাব ণং সংভাবেমি ॥ ১ ॥

(ততঃ প্রবিশত্যুদ্যানপালিকা)

সমা। (উপসৃত্য) আলি! সুহো দে উজ্জাণবণব্বাবারো ? ২ ॥

বিদূ। আপনি আমার নিমিত্ত চিন্তা করুন। ক্ষুধায় আমার হৃদয়াভ্যন্তর বিপণিস্থিত কন্দুর ন্যায় দহ্যমান হইতেছে ॥ ৫৬ ॥

রাজা। হাঁ, বুঝিয়াছি, অধুনা আমার নিমিত্ত ত্বরাযুক্ত হও ॥ ৫৭ ॥

বিদূ। দক্ষিণা প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু মেঘশ্রেণীতে অবরুদ্ধ চন্দ্রিকার ন্যায় পূজনীয়া মালবিকা পরাধীনদর্শনা হইয়াছেন। আপনিও বধ্যভূমিতে বিচরণশীল আমিষলুব্ধ ভীরুস্বভাব গৃধ্রের ন্যায় হইয়াছেন এবং মুমূর্ষু রোগীর ন্যায় কার্য্যোদ্ধার প্রার্থনা করিতেছেন। আমার ত এইরূপই বোধ হয় ॥ ৫৮ ॥

রাজা। কি প্রকারে রোগশূন্য হইতে পারি ? যেহেতু, আমার চিত্ত সমুদয় অন্তঃপুরচারিণী মহিলাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র সেই বামলোচনাতেই আসক্ত এবং তন্নিমিত্ত তিনি আমার স্নেহের অদ্বিতীয় আধারস্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

| ইহা বলিয়া সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

(তাহার পর পরিব্রাজিকার পরিচারিকা ও সমাহিতিকার প্রবেশ)

সমা। ভগবতী আদেশ করিয়াছেন, সমাহিতিকে! মহারাজের উদ্যান হইতে দাড়িম্বফল লইয়া আইস। অতএব প্রমোদবনপালিকা মধুরিকার অন্বেষণ করি। এই যে! মধুরিকা দাঁড়াইয়া স্বর্ণ অশোক সন্দর্শন করিতেছে। অতএব ইহাকে সম্ভাষণ করি ॥ ১ ॥

(উদ্যানপালিকার প্রবেশ)

সমা। (সমীপে গমন পূর্ব্বক) সখি! তোমার উদ্যানের কার্য্য রীতিমত চলিতেছে ত ? ২ ॥

মধু। অম্মো সমাহিদিআ ? সহি ! সাগদং দে ? ৩ ॥

সমা। হলা ভঅবদী অণবেদি। অরিত্তপাণিণা অক্কারিসজণেন অত্তভবং দেক্খিদব্বো ত্তা বীজপুর এণ পেক্খিদুং ইচ্ছামি ত্তি ॥ ৪ ॥

মধু। ণং সণ্ণিহিদং জ্জেব বীজপূরঅং। কহেহি অণ্ণোণ্ণসংঘস্মিদাণং ণট্টাআরিআণম্ উবদেসং দেক্খিঅ কদবো ভঅবদীএ পসংসিদো ॥ ৫ ॥

সমা। দুবে বি কিল আগামণো পওোঅণিউণা অ। কিং দু।

মধু। অহ মালবি আগঅং কোলীণং কিং সুণীঅদি ॥ ৬ ॥

সমা। বহং কিল তস্মিং সাহিলাসো ভট্টা। কেবলং দেবীএ ধারিণীএ চিত্তং রক্খন্তো অত্তণে পহুত্তণং ণ দংসেদি। মালবিআবি ইমেসু দিঅসেসু অণুহুদমুচ্ছা বিঅ মালদীমালা মিলাঅমাণা লক্খ অদি। অদো অবরং ণ জাণে। বিসজ্জেহি মং ॥ ৭ ॥

মধু। এদং সাহাবলম্বি বীজপূজরঅং গেণহ ॥ ৮ ॥

সমা। (নাটোন গৃহীত্বা) হলা ! তুমং বি ইদে পেমলতরং সাহু জণসুস্সূসাএ ফলং পাবেহি ॥ ৯ [ইতি প্রস্থিতা

মধু। সহি। সমং জ্জেব গচ্ছম্হ অহং বি ইমস্স চিরাঅমণকুসুমোগ্‌গমস্স তরণী আসোঅস্ দোহলণিমিত্তং দেবীএ ণিবেদেমি ॥ ১০॥

সমা। জুজ্জদি, অহিআরো ক্খু তুহ ॥ ১১ ॥ [ইতি নিষ্ক্রান্তে।

(ততঃ প্রবিশতি কাময়মানাবস্থো রাজা বিদূষকশ্চ)

রাজা। (আত্মানং বিলোক্য)

শরীরং ক্ষামং স্যাদসতি দয়িতালিঙ্গনসুখে,
ভবেৎ সাস্রং চক্ষুঃ ক্ষণমপি ন সা দৃশ্যত ইতি।

মধু। আরে কে ও ! সমাহিতিকা যে ? সখি ! তোমার মঙ্গল ত ? ৩ ॥

সমা। সখি ! ভগবতী আদেশ করিয়াছেন, মদ্বিধ ব্যক্তির রিক্তহস্তে রাজার সহিত সাক্ষাৎ কর অকর্ত্তব্য। অতএব দাড়িম্বফল প্রদান করিয়া সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৪ ॥

মধু। দাড়িম্বফল তোমার সন্নিকটেই রহিয়াছে। সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি,নাট্যাচার্য্যদ্বয় পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের উপদেশ অবলোকন করিয়া ভগবতী কাহার সুখ্যাতি করিলেন ?৫॥

সমা। উভয় ব্যক্তিই শাস্ত্রজ্ঞ এবং প্রয়োগবিষয়ে অতিশয় সুদক্ষ ; কিন্তু শিষ্যানুগুণবিশেষ সহাে গণদাসকে সবিশেষ প্রশংসিত করা হইয়াছে।

মধু। মালবিকা-সংক্রান্ত গোপনীয় বিষয় কি শ্রবণ করিয়াছ ? ৬ ॥

সমা। শ্রবণ করিয়াছি যে, মহারাজ মালবিকার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছেন। কেবল মহারা ধারিণীর মনোরক্ষার কারণ আত্ম-প্রভুত্ব সন্দর্শনে বিরত আছেন। মালবিকাও প্রতিদিন মূর্চ্ছার অনু ভববশে মালতীমালার ন্যায় পরিম্লান হইয়া পড়িতেছেন, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহার পর আ কোন কিছুই বিদিত নহি। এক্ষণে আমাকে বিদায় দাও ॥ ৭ ॥

মধু। যে দাড়িম্বফল এই শাখাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, ইহাই তুমি গ্রহণ কর ॥ ৮ ॥

সমা। (নাট্য দ্বারা সেই ফল গ্রহণ পূর্ব্বক) সখি ! তুমিও সাধু ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা ইহ অপেক্ষা উত্তম ফল লাভ কর ॥ ৯ ॥ [এই বলিয়া প্রস্থান

মধু। সখি ! একত্র হইয়াই গমন করিব। এই কনক অশোকের পুষ্পোদ্গমে বিলম্ব হইতেছে তন্নিমিত্ত আমাকে মহারাণীর সমীপে এই বৃক্ষে পুষ্প হওয়ার ঔষধির জন্য নিবেদন করিতে হইবে ॥ ১০

সমা। তা বটে সখি ! ইহা তোমারই কর্ত্তব্য ॥ ১১ ॥ [এই কথা বলিয়া উভয়ের নিষ্ক্রমণ।

(তাহার পর কামমুগ্ধ রাজা ও বিদূষক উভয়ের প্রবেশ।)

রাজা। (আপনার দিকে অবলোকন পূর্ব্বক) সেই নায়িকা মালবিকার আশ্লেষ-সুখের অসদ্ভা প্রযুক্ত দেহ কৃশ হইয়া পড়িয়াছে, ক্ষণকালের জন্যও তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিতেছে না

তয়া সারঙ্গাক্ষ্যা ত্বমপি ন কদাচিদ্বিরহিতং,
প্রসক্তে নির্ব্বাণে হৃদয়! পরিতাপং ব্রজসি কিম্॥ ১২॥

বিদূ। অলং ভবদো ধীরদং উজ্ঝিঅ পরিদেবিদেণ। দিঠ্‌ঠা মএ মালবিআএ পিঅসহী বউলাবলিআ সুণাবিদা অ অথং জো ভবদা সংদিট্‌টো॥ ১৩॥

রাজা। ততঃ কিমুক্তবতী? ১৪॥

বিদূ। বিণ্ণবেহি ভট্‌টারঅম্। অণুগিহীদম্হি ইমিণা ণিওএণ। কিং তু সা তবস্সিণী দেবীএ অহিঅদরং রক্‌খীঅমাণা রক্‌খিদাণং বিঅ ণাঈণং সুহং সমাসাদবদব্বা। তহবি জতিস্সং॥ ১৫॥

রাজা। ভগবন্ সঙ্কল্পযোনে! প্রতিবদ্ধবংশপি বিষয়েষভিনিবেশ্য তথা প্রহরিষ্যসি যথা জনোঽয়ং কালান্তরক্ষমো ভবতি। (সবিস্ময়ম্)

ক রুজা হৃদয়প্রমাথিনী ক চ তে বিশ্বসনীয়মায়ুধম্।
মৃদুতীক্ষ্ণতরং যদুচ্যতে তদিদং মন্মথ! দৃশ্যতে ত্বয়ি॥ ১৬॥

বিদূ। ণং ভণামি তম্মি সাহণিজ্জে কজ্জে কিদো মএ উবাআবক্‌খেবোত্তি। তা পজ্জবথাবেহু ভবং অত্তানং॥ ১৭॥

রাজা। অথেমং দিবসশেষং উচিতব্যাপারবিমুখেন চেতসা ক যাপয়ামি॥ ১৮॥

বিদূ। অজ্জ এব্ব পঢমাবদারসুহআণি রত্তকুরবআণি উবাঅণং পোমম ণববসন্তাবদারববদেবেন ইরাবদীএ ণিউণিআমুহেণ আচক্‌খিদো। ইচ্ছেমি অজ্জউত্তেণ সহ দোলাধিরোহণং অণুভবিদুং ত্তি। তবদাবি প্পইণ্ণাদম্। তা পমদবণং এব্ব গচ্ছম্হ। ১৯।

বলিয়া নেত্রও অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হে অন্তঃকরণ! তোমার ত সেই মৃগনয়নার সহিত কোন কালেই বিচ্ছেদ নাই; সুতরাং শান্তিসুখ সর্ব্বপ্রকারে সংঘটিত হইলেও তুমি কি নিমিত্ত পরিতপ্ত হইতেছ? ১২॥

বিদূ। আপনার ধৈর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাপ করিবার আর প্রয়োজন নাই। মালবিকার প্রিয়সখী বকুলাবলিকার সহিত আমার দেখা হইয়াছে। তাহাকে আপনার আদিষ্ট বিষয় শ্রবণ করাইয়াছি॥১৩॥

রাজা। তাহাতে সে কি বলিল? ১৪

বিদূ। ভট্টারককে বিজ্ঞাপিত করুন, আমি এবম্প্রকার নিয়োগ দ্বারা অনুগৃহীত হইয়াছি। কিন্তু দেবী ধারিণী সেই তপস্বিনী মালবিকাকে অধিকতর রক্ষা করিতেছেন। রক্ষণীয় নিধির ন্যায় অনায়াসে তাহাকে পাওয়া যাইবে না; তথাপি আমি এ বিষয়ে বিশেষরূপে চেষ্টা করিব। ১৫।

রাজা। ভগবন্ কন্দর্প! যাহাতে পদে পদে বিঘ্ন, তাদৃশ বিষয়ে অভিনিবেশ সহকারে আমাকে এরূপ প্রকার প্রহার করিতেছেন, আমি কালব্যাজ সহ্য করিতে পারিতেছি না। (সবিস্ময়ে) মর্ম্মান্তিক কষ্টজনক রোগই বা কোথায়? আর তোমার বিশ্বস্ত আয়ুধই বা কোথায়? তোমার অস্ত্র পুষ্পময় বলিয়া লোকের অনায়াসেই দৃঢ়প্রতীতি হইয়া থাকে, উহাতে কোন প্রকার দুঃখ-সন্তাপের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং উহা দ্বারা যে আমার মর্ম্ম আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। হে মন্মথ! জানিলাম, লোকে যাহাকে কোমল হইলেও অতিমাত্র তীক্ষ্ণ বলিয়া থাকে, তোমাতে তাহাই লক্ষিত হইতেছে॥ ১৬॥

বিদূ। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, সেই কার্য্য অবশ্য সম্পন্ন করা যাইবে। তাহার উপায়ও করিয়া রাখিয়াছি। অতএব আপনি আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করুন। ১৭।

রাজা। ইদানীং অন্তঃকরণকে কর্ত্তব্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ করিয়া এই দিবসশেষ কোথায় যাপন করিব? ১৮॥

বিদূ। অদ্যই প্রথম প্রস্ফুটিত বলিয়া পরম সুন্দর রক্তকুরবক সমস্ত উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করিয়া নূতন বসন্তাবতারচ্ছলে ইরাবতী নিপুণিকার মুখে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, আর্য্যপুত্রের সহিত দোলাধিরোহণ অনুভব করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে। আপনিও তাহাতে অঙ্গীকৃত হইয়াছেন। অতএব প্রমোদবনেই গমন করি, চলুন॥ ১৯॥

রাজা। ন ক্ষমমিদম্ ॥ ২০ ॥

বিদূ। অহং বিঅ? ২১ ॥

রাজা। বয়স্য! নিসর্গনিপুণাঃ স্ত্রিয়ঃ। কথং মামন্যসংক্রান্তহৃদয়মুপলালয়ন্তমপি তে সখী ন লক্ষয়িষ্যতি। অতঃ পশ্যামি—

উচিতঃ প্রণয়ো বরং বিহন্তুং বহবঃ খণ্ডনহেতবো হি দৃষ্টাঃ।
উপচারবিধির্মনস্বিনীনাং ন তু পূর্ব্বাভ্যধিকোঽপি ভাবশূন্যঃ ॥ ২২ ॥

বিদ। ণারিহদি ভবং অন্তেউরচিদং দক্খিণ্ণং একপদে পঠ্ঠদো কাদুম্ ॥ ২৩ ॥

রাজা। (বিচিন্ত্য) তেন হি প্রমোদবনমার্গমাদেশয় ॥ ২৪ ॥

বিদূ। ইদো ইদো ভবম্ ॥ ২৫ ॥

(উভৌ পরিক্রামতঃ)

বিদ। ণং এদং পমদবণং পবণবলচলাহিং পল্লবঙ্গুলীহিং তুঅরাবেদি বিঅ ভবন্তং পবিসদুম্ ॥ ২৬ ॥

রাজা। (স্পর্শং রূপয়িত্বা) অভিজাতঃ খলু বসন্তঃ। সখে! পশ্য।

উন্মত্তানাং শ্রবণসুভগৈঃ কূজিতৈঃ কোকিলানাং, সানুক্রোশং মনসিজরুজঃ সহ্যতাং পৃচ্ছতেব।
অঙ্গে চূতপ্রসবসুরভির্দক্ষিণো মারুতো মে, সান্দ্রস্পর্শঃ করতল ইব ব্যাপৃতো মাধবেন ॥ ২৭ ॥

বিদূ। পবিস ণিব্বুদিলাহাঅ ॥ ২৮ ॥

(উভৌ প্রবিশতঃ)

বিদ। অবধাণেণ দিটিং দেহি। এদং খলু ভবন্তং বিঅ লোহইত্তুকামাএ পমদণলচ্ছীএ জুবদীবেসলজ্জাবঅতিঅং কুসুমণেবত্থং গহিদম্ ॥ ২৯ ॥

রাজা। ইহা কোনরূপেই হইতে পারে না ॥ ২০ ॥

বিদূ। কেন? ২১ ॥

রাজা। বয়স্য! স্ত্রীজাতি স্বভাবতই চাতুর্য্য-সম্পন্না, সুতরাং আমি উচিত ব্যবহার করিলেও তোমার সখী কি অবগত হইতে পারিবে না যে, আমার চিত্ত অপরের প্রতি আসক্ত হইয়াছে? অতএব দেখিতেছি, প্রণয় খণ্ডন করা বরং প্রশস্ত কল্প, কেন না, খণ্ডন করিবার নানাবিধ কারণও দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথাপি অগ্রে অধিক প্রণয় প্রদর্শন করিয়া, ইদানীং ভাবশূন্য প্রণয় দেখান কোনক্রমেই অনুকূল কল্প নহে; উহাতে শ্লেষমাত্র করা হয়, অথবা মনোমাত্র রক্ষা করা হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

বিদূ। আপনি অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্যাদি ত্যাগে হঠাৎ সক্ষম হইতেছেন না ॥ ২৩ ॥

রাজা। (সবিশেষ চিন্তা পূর্ব্বক) তাহা হইলে প্রমোদবনেরই মার্গ প্রদর্শন কর ॥ ২৪ ॥

বিদূ। এই দিকে! এই দিকে আসুন! ॥ ২৫ ॥

(উভয়ের পরিক্রমণ)

বিদূ। এই প্রমোদবন। সমীরণবলে সঞ্চালিত বৃক্ষগণ পল্লবরূপ অঙ্গুলী-সঙ্কেত দ্বারা আপনার প্রবেশ করিবার নিমিত্তই যেন ত্বরান্বিত করিতেছে ॥ ২৬ ॥

রাজা। (নাট্যদ্বারা স্পর্শরূপ অভিনয় পূর্ব্বক) নিশ্চয়ই বসন্তের আবির্ভাব হইয়াছে। সখে! দর্শন কর, পিকগণ উন্মত্ত হইয়া শ্রবণ-মধুর ধ্বনি করিতেছে; তাহাতে জ্ঞান হইতেছে, বসন্ত যেন সময় পাইয়া আমারে জিজ্ঞাসা করিতেছে, আপনার ত কন্দর্প-কৃত যন্ত্রণা সহ্য হইয়াছে? চূত-পুষ্পগন্ধে আমোদিত দক্ষিণ অনিল আমার শরীর স্পর্শ করিতেছে; জ্ঞান হইতেছে, বসন্ত যেন আপনার অতিমাত্র স্পর্শ-সংযুক্ত হস্ততল আমার অঙ্গে বিন্যস্ত করিতেছে ॥ ২৭ ॥

বিদূ। প্রবিষ্ট হইয়া নিবৃত্তি (সুখ) লাভ করুন্ ॥ ২৮ ॥

(উভয়ের প্রবেশ)

বিদূ। সাবধান পূর্ব্বক অবলোকন করুন্। প্রমোদবনের শোভা আপনাকে যেন প্রলুব্ধ করিবার অভিপ্রায়ে যুবতীজনের বেশ-ভূষাকে লজ্জা দিয়া থাকে, এ বিধায় এই প্রসূন-বেশ পরিধান করিয়াছে ॥ ২৯ ॥

রাজা। নন্বু বিস্ময়াদবলোকয়ামি।

রক্তাশোকলতাবিশেষিতগুণো বিম্বাধরালক্তকঃ,
প্রত্যাখ্যাতবিশেষকং কুরবকং শ্যামাবদাতারুণম্।
আক্রান্তা তিলকক্রিয়াপি তিলকৈর্লগ্নদ্বিরেফাঞ্জনৈঃ,
সাবজ্ঞেব মুখপ্রসাধনবিধৌ শ্রীর্মাধবী যোষিতাম্॥ ৩০॥
(ইত্যুদ্যানশোভাং নিরূপয়তঃ।)
[প্রবিষ্টা পর্য্যুৎসুকা মালবিকা]

মাল। অবিণ্ণাদহিঅঅং ভট্টারঅং অহিলসন্তী অত্তণোবি দাব লজ্জেমি। কুদো বিহবো সিণিদ্ধস্স সহীঅণস্স বুত্তন্তং আচক্খিদুম্। ণ আণে অপ্পড়িআরগুরুঅং বেদণং কিত্তিঅং কালং মদণো মং ণইস্সদিত্তি। (কতিচিৎপদানি গত্বা) কহিং ণু পত্থিদম্হি। (বিচিন্ত্য) আং সন্দিট্টংং দেবীএ। মালবিএ! গোদমচাবলাদো দোলাপব্ভট্টাএ সরুজো মহ চলণো। ণ সক্কণোমি। তুমং দাব তবণীআসোঅস্স দোহলং ণিবট্টেহি জং সো পঞ্চরত্তব্ভন্তরে কুসুমং দংসেদি তদো তুহ অহিলাসপূরইত্তিঅং পসাদং দাবইস্সংত্তি। (ইত্যন্তরা নিঃশ্বস্য) তা জাব ণিওঅভূমিং পঢমং গদা হোমি। দাব অণুপদং মম চলণালংকারহত্থাএ বউলাবলিআএ। আঅন্তব্বম্ তা দাব পরিদেবিস্সং বিস্সাদ্ধং মুহুত্তঅং। (ইতি পরিক্রামতি) ॥৩১॥

বিদূ। (দৃষ্ট্বা) হী হো এদং ক্খু সীহুপাণব্বেজ্জাজঅস্স মচ্ছণ্ডিআ উবণদা॥ ৩২॥

রাজা। অয়ে! কিমেতৎ? ৩৩॥

বিদূ। এসা ণাদিপরিক্কিদবেসা উদ্‌স্সুঅবঅণা এআইণী মালবিআ অদূরে বট্টদি॥ ৩৪॥

রাজা। নিঃসন্দেহই বিস্ময় বশতঃ সন্দর্শন করিতেছি। এই রক্তাশোক-লতা মহিলাজনের বিম্বাধর স্থিত অলক্তক-রাগকে পরাস্ত করিয়াছে এবং কৃষ্ণ শ্বেত রক্তবর্ণ কুরবকের সমীপে মহিলাগণের পত্রাবলী আদি রচনা প্রাপ্ত হইয়াছে ও এই ভ্রমররূপ অঞ্জন-রঞ্জিত তিলকপুষ্প যুবতীকুলের তিলকক্রিয়াকে ভৎসিত করিয়াছে। অবলোকন করিলে বোধ হয় যেন, বসন্তলক্ষ্মী কামিনীবৃন্দের মুখময় সজ্জাবিধিতে অবহেলা প্রদর্শন করিতেছে। ৩০॥

(এই কথা বলিয়া উভয়ের উদ্যান-শোভা নিরূপণ)
(অতিশয় উৎসুকা মালবিকার প্রবেশ)

মাল। মহারাজের অন্তঃকরণ জানিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি ইচ্ছাপরবশ হইয়া আপনিই লজ্জান্বিতা হইতেছি। স্নেহশীলা সখীগণের নিকটেও এই বৃত্তান্ত বলিবার ক্ষমতা নাই। জানি না, কন্দর্প আর কতকাল আমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিবে? কোন প্রকার প্রতিকার সম্ভবপর নহে বলিয়া উক্ত যন্ত্রণা একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। (কতিপয় পদ অগ্রসর হইয়া) কোথায় গমন করিতেছি? (সবিশেষ ভাবনা করিয়া) আ! দেবী ধারিণী আমায় আজ্ঞা করিয়াছেন, মালবিকে! গৌতমের চাঞ্চল্য প্রযুক্ত দোলা হইতে পতিত হওয়াতে আমার চরণদ্বয়ে অতি কঠিন বেদনা উৎপন্ন হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমার কোনই ক্ষমতা নাই। এই কারণ তুমিই তপনীয়াশোকের দোহদ নির্ব্বাহ কর। যদি উহা পঞ্চ রজনীর মধ্যে কুসুম প্রসব করে, তাহা হইলে তোমার মনোরথ সিদ্ধ করিয়া প্রসাদ প্রদান করিব। (এই কথা বলিয়া সেইক্ষণে নিশ্বাস পরিত্যাগ করত) যাবৎ আমি অগ্রে নিয়োগ-স্থানে গমন করিব, তাবৎ আমার চরণালঙ্কার হস্তে করিয়া বকুলাবলিকা আগমন করিবে। অতএব মুহূর্ত্তকালমাত্র বিশ্বস্ত-হৃদয়ে বিলাপ করিয়া লই। (এই কথা বলিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল)॥ ৩১॥

বিদূ। (মালবিকাকে অবলোকন করিয়া) হাঁ, আশ্চর্য্য! মদ্যপানে উত্তেজিত ব্যক্তির এই ফাণিত উপস্থিত হইয়াছে; অর্থাৎ মদ্যপানে বিহ্বল ব্যক্তি মিছরির সরবত পান করিয়া যেরূপ উপকার অনুভব করে, তদ্রূপ এই মালবিকা আপনার শান্তি সমাধান করিবেন॥ ৩২॥

রাজা। অহে! ইহা কি? ৩৩॥

বিদূ। এই নাতিপরিষ্কৃতা এবং উৎসুকমুখমণ্ডল-সম্পন্না মালবিকা একাকিনী নিকটে অবস্থিতি করিতেছেন॥ ৩৪॥

রাজা। (সহর্ষম্) কথং মালবিকা? ৩৫॥
বিদূ। অহ কিম্॥ ৩৬॥
রাজা। শক্যমিদানীং জীবিতমবলম্বয়িতুম্॥

ত্বদুপলভ্য সমীপগতাং প্রিয়াং হৃদয়মুচ্ছ্বসিতং মম বিক্লবম্॥
তরুবৃতাং পথিকস্য জলার্থিনঃ, সারসিতাদিব সারসাৎ॥

তৎ তত্র ভবতী॥ ৩৭॥
বিদূ। এসা তরুরাইমজ্ঝাদো ণিকন্তা ইদোক্কো পচ্চিবট্টন্তী দীসদি॥ ৩৮॥
রাজা। পশ্যাম্যেনাম্।

বিপুলং নিতম্বদেশে মধ্যে ক্ষামং সমুন্নতং কুচয়োঃ।
অত্যায়তং নয়নয়োর্মম জীবিতমেতদায়াতি॥ ×

সখে! পূর্ব্বস্মাদবস্থান্তরমুপারূঢ়া তত্রভবতী। তথা হি—

শরকাণ্ডপাণ্ডুগণ্ডস্থলেয়মাভাতি পরিমিতাভরণা।
মাধবপরিণতপত্রা কতিপয়কুসুমেব কুন্দলতা॥ ৩৯॥

বিদূ। এসাবি ভবং বিঅ সপণব্বাহিণা পরিমিট্টা ভবিস্সদি॥ ৪০॥
রাজা। সৌহার্দ্দমেবং পশ্যতি॥ ৪১॥
মাল। অঅং সো ললিদস্স উমারদোহদাপেক্‌খী অগিহীদকুসুমণেবখো উক্কন্তিদাএ মহ সোঅং ৰ করেদি। জাব সে পচ্ছাঅসীঅলে সিলাপট্টএ ণিসণ্ণা অত্তাণং বিণোদেমি॥ ৪২॥
বিদূ। সুদং ভবদা উক্কন্তিদক্খিত্তি অত্তভোদী মন্তেদি॥ ৪৩॥

রাজা। (হর্ষের সহিত) কি, মালবিকা? ৩৫।
বিদূ। হাঁ, মালবিকাই ত॥ ৩৬॥
রাজা। সম্প্রতি জীবনধারণে সক্ষম হইব। সারসপক্ষীর ধ্বনিতে বৃক্ষসমাচ্ছন্ন নদী সমীপস্থ জানিতে পারিয়া, জলপ্রার্থী পথিকের অভিভূত অন্তঃকরণ যেরূপ আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তোমার প্রমুখাৎ প্রিয়াকে নিকটবর্ত্তিনী অবগত হইয়া আমার অবসাদ-বিশিষ্ট চিত্তেও সেই প্রকার উচ্ছ্বাস সম্যক প্রকার ঘটিতেছে; সেই মাননীয়া মালবিকা এখন কোথায়? ৩৭॥
বিদূ। এই তিনি পাদপ-শ্রেণীর মধ্য হইতে নির্গত হইয়া এই স্থানেই আসিতেছেন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে॥ ৩৮॥
রাজা। হাঁ, দেখিতে পাইয়াছি। নিতম্ব-প্রদেশ অত্যন্ত বিস্তৃত, মধ্যদেশ অতিশয় কৃশ, স্তনযুগল একান্ত উন্নত ও লোচনদ্বয় অতিশয় আরক্তিম। আমার সাক্ষাৎ দ্বিতীয় জীবনস্বরূপ যেন আসিতেছেন। সখে! প্রথমে ইহাঁকে যে প্রকার দর্শন করিয়াছিলাম, তদপেক্ষা অতিশয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তথাপি,—ইহার গণ্ডস্থল শরকাণ্ডের সদৃশ পাণ্ডুবর্ণ, তাহার উপর আবার পরিমিত অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়াছেন। আমার জ্ঞান হইতেছে, বসন্তের আবির্ভাবে পরিপক্ক-পত্র-বিশিষ্টা কতিপয় পুষ্প-ধারিণী কুন্দলতা যেন দীপ্তি পাইতেছে॥ ৩৯॥
বিদূ। ইনিও আপনার ন্যায় কন্দর্পরোগে অভিভূতা হইয়াছেন॥ ৪০॥
রাজা। সৌহার্দ্দবশেই এই প্রকার সন্দর্শন হইয়া থাকে॥ ৪১॥
মাল। এই সেই অতি মনোহর দোহদাপেক্ষী প্রসূনরূপ-বিন্যাসে বিমুখ তপনীয়াশোক উৎকণ্ঠিতা আমার শোকের অনুকরণ করিতেছে। ইহার প্রকৃষ্টরূপ ছায়া-বিশিষ্ট সুশীতল শিলাপট্টে নিষণ্ণা হইয়া আত্মাকে বিনোদিত করি॥ ৪২॥
বিদূ। মহারাজ! আপনি শ্রবণ করিলেন? মাননীয়া এই মালবিকা উৎকণ্ঠিতা হইয়াছে বলিয়া মন্ত্রণা করিতেছেন॥ ৪৩॥

রাজা। নৈতাবতা ভবন্তং প্রসন্নতর্কং মন্যে। কুতঃ—

বোঢ়া কুরুবকরজসাং কিসলয়পুটভেদশীকরানুগতঃ।
অনিমিত্তোৎকণ্ঠামপি জনয়তি মনসো মলয়বাতঃ॥ ৪৪ ॥

(মালবিকোপবিষ্টা)

রাজা। সখে! ইতস্তাবদাবাং লতান্তরিতৌ ভবাবঃ॥ ৪৫ ॥

বিদূ। ইরাবদিং বিঅ অদূরে পেক্‌খামি॥ ৪৬ ॥

রাজা। ন হি কমলিনীং দৃষ্ট্বা গ্রাহমবেক্ষতে মতঙ্গজঃ। (ইতি বিলোকয়ন্ স্থিতঃ)॥ ৪৭ ॥

মাল। হিঅঅ! ণিরবলম্বণাদো অদিভূমিলঙ্ঘিণো মণোরহাদো বিরম। কিং মং অআসিঅ? ৪৮ ॥

(বিদূষকো রাজানং বীক্ষতে)

রাজা। পশ্য মহস্বং স্নেহস্য।

ঔৎসুক্যহেতুং বিবৃণোষি ন ত্বং, তত্ত্বাববোধৈকফলো ন তর্কঃ।
তথাপি রম্ভোরু! করোমি লক্ষ্যমাত্মানমেষাং পরিদেবিতানাম্॥ ৪৯ ॥

বিদূ। সম্পদং ভবদো সংসঅং হরিস্সদি। এসা অপ্পিদমঅণসংদেসা বিবিত্তে ণং বউলাবলিআ উবগদা ॥৫০॥

রাজা। অপি স্মরেদস্মদভ্যর্থনাম্? ৫১ ॥

বিদূ। কিং দাণিং এসা দাসীএ দুহিদা দাব গুরুঅং সংদেসং বিস্সুমরেদি? ৫২ ॥

(প্রবিশ্য চরণালঙ্কারহস্তা বকুলাবলিকা)

বকু। অবি সুহং সহীএ? ৫৩

মাল। অম্মো! বউলাবলিআ উবট্ঠিদা? সাগদং দে, উববিস॥ ৫৪ ॥

রাজা। এ বিষয়ে তোমাকে আমার সুতার্কিক বলিয়া মনে হইতেছে না। কেন না, মলয়-সমীরণ কুরুবক-কুসুমের পরাগ বহন এবং পল্লবের পুটভেদে ও শীকর সমুদায়ের অনুগমন সহায়ে অন্তঃকরণে অকারণেও উৎকণ্ঠার আবির্ভাব হইয়া থাকে। ৪৪ ।

(মালবিকার উপবেশন)

রাজা। সখে! আমরা উভয়ে এই স্থানে লতান্তরিত হইয়া অবস্থান করি॥ ৪৫ ॥

বিদূ। নিকটেই যেন ইরাবতীকে অবলোকন করিতেছি। ৪৬॥

রাজা। পদ্মিনীকে দর্শন করিলে হস্তীর কুম্ভীরের প্রতি আর লক্ষ্য থাকে না। (এই কথা বলিয়া অবলোকন করত অবস্থিতি করিতে থাকিলেন) ৪৭

মাল। হে হৃদয়! যে ব্যক্তির কোন প্রকার আশ্রয়াদি নাই এবং যাহা সীমা পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করিয়াছে, এবংবিধ অভিলাষ হইতে বিরত হও। কি নিমিত্ত আমাকে বৃথা কষ্ট প্রদান করিতেছ? ৪৮

(রাজার প্রতি বিদূষকের অবলোকন)

রাজা। স্নেহের ঔদার্য্য সন্দর্শন কর। অয়ি রম্ভোরু! তুমি কোন প্রকার উৎকণ্ঠার কারণ প্রকাশ করিতেছ না, আবার তর্ক-বিতর্ক করিয়াও কোন বিষয়ের যাথার্থ্যের নিশ্চয়রূপ ফললাভ করা যায় না। তথাপি, তুমি যে এইরূপ পরিবেদনা করিতেছ, আমি আপনাকেই এ বিষয়ের লক্ষ্যীভূত করিতেছি॥৪৯॥

বিদূ। এক্ষণে আপনার সমস্ত সন্দেহ নিরাকৃত হইবে। এই বকুলাবলিকা নিভৃতে উপস্থিত হইয়াছে। আমি এই ব্যক্তিকে আপনার কথানুরূপ কামের আদেশ প্রদান পূর্ব্বক প্রেরণ করিয়াছি॥ ৫০ ॥

রাজা। আমাদিগের অভ্যর্থনা কি এ ব্যক্তির মনে আছে? ৫১ ॥

বিদূ। কি! সংপ্রতি এ দাসীর কন্যা গুরু আদেশ কি বিস্মৃত হইবে? ৫২ ॥

(চরণালঙ্কার হস্তে বকুলাবলিকার প্রবেশ)

বকু। সখি! স্বচ্ছন্দে আছ ত? ৫৩ ॥

মাল। অহহ! বকুলাবলিকা সমাগতা হইয়াছ? তোমার ত স্বাগত? উপবেশন কর॥ ৫৪ ॥

বকু। (প্রবিশ্য) হলা! তুমং দাণিং জোগগ্‌দাএ নিউত্তা একং দে চলণং উবণেহি জাব সালত্তঅং সণেউরং করেমি ॥ ৫৫ ॥

মাল। (স্বগতম্) হিঅঅ! অলং সুহিদাএ। উবঠ্ঠিদো অঅং বিহও। কলং দাণিং অত্তাণং মোচেঅম্। অহ বা এদং এব্ব মে মিত্তুমণ্ডণং ভবিস্‌সদি ॥ ৫৬ ॥

বকু। কিং বিআরেসি? উস্‌সুআ কৃখু ইমস্‌স তবণীআসোঅস্‌স কুসুমোদ্‌গমে দেবী ॥ ৫৭ ॥

রাজা। কথমশোকদোহদনিমিত্তোঽয়মারম্ভঃ? ৫৮ ॥

বিদূ। কিং কৃখু ণ আনাসি? অকারণদো দেবী ইমং অন্তেউরণেবখেণ জোজাইস্‌সদি ত্তি ॥ ৫৯ ॥

মাল। (পাদমুপহরতি) হলা মরিসেহি দাণিম্ ॥ ৬০ ॥

বকু। অই সরীরংসি মে। (নাট্যেন চরণসংস্কারমারভতে) ॥৬১॥

রাজা। চরণান্তনিবেশিতাং প্রিয়ায়াঃ, সরসাং পশ্য বয়স্য! রাগলেখাম্।
প্রথমামিব পল্লবপ্রসূতিং, হরদগ্ধস্য মনোভবদ্রুমস্য ॥ ৬২ ॥

বিদূ। চরণাণুরূবো তত্তভোদীএ অহিআরো উবক্‌খিত্তো ॥ ৬৩ ॥

রাজা। সম্যগাহ ভবান্।
নবকিসলয়রাগেণার্দ্রপাদেন বালা, স্ফুরিতনখরুচা দ্বৌ হন্তুমর্হত্যনেন।
অকুসুমিতমশোকং দোহদাপেক্ষয়া বা, প্রণমিতশিরসং বা কান্তমার্দ্রাপরাধম্ ॥ ৬৪ ॥

বিদূ। পারইস্‌সসি তত্তভোদাএ অবরদ্ধুং ॥ ৬৫ ॥

রাজা। মূর্দ্ধ্না প্রতিগৃহীতং বচঃ সিদ্ধিদর্শিনো ব্রাহ্মণস্য ॥ ৬৬ ॥

(ততঃ প্রবিশতি যুক্তমদা ইরাবতী চেটী চ)

ইরা। হঞ্জে ণিউণিএ! সুণামি বহুসো মদো কিল ইত্থিআঅণস্‌স বিসেসমণ্ডণং ত্তি। অবি সচ্চো অঅং লোঅবাদো? ৬৭ ॥

বকু। (প্রবেশ করিয়া) সখি! তুমি এক্ষণে উপযুক্ত বলিয়াই নিযুক্তা হইয়াছ। তোমার একটি চরণ দাও, আমি উহাতে অলক্তক-সহিত নূপুর পরাইব ॥ ৫৫ ॥

মাল। (স্বগত) হৃদয়! আর সুখ-স্বচ্ছন্দতায় আবশ্যক নাই। এই বিভব উপস্থিত; কি প্রকারে এক্ষণে আত্মাকে বিমুখ করিব? অথবা ইহাই আমার মরণের অলঙ্কারস্বরূপ হইবে ॥ ৫৬ ॥

বকু। কি মীমাংসা করিতেছ? দেবী এই তপনীয়াশোকের কুসুমোদ্‌গমবিষয়ে উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন ॥ ৫৭ ॥

রাজা। কি, অশোক-দোহদের জন্য এই উদ্‌যোগাদি-ব্যাপার? ৫৮ ॥

বিদূ। আপনি কি জানেন না, দেবী বিনা কারণে ইহাঁকে অন্তঃপুরবেশ পরাইয়া দিবেন? ৫৯ ॥

মাল। (চরণ প্রদান পূর্ব্বক) সখি! সম্প্রতি আমাকে ক্ষমা কর ॥ ৬০ ॥

বকু। সখি! তুমি আমার দেহের স্বরূপ। (নাট্য দ্বারা চরণ-সংস্কার করিতে আরম্ভ) ॥ ৬১ ॥

রাজা। বয়স্য! দর্শন কর। প্রেয়সীর এই পদপ্রান্ত-সন্নিবিষ্ট সরস রাগচিহ্ন মহাদেবের রোষাগ্নিতে দগ্ধীভূত কন্দর্পরূপ তরুর প্রথম পল্লব-প্রসূতির ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে ॥৬২॥

বিদূ। পূজার্হা মালবিকার চরণানুরূপই নিয়োগ প্রদান করা হইয়াছে ॥ ৬৩ ॥

রাজা। তুমি ঠিক নির্দ্দেশ করিয়াছ। এই বালিকা নূতন পল্লব তুল্য রাগযুক্ত এবং বিস্ফুরিত নখ-কিরণ-সমাবিষ্ট আর্দ্রচরণ দ্বারা দোহদাপেক্ষী কুসুমহীন অশোক ও আর্দ্রাপরাধ প্রণতশীর্ষ কান্ত, উভয়কেই তাড়না করিবার উপযুক্তা পাত্রী ॥ ৬৪ ॥

বিদূ। আপনি কি এই পূজনীয়ার কাছে অপরাধী হইতে পারিবেন? ৬৫ ॥

রাজা। সিদ্ধদর্শী ব্রাহ্মণদিগের বচন মস্তক দ্বারা গ্রহণ করিলাম ॥ ৬৬ ॥

(অনন্তর মদান্বিতা ইরাবতী ও চেটীর প্রবেশ)

ইরা। সখি নিপুণিকে! অনেকের কাছে শ্রবণ করিয়াছি, মত্ততাই স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ অলঙ্কার-ই লোকাপবাদ কি সত্য? ৬৭ ॥

নিপু। পঢ়মং লোঅবাদো এব্ব সম্পদং সচ্চো সংবুত্তো ॥ ৬৮ ॥

ইরা। অলং মই সিণেহেণ। কহেহি কুদো দাণিং অবগমিদব্বং দোলাঘরং পঢ়মাগদো ভট্টা ণ বেত্তি ॥ ৬৯ ॥

নিপু। ভট্টিণীএ অখণ্ডিদাদো পণআদো ॥ ৭০ ॥

ইরা। অলং সেবাএ। মজ্ঝত্থদং পরিগহিঅ ভণাহি ॥ ৭১ ॥

নিপু। ণং বসন্তোস্সবুবাঅণলোলুবেণ অজ্জগোদমেণ কহিঅং। তুঅরদু ভট্টিণী ॥ ৭২ ॥

ইরা। (অবস্থাসদৃশং পরিক্রম্য) হঞ্জে মদেণ গিলাঅমাণং অত্তাণং অজ্জউত্তস্স দংসণে হিঅঅং তুঅরাবেদি চলণা উণ ণ আসলন্তি ॥ ৭৩ ॥

নিপু। ণং সম্পত্তম্ভ দোলাঘরঅং ॥ ৭৪ ॥

ইরা। ণিউণিএ! অজ্জউত্তো এত্থ ণ দীসদি ॥ ৭৫ ॥

নিপু। ণং ভট্টিণী আলোএদু! পরিহাসণিমিত্তং কাহিংপ গূঢ়েণ ভট্টিণা হোদব্বং অম্হেবি ইমং পিঅঙ্গুলদাপরিক্খিত্তং অসোঅসিলাপট্টঅং পবিসামো ॥ ৭৬ ॥

ইরা। তহা ॥ ৭৭ ॥

নিপু। (বিলোক্য) আলোঅদু ভট্টিণী চূদঙ্কুরং বিচিণ্বন্তীণং অম্হাণং পিপীলিআহিং দংসিদং ॥ ৭৮ ॥

ইরা। কিং বিঅ একং? ৭৯ ॥

নিপু। এসা অসোঅপাদবচ্ছাআএ মালবিআএ বউলাবলিআ চরণালঙ্কারং নিবত্তেদি ॥ ৮০ ॥

ইরা। (শঙ্কাং রূপয়িত্বা) অভূমী ইঅং মালবিআএ। কহং এত্থ তক্কেসি? ৮১ ॥

নিপু। অগ্রে লোকাপবাদমাত্র ছিল, এক্ষণে যথার্থই দেখিতেছি। ৬৮ ॥

ইরা। আমার প্রতি তোমার আর স্নেহপ্রকাশের আবশ্যকতা নাই। সম্প্রতি বল, কোথায় দোলাগৃহ অবগত হইতে পারিব। স্বামী অগ্রে আসিয়াছেন কি না? ॥ ৬৯ ॥

নিপু। ভট্টিণীর অকাট্য প্রণয়, সুতরাং ভর্তা প্রথমেই আগমন করিয়াছেন। ৭০।

ইরা। শুশ্রূষার আবশ্যক নাই, মাধ্যস্থ্য আশ্রয় পূর্ব্বক বল ॥ ৭১ ॥

নিপু। আর্য্য গৌতম নিশ্চয়ই বসন্তোৎসবের উপঢৌকন প্রাপ্ত হইবার অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন। এক্ষণে ভট্টিণী ত্বরাযুক্তা হউন ॥ ৭২ ॥

ইরা। (অবস্থাতুল্য পরিক্রমণ পূর্ব্বক) সখি! মদ্যপানে আমার আত্মগ্লানি হইয়া উঠিয়াছে। অন্তঃকরণ আর্য্যপুত্রের সন্দর্শনে ত্বরান্বিতা হইলেও চরণ আর চলিতেছে না। ৭৩।

নিপু। আমরা সকলে এই দোলাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি ॥ ৭৪ ॥

ইরা। নিপুণিকে! আর্য্যপুত্রকে এখানে দেখিতেছি না কেন? ৭৫ ॥

নিপু। নিঃসন্দেহই তাঁহাকে সন্দর্শন করিবে। তিনি হাস্য-পরিহাসের জন্য অবশ্যই কোন স্থানে লুক্কায়িত হইয়া আছেন। সখি! আমরা এই প্রিয়ঙ্গুলতা-পরিব্যাপ্ত অশোক-শিলাপটে প্রবিষ্ট হই, চল ॥ ৭৬ ॥

ইরা। আচ্ছা চল ॥ ৭৭

নিপু। (অবলোকন করিয়া) ভট্টিণী দর্শন করুন, চূতাঙ্কুর তুলিতে গিয়া আমাদের উভয়কে পিপীলিকা দংশন করিয়াছে ॥ ৭৮ ॥

ইরা। সখি! আর কি বলিতেছ? ৭৯ ॥

নিপু। এই বকুলাবলিকা অশোকবৃক্ষের ছায়াতে মালবিকার চরণালঙ্কার পরিধান করাইয়া দিতেছে ॥ ৮০ ॥

ইরা। (শঙ্কার অভিনয় পূর্ব্বক) ইহা কখনও মালবিকার পক্ষে উচিত হইতে পারে না। তোমার মনে কি হয়? ৮১ ॥

নিপু। তক্কেমি দালাপরিব্ভংসিদসরুজচলণাএ দেবীএ অসোঅদোহলাধিআরে মালবিআ ণিউ-ক্তেতি। অণ্ণহা কহং দেবী সঅংধারিদং এদং ণেউরজুঅলং পরিঅণস্স অব্ভণু জাণিস্সদি ॥ ৮২ ॥

ইরা। মহদী মে সংভাবণা ॥ ৮৩ ॥

নিপু। কিং ণ অন্নেসীঅদি ভট্টা ॥ ৮৪ ॥

ইরা। হঞ্জে মে চলণা অগ্গদো ণ পবঠ্ঠন্তি। মদো মং বিআরোদি। আসঙ্কিদস্স দাব অন্তং গমিস্সং ॥ ৮৫ ॥

মাল। (নিরূপ্যাত্মগতম্) ঠানে কৃখু কাদরং মে হিঅঅং ॥ ৮৬ ॥

বকু। চরণং দর্শয়তি। কিং বি? রোঅদি দে রাঅরেহাবিণ্ণসো ॥ ৮৭ ॥

মাল। অত্তণো চলণং ত্তি লজ্জেমি ণং পসংসিতুং। কেণ। সিপ্পসাহণকলাএ এব্বং অভিণীদাসি ॥৮৮॥

বকু। এথ কৃখু ভট্টিণো সিস্সদক্ষি ॥ ৮৯॥

বিদূ। তুবরেহি দাণিং গুরুদক্খিণাএ ॥৯০॥

মাল। দিট্ঠিআ ণ গব্বিদাসি ॥ ৯১ ॥

বকু। উবদেসাণুরূবে চলণে লম্ভিঅ দাণিং গব্বিদা ভবিস্সং। (রাগং বিলোক্যাত্মগতম্) হন্ত সিদ্ধো মে দপ্পো। (প্রকাশম্) সহি একস্স অবসিদো রাঅণিক্খেবো। কেবলং মুহমারুদো লম্ভইদব্বো। অহবা পবাদং এব্ব এদং ঠাণং ॥ ৯২ ॥

রাজা। সখে! পশ্য পশ্য!

> আর্দ্রালক্তকমস্যাশ্চরণং মুখমারুতেন শোষয়তঃ।
> প্রতিপন্নঃ প্রথমতরঃ সংপ্রতি সেবাবকাশো মে ॥ ৯৩ ॥

নিপু। আমার এই বিবেচনা হয় যে, দোলা হইতে পড়িয়া গিয়া দেবী ধারিণীর পদে বেদনা বোধ হইয়াছে। সেই কারণেই মালবিকাকে অশোক-দোহদের বিষয়ে নিয়োগ করিয়াছেন। অন্যথা কি প্রকারে দেবী কর্ত্তৃক স্বয়ং-ধৃত এই নূপুরদ্বয় পরিজনকে পরিধান করিতে অনুমতি করিবেন? ৮২ ॥

ইরা। এ বিষয়ে আমার মহতী সম্ভাবনা সমুদ্ভাবিত হইয়াছে ॥ ৮৩ ॥

নিপু। কি নিমিত্ত স্বামীর অন্বেষণ করিতেছ না? ৮৪ ।

ইরা। সখি! আমার পদযুগল আর অগ্রগমনে সক্ষম হইতেছে না। মদই আমাকে বিকৃতিভাবাপন্ন করিয়াছে। সে যাহাই হউক, আশঙ্কার শেষ করিয়া গমন করিতে হইবে ॥ ৮৫ ॥

মাল। (নিরূপণ করিয়া স্বগত) আমার অন্তঃকরণ যে অতিশয় কাতর হইয়াছে, ইহা সর্ব্বতোভাবেই ন্যায্য হইয়াছে ॥ ৮৬ ॥

বকু। মালবিকে! চরণযুগল সন্দর্শন কর। এই অলক্তকরাগ-বিন্যাস কি তোমার রুচিজনক হইয়াছে? ৮৭ ॥

মাল। নিজের চরণ বলিয়াই প্রশংসায় লজ্জা বোধ হইতেছে; কোন ব্যক্তি তোমাকে এরূপ শিল্পসাধন শিক্ষা প্রদান করিল? ৮৮ ॥

বকু। এ বিষয়ে আমি ভর্ত্তার শিষ্য ॥ ৮৯ ॥

বিদূ। সম্প্রতি গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত ত্বরান্বিত হউন ॥ ৯০ ॥

মাল। সৌভাগ্যবশেই তুমি অহঙ্কৃতা হও নাই ॥ ৯১ ॥

বকু। উপদেশানুরূপ চরণ লাভ করিয়া অধুনা অহঙ্কৃতা হইব। (রাগ সন্দর্শন পূর্ব্বক আত্মগত) আহা! আমার গর্ব্ব সিদ্ধ হইয়াছে। (প্রকাশ্যে) সখি! তোমার এক পদের রাগ-বিন্যাস সমাপ্ত হইয়াছে, কেবলমাত্র ফুৎকার দিলেই হয়। অথবা এখানে প্রবল সমীরণ বহিতেছে ॥ ৯২ ॥

রাজা। সখে! দেখ দেখ, ইহার এই আর্দ্র অলক্তক-সংযুক্ত পদযুগল ফুৎকার প্রদানদ্বারা শোধন করিলে আমার প্রথমতঃ শুশ্রূষাবকাশ সম্পাদিত হইবে ॥ ৯৩ ॥

বিদূ। কুদো দে অণ্‌সও ? এদং ভবদা চিরক্কমেণ অণুভবিদব্বং ॥ ৯৪ ॥

(ইরাবতী নিপুণিকামবেক্ষতে)

বকু। সহি অরুণং সদপত্তং বিঅ সীহদি দে চলণং। সব্বহা ভট্টিণো অঙ্কপরিট্‌ঠিণী হোহি ॥ ৯৫ ॥

রাজা। মদ্বেয়মাশীঃ ॥ ৯৬ ॥

মাল। হলা মা অবিণীয়ং মন্তেহি ॥ ৯৭ ॥

বকু। মন্তিদব্বং এব্ব মএ মন্তিদং ॥ ৯৮ ॥

মাল। পিআ কৃখু অহং তব ॥ ৯৯ ॥

বকু। ণ কেবলং মম ॥ ১০০ ॥

মাল। কস্‌স ? বা অন্নস্‌স ॥ ১০১ ॥

বকু। গুণেসু অহিণিবেসিণো ভট্‌টিণোবি ॥ ১০২ ॥

মাল। অলি অং মন্তেসি। এদং এব্ব মই ণখি ॥ ১০৩ ॥

বকু। সচ্চ তুহ ণখি। ভট্‌টিণো কিসেসু সুন্দরপাণ্ডুরেসু দীসই অঙ্গেসু ॥ ১০৪ ॥

নিপু। পঢ়মং গণিদং বিঅ হদাসাএ উত্তরং ॥ ১০৫ ॥

বকু। অণুরাও অণুরাএণ পরিকৃখিব্বোত্তি সুঅণ বঅণ পমাণং করেহি ॥ ১০৬ ॥

মাল। কিং অত্তণো মন্তেসি ॥ ১০৭ ॥

বকু। ণ হি ণ হি। ভট্‌টিণো কৃখু এদাণি পণঅমিদুআণি অকৃখরাণি বিপ্‌পোরিদাণি ॥ ১০৮ ॥

মাল। হলা ! দেবীং চিন্তিঅ ণ মে হিঅঅং বিস্‌সসদি ॥ ১০৯ ॥

বকু। মুদ্ধে ! ভমরসংবাধো অথিত্তি বসন্তাবদারসং ভূদো কিং ? ণ ণবচূদপ্‌পসবো অোদংসণিজ্জা ॥ ১১০ ॥

বিদূ। আপনার অনুতাপে আর আবশ্যক নাই। আপনাকে চিরকালক্রমেই ইহা অনুভব করিতে হইবে ॥ ৯৪ ॥

(ইরাবতী নিপুণিকাকে দর্শন করিতেছে)

বকু। সখি ! তোমার পদযুগল রক্তিমবর্ণ অরবিন্দের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। এখন সর্ব্বতোভাবেই ক্রোড়শায়িনী হও ॥ ৯৫ ॥

রাজা। আমার পক্ষে এই বাক্য স্তুতিবাদই হইয়াছে ॥ ৯৬ ॥

মাল। সখি ! বিনয় পরিহার পুরঃসর মন্ত্রণা করিও না ॥ ৯৭ ॥

বকু। যাহা মন্ত্রণা করিবার, তাহাই মন্ত্রণা করিয়াছি ॥ ৯৮ ॥

মাল। আমি নিঃসন্দেহই তোমার প্রেয়সী ॥ ৯৯ ॥

বকু। কেবল আমারই যে, তাহা নও ॥ ১০০ ॥

মাল। অপর আর কাহারই বা ? ১০১ ॥

বকু। গুণগ্রাহী স্বামীরও ॥ ১০২ ॥

মাল। তুমি অযথার্থ মন্ত্রণা সকল করিতেছ। আমাতে কিছুমাত্র গুণ নাই ॥ ১০৩ ॥

বকু। যথার্থই তোমাতে গুণ নাই। স্বামীর মনোহর পাণ্ডুবর্ণ কৃশ দেহেই তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০৪ ॥

নিপু। হতভাগার পক্ষে এই উত্তর। অন্ধকারের পর জ্যোৎস্নার ন্যায় ইহা ভাবী শুভজনক ॥ ১০৫ ॥

বকু। অনুরাগ অনুরাগের দ্বারাই পরীক্ষা করিবে, সাধু লোকের এই কথাই প্রমাণ ॥ ১০৬ ॥

মাল। তুমি কি নিজের অভিপ্রায়মত এই সকল বেদনা-বাক্য বলিতেছ ? ১০৭ ॥

বকু। না, না। এ সমস্ত গৌতম কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রভুর প্রণয়-কোমল অক্ষর সমস্ত ॥ ১০৮ ॥

মাল। সখি ! দেবীকে ভাবনা করিয়া আমার অন্তঃকরণ বিশ্বাসযুক্ত হইতেছে না ॥ ১০৯ ॥

বকু। সুন্দরি ! ভ্রমরগণ প্রতিবন্ধকতাচরণ করে বলিয়া কি বসন্তকালীন নূতন চূতাঙ্কুরকে ভূষণ করিবে না ? ১১০ ॥

মাল। তুমং জাব তুজ্জাদে গচ্ছন্তস্স সাহাইণী হোহি ॥ ১১১ ॥

বকু। বিমদ্দসুরহী ব উলাবলিআ কৃখু অহং ॥ ১১২ ॥

রাজা। সাধু বকুলাবলিকে ! সাধু!

ভাবজ্ঞানানন্তরং প্রস্তুতেন, প্রত্যাখ্যানে দত্তযুক্তোত্তরেণ।

বাক্যেনেয়ং স্থাপিতা স্বে নিদেশে, স্থানে প্রাণাঃ কামিনো দূত্যধীনাঃ ॥ ১১৩ ॥

ইরা। হঞ্জে! পেক্‌খ কারিদং এব্‌ব বউলাবলিএ এদস্সি পদং মালবিআএ ॥ ১১৪ ॥

নিপু। ভট্টিণি! ণিব্‌বিআরসস অহিআরস্‌স উইদোবদেসো ॥ ১১৫ ॥

ইরা। ঠাণে কৃখু সঙ্কিদং মে হিঅঅং। গিহীদথা অণন্তরং চিন্তইস্‌সং ॥ ১১৬ ॥

বকু। এসো বি দে সংবুত্তপরিকম্মো চলণো জাব ণং বি সণেউরং করেমি। (নাট্যেন নূপুরযুগল মামুচ্য) হলা ! উঠ্‌ঠে অণ্‌চিঠ্‌হি দেবীএ অসোঅস্‌স বিআসত্তিঅং ণিওঅং ॥ ১১৭ ॥

(উভে উত্তিষ্ঠতঃ)

ইরা। সুদো দেবীএ ণিওআত্তি। ভোদু দাণিম্ ॥ ১১৮ ॥

বকু। এসো উড়রূঢ়রাও উবভোগকৃখমো পুরদো দি চিঠ্‌ঠদি ॥ ১১৯ ॥

মাল। (সহর্ষম্) কিং ভট্‌টা ? ১২০ ॥

বকু। (সস্মিতম্) ণ দাব ভট্টা। অসোঅসাহাবলম্বী গুচ্ছেও আদংসোহি দাব ণং ॥ ১২১ ॥

(মালবিকা বিষাদং নাটয়তি)

বিদূ। কিং সুদং ভবদা ? ১২২ ॥

রাজা। সখে! পর্য্যাপ্তমেতাবতা কামিনাম্ ॥ ১২৩ ॥

অনাতুরেণোৎকন্ঠিতয়োঃ প্রসিধ্যতা,

সমাগমেনাপি রতির্ন মাং প্রতি।

মাল। তুমি তাহা হইলে তৃক্কার্য্যরত ব্যক্তিদিগের সহায়তা কর ॥ ১১১ ॥

বকু। আমি নিঃসন্দেহই বিমর্দ্দ-সুগন্ধি অর্থাৎ পুরুষের সংসর্গরহিতা সাধ্বী বকুলাবলিকা ॥১১২॥

রাজা। সাধু বকুলাবলিকে! সাধু! অভিপ্রায়বোধের পরেই এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ প্রত্যাখ্যান করিলেও বকুলাবলিকা যুক্তিসঙ্গত উত্তর প্রদান করিয়া মালবিকাকে স্বীয় নির্দ্দে স্থাপিত করিয়াছে। কামী ব্যক্তির প্রাণ যে দূতীদের অধীন, তাহা সর্ব্বতোভাবেই যুক্তিসঙ্গত ॥১১৩॥

ইরা। সখি! দর্শন কর, এই বকুলাবালিকা মালবিকাকে নিজের আদেশ-প্রতিপালনে উপযু করিয়াছে ॥ ১১৪ ॥

নিপু। ভট্টিণি! ইহা বিকাররহিতের উপযুক্ত আদেশ বটে ॥ ১১৫ ॥

ইরা। আমার অন্তঃকরণ যে বড়ই শঙ্কাযুক্ত হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বপ্রকারেই উচিত। এখন সমস্ত জানা গিয়াছে। অনন্তর কি কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়েরই ভাবনা করিতে হইবে ॥ ১১৬ ॥

বকু। এই তোমার দ্বিতীয় চরণের প্রসাধন-কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। অধুনা পদদ্বয়ে নূপুর পরাই (নাট্যদ্বারা নূপুরদ্বয় পরিধান করাইয়া) সখি! এ স্থান হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দেবীর অশো দোহদের কার্য্য-সকল সম্পন্ন কর ॥ ১১৭ ॥ (উভয়ের উত্থান

ইরা। দেবীর আজ্ঞা শুনিলে? ভাল, উহা সুপ্রসন্ন হউক ॥ ১১৮ ॥

বকু। এই রাগসম্পন্ন উপভোগক্ষম তোমার সন্নিধানে অবস্থান করিতেছে ॥ ১১৯ ॥

মাল। (আনন্দিত হইয়া) কি স্বামী ? ১২০ ॥

বকু। (সস্মিত হইয়া) স্বামী নহেন, অশোকশাখাবলম্বী গুচ্ছ, ইহাকে অলঙ্কৃত কর ॥ ১২১ ॥

(মালবিকার বিষাদের অভিনয়)

বিদূ। আপনি কি শ্রবণ করিলেন ? ১২২ ॥

রাজা। সখে! ইহাই কামদিগের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। এক ব্যক্তি উৎকন্ঠিত নয়, আর একজন উৎকণ্ঠ বিশিষ্ট। এই প্রকার বিষমভাবযুক্ত নায়ক-নায়িকা উভয়ের সংমিলন কোনরূপে সম্পন্ন হইলে, ব

পরস্পরপ্রাপ্তিনিরাশয়োর্ব্বরং,
শরীরনাশেঽপি সমানুরাগয়োঃ ॥ ১২৪ ॥

(মালবিকা রচিতপল্লবাবতংসা সলীলমশোকায় পাদং প্রহিণোতি।)

রাজা। বয়স্য!

আদায় কর্ণকিসলয়মস্মাদিয়মত্র চরণমর্পয়তি।
উভয়োঃ সদৃশবিনিময়াদাত্মানং বঞ্চিতং মন্যে ॥ ১২৫ ॥

মাল। বামো কখু এসো অসোও জো ব্বঞ্জঅং পমাণীকদুঅ কুসুমুগ্গমং ণ দংসেদি অবি ণাম অম্হাণং সম্ভাবনা সফলা হবে?

বকু। হলা! ণত্থি দে দোসো অয়ং জেব্ব ণিগ্গুণো অসোও কুসুমগ্গমমন্থরো হবে জো দে চলণসকারং লম্ভিতঃ ॥ ১২৬ ॥

রাজা। অনেন তনুমধ্যায়া মুখরনূপুরারাবিণা, নবাম্বুরুহকোমলেন চরণেন সম্ভাবিতঃ।
অশোক! যদি সদ্য এব মুকুলৈর্ন সম্পৎস্যসে, মুধা বহসি দোহদং ললিতকামিসাধারণম্॥
সখে! বচনাবকাশপূর্ব্বকং প্রবেষ্টুমিচ্ছামি ॥ ১২৭ ॥

বিদূ। এহি ণং পরিহাসইস্সং ॥ ১২৮

(উভৌ প্রবেশং কুরুতঃ)

নিপু। ভট্টিণি! ভট্টিণি! ভট্টা এত্থ পবিসদি ॥ ১২৯ ॥

ইরা। এদং মম পঢ়মং চিন্তিদং হিঅএণ ॥ ১৩০ ॥

বিদূ। (উপেত্য) হোদি! জুত্তং ণাম অত্তভোদী পিঅবঅস্সো অসোও বামপাএণ তাড়ইদুং ॥ ১৩১ ॥

উভে। (সসম্ভ্রমম্) অয়ে! ভট্টা। জেদু জেদু ভট্টা ॥ ১৩২

তাহাতে রতিক্রিয়া সম্পাদিত হয়, আমার তাহা উত্তম বলিয়া জ্ঞান হয় না। কিন্তু উভয়ের অনুরাগ তুল্য, এমত অবস্থায় সঙ্গমের আশা না থাকিলে যদি প্রাণ-বিয়োগ হয়, তাহাও শ্রেয়স্কর ॥ ১২৩-১২৪ ॥

(মালবিকা পল্লবভূষণ পরিধান পূর্ব্বক লীলা-সহকারে অশোকের প্রতি চরণ প্রয়োগ করিল)

রাজা। বয়স্য! মালবিকা এই অশোকের সন্নিকটে কর্ণভূষণ করিবার নিমিত্ত নূতন পল্লব গ্রহণ পূর্ব্বক ইহাকে চরণ সমর্পণ করিতেছে। পরস্পরের এই তুল্য বিনিময়ে আত্মাকে আমার বঞ্চিত মনে হইতেছে ॥ ১২৫

মাল। এই অশোক নিঃসন্দেহই প্রতিকূলস্বভাব। সেই কারণে দোহদ অঙ্গীকার করিয়াও পুষ্পোদ্গম সন্দর্শন করিতেছে না। আমাদের উদ্যোগ কি সফল হইবে?

বকু। সখি! তোমার কোন দোষ নাই। এই অশোক তোমার চরণসংকার প্রাপ্ত হইয়াও যদি পুষ্পপ্রসবে বিলম্ব করে, তাহা হইলে এ নিজেই নির্গুণ ॥ ১২৬ ॥

রাজা। অয়ি অশোক! তুমি এই কৃশমধ্যার প্রতিমুখরিত নূপুররবসম্পন্ন নূতন কোমলপদদ্বারা-সম্মানিত হইয়াও যদি তৎক্ষণেই মুকুল-বিশিষ্ট না হও, তাহা হইলে মনোজ্ঞ কামীজন সাধারণের চরণ-নিক্ষেপরূপ দোহদ (তাড়না) বৃথা বহন করিতেছ। সখে! ইহাদিগের পরস্পরের কথোপকথন শেষ হইলে প্রবেশ করিতে বাঞ্ছা করি ॥ ১২৭ ॥

বিদূ। আসুন! মালবিকাকে হাসাইব ॥ ১২৮ ॥

(উভয়ের প্রবেশ)

নিপু। ভর্ত্তিণি! ভর্ত্তিণি! স্বামী এই স্থানে প্রবিষ্ট হইতেছেন ॥ ১২৯ ॥

ইরা। আমার মন অগ্রেই এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিল ॥ ১৩০ ॥

বিদূ। (নিকটে গমন পূর্ব্বক) মানবশ্রেষ্ঠ প্রিয় বয়স্য থাকিতে অশোককে বামচরণ দ্বারা তাড়না করা কি যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে? ১৩১ ॥

উভয়ে। (সম্ভ্রম সহকারে) অয়ে, ভর্ত্তা! আপনি জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন ॥ ১৩২ ॥

বিদূ। বউলাবলিএ! গিহীদথাএ তুএ অত্তভোদী ঈরিসং অবিণঅং করন্তী কীস ণ ণিবারিদা॥১৩৩॥

(মালবিকা ভয়ং রূপয়তি।)

নিপু। ভট্‌টিণি! পেক্‌খ কিং পউত্তং অজ্জগোদমেণ॥ ১৩৪॥

ইরা। কহং ক্‌খু বহ্মবন্ধু অণ্ণহা জীবিস্‌সদি॥ ১৩৫॥

বকু। অজ্জ এসা দেবীএ ণিওঅং অনুচিট্‌ঠদি এদস্‌সিং অদিক্কমে পরবদী ইঅং। পসীদদু ভট্‌টা॥ ১৩৬॥

(ইতি আত্মনা সহৈনাং প্রণিপাতয়তি)

রাজা। যদ্যেবমনপরাদ্ধাসি। উত্তিষ্ঠ ভদ্রে! (হস্তেন গৃহীত্বোত্থাপয়তি)॥ ১৩৭॥

বিদূ। জুজ্জদি দেবী এত্থ মাণাইদব্বা॥ ১৩৮॥

রাজা। (বিহস্য) কিসলয়মৃদোর্বিলাসিনি কঠিনে নিহিতস্য পাদপস্কন্ধে।
চরণস্য ন তে বাধা সম্প্রতি বামোরু! বামস্য॥ ১৩৯॥

(মালবিকা লজ্জাং নাটয়তি)

ইরা। অহো! বণীদকপ্পহিঅও অজ্জউত্তো॥ ১৪০॥

মাল। বউলাবলিএ! এহি, অণুচিট্‌টিদং অত্তণো ণিওঅং দেবীএ নিবেদেম্হ॥ ১৪১॥

বকু। বিণ্ণবেহি ভট্টারং বিসজ্জেহি ত্তি॥ ১৪২॥

রাজা। ভদ্রে! যাস্যসি। মম তাবদুৎপন্নাবসরমর্থিত্বং শ্রূয়তাম্‌॥ ১৪৩॥

বকু। অবহিদা সুণাহি। আণবেদু ভট্টা॥ ১৪৪॥

রাজা। ধৃতপুষ্পময়মপি জনো বধ্নাতি ন তাদৃশং চিরাৎ প্রভৃতি। স্পর্শামৃতেন পূরয় দোহদমস্যাপ্যনন্যরুচেঃ॥ ১৪৫॥

বিদূ। বকুলাবলিকে! তুমি ত সমস্ত বিষয়ই অবগত আছ,তবে কি জন্য পূজার্হা মালবিকাকে এইরূপ অভিনয়কার্য্যে নিযুক্ত কর নাই? ১৩৩॥

(মালবিকার ভয়ের অভিনয়)

নিপু। ভট্টিণি! দর্শন করুন। আর্য্য গোতম কি করিতেছেন॥ ১৩৪॥

ইরা। এমত না করিলে, এই দ্বিজাধমের কিপ্রকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে? ১৩৫॥

বকু। আর্য্য! এই ব্যক্তি দেবী ধারিণীর আদেশানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞালঙ্ঘনে ইহার কোন সামর্থ্য নাই। অতএব স্বামী প্রসন্ন হউন॥ ১৩৬॥

(মাবলিকাকে সঙ্গে লইয়া রাজার উদ্দেশে নমস্কার)

রাজা। যদি এমতই হয়, তবে তোমার কোন অপরাধ নাই; অতএব ভদ্রে! উত্থিত হও। (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উত্থাপন)॥ ১৩৭॥

বিদূ। ইহাতে দেবী ধারিণীর সম্মানাদি রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবেই যুক্তিযুক্ত॥ ১৩৮॥

রাজা। (সহাস্যে) অয়ি সুন্দরি! তোমার পল্লবতুল্য কোমল বামপদ কঠিন তরুস্কন্ধে বিন্যস্ত করিলে কি ব্যথিত হইবে না? ১৩৯॥

(মালবিকার লজ্জার অভিনয়)

ইরা। আহা! আর্য্যপুত্রের অন্তঃকরণ নবনীতের সদৃশ কোমল॥ ১৪০॥

মাল। বকুলাবলিকে! আইস, দেবীর আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে,এখন নিবেদন করিবে॥১৪১॥

বকু। স্বামীকে "বিদায় দিন বলিয়া" বিজ্ঞাপিত কর॥ ১৪২॥

রাজা। ভদ্রে! যাইবে, আমার অবসর-উচিত প্রার্থনা শ্রবণ কর॥ ১৪৩॥

বকু। অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর॥ ১৪৪॥

রাজা। আমি বহুদিন হইতে পুষ্পধারীকেও তাদৃশ বন্ধন করি না। বলিতে কি, অপর কোন ব্যক্তির প্রতিও আমার তাদৃশ ইচ্ছা নাই। অতএব স্পর্শরূপ অমৃত দিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর॥১৪৫॥

ইরা। (সহসোপসৃত্য) পূরেহি পূরেহি। অসোআ কুসুমং ণ দংসেদি। অহং কখু উণ উণ উত্তিদো এব্ব ॥ ১৪৬ ॥

(সর্ব্বে ইরাবতীং দৃষ্ট্বা সম্ভ্রান্তাঃ)

রাজা। (অপবার্য্য) বয়স্য! কা প্রতিপত্তিরত্র? ১৪৭ ॥

বিদূ। কিং অন্নং। জঙ্ঘাবলং এব্ব ॥ ১৪৮ ॥

ইরা। সাহু বউলাবলিএ! সাহু! তুএ উবকন্তং দাণিং পণ করেহি সফলপত্থনং অজ্জউত্তং ॥ ১৪৯ ॥

উভে। পসীদদু ভট্টিণী। কাম্মো বঅং ভট্টিণো পণ অপরিগ্গহস্স ॥১৫০॥ [ইতি নিষ্ক্রান্তে।

ইরা। অবিস্সসণীআ পুরিসা। অত্তণো বঞ্চণবঅণং পমাণীকরিঅ অহিক্খিত্তাএ পিঅহরণীএ হিঅঅসল্লং কিদম্। এব্বং ণ বিণ্ণাদং মএ বাহজণগিহীদচিত্তাএ অবিসঙ্কিদাএ বিঅ বিণাসোত্তি ॥ ১৫১ ॥

বিদূ। (জানান্তিকম্) ভো পরিবজ্জেহি কিংপি উত্তরং কিং ণ ভণই "উদকান্দমূলে বিমহিলে বিমহিদেণ কুম্ভীলেণ সন্ধিচ্ছেদো নিক্খিদব্বোত্তি" বত্তব্যং হোই ॥ ১৫২ ॥

রাজা। সুন্দরি! ন মে মালবিকয়া কশ্চিদর্থঃ। ময়া ত্বং চিরয়সীতি যথা কথঞ্চিদাত্মা বিনোদিতঃ॥১৫৩॥

ইরা। অবিস্সসণীআসি। ণ মএ বিণ্ণাদং ঈরিসং বিণোদবুত্তন্তং অজ্জউত্তেণ উবলদ্ধং ত্তি। অণ্ণহা দুক্খবব্বাবারিণী এত্তং ণ করোমি ॥ ১৫৪ ॥

বিদূ। মা দাব অত্তভোদো দক্খিণ্ণস্স উবরোহং করেহি সমীবদিট্ঠেণ দেবীএ পরিচারিইত্থিতা অণেন সংকহাবি জই বারীঅদি এত্থ তুমং এব্বং পমাণং ১৫৫

ইরা। (হঠাৎ নিকটে গমন পূর্ব্বক) পূরণ কর, পূরণ কর, অশোক বৃক্ষ পুষ্প প্রদর্শন করিবে না, ফল ত প্রসব করিবে? ১৪৬ ॥

(ইরাবতীকে অবলোকন করিয়া সকলের সম্ভ্রম)

রাজা। (অপবারিত হইয়া) বয়স্য। অধুনা কি করা বিধেয়? ১৪৭ ॥

বিদূ। কর্ত্তব্য আর কি আছে? এক্ষণে পলায়ন করাই উচিত। ১৪৮ ॥

ইরা। বকুলাবলিকে! সাধু! উত্তম কার্য্যেরই উপক্রম করিয়াছ। এক্ষণে আর্য্যপুত্রের প্রার্থনা সফল কর ॥ ১৪৯ ॥

উভয়ে। ভট্টিনি! আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন। স্বামীর প্রণয়-পরিহারের কোনক্রমেই আমারা উপযুক্ত পাত্র নহি। ১৫০ ॥ [উভয়ের প্রস্থান।

ইরা। পুরুষদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই। রাজা আপনার প্রতারণাবাক্যকে প্রমাণীকৃত এবং প্রেয়সীকে তজ্জন্য ভর্ৎসনা করিয়া অন্তঃকরণে শল্য খনন করিয়াছেন। আমি এমত জানিতাম না যে, ব্যাধের সঙ্গীতে দত্তচিত্তা নিঃশঙ্কিতা মৃগীর ন্যায় মালবিকা বিনষ্ট হইবে। ১৫১ ॥

বিদূ। (জনান্তিকে) অধুনা কি উত্তর দেওয়া উচিত, বুঝিয়া স্থির করুন্। দেখুন, পথিকজন-বিরহিত স্থানে চোরকে ধারণ করিলে, সে ব্যক্তি যেরূপ বলিয়া থাকে, এবংবিধ স্থলে সন্ধিচ্ছেদ শিক্ষা বিধেয়। এই হেতু আমি এখানে সন্ধি করিয়াছি। অপহরণ করিবার অভিপ্রায়ে করি নাই, এই প্রকার যুক্তিতেই কিছু বলা বিধেয় ॥ ১৫২ ॥

রাজা। সুন্দরি! মালবিকাকে আমার আর কোন আবশ্যক নাই। তোমার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া আমি যে কোন প্রকারে আত্মাকে মুগ্ধ করিতেছি ॥ ১৫৩ ॥

ইরা। (বিদূষকের প্রতি) তোমাকে প্রত্যয় হয় না। আর্য্যপুত্র যে এরূপ বিনোদ-বৃত্তান্ত উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা আমি অবগত হইতে পারি নাই। সেই কারণেই অতি দুঃখান্বিতা হইয়া এই প্রকার বলিয়াছি ॥ ১৫৪ ॥

বিদূ। মহারাজ আপনাদের সকলের প্রতি সমান অনুকূল। আপনি তাঁহার কোন ব্যাঘাতাদি করিবেন না। আপনি যদি সমীপদৃষ্ট দেবীর কোন পরিচারিকার সহিত কথোপকথনের নিষেধ করেন, তাহা হইলে তন্নিমিত্ত দোষান্বিতা হইবেন ॥ ১৫৫ ॥

ইরা। ণং সঙ্কহা ণাম হোদু কিংত্তি অত্তাণং আআসইস্সং ॥ ১৫৬ ॥

[ইতি রুষ্টা প্রস্থিতা।

রাজা। (অনুসরন্)। প্রসীদতু ভবতী ॥ ১৫৭ ॥

(ইরাবতী রশনাসন্দানিতচরণা ব্রজত্যেব)

রাজা। সুন্দরি! ন শোভতে প্রণয়িজনে নিরপেক্ষতা ॥ ১৫৮॥

ইরা। সঠ! অবিস্সণীঅোসি ॥ ১৫৯ ॥

রাজা। শঠ ইতি ময়ি তাবদস্ত তে পরিচয়বত্যধীরণা প্রিয়ে! চরণপতিতয়া ন চণ্ডি! তাং বিসৃজসি মেখলয়াপি যাচিতা ॥ ১৬০ ॥

ইরা। ইঅংপি হদাসা তুমং এব্ব অণুসরদি ॥ ১৬১ ॥

(রশনামাদায় রাজানং তাড়য়িতুমিচ্ছতি)

রাজা। বয়স্য! এষা ইরাবতী।

বাষ্পাসারা হেমকাঞ্চীগুণেন শ্রোণীবিম্বাদপ্যুপেক্ষাচ্যুতেন।
চণ্ডী চণ্ডং হন্তুমভ্যুদ্যতা মাং বিদ্যুদ্দাম্না মেঘরাজীব বিন্ধ্যম্ ॥১৬২।

ইরা। কিং এব্বং ভূয়োবি মং অববীরিহং করেহি? ১৬৩॥

রাজা। (সরশনং হস্তমবলম্বয়তি)

অপরাধিনি ময়ি দণ্ডং সংহরসি সমুদ্যতং কুটিলকেশি।
বর্দ্ধয়সি বিলাসিতং ত্বং দাসজনায়াত্র কুপ্যসি চ॥ ১৬৪ ॥

(নূনমিদানীমনুজ্ঞাতম্। ইতি পাদয়োঃ পতিতঃ)

ইরা। ণ কৃখু ইমে মালবিআএ চলনা জে দে বিসেসেণ দোহলং পূরয়িসসন্তি।॥ ১৬৫ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তা সচেটী।

ইরা। ভাল, কথোপকথনই হউক। কি নিমিত্ত আত্মাকে আয়াসযুক্ত করিব? ১৫৬ ॥

[সক্রোধে প্রস্থান।

রাজা। (ইরাবতীর পশ্চাদনুসরণ করিয়া) প্রসন্ন হউন্ ॥ ১৫৭ ॥

[কাঞ্চীবদ্ধচরণে ইরাবতীর প্রস্থান।

রাজা। সুন্দরি! প্রণয়ী ব্যক্তিতে নিরপেক্ষ ব্যবহার শোভা পায় না ॥ ১৫৮ ॥

ইরা। ধূর্ত্ত! তোমাকে আর কিছুতেই প্রত্যয় হয় না ॥ ১৫৯ ॥

রাজা। সুন্দরি! তুমি আমাকে সবিশেষ অবগত আছ। অতএব ধূর্ত্ত বলিয়া ভৎসনা কর। কিন্তু হে কোপনস্বভাবে! এই যে কাঞ্চীদাম চরণে পড়িয়া প্রার্থনা করিতেছে,তাহাকে কি কারণে তিরস্কার করিতেছ? ১৬০ ॥

ইরা। এই হতভাগা তোমারই পশ্চাদ্গমন করিতেছে ॥ ১৬১ ॥

(কাঞ্চীদাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজাকে প্রহার করিতে উদ্যুক্তা)

রাজা। বয়স্য! এই ইরাবতী আমাকে শ্রোণীবিম্ব হইতে উপেক্ষিত ও স্খলিত সুবর্ণ-রশনা দ্বারা প্রহার করিতে উদ্যুক্তা হইয়াছেন, দেখিলে জ্ঞান হয় যে, নীরদশ্রেণী যেন বিদ্যুল্লতা সহায়ে বিন্ধ্য-পর্ব্বতকে প্রহার করিবার উপক্রম করিয়াছে। ঐ দেখ, ইনি বাষ্পবারিরূপ সলিলধারা বর্ষণ করিতেছেন ॥ ১৬২ ॥

ইরা। কি? পুনঃ পুনঃ আমাকে অবজ্ঞা করিতেছ? ১৬৩॥

রাজা। (কাঞ্চী সহিত হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) অয়ি কুটিলকেশি! আমি অপরাধ করিয়াছি, তন্নিমিত্ত আমাতে উপযুক্ত দণ্ড সংহার করিয়া, বিলাসাদির উন্নতিসাধন করিতেছ ও দাস যে আমি, সেই আমার প্রতি ক্রুদ্ধা হইয়াছ ॥ ১৬৪ ॥

(নিঃসন্দেহই অধুনা অনুমতি করিয়াছ বলিয়া পতন)

ইরা। এ পদদ্বয় মালবিকার নহে যে, তোমার বিশেষরূপে মনোরথ পূর্ণ করিবে।॥ ১৬৫ ॥

[চেটীর সহিত প্রস্থান

বিদূ। বট্‌ঠেহি অকিদপ্পসাদোসি ॥ ১৬৬ ॥

রাজা। (উত্থায়েরাবতীমপশ্যন্) তং কথং গতৈব প্রিয়া ? ১৬৭ ॥

বিদূ। বঅস্‌স ! দেব্বেহিং ইমস্‌স অবিণঅস্‌স অপসারইদা। অহং সিগ্‌ঘং অপক্কমাম জাব অঙ্গার-করূসিং বিঅ অণুচ্চকং ণ করেদি ॥ ১৬৮ ॥

রাজা। অহো মদনস্য বৈষম্যম্ !

মন্যে প্রিয়াহৃতমানস্তস্যাঃ প্রণিপাতলঙ্ঘনাং সেবাম্।
এবং প্রণয়বতী সা ন হি শক্যমুপেক্ষিতুং কুপিতা ॥
তদেহি কুপিতাং দেবীং প্রসাদয়াবঃ ॥ ১৬৯ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি তৃতীয়োঽঙ্কঃ।

চতুর্থোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি পর্য্যুৎসুকো রাজা প্রতীহারী চ)

রাজা। (আত্মগতম্)

তামাশ্রিত্য শ্রুতিপথগতামাশয়া বদ্ধমূলঃ, সংপ্রাপ্তায়াং নয়নবিষয়ং রূঢ়রাগপ্রবালঃ।
হস্তস্পর্শৈঃ কুসুমিত ইব ব্যক্তরোমোদ্গমত্বাৎ, কুর্য্যাৎ কান্তং মনসিজতরুর্মাং রসজ্ঞং ফলস্য ॥ ১ ॥

(প্রকাশম্) সখে গৌতম !

প্রতী। জেদু জেদু ভট্টা। অসণ্ণিহিদো গোদমো ॥ ২ ॥

বিদূ। উত্থিত হউন্। প্রসন্না হইলেন না ? ১৬৬ ॥

রাজা। (উত্থিত হইয়া ও ইরাবতীকে দেখিতে না পাইয়া) তাহা হইলে কি প্রিয়া নিশ্চয়ই এই স্থান হইতে গমন করিয়াছেন ? ১৬৭ ॥

বিদূ। বয়স্য ! দেবগণেরা এই উপস্থিত অত্যাচার দূরীকৃত করিবেন। সম্প্রতি অঙ্গার-সমূহের ন্যায় অনুচক্র না করিলেই আমি পলায়নপর হইব ॥ ১৬৮ ॥

রাজা। আশ্চর্য্য ! কন্দর্পের কি বিপরীত ব্যবহার ! দেখ, প্রিয়ার প্রতিই আমি মন-প্রাণ সকল সমর্পণ করিয়াছি। তন্নিমিত্ত আমি প্রণাম পুরঃসর অর্চ্চনা করিলাম। কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। তাহাই একমাত্র তাঁহার প্রসন্নতা-সাধনের উপায় বলিয়া আমার মনে হইতেছে। তিনি ক্রুদ্ধা হইলেও আমার প্রণয়যুক্তা। এই কারণ, আমাকে কোনমতেই উপেক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছেন না। বয়স্য ! তবে আইস, কুপিতা দেবীকে প্রসন্না করিগে ॥ ১৬৯ ॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

(অনন্তর একান্ত পর্য্যুৎসুক রাজা ও প্রতীহারীর প্রবেশ)

রাজা। (আত্মগত) কন্দর্পরূপ পাদপ মালবিকার বচনমাত্র শ্রবণ করিয়া অগ্রে বদ্ধমূল ; অনন্তর সেই ব্যক্তি নেত্রবিষয়ে পতিত হইলে, তাঁহার অনুরাগরূপ প্রবাল সমুৎপন্ন ও অনন্তর করস্পর্শ দ্বারা লোমোদ্গম হওয়াতে, উহা যেন পুষ্পিত হইয়াছিল ; এক্ষণে উহা আমাকে স্বীয় ফলের সমস্ত অবয়বে রসান্বিত করিবে ॥ ১ ॥ (প্রকাশ্যে) সখে গৌতম !

প্রতী। ভর্ত্তা, জয়যুক্ত হউন্, জয়যুক্ত হউন্। গৌতম নিকটে নাই ॥ ২ ॥

রাজা। (আত্মগতম্) আঃ। মালবিকাবৃত্তান্তজ্ঞানায় ময়া প্রেষিতঃ ॥ ৩ ॥

(প্রবিশ্য বিদূষকঃ)

বিদূ। জেদু জেদু ভবম্ ॥ ৪ ॥

রাজা। জয়সেনে। জানীহি তাবৎ। কাসৌ দেবী ধারিণী সরুজচরণত্বাদ্বিনোদয়ত ইতি ॥ ৫ ॥

প্রতী। জং দেব আণবেদি ॥ ৬ ॥ [ইতি নিষ্ক্রান্তা।

রাজা। গৌতম ! কো বৃত্তান্তস্তত্রভবত্যাস্তে সখ্যাঃ ॥ ৭ ॥

বিদূ। যো বিড়ালগিহীদাএ পরহুদিআএ ॥ ৮ ॥

রাজা। (সবিষাদম্) কথমিব ? ৯ ॥

বিদূ। সা কৃখু তবস্সিণী তাএ পিঙ্গলকৃখাএ সারভণ্ডগে হমুহে পরিকৃখিত্তা ॥১০॥

রাজা। নন্ মৎসম্পর্কমুপলভ্য ॥ ১১ ॥

বিদূ। অধ কিং ? ১২ ॥

রাজা। ক এবং বিমুখোঽস্মাকং যেন চণ্ডীকৃতা দেবী ॥ ১৩ ॥

বিদূ। সুণাদু ভবম্। পরিব্বাজিআ মে কহেদি। ভো হিও কিল তত্তভোদী ইরাবদী রুজাঅন্ত-চলণাং দেবীং সুহং পুচ্ছিদুং আঅদা ॥ ১৪ ॥

রাজা। ততস্ততঃ ? ১৫ ॥

বিদূ। তদো সা দেবীএ পুচ্ছিদা। কিং অত্তণোবি অণলং কিদো হিঅঅজণো বল্লহোত্তি। তদো তাএ উত্তম্মন্তীএ মন্তিদম্। কুদো বা উবআরো জং পরিঅণে সংকন্তং বল্লহত্তণং জাণিস্সদিত্তি ॥ ১৬ ॥

রাজা। অহো ! নির্বেদাদৃতে মালবিকায়াময়মুপন্যাসঃ শঙ্কয়তি ॥ ১৭ ॥

রাজা। (আত্মগত) আঃ ! মালবিকার বিষয় বিদিত হইবার নিমিত্ত তাহাকে যে প্রেরণ করিয়াছি ॥ ৩ ॥

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। আপনি জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন্ ॥ ৪ ॥

রাজা। (প্রতীহারীর প্রতি) জয়সেনে ! দেবী ধারিণী চরণদ্বয়ে আঘাত প্রাপ্ত হওয়াতে এক্ষণে কোন্ স্থানে আমোদ-প্রমোদ করিতেছেন, ইহা জ্ঞাত হইয়া আইস ॥ ৫ ॥

প্রতী। যে আজ্ঞা মহারাজ। ৬ ॥

[ইহা বলিয়া প্রস্থান।

রাজা। গৌতম ! সেই পূজনীয়া তোমার সখী মালবিকার বৃত্তান্ত কি ? ৭ ॥

বিদূ। মার্জ্জার কর্তৃক আক্রান্ত হইলে কোকিলার যেরূপ হয়, তাঁহারও সেইরূপ হইয়াছে ॥ ৮ ॥

রাজা। (বিষাদের সহিত) তাহা কিরূপ ? ৯ ॥

বিদূ। তপস্বিনী মালবিকা সেই পিঙ্গলনয়না কর্ত্তৃক সারভাণ্ডগৃহাভিমুখে নিক্ষিপ্তা হইয়াছেন ॥১০॥

রাজা। নিঃসন্দেহই আমার কোন সম্পর্ক ধরিয়া ॥ ১১ ॥

বিদূ। তাহা না ত আর কি ? ১২ ॥

রাজা। কে আমাদিগের প্রতি এরূপ প্রতিকূলাচরণ করিয়া দেবীর রোষানল সমুৎপাদিত করিল ? ১৩ ॥

বিদূ। শ্রবণ করুন্। পরিব্রাজিকা আমাকে বলিয়াছেন, গত কল্য দেবীর পদে আঘাত লাগিয়াছিল, পূজনীয়া ইরাবতী, ভাল হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

রাজা। তাহার পর, তাহার পর ? ১৫ ॥

বিদূ। পরে দেবী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহাকে আন্তরিক প্রীতি করা যায়, ভূষণবিরহিত হইলে সে কি আত্মার প্রিয় হইয়া থাকে না ? তখন ইরাবতী ক্লিষ্টচিত্তে বলিলেন, কোথায় বা ভূষণাদি, যাহা আত্মীয়জনে সমাক্রান্ত হইতে বল্লভ তাহা বিদিত হইতে পারে ॥ ১৬ ॥

রাজা। অহো ! মালবিকা সম্বন্ধে ইরাবতীর এই প্রকার অসন্তোষমূলক প্রস্তাব সেই মালবিকারই ভীতির উদ্ভাবন করিতেছে ॥ ১৭ ॥

বিদূ। তদো তাএ অণুবন্ধিজ্জমাণাএ ভবদো অবিণঅং তন্তরেণ পরিগদত্থাকিদা॥ ১৮॥

রাজা। অহো! দীর্ঘরোষতা তত্রভবত্যাঃ। অতঃপরং কথয়॥ ১৯॥

বিদূ। কিং অবরম্। মালবিআ বউলাবলিআ অ ণিগলপদীও অদিট্ঠসুজ্জপাআ পাআলবাসং ণাগকন্নআ বিঅ অণুহবান্ত॥ ২০॥

রাজা। কষ্টং কষ্টম্।

মধুরস্বরা পরভৃতা ভ্রমরী চ বিবুদ্ধচূতসঙ্গিন্যৌ।
কোটরমকালবৃষ্ট্যা প্রবলপুরোবাতয়া গমিতে॥

অপ্যত্র কস্যচিদুপক্রমস্য গতিঃ স্যাৎ॥ ২১॥

বিদূ। কহং ভবিস্সদি। জং সারভাণ্ডগিব্বাবারিদমালবিআ দেবীএ সংদিট্ঠা। মম অঙ্গুলীঅমুদ্দিঅ অদেক্খিঅ ণ মোত্তব্বা তুএ হদাসা মালবিআ বউলাবলিআ চেত্তি॥ ২২॥

রাজা। (নিঃশ্বস্য সপরামর্শম্) সখে! কিমত্র কর্ত্তব্যম্? ২৩॥

বিদূ। (বিচিন্ত্য) অত্থি এত্থ উবাও॥ ২৪॥

রাজা। ক ইব? ২৫॥

বিদূ। (সদৃষ্টিক্ষেপম্) কোবি অদিট্ঠো সুণিস্সদি। কণে দে কহেমি। (উপশ্লিষ্য) এব্বং বিঅ। (ইত্যাবেদয়তি)॥ ২৬॥

রাজা। (সহর্ষম্) অনুষ্ঠেয়ং প্রযুজ্যতাং সিদ্ধয়ে॥ ২৭॥

(ততঃ প্রবিশতি প্রতীহারী)

প্রতী। দেব! পবাদসঅণে দেবী ণিসণ্ণা। রক্তচন্দণবারিণা পরিঅণহত্থগদেণ চন্দণেণ ভঅবদীএ বিণোদীঅমাণা কহাহিং চিট্ঠদি॥ ২৮॥

বিদূ। পরে দেবী নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে বারংবার উপরোধ করিলে ইরাবতী আপনার অবিনয়ই যে এই প্রকার ভূষণাদি না ধারণ করিবার কারণ, তাহা তাঁহাকে জ্ঞাত করাইলেন॥ ১৮॥

রাজা। অহো! তবে দেবী অত্যন্ত রোষান্বিতা হইয়াছেন? ইহার পর কি হইল, তাহা নির্দ্দেশ কর॥ ১৯॥

বিদূ। কি করিব! মালবিকা ও বকুলাবলিকা পরস্পর একণে শৃঙ্খলবদ্ধা ও অসূর্য্যাম্পশ্যা হইয়াও নাগকন্যাদয়ের ন্যায় পাতালবাস অনুভব করিয়াছেন॥ ২০॥

রাজা। কষ্টের উপর কষ্ট! মধুরবাদিনী কোকিলা এবং ভ্রমরী উভয়ে যেন প্রস্ফুটিত রসাল পাদপের সংসর্গে অবস্থান করিত। অধুনা প্রবল পুরোবায়ু-সহকৃত অকালবৃষ্টি তাহাদিগকে কোটরের মধ্যে প্রবেশিত করিয়াছে। এ বিষয়ে কি কোনরূপ উপক্রম সম্ভবিত হইতে পারে? ২১॥

বিদূ। কি প্রকার হইবে? যেহেতু, দেবী সারভাণ্ড-গৃহ-রক্ষিণীকে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমার অঙ্গুরীয়ক-মুদ্রা না দেখিয়া, তুমি হতাশা মালবিকা এবং বকুলাবলিকাকে মুক্ত করিবে না॥ ২২॥

রাজা। (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পরামর্শপূর্ব্বক) সখে! এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য? ২৩॥

বিদূ। (সবিশেষ চিন্তাপূর্ব্বক) এ বিষয়ের উপায় আছে॥ ২৪॥

রাজা। কি প্রকার? ২৫॥

বিদূ। (দৃষ্টিক্ষেপ পূর্ব্বক) কোন লোক হয় ত অদৃষ্টভাবে অবস্থিতি করিয়া শ্রবণ করিতে পাইবে; অতএব তোমার কর্ণে বলিব। (কর্ণের কাছে আগমন করিয়া) এই প্রকার, (এই কথা বলিয়া নিবেদন)॥ ২৬॥

রাজা। কার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত অনুষ্ঠেয় প্রয়োগ কর॥ ২৭॥

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী। দেব! দেবী প্রবাতশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। ভগবতী পরিব্রাজিকা রক্তচন্দনের জল ও পরিজনদিগের হস্তগত চন্দন দ্বারা তাঁহাকে আমোদিত এবং পরস্পরে কথোপকথন করিতেছেন॥ ২৮॥

রাজা। তস্মাদস্মৎপ্রয়াণযোগ্যোঽয়মবসরঃ ॥ ২৯ ॥
বিদূ। ভো গচ্ছদু ভবম্। অহংপি দেবীং পেক্‌খিদুং অরিত্তপাণী হুবিস্‌সম্ ॥৩০॥
রাজা। জয়সেনায়াস্তাবৎ সংবিদিতং গচ্ছ ॥ ৩১ ॥
বিদূ। তহ (কর্ণে) এব্বং বিঅ হোদি ॥ ৩২ ॥ [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ
রাজা। জয়সেনে! প্রবাতশয়নমার্গমাদেশয় ॥ ৩৩ ॥
প্রতী। ইদো ইদো দেবো ॥ ৩৪ ॥

(ততঃ প্রবিশতি শয়নস্থা দেবী পরিব্রাজিকা বিভবতশ্চ পরিবারঃ)

দেবী। ভঅবদি! রমণীআ কহা। তদো তদো? ৩৫ ॥
পরি। (সদৃষ্টিক্ষেপম্) অতঃ পুনঃ কথয়িষ্যামি অত্রভবান্ বিদিশেশ্বরঃ প্রাপ্তঃ ॥ ৩৬ ॥
দেবী। অম্মো ভট্টা। (ইত্যুত্থাতুমিচ্ছতি) ॥ ৩৭ ॥
রাজা। অলমলমুপচারযন্ত্রণয়া ॥ ৩৮ ॥

অনুচিতনূপুরবিরহং নার্হসি তপনীয়পীঠিকালম্বি।
চরণং রুজাপরীতং কলভাষিণি! মাং চ পীড়য়িতুম্ ॥ ৩৯ ॥

ধারি। জেদু জেদু অজ্জউত্তো ॥ ৪০ ॥
পরি। বিজয়তাং দেবঃ ॥ ৪১ ॥
রাজা (পরিব্রাজিকাং প্রণম্যোপবিশ্য চ) দেবি! অপি সহ্যা বেদনা? ৪২ ॥
ধারি। অত্থি মে বিসেসো ॥ ৪৩ ॥

রাজা। অতএব এই আমাদের প্রস্থানোচিত সময় ॥ ২৯ ॥
বিদ। আপনিও গমন করুন্। আমিও দেবীকে অবলোকন করিবার নিমিত্ত অরিক্তহস্ত হইব॥৩০
রাজা। জয়সেনাকে জানাইয়া গমন করি ॥ ৩১ ॥
বিদ্। আচ্ছা, তাহাই করিব। (কর্ণে) এইরূপ হইবে ॥ ৩২ ॥

[এই কথা বলিয়া প্রস্থান।

রাজা। জয়সেনে! প্রবাতশয়নের পথ দেখাইয়া দেও ॥ ৩৩ ॥
প্রতী। মহারাজ! এই দিকে, এই দিকে ॥ ৩৪ ॥

(অনন্তর শয়নস্থিতা দেবী, পরিব্রাজিকা ও রাজার পরিজনদিগের প্রবেশ)

দেবী। ভগবতি! অতি মনোহর বচন। তার পর, তার পর? ৩৫ ॥
পরি। (সদৃষ্টিক্ষেপে) ইহার পর আবার পুনর্ব্বার বলিব। পূজনীয় মহারাজ বিদিশেশ্বর উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৩৬ ॥
দেবী।। আহা! আমাদিগের ভর্ত্তা আসিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

(ইহা বলিয়া উঠিতে উদ্যত)

রাজা। উপচার-যন্ত্রণায় আর কোন আবশ্যক নাই। তোমার পদদ্বয়ে নূপুর-বিরহ শোভা পায় না। উহা এখন বেদনাবশে সুবর্ণপীঠিকায় বিন্যস্ত হইয়াছে। অয়ি মধুরবাদিনি! গাত্রোত্থান করিয়া, এই উপস্থিত যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট যে চরণ এবং তদ্দর্শনে ব্যথিত যে আমি, আমাকে আর পুনঃ পুনঃ পীড়িত করিও না ॥ ৩৮-৩৯ ॥
ধারিণী। আর্য্যপুত্র! জয়যুক্ত হউন্, জয়যুক্ত হউন্ ॥ ৪০ ॥
পরি। সর্ব্বপ্রকারেই মহারাজ জয়যুক্ত হউন্ ॥ ৪১ ॥
রাজা। (পরিব্রাজিকাকে নমস্কার ও উপবেশন করিয়া) দেবি! আপনার যন্ত্রণা সহ্য হইয়াছে?৪২॥
ধারিণী। কিঞ্চিৎ বিশেষ বটে ॥ ৪৩ ॥

(ততঃ প্রবিশতি যজ্ঞোপবীতসংবীতাঙ্গুষ্ঠঃ সংভ্রান্তো বিদূষকঃ)

বিদূ। পরিত্তাঅদু পরিত্তাঅদু ভবম্। সপ্পেণম্হি দট্ঠো॥ ৪৪ ॥

(সর্ব্বে বিষণ্ণাঃ।)

রাজা। কষ্টং কষ্টম্! ক ভবান্ পরিভ্রান্তঃ॥ ৪৫ ॥

বিদূ। দেবীং দেক্খিস্সংত্তি আআরপুপ্ফকারণাদো পমদবণং গদোম্হি॥ ৪৬॥

ধারি। হদ্ধী হদ্ধী অহং জেব্ব জীবিদসংসঅণিমিত্তং জাদা বম্হণস্স॥ ৪৭॥

বিদূ। তহিং অসোঅথবপুপ্ফকারণাদো পসারিদো দক্খিণহত্থো। তদো কোডরবিণিগ্গদেন সপ্পরূবিণা কালেণ দংশিদোম্হি। ণং এদাণি দুবে দংসণপদাণি। (ইতি দর্শয়তি) ॥ ৪৮ ॥

পরি। ছেদো দংশস্য দাহো বা ক্ষতস্য রক্তমোক্ষণম্। এতানি দষ্টমাত্রাণামায়ুষ্যাঃ প্রতিপত্তয়ঃ ॥৪৯॥

(সংপ্রতি বিষবৈদ্যানাং কর্ম্ম)

রাজা। জয়সেনে! ধ্রুবসিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রমাহূয়তাম্॥ ৫০ ॥

প্রতী। জং দেবো আণবেদি॥ ৫১ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তা ;

বিদূ। অহো! পাপেণ মিচ্চুণা গিহীদোম্হি॥ ৫২ ॥

রাজা। মা কাতরো ভূঃ। অবিষোঽপি কদাচিদ্দংশো ভবেৎ॥ ৫৩॥

বিদ। কহং ণ ভাইস্সম্। সিমিসিমায়ন্তি মে অঙ্গাইম্॥ ৫৪॥

(ইতি বিষবেগং রূপয়তি)

ধারি। হা হা দংসিদং বিআরেণ অবলম্বধ ব্রহ্মণম্॥ ৫৫।

(পরিব্রাজিকা সসংভ্রমবলম্বতে)

(অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা যজ্ঞসূত্র ধারণপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। মহারাজ! পরিত্রাণ করুন, পরিত্রাণ করুন। আমি সর্পকর্ত্তৃক দষ্ট হইয়াছি॥ ৪৪ ॥

(সকলেই বিষণ্ণ হইলেন)

রাজা। আহা! কি কষ্ট! তুমি কোথায় ভ্রমণ করিতেছিলে? ৪৫ ।

বিদূ। দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আচারকুসুম সংগ্রহ করিবার কারণ প্রমোদকাননে উপস্থিত হইয়াছিলাম॥ ৪৬॥

ধারিণী। হা ধিক্! হা ধিক্! আমিই এই ব্রাহ্মণের জীবননাশের নিমিত্তভাগী হইলাম॥ ৪৭॥

বিদূ। প্রমোদকাননে অশোক-কুসুমের নিমিত্ত দক্ষিণ হস্ত বিস্তারিত করিলে ভুজঙ্গরূপী কাল কোটর হইতে নির্গত হইয়া আমাকে দংশন করিল, এই দেখুন দংশনচিহ্ন। (এই কথা বলিয়া চিহ্ন দেখাইতে লাগিলেন) ॥ ৪৮ ॥

পরিব্রাজিকা। দষ্ট স্থানের ছেদন, দাহন অথবা ক্ষত স্থানের শোণিত-মোক্ষণ, এই সমস্ত ব্যাপারই দষ্ট ব্যক্তির জীবনরক্ষার প্রধান উপায় বলিয়া জানিবে॥ ৪৯॥

(সম্প্রতি বিষচিকিৎসকের কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে)

রাজা। জয়সেনে! ধ্রুবসিদ্ধিকে সত্বর আহ্বান কর॥ ৫০॥

প্রতী। যে আজ্ঞা মহারাজ! ৫১॥

[ইহা বলিয়া নিষ্ক্রমণ।

বিদূ। অহো! পাপমৃত্যু যে আমাকে গ্রহণ করিল॥ ৫২॥

রাজা। কাতর হইও না। সময়বিশেষে দংশন করিলে নির্ব্বিষও হইয়া থাকে॥ ৫৩॥

বিদূ। কি হেতু ভয় করিব না? আমার শরীর উত্তরোত্তর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। (এই কথা বলিয়া বিষবেগের অভিনয়) ॥ ৫৪ ॥

ধারিণী। হা, হা! এ যে দেখিতেছি, সাক্ষাৎ বিকার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণকে তোমারা সকলে ধারণ কর॥ ৫৫ ॥ (পরিব্রাজিকার সম্ভ্রমের সহিত ধারণ)

বিদূ। (রাজানমবলোক্য) ভো ! বালপিঅবঅসসোহ্মি তুএ। অবিআরেণ অপুত্তাএ জণণীএ জোগক্খেমং বহেহি ॥ ৫৬॥

রাজা। মা ভৈষীঃ। অচিরাৎ ত্বাং বৈদ্যশ্চিকিৎসিষ্যতি। স্থিরো ভব ॥ ৫৭ ॥

(প্রবিশ্য জয়সেনা)

জয়। আণবিদো ধুবসিদ্ধী বিণ্ণবেদি। ইহ জেব্ব গোদমো আণীঅদুত্তি ॥ ৫৮ ॥

রাজা। তেন হি বর্ষবর প্রতিগৃহীতমেব তত্রভবতঃ সকাশং প্রাপয় ॥ ৫৯ ॥

জয়। তহা ॥ ৬০ ॥

বিদূ। (দেবীং বিলোক্য) ভোদি ! জীবেঅং ণ বা জং মএ তত্তভবন্তং সেবমাণেণ দে অবরদ্ধং তং মরিসেহি ॥ ৬১ ॥

ধারি। দীহাউসো হোহি ॥ ৬২ ॥

[নিষ্ক্রান্তো বিদূষকঃ প্রতীহারী চ।

রাজা। প্রকৃতিভীরুস্তপস্বী ধ্রুবসিদ্ধেরপি যথার্থনাম্নঃ সিদ্ধিং ন মন্যতে ॥ ৬৩ ॥

(প্রবিশ্য জয়সেনা)

জেদু জেদু ভট্টা ! ধুবসিদ্ধী বিণ্ণবেদো। উদকুম্ভবিধাণেণ সপ্পমুদ্দিআ কপ্পিদব্বা। তা অন্নেসীঅদুত্তি ॥৬৪॥

ধারি। এদং সপ্পমুদ্দঅং অঙ্গুলীঅঅম্। পচ্ছা মহ হত্থে দেহি ণম্ ॥ ৬৫ ॥

রাজা। জয়সেনে ! কর্ম্মসিদ্ধাবাশু প্রতিপত্তিমানয় ॥ ৬৬॥

বিদূ। (রাজাকে দর্শন করিয়া) আপনি আমার বাল্যাবস্থার সখা। অবিকৃত অন্তঃকরণে অন্যসন্তান-বিহীন আমার জননীর যোগক্ষেম বিধান করিবেন ॥ ৫৬ ॥

রাজা। ভয় নাই। সত্বরই চিকিৎসক আগমনপূর্ব্বক তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থাদি করিবেন। স্থির হও ॥ ৫৭ ॥

(জয়সেনার প্রবেশ)

জয়। ধ্রুবসিদ্ধি মহারাজের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া জানাইয়াছে যে, গৌতমকে এস্থানে আনয়ন কর ॥ ৫৮ ॥

রাজা। আচ্ছা, কঞ্চুকীর দ্বারা এই ব্যক্তিকে ধারণ করিয়া তাহার নিকট লইয়া যাও ॥ ৫৯ ॥

জয়। তাহাই ॥ ৬০ ॥

বিদূ। (দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) ভগবতি ! বাঁচি কি না বাঁচি, মহারাজের শুশ্রূষা করিতে যাইয়া আপনার সন্নিধানে যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা মার্জ্জনা করুন্ ॥ ৬১ ॥

ধারি। আপনি দীর্ঘজীবন লাভ করুন্ ॥ ৬২ ॥

[বিদূষক ও প্রাতীহারীর নিক্রমণ।

রাজা। স্বভাবতঃ ভয়শীল গৌতম, সার্থকনামা ধ্রুবসিদ্ধি হইতেও সিদ্ধিলাভের প্রত্যাশা করে না ॥ ৬৩ ॥

(জয়সেনার প্রবেশ)

জয়। ভর্ত্তার জয় হউক্, জয় হউক্, ধ্রুবসিদ্ধি জানাইয়াছে, জলকুম্ভবিধানানুসারে সর্পমুদ্রিকা কল্পনা করিতে হইবে। অতএব তাহার অন্বেষণ কর ॥ ৬৪ ॥

ধারি। আমার এই অঙ্গুরীয়টা সর্পমুদ্রিকা-বিশিষ্ট, ইহা গ্রহণ কর, পশ্চাৎ আমার হস্তে ইহা প্রদান করিও ॥ ৬৫ ॥

রাজা। জয়সেনে ! কার্য্যোদ্ধার হইলে সত্বর ইহা মহারাণীর হস্তে আনিয়া দিও॥ ৬৬ ॥

জয়। জং দেবো আণবেদি ॥ ৬৭ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তা।

পরি। যথা হৃদয়মাচষ্টে তথা নির্ব্বিষো গৌতমঃ ॥ ৬৮ ॥

রাজা। ভূয়াদেবম্ ॥ ৬৯ ॥

(প্রবিশ্য জয়সেনা)

জয়। জেদু জেদু ভট্টা! নিব্বুত্তবিষবেগো গোদমো মুহুত্তেণ পকিদিত্তো সংবুত্তো ॥ ৭০ ॥

ধারি। দিট্‌টিআ বচণীআদো মুত্তম্হি ॥ ৭১ ॥

প্রতী। এসো উণ বাহতএো অমচ্চো বিণ্ণবেদি। রাঅকজ্জং বহু মন্তিদব্বম্। দংসণেণ অণগ্গহং ইচ্ছামি ত্তি ॥ ৭২ ॥

ধারি। গচ্ছদু অজ্জউত্তো কজ্জসিদ্ধীএ ॥ ৭৩ ॥

রাজা। দেবি! আতপাক্রান্তোঽয়মুদ্দেশঃ শীতক্রিয়া চাস্যা রুজঃ প্রশস্তা। তদন্যত্র নীয়তাং শয়নীয়ম্ ॥ ৭৪ ॥

ধারি। পালিআ! অজ্জউত্তবঅণং অণুচিট্‌ঠধ ॥ ৭৫

(পরিজনস্তথা প্রক্রান্তঃ)

[নিষ্ক্রান্তা দেবী পরিব্রাজিকা পরিজনশ্চ।

রাজা। জয়সেনে! গূঢেন পথা প্রমোদবনং প্রাপয় ॥ ৭৬ ॥

জয়। এদু এদু দেবো ॥ ৭৭ ॥

রাজা। জয়সেনে! নন্ সমাপ্তকামো গৌতমঃ? ৭৮

জয়। অধ ইম? ৭৯ ॥

জয়। যে আজ্ঞা মহারাজ ॥ ৬৭ ॥

[ইহা বলিয়া নিষ্ক্রমণ।

পরি। আমার অন্তঃকরণে যেরূপ ধারণা হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে, গৌতম নির্বিষ হইবেন ॥ ৬৮ ॥

রাজা। তাহাই হউক ॥ ৬৯ ॥

(জয়সেনার প্রবেশ)

জয়। ভর্ত্তা জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন। গৌতমের বিষবেগ নিবৃত্তি এবং মুহূর্তকালের মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন ॥ ৭০

ধারি। অদ্য আমি সৌভাগ্যক্রমেই অপবাদ হইতে বিমুক্ত হইলাম ॥ ৭১

প্রতী। বাহক অমাত্য বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে, বহুবিধ রাজকার্য্যের পরামর্শ করিবার বিষয় আছে। সেই কারণেই মহারাজের সন্দর্শনলাভে অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। ৭২ ॥

ধারি। আর্য্যপুত্র! কার্য্যোদ্ধারের জন্য সত্বর প্রস্থান করুন ॥ ৭৩ ॥

রাজা। দেবি! এই স্থান অতিশয় রৌদ্রযুক্ত হইয়াছে, এদিকে যন্ত্রণা যে প্রকার, তাহাতে শৈত্যক্রিয়াই প্রশস্ত। অতএব শয্যা স্থানান্তরিত করা হউক ॥ ৭৪ ॥

ধারি। দাসীগণ! তোমরা আর্য্যপুত্রের ব্যবস্থানুসারে কার্য্য কর ॥ ৭৫ ॥

(পরিজনগণের তদনুযায়িক অনুষ্ঠান)

[দেবী, পরিব্রাজিকা ও পরিজনবর্গের নিষ্ক্রমণ।

রাজা। জয়সেনে! গুপ্তপথে প্রমোদ-কাননে লইয়া যাও ॥ ৭৬ ॥

জয়। আসুন, আসুন, মহারাজ ॥ ৭৭ ॥

রাজা। জয়সেনে! গৌতমের কামনা সম্পূর্ণ হইয়াছে? ৭৮ ॥

জয়। হইয়াছে বৈ কি ॥ ৭৯ ॥

রাজা। ইষ্টাধিগমনিমিত্তং প্রয়োগমেকান্তসাধ্যমপি মত্বা। সন্দিগ্ধমেব সিদ্ধৌ কাতরমাশঙ্কতে চেতঃ॥ ৮০ ॥

(প্রবিশ্য বিদূষকঃ)

বিদূ। জেদু জেদু ভবম্। সিদ্ধাণি দে মঙ্গলকম্মাণি॥ ৮১ ॥

রাজা। জয়সেনে! ত্বমপি নিয়োগমশূন্যং কুরু ॥ ৮২ ॥

জয়। জং দেবো আণবেদি ॥ ৮৩ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তা।

রাজা। গৌতম! ক্ষুদ্রা মালবিকা ন খলু কিঞ্চিদ্বিচারিতমনয়া॥ ৮৪ ॥

বিদূ। দেবীএ অঙ্গুলীঅমুদ্দিঅং দেক্খিঅ কহং বিআরেদি॥ ৮৫ ॥

রাজা। ন খলু মুদ্রামধিকৃত্য ব্রবীমি। তয়োর্দ্বয়োঃ কিং নিমিত্তো মোক্ষঃ কিং বা দেব্যা পরিজন-মতিক্রম্য ভবান্ সন্দিষ্ট ইত্যেব তয়া প্রষ্টব্যম্॥ ৮৬॥

বিদূ। ণং পুচ্ছিদোহ্মি। মন্দস্সবি পুণো মে তহ পচ্চু পপণ্ণং উত্তরং আসি।। ৮৭ ॥

রাজা। কথ্যতাম্॥ ৮৮ ॥

বিদূ। ভণিদং মএ। দেব্বচিন্তএহিং বিণ্ণাবিদো রাআ সোবসগ্গং বো ণক্খত্তম্। তা অবস্সং সব্ব বন্ধমোক্খো করীঅদুত্তি॥ ৮৯ ॥

রাজা। (সহর্ষম্) ততস্ততঃ? ৯০ ॥

বিদূ। তং সুণিঅ দেবীএ ইরাবদীএ রক্খন্তীএ "রাআ কিল মোঅঅদি ত্তি" অহং সংদিট্টোত্তি। তদো জুজ্জদি ত্তি তাএ সম্বাদিদো অথো ॥ ৯১ ॥

রাজা। অভিলষিত বিষয়ের প্রাপ্তি নিমিত্ত প্রয়োজিত উপায় দ্বারা একান্ত সাধ্য হইলেও তদ্দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইবে কি না সন্দেহ করিয়া চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে॥ ৮০ ॥

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। আপনার জয় হউক্, জয় হউক্, আপনার মঙ্গলকর্ম্ম সমস্ত সিদ্ধ হইাছে? ৮১ ॥

রাজা। জয়সেনে! তুমি সম্প্রতি আদেশ প্রতিপালন কর॥ ৮২ ॥

জয়। যে আজ্ঞা মহারাজ॥ ৮৩ ॥

[এই কথা বলিয়া প্রস্থান।

রাজা। গৌতম! মালবিকার বুদ্ধিবৃত্তি অতি সামান্য। আমার বোধ হয়, সেই কারণেই কোন প্রকার বিচার করিল না॥ ৮৪ ॥

বিদূ। দেবীর অঙ্গুরীয়-মুদ্রিকা অবলোকন করিয়া কি প্রকার বিচার করিবে? ৮৫ ॥

রাজা। আমি মুদ্রা সম্বন্ধে বলিতেছি না। তাহাদিগের দুইজনেরই বা কি কারণে মোচন ও দেবীই বা কি হেতু পরিজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেন তোমাকে অনুমতি দিলেন, তাহার এ বিষয় জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল॥ ৮৬ ॥

বিদূ। জিজ্ঞাসা করিয়াছিল বৈ কি, কিন্তু আমি অতি মূঢ় হইলেও প্রত্যুৎপন্ন উত্তর প্রদান করিয়াছিলাম॥ ৮৭ ॥

রাজা। আচ্ছা, বল॥ ৮৮ ॥

বিদূ। আমি এ বিষয়ে বলিয়াছিলাম, দৈবজ্ঞেরা রাজাকে জানাইয়াছিল যে, এ বৎসর গ্রহনক্ষত্রাদি অতিশয় মন্দ হইয়াছে, তা অবশ্যই যাহাতে শুভ হয়, তদ্বিষয়ের উপায় চিন্তা করা একান্ত কর্ত্তব্য॥৮৯॥

রাজা। (হর্ষের সহিত) তার পর, তার পর? ৯০ ॥

বিদূ। তাহা শ্রবণ করিয়া "ইরাবতীর চিত্তরক্ষণ করা উচিত" রাজা এই কথা বলিয়াছিলেন, ইহাই আমি আদিষ্ট হইয়াছি॥ ৯১ ॥

রাজা। (বিদূষকং পরিষজ্য) সখে! প্রিয়োঽহং খলু তব। তথাহি—
ন হি বুদ্ধিগুণেনৈব সুহৃদামর্থদর্শনম্। কার্য্যসিদ্ধিপথঃ সূক্ষ্মঃ স্নেহেনাপ্যুপলভ্যতে॥ ৯২॥
বিদূ। তুবরদু ভবম্। সমুদ্দগেহকে সহীসহিদং মালবিঅং ঠাবিঅ ভবন্তং পচ্চুগ্গদোহ্মি॥ ৯৩॥
রাজা। অহমেনাং সম্ভাবয়ামি। গচ্ছাগ্রতঃ॥ ৯৪॥
বিদূ। এদু এদু ভবম্। (পরিক্রম্য) এদং সমুদ্দগেহকম্॥ ৯৫॥
রাজা। (সাশঙ্কম্) বয়স্য! এষা কুসুমাবচয়ব্যগ্রহস্তা সখ্যাস্তে ইরাবত্যাঃ পরিচারিকা চন্দ্রিকা সন্নিকৃষ্টমাগচ্ছতি। ইতস্তাবদাবাং ভিত্তিগূঢ়ৌ ভবাবঃ॥ ৯৬॥
বিদূ। অহো কুম্ভীরএহিং কামুএহিং চ পরিহরণীআ চন্দিআ॥৯৭॥

(উভৌ যথাসমর্থিতং কুরুতঃ)

রাজা। কথং নু তে সখী মাং প্রতিপালয়তি। এহ্যেনাং গবাক্ষমাশ্রিত্য যাবদবলোকয়ামি॥ ৯৮॥
বিদূ। তহা॥ ৯৯॥

(উভৌ বিলোকয়ন্তৌ)

(ততঃ প্রবিশতি মালবিকা বকুলাবলিকা চ)

বকু। সহি! পণম ভট্টারম্॥ ১০০॥
মাল। ণমো দে জো পাসাদো পিট্‌ঠদো পেক্‌খীঅদি॥ ১০১॥
রাজা। শঙ্কে মে প্রতিকৃতিং নির্দ্দিশতি॥ ১০২॥
মাল। (সহর্ষং দ্বারমবলোক্য) হলা! বিপ্পলম্ভোসি॥ ১০৩॥

রাজা। (বিদূষককে আলিঙ্গন করিয়া) সখে! আমি তোমার একান্ত প্রিয়পাত্র হইলাম। তথাহি—সুহৃদ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিপ্রভাবেই যে অর্থাবলোকন হয়, তাহা মনে করিও না, কিন্তু বাৎসল্য বশতঃই অভীষ্টসিদ্ধির উপায় উপলব্ধ হইয়া থাকে॥ ৯২॥
বিদূ। আপনি ত্বরান্বিত হউন্। সমুদ্রগৃহে সখীসহিত মালবিকাকে সংস্থাপিত করিয়া আপনার প্রত্যুদ্গমন করি॥ ৯৩॥
রাজা। আমিই মালবিকাকে সম্মানিত করি, তুমি অগ্রে গমন কর॥ ৯৪॥
বিদূ। আপনি এই দিকে আসুন, এই দিকে আসুন। (পরিক্রমণপূর্ব্বক) এই সমুদ্র-গৃহ॥ ৯৫॥
রাজা। (শঙ্কিত হইয়া) পুষ্পচয়নে ব্যগ্রহস্তা তোমার সখী ইরাবতীর পরিচারিকা চন্দ্রিকা আমাদিগের অভিমুখে আসিতেছে। আইস, আমরা উভয়ে এই স্থানে লুক্কায়িত হইয়া থাকি॥ ৯৬॥
বিদূ। অহো! কুম্ভীলক (তস্কর) এবং কামুক ব্যক্তি কর্ত্তৃকই চন্দ্রিকা অপহৃতা হইয়া থাকে॥৯৭॥

(উভয়ে সমর্থানুযায়ী কর্ম্ম করিতে লাগিলেন)

রাজা। বয়স্য! তোমার সখী আমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। আইস, আমরা গবাক্ষপ্রদেশ অবলম্বন করিয়া ইহাঁকে অবলোকন করি॥ ৯৮
বিদূ। হাঁ, তাহাই হউক্॥ ৯৯॥

(উভয়েই অবলোকন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন)

(অনন্তর মালবিকা ও বকুলাবলিকার প্রবেশ)

বকু। সখি! ভর্ত্তাকে অভিবাদন কর॥ ১০০॥
মাল। অগ্রে এবং পশ্চাতে যাঁহাদিগকে সন্দর্শন করিতেছি, তাঁহাদিগের চরণে নমস্কার॥ ১০১॥
রাজা। আমারই আকৃতি লক্ষ্য করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে, অতএব বড়ই শঙ্কিত হইতেছি॥১০২॥
মাল। (সহর্ষে দ্বারের দিকে অবলোকন করিয়া) হলা! সখী হইয়া তুমি আমাকে প্রতারিত করিতেছ? ১০৩॥

রাজা। (হর্ষবিষাদাভ্যাম্) অত্রভবতোঃ প্রীতোঽস্মি ।
সূর্য্যোদয়ে ভবতি যা সূর্য্যাস্তময়ে চ পুণ্ডরীকস্য ।
বদনেন সুবদনায়াস্তে সমবস্থে ক্ষণাদূঢ়ে ॥
বকু। ণং এস চিত্তগদো ভট্টা চিট্ঠদি ॥ ১০৪ ॥
উভে। (প্রণিপত্য) জেদু জেদু ভট্টা ॥ ১০৫ ॥
মাল। তহিং সংভমে ট্ঠিদা ভট্টণো রূবস্সণ তহ বিত্তিণ্হম্হি জহ অজ্জ মএ ভাবিদো অবিতিণহ-দংসণো ভট্টা ॥ ১০৬ ॥
বিদূ। সুদং ভবদা। ণং কিং অত্তভোদী তুএ জহ দিট্টা তহ ণং দিঠ্ঠো ভবম্। মুধা দাণি, মঞ্জুসাবিঅ অঅণ ভাণ্ডং জোব্বণগব্বং বহেসি ॥ ১০৭ ॥
রাজা। সখে! কুতূহলবানপি নিসর্গশালীনঃ স্ত্রীজনঃ। পশ্য—
কার্ৎস্ন্যেন নির্ব্বর্ণয়িতুং চ রূপমিচ্ছন্তি তৎপূর্ব্বসমাগমানাম্।
ন তু প্রিয়েষ্বায়তলোচনানাং সমগ্রবৃত্তীনি বিলোচনানি ॥ ১০৮ ॥
মাল। হলা! কা এসা? পাসপরিবত্তিদবঅণেণ ভট্টিণা সিণিদ্ধাএ দিট্ঠীএ ণিজ্ঝাঅদি ॥ ১০৯ ॥
বকু। ণং ইঅং পাসগদা ইরাবদী ॥ ১১০ ॥
মাল। সহি! অদক্খিণো বিঅ মে ভট্টা পডিভাদি জো সব্বং দেবীঅণং উজ্ঝিঅ এক্কাএ মুহে বদ্ধলক্খো ॥ ১১১ ॥
বকু। (আত্মগতম্) চিত্তগদং ভট্টারং পরমথদো সঙ্কপ্পিঅ অসূইস্সদি। ভোদু কীলইস্সং দাব এদাএ। (প্রকাশম্) হলা ভট্টিণো বল্লহা এসা ॥ ১১২ ॥

রাজা। (হর্ষ ও বিষাদের সহিত) এই মাননীয়া মালবিকার সম্বন্ধে আমি বড়ই প্রীতি লাভ করি-লাম। দেখ, সূর্য্যোদয়ে পদ্মের যেমন বিকাশ হয়, কিন্তু সূর্য্যের অস্তসময়ে সেই পদ্মের কিছুমাত্র শোভাসৌন্দর্য্যাদি থাকে না অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে মালিন্যাবস্থাই জন্মিয়া থাকে ; কিন্তু সুবদনা মালবিকার বদনসৌন্দর্য্য কি দিবা, কি রাত্রি সর্ব্বদাই সমানভাবে রহিয়াছে ॥ ১০৪ ॥
বকু। এই যে, চিত্রগত ভর্ত্তাকে অবলোকন করিতেছি।
উভয়ে (অভিবাদন পূর্ব্বক) ভর্ত্তার জয় হউক্, জয় হউক ॥ ১০৫ ॥
মাল। ভর্ত্তাসম্বন্ধে আমি বড়ই সম্ভ্রমান্বিতা হইয়াছি, আমাকে দেখিয়া পাছে বিতৃষ্ণ হন, এই আশঙ্কা ॥ ১০৬ ॥
বিদূ। মহারাজ! আপনি এ সম্বন্ধে কিছু শ্রুত আছেন কি? সেই পূজনীয়া মালবিকা আপনার প্রতি যেরূপ অনুরাগ সহকারে অবলোকন করিয়া থাকেন, আপনিও কি সেইরূপ তাঁহাকে অনুরাগের সহিত দেখিয়া থাকেন, কি মঞ্জুষা (পেঁট্রা) যেমন নিরর্থক রত্নাদি ধারণ করিয়া থাকে, আপনিও কি সেইরূপ বৃথা যৌবন ধারণ করিতেছেন? ১০৭ ॥
রাজা। সখে! স্ত্রীজাতি স্বভাবতই লজ্জাশীলা। দেখ, সর্ব্বপ্রকারেই নায়কের প্রতি অভিলাষবতী হইয়া থাকে এবং সলজ্জভাবে অবলোকনও করিয়া থাকে, কিন্তু লজ্জাবশতঃ স্বয়ং কোন রহস্যের কথা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আলোচনা করে না ; অথচ অন্তরে নাগরের সহিত সমাগম সর্ব্বদাই বাঞ্ছা করিয়া থাকে ॥ ১০৮ ॥
মাল। সখি! ইনি কে? পার্শ্বপরিবর্ত্তিতবদনে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে অবলোকন করিতেছেন? ১০৯ ॥
বকু। ইনি পার্শ্ববর্ত্তিণী ইরাবতী ॥ ১১০ ॥
মাল। সখি! এই ভর্ত্তাকে আমার অদক্ষিণ নায়ক বলিয়াই জ্ঞান হইতেছে ; যেহেতু, সমস্ত স্ত্রী-জনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যখন এক ব্যক্তির প্রতিই বদ্ধলক্ষ্য হইয়াছেন ॥ ১১১ ॥
বকু। (আত্মগত) যথার্থই ভর্ত্তাকে চিত্রগতরূপে কল্পিত করিয়া অসূয়ান্বিত করিব। হউক্, ইহার সহিত কৌতুক করা যাউক্। (প্রকাশ্যে) সখি! ইনি ভর্ত্তার অতিশয় প্রিয়পাত্রী ॥ ১১২ ॥

মাল। তদো কিং দাণিং অত্তাণং আআসিঅ। (ইতি সাসূয়ং পরাবর্ত্ততে) ॥ ১১৩ ॥

রাজা। সখে! পশ্য পশ্য!

ভ্রূভঙ্গভিন্নতিলকং স্ফুরিতাধরোষ্ঠং, সাসূয়মাননমিতঃ পরিবর্ত্তয়ন্ত্যা।
কান্তাপরাধকুপিতেষ্বনয়া বিনেতুঃ, সন্দর্শিতেব ললিতাভিনয়স্য শিক্ষা ॥ ১১৪ ॥

বিদূ। অণুণঅসজ্জো দাণিং হোহি ॥ ১১৫ ॥

মাল। অজ্জগোদমো এথ এব্ব সেবদি ণং ॥ ১১৬ ॥

(ইতি পুনঃ স্থানান্তরাভিমুখী ভবিতুমিচ্ছতি)

বকু। (মালবিকাং রুদ্ধা) ণ হি ণ হি। কুবিদা দাণিং তুমম্ ॥ ১১৭ ॥

মাল। জদি চিরং কুবিদং এব্ব মং মন্তেসি এস পচ্চাণীঅদু কোবো ॥ ১১৮ ॥

রাজা। (উপেত্য)

কুপ্যসি কুবলয়নয়নে! চিত্রার্পিতচেষ্টয়া কথয় কিমিদং মে?
ননু তব সাক্ষাদয়মহমনন্যসাধারণো দাসঃ ॥ ১১৯ ॥

বকু। জেদু জেদু ভট্টা ॥ ১২০ ॥

মাল। (আত্মগতম্) কইং চিত্তগদো ভট্টা মএ অসূইদো। (প্রকাশং) (সব্রীড়বচনমঞ্জলিং করোতি) ॥ ১২১ ॥

(রাজা মদনকাতর্য্যং রূপয়তি)

বিদূ। কিং ভবং উদাসীণো বিঅ দিসদি ॥ ১২২ ॥

রাজা। অবিশ্বসনীয়ত্বাৎ সখ্যাস্তে ॥ ১২৩ ॥

বিদূ। অত্তভোদীএ কহং তব অবিস্সাসো? ১২৪

মাল। আত্মাকে আর ক্লেশযুক্ত করায় প্রয়োজন নাই। (এই বলিয়া আসূয়ার সহিত প্রত্যাবর্ত্তন) ॥ ১১৩ ॥

রাজা। সখে! দেখ, দেখ, প্রেয়সীর ভ্রূভঙ্গী হেতু অধরোষ্ঠ স্ফুরিত হইতেছে এবং অসূয়ার সহিত সঙ্গম আশঙ্কায় যেন অসূয়ার সহিত অবলোকন করিতেছেন ও যেন রীতিমত কুপিতার ন্যায়ই লক্ষিত হইতেছেন ॥ ১১৪ ॥

বিদূ। এক্ষণে আপনি সজ্জীভূত হউন ॥ ১১৫ ॥

মাল। আর্য্য গৌতম এইস্থানেই ইঁহার সেবায় নিযুক্ত আছেন ॥ ১১৬ ॥

(ইহা বলিয়া পুনর্ব্বার স্থানান্তরিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন)

বকু। (মালবিকাকে রোধ করিয়া) না, এক্ষণে দেখিতেছি যে, তুমিই কুপিত হইয়াছ ॥ ১১৭ ॥

মাল। তুমি কি আমাকে চিরদিনের নিমিত্তই কুপিতা মনে করিয়াছ? তাহা হইলে যাহাতে কোপের অপনয়ন হয়, তাহাই কর ॥ ১১৮ ॥

রাজা। (সমীপে গমন করিয়া) হে সুন্দরি! তুমি আমাকে চিত্রার্পিত জ্ঞান করিয়া কি কুপিতা হইয়াছ? তাহা কদাচ মনে করিও না, আমি অনন্যসাধারণ তোমার দাসস্বরূপ, এখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপস্থিত আছি ॥ ১১৯ ॥

বকু। ভর্ত্তা জয়যুক্ত হউন্ ॥ ১২০ ॥

মাল। (আত্মগত) ভর্ত্তা চিত্রগত বলিয়াই কি অসূয়া প্রকাশ করিতেছেন? তাহা নয়। প্রকাশ্যে) (সলজ্জিতার ন্যায় হইয়া বদ্ধাঞ্জলি হইলেন) ॥ ১২১ ॥

(রাজা মদনপীড়ার অভিনয় করিলেন)

বিদূ। আপনাকে যে উদাসীনের ভাব দেখিতেছি? ১২২ ॥

রাজা। তোমার সখীর অবিশ্বাসের জন্যই এইরূপ করিয়া থাকি ॥ ১২৩ ॥

বিদূ। সেই মাননীয়া মালবিকার আপনার প্রতি অবিশ্বাসের কারণ কি? ১২৪ ॥

রাজা। শ্রূয়তাম্।

পথি নয়নয়োঃ স্থিত্বা স্থিত্বা তিরোভবতি ক্ষণাৎ, সরতি সহসা বাহ্বোর্মধ্যং গতাপি সখী তব।
মনসিজরুজাক্লিষ্টস্যৈবং সমাগমমায়য়া, কথমপি সখে! বিশ্রব্ধং স্যাদিমাং প্রতি মে মনঃ॥ ১২৫॥

বকু। সহি! বহুসো কিল ভট্টা বিপ্পলদ্ধো। তা অত্তা বীস্‌সসণীঅো করীঅদু॥ ১২৬॥

মাল। মম উণ মন্দভাগাএ সিবিণঅসমাগমোবি ভট্টিণো দুল্লহো অসি॥ ১২৭॥

বকু। এদু ভট্টা দেহি সে উত্তরম্॥ ১২৮॥

রাজা। উত্তরেণ কিমাস্যৈব পঞ্চবাণাগ্নিসাক্ষিকম্।
তব সখ্যৈ ময়া দত্তো ন সেব্যঃ সেবিতা রহঃ॥ ১২৯॥

বকু। অণুগিহীদহ্মি॥ ১৩০॥

বিদূ। (পরিক্রম্য সসম্ভ্রমম্) বউলাবলিএ অসোঅপল্লবাইং অহিলঙ্ঘইদুং ইচ্ছদি হরিণো। এহি ণিবারেম ণম্॥ ১৩১॥

বকু। তহ। (ইতি প্রস্থিতা)॥ ১৩২॥

রাজা। এবমেবাস্মিন্ রক্ষণীয়েঽবিলম্বিতেন ভবিতব্যম্॥ ১৩৩॥

বিধূ। এব্বংপি গোদমো ণিদ্দিসদি॥ ১৩৪॥

বকু। অজ্জ গোদম! অহং অপ্পআসে চিট্টামি। তুমং দুবাররক্‌খঅো হোহি॥ ১৩৫॥

বিদূ। জুজ্জদি॥ ১৩৬॥

[নিষ্ক্রান্তা বকুলাবলিকা।

রাজা। শ্রবণ কর, তোমার সখী আমার সম্মুখে কখন অবস্থিতি করিতেছেন, কখনও অন্তর্হিত হইতেছেন, মদনশরে নিপীড়িত যে আমি, উঁহার সহিত সমাগম-মানস একান্তই বলবৎ হওয়ায় আমার অন্তঃকরণ উঁহার প্রতি অতিশয় বিশ্বাসযুক্তই আছে॥ ১২৫॥

বকু। সখি! ভর্ত্তা বারংবারই তোমা কর্ত্তৃক বিপ্রলব্ধ হইতেছেন, তাঁহার আত্মাকে বিশ্বস্ত কর। ১২৬॥

মাল। অতিশয় মন্দভাগিনী যে আমি, আমার স্বপ্নেও কখন ভর্তৃসমাগম লাভ হয় না॥ ১২৭॥

বকু। আপনি এই দিকে আসুন্ এবং উত্তর প্রদান করুন্॥ ১২৮॥

রাজা। উত্তরপ্রদানের কথা আর কি বলিতেছ? এ বিষয়ে মদনানলই সাক্ষীস্বরূপ জানিবে, অধিক আর কি জানাইব, আমি তোমার সখীর রহস্যের সেবক বলিলেও বলিতে পার, তাহাতে অত্যুক্তি হয় না॥ ১২৯॥

বকু। আপনার এ কথাতে বড়ই অনুগৃহীত হইলাম॥ ১৩০॥

বিদূ। (সসম্ভ্রমে পরিক্রমণ পূর্ব্বক) বকুলাবলিকে! এই দিকে আইস, এই মৃগটী অশোকপল্লব ছিন্নভিন্ন করিতেছে, অতএব ইহাকে নিবারণ করিতে হইবে॥ ১৩১॥

বকু। তাহাই করি॥ ১৩২॥

[বকুলাবলিকার প্রস্থান।

রাজা। এ স্থলে আমার আর বিলম্ব করায় আবশ্যক নাই॥ ১৩৩॥

বিদূ। গৌতমও এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ ১৩৪॥

বকু। আর্য্য গৌতম! আমি অপ্রকাশস্থানে অবস্থিতি করি, আর তুমি দ্বাররক্ষা কর॥ ১৩৫॥

বিদূ। যুক্তিযুক্তই বটে॥ ১৩৬॥

[বকুলাবলিকার প্রস্থান।

বিদূ। ইমং দাব ফটিঅখম্ভং সংসিদো ভোমি। (তথা কৃত্বা) অহো! সুহপ্ ফরিসদা সিলাবিসেস্‌স। (ইতি নিদ্রায়তে)॥ ১৩৭॥

(মালবিকা সসাধ্বসং তিষ্ঠতি)

রাজা। বিসৃজ সুন্দরি! সঙ্গমসাধ্বসং, তব চিরাৎ প্রভৃতি প্রণয়োন্মুখে।
পরিগৃহাণ গতে সহকারতাং, ত্বমতিমুক্তলতাচরিতং ময়ি॥ ১৩৮॥

মাল। দেবীভআদো অত্তণোবি পিঅং কাদুং ণ পারেমি॥ ১৩৯॥

রাজা। ন ভেতব্যং। ন ভেতব্যং॥ ১৪০॥

মাল। (সোপালম্ভম্) জো ণ ভাঅদি সো মএ ভটিণীদংসণে দিট্‌ঠসমত্থো ভট্‌টা॥ ১৪১॥

রাজা।—

দাক্ষিণ্যং নাম বিম্বোষ্ঠি! নায়কানাং কুলব্রতম্। তন্মে দীর্ঘাক্ষি! যে প্রাণাস্তে ত্বদাশানিবন্ধনাঃ॥ ১৪২॥
তদনুগৃহ্যতাং চিরানুরক্তোঽয়ং জনঃ। ইতি অশেষমুপজনয়তি)॥ ১৪৩॥

(মালবিকা নাট্যেন পরিহরতি)

রাজা। রমণীয়ঃ খলু নবাঙ্গনানাং মদনবিষয়াবতারঃ। এষা হি—

হস্তং কম্পয়তে রুণদ্ধি রশনাব্যাপারলোলাঙ্গুলীঃ, স্বৌ হস্তৌ নয়তি স্তনাবরণতামালিঙ্গ্যমানা বলাৎ।
পাতুং পক্ষ্মলনেত্রমুন্নময়তঃ সাচীকরোত্যাননং,ব্যাজেনাপ্যভিলাষপূরণসুখং নির্ব্বর্ত্তয়ত্যেব মে॥১৪৪॥

(ততঃ প্রবিশতি ইরাবতী নিপুণিকা চ)

ইরা। হঞ্জে ণিউণিএ! সচ্চং তুমং পরিগতত্থা চন্দিআএ। সমুদ্দগেহকালিন্দসইদো অজ্জগোদমো দিট্‌টোত্তি॥ ১৪৫॥

বিদূ। এই সম্মুখে স্ফটিকস্তম্ভ রহিয়াছে, ইহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করা যাউক্। (তাহাই করিয়া) অহো! এই শিলা কি সুখস্পর্শ! ১৩৭॥

(ইহা বলিয়া নিদ্রার অভিনয়)

(মালবিকার সভয়ে অবস্থিতি)

রাজা। সুন্দরি! সঙ্গমভীতি পরিত্যাগ কর। আমি বহুকালাবধি তোমার প্রণয়পাশে আবদ্ধ আছি, অতএব আমাকে আলিঙ্গনাদি প্রদানে আপ্যায়িত কর, কদাচ অন্যথা করিও না॥ ১৩৮॥

মাল। দেবীর ভয়ে নিজেরও প্রিয়কার্য্য করিতে সক্ষম হই না॥ ১৩৯॥

রাজা। ভয় নাই, ভয় নাই॥ ১৪০॥

মাল। ভৎসনার সহিত যে ব্যক্তি কোন কার্য্যে ভয় না পায়, সেই ব্যক্তিই ভর্ত্তাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে॥ ১৪১॥

রাজা। সুন্দরি! শ্রেষ্ঠ নায়কদিগের সকল দয়িতার প্রতিই দয়া-দাক্ষিণ্যাদি প্রকাশ করা কুলব্রত। তথাচ, আমার মন প্রাণ সমস্তই তোমার আয়ত্তাধীন বলিয়া জানিবে। অতএব তোমার প্রতি একান্ত অনুরাগপরায়ণ এই ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। (এই বলিয়া আলিঙ্গনাদি করিতে উদ্যত)॥ ১৪২-১৪৩॥

(মালবিকা নাট্যদ্বারা পরিহার করিলেন)

রাজা। নবাঙ্গনাদিগের মদনবিষয়ক ব্যাপার অতি সুন্দর হইয়া থাকে, যথা—ইহাদের বস্ত্রগ্রন্থি মোচন করিতে গেলে তৎক্ষণাৎ হস্ত ধরিতে উদ্যতা হয়, বদনাদি চুম্বন করিতে গেলে স্বীয় মুখখানি বক্রীকৃত করিতে চেষ্টা পায়, বলপূর্ব্বক আলিঙ্গনাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলে সচেষ্টিতভাবে বারণ করিতে থাকে, মনে মনে সম্পূর্ণ অভিলাষ থাকিলেও কেবলমাত্র লজ্জাপরবশ হইয়াই এইরূপ ব্যাপার করিয়া থাকে॥ ১৪৪॥

(অনন্তর ইরাবতী ও নিপুণিকার প্রবেশ)

ইরা। সখি নিপুণিকে! তুমি সত্যই অবগত হইয়াছ। সমুদ্রগৃহ-কালিন্দে শয়ন করিয়াছেন, আর্য্য গৌতম ইহাও দর্শন করিয়াছেন॥ ১৪৫॥

নিপু। অণ্ণহা কহং ভট্টিনীএ বিপ্লবাঅদি ॥ ১৪৬ ॥

ইরা। তেন হি তহিং এব্ব গচ্ছম্ম সংসঅদো মুত্তং পিঅবঅস্সং পুচ্ছিদুং চ ॥ ১৪৭ ॥

নিপু। সাবসেসং বিঅ ভট্টিনীএ বঅণম্ ॥ ১৪৮ ॥

ইরা। অণ্ণং চ। চিত্তগদং অজ্জউত্তং পসাদইদুম্ ॥ ১৪৯ ॥

নিপু। অহ দাণিং কহং ণু ভট্টা এব্বং অণুণীঅদি জই দাণিং ভট্টা পচ্চক্খদো অণুণীঅদি তা কাদোসো ॥ ১৫০ ॥

ইরা। মুদ্ধে! জারিসো চিত্তগদো তারিসো এব্ব অণ্ণসংকন্তহিঅআে অজ্জউত্তো কেবলং উবআরা-দিক্কমং পমজ্জিদুং অঅং আরম্ভো ॥ ১৫১ ॥

নিপু। ইদো ইদো ভট্টিনী ॥ ১৫২ ॥

(উভে পরিক্রামতঃ)

(প্রবিশ্য চেটী)

চেটী। জেদু জেদু ভট্টিনী। ভট্টিণি! দেবী ভণাদি। ণ এসো সবস্স কালো তব বহুমাণং বড্ড-ইদুং। ইঅং বঅস্সিআএ সহ ণিঅলবন্ধণে কিদা মালবিআ। জই অণুমণ্ণেসি অজ্জউত্তং পি তব কিদে বিণ্ণাবইস্সম্ ॥ ১৫৩ ॥

ইরা। ণাঅরিএ। বিণ্ণবেহি দেবীম্। কাআে বঅং ভট্টিনীং ণিআোজেদুং পরিঅণণিগ্গহেণ মই দংসিদো অণুগ্গহো। কস্স বা পসাএণ অঅং জণো বড্ঢদিত্তি ॥ ১৫৪ ॥

চেটী। তহ ॥ ১৫৫ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তা।

নিপু। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ।) এস দুবারে সমুদ্দগেহকস্স বিপণিগদো বিঅ বুসহো গোদমো আসিণো এব্ব ণিদ্দাঅদি ॥ ১৫৬ ॥

নিপু। অন্যথা, কিরূপে ভট্টিনী কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইবে? ১৪৬ ॥

ইরা। আইস, প্রিয় বয়স্যকে সংশয় হইতে বিমুক্ত করিতে সেই স্থানে গমন করি ॥ ১৪৭ ॥

নিপু। ভট্টিনীর বাক্য বিশিষ্টরূপই হইবে ॥ ১৪৮ ॥

ইরা। আরও চিত্রগত আর্য্যপুত্রকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত ॥ ১৪৯ ॥

নিপু। অনন্তর এক্ষণে ভর্ত্তাই বা কিরূপে অনুমিত হইলেন? ১৫০ ॥

ইরা। মুগ্ধে! চিত্রগত আর্য্যপুত্রকে যেরূপ দেখিতেছ, অন্য-সংক্রান্ত হৃদয় হইলেও সেই প্রকারই দেখিবে, কিছুমাত্র বিভিন্নভাব দেখিতে পাইবে না ॥ ১৫১ ॥

নিপু। এইদিকে ভট্টিনী! ১৫২ ॥

(উভয়ের পরিক্রমণ)

(চেটীর প্রবেশ)

চেটী। ভট্টিনীর জয় হউক্, জয় হউক্। দেবী আদেশ করিয়াছেন, তোমার সম্মান বর্দ্ধিত করিবার এ সময় নয়। এই মালবিকা সখীর সহিত নিগড়বদ্ধা, হইয়াছেন যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে তোমার নিমিত্ত আর্য্যপুত্রকে বিজ্ঞাপিত করি ॥ ১৫৩ ॥

ইরা। দেবীকে বিজ্ঞাপিত কর। ভট্টিনীকে নিযুক্ত করিতে আমাদিগের ক্ষমতা নাই, পরিজন-দিগের প্রতি নিগ্রহ করিয়া আমার প্রতি যথেষ্টই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং কাহাদিগের প্রসা-দেই বা এই ব্যক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে? ১৫৪ ॥

চেটী। তাহাই হইবে ॥ ১৫৫ ॥

[এই বলিয়া প্রস্থান।

নিপু। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া) এই সমুদ্র-গৃহের দ্বারদেশে বিপণিগত বৃষভের ন্যায় আর্য্য গোতম অবস্থান পূর্ব্বক নিদ্রা যাইতেছেন ॥ ১৫৬ ॥

ইরা। কিং ণু কৃখু অচ্চাহিদম্। সাবসেসো বিঅ বিসবিআরো ভবে ॥ ১৫৭ ॥

নিপু। পসণ্ণমুহবণ্ণো দীসদি। অবি অ ধুবসিদ্ধিণা চিইস্সিদো। মা সে অসঙ্কণিজ্জং পাবং ॥১৫৮॥

বিদূ। (উৎস্বপ্নায়তে) ভোদি মালবিএ ॥ ১৫৯ ॥

নিপু। সুদং ভট্টিণীএ। কস্স বা এসো অত্তণীণো অব্ভবহারিঅসব্বন্তাপেকৃথা কিদগ্ঘো। ইদো সব্বং কালং সোথিবঅণমেদএহিং কুকৃথিং পূরিঅ সম্পদং মালবিঅং সিবিণাবেদি ॥ ১৬০ ॥

বিদূ। ইরাবদীং অদিক্কমন্তী হোহি ॥ ১৬১ ॥

নিপু। এদং অচ্চাহিদম্। ভুঅংগভীজং বম্মবন্ধং ইমিণা ভুঅঙ্গকুডিলেণ অত্তণো দণ্ডকট্ঠেণ অন্তরিদা ভীসেমি ॥ ১৬২ ॥

ইরা। আরহদি কিদগ্ঘো সপ্পদংসণম্ ॥ ১৬৩ ॥

(নিপুণিকা বিদূষকস্তোপরি দণ্ডকাষ্ঠং পাতয়তি)

বিদূ। (সহসা প্রবুধ্য) অবিহা অবিহা! দব্বীকরো মে উবরি পরিপড়িদো॥ ১৬৪ ॥

রাজা। (সহসোপসৃত্য) ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্ ॥ ১৬৫ ॥

মাল। (অনুসৃত্য) মা দাব সহসা ণিক্কমিস্সসি সপ্পোত্তি ভণাদি ॥ ১৬৬ ॥

ইরা। হদ্ধী হদ্ধী। ভট্টা দাব ইদো এব্ব ধাবদি ॥ ১৬৭ ॥

বিদূ। (সপ্রহাসম্) কহং দণ্ডকাট্ঠং এদম্। অহং পুণ জাণে। জং মএ কেদঅকণ্ডএহিং দংসং করিঅ (সপ্পস্স অঅসো কিদং) সপ্পদংসো কিদো তং মে ফলিদং ত্তি। ১৬৮ ॥

(ততঃ প্রবিশতি পটাক্ষেপণ বকুলাবলিকা)

বকু। মা কৃখু ভট্টা পবিসদু। ইহ কুড়িলগঈ সপ্পো বিঅ দীসদি ॥ ১৬৯ ॥

ইরা। এ কিরূপ অত্যাহিত হইতেছে? বোধ হয়, বিষবিকারের কিঞ্চিৎ অবশেষ আছে ॥১৫৭॥

নিপু। এই যে মুখের বর্ণ আজ সুপ্রসন্ন দেখিতেছি, যখন ধ্রুবসিদ্ধি কর্তৃক চিকিৎসিত হইয়াছেন তখন আর অনিষ্টের আশঙ্কা কি আছে? ১৫৮

বিদূ। (যেন স্বপ্ন দর্শন করিতেছেন) ভগবতি মালবিকে ॥ ১৫৯ ॥

নিপু। আপনি শ্রবণ করুন, এই দুষ্ট ব্যক্তি অতি অসদৃশব্যবহারী ও কৃতঘ্ন, ইহার পর সমস্ত সময় উত্তম পিষ্টক ও মোদকাদি দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিয়া বলিবে, এক্ষণে মালবিকাকে স্বপ্ন দর্শন করা যাউক ॥ ১৬০ ॥

বিদূ। ইরাবতীকে অতিক্রম করা হউক ॥ ১৬১ ॥

নিপু। এই ত অত্যাহিত হইয়াছে, এই ভুজঙ্গভীত দ্বিজাধমকে ভুজঙ্গের ন্যায় বক্রভাবাপন্ন এই যষ্টি দ্বারা ভয় দেখাই ॥ ১৬২ ॥

ইরা। এই কৃতঘ্নকে সর্পদংশন করাই উচিত ॥ ১৬৩ ॥

(নিপুণিকা বিদূষকের প্রতি দণ্ডকাষ্ঠ নিক্ষেপ করিল)

বিদূ। (হঠাৎ প্রবুদ্ধ হইয়া) আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! এই সর্পটা আমার উপরই যে পতিত হইল দেখিতেছি ॥ ১৬৪ ॥

রাজা। (হঠাৎ নিকটে যাইয়া) ভয় নাই, ভয় নাই ॥১৬৫॥

মাল। (অনুকরণ করিয়া) সহসা বাহিরে যাইবেন না, সর্পভয় আছে ॥ ১৬৬ ॥

ইরা। হা ধিক্! হা ধিক্! আরে ভর্ত্তা যে দেখিতেছি, এই দিকেই আসিতেছেন ॥ ১৬৭ ॥

বিদূ। (উপহাস্যের সহিত) এ যে দণ্ডকাষ্ঠ দেখিতেছি, কেতকীপুষ্পের কণ্টক ক্ষত হওয়াতে সর্পদংশন মনে করিয়াছিলাম ॥ ১৬৮ ॥

বকু। আপনি এ স্থানে প্রবেশ করিবেন না। অতি কুটিল গতিতে সর্প আসিতেছে ॥ ১৬৯ ॥

ইরা। (রাজানং সহসোপসৃত্য) অবিণিবিগ্ঘমণোরহো দিবাসঙ্কেদো মিহুণস্স ॥ ১৭০ ॥

(সর্ব্বে ইরাবতীং দৃষ্ট্বা সম্ভ্রান্তাঃ)

রাজা। প্রিয়ে! অপূর্ব্বোঽয়মুপচারঃ ॥ ১৭১ ॥

ইরা। বউলাবলিএ! ভট্টাহিলারবিসআ সংপুণ্ণা দে পইণ্ণা? ১৭২ ॥

বকু। পসীদদু ভট্টিণী। কিং মএ কিদংত্তি দেবো পুচ্ছিদব্বো। দদ্দুরা বাহরন্তিত্তি দেবো পুহবিং বরিসিদুং সুমরেদি ॥ ১৭৩ ॥

বিদূ। মা দাব ভোদীএ দংসণমেত্তেণ অত্তভবং পণিবাদলঙ্ঘণং বিসুমরিদো ভোদি। তুমং পুণ পসাদং ণ গেহ্ণাসি ॥ ১৭৪ ॥

ইরা। কুবিদারি অহং কিং করিস্সম্ ॥ ১৭৫ ॥

রাজা। এবমেতৎ। অস্থানে কোপ ইত্যনুপপন্নং ত্বয়ি।

কদা মুখং বরতনু কারণাদৃতে তবাগতং ক্ষণমপি কোপপাত্রতাম্।

অপর্ব্বণি গ্রহকলুষেন্দুমণ্ডলা বিভাবরী কথয় কথং ভবিষ্যতি ॥ ১৭৬ ॥

ইরা। অত্থাণে ত্তি সুঠ্ঠু অবধারিদং অজ্জউত্তেণ। অণ্ণসংকন্তেসু অম্হাণং ভাঅধেএসু জদি উণ কুপ্পেঅং ণং অহং হস্সা ভবে ॥ ১৭৭ ॥

রাজা। ত্বমন্যথা কল্পয়সি। অহং পুনঃ সত্যমেব কোপস্থানং ন পশ্যামি। কুতঃ—

নার্হতি কৃতাপরাধোঽপ্যুৎসবদিবসেষু পরিজনো বন্ধম্।

ইতি মোচিতে ময়ৈতে প্রণিপতিতুং মামুপগতে চ ॥ ১৭৮ ॥

ইরা। ণিউণিএ! গচ্ছিঅ দেবীং বিণ্ণবেহি। দিট্টট্টং পক্খপাদিত্তণম্। অবিহিদং মে হিঅঅং অজ্জেত্তি ॥ ১৭৯ ॥

ইরা। (সহসা রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া) আপনার সঙ্গমকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে ত? ১৭০ ॥

(সকলেই ইরাবতীকে দেখিয়া সম্ভ্রান্তা হইলেন)

রাজা। প্রিয়ে! তোমার এই উপচার অননুভূত ॥ ১৭১ ॥

ইরা। বকুলাবলিকে! ভর্ত্তার অভিসারবিষয়িণী যে তোমার প্রতি া, তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে? ১৭২ ॥

বকু। ভট্টিণী প্রসন্ন হউন। স্বামীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করুন যে, আমার কি করিতে হইবে, ভেকেরা এইরূপ বলিতেছে যে, ভর্ত্তা কি সসাগরা মেদিনীকে বর্দ্ধিত করিবেন? ১৭৩।

বিদূ। দেবীর দর্শনমাত্রেই কি আপনি প্রণিপাতলঙ্ঘন বিস্মৃত হইয়া গেলেন? আপনি কি প্রসন্নতা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না? ১৭৪॥

ইরা। কুপিতা হইয়াই বা কাহার কি করিব? ১৭৫ ॥

রাজা। এইরূপই বটে। অস্থানে কোপ করা উচিত হয় না। হে বরতনু! কারণ ব্যতীত কখন তোমার মুখমণ্ডল কোপযুক্ত দেখি নাই; অতএব ক্ষণকালের জন্যও আমার প্রতি তোমার কোপ করা উচিত হয় না। আর দেখ, অপর্ব্বে অর্থাৎ পূর্ণিমা-প্রতিপদাদি সন্ধিস্থল ভিন্ন অন্য সময়ে গ্রহ কর্ত্তৃক চন্দ্রমণ্ডল কখনও কলুষিত হয় না ॥ ১৭৬ ॥

ইরা। "অস্থানে" এই কথাটী আপনি ঠিক বলিয়াছেন, কারণ, আমরা পরভাগ্যোপজীবী, তা আমি কুপিতা হইলে, কেবল হাস্যাস্পদই হইতে হইবে ॥ ১৭৭ ॥

রাজা। তুমি এরূপ প্রকার কল্পনা করিতেছ কেন? আমি যথার্থই কিঞ্চিন্মাত্রও কোপ-স্থান দেখিতে পাইতেছি না, যেহেতু, উৎসবদিবসে পরিজনেরা অপরাধ করিলেও বন্ধনাদি করা কোনমতেই উচিত বিধান হয় না, এই হেতু মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে বন্ধনদশা হইতে মুক্ত করা হইয়াছে। তাহারা দুইজনে আপনাকে অভিবাদন করিতে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছে ॥১৭৮।

ইরা। নিপুণিকে! তুমি এখান হইতে গমন করিয়া দেবীকে বিজ্ঞাপিত কর যে, আপনাদিগের পক্ষপাতিত্ব সবিশেষ অবলোকন করিয়াছি এবং মনেও অবধারণ করিয়াছি ॥১৭৯ ॥

নিপু। তহ ॥ ১৮০ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্ত

বিদূ। (আত্মগতম্) অহো অণত্থো-সংপরিদো বন্ধণব্‌ভট্‌ঠো গেহকবোদও বিড়ালিআএ আলোএ পরিদো ॥ ১৮১ ॥

(প্রবিশ্য নিপুণিকা)

নিপু। দেবি! জদিচ্ছাদিট্ঠাএ মাহবিআএ আচক্‌খিদম্। এব্বং নিমিত্তম্। (ইতি কর্ণে কথয়তি) ॥১৮২॥

ইরা। (আত্মগতম্) উববণ্ণং সব্বং জেব্ব বন্ধবন্ধুণা উব্‌ভিণ্ণো পওওও। (বিদূষকং বিলোক্য প্রকাশম্) ইঅং অস্‌স কামতন্তসচিবস্‌স বন্ধবন্ধুণো ণীদী ॥ ১৮৩ ॥

বিদূ। ভোদি ! জদি ণীদীএ একংপি অক্‌খরং পঢ়েঅং ণ অত্তভবং সংসিদো ভবে ॥ ১৮৪ ॥

রাজা। (অপবার্য্য) আঃ কথং নু খল্বস্মাৎ সঙ্কটাম্মুচ্যামহে ॥ ১৮৫ ॥

(প্রবিশ্য সবেগা জয়সেনা)

জয়। দেব ! কুমারী বসুলচ্ছী কন্দুঅং অণবাবন্তা পিঙ্গবাণরেণ বলিঅং বিপাসিদা। অঙ্কণিসণ্ণা অ দেবীএ পবাদকিসলঅং বিঅ বেবমাণা ণ কিংপি পড়িবজ্জদি ॥ ১৮৬ ॥

রাজা। কষ্টং কষ্টম্ ! কাতরো বালভাবঃ ॥ ১৮৭ ॥

ইরা। (সাবেগম্) তুবরদু তুবরদু অজ্জউত্তো ণং সমাসাস ইওং মা সে সংদাবজণিদো বিআরো বড্ডদু ॥ ১৮৮ ॥

রাজা। অহমেনাং সংজ্ঞাপয়ামি ॥ ১৮৯ ॥

[ইতি সত্বরং নিষ্ক্রামতি।

নিপু। তাহাই বটে ॥ ১৮০ ॥

[এই বলিয়া প্রস্থান।

বিদূ। (আত্মগত) ওঃ ! অদ্য কি অমঙ্গল উপস্থিত দেখিতেছি ! গৃহপালিত কপোত-সকল বন্ধন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিড়ালের দৃষ্টিপাতে পতিত হইয়াছে ॥ ১৮১ ।

(নিপুণিকার পুনঃ প্রবেশ)

নিপু। দেবি ! মালবিকা যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিল (অর্থাৎ কর্ণে এইরূপ) ॥১৮২॥

ইরা। (আত্মগত) সমস্তই উপপন্ন হইতেছে, ইহা আর কিছুই নয়, এই দ্বিজাধম বিদূষকের কার্য্য ॥১৮৩॥

বিদূ। ভগবতি ! যদি নীতিশাস্ত্রের একটীমাত্র অক্ষর পাঠ করিতাম, তাহা হইলে আর আপনাদের সংস্রবে থাকিতাম না ॥১৮৪॥

রাজা। (অপবারিত হইয়া আঃ ! এই উপস্থিত সঙ্কট হইতে কিরূপে বা উদ্ধার হইবে ? ১৮৫ ॥

(বেগের সহিত জয়সেনার প্রবেশ)

জয়। দেব ! কুমারী বসুলক্ষ্মী কন্দুকাদি লইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন, ইত্যবসরে একটা পিঙ্গলবর্ণ বানর আসিয়া তাঁহাকে বড়ই ত্রাসিত করিয়াছে; সেই ভয়ে ইনি এখনও আমাদের দেবীর ক্রোড়দেশে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, প্রকৃষ্টরূপ বায়ু বহমান হইলে বৃক্ষদিগের শাখা পল্লব যেরূপ কম্পিত হইতে থাকে, ইনিও এখন পর্য্যন্ত সেইরূপ কাঁপিতেছেন ॥ ১৮৬ ॥

রাজা। কি কষ্ট ! কি কষ্ট ! বাল্যভাব বড়ই কাতরজনক ॥ ১৮৭ ॥

ইরা। (সবেগে) আর্য্যপুত্র ! আপনি ত্বরান্বিত হউন্, ত্বরান্বিত হউন্। ইহাকে আশ্বাসিত করিতে যেন সন্তাপজন্য বিকার আকার বর্দ্ধিত না হয় ॥ ১৮৮ ॥

রাজা। আমিই ইহাকে সংজ্ঞাযুক্ত করিতেছি ॥ ১৮৯ ॥

[এই বলিয়া সত্বর প্রস্থান।

বিদূ। সাহু রে পিঙ্গলবাণর! সাহু! পরিত্তাদো তুএ সবকৃখো ॥ ১৯০ ॥

[নিষ্ক্রান্তো রাজা বিদূষকশ্চেরাবতী নিপুণিকা প্রতীহারী চ।

মাল। দেবীং চিন্তিঅ বেবই মে হিঅঅম্। ণ আণে সংপদি কিং অদো অণুভবিদব্বং ভবিস্সদিত্তি ॥ ১৯১ ॥

(নেপথ্যে) অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং অপুণ্ণে পঞ্চরত্তে দোহলস্স সংণদ্ধো তবণীআসোও। জাব দেবীএ নিবেদেমি ॥ ১৯২ ॥

(উভে শ্রুত্বা প্রহৃষ্টে)

বকু। আসাসহু সহা সচ্চপইণ্ণা দেবী ॥ ১৯৩ ॥

মাল। তেণ অহং পমদবণপালিআএ পিঠ্ঠদো হোমি ॥ ১৯৪ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি চতুর্থোঽঙ্কঃ।

পঞ্চমোঽঙ্ক

(ততঃ প্রবিশত্যুদ্যানপালিকা মধুরিকা)

মধু। উপকৃখিত্তো মএ সকারবিহিণা তবণীআসোঅস্স ভিত্তিবেদিআবন্ধো। জাব অণুট্ঠিদণিওঅং অত্তাণং দেবীএ নিবেদেমি। (পরিক্রম্য) অদো দেব্বস্স অনুকম্পণীআ মালবিআ তাস্সিং তহ চণ্ডিআ দেবী ইমিণা অসোঅহরিসদোহলবুত্তন্তেণ পসাহমুহী ভবিস্সদি। কহিং ণু কৃখু ভবে দেবী? (বিলোক্য) অম্মো এতো দেবীএ পরিঅণন্তরো কিংপি জহুমুদালচ্ছিদং মঞ্জুসং গেহ্নিঅ চউস্সালাদো কুজ্জো ণিক্কামদি। পুচ্ছিস্সাং দাব ণম্ ॥ ১ ॥

বিদ। সাধু রে পিঙ্গলবানর সাধু! তুমিই অদ্য স্বপক্ষদিগকে পরিত্রাণ করিলে ॥ ১৯০ ॥

[রাজা, বিদূষক, ইরাবতী, নিপুণিকা ও প্রতীহারীর প্রস্থান।

মাল। দেবীকে চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় এখনও কাঁপিতেছে, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না যে, ইহার পর কিরূপ ঘটিবে ॥ ১৯১ ॥

(নেপথ্যে) আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! পঞ্চরাত্রি পরিপূর্ণ না হইতেই তপনীয়াশোকের মুকুল উদ্ভিন্ন হইল, ইহা দেবীকে গিয়া জানাই ॥ ১৯২॥

(উভয়ে শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট হইল)

বকু। সখি! আশ্বাসিতা হও, দেবীর প্রতিজ্ঞা সত্যই বটে ॥ ১৯৩ ॥

মাল। সেই হেতু আমিও প্রমোদবনপালিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি ॥ ১৯৪ ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

(উদ্যানপালিকা মধুরিকার প্রবেশ)

মধু। আমি যথা সংকারবিধানে তপনীয়াশোকের ভিত্তিবন্ধন সম্পন্ন করিয়াছি, এখন উপস্থিত কার্য্যসকল দেবীর নিকট গিয়া জানাই, এক্ষণে আমাদিগের মালবিকা দৈব কর্তৃক অনুকম্পিতা হইলেই আমরাও কৃতার্থ হই এবং কুপিতা দেবীও অশোকদোহদের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রসন্নমুখী হইবেন। এক্ষণে সেই দেবী কোথায়? অহহ! এই দেবীরই কোন পরিজন জতুমুদ্রা-চিহ্নিত মঞ্জুষা (পেঁটরা) লইয়া চতুঃশালা হইতে কুব্জ হইয়া পলায়ন করিতেছে। যাই, ইহাকেই গিয়া দেখি ॥ ১ ॥

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টহস্তঃ কুব্জঃ)

মধু। সারস ! কহিং পত্থিদো সি ? ২ ॥

সার। মহুঅরিএ! বিজ্জাচরিআণং ব্রাহ্মণাণং ইমং নিচ্চদক্‌খিণা মাসিইং অজ্জপুরোহিদস পাবইস্‌সং ॥ ৩ ॥

মধু। অহ কিং ণিমিত্তং ? ৪ ॥

সার। জদা পহুদি সুদং সেণাপদিণা। জণ্ণতুরঙ্গরক্‌খণে ণিউত্তো ভট্টিদারঅোত্তি। তস্‌স আউসত্থং অট্ঠসদসুবণ্ণপরিমাণং দক্‌খিণা এহিং পড়িগ্গা হোদি ॥ ৫ ॥

মধু। অহ কহিং দেবী কিং বা অণুচিঠ্‌দি ? ৬ ॥

সার। মঙ্গলগেহকে আসণত্থা বিদব্‌ভবিসআদো ভাদুণা বীরসেণেণ পেসিদং লেহং লিপিঅরেহিং বাচীঅমাণং সুণাদি ॥ ৭ ॥

মধু। কো উণ বিদব্‌ভরাঅবুত্তন্তো সুণীঅদি ? ৮ ॥

সার। বসীকিদো কিল বীরসেণপ্পমুহেহিং দণ্ডচক্কেহিং ভট্টিণো বিদব্‌ভণাহো। মোইদো কিল সে দাআদো মাহবসেণো। দূদো অ মহাসারাণি রঅণবাহণাণি সি (প্পিদা) (প্পকা) রিআভুইট্ঠ-পরিঅণং অ উবাঅণীকরিঅ ভট্টিণো সআসং পেসিদো। সো কিল ভট্টারঅং পেক্‌খিস্‌সদি ॥ ৯ ॥

মধু। গচ্ছ অণুচিঠ্‌ঠ অত্তণো ণিওঅম্‌। অহংপি দেবীং পেক্‌খিস্‌সম্‌ ॥ ১০ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।

(ততঃ প্রবিশতি প্রতীহারী)

প্রতী। আণত্তম্হি দেবীএ অসোঅসক্কারব্বাবিদাএ বিণ্ণবেহি অজ্জউত্তম্‌। ইচ্ছামি অজ্জউত্তেণ সহ অসোঅরুক্‌খসস পসূণলচ্ছিং পচ্চক্‌খীকাদুং ত্তি তা জাব ধম্মাসণগদং দেবং পডিবালেমি। (ইতি পরিক্রামতি) ॥ ১১ ॥

(নেপথ্যে) বৈতালিকঃ। দিষ্ট্যা দণ্ডৈনৈবারিশিরঃসু বর্ত্ততে দেবঃ ॥ ১২ ॥

(যথানির্দ্দিষ্ট-হস্ত কুব্জের প্রবেশ)

মধু। সারস! কোথায় গমন করিতেছ ? ২ ।

সার। মধুকরিকে ! বিদ্যাবন্ত ব্রাহ্মণদিগকে মাসিক দক্ষিণা (মাসহারা) প্রদান করিবার নিমিত্ত আমি গমন করিতেছি ॥ ৩ ॥

মধু। কি জন্য ? ৪ ॥

সার। যখন সেনাপতির প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলাম যে, যজ্ঞীয় তুরঙ্গরক্ষণে ভর্তৃদারক নিযুক্ত হইয়াছেন, তখনই অষ্টশত সুবর্ণ-পরিমিত দক্ষিণা ব্রাহ্মণদিগকে দিতে হইবে ॥ ৫ ॥

মধু। দেবীই বা কোথায় ? এক্ষণে কিরূপ অনুষ্ঠানই বা হইতেছে ? ৬ ॥

সার। বিদর্ভরাজ্য হইতে বীরসেন নামক ভ্রাতা কর্তৃক এই পত্রিকা প্রেরিত হইয়াছে, দেবী মঙ্গলগৃহে আসনস্থিতা হইয়া তাহাই পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

মধু। বিদর্ভরাজের কি বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতেছেন ? ৮ ॥

সার। বীরসেন প্রভৃতি দণ্ডচক্র কর্তৃক বিদর্ভনাথ বশীকৃত হইয়াছেন, ইঁহার বন্ধ যে মাধবসেন, তিনিও বিমুক্ত হইয়াছেন ॥ ৯ ॥

মধু। তুমি গমন করিয়া স্বীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, আমিও দেবীকে গিয়া দেখি ॥ ১০ ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী। দেবী আদেশ করিয়াছেন যে, অশোক-দোহদে ব্যাপৃত থাকায় স্বয়ং আর্য্যপুত্রের নিকট যাইতে পারি নাই। এক্ষণে ইচ্ছা করিতেছি যে, আর্য্যপুত্রের সহিত অশোকবৃক্ষের প্রসূন-লক্ষ্মী অব-লোকন করিব ॥ ১১ ॥

(নেপথ্যে) বৈতালিক। আমাদের প্রভু আজ ভাগ্যক্রমেই শত্রুশিরে পদাঘাত করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

প্রথমঃ। পরভৃতকলব্যাহারেষু ত্বমাত্তরতির্মধুং, নয়সি বিদিশাতীরোদ্যানেষনঙ্গ ইবাঙ্গবান্।
বিজয়করিণামালানাঙ্গৈরুপোঢ়বলস্য তে, বরদ বরদারোধোবৃক্ষৈঃ সহাবনতো রিপুঃ॥ ১৩॥
দ্বিতীয়ঃ। বিরচিতপদং বীরপ্রীত্যা সুরোপমসূরিভিশ্চরিতমুভয়োর্মধ্যেকৃত্য স্থিতং ক্রথকৈশিকান্।
তব হৃতবতো দণ্ডানীকৈর্বিদর্ভপতেঃ শ্রিয়ং, পরিঘগুরুভির্দোর্ভির্বিষ্ণোঃ প্রসহ্য চ রুক্মিণীম্॥ ১৪॥
প্রতী। এসো জঅসদ্দসুইদপ্পথাণো ভট্টা ইদো এব্ব আঅচ্ছদি। অহংপি দাবাইমস্স মুহাদো অবসরিঅ এদং মুহালিন্দতোরণং সমস্সিদা হোমি। (ইত্যেকান্তে স্থিতা)॥ ১৫॥

(প্রবিশ্য সবয়স্যো রাজা)

কান্তাং বিচিন্ত্য সুলভেতরসম্প্রয়োগাং, শ্রুত্বা বিদর্ভপতিনমিতং বলৈশ্চ।
ধরাভিরাতপ ইবাভিহতং সরোজং, দুঃখায়তে চ হৃদয়ং সুখমশ্নুতে চ॥ ১৬॥

বিদূ। ইহ পেক্খামি এক্কন্তসুহিদো ভবং ভবিস্সদি ত্তি॥ ১৭॥
রাজা। কথমিব?
বিদূ। অজ্জ কিল দেবীএ ধারিণীএ পণ্ডিদকোসিআ ভণিদা। ভঅবদি! তুমং জদি সচ্চং পসাহণগপব্বং বহেসি দংসেহি দাব মালবিআএ সরীরে বিবাহণেবথং ত্তি। তদো সদিসেসকোদুহলং অলংকিদা মালবিআ তত্তভোদীএ কদাবি পূরএ ভবদো মণোরহং॥ ১৮॥
রাজা। সখে! মদপেক্ষামনুবৃত্যা অনয়া ধারিণ্যা পূর্ব্বচরিতৈঃ সম্ভাব্যত এবৈতৎ॥ ১৯॥
প্রতী। (উপগম্য) জেদু জেদু দেবো। দেবী বিণ্ণবেদি তরণীআসোঅস্স কুসুমোগ্গমসিরিং অজ্জউত্তেণ সহ পচ্চক্খাকাদুং ইচ্ছামি ত্তি॥ ২০॥
রাজা। নন্থ তত্রৈব দেবী? ২১॥

প্রথম। আজ অনঙ্গ যেন সাক্ষাৎ অঙ্গবিশিষ্ট ও স্ত্রীর সহিত আনন্দিত হইয়া বিদিশানাম্নী নগরীর কোকিল-ধ্বনি-বিশিষ্ট উদ্যানে মধু বসন্তের সহিত আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই সময়ে রাজার শক্র-সকলও অশ্ব, হস্তী ও পদাতির সহিত আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবনত হইয়াছে॥ ১৩॥
দ্বিতীয়। স্বয়ং বিষ্ণু যেমন কৌশলে রুক্মিণীকে হরণ করিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমাদিগের নরপতিও সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে শক্রকে পরাজিত করিয়া তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য আত্মসাৎ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন॥ ১৪॥
প্রতী। আমাদিগের ভর্ত্তা শক্রগণকে পরাভব করিয়া সৈন্য সামন্ত সহিত এই দিকেই আসিতেছেন, আমিও এই গবাক্ষপ্রদেশ আশ্রয় করিয়া অবলোকন করি॥ ১৫॥

(বয়স্যের সহিত রাজার প্রবেশ)

রাজা। কান্তা মালবিকার সমাগম যে অতি সুলভ নহে, ইহা চিন্তা করিয়া বিদর্ভ- নরপতি সৈন্য-সামন্তের সহিত নম্রভাবাপন্ন হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আতপ-তাপিত কমলকে সন্দর্শন করিলে যেমন ক্লেশ হয়, আবার আনন্দও হয়, বিদর্ভাধিপতিরও ঠিক তদ্রূপ হইয়াছে॥ ১৬॥
বিদূ। আমি এ স্থানে অবস্থিত হইয়া অবলোকন করি। এবার বোধ হয়, আমাদের মহারাজ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়াছেন॥ ১৭॥
রাজা। কি হেতু?
বিদূ। অদ্য দেবী ধারিণী, পণ্ডিত কৌশিকীকে আদেশ করিয়াছেন, ভগবতি! আপনি যদি সত্যই অলঙ্করণকার্য্য বিশেষরূপ অবগত থাকেন, তাহা হইলে মালবিকাকে বিবাহোচিত বেশ-ভূষায় সজ্জিত করিয়া দিউন্॥ ১৮॥
রাজা। সখে! এই দেবী ধারিণী চরিত্র-সম্বন্ধে আমা অপেক্ষাও প্রশংসনীয়া॥ ১৯॥
প্রতী। (নিকটে গিয়া) দেব! আপনি জয়যুক্ত হউন্। দেবী আর্য্যপুত্রের সহিত তপনীয়াশোকের পুষ্পোদ্গম প্রত্যক্ষ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন॥ ২০॥
রাজা। দেবী কি সেই স্থানেই আছেন? ২১॥

প্রতী। অধইং। জহা তুহ সম্মাণসুহং। অন্তেউরং বিসজ্জিঅ মালবিআপুরোএ অত্তণো পরিঅণেণ সমং দেবং পড়িবালেদি ॥ ২২ ॥

রাজা। (সহর্ষং বিদূষকং বিলোক্য) জয়সেনে! গচ্ছাগ্রতঃ ॥ ২৩ ॥

প্রতী। এদু এদু দেবো! ২৪ ॥ (ইতি পরিক্রামতি)

বিদূ। (বিলোক্য) ভো বঅস্স! কিংপি পরিবুত্তজোব্বণো বিঅ বসন্তো পমদবণে লক্খীঅদি ॥ ২৫ ॥

রাজা। যদাহ ভবান্।

অগ্রে বিকীর্ণকুরুবকফলভালকভিদ্যমানসহকারম্।
পরিণামমুখমিদমৃতোরুৎসুকয়তি যৌবনং চেতঃ ॥ ২৬ ॥

বিদূ। ভো অঅং সো দিণ্ণেবখো বিঅ কুসুমখঅএহিং তবণীআসোও। আলোহদু ভবং ॥ ২৭ ॥

রাজা। স্থানে খলু প্রসবমন্থরোঽভ্যুদয়মিদানীমনন্যসাধারণীং শোভাং পুষ্যতি। পশ্য—

সর্ব্বাশোকলতানাং প্রথমং সূচিতবসন্তবিভবানাম্।
নির্ব্বৃত্তদোহদেঽস্মিন্ সংক্রান্তানীব মুকুলানি ॥ ২৮ ॥

বিদূ। জুজ্জদি দেবী এথ মানইদব্বা ॥ ২৯ ॥

রাজা। বয়স্য! কা প্রতিপত্তিরত্র? ॥ ৩০ ॥

বিদূ। তহ বীসবো হোহি। অম্হাসু তহ উবগদেসু বিধারিণী পাসপরিবত্তিঅং মালবিঅং অমণ্ণোদি ॥ ৩১ ॥

রাজা। (সহর্ষম্) পশ্য পশ্য সখে!

মামিয়মভ্যুত্তিষ্ঠতি দেবী বিনয়াদনূত্থিতা প্রিয়য়া। বিস্তৃতহস্তকমলয়া নরেন্দ্রলক্ষ্ম্যা বসুমতী

প্রতী। হাঁ, আছেন বটে। যে প্রকারে আপনার সম্মানাদি রক্ষা হয়, দেবী সেই অনুসারেই আত্মপরিজন মালবিকা প্রভৃতিকেও পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র পণ্ডিতা কৌশিকীর সহিত অবস্থান পূর্ব্বক আপনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন ॥ ২২ ॥

রাজা। (হর্ষের সহিত বিদূষককে অবলোকন করিয়া) জয়সেনে! তুমি অগ্রে গমন কর ॥ ২৩ ॥

প্রতী। আপনি এই দিকে আসুন, এই দিকে আসুন। (এই বলিয়া পরিক্রমণ) ॥ ২৪ ॥

বিদূ। (অবলোকন করিয়া) ভো বয়স্য! বসন্ত যেন পুনর্নবযৌবন-বিশিষ্ট হইয়াছে, তাহার ন্যায় আপনি লক্ষিত হইতেছেন ॥ ২৫ ॥

রাজা। আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই বটে, কুরুবক ও সহকার-মুকুল বিকসিত হইয়াছে, ইহা সন্দর্শন করিয়া আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত প্রফুল্লিত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

বিদূ। ভো বয়স্য! অবলোকন করুন, এই তপনীয়াশোক মুকুলিত হওয়াতে বড়ই রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে ॥ ২৭ ॥

রাজা। ইহা উপযুক্তই হইয়াছে, যেহেতু, অসময়ে পুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়ায় এই তপনীয়াশোক কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে। দেখ, এই বসন্তকালেই সকল প্রকার পুষ্পাদি প্রস্ফুটিত হয়, কিন্তু রমণীগণের পদতাড়নারূপ দোহদ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাগ্রেই ইহার পুষ্পসকল মুকুলিত হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

বিদূ। ইহাতে দেবী ধারিণীর সম্মানাদি রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবেই যুক্তিযুক্ত ॥ ২৯ ॥

রাজা। বয়স্য! অধুনা কি করা বিধেয়? ৩০ ॥

বিদূ। আপনি এ বিষয়ে বিশ্বস্ত হউন, আমরা উপস্থিত থাকিতেই দেবী ধারিণী মালবিকাকে অনুমতি করিয়াছেন। ৩১ ॥

রাজা। (হর্ষের সহিত) সখে! দেখ দেখ, এই কমলনয়না প্রিয়া মালবিকা কি বিনয়বতী! আমি অবস্থিতি করিলে ইনি অবস্থিতি করেন, আর আমি উঠিলেই ইনিও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উত্থিত হন, অতএব মেদিনী যেমন নরপতি দ্বারা শোভিতা হন, এই প্রিয়াও আমার পক্ষে তদ্রূপ শোভান্বিতা হইয়াছেন ॥ ৩২ ॥

(ততঃ প্রবিশতি ধারিণী মালবিকা পরিব্রাজিকা বিভবতশ্চ পরিবারঃ)

মাল। (আত্মগতম্) জাণামি নিমিত্তং মহং কোদূহলং কারস্স তহবি মে হিঅঅং বিসিণীপত্তগদং বিঅ সলিলং বেবদি। দক্খিণেদরং ণঅণং অ বহুসো ফুরই ॥ ৩৩ ॥

বিদূ। ভো বঅস্স! বিবাহণেবত্থেণ সবিসেসং কৃখু সোহদি অত্তভোদী মালবিআ ॥ ৩৪ ॥

রাজা। পশ্যাম্যেনাম্। এষা—

অনতিলম্বিদুকূলনিবাসিনী, লঘুভিরাভরণৈঃ প্রতিভাতি মে।
উড়ুগণৈরুদয়োন্মুখচন্দ্রিকা, হৃতহিমৈরিব চৈত্রবিভাবরী ॥ ৩৫ ॥

ধারি। (উপেত্য) জেদু জেদু অজ্জউত্তো ॥ ৩৬ ॥

বিদূ। বড্ঢদু ভোদী ॥ ৩৭ ॥

পরি। বিজয়তাং দেবঃ ॥ ৩৮ ॥

রাজা। ভগবতি! অভিবাদয়ে ॥ ৩৯ ॥

পরি। অভিপ্রেতসিদ্ধিরস্তু ॥ ৪০ ॥

দেবী। (সস্মিতম্) অজ্জউত্ত! এস দেঅমহেহিং তরুণীজণসহাঅস্স অসোঅো সংকপ্পিদো ॥ ৪১ ॥

বিদূ। ভো আরাহিঅোসি ॥ ৪২ ॥

রাজা। (সব্রীড়মশোকভিতঃ পরিক্রামন্)

নায়ং দেব্যা ভাজনত্বং ন নেয়ঃ, সৎকারাণামীদৃশানামশোকঃ।
যঃ সাবজ্ঞো মাধবশ্রীনিয়োগে, পুষ্পৈঃ শংসত্যাদরং ত্বৎপ্রযত্নে ॥ ৪৩ ॥

বিদূ। ভো বীসদ্ধো ভবিঅ জোব্বণবিদং পেক্খ ॥ ৪৪ ॥

ধারি। কাং? কাং বিঅ? ৪৫ ॥

বিদূ। তবণীআসোঅস্স কুসুমসোহং ॥ ৪৬ ॥ (সর্ব্বে উপবিশন্তি)

(ধারিণী, মালবিকা, পরিব্রাজিকা ও রাজার পরিবারবর্গের প্রবেশ)

মাল। (আত্মগত) পঞ্চরাত্রির মধ্যেই তপনীয়াশোকের পুষ্পোদ্গম হওয়ায় বড়ই আনন্দ জন্মিয়াছে এবং দক্ষিণ নয়নও স্পন্দিত হইতেছে ॥ ৩৩॥

বিদূ। ভো বয়স্য! মালবিকা বিবাহোচিত বেশ-ভূষায় অলঙ্কৃতা হওয়ায় কি অপূর্ব্ব শোভাই হইয়াছে! দেখিয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিলাম ॥ ৩৪ ॥

রাজা। আমিও দেখিতে পাইতেছি যে, প্রিয়া মালবিকা অতি চাকচিক্যশালী পট্টাম্বর পরিধান করিয়াছেন এবং অঙ্গে আভরণাদিও অল্প অল্প রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, মেঘনির্ম্মুক্ত শারদীয় চন্দ্রিকা যেন শশাঙ্কমধ্যে পরিবেষ্টিতা হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ৩৫ ॥

ধারি। (নিকটে যাইয়া) আর্য্যপুত্রের জয় হউক্ ॥ ৩৬ ॥

বিদূ। দেবি! বর্দ্ধিতা হউন্ ॥ ৩৭ ॥

পরি। দেবের জয়লাভ হউক্ ॥ ৩৮ ॥

রাজা। ভগবতি! অভিবাদন করি ॥ ৩৯ ॥

পরি। আপনার অভীষ্টসিদ্ধি হউক্ ॥ ৪০ ॥

দেবী। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) আর্য্যপুত্র! তরুণীজনের সহায়স্বরূপ এই অশোকবৃক্ষ অবলোকন করুন্ ॥ ৪১ ॥

বিদূ। আপনি আমাদিগের আরাধনীয় বটে ॥ ৪২ ॥

রাজা। (সলজ্জিতভাবে অশোক বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ) এই অশোকবৃক্ষকে দেবী অতি যত্নের সহিত জলসেকাদি করিতে আদেশ করেন ও নির্নিমেষলোচনে সর্ব্বদাই অবলোকনও করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

বিদূ। ভো বয়স্য! বিশ্বস্ত হইয়া এই যৌবনবতীকে নিরীক্ষণ করুন্ ॥ ৪৪ ॥

ধারি। কাহাকে? কাহাকে নিরীক্ষণ? ৪৫ ॥

বিদূ। এই তপনীয়াশোকের পুষ্পোদগম হইয়াছে, অতএব ইহার শোভাকে নিরীক্ষণ করুন্ ॥ ৪৬ ॥

(সকলের উপবেশন)

রাজা। (মালবিকাং বিলোক্যাত্মগতম্) খলু সন্নিধিবিয়োগঃ।

অহং রথাঙ্গনামেব প্রিয়া সহচরীব মে। অননুজ্ঞাতসম্পর্কা ধারিণী রজনীব নৌ॥ ৪৭॥

(প্রবিশ্য কঞ্চুকী)

কঞ্চু। জয়তি জয়তি দেবঃ। অমাত্যো বিজ্ঞাপয়তি। তস্মিন্ কালে বিদর্ভরাজোপায়েন দ্বে শিল্পি-দারিকে মার্গপরিশ্রমাদলঘুশরীরে ইতি কৃত্বা ন প্রবেশিতে। সম্প্রতি দেবোপস্থানযোগ্যে। অভ্যনুজ্ঞাং দেবো দাতুমর্হতি॥ ৪৮॥

রাজা। প্রবেশয় তে॥ ৪৯॥

কঞ্চু। যদাজ্ঞাপতি দেবঃ।

(ইতি নিষ্ক্রম্য তাভ্যাং সহ প্রবিশ্য)

ইত ইতো ভবত্যৌ॥ ৫০॥

প্রথ। (জনান্তিকম্) হলা রমণীএ! অপূর্ব্বং বিঅ ইমং রাঅউলং পবিসন্তীএ মে পসীদদি হিঅঅব্-ভন্তরসঙ্গদো অপ্পা॥ ৫১॥

দ্বিতী। জোসিণিএ! মহবি এব্বং। অত্থি কখ্‌লোঅপ্পবাদো "আগামি সুহং দুক্খং বা হিঅঅসমবথা কধেদি" ত্তি॥ ৫২॥

প্রথ। সচ্চো দাণিং হোদু॥ ৫৩॥

কঞ্চু। এষ দেব্যা সহ দেবস্তিষ্ঠতি। উপসর্পতাং ভবত্যৌ॥ ৫৪॥

(উভে উপসর্পতঃ মালবিকাং পরিব্রাজিকাং চ দৃষ্ট্বা পরস্পরমবলোকয়তঃ)

উভে। (প্রণিপত্য) জেদু জেদু ভট্টা, জেদু জেদু ভট্টিণী॥ ৫৫॥

রাজা। নিষীদতম্॥ ৫৬॥

রাজা। (মালবিকাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক আত্মগত) প্রিয়জনের সন্নিধিবিচ্ছেদ কি কষ্টজনক ব্যাপার! দেখ, চক্রবাক্ যেমন প্রিয়া চক্রবাকীর সহিত বিরাজ করে, প্রিয়া মালবিকাও আমার নিকট তদ্রূপ বিরাজিতা আছেন, কিন্তু তাহা হইলেও এই দেবী ধারিণী আমাদিগের পক্ষে রজনীস্বরূপ (প্রতি-বন্ধিকা) হইয়াছেন॥ ৪৭॥

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। দেবের জয় হউক্। জয় হউক্, অমাত্য বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, বিদর্ভরাজ উপায়ন-স্বরূপ (উপঢৌকন) দুইজন শিল্পদারিকাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, এ বিষয়ে আপনি কি আজ্ঞা করেন?॥ ৪৮॥

রাজা। তাহাদিগকে এই স্থানে আনয়ন কর॥ ৪৯॥

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ! (ইহা বলিয়া নিষ্ক্রমণ ও তাহাদের সহিত প্রবেশ পূর্ব্বক) এই দিকে আসুন, এই দিকে আসুন॥ ৫০॥

প্রথমা। (জনান্তিকে) সখি! রমণীয় এই রাজকুলে প্রবেশ করিয়া অতি অপূর্ব্বই দৃষ্টিগোচর হইল এবং আমার হৃদয়াভ্যন্তর ও আত্মা আজি সুপ্রসন্ন হইল॥ ৫১॥

দ্বিতীয়া। জ্যোৎস্নিকে! আমারও তদ্রূপ ভাব হইয়াছে, এইরূপ কিংবদন্তীও আছে যে, চিত্তের অবস্থা সকল সময়ে সমভাবে থাকে না, কখন সুখও উপস্থিত হয় আর কখন দুঃখও বা উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ৫২॥

প্রথমা। এখন ইহা সত্যই হউক॥ ৫৩॥

কঞ্চু। দেব দেবীর সহিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। আপনারা সমীপে গমন করুন্॥ ৫৪॥

(উভয়ের উপসর্পণ। মালবিকা ও পরিব্রাজিকাকে অবলোকন করিয়া পরস্পরের প্রতি অবলোকন)

উভয়ে। (প্রণাম করিয়া) দেব ও দেবীর জয় হউক্, জয় হউক্॥ ৫৫॥

রাজা। এই স্থানে উপবেশন করুন॥ ৫৬

উভে। (রাজাজ্ঞয়া উপবিষ্টে ॥ ৫৭ ॥)

রাজা। কস্যাং কালায়ামভিবিনীতে ভবত্যৌ ? ৫৮ ॥

উভে। ভট্টা! সঙ্গীদএঅব ভস্তরন্ধ ॥ ৫৯ ॥

রাজা। দেবি! গৃহ্যতামনয়োরন্যতরা ॥ ৬০ ॥

ধারি। মালবিএ! ইদো দক্খদরা সঙ্গীদসহাইণী দে কা রুচ্চদি ॥ ৬১ ॥

উভে। (মালবিকাং দৃষ্ট্বা) অম্মো ভট্টিদারিআ। জেদু জেদু ভট্টিদারিআ। (ইতি প্রণিপত্য সহ বাষ্পং বিসৃজতঃ) ॥ ৬২ ।

(সর্ব্বে বিলোকয়ন্তি)

রাজা। কে ভবত্যৌ ? কা বেয়ম্ ? ৬৩ ॥

প্রথ। অহ্মাণং ভট্টিদারিআ ॥ ৬৪ ॥

রাজা। কথমিব ? ৬৫ ॥

উভে। সুণাদু ভট্টা। জো সো ভট্টিণা বিজঅদণ্ডেহিং বিদব্ভণাহং বসীকরিঅ বন্ধণাদো মোই কুমারো মাহবসেণো ণাম। তস্স ইঅং কনীঅসী বহিনীআ মালবিআ ণাম ॥ ৬৬ ॥

ধারি। কহং রাঅদারিআ ইঅম্। চন্দণং কখু মএ পাদুআবদেসেণ দূসিদম্ ॥ ৬৭ ॥

রাজা। অথাত্রভবতী কথমিত্থংভূতা ॥ ৬৮ ॥

মাল। (নিঃশ্বস্যাত্মগতম্) বিহিণিওএণ ॥ ৬৯ ॥

দ্বিতী। সুণাদু ভট্টা, দাআদবসংকদে ভট্টিদারএ মাহবসেণে তস্স অমচ্চেণ অজ্জসুমদিণা অহ্মারিস পরিঅণং উজ্ঝিঅ গূঢ়ং আণীদা এসা ॥ ৭০ ॥

রাজা। শ্রুতপূর্ব্বং ময়ৈতৎ। ততস্ততঃ ? ৭১ ॥

উভয়ে। (রাজাজ্ঞায় উপবেশন করিলেন ॥ ৫৭ ॥)

রাজা। আপনাদিগের উভয়ের কোন্ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য আছে ? ৫৮ ॥

উভ। সঙ্গীতশাস্ত্রেই বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে ॥ ৫৯ ॥

রাজা। দেবি! এই উভয়ের এক জনকে গ্রহণ কর ॥ ৬০ ॥

ধারি। মালবিকে! এই দুই জনের মধ্যে সঙ্গীতশাস্ত্র জানে বলিয়া তোমার কোন্‌টীকে গ্রহণ করিতে অভিলাষ হয় ? ৬১ ॥

উভ। (মালবিকাকে সন্দর্শন করিয়া) অহো! ভর্তৃদারিকে! আপনার জয় হউক্, জয় হউক্ (এই কথা বলিয়া অভিবাদন করত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন) ॥ ৬২ ॥

(সকলের অবলোকন)

রাজা। আপনারা কে? এবং ইনিই বা কে ? ৬৩ ॥

প্রথ। ইনি আমাদিগের ভর্তৃদারিকা ॥ ৬৪ ॥

রাজা। কি প্রকার ? ৬৫ ॥

উভ। আপনি শ্রবণ করুন, যিনি বিজয়দণ্ড দ্বারা বিদর্ভনাথকে বশীভূত করিয়া মাধবসেনকে বিমুক্ত করিয়াছিলেন, মালবিকা নাম্নী ইনিই তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী ॥ ৬৬ ॥

ধারি। ইনিই সেই রাজদারিকা ? আহা! আমি চন্দনকে আজ পাদস্পর্শ দ্বারা দূষিত করিলাম ? ৬৭ ॥

রাজা। কি প্রকারেই বা ইনি এরূপ হইলেন ? ৬৮ ॥

মাল। (দীর্ঘ নিশ্বাস করিয়া আত্মগত) বিধিনির্ব্বন্ধই ইহার কারণ ॥ ৬৯ ॥

দ্বিতী। আপনি শ্রবণ করুন, দায়াদবংশোদ্ভব ভর্তৃদারক মাধবসেন, তাঁহার অমাত্য আর্য্য সুমতি আমাদিগের পরিজনবর্গকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি গুপ্তভাবে ইঁহাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছে ॥ ৭০ ॥

রাজা। ইহা পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছি, তার পর, তার পর ? ৭১ ॥

দ্বিতী। ভট্‌টা! অদো অবরং ণ আণামি ॥ ৭২ ॥
পরি। অতঃ পরমহং মন্দভাগিনী কথয়িষ্যামি ॥ ৭৩ ॥
উভে। ভট্‌টিদারিএ! অজ্জকোসিঈএ বিঅ সরসংজোঅ ণং সা এব্ব ॥ ৭৪ ॥
মাল। অহ ইম্‌ ॥ ৭৫ ॥
উভে। জদিবেসধারিণী অজ্জকোসিঈ দুক্‌খেণ বিভাবীঅদি। ভঅবদি! ণমো দে ॥ ৭৬ ॥
পরি। স্বস্তি ভবতীভ্যাম্‌ ॥ ৭৭ ॥
রাজা। কথমাপ্তবর্গোয়ং ভগবত্যাঃ? ৭৮ ॥
পরি। এবমেতৎ ॥ ৭৯ ॥
বিদূ। তেণ দাণিং ভঅবদী অত্তভোদীবুত্তন্তং দাব অসেসম্‌। ৮০ ॥
পরি। (সবিক্লবম্‌) তাবৎ শ্রূয়তাম্‌। মাধবসেনসচিবং মমাগ্রজং সুমতিমবগচ্ছ ॥ ৮১ ॥
রাজা। উপলক্ষিতঃ। ততস্ততঃ? ৮২ ॥
পরি। স ইমাং তথাগতভ্রাতৃকাং ময়া সার্দ্ধমপবাহ্য ভবৎসম্বন্ধাপেক্ষয়া পথিকসার্থং বিদিশাগামিনমনুপ্রবিষ্টঃ ॥ ৮৩ ॥
রাজা। ততস্ততঃ? ৮৪ ॥
পরি। স চ অটব্যন্তরে নিবিষ্টো গতাধ্বা বণিগ্‌গণ ইব বিশ্রমিতুমারব্ধঃ ॥ ৮৫ ॥
রাজা। ততস্ততঃ? ৮৬ ॥
পরি। ততঃ! কিং চান্যৎ।

তূণীরপট্টপরিণদ্ধভুজান্তরালমাপার্ষ্ণিলম্বিশিখিবর্হকলাপধারি।
কোদণ্ডপাণি নিনদৎপ্রতিরোধকানামাপাতদুঃপ্রসহমাবিরভূদনীকম্‌ ॥ ৮৭ ॥

(মালবিকা ভয়ং রূপয়তি)

দ্বিতী। স্বামিন্‌! ইহার পর আমি কিছুই অবগত নহি ॥ ৭২ ॥
পরি। অতিশয় মন্দভাগিনী আমি, ইহার পর আর কি বলিব? ৭৩ ॥
উভ। ভর্ত্তৃদারিকে! এই যে স্বরসংযোগ শুনা যাইতেছে, ইহা আর্য্যা কৌশিকীর স্বর বলিয়াই বোধ হইতেছে ॥ ৭৪ ॥
মাল। হাঁ, তাঁহারই বটে ॥ ৭৫ ॥
উভ। যতিবেশধারিণী আর্য্যা কৌশিকী অতি দুঃখেই কালাতিপাত করিতেছেন। যাহাই হউক্‌, ভগবতি! আপনাকে অভিবাদন করি ॥ ৭৬ ॥
পরি। আপনাদের মঙ্গল হউক্‌ ॥ ৭৭ ॥
রাজা। ইঁহারা যে ভগবতীর অন্তরঙ্গ দেখিতেছি ॥ ৭৮ ॥
পরি। হাঁ, তাহাই বটে ॥ ৭৯ ॥
বিদূ। তাহা হইলে এক্ষণে সেই পূজনীয়া দেবীর বৃত্তান্তটা কি বলুন দেখি? ৮০ ॥
পরি। (কাতরভাবে) সেই অমাত্য মাধবসেনকে আমারই ভ্রাতা বলিয়া অবগত হউন্‌ ॥ ৮১ ॥
রাজা। সমস্তই উপপন্ন হইল বটে, তার পর, তার পর? ৮২ ॥
পরি। সেই মাধবসেনের ভগ্নী আমার সহিত ভবদীয় সম্বন্ধাপেক্ষায় বিদিশানাম্নী নগরীতে ইহাদের দুই জনকে প্রেরণ করিয়াছেন ॥৮৩॥
রাজা। তার পর, তার পর? ৮৪ ॥
পরি। সেই মাধবসেন বনমধ্যে বিচরণ পূর্ব্বক অতিশয় ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ উদ্‌যুক্ত হইয়াছেন ॥৮৫॥
রাজা। তার পর, তার পর? ৮৬ ॥
পরি। তার পর অন্য আর কি, সৈন্যসকল বদ্ধপরিকর হইয়া শিরোদেশে পট্টিশ বন্ধন করিল ও হস্তে ধনুর্ব্বাণাদি ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রায় সজ্জীভূত হইল ॥ ৮৭ ॥ (মালবিকার ভয়াভিনয়)

বিদূ। ভোদি! মা ভাআহি। অদিক্কন্তং কৃখু অত্তভোদী কহেদি ॥ ৮৮ ॥

রাজা। ততস্ততঃ? ॥ ৮৯ ॥

পরি। ততো মুহূর্ত্তান্ত পরাঙ্‌মুখীভূতাঃ সার্থবাহযোদ্ধারস্তস্করৈঃ ॥ ৯০ ॥

রাজা। ভগবতি! হন্ত অতঃ কষ্টতরমিদানীং শ্রোতব্যম্‌॥ ৯১ ॥

পরি। ততঃ স মৎসোদর্য্যঃ।

ইমাং পরীপ্‌সুর্দ্দুর্জাতেঃ পরাভিভবকাতরাম্‌।
ভর্ত্তৃপ্রিয়ঃ প্রিয়ৈর্ভর্ত্তুরানৃণ্যমসুভির্গতঃ ॥ ৯২ ॥

প্রথ। আং হা হদো সুমদী ণম্‌ ॥ ৯৩॥

দ্বিতী। তদো কৃখু ভট্টিদারিআএ ইঅং সমবথা সংবুত্তা ॥ ৯৪ ॥

(পরিব্রাজিকা বাষ্পং বিসৃজতি)

রাজা। ভগবতি! তনুত্যজামীদৃশী লোকযাত্রা। ন শোচ্যস্তত্রভবান্‌ সফলীকৃতভর্ত্তৃপিণ্ডস্তপস্বী॥৯৫॥

পরি। ততোঽহং মোহমুপাগতা যাবৎ সংজ্ঞাং প্রতিলভে তাবদিয়ং দুর্লভদর্শনা সংবৃত্তা ॥ ৯৬ ॥

কৃচ্ছ্রমনুভূতং তত্রভবত্যা ॥ ৯৭ ॥

পরি। ততো ভ্রাতুঃ শরীরমগ্নিসাৎ কৃত্বা পুনর্নবীকৃতদুঃখয়া ত্বদীয়ং দেশমবতীর্য্য কাষায়ে গৃহীতে ॥ ৯৮ ॥

রাজা। যুক্তঃ সজ্জনৈস্যৈব পন্থাঃ ॥ ৯৯ ॥

পরি। সেয়মাটবিকেভ্যো বীরসেনং বীরসেনাদ্দেবীং গতা। দেবীগৃহে লব্ধপ্রবেশয়া ময়া চানন্তরঃ দৃষ্টেত্যেবমবসানং কথায়াঃ ॥ ১০০ ॥

মাল। (আত্মগতম্‌) কিং ণু কৃখু ভট্টা সাম্পদং ভণাদি ॥ ১০১ ॥

রাজা। অহো পরিভবোপহারিণো বিনিপাতঃ। কুতঃ—

প্রেষ্যভাবেন নামেয়ং দেবীশব্দক্ষমা সতী। স্নানীয়বস্ত্রক্রিয়য়া পত্রোর্ণং বোপযুজ্যতে ॥ ১০২ ॥

বিদূ। ভগবতি! আপনার ভয় নাই, ভয় নাই, আমাদিগকে অতিক্রম করিতে পারিবে না ॥ ৮৮॥

রাজা। তার পর, তার পর? ৮৯ ॥

পরি। তার পর সজ্জীভূত যোদ্ধাগণ অন্যযোদ্ধা কর্ত্তৃক পরাঙ্মুখীকৃত হইয়া পলায়ন করিতেছে ॥৯০॥

রাজা। ভগবতি! ইহার পর শ্রবণ করিতে বড়ই কষ্ট বোধ হইতেছে ॥ ৯১ ॥

পরি। তাহার পর আমার সহোদর, দুষ্কুল হইতে পারিভিভবজন্য কাতরা সেই মালবিকাকে লাভ করিবার ইচ্ছুক হইয়া অমূল্য প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইয়াছেন ॥ ৯২ ॥

প্রথ। হা! সেই ব্যক্তি হত হইয়াছে? ৯৩ ॥

দ্বিতী। তাহার পর অবধি ভর্ত্তৃদারিকার এই অবস্থা হইয়াছে ॥ ৯৪ ॥

(পরিব্রাজিকার বাষ্পত্যাগ)

রাজা। ভগবতি! দেহ ধারণ করিলেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। অতএব এ বিষয়ে আর শোক করা কোন ক্রমেই উচিত হয় না, সেই পূজ্য তপস্বী ভর্ত্তৃপিণ্ড সফল করিয়াছেন ॥ ৯৫ ॥

পরি। তৎপর আমি মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহার পর সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখি যে, ইহার এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে ॥ ৯৬ ॥

দেবি! কি কষ্টই অনুভব করিয়াছেন? ৯৭ ॥

পরি। পরে ভ্রাতার দেহ অগ্নিসাৎ করিয়া তদবধি মনঃকষ্টে কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়াছি ॥ ৯৮॥

রাজা। সজ্জন ব্যক্তিদের এই পথই অবলম্বনীয় ॥ ৯৯ ॥

পরি। সে ব্যক্তি অটবী হইতে বীরসেনকে ও বীরসেন হইতে দেবী শব্দ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥১০০॥

মাল। (আত্মগত) এখন ভর্ত্তাই বা কি বলেন দেখা যাউক্‌ ॥ ১০১ ॥

রাজা। পরাভবপ্রাপ্ত ব্যক্তির অধঃপতনই শ্রেয়ঃ। দেবীশব্দ-যোগ্য এই মালবিকা দাসীভাবে উপলক্ষিতা হইয়াছেন; ইহার পর আর কষ্ট কি হইতে পারে? ১০২ ॥

ধারি। ভঅবদি ! অত্র অহিজনবদিং মালবিঅং অণাচক্খন্তীএ অসংপদং কিদম্ ॥ ১০৩ ॥

পরি। শান্তং পাপম্। কারণেন খলু ময়া নৈর্ঘৃণ্যমবলম্বিতম্ ॥ ১০৪ ॥

ধারি। কিং বিঅ তং কারণম্ ? ১০৫ ॥

পরি। ইয়ং পিতরি জীবতি কেনাপি দেবযাত্রাগতেন শিবাদেশকেন সাধুনা মৎসমক্ষং ব্যাদিষ্টা বৎসরমাত্রমিয়ং প্রেষ্যাভাবমনুভূয় ততঃ সদৃশভর্তৃগামিনী ভবিষ্যতি। বিদর্ভগতমনুষ্ঠেয়মবধারিতমস্মাভিঃ। দেবস্য তাবদভিপ্রায়ং শ্রোতুমিচ্ছামীতি ॥ ১০৬ ॥

রাজা। মৌদ্গল্য ! তত্রভবতোর্ভ্রাত্রোর্যজ্ঞসেনমাধবসেনয়োর্দ্বৈরাজ্যমিদানীমবস্থাপয়িতুকামোঽস্মি ॥ ১০৭ ॥

তৌ পৃথগ্বরদাকূলে শিষ্টামুত্তরদক্ষিণে।
নক্তন্দিনং বিভজ্যোভৌ শীতোষ্ণকিরণাবিব ॥১০৮॥

কঞ্চু। দেব ! এবমমাত্যপরিষদো বিজ্ঞাপয়ামি । ১০৯ ॥

রাজা। (অঙ্গুল্যানুমন্যতে) ॥ ১১০ ॥

[নিষ্ক্রান্তঃ কঞ্চুকী।

প্রথ। (জনান্তিকম্) ভট্টিদারিএ ! দিট্ঠিআ ভট্টিদারও অদ্ধরজ্জে পড়িট্ঠং গমিস্সদি ॥ ১১১ ॥

মাল। এদং দাব বহুমণিদব্বং জং জীবিদসংসআদো বিমুক্তো ॥ ১১২ ॥

(পুনঃ প্রবিশ্য কঞ্চুকী)

বিজয়তাং দেবঃ। অমাত্যো দেবস্য বিজ্ঞাপয়তি কল্যাণী দেবস্য বুদ্ধিঃ। মন্ত্রিপরিষদোঽপ্যেতদেব দর্শনম।

ধারি। ভগবতি ! এই প্রশস্ত-বংশোদ্ভবা মালবিকাকে এইরূপ অবস্থান্বিত করা আপনার যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই ॥ ১০৩ ॥

পরি। এইরূপ না হউক, কি নিষ্ঠুরতার কার্য্যই হইয়াছে ॥ ১০৪ ॥

ধারি। কি কারণে এইরূপ হইল ? ১০৫ ॥

পরি। পিতা জীবিত থাকিতে, এই মালবিকাকে দেবযাত্রা হইতে প্রত্যাগত কোন দেব-পরিচারক ব্রাহ্মণ আদেশ করিয়াছেন যে, একবৎসরকালমাত্র এইরূপ দাস্যভাবে অবস্থান করিতে হইবে, তাহার পর যথাযোগ্য অনুরূপ ভর্তৃগামিনী হইবেন ॥ ১০৬ ॥

রাজা। মৌদ্গল্য ! সম্প্রতি সেই মহামাননীয় যজ্ঞসেন ও মাধবসেন উভয় ভ্রাতার জন্য পৃথকরূপে দুইটী রাজ্য অবস্থাপন করিতে বাঞ্ছা করিতেছি, যেমন চন্দ্র ও সূর্য্য দিবা রাত্রি-বিভাগমতে লোকসকলকে পালন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ যজ্ঞসেন এবং মাধবসেন বরদা নদীর উত্তর এবং দক্ষিণ কূলে পৃথকরূপে দুইটী রাজ্য অবস্থাপন পূর্ব্বক উভয়েই স্বাধীনভাবে প্রজাপালনে নিযুক্ত হউন্ ॥ ১০৭-১০৮ ॥

কঞ্চু। দেব ! এখনই অমাত্য ও সভাসদ্দিগের নিকটে গমন করিয়া এই বিষয় বিজ্ঞাপন করি ॥ ১০৯ ॥

রাজা। (অঙ্গুলীসঙ্কেতে অনুমতি প্রদান করিলেন) ॥ ১১০ ॥

[তদনুসারে কঞ্চুকী নিষ্ক্রান্ত হইল।

প্রথ। (জনান্তিকে) ভর্তৃদারিকে ! সৌভাগ্যবশতই আজি আমাদের ভর্তৃদারক অর্দ্ধরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ॥ ১১১ ॥

মাল। ইহাই বহুতর ভাগ্য বলিয়া মনে করা উচিত যে, তিনি তাদৃশ জীবন-সংশয়াবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন ॥ ১১২ ॥

(কঞ্চুকীর পুনঃ প্রবেশ)

কঞ্চু। দেব ! আপনি সর্ব্বত্র বিজয়ী হউন্ ! দেবসমীপে অমাত্য এই প্রকার নিবেদন করিলেন যে, এইটাই মহারাজের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলময়ী বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। মন্ত্রী এবং সভাসদ্গণেরও এইরূপ

দ্বিধা বিভক্তাং শ্রিয়মুদ্বহন্তৌ, ধুরং রথাশ্বাবিব সংগ্রহীতুঃ।
স্থাস্যতস্তে নৃপতে! নিদেশে, পরস্পরাবগ্রহনির্ব্বিকারৌ ॥ ১১৩॥

রাজা। তেন হি মন্ত্রিপরিষদং ব্রূহি সেনান্যে বীরসেনায় লেখ্যতামেবং ক্রিয়তামিতি ॥ ১১৪॥

কঞ্চু। যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। [ইতি নিষ্ক্রমণম্।

(সপ্রাভৃতকং লেখং গৃহীত্বা পুনঃ প্রবিশ্য কঞ্চুকী)

কঞ্চু। অনুষ্ঠিতা প্রভোরাজ্ঞা। অয়ং দেবস্য সেনাপতেঃ পুষ্পমিত্রস্য সকাশাৎ সোত্তরীয়প্রাভৃতকো লেখঃ প্রাপ্তঃ। প্রত্যক্ষীকরোত্বেনং দেবঃ ॥ ৪১৫॥

রাজা। (উত্থায় প্রাভৃতকং সোপচারং গৃহীত্বা লেখং পরিজনায়ার্পয়তি) ॥ ১১৬॥

(পরিজনো লেখং নাট্যেনোদ্ঘাটয়তি)

ধারি। অম্মহে, তদোমুহং এব্ব ণো হিঅঅম্। সুণিস্সং দাব গুরুঅণকুসলান্তরং বসুমিত্তস্স বুত্তন্তম্। অদিভারে কৃখু পুত্তও সোণাপদী ণিউত্তো ॥ ১১৭॥

রাজা। (উপবিশ্য বাচয়তি) স্বস্তি, যজ্ঞশরণাৎ সেনাপতিঃ পুষ্পমিত্রো বৈদিশস্থং পুত্রমায়ুষ্মন্তমগ্নিমিত্রং স্নেহাৎ পরিষ্বজ্যানুদর্শয়তি। বিদিতমস্তু। যোঽসৌ রাজযজ্ঞদীক্ষিতেন ময়া রাজপুত্রশতপরিবৃতং বসুমিত্রং গোপ্তারমাদিশ্য বৎসরায় নিবর্ত্তনীয়ো নিরর্গলস্তুরঙ্গমো বিসর্জ্জিতঃ। স সিন্ধোর্দ্দক্ষিণে রোধসি চরন্নশ্বানীকেন যবনেন প্রার্থিতঃ। ততঃ উভয়োঃ সেনায়োর্মহানাসীৎ সংমর্দঃ ॥ ১১৮॥

(ধারিণী বিষাদং নাটয়তি)

অভিপ্রায়। যথা—মহারাজ! যেমন রথ-নিয়োজিত সুশিক্ষিত অশ্বযুগল সুদক্ষ সারথির বশে থাকিয়া রথভার বহন করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই যজ্ঞসেন আর মাধবসেন উভয় ভ্রাতার পরস্পর রাগ-দ্বেষাদিজনিত যুদ্ধ প্রভৃতি ক্রূরব্যবহার বিসর্জ্জন দিয়া দুই ভাগে বিভক্ত রাজলক্ষ্মীর পালনভার মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক উভয়েই চিরদিন যেন নির্ব্বিকারভাবে আপনার নিদেশবর্ত্তী হইয়া থাকেন ॥ ১১৩॥

রাজা। তবে মন্ত্রী এবং সভাসদ্গণকে এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এই বলিয়া সেনাধ্যক্ষ বীরসেনকে পত্র লিখিতে বল ॥ ১১৪॥

কঞ্চু। মহারাজ যেরূপ আদেশ করিতেছেন, এখনই তাহা সম্পাদনার্থে গমন করিতেছি।

[এই বলিয়া কঞ্চুকীর প্রস্থান।

(পুনর্ব্বার প্রাবরণ সহিত পত্রিকা হস্তে কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। প্রভুর আদেশ সর্ব্বতোভাবে প্রতিপলিত হইয়াছে। মহারাজের সেনাপতি পুষ্পমিত্রের নিকট হইতে এই উত্তরীয়স্বরূপ প্রাবরণ সহ পত্রিকা উপস্থিত। দেব! এক্ষণে ইহা প্রত্যক্ষ করুন ॥ ১১৫॥

রাজা। (উত্থিত হইয়া উপচার এবং প্রাবরণ সহিত পত্রিকাখানি লইয়া পরিজনদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন) ॥ ১১৬॥

(পরিজন-নাট্যভাবে পত্রিকা উন্মোচনে প্রবৃত্ত হইল)

ধারি। আহা! আমার অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই তদভিমুখী হইয়া আছে। যাহা হউক, এক্ষণে গুরুজনের কুশল-সংবাদের পর বসুমিত্রের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিব। আহা! পুত্রটী যে আমার সৈনাপত্যরূপ অতীব গুরুভাব কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ১১৭॥

রাজা। (উপবেশন পূর্ব্বক পত্রিকা পড়িতে আরম্ভ করিলেন।) "স্বস্তি, সেনাপতি যজ্ঞশালা হইতে বিদিশা নগরীস্থিত আয়ুষ্মান্ পুত্র অগ্নিমিত্রকে সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক জানাইতেছে। সুবিদিত হউক। আমি রাজযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া একশত রাজপুত্র-পরিবৃত কুমার বসুমিত্রকে রক্ষকরূপে নির্দ্দিষ্ট করত সেই যে যজ্ঞীয় অশ্বটীকে স্বীয় ইচ্ছামত বিচরণার্থে ছাড়িয়া দিয়াছি, সেই যজ্ঞীয় তুরঙ্গবর নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া যখন সিন্ধুনদের দক্ষিণকূলে বিচরণ করে, সেই সময়ে অশ্বসেনাসমাবৃত এক যবন আসিয়া সেই অশ্বকে ধারণ করিয়াছিল। তদনন্তর উভয় সৈন্যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়।" ১১৮॥ (তখন ধারিণী, মুখের বিষণ্ণতা দেখাইলেন)

রাজা। কথমীদৃশং সংবৃত্তম্? (পুনর্বাচয়তি।)

ততঃ পরান্ পরাজিত্য বসুমিত্রেণ ধন্বিনা।
প্রসহ্য হ্রিয়মাণো মে বাজিরাজো নিবর্ত্তিতঃ। ১১৯॥

ধারি। ইমিণা আস্সসিদং মে হিঅঅম্ ॥১২০॥

রাজা। (লেখশেষং বাচয়তি) সোঽহমিদানীমংশুমতেব সগরঃ পৌত্রেণ প্রত্যাহৃতাশ্বো যক্ষ্যে। তদিদানীমকালহীনং বিগতরোষচেতসা ভবতা বধূজনেন সহ যজ্ঞসেনায়াগন্তব্যমিতি ॥ ১২১॥

রাজা। অনুগৃহীতোঽস্মি ॥ ১২২॥

পরি। দিষ্ট্যা পুত্রবিজয়েন তস্মাৎ দম্পতী বর্দ্ধেতে।

ভর্ত্তাসি বীরপত্নীনাং শ্লাঘ্যানাং স্থাপিতা ধুরি।
বীরসূরিতি শব্দোঽয়ং তনয়াত্ত্বামুপস্থিতঃ ॥ ১২৩॥

ধারি। ভোদি! পরিতুট ঠম্হি জং পিদরং অণুজাদম্মো বচ্ছাঅো ॥ ১২৪॥

রাজা। মৌদ্গল্য! ননু কলভেন যূথপতেরনুকৃতম্ ॥ ১২৫॥

কঞ্চু। নৈতাবতা বীরবিজৃম্ভিতেন, চিত্তস্য নো বিস্ময়মাদধাতি।

যস্য প্রবৃত্ত্যঃ প্রভবস্ত্বমুচ্চৈরগ্নেরপাং দগ্ধুরিবোরুজন্মা ॥ ১২৬॥

রাজা। মৌদ্গল্য! যজ্ঞসেনশ্যালমগ্রীকৃত্য মুচ্যন্তাং সর্ব্বে বন্ধনস্থাঃ ॥ ১২৭॥

রাজা। কি? এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে? (পরে পুনরায় পত্রিকা পড়িতে আরম্ভ করিলেন) "তদনন্তর বসুমিত্র একমাত্র কোদণ্ড-সাহায্যে বলপূর্ব্বক সমগ্র শত্রুকুল পরাজিত করিয়া আমার সেই যজ্ঞীয় অশ্ববরকে প্রতারণা করিয়া আনিয়াছে" ॥ ১১৯॥

ধারি। এই কথা শ্রবণ করিয়া এতক্ষণে আমার অন্তঃকরণ আশ্বাসিত হইল ॥ ১২০॥

রাজা। (পত্রিকার অবশিষ্ট অংশ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন) "সূর্য্যবংশচূড়ামণি মহারাজ সগর যেমন স্বীয় পৌত্র অংশুমান্ কর্তৃক প্রত্যাহৃত অশ্বদ্বারা অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও এক্ষণে পৌত্র বসুমিত্র কর্তৃক প্রত্যাহৃত তুরঙ্গ দ্বারা যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন করিব, অতএব আপনি প্রসন্নচিত্তে বন্ধুগণের সহিত যথাসময়ে যজ্ঞ-কার্য্য সম্পন্ন করাইবার জন্য আগমন করিবেন" ॥ ১২১॥

রাজা। অনুগৃহীত হইলাম ॥ ১২২॥

পরি। সৌভাগ্যবশতই এক্ষণে আপনারা উভয় দম্পতী, পুত্র বিজয় দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইলেন। দেবি! তোমার স্বামী তোমাকে সমগ্র শ্লাঘনীয় বীরপত্নীদিগের সর্ব্বোপরি পদে স্থাপিত করিয়াছেন, তাহার পর এক্ষণে আবার পুত্র হইতে তোমার "বীরপ্রসবিনী" এই শব্দটী উপস্থিত হইল ॥ ১২৩॥

ধারি। ভগবতি! বৎস বসুমিত্র যে আমার শৌর্য্য-বীর্য্যাদিতে নিজ পিতার অনুরূপ হইয়াছে, ইহাতে আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি ॥ ১২৪॥

রাজা। মৌদ্গল্য! আমার সেই হস্তি-শাবকটী কি যূথপতির (প্রধান মাতঙ্গের) অনুরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে? ১২৫॥

কঞ্চু। মহারাজ! বাড়বানল যে অগাধ সাগরের সলিলরাশি দগ্ধ করেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে; কেন না, যিনি অসীম তপস্তেজা ব্রহ্মর্ষি ঔর্ব্বের ঊরুদেশ হইতে উৎপন্ন, অতএব সর্ব্বশত্রুবিজয়ী মহাশূরকুলোদ্ভব মহারাজ যখন কুমার বসুমিত্রের পিতা, তখন তিনি যে অবলীলাক্রমে শত্রুসকল পরাভূত করিয়া যজ্ঞীয় অশ্ব প্রত্যাহরণ পূর্ব্বক শৌর্য্যাদি প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা আর চিত্তবিস্ময়কর কি? ১২৬॥

রাজা। মৌদ্গল্য! যদিচ যজ্ঞসেনের শ্যালক ইদানীং কারাবদ্ধ হইয়াছে, তথাপি তাহার সহিত সমস্ত কারাবাসিদিগকে বিমুক্ত করিয়া দাও ॥ ১২৭॥

কঞ্চু। যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ ॥ ১২৮ ॥

[ইতি

ধারি। জয়সেণে! গচ্ছ মেলকপ্পমুহীণম্ অন্তেউরাণং পুত্তঅস্স বুত্তন্তং ণিবেদেহি ॥ ১২৯ ॥

(প্রতীহারী গন্তুমুদ্যতা)

ধারি। এহি দাব ॥ ১৩০ ॥

প্রতী। (প্রতিনিবৃত্য) ইঅহ্মি ॥ ১৩১ ॥

ধারি। (জনান্তিকম্) জং মএ অসোঅদোহলণিওঁওএ মালবিআএ পড়িণ্ণাদং তং, সে অভিজণং চ ণিবেদিঅ মম বঅণেণ ইরাঅদিং অণুণেহি। তুএ কৃখু অঅং সংবাদো চ ভংসিদব্বো ত্তি ॥ ১৩২ ॥

প্রতী। (জং দেবী আণবেদি)

[ইতি নিষ্ক্রান্তা।

(প্রতিহারী পুনঃ প্রবিশ্য)

প্রতী। ভট্টিণি! পুত্রবিজঅণিমিত্তেণ পরিতোসেণ অন্তেউরাণং আভরণাণং মঞ্জুসিঅহ্মি সংবুত্তা ॥১৩৩॥

ধারি। অলম্ কিং অচ্চরিঅম্। সাধারণো ণং অবভুদওো ॥ ১৩৪ ॥

প্রতী। (জনান্তিকম্) ভট্টিণি! ইরাবদী বিণ্ণবেদি। সরিসং কৃখু পহুবএ তব বঅণম্। সংকপ্পিদেণ জুজ্জদি অণ্ণহা কাতুং ত্তি ॥ ১৩৫ ॥

ধারি। ভঅবদি! তুএ অণুমদং ইচ্ছামি অজ্জসুমদিণা পঢ়মং কিদম্ অজ্জউত্তস্স মালবিঅম্ উবঞাদেতুম ॥ ১৩৬ ॥

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ! ১২৮ ॥

[কঞ্চুকীর প্রস্থান।

ধারি। জয়সেনে! যাও, মেলকপ্রমুখী অন্তঃপুরবাসিনীদিগের নিকট পুত্রের বিজয়-সংবাদ জানাও গিয়া ॥ ১২৯ ॥

(প্রতীহারী তথা হইতে প্রস্থানোন্মুখী হইল)

ধারি। ফিরিয়া আইস, একটা কথা শোন ॥ ১৩০ ॥

প্রতী। (ফিরিয়া) এই আসিয়াছি, বলুন্ ॥ ১৩১ ॥

ধারি। (জনান্তিকে) আমি যে মালবিকাকে অশোকপুষ্প-দোহদের জন্য নিয়োগ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার সমস্ত আভিজাত্য জানাইয়া আমার এই প্রস্তাবিত বিষয়ে যেন কদাচ অন্যথাচরণ না হয় ॥ ১৩২ ॥

প্রতী। দেবীর যেরূপ আজ্ঞা।

[এই বলিয়া প্রস্থান।

(প্রতীহারীর পুনঃ প্রবেশ)

ভট্টিণি! (স্বামিনি) পুত্রের বিজয়-সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র সাহ্লাদে অন্তঃপুরচারীগণ আমাকে এত আভরণ পুরস্কার দিয়াছেন যে, আমার বোধ হইতেছে যেন, আমি একটা অলঙ্কারের মঞ্জুষা-(সিন্দুক) স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছি ॥ ১৩৩ ॥

ধারি। ও সব কথার আলোচনায় প্রয়োজন নাই, তোমাকে যে তাঁহারা এত অলঙ্কারে বিভূষিতা করিয়াছেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কেন না, কুমার বসুমিত্রের বিজয়ে সাধারণতঃ আমাদিগের সকলেরই অভ্যুদয় (শ্রেয়ঃ বা উন্নতি) জানিবে ॥ ১৩৪ ॥

প্রতী। (জনান্তিকে) ভট্টিণি! ইরাবতী আপনাকে এইরূপ জানাইলেন যে, আপনি সাক্ষাৎ পৃথিবীর ন্যায় ভার-সহকারিণী, সুতরাং ঈদৃশ বাক্য আপনার উপযুক্তই বটে। সঙ্কল্পিত বিষয়ের অন্যথা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে ॥ ১৩৫ ॥

ধারি। ভগবতি! পূর্ব্বে আর্য্য সুমতি যে মালবিকাকে আর্য্যপুত্রের হস্তে সমর্পণ করিতে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই অনুমতিটী আপনার নিকট প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি ॥ ১৩৬ ॥

পরি। ইদানীমপি ত্বমস্যাঃ প্রভবসি ॥ ১৩৭ ॥

ধারি। (মালবিকাং হস্তে গৃহীত্বা) ইমং অজ্জউত্তো পিঅণিবেদণাণুরূবং পারিতোসিঅং পড়ীচ্ছদু ॥ ১৩৮ ॥

(রাজা ব্রীড়াং নাটয়তি)

ধারি। (সস্মিতম্) কিং অবধারেদি অজ্জউত্তো? ১৩৯ ॥

বিদূ। ভোদি! অং কুখু লোঅপ্পবাদো সব্বোজণো ণববরো লজ্জাতুরো হোদিত্তি ॥ ১৪০ ॥

(রাজা বিদূষকমবেক্ষতে)

বিদূ। অহ! দেবীএ এব কিদপ্পণিবিবসেসং দিণ্ণদেবীসংজ্ঞং মালবিঅম্ অত্তভবং পড়িগহিদুম্ ইচ্ছদি ॥ ১৪১ ॥

ধারি। এদাএম রাঅদারিআএ অহিজণেন দিণ্ণোএব্ব দেবীসদ্দো। কিং পুণরুত্তেণ ॥ ১৪২ ॥

পরি। বা মৈবম্।

অস্মাকমুৎসবমণির্মণিজাতিপুরস্কৃতঃ।
জাতরূপেণ কল্যাণি! তহি সংযোগমহতি ॥ ১৪৩ ॥

ধারি। মরিসেদু ভঅবদী, জব্ভুদঅকহাএ পড়মং অবগুণ্ঠণং বসণং ণালকৃখিদম্। জঅসেণে? গচ্ছ দাব কোসেঅং পত্তোণ্ণং উবণেহি ॥ ১৪৪ ॥

প্রতী। জং ভট্টিণী আণবেদি।

[ইতি নিষ্ক্রান্তা।

(পুনঃ পত্রোর্ণং গৃহীত্বা প্রবিশ্য প্রাতিহারী)

প্রতী। দেবি! এদম্ ॥ ১৪৫ ॥

পরি। এক্ষণে আপনিই এই মালবিকার সর্ববিষয়ে প্রভু। অধুনা ইহার বিবাহাদি কার্য্যের সমস্ত কর্তৃত্বভার আপনার উপরেই জানিবেন ॥ ১৩৭

ধারি। (মালবিকার হস্তধারণ পূর্ব্বক) আর্য্যপুত্র! এই প্রিয়নিবেদনানুরূপ পারিতোষিকটী প্রতিগ্রহ করুন্ ॥ ১৩৮ ॥

(রাজা লজ্জার অভিনয় প্রকাশ করিলেন)

ধারি। (ঈষৎ হাস্য সহকারে) আর্য্যপুত্র কি অবধারণ করিতেছেন? ১৩৯ ॥

বিদূ। দেবি! পৃথিবীতে এইরূপ চিরদিনই লোকপ্রবাদ আছে যে, নূতনবর প্রথমে লজ্জাশীল হয় ॥ ১৪০ ॥

(রাজা বিদূষকের প্রতি অবলোকন করিতে লাগিলেন)

বিদূ। আহা! দেবী স্বয়ংই এই মালবিকাকে আত্মনির্ব্বিশেষে দেবী শব্দ প্রদান করিলেন, এক্ষণে মহারাজ ইহাকে প্রতিগ্রহ করিতে অভিলাষ করিলেই সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের শুভ হয় ॥ ১৪১ ॥

ধারি। এই রাজদারিকাকে পূর্ব্বেই ইহার অভিজনবর্গগণ দেবী শব্দ প্রদান করিয়াছেন। তবে আর এ সব বিষয়ের পুনরুক্তির প্রয়োজন কি? ১৪২

পরি। না, না, এমন কথা বলিবেন না। হে কল্যাণি! যদিচ এই মালবিকা সর্ব্বদাই মণির ন্যায় আমাদের আনন্দদায়িনী এবং নিজেও আভিজাত্য-মর্য্যাদায় মণিরূপে অগ্রগণ্য বটে, তথাপি মণি যেমন সুবর্ণের সহিত সংমিলিত হইলেই সম্পূর্ণরূপে পরিশোভিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ইনিও এক্ষণে উপযুক্ত পতি মহারাজের সহিত সংযোজিত হইয়া প্রকৃত সুষমায় পরিশোভিত হউন্ ॥ ১৪৩ ॥

ধারি। ভগবতি! ক্ষমা করুন্, আমি অভ্যুদয়কথা-প্রসঙ্গে প্রথমে অবগুণ্ঠনবস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করি নাই। জয়সেনে! শীঘ্র গিয়া ধৌত কাষায়বস্ত্র আনয়ন কর ॥ ১৪৪ ॥

প্রতী। স্বামিনীর যেরূপ আজ্ঞা। [এই বলিয়া প্রস্থান।

(কাষায়বসনহস্তে প্রতিহারীর পুনঃ প্রবেশ)

প্রতী। দেবি! এই গ্রহণ করুন্ ॥ ১৪৫ ॥

ধারি। (মালবিকামবগুণ্ঠনবতীং কৃত্বা) অজ্জউত্ত! ইঅং পড়িচ্ছীঅদু॥ ১৪৬॥

রাজা। ত্বচ্ছাসনং প্রত্যনুরক্তা বয়ম্। (অপবার্য্য) হস্ত প্রতিগৃহীতম্॥ ১৪৭॥

বিদূ। অম্মহে দেবীএ অণুউলদা ধারিণীএ। (ইতি পরিজনমবলোকয়তি)॥ ১৪৮॥

(পরিজনঃ মালবিকামুপেত্য) জেদু জেদু ভট্টিণী॥ ১৪৯॥

(ধারিণী পরিব্রাজিকাং নির্ব্বর্ণয়তি)

পরি। দেবি! নৈতচ্চিত্রং ত্বয়ি।

প্রতিপক্ষেণাপি পতিং সেবন্তে ভর্ত্তৃসেবনা নার্য্যঃ।
অন্যসরিতামপি জলং সমুদ্রগাঃ প্রাপয়ন্ত্যদধিম্॥ ১৫০॥

(প্রবিশ্য নিপুণিকা)

নিপু। জেদু জেদু ভট্টা। ইরাবদী বিগ্নবেদি। জং হি উবআদিক্কমেণ তদা অহং ভট্টিণো অবরাদ্ধা। ণং সো অত্তণোভিট্টা। অণুপদং ভট্টিণো অণুরূবং এব্ব মএ আঅরিঅং সম্পদং পুণ্ণমণোরহো ভট্টা জাদো। অহং সংপসাদমেত্তেণ সংভাবইদব্বেত্তি॥ ১৫১॥

ধারি। নিউণিএ! অবস্সং দে সেবিঅং অজ্জউত্তো জাণিস্সদি॥ ১৫২॥

নিপু। অণুগিহীদম্হি॥ ১৫৩॥ [ইতি নিষ্ক্রান্তা।

পরি। দেব! অমুক্তত্বসম্বন্ধেন চরিতার্থং মাধবসেনং ত্বদাজ্ঞয়া দৃষ্ট্বা নয়নসাফল্যং কর্ত্তুমিচ্ছামি॥১৫৪॥

ধারি। ণ জুত্তং ভঅবদি! অম্হাণং পরিচ্চত্তুং॥ ১৫৫॥

রাজা। ভগবতি! মদীয়েষ্বেব লেখেষু তত্রভবতস্বামুদ্দিশ্য সভাজনানি জ্ঞাপয়িষ্যামঃ॥ ১৫৬॥

ধারি। (মালবিকাকে অবগুণ্ঠনবতী করিয়া) আর্য্যপুত্র! এই উপঢৌকন প্রতিগ্রহ করুন্॥ ১৪৬॥

রাজা। আমরা চিরদিনই তোমার শাসনে অনুরক্ত। হাঁ, ইহা পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছি॥ ১৪৭॥

বিদূ। আহা! দেবী ধারিণীর কি অনুকূলতা? (এই বলিয়া পরিজনের দিকে অবলোকন করিলেন)॥ ১৪৮॥

পরি। (মালবিকার সমীপে আসিয়া) স্বামিনি! আপনি সর্ব্বপ্রকারেই জয়যুক্তা হউন্॥ ১৪৯॥

(ধারিণী পরিব্রাজিকাকে লক্ষ্য করিয়া বর্ণনা করিলেন)

পরি। দেবি! আপনাতে এটী বিচিত্র নহে, পতিপ্রাণা সাধ্বী রমণীগণ প্রতিপক্ষরূপা সপত্নীর সহিত মিলিত ও পতিসেবায় নিরত থাকেন। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখুন, সাগরসঙ্গতা স্রোতস্বিনী অন্য ক্ষুদ্রতরঙ্গিণীর জলও সমুদ্রে লইয়া সংমিলিত করিয়া দেয়॥ ১৫০॥

(নিপুণিকার প্রবেশ)

নিপু। ভর্ত্তা জয়যুক্ত হউন্, জয়যুক্ত হউন্। ইরাবতী বিজ্ঞাপন করিলেন যে, যদিচ আমি উপচার অতিক্রম পূর্ব্বক প্রভুর নিকট অপরাধিনী হইয়াছি,তথাপি তাহা নিজের স্বামী বলিয়াই জানিবেন। পরন্তু ইতিপূর্ব্বে আমি সর্ব্বদাই স্বামীর অভিপ্রায়ানুরূপ আচরণই করিয়াছি, কদাচ ব্যতিক্রম করি নাই; যাহা হউক, এক্ষণে প্রভু সর্ব্বতোভাবে পূর্ণমনস্কাম হইয়াছেন, সুতরাং আর মনোগ্লানি থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এতএব সম্প্রসাদ মাত্রে সুপ্রসন্নভাবে আমাকে সম্ভাবিত ও সম্মানিত করিবেন, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা॥ ১৫১॥

ধারি। নিপুণিকে! আর্য্যপুত্র অবশ্যই তোমার সেবাকার্য্য মনে করিবেন॥ ১৫২॥

নিপু। অনুগৃহীত হইলাম॥ ১৫৩॥

[নিপুণিকার প্রস্থান।

পরি। মহারাজ! অমুক্তত্বসম্বন্ধ হেতু চরিতার্থ মাধবসেনকে আপনার আজ্ঞায় অবলোকন করিয়া আমার নয়নযুগল সার্থক করিতে ইচ্ছা করি॥ ১৫৪॥

ধারি। ভগবতি! আমাদিগকে পরিত্যাগ করা আপনার উচিত বিধান হয় না॥ ১৫৫॥

রাজা। ভগবতি! আমি পত্র লিখিবার সময়ে আপনাকে উদ্দেশ করিয়া সেই পূজ্য ব্যক্তিকে সম্মাননাদি জ্ঞাপন করাইব॥ ১৫৬॥

পরি। যুবয়োঃ স্নেহাৎ পরবানয়ং জনঃ ॥ ১৫৭ ॥

ধারি। আণবেদু অজ্জউত্তো। ভূআোবি দে কিং পিঅম্ উবঅরিস্সম্ ॥ ১৫৮ ॥

রাজা। মম তাবদেতাবদেব প্রিয়ম্।

ত্বং মে প্রসাদসুমুখী ভব চণ্ডি নিত্যমেতাবদেব মৃগয়ে প্রতিপক্ষহেতোঃ।

আশাস্যমীতিবিগমপ্রভৃতি প্রজানাং, সম্পৎস্যতে ন খলু গোপ্তরি নাগ্নিমিত্রে ॥ ১৫৯ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি পঞ্চমোঽঙ্কঃ।

ইতি মহাকবি-কালিদাসপ্রণীতং মালবিকাগ্নিমিত্রং নাম নাটকং সমাপ্তম।

পরি। এই পরাধীন ব্যক্তি তোমাদিগের উভয়েরই স্নেহের পাত্র ॥ ১৫৭ ॥

ধারি। আর্য্যপুত্র! আপনি আমাকে আজ্ঞা করুন যে, ইহার পর আপনার আর কি প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করি? ১৫৮ ॥

রাজা। ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট প্রিয়কার্য্য হইয়াছে। হে চণ্ডি! হে কোপনস্বভাবে! তুমি আমার প্রতি চিরদিনের জন্য সুপ্রসন্না থাকিলে প্রতিদ্বন্দ্বীরা কোনমতেই আমার অপকারসাধন করিতে সক্ষম হইবে না, আর প্রজারঞ্জনকারী অগ্নিমিত্র নামক নরপতি এই ভূমণ্ডলে জাজ্বল্যমান থাকিতে প্রজাদিগের অতিবৃষ্টি দ্বারা যে সকল শস্যব্যাঘাতক ঈতিদোষ আছে, তাহারাও কিছুমাত্র অপকার-সাধন করিতে পারিবে না ॥ ১৫৯।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত।

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক সমাপ্ত।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্

মূল ও অনুবাদ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

দুষ্মন্ত।

সর্ব্বদমন	দুষ্মন্তের পুত্র।
কণ্ব, কশ্যপ	মহর্ষি।
শার্ঙ্গরব, শারদ্বত	কণ্বের শিষ্যদ্বয়।
মাতলি	ইন্দ্রের সারথি।
মাধব্য (বিদূষক)	দুষ্মন্তের বয়স্য।

বৈখানস, ঋষিকুমার, মন্ত্রী, পুরোহিত, সভাসদগণ, ধীবর, রক্ষক ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

শকুন্তলা।

মিশ্রকেশী ...	অপ্সরা।
গৌতমী	কণ্বের ভগিনী।
অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা	শকুন্তলার সখীদ্বয়।

তপস্বিনীগণ, ধীবর-পত্নী ইত্যাদি।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্

(প্রস্তাবনা)

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী,
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ব্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ,
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ ॥ ১ ॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ। অলমতি বিস্তরেণ। (নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) আর্য্যে ! যদি নেপথ্য-বিধানমবসিতং, তদিতস্তাবদাগম্যতাম্ ॥ ২ ॥

(প্রবিশ্য নটী)

নটী। অজ্জউত্ত ! ইঅম্হি। আণবেদু অজ্জো কো ণিওও অণুচিট্ঠীঅদুত্তি ॥ ৩ ॥

সূত্র। আর্য্যে ! রসভাববিশেষদীক্ষাগুরোর্বিক্রমাদিত্যস্য নরপতেরভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষদিয়ম্। অস্যাং খলু কালিদাসগ্রথিতবস্তুনা নবেনাভিজ্ঞানশকুন্তলাখ্যেন নাটকেনোপস্থাতব্যমস্মাভিঃ। তৎপ্রতিপাত্রমাধীয়তাং যত্নঃ ॥ ৪ ॥

নটী। সুবিহিদপ্পওঅদাএ অজ্জস্স ণ কিম্পি পরিহাইস্সদি ॥ ৫ ॥

সূত্র। (সোস্মিতং) আর্য্যে ! কথয়ামি তে ভূতার্থম্।
আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ ॥ ৬ ॥

পরমাত্মা পরমেশ্বর যাহা প্রথমেই সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা দ্বারা বিধানানুসারে আহুত ঘৃত ও হব্য দ্রব্য উদ্দিষ্ট দেবতার নিকট উপনীত হয়, যাহা যজমানরূপা ও যে মূর্ত্তিদ্বয় দিবারাত্ররূপ কালদ্বয় উৎপাদন করিতেছেন এবং শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ যাহার গুণ ও যাহা বিশ্বমণ্ডল ব্যাপিয়া অবস্থিত আছে, পণ্ডিতগণ যাহাকে সর্ব্বশস্যাদির উৎপত্তি-স্থান কহিয়া থাকেন এবং যে মূর্ত্তি দ্বারা প্রাণিগণ প্রাণবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিত,এই প্রত্যক্ষরূপে অনুভূত যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত জলময়ী,অগ্নিময়ী,যজমানরূপা,চন্দ্রসূর্য্যময়ী, আকাশময়ী ও বায়ুময়ী এই অষ্টবিধমূর্ত্তিদ্বারা মহেশ্বর তোমাদিগকে প্রসাদ বিতরণপূর্ব্বক রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধার। অতি বিস্তারে প্রয়োজন নাই। (নেপথ্যাভিমুখে দর্শন করিয়া) আর্য্যে ! যদি নেপথ্যরচনা সমাপিত হইয়া থাকে, তবে এখানে আগমন কর ॥ ২ ॥

(নটীর প্রবেশ)

নটী। আর্য্য ! আমি উপস্থিত হইয়াছি, আপনি আজ্ঞা করুন, কোন্ বিষয়ের অনুষ্ঠান করিব ? ৩ ॥

সূত্র। আর্য্যে ! রসভাব-বিশেষের দীক্ষাগুরু মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মনোহারিণী নবরত্নসভার প্রধান পণ্ডিত মহাকবি কালিদাস-বিরচিত "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" নামক অভিনব নাটকের অভিনয় করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য, অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিই এই বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ হউন ॥ ৪ ॥

নটী। অভিনয়প্রয়োগ আপনার সুবিদিত, অতএব ইহাতে কোন বিষয়েরই ত্রুটি হইবে না ॥ ৫ ॥

সূত্র। (হাস্য সহকারে) আর্য্যে ! আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, যে পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণের পরিতোষ না হয়, ততক্ষণ আপনার অভিনয়-নৈপুণ্য উত্তম হইল বিবেচনা করা যায় না, যেহেতু, উত্তমরূপে শিক্ষিত ব্যক্তিগণেরাও আপনাতে বিশ্বাসস্থাপন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৬ ॥

নটী। (সবিনয়ম্) এবংন্বেদম্। অনন্তরকরণিজ্জং দাণিং অজ্জো আণবেদু ॥ ৭ ॥

সূত্র। কিমন্যদস্যাঃ পরিষদঃ শ্রুতিপ্রসাদনতঃ করণীয়মস্তি ॥ ৮ ॥

নটী। অধ কদমং উণ উদুং অধিকরিঅ গাইস্সম্ ॥ ৯ ॥

সূত্র। আর্য্যে! তদিমমেব তাবদচিরপ্রবৃত্তমুপভোগক্ষমং গ্রীষ্মসময়মধিকৃত্য গীয়তাম্। সম্প্রতি হি—
সুভগসলিলাবগাহাঃ পাটলসংসর্গসুরভিবনবাতাঃ। প্রচ্ছায়সুলভনিদ্রা দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ ॥ ১০ ॥

নটী। তহ। (ইতি গায়তি)

ইসীসিচুম্বিআইং ভমরেহিং সুউমারকেসরসিহাইং।
ওদংসঅন্তি দঅমাণা পমদাও সিরীসকুসুমাইং ॥ ১১ ॥

সূত্র। আর্য্যে! সাধু গীতম্। অহো! রাগাপহৃতচিত্তবৃত্তিরালিখিত ইব বিভাতি সর্ব্বতো রঙ্গঃ। তদিদানীং কতমৎ প্রকরণমাশ্রিত্যৈনমারাধয়ামঃ ॥ ১২ ॥

নটী। ণং অজ্জমিস্সেহিং পঢমং এব্ব আণত্তং অহিণ্ণাণসউন্দলং ণাম অউব্বং ণাড়অং পওএণ অধিকরীঅদুত্তি ॥ ১৩ ॥

সূত্র। আর্য্যে! সম্যগনুবোধিতোঽস্মি, অস্মিন্ ক্ষণে বিস্মৃতং খলু ময়া। কুতঃ—

তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ।
এষ রাজেব দুষ্মন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা ॥ ১৪

[ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।

ইতি প্রস্তাবনা।

নটী। (সবিনয়ে) এইরূপই বটে, ইহার পর কি করিব, তাহা আপনি এখন আজ্ঞা করুন্ ॥ ৭ ॥

সূত্র। আর্য্যে! সঙ্গীত ব্যতিরেকে এই মহতী সভার শ্রবণানন্দকর অন্য আর কি বক্তব্য আছে? ৮

নটী। তবে কোন্ ঋতু অবলম্বন করিয়া গান করিব? ৯ ॥

সূত্র। আর্য্যে! তুমি এই অচিরাগত উপভোগযোগ্য গ্রীষ্মসময় অবলম্বন পূর্ব্বক গান কর। দেখ, এখন অতিশয় সুখদ সলিলমজ্জন, দিবাবসানে পাটলিকুসুমের বন, সমীরণ ছায়ায় সুলভনিদ্রা অতি রমণীয় হয় ॥ ১০ ॥

নটী। তাহাই হউক (এই বলিয়া গান আরম্ভ করিল।)

সুকুমার কেশর শিখায় সুশোভন।
শিরীষ কুসুমগুলি মানস-মোহন
ক্ষণমাত্র অলিকুল চুম্বন করিল।
তাহে সৌরভের দ্বার তখনি খুলিল ॥
দেখহ যুবতীগণ করিয়ে গ্রহণ।
সদয়-হৃদয়ে কাণে পরিছে ভূষণ ॥ ১১

সূত্র। আর্য্যে! তুমি উত্তম গান করিয়াছ। দেখ, এই রঙ্গস্থল তোমার সঙ্গীতরাগে বিমোহিত হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তবে এক্ষণে কোন্ বিষয়ের অভিনয় অবলম্বন পূর্ব্বক ইঁহাদের মনোরঞ্জন করিব? ১২

নটী। এই আপনি প্রথমেই বলিলেন যে, অভিজ্ঞানশকুন্তল নামক অপূর্ব্ব নাটক অভিনয় করিতে হইবে? ১৩ ॥

সূত্র। তুমি ভাল মনে করিয়া দিয়াছ, এক্ষণে আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারও কারণ আছে; আমি তোমার অতিমোহন সঙ্গীতরাগে অতিশয় বেগশালী সুশোভন কুরঙ্গ দ্বারা আকৃষ্ট সেই দুষ্মন্ত রাজার ন্যায় বিমোহিত হইয়াছি ॥ ১৪ ॥

[সূত্রধার ও নটীর প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথমোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি মৃগানুসারী সশরচাপহস্তো রাজা রথেন সূতশ্চ)

সূতঃ। (রাজানং মৃগং চাবলোক্য) আয়ুষ্মন্!

কৃষ্ণসারে দদচ্চক্ষুস্ত্বয়ি চাধিজ্যকার্ম্মুকে।
মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্ ॥ ১ ॥

রাজা। সূত! দূরমমুনা সারঙ্গেণ বয়মাকৃষ্টাঃ। অয়ং পুনরিদানীমপি—

গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ,
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ভূয়সা পূর্ব্বকায়ম্।
দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা,
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্ব্যাং প্রয়াতি ॥ ২ ॥

রাজা। (সবিস্ময়ম্) কথমনুপতত এব মে প্রযত্নপ্রেক্ষণীয়ঃ সংবৃত্তোঽয়ং মৃগঃ ॥ ৩ ॥

সূত। আয়ুষ্মন্! উদ্ঘাতিনী ভূমিরিতি ময়া রশ্মিসংযমনাদ্রথস্য মন্দীভূতো বেগঃ। তেন মৃগ এষ বিপ্রকৃষ্টান্তরঃ সংবৃত্তঃ। সংপ্রতি হি সমদেশবর্ত্তিনস্তে ন দুরাসদো ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥

রাজা। তেন হি মুচ্যন্তামভীষবঃ ॥ ৫ ॥

সূতঃ। যথাজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান্। (রথবেগং নিরূপ্য) আয়ুষ্মন্! পশ্য পশ্য।

মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়তপূর্ব্বকায়া, নিষ্কম্পচামরশিখা নিভৃতোর্দ্ধকর্ণাঃ।
আত্মোদ্ধতৈরপি রজোভিরলঙ্ঘনীয়া, ধাবন্ত্যমী মৃগজবাক্ষময়েব রথ্যাঃ ॥ ৬ ॥

(রথে আরোহণ ও ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা দুষ্মন্ত ও সারথির প্রবেশ)

সূত। (রাজাকে ও মৃগকে অবলোকন করিয়া) আয়ুষ্মন্! আপনি গুণযুক্ত শরাসন ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণসার মৃগের পশ্চাদ্‌গামী হইয়াছেন দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, আমি মৃগানুসারী সাক্ষাৎ মহাদেবকেই যেন দর্শন করিতেছি ॥ ১ ॥

রাজা। সূত! সারঙ্গ আমাকে অনেকদূর আকর্ষণ করিয়াছে, দেখ, সে এখনও মনোহররূপে গ্রীবাদেশের বক্রতা সম্পাদন পূর্ব্বক অনুসরণশীল রথের প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতেছে, শরপতনশঙ্কায় দেহের পশ্চাদ্‌ভাগ অগ্রভাগে অধিকতররূপে প্রবেশিত করিয়াছে এবং শ্রমদ্বারা বিবৃত মুখাভ্যন্তর হইতে অর্দ্ধচর্ব্বিত নবতৃণ-সমূহে গমনপথ আকীর্ণ করিয়া অগ্রসরভাবে উর্দ্ধে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক গমন করিতেছে, সুতরাং আকাশমার্গে বহুতর এবং পৃথিবীতলে অতি অল্পপথই অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। (সবিস্ময়ে) আমি অনুসরণ করিলেও এই মৃগ আমার প্রযত্নদ্বারা দর্শনীয় হইল কেন? ২-৩ ॥

সূত। আয়ুষ্মন্! এই ভূমিভাগ নিম্নোন্নত বলিয়া রশ্মিসংযম করিয়াছি, তাহাতে রথের বেগ মন্দীভূত হইয়াছে, সুতরাং মৃগ দূরে গিয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি রথ সমদেশবর্ত্তী হইয়াছে, অতএব এখন এই মৃগ আপনার দুষ্প্রাপ্য হইবে না ॥ ৪ ॥

রাজা। তবে এখন রশ্মি ছাড়িয়া দাও ॥ ৫ ॥

সূত। আয়ুষ্মন্! যাহা আজ্ঞা করিতেছেন। (এই বলিয়া রথের বেগ সংবর্দ্ধিত করিয়া বলিল) দেখুন, দেখুন, মুখরশ্মি শিথিল করিয়া দিয়াছি বলিয়া আপনার এই অশ্ব-চতুষ্টয় দেহের পূর্ব্বভাগ অতিশয় আয়ত এবং চামরশিখা সমস্ত ঊর্দ্ধীভূত ও কর্ণসকল ঊর্দ্ধীকৃত করিয়া, স্বখুরোত্থিত রেণুসমূহের অলঙ্ঘনীয় হইয়া পথিমধ্যে ধাবন করিতেছে কি সন্তরণ দিতেছে, তাহা স্থির করাই কঠিন ॥ ৬ ॥

রাজা। (সহর্ষম্) সত্যমতীত্য হরিতো হরীংশ্চ বর্ত্তন্তে বাজিনঃ। তথাহি—
যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং, যদর্দ্ধে বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ।
প্রকৃত্যা যদ্বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়োর্ন মে দূরে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন পার্শ্বে রথজবাৎ ॥ ৭ ॥
সূতঃ। পশ্যৈনং ব্যাপাদ্যমানম্। (ইতি শরসন্ধানং নাটয়তি) ॥ ৮ ॥
(নেপথ্যে)। ভো ভো রাজন্! আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ ॥ ৯ ॥
সূতঃ। (আকর্ণ্যাবলোক্য চ) আয়ুষ্মন্! অস্য খলু তে বাণপাতপথবর্ত্তিনঃ কৃষ্ণসারস্যান্তরে তপস্বিনঃ উপস্থিতাঃ ॥ ১০ ॥
রাজা। (সসম্ভ্রমম্) তেন হি প্রগৃহ্যন্তাং বাজিনঃ ॥ ১১ ॥
সূতঃ। তথা। (ইতি রথং স্থাপয়তি) ॥ ১২ ॥

(ততঃ প্রবিশতি সশিষ্যো বৈখানসঃ)

বৈখা। (হস্তমুদ্যম্য) রাজন্! আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ ॥ ১৩ ॥
ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্, মৃদুনি মৃগশরীরে তূলরাশাবিবাগ্নিঃ।
ক্ব বত হরিণকানাং জীবিতং চাতিলোলং, ক্ব চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে ॥ ১৪ ॥
তৎ সাধুকৃতসন্ধানং প্রতিসংহর সায়কম্। আর্ত্তত্রাণায় বঃ শস্ত্রং ন প্রহর্ত্তুমনাগসি ॥ ১৫ ॥
রাজা। এষ প্রতিসংহৃতঃ। (ইতি যথোক্তং করোতি) ॥ ১৬ ॥
বৈখা। সদৃশমেতৎ পুরুবংশপ্রদীপস্য ভবতঃ ॥ ১৭ ॥
জন্ম যস্য পুরোর্বংশে যুক্তরূপমিদং তব। পুত্রমেবং গুণোপেতং চক্রবর্ত্তিনমাপ্নুহি ॥ ১৮ ॥

রাজা। (সহর্ষে) এই অশ্বগণ নিশ্চয়ই হরিণের বেগ অতিক্রম করিয়াছে, যেহেতু, রথের বেগবশে যে সকল বস্তু দূরত্বহেতু দেখিয়া অতি সূক্ষ্ম বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা তৎক্ষণাৎ স্থূল হইয়া উঠিতেছে, আর যে যে বস্তু যথার্থই বিচ্ছিন্ন, তাহা সম্মিলিতের ন্যায় বোধ হইতেছে, যাহা স্বভাবতই বক্র, তাহাও সরলরেখার ন্যায় বোধ হইতেছে এবং কোন বস্তু ক্ষণমাত্র আমার নয়ন-দ্বয়ের অথবা পার্শ্বে অবস্থিত হইতেছে ॥ ৭ ॥
সূত। রাজন্! দেখুন, এই হরিণ এখন শরবধ্য হইয়াছে ॥ ৮ ॥

(রাজা শরসন্ধান করিতেছেন)

(নেপথ্যে)। ভো ভো রাজন্! এটী আশ্রম-মৃগ, হনন করিবেন না, হনন করিবেন না ॥ ৯ ॥
সূত। (দর্শন ও শ্রবণ করিয়া)। আয়ুষ্মন্! দুইজন তপস্বী আপনার শরসঞ্চারণের পথবর্ত্তী এই কৃষ্ণসার-মৃগের হনন-বিষয়ে বিঘ্ন-স্বরূপ হইয়াছেন ॥ ১০ ॥
রাজা। (সসম্ভ্রমে) সূত! রশ্মি সংযমন পূর্ব্বক রথ স্থির কর ॥ ১১ ॥
সূত। আয়ুষ্মন্! যাহা আজ্ঞা করিতেছেন (বলিয়া রথ স্থির করিল) ॥ ১২ ॥

(শিষ্যের সহিত বৈখানসের প্রবেশ)

বৈখা। (হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক) ভো রাজন্! এটী আশ্রম-মৃগ, ইহাকে হনন করিবেন না, হনন করিবেন না। রাজন্! তূল-রাশিতে অগ্নির ন্যায় এই কোমল দেহে শর-সম্পাতন করিবেন না। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, হরিণগণের অতিবিনাশশীল অতিচঞ্চল জীবনই বা কোথায় এবং আপনার বজ্রসারময় শর-সমূহই বা কোথায়? ফলতঃ এই হরিণগণ আপনার শর-প্রহারের উপযুক্ত নয়, অতএব আপনি যে শরসন্ধান করিয়াছেন, সত্বর তাহার প্রতিসংহার করুন, আপনার শর আর্ত্তপরিত্রাণের নিমিত্ত, নিরপরাধের প্রতি প্রহার করিবার নিমিত্ত নহে ॥ ১৩-১৫ ॥
রাজা। (প্রণাম করিয়া) প্রতিসংহার করিলাম ॥ ১৬ ॥
বৈখা। (সহর্ষে) আপনি পুরুবংশের প্রদীপ, ইহা আপনার সদৃশ কার্য্যই বটে। যে পুরুবংশে আপনার জন্ম, ইহা তাহার অনুরূপই হইয়াছে, আপনি সেই পুরুবংশের অনুরূপ একটী পুত্রলাভ করুন ॥ ১৭-১৮ ॥

ইতরৌ। (বাহূ উদ্যম্য) সর্ব্বথা চক্রবর্ত্তিনং পুত্রমাপ্নুহি ॥ ১৯ ॥

রাজা। (সপ্রণামম্) প্রতিগৃহীতম্ ॥ ২০ ॥

বৈখা। রাজন্! সমিদাহরণায় প্রস্থিতা বয়ম্। এষ খলু কণ্বস্য মহর্ষেরনুমালিনীতীরমাশ্রমো দৃশ্যতে। নচেদন্যকার্য্যাতিপাতস্তৎ প্রবিশ্য প্রতিগৃহ্যতামাতিথেয়ঃ সৎকারঃ ॥ ২১ ॥

অপি চ— রম্যাস্তপোধনানাং প্রতিহতবিঘ্নাঃ ক্রিয়াঃ সমবলোক্য।

জ্ঞাস্যসি কিয়দ্ভুজো মে রক্ষতি মৌর্বীকিণাঙ্ক ইতি ॥ ২২ ॥

রাজা। অপি সন্নিহিতোঽত্র কুলপতিঃ? ২৩ ॥

বৈখা। ইদানীমেব দুহিতরং শকুন্তলামতিথিসৎকারায় নিযুজ্য দৈবমস্যাঃ প্রতিকূলং শময়িতুং সোমতীর্থং গতঃ ॥ ২৪ ॥

রাজা। ভবতু। তাং দ্রক্ষ্যামি। সা খলু বিদিতভক্তিঃ মাং মহর্ষয়েঃ কথয়িষ্যতি ॥ ২৫ ॥

বৈখা। সাধয়ামস্তাবৎ ॥ ২৬ ॥

[ইতি সশিষ্যো নিষ্ক্রান্তঃ।

রাজা। সূত! চোদয়াশ্বান্। পুণ্যাশ্রমদর্শনেন তাবদাত্মানং পুনীমহে ॥ ২৭ ॥

সূতঃ। যদাজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান্। (ইতি ভূয়ো রথবেগং নিরূপয়তি) ॥ ২৮ ॥

রাজা। (সমন্তাদবলোক্য) সূত! অকথিতোঽপি জায়ত এব যথায়মাভোগস্তপোবনস্যেতি ॥২৯॥

সূতঃ। কথমিব? ৩০ ॥

রাজা। কিং ন পশ্যতি ভবান্? ইহ হি—

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ, প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।

শিষ্যদ্বয়। (হস্ত উত্তোলন করিয়া) আপনি সর্ব্বথা সার্ব্বভৌম পুত্র প্রাপ্ত হউন্ ॥ ১৯ ॥

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য হইল ॥ ২০ ॥

বৈখা। রাজন্! আমরা যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণের নিমিত্ত গমন করিতেছি, আমাদের গুরু কুলপতি কণ্বের এই মালিনী নদীর তীরবর্ত্তী আশ্রম দেখা যাইতেছে; শকুন্তলা উহাতে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। যদি আপনার অন্য কোন কার্য্যের ক্ষতি না হয়, তবে ইহাতে প্রবেশ করিয়া অতিথি-সৎকার গ্রহণ করুন্। আর তপোধনগণের বিঘ্ন-বিবর্জ্জিত ধর্ম্মকর্ম্ম-সকল নিরীক্ষণ করিয়া "আমার ধনুর্গুণের আকর্ষণ-জাতকিণবিশিষ্ট হস্ত রক্ষাকার্য্য কিরূপ সম্পাদন করিতেছে" তাহা জানিতে পারিবেন ॥ ২১-২২ ॥

রাজা। কুলপতি এখানে অবস্থিত আছেন? ২৩ ॥

বৈখা। এক্ষণে তিনি দুহিতা শকুন্তলার প্রতি অতিথি-সৎকারের ভার সমর্পণ পূর্ব্বক উহার প্রতিকূল দৈবপ্রশমনের নিমিত্ত সোমতীর্থে গমন করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

রাজা। হউক্, সেই শকুন্তলাকেই দেখিব, তিনি আমার ভক্তি বিদিত হইয়া মহর্ষিকে নিবেদন করিবেন ॥ ২৫ ॥

বৈখা। রাজন্! তবে আমরা চলিলাম ॥ ২৬ ॥

[সশিষ্য বৈখানসের প্রস্থান।

রাজা। সূত! অশ্ব চালনা কর, পুণ্যাশ্রম দর্শনে আত্মাকে পবিত্র করি ॥ ২৭ ॥

সূত। আয়ুষ্মন্! যাহা আজ্ঞা করিতেছেন। (এই বলিয়া দ্রুতবেগে রথ চালনা করিল) ॥ ২৮ ॥

রাজা। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) সূত! কেহ বলিয়া না দিলেও এই স্থান তপোবন বলিয়া জানা যাইতেছে ॥ ২৯ ॥

সূত। কিরূপে? ৩০ ॥

রাজা। তুমি দেখিতে পাইতেছ না? এখানে শুকপক্ষীর কোটরস্থিত শাবকের মুখ হইতে নীবার-কণিকা-সকল স্খলিত হইয়া তরুতলে রহিয়াছে, আর মুনিগণ যে যে পাষাণখণ্ড দ্বারা ইঙ্গুদীফল-সকল

বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা-
স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিষ্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ ॥ ৩১ ॥

অপি চ —
কুল্যাম্ভোভিঃ পবনচপলৈঃ শাখিনো ধৌতমূলা, ভিন্নো রাগঃ কিসলয়রুচামাজ্যধূমোদ্গমেন।
এতে চার্ব্বাগুপবনভুবিচ্ছিন্নদর্ভাঙ্কুরায়াং, নষ্টাশঙ্কা হরিণশিশবো মন্দমন্দং চরন্তি ॥ ৩২॥

সূতঃ। সর্ব্বমুপপন্নম্ ॥ ৩৩ ॥

রাজা। (স্তোকমন্তরং গত্বা) তপোবনবাসিনামুপরোধো মা ভূৎ। অত্রৈব তাবদ্রথং স্থাপয় যাবদবতরামি ॥ ৩৪ ॥

সূতঃ। ধৃতাঃ প্রগ্রহাঃ। অবতরত্বায়ুষ্মান্ ॥ ৩৫ ॥

রাজা। (অবতীর্য্য) সূত! বিনীতবেশেন প্রবেষ্টব্যানি তপোবনানি নাম। ইদং তাবদ্‌গৃহ্যতাম্। (ইতি সূতস্যাভরণানি ধনুশ্চোপনীয়ার্পয়তি)। সূত! যাবদাহমাশ্রমবাসিনঃ প্রত্যবেক্ষ্যোপাবর্ত্তে, তাবদার্দ্রপৃষ্ঠাঃ ক্রিয়ন্তাং বাজিনঃ ॥ ৩৬ ॥

সূতঃ। তথা ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

রাজা। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) ইদমাশ্রমদ্বারম্। যাবৎ প্রবিশামি। (পবিশ্য নিমিত্তং সূচয়ন্)

শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য।
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র ॥ ৩৭ ॥

ভাঙ্গিয়াছেন, তাহাতে ফলের আঠা লাগিয়াছে বলিয়াও তপোবনের সূচনা করিয়া দিতেছে, আর বিশ্বাস জন্মিয়াছে বলিয়া মৃগকুল রথের এই শব্দ সহ্য করিতেছে এবং জলাশয়ের পথ সকলে বল্কলাগ্র হইতে জলধারা পতিত হইয়াছে, তাহাতেও তপোবন বলিয়া জানাইয়া দিতেছে। আরও দেখ, যে কৃত্রিম ক্ষুদ্র নদী আছে, তাহার সলিল পবন দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া তীর-তরুগণের মূল-সকল ধৌত করিতেছে, আর আহুত ঘৃতের ধূমোদ্গমে নবপল্লবসমূহের রক্তিমা কিঞ্চিৎ মলিন হইয়াছে এবং যাহার কুশসকল মুনিগণ ছিঁড়িয়া লইয়াছেন, সেই উপবনভূমিতে হরিণশিশু-সকল নির্ভয়চিত্তে আমাদের সন্নিধানেই বিচরণ করিতেছে ॥ ৩১-৩২ ॥

সূত। সমস্তই যুক্তিযুক্ত বটে ॥ ৩৩ ॥

রাজা। (কিয়দ্দূর গমন করিয়া) আশ্রমের পীড়া জন্মান উচিত নহে, অতএব এই স্থানেই রথ স্থাপন কর, আমি রথ হইতে অবতরণ করিব ॥ ৩৪ ॥

সূত। আমি রশ্মি সংযম করিয়াছি, আপনি অবতরণ করুন ॥ ৩৫ ॥

রাজা। (অবতরণ পূর্ব্বক আপনার অঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া) হে সূত। বিনীতবেশেই তপোবনে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য, অতএব তুমি এই সকল আভরণ ও শরাসন গ্রহণ কর। (এই বলিয়া সূতের নিকট অর্পণ করিলেন) আমি যে পর্য্যন্ত তপস্বীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া না আসি, তাবৎ তুমি অশ্বদিগকে শীতল-পৃষ্ঠ কর ॥ ৩৬ ॥

সূত। মহারাজ যাহা বলিতেছেন।

[এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত।

রাজা। (চারিদিক্ পরিভ্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই ত তপোবনে প্রবেশ করিলাম। আহা! চারিদিকেই শান্তির শোভা! এই কি মহর্ষি কণ্বের তপোবন? না, অমরাবতীর নন্দন-কানন? এখানে প্রবেশ করামাত্রই হৃদয়ে স্বতঃই শান্তির উদয় হয়। ইচ্ছা হয়, রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ ভরিয়া এই শান্তি-সুখ অনুভব করি। এ কি? আমার দক্ষিণ বাহু হঠাৎ স্পন্দিত হইল কেন? ইহার ফল কোথায়? অথবা ভবিতব্য-দ্বার সর্ব্বত্রই বিদ্যমান ॥ ৩৭ ॥

নেপথ্যে। ইদো ইদো সহীও।

রাজা। (কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে! দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকামালাপ ইব শ্রূয়তে। যাবদত্র গচ্ছামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য) অয়ে! এতাস্তপস্বিকন্যকাঃ স্বপ্রমাণানুরূপৈঃ সেচনঘটৈর্বালপাদপেভ্যঃ পয়ো দাতুমিতএবাভিবর্ত্তন্তে। (নিরূপ্য) অহো মধুরমাসাং দর্শনম্।

শুদ্ধান্তদুর্ল্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য। দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ॥

যাবদিমাং ছায়ামাশ্রিত্য প্রতিপালয়ামি। (ইতি বিলোকয়ন্ স্থিতঃ)॥ ৩৮॥

(ততঃ প্রবিশতি যথোক্তব্যাপারা সহ সখীভ্যাং শকুন্তলা)

শকু। ইদো ইদো সহীও। ৩৯॥

অন। হলা সউন্দলে! তত্তোবি তাদকাসস্সঅস্স আশ্রমরুক্খআ পিঅদরা ত্তি তক্কেমি। জেন ণোমালিআকুসুমপেলবাবি তুমং এদানং আলবলেপূরণে ণিউত্তা॥ ৪০॥

শকু। হলা অণসূএ! ন কেবলং তাদনিওও এব্ব। অত্থি মে সোদরসিণেহোবি এদেসু। (ইতি বৃক্ষসেচনং নিরূপয়তি)॥ ৪১॥

রাজা। কথমিয়ং সা কণ্বদুহিতা? অসাধুদর্শী খলু তত্রভবান্ কাশ্যপঃ। যঃ ইমামাশ্রমধর্ম্মে নিযুঙ্‌ক্তে।

ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুস্তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।

ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া, শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি॥

ভবতু, পাদপান্তরিত এব বিশ্বস্তাং তাবদেনাং পশ্যামি। (ইতি তথা করোতি)॥ ৪২॥

শকু। সহি অণসূএ! অদিপিণদ্ধেণ বক্কলেণ পিঅংবদাএ ণিঅন্তিদম্হি। সিঢিলেহি দাব ণং॥৪৩॥

নেপথ্যে। প্রিয়সখি, এদিকে, এদিকে।

রাজা। (সেই দিকে কর্ণ প্রদান) অয়ে! বৃক্ষবাটিকার দক্ষিণদিকে রমণী-কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে, তবে এই দিকেই যাই, (এই বলিয়া পদচারণা পূর্ব্বক দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে) এই তপস্বিকন্যাগণ নিজ নিজ পরিমাণানুরূপ সেচন-কলস কক্ষে লইয়া চারাগাছে জল দিবার নিমিত্ত এই দিকেই আসিতেছেন। (অনন্তর বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া) আহা! ইঁহাদের দর্শন কি মধুর! এ কি স্বর্গীয় দ্যুতি না নন্দন-দুর্ল্লভ কুসুমরত্ন? ইঁহারা তিনটীই কি দেবকন্যা? যদি আশ্রমবাসীজনগণের এই প্রকার রূপ অন্তঃপুরচারিণীদের দুর্ল্লভ হয়, তবে দেখিতেছি, বনলতা আজি নিজগুণ দ্বারা উদ্যানলতাকে পরাজিত করিল। যাহা হউক, এই বৃক্ষের ছায়া আশ্রয় করিয়া তপস্বিকন্যাগণের অপেক্ষা করি। (এই বলিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন)॥ ৩৮॥

(সখীদ্বয়ের সহিত শকুন্তলার প্রবেশ)

শকু। প্রিয়সখি! এই দিকে, এই দিকে॥ ৩৯॥

অন। অয়ি শকুন্তলে! আমি বিবেচনা করি যে, আশ্রমবৃক্ষ-সকল যথার্থই তোমা হইতে তাত কণ্বের প্রিয়তর; যেহেতু, তোমার এই দেহ নবমালিকাকুসুম হইতে কোমল হইলেও তিনি তোমাকে ইহাদের আলবাল-পূরণে নিযুক্ত করিয়াছেন॥ ৪০॥

শকুন্তলা। সখি অনসূয়ে! কেবল তাত কণ্বের আদেশ নয়, ইহাদের প্রতি আমারও সহোদর-স্নেহ বিদ্যমান আছে। (এই বলিয়া বৃক্ষসেচন আরম্ভ করিলেন)॥ ৪১॥

রাজা। (নিরীক্ষণ পূর্ব্বক স্বগত) কি? এই সেই কণ্বদুহিতা শকুন্তলা? (সবিস্ময়ে) ভগবান্ কণ্বমুনি অত্যন্ত অসাধুদর্শী, যেহেতু, তিনি এই রমণীয়াকৃতি রমণীকে তাপসব্রতে নিয়োজিত করিয়াছেন। আহা! শকুন্তলার এই কোমলশরীর অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট, যিনি ইঁহাকে তপস্যার কঠোর ক্লেশকর কার্য্য নির্ব্বাহ করাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, তিনি নিশ্চয়ই নীলোৎপলপত্রের ধারা দ্বারা শমীলতা ছেদন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া বিশ্বস্তভাবে কি কি কার্য্য করেন, তাহা অবলোকন করি। (অন্তরালে অবস্থান)॥ ৪২॥

শকুন্তলা। অনসূয়ে! আমার পরিধানবল্কল অত্যন্ত আঁটিয়া বাঁধা হইয়াছে, তাহাতে অতিশয় কষ্ট হইতেছে, অতএব তুমি তাহা শিথিল করিয়া দাও॥ ৪৩॥

অন। তহ। (ইতি শিথিলয়তি)॥ ৪৪॥

প্রিয়। (সহাসম্) এথ পওহরবিথারহেতুঅং অত্তণো জোব্বণং উবালহ। মং কিং উবালহেসি ॥৪৫॥

রাজা। সম্যগিয়মাহ।

ইদমুপহিতসূক্ষ্মগ্রন্থিনা স্কন্ধদেশে, স্তনযুগলপরিণাহাচ্ছাদিনো বল্কলেন।
বপুরভিনবমস্যাঃ পুষ্যতি স্বাং ন শোভাং, কুসুমমিব পিনদ্ধং পাণ্ডুপত্রোদরেণ॥ ৪৬॥

অথবা, কামমননুরূপমস্যা বপুষো বল্কলম্। ন পুনরলঙ্কারশ্রিয়ং ন পুষ্যতি। কুতঃ—

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং, মলিমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী, কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥ ৪৭॥

শকু। (অগ্রতোঽবলোক্য) এসো বাদেরিদপল্লবঙ্গুলীহিং তুবরেদি বিঅ মং কেসরুক্খও। জাব ণং সম্ভাবেমি। (ইতি পরিক্রামতি)॥ ৪৮॥

প্রিয়। হলা সউন্দলে! এথ এব দাব মুহুত্তঅং চিট্ঠ॥ ৪৯॥

শকু। কিং নিমিত্তম্? ৫০॥

প্রিয়। জাব তুএ উবগদা এলদাসণাহো বিঅ অঅং কেসরুক্খও পড়িভাদি॥ ৫১॥

শকু। অদো কৃখু পিঅম্বদাসি তুমম্॥ ৫২॥

রাজা। প্রিয়মপি তথ্যমাহ শকুন্তলাং প্রিয়ংবদা॥ ৫৩॥ অস্যাঃ খলু—

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ। কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্॥ ৫৪॥

অন। হলা সউন্দলে! ইঅং সঅম্বরবহূ সহআরস্স তুএ কিদণামহেআ বণজোসিণীত্তি ণোমালিআ। ণং বিসুমরিদাসি॥ ৫৫॥

অনসূয়া। (শিথিল করিয়া বাঁধিয়া দিল)॥ ৪৪॥

প্রিয়। (সহাস্যে) সখি! এ বিষয়ে তুমি পয়োধরবিস্তারের হেতুভূত আপনার যৌবনারম্ভের প্রতি তিরস্কার কর। অন্য কাহারও দোষ নাই॥ ৪৫॥

রাজা। (স্বগত) প্রিয়ংবদা ঠিক বলিয়াছে। শকুন্তলার স্কন্ধদেশে সূক্ষ্মগ্রন্থি দ্বারা বল্কল বাঁধিয়া দেওয়াতে উহা বিশালস্তনযুগল আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে শকুন্তলার নবীনদেহ পরিপক্ক, অতএব পাণ্ডুবর্ণপত্রের মধ্যস্থিত কুসুমের ন্যায় আপন কান্তির পুষ্টতা সাধন হইয়া উঠিতেছে না। (আবার তাহার বিকল্প করিয়া কহিলেন) অথবা বল্কল শকুন্তলার শরীরের অযোগ্য হইলেও উহা দ্বারা তাহার অলঙ্কার-শোভা পর্য্যাপ্তরূপে পুষ্টিসাধন করিতেছে না, এমত নহে। যেমন শৈবালসংযুক্ত সরোজও অতি মনোহর হয়, হিমাংশুর চিহ্ন মলিন হইলেও শোভা বিস্তার করিয়া থাকে, হেমকান্তমণি ভস্মাচ্ছাদিত হইলেও তাহার জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়, সেইরূপ এই তন্বঙ্গী শকুন্তলা জঘন্য বল্কলেও অতিশয় মনোহারিণী হইয়াছেন। অধিক আর কি বলিব, যাহাদের আকৃতি মধুর, তাঁহাদের কি না ভূষণ হইয়া থাকে? ৪৬-৪৭॥

শকুন্তলা। (অগ্রভাগে অবলোকন করিয়া) দেখ সখি! এই চূতবৃক্ষ পবন-কম্পিত-পল্লবরূপ অঙ্গুলিসমূহ দ্বারা আমাকে যেন কি বলিতেছে, অতএব আমি ইহার বহুমান করি। (এই বলিয়া চূতবৃক্ষতলে গমন)॥ ৪৮॥

প্রিয়ংবদা। সখি শকুন্তলে! তুমি এই স্থানেই মুহূর্তকাল অবস্থিতি কর॥ ৪৯॥

শকুন্তলা। কি নিমিত্ত? ৫০॥

প্রিয়। তুমি সমীপবর্ত্তিনী থাকিলে এই চূতবৃক্ষ লতাযুক্তের ন্যায় প্রতিভাত হইবে॥ ৫১॥

শকু। এই নিমিত্তই লোকে তোমাকে প্রিয়ংবদা বলিয়া থাকে॥ ৫২॥

রাজা। প্রিয়ংবদা প্রকৃতই বলিয়াছে, যেহেতু, শকুন্তলার অধর নবপল্লবের ন্যায় রক্তবর্ণ, বাহুদ্বয় কোমল শাখাযুগলের ন্যায় এবং কুসুমের ন্যায় স্পৃহণীয় যৌবন যেন সমস্ত অঙ্গে সংবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে॥ ৫৩-৫৪॥

অন। সখি শকুন্তলে! তুমি সহকার তরুর এই স্বয়ংবরবধূ নবমালিকার বনতোষিণী নাম রাখিয়াছ, ইহাকে কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ? ৫৫॥

শকু। তদা অত্তাণং পি বিসুমরিবসসং। (লতামুপেত্যাবলোক্য চ) হলা রমণীএ ক্খু কালে ইমস্স লদাপাঅবমিহুণস্স বইঅরো সম্বুত্তো ণবকুসুমজোব্বণা বণজোসিণী। বদ্ধপল্লবদাএ উবভোঅক্খমো সহআরো ॥ ৫৬ ॥

(ইতি পশ্যন্তী তিষ্ঠতি)

প্রিয়। (সস্মিতম্) অনসূএ! জানাসি কিণ্ণিমিত্তং সউন্দলা বণজোসিণীং অদিমেত্তং পেক্খদিত্তি ॥৫৭॥

অন। ণ ক্খু বিভাবেমি। কহেহি ॥ ৫৮ ॥

প্রিয়। জহ বণজোসিণী অণুরূবেণ পাঅবেণ সঙ্গদা। অবি ণাম এব্বং অহং পি অত্তণো অণুরূবং বরং লহেঅংত্তি ॥ ৫৯ ॥

শকু। এসো ণূণং তুহ অত্তগদো মনোরহো ॥ ৬০ ॥

(ইতি কলসমাবর্জয়তি)

রাজা। অপি নাম কুলপতেরিয়মসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা স্যাৎ। অথবা কৃতং সন্দেহেন ॥ ৬১ ॥

অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা, যদার্য্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।
সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু, প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ ॥ ৬২ ॥

তথাপি তত্ত্বতঃ এবৈনামুপলপ্স্যে ॥ ৬৩ ॥

শকু। (সসংভ্রমম্) অম্মো! সলিলসেঅসম্ভমুগ্গসে গোমালিঅং উজ্ঝিঅ বঅণং মে মহুঅরো অহিবট্টই। (ইতি ভ্রমবাধাং নাটয়তি) ॥ ৬৪ ॥

রাজা। (সস্পৃহং বিলোক্য) সাধু বাধনমপি রমণীয়মস্যাঃ।

যতো যতঃ ষট্‌চরণোঽভিবর্ত্ততে, ততস্ততঃ প্রেরিতলোললোচনা।
বিবর্ত্তিতভ্রূরিয়মদ্য শিক্ষতে, ভয়াদকামাপি হি দৃষ্টিবিভ্রমম্ ॥ ৬৫ ॥

শকু। অনসূয়ে! তবে আমি আপনাকেও ভুলিয়া যাইতে পারি। (নবমালিকার নিকট গমন করিয়া) সখি! এক্ষণে এই পাদপমিথুনের মনোহর রতিকাল উপস্থিত হইয়াছে, যেহেতু, এই নবমালিকা নবকুসুমরূপ যৌবনে সুশোভিতা এবং বহু ফল জন্মিয়াছে বলিয়া সহকারও উপভোগযোগ্য হইয়াছে। (বৃক্ষাবলোকন) ॥ ৫৬ ॥

(সহাস্যে) অনসূয়ে! তুমি জান, কি জন্য শকুন্তলা বনতোষিণীকে আদর পূর্ব্বক সন্দর্শন করে? ৫৭॥

অন। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি আমাকে বল ॥ ৫৮ ॥

প্রিয়। এই বনতোষিণী যেমন অনুরূপ পাদপের সহিত সংমিলিত হইয়াছে, শকুন্তলার মনের ভাব যে, আমিও সেইরূপ আপনার অনুরূপ বর লাভ করি ॥ ৫৯ ॥

শকু। এটী তোমার নিজের চিত্তগত বাক্য। (এই বলিয়া জলসেচন) ॥ ৬০ ॥

রাজা (স্বগত) এই শকুন্তলা কি কুলপতির অসবর্ণা-পত্নী-সম্ভবা কন্যা হইবেন? অথবা সন্দেহে প্রয়োজন নাই। যখন আমার চিরকাল সৎপথস্থিত পবিত্র মন এই শকুন্তলাতে অভিলাষী হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই ইনি ক্ষত্রিয়ের বিবাহ-যোগ্যা হইবেন; যেহেতু, সজ্জনগণের যেখানে সন্দেহ, সেখানে তাঁহাদের অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিই স্থির-নিশ্চয়ের প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। তথাপি ইঁহাকে যথার্থরূপেই জানিব ॥ ৬১-৬৩ ॥

শকু। (সসম্ভ্রমে) অহো! একটা ভ্রমর জলসেচন-জনিত সসম্ভ্রমে উড়িয়া নবমালিকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার মুখমণ্ডলের উপর আসিতেছে। (এই বলিয়া ভ্রমরজনিত কষ্ট প্রকাশ) ॥ ৬৪ ॥

রাজা। (সস্পৃহনয়নে অবলোকন) আহা! ইহাঁর ভ্রমরপীড়নও দেখিতে অতিশয় মনোহর, এই ভ্রমর যেখানে উড়িয়া যাইতেছে, এই শকুন্তলাও সেই দিকেই আপনার চঞ্চললোচন সঞ্চালন করিতেছেন, তাহাতেই তাঁহার ভ্রূযুগল বক্রীকৃত হইতেছে। এইরূপে ইচ্ছা না থাকিলেও শকুন্তলা যেন ভয়

অপি চ— সাসূয়মিব—

চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং, রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।

করং ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্ব্বস্বমধরং, বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর হতাস্ত্বং খলু কৃতী ॥ ৬৬ ॥

শকু। ণ এসো ধিট্টো বিরমদি। অণ্ণদো গমিস্সং। (পদান্তরে স্থিত্বা সদৃষ্টিক্ষেপম্) কহং ইদোবি আঅচ্ছদি। হলা! পরিত্তাঅধ পরিত্তাঅধ মং ইমিণা দুব্বিণীদেণ দুট্ঠমহুঅরেণ অহিহূঅমাণং ॥ ৬৭ ॥

উভে। (সস্মিতম্) কাও বঅং পরিত্তাদুং। দুস্সন্দং অক্কন্দ। রাঅরকৃখিদাইং তবোবণাইং ণাম ॥৬৮॥

রাজা। অবসরোঽয়মাত্মানং প্রকাশয়িতুম্। ন ভেতব্যম্ (ইত্যর্দ্ধোক্তে স্বগতম্) রাজভাবস্ত্বভিজ্ঞাতো ভবেৎ। ভবতু, এবং তাবদভিধাস্যে॥ ৬৯ ॥

শকু। (পদান্তরে স্থিত্বা) কহং ইদোবি মং অণুসরদি ॥ ৭০ ॥

রাজা। (সত্বরমুপসৃত্য)

কঃ পৌরবে বসুমতীং শাসতি শাসিতরি দুর্ব্বিনীতানাম্।

অয়মাচরত্যবিনয়ং মুগ্ধাসু তপস্বিকন্যাসু ॥ ৭১ ॥

(সর্ব্বা রাজানং দৃষ্ট্বা কিঞ্চিদিব সম্ভ্রান্তাঃ।)

অন। অজ্জ! ণ কৃখু কিম্পি অচ্চাহিদং। ইঅং ণো পিঅসহী মহুঅরেণ অহিহূঅমাণা কাদরীভূদা। (ইতি শকুন্তলাং দর্শয়তি)॥ ৭২ ॥

রাজা। (শকুন্তলাভিমুখো ভূত্বা) অয়ি! তপো বর্দ্ধতে? ৭৩ ॥

(শকুন্তলা সাধ্বসাদবচনা তিষ্ঠতি)

অন। দাণিং অদিধিবিসেসলাহেণ। হলা সউন্দলে! গচ্ছ উড়অং। ফলমিস্সং অগ্ঘং উবহর। ইদং পাদোদঅং ভবিস্সদি ॥ ৭৪ ॥

হেতুই দৃষ্টিবিলাস শিক্ষা করিতেছেন। (অসূয়াপরবশ হইয়া) হে মধুকর! তুমি শকুন্তলার চঞ্চল অপাঙ্গবিশিষ্ট ও কম্পান্বিত লোচনযুগল বহুবার স্পর্শ করিতেছ এবং কর্ণসন্নিধানে বিচরণ পূর্ব্বক নির্জ্জনে রহস্যভাষীর ন্যায় অনুচ্চরূপে ধ্বনি করিতেছ, আর স্বীয় করসঞ্চালন করিলে তুমি ইঁহার সর্ব্বস্বস্বরূপ অধরমধু পান করিতেছ, অতএব ফলভোগ হেতু তুমিই কৃতী ॥ ৬৫-৬৬ ॥

শকু। সখি! পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর, এই দুষ্ট মধুকর আমাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। আঃ! যেখানে যাই, সেইখানে যায় যে ॥ ৬৭ ॥

উভয় সখী। আমাদের সাধ্য কি যে তোমায় রক্ষা করি? এ বিষয়ে তুমি দুষ্মন্তকে আহ্বান কর, যেহেতু, রাজগণই তপোবনরক্ষক! তিনি তোমার রক্ষা করিবেন ॥ ৬৮ ॥

রাজা। (স্বগত) এই আমার দেখা দিবার উপযুক্ত অবসর। (প্রকাশ্যে) ভয় নাই, ভয় নাই। (এইরূপ অর্দ্ধোক্তি করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন) এরূপ করিলে আমি যে রাজা, তাহা জানা যাইবে, যাহা হউক, তবে অতিথির আচারই অবলম্বন করি ॥ ৬৯

শকু। এই দুর্ব্বিনীত এখনও ক্ষান্ত হইতেছে না, অতএব আমি অন্যত্র গমন করি ॥ ৭০ ॥

রাজা। (সত্বর নিকটে যাইয়া আঃ! দুর্ব্বলদিগের শাসনকর্ত্তা পুরুবংশীয় রাজার রাজ্যশাসন-সময়ে কার সাধ্য যে সরলহৃদয়া তপস্বিকন্যাদিগের প্রতি অন্যায়াচরণ করে? ৭১ ॥

(রাজাকে দেখিয়া সকলের সম্মান)

উভয় সখী। আর্য্য! মহদ্ভয়ের বিষয় আর কিছুই নয়, এই দুষ্ট মধুকর আমাদের প্রিয়সখীকে অত্যন্ত আকুল করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে ইনি বড়ই কাতর হইয়াছেন। (শকুন্তলার প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ) ॥ ৭২ ॥

রাজা। (শকুন্তলার নিকটে যাইয়া) তাপসললনে! আপনার তপস্যা বর্দ্ধিত হইতেছে ত? ৭৩ ॥

(শকুন্তলার অবনত-বদনে অবস্থিতি)

অন। এক্ষণে অতিথিবিশেষের লাভ হওয়াতে তপস্যা বর্দ্ধিত হইল। অয়ি শকুন্তলে! তুমি সত্বর যাইয়া কুটীর হইতে ফল-মিশ্রিত অর্ঘ্যপাত্র আনয়ন কর, এই ঘটস্থিত বারিই পাদোদক হইবে ॥ ৭৪ ॥

রাজা। ভবতীনাং সুনৃতয়ৈব গিরা কৃতমাতিথ্যম্॥ ৭৫ ॥

প্রিয়। তেণ হি ইমস্সিং পচ্ছাঅসী অলাএ সত্তবণ্ণবেদিআএ মুহুত্তঅং উববিসিঅ পরিস্সমবিণোদং করেদু অজ্জো ॥ ৭৬ ॥

রাজা। নূনং যূয়মপ্যনেন কর্ম্মণা পরিশ্রান্তাঃ ॥ ৭৭ ॥

অন। হলা সউন্দলে! উইদং ণো পজ্জুবাসণং অদিধীণং। এত্থ উববিসম্ধ। (ইতি সর্ব্বে উপবিশন্তি) ॥ ৭৮ ॥

শকু। (আত্মগতম্।) কিং ণু কৃখু ইমং জনং পেক্খিঅ তবোবণবিরোহিণো বিআরস্স গমণীঅম্হি সম্বুত্তা ॥ ৭৯ ॥

রাজা। (সর্ব্বা বিলোক্য) অহো সমানবয়োরূপরমণীয়ং ভবতীনাং সৌহার্দ্দম্॥ ৮০ ॥

প্রিয়। (জনান্তিকম্) অণসূএ! কো ণু কৃখু এসো। চউরগম্ভীরাকিদী মহুরং আলবন্তো পহাবন্তো বিঅ লকৃখীঅদি ॥ ৮১ ॥

অন। সহি! মমবি অত্থি কোদূহলং। পুচ্ছিস্সং দাব ণং (প্রকাশম্) অজ্জস্স মহুরালাবজণিদো বিস্সাসো মং সন্তাদেবি। কদমো অজ্জেণ রাএসিবংসো অলঙ্করীঅদি। কদমো বা বিরহপজ্জুস্সুঅজণো কিদো দেসো। কিং ণিমিত্তং বা সুউমারদরোবিতবোবণগমণপসিস্সমস্ অত্তা পদং উবণীদো ? ৮২-৮৩ ॥

শকু। (আত্মগতম্) হিঅঅ! মা উত্তম! এসু! তুএ চিন্তিদং অণসূআ মন্তেদি ॥ ৮৪ ॥

রাজা। (আত্মগতম্) কথমিদানীমাত্মানং নিবেদয়ামি? কথং বাত্মাপহরং করোমি? ভবতু। এবং তাবদেনাং বক্ষ্যে। (প্রকাশম্) ভগবতি! যঃ পৌরবেণ রাজ্ঞা ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্তঃ সোঽহমবিঘ্নক্রিয়োপলম্ভায় ধর্ম্মারণ্যমিদমায়াতঃ ॥ ৮৫ ॥

রাজা। আপনাদিগের প্রিয়বাক্য দ্বারাই আমার আতিথ্য করা হইয়াছে ॥ ৭৫ ॥

প্রিয়। তবে আপনি সুশীতল ছায়া-বিশিষ্ট সপ্তপর্ণ-বেদিকায় উপবেশন পূর্ব্বক পরিশ্রম অপনয়ন করুন্ ॥ ৭৬ ॥

রাজা। তোমরাও ত এই কর্ম্ম দ্বারা পরিশ্রান্ত হইয়াছে, তবে তোমরাও মুহূর্ত্তকাল উপবেশন কর ॥ ৭৭ ॥

অন। (শকুন্তলার কাণে কাণে) সখি শকুন্তলে! অতিথির উপাসনা করা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য, তবে এস আমরা উপবেশন করি। (সকলের উপবেশন) ॥ ৭৮ ॥

শকু। (স্বগত) এই ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া আমার তপোবন-বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে কেন? ৭৯ ॥

রাজা। (সকলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ) আপনাদিগের সৌহার্দ্দ, সমান বয়স ও সমান রূপ দ্বারা এই তপোবন একান্তই রমণীয় হইয়াছে ॥ ৮০ ॥

প্রিয়। (অনসূয়ার কাণে কাণে) অনসূয়ে! ইঁহার আকৃতি দুরবগাহ গম্ভীর, ইনি সুমধুর আলাপ দ্বারা আপনার প্রভুত্ব ও ঔদার্য্য বিস্তার করিতেছেন, ইনি কে? ৮১ ॥

অন। সখি! আমারও এই বিষয়ে কৌতূহল জন্মিয়াছে, তবে ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করি (প্রকাশ্যে) আপনার মধুরালাপ-জনিত বিশ্বাস আমাকে আলাপ-বিষয়ে অভিমুখ করিতেছে, আপনি কোন্ রাজর্ষিবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন আর কোন্ দেশই বা নিজবিরহে উৎকণ্ঠিত করিয়াছেন এবং কি নিমিত্তই বা তপোবনগমনরূপ পরিশ্রমে আত্মাকে নিযুক্ত করিয়াছেন? ৮২-৮৩ ॥

শকু। (স্বগত) হৃদয়! উৎকণ্ঠিত হইও না, তুমি যাহা চিন্তা করিয়াছিলে, অনসূয়া তাহাই প্রকাশ করিয়াছে ॥ ৮৪ ॥

রাজা। (স্বগত) এখন কি আমি স্বীয় পরিচয় দিই অথবা আত্মগোপন করি? (প্রকাশ্যে) আমি এক্ষণে বেদজ্ঞ পৌরগণের নগরধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত আছি, সম্প্রতি পুণ্যাশ্রম-দর্শন-প্রসঙ্গে এই ধর্ম্মারণ্যে আসিয়াছি ॥ ৮৫ ॥

অন। সণাহা দাণিং ধম্মচারিণো ॥ ৮৬ ॥

(শকুন্তলা শৃঙ্গারলজ্জাং নাটয়তি .

সখ্যৌ। (উভয়োরাকারং বিদিত্বা জনান্তিকম্) হলা সউন্দলে! জই এথ অজ্জ তাদো সন্নিহিদো ভবে? ৮৭ ॥

শকু। (সরোষম্) তদা কিং ভবে? ৮৮ ॥

সখ্যৌ। ইমং জীবিদসব্বস্সেণবি অদিধিবিসেসং কিদত্থং করিস্সদি ॥ ৮৯ ॥

শকু। তুহ্মে অবেধ। কিম্পি হিঅএ করিয়মন্তেধ। ণ বো বঅণং সুণিস্সং ॥ ৯০ ॥

রাজা। বয়মপি ভাবত্যোঃ সখীগতং কিমপি পৃচ্ছামঃ ॥৯১॥

সখ্যৌ। অজ্জ! অণুগ্গহো বিঅ ইয়ং অব্ভত্থণা ॥ ৯২ ॥

রাজা। ভগবান্ কাশ্যপঃ শাশ্বতে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে। ইয়ং চ বঃ সখী তদাত্মজেতি কথমেতৎ? ৯৩ ॥

অন। সুণাদু অজ্জো। অত্থি কোবি কোসিওত্তি গোত্তণামহেও মহপ্পহাবো রাএসী ॥ ৯৪ ॥

রাজা। অস্তি। শ্রূয়তে ॥ ৯৫ ॥

অন। তং ণো পিঅসহীএ পহবং অবগচ্ছ। উজ্ঝিআএ সরীরসম্বড্ঢণাদীহিং তাদকস্সবো সে পিদা ॥ ৯৬ ॥

রাজা। উজ্ঝিতশব্দেন জনিতং মে কুতূহলম্। আমূলাচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি ॥ ৯৭ ॥

অন। সুণাদু অজ্জো গোদমীতীরে পুরা কিল তস্স রাএসিণো উগ্গে তবসি বট্টমাণস্স কিম্পি জাদসঙ্কেহিং দেবেহিং মেণআ ণাম অচ্ছরা পেসিদা ণিঅমবিগ্ঘআরিণী ॥ ৯৮ ॥

রাজা। অস্ত্যেতদন্যসমাধিভীরুত্বং দেবানাম্ ॥ ৯৯ ॥

অন। ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিগণ এক্ষণে সনাথ হইলেন ॥ ৮৬ ॥

(শকুন্তলার মনোভববিকারজনিত লজ্জা প্রকাশ)

উভয় সখী। (উভয়ের আকারে পরস্পরের অনুরাগসঞ্চার জানিতে পারিয়া বলিল,) শকুন্তলে! এখন যদি তাত কণ্ব এখানে উপস্থিত থাকিতেন? ৮৭ ॥

শকু। (ক্রোধভরে) তবে কি হইত? ৮৮ ॥

উভয় সখী। তবে জীবনসর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াও এই অতিথিবিশেষকে কৃতার্থ করিতেন ॥ ৮৯ ॥

শকু। (কৃত্রিম কোপভরে) তোমরা দূর হও, কি একটা মনে করিয়া বলিতেছ, আমি তোমাদের কথা শুনিব না ॥ ৯০ ॥

রাজা। আমিও আপনাদের সখীর বিষয় কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিব ॥ ৯১ ॥

উভয় সখী। আর্য্য! অনুগ্রহেও আবার প্রার্থনা? ৯২ ॥

রাজা। ভগবান্ কণ্ব নিত্য ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তোমাদের এই সখীও তাঁহার তনয়া, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? ৯৩ ॥

অন। আর্য্য! শ্রবণ করুন্। "কৌশিক" এই গোত্র-নামধারী মহাপ্রভাবশালী রাজর্ষি আছেন ॥৯৪॥

রাজা। (স্মরণ করিয়া) তিনি কুশিক-বংশজাত ভগবান্ বিশ্বামিত্র ॥ ৯৫ ॥

অন। তাঁহাকেই প্রিয়সখীর জনক বলিয়া জানিবেন। পরিত্যক্ত প্রিয়সখীর শরীর-পোষণাদি করেন বলিয়া তাত কণ্ব ইঁহার পিতা-স্বরূপ ॥ ৯৬ ॥

রাজা। পরিত্যক্ত শব্দদ্বারা আমার কুতূহল জন্মিল, অতএব সবিশেষ ঘটনা শুনিতে অভিলাষ করি॥৯৭॥

অন। আর্য্য! শ্রবণ করুন্। পূর্ব্বকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র অত্যুগ্র তপস্যার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে দেবরাজ তাহাতে শঙ্কিত হইয়া তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন জন্মাইবার নিমিত্ত মেনকা নাম্নী স্বর্গীয় অপ্সরাকে গোপনে প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥ ৯৮ ॥

রাজা। দেবতাদিগের অন্যের তপস্যা-জন্য ভয় নিয়তই দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯৯ ॥

অন। তদো। বসন্তাবদারসমএ সে উম্মাদ হে অত্তজং রূবং পক্‌খিঅ। (ইত্যর্দ্ধোক্তে লজ্জাং নাটয়তি) ॥ ১০০ ॥

রাজা। পরস্তাদবগম্যতে এব সর্ব্বথাপ্‌সরঃসম্ভবৈষা ॥ ১০১।

অন। অধইং ॥ ১০২ ॥

রাজা। উপপদ্যতে।

মানুষীভ্যঃ কথং বা স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ। ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ ॥ ১০৩ ॥

(শকুন্তলাধোমুখী ভূত্বা তিষ্ঠতি)

রাজা। (আত্মগতম্) লব্ধাবকাশো মে মনোরথঃ। কিন্তু সখ্যাঃ পরিহাসোদাহৃতাং বরপ্রার্থনাং শ্রুত্বা ধৃতদ্বৈধীভাবকাতরং মে মনঃ ॥ ১০৪ ॥

প্রিয়। (সস্মিতং শকুন্তলাং বিলোক্য নায়কাভিমুখো ভূত্বা) পুণোবি বত্তুকামো বিঅ অজ্জো ॥১০৫॥

(শকুন্তলা সখীমঙ্গুল্যা তর্জ্জয়তি

রাজা। সম্যগুপলক্ষিতং ভবত্যা। অস্তি নঃ সচ্চরিতশ্রবণলোভাদন্যদপি প্রষ্টব্যম্ ॥ ১০৬ ॥

প্রিয়। অলং বিআরিঅ। অণিঅন্তণাণুওো তবস্‌সিআণো নাম ॥ ১০৭ ॥

রাজা। সখীং তে জ্ঞাতুমিচ্ছামি।

বৈখানসং কিমনয়া ব্রতমাপ্রদানাদ্ব্যাপাররোধি মদনস্য নিষেবিতব্যম্।

অত্যন্তমাত্মসদৃশেক্ষণবল্লভাভিরহো নিবৎস্যতি সমং হরিণাঙ্গনাভিঃ ॥ ১০৮ ॥

প্রিয়। অজ্জ ! ধম্মচরণেবি পরবসো অঅং জণো। গুরুণো উণো সে অণুরূববরপ্‌পদাণে সঙ্কপ্‌পো ॥১০৯॥

অন। তদনন্তর বসন্তের সমাগমজনিত রমণীয় সময়ে তাঁহার রূপদর্শনে, (এইরূপ অর্দ্ধোক্তি করিয়া অনসূয়ার লজ্জা প্রকাশ) ॥ ১০০ ॥

রাজা। আমি সমস্তই অবগত হইলাম, ইনি বিশ্বামিত্রের ঔরসে অপ্সরা-গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন ॥ ১০১ ॥

অন। আপনি যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই যথার্থ ॥ ১০২ ॥

রাজা। ইহা উপযুক্তই হইয়াছে, নতুবা মানুষী হইতে এই প্রকার রূপের কখনই সম্ভব হয় না। যেহেতু, অত্যুজ্জ্বল প্রভাসমন্বিত জ্যোতিঃ বসুধাতল হইতে উদয় হইতে পারে না ॥ ১০৩ ॥

(শকুন্তলার অধোমুখে অবস্থিতি)

রাজা। (আত্মগত) এক্ষণে আমার মনোরথ অবকাশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু সখীগণের বর-প্রার্থনারূপ বিদ্রূপ-বাক্য দ্বারা আমার মন বড়ই কাতর হইয়াছে। এ দুর্ল্ভ রত্ন! এ রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিলে হৃদয় শীতল হয় ॥ ১০৪ ॥

প্রিয়। (সহাস্যে শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক নায়কাভিমুখী হইয়া) শকুন্তলে! এই আর্য্য যেন পুনর্ব্বার কিছু বলিবেন বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ১০৫ ॥

শকু। (অঙ্গুলী দ্বারা প্রিয়ংবদাকে তর্জ্জন করিলেন।)

রাজা। তুমি যথার্থই বলিয়াছ,সচ্চরিত-শ্রবণ-লাভ লালসায় আমার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে॥১০৬॥

প্রিয়। তবে আর বিচারে প্রয়োজন কি? তপস্বিগণকে জিজ্ঞাসা করিতে কোন বাধা নাই ॥ ১০৭॥

রাজা। আমি ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তোমাদের এই প্রিয়সখী সম্প্রদানকাল পর্য্যন্ত কি মদনের কার্য্যবিরোধী এই ব্রহ্মচর্য্যরূপ তাপসব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিবেন? অথবা লোচনের সাদৃশ্য হেতু অতিশয় প্রিয় এই হরিণাঙ্গনাগণের সহিত নৈষ্ঠিকব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক যাবজ্জীবনই এই আশ্রমে বাস করিবেন? ১০৮ ॥

প্রিয়। আর্য্য ! আমাদের এই প্রিয়সখী ধর্ম্মাচরণে পরবশ, ফলতঃ স্বাধীনভাবে স্বয়ং পরিণয়াদি নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন না, কিন্তু পিতা কণ্ব সংকল্প করিয়াছেন যে, ইহাঁকে অনুরূপ বরে সম্প্রদান করিবেন ॥ ১০৯ ॥

রাজা। (আত্মগতম্) ন দুরবাপেয়ং খলু প্রার্থনা।

ভব হৃদয় সাভিলাষং সংপ্রতি সন্দেহনির্ণয়ো জাতঃ।
আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্॥ ১১০।

শকু। (সরোষমিব) অণসূত্র! অহং গমিস্সং॥ ১১১॥

অন। কিণ্ণিমিত্তং? ১১২॥

শকু। ইমং অসম্বদ্ধপ্পলাবিণিং পিঅম্বদং অজ্জাএ গোদমীএ ণিবেদইস্সং॥ ১১৩॥

অন। সহি! ণ জুত্তং তে একিদসক্কারং অদিহিবিসেসং বিসজ্জিঅ সচ্ছন্দদো গমণং॥ ১১৪॥

(শকুন্তলা ন কিঞ্চিদুক্ত্বা প্রস্থিতৈব)

রাজা। (গ্রহীতুমিচ্ছন্নিগৃহ্যাত্মানমাত্মগতম্) অহো! চেষ্টাপ্রতিরূপিকা কামিজনমনোবৃত্তিঃ। অহং হি—

অনুযাস্যন্মুনিতনয়াং সহসা বিনয়েন বারিতপ্রসরঃ।
স্থানাদনুচ্চলন্নপি গত্বেব পুনঃ প্রতিনিবৃত্তঃ॥ ১১৫॥

প্রিয়। (শকুন্তলাং নিরুধ্য) হলা! ণ দে জুত্তং গন্তুং॥ ১১৬॥

শকু। (সভ্রূভঙ্গম্) কিং ণিমিত্তং? ১১৭॥

প্রিয়। রুক্খসেঅণাইংদুবে ধারেসি মে। এহি দাব। অত্তাণং মোচঅ তদো গমিস্সসি। (ইতি বলাদেনাং নিবর্তয়তি)॥ ১১৮॥

রাজা। ভদ্রে! বৃক্ষসেচনাদেব পরিশ্রান্তামত্রভবতীং লক্ষয়ে। তথা হ্যস্যাঃ—

স্রস্তাংসাবতিমাত্রলোহিততলৌ বাহূ ঘটোৎক্ষেপণাদদ্যাপি স্তনবেপথুং জনয়তি শ্বাসঃ প্রমাণাধিকঃ।

রাজা। (স্বগত) আমার এই প্রার্থনা বোধ হয় দুষ্প্রাপ্য হইবে না। হে হৃদয়! এ বিষয়ে আশ্বস্ত হও, সংপ্রতি সংশয়চ্ছেদ হইয়াছে, তুমি যাহাকে অগ্নি মনে করিয়া আশঙ্কা করিতেছিলে, তাহা এক্ষণে স্পর্শযোগ্য রত্ন হইয়াছে॥ ১১০॥

শকু। (ক্রোধ পূর্ব্বক) অনসূয়ে! আমি চলিলাম॥ ১১১॥

অন। কি জন্য চলিলে? ১১২॥

শকু। এই প্রিয়ংবদা অতিশয় অসংবদ্ধ প্রলাপবাক্য-সকল বলিতেছে, তা আমি আর্য্য গৌতমীর নিকট সকল কথা বলিয়া দিইগে॥ ১১৩॥

অন। সখি! অতিথি-সংকার না করিয়া স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক গমন করা তোমার উচিত হয় না॥ ১১৪॥

(শকুন্তলা নিরুত্তরে প্রস্থানোন্মুখী হইলেন)

রাজা। (শকুন্তলাকে ধরিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণেই আবার আত্মাকে নিগ্রহ করিয়া স্বগত) অহো! কি আশ্চর্য্য! কামিজনের চিত্তবৃত্তি চেষ্টার অনুরূপই হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ আমাতেই দেখ, যেহেতু, আমি সহসা এই মুনিতনয়া শকুন্তলার অনুগামী হইয়া আবার ধৈর্য্য দ্বারা অনুগমনের বেগ নিবারণ পূর্ব্বক নিজের উপবেশনস্থান হইতে একপদমাত্র গমন না করিয়াও যেন পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া স্বস্থানেই উপবেশন করিলাম॥ ১১৫॥

প্রিয়। (শকুন্তলাকে রোধ করিয়া) তোমার গমন করা উচিত হয় না॥ ১১৬।

শকু। (ভ্রূভঙ্গি সহকারে) কি জন্য গমন করিব না? ১১৭॥

প্রিয়। তুমি আমার দুই কলসী জল ধার, তাহা পরিশোধ না করিয়া যাইতে পারিবে না (এই বলিয়া তাহাকে বল পূর্ব্বক নিবৃত্ত করিল)॥ ১১৮॥

রাজা। ভদ্রে! বৃক্ষে জলসেচন করা হেতু এই মাননীয়া শকুন্তলাকে পরিশ্রান্তার ন্যায় অবলোকন করিতেছি, আর ইহাও দেখ, বৃক্ষে পুনঃ পুনঃ জলসেচন জন্য ইহাঁর স্কন্ধদ্বয় দুর্ব্বল ও অবনত হইয়াছে এবং হস্ততল অত্যন্ত লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, বারংবার জল-কলস উত্তোলন করিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক পরিমাণের অধিক হইয়া এখনও স্তনদ্বয়কে কম্পিত করিতেছে ও মুখমণ্ডল

বন্ধং কর্ণশিরীষরোধিবদনে ঘর্মাম্ভসা জালকং, বন্ধে স্রংসিনি চৈকহস্তযমিতাঃ পর্য্যাকুলা মূর্দ্ধজাঃ॥
তদহমেনামনৃণাং করোমি। (ইত্যঙ্গুরীয়ং দাতুমিচ্ছতি)॥ ১১৯॥

(উভে নামমুদ্রাক্ষরাণ্যনুবাচ্য পরস্পরমবলোকয়তঃ)

রাজা। অলমন্যথাসম্ভাবনয়া। রাজ্ঞঃ প্রতিগ্রহোঽয়মিতি রাজপুরুষং মামবগচ্ছথ॥ ১২০॥

প্রিয়। তেন হি ণারিহদি এদং অঙ্গুলীঅঅং অঙ্গুলীবিওঅং। অজ্জস্স বঅণেণ অণিরিণা দাণিং এসা। (কিঞ্চিদ্বিহস্য) হলা সউন্দলে! মোইদাসি অণুঅম্পিণা অজ্জেণ অহবা মহারাএণ। গচ্ছ দাণিং॥ ১২১॥

শকু। (আত্মগতম্) জই অত্তণো পহবিস্সং। (প্রকাশম্) কা তুমং বিসজ্জিদব্বস্স রুন্ধিদব্বস্স বা? ১২২॥

রাজা। (শকুন্তলাং বিলোক্যাত্মগতম্) কিং ন খলু যথা বয়মস্যামেবমিয়মপ্যস্মান্ প্রতি তথা স্যাৎ। অথবা লব্ধাবকাশা মে প্রার্থনা। কুতঃ—

বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ, কর্ণং দদাত্যবহিতা ময়ি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসংমুখী সা, ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ॥ ১২৩॥

(নেপথ্যে) ভো ভোস্তপস্বিনঃ!

সন্নিহিতাস্তপোবনসত্ত্বরক্ষায়ৈ ভবতঃ,
প্রত্যাসন্নঃ কিল মৃগয়াবিহারী পার্থিবো দুষ্মন্তঃ।
তুরগখুরহতস্তথা হি রেণুর্বিটপবিষক্তজলার্দ্রবল্কলেষু,
পতিতপরিণতারুণপ্রকাশঃ শলভসমূহ ইবাশ্রমদ্রুমেষু॥ ১২৪॥

ঘর্ম্মবিন্দু দ্বারা কর্ণস্থিত শিরীষপুষ্পের অবরোধকারী অস্ফুট কোরক-সমূহের আকার ধারণ করিয়াছে, আর কেশবন্ধন স্খলিত হওয়ায় এক হস্তদ্বারা তাহা সংযমিত করিয়াছেন। অতএব আমিই ইঁহাকে ঋণ হইতে মুক্ত করিতেছি। (এই বলিয়া স্বীয় অঙ্গুরী প্রদান করিলেন)॥ ১১৯॥

(উভয়ে রাজনামাঙ্কিত অঙ্গুরী অবলোকন পূর্ব্বক মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।)

রাজা। অন্যথা ভাব মনে করিও না। ইহা রাজপ্রদত্ত, অতএব আমাকে রাজপুরুষ বলিয়াই জানিবে॥ ১২০॥

প্রিয়। বনবাসিনীদিগের অলঙ্কারে কি প্রয়োজন? আপনি এই অঙ্গুরীয়টী অঙ্গুলী হইতে বিমুক্ত করিবেন না, আপনার এই মধুর বচন দ্বারাই ইনি (শকুন্তলা) ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, (সহাস্যে) সখি শকুন্তলে! এই অনুকম্পশীল রাজা অথবা রাজর্ষি কর্ত্তৃক ঋণ-বিমুক্ত হইলে, এক্ষণে অনায়াসে গমন করিতে পার॥ ১২১॥

শকু। (স্বগত) যদি প্রভুত্ব থাকিত। (প্রকাশ্যে) পরিত্যাগ করিতে বা অবরোধ করিতেই বা তোমার ক্ষমতা কি? ১২২॥

রাজা। (শকুন্তলাকে দর্শন করিয়া আত্মগত) ইহার প্রতি আমার যেরূপ অনুরাগ, উহার কি আমার প্রতি সেইরূপ হইবে? অথবা আমার প্রার্থনা এখন অবকাশ লাভ করিয়াছে, যেহেতু, এই শকুন্তলা যদিও আমার বাক্যের সহিত স্বীয় বাক্য মিশ্রিত করিতেছে না, তথাপি আমি কথা বলিলে মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে থাকে আর আমার সম্মুখে অধিকক্ষণ থাকিতেছে না এবং ইহার দৃষ্টি অন্যবিষয়েও অধিকক্ষণ থাকিতেছে না॥ ১২৩॥

(নেপথ্যে) ভো ভো তপস্বিগণ! তপোবনের সন্নিহিত প্রাণিসমূহের পরিত্রাণের নিমিত্ত আপনারা উদ্যোগী হউন, মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্মন্ত আগমন করিয়াছেন। তথাহি,—অশ্বখুরোত্থিত ও সায়ংকালীন অরুণসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট ধূলি-পটল, তরুশাখাস্থিত আর্দ্রবল্কলের উপর শলভ-সমূহের ন্যায় পতিত

অপি চ—

তীব্রাঘাতপ্রতিহততরুস্কন্ধলগ্নৈকদন্তঃ, পাদাকৃষ্টব্রততিবলয়াসঙ্গসঞ্জাতপাশঃ।

মূর্ত্তো বিঘ্নস্তপস ইব নো ভিন্নসারঙ্গযূথো, ধর্ম্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ ॥ ১২৫॥

(সর্ব্বাঃ কর্ণং দত্ত্বা কিঞ্চিদিব সম্ভ্রান্তাঃ)

রাজা। (আত্মগতম্) অহো! ধিক্ ধিক্! পৌরা অস্মদন্বেষিণস্তপোবনমুপরুন্ধন্তি। ভবতু। প্রতিগমিষ্যামস্তাবৎ ॥ ১২৬ ॥

সখ্যৌ। অজ্জ! ইমিণা আরণ্ণঅবুত্তন্তেণ পজ্জাউলম্হ। অণুজাণাহি ণো উড়অগমণস্স ॥১২৭॥

রাজা। (সসম্ভ্রমম্) গচ্ছন্তু ভবত্যঃ। বয়মপ্যাশ্রমপীড়া যথা ন ভবিষ্যতি তথা প্রযতিষ্যামহে ॥১২৮॥

(সর্ব্বে উত্তিষ্ঠন্তি)

সখ্যৌ। অজ্জ! অসম্ভাবিদাদিহিসক্কারং ভূওোবি পেকখণাণিমিত্তং লজ্জেমো অজ্জং বিণ্ণাবেদুং ॥১২৯॥

রাজা। মা মৈবম্। দর্শনেনৈব ভবতীনাং পুরস্কৃতোঽস্মি ॥ ১৩০ ॥

শকু। অণসূএ! অহিণবকুসসূঈএ পরিকৃখদং মে চলণং। কুরবঅসাহাপরিলগ্গং চ বক্কলং। দাব পরিপালেধ মং জাব ণং মোআবেমি ॥১৩১॥

[ইতি রাজানমেবাবলোকয়ন্তী সব্যাজং বিলম্ব্য সহ সখীভ্যাং নিষ্ক্রান্তা।

রাজা। মন্দৌৎসুক্যোঽস্মি নগরং গমনং প্রতি। যাবদনুযাত্রিকান্ সমেত্য নাতিদূরে তপোবনস্য নিবেশয়ামি। ন খলু শক্নোমি শকুন্তলাব্যাপারাদাত্মানং নিবর্ত্তয়িতুম্। মম হি—

হইতেছে। আরও, এই সম্মুখস্থিত তরুস্কন্ধে অতিতীব্র আঘাত লাগাতে এই গজের একটী দন্ত ভগ্ন হইয়াছে এবং অত্যন্তবেগে আকর্ষণ হেতু লতাবলয়-সমূহের সম্পর্ক প্রযুক্ত পাশবন্ধন সংঘটিত হইয়াছে নিরীক্ষণ করিয়া মৃগযূথ-সমূহ ভয়ে পলায়ন করিতেছে, ফলতঃ এই হস্তী মূর্ত্তিমান্ বিঘ্নস্বরূপ এই ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশ করিতেছে ॥ ১২৪-১২৫ ॥

(সকলে কর্ণপাত করিয়া কিঞ্চিৎ সম্ভ্রান্ত হইলেন)

রাজা। (স্বগত) অহো! আমাকে ধিক্! আমি তপস্বিদিগের নিকট অপরাধী হইলাম। সৈন্যসকল আমার অনুসন্ধান করিতে আসিয়া তপোবনের পীড়া জন্মাইল। যাহা হউক, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি ॥ ১২৬ ॥

সখীদ্বয়। আর্য্য! এই বন্যহস্তী আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে, আপনি কুটীরে যাইতে অনুমতি করুন ॥ ১২৭ ॥

রাজা। (সম্ভ্রমের সহিত) আচ্ছা, তোমরা গমন কর এবং আমিও যাহাতে আশ্রমপীড়া না জন্মে, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হই ॥ ১২৮ ॥

(সকলে উত্থিতা হইলেন)

সখীদ্বয়। আর্য্য! আপনাকে আমরা সবিশেষ সৎকার করিতে না পারায়, পুনর্ব্বার দর্শন দিবেন, এ কথা বলিতে বড়ই লজ্জা হইতেছে ॥ ১২৯ ॥

রাজা। এরূপ বলিবেন না, আপনাদের দর্শনমাত্রেই পরম সৎকৃত হইয়াছি ॥ ১৩০ ॥

শকু। অনসূয়ে! এই কুশাঙ্কুর লাগিয়া আমার চরণতল ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, আর এই কুরবক-শাখায় বল্কলও সংলগ্ন হইয়াছে, অতএব কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর, আমি বল্কল মোচন করিয়া লই ॥ ১৩১ ॥

[এই ছলে রাজাকে অবলোকন করিতে করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিয়া সখীগণের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

রাজা। নগর-গমনে উৎসাহভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, এই তপোবনের অনতিদূরেই সেনানিবেশ করা যাউক। এই শকুন্তলা-দর্শন হইতে আত্মাকে কোনরূপেই প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইতেছি না।

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাৎ সংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥ ১৩২ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি প্রথমোঽঙ্কঃ।

দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি বিষণ্ণো বিদূষকঃ)

বিদূ। (নিঃশ্বস্য) ভো দিট্‌ঠং। এদস্‌স মিঅআসীলস্‌স রণ্ণো বঅস্‌সভাবেণ ণিব্বিণ্ণোম্হি। অঅং মিঙ্গো অঅং বরাহো অঅং সদ্দূলোত্তি মজ্ঝণ্ণেবি গিম্হবিরলপাঅবচ্ছাআসু বণরাঈসু আহিণ্ডীঅদি অডবীদো অডবিং। পত্তসঙ্করকসাআণি কডুআণি গিরিণঈজলাণি পীঅন্তি। অণিঅদবেলং সুল্লমংসভুইট্‌ঠো আহারো অণ্হীআদি। তরগাণুধাবণকণ্ডিদসন্ধিণো রত্তিম্পিবিণিকামং সইদব্বং ণত্থি। তদো মহন্তে এব্ব পচ্চূসে দাসীএপুত্তেহিং লউণিলুদ্ধএহিং বণগমণকোলাহলেণ পড়িবোধিদোম্হি। এত্তএণ দাণিংপি পীড়া ণ ণিক্কমদি। তদো গণ্ডস্‌স উবরি বিপ্‌ফোড়ও সংবুত্তো। হিও কিল অম্হেসু অবহীণেসু তত্তভবদো মিআণুসারেণ অস্‌সমপদং পবিট্‌ঠস্‌স তাবসকণ্ণআ সউন্তলা ণাম মম অধণ্ণদাএ দংসিদা। সম্পদং ণঅরগমণস্‌স কহম্পি ণ করেদি। অজ্জবি তস্‌স তং এব্ব চিন্তঅন্তস্‌স অচ্চীসু পভাদং আসি, কা গদী। জাব ণং কিদাদারপরিগ্গহং পেক্খামি। (ইতি পরিক্রম্যাবলোক্য চ) এসো বাণাসণহত্থাহিং জবণীহিং বণপুপ্‌ফমালাধারিণীহিং পড়িবুদো ইদো এব্ব আঅচ্ছদি পিঅবঅস্‌সো। ভোদু। অঙ্গভঙ্গবিঅলো বিঅ ভবিঅ চিট্‌ঠিস্‌সং। জই এব্বম্পি ণাম বিস্‌সমং লহেঅং। (ইতি দণ্ডকাষ্ঠমবলম্ব্য স্থিতঃ) ॥ ১ ॥

যেহেতু, আমার শরীর অগ্রে অগ্রে যাইতেছে, কিন্তু চঞ্চল চিত্ত প্রতিকূল পবন দ্বারা নীয়মান ধ্বজস্থিত চীনদেশোৎপন্ন সূক্ষ্মবস্ত্রখণ্ডের ন্যায় পশ্চাদ্‌ভাগে ধাবিত হইতেছে ॥ ১৩২ ॥

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

(বিষণ্ণভাবে বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। (নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) এইবার আর রক্ষা নাই, এই মৃগয়াশীল রাজার বয়স্যভাবেই প্রাণে মরিলাম। ঐ মৃগ, ঐ বরাহ, ঐ শার্দ্দূল, এইরূপ করিয়া, আর গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নসময়ে বিরলপাদপচ্ছায়াবিশিষ্ট বনরাজির মধ্যে ভ্রমণ ও গিরিনদীর কটু-কষায় সলিলাদি পান করিয়া, আর নিশীথে ব্যাঘ্রভল্লুকাদির কোলাহলে ভালরূপ নিদ্রা হইবারও উপায় নাই; আবার প্রভাতে অতি নীচজাতীয় নিষধাদি শাকুনিক ব্যাধগণের কর্ণপীড়াজনক বনগমনের কোলাহলশব্দে জাগরিত হইতে হয়, তবু যদি গণ্ডের উপর বিস্ফোটক না জন্মিত, তাহা হইলেও এত কষ্টকে কষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিতাম না। রাজা আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ "শকুন্তলা" নামে এক তপস্বী-কন্যা সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া অবধি নগর-গমনের নামটীও করেন না। এই সকল চিন্তা করিতে করিতে নিমেষমধ্যে রাত্রি প্রভাত হইয়া যায়, যে পর্য্যন্ত প্রিয়বয়স্যকে দারপরিগ্রহ করিতে না দেখি, তাবৎ আর উপায়ান্তর নাই, (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে প্রিয়বয়স্য ধনুর্ব্বাণ-হস্তে হৃদয়াভ্যন্তরে প্রিয়জন ও গলদেশে বনপুষ্পের মালা ধারণ করিয়া এই দিকেই আসিতেছেন। হউক্, অঙ্গভঙ্গী দ্বারা বিকল হইয়া থাকি, তাহাতেও যদি বিশ্রাম লাভ করিতে পারি। (এই বলিয়া দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন) ॥ ১ ॥

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টপরিবারো রাজা)

রাজা। কামং প্রিয়া ন সুলভা মনস্তু তদ্ভাবদর্শনাশ্বাসি।
অকৃতার্থেঽপি মনসিজে রতিমুভয়প্রার্থনা কুরুতে ॥ ২ ॥

(স্মিতং কৃত্বা) এবমাত্মাভিপ্রায়সম্ভাবিতেষ্টজনচিত্তবৃত্তিঃ প্রার্থয়িতা বিড়ম্ব্যতে। কুতঃ—

স্নিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোঽপি নয়নে যৎ প্রেরয়ন্ত্যা তয়া,
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং বিলাসাদিব।
মা গা ইত্যবরুদ্ধয়া যদপি সা সাসূয়মুক্তা সখী,
সর্ব্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো কামী স্বতাং পশ্যতি ॥ ৩ ॥

বিদূ। (তথাস্থিতঃ এব) ভো বঅস্স! ণ মে হত্থা পসরদি। তা বাআমেত্তেণ জআবীঅসি জঅদু জঅদু ভবং ॥ ৪ ॥

রাজা। কুতোঽয়ং গাত্রোপঘাতঃ? ৫ ॥

বিদূ। কুদো কিল সঅং অচ্ছী ভঞ্জিঅ অচ্ছুকারণং পুচ্ছেসি? ৬ ॥

রাজা। ন খল্ববগচ্ছামি। ভিন্নার্থমভিধীয়তাম্ ॥ ৭ ॥

বিদূ। ভো বঅস্স! জং বেদসো খুজ্জলীলং বিড়ম্বীঅদি তং কিং অত্তণো পহাবেণ অথবা ণঈবেঅস্স? ৮ ॥

রাজা। নদীবেগস্তত্র কারণম্ ॥ ৯ ॥

বিদূ। মমাবি ভবং ॥ ১০ ॥

রাজা। কথমিব? ১১ ॥

(অনন্তর যথানির্দ্দিষ্ট পরিজনবর্গের সহিত রাজার প্রবেশ)

রাজা। (স্বগত) প্রিয়া শকুন্তলাও সুলভা নয়, কিন্তু তাঁহার আকার-ইঙ্গিতে মনে আশ্বাসও জন্মিতেছে, আর যদিও কন্দর্প চরিতার্থ হইতেছে না, তথাপি উভয়ের প্রার্থনা যেন রতি জন্মাইয়া দিতেছে। (ঈষৎ হাস্য করিয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করিলেন) স্বীয় অভিলাষানুসারে ইষ্টজনের অভিপ্রায় জন্মাইয়া প্রার্থী কামিজনেরা এই প্রকারেই প্রতারিত হইয়া থাকে। যেহেতু, প্রিয়া শকুন্তলা অন্যত্র নয়ন প্রেরণ করিয়াও যে সপ্রণয়ে অবলোকন করিয়াছিলেন ও নিতম্বের গুরুত্বপ্রযুক্ত বিলাসাদি হেতুই যে মন্দ মন্দ ভাবে গমন করিয়াছিলেন এবং প্রিয়সখীরা "যেও না" বলিয়া যে অবরোধ করিয়াছিল, আর তিনিও সখীদের প্রতি অসূয়া সহকারে যে উক্তি করিয়াছিলেন, এস্থলে কামিজনেরা মনে মনে ভাবনা করে যে, আমাকে দেখিয়া এইরূপ করিয়াছে ॥ ২-৩ ॥

বিদূ। (সেইরূপ অবস্থিত হইয়া) ভো মহারাজ! হস্তপদাদি আর নড়াইবার ক্ষমতা নাই, তা কেবল বাক্য দ্বারাই আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, আপনার জয় হউক ॥ ৪ ॥

রাজা। তোমার গাত্রে এরূপ আঘাত কিরূপে লাগিল? ৫ ॥

বিদূ। কিরূপে লাগিল? আপনিই চক্ষু ভগ্ন করিয়া দিয়া চক্ষের জলের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ৬ ॥

রাজা। কিছুই ত বুঝিতে পারিলাম না, স্পষ্ট করিয়া বল ॥ ৭ ॥

বিদূ। ভো বয়স্য! বেতসলতা যে কুব্জভাব অবলম্বন করে, সে কি তাহার প্রভাবে, না নদীবেগপ্রভাবে? ৮ ॥

রাজা। নদীবেগই তাহার প্রতি কারণ ॥ ৯ ॥

বিদূ। আপনিও আমার প্রতি কারণ হইতেছেন ॥ ১০ ॥

রাজা। কিরূপে? ১১ ॥

বিদূ। এব্বং রাঅকজ্জাণি উজ্‌ঝিঅ এআরিসে অমাণুসসঞ্চারে আউলপ্পদেসে বণচরবিত্তিণা তুএ হোদব্বং। জং সচ্চং পচ্চহং সাবদাণুসরণেহিং সঙ্খোহিঅসন্ধিবন্ধাণং মম গত্তাণং অণীসোন্হি সমুত্তো। তা পসাদইস্‌সং বিসজ্জিদুং মং এক্কাহম্পি দাব বিস্‌সমিদুং ॥ ১২ ॥

রাজা। (স্বগতম্‌) অয়ং চৈবমাহ। মমাপি কাণ্বসুতামনুস্মৃত্য মৃগয়াং নিরুৎসুকং চেতঃ। কুতঃ—

ন নময়িতুমধিজ্যমুৎসহিষ্যে, ধনুরিদমাহিতসায়কং মৃগেষু।
সহবসতিমুপেত্য যৈঃ প্রিয়ায়াঃ, কৃত ইব লোচনকান্তি সংবিভাগঃ ॥ ১৩ ॥

বিদূ। (রাজ্ঞো মুখং বিলোক্য) অত্তভবং কিংপি হিঅএ কদুঅ মন্তেদি। অরণ্ণেক্‌খু মএ রুদিতং ॥ ১৪ ॥

রাজা। (সস্মিতম্‌) কিমন্যৎ। অতিক্রমণীয়ং মে সুহৃদ্বাক্যমিতি স্থিতোঽস্মি ॥ ১৫ ॥

বিদূ। (সপরিতোষং) চিরং জীব। (ইতি উত্থাতুমিচ্ছতি) ॥ ১৬ ॥

রাজা। বয়স্য! তিষ্ঠ। শৃণু সবিশেষং মে বচঃ ॥ ১৭ ॥

বিদূ। আণবেদু ভবম্‌ ॥ ১৮ ॥

রাজা। বিশ্রান্তেন ভবতা মমাপ্যেকস্মিন্ননায়াসে কর্ম্মণি সহায়েন ভাবতব্যম্‌ ॥ ১৯॥

বিদ। কিং মোদঅখজ্জিআএ? ২০ ॥

রাজা। যদ্‌বক্ষ্যামি ॥ ২১ ॥

বিদূ। গহীদো কথণঃ ॥ ২২ ॥

রাজা। কঃ কোঽত্র ভোঃ? ২৩ ॥

(প্রবিশ্য দৌবারিকঃ)

দৌবারিকঃ। আণবেদু ভট্টা ॥ ২৪ ॥

বিদূ। চিরপ্রচলিত রাজকার্য্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনচরবৃত্তি অবলম্বন করা আপনার কি উচিত হইতেছে? আপনি এ বিষয়ে কি মন্ত্রণা করেন? আমি ব্রাহ্মণ, প্রতিদিন হিংস্র জন্তুগণের অনুসরণ করিয়া আমার সন্ধি-বন্ধনাদি-সকল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, আপনার অঙ্গচালনে আপনি অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি, অতএব প্রসন্ন হইয়া একটীদিনমাত্রও বিশ্রাম করিতে দিন ॥ ১২ ॥

রাজা। (স্বগত) এ ব্যক্তি ত এইরূপ বলিতেছে, আমারও কিন্তু কণ্ব-দুহিতা শকুন্তলাকে দেখিয়া মৃগয়ার প্রতি অনুৎসাহ জন্মিয়াছে, যেহেতু, একত্র সহবাস নিবন্ধন মৃগগণ যেন প্রিয়া শকুন্তলার লোচন-শোভা বিভাগ করিয়া লইয়াছে, আমারও এই মৃগগণের প্রতি যেন কারুণ্য জন্মিয়াছে, কোনক্রমেই ইহাদিগের উপর বাণ নিক্ষেপ করিতে পারিতেছি না ॥ ১৩ ॥

বিদূ। (রাজার মুখাবলোকনপূর্ব্বক) আপনি মনে মনে কি ভাবিতেছেন, আমার কি অরণ্যে রোদন সার হইল? ১৪ ॥

রাজা। (ঈষৎ হাস্য করত) আমি অপর কিছুই ভাবিতেছি না, বন্ধুবাক্য যে অলঙ্ঘনীয়, ইহার বিষয়ই চিন্তা করিতেছি ॥ ১৫ ॥

বিদূ। তবে আপনি চিরজীবী হউন ॥ ১৬ ॥

(ইহা বলিয়া উঠিতে উদ্যত হইলেন)

রাজা। বয়স্য! কিঞ্চিৎকাল অবস্থিতি করিয়া আমার কথা শ্রবণ কর ॥ ১৭ ॥

বিদূ। কি বলিবেন, আজ্ঞা করুন ॥ ১৮ ॥

রাজা। বিশ্রামের পর আমার একটী অনায়াসসাধ্য কার্য্যে সহায়তা করিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

বিদূ। কি?—মোদক ভক্ষণে? ২০ ॥

রাজা। আমি যাহা বলিব ॥ ২১ ॥

বিদূ। আচ্ছা, অবহিতচিত্ত হইলাম ॥ ২২ ॥

রাজা। কে কোথায় আছ? ২৩ ॥

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক। আজ্ঞা করুন্‌ মহারাজ ॥ ২৪ ॥

রাজা। রৈবতক! সেনাপতিস্তাবদাহূয়তাম্ ॥ ২৫ ॥

দৌবা। তহ। ·

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

(পুনঃ সেনাপতিনা সহ প্রবিশ্য)

দৌবা। এসো অলাববদিগ্ন অণ্ণা ভট্টা ইদো দিগ্নদিট্‌ঠী এব্ব চিট্‌ঠদি উবপ্‌পদ্ম অজ্জো ॥ ২৬ ॥

সেনা। (রাজানমবলোক্য) দৃষ্টদোষাপি স্বামিনি মৃগয়া কেবলং গুণ এব সংবৃত্তা। তথা হি দেবঃ—

অনবরতধনুর্জ্যাস্ফালনক্রূরকর্ম্মা, রবিকিরণসহিষ্ণুঃ স্বেদলেশৈরভিন্নম্।
অপচিতমপি গাত্রং ব্যয়তত্বাদলক্ষ্যং, গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তি ॥ ২৭ ॥

(উপেত্য) জয়তি জয়তি স্বামী। গৃহীতমৃগপ্রচারং সূচিতশ্বাপদমরণ্যং, তৎ কিমিতি স্থীয়তে ?২৮।

রাজা। মন্দোৎসাহঃ কৃতোঽস্মি মৃগয়াপবাদিনা মাধব্যেন ॥ ২৯ ॥

সেনা। (জনান্তিকম্) সখে! স্থিরপ্রতিজ্ঞো ভব। অহং তাবৎ স্বামিনশ্চিত্তবৃত্তিমনুবর্ত্তিষ্যে। (প্রকাশম্) দেব! প্রলপত্যেষ বৈধেয়ঃ। ননু প্রভুরেব নিদর্শনম্। পশ্যতু দেবঃ।

মেদশ্ছেদকৃশোদরং লঘু ভবত্যুৎসাহযোগ্যং বপুঃ,সত্ত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ।
উৎকর্ষঃ স চ ধন্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে,মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীদৃগ্বিনোদং কুতঃ ॥৩০॥

বিদূ। (সরোষম্) অবেহি রে উচ্ছাহহেতুঅ! অত্তভবং পইদিং আপণ্ণো! তুমং দাব অড়বাদো অড়বিং আহিণ্ডন্তো জাব নরণাসিআলোলুবস্‌স জিণ্ণরিচ্ছস্‌স কস্‌সবি মুহে পারিস্‌সসি ॥ ৩১ ॥

রাজা। রৈবতক! সেনাপতিকে আহ্বান কর ॥ ২৫ ॥

দৌবা। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[এই বলিয়া নিষ্ক্রমণ।

(সেনাপতি সহ দৌবারিকের পুনঃ প্রবেশ)

দৌবা। এই যে আজ্ঞাপ্রদানে উৎকণ্ঠিত মহারাজ এই স্থানেই উপবিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তা আপনি মহারাজের নিকট গমন করুন্ ॥ ২৬।

সেনা। (রাজার মুখাবলোকন পূর্ব্বক) মৃগয়াতে সম্পূর্ণরূপে দোষ দৃষ্ট হইলেও আপনার প্রতি তাহা গুণ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তাহা হইলেও দেখুন, অনবরত শরাসন আকর্ষণ দ্বারা নিয়তই প্রাণি-হিংসারূপ নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিতেছেন, তজ্জন্য ঘর্ম্মোদ্গমও হইতেছে না, এই সমস্ত কারণে দেহ সবিশেষ ক্ষীণ হইলেও অত্যন্ত আয়ত বলিয়া সেই কৃশতা অনুভূত হইতেছে না, তথাপি ইনি পার্ব্বতীয় মাতঙ্গের ন্যায় মহাসারবিশিষ্ট বলিয়াই বোধ হইতেছেন। (রাজার নিকটে যাইয়া) আপনি জয়যুক্ত হউন্। এই অরণ্য শ্বাপদসঙ্কুল, অতএব ইহা দেখিয়া আপনি কিরূপে স্থির হইয়া রহিয়াছেন ? ২৭-২৮ ॥

রাজা। মৃগয়ার নিন্দা করিয়া মাধব্য আমাকে নিরুৎসাহিত করিয়াছে ॥ ২৯ ॥

সেনাপতি। (জনান্তিকে) সখে! এ বিষয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হও, আমিও প্রভুর চিত্তবৃত্তির অনুসরণ করি। (প্রকাশ্যে) এ মূর্খ ত প্রলাপ বলিতেছে, এ বিষয়ে আপনিই প্রমাণ দেখুন্; মৃগয়া দ্বারা মেদের অপনয়ন হেতু উদর ক্ষীণ হইয়াছে, তজ্জন্য শরীরও লঘু ও উৎসাহবিশিষ্ট হইয়াছে এবং প্রাণিগণের ভয় ও ক্রোধ জন্মিলে তাহাদের কিরূপ চিত্তবিকার হয়, তাহাও জানিতে পারা যায়, আর ইহাতে চঞ্চললক্ষ্যভেদ করিতে পারিলে ধনুর্দ্ধরদিগের বিশেষ হর্ষের নিমিত্ত হইয়া থাকে। অতএব মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ যে মৃগয়াকে ব্যসন বলিয়া দোষ দিয়াছেন, তাহা অযথার্থ বলিয়াই বোধ হইতেছে, অতএব এরূপ আমোদ আর কোথায়ও নাই ॥ ৩০ ॥

বিদূ। (সক্রোধে) রে উৎসাহ-হেতুক! তুই এ স্থান হইতে দূর হ! আমরা এক্ষণে মহারাজকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছি, তুই অতি নীচ, অটবীতে বিচরণ করিতে করিতে নরমাংসলোলুপ কোন ব্যাঘ্র-ভল্লূকের হস্তে পতিত হইবি ॥ ৩১ ॥

রাজা। ভদ্র সেনাপতে! আশ্রমসন্নিকৃষ্টস্থিতাঃ স্মঃ, অতস্তে বচো নাভিনন্দামি। অদ্য তাবৎ—
গাহন্তাং মহিষা নিপানসলিলং শৃঙ্গৈর্মুহুস্তাড়িতং, ছায়াবদ্ধকদম্বকং মৃগকুলং রোমন্থমভ্যস্তু।
বিশ্রব্ধং ক্রিয়তাং বরাহপতিভির্মুস্তাক্ষতিঃ পল্বলে,বিশ্রামং লভতামিদং চ শিথিলজ্যাবন্ধমস্মদ্ধনুঃ॥৩২॥

সেনা। যৎপ্রভবিষ্ণবে রোচতে॥ ৩৩॥

রাজা। তেন হি নিবর্ত্তয় পুরোগতান্ ধনুর্গ্রহিণঃ যথা চ মে সৈনিকাস্তপোবনমুপরুন্ধন্তি তথা নিষেদ্ধব্যাঃ। পশ্য—

শমপ্রধানেষু তপোবনেষু, গূঢ়ং হি দাহাত্মকমস্তি তেজঃ।
স্পর্শানুকূলা অপি সূর্য্যকান্তাস্তে হ্যন্যতেজোভিভবাদ্দহন্তি॥ ৩৪॥

সেনা। যথাজ্ঞাপয়তি স্বামী॥ ৩৫॥

বিদূ। গচ্ছ ভো দাসীএপুত্ত! ধংসিদো দে উচ্ছাহবুত্তন্তো॥ ৩৬॥

[নিষ্ক্রান্তঃ সেনাপতিঃ।

রাজা। (পরিজনং বিলোক্য) অপনয়ন্তু ভবন্তো মৃগয়াবেশম্। রৈবতক! ত্বমপি স্বনিয়োগমশূন্যং কুরু॥ ৩৭॥

রৈব। জং দেবো আণবেদি॥ ৩৮॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

বিদূ। কিদং ভবদা দাণিং ণিম্মচ্ছিঅং। তা ইমস্সিং পাদবচ্ছাআবিরউদবিদাণসণাহে সিলাঅলে উববিসদু ভবং। জাব অহংপি সুহাসীণো হোমি॥ ৩৯

রাজা। গচ্ছাগ্রতঃ॥ ৪০॥

রাজা। ভদ্র সেনাপতে! আশ্রম-সন্নিকটে অবস্থিত করিতেছি, সুতরাং তোমার বাক্যে অভিনন্দন করিতে পারিলাম না। অদ্য মহিষ-সকল শৃঙ্গদ্বারা বারংবার সলিলরাশি বিলোড়িত করত অবগাহন করুক, আর মৃগকুল যূথবদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ রোমন্থন করুক ও বরাহপতিগণ পল্বল-জলে অবতরণ পূর্ব্বক বিশ্বস্তচিত্তে মুস্তা ভক্ষণ করুক এবং আমার শরাসন জ্যাবন্ধন হইতে শিথিল হইয়া অদ্য বিশ্রাম লাভ করুক॥ ৩২॥

সেনা। প্রভুর যেরূপ অভিরুচি॥ ৩৩॥

রাজা। এই অগ্রগামী ধনুর্দ্ধারিদিগকে নিবৃত্ত কর, আর আমার সৈন্যগণ যাহাতে তপোবনের কোনরূপ পীড়া না জন্মায় ও তপোবনের দূরবর্ত্তী স্থানে যাহাতে অবস্থিতি করে, তুমি তাহাদিগকে সেইরূপ আদেশ কর। দেখ, এই শান্তিরসপ্রধান তপোবনে দাহজনক তেজঃ অতি গুপ্তভাবে অবস্থিত আছে, আরও দেখ, সূর্য্যকান্তমণি অতি সুখস্পর্শ হইলেও যদ্যপি অপর কোন তেজঃ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহা হইলেও দাহ জন্মাইয়া থাকে॥ ৩৪॥

সেনা। স্বামীর যেরূপ আজ্ঞা॥ ৩৫॥

বিদূ। রে দাসীপুত্র! তুই এ স্থান হইতে দূর হ!॥ ৩৬॥

[সেনাপতির নিষ্ক্রমণ।

রাজা। (পরিজনদিগের মুখাবলোকন পূর্ব্বক) তোমরা মৃগয়াবেশ পরিত্যাগ কর। রৈবতক! তুমিও দ্বারদেশে গমন করত স্বীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান কর॥ ৩৭॥

রৈব। দেবের যেরূপ আজ্ঞা॥ ৩৮॥

[ইহা বলিয়া নিষ্ক্রান্ত।

বিদূ। এক্ষণে আপনি যদি এই স্থানটীকে নির্ম্মক্ষিক করিয়া তুলিলেন, তবে এই তরুচ্ছায়াযুক্ত বিতানবিশিষ্ট শিলাতলে উপবেশন করুন, আর আমিও সুখে উপবেশন করি॥ ৩৯॥

রা। তুমি অগ্রে অগ্রে গমন কর॥ ৪০॥

বিদূ। এদু ভবং ॥ ৪১ ॥ (ইত্যুভৌ পরিক্রম্যোপবিষ্টৌ)

রাজা। মাধব্য! অনবাপ্তচক্ষুঃফলোঽসি। যেন ত্বয়া দ্রষ্টব্যাণাং পরং ন দৃষ্টম্ ॥ ৪২ ॥

বিদূ। ণং ভবং অগ্‌গদো মে বট্‌টদি ॥ ৪৩ ॥

রাজা। সর্ব্বঃ খলু কান্তমাত্মীয়ং পশ্যতি। অহং তু তামেবাশ্রমললামভূতাং শকুন্তলামধিকৃত্য ব্রবীমি ॥ ৪৪ ॥

বিদূ। (স্বগতম্) ভোদু। সে প্‌পসরং ণ দাইস্‌সং (প্রকাশম্) ভো বঅস্‌স! জই সা তবস্‌সি-কণ্ণআ অণব্‌ভত্থণীআ তা কিং তাএ দিট্‌ঠআএ ॥ ৪৫ ॥

রাজা। ধিক্ মূর্খ! ॥ ৪৬ ॥

নিবারিতানিমেষাভির্নেত্রপংক্তিভিরুন্মুখঃ। নবামিন্দুকলাং লোকঃ কেন ভাবেন পশ্যতি ॥ ৪৭ ॥

বিদূ। তা কধেহি ॥ ৪৮ ॥

রাজা। সখে! ন পরিহার্য্যে বস্তুনি পৌরবাণাং মনঃ প্রবর্ত্ততে।

সুরযুবতিসম্ভবং কিল মুনেরপত্যং তদুজ্ঝিতাধিগতম্।
অর্কস্যোপরি শিথিলং চ্যুতমিব নবমল্লিকাকুসুমম্ ॥ ৪৯ ॥

বিদূ। (বিহস্য) জধা কস্‌সবি পিণ্ডখজ্জুরেহিং উব্বেজিদস্‌স তিন্তিড়িআএ অহিলাসো ভবে। তধা অন্তেউরইত্থিআরঅণপারভাবিণো ভবদো ইঅং অব্‌ভত্থণা ॥ ৫০

রাজা। ন তাবদেনাং পশ্যসি যেনৈবমবাদীঃ ॥ ৫১ ॥

বিদূ। তং কৃখু রমণিজ্জং জং ভবদোবি বিম্হঅং উপ্‌পাদেদি ॥ ৫২ ॥

বিদূ। তাহাই হউক ॥ ৪১ ॥

(উভয়ের পরিক্রমণপূর্ব্বক উপবেশন)

রাজা। মাধব্য! তুমি দর্শনীয় পদার্থের মধ্যে যাহা দেখিবার যোগ্য, তাহা যখন দেখিলে না, তখন তুমি চক্ষুর ফলই প্রাপ্ত হও নাই ॥ ৪২

বিদূ। কেন? আপনিই ত আমার সম্মুখে রহিয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

রাজা। সকলে নিজের বস্তুকেই রমণীয় দেখিয়া থাকে, আমি কিন্তু সেই আশ্রমললামভূতা শকুন্তলাকেই উদ্দেশ করিয়া বলিতেছি ॥ ৪৪ ॥

বিদূ। (স্বগত) ইঁহাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না, (প্রকাশ্যে) ভো বয়স্য! সে শকুন্তলা তাপসকন্যা, তাহাকে দর্শন করিয়া আপনার কি ফললাভ হইবে? ৪৫ ॥

রাজা। ওরে মূর্খ! তোকে ধিক্! দেখ, নবোদিত চন্দ্রমাকে নির্নিমেষনয়নে লোকে কি অভি-প্রায়ে অবলোকন করিয়া থাকে? তাহাকে পাইবার নিমিত্ত নহে, সুন্দর বস্তু বলিয়াই লোকে দর্শন করিয়া থাকে ॥ ৪৬-৪৭ ॥

বিদূ। তাহা বল ॥ ৪৮ ॥

রাজা। সখে! পরিহরণীয় বস্তুতে দুষ্মন্তের মন কদাচ প্রবর্ত্তিত হয় না। এই শকুন্তলা পরম-রূপবতী অপ্সরাগর্ভসম্ভবা, অনন্তর তাঁহার গর্ভধারিণী মেনকা প্রসবের পর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন, পরে মহর্ষি কণ্ব অর্ক-বৃক্ষোপরি পতিত নবমল্লিকা-কুসুমের ন্যায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া অতি যত্নের সহিত লালনপালন করিয়াছেন ॥ ৪৯ ॥

বিদূ। (সহাস্যে) মহারাজ! অগ্রে পিণ্ডীখর্জ্জূর ভক্ষণ করিয়া পশ্চাৎ উদ্বেজিত হইলে তাহার যেমন তেঁতুলে অভিলাষ জন্মে, তদ্রূপ অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদিগের সহিত সর্ব্বদা বাস করায় আপনার সেইরূপ হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

রাজা। সখে! তুমি তাহাকে দেখ নাই বলিয়াই এরূপ বলিতেছ ॥ ৫১ ॥

বিদূ। মহারাজ! সে ব্যক্তি পরম রমণীয়ই হইবে, যেহেতু, আপনিও যখন বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন ॥ ৫২ ॥

রাজা। বয়স্য! কিং বহুনা।

চিত্তে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগান্, রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতান্নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে, ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ ॥ ৫৩ ॥

বিদূ। জই এব্বং পচ্চাদেসো দাণিং রূববদীণং ॥ ৫৪ ॥

রাজা। ইদং চ মে মনসি বর্ত্ততে।

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈরনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং, ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ ॥৫৫ ॥

বিদূ। তেণ হি লহু লহু গচ্ছদু ভবং মা কস্‌সবি তবস্‌সিণো ইঙ্গুদাতেল্লচিক্কণসীসস্‌স হত্থে পড়িস্‌সদি ॥৫৬॥

রাজা। পরবতী খলু তত্রভবতী ন চ সন্নিহিতগুরুজনা ॥ ৫৭ ॥

বিদূ। অধ ভুএ উবরি কীদিসো সে দিট্ঠিরাও ॥ ৫৮ ॥

রাজা। বয়স্য! স্বভাবাদেবাপ্রগল্‌ভাস্তপস্বিকন্যকাঃ। তথাপি তু—

অভিমুখে ময়ি সংহৃতমীক্ষিতং, হসিতমন্যনিমিত্তকথোদয়ম্।
বিনয়বারিতবৃত্তিরতস্তয়া, ন বিবৃতো মদনো ন সংবৃতঃ ॥ ৫৯ ॥

বিদূ। (বিহস্য) কিং দিট্ঠিমেত্তেণ জ্জেব তুঅদো অঙ্ক আরোহদু? ৬০ ॥

রাজা। সখীভ্যাং মিথঃ প্রস্থানে পুনঃ সলীলয়া তত্রভবত্যা ময় ভূয়িষ্ঠমাবিষ্কৃতো ভাবঃ। তথাহি—

দর্ভাঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষত ইত্যকাণ্ডে, তন্বী স্থিতা কতিচিদেব পদানি গত্বা।
আসীদ্বিবৃত্তবদনা চ বিমোচয়ন্তী, শাখাসু বল্কলমসক্তমপি দ্রুমাণাম্ ॥ ৬১॥

রাজা। বয়স্য! অধিক আর কি বলিব, সেই ক্ষীণাঙ্গী শকুন্তলার শরীরসৌন্দর্য্য চিন্তা করিয়া ইহাই অবগত হওয়া গেল যে, বিধাতা জগতের তাবৎ নির্ম্মাণসামগ্রী একত্র আহরণ পূর্ব্বক সমস্ত রূপরাশি একস্থানে দেখাইবার জন্যই যেন এক অপর একটী স্ত্রীরত্ন সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৫৩ ॥

বিদূ। যদি এইরূপই হয়, তবে শকুন্তলা সমস্ত রূপবতীকে পরাভূত করিল ॥ ৫৪ ॥

রাজা। আমার হৃদয়ে এই প্রকার ধারণা বটে। সেই শকুন্তলার রূপ ঠিক যেন অনাঘ্রাত পুষ্পের ন্যায় নির্ম্মল ও নখচ্ছেদবিরহিত নূতন কিসলয়ের সদৃশ এবং অপরিহিত রত্নের তুল্য ও যেন আস্বাদ-বিরহিত অভিনব মধুস্বরূপ হইতেছে। শকুন্তলার এই নিষ্পাপ সৌন্দর্য্যটী যেন পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের অখণ্ড ফলস্বরূপ হইতেছে, এই পৃথিবীতে বিধাতা কোন্ ব্যক্তিকে যে ইহার উপভোক্তা করিবেন, তাহা কিছুই বলিতে পারিতেছি না ॥ ৫৫ ॥

বিদূ। আপনি অতি সত্বরেই গমন করুন্, যাবৎ সেই শকুন্তলা ইঙ্গুদীতৈলদ্বারা চিক্কণশীর্ষ কোন তাপসের হস্তে পতিত না হন ॥ ৫৬ ॥

রাজা। সেই মননীয়া শকুন্তলা অতি পরাধীনা এবং এক্ষণে গুরুজনও কেহ সন্নিকটে নাই ॥ ৫৭॥

বিদূ। আচ্ছা বলুন দেখি, আপনার উপর তাহার কিরূপ অনুরাগ? ৫৮ ॥

রাজা। বয়স্য! সেই তপস্বীকন্যাগণ স্বাভাবিকই অপ্রগল্‌ভা, তথাপি আমি নিকটে উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ নয়নদ্বয় ফিরাইয়া লন, কিন্তু অন্য কথা উদ্‌ভাবন করিয়া হাস্যও করিয়া থাকেন, অতএব সেই শকুন্তলা সুশিক্ষাদ্বারা স্বীয় কামবৃত্তি সবিশেষ প্রকাশিত করেন নাই এবং গোপনেও রাখেন না ॥ ৫৯ ॥

বিদূ। (সহাস্যে) দৃষ্টিমাত্রেই কি আপনার অঙ্কে আরোহণ করিবে না কি? ৬০ ॥

রাজা। যখন সখীদ্বয়ের সঙ্গে নির্জনে গমন করেন, তখন তিনি অঙ্গভঙ্গীর সহিত আমার প্রতি অতিশয় কামভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কৃশাঙ্গী শকুন্তলা (বাস্তবিক না ঘটিলেও) কিছু পদ গমন করিয়া "কুশাঙ্কুরদ্বারা চরণতল ক্ষত হইয়াছে" এই কথা বলিয়া কিয়ৎকাল অমনি অকারণে দণ্ডায়মান থাকিলেন ও তাঁহার পরিহিত বল্কল শাখায় সংলগ্ন না হইলেও বল্কলমোচন করিবার ছলে স্বকীয় বসনাবরণও উন্মুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৬১ ॥

বিদূ। গহীদপাধেঅো কিদোসি তত্র অম্মো অণুরক্তং তবোবণং ত্তি তক্কেমি ॥ ৬২ ॥

রাজা। সখে! তপস্বিভিঃ কৈশ্চিৎ পরিজ্ঞাতোঽস্মি, চিন্তয় তাবৎ কেনোপদেশেন পুনরাশ্রমপদং গচ্ছামঃ ॥ ৬৩ ॥

বিদূ। কো অবরো অবদেসো ণং ভবং রাআ ॥ ৬৪ ॥

রাজা। ততঃ কিম্ ॥ ৬৫ ॥

বিদূ। নীবারচ্ছট্‌ঠভাঅং তাবসা মে উবহরন্তু ত্তি ॥ ৬৬ ॥

রাজা। মূর্খ! অন্যমেব ভাগধেয়মেতে তপস্বিনো মে নির্ব্বপন্তি যো রত্নরাশীনপি বিহায়াভিনন্দতে ॥

পশ্য— যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়ি তদ্ধনম্।
তপঃষড়্‌ভাগমক্ষয্যং দদত্যারণ্যকা হি নঃ ॥ ৬৭ ॥

(নেপথ্যে) হন্ত সিদ্ধার্থৌ স্বঃ ॥ ৬৮ ॥

রাজা। (কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে! প্রশান্তস্বরৈস্তপস্বিভির্ভবিতব্যম্ ॥ ৬৯ ॥

(প্রবিশ্য দৌবারিকঃ)

জঅদু জঅদু ভট্টা। এদে দুবে ইসিকুমারআ পাড়হারভূমিং উবত্থিদা ॥ ৭০ ॥

রাজা। অবিলম্বং প্রবেশয় তৌ ॥ ৭১ ॥

দৌবা। জং ভট্টা আণবেদি। [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

(ঋষিকুমারাভ্যাং সহ পুনঃ প্রবিশ্য)

ইদো ইদো ভবন্তা ॥ ৭২ ॥

উভৌ। (রাজানং বিলোকয়ন্তঃ) ॥ ৭৩ ॥

প্রথমঃ। অহো! দীপ্তিমতোঽপি বিশ্বসনীয়তাস্য বপুষঃ। অথবা উপপন্নমেতদস্মিন্ ঋষিকল্পে রাজনি। কুতঃ—

বিদূ। তবে আর চিন্তা কি? এইবার পথের সম্বল সংগ্রহ হইয়াছে, আমি বিবেচনা করি, এই তপোবন আপনার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

রাজা। সখে! এমন কোন উপায় উদ্ভাবন কর, যাহাতে এই তপস্বিগণ এ সমস্ত বিষয় অবগত হইতে না পারেন; এক্ষণে বল দেখি, কোন্ ছলে পুনরায় আশ্রমপদে প্রবেশ করি? ৬৩ ॥

বিদূ। আপনি যখন এই তপোবনের রাজা, তখন আর অন্য উপায়ে প্রয়োজন কি? ৬৪ ॥

রাজা। তাহাতে কি হইবে? ৬৫ ॥

বিদূ। তপস্বিগণ উৎপন্ন নীবারের ষষ্ঠভাগ আমাকে উপহার প্রদান করুন্ ॥ ৬৬ ॥

রাজা। মূর্খ! এই তপোধনগণ আমাকে এরূপ কর প্রদান করেন, যাহা রত্নরাশি অপেক্ষাও বেশী আদরণীয় হইয়া থাকে। দেখ, বর্ণচতুষ্টয় হইতে রাজাদিগের যে কর গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা নশ্বর, কিন্তু বনবাসী মুনিগণ আমাকে তপস্যার ষষ্ঠাংশস্বরূপ অক্ষয় রত্ন প্রদান করিয়া থাকেন। ৬৭ ।

(নেপথ্যে) আমরা এক্ষণে কৃতকার্য্য হইলাম। ৬৮ ॥

রাজা। (সেই দিকে কর্ণপাত করিয়া) যেরূপ গম্ভীরস্বর শুনা যাইতেছে, বোধ হয়, তপস্বিগণই হইবেন ॥ ৬৯ ॥

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। স্বামীর জয় হউক, জয় হউক। ঋষিকুমারদ্বয় দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৭০ ।

রাজা। অতি শীঘ্র এই স্থানে আনায়ন কর ॥ ৭১ ।

দৌবা। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[এই বলিয়া প্রস্থান।

(পুনরায় ঋষিকুমারদিগের সহিত দৌবারিকের প্রবেশ)

আপনারা এই দিকে আসুন! এই দিকে আসুন ॥ ৭২ ॥

উভয়ে। (রাজাকে অবলোকন করিতে লাগিবেন) ॥ ৭৩ ॥

প্রথ। কি আশ্চর্য্য! ইহার শরীর দীপ্তিবিশিষ্ট হইলেও কি বিশ্বাসযোগ্যতা! অথবা এই ঋষিতুল্য

অধ্যাক্রান্তাবসতিরমুনাপ্যাশ্রমে সর্ব্বভোগ্যে, রক্ষাযোগাদয়মপি তপঃ প্রত্যহং সঞ্চিনোতি।
অস্যাপি দ্যাং স্পৃশতি বশিনশ্চারণদ্বন্দ্বগীতঃ, পুণ্যঃ শব্দো মুনিরিতি মুহুঃ কেবলং রাজপূর্ব্বঃ ॥ ৭৪ ॥
দ্বিতী। সখে! অয়ং স বলভিৎসখো দুষ্মন্তঃ? ৭৫ ॥
প্রথম। অথ কিম্॥ ৭৬ ॥
দ্বিতী। তেন হি—
নৈতচ্চিত্রং যদয়মুদধিশ্যামসীমাং ধরিত্রীমেকঃ কৃৎস্নাং সগরপরিঘপ্রাংশুবাহুর্ভুনক্তি।
আশংসন্তে সমিতিষু সুরাঃ সক্তবৈরা হি দৈত্যৈরস্যাধিজ্যে ধনুষি বিজয়ং পৌরুহূতে চ বজ্রে ॥ ৭৭ ॥
উভৌ। (উপগম্য) বিজয়স্ব রাজন্॥ ৭৮ ॥
রাজা। (আসনাদুত্থায়) অভিবাদয়ে ভবন্তৌ॥ ৭৯ ॥
উভৌ। স্বস্তি ভবতে। (ইতি ফলান্যুপনয়তঃ)॥ ৮০ ॥
রাজা। (সপ্রণামং পরিগৃহ্য) আগমনপ্রয়োজনং শ্রোতুমিচ্ছামি॥ ৮১ ॥
উভৌ। বিদিতো ভবানিহস্তপস্বিভিঃ। তে চ ভবন্তমভ্যর্থয়ন্তি॥ ৮২ ॥
রাজা। কিমাজ্ঞাপয়ন্তি? ৮৩ ॥
উভৌ। তত্রভবতঃ কণ্বস্য কুলপতেরসান্নিধ্যাৎ রক্ষাংসি ন ইষ্টিবিঘ্নমুৎপাদয়ন্তি তৎ কতিপয়দিবস-মাত্রং সারথিদ্বিতীয়েন ভবতা সনাথঃ ক্রিয়তামাশ্রম ইতি॥ ৮৪ ॥
রাজা। অনুগৃহীতোঽস্মি॥ ৮৫ ॥
বিদূ। (অপবার্য্য) এস দাণিং ভঅদো অনুউলো গলহত্থো॥ ৮৬ ॥
রাজা। (স্মিতং কৃত্বা) রৈবতক! মদ্বচনাত্রূহি তাং সারথিঃ সবাণকার্ম্মুকং রথমুপস্থাপয়েতি॥ ৮৭॥
দৌবা। জং দেবো আণবেদি॥ ৮৮ ॥ [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

নৃপতিতে ইহা উপযুক্তই বটে; যেহেতু, ইনি সর্ব্বভোগাস্পদ আশ্রমে বাস অধিকার করিয়াছেন, আর তপোবনরক্ষা হেতু প্রত্যহ তপঃসঞ্চয়ও হইতেছে এবং অদ্যাপিও চারণগণ ও সিদ্ধগণ উচ্চৈঃস্বরে রাজার জয় শব্দ উচ্চারণ করাতে বোধ হইতেছে যেন, আকাশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে॥ ৭৪ ॥
দ্বিতী। এই সেই ইন্দ্রসখা দুষ্মন্ত? ৭৫ ॥
প্রথ। হাঁ, ইনিই বটে॥ ৭৬ ॥
দ্বিতী। সে হেতুই ইনি নগরের অর্গলস্বরূপ বাহুদ্বয় ধারণ করিয়া একাকী এই অর্ণব দ্বারা শ্যাম-বর্ণসীমাধারিণী অখিল অবনীমণ্ডল উপভোগ করিতেছেন, আর দেবগণ দৈত্যদিগের সহিত বদ্ধবৈর হইয়া সংগ্রামস্থলে ইঁহার অধিজ্যশরাসনে এবং দেবরাজের বজ্রে বিজয়াশা বন্ধন করিতেছেন, এ সমস্ত কিছুই বিচিত্র নহে॥ ৭৭ ॥
উভ। (রাজার নিকট গমন পূর্ব্বক) আপনি জয়যুক্ত হউন্॥ ৭৮ ॥
রাজা। (আসন হইতে উত্থিত হইয়া) আপনাদিগকে অভিবাদন করি॥ ৭৯ ॥
উভ। মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক। (ইহা বলিয়া ফলাদি উপহার প্রদান করিলেন)॥ ৮০ ॥
রাজা। (প্রণামপূর্ব্বক) আপনাদের আগমনের প্রয়োজন জানিতে ইচ্ছা করি॥ ৮১ ॥
উভ। আপনি এস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, তপস্বিগণ তাহা জানিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহারা আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন॥ ৮২ ॥
রাজা। কি আজ্ঞা করিতেছেন? ৮৩ ॥
উভ। পূজনীয় কুলপতি মহর্ষি কণ্ব এখানে উপস্থিত নাই বলিয়া রাক্ষসগণ যজ্ঞের বিঘ্নাচরণ করি-তেছে; অতএব আপনি সারথির সহিত কতিপয় দিবসমাত্র অবস্থিতি করিয়া এই আশ্রমকে প্রভুবিশিষ্ট করুন্॥ ৮৪ ॥
রাজা। অনুগৃহীত হইলাম॥ ৮৫ ॥
বিদূ। গোপনভাবে এইটী আপনার অনুকূল গলহস্ত॥ ৮৬ ॥
রাজা। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) রৈবতক! সারথিকে বল, আমার ধনুর্ব্বাণ সহিত রথ আনয়ন করুক্॥ ৮৭
দৌবা। যে আজ্ঞা মহারাজ॥ ৮৮ ॥ [ইহা বলিয়া নিষ্ক্রান্ত।

উভৌ। (সহর্ষম্)
অনুকারিণি পূর্ব্বেষাং যুক্তরূপমিদং ত্বয়ি। আপন্নাভয়সত্রেষু দীক্ষিতাঃ খলু পৌরবাঃ॥ ৮৯॥
রাজা। (সপ্রণামম্) গচ্ছতাং ভবন্তৌ, অহমনুপদমাগত এব॥ ৯০॥
উভৌ। বিজয়স্ব॥ ৯১॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।

রাজা। মাধব্য! অপ্যস্তি তে কুতূহলং শকুন্তলাদর্শনং প্রতি? ৯২॥
বিদূ। পঢ়মং অপরিবাধং আসী সম্পদং রক্‌খসবুত্তন্তেণ সপরিবাধং॥ ৯৩॥
রাজা। মা ভৈষীঃ, ননু মৎসমীপ এব বর্ত্তিষ্যসে॥ ৯৪॥
বিদূ। এস তুহ রধচক্করক্‌খাভূদোম্হি জই ণ কোবি আঅচ্ছিঅ বিগ্‌ঘং করেদি॥ ৯৫॥

(প্রবিশ্য দৌবারিকঃ)

জঅদু জঅদু ভট্টা। সজ্জো রধো ভত্তুণো বিজঅপ্‌পআণং অবেক্‌খদি ণঅরাদো দেবীণং আণিত্তিহরো করভও আঅদো॥ ৯৬॥
রাজা। (সাদরম্) কিমম্বাভিঃ প্রেষিতঃ? ৯৭॥
দৌবা। অধ ইং॥ ৯৮॥
রাজা। তেন হি প্রবেশ্যতাম্॥ ৯৯॥
দৌবা। তহ।

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

(পুনঃ করভকেণ প্রবিশ্য)

করভঅ এসা ভট্টা উবসপ্‌পত্ত ভবং॥১০০॥
কর। (উপসৃত্য প্রণম্য চ) জঅদু জঅদু ভট্টা দেবীও আণবেন্তি॥ ১০১॥
রাজা। কিমাজ্ঞাপয়ন্তি? ১০২॥

উভ। (সহর্ষে) আপনি পূর্ব্বপুরুষদিগের অনুকরণ করিতেছেন, অতএব ইহা আপনার উপযুক্তই বটে, যেহেতু, পৌরবগণ আর্ত্তব্যক্তিদিগের অভয়প্রদানরূপ যজ্ঞকর্ম্মে সর্ব্বদাই দীক্ষিত হইয়াছেন॥ ৮৯॥
রাজা। (প্রণামপূর্ব্বক) আপনারা অগ্রে অগ্রে গমন করুন, আমরা আপনাদের পশ্চাদ্গমন করিতেছি॥ ৯০॥
উভ। রাজন্! বিজয় লাভ করুন। ৯১॥ [এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।
রাজা। বয়স্য মাধব্য! শকুন্তলা দর্শনে তোমার ইচ্ছা আছে কি? ৯২॥
বিদূ। প্রথমে কোন বাধাই ছিল না, এক্ষণে রাক্ষসবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রবল বাধাই জন্মিয়াছে॥৯৩॥
রাজা। তোমার কোন ভয় নাই, আমার নিকটেই থাকিবে॥ ৯৪॥
বিদূ। যদি কেহ আসিয়া বিঘ্ন না করে, তবে আপনার রথচক্রের রক্ষকস্বরূপ হইয়া থাকিলাম। ৯৫।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। প্রভুর জয় হউক, জয় হউক! রথ সজ্জীভূত হইয়া আপনার বিজয়-প্রয়াণের অপেক্ষা করিতেছে। মহারাজ! এদিকে দেবীগণের আজ্ঞাবাহক করভ নগর হইতে আসিয়াছে॥৯৬॥
রাজা। (সাদরে) অম্বাগণ কি তাহাকে পাঠাইয়াছেন? ৯৭॥
দৌবা। হাঁ, তাঁহারাই পাঠাইয়াছেন॥ ৯৮॥
রাজা। তবে এখানে লইয়া আইস॥ ৯৯॥
দৌবা। যে আজ্ঞা। [ইহা বলিয়া নিষ্ক্রমণ।

(করভকের সহিত পুনঃ প্রবেশ)

দৌবা। এই স্বামী, আপনি ইহার নিকটে গমন করুন্॥ ১০০॥
কর। (প্রণাম পূর্ব্বক) ভর্ত্তার জয় হউক, জয় হউক। দেবী আজ্ঞা করিয়াছেন॥ ১০১॥
রাজা। কি আজ্ঞা? ১০২॥

করভ। আআমিণি চউত্থদিঅহে পুত্তপিণ্ডপালণীঅো ণাম উববাসো ভবিস্সাদি, তহিং দীহাউণা অবস্সং অহ্মে সম্ভাবইদব্বত্তি ॥ ১০৩ ॥

রাজা। ইতস্তপস্বিনাং কার্য্যমিতো গুরুজনাজ্ঞা উভয়মনতিক্রমণীয়ং,তৎ কিমত্র প্রতিবিধেয়ম্ ॥১০৪॥

বিদূ। ভো তিসঙ্কু বিঅ অন্তরা চিট্ঠ ॥ ১০৫ ॥

রাজা। সত্যমাকুলীভূতোঽস্মি।

কৃত্যয়োর্ভিন্নদেশত্বাদ্দ্বৈধীভবতি মে মনঃ। পুরঃ প্রতিহতং শৈলৈঃ স্রোতঃ স্রোতোবহাং যথা ॥ ১০৬ ॥

(বিচিন্ত্য) সখে মাধব্য! ত্বমপ্যম্বাভিঃ পুত্র ইব গৃহীতঃ স ভবানিতঃ প্রতিনিবৃত্য তপস্বিকার্য্যব্যগ্রতামস্মাকমাবেদ্য তত্রভবতীনাং পুত্রকার্য্যমনুষ্ঠাতুমর্হতি ॥ ১০৭ ॥

বিদূ। ভো মা রক্খসভীরুঅং মং অবগচ্ছ ॥ ১০৮ ॥

রাজা। (স্মিতং কৃত্বা) ভো মহাব্রাহ্মণ! কথমিদং ত্বয়ি সম্ভাব্যতে? ১০৯ ॥

বিদূ। তেন হি রাআণুঅ বিঅ গচ্ছিদুং ইচ্ছেমি ॥ ১১০ ।

রাজা। নন্বু তপোবনোপরোধঃ পরিহরণীয়মিতি সর্ব্বানেবানুযাত্রিকাংস্ত্বয়ৈব সহ প্রেষয়িষ্যামি ॥১১১॥

বিদূ। (সগর্ব্বম্) জুঅরাঅোহ্মি দাণিং সম্বুত্তো ॥ ১১২ ॥

রাজা। (আত্মগতম্) চপলোঽয়ং ব্রাহ্মণবটুঃ কদাচিদিমামস্মৎপ্রার্থনামন্তঃপুরিকাভ্যো নিবেদয়েৎ। ভবত্বেবং তাবদ্বক্ষ্যামি। (বিদূষকস্য হস্তং গৃহীত্বা প্রকাশম্) সখে মাধব্য! ঋষি-গৌরবাদাশ্রমপদং প্রবিশামি, ন খলু সত্যমেব তাপসকন্যায়ামভিলাষো মে। পশ্য—

ক্ব বয়ং ক্ব পরোক্ষমন্মথো, মৃগশাবৈঃ সহ বর্দ্ধিতো জনঃ।
পরিহাসজল্পিতং সখে, পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ ॥ ১১৩ ॥

করভ। আগামী চতুর্থ দিবসে পুত্রপিণ্ডপালন নামে উপবাস হইবে, সেই সময়ে তুমি অবশ্য অবশ্য এ স্থানে আসিয়া আমাদিগের প্রীতিবর্দ্ধন করিবে ॥ ১০৩ ॥

রাজা। এদিকে তপস্বীদিগের কার্য্য, ওদিকে গুরুজনের আজ্ঞা, উভয়ই অলঙ্ঘনীয়, তবে এ বিষয়ে কি প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য? ১০৪ ॥

বিদূ। ত্রিশঙ্কুর ন্যায় মধ্যস্থলে থাকুন্ ॥ ১০৫ ॥

রাজা। সত্য সত্যই বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। দেখ, এই উভয় কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সম্পাদ্য, অতএব অগ্রভাগে পর্ব্বতদ্বারা প্রতিহত নদীর স্রোতের ন্যায় আমার চিত্ত উভয়দিকই গমন পূর্ব্বক দ্বৈধভাব প্রাপ্ত হইয়াছে (কিয়ৎক্ষণ চিন্তাপূর্ব্বক) সখে! অম্বাগণ (মাতৃগণ) তোমাকে পুত্রস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তুমি এ স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, আমি তপস্বিদিগের কোন কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত আছি, ইহা জানাইয়া, সেই পূজনীয়া জননীগণের পুত্রকার্য্য অনুষ্ঠান কর ॥ ১০৬-১০৭॥

বিদূ। আমাকে রাক্ষসের ভয়ে ভীত বিবেচনা করিবেন না ॥ ১০৮ ॥

রাজা। (ঈষৎ হাস্য সহকারে) ভো মহাব্রাহ্মণ! তোমার আমার কি রাক্ষসের ভয় আছে? ১০৯ ॥

বিদূ। তবে আমি রাজার অনুজের ন্যায় হইয়া গমন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১১০ ॥

রাজা। তপোবনের বিঘ্ন দূর করা কর্ত্তব্য, অতএব সমস্ত অনুযাত্রিগণকে তোমার সহিত প্রেরণ করি ॥ ১১১ ॥

বিদূ। (সগর্ব্বে)এখন তবে যুবরাজ হইলাম ॥ ১১২ ॥

রাজা। (স্বগতঃ) এই ব্রাহ্মণবটু অত্যন্ত চপল, আমার এই প্রার্থনা অন্তঃপুরচারিণী মহিলাদিগকেও বলিতে পারে। হউক্, তবে এইরূপ বলা যাউক, (বিদূষকের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রকাশ্যে) ঋষিদিগের প্রতি গৌরব বশতই আশ্রমে প্রবেশ করিতেছি, তাপসকন্যার প্রতি আমার অভিলাষ নাই, ইহা যথার্থই জানিও। দেখ, সকলকলাভিজ্ঞ নাগরিক বিষয়ী পুরুষ আমরাই বা কোথায়, আর যাহাদের কামভাব আবির্ভূত হয় নাই, মৃগশাবকের সহিত বর্দ্ধিত সেই ব্যক্তিগণই বা কোথায়? অতএব হে সখে! তোমার নিকট যাহা বলিলাম, ইহা সমস্তই অলীক পরিহাস বলিয়া জ্ঞান করিবে, যথার্থতঃ মনে করিও না ॥ ১১৩ ॥

বিদূ। এবমেদং ॥ ১১৪ ॥
রাজা। মাধব্য! ত্বমপি স্বনিয়োগমনুতিষ্ঠ, অহমপি তপোবনরক্ষার্থং তত্রৈব গচ্ছামি ॥ ১১৫ ॥
[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ।

তৃতীয়োঽঙ্ক

(ততঃ প্রবিশতি কুশানাদায় যজমানশিষ্যঃ)

শিষ্যঃ। (বিচিন্ত্য সবিস্ময়ম্) অহো! মহাপ্রভাবো রাজা দুষ্মন্তঃ যেন প্রবিষ্টমাত্রএবাশ্রমং তত্রভবতি সারথিদ্বিতীয়ে রাজনি নিরুপপ্লবানি নঃ কর্ম্মাণি সংবৃত্তানি।
কা কথা বাণসন্ধানে জ্যাশব্দেনৈব দূরতঃ। হুঙ্কারেণৈব ধনুষঃ স হি বিঘ্নান্ ব্যপোহতি॥ ১॥
যাবদেতান্ বেদিসংস্তরণার্থং দর্ভান্ ঋত্বিগ্‌ভ্য উপাহরামি॥ ২॥
(পরিক্রম্যাবলোক্য চ আকাশে) প্রিয়ংবদে! কস্যেদমুশীরানুলেপনং মৃণালকান্তি চ নলিনীদলানি নীয়ন্তে? (শ্রুতিমভিনীয়) কিং কথয়সি? আতপলঙ্ঘনাদ্বলবদস্বস্থশরীরা শকুন্তলা, তস্যাঃ শরীর-নির্ব্বাপণায়েতি। প্রিয়ংবদে! যত্নাদুপচর্য্যতাং, সা হি তত্রভবতঃ কুলপতের্দ্বিতীয়মুচ্ছ্বসিতং, অহমপিতাবদ্বৈতানিকং শান্ত্যুদকমস্যা এব গৌতমীহস্তে বিসর্জ্জয়ামি। ৩।
[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

(ইতি বিষ্কম্ভকঃ)

বিদূ। হাঁ, তাহাই বটে, আমি এ সকল কথা সত্য বলিয়া বিবেচনা করি নাই। ১১৪॥
রাজা। বয়স্য! তুমি স্বীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, আমিও তপোবনরক্ষার্থ আশ্রমে গমন করি। ॥ ১১৫ ॥ [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

(অনন্তর কুশহস্তে যজমান শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য। (চিন্তা ও বিস্ময় সহকারে) রাজা দুষ্মন্তের কি মহাপ্রভাব! তিনি সারথিমাত্র সহায়ে আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবামাত্র আমাদের ক্রিয়া-সকল নিরুপদ্রব হইল, তাঁহার বাণসন্ধানের ত কথাই নাই, দূর হইতে হুঙ্কার-ধ্বনি ও শরাসনের জ্যাশব্দ দ্বারাই তিনি বিঘ্ন নিবারণ করিয়া থাকেন। ১। যাহা হউক, বেদীর আস্তরণ করিবার জন্য এই কুশ-সমূহ ঋত্বিক্‌দিগকে প্রদান করি। (এই বলিয়া পরিক্রমণ ও অবলোকন পূর্ব্বক দূর হইতে বলিলেন) প্রিয়ংবদে! এই পিষ্ট উশীরমূল এবং মৃণালযুক্ত নলিনীদল-সকল কাহার নিমিত্ত লইয়া যাইতেছ? (প্রিয়ংবদার কথায় যেন কর্ণপাত করিয়াই পুনর্ব্বার বলিলেন) কি বলিতেছ? অতিশয় আতপ লাগিয়াছে বলিয়া শকুন্তলার শরীর বলবৎ অসুস্থ হইয়াছে, তাঁহারই তাপশান্তির জন্য? প্রিয়ংবদে! যত্ন পূর্ব্বক তাঁহার শুশ্রূষা কর, তিনি পূজনীয় কণ্বের দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ। আমিও তবে যজ্ঞীয় শান্ত্যুদক গৌতমী-হস্তে পাঠাইয়া দিই॥ ১-৩॥ [প্রস্থান।

(ততঃ প্রবিশতি সমদনাবস্থো রাজা)

রাজা। (সচিন্তং নিশ্বস্য)

জানে তপসো বীর্য্যং সা বালা পরবতীতি মে বিদিতম্।
ন চ নিম্নাদিব সলিলং নিবর্ত্ততে মে ততো হৃদয়ম্ ॥ ৪

ভগবন্ মন্মথ! কুতস্তে কুসুমায়ুধস্য সতস্তৈক্ষ্ণ্যমেতৎ ॥ ৫ ॥ (স্মৃত্বা) আঃ জ্ঞা

অদ্যাপি নূনং হরকোপবহ্নিস্ত্বয়ি জ্বলত্যৌর্ব ইবাম্বুরাশৌ।
ত্বমন্যথা মন্মথ মদ্বিধানাং, ভস্মাবশেষঃ কথমেবমুষ্ণঃ ॥ ৬ ॥

অপি চ—ত্বয়া চন্দ্রমসা চাতিবিশ্বসনীয়াভ্যামভিসন্ধীয়তে কামিসার্থঃ। কুত
তব কুসুমশরত্বং শীতরশ্মিত্বমিন্দোর্দ্বয়মিদমযথার্থং দৃশ্যতে মদ্বিধেষু।
বিসৃজতি হিমগর্ভৈরগ্নিমিন্দুর্ময়ূখৈস্ত্বমপি কুসুমবাণান্ বজ্রসারীকরোষি ॥ ৭।

অথবা— অনিশমপি মকরকেতুর্মনসো রুজমাবহন্নভিমতো মে।
যদি মদিরায়তনয়নাং তামধিকৃত্য প্রহরতীতি ॥ ৮ ॥
ভগবন্নেবমুপালব্ধস্য তে ন মাং প্রত্যনুক্রোশঃ।
বৃথৈব সঙ্কল্পশতৈরজস্রমনঙ্গ নীতোঽসি ময়াতিবৃদ্ধিম্।
আকৃষ্য চাপং শ্রবণোপকণ্ঠে, ময্যেব যুক্তস্তব বাণমোক্ষঃ ॥ ৯ ॥

(সখেদং পরিক্রম্য ক্ব নু খলু নিরস্তবিঘ্নৈস্তপস্বিভিরনুজ্ঞাতঃ খিন্নমাত্মানং বিনোদয়ামি ন চ প্রি
দর্শনাদৃতে শরণমন্যং যাবদেনামন্বিষ্যামি ॥ ১০ ॥

(ঊর্দ্ধমবলোক্য) ইমামুগ্রতপাং বেলাং প্রায়েণ লতাবলয়বৎসু মালিনীতীরেষু সসখীজনা তত্রভ
শকুন্তলা গময়তি। ভবতু তত্রৈব তাবদ্গচ্ছ

(অনন্তর মদনবাণ-জর্জ্জরিত রাজার প্রবেশ)

রাজা। (চিন্তা সহকারে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) আমি তপস্যার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অবগত আছি, আর সেই কণ্বদুহিতা শকুন্তলাও পরাধীনা। তাহাও আমি সবিশেষ জানি; তথা নিম্নস্থান হইতে জলরাশির ন্যায় আমার হৃদয় তাহা হইতে কোনরূপেই পরাঙ্মুখ হইতেছে ন ভগবন্ মন্মথ! আমি শুনিয়াছি যে, তোমার পুষ্পের বাণ, তবে তাহার এত তীক্ষ্ণতা কিরূপে হইল (স্মরণ পূর্ব্বক) হাঁ, এখন জানিলাম। হর-কোপানল সাগরস্থিত বাড়বাগ্নির ন্যায় অদ্যাপিও তোমা প্রজ্বলিত হইতেছে। হে কন্দর্প! তাহা যদি না হইবে, তবে তুমি ত ভস্মীভূত হইয়াছ, তথাপি মাদৃ-জনের প্রতি এত উষ্ণ হইতেছ কেন? ৪-৬ ॥

আরও তুমি এবং চন্দ্রমা এই উভয়ের বিশ্বাস জন্মাইয়া প্রিয়াভিলাষী ব্যক্তিদিগকে কেবল প্রতারি করিতেছ। দেখ, কুসুমার কুসুম হইল তোমার বাণ, আর হিমাংশু চন্দ্রের কিরণও অতি শীতল কিন্তু এই উভয়েই মাদৃশ ব্যক্তিদিগের পক্ষে অযথার্থ বলিয়াই বোধ হইতেছে; যেহেতু, চন্দ্র স্বী কিরণ দ্বারা অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে, আর তুমি নিজ কুসুমময় শর-সমূহ দ্বারা বজ্রবৎ দৃঢ় করিতেছ অথবা হে মীনকেতো! তুমি যদ্যপি সেই মদিরায়তনয়না শকুন্তলাকে অধিকার করিয়া আমাকে প্রহার করিতে, তাহা হইলে আমার কিছুমাত্র মনঃক্ষোভ হইত না। হে মন্মথ! আমি তোমাকে এত তিরস্কারাদি করিতেছি, তথাপিও আমার প্রতি তোমার কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না? ে অনঙ্গ! আমি মনোমধ্যে শত শত সঙ্কল্প দ্বারা তোমাকে বৃথাই বর্দ্ধিত করিয়াছি, অতএব তুমি আ কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হইয়া আবার আকর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া আমার প্রতিই কি বাণ নিক্ষেপ ক তোমার উচিত হইল? ৭-৯ ॥

(খেদের সহিত পরিক্রমণ পূর্ব্বক) নিরস্তবিঘ্ন মুনিগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া কোথায় গিয়া এ ক্লিষ্ট আমাকে বিনোদিত করি? এক্ষণে প্রিয়ার দর্শন ভিন্ন আর আমার উপায়ান্তর নাই। যা তাহারই অন্বেষণ করি। (অনন্তর ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন পূর্ব্বক) এই ত মধ্যাহ্নসময় উপস্থিত হ য়াছে। বোধ হয়, সখীজনপরিবৃতা হইয়া লতাবলয়বিশিষ্ট মালিনী নদীর তীরে এই সময় অতিবাহি

(পরিক্রম্যাবলোক্য চ) অনয়া বালপাদপবীথ্যা সুতনুরচিরং গতেতি তর্কয়ামি। কুতঃ—

সম্মীলন্তি ন তাবদ্বন্ধনকোষাস্ত্বয়াবচিতপুষ্পাঃ।

ক্ষীরস্নিগ্ধাশ্চামী দৃশ্যন্তে কিসলয়চ্ছেদাঃ ॥ ১২ ॥

(স্পর্শং রূপয়িত্বা) অহো! প্রবাতসুভগোঽয়ং বনোদ্দেশঃ।

শক্যোঽরবিন্দসুরভিঃ কণবাহী মালিনীতরঙ্গাণাম্।

অঙ্গৈরনঙ্গতপ্তৈরবিরলমালিঙ্গিতুং পবনঃ ॥ ১৩ ॥

(বিলোক্য) হন্তাস্মিন্ বেতসলতামণ্ডপে সন্নিহিতয়া শকুন্তলয়া ভবিতব্যম্। তথাহি—

অভ্যুন্নতা পুরস্তাদবগাঢ়া জঘনগৌরবাৎ পশ্চাৎ।

দ্বারেঽস্য পাণ্ডুসিকতে পদপংক্তির্দৃশ্যতেঽভিনবা ॥ ১৪ ॥

যাবদ্বিটপান্তরেণাবলোকয়ামি। (তথা কৃত্বা সহর্ষম্) অয়ে! লব্ধং নেত্রনির্ব্বাণম্। এষা মনোরথপ্রিয়া মে সকুসুমাস্তরণং শিলাপটমধিশয়ানা সখীভ্যামুপাস্যতে। ভবতু লতাব্যবহিতঃ শৃণোমি বিশ্বস্তকথিতান্যাসাম্। (ইতি বিলোকয়ন্ স্থিতঃ) ॥ ১৫ ॥

(ততঃ প্রবিশতি যথোক্তব্যাপারা সহ সখীভ্যাং শকুন্তলা)

সখ্যৌ। (উপবীজ্য) হলা সউন্দলে! অবি সুহাঅদি দে ণলিণীবত্তবাদো? ১৬ ॥

শকু। (সখেদম্) কিং বীজঅন্তি মং পিঅসহীও? ১৭ ॥

সখ্যৌ। (সবিষাদং পরস্পরমবলোকয়তঃ) ॥ ১৮ ॥

রাজা। বলবদস্বস্থশরীরা তত্রভবতী দৃশ্যতে। ১৯ ॥

(সবিতর্কম্) তৎ কিময়মাতপদোষঃ স্যাৎ উত যথা মে মনসি বর্ত্ততে ॥ ২০ ॥

(সাভিলাষং নির্ব্বর্ণ্য) অথবা কৃতং সন্দেহেন।

করিতেছেন। হউক, সেই স্থানেই যাওয়া যাউক। (পরিক্রমণ ও অবলোকন পূর্ব্বক) এই পথের দুই দিকেই নব নব তরুশ্রেণী বিরাজিত দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, সেই সুতনু শকুন্তলা এই স্থান দিয়াই গমন করিয়াছেন; যেহেতু, তিনি যে সকল পুষ্প অবচয়ন করিয়াছেন, তাহার বৃন্তগর্ত্ত-সকল এখনও মুদিত হয় নাই এবং নূতন কিসলয়খণ্ড-সকলও প্রস্রুত ক্ষীর দ্বারা স্নিগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। (তখন একবার বায়ু বহমান হইয়া শীতল হইলে বলিলেন) আহা! এই বনপ্রদেশ কি সুন্দর শোভাই ধারণ করিয়াছে! যেহেতু, মালিনী নদীর তরঙ্গকণবাহী পদ্মগন্ধবিশিষ্ট সমীরণ কামসন্তপ্ত ব্যক্তিগণের অঙ্গসমূহ আলিঙ্গন করিলে অতিশয় সুখ বোধ হইয়া থাকে। (অবলোকন করিয়া) আমার বোধ হইতেছে যে, এই বেতসলতামণ্ডপের সন্নিকটে শকুন্তলা অবস্থিতি করিতেছেন; যেহেতু, পুরোভাগে উন্নত জঘনদ্বয়ের গুরুত্ব হেতু পশ্চাদ্ভাগ নিম্ন এবং অচিরভূত পদচিহ্ন-সকল এই বেতসলতামণ্ডপের দ্বারদেশে দৃষ্ট হইতেছে; এক্ষণে এই পল্লবের অন্তরাল হইতে অবলোকন করি। (অন্তরালে থাকিয়া সহর্ষে) আজি আমার নয়নযুগল সার্থক হইল। এই যে আমার মনোরথরূপিণী শকুন্তলা শিলাপটে কুসুমাস্তরণের উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছেন এবং সখীদ্বয় ইঁহার সেবা-শুশ্রূষাদি করিতেছেন। হউক, তবে লতাবিতানের অন্তরাল হইতে ইঁহাদের বিশ্বস্ত আলাপ-সকল শ্রবণ করি। (এই বলিয়া নিরীক্ষণ করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন) ॥ ১০-১৫ ॥

(অনন্তর পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থাপন্ন সখীদ্বয়ের সহিত শকুন্তলার প্রবেশ)

সখীদ্বয় (ব্যজন করিতে করিতে) অয়ি শকুন্তলে! নলিনীপত্রের বায়ুসেবনে তোমার সুখবোধ হইতেছে? ১৬ ॥

শকু। (খেদের সহিত) প্রিয়সখীরা কি আমাকে ব্যজন করিতেছ? ১৭ ॥

সখীদ্বয়। বিষণ্ণান্তঃকরণে পরস্পরের মুখাবলোকন ॥ ১৮ ॥

রাজা। (স্বগত) এই শকুন্তলার শরীর বোধ হয় অতিশয় অসুস্থ হইয়াছে। হা ঈশ্বর! এমন সুধারূপিণীর শরীর মনেও কি ব্যাধির অধিকার? (মনে মনে বিতর্ক করিয়া) তবে কি ইহা আতপদোষ অথবা আমার চিত্তে যেরূপ, সেই স্মর-সন্তাপ? (অভিলাষ সহকারে অবলোকন পূর্ব্বক) সন্দেহে

স্তনন্যস্তোশীরং প্রশিথিলমৃণালৈকবলয়ং, প্রিয়ায়াঃ সাবাধং তদপি কমনীয়ং বপুরিদম্।
সমস্তাপঃ কামং মনসিজনিদাঘ-প্রসরয়োর্ন তু গ্রীষ্মস্যৈবং সুভগমপরাদ্ধং যুবতিষু॥ ২১ ॥

প্রিয়। (জনান্তিকম্) অণসূএ! তস্‌সা রাএসিণো পঢমদংসণাদো আরম্ভিঅ পজ্জুস্সুঅমণা সউন্দলা ণ কখু সে অণ্ণণিমিত্তো আতঙ্কো ভবে॥ ২২ ॥

অন। সহি মমবি এআরিসী আসঙ্কা হি অস্‌স। ভোদু পুচ্ছিস্‌সং দাব ণম্॥ ২৩ ॥
(প্রকাশম্) সহি পুচ্ছিদব্বাসি কিম্পি বলীও কখু দে অঙ্গাণং সন্দাবো॥ ২৪ ॥

রাজা। বক্তব্যমেব।
শশিকরবিশদান্যস্যাস্তথাহি দুঃসহনিদাঘশংসীনি। ভিন্নানি শ্যামাকয়া মৃণালনির্ম্মাণবলয়ানি॥ ২৫ ॥

শকু। (পূর্ব্বার্দ্ধেন শয়নাদুত্থায়) হলা! ভণ জং বত্তুকামাসি॥ ২৬ ॥

অন। হলা সউন্দলে! অলব্‌ভন্তরা অম্হে দে মনোগদস্‌স বুত্তন্তস্‌স কিন্তু জাদিসী ইদিহাসকথাণুবন্ধেসুং কামিঅণাণং অবত্থা সুণীঅদি তাদিসী তুহ ত্তি তক্কেমি তা কধেহি কিং ণিমিত্তং দে অঅং আআসো ত্তি বিআরং পরবথদো অআণিঅ অণারম্ভো কিল পদীআরস্‌স॥ ২৭ ॥

রাজা। অনসূয়য়াপি মদীয়স্তর্কোঽনুগতঃ॥ ২৮ ॥

শকু। বলীও মে আআসো ণ সক্কণোমি সহসা ণিবেদিদুং॥ ২৯ ॥

প্রিয়। সুট্‌ঠু এসা ভণাদি কিং এদং অত্তণো উবদ্দবং ণিগূহসি অণুদিঅসং কখু পরিহাঅসি অঙ্গেসুং লাবণ্ণমই ছাআ কেবলং তুমং ণ মুঞ্চদি॥ ৩০ ॥

প্রয়োজন নাই; যেহেতু, ইঁহার স্তনদ্বয়ের উপরিভাগে উশীরানুলেপন করা হইয়াছে, একটীমাত্র মৃণালবলয়, তাহাও শিথিল হইয়াছে, অতএব প্রিয়ার এই দেহ পীড়াযুক্ত হইলেও অত্যন্ত মনোহরভাব ধারণ করিয়াছে। ফলতঃ কামসন্তাপ ও নিদাঘসন্তাপ তুল্য হইলেও গ্রীষ্মসন্তাপে সন্তপ্ত যুবতীগণের শরীরে এরূপ কমনীয়তা বিদ্যমান থাকে না; অতএব ইহা কাম-সন্তাপই বটে সন্দেহ নাই॥ ১৯-২১

প্রিয়। (জনান্তিকে) অনসূয়ে! শকুন্তলা সেই রাজর্ষির প্রথম দর্শনাবধিই এইরূপ উৎকণ্ঠিতচিত্তা হইয়াছে, অন্য কারণে যে ইহার পীড়া হইয়াছে, তাহা বোধ হয় না॥ ২২ ॥

অন। (প্রিয়ংবদার কাণে কাণে) সখি! আমার হৃদয়েও এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে। (প্রকাশ্যে) সখি! এক্ষণে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা আমাদের কর্ত্তব্য।—বলি, তোমার অঙ্গের সন্তাপ কি অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে? ২৩-২৪ ॥

রাজা। (মনে মনে) এ কথা ইহাদের ব্যক্তব্যই বটে; যেহেতু, চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ইহার মৃণালনির্ম্মিত বলয়সকল সন্তাপজনিত কালিমাবিশিষ্ট হইয়াছে, তজ্জন্য ইহার দুঃসহ অনঙ্গসন্তাপের বিষয় যেন প্রকাশ করিয়া দিতেছে॥ ২৫ ॥

শকু। (শয্যা হইতে শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধভাগ উত্তোলন পূর্ব্বক) সখি! যাহা বলিতে ইচ্ছা করিতেছ তাহা বল॥ ২৬ ॥

অন। সখি শকুন্তলে! আমরা তোমার মনোগত বৃত্তান্তের বিশেষ ভাব কিছুই অবগত হইতে পারি নাই, কিন্তু ঐতিহাসিক গ্রন্থে কামিজনের অবস্থা যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, আমাদের বিবেচনায় তোমারও ঠিক সেইরূপ অবস্থাই ঘটিয়াছে। নচেৎ বল, কি জন্য এইরূপ অবস্থা হইয়াছে, প্রকৃতরূপে রোগ নির্ণয় করিতে না পারিলে আমরা কিরূপে তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিব? ২৭ ॥

রাজা। আমারই মনের ভাব অবগত হইয়াছে॥ ২৮ ॥

শকু। আমার সন্তাপ অতিশয় প্রবল হইয়াছে, সহসা ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইতেছি না॥ ২৯ ॥

প্রিয়। অনসূয়া বেশ বলিয়াছে, তুমি এই রোগের বিষয় কি জন্য গোপন করিতেছ? অথচ দিন দিন তোমার শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, কেবলমাত্র লাবণ্যময়ী ছায়া তোমাকে ত্যাগ করে নাই॥ ৩০ ॥

রাজা। অবিতথমাহ প্রিয়ংবদা। তথাহি—

ক্ষামক্ষামকপোলমাননমুরঃ কাঠিন্যমুক্তস্তনং, মধ্যঃ ক্লান্ততরঃ প্রকামবিনতাবংসৌ ছবিঃ পাণ্ডুরা।
শোচ্যা চ প্রিয়দর্শনা চ মদনগ্লানেয়মালক্ষ্যতে, পত্রাণামিব শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা লতা মাধবী॥৩১॥

শকু। (নিশ্বস্য) কস্স বা অণ্ণস্স কধইস্সং কিন্তু আআস হেতুআ বো ভবিস্সং॥৩২॥

উভে। সহি অদো জ্জেব ণিব্বন্ধো সিণিদ্ধজণসং বিভত্তং কৃখু দুক্‌খং সজ্জবেঅণং ভোদি॥৩৩॥

রাজা। পৃষ্টা জনেন সমদুঃখসুখেন বালা, নেয়ং ন বক্ষ্যতি মনোগতমাধিহেতুম্।
দৃষ্টো বিবৃত্য বহুশোঽপ্যনয়া সতৃষ্ণমত্রোত্তরশ্রবণকাতরতাং গতোঽস্মি॥৩৪॥

শকু। জদো পহুদি তবোবণরক্‌খিদা সো রাএসী মম দংসণপধং গদো। (ইত্যর্দ্ধোক্তেন লজ্জাং নাটয়তি)॥৩৫॥

উভে। কধেদু কধেদু পিঅসহী॥৩৬॥

শকু। তদো পহুদি তগ্‌গদেণ অহিলাসেন এবাদবত্থহ্মি সংবুত্তা॥৩৭॥

উভে। দিট্ঠিআ দে অণুরূএ বরে অহিলাসো, অধবা সাঅরং উজ্‌ঝিঅ কহিং মহাণঈএ পবিসিদব্বং॥৩৮॥

রাজা। (সহর্ষম্) শ্রুতং যচ্ছ্রোতব্যম্॥৩৯॥

স্মর এব তাপহেতুর্নির্ব্বাপয়িতা স এব মে জাতঃ। দিবস ইবাভ্রশ্যামস্তপাত্যয়ে জীবলোকস্য॥৪০॥

শকু। তা জই বো অণুমদং তদো তধা পউত্তিদব্বং জধা তস্স রাএসিণো অণকম্পণীআ হোমি ত্তি অণ্ণধা সুমরেধ মং॥৪১॥

রাজা। প্রিয়ংবদা যথার্থই বলিয়াছে; ইহার কপোলদেশ অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, স্তনদ্বয়ে আর সেরূপ কাঠিন্য নাই, মধ্যদেশ অত্যন্ত ক্লান্ত, স্কন্ধদ্বয় অত্যন্ত নত হইয়াছে এবং দেহের দীপ্তিও পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে; অতএব এই শকুন্তলা, মদনকর্ত্তৃক বিকৃতভাবপ্রাপ্তা হইলেও পত্রসমূহশোষণকারী দক্ষিণানিলদ্বারা স্পৃষ্টা মাধবীলতার ন্যায় শোচনীয়া এবং প্রিয়দর্শনাও হইয়াছে॥৩১॥

শকু। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) অপর কাহাকে আর বলিব? কিন্তু তোমাদের উভয়কেই দুঃখভাগিনী করিব॥৩২॥

উভয় সখী। সখি! সেইজন্যই এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি, দুঃখ যদি আত্মীয়জনে সংবিভক্ত হয়, তাহা হইলে সে বেদনাকে আর বেদনা বলিয়াই অনুভব হয় না॥৩৩॥

রাজা। শকুন্তলার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী এই সখীজনেরা শকুন্তলার মনঃপীড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কি পীড়ার কারণ প্রকাশ-করিবেন না?—অবশ্যই করিবেন, আর এই তপোবন হইতে প্রস্থান-কালে সতৃষ্ণনয়নে আমার প্রতি মুখ ফিরাইয়া পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে এ বিষয়ে কি উত্তর প্রদান করেন, তজ্জন্যই বিশেষ কাতর হইতেছি॥৩৪॥

শকু। যদবধি সেই তপোবনরক্ষক রাজর্ষি আমার দর্শনপথে পতিত হইয়াছেন, (এইরূপ অর্দ্ধোক্তি করিয়া লজ্জায় অধোমুখী হইলেন)॥৩৫॥

উভ। প্রিয়সখি! বল বল॥৩৬॥

শকু। সেই অবধি তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী হওয়ায় এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছি॥৩৭॥

উভয়। সৌভাগ্যক্রমে অনুরূপ বরেই তোমার অভিলাষ জন্মিয়াছে, তিনি বোধ করি রাজা দুষ্মন্ত; কেন না, সাগর পরিত্যাগ করিয়া মহানদী-সকল আর কোথায় প্রবেশ করিয়া থাকে?৩৮॥

রাজা। (হর্ষের সহিত) যাহা শুনিবার, তাহাই শুনিলাম। গ্রীষ্মাবসানে দিবস যেমন মেঘসমূহে শ্যামবর্ণ হইয়া জীবলোকের তাপ নিবারণ করে, সেইরূপ মন্মথই আমার পক্ষে তাপপ্রদায়ক এবং তাপনিবারক॥৩৯-৪০॥

শকু। যদি তোমাদের অভিমত হয়, তবে আমি সেই রাজর্ষির অনুগ্রহের পাত্রী হইতে পারি॥৪১॥

রাজা। অহো! বিমর্ষচ্ছেদি বচনম্। এতদেব কামফলং যত্নফলমস্তং! এতাবদবস্থাপি মাং সুখয়তি ॥ ৪২ ॥

প্রিয়। (জনান্তিকম্) অণসূএ! দূরগদো সে মণোরহো অকৃখমা ইঅং কালহরণস্স ॥ ৪৩ ॥

অন। পিঅম্বদে! কোণ্ উবাওো ভবে জেণ অবিলম্বিদং ণিহুদঞ্চ সহীএ মণোরহং সম্পাদেম্হ ॥৪৪॥

প্রিয়। ণিহুদং ত্তি চিন্তণীঅং সিগ্ঘং ত্তি ণ দুক্করং ॥ ৪৫ ॥

অন। কধং বিঅ? ৪৬ ॥

প্রিয়। ণং সো বি রাএসী ইমস্সিং জণে সিণিদ্ধদিট্ঠীআ সুইদাহিলাসো ইমেসু দিঅএসুং পজা-আরকিসো বিঅ লকৃখীঅদি ॥ ৪৭ ॥

রাজা। (আত্মানমবলোক্য) সত্যমিত্থম্ভূত এবাস্মি। তথাহি—

অশিশিরতরৈরন্তস্তাপৈর্বিবর্ণমলীমসং, নিশি নিশি ভুজন্যস্তাপাঙ্গপ্রবর্ত্তিভিরশ্রুভিঃ।
অনতিলুলিতজ্যাঘাতাঙ্কান্ মুহুর্ম্মণিবন্ধনাৎ, কনকবলয়ং স্রস্তং স্রস্তং পুনঃ প্রতিসার্য্যতে ॥ ৪৮ ॥

প্রিয়। (বিচিন্ত্য) হলা মঅণলেহণং দাণিং সে করীঅদু অহং তং সুমণোগোবিদং কদুঅ দেবদাসে-বাবদেসেণ তস্সহণ্থে হত্থং পাবইস্সং ॥ ৪৯ ॥

অন। সহি! রোঅদি মে সুউমারো এসো পওোওো কিং বা সউন্তলা ভণাদি ॥ ৫০ ॥

শকু। সহীণিওোওোবি বিকপ্পীঅদি ॥ ৫১ ॥

প্রিয়। তেণ হি অত্তণো উবণ্ণাসাণুরূঅং চিন্তেহি মলিদপদাবলিবন্ধং গীদিঅং ॥ ৫২ ॥

শকু। চিন্তেমি, কিন্তু অবহীরণাভীরুঅং বেবদি মে হিঅঅং ॥ ৫৩ ॥

রাজা। এই বাক্য সকল আমার সংশয়চ্ছেদ করিতেছে, ইহা কামের ফল, আর পরিণয়াদির বিষয় যত্নসাধ্য; এইরূপ অবস্থান্বিতা হইয়াও আমাকে সুখী করিতেছে ॥ ৪২ ॥

প্রিয়। (জনান্তিকে) অনসূয়ে! শকুন্তলার মনোরথ দূরবর্ত্তী হইয়াছে, এখন কালহরণেও অক্ষমা ॥ ৪৩ ॥

অন। প্রিয়ংবদে! এখন কোন উপায় আছে কি, যাহা দ্বারা অবিলম্বে এবং নির্জ্জনে প্রিয়সখীর মনোরথ সম্পন্ন করিতে পারি? ৪৪ ॥

প্রিয়। নির্জ্জনে সম্পন্ন হওয়া চিন্তার বিষয় নয়, কিন্তু শীঘ্র হওয়াই দুষ্কর ॥ ৪৫ ॥

অন। তাহা কিরূপ? ৪৬ ॥

প্রিয়। তখন সেই রাজর্ষিও এই শকুন্তলার প্রতি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে অবলোকন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য শকুন্তলাতে সবিশেষ অনুরাগও জন্মিয়াছে ও সেই ভাবনাতে নিশি জাগরণ করিলে লোক যেমন কৃশ হয়, তদ্রূপ ইনিও কৃশ হইয়াছেন, লক্ষিত হইতেছে ॥ ৪৭ ॥

রাজা। (নিজের শরীর দৃষ্টি করিয়া) সত্যই ত আমি এইরূপ হইয়া পড়িয়াছি; যেহেতু, আমার এই কনক-বলয়, অতিশয় উষ্ণতর অন্তর্গত তাপ দ্বারা হস্ততলন্যস্ত-অপাঙ্গদেশ হইতে প্রবর্ত্তিত নয়নসলিল দ্বারা বিবর্ণ ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে,উহার শিথিলবদ্ধ গুণজনিত চিহ্নবিশিষ্ট মণিবন্ধ হইতে প্রতি রজনীতেই বারংবার খসিয়া খসিয়া পড়িলে পর আমি সরাইয়া পুনঃ পুনঃ স্বস্থানে স্থাপিত করিতেছি ॥৪৮॥

প্রিয়। (চিন্তা করিয়া) সখি! এক্ষণে প্রণয়-লিপি প্রস্তুত কর, আমি তাহা পুষ্পমধ্যে স্থাপিত করিয়া দেবার্চ্চনাচ্ছলে সেই রাজর্ষির হস্তে দিব ॥ ৪৯ ॥

অন। সখি! এই সুকুমার প্রয়োগ আমার রুচিজনক হইতেছে, এখন শকুন্তলাই বা কি বলেন? ৫০ ॥

শকু। সখীদের নিয়োগে আর বিকল্পের বিষয় কি আছে?৫১ ॥

প্রিয়। তবে আপনার উপন্যাসানুরূপ ললিতপদাবলীযুক্ত একটী গীতিকা প্রস্তুত কর ॥ ৫২ ॥

শকু। চিন্তা করি, কিন্তু পাছে অবজ্ঞা করেন, এই ভয়ে আমার হৃদয় কাঁপিতেছে ॥ ৫৩ ॥

রাজা। (বিহস্য)

অয়ং স তে তিষ্ঠতি সঙ্গমোৎসুকো, বিশঙ্কসে ভীরু যতোঽবধীরণাম্।

লভেত বা প্রার্থয়িতা ন বা শ্রিয়ং, শ্রিয়া দুরাপঃ কথমীপ্সিতো ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥

অপি চ—

অয়ং স যস্মাৎ প্রণয়াবধীরণামশঙ্কনীয়াং করভোরু শঙ্কসে।

উপস্থিতস্ত্বাং প্রণয়োৎসুকো জনো, ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ ॥ ৫৫ ॥

সখ্যৌ। অই অত্তগুণাবমাণিণি! কো ণাম সন্দাবণিব্বাণহেতুঅং সারদীঅং জোণ্হং আদবত্তেণ ণিবারেদি? ৫৬ ॥

শকু। (সস্মিতম্) ণিওইদাম্হি ॥ ৫৭ ॥ (ইত্যুপবিষ্টা চিন্তয়তি)

রাজা। স্থানে খলু বিস্মৃতনিমেষেণ চক্ষুষা প্রিয়ামবলোকয়ামি ॥ ৫৮ ॥

উন্নমিতৈকভ্রূলতমাননমস্যাঃ পদানি রচয়ন্ত্যাঃ।

পুলকাঞ্চিতেন কথয়তি ময্যনুরাগং কপোলেন ॥ ৫৯ ॥

শকু। হলা! চিন্তিদা মএ গীদিআ অসণ্ণিহিদাণি উণ লেহণসাহণাণি ॥ ৬০ ॥

প্রিয়। এং ইমস্সিং সুওোদরসুউমারে ণলিণীবত্তে পদচ্ছেদভত্তীএ ণহেহিং আলিহীঅদু। ৬১

শকু। (যথোক্তং রূপয়িত্বা) হলা! সুণধ দাব সঙ্গদত্থাণব ত্তি ৬২।

উভে। অবহিদম্হ ॥ ৬৩।

শকু। (বাচয়তি)—

তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ মঅণো দিবাপি রত্তিং পি।

ণিক্কিব দাবই বহিঅং তুহহুত্তমণোরহাই অঙ্গাইং ॥ ৬৪।

—

রাজা। (হাস্য করিয়া) সুন্দরি! তুমি যাহাতে অবজ্ঞার আশঙ্কা করিতেছ, সেই ব্যক্তিই তোমার সহিত সমাগমপ্রার্থী হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, অতএব যাচক ব্যক্তি লক্ষ্মীকে লাভ করিতে সমর্থ হউক বা না হউক, আর সেই লক্ষ্মী যাহাকে প্রার্থনা করেন, সে ব্যক্তি কদাচ দুষ্প্রাপ্য হয় না। আরও, হে করভোরু! যাহা হইতে স্বকৃত প্রার্থনার অসম্ভাবনীয় অবজ্ঞার আশঙ্কা করিতেছ, সেই প্রণয়োৎসুক ব্যক্তি তোমার সন্নিকটেই উপস্থিত রহিয়াছে। সুন্দরি! তুমি জানিও যে, রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ করে না, কিন্তু রত্নকেই সকলে অন্বেষণ করিয়া থাকে ৫৪ ৫৫ ॥

সখীদ্বয়। অয়ি আত্মগুণাবমানিনি! কোন ব্যক্তি সন্তাপ-নিবারিণী শারদীয়া জ্যোৎস্নাকে আতপত্র দ্বারা নিবারণ করিয়া থাকে? ৫৬।

শকু। (হাস্য করিয়া) তবে সখীদের কথামতই নিয়োজিত হইলাম। (উপবেশন করিয়া চিন্তা) ॥ ৫৭ ॥

রাজা। এক্ষণে নির্নিমেষনয়নে প্রিয়াকে অবলোকন করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে, যেহেতু, প্রিয়তমা শকুন্তলা পদাবলী রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন পর উঁহার বদনের একটীমাত্র ভ্রূলতা উন্নমিত হইয়াছে, আর কপোলস্থলে পুলকোদ্গম হইয়া তাহা দ্বারা প্রিয়ার আমার প্রতি অনুরাগই প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৫৮ ৫৯ ॥

শকু। সখি! গীতিকা চিন্তা করা হইয়াছে, কিন্তু লেখনসাধন-সামগ্রী এখানে কিছুই উপস্থিত নাই ॥ ৬০ ॥

প্রিয়। এই সুকোমল নলিনীপত্রে পদচ্ছেদ নিমিত্ত যাহা আবশ্যক হয়, তৎপরিমিত ভাগে নখদ্বারা লেখনকার্য্য সম্পাদন কর ॥ ৬১ ॥

শকু। (তদ্রূপ করিয়া) সখি! তোমরা শোন দেখি, সঙ্গত হইয়াছে কি না? ৬২ ॥

উভে। আচ্ছা, আমরা অবহিত হইলাম ॥ ৬৩ ॥

শকু। (পাঠ করিতে লাগিলেন)

জানি না হৃদয় তব, মোরে কিন্তু মনোভব,

অহোরাত্র করে অঙ্গে অতিতাপ দান হে,—অতিতাপ দান।

রাজা। অবসরঃ খল্বয়মাত্মানং দর্শয়িতুম্ ॥ ৬৫ ॥ (সহসোপসৃত্য)

তপতি তনুগাত্রি মদনস্ত্বামনিশং মাং পুনর্দ্দহত্যেব।
গ্লপয়তি যথা শশাঙ্কং ন তথাহি কুমুদ্বতীং দিবসঃ ॥ ৬৬ ॥

সখ্যৌ। (বিলোক্য সহর্ষমুত্থায়) সাঅদং অধাসমীহিদফলস্স অবিলম্বিণো মণোরহস্স ॥ ৬৭ ॥

শকু। (উত্থাতুমিচ্ছতি) ॥ ৬৮ ॥

রাজা। অলমলমায়াসেন।—

সন্দষ্টকুসুমশয়নান্যাশুবিমর্দ্দিতমৃণালবলয়ানি।
গুরুপরিতাপানি ন তে গাত্রাণ্যুপচারমর্হন্তি ॥ ৬৯ ॥

শকু। (সসাধ্বসমাত্মগতম্) হিঅঅ! তধা উত্তম্মিঅ দাণিং ণ কিম্পি পরিবজ্জসি? ৭০ ॥

অন। ইদো সিলাদলেকদেসং অণুগেহ্নদু মহাভাও ॥ ৭১ ॥

শকু। (কিঞ্চিদপসরতি) ॥ ৭২ ॥

রাজা। (উপবিশ্য) কচ্চিৎ সখী বো নাতিবাধতে শরীরতাপঃ ॥ ৭৩ ॥

প্রিয়। (সস্মিতম্) দাণিং লদ্ধোধঅ উবসমং গমিস্সদি ॥ ৭৪ ॥

শকু। (সলজ্জা তিষ্ঠতি) ॥ ৭৫ ॥

প্রিয়। মহাভাঅ দোণ্ণম্পি বো অণ্ণোণ্ণাণুরাও পচ্চক্খো সহীসিণেহো উণ মং পুণরুত্তবাইণীং করেদি ॥ ৭৬ ॥

রাজা। ভদ্রে! নৈতৎ পরিহার্য্যং বিবক্ষিতং হ্যনুক্তমনুতাপং জনয়তি ॥ ৭৭ ॥

প্রিয়। তেণ হি সুণাদু অজ্জো ॥ ৭৮ ॥

তব হস্তে মনোরথ, নাহি অন্য কোন পথ,
করুণাবিহীন তব কঠিন পরাণ হে,—কঠিন পরাণ ॥ ৬৪ ॥

রাজা। এই ত দর্শন দিবার উত্তম সময়। (সহসা শকুন্তলার নিকট গমন পূর্ব্বক)

কৃশাঙ্গি! তোমার স্বর, তাপ দেয় নিরন্তর,
মোরে কিন্তু অনিবার, করিছে দাহন রে,—করিছে দাহন।
দিবস রজনীকরে, যথা গ্লানিযুক্ত করে,
কুমুদীরে কভু নাহি কর়য়ে তেমন হে,—কর়য়ে তেমন ॥ ৬৫-৬৬ ॥

সখীদ্বয়। (হর্ষসহকারে) যিনি মনোরথের অবিলম্বিত বাঞ্ছিত-ফলস্বরূপ, তাঁহার কুশল ত? ৬৭ ॥

শকু। (উঠিতে ইচ্ছা করিলেন) ॥ ৬৮ ॥

রাজা। না, না, অধিক আয়াস করিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু, কুসুমশয্যা সন্নমিত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে এবং সেই সকলের লুণ্ঠন-উল্লুণ্ঠনাদিহেতু মৃণালবলয় শীঘ্রই মর্দ্দিত হইয়া গিয়াছে; অতএব এরূপ অঙ্গসকল কখনই সৎকার করিবার যোগ্য নহে ॥ ৬৯ ॥

শকু। (সভয়ে মনে মনে) হে হৃদয়! পূর্ব্বের ন্যায় উৎকণ্ঠিত হইয়া এখন কেন সেরূপ কিছু বলিতেছ না? ৭০ ॥

অন। মহাত্মন্! এই শিলাতলের একদেশে উপবেশন করুন ॥ ৭১ ॥

শকু। (সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন) ॥ ৭২ ॥

রাজা। (উপবেশন করিয়া) আপনাদের সখীর শরীরের সন্তাপ কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে কি? ৭৩ ॥

প্রিয়। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) এক্ষণে ঔষধ লব্ধ হইয়াছে, উপশম হইবে বৈ কি? ৭৪ ॥

শকু। (লজ্জিতভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন) ॥ ৭৫ ॥

প্রিয়। মহাভাগ! আপনাদের দুই জনেরই পরস্পরের প্রতি অনুরাগ স্পষ্টই প্রত্যক্ষ হইয়াছে, অতএব সখী-স্নেহই আমাকে অধিক কথা বলাইতেছে ॥ ৭৬ ॥

রাজা! ভদ্রে! ইহা নিবারণ করিয়া রাখা উচিত নয়, যেহেতু, অভিলষিত বাক্য প্রকাশ না করিলে পশ্চাৎ অনুতাপ জন্মাইয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥

প্রিয়। তবে আপনি শ্রবণ করুন্ ॥ ৭৮ ॥

রাজা। অবহিতোঽস্মি ॥ ৭৯ ॥

প্রিয়। অস্সমবাসিণো জণস্স রণ্ণা অত্তিহরেণ হোদব্বং ত্তি ণং এসো ধম্মো ॥ ৮০ ॥

রাজা। অস্মৎপরং কিন্তৎ ? ৮১ ॥

প্রিয়। তেণ হি ইঅং ণো পিঅসহী তুমং জ্জেব উদ্দিসিঅ ভঅবদা মঅণেণ ইমং অবথন্তরং পাবিদা তা অরিহসি অবভুববত্তীএ জীবিদং সে অবলম্বইদুং ॥ ৮২ ॥

রাজা। ভদ্রে ! সাধারণোঽয়ং প্রণয়ঃ সর্ব্বথানুগৃহীতোঽস্মি ॥ ৮৩ ॥

শকু। (অনসূয়ামবলোক্য) হলা ! অলং বো অন্তেউর বিরহপজ্জুসুস্সুএণ রাএসিণা অবরুদ্ধেণ ॥৮৪॥

রাজা। ইদমনন্যপরায়ণমন্যথা হৃদয়সন্নিহিতে হৃদয়ং মম।

যদি সমর্থয়সে মদিরেক্ষণে মদনবাণহতোঽপি হতঃ পুনঃ ॥ ৮৫ ॥

অন। বহুবল্লহা কৃখু রাআণো সুণীঅন্তি, তা জধা ইঅং ণো পিঅসহী বন্ধুঅনসোঅণীআ ণ হোদি, তধা করিস্সদি ॥ ৮৬ ॥

রাজা। ভদ্রে ! কিং বহুনা ॥ ৮৭ ॥

পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে। সমুদ্ররশনা চোর্ব্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্ ॥ ৮৮ ।

উভে। ণিব্বুদম্ক ॥ ৮৯ ॥

শকু। (হর্ষং সূচয়তি) ॥ ৯০ ॥

প্রিয়। (জনান্তিকম্) অণসূএ ! পেক্খ পেক্খ মোহবাদাহদং বিঅ গিম্হে মোরীং কৃখণে কৃখণে পচ্চাঅদজীবিদং পিঅসহীং ॥ ৯১ ॥

শকু। হলা মরিসাধেব লোঅপালং জং অম্হেহিং বিস্সদ্ধপলাবিণীহিঃ উবআরদিক্কমেণ ভণিদং ॥ ৯২ ॥

রাজা। আচ্ছা, অবহিত হইলাম ॥ ৭৯ ॥

প্রিয়। আশ্রমবাসীজনের বিঘ্ন বা পীড়া নিবারণ রাজাদিগের ধর্ম্মমধ্যে পরিগণিত ॥ ৮০ ॥

রাজা। ইহার পর আর কিছু বলিবার থাকে ত বলুন ? ৮১ ॥

প্রিয়। ভগবান্ কন্দর্প আপনাকেই উদ্দেশ করিয়া আমাদের প্রিয়সখীর এইরূপ অবস্থান্তর প্রতিপাদন করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে অনুগ্রহ দ্বারা আপনি আমাদিগের প্রিয়সখীর জীবনধারণের উপায়বিধান করুন ॥ ৮২ ॥

রাজা। ভদ্রে ! উভয়েরই প্রণয়ানুরাগ সমান, পুনঃ পুনঃ এরূপ বলায় আমি অনুগৃহীত হইয়াই স্বীকার করিলাম ॥ ৮৩ ॥

শকু। (অনসূয়ার দিকে লক্ষ্য করিয়া) সখি ! অন্তঃপুরকামিনীদিগের বিরহে উৎকণ্ঠিতচিত্ত এই রাজর্ষিকে উপরোধ করার প্রয়োজন নাই ॥ ৮৪ ।

রাজা। হে মদিরেক্ষণে ! হে হৃদয়সন্নিহিতে ! তুমি আমার হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া যদি আমার এই অনন্যপরায়ণ-হৃদয়কে অন্যপরায়ণ বলিয়া অবধারণ কর, তবে আমি মদনবাণে হত হইয়াও পুনরায় হত হইলাম ॥ ৮৫ ॥

অন। আমরা শুনিয়াছি যে, এক এক রাজার বহুতর বল্লভা থাকে, তবে যাহাতে আমাদের এই প্রিয়সখী বন্ধুবর্গের শোচনীয়া না হন, মহারাজ তাহাই করিবেন ॥ ৮৬ ॥

রাজা। ভদ্রে ! অধিক কথায় প্রয়োজন নাই, যদিও আমার বহুতর ভার্য্যা আছে, তথাপি সমুদ্র-রশনা পৃথিবী ও তোমাদিগের এই প্রিয়সখী, এই দুইটীই আমার কুলের গৌরবস্বরূপ বলিয়া জানিবে ॥৮৭-৮৮ ॥

উভ। এক্ষণে আমরা শুনিয়া সুখিনী হইলাম ॥ ৮৯ ॥

শকু। (শুনিয়া হর্ষপ্রকাশ করিলেন) ॥ ৯০ ॥

প্রিয়। অনসূয়ে ! দেখ, দেখ, গ্রীষ্মকালে মেঘবাতাহতা ময়ূরীর ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে প্রিয়সখী মূর্চ্ছিতার ন্যায় হইয়া পড়িতেছেন ॥ ৯১ ॥

শকু। সখি ! আমরা নির্জ্জনে মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছি, তান্নিমিত্ত এই লোকপালের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ॥ ৯২ ॥

সখ্যৌ। (সস্মিতম্) জেণ তং মন্তিদং সো জ্জেব মরিসাবেদু অগ্নস্স কোচ্চও ॥ ৯৩ ॥

শকু। অরিহদি কখু মহারাও। ইমং বিসোঢ়ুং পরোক্‌খং বা ণ কিং কো মন্তেদি ॥ ৯৪ ॥

রাজা। (সস্মিতম্)

অপরাধমিমং ততঃ সহিষ্যে, যদি রম্ভোরু তবাঙ্গসঙ্গমৃষ্টে।
কুসুমাস্তরেণ ক্লমাপহেহত্র, স্বজনত্বাদনুমন্যসেঽবকাশম্ ॥ ৯৫ ॥

প্রিয়। (সোপহাসম্) এং এত্তিএণ উণ তুট্ঠো ভবিস্সদি ? ৯৬ ॥

শকু। (সরোষমিব) বিরম বিরম দুব্বিণীদে এদাবদত্থং গদাএ মএ কীলসি ॥ ৯৭॥

অন। (বহিঃ সদৃষ্টিক্ষেপম্) পিঅম্বদে ! এস তবস্সিমিঅপোও ইদোতদো দিণ্ণদিট্ঠী ণ ণং মাদরং বভুট্ং অণ্ণেসদি হা সংজোজেমি ণং ॥ ৯৮ ॥

প্রিয়। হলা ! চবলো কখু এসো ণ ণং সংজোজইদুং এআইণী ণ পারেসি তা অহম্পি সহাঅত্তণং করিস্সং ॥ ৯৯ ॥ [ইত্যুভে প্রস্থিতে।

শকু। হলা ! ইদো অণ্ণদো ণ বো গন্তুং অণুমণ্ণে জদো অসহাইণীহ্মি ॥ ১০০ ॥

উভে। (সাস্মিতম্) তুমং দাব অসহাইণী জাএ পহবীণাহো সমীবে বট্টদি ॥১০১॥

শকু। কধং গদাও জ্জেব পিঅসহীও ॥ ১০২ ॥ [ইতি নিষ্ক্রান্তে।

রাজা। সুন্দরি ! অলমাবেগেন, নন্বয়মারাধয়িতা জনস্তে সখীভূমৌ বর্ত্ততে। তদুচ্যতাম্ ॥ ১০৩ ॥

কিং শীকরৈঃক্লমবিমর্দিভিরার্দ্রবাতং, সঞ্চালয়ামি নলিনীদলতালবৃন্তম্।
অঙ্কে নিধায় চরণাবুত পদ্মতাম্রৌ, সংবাহয়ামি করভোরু যথাসুখন্তে ॥ ১০৪ ॥

সখীদ্বয়। (হাস্য করিয়া) যে ব্যক্তি মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া বলিয়াছে, সেই ব্যক্তিই ক্ষমা প্রার্থনা করুক, তাহাতে অন্যের কি ক্ষতি আছে ? ৯৩ ॥

শকু। অসমক্ষে কে না কি বলিয়া থাকে ? অতএব মহারাজ, এ বিষয় সহ্য করিয়া অবশ্যই ক্ষমা করিবেন ॥ ৯৪ ॥

রাজা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) হে রম্ভোরু ! যদি তোমার অঙ্গ-সম্পর্কে বিশুদ্ধ, সুগন্ধি ও পরিতাপহারী এই কুসুম-শয্যার একদেশে আত্মীয় বলিয়া আমাকে স্থানপ্রদানে অনুমোদন কর, তবে আমি এ অপরাধ ক্ষমা করিতে পারি ॥ ৯৫ ॥

প্রিয়। (উপহাস পূর্ব্বক) আপনি কি কেবল ইহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন ? ৯৬ ॥

শকু। (সরোষে) দুর্বিনীতে ! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, আমার এতাদৃশ অবস্থা ঘটিয়াছে, তোমরা আবার আমার সঙ্গে বুঝি পরিহাস করিতেছ ? ৯৭ ॥

অন। (বাহির্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) প্রিয়ংবদে ! তপস্বিদিগের এই মৃগশাবকটী ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া আকুলভাবে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে, নিশ্চয়ই ইহার মাতা অন্যদিকে গিয়াছে, অতএব ইহাকে ইহার মাতার সহিত সংযোজিত করিয়া দিই ॥ ৯৮ ॥

প্রিয়। এই মৃগ-শাবক অতিশয় চঞ্চল, তুমি একাকিনী পারিবে না, অতএব আমিও তোমার সাহায্য করি ॥ ৯৯ ॥ [উভয়ের প্রস্থান।

শকু। সখি ! তোমরা এ স্থান হইতে যাইবে, এ বিষয়ে আমি তোমাদের বাক্যে অনুমোদন করিতে পারিব না, যেহেতু, আমি অসহায়িনী ॥ ১০০ ॥

উভ। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) পৃথিবীনাথ যখন তোমার নিকটে রহিয়াছেন, তখন আবার অসহায়িনী কি করিয়া হইলে ? ১০১ ॥

শকু। সখীরা যে আমাকে একা ফেলিয়া নিতান্তই চলিয়া গেলেন ॥ ১০২ ॥

রাজা। সুন্দরি ! আবেগে প্রয়োজন নাই, এই আমি তোমার সেবার জন্য সখীদের স্থানে অবস্থিতি করিতেছি। এক্ষণে কি করিতে হইবে, তাহাই প্রকাশ কর। হে করভোরু ! সন্তাপহারী শীকরসমূহ-সুশীতল সমীরণ-প্রদায়ী নলিনীদলের তালবৃন্ত সঞ্চালন করিব ? অথবা রক্তপদ্মের ন্যায় অরুণবর্ণ তোমার চরণযুগল ক্রোড়দেশে সংস্থাপিত করিয়া যাহাতে তোমার সুখ-স্বচ্ছন্দতা লাভ হয় সেইরূপে সংমর্দ্দন করিব ? ১০৩-১০৪ ॥

শকু। ণ মাণণীএসুং জনেসুং অত্তাণং অবরাহইস্‌সং ॥১০৫॥ (ইতি অবস্থাসদৃশমুত্থায় প্রস্থাতুমিচ্ছতি)

রাজা। (অবষ্টভ্য) সুন্দরি! অপরিনির্ব্বাণো দিবসঃ, ইয়ঞ্চ তে শরীরাবস্থা ॥ ১০৬ ॥

উৎসৃজ্য কুসুমশয়নং নলিনীদলকল্পিতস্তনাবরণং। কথমাতপে গমিষ্যসি পরিবাধাকোমলৈরঙ্গৈঃ ॥১০৭॥

(ইতি বলান্নিবারয়তি)

শকু। মুঞ্চ মুঞ্চ মং ণ কৃখু অত্তণো পহবামি অথবা সহীমেত্তসরণা কি দাণিং এত্থ করিস্‌সং ॥ ১০৮ ॥

রাজা। ধিগ্‌ ব্রীড়িতোঽস্মি ॥ ১০৯ ॥

শকু। ণ কৃখু অহং মাহারাঅং ভণামি দেব্বং উবালহামি ॥ ১১০ ॥

রাজা। অনুকূলকারি দৈবং কথমুপালভ্যতে ॥ ১১১ ॥

শকু। কধং দাণিং ণ উবালহিস্‌সং জং মং অত্তণো অণীসং কদুঅ পরগুণেহিং লোহাবেদি ॥ ১১২ ॥

রাজা। (স্বগতম্) ॥ ১১৩ ॥

অপ্যৌৎসুক্যে মহতি দয়িতপ্রার্থনাসু প্রতীপা, কাঙ্ক্ষন্ত্যোঽপি ব্যতিকরসুখং কাতরাঃ স্বাঙ্গদানে।
আবাধ্যন্তে ন খলু মদনেনৈব লব্ধান্তরত্বাদাবাধন্তে ন খলু মনসিজমপি ক্ষিপ্তকালাঃ কুমার্য্যঃ ॥ ১১৪ ॥

শকু। গচ্ছত্যেব ॥ ১১৫ ॥

রাজা। ন কথমাত্মনঃ প্রিয়ং করিষ্যে। (উপসৃত্য পটান্তমবলম্বতে) ॥ ১১৬ ॥

শকু। পোরব! রক্‌খ রক্‌খ বিণঅং ইদো তদো ইসিও সঞ্চরন্তি ॥ ১১৭ ॥

রাজা। সুন্দরি! অলং গুরুজনাদ্ভয়েন তে, বিদিতধর্ম্মা অত্রভবান্ কণ্বঃ ন খেদমুপযাস্যতি ॥১১৮॥

যতঃ—

গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন বহ্ব্যোঽথ মুনিকন্যকাঃ। শ্রূয়ন্তে পরিণীতাস্তাঃ পিতৃভিশ্চানুমোদিতাঃ ॥ ১১৯ ॥

শকু। মাননীয় ব্যক্তির নিকট আত্মাকে অপরাধী করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ১০৫ ॥

(এই বলিয়া অবস্থাসদৃশ কষ্টে সৃষ্টে উঠিয়া প্রস্থানোদ্যতা হইলেন)

রাজা। (অবরোধ পূর্ব্বক) সুন্দরি! দিবস-সন্তাপ এখনও সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাণ হয় নাই, তাহাতে আবার দেহের এইরূপ অবস্থা, বিশেষতঃ নলিনীদল দ্বারা তোমার স্তনাবরণ কল্পিত হইয়াছে, তাহাতে আবার সন্তাপজন্য পীড়া ও অঙ্গসকল অতি কোমল, অতএব এই কুসুমশয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিরূপে তুমি এই আতপে গমন করিবে? ১০৬-১০৭ ॥ (এই বলিয়া বলপূর্ব্বক নিবারিত করিলেন)

শকু। ছাড়ুন, ছাড়ুন, ধরিবেন না, আমিও আমার প্রভু নহি, কেবল সখীমাত্র আমার রক্ষক, আপনার এরূপ কার্য্যে আমি কি করিব? ১০৮ ॥

রাজা। ধিক্! বড়ই লজ্জিত হইলাম ॥ ১০৯ ॥

শকু। আমি মহারাজকে বলি নাই, নিজের দৈবকে নিন্দা করিতেছি ॥ ১১০ ॥

রাজা। দৈব ত তোমার অনুকূলকারী, তবে কেন দৈবকে নিন্দা করিতেছ? ১১১ ॥

শকু। কেন নিন্দা করিব না? দৈবই ত আমাকে অধীর করিয়া পরগুণে লোভিত করিতেছে ॥১১২॥

রাজা। (স্বগত) যে কুমারীগণ অতিশয় ঔৎসুক্য থাকিলেও বল্লভের প্রার্থনায় প্রতিকূলবর্ত্তিনী হয় এবং পরস্পর আলিঙ্গনসুখের আকাঙ্ক্ষা করিলেও স্বীয় অঙ্গপ্রদানে কাতরা হয়; অতএব অবসর প্রাপ্ত হয় বলিয়া কেবল মদন কর্ত্তৃকই যে নিপীড়িতা, তাহাও নয়; তাহারা আবার কালক্ষেপ প্রযুক্ত মদনকেও সবিশেষ পীড়া প্রদান করিয়া থাকে ॥ ১১৩ ১১৪ ॥

শকু। (গমনোদ্যত হইলেন) ॥ ১১৫ ॥

রাজা। নিজের প্রিয়সাধন কেন না করি? (এই বলিয়া নিকটে গমন পূর্ব্বক শকুন্তলার বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিলেন) ॥ ১১৬ ॥

শকু। পৌরব! রাখুন, রাখুন, বিনয় রক্ষা করুন, ঋষিরা চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন ॥ ১১৭ ॥

রাজা। সুন্দরি! গুরুজন হইতে ভয় করিবার প্রয়োজন নাই, ভগবান্ কণ্ব সমস্ত আচারধর্ম্ম বিদিত আছেন, তিনি এ বিষয়ে অণুমাত্রও পরিতাপ করিবেন না। যেহেতু, শ্রবণ করা যায় যে, বহুতর মুনিকন্যারা গান্ধর্ব্ব বিবাহবিধি দ্বারা পরিণীতা হইয়াছে এবং পিতৃগণও তাহাতে অনুমোদন

(দিশোঽবলোক্য) কথং প্রকাশং নির্গতোঽস্মি। (শকুন্তলাং হিত্বা পুনস্তৈরেব পদৈর্নিবর্ত্ততে) ॥১২০॥

শকু। (পদান্তরে প্রতিনিবৃত্য সাঙ্গভঙ্গম্।) পোরব! অণিচ্ছাপূরঅোবি সম্ভাসণমেত্তপরিচিদো অঅং জণো ণ বিসুমরিদব্বো? ১২১ ॥

রাজা। সুন্দরি!

ত্বং দূরমপি গচ্ছন্তী হৃদয়ং ন জহাসি মে। দিবাবসানে চ্ছায়েব পুরো মূলং বনস্পতেঃ ॥ ১২২ ॥

শকু। (স্তোকমন্তরং গত্বা আত্মগতম্) হদ্ধী হদ্ধী ইমং সুণিঅ ণ মে চলণা পুণোমুহা পসরন্তি, ভোদু ইমেহিং পজ্জন্তকুরুবএহিং অোবারিদসরীরা ভবিঅ পেক্‌খিস্‌সং, দাব সে ভাবাণুবন্ধং। (তথা কৃত্বা স্থিতা) ॥ ১২৩ ॥

রাজা। কথমেবং প্রিয়ে অনুরাগৈকরসং মামুৎসৃজ্য নিরপেক্ষৈব গতাসি? ১২৪ ॥

অনির্দ্দয়োপভোগস্য রূপস্য মৃদুনঃ কথম্। কঠিনং খলু তে চেতঃ শিরীষস্যেব বন্ধনম্ ॥ ১২৫ ॥

শকু। এদং সুণিঅ ণ মে অত্থি বিহবো গচ্ছিদুং ॥ ১২৬ ॥

রাজা। সম্প্রতি প্রিয়াশূন্যে কিমস্মিন্ লতামণ্ডপে করোমি ॥ ১২৭ ॥

(অগ্রতোঽবলোক্য) হন্ত ব্যাহতং মে গমনম্ ॥ ১২৮ ॥

মণিবন্ধাদ্গলিতমিদং সংক্রান্তোশীরপরিমলং তস্যাঃ।
হৃদয়স্য নিগড়মিব মে মৃণালবলয়ং স্থিতং পুরতঃ ॥ ১২৯ ॥

(সবহুমানমাদত্তে) ॥ ১৩০ ॥

শকু। (হস্তং বিলোক্য) অম্মো দোব্বল্লসিঢিলদাএ পরিব্ভট্টং এদং মিণালবলঅং ণ মএ পরিণ্ণাদং ॥ ১৩১ ॥

করিয়াছেন। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন পূর্ব্বক) আমি যে প্রকাশ্য স্থানে আসিয়া পড়িলাম। (ইহা মনে করিয়া শকুন্তলাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সেই পদন্যাসেই লতাগৃহে প্রবেশ করিলেন) ॥ ১১৮-১২০ ॥

শকু। (সেই পদক্ষেপেই ফিরিয়া আসিয়া অঙ্গভঙ্গের সহিত) পৌরব! ইচ্ছাপূরণ না করিলেও সম্ভাষণমাত্রে পরিচিত এই অভাগিনী শকুন্তলাকে বিস্মৃত হইবেন না ॥ ১২১ ॥

রাজা। সুন্দরি! তুমি দূরে গমন করিলেও দিবাবসানকালে বৃক্ষের ছায়া যেমন বনস্পতির মূল ত্যাগ করে না, সেইরূপ তুমিও আমার হৃদয়কে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছ না ॥ ১২২ ॥

শকু। (কিছুদূর গমন করিয়া স্বগত) হা কি! হা ধিক্! ইহা শুনিয়া আমার চরণ অগ্রসর হইতেছে না। হউক, তবে এই কুরুবক-সমূহে শরীর আচ্ছাদিত করিয়া অন্তরালে থাকিয়া ইঁহার ভাবানুবন্ধ ও অনুরাগ প্রত্যক্ষ করি। (তদ্রূপ অবস্থিতি) ॥ ১২৩ ॥

রাজা। কেন প্রিয়ে! তোমারই অনুরাগরসে একমাত্র রসিক আমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ মানসে অন্যত্র গমন করিলে? শকুন্তলে! তোমার হৃদয় কি নিষ্ঠুর! আমাকে বিষাদ-সাগরে মগ্ন করিয়া একান্তই চলিয়া গেলে? প্রিয়ে! কখন তোমার সহিত আমার গাঢ়ালিঙ্গন সংঘটিত হয় নাই এবং তোমার দেহ অত্যন্ত কোমল, কিন্তু সেই মৃদু শরীর স্থিতচিত্ত শিরীষকুসুমের বন্ধন-বৃন্তের ন্যায় এত কঠিন হইল কেন? ॥ ১২৪-১২৫ ॥

শকু। এ কথা শুনিয়া আমার গমনে আর সামর্থ্য নাই ॥ ১২৬ ॥

রাজা। এখন প্রিয়াশূন্য এই লতামণ্ডপে থাকিয়াই বা কি করি? (অগ্রভাগে অবলোকন করিয়া) আমার গমনে বাধা পড়িল, সেই শকুন্তলার উশীর-পরিমলব্যাপ্ত, মণিবন্ধ হইতে ভ্রষ্ট, আমার হৃদয়ের নিগড়স্বরূপ এই মৃণালবলয় পুরোভাগে পতিত হইয়া রহিয়াছে। (তখন বহুমান পূর্ব্বক উহা তুলিয়া লইলেন) ॥ ১২৭-৩০ ॥

শকু। (হস্ত দর্শন করিয়া) অহো! দৌর্ব্বল্য-শিথিলতা হেতু এই মৃণালবলয় পরিভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা আমি কিছুই জানিতে পারি নাই ॥ ১৩১ ॥

রাজা। (মৃণালবলয়মুরসি নিক্ষিপ্য) অহো স্পর্শঃ ! ১৩২ ॥

অনেন লীলাভরণেন তে প্রিয়ে, বিহায় কান্তং ভুজমত্র তিষ্ঠতা।
জনঃ সমাশ্বাসিত এব দুঃখভাগচেতনেনাপি সতা ন তু ত্বয়া ॥ ১৩৩ ॥

শকু। অদোবরং ণ সমত্থম্হি বিলম্বিদুং; ভোদু, এদেণজ্জেব অবদেসেণ অত্তাণং দংসইস্সং। (ইত্যুপসর্পতি) ॥ ১৩৪ ॥

রাজা। (দৃষ্ট্বা সহর্ষম্) অয়ে জীবিতেশ্বরী মে প্রাপ্তা পরিদেবনানন্তরং প্রসাদেনোপকর্ত্তব্যোঽস্মি খলু দৈবস্য ॥ ১৩৫ ॥

পিপাসাক্ষামকণ্ঠেন যাচিতঞ্চাম্বু পক্ষিণা। নবমেঘোজ্ঝিতা চাস্য ধারা নিপাতিতা মুখে ॥ ১৩৬ ॥

শকু। (রাজ্ঞঃ সম্মুখে স্থিত্বা) অজ্জ অদ্ধপধে সুমরিঅ এদস্স হত্থব্ভংসিণো মিণালবঅস্স কদে পড়িণিবুত্তম্হি কধিদং মে হিঅএণ তত্র গহিদং ত্তি তা ণিক্‌খিব এদং মা মং অত্তাণঞ্চ মুণিঅণেসুং পআসুং পআসইস্সদি ॥ ১৩৭ ॥

রাজা। একেনাভিসন্ধিনা প্রত্যর্পয়ামি ॥ ১৩৮ ॥

শকু। কেন উণ ? ১৩৯ ॥

রাজা। যদীদমহমেব তথাস্থানং নিবেশয়ামি ॥ ১৪০ ॥

শকু। আ কা গদী ? ভোত্ত, এদং দাব। (ইত্যুপসর্পতি) ॥ ১৪১ ॥

রাজা। ইতঃ শিলাপট্টৈকদেশং সংশ্রয়াবঃ। (ইত্যুভৌ পরিক্রম্যোপবিষ্টৌ) ॥ ১৪২ ॥

(শকুন্তলায়া হস্তমাদায়) অহো স্পর্শঃ !

হরকোপাগ্নিদগ্ধস্য দৈবেনামৃতবর্ষিণা। প্ররোহঃ সম্ভৃতো ভূয়ঃ কিং স্বিৎ কামতরোরয়ম্ ॥ ১৪৩ ॥

শকু। (স্পর্শং রূপয়িত্বা) তুবরদু অজ্জউত্তো ॥ ১৪৪ ॥

রাজা। (সেই মৃণাল বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্ব্বক) অহো ! কি সুখস্পর্শ ! প্রিয়ে ! তোমার কমনীয় ভুজ-স্থল পরিত্যাগ পুরঃসর এই স্থানে অবস্থিত লীলাভরণ অচেতন হইয়াও এই দুঃখিত ব্যক্তিকে আশ্বাসযুক্ত করিল, কিন্তু হে পাষাণময়ি শকুন্তলে ! তুমি সচেতন হইয়াও তাহা করিলে না ? ১৩২-১৩৩॥

শকু। আর বিলম্ব করিতে সমর্থ হইতেছি না, হউক, তবে এই ছলেই তাঁহাকে পুনর্ব্বার দর্শন দিব। (এই বলিয়া নিকটে গমন করিলেন) ॥ ১৩৪ ॥

রাজা। (হর্ষের সহিত অবলোকন করিয়া) অয়ে ! আমার জীবিতেশ্বরী পুনরায় আগমন করিয়াছেন, আমার বিলাপের পর এক্ষণে দৈবের প্রসন্নতায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। চাতক পক্ষী পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া বারি প্রার্থনা করিবামাত্র নবীনমেঘ অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার মুখমধ্যে বারি নিপাতিত করিল ॥ ১৩৫-১৩৬ ॥

শকু। (রাজার সম্মুখে অবস্থিতি করিয়া) আর্য্য ! অর্দ্ধপথে স্মরণ হইলে যে, এই মৃণাল-বলয় হস্ত হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, তন্নিমিত্ত ফিরিয়া আসিলাম এবং আমার হৃদয় বলিয়া দিতেছে যে, আপনিই তাহা লইয়াছেন, তবে তাহা আমাকে শীঘ্র প্রদান করুন, বিলম্ব হইলে মুনিগণের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে ॥ ১৩৭ ॥

রাজা। একটী অভিসন্ধিতে তাহা ফিরাইয়া দিব ॥ ১৩৮ ॥

শকু। কি অভিসন্ধি ? ১৩৯ ॥

রাজা। আমাকেই যদি যথাস্থানে পরাইয়া দিতে দাও, তাহা হইলে দিতে পারি, নতুবা পারি না ॥১৪০॥

শকু। তা আর কি করি, হউক, পরাইয়া দিন। (এই বলিয়া রাজার নিকট গমন) ॥ ১৪১ ॥

রাজা। আইস, দুই জনে শিলাপট্টে উপবেশন করি। (উভয়ের উপবেশন) (শকুন্তলার হস্তধারণ পূর্ব্বক) অহো ! কি সুশীতল-স্পর্শ ! হরকোপানলে কাম দগ্ধ হইলে দেববৃন্দ অমৃত বর্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার কি এই তাহার অঙ্কুর উৎপাদন করিয়াছেন ? ১৪২-১৪৩ ॥

শকু। (স্পর্শ-সুখ অনুভব করিয়া) আর্য্যপুত্র ! শীঘ্র করুন ! শীঘ্র করুন ! ১৪৪ ॥

রাজা। (সহর্ষমাত্মগতম্) ইদানীমস্মি বিশ্বসিতঃ ভর্ত্তুরাভাষণপদমেতৎ ॥ ১৪৫ ॥
(প্রকাশম্) সুন্দরি ! নাতিশ্লিষ্টঃ সন্ধিরস্য মৃণালবলয়স্য যদি তেঽভিমতং তদন্যথা ঘটয়িষ্যামি ॥ ১৪৬ ॥
শকু। (স্মিতং কৃত্বা) জধা দে রোঅদি ॥ ১৪৭ ॥
রাজা। (সব্যাজং বিলম্ব্য প্রতিমোচ্য) সুন্দরি ! দৃশ্যতাম্।

অয়ং স তে শ্যামলতামনোহরং বিশেষশোভার্থমিবোজ্ঝিতাম্বরঃ।
মৃণালরূপেণ নবো নিশাকরঃ করং সমেত্যোভয়কোটিমাশ্রিতঃ ॥ ১৪৮ ॥

শকু। ণ দাব ণং পেক্খামি পবণকম্পিদকণ্ণুপ্পলরেণুণা কলুসীকিদা মে দিট্‌ঠী ॥ ১৪৯ ॥
রাজা। (সস্মিতম্) যদ্যনুমন্যসে তদহমেনাং বদনমারুতেন বিশদাং করবাণি ॥ ১৫০ ॥
শকু। তদো অণুকম্পিদা ভবেঅং, কিন্তু উণ অহং ণ দে বীসসেমি ॥ ১৫১ ॥
রাজা। মা মৈবং, নবো হি পরিজনঃ সেব্যানাং আদেশাৎ পরং ন বর্ত্ততে ॥ ১৫২ ॥
শকু। অঅং জ্জেব অচ্চাঅরো অবিস্সাসকারণং ॥ ১৫৩ ॥
রাজা। (স্বগতম্) নাহমেবং রমণীয়মাত্মনঃ সেবাবসরং শিথিলয়িষ্যে। (মুখমুন্নময়িতুং প্রবৃত্তঃ) ॥১৫৪॥
শকু। (প্রতিষেধং রূপয়ন্তী বিরমতি) ॥ ১৫৫ ॥
রাজা। অয়ি মদিরেক্ষণে ! অলমস্মদবিনয়াশঙ্কয়া ॥ ১৫৬ ॥
শকু। (কিঞ্চিদ্দৃষ্ট্বা ব্রীড়াবনতমুখী তিষ্ঠতি) ॥ ১৫৭ ॥
রাজা। (অঙ্গুলীভ্যাং মুখমুন্নময্য আত্মগতম্)।
চারুণা স্ফুরিতেনায়মপরিক্ষতকোমলঃ। পিপাসতো মমানুজ্ঞাং দদাতীব প্রিয়াধরঃ ॥ ১৫৮ ॥

রাজা। (হর্ষের সহিত আত্মগত) এক্ষণে আমি বিশ্বাসের পাত্র হইলাম, স্ত্রীজাতিরাও ভর্ত্তার প্রতি এতাদৃশ অর্থাৎ আর্য্যপুত্র এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। (প্রকাশ্যে) সুন্দরি ! এই মৃণাল-বলয় উত্তমরূপে পরিধান করান হয় নাই, তোমার যদি মত হয়, তাহা হইলে ভালরূপে সংঘটিত করিয়া দিই ॥ ১৪৫-১৪৬ ॥

শকু। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় ॥ ১৪৭ ॥

রাজা। (নানা ছলে বিলম্ব করিয়া পরাইয়া দিয়া) সুন্দরি ! অবলোকন কর। এই সেই কলামাত্র-বিশিষ্ট নিশাকর আকাশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোভাবিশেষের সম্পাদন নিমিত্ত শ্যামবর্ণে মনোহর, সুতরাং তোমার এই করে মৃণালবলয়রূপে আসিয়া কুণ্ডলাকার ধারণ পূর্ব্বক উভয় দিকেই সম্মিলিত হইয়াছে ॥ ১৪৮ ॥

শকু। আপনার মৃণালরূপ নিশাকরকে ত দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু পবন-কম্পিত কর্ণোৎপল-রেণুদ্বারা আমার নয়নযুগল কলুষিত হইয়াছে ॥ ১৪৯ ॥

রাজা। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) যদি তোমার অনুমতি হয়, তাহা হইলে মুখ-মারুতদ্বারা পরিষ্কার করিয়া দিই ॥ ১৫০ ॥

শকু। তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হই, কিন্তু আপনাকে আমার তাদৃশ বিশ্বাস হয় না ॥ ১৫১ ॥

রাজা। না, তাহা নয়। তোমার নূতন পরিচারক সেবনীয় প্রভুর আদেশের অতিরিক্ত কিছুই করিবে না ॥ ১৫২ ॥

শকু। এই অতিশয় আদরই অবিশ্বাসের কারণ ॥ ১৫৩ ॥

রাজা। (স্বগত) আমি নিজের এরূপ রমণীয় সেবাবসর শিথিল করিব না। (এই বলিয়া শকুন্তলার চিবুক ধারণ করিয়া মুখ মণ্ডল উত্তোলন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন) ॥ ১৫৪ ॥

শকু। (তাহা নিবারণ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন) ॥ ১৫৫ ॥

রাজা। অয়ি মদিরেক্ষণে ! অবিনয়ে কিছু আশঙ্কা করিও না ॥ ১৫৬ ॥

শকু। (নেত্রপ্রান্ত দ্বারা ঈষৎ অবলোকনপূর্ব্বক লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন) ॥ ১৫৭ ॥

রাজা। (অঙ্গুলী দ্বারা মুখখানি তুলিয়া মনে মনে) প্রিয়ার অপরিক্ষত এই মনোহর অধর, আমি অতিশয় পিপাসিত হইয়াছি বলিয়া সুচারুরূপে স্ফুরিত হইয়া যেন আমাকে অনুমতি প্রদান করিতেছে ॥ ১৫৮ ॥

শকু। পরিগ্লাণমন্থরো বিঅ অজ্জউত্তো॥ ১৫৯॥

রাজা। কর্ণোৎপলসন্নিকর্ষাদীক্ষণমূঢ়োঽস্মি। মুখমারুতেন চক্ষুঃ সেবতে॥ ১৬০॥

শকু। ভোত্থু পইদিখদংসণক্কি সম্বুত্তা লজ্জেমি উণ অণ্‌বআরিণী পিঅআরিণো অজ্জউত্তস্‌স॥১৬১॥

রাজা। সুন্দরি! কিমন্যৎ? ১৬২॥

ইদমপ্যপকৃতিপক্ষে সুরভি মুখন্তে যদাঘ্রাতম্।
ননু কমলস্য মধুকরঃ সন্তুষ্যতি গন্ধমাত্রেণ॥ ১৬৩॥

শকু। (সস্মিতম্) অসন্তোসে উণ কিং করেদি? ১৬৪॥

রাজা। ইদম্। (ইতি ব্যবসিতঃ)॥ ১৬৫॥

শকু। (বক্ত্রং ঢৌকতে)॥ ১৬৬॥

(নেপথ্যে) চক্কবাঅবহু আমন্তেহি সহচরং ণঃ উঅথিদা রঅণী॥ ১৬৭॥

শকু। (কর্ণং দত্ত্বা সসম্ভ্রমম্) অজ্জউত্ত এসা কৃখু তাদকণ্ণস্‌স ধম্মকণীঅসী মম বুত্তন্তোবলম্ভণণিমিত্তং অজ্জা গোদমী আঅচ্ছদি তা বিড়বান্তরিদো হোহ॥ ১৬৮॥

রাজা। তথা। (ইত্যেকান্তে স্থিতঃ)॥ ১৬৯॥

(ততঃ প্রবিশতি পাত্রহস্তা গৌতমী)

গৌত। জাদে অচ্চাহিদং সুণিঅ আঅদা এদং শান্তিউদঅং। (দৃষ্ট্বা সমুত্থাপ্য চ) ইধ দেবদাসহারিণী চিট্ঠস্‌স॥ ১৭০॥

শকু। দাণিং জ্জেব অণসূঅআপিঅম্বদাঅো মালিনীং ওদিণ্ণাঅো॥ ১৭১॥

গৌত। (শান্ত্যুদকেন শকুন্তলামভ্যুক্ষ্য) জাদে নিরাবাধা মে চিরং জীব অবি দে লহুসন্দাবাইং অঙ্গাইং (ইতি স্পৃশতি)॥ ১৭২॥

শকু। আর্য্যপুত্র যেন নয়নস্থ কর্ণোৎপলরেণুর পরিত্রাণে অক্ষম হইয়াছেন॥ ১৫৯॥

রাজা। কর্ণোৎপলের সন্নিহিত বলিয়া দর্শনাক্ষম হইয়াছি। (এই কথা বলিয়া মুখ মারুত দ্বারা সেবা করিতে লাগিলেন)॥ ১৬০॥

শকু। আমার লোচন এক্ষণে স্বাভাবিক হইয়াছে, কিন্তু আর্য্যপুত্র আমার প্রিয়সাধন করিতেছেন, আমি কিছুই প্রত্যুপকার করিতে পারিতেছি না বলিয়া বড়ই লজ্জিত হইতেছি॥ ১৬১॥

রাজা। সুন্দরি! অন্যরকম প্রিয়সাধন আর কি করিবে? আমি যে তোমার মনোহর সুগন্ধিবিশিষ্ট মুখ-কমল আঘ্রাণ করিয়াছি, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট উপকার হইয়াছে জানিবে, যেহেতু, মধুকর পদ্মের গন্ধমাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৬২-১৬৩॥

শকু। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) অসন্তুষ্ট হইলেই বা সে কি করিবে? ১৬৪॥

রাজা। এইরূপ (বলিয়া মুখচুম্বনে উদ্যত হইলেন)॥ ১৬৫॥

শকু। (মুখ ঢাকিতে চেষ্টা করিলেন)॥ ১৬৬॥

(নেপথ্যে) চক্রবাকবধু, স্বীয় সহচর চক্রবাককে সম্ভাষণ কর, এখন রজনী উপস্থিত॥ ১৬৭॥

শকু। (কর্ণ পাতিয়া সম্ভ্রমে) আর্য্যপুত্র! তাতকণ্বের কনিষ্ঠা ধর্ম্মভগিনী আর্য্যা গৌতমী আমার এই বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য আগমন করিতেছেন, অতএব আপনি এই বৃক্ষশাখার অন্তরালে অবস্থিতি করুন্॥ ১৬৮॥

রাজা। তাহাই হউক। (এই বলিয়া বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন)॥ ১৬৯॥

(পাত্র হস্তে গৌতমীর প্রবেশ)

গৌতমী। বৎসে! তোমার দেহের সন্তাপ বৃদ্ধি হইয়াছে শুনিয়া আমি এস্থানে আসিলাম। এই শান্তিজল গ্রহণ কর। (শকুন্তলার শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ও তাহাকে উঠাইয়া) এখানে কি কেবল দেবতাসহায়িনী হইয়া রহিয়াছ? ১৭০॥

শকু। এই মাত্র অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা মালিনীনদীতে গিয়াছে॥ ১৭১॥

গৌতমী। (শান্তিজলে শকুন্তলাকে অভিষিক্ত করিয়া) বৎসে! তুমি চিরজীবিনী হও। এখন তোমার অঙ্গের সন্তাপ কিছু উপশম হইয়াছে? (এই বলিয়া অঙ্গ স্পর্শ করিলেন)॥ ১৭২॥

শকু। অস্থে অত্থি বিসেসো ॥ ১৭৩ ॥

গৌত। পরিণদো দিঅসো তা এহি উড়অং জেব গচ্ছহ্ম ॥ ১৭৪ ॥

শকু। (কথঞ্চিদুত্থায় স্বগতম্) হিঅঅ পঢ়মং সুহোবণদে মণোরহে কালহরণং করেসি সম্পদং অণুভব দাব ছক্‌খং ॥ ১৭৫ ॥

(পদান্তরে প্রতিনিবৃত্ত্য প্রকাশম্) সন্দাবহর আমন্তেমি তুমং পুণোবি পরিভোঅত্থং ॥ ১৭৬ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তে।

রাজা। (পূর্ব্বস্থানমুপেত্য সনিশ্বাসম্) অহো বিঘ্নবত্যঃ প্রার্থিতার্থসিদ্ধয়ঃ। তথা হি—

মুহুরঙ্গুলিসংবৃতাধরোষ্ঠং প্রতিষেধাক্ষরবিক্লবাভিরামম্।

মুখমংসবিবর্ত্তিপক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ, কথমপ্যুন্নমিতং ন চুম্বিতন্তু ॥ ১৭৭ ॥

ক নু খলু সম্প্রতি গচ্ছামি অথবা ইহৈব প্রিয়াপরিভুক্তে লতামণ্ডপে মুহূর্ত্তং তিষ্ঠামি ॥ ১৭৮ ॥

(সর্ব্বতোঽবলোক্য)

অস্যাঃ পুষ্পময়ী শরীরলুলিতা শয্যা শিলায়ামিদং, কান্তো মন্মথলেখ এষ নলিনীপত্রে নখৈরর্পিতঃ।

হস্তাদ্‌ভ্রষ্টমিদং বিসাভরণমিত্যাসজ্জমানেক্ষণো, নির্গন্তুং সহসা ন বেতসগৃহাদীশোঽস্মি শূন্যাদপি ॥ ১৭৯ ॥

(বিচিন্ত্য) অহো! ধিগসম্যক্ চেষ্টিতং প্রিয়াং সমাসাদ্য কালহরণং কুর্ব্বতা ময়া। তদিদানীম্—

রহঃ প্রত্যাসত্তিং যদি সুবদনা যাস্যতি পুনর্ন কালং হাস্যামি প্রকৃতিদুরবাপা হি বিষয়াঃ।

ইতি ক্লিষ্টং বিঘ্নগণয়তি মে মূঢ়হৃদয়ং, প্রিয়ায়াঃ প্রত্যক্ষং কিমপি চ তথা কাতরমিব ॥ ১৮০ ॥

শকু। হাঁ, এক্ষণে কিছু উপশম হইয়াছে ॥ ১৭৩ ॥

গৌতমী। দিবা অবসান হইয়াছে, এখন চল, পর্ণশালায় গমন করি ॥ ১৭৪ ॥

শকু। (কষ্টে স্বষ্টে উঠিয়া মনে মনে) হৃদয়! সুখে আগত হইয়া প্রথমে কালহরণ করিয়াছ, এক্ষণে তাহার ফলভোগ কর। (দ্বিতীয় পদন্যাসকালেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রকাশ্যে) লতাগৃহ! তুমি সন্তাপনাশক, পুনর্ব্বার উপভোগের জন্য তোমাকে আমন্ত্রণ করিতেছি। ॥ ১৭৫-১৭৬ ॥

[এই বলিয়া উভয়েই নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

রাজা। (পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) কি আশ্চর্য্য! প্রার্থিত প্রয়োজনসিদ্ধি-বিষয়ে নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই প্রশস্তলোমাবলীবিশিষ্টনয়না প্রিয়তমা শকুন্তলা নিষেধবাক্য দ্বারা বিক্লব এবং অতিশয় মনোহর বদন অঙ্গুলীসমূহদ্বারা আবৃত করিয়া ও চুম্বনভয়ে স্বীয় বদন স্কন্ধের দিকে ফিরাইলেও আমি অনেক কষ্টে তাহা উন্নমিত করিয়াছিলাম, কিন্তু চুম্বন করিতে পারিলাম না, সম্প্রতি কোথায় যাই, অথবা এই প্রিয়াপরিভুক্ত লতামণ্ডপে মুহূর্ত্তকাল অবস্থিতি করি। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন পূর্ব্বক) এই শিলাতলোপরি প্রিয়া শকুন্তলার শরীর দ্বারা বিমর্দ্দিত পুষ্পময়ী শয্যা বিন্যস্ত রহিয়াছে, এই সেই নলিনীপত্রে নখদ্বারা লিখিত মনোহর কন্দর্পলেখন নিপতিত রহিয়াছে এবং এই মৃণালাভরণ হস্ত হইতে বিগলিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, এই সমস্ত অবলোকন করিয়া এই প্রিয়াপরিশূন্য বেতসগৃহ হইতে সহসা নির্গত হইতে সমর্থ হইতেছি না। (চিন্তা করিয়া বিমগ্নভাবে) সেই প্রিয়তমাকে প্রাপ্ত হইয়া বৃথা কালহরণ করিয়া সমস্ত চেষ্টাই বিফল করিয়াছি, অতএব আমাকে ধিক্! পুনর্ব্বার যদি সেই সুশোভনা শকুন্তলার সহিত নির্জ্জনে সম্মিলন ঘটিয়া উঠে, তাহা হইলে আর বৃথা কালক্ষেপ করিব না, যেহেতু, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-সকল (স্রক্-চন্দন-বনিতাদি) স্বভাবতই দুর্লভ, আমার এই মূঢ়-হৃদয় বিঘ্ন-সমূহ দ্বারা পীড়িত হইয়া উক্ত প্রকারে প্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিতেছে, কিন্তু এক্ষণে কি আবার এক প্রকার অধীর হইয়া পড়িয়াছে ॥ ১৭৭-১৮০ ॥

(নেপথ্যে)। ভো ভো রাজন্!

সায়ন্তনে সবনকর্ম্মণি সম্প্রবৃত্তে বেদিং হুতাশনবতীং পরিতঃ প্রকীর্ণাঃ।

ছায়াশ্চরন্তি বহুধা ভয়মাদধানাঃ, সন্ধ্যাভ্রকূটকপিশাঃ পিশিতাশনানাম্॥ ১৮১॥

রাজা। (আকর্ণ্য সাবষ্টম্ভম্) ভো ভোস্তপস্বিনঃ! মা ভৈষ্ট মা ভৈষ্ট অয়মহমাগত এব॥ ১৮২॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

ইতি তৃতীয়োঽঙ্কঃ।

চতুর্থোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি কুসুমাবচয়মভিনয়ন্ত্যৌ সখ্যৌ)

অন। হলা পিঅম্বদে! জইবি গন্ধব্বেণ বিবাহবিহিণা নিব্বুত্তকল্লাণা পিঅসহী সউন্দলা অণুরূবভত্তিভাইণী সংবুত্তা তহাবি মে ণ পিব্বুদং হিঅঅং॥ ১॥

প্রিয়। কধং বিঅ? ২॥

অন। অজ্জ সো রাএসী ইট্টিপরিসমত্তীএ ইসিহিং বিসজ্জিদো অত্তণো ণঅরং পবিসিঅ অন্তেউরসমাগমাদো ইমং জণং সুমরেদি ণ বেত্তি॥ ৩।

প্রিয়। এত্থ দাব বীসত্থা হোহি ণ হি তাদিসা আকিদিবিসেসা গুণবিরহিণো হোন্তি। এত্তিঅং উণ চিন্তঅং তাদো তীথজাত্তাদো পড়িণিউত্তো ইমং বুত্তন্তং সুনিঅ ণ আণে কি পড়িবাজ্জসুসদিত্তি॥ ৪॥

অন। জধা মং পুচ্ছসি তধা অভিমদং তাদস্স॥ ৫॥

প্রিয়। কধং বিঅ? ৬॥

(নেপথ্যে)। ভো ভো রাজন্! সায়ংকালীন যাগ-ক্রিয়া আরব্ধ হইলে প্রজ্বলিত অগ্নিসমুত্থিত যজ্ঞভূমির চতুর্দ্দিকে হবিগ্রহণের আশঙ্কা জন্য ইত্যা রাক্ষসদিগের সন্ধ্যাকালীন মেঘবৃন্দের ন্যায় কপিশবর্ণ ছায়াসমূহ বহুপ্রকার আকার ধারণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে॥ ১৮১॥

রাজা। (শ্রবণ করিয়া উদ্যমিতভাবে বলিলেন) ভো ভো তপস্বিগণ! ভয় করিবেন না, ভয় করিবেন না, এই আমি উপস্থিত হইয়াছি॥ ১৮২॥

[এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

(অনন্তর পুষ্পচয়ন করিতে করিতে সখীদ্বয়ের প্রবেশ)

অন। প্রিয়ংবদে! যদ্যপি গান্ধর্ব্ববিধি দ্বারা প্রিয়সখী শকুন্তলা বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্য সম্পন্ন হইয়া অনুরূপ ভর্ত্তৃভাগিনী হইয়াছেন, তথাপি আমার হৃদয় সুস্থ হইতেছে না॥ ১॥

প্রিয়। কেন? ২॥

অন। যজ্ঞপরিসমাপ্তির পর ঋষিগণ সেই রাজর্ষিকে বিদায় দিলে তিনি নিজ নগরে প্রবেশ করিয়া অন্তঃপুরচারিণীগণের সমাগম হেতু এই শকুন্তলাকে স্মরণ করেন কি না, তাহা বলিতে পারি না॥ ৩॥

প্রিয়। সখি! এ বিষয়ে তুমি আশ্বস্তা হও, তাদৃশ আকৃতিবিশেষ কি কখনও গুণশূন্য হইতে পারে? কিন্তু ইহাই এক্ষণে চিন্তার বিষয় যে, তাতকণ্ব তীর্থযাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া না জানি কি মনে করিবেন॥ ৪॥

অন। যাহা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা তাত কণ্বের অভিমত বটে॥ ৫॥

প্রিয়। কিরূপে জানিলে? ৬॥

অন। অণুরূবস্‌স বরস্‌স হত্থে কণ্ণআ পড়িবাদণী আ ত্তি অঅং দাব কণ্ণপো। তং জই দেব্বং সম্পা-দেদি ণং কঅখো গুরুঅণো ॥ ৭ ॥

প্রিয়। এবমেতদ্ ॥ ৮ ॥

(পুষ্পভাজনং বিলোক্য) সহি! অবচিদাইং কৃখু বলিকম্মপজ্জত্তাইং কুসুমাইং ॥ ৯ ॥

অন। ণং সউন্তলা এ বি সোহগ্গদেবদাও অচ্চিদব্বাও সে তা অবরাইংপি অবচিণুম্ম ॥ ১০ ॥

প্রিয়। জুজ্জদি। (ইতি তদেব কর্ম্মাভিনয়তঃ) ॥ ১১ ॥

(নেপথ্যে)। অয়মহং ভোঃ!

অন। (কর্ণং দত্বা) সহি! অদিথিণা বিঅ ণিবেদিদং ॥ ১২ ॥

প্রিয়। ণং উড়এ স ণ্ণিহিদা সউন্তলা ॥ ১৩ ॥

অন। আং অজ্জ উণ অসণ্ণিহিদা হিঅএণ তেণ হি ভোদু এত্তিকেহিং কুসুমেহিং পওআঅণং ॥ ১৪ ॥

[ইতি প্রস্থিতে।

(পুনর্নেপথ্যে) আঃ কথমতিথিং মাং পরিভবসি ?

বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা, তপোনিধিং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্, কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব ॥ ১৫ ॥

উভে। (শ্রুত্বা বিষণ্ণে) ॥ ১৬ ॥

প্রিয়। হদ্ধী হদ্ধী তং জ্জেব সংবুত্তং জং মএ চিন্তিদং কস্সিং পি পূআরিহে অবরদ্ধা সুণ্ণহিঅআ পিঅসহী সউন্তলা ॥ ১৭ ॥

অন। অনুরূপ বরের হস্তে কন্যাসম্প্রদান করা, ইহাই তাঁহার প্রথম সংকল্প। যদি সেই কার্য্য দৈব কর্ত্তৃকই সম্পন্ন হইল, তবে কাজেই গুরুজনও কৃতার্থ হইলেন ॥ ৭ ॥

প্রিয়। তাহা সত্য বটে। (পুষ্পপাত্র দর্শন করিয়া) সখি! পূজার জন্য যে সকল পুষ্পচয়ন করা হই-য়াছে, তাহাতেই প্রচুর হইবে ॥ ৮-৯ ॥

অন। শকুন্তলার সৌভাগ্য-দেবতাদিগেরও পূজা করিতে হইবে, অতএব আইস, আরও পুষ্পচয়ন করা যাউক্ ॥ ১০ ॥

প্রিয়। ইহা যুক্তিযুক্তই বটে। (এই বলিয়া উভয়েই পুষ্পচয়ন করিতে লাগিলেন) ॥ ১১ ॥

(নেপথ্যে) এই আমি উপস্থিত হইয়াছি।

অন। (কর্ণপাত করিয়া) সখি! যেন অতিথির ন্যায় বলিয়া অনুভব হইতেছে, বোধ হয়, দ্বারে কোন অতিথি আসিয়া থাকিবেন ॥ ১২ ॥

প্রিয়। কেন, শকুন্তলা ত পর্ণশালায় উপস্থিত আছে? ১৩ ॥

অন। হাঁ, আছে বটে, কিন্তু এখন তাহার হৃদয় নাই, অতএব তাহা দ্বারা আর কি হইতে পারে? আমাদের যে সকল পুষ্পচয়ন করা হইয়াছে, ইহা দ্বারই যথেষ্ট কার্য্য সম্পন্ন হইবে ॥ ১৪ ॥

[ইহা বলিয়া সখীদ্বয়ের প্রস্থান।

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে) আঃ কি আস্পর্দ্ধা! আমি অতিথি বলিয়া উপস্থিত হইলাম, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া অবমাননা করিলি? তুই যে পুরুষকে অনন্যমনে চিন্তা করিতে করিতে অতিথিরূপে উপস্থিত এই তপোধনের অভ্যর্থনা করিলি না, যেমন মদ্যাদিপানে মত্ত ব্যক্তি প্রথমে যে বাক্য প্রয়োগ করে, পুনরায় তাহাকে সেই বাক্য বলিতে বলিলে সে যেমন কোনক্রমেই তাহা স্মরণ করিয়া আর বলিতে পারে না, তেমনি তোর সেই প্রিয় ব্যক্তিকে যথেচ্ছরূপে স্মরণ করিয়া দিলেও সে ব্যক্তি কোন-মতেই তোকে স্মরণ করিবে না ॥ ১৫ ॥

উভয়ে। (শুনিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইল) ॥ ১৬ ॥

প্রিয়। হা ধিক্! হা ধিক্! যাহা আমি মনে ভাবিয়াছি, তাহাই ঘটিয়াছে, সেই শূন্যহৃদয়া প্রিয়-সখী শকুন্তলা বোধ হয় কোন পূজনীয় ব্যক্তির নিকট অপরাধিনী হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

অন।(পুরোবলোক্য) ণ কৃখু জস্‌সিং কস্‌সিং পি এসো হুব্বাসা স্থলহকোবো মহেসী তধা সবিঅ বিয়লপাদতুবরাএ গদীএ পড়িণিউত্তে ॥ ১৮ ॥

প্রিয়। কো অগ্গো হুব্বহাদো পহবদি দহিহুং তা গচ্ছ পাএসুং পড়িঅ ণিউত্তাবেহি জাব সে অহং অগ্‌ঘোদঅং উবপ্পেমি ॥ ১৯ ॥

অন। তহ ॥ ২০ ॥ [ইতি নিষ্ক্রান্তা।

প্রিয়। (পদান্তরে স্খলিতং রূপয়ন্তী) অম্মো আবেকৃখলিদাএ গদীএ পরিভট্‌টং মে অগ্‌গহত্থাদো পুক্কভাঅণং। (ইতি পুষ্পাবচয়ং রূপয়তি) ॥ ২১ ॥

(প্রবিশ্য অনসূয়া)

অন। সহি! শরীরী বিঅ কোবো কস্‌স অণুণঅং সো গেহ্নদি। কিঞ্চ উণ সো অণুকম্পিদো এ ॥ ২২ ॥

প্রিয়। এদং জ্জেব তস্‌সিং বহুদরং তা কধেহি কধং তএ পসাদিদো? ২৩ ॥

অন। জদো ণিউত্তিহুং ণ ইচ্ছদি তদো পাএসুং পরিঅ বিন্নবিদো মএ ভঅবং পঢ়মং ত্তি পেক্‌খিঅ বিণ্ণাদতবপ্পহাবস্‌স দুহিদিজণস্‌স অঅং ভঅদা মরিসিদব্বোত্তি ॥ ২৪ ॥

প্রিয়। তদো তদো? ২৫ ॥

অন। তদো তেন ভণিদং ণ মে বঅণং অণ্ণথা ভবিদুং অরিহদি, কিন্তু অহিরণাহিণ্ণাণদংসণেণ সে বো ণিউত্তিসুস্‌দিত্তি মন্তঅন্ত জ্জেব অন্তরিদো ॥ ২৬ ॥

প্রিয়। সক্কং দাণিং আস্‌সসিহুং অত্থি তেণ রাএসিণা সংপত্থিদেণ অত্তণো নামাঙ্কিদং অঙ্গুলীঅঅং মরণীঅং ত্তি সউন্তলাএ হত্থে সঅং জ্জেব তস্‌সিং সাহীণো উবাও ভবিস্‌সদি ॥ ২৭ ॥

অন। (অগ্রে অবলোকন করিয়া) এ যে সে ব্যক্তির নিকট অপরাধিনী নহে, সহজেই যাঁহার ক্রোধ জন্মিয়া থাকে, সেই মহর্ষি দুর্বাসা অভিসম্পাত করিয়া অতি দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছেন ॥ ১৮ ॥

প্রিয়। হুতাশন ব্যতীত অন্য আর কে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে? তুমি সত্বর যাইয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া ফিরাইয়া আন। আমিও উহাঁর জন্য অর্ঘ্যোদক সাজাইয়া রাখি ॥ ১৯ ॥

অন। তাহাই হউক্ ॥ ২০ ॥ [এই বলিয়া নিষ্ক্রমণ।

প্রিয়। (পুষ্পচয়ন করিতে করিতে পদে পদে স্খলন হইতে লাগিল, তখন বলিল) অহো! আবেগবশে গতি স্খলিত হওয়ায় আমার হস্তাগ্র হইতে পুষ্পপাত্র পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। (এই বলিয়া পুনরায় পুষ্পচয়ন আরম্ভ করিল) ॥ ২১ ॥

(অনসূয়ার পুনঃ প্রবেশ)

অন। সখি! তিনি যেন মূর্ত্তিমান্ কোপ, কাহারও অনুনয়-বিনয় গ্রহণ করেন না, কিন্তু আমি তাঁহার কথঞ্চিৎ কৃপা লাভ করিয়াছি ॥ ২২ ॥

প্রিয়। ইহাই বহুতর হইয়াছে, তুমি তাঁহাকে কিরূপে প্রসন্ন করিলে বল দেখি? ২৩ ॥

অন। যখন তিনি কোনমতেই ফিরিতে স্বীকার করিলেন না, তখন তাঁহার চরণদ্বয়ে পতিত হইয়া বলিলাম, ভগবন্! আমাদের প্রিয়সখী বালিকা, আপনার তপস্যার প্রভাব সে কিছুই জানে না, অতএব এই তাঁহার প্রথম অপরাধ, আপনার ক্ষমা করিতে হইবে ॥ ২৪ ॥

প্রিয়। তার পর? তার পর? ২৫ ॥

অন। তার পর তিনি বলিলেন, আমার বাক্য কথনই অন্যথা হইবে না, কিন্তু কোন আভরণরূপ অভিজ্ঞান দর্শাইলে সেই পাপ মোচন হইবে, এই কথা বলিতে বলিতেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ২৬ ॥

প্রিয়। এক্ষণে তবু আশ্বাসের স্থল হইল, আর সেই রাজর্ষিও যখন প্রস্থান করেন, তখন আপনার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টী প্রিয়সখী শকুন্তলার হস্তে পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাই স্মরণের নিমিত্ত হইবে ॥ ২৭ ॥

অন। সহি! এসি দেবকজ্জং দাব সে ণিব্বত্তেম্হ ॥ ২৮ ॥ (ইতি পরিক্রামতি)

প্রিয়। (অবলোক্য) অণহুএ! পেক্‌খ দাব বামহত্থবিণিহিদবঅণা আলিহিদা বিঅ পিঅসহী তগ্-গদাএ অন্তাণম্পি ণ বিভাবেদি কিং উণ আগন্তুঅং ॥ ২৯ ॥

অন। হলা! দোণ্ণং জ্জেব ণো হিঅএ এসো বুত্তন্তো চিট্‌ঠদু রক্‌খ্ণীআ ক্‌খু পইদিপেলবা পিঅ-সহী ॥ ৩০ ॥

প্রিয়। কো দাব উণ্হোদ এণ ণোমালিআ সিঞ্চদি ॥ ৩১ ॥

[ইত্যুভে নিক্রান্তে।

(ইতি বিষ্কম্ভকঃ।)

(ততঃ প্রবিশতি সুপ্তোত্থিতঃ কণ্বশিষ্যঃ)

শিষ্যঃ। হোমবেলোপলক্ষণার্থং আদিষ্টোঽস্মি তত্রভবতা প্রবাসাৎ প্রতিনিবৃত্তেন কণ্বেন, তৎপ্রকাশং নির্গত্যাবলোকয়ামি কিয়দবশিষ্টং রজন্যা ইতি ॥ ৩২ ॥

(পরিক্রম্যাবলোক্য চ) হন্ত প্রভাতপ্রায়া রজনী। তথাহি—

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনামাবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।

তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং, লোকো নিয়ম্যত ইবৈষ দশান্তরেষু ॥ ৩৩ ॥

অপিচ—অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতীয়ং, দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয়শোভা।

ইষ্টপ্রবাসজনিতান্যবলাজনেন, দুঃখানি নূনমতিমাত্রসুদুঃসহানি ॥ ৩৪ ॥

অপিচ—কর্কন্ধূনামুপরি তুহিনং রঞ্জয়ত্যগ্রসন্ধ্যা, দার্ভং মুঞ্চত্যুটজপটলং বীতনিদ্রো ময়ূরঃ।

বেদিপ্রান্তাৎ খুরবিলিখিতাদুত্থিতশ্চৈষ সদ্যঃ, পশ্চাদুচ্চৈর্ভবতি হরিণঃ স্বাঙ্গমায়চ্ছমানঃ ॥ ৩৫ ॥

অন। সখি! আইস, উহার দেবকার্য্য নির্ব্বাহ করি ॥ ২৮॥ (এই বলিয়া উভয়ের পরিক্রমণ)

প্রিয়। অনসূয়ে! দেখ, দেখ, প্রিয়সখা শকুন্তলা বামহস্তে বদন বিন্যস্ত পূর্ব্বক চিত্রার্পিতার ন্যায় তদ্‌গতচিত্তে চিন্তা করিতেছে, তাহাতে সে যখন আপনাকেই জানিতে পারিতেছে না, তবে আর অতিথিকেই বা কিরূপে জানিতে পারিবে? ২৯ ॥

অন। সখি! এই বৃত্তান্ত আমাদের দুই জনের হৃদয়েই অবস্থিত থাকুক্, এই স্বভাবকোমল প্রিয়-সখীকে রক্ষা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৩০ ॥

প্রিয়। কোন্ ব্যক্তি উষ্ণোদক দ্বারা নবমালবিকাকে সেচন করিয়া থাকে? ৩১ ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

(অনন্তর সুপ্তোত্থিত কণ্বশিষ্যের প্রবেশ)

(স্বগত) ভগবান্ কণ্ব প্রবাস হইতে আসিয়া প্রাতঃকালীন হোমবেলার সময় অবধারণ করিবার নিমিত্ত আমাকে আদেশ করিয়াছেন, অতএব রজনীর কত অংশ অবশিষ্ট আছে, তাহা বহির্গত হইয়া অবলোকন করি। (পরিভ্রমণ ও অবলোকন পূর্ব্বক হর্ষ সহকারে) রজনী প্রভাতা-প্রায়; যেহেতু, একদিকে ওষধিপতি চন্দ্র অস্তাচল-শিখরে গমন করিতেছেন, অন্যদিকে অরুণ সারথিকে অগ্রে করিয়া সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইলেন, এইরূপে একেবারেই চন্দ্র ও সূর্য্যরূপ তেজোদ্বয়ের বিপদ্ ও অভ্যুদয় দ্বারা এই ভুবনস্থিত লোকদিগকে যেন সুখদুঃখাত্মক অবস্থাবিশেষে নিয়মিত করিতেছেন, ফলতঃ লোকসকলের অবস্থা চিরদিন সমান ভাবে থাকে না, ইহাতেই বোধ হইতেছে। আরও চন্দ্র যখন নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত হইলেন, তখন এই কুমুদিনীর শোভা দর্শনীয় না হইয়া স্মরণীয় হইয়া উঠি-য়াছে, সুতরাং এক্ষণে ম্লান হইয়া আর নয়নের আনন্দ জন্মাইতে পারিতেছে না, অতএব ইহাতে বোধ হইতেছে যে, জনগণের প্রিয়জনের প্রবাসজনিত দুঃখভার একান্তই অসহ্য হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। আরও এই প্রাতঃসন্ধ্যা, পরিপক্ক বদরীফলের উপরিভাগে নিপতিত শুভ্র তুষারকে লোহিত-বর্ণ করিয়া তুলিতেছে এবং ময়ূরগণ নিদ্রার অপগম হইলে পর কুশবিরচিত পর্ণশালার উপরি-পটল হইতে ভূমিতলে নামিয়া আসিতেছে ও হরিণগণ স্বকীয় খুরক্ষুণ্ণ বেদিপ্রান্ত হইতে উত্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় অঙ্গ অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগে প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান হইতেছে।

অপিচ—পাদন্যাসং ক্ষিতিধরগুরোর্মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা সুমেরোঃ, ক্রান্তং যেন ক্ষয়িততমসা মধ্যমং ধাম বৈষ্ণোঃ।
সোঽয়ং চন্দ্রঃ পততি গগনাদল্পশেষৈর্ময়ূখৈরত্যারূঢ়ির্ভবতি মহতামপ্যপভ্রংশনিষ্ঠা ॥ ৩৬ ॥

(পটীক্ষেপেণ প্রবিশ্য অনসূয়া)

অন। এব্বং ণাম বিসঅপরম্মুহস্স জণস্স ণিবড়িদং জধা তেন রণ্ণা সউন্তলাএ অণজ্জং আচরিদং ত্তি ॥ ৩৭ ॥

শিষ্যঃ। যাবদুপস্থিতাং হোমবেলাং গুরবে নিবেদয়ামি ॥ ৩৮ ॥ [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

অন। ণং পদাহা রঅণী তা সিগ্ঘং সঅণং পরিচ্চআমি এধবা লহুলহু উত্থিদাবি কিং করিস্সং ণ মে উইদেসুং পহাদকরণী পস্সুং হত্থপাআ প্পসরন্তি কামো দাণিং সকামো ভোদু জেন অসচ্চসন্ধে জনে পিঅসহী সুদ্ধহিঅআ পদং কারিদা ॥ ৩৯ ॥

(স্মৃত্বা) অথবা ণ তস্স রাএসিণো দুব্বাসাসাবো কৃখু এসে পহবদি অণ্ণধা কধং সো রাএসী তাদিসাইং অস্তিঅ এত্তিঅস্স কালস্স বাত্তামাত্তং পি ণ বিসজ্জেদি ॥ ৪০ ॥

(বিচিন্ত্য) তা ইদো অহিণ্ণাণং অঙ্গুলীঅঅং সে বিসজ্জেম্ম অধবা দুক্খসীলে তবস্সিজণে অব্ভথাঅদু ণং সহীগামী দোসোত্তি ব্ববসাইদুংপিণ পারেম্ম তাদকণ্ণস্ স্‌ সব্বা প্পাবসপড়িণিউত্তস্সদুস্সন্তপরিণীদং আবসণ্ণসত্তং সউন্তলং নিবেদিদুং; তা এত্থ দাণিং কিং ণু কৃখু পহ্মেহিং করণিজ্জং ॥ ৪১ ॥

(প্রবিশ্য প্রিয়ংবদা)

প্রিয়। অণসূএ! তুবর তুবর সউন্তলা এ পথাণকোদুহলং ণিব্বত্তিদুং ॥ ৪২ ॥

অন। (সবিস্ময়ম্) সখি! কধং বিঅ? ॥ ৪৩ ॥

আরও যিনি ধরাধরের গুরু সুমেরুর বা পূজার্হ ব্যক্তির মস্তকে কিরণ বিন্যাস পক্ষে পদবিন্যাস করিয় ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর মধ্যম ধাম (আকাশমণ্ডল) আক্রমণ করিয়াছেন, সেই চন্দ্র এক্ষণে অল্পাবশিষ্টকিরণ সহিত গগনতল হইতে নিপতিত হইয়াছেন, যেহেতু, অতিশয় প্রধান হইলেও যে ব্যক্তি উন্নত ব্যক্তি মস্তকে অধিরোহণ করে, তাহার এইরূপেই পতন হইয়া থাকে ॥ ৩২-৩৬ ॥

(পটী আচ্ছাদন পূর্ব্বক অনসূয়ার প্রবেশ)

অন। সেই রাজা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রিয়সখীর কোন সংবাদ লইলেন না, ফলতঃ তিনি শকুন্তলার প্রতি যে গর্হিত আচরণ করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়সুখে পরাঙ্মুখ ব্যক্তির সম্বন্ধে এরূপ আচরণ কখনই সম্ভবপর হয় না ॥ ৩৭ ॥

শিষ্য। এক্ষণে হোম-বেলা উপস্থিত হইয়াছে. যাই. গুরুকে নিবেদন করি ॥ ৩৮ ॥

[এই বলিয়া নিষ্ক্রমণ

অন। (স্বগত) এক্ষণে রজনী প্রভাতা হইয়াছে, তবে শীঘ্রই শয্যা ত্যাগ করি, অথবা এ শীঘ্র উঠিয়াই বা কি করিব? প্রাতঃকালের কর্ত্তব্যকার্য্যেও আমার হস্তপদ অগ্রসর হইতেছে না, কাম এক্ষণে সকাম হউন্, যেহেতু, তিনিই এই অসত্যপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তির উপর অনুরাগাত্মক ব্যবসায় উৎপাদন করিয়া দিয়াছেন। (স্মরণ করিয়া) অথবা সেই রাজর্ষিরই বা অপরাধ কি? মহাতপা দুর্ব্বাসার অভিশাপই এই বিষয়ে বলবান্ হইয়াছে, তাহা না হইলে সেই রাজর্ষি নির্জ্জনে তাদৃশ মন্ত্রণা করিয় এতাবৎকালের মধ্যে কোন বার্ত্তামাত্রও পাঠাইলেন না কেন? (চিন্তা করিয়া) তপঃক্লেশ-সহিষ্ণু তপস্বিগণের এই কার্য্যে যাইবার নিমিত্ত কাহাকেই বা প্রার্থনা করি? যদি সখী দুইজন অভিজ্ঞান না লইয় যায়, তাহা হইলে আমাদের দোষ হইবে, অতএব আর কোন ব্যক্তিকেও অভিজ্ঞান লইয়া যাইবা নিমিত্ত পাঠাইতে পারিতেছি না, তাত কণ্ব সম্প্রতি প্রবাস হইতে আগমন করিতেছেন। "রাজা দুষ্ম শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার ঔরসে শকুন্তলার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে" ইহা তাঁহাকে নিবেদন করিতেও পারিব না, তবে এ বিষয়ে এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য কি? ৩৯-৪১ ॥

(প্রিয়ংবদার প্রবেশ)

প্রিয়। অনসূয়ে! শকুন্তলার ভর্তৃভবন-গমন-কৌতুহল সম্পাদন করিতে হইবে। অতএব সত্বর হও, সত্বর হও ॥ ৪২ ॥

অন। (সবিস্ময়ে) সখি! তাহা কি ঘটিয়াছে? ৪৩ ॥

প্রিয়। সুণাহি দাণিং জ্জেব সুহসুত্তিআপুচ্ছণণিমিত্তং সউন্তলাএ সআসং গদম্হি ॥ ৪৪ ॥

অন। তদো তদো ? ৪৫ ॥

প্রিয়। তদো ণং লজ্জাবণদমুহীং পরিস্সইঅ সঅং তাদকণ্ণেণ এব্বং অহিনন্দিদং বচ্ছে দিট্ঠিআ ধূমোধরুদ্ধদিট্ঠিণোবি জজমাণস্স পাবঅস্স জ্জেব মুহে আহুদী ণিবড়িদা সুসিস্সপরিদিণ্ণা বিঅ বিজ্জা অয়সাঅণীআসি মে সংবুত্তাসি অজ্জ জ্জেব তুমং ইসিপরিরক্খিদং করিঅ ভত্তুণো সআসং বিস জ্জেমিত্তি ॥ ৪৬ ॥

অন। সহি কেণ উণ অচক্খিদো তাদকণ্ণস্স অঅং বুত্তন্তো ? ৪৭ ॥

প্রিয়। অগ্গিসরণং পবিটস্স কিল শরীরং বিণা ছন্দোমঈএ বাআএ ॥ ৪৮ ॥

অন। (সবিস্ময়ম্) কধং বিঅ ? ৪৯ ॥

প্রিয়। সুণাহি। (সংস্কৃতমাশ্রিত্য)

দুষ্মন্তেনাহিতং তেজো দধানাং ভূতয়ে ভুবঃ।
অবেহি তনয়াং ব্রহ্মন্নগ্নিগর্ভাং শমীমিব ॥ ৫০ ॥

অন। (প্রিয়ংবদামাশ্লিষ্য) সহি! পিঅং মে পিঅং কিন্তু অজ্জ জ্জেব সউন্দলা ণীঅদি ত্তি উকণ্ঠা সাহারণং পরিদোসং অণুভবেমি ॥ ৫১ ॥

প্রিয়। সহি! অম্হে কধং পি উকণ্ঠাং বিণোদইস্সামো সা দাণি তবস্সিণো হোদু ॥ ৫২ ॥

প্রিয়। সখি: শ্রবণ কর, "তোমার সুখে নিদ্রা হইল কি ?" এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত আমি শকুন্তলার নিকটে গমন করিয়াছিলাম ॥ ৪৪ ॥

অন। আর পর ? তার পর ? ৪৫ ॥

প্রিয়। শকুন্তলা লজ্জায় অধোমুখী হইলে তাতকণ্ব তাহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্বয়ং অভিনন্দন করিয়া কহিলেন, বৎসে! যেরূপ ধূমাকুলিতদৃষ্টি যজমানের ভাগ্যবশেই পাবকোপরি আহুতি নিপাতিত হয়, সেইরূপ তুমিও ভাগ্যবশে উপযুক্ত স্থানেই নিপাতিত হইয়াছ এবং সদ্বিদ্যা সুশিষ্য কর্ত্তৃক পরিগৃহীতা হইলে যেমন শোচনীয়া হয় না, সেইরূপ তুমিও আমার শোচনীয়া না হইয়া বরং আনন্দের নিমিত্তই হইয়াছ। আজ তোমাকে শিষ্যগণে পরিবৃতা করিয়া স্বামি-সন্নিধানে প্রেরণ করিব ॥ ৪৬ ॥

অন। কোন্ ব্যক্তি তাত কণ্বের নিকট এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল ? ৪৭ ॥

প্রিয়। শুনিয়াছি যে, তাতকণ্ব যখন অগ্নিশরণ-গৃহে প্রবেশ করেন, তখন অশরীরিণী বাণী সংস্কৃত বাক্যে তাঁহাকে নিবেদন করিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

অন। (বিস্ময় সহকারে) কিরূপে ? ৪৯ ॥

প্রিয়। শ্রবণ কর। (সংস্কৃত ভাষায় বলিলেন, যথা)—

অখিল অবনীতলে সাধিতে কল্যাণ,
ভূপতি দুষ্মন্ত তেজ করিলা আধান।
অন্তরে অনল ধরে শমীতরু যথা,
জানিবেন দ্বিজবর! তনয়ারে তথা ॥ ৫০ ॥

অন। (প্রিয়ংবদাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক) সখি! এ কথা আমার প্রিয় বটে, কিন্তু অদ্যই যে শকুন্তলাকে পাঠান হইতেছে, ইহাতে আমি উৎকণ্ঠাযুক্ত পরিতোষ অনুভব করিতেছি ॥ ৫১ ॥

প্রিয়। সখি! আমরা কোনরূপে উৎকণ্ঠা বিনোদন করিব, কিন্তু সেই দুঃখিনী প্রিয়সখী শকুন্তলা এখন সুখিনী হউক ॥ ৫২ ॥

অন। তেন হি এদস্‌সি চূঅসাহাবলম্বিদে ণারিএলসমুগ্‌গএ এদণ্ণিমিত্তং জ্জেব মএ কালহরণক্‌খমা ণাঅকেসরগুডিআ সঞ্চিদা, তা ইমং ণলিণীবত্তসঙ্গদং করেহি জাব সে অহংপি গোরোঅণং তিত্থমিট্টিঅং দুব্বাকিসলআইং মঙ্গলসমালহণং বিরএমি ॥ ৫৩ ॥

প্রিয়। (তথা করোতি) [অনসূয়া নিষ্ক্রান্তা।

(নেপথ্যে।) গৌতমি! আদিশ্যন্তাং শার্ঙ্গরবশারদ্বতমিশ্রাঃ বৎসাং শকুন্তলাং নেতুং সজ্জীভবন্তু ইতি। ৫৪ ॥

প্রিয়। অণসূএ! তুবর তুবর এদে ক্‌খু হত্থিণাউরগামিণো ইসীও সদ্দাবীঅন্তি ॥ ৫৫ ॥

(সমালভনহস্তা অনসূয়া প্রবিশতি)

অন। সহি এহি গচ্ছম্ম ॥ ৫৬ ॥ (ইতি পরিক্রামতঃ)

প্রিয়। (বিলোক্য) এসা সুজ্জোদএ ক্কিদমজ্জনা পড়িচ্ছদণীবারভাঅণাহিং সোত্থিবাঅণিআহিং তাবসীহিং অহিণন্দীঅমাণা চিট্‌ঠদি সউন্তলা, তা অবসপ্পম্ম ণং। (ইত্যুভে তথা কুরুতঃ) ॥ ৫৭ ॥

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টব্যাপারা সপরিবারা শকুন্তলা)

শকু। ভঅবদীও বন্দামি ॥ ৫৮ ॥

গৌত। জাদে ভত্তুণো বহুমাণসূহহেতুঅং দেবীসদ্দং অহিগচ্ছ ॥ ৫৯ ॥

তাপস্যঃ। বীরপ্পসবিণী হোহি ॥ ৬০ ॥ [ইত্যাশিষো দত্ত্বা গৌতমীবর্জ্জং সর্ব্বা নিষ্ক্রান্তাঃ।

সখ্যৌ। (উপগম্য) সমজ্জনং দে ভূদং ॥ ৬১ ॥

শকু। সাঅদং পিঅসহীণং ইদো ণিসাদধ ॥ ৬২ ॥

সখ্যৌ। (উপবিশ্য) হলা উজ্জুআ দাব হোহি জাব দে মঙ্গলসমালহণং করেম্ম ॥ ৬৩ ॥

অন। তবে এই চূতশাখালম্বিত নারিকেল-পুটকে এই নিমিত্তই কালহরণে সমর্থ নাগকেশর-গুড়িকা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি, তবে এইগুলিই নলিনীপত্রের মধ্যে রাখিয়া দাও, আমি ততক্ষণ গোরোচনা তীর্থমৃত্তিকা দুর্ব্বাঙ্কুরাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যসমূহে গাত্রানুলেপনের জন্য প্রস্তুত করিতেছি ॥ ৫৩ ॥

প্রিয়ংবদা। (তাহাই করিলেন)

[অনসূয়া নিষ্ক্রান্ত।

(নেপথ্যে) গৌতমি! শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিষ্যবর্গকে আদেশ কর যে, তোমরা বৎস শকুন্তলাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও। ৫৪ ॥

প্রিয়। অনসূয়ে! সত্বর হও, সত্বর হও! হস্তিনাপুরগামী এই সকল ঋষিগণ শব্দ করিতেছেন ॥ ৫৫ ॥

(পিষ্টগোরোচনাদি হস্তে অনসূয়ার প্রবেশ)

অন। সখি! এস আমরা গমন করি। (এই বলিয়া পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন) ॥ ৫৬ ॥

প্রিয়। (অবলোকন পূর্ব্বক) শকুন্তলা সূর্য্যোদয়কালে স্নান করিয়া উপবিষ্ট আছেন, তাপসীগণ তৃণ-ধান্য-তণ্ডুলাদি স্বস্তিবাচন-সামগ্রী গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি আদর প্রকাশ করিতেছেন, অতএব চল, আমরা তাঁহার নিকট গমন করি ॥ ৫৭ ॥

(অনন্তর যথানির্দ্দিষ্ট কার্য্যনিরতা শকুন্তলার সপরিবারে প্রবেশ)

শকু। আমি ভগবতীকে প্রণাম করি। (এই বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম) ॥ ৫৮ ॥

গৌত। বৎসে! স্বামীর বহুমানসূচক দেবী শব্দ লাভ কর ॥ ৫৯ ॥

তাপসীগণ। বীরপ্রসবিনী হও ॥ ৬০ ॥

[এই আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক গৌতমী ব্যতীত তাপসীগণ নিষ্ক্রান্ত।

সখীদ্বয়। (নিকটে গিয়া) তোমার মঙ্গলস্নান হইয়াছে? ৬১ ॥

শকু। প্রিয়সখীদের কুশল ত? এই স্থানে উপবেশন কর ॥ ৬২ ॥

সখীদ্বয়। (উপবেশন করিয়া) সখি! সরলভাবে উপবেশন কর, আমরা তোমার মঙ্গলানুলেপন করিতেছি ॥ ৬৩ ॥

শকু। উইদং পি এদং অব্ব বহুমণিদজ্জং জদো দুল্লহং দাব পুণো মে পিঅসহীমণ্ডণং ভবিস্সদি (ইতি বাষ্পং বিসৃজতি) ॥ ৬৪ ॥

সখ্যৌ। সহি! ণ জুত্তং মঙ্গলকালে রোদিদুং। (ইত্যশ্রূণি প্রমৃজ্য নাট্যেন প্রসাধয়তঃ)॥ ৬৫ ॥

প্রিয়। সহি! আহবণাবিহং দে রূঅং অস্সমসুলহেহিং প্রসাক্ষণেহিং বিপ্পআরীঅদি ॥ ৬৬ ॥

(প্রবিশ্য আভরণহস্তো ঋষিকুমারঃ)

ঋষিকুমারঃ। ইদমলঙ্কারজাতমলঙ্ক্রিয়তামায়ুষ্মতী ॥ ৬৭ ॥

(সর্ব্বা বিলোক্য বিস্মিতাঃ)

গৌত। বচ্ছ হারীদ! কুদো ইদং আসাদিদং? ৬৮ ॥

হারী। তাসকণ্ব-প্রভাবাৎ ॥ ৬৯ ॥

গৌত। কিং মাণসী সিদ্ধী? ৭০ ॥

হারী। ন খলু শ্রূয়তাং তত্রভবতা কণ্বেন বয়মাজ্ঞপ্তাঃ শকুন্তলাহেতোর্বনস্পতিভ্যঃ কুসুমান্যাহরতেতি ততশ্চ—

ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ডুতরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতং, নিষ্ঠ্যূতশ্চরণোপরাগসুভগো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ। অন্যেভ্যো বনদেবতাকরতলৈরাপর্ব্বভাগোত্থিতৈর্দত্তান্যাভরণানি নঃ কিসলয়চ্ছায়াপরিস্পর্দ্ধিভিঃ॥৭১॥

প্রিয়। (শকুন্তলাং বিলোক্য) হলা কোডরসম্ভবাবি মহুঅরী পোক্খরমহু জ্জেব অহিলসদি ॥ ৭২॥

গৌত। জাদে ইমাএ অব্ভুববত্তীএ সুইদা ভত্তুণো গেহে অনুহোদব্বা রাঅলচ্ছী ॥ ৭৩ ॥

শকু। (লজ্জাং নাটয়তি) ॥ ৭৪ ॥

শকু। ইহা এখনও উচিত ও আদরের বিষয বটে, যেহেতু, পুনর্ব্বার প্রিয়সখীদের কৃত ভূষণ আমার পক্ষে দুর্লভ হইবে। (এই বলিয়া বাষ্পরাশি মোচন) ॥ ৬৪ ॥

সখীদ্বয়। সখি! এমন মঙ্গলসময়ে তোমার রোদন করা উচিত নহে। (উভয়ে অশ্রুবিসর্জ্জন পূর্ব্বক বেশ রচনাকরণ) ॥ ৬৫ ॥

প্রিয়। সখি! তোমার এই রূপ অলঙ্কারের যোগ্য বটে, কিন্তু আশ্রমসুলভ এই ভূষণ দ্বারা কেবল বিকৃতিভাবাপন্ন করা হইতেছে ॥ ৬৬ ॥

(আভরণ হস্তে ঋষিকুমারের প্রবেশ)

ঋষি-কুমার। আয়ুষ্মতি! আপনি এই সমস্ত অলঙ্কারগুলি পরিধান করুন ॥ ৬৭ ॥

গৌতমী। (অলঙ্কার দৃষ্টে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন) বৎস হারীত! এই সমস্ত অলঙ্কার কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলে? ৬৮ ॥

হারীত। তাত কণ্বের প্রভাব হেতু ইহা লব্ধ হইয়াছে ॥ ৬৯ ॥

গৌতমী। সিদ্ধিসমন্বিত মহর্ষির মানস হইতে কি উৎপন্ন হইল? ৭০ ॥

হারীত। তাহা নহে, তবে শ্রবণ করুন্। ভগবান্ কণ্ব আমাদিগকে আদেশ করিলেন যে, শকুন্তলার নিমিত্ত বনস্পতিদিগের নিকট হইতে কুসুমাদি আহরণ কর। তদনন্তর কোন তরু চন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ মাঙ্গলিক কর্ম্মে অতিশয় প্রশস্ত দুকূলাদি প্রদান করিল, আবার কোন তরু চরণরঞ্জনযোগ্য লাক্ষারস (আলতা) উদ্গীরণ করিয়া দিল, আরও বনদেবতাগণ অন্যান্য তরুসমূহ হইতে কিসলয়কান্তি পরিস্পর্দ্ধী-করতল হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত উত্থিত করিয়া আমাদিগকে এই সকল আভরণাদি প্রদান করিলেন ॥ ৭১ ॥

প্রিয়। (শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) প্রিয়সখি! কোটরসম্ভবা মধুকরী পদ্মমধুরই অভিলাষ করিয়া থাকে ॥ ৭২ ॥

গৌতমী। বৎসে! এই বননেবতাদিগের অনুগ্রহ দ্বারা বোধ হইতেছে যে, তুমি স্বামীগৃহে গমন করিয়া রাজলক্ষ্মী উপভোগ করিবে ॥ ৭৩ ॥

শকু। (লজ্জা প্রকাশ করিলেন) ॥ ৭৪ ॥

হারী। যাবদিমাং বনস্পতিসেবামভিবেকার্থং মালিনীমবতীর্ণায় তত্রভবতে কথায় নিবেদয়ামি ॥৭৫॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

অন। সহি! অণণুভূষণো অঅং জণো কধং তুমং অলঙ্করেদি? ৭৬॥

(চিন্তয়িত্বা বিলোক্য চ) চিত্তপরিচএণ দাণিং দে অঙ্গেসুং আহরণবিণিওঅং করেহ্ম॥ ৭৭॥

শকু। জানামি বো ণিউণত্তণং॥ ৭৮॥

সখ্যৌ। (নাট্যেনালঙ্কারান্ বিনিযুঞ্জাতে)॥ ৭৯॥

(ততঃ প্রবিশতি স্নানোত্তীর্ণঃ কণ্বঃ)

কণ্বঃ। (বিচিন্ত্য)

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া, অন্তর্বাষ্পভরোপরোধি গদিতং চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমপি স্নেহাদরণ্যৌকসঃ,পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং ন তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ॥৮০॥

(ইতি পরিক্রামতি)

সখ্যৌ। হলা সউন্তলে! অবসিদমণ্ডণাসি সম্পদং পরিহেহি কৃখোমজুঅলং॥ ৮১॥

শকু। (উত্থায় নাট্যেন পরিধত্তে)॥ ৮২॥

গৌত। জাদে এস দে আণন্দপাপ্‌পপরিবাহিণা লোঅণেণ পরিস্‌সজন্তো বিঅ গুরু উবখিদো তা সমুদাআরং পরিবজ্জস্‌স॥ ৮৩॥

শকু। (সব্রীড়ং বন্দনাং করোতি)॥ ৮৪॥

কণ্বঃ। বৎসে!

যযাতেরিব শর্ম্মিষ্ঠা ভর্ত্তুর্বহুমতা ভব। পুত্রং ত্বমপি সম্রাজং সেব পুরুমবাপ্নুহি॥ ৮৫॥

গৌত। জাদো বরো কৃখু এসো ণ আসিসো॥ ৮৬॥

হারীত। আমি এই বনস্পতিদিগের কৃত উপকার মালিনীনদীতে অবতীর্ণ পূজ্যপাদ মহর্ষি কণ্বকে নিবেদন করিগে॥ ৭৫॥ [এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত

অন। সখি! আমি ত কখন অলঙ্কার দেখি নাই, তবে কিরূপে তোমাকে অলঙ্কার পরাইয়া দিব (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া শকুন্তলার অঙ্গ-সকল সন্দর্শন পূর্ব্বক) তবে এক্ষণে মনে মনে অবধারণ করিয়া তোমার অঙ্গসমূহে অলঙ্কার সন্নিবেশিত করিয়া দিই॥ ৭৬-৭৭॥

শকু। আমি তোমাদের নৈপুণ্য সবিশেষ অবগত আছি॥ ৭৮॥

সখীদ্বয়। (উভয়েই তাঁহার অঙ্গে অলঙ্কার পরাইয়া দিলেন)॥ ৭৯॥

(স্নানান্তে কণ্বের প্রবেশ)

কণ্ব। (চিন্তা করিয়া) আজ শকুন্তলা পতিগৃহে গমন করিবে, এই নিমিত্ত আমার হৃদয় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে আর আমার বাক্যও অন্তর্গত বাষ্পভরে অবরুদ্ধ হইতেছে এবং নয়নদ্বয় চিন্তাজড়ীভূত হইয়াছে। আমি বনবাসী তাপস, স্নেহবশে আমারই যখন এরূপ বিকলতা উপস্থিত হইল, আর যাহারা প্রকৃত গৃহী, তাহারা না জানি, এই নূতন তনয়া-বিচ্ছেদে কত কষ্টই ভোগ করিয়া থাকে॥ ৮০॥

সখীদ্বয়। সখি! তোমার ভূষণকার্য্য শেষ হইয়াছে,এক্ষণে ক্ষৌমযুগল (পট্টবস্ত্র) পরিধান কর॥ ৮১

শকু। (উঠিয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন)॥ ৮২॥

গৌতমী। বৎসে! আনন্দবাষ্পবিসর্জ্জনকারী-লোচন দ্বারা আলিঙ্গন করিয়াই যেন এই তোমার গুরু উপস্থিত হইয়াছেন; অতএব সমুচিত সমাদর পূর্ব্বক ইহাঁকে অভিবাদন কর॥ ৮৩॥

শকু। (সলজ্জভাবে বন্দনা করিলেন)॥ ৮৪॥

কণ্ব। বৎসে! যযাতির শর্ম্মিষ্ঠার ন্যায় স্বীয় ভর্ত্তার আদরণীয়া হও এবং পুরুর ন্যায় চক্রবর্ত্তীলক্ষণাক্রান্ত একটী তনয় লাভ কর॥ ৮৫॥

গৌতমী। বৎসে! এটী বর, আশীর্ব্বাদ নয়॥ ৮৬॥

কণ্বঃ। বৎসে! ইতঃ সদ্যো হুতানগ্নীন্ প্রদক্ষিণীকুরুষ ॥ ৮৭ ॥

(সর্ব্বে তথা কারয়িতুং পরিক্রামন্তি)

কণ্বঃ। বৎসে!

অমী বেদিং পরিতঃ ক্লৃপ্তধিষ্ণ্যাঃ সমিদ্বন্তঃ প্রান্তসংস্তীর্ণদর্ভাঃ।
অপঘ্নন্তো দুরিতং হব্যগন্ধৈর্বৈতানাস্ত্বাং বহ্নয়ঃ পাবয়ন্তু ॥ ৮৮ ॥

শকু। (প্রদক্ষিণং করোতি) ॥ ৮৯ ॥

কণ্বঃ। বৎসে! প্রতিষ্ঠস্বেদানীম্ ॥ ৯০ ॥

(সদৃষ্টিক্ষেপম্) ক নু তে শার্ঙ্গরবশারদ্বতমিশ্রাঃ ॥ ৯১ ॥

(প্রবিশ্য শিষ্যৌ)

শিষ্যৌ। ভগবন্নিমৌ স্বঃ ॥ ৯২ ॥

কণ্বঃ। বৎসৌ! ভগিন্যাঃ পন্থানমাদেশয়তম্ ॥ ৯৩ ॥

শিষ্যৌ। ইত ইতো ভবতী ॥ ৯৪ ॥

(সর্ব্বে পরিক্রামন্তি)

কণ্বঃ। ভো ভোঃ সন্নিহিতবনদেবতাস্তপোবনতরবঃ!

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বসিক্তেষু যা, নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদৌ বঃ কুসুমপ্রবৃত্তিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ, সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্ ॥ ৯

আকাশে। রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভিশ্ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্কময়ূখতাপঃ।
ভূয়াৎ কুশেশয়রজোমৃদুরেণুরস্যাঃ, শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ ॥ ৯৬ ॥

সর্ব্বে। (সবিস্ময়মাকর্ণয়ন্তি) ॥ ৯৭ ॥

কণ্ব। বৎসে! অনলে এইমাত্র আহুতি প্রদত্ত হইয়াছে, তুমি এই দিক্ হইতে অগ্নিকে প্রদ
কর। (সকলেই প্রদক্ষিণ করিবার নিমিত্ত পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন) ॥ ৮৭ ॥

গোতমী। বৎসে! সে সকল অগ্নি বেদীর সম্মুখে ও পার্শ্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সংস্থাপিত এবং যে স
লের চারিদিকে কুশসকল বিস্তৃত রহিয়াছে ও যে বহ্নি কাষ্ঠসকল দাহন করিতেছেন, সেই যজ্ঞীয় অ
সমূহ দেবোদ্দেশে আহুত দ্রব্যে গন্ধদ্বারা পাপ প্রশমিত করিয়া তোমার পবিত্রতা সম্পা
করুন্ ॥৮৮॥

শকু। (সেই অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন) ॥ ৮৯ ॥

কণ্ব। বৎসে! এক্ষণে গমন কর। (দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া) শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত কোথায়? ৯০-৯

(শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ)

শিষ্যদ্বয়। এই আমরা আসিয়াছি ॥ ৯২ ॥

কণ্ব। বৎস! তোমরা ভগিনীর পথ দেখাইয়া দেও ॥ ৯৩ ॥

শিষ্যদ্বয়। আপনি এই দিকে আসুন্ ॥৯৪॥ (এই বলিয়া সকলেই পরিক্রমণ করিতে লাগিলে

কণ্ব। হে বনদেবতাগণ-সমন্বিত তপোবনস্থিত বৃক্ষসকল! তোমাদের জলসেক না করিয়া শকু
অগ্রে জল পান করিতে ইচ্ছা করিত না এবং ভূষণপ্রিয়া হইয়াও স্নেহপ্রযুক্ত যে তোমাদের একটীমা
বৃক্ষের পল্লব ছিন্ন করিত না, তোমাদের পুষ্পোদ্গম-সময়ে প্রথমেই যাহার আনন্দ হইত, সেই শকু
অদ্য পতিগৃহে গমন করিতেছে, অতএব তোমরা সকলে এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান কর ॥ ৯৫ ॥

(তখন আকাশে ধ্বনি হইয়া উঠিল) "এই শকুন্তলার গমনপথ পদ্মিনীসমূহ দ্বারা হরিদ্বর্ণ হ
সরোবরসমূহদ্বারা মনোহর এবং ছায়াপ্রধান বৃক্ষনিচয় দ্বারা তদ্গত রবিকিরণ-সকল প্রশ
হউক্ এবং কমলগণের পবনচলিত পরাগ-সমূহ রেণুসমন্বিত হউক্ ও পবন অনুকূল ও মন্দ
হইয়া প্রবাহিত হউক্ এবং কল্যাণপ্রদ হউক্।" (সকলে বিস্মিত হইয়া সেই দিকে কর্ণপ
করিলেন) ॥ ৯৬-৯৭ ॥

শার্ঙ্গ। (কোকিলশব্দং সূচয়িত্বা) ভগবন্!

অনুমতগমনা শকুন্তলা তরুভিরিয়ং বনবাসবন্ধুভিঃ।
পরভৃতবিরুতকলং যতঃ প্রতিবচনীকৃতমেভিরাত্মনঃ॥ ৯৮॥

গৌত। জাদে ণাদিজণসিলিদ্ধাহিং অণুণ্ণাদগমণাসি তবোবন-দেবদাহিং পণমত অবদীণং॥ ৯৯॥

শকু। (সপ্রণামং পরিক্রম্য জনান্তিকম্) হলা পিঅম্বদে! অজ্জউদংসণুস্সুআএবি অস্সমপদং পরিচ্চঅন্তীএ দুক্খদুক্খেণ চলণা মে পুরোমুহা ণিবড়ন্তি॥ ১০০॥

প্রিয়। ণ কেবলং তুমং জ্জেব তবোবণবিরহকাদরা তুএ উবট্ঠিদবিওআস্স তপোবনস্স বি অবত্থং পেক্খ দাব॥ ১০১॥

উগ্গিলিদদব্ভকবলা মঈ পরিচ্চত্তণত্তণা মোরী।
ওসরিঅপাণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্সুং বিঅ লদাওো॥ ১০২॥

শকু। (স্মৃত্বা) তাদ লদাবহিণীং দাব মাহবীং আমন্তইস্সং॥ ১০৩॥

কণ্বঃ। বৎসে! অবৈমি তে তস্যাং সৌহার্দ্দং, ইয়ং সা দক্ষিণে পশ্য॥ ১০৪॥

শকু। (উপেত্য লতামালিঙ্গ্য) লদাবহিণি পচ্চালিঙ্গস্স মং সাহামএহিং অজ্জ পহুদি দূরবত্তিণী ক্খু দে ভবিস্সং। তাদ অহং বিঅ তুএ চিন্তণীআ॥ ১০৫॥

কণ্বঃ। বৎসে সঙ্কল্পিতং প্রথমমেব ময়া তদর্থং, ভর্ত্তারমাত্মসদৃশং স্বগুণৈর্গতাসি।
অস্যাস্তু সম্প্রতি বরং ত্বয়ি বীতচিন্তঃ, কান্তং সমীপসহকারমিমং করিষ্যে॥ ১০৬॥
তদিতঃ প্রস্থানং প্রতিপদ্যস্ব।

শকু। (সখ্যাবুপেত্য) হলা এসা দোণ্ণং পি বো হত্থে ণিক্খেবো॥ ১০৭॥

শার্ঙ্গ। (কোকিলধ্বনি সূচনা করিয়া) ভগবন্! এই বনবাস-বান্ধব পাদপসকল শকুন্তলার গমনে অনুমতি প্রদান করিতেছে, যেহেতু, কোকিলধ্বনির ছলে ইহারা আপনাদিগের প্রত্যুত্তর-বাক্য প্রদান করিল॥৯৮॥

গৌতমী। বৎসে! পিতৃলোকের ন্যায় স্নেহ-পরায়ণ বনদেবতাগণ তোমার গমনে অনুমতি প্রদান করিলেন, অতএব তুমি এই ভগবতীদিগকে অভিবাদন কর॥ ৯৯॥

শকু। (প্রণাম করিয়া পরিক্রমণ করিতে করিতে অপরে শুনিতে না পায়, এরূপ ভাবে বলিলেন) প্রিয়ংবদে! আমি আর্য্যপুত্রের দর্শনে সমুৎসুক হইলেও আশ্রমস্থান পরিত্যাগ করিতে আমার চরণ-যুগল আজ কোনমতেই অগ্রসর হইতেছে না॥ ১০০॥

প্রিয়। কেবল তুমিই যে তপোবন-বিরহে কাতর হইয়াছ,এমন মনে করিও না; তোমার বিরহে তপোবনের অবস্থা অবলোকন কর। এই হরিণীগণ কুশ-গ্রাস উদ্গীরণ করিতেছে, ময়ূরীসকল আজ আনন্দের সহিত নৃত্য করিতেছে না এবং লতাসকল পরিণতপত্রপাতনচ্ছলে যেন তোমার বিরুদ্ধে অশ্রুপাত করিতেছে॥ ১০১-১০২॥

শকু। (স্মরণ করিয়া) তাত! আমার লতাভগিনী মাধবীর সহিত সম্ভাষণ করিব॥ ১০৩॥

কণ্ব। বৎসে! তাহার প্রতি তোমার যে অসীম সৌহার্দ্দভাব আছে, তাহাও আমি বিশেষ অবগত আছি। আর এই মাধবীলতা তোমারই দক্ষিণদিকে রহিয়াছে, অবলোকন কর॥ ১০৪॥

শকু। (নিকটে গমন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া) লতাভগিনি! শাখারূপ বাহুযুগল দ্বারা আমাকে প্রত্যালিঙ্গন কর, আজ হইতে আমি তোমাদের দূরবর্ত্তিনী হইলাম। (কণ্বের দিকে দৃষ্টি করিয়া) পিতঃ! আপনি আমার ন্যায় ইহাদিগকেও স্নেহের চক্ষে দেখিবেন॥ ১০৫॥

কণ্ব। বৎসে! আমি প্রথমেই তোমার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি স্বীয় গুণ দ্বারাই আত্মানুরূপ পতি লাভ করিয়াছ। অতএব আমি তোমার অভিপ্রায়মতে এক্ষণে মাধবীলতার সমীপস্থ এই মনোহর সহকারকেই মাধবীলতার বর করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি॥ ১০৬॥

শকু। (সখীদের নিকটে গিয়া) তোমাদের দুই জনেরই হস্তে ইহাকে সমর্পণ করিলাম॥১০৭॥

সখ্যৌ। অম্হং জনো দাণিং কস্স হত্থে সমপ্পিদো ? (ইতি বাষ্পং বিসৃজতঃ) ॥ ১০৮ ॥

কণ্বঃ। অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! অলং রুদিতেন, নন্থ ভবতীভ্যামেব শকুন্তলা স্থিরীকর্ত্তব্যা ॥ ১০৯

(ইতি সর্ব্বে পরিক্রামন্তি)

শকু। (বিলোক্য) তাদ এসা উড়অপজ্জন্তচারিণী গব্ভহারমন্থরা মি অবহূ জদা সুহপ্পসব ভবিস্সদি তদা মে কম্পিপিঅণিবেদঅং বিসজ্জইসসি মা এদং বিসুমরিস্সসি ॥ ১১০ ॥

কণ্বঃ। বৎসে! নেদং বিস্মরিষ্যামি ॥ ১১১ ॥

শকু। (গতিভেদং রূপয়িত্বা) অম্মো কো ণু কৃখু এসো পদকস্তো বিঅ পুণো পুণো বসণন্তে সজ্জদি। (ইতি পরাবৃত্যাবলোকয়তি) । ১১২ ॥

কণ্বঃ। বৎসে! যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোহণমিঙ্গুদীনাং তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে।

শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্দ্ধিতকো জহাতি, সোঽয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে ॥ ১১৩ ॥

শকু। বচ্ছ কিং সহবাসপরিচ্চাইণীং অণুবন্ধেসি ণং অচিরপ্পসূদেংবরদাএ জণণীএ বিণা জধ মএ বড্‌ঢিদোসি তধা দাণিং পি মএ বিরহিদং তাদো তুমং চিস্তইস্সদি তা ণিউত্তস্স ॥ ১১৪ ॥

[ইতি রুদতী প্রস্থিতা

কণ্বঃ। বৎসে! অলং রুদিতেন, স্থিরা ভব, ইতঃ পন্থানমালোকয়।

উৎপক্ষ্মণোর্নয়নয়োরুপরুদ্ধবৃত্তিং, বাষ্পং কুরু স্থিরতয়া শিথিলানুবন্ধম্।

অস্মিন্নলক্ষিতনতোন্নতভূমিভাগে, মার্গে পদানি খলু তে বিষমীভবন্তি ॥ ১১৫ ॥

শিষ্যৌ। ভগবন্নোদকান্তং স্নিগ্ধোঽনুগম্যত ইতি শ্রূয়তে, তদিদং সরসীতীরং অত্র নঃ সন্দিশ্য প্রতিগন্তুমর্হসি ॥ ১১৬ ॥

সখীদ্বয়। আমাদের দুইজনকে কাহার নিকটে নিক্ষেপ করিলে ? (এই বলিয়া বাষ্প বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন) ॥ ১০৮ ॥

কণ্ব। অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমরা এখন রোদন করিও না, এখন শকুন্তলাকে আশ্বাসিত করা কর্ত্তব্য। (এই বলিয়া সকলে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন) ॥ ১০৯ ॥

শকু। (দর্শন করিয়া) তাত! এই পর্ণশালার পার্শ্বচারিণী গর্ভ-ভার-মন্থরা মৃগবধূ যখন সুখে প্রসব করিবে, তখন কোন বার্ত্তাবহকে আমার নিকটে পাঠাইবেন, আপনি ইহা ভুলিবেন না ॥১১০॥

কণ্ব। বৎসে! কখনই আমি বিস্মৃত হইব না ॥ ১১১ ॥

শকু। (ভঙ্গীসহকারে) অহো! এটী কে ? আমার চরণ আক্রমণ পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ বসনপ্রান্তে সংলগ্ন হইতেছে। (এই বলিয়া পরাবৃত্ত হইয়া অবলোকন করিলেন) ॥ ১১২ ॥

কণ্ব। বৎসে! যাহার মুখ কুশসূচিদ্বারা বিদ্ধ হইলে যাহার মুখে ব্রণ-নাশক ইঙ্গুদীতৈল নিক্ষেপ করিতে এবং যাহাকে শ্যামাকধান্যের তণ্ডুলকণা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছ, এই সেই তোমার কৃতক পুত্র মৃগশাবক তোমার পথ ছাড়িতেছে না ॥ ১১৩ ॥

শকু। বৎস! আমি তোমার সহবাস পরিত্যাগ করিয়াছি বলিয়া কি তুমি আমার অনুগমন করিতেছ ? তোমার জননী তোমাকে প্রসব করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে আমি যেমন তোমাকে বর্দ্ধিত করিয়াছি,কিন্তু আমিই আবার এখন তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলাম, এই আমার পিতা তোমার চিন্তা করিবেন, অতএব তুমি এ স্থান হইতে ফিরিয়া যাও ॥ ১১৪ ॥

[এই কথা বলিয়া রোদন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

কণ্ব। বৎসে! রোদন করিও না, এখন পথ দেখিয়া গমন কর। তোমার উদ্গতপক্ষ্ম নয়নযুগলে অবিরলধারায় বাষ্পবারি বিগলিত হইয়া তোমার দৃষ্টি নিরুদ্ধ হইতেছে, অতএব তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বাষ্পবর্ষণ শিথিল কর; নচেৎ এই নতোন্নত ভূমি-বিশিষ্ট পথ না দেখিয়া চলিলে ইহাতে তোমার প্রত্যেক পদেই পদস্খলন হইতে পারে ॥ ১১৫ ॥

শিষ্যদ্বয়। ভগবন্! জলাশয়ের নিকট পর্য্যন্ত আত্মীয়জন অনুগমন করিবে, এই শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট আছে, তবে এই সরোবরতীর পর্য্যন্ত আসা হইয়াছে, এখন আপনি আদেশ করিয়া প্রতিগমন করুন ॥ ১১৬

কণ্বঃ। তেন হীমাং ক্ষীরিচ্ছায়ামাশ্রয়ামঃ ॥ ১১৭ ॥ (সর্ব্বে তথা নাটয়ন্তি)

কিন্নু খলু তত্রভবতো দুষ্মন্তস্য যুক্তরূপং সন্দেষ্টব্যম্। (ইতি চিন্তয়তি) ॥ ১১৮ ॥

অন। সহি অস্সমপদে ণ অত্থি কোবি চিত্তবন্তো জো তত্র বিরহিজ্জন্তো ণ তাম্মদি পেক্খ দাব

পুড়ইণিবত্তন্তরিঅং বাহরিআোবি ণ বাহরেই পিঅং।

মুহউব্বূঢ়মিণালো তই দিট্ঠিং দেই চক্কাআে ॥ ১১৯ ॥

কণ্বঃ। বৎস শাঙ্গ´রব ! ইতি ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা শকুন্তলাং পুরস্কৃত্যাভিধাতব্যঃ ॥ ১২০ ॥

শাঙ্গ। আজ্ঞাপয়তু ভবান্ ॥ ১২১।

কণ্বঃ। অস্মান্ সাধু বিচিন্ত্য সংযমধনানুচ্চৈঃ কুলঞ্চাত্মনস্ত্বয্যস্যাঃ কথমপ্যবান্ধবকৃতাং স্নেহপ্রবৃত্তিঞ্চ তাম্।

সামান্যপ্রতিপত্তিপূর্ব্বকমিয়ং দারেষু দৃশ্যা ত্বয়া।

ভাগ্যাধীনমতঃ পরং ন খলু তৎ স্ত্রীবন্ধুভির্যাচ্যতে ॥ ১২২ ॥

শাঙ্গ´। গৃহীতোঽয়ং সন্দেশঃ ॥ ১২৩ ॥

কণ্বঃ। (শকুন্তলাং বিলোক্য) বৎসে! ত্বমিদানীমনুশাসনীয়াসি বনৌকসোঽপি বয়ং লোকজ্ঞা এব ॥ ১২৪ ॥

শাঙ্গ´। ভগবন্ ! ন খলু কশ্চিদবিষয়ো নাম ধীমতাম্ ॥ ১২৫ ॥

কণ্বঃ। সা ত্বমিতঃ পতিগৃহং প্রাপ্য—

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে, ভর্ত্তুর্ব্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।

ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী, যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ ॥

গৌতমী বা কিং মন্যতে ? ১২৬ ॥

কণ্ব। তবে এই বটবৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় করি। (সকলের উপবেশন) সেই মাননীয় মহারাজ দুষ্মন্তের অনুরূপ আদেশবন্ধ হইতে পারে ? (এই বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন) ১১৭-১১৮ ॥

অন। সখি! আশ্রমস্থানে চেতনাবান্ এমন কেহই নাই যে, তোমার বিরহে কাতর না হইয়াছে। ঐ দেখ দেখ, পদ্মিনীর পত্রমধ্যে অবস্থিত প্রিয়াকর্ত্তৃক কথিত হইয়াও চক্রবাক্ প্রিয়বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া মুখে মৃণাল ধারণ করিয়াও তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে ॥ ১১৯ ॥

কণ্ব। বৎস শাঙ্গ´রব! তুমি আমার বাক্যানুসারে শকুন্তলাকে অগ্রে করিয়া সেই রাজাকে এই কথা বলিবে ॥ ১২০ ॥

শাঙ্গ´। আপনি আজ্ঞা করুন্ ॥ ১২১ ॥

কণ্ব। তপস্যাই আমাদের ধন এবং আপনার বংশও অতি মহৎ, আর এই শকুন্তলা কোন বন্ধুজনকে না জানাইয়া আপনার প্রতি প্রণয়-বন্ধন প্রকাশ করিয়াছেন, এই সকল বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাকে স্ত্রীগণের মধ্যে তুল্যরূপে দর্শন করিবেন, ইহার অধিক সম্মানাদি লাভ হওয়া ভাগ্যের অধীন, স্ত্রীগণের বান্ধবসকল তাহা আর প্রার্থনা করে না ॥ ১২২ ॥

শাঙ্গ´। এই আদেশ গ্রহণ করিলাম ॥ ১২৩ ॥

কণ্ব : (শকুন্তলার দিকে অবলোকন পূর্ব্বক) বৎসে! এক্ষণে তোমাকে উপদেশ প্রদান করা আমাদের কর্ত্তব্য হইয়াছে। বনবাসী হইলেও আমাদিগকে লৌকিকাচারে অভিজ্ঞ বলিয়া জানিবে ॥ ১২৪ ॥

শাঙ্গ´। ভগবন্! ধীমান্ ব্যক্তিদিগের কিছুই অগোচর থাকে না ॥ ১২৫ ॥

কণ্ব। শকুন্তলে! তুমি এখান হইতে স্বামীগৃহে গমন করিয়া সমস্ত গুরুজনের সেবা-শুশ্রূষা এবং সপত্নীগণের প্রতি প্রিয়সখীগণের ন্যায় আচরণ করিবে, স্বামী কখনও তোমাকে তিরস্কার করিলে ক্রুদ্ধ হইয়া পতির প্রতিকূলাচরণ করিও না ও স্বামীর উপভোগের প্রতি অনুৎসাহিনী হইয়া পরিচারক ব্যক্তিগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবে। প্রমদাগণ এইরূপ আচরণ করিলেই গৃহিণী-পদে অবস্থিতি করিতে পারেন, বিপরীত আচরণ করিলে কুলের পীড়াদায়িনী হইয়া উঠে। এই বিষয়ে গৌতমীরই বা মত কি ? ১২৬ ॥

গৌত। এত্তিও কৃখু বহুজণে উবদেসো। জাদে এবং কৃখু হিঅএ করেহি মা বিম্মরিস্সদি ॥১২৭॥

কণ্বঃ। বৎসে! এহি পরিষ্বজস্ব মাং সখীজনঞ্চ ॥ ১২৮

শকু। তাদ! ইদো জ্জেব কিং পিঅসহীওণিউত্তিস্সন্তি? ১২৯॥

কণ্বঃ। বৎসে! ইমে অপি প্রদেয়ে তন্ন যুক্তমনয়োস্তত্র গন্তং ত্বয়া সহ গৌতমী গমিষ্যতি ॥ ১৩০॥

শকু। (পিতুরঙ্কমাশ্লিষ্য) কধং দাণিং তাদস্স অঙ্কাদো পরিব্‌ভট্টা মলঅপব্বদাদো উম্মূলিদা চন্দনলদা বিঅ দেসন্তরে জীবিদং ধারইস্সং ॥ ১৩১ ॥

কণ্বঃ। বৎসে! কিমেবং কাতরাসি?

অভিজনবতো ভর্ত্তুঃ শ্লাঘ্যে স্থিতা গৃহিণীপদে, বিভবগুরুভিঃ কৃত্যৈরস্ত প্রতিক্ষণমাকুলা।

তনয়মচিরাৎ প্রাচীবার্কং প্রসূয় চ পাবনং, মম বিরহজাং ন ত্বং বৎসে শুচং গণয়িষ্যসি ॥ ১৩২ ॥

শকু। (পিতুঃ পাদয়োঃ পতিত্বা) তাদ! বন্দামি ॥ ১৩৩॥

কণ্বঃ। বৎসে! যদহমিচ্ছামি তদস্তু তে ॥ ১৩৪ ॥

শকু। (সখ্যাবুপগম্য) সহীও এধ দুবেবি মং সমং জ্জেব পরিস্সজধ ॥ ১৩৫ ॥

সখ্যৌ। (তথাকৃত্বা) সহি জই ণাম সো রাএসী পচ্চহিণ্ণাণমন্থরো ভবে তদো ইমং অত্তণো ণামধেঅঙ্কিদং অঙ্গুলীঅঅং দংসইস্সসি ॥ ১৩৬ ॥

শকু। ইমিণা বো সন্দেসেণ কম্পিদং মে হিঅঅং ॥ ১৩৭ ॥

সখ্যৌ। সহি! মা ভাআহি সিণেহো পাবমাসঙ্কদি ॥ ১৩৮ ॥

শার্ঙ্গ। ভগবন্! দূরমধিরূঢ়ঃ সবিতা ত্বরয়াত্রভবতীম্ ॥ ১৩৯ ॥

শকু। (ভূয়ঃ পিতুরঙ্কমাশ্লিষ্য আশ্রমাভিমুখীভূয় চ) তাদ! কদা ণু কৃখু ভূও তবোবণং পেক্খিস্সং ॥ ১৪০ ॥

গৌত। বধূজনের প্রতি এইরূপ উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখ, কদাচ বিস্মৃত হইও না ॥১২৭॥

কণ্ব। বৎসে! এস, আমাকে এবং সখীগণকে আলিঙ্গন কর ॥ ১২৮ ॥

শকু। পিতঃ! এই স্থান হইতেই কি সখীগণ প্রতিনিবৃত্ত হইবে? ১২৯ ॥

কণ্ব। বৎসে! ইহারাও বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, অতএব ইহাদের সে স্থানে গমন করা উচিত হয় না, তোমার সহিত গৌতমী গমন করিবেন ॥ ১৩০ ॥

শকু। (পিতার ক্রোড়দেশে আলিঙ্গন পূর্ব্বক) আমি এক্ষণে পিতার ক্রোড়দেশ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া মলয়পর্ব্বত হইতে উন্মূলিতা চন্দনলতার ন্যায় কিরূপে গিয়া দেশান্তরে জীবনধারণ করি? ১৩১॥

কণ্ব। বৎসে! কি জন্য এত কাতর হইতেছ? প্রশস্তকুলসম্পন্ন পতির শ্লাঘনীয় গৃহিণী-পদে অবস্থিতি করিয়া উঁহার অতি মহতী সম্পত্তি দ্বারা গুরুতর সুবিস্তৃত কার্য্যকলাপে প্রতিক্ষণ ব্যস্ত থাকিয়া পূর্ব্বদিক্ যেমন সূর্য্যকে প্রসব করে, সেইরূপ তুমিও কুলপাবন ও তেজঃসম্পন্ন অতুলনীয় সন্তান প্রসব করিয়া আমার বিরহজনিত শোকানুভব ভুলিয়া যাইবে ॥ ১৩২ ॥

শকু। (পিতার চরণদ্বয়ে নিপতিত হইয়া) পিতঃ! বন্দনা করি ॥ ১৩৩ ॥

কণ্ব। বৎসে! আমি যাহা ইচ্ছা করি, তোমার তাহাই হউক ॥ ১৩৪ ॥

শকু। (সখীদ্বয়ের নিকট গমন পূর্ব্বক) এস, তোমরা দুই জনেই একেবারে আমাকে আলিঙ্গন কর ॥ ১৩৫ ॥

সখীদ্বয়। (আলিঙ্গন করিয়া) সখি! যদি সেই রাজর্ষি তোমাকে চিনিতে না পারেন, তবে তাঁহার নামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয়টী তাঁহাকে দেখাইবে ॥ ১৩৬ ॥

শকু। তোমাদের এই উপদেশ দ্বারা আমার হৃদয় যেন কম্পিত হইয়া উঠিল ॥ ১৩৭ ॥

সখীদ্বয়। সখি! ভয় করিও না; স্নেহই অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া থাকে ॥ ১৩৮ ॥

শার্ঙ্গ। ভগবন্! বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর হইল, তবে ইঁহাকে সত্বর হইতে আদেশ করুন্ ॥১৩৯॥

শকু। (পুনর্ব্বার পিতার অঙ্কদেশ আলিঙ্গন পূর্ব্বক আশ্রমাভিমুখী হইয়া) পিতঃ! আবার কবে এই তপোবনে আসিব? ১৪০ ॥

কণ্ব। বৎসে! ভূত্বা চিরায় সদিগন্তমহীষপত্নী, দৌষন্তিমপ্রতিরথং তনয়ং প্রসূয়।
তৎসন্নিবেশিতধুরেণ সহৈব ভর্ত্রা, শান্তে করিষ্যতি পদং পুনরাশ্রমেঽস্মিন্‌॥ ১৪১ ॥
গৌত। জাদে পরিহীঅদি দে গমণবেলা তা ণিউত্তাবেহি পিদরং অধবা চিরেণ বি এসা ণ ণিউত্ত-ইস্সদি তা ণিউত্তদুভবং ॥ ১৪২ ॥
কণ্বঃ। বৎসে! উপরুধ্যতে তপোঽনুষ্ঠানম্‌॥ ১৪৩ ॥
শকু। তবচ্চরণবারারেণ নিরুৎকণ্ঠো তাদো অহং উণ উক্কণ্ঠাভাইণী সংবুত্তা ॥ ১৪৪ ॥
কণ্বঃ। বৎসে! মামেবং জড়ীকরোষি ॥ ১৪৫ ॥ (নিশ্বস্য)
অপযাস্যতি মে শোকঃ কথং নু বৎসে ত্বয়া রচিতপূর্ব্বম্‌।
উটজদ্বারবিরূঢ়ং নীবারবলিং বিলোকয়তঃ ॥ ১৪৬ ॥
গচ্ছ শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ শকুন্তলয়া সহ গৌতমীশাঙ্গ রবশারদ্বতমিশ্রাঃ।

সখ্যৌ। (চিরং বিচিন্ত্য সকরুণং) হদ্ধী হদ্ধী অন্তরিদা সউন্তলা বণরাইহিং ॥ ১৪৭ ॥
কণ্বঃ। (সনিশ্বাসম্‌) অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! গতা বাং সহচরী নিগৃহ্য শোকাবেগং মামনু গচ্ছতম্‌॥ ১৪৮ ॥

[সর্ব্বে প্রস্থিতাঃ।

উভে। তাদ সউন্তলাবিরহিদং সুণ্ণং বিঅ তবোবণং পবিসম্হ ॥ ১৪৯ ॥

কণ্ব। বৎসে! বহুকাল ব্যাপিয়া দিগন্তব্যাপিনী এই বসুন্ধরার সপত্নী হইয়া একমাত্র অধীশ্বর পুত্র প্রসব করিয়া সেই সন্তানের উপর সাম্রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া ভর্ত্তার সহিত মোক্ষলাভের নিমিত্ত পুনরায় এই আশ্রমে আসিয়া তপোবন আবার অলঙ্কৃত করিবে॥ ১৪১ ॥
গৌতমী। বৎসে! তোমার গমনের সময় অতিবাহিত হইতেছে, অতএব তোমার পিতাকে ফিরিয়া যাইতে বল, অথবা বিলম্ব হইলেও নিবর্ত্তিত হইবেন না ; অতএব আপনিই নিবৃত্ত হউন ॥১৪২॥
কণ্ব। বৎসে! আমাকে তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে হইবে সেই উপরোধে আমি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না ॥ ১৪৩ ॥
শকু। পিতঃ! আপনি তপস্যার অনুষ্ঠানেই উৎকণ্ঠাশূন্য হইবেন, আমি কিন্তু উৎকণ্ঠাভাগিনী হইয়াই রহিলাম ॥ ১৪৪ ॥
কণ্ব। বৎসে! তোমার এই কথা শুনিয়া আমি কিছুই অবধারণ করিতে না পারিয়া জড় প্রায় হইয়াছি, (কিয়ৎক্ষণের পর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত) বৎসে! তুমি পূর্ব্বে পর্ণশালার দ্বারদেশে যে নীবার বলিদান করিয়াছিলে, তাহা এক্ষণে অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহা দর্শন করিয়া আমার শোক আরও দৃঢ়তর হইবে। অতএব এক্ষণে গমন কর, পথে তোমার মঙ্গল হউক ॥ ১৪৫ ১৪৬ ॥

[শকুন্তলা, গৌতমী, শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত সকলেই নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সখীদ্বয়। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) হা ধিক্‌! হা ধিক্‌! বনশ্রেণীর দ্বারা শকুন্তলা অন্তরিতা হইলেন। হায় সখি! আর কি আমাদের সে সুখের দিন আসিবে না ? ॥ ১৪৭ ॥
কণ্ব। (নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমাদের সহচরী গমন করিলেন, এক্ষণে শোক সংবরণ পূর্ব্বক আমার অনুগমন কর। ১৪৮ ॥

[এই বলিয়া সকলে প্রস্থান করিলেন।

সখীদ্বয়। তাত! শকুন্তলা-শূন্য-তপোবনে কিরূপে প্রবেশ করিব? ১৪৯ ॥

কণ্বঃ। স্নেহপ্রবৃত্তিরেবং দর্শিনী ॥ ১৫০ ॥

সবিমর্ষং পরিক্রম্য) হন্ত ভোঃ শকুন্তলাং পতিগৃহে বিসর্জ্য লব্ধমিদানীং স্বাস্থ্যম্। কুতঃ—

অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব, তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতোঽস্মি সদ্যো বিশদান্তরাত্মা, চিরস্য নিক্ষেপমিবার্পয়িত্বা ॥ ১৫১ ॥

[নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি চতুর্থোঽঙ্কঃ।

পঞ্চমোঽঙ্ক

(ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী)

কঞ্চু। অহো বত কীদৃশীং বয়োবস্থামাপন্নোঽস্মি।

আচার ইত্যধিকৃতেন ময়া গৃহীতা, যা বেত্রযষ্টিরবরোধগৃহেষু রাজ্ঞঃ।
কালে গতে বহুতিথে, মম সৈব জাতা প্রস্থানবিক্লবগতেরবলম্বনায় ॥ ১ ॥

যাবদভ্যন্তরগতায় দেবায় স্বয়মনুষ্ঠেয়মকালক্ষেপার্হং নিবেদয়ামি ॥ ২ ॥

(স্তোকমন্তরং গত্বা) কিং পুনস্তৎ? ৩ ॥

(বিচিন্ত্য) আঃ জ্ঞাতং কণ্বশিষ্যাস্তপস্বিনো দেবং দ্রষ্টুমিচ্ছতি, ভোশ্চিত্রমেতৎ।

ক্ষণাৎ প্রবোধমায়াতি লঙ্ঘ্যতে তমসা পুনঃ।
নির্ব্বাস্যতঃ প্রদীপস্য শিখেব জরতো মতিঃ ॥ ৪ ॥

(পরিক্রম্যাবলোক্য চ) এষ দেবঃ।

প্রজাঃ প্রজাঃ স্বা ইব তন্ত্রয়িত্বা, নিষেবতে শান্তমনা বিবিক্তম্।
যূথানি সঞ্চার্য্য রবিপ্রতপ্তঃ, শীতং গুহাস্থানমিব দ্বিপেন্দ্রঃ ॥ ৫ ॥

কণ্ব। স্নেহ-প্রবৃত্তি এইরূপ দর্শন করিয়া থাকে। (অনন্তর তর্ক সহকারে বিচার করিয়া হর্ষের সহিত) শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া এক্ষণে সুস্থ হইলাম। যেহেতু, কন্যা পরকীয় গচ্ছিত ধন-স্বরূপ, সেই ধন ধনস্বামীকে প্রত্যর্পণ করিলে যেরূপ স্বচ্ছন্দতা লাভ করা যায়, আজ শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠাইয়া দিয়া আমারও তদ্রূপ স্বাস্থ্যলাভ হইল এবং অন্তরাত্মাও নির্ম্মল হইল ॥ ১৫০-১৫১ ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। (প্রবেশ করিয়া বিস্ময় ও খেদের সহিত) ওঃ! বয়সের কি কালকৃত অবস্থাই প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদিগের আচারই এইরূপ, এই ভাবিয়া অন্তঃপুরগৃহে যে একগাছি বেত্রযষ্টি গ্রহণ করিয়াছি, বহুকাল গত হইলেও তাহা এক্ষণে আমার গতিস্খলনবিষয়ে অবলম্বনস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। তবে এক্ষণে অন্তঃপুরস্থিত মহারাজকে স্বীয় কর্ত্তব্য এবং কালক্ষেপের অযোগ্য বিষয় সকল নিবেদন করি। (কিয়দ্দূর গমনপূর্ব্বক) তাহা কি? আবার ভুলিয়া গেলাম। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) হাঁ, স্মরণ হইয়াছে, তপস্বী কণ্বশিষ্যগণ মহারাজকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলাম, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়! বৃদ্ধব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি নির্ব্বাণোন্মুখদীপশিখার ন্যায় ক্ষণমধ্যে প্রস্ফুরিত হয়, আবার ক্ষণকালমধ্যেই তমোদ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে মহারাজ নিকটেই রহিয়াছেন, ইনি স্বীয় সন্ততির ন্যায় প্রজাসমূহের শাসন ও কার্য্য-কলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া, শ্রান্তচিত্ত হইয়া যূথসঞ্চালন পূর্ব্বক তপনতাপে সন্তপ্ত মাতঙ্গের সুশীতল

ভোঃ সত্যং ধর্মকার্য্যমনতিপাত্যং দেবস্য, তথাপি শঙ্কিতবানস্মি ইদানীমেব ধর্ম্মাসনাদুত্থিতায় দেবায় কণ্বশিষ্যাগমনং নিবেদয়িতুম্। অথবা কুতো বিশ্রামো লোকপালানাম্।

তথা হি—ভানুঃ সকৃদ্যুক্ততুরঙ্গ এব, রাত্রিন্দিবং গন্ধবহঃ প্রয়াতি।

শেষঃ সদৈবাহিতভূমিভারঃ, ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্ম্ম এষঃ ॥ ৬ ॥

(ইতি পরিক্রামতি)

(ততঃ প্রবিশতি রাজা বিদূষকো বিভবতশ্চ পরিবারঃ)

রাজা। (অধিকারখেদং নিরূপ্য) সর্ব্বঃ প্রার্থিতমধিগম্য সুখী সম্পদ্যতে জন্তুঃ রাজ্ঞান্ত চরিতার্থতা দুঃখোত্তরৈব। কুতঃ—

ঔৎসুক্যমাত্রমবসাদয়তি প্রতিষ্ঠা, ক্লিশ্নাতি লব্ধপরিপালনবৃত্তিরেব।

নাতিশ্রমাপনয়নায় যথা শ্রমায়, রাজ্যং স্বহস্তধৃতদণ্ডমিবাতপত্রম্ ॥ ৭ ॥

(নেপথ্যে) বৈতালিকৌ। জয়তি জয়তি দেবঃ।

প্রথমঃ। স্বসুখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ, প্রতিদিনমথবা তে সৃষ্টিরেবংবিধৈব।

অনুভবতি হি মূর্দ্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং, শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্ ॥ ৮ ॥

দ্বিতীয়ঃ। নিয়ময়সি বিমার্গপ্রস্থিতানাত্তদণ্ডঃ, প্রশময়সি বিবাদং কল্পসে রক্ষণায়।

অতনুষু বিভবেষু জ্ঞাতয়ঃ সংবিভক্তাস্ত্বয়ি তু পরিসমাপ্তং বন্ধুকৃত্যং জনানাম্ ॥ ৯ ॥

রাজা। (আকর্ণ্য সাশ্চর্য্যম্) এতেন কার্য্যানুশাসনপরিশ্রান্তাঃ পুনর্নবীকৃতাঃ স্মঃ ॥ ১০ ॥

বিদূ। (বিহস্য) ভোঃ গোবিন্দারঅত্তি ভণিদস্স বিসভস্স কিং পরিস্সমো ণস্সদি ? ১১ ॥

গুহায় অবস্থিতির ন্যায় নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। ধর্ম্মকর্ম্ম মহারাজের অনতিক্রমণীয়, সত্যই বটে, তথাপি শঙ্কা করিতেছি যে, মহারাজ এইমাত্র ধর্ম্মাসন হইতে উত্থিত হইলেন, আবার এখনই কণ্বশিষ্যের আগমনবার্ত্তা কিরূপে নিবেদন করিব ? অথবা লোকপালগণের বিশ্রামলাভ কোথায় ? যেহেতু, সূর্য্যদেব একবারই নিজরথে অশ্বগণকে নিয়োজিত করিয়া সতত গমন করিতেছেন, কখনই বিশ্রামলাভ করেন না, গন্ধবহ দিবারাত্রই বহিতেছেন, শেষনাগ সর্ব্বদাই ভূমির ভার ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই ষষ্ঠভাগজীবী রাজাদেরও অবিশ্রামরূপ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। (এই কথা বলিয়া পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন) ॥ ১-৬ ॥

(রাজা বিদূষক ও বিভবানুযায়িক পরিবারবর্গের প্রবেশ)

রাজা। (নিজ অধিকার-জনিত দুঃখ নিরূপণ পূর্ব্বক) সমস্ত মানবগণই বিষয় লাভ করিয়া সুখী হইয়া থাকে,কিন্তু নরপতিদিগের রাজ্যলাভ অথবা প্রয়োজনসিদ্ধি উত্তরোত্তর কষ্টজনকই হইয়া থাকে। যেহেতু, সুখ্যাতি কেবল বিচারবিষয়ে লোকসকল কি বলে, এই ঔৎসুক্যমাত্র প্রশমিত করে, আর রাজ্যের পরিপালনকার্য্য কেবল কষ্টপ্রদই হইয়া থাকে, অতএব স্বহস্তে ধৃতদণ্ড আতপত্রের ন্যায় রাজ্য যেরূপ শ্রমের কারণ হয়, সেই পরিমাণে শান্তিলাভ হয় না ॥ ৭ ॥

(নেপথ্যে) বৈতালিকদ্বয়। মহারাজের জয় হউক্, জয় হউক।

প্রথ। যেমন পাদপগণ শিরোদেশে দুঃসহ সন্তাপ অনুভব করিয়াও ছায়াপ্রদান দ্বারা অশেষ কষ্ট সহ্য করিতেছে, তদ্রূপ আপনি আত্মসুখে নিস্পৃহ হইয়া প্রজাবর্গের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য প্রত্যহ ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন, অথবা আপনার স্বভাবই এইরূপ ॥ ৮ ॥

দ্বিতী। আপনি দণ্ডধারণপূর্ব্বক কুপথগামী ব্যক্তিদিগকে শিক্ষিত করিতেছেন এবং প্রজাদিগের বিবাদ নিরাকরণ পূর্ব্বক তাহাদিগের রক্ষাবিধান করিতেছেন। দায়াদগণ আপনার অতুল সম্পদের বিভাগ প্রাপ্ত হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছেন, কিন্তু জনগণের বান্ধবোচিত কর্ম্ম সমস্ত মহারাজ হইতেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

রাজা। (শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন) কার্য্যানুশীলন দ্বারা পরিশ্রান্ত হইয়াও ইহা দ্বারা পুনর্ব্বার নবীন হইয়া উঠিলাম। চিত্তে আবার অনুরাগ ও উৎসাহসঞ্চার হইয়া উঠিল ॥ ১০ ॥

বিদূ। (সহাস্যে) মহারাজ ! "গোযুথপতি" এই বাক্য মাত্রেই কি বৃষভের পরিশ্রমের লাঘব হয় ?১১॥

রাজা। (সস্মিতম্) নমু ক্রিয়তামাসনপরিগ্রহঃ ॥ ১২ ॥

উভৌ। (উপবিষ্টৌ পরিজনশ্চ যথাস্থানং স্থিতঃ) ॥ ১৩ ॥

(নেপথ্যে বীণাশব্দঃ)

বিদূ। (কর্ণং দত্ত্বা) ভো বঅস্স ! সঙ্গীদসালব্‌ভন্তরে কণ্ণং দেহি তাললঅশুদ্ধাএ বীণাএ সলসঞ্জোঞো সুণিঅদি জানে তথভোদী হংসবদী বণ্ণপরিচঅং করেদি ত্তি ॥ ১৪ ॥

রাজা। তূষ্ণীং তব যাবদাকর্ণয়ামি ॥ ১৫ ॥

কঞ্চু। (বিলোক্য) অন্যাসক্তো দেবস্তদবসরং প্রতিপালয়ামি। (ইত্যেকান্তে স্থিতঃ) ॥ ১৬ ॥

(নেপথ্যে গীয়তে)

অহিণবমহুলোহভাবিদো তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিম্।
কমলবসদিমেত্তমিণিব্‌দো মহুঅর বিম্হরিদোসি ণং কহং ॥ ১৭ ॥

রাজা। অহো রাগপরিবাহিণী গীতিঃ ॥ ১৮ ॥

বিদূ। ভো বঅস্স ! কিং দাব সে গীদিআএ অবি গহীদো ভঅদা অক্‌খরত্থো ॥ ১৯ ॥

রাজা। (সস্মিতম্) সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জন ইত্যক্ষরার্থঃ। তদহং দেবীং হংসবতীমন্তরেণ উপালম্ভনমাগতোঽস্মি। সখে মাধব্য ! মদ্বচনাদুচ্যতাং দেবী হংসবতী সম্যগুপালব্ধোঽস্মীতি ॥ ২০ ॥

বিদূ। জং ভবং আণবেদি ॥ ২১ ॥

(উত্থায়) ভো বঅস্স ! গহীদো তুএ পরকীএহিং হত্থেহিং সিহণ্ডএ অচ্ছভল্লো তা বীদরাঅস্স অসরণঅস্স ণত্থি মে মোক্‌খো ॥ ২২ ॥

রাজা। সখে ! গচ্ছ, নাগরিকবৃত্ত্যা সান্ত্বয়ৈনাম্ ॥ ২৩ ॥

রাজা। (মৃদুমন্দ হাস্য সহকারে) ওহে ! আসন পরিগ্রহ কর, ক্ষণকাল কি বিশ্রাম লাভ করিতে পাওয়া যাইবে না ? (এই বলিয়া উভয়ে উপবেশন করিলেন এবং পরিজনবর্গও যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলেন) ॥ ১২-১৩ ॥

বিদূ। (নেপথ্যে বীণার ধ্বনি হইল, সেইদিকে কর্ণপাত করিয়া) ভো বয়স্য ! সঙ্গীতশালার মধ্যে কর্ণপাত করিয়া একবার শ্রবণ করুন, তাললয় সহিত বীণার স্বরসংযোগ শ্রুত হইতেছে, বোধ করি, দেবী হংসবতী বর্ণপরিচয় করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

রাজা। একটীবার স্থির হও, আমি শ্রবণ করি ॥ ১৫ ॥

কঞ্চু। (রাজাকে তদবস্থান্বিত অবলোকন করিয়া) বিবেচনা করি, মহারাজ এক্ষণে অন্যাসক্ত হইয়াছেন, তবে অবসর প্রতীক্ষা করি। (এই বলিয়া একান্তে অবস্থিতি করিতে লাগিল) ॥ ১৬ ॥

(নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি)

অভিনব মধুলোভে মাতিয়া এখন। করিয়া সরসচূতমঞ্জরী চুম্বন ॥
কমলে বসতি মাত্র সুখী নিরন্তর। তাহাকে বিস্মৃত কেন হলে মধুকর ॥ ১৭ ॥

রাজা। অহো ! কি রাগপরিপূরিত গীত ! ১৮ ॥

বিদূ। বয়স্য ! আপনি গীতটীর অক্ষরার্থ গ্রহণ করিয়াছেন কি ? ১৯ ॥

রাজা। (মৃদু মন্দ হাস্য করিয়া) ইনি একবারমাত্র প্রণয়িনী, ইহাই অক্ষরার্থ ! সেই নিমিত্ত আমি হংসবতীর সম্পর্ক ব্যতিরেকেও এইরূপ তিরস্কারের পাত্র হইয়াছি। সখে মাধব্য ! আমার বাক্য অনুসারে দেবী হংসবতীকে বল যে, আমি নিজের দোষেই তিরস্কৃত হইয়াছি, এ বিষয়ে আমিই দোষভাগী জানিবে ॥ ২০ ॥

বিদূ। আপনি যাহা অজ্ঞা করিতেছেন। (এই বলিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন) বয়স্য ! আপনি পরহস্ত দ্বারা মহাকায় ভল্লুকের শিখা ধারণ করিয়াছেন। আমি কোন কষ্টই জানি না, আর সেখানে রক্ষাকর্ত্তা কেহই নাই, তাঁহার নিকট হইতে আমার কিছুতেই মুক্তিলাভ নাই, সে সমস্ত নখ দ্বারাই আমাকে বিদারিত করুন ॥ ২১-২২ ॥

রাজা। সখে মাধব্য ! মৃদু ও নিপুণভাব দ্বারা ইঁহাকে সান্ত্বনা কর ॥ ২৩ ॥

বিদূ। কা গই ? ২৪॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

রাজা। (স্বগতম্) কিন্নু খলু গীতমেবংবিধমাকর্ণ্য ইষ্টজনবিরহাদৃতেপি বলবদুৎকণ্ঠিতোঽস্মি।
অথবা—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্, পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি ন নূনমবোধপূর্ব্বং, ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥ ২৫॥

(ইত্যস্মৃতিনিমিত্তমুন্মনস্কত্বং রূপয়তি)

কঞ্চু। (উপসৃত্য) জয়তি জয়তি দেবঃ। এতে খলু হিমগিরেরুপত্যকারণ্যবাসিনঃ কণ্বসন্দেশনাদায় সস্ত্রীকাস্তপস্বিনঃ সম্প্রাপ্তাঃ। শ্রুত্বা দেবঃ প্রমাণম্॥ ২৬॥

রাজা। (সবিস্ময়ম্) কিং কণ্বসন্দেশহারিণঃ সস্ত্রীকাস্তপস্বিনঃ ? ২৭॥

কঞ্চু। অথ কিম্॥ ২৮॥

রাজা। তেন হি বিজ্ঞাপ্যতাং মদ্বচনাদুপাধ্যায়ঃ সোমরাতঃ অমূনাশ্রমবাসিনঃ শ্রৌতেন বিধিনা সংকৃত্য স্বয়মেব প্রবেশয়িতুমর্হতীতি। অহমপ্যেতাংস্তপস্বিদর্শনোচিতপ্রদেশে প্রতিপালয়ামি॥ ২৯॥

কঞ্চু। যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ॥ ৩০॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

রাজা। (উত্থায়) বেত্রবতি! অগ্নিশরণমার্গমাদেশয়॥ ৩১॥

প্রতীহারী। এসো অহিণবসম্মজ্জণরমণীঅো সণ্ণিহিদহোমধেণু অগ্গিশরণালিন্দো, তা অরোহদু দেবো॥ ৩২॥

বিদূ। আর গতি কি আছে ? ২৪॥

[এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

রাজা। (স্বগত) ইষ্ট জনের বিয়োগ ব্যতিরেকেও এরূপ সঙ্গীত শুনিয়া বলবৎ উৎকণ্ঠিত হইতেছি কেন ? অথবা জীবগণ সুখে থাকিলেও মনোহর বস্তু দর্শন এবং সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া যে উৎকণ্ঠিতচিত্ত হয়, তাহা কেবল তাহাদের স্বভাবতই নিশ্চল জন্মান্তরসৌহৃদ্য অজ্ঞান পূর্ব্বক মনে মনে স্মরণ করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। (এই ভাবিয়া অস্মরণ নিমিত্তক অন্যমনস্ক ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন)॥ ২৫॥

কঞ্চু। (নিকটে আসিয়া) মহারাজ! জয় হউক, হিমাচলের উপত্যকাস্থিত অরণ্যনিবাসী মহর্ষি কণ্বের আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক এই তপস্বিগণ সস্ত্রীক হইয়া এস্থানে আগমন করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া মহারাজই কর্ত্তব্য অবধারণ করুন্॥ ২৬॥

রাজা। (সবিস্ময়ে) কি ? কণ্বের আদেশ লইয়া সস্ত্রীক তপস্বিগণ ? ২৭॥

কঞ্চু। হাঁ, সস্ত্রীক তপস্বীগণ॥ ২৮॥

রাজা। তবে আমার বাক্যানুসারে উপাধ্যায় সোমরাতকে নিবেদন কর, তিনি বেদোক্ত বিধানে ইঁহাদের সংকার করিয়া আপনিই প্রবেশ করাইবেন। আমি তপস্বীজন-দর্শনোচিত স্থানে থাকিয়া ইঁহাদের প্রতীক্ষা করি॥ ২৯॥

কঞ্চু। আপনি যাহা আজ্ঞা কবিতেছেন॥ ৩০॥

[এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) বেত্রবতি! অগ্নিশরণগৃহের পথ প্রদর্শন কর॥ ৩১॥

প্রতী। (পথ দেখাইয়া) দেব! এই দিকে, এই দিকে। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক) এই অভিনব সম্মার্জ্জন দ্বারা রমণীয় অগ্নিগৃহের অলিন্দভূমি, অতএব আপনি ইহাতে আরোহণ করুন। দেখুন, এই অলিন্দভূমির একদেশে পবিত্রাকৃতি হোমধেনু নিবদ্ধ রহিয়াছে॥ ৩২॥

রাজা। (আরুহ্য পরিজনাংসাবলম্বী তিষ্ঠন্) বেত্রবতি! কিমুদ্দিশ্য তত্রভবতা ণ্বঃ মৎসকাশং ঋষয়ঃ প্রোষিতাঃ ॥ ৩৩ ॥

কিন্তাবদ্ব্রতিনামুপোঢ়তপসাং বিঘ্নৈস্তপো দূষিতং, ধর্ম্মারণ্যচরেষু কেনচিদুত প্রাণিষু চেষ্টিতম্।
আহোস্বিৎ প্রসবো মমাপরিচিতৈর্বিষ্টম্ভিতো বীরুধামিত্যারূঢ়বহুপ্রতর্কমপরিচ্ছেদাকুলং মে মনঃ ॥৩৪॥

প্রতী। দেবস্‌সভুঅদণ্ডণিব্বুদেদ অস্সমপদে কুদো এবং কিন্তু সুচরিদাহিণন্দিণো ইসীও দেবং সভাজইতুং আঅদে ত্তি তক্কেমি ॥ ৩৫ ॥

(ততঃ প্রবিশতো গৌতমীসহিতৌ শকুন্তলামাদায় কণ্বশিষ্যৌ পুরতশ্চৈষাং পুরোহিতকঞ্চুকিনৌ)

কঞ্চু। ইতঃ ইতো ভবন্তঃ ॥ ৩৬ ॥

শার্ঙ্গ। সখে শারদ্বত!

মহাভাগঃ কামং নরপতিরভিন্নস্থিতিরসৌ, ন কশ্চিদ্বর্ণানামপথমপকৃষ্টোঽপি ভজতে।
তথাপীদং শশ্বৎপরিচিতবিবিক্তেন মনসা, জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব ॥ ৩৭ ॥

শার। শার্ঙ্গরব! স্থানে খলু পুরঃপ্রবেশাত্তবেদৃশঃ সংবেগঃ। অহন্তু—

অভ্যক্তমিব স্নাতঃ,শুচিরশুচিমিব,প্রবুদ্ধ ইব সুপ্তম্। বদ্ধমিব স্বৈরগতির্জ্জনমিহ সুখসঙ্গিনমবৈমি ॥ ৮॥

পুরো। অতএব ভবদ্বিধা মহান্তঃ ॥ ৩৯ ॥

শকু। (দুর্নিমিত্তমভিনীয়) অম্মো কিং মে বামেদরং ণঅণং বিপ্‌ফুরদি ? ৪০ ॥

গৌত। জাদে পড়িহদং অমঙ্গলং সুহাইং দে হোন্তু ৪১ ॥

ইতি পরিক্রামন্তি)

রাজা। (আরোহণ করিয়া স্কন্ধদেশ অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিত হইয়া) বেত্রবতি! ভগবান্ কণ্ব কি উদ্দেশে আমার নিকট ঋষিগণকে প্রেরণ করিয়াছেন? তবে কি তাঁহারা যাগ আরম্ভ করিয়াছেন? সেই ব্রতধারী তাপসগণের তপঃক্রিয়া কি রাক্ষসগণ দূষিত করিয়াছে? অথবা ধর্ম্মারণ্যচারী-প্রাণিগণের প্রতি কোন ব্যক্তি কিছু অসদাচরণ করিয়াছে? অথবা আমার অপরিচিত কোন ব্যক্তি কি সুবিস্তৃত লতাবলীর ফল ও পুষ্পাদি ভগ্ন করিয়াছে? এইরূপ বহুতর তর্ক উঠিয়া আমার মনকে অসীমরূপে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে ॥ ৩৩-৩৪ ॥

প্রতী। মহারাজের ভুজদণ্ড-সুরক্ষিত আশ্রম-স্থানে এরূপ অসদাচরণ কিরূপে সংঘটিত হইবে? কিন্তু ঋষিগণ সুচরিত্রের অভিনন্দন করিয়া থাকেন। অতএব বোধ হয়, আপনার সহিত সাক্ষাৎ ও আপনার নিকট প্রীতিপ্রদর্শন করিবার নিমিত্তই আগমন করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

(পুরোহিত ও কঞ্চুকীকে অগ্রে করিয়া গৌতমী, শকুন্তলা ও কণ্বশিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ)

কঞ্চু। আপনারা এই দিকে আসুন, এই দিকে আসুন ॥ ৩৬ ॥

শার্ঙ্গ। সখে শারদ্বত! এই মহারাজ অতিশয় ভাগ্যধর, ইঁহার লোকমর্য্যাদারও সীমা নাই, বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে অপকৃষ্ট হইলেও কোন ব্যক্তি অসৎপথ অবলম্বন করে না, তথাপি আমার মন আজন্ম নির্জ্জন-বন-সেবা করিয়াছে বলিয়া জনাকীর্ণ রাজভবন অনলাক্রান্ত গৃহের ন্যায় জ্ঞান হইতেছে ॥ ৩৭ ॥

শার। শার্ঙ্গরব! পুরঃপ্রবেশ হেতু তোমার এতাদৃশ আবেগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা উপযুক্তই বটে। স্নাত ব্যক্তি যেমন কৃতাভ্যঙ্গ ব্যক্তিকে, শুচি ব্যক্তি যেমন অশুচিকে, জাগরিত ব্যক্তি যেমন প্রসুপ্তকে এবং স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি যেমন বদ্ধ ব্যক্তিকে মনে করে, সাংসারিক সুখে আসক্ত ব্যক্তিকেও তাহারা সেইরূপ মনে করিয়া থাকে, ভয় ও আবেগ ত দূরের কথা ॥ ৩৮ ॥

পুরো। আপনাদিগের ন্যায় মানবগণ মহান্ ও লোকাতিগামী, তাহাতে আর সন্দেহ? ৩৯ ॥

শকু। (দুর্নিমিত্ত সকল অভিনয় করিয়া) অহো! আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতেছে কেন? ৪০ ॥

গৌত। তোমার অমঙ্গল সকল দূরীভূত হইয়া সুখসমূহের উদয় হউক্। (এই বলিয়া সকলেই পাদচারণা করিতে লাগিলেন) ॥ ৪১ ॥

পুরো। (রাজানং নির্দ্দিশ্য) ভো ভোস্তপস্বিনঃ! অসাবত্রভবান্ বর্ণাশ্রমাণাং রক্ষিতা, প্রাগেব মুক্তাসনঃ প্রতিপালয়তি বঃ পশ্যতৈনম্॥ ৪২॥

শার্ঙ্গ। ভো মহাত্মন্! কামমেতদভিনন্দনীয়ং, তথাপি বয়মত্র মধ্যস্থাঃ। কুতঃ—

ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলোদ্গমৈর্নবাম্বুভির্দূরবিলম্বিনো ঘনাঃ।

অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ, স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্॥ ৪৩॥

প্রতী। দেব! পসন্নমুহ ইসীওো দীসন্তি॥ ৪৪॥

রাজা। (শকুন্তলাং নির্ব্বর্ণ্য) অয়ে! অত্র—

কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা। মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাম্॥ ৪৫॥

প্রতী। ভট্টা কুদূহলপবভো পরিহদো ণ মে তক্কো পাসরদি দংসণীআ উণ সে আকিদ লক্খী-অদি॥ ৪৬॥

রাজা। ভবত্বনির্ব্বর্ণ্যং খলু পরকলত্রম্॥ ৪৭॥

শকু। (উরসি হস্তং দত্ত্বা স্বগতম্) হিঅঅ! কিং এব্বং বেবসি অজ্জউত্তস্স তাদিসভাবাণুবন্ধং সুমরিঅ ধীরত্তণং দাব অবলম্বস্স। ৪৮॥

পুরো। (পুরোগত্বা) স্বস্তি দেবায়। দেব! এতে খলু বিধিবদর্চ্চিতাস্তপস্বিনঃ কশ্চিদেতেষ্ উপাধ্যায়সন্দেশোঽস্তি তং দেবঃ শ্রোতুমর্হতি॥ ৪৯॥

রাজা। অবহিতোঽস্মি॥ ৫০॥

শিষ্যৌ। (হস্তমুদ্যম্য) ভো রাজন্! বিজয়তাং ভবান্॥ ৫১॥

পুরো। (রাজাকে নির্দ্দেশ করিয়া) হে তপস্বিগণ! বর্ণাশ্রম-সকলের রক্ষাকর্ত্তা মাননীয় মহারাজ পূর্ব্ব হইতেই আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদিগের প্রতীক্ষা করিতেছেন, আপনারা ইঁহাকে দর্শন করুন্॥ ৪২॥

শার্ঙ্গ। মহাশয়! ইহা প্রশংসনীয় বলিয়া আনন্দসহকারে স্বীকার করা কর্ত্তব্য, তথাপি আমরা এই বিষয়ের নিন্দা বা প্রশংসা না করিয়া উদাসীনভাবেই অবস্থিত হইয়া থাকি। যেহেতু, ফলোদ্গম হইলেই বৃক্ষসকল নম্র হইয়া থাকে, আর অভিনব জলদগণ সলিলপূর্ণ হইলেই নত হইয়া পড়ে এবং সাধুপুরুষগণ ধনসম্পত্তি প্রভৃতি সমৃদ্ধিদ্বারা উদ্ধত না হইয়া বরং নম্রভাবাপন্নই হইয়া থাকেন। যাঁহারা প্রকৃত পরোপকারী, তাঁহাদের স্বভাবই এইরূপ হইয়া থাকে; তাহাতে স্তুতি বা নিন্দার বিষয় কিছুই নাই॥ ৪৩॥

প্রতী। মহারাজ! ঋষিগণের মুখমণ্ডলে প্রসন্নতাভাব লক্ষিত হইতেছে॥ ৪৪॥

রাজা। (শকুন্তলাকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া সম্ভ্রমের সহিত মুনিশিষ্যদ্বয়কে কহিলেন) আপনাদের সঙ্গে এই অবগুণ্ঠনবতী রমণী কে? ইঁহার দেহের লাবণ্য বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইতেছে না; ইনি পরিণত পাণ্ডুবর্ণ পত্রসমূহের মধ্যে নবপল্লবের ন্যায় ঋষিগণের মধ্যে শোভা পাইতেছেন॥ ৪৫॥

প্রতী। মহারাজ! ইঁহাকে বিশেষরূপে জানিবার নিমিত্ত আমার কৌতূহল জন্মিয়াছে, তদ্দারা প্রতিহত হইয়া আমার তর্ক বিস্তার প্রাপ্ত হইতেছে না। যাহা হউক, ইঁহার আকৃতি রমণীয় বলিয়া দেখা যাইতেছে॥ ৪৬॥

রাজা। হউক, পরস্ত্রী অদর্শনীয়া, বিশেষ নিরীক্ষণ করিতে নাই॥ ৪৭॥

শকু। (বক্ষঃস্থলে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক স্বগত) হৃদয়! এত কাঁপিতেছ কেন? আর্য্যপুত্রের সেইরূপ ভাবানুবন্ধ স্মরণ করিয়া ধৈর্য্য ধারণ কর॥ ৪৮॥

পুরো। (অগ্রে গমন করিয়া) মহারাজের জয় হউক, দেব! তপস্বিগণ যথাবিধি অর্চ্চিত হইয়াছেন, ইঁহাদের উপধ্যায়ের কোন আদেশ আছে, তাহা আপনার শ্রবণ করা কর্ত্তব্য॥ ৪৯॥

রাজা। আমি অবহিত হইলাম॥ ৫০॥

শিষ্যদ্বয়। (হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক) মহারাজ! আপনার জয় হউক ৫১॥

রাজা। সর্ব্বানভিবাদয়ে বঃ ॥ ৫২ ॥
শিষ্যৌ। স্বস্তি দেবায় ॥ ৫৩ ॥
রাজা। অপি নির্ব্বিঘ্নং তপঃ ? ৫৪ ॥
শিষ্যৌ। কুতো ধর্ম্মক্রিয়াবিঘ্নঃ সতাং রক্ষিতরি ত্বয়ি। তমস্তপতি ধর্ম্মাংশৌ কথমাবির্ভবিষ্যতি ॥৫৫॥
রাজা। (আত্মগতম্) সর্ব্বথা অর্থবান্ খলু মে রাজশব্দঃ ॥৫৬॥
(প্রকাশম্ তত্রভবান্ কুশলী কণ্বঃ ? ৫৭ ॥
শার্ঙ্গ। রাজন্! স্বাধীনকুশলাঃ সিদ্ধিমন্তঃ। স ভবন্তমনাময়প্রশ্নপূর্ব্বকমিদমাহ ॥ ৫৮।
রাজা। কিমাজ্ঞাপয়তি ভগবান্ ? ৫৯ ॥
শার্ঙ্গ। যন্মিথঃ সময়াদিমাং মদীয়াং দুহিতরং ভবানুপযেমে তন্ময়া প্রীতিমতা যুবয়োরনুজ্ঞাতম্। কুতঃ—ত্বমর্হতামগ্রসরঃ স্মৃতোঽসি, নঃ শকুন্তলা মূর্ত্তিমতীব সৎক্রিয়া।
সমানয়ংস্তুল্যগুণং বধূবরং, চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৬০ ॥
তদিদানীমাপন্নসত্ত্বেয়ং গৃহ্যতাং সহধর্ম্মচরণায়েতি।
গৌত। ভদ্দমুহ কিম্পি বত্তু কামম্হি ণ মে বঅণাবসরো অত্থি ॥ ৬১ ॥
রাজা। আর্য্যে! কথ্যতাম্ ॥ ৬২ ॥
গৌত। ণাবেক্খিদো গুরুঅণো ইমিএ তু এবি ণ পুচ্ছিদো বন্ধু। এক্কক্কস্ সঅ চরি এ কিং ভণ এক্ক এক্কসসিং ॥ ৬৩ ॥
শকু। (আত্মগতম্) কিণ্ণু কখু অজ্জউত্তো ভণিস্সদি ? ৬৪ ॥
রাজা। (সাশঙ্কমাকর্ণ্য) অয়ে কিমিদমুপন্যস্তম্ ॥ ৬৫ ॥

রাজা। আপনাদিগের সকলকে অভিবাদন করি ॥ ৫২ ॥
শিষ্যদ্বয়। আপনার কল্যাণ বর্দ্ধিত হউক ॥ ৫৩ ॥
রাজা। আপনাদিগের তপশ্চর্য্যা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে ত ? ৫৪ ॥
শিষ্যদ্বয়। আপনি রক্ষক বিদ্যমান থাকিতে সাধুগণের কিরূপে ধর্ম্মক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটিবে ? প্রভাকর যখন স্বীয় প্রভা বিস্তার করেন, তখন কোথা হইতে অন্ধকারের আবির্ভাব হইবে ? ৫৫ ॥
রাজা। (স্বগত) আমার রাজ-শব্দ অনুরঞ্জনকর বলিয়া সর্ব্বত্রই অর্থের অনুগত হইয়া রহিয়াছে। (প্রকাশ্যে) পূজ্যপাদ কণ্ব কুশলে আছেন ত ? ৫৬-৫৭ ॥
শার্ঙ্গ। রাজন্! সিদ্ধ পুরুষদিগের কুশল স্বেচ্ছাধীন, তিনি আপনাকে অনাময় প্রশ্ন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥
রাজা। মহর্ষি কি আজ্ঞা করিয়াছেন ? ৫৯ ॥
শার্ঙ্গ। আপনি যে নির্জ্জনে গান্ধর্ব্ব বিধানদ্বারা আমার এই দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছেন, আপনাদের উভয়ের সেই বিবাহে আমি প্রীতিপূর্ব্বক অনুমোদন করিয়াছি, যেহেতু, আপনি যোগ্য-পুরুষগণের মধ্যে অগ্রগণ্য, আর শকুন্তলাও আমাদের মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়ার ন্যায়, অতএব এই তুল্যগুণ বধূবরের সম্মিলন করিয়া বিধাতা চিরকালের নিমিত্ত কোন দূষণ প্রাপ্ত হন নাই। আর এক্ষণে ইনি অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন, আপনি ধর্ম্মাচরণের নিমিত্ত ইঁহাকে গ্রহণ করুন্ ॥ ৬০ ॥
গৌত। হে সুমুখ! আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু অবসর পাইতেছি না ॥৬১ ॥
রাজা। আর্য্যে, আপনি বলুন ॥ ৬২ ॥
গৌত। এই শকুন্তলা গুরুজনের কোন অপেক্ষা করেন নাই এবং আপনিও বন্ধুবান্ধবকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, অতএব এই শকুন্তলা এবং আপনার আচরণ বিষয়ে মহর্ষি কণ্ব কি বলিবেন ? যাহা করিয়াছেন, তাহাই সমুচিত বলিয়া জানিবেন ॥ ৬৩ ॥
শকু। (স্বগত) এখন আর্য্যপুত্রই বা কি বলেন ? ৬৪ ॥
রাজা। (শঙ্কিতভাবে আকর্ণন করিয়া সসম্ভ্রমে) ইঁহারা কি বলিতে আরম্ভ করিলেন ? ইঁহাতে [illegible] ॥ ৬৫ ॥

শকু। (আত্মগতম্) হদ্ধী হদ্ধী সাবলেবো সে বঅণাবক্‌খেবো ॥ ৬৬ ॥

শা। কিং নাম কিমিদমুপন্যস্তমিতি? ননু ভবন্ত এব সুতরাং লোকবৃত্তান্তনিষ্ণাতাঃ।

সতীমপি জ্ঞাতিকুলৈকসংশ্রয়াং, জনোঽন্যথা ভর্তৃমতীং বিশঙ্কতে।

অতঃ সমীপে পরিণেতুরিষ্যতে, প্রিয়াপ্রিয়া বা প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ ॥ ৬৭ ॥

রাজা। কিমত্রভবতী ময়া পরিণীতপূর্ব্বা? ৬৮ ॥

শকু। (সবিষাদমাত্মগতম্) হিঅঅ! সংপদং সংবুত্তা দে আসঙ্কা ॥ ৬৯ ॥

শার্ঙ্গ। কিং কৃতকার্য্যদ্বেষাদ্ধর্ম্মং প্রতি বিমুখতোচিতা রাজ্ঞঃ? ৭০ ॥

রাজা। কুতোঽয়মসৎকল্পনাপ্রসঙ্গঃ? ৭১ ॥

শার্ঙ্গ। (সক্রোধম্) মূর্চ্ছন্ত্যমী বিকারাঃ প্রায়েণৈশ্বর্য্যমত্তানাম্ ॥ ৭২ ॥

রাজা। বিশেষণাক্ষিপ্তোঽস্মি ॥ ৭৩ ॥

গৌত। (শকুন্তলাং প্রতি) জাদে মুহুত্তঅং মা লজ্জ, পবণইস্‌সং দাব দে অবগুণ্ঠণং তদো ভট্টা তুমং অহিজাণিস্‌সদি। (ইতি তথা করোতি) ॥ ৭৪ ॥

রাজা। (শকুন্তলাং নির্ব্বর্ণ্য স্বগতম্)

ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি, প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্নবেত্যধ্যবস্যন্।

ভ্রমর ইব নিশান্তে কুন্দমন্তস্তুষারং, ন খলু সপদি ভোক্তুং নাপি শক্নোমি মোক্তুম্ ॥ ৭৫ ॥

(ইতি বিচারয়ন্ স্থিতঃ)

প্রতী। (স্বগতম্) অম্মো ধরম্মাবেক্‌খিণো ভট্টিণো। ঈদিসং ণাম সুহোবণদং পেক্‌খিঅ কো অণ্ণো বি আরোদি ॥ ৭৬ ॥

শকু। (আত্মগত) হা ধিক্! হা ধিক্! ইঁহার বাক্য যে অতিশয় গর্ব্বিত বলিয়া বোধ হইতেছে ॥৬৬॥

শার্ঙ্গ। আপনি কি বলিতে আরম্ভ করিলেন, ইহা আবার কি? আপনারাই লোকবৃত্তান্তের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। দেখুন, প্রমদাগণ সতী হইলেও যদি নিয়তই একমাত্র পিতৃকুলে বাস করে, তবে জনকগণ তাহাকে ব্যভিচারিণী বলিয়া থাকে। এই নিমিত্ত কামিনীগণ বন্ধুগণের প্রিয়া বা অপ্রিয়াই হউক্, তাহাদিগকে স্বীয় ভর্ত্তৃসন্নিধানে রাখিবার নিমিত্ত বাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৬৭ ॥

রাজা। আমি কি ইহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম? ৬৮ ॥

শকু। (বিষাদ সহকারে) আত্মগত হৃদয়! তুমি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলে, সংপ্রতি তাহাই উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৬৯ ॥

শার্ঙ্গ। নিজকৃতকার্য্যের উপর বিদ্বেষ বশতঃ ধর্ম্মের প্রতি বিমুখ হওয়া কি রাজাদিগের পক্ষে উচিত? ৭০ ॥

রাজা। আপনারা এরূপ অসৎ কল্পনার প্রসঙ্গ করিতেছেন কেন? ৭১ ॥

শার্ঙ্গ। (ক্রোধ সহকারে) ঐশ্বর্য্যমত্ত ব্যক্তিদের এইরূপ মনোবিকার প্রায়ই উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৭২ ॥

রাজা। বিশেষরূপেই তিরস্কৃত হইলাম ॥ ৭৩ ॥

গৌত। (শকুন্তলাকে নির্দ্দেশ করিয়া) বৎসে! মুহূর্ত্তমাত্র লজ্জা পরিত্যাগ কর, আমি তোমার অবগুণ্ঠন মোচন করি, তাহা হইলে ভর্ত্তা তোমাকে চিনিতে পারিবেন। (এই বলিয়া অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিলেন) ॥ ৭৪ ॥

রাজা। (শকুন্তলাকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) এইরূপে উপনীত অম্লানকান্তি মনোহর রূপ প্রথমে পরিগ্রহ করিয়াছিলাম কি না, এই বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া নিশাবসানে ভ্রমর যেমন মধ্যভাগে তুষারবিশিষ্ট কুন্দপুষ্পকে তৎক্ষণাৎ ভোগ করিতে বা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, আমিও ইহার বিষয়ে ঠিক সেইরূপ হইয়াছি। (এইরূপ বিচার করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন) ॥ ৭৫ ॥

প্রতী। অহো! মহারাজ ধর্ম্মের অপেক্ষা করিয়া সুখোপনীত স্ত্রীরত্ন [illegible] বিচার করিতেছেন ॥ ৭৬

শাঙ্গ ভো রাজন্! কিমিতি জোষমাস্যতে ? ৭৭ ॥

রাজা। ভোস্তপস্বিনঃ! চিন্তয়ন্নপি ন খলু স্বীকরণমত্রভবত্যাঃ স্মরামি তৎ কথমিমামভিব্যক্তসত্ত্ব-লক্ষণামাত্মানমক্ষত্রিয়ং মন্যমানঃ প্রতিপৎস্যে ॥ ৭৮ ॥

শকু। (স্বগতম্) হদ্ধী হদ্ধী কধং পরিণএজ্জেব সন্দেহো ভগ্গা দাণিং দূরারোহিণী আসালদা ॥৭৯॥

শাঙ্গ´। মা তাবৎ।

কৃতাবমর্ষামনুমন্যমানঃ, সুতাং ত্বয়া নাম মুনির্বিমান্যঃ।

মুষ্টং প্রতিগ্রাহয়তা স্বমর্থং, পাত্রীকৃতো দস্যুরিবাসি যেন ॥ ৮০ ॥

শার। শাঙ্গ´রব! বিরম ত্বমিদানীম্। শকুন্তলে! বক্তব্যমুক্তমস্মাভিঃ সোঽয়মত্রভবানেবমাহ দীয়তামস্মৈ প্রত্যয়প্রতিবচনম্ ॥ ৮১ ॥

শকু। (স্বগতম্) ইমং অবত্থন্তরং গদে তাদিসে অণুরাএ কিম্বা সুমরাবিদেণ অথবা অত্তা দাণিং মে সোঅণীও হোদু ত্তি কিঞ্চিবদিস্সং। (প্রকাশম্) অজ্জউত্ত! (ইত্যর্দ্ধোক্তে) অথবা সংসইদো দাণিং এসো সমুদাচারো। পোরব! জুত্তং ণাম তুহ পুরা অস্সমপদে সব্ভাবুত্তাণহিঅং ইমং জণং তধাসমঅপুব্বঅং সম্ভাবিঅ সম্পদং ঈদিসেহিং অকৃখরেহিং পচ্চাকৃথাতুং ॥ ৮২ ॥

রাজা। (কর্ণৌ´ পিধায়) শান্তং শান্তম্।

ব্যপদেশমাবিলয়িতুং সমীহসে মাঞ্চ নাম পাতয়িতুম্।

কূলঙ্কষেব সিন্ধুঃ প্রসন্নমোঘং তটতরুঞ্চ ॥ ৮৩ ॥

শকু। ভোদু জই পরমোত্থদো পরপরিগ গহসঙ্কিণা তুএ এব্বং পউত্তং তা অহিণ্ণাণেণ কেণবি তুহ আসঙ্কং অবইণস্সং ॥ ৮৪ ॥

শাঙ্গ। রাজন্! মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন যে, ইহা কি প্রকার? ৭৭ ॥

রাজা। তপস্বিনীগণ! চিন্তা করিয়াও দেখিলাম, ইঁহাকে যে কোন কালে বিবাহ করিয়াছি, এরূপ স্মরণ হইতেছে না, তবে কিরূপে আমি গর্ভবতী কামিনীকে গ্রহণ করিয়া আপনাকে অক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিব? ৭৮ ॥

শকু। হা ধিক্! হা ধিক্! পরিণয়বিষয়েই সন্দেহ, এক্ষণে আমার এই দূরারোহিণী আশালতা এক-বারেই উন্মূলিতা হইয়া গেল ॥৭৯॥

শাঙ্গ´। আচ্ছা, স্মরণ নাই হউক্, আপনি যে এই মুনিতনয়াকে স্পর্শ করিয়াছেন, মহর্ষি কণ্ব তাহা জানিয়াও যখন ইহাতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে অবজ্ঞা করা আপনার কি উচিত হইয়াছে? চৌর্য্য বস্তু যেমন দস্যুকেই প্রদান করা হয়, মহর্ষিও সেইরূপ আপনাকে নিজ তনয়া সম্প্রদান করিয়াছেন ॥ ৮০ ॥

শার। শাঙ্গরব! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। শকুন্তলে! যাহা বক্তব্য, তাহা আমরা বলিলাম, এই মাননীয় মহারাজ ত এইরূপই বলিতেছেন, এক্ষণে ইঁহাকে প্রত্যয়জনক কোন প্রত্যুত্তর প্রদান কর ॥ ৮১ ॥

শকু। (স্বগত) তাদৃশ অনুরাগ যখন ঈদৃশ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইল, তখন আর স্মরণ করিয়া দিয়াই বা কি করিব? অথবা আর কিছু বলিব! (প্রকাশ্যে) আর্য্যপুত্র! (এইরূপ অর্দ্ধোক্তি করিয়া মনে ভাবিলেন) অথবা এইক্ষণে এইরূপ সদাচার সংশয়িত। পৌরব! পূর্ব্বে আপনি আশ্রমস্থানে আমার মন প্রণয়-প্রবণ দর্শন করিয়া নিয়মপূর্ব্বক গ্রহণ করত সম্প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরাক্ষর কিরূপে ব্যক্ত করিতেছেন? ইহা কি আপনার উচিত হইতেছে? ৮২ ॥

রাজা। (কর্ণদ্বয়ে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক) ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। কূলঙ্কষা নদী যেমন বিমল সলিল-রাশি কলুষিত করে, তটস্থ তরুসকলকেও নিপাতিত করিয়া থাকে, তুমিও সেইরূপ আমার সদাচারকে কলুষিত এবং আমাকেও নিপাতিত করিবার অভিলাষ করিতেছ ॥ ৮৩ ॥

শকু। হউক, তবে যথার্থই যদি আপনি পরস্ত্রী বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন, তবে কোন রূকম অভিজ্ঞান দর্শাইয়া আপনার এই আশঙ্কার অপনয়ন করি ॥ ৮৪ ॥

রাজা। প্রথমঃ কল্পঃ ॥ ৮৫ ॥

শকু। (মুদ্রাস্থানং পরামৃশ্য) হদ্ধী হদ্ধী অঙ্গুলীঅঅহুণ্ণা মে অঙ্গুলী। (ইতি সবিষাদং গৌতমী-মুখমীক্ষতে) ॥ ৮৬ ॥

গৌত। ণুণং দে সক্কাবদারে সচীতীথোদঅং বন্দমাণাএ পব্ভট্‌টং অঙ্গুলীঅঅং ॥ ৮৭ ॥

রাজা। (সস্মিতম্) ইদং তাবৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বং স্ত্রীণাম্ ॥ ৮৮ ॥

শকু। এথ দাব বিহিণা দংসিদং পউত্তণং অবরং দে বথইস্সং ॥ ৮৯ ?

রাজা। শ্রোতব্যমিদানীম্ ॥ ৯০ ॥

শকু। ণং এক্কদিঅহে বেদসলদামণ্ডবে ণলিণীবত্তভাঅণগদং উদঅং তুহ হত্থে সন্নিহিং আসী ॥ ৯১ ॥

রাজা। শৃণুমস্তাবৎ ॥ ৯২ ॥

শকু। তক্খণং সো মে পুত্তকিদও দীহাপঙ্গো ণাম মিঅপোদও উবট্‌ঠিদো, তদো তুএ অঅং দাব পড়মং পিঅদু ত্তি অণুকম্পিণা উবচ্ছন্দিদো উদএণ ণ উণ সো অপরিচিদস্স দে হথাদো উদঅং উবগদো পাতুং পচ্চা তস্সিং জ্জেব উদএ মএ গহিদে কিদো তেণ পণও এথন্তরে বিহসিঅ তুএ ভণিদং সব্বো সগণে বীসসদি জদো দুবেবি তুবে আরণ্ণআও ত্তি ॥ ৯৩ ॥

রাজা। আভিস্তাবদাত্মকার্য্যপ্রবর্ত্তিনীভির্মধুরাভিরনৃতবাগ্‌ভিরাকৃষ্যন্তে বিষয়িণঃ ॥ ৯৪ ॥

গৌত। মহাভাঅ ণারিহসি এব্বং মন্তিদুং তবোবণসংবড্ঢিদো কৃখু অঅং জণো অণভিণ্ণে কইদ-বস্স ॥ ৯৫

রাজা। আচ্ছা, ভাল কথা ॥ ৮৫ ॥

শকু। (অঙ্গুরীয়স্থান দর্শন করিয়া) হা ধিক্! হা ধিক্! আমার অঙ্গুলী অঙ্গুরীয়শূন্য হইয়াছে। (বিষাদবদনে গৌতমীকে নিরীক্ষণ) ৮৬ ॥

গৌত। তুমি যখন শক্রাবতারে শচীতীর্থোদককে বন্দনা কর, তখন নিশ্চয়ই তোমার অঙ্গুরীয়টী অঙ্গুলী হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নদীর স্রোতে পতিত হইয়াছে ॥ ৮৭ ॥

রাজা। (ঈষৎ হাস্য সহকারে) এই কারণেই লোকে বলিয়া থাকে যে, স্ত্রীজাতি প্রত্যুৎপন্ন-মতি ॥ ৮৮ ॥

শকু। এই ব্যাপারে ত বিধাতার অলঙ্ঘনীয় প্রভাব দৃষ্ট হইল, এক্ষণে অন্য কোন অভিজ্ঞানের কথা বলিব? ৮৯ ॥

রাজা। এক্ষণে তাহা শ্রোতব্য ॥ ৯০ ॥

শকু। একদিবস আপনি বেতস-লতা মণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন, আপনার হস্তে নলিনী-পত্রপুটে জল ছিল ॥ ৯১ ॥

রাজা। হাঁ, বল শুনিতেছি ॥ ৯২ ॥

শকু। তখন আমার সেই কৃত্রিম পুত্র দীর্ঘাপাঙ্গনামক মৃগশিশুটী উপস্থিত হইল। তদনন্তর এই মৃগপোতক অগ্রে জল পান করুক্, এইরূপে অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক আপনি সেই জল লইয়া পান করিবার নিমিত্ত তাহার অভিমুখে ধরিলেন, কিন্তু আপনি অপরিচিত বলিয়া সে আপনার হস্ত হইতে জল পান করিল না, পরে আমি যখন সেই জলপাত্র ধরিলাম, তখনই সে তাহার প্রণয় প্রকাশ করিয়া জলপান করিল, তখন আপনি হাস্য করিয়া বলিলেন, সকলেই আত্মীয়জনে বিশ্বাস করিয়া থাকে, যেহেতু, তোমরা উভয়েই অরণ্যবাসী ॥ ৯৩ ॥

রাজা। এইরূপ আত্মকার্য্যের প্রবর্ত্তক সুমধুর মিথ্যাবাক্য দ্বারা কামিগণ আকৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯৪ ॥

গৌত। মহাভাগ! আপনি এরূপ বলিবেন না, এই শকুন্তলা তপোবনে বর্দ্ধিত হইয়াছেন, শঠতা যে কাহাকে বলে, তাহার বিন্দুবিসর্গও জানেন না ॥ ৯৫ ॥

রাজা। অয়ি তাপসবৃদ্ধে!

স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমমানুষীণাং, সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ প্রতিবোধবত্যঃ।
প্রাগন্তরীক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাতমন্যৈর্দ্বিজৈঃ পরভৃতাঃ কিল পোষয়ন্তি ॥ ৯৬ ॥

শকু। (সরোষম্) অণজ্জ অত্তণো হিঅআণুমাণেণ কিল সব্বং পেক্‌খসি কো ণাম অণ্ণো ধম্মকঞ্চু-অব্‌বদেসিণো তিণচ্ছণ্ণকুবোবমস্‌স তুহ অণুআরী ভবিস্‌সদি ॥ ৯৭ ॥

রাজা। (আত্মগতম্) বনবাসাদবিভ্রমঃ পুনরত্রভবত্যাঃ কোপো লক্ষ্যতে। তথাহি—
ন তির্য্যগবলোকিতং ভবতি চক্ষুরালোহিতং, বচোঽতি পরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।
হিমার্ত্ত ইব বেপতে সকল এব বিম্বাধরঃ, প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে ॥ ৯৮ ॥
অপিচ—সন্দিগ্ধবুদ্ধিং মামধিকৃত্য অকৈতব ইবাস্যাঃ কোপঃ সম্ভাব্যতে। তথা হ্যনয়া—
ময্যেবমস্মরণদারুণচিত্তবৃত্তৌ, বৃত্তং রহঃ প্রণয়মপ্রতিপদ্যমানে।
ভেদাদ্ভ্রুবোঃ কুটিলয়োরতিলোহিতাক্ষ্যা, ভগ্নং শরাসনমিবাতিরুষা স্মরস্য ॥ ৯৯ ॥
(প্রকাশম্) ভদ্রে! প্রথিতং দুষ্মন্তস্য চরিতং প্রজাস্বপীদং ন দৃশ্যতে ॥ ১০০ ॥

শকু। তুম্হে জ্জেব পমাণং জাণধ ধম্মত্থিদঞ্চ লোঅস্‌স।
লজ্জাবিণিজ্জিদাও জাণন্তি ণ কিম্পি মহিলাও। সুট্‌ঠু দাব অত্তচ্ছন্দাণুচারিণী গণিআ সমুবট্‌টিদা ॥১০১॥

গৌত। জাদে ইমস্‌স পুরোবৎসপচ্চএণ মুহমহুণো হিঅঅবিসস্‌স হৎথং সমুবগদাসি ॥ ১০২ ॥

শকু। (পটান্তেন মুখমাচ্ছাদ্য রোদিতি) ॥ ১০৩ ॥

শার্ঙ্গ। ইত্থমপ্রতিহতং চাপল্যং দহতি ॥ ১০৪ ॥

রাজা। অয়ি বৃদ্ধা তপস্বিনি! মনুষ্যজাতি ভিন্ন পশু-পক্ষ্যাদির স্ত্রীগণও শিক্ষা না পাইলে চাতুর্য্য-বিষয়ে পটুত্ব প্রকাশ করিবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? দেখুন, কোকিলাগণ যতদিন স্বীয় অপত্যগণ আকাশ-গমনে অক্ষম থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অন্য পক্ষী দ্বারা লালনপালন করাইয়া লয় ॥ ৯৬ ॥

শকু। (রোষসহকারে) হে অনার্য্য! আপনার হৃদয়ের ন্যায় অনুমান করিয়া সকলেই দর্শন করিয়া থাকেন, ধর্ম্ম-কঞ্চুকের আবরণ দিয়া তৃণাচ্ছন্নকূপ তুল্য আপনার ন্যায় শঠতাচরণ করিতে কোন্ ব্যক্তির প্রবৃত্তি হয়? ৯৭ ॥

রাজা। (স্বগত) বনবাস হেতু ইহার কোপ বিভ্রমশূন্য অর্থাৎ শৃঙ্গারভাবজাত-বিকার-বর্জ্জিত বলিয়া বোধ হয়, যেহেতু, ইনি বক্রভাবে অবলোকন করেন না, ইহার চক্ষুও অতিশয় লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, বাক্যও অত্যন্ত নিষ্ঠুরাক্ষর-বিশিষ্ট এবং উহা লক্ষ্যীকৃত মাদৃশ পুরুষগণের প্রতি সঙ্গত হয় না। অপিচ, ইহার ভাব আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অকারণে আমার প্রতি এই রমণীর এরূপ কোপ কখনই সম্ভব হয় না। আমি যে ইহাকে বিবাহ করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না। তবে কি এই কামিনী মদনানলে সন্তপ্ত হইয়াছে? কি আশ্চর্য্য! মদনের মাহাত্ম্য কালজ্ঞ ব্যক্তিকেও বিকল করিয়া থাকে। (প্রকাশ্যে) ভদ্রে! দুষ্মন্তের চরিত্র কখন যে কলুষিত হই-য়াছে, তাহা কেহ দেখে নাই ॥ ৯৮-১০০ ॥

শকু। মহারাজ! আপনি যে আমাকে বিবাহ করিয়াছেন, তাহার সাক্ষী ধর্ম্ম ব্যতীত আর কেহই নাই। এরূপ ভাবে মহিলাকুল কি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে? হে রাজন্! তবে কি আমি স্বেচ্ছাচারিণী গণিকার ন্যায় আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি? ১০১ ॥

গৌত। বৎসে! এক্ষণে পুরু-বংশের প্রত্যয়ে এই মুখে মধু ও হৃদয়ে বিষবিশিষ্ট পুরুষের হস্তগতা হইয়াছ ॥ ১০২ ॥

শকু। (মুখে বস্ত্রাঞ্চল প্রদান পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন) ॥ ১০৩ ॥

শার্ঙ্গ চাপল্য হেতু যাহার তাহার সহিত যে প্রণয় করিয়াছিলে, তাহাই এক্ষণে প্রদীপ্ত অনল-

অতঃ পরীক্ষ্য কর্ত্তব্যং বিশেষাৎ সঙ্গতং রহঃ।
অজ্ঞাতহৃদয়েষ্বেবং বৈরীভবতি সৌহৃদম্ ॥ ১০৫ ॥

রাজা। অয়ি ভোঃ কিমত্রভবতীপ্রত্যয়াদেবাস্মানসম্ভৃতদোষৈরধিক্ষিপস্তি ভবতঃ ॥ ১০৬ ॥

শার্ঙ্গ। (সাসূয়ম্) শ্রুতং ভবদ্ভিরধরোত্তরম্।

আজন্মনঃ শাঠ্যমশিক্ষিতো যস্তস্যাপ্রমাণং বচনং জনস্য।
পরাতিসন্ধানমধীয়তে যৈর্বিদ্যেতি তে সন্তু কিলাপ্তবাচঃ ॥ ১০৭ ॥

রাজা। অহো! সত্যবাদিনং অভ্যুপগতং তাবদস্মাভিঃ এবংবিধা এব বয়ং কিং পুনরিমামতিসন্ধায় লভতে? ১০৮ ॥

শার্ঙ্গ। বিনিপাতঃ ॥ ১০৯ ॥

রাজা। বিনিপাতঃ পৌরবৈর্প্যেত ইত্যশ্রদ্ধেয়মেতৎ ॥ ১১০ ॥

শার্ঙ্গ। ভো রাজন্! কিমিত্রোত্তরৈঃ অনুষ্ঠিতো গুরুনিয়োগঃ, সম্প্রতি প্রতিনিবর্ত্তামহে বয়ম্॥১১১॥

তদেষা ভবতঃ পত্নী ত্যজ বৈনাং গৃহাণ বা।
উপপন্না হি দারেষু প্রভুতা বিশ্বতোমুখী ॥ ১১২ ॥

গৌতমি! গচ্ছাগ্রতঃ। [ইতি সর্ব্বে প্রস্থিতাঃ।

শকু। অহং দাণিং ইমিণা কিদবেন পিপ্পলদ্ধা তুহ্মেবি নং পরিচ্চঅধ ?১১৩॥

[ইত্যনুপ্রস্থিতা।

গৌত। (স্থিত্বা পরিবৃত্ত্যাবলোক্য চ) বচ্ছ সঙ্গরব! অণুগচ্ছদি গো করুণপরিদেবিণী সউন্তলা পচ্চাদেসপরুসে ভত্তরি কিং করেদু তবস্সিণী ॥ ১১৪ ॥

স্বরূপ হইয়া দগ্ধ করিতেছে। অতএব বিশেষরূপে পরীক্ষা না করিয়া নির্জ্জনে সৌহৃদ্য স্থাপন করা অকর্ত্তব্য। যাহার অন্তঃকরণ জানা নাই, তাহার সহিত প্রণয় ঘটিলে বৈরিভাব ধারণ পূর্ব্বক সেই প্রণয়ই বিদ্বেষভাবে পরিণত হইয়া থাকে ॥ ১০৪-১০৫ ॥

রাজা। তাপসগণ! আপনারা কি ইহার প্রতি প্রত্যয় হেতু বিনাদোষেই আমাকে তিরস্কার করিতেছেন? ১০৬ ॥

শার্ঙ্গ। (অসূয়া সহকারে সভাসদ্গণক বলিলেন) আপনারা এই রাজার বাক্য শ্রবণ করিলেন? যে ব্যক্তি জন্মাবচ্ছিন্ন কোন শঠতা শিক্ষা করে নাই, সেই ব্যক্তির কথা অপ্রমাণ হইল, আর যাহারা বাল্যাবধি পর-প্রতারণা বিদ্যা অভ্যস্ত করিয়াছে, তাহাদের কথাই বিশ্বাসজনক বলিয়া গণ্য হইল?১০৭॥

রাজা। হে সত্যবাদি তপস্বিগণ! আচ্ছা, অঙ্গীকার করিলাম। আমরাই যেন প্রতারক ও আমাদের বাক্য বিশ্বাসজনক নহে, বলুন দেখি, এই তাপসকন্যাকে প্রতারণা করায় আমার কি লাভ হইবে? ১০৮ ॥

শার্ঙ্গ। নিপাতলাভ হইবে ॥ ১০৯ ॥

রাজা। "নিপাতলাভ হইবে" এ কথাটী বড়ই অশ্রদ্ধেয় ॥ ১১০ ॥

শার্ঙ্গ। রাজন্! আর উত্তর-প্রত্যুত্তরের প্রয়োজন নাই, আমরা গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিলাম, এক্ষণে প্রতিগমন করি। তবে, ইনি আপনার পত্নী, ইঁহাকে ত্যাগই করুন, আর গ্রহণই করুন, তদ্বিষয়ে আমাদের আর কিছুই বক্তব্য নাই। যেহেতু, মহিলাগণের প্রতি ভর্ত্তার সর্ব্বতোভাবেই প্রভুত্ব বিদ্যমান আছে। গৌতমি! আপনি অগ্রে অগ্রে গমন করুন্ ॥ ১১১-১১২ ॥

[এই বলিয়া সকলে গমন করিতে লাগিলেন।

শকু। আমি এক্ষণে এই ধূর্ত্ত কর্ত্তৃক প্রতারিত হইলাম, এখন তোমরাও কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে? ১১৩ ॥

[এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

গৌত। (দণ্ডায়মান হইয়া ফিরিয়া দেখিয়া) বৎস শার্ঙ্গরব! শকুন্তলা করুণ-বাক্যে বিলাপ করিতে করিতে আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতেছে, যে নিষ্ঠুর পুরুষ স্বীয় বনিতাকে পরিত্যাগ করিল, তাহার নিকট অনুকম্পার্হা কামিনী আর কি করিবে? ১১৪ ॥

শকু। (ভীতা বেপতে) ॥ ১১৫ ॥

শার্ঙ্গ। শকুন্তলে! শৃণোতু ভবতী।

যদি যথা বদতি ক্ষিতিপস্তথা ত্বমসি কিং পুনরুৎকুলয়া ত্বয়া।
অথ তু বেৎসি শুচিব্রতমাত্মনঃ পতিগৃহে তব দাস্যমপি ক্ষমম্ ॥

তিষ্ঠ সাধয়ামো বয়ম্ ॥ ১১৬ ॥

রাজা। ভোস্তপস্বিন্! কিমত্রভবতীং বিপ্রলভসে? কুতঃ—

কুমুদান্যেব শশাঙ্কঃ সবিতা বোধয়তি পঙ্কজান্যেব।
বশিনাং হি পরপরিগ্রহসংশ্লেষপরাঙ্মুখী বৃত্তিঃ ॥ ১১৭ ॥

শার্ঙ্গ। রাজন্! অথ পূর্ব্ববৃত্তং ব্যাসঙ্গাদ্বিস্মৃতং ভবেৎ, তদা কথমধর্ম্মভীরোর্দারপরিত্যাগঃ? ১১৮ ॥

রাজা। ভবন্তমেবাত্র গুরুলাঘবং পৃচ্ছামি।

মূঢ়ঃ স্যামহমেষা বা বদেন্মিথ্যেতি সংশয়ে।
দারত্যাগী ভবাম্যাহো পরস্ত্রীস্পর্শপাংশুলঃ ॥ ১১৯ ॥

পুরো। (বিচার্য্য) যদি তাবদেবং ক্রিয়তাম্ ॥ ১২০ ॥

রাজা। অনুশাস্তু মাং গুরুঃ ॥ ১২১ ॥

পুরো। অত্রভবতী তাবদাপ্রসবাদস্মদ্গৃহে তিষ্ঠতু ॥ ১২২ ॥

রাজা। কুত ইদম্? ১২৩ ॥

পুরো। ত্বং সাধুনৈমিত্তিকৈরুপদিষ্টপূর্ব্বঃ প্রথমমেব চক্রবর্ত্তিনং পুত্রং জনয়িষ্যসীতি। স চেন্মুনিদৌহিত্রস্তল্লক্ষণোপপন্নো ভবিষ্যতি, ততোঽভিনন্দ্য শুদ্ধান্তমেনং প্রবেশয়িষ্যসি, বিপর্য্যয়ে তস্যাঃ পিতুঃ সমীপগমনং স্থিরমেব ॥ ১২৪ ॥

শকু। (ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন) ॥ ১১৫ ॥

শার্ঙ্গ। (প্রত্যাবৃত্ত হইয়া) আঃ! দোষৈকদর্শিনি! কেন তুমি স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলে? শকুন্তলে! এই মহারাজ যাহা বলিলেন, তাহা শুনিলে ত' যদি সেইরূপ হও অর্থাৎ গণিকাই হও, তবে ত তোমার কুল গিয়াছে, সুতরাং এ জীবনে আর কি হইবে? আর যদি আপনাকে শুচি ও পতিব্রতা বলিয়া জান, তবে পতি-গৃহে থাকিয়া দাস্যবৃত্তি করাও তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর জানিবে, অতএব তুমি থাক, আমরা চলিলাম ॥ ১১৬ ॥

রাজা। তপস্বিন্! আপনি ইহাকে বঞ্চনা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতেছেন কেন? আপনি জানিবেন, শশধর কুমুদিনীকে আর দিবাকর পদ্মিনাকেই প্রস্ফুটিত করিয়া থাকেন, তেমনি জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণও পর-স্ত্রীর মুখাবলোকনে পরাঙ্মুখ জানিবেন ॥ ১১৭ ॥

শার্ঙ্গ। রাজন্! কার্য্যান্তরে আসক্তি হেতু পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হইতে পারেন, তবে আপনিও যেখানে অধর্ম্মের ভয় করিতেছেন, সেখানে আপনার দারপরিত্যাগ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ১১৮ ॥

রাজা। আপনাকেই এ বিষয়ে গুরু লঘুতা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, এই বিষয়ে আমিই যেন বিস্মরণ হেতু মোহিত হইয়াছি, অথবা এই রমণীই মিথ্যা বলিতেছে। এইরূপ সংশয়স্থলে আমি কি দারত্যাগী হইব, অথবা পরস্ত্রী স্পর্শ করিয়া আত্মাকে দূষিত করিব? ১১৯ ॥

পুরো। (বিচার পূর্ব্বক) যদি তাহাই হয়, তবে এইরূপ করুন্ ॥ ১২০ ॥

রাজা। গুরুদেব! আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান করুন্ ॥ ১২১ ॥

পুরো। এই মুনিদুহিতা প্রসবকাল পর্য্যন্ত আপনার গৃহে অবস্থিতি করুন্ ॥ ১২২ ॥

রাজা। কি প্রকার? ১২৩ ॥

পুরো। রাজন্! উত্তমোত্তম গণকগণ পূর্ব্বেই উপদেশ দিয়াছেন যে, প্রথমেই আপনার চক্রবর্ত্তি-লক্ষণযুক্ত একটী পুত্র উৎপন্ন হইবে, সেই মুনিদৌহিত্র যদি সেইরূপ লক্ষণযুক্ত হয়, তবে আনন্দ সহকারে ইহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশিত করিবেন। তাহার বিপরীত হইলে, ইহার পিতার নিকট গমন করাই ধার্য্য রহিল ॥ ১২৪ ॥

রাজা। যথা গুরুভ্যো রোচতে॥ ১২৫॥

পুরো। (উত্থায়) বৎসে! ইত ইতোঽনুগচ্ছ মাম্॥ ১২৬॥

শকু। ভঅবদি বসুন্ধরে! দেহি মে অন্তরং॥ ১২৭॥

[ইতি সহ পুরোধসা গৌতমীতপস্বিভিশ্চ রুদতী নিষ্ক্রান্তা

রাজা। (শাপব্যবহিতস্মৃতিঃ শকুন্তলাগতমেব চিন্তয়তি)॥ ১২৮॥

(নেপথ্যে) আশ্চর্য্যমাশ্চর্য্যম্।

রাজা। (কর্ণং দত্ত্বা) কিন্নু খলু স্যাৎ? ১২৯॥

(প্রবিশ্য পুরোহিতঃ)

পুরো। (সবিস্ময়ম্) দেব! অদ্ভুতং খলু সংবৃত্তম্॥ ১৩০॥

রাজা। কিমিব? ১৩১॥

পুরো। দেব! পরাবৃত্তেষু কণ্বশিষ্যেষু, সা নিন্দন্তী স্বানি ভাগ্যানি বালা বাহূৎক্ষেপং রোদিতুঞ্চ প্রবৃত্তা॥ ১৩২॥

রাজা। ততঃ কিম্? ১৩৩॥

পুরো। স্ত্রীসংস্থানঞ্চাপ্সরস্তীর্থমারাদুৎক্ষিপ্যাঙ্কে জ্যোতিরেনাং তিরোঽভূৎ॥ ১৩৪॥

(সর্ব্বে বিস্ময়ং রূপয়ন্তি)

রাজা। ভগবন্! প্রাগেবাস্মাভিরেষোঽর্থঃ প্রত্যাদিষ্টঃ কিং মৃষা তর্কেণান্বিষ্যতে বিশ্রাম্যতাম্॥ ১৩৫

পুরো। বিজয়স্ব॥ ১৩৬॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ

রাজা। বেত্রবতি! পর্য্যাকুলোঽস্মি শয়নীয়গৃহমার্গয় ॥ ১৩৭॥

রাজা। যাহা গুরুদেবের অভিরুচি॥ ১২৫॥

পুরো। (উত্থিত হইয়া) বৎসে! এই দিকে, এই দিকে, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন কর॥ ১২৬

শকু। ভগবতি বসুন্ধরে! আমাকে স্থান দান করুন্॥ ১২৭॥

[এই বলিয়া পুরোহিত, গৌতমী ও তপস্বিগণের সহিত রোদন করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

রাজা। (দুর্ব্বাসার অভিশাপ হেতু কিছুই স্মরণ করিতে না পারিয়া শকুন্তলার সম্বন্ধেই চিন্তা করিতে লাগিলেন)॥ ১২৮॥

রাজা। (নেপথ্যে) আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

রাজা। (সেই দিকে কর্ণপাত করিয়া) কি হইল? ১২৯॥

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো। (সবিস্ময়ে) দেব! অদ্ভুত ঘটনা হইয়া গেল॥ ১৩০।

রাজা। কিরূপ? ১৩১॥

পুরো। দেব! কণ্বশিষ্যগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে সেই ললনা নিজ ভাগ্যের নিন্দা করিয়া বাহুযুগল উত্তোলন করত রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১৩২॥

রাজা। তার পর কি হইল? ১৩৩॥

পুরো। দেব! ঠিক অপ্সরার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট তেজঃসম্পন্না কোন স্ত্রী-আকৃতি নিকটে আসিয়া, তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন॥ ১৩৪॥

(শুনিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন)

রাজা। ভগবন্! এই বিষয় পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করা হইয়াছে। এক্ষণে আর বৃথা অনুতাপ করিলেই বা ফল কি? অনুসন্ধান করিলেও তাহাকে পাওয়া কঠিন॥ ১৩৫॥

পুরো। আপনার জয় হউক॥ ১৩৬॥

[এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত

রাজা। বেত্রবতি! বড়ই ব্যাকুল হইয়াছি. শয়নগৃহের পথ প্রদর্শন কর॥ ১৩৭॥

প্রতী। ইদো ইদো দেবো ॥ ১৩৮ ॥

[ইতি প্রস্থিতা।

রাজা। (পরিক্রম্য স্বগতম্)

কামং প্রত্যাদিষ্টাং স্মরামি ন পরিগ্রহং মুনেস্তনয়াম্।
বলবত্তু দূয়মানং প্রত্যায়তীব মাং হৃদয়ম্ ॥ ১৩৯ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি পঞ্চমোঽঙ্কঃ।

অথ পঞ্চমাঙ্কাংশোঽঙ্কাবতারঃ

(ততঃ প্রবিশতি নাগরকশ্যালঃ পশ্চাদ্বাহুবন্ধং পুরুষমাদায় রক্ষিণৌ চ)

রক্ষিণৌ। (পুরুষং তাড়য়িত্বা) অলে কুম্ভিলআ কধেহি কহিং তুএ এসে মহামণিভাসুলে উক্কিণ্ণণামাক্খলে লাঅকীএ অঙ্গুলীঅ এ সমাসাদিদে ॥ ১ ॥

পুরুষঃ। (ভীতিনাটিতকেন) পসীদন্তু পসীদন্তু মে ভাবমিস্সেণ হগ্গে ইদিসস্স অকজ্জস্স কালকে ॥ ২ ॥

প্রথমঃ। কিণ্ণু কৃখু সোহণে বহ্মণে ত্তিকদুঅ রণ্ণা দে গড়িগা গদে দিণ্ণে॥ ৩ ॥

পুরুষঃ। সুণধ দাব হগ্গে কৃখু সকাবদালবাসী ধীবলে ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয়ঃ। অলে পাঅচ্চলে কিং তুমং অহ্মেহিং বসদিং জাদিঞ্চ পুচ্ছীঅসি ? ৫ ॥

নাগ। স্অঅ কধেদু সব্বং অণুক্কমেণ মা অন্তরা পড়িবন্ধেঅ ॥ ৬ ॥

উভৌ। জং আবুত্তে আণবেদি লবেহি লে ॥ ৭ ॥

প্রতী। দেব ! এই দিকে আসুন, এই দিকে আসুন ॥ ১৩৮ ॥

[এই বলিয়া প্রস্থান।

রাজা। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক স্বগত) মুনি-তনয়াকে বিবাহ করিয়াছিলাম বলিয়া কিছুমাত্র স্মরণ হয় না, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ অতিশয় সন্তপ্ত ও খিন্ন হইয়া যেন আমার পরিণীতা বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতেছে ॥ ১৩৯ ॥

[সকলেই নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত।

(নাগরক-শ্যালক ও রক্ষিদ্বয় পশ্চাৎ বাহুবদ্ধ পুরুষকে লইয়া প্রবেশ)

রক্ষিদ্বয়। (বাহুবদ্ধ পুরুষকে তাড়না পূর্ব্বক) আরে বেটা চোর ! বল্ ! কোথা হইতে এই মহামণি-রত্ন-খচিত প্রভাসম্পন্ন উৎকীর্ণ-নামাক্ষর এই রাজকীয় অঙ্গুরীয়টী পাইয়াছিস্ ? ১ ॥

পুরুষ। (ভয় প্রকাশ পূর্ব্বক) মহাশয়েরা প্রসন্ন হউন্, প্রসন্ন হউন্, আমি এমন অকার্য্য কখনই করি নাই ॥ ২ ॥

প্রথ। তুই একজন শোভন ব্রাহ্মণ কি না ? তাই তোকে মহারাজ এই প্রতিগ্রহ প্রদান করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

পুরুষ। আপনারা শুনুন, আমি একজন শক্রাবতারনিবাসী ধীবর ॥ ৪ ॥

দ্বিতী। আরে বেটা চোর ! আমরা কি তোকে বসতি ও জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি ? ৫ ॥

নাগ। সূচক ! উহাকে যথাক্রমে সমস্তই বলিতে দাও, উহার মধ্যে প্রতিবন্ধক হইও না ॥ ৬ ॥

রক্ষিদ্বয়। আচ্ছা, যাহা বলিতেছে, তাহাই হউক ; বল্ রে বল্ ॥ ৭ ॥

ধীব। শো হগ্‌গে জালবলিশপ্‌পহুদিহিং মচ্ছমন্ধণো বা এহিং কুডুম্বভলণং কলেমি ॥ ৮ ॥

নাগ। (বিহস্য) বিসুদ্ধো দাণিং সে আজীবো ॥ ৯ ॥

ধীব। ভট্টকে মা এব্বং ভণ ॥ ১০ ॥

শহজে কিল জে বিণিন্দিদে ণহু শে কম্ম বিবজ্জণীঅএ।
পশুমালণকম্মদালুণে অণুকম্পামিদুকেবি শোত্তিএ ॥ ১১ ॥

নাগ। তদো তদো ? ১২ ॥

ধীব। একশ্‌শিং দিঅশে মএ লোহিদমচ্ছকে পাবিদে তদো খণ্ডশো কপ্পিদে জাব তশ্‌শ উদলব্‌ভন্তলে পেক্‌খামি দাব এশে মহালঅণভাশুলে অঙ্গুলীঅএ শেক্‌খিদে পচ্চা ইধ বিকঅথং অথং দংশঅন্তে জ্জেব গহিদে ভাবমিশ্‌শেহিং এত্তিকে দাব এদশ্‌শ আগমে অং মাবেধ কুটেধ বা ॥ ১৩ ॥

নাগ। (অঙ্গুরীয়কামাঘ্রায়) জালুঅ! মচ্ছোদলব্‌ভন্তগদো ত্তি ণত্থি সন্দেহো, জদো অঅং আমিস-গন্ধো বাঅদি আগমো দাণিং এদস্‌স এসো বিমরিসিদব্বো তা এধ লাঅউলং জ্জেব গচ্ছম্ভ ॥ ১৪ ॥

রক্ষিণৌ) (ধীবরং প্রতি) গচ্ছ লে গণ্ঠিচ্ছেদঅ পচ্ছ। (ইতি পরিক্রামন্তি) ॥ ১৫ ॥

নাগ। সূঅঅ ইধ গোউলদুআলে অপ্‌পমমত্তা পবিপালেধ মং জাব লাঅউলং পবোসপ ণিকমামি ॥ ১৬ ॥

উভৌ। পবিশদু আবুত্তো শামিপ্‌পশাদত্থং ॥ ১৭ ॥

নাগ। [পরিক্রম্য নিষ্ক্রান্তঃ।

সূচ। জালুঅ চিলাঅদি কৃখু আবুত্তে ॥ ১৮ ॥

জাল্‌। ণং অবশলোবশপ্‌পণীআ রাআণো হোন্তি ॥ ১৯ ॥

ধীবর। আমি সেই স্থানে জাল ও বড়িশাদি মৎস্যবন্ধনের উপায় দ্বারা পরিবারবর্গের পোষণ করিয়া থাকি ॥ ৮ ॥

নাগ। (সহাস্যে) এখন তোর জীবনোপায়টী অতি পবিত্র বলিয়া আমার বোধ হইতেছে ॥ ৯ ॥

ধীব। মহাশয়! এরূপ বলিবেন না, কারণ, যাহার যে কর্ম্ম, তাহা নিন্দনীয় হইলেও পরিত্যাগ করিতে নাই; যেহেতু, শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণগণ করুণাপূর্ণ হইলেও আবার বৈদিক বিধি অনুসারে পশুমারণ-কর্ম্মে নিদারুণ ও নিষ্ঠুর হইয়া থাকেন ॥ ১০-১১ ॥

নাগ। তার পর ? তার পর ? ॥ ১২ ॥

ধীব। একদিন আমি রোহিত মৎস্য পাইয়াছিলাম, পরে সেই মৎস্য খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে কাটিতে তাহার উদরমধ্যে মহারত্নে দীপ্তিশালা এই অঙ্গুরীয়কটী দেখিতে পাইলাম; তার পর এখানে বিক্রয়ার্থ আনিয়াছি, এক্ষণে আপনাদের দ্বারা আবদ্ধ হইয়াছি। আমি এই অঙ্গুরী এইরূপে পাইয়াছি। এখন আমাকে মারুন, কাটিয়া ফেলুন, যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করুন্ ॥ ১৩ ॥

নাগ। (অঙ্গুরীয়কটী আঘ্রাণপূর্ব্বক) জালুক! ইহা যে মৎস্যের উদরমধ্যে ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; যেহেতু, ইহাতে আমিষ-গন্ধ নির্গত হইতেছে। এই অঙ্গুরীয়কের আগম-বৃত্তান্ত, ধীবর যাহা বলিতেছে, তাহাই বটে, কিন্তু এক্ষণে ইহা বিচারযোগ্য। অতএব চল, সকলেই রাজ-ভবনে গমন করি ॥ ১৪ ॥

রক্ষীদ্বয়। চল্ রে গাঁটকাটা চল। (এই বলিয়া পরিক্রমণ করিতে লাগিল) ॥ ১৫ ॥

নাগ। সূচক! তোমরা এই গোপুরদ্বারে অপ্রমত্তভাবে থাকিয়া আমি যে পর্য্যন্ত রাজভবনে প্রবেশ করিয়া না ফিরিয়া আসি, তাবৎকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর ॥ ১৬ ॥

রক্ষীদ্বয়। আপনি স্বামীর প্রসাদ নিমিত্ত প্রবেশ করুন্ ॥ ১৭ ॥

নাগ। [পরিক্রমণ পূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত।

জালু। অবসরক্রমে রাজার নিকট গমন করা কর্ত্তব্য ॥ ১৮ ॥

ধীব। বিচার করিয়া দণ্ড করুন্ ॥ ১৯ ॥

সূচ। ফুরন্তি মে অগ্গহত্থা ইমং গন্ঠিচ্ছেদঅং বাবাদিদুং ॥ ২০ ॥

ধীব। ণালিহদি ভাবে অআলণমালকে ভবিদুম্ ॥ ২১ ॥

জালু। (বিলোক্য) এশে অম্হাণং ঈশলে হথে গেহ্নিঅ লাঅশাশনং আঅচ্ছদি শম্পদং এসে শউলাণং মুহং পেক্খদু অহবা গিদ্ধশিআলাণং বলী হোদু ॥ ২২ ॥

(ততঃ প্রবিশ্য নাগরিকঃ)

নাগ। সিগ্ঘং এদং (ইত্যর্দ্ধোক্তে) ॥ ২৩ ॥

ধীব। হা হদোম্হি। (ইতি বিষাদং নাটয়তি) ॥ ২৪ ॥

নাগ। মুঞ্চধ জালোবজীবিণং। উববণ্ণে সে অঙ্গুলীঅস্স আগমে অম্হ শামিণা জাব কধিদং ॥ ২৫ ॥

সূচ। জহা আণবেদি আবুত্তো, জমবশদিং গদুঅ পড়িণিউত্তে কৃখু এশে। (ইতি ধীবরং বন্ধনান্মোচয়তি) ॥ ২৬ ॥

ধীব। ভট্টকে শম্পদং তুহ কেলকে মে জীবিদে। (ইতি পাদয়োঃ পততি) ॥ ২৭ ॥

নাগ। উট্ঠেহি এসে ভট্টিণা অঙ্গুলীঅমুলসম্মিদে পারিসোদিএ দেপ্পসাদীকদে তা গেহ্ন এদং। (ইতি ধীবরায় কটকং দদাতি ॥ ২৮ ॥

ধীব। (সহর্ষং সপ্রণামঞ্চ প্রতিগৃহ্য) অণুগ হীদোম্হি ॥ ২৯ ॥

জালু। এশে কৃখু রণ্ণা তধা অণুগ্গহিদে জধা শূলাদো আেদালিঅ হথিকৃখন্ধে শমালোবিদে ॥ ৩০ ॥

সূচ। আবুত্তে পালিদোশিএণ জাণামি মহালিহলদণেণ অঙ্গুলীঅএণ শামিণো বহুমনেণ হোদব্বং ॥ ৩১ ॥

নাগ। ণ তস্সিং ভট্টিণো মহালিহলদণং ত্তি কদুঅ পলিদাসো এত্তি উণ তক্কেমি ॥ ৩২ ॥

লভৌ। কিং উণ ? ৩৩ ॥

সূচ। এই গাঁট্‌কাটা বেটাকে মার্‌বার জন্য আমার হাত-পা শুড়্ শুড়্ করিতেছে ॥ ২০ ॥

ধীব। অকারণে মারিবেন না ॥ ২১ ॥

জালু। (অবলোকন করিয়া) এই আমাদের প্রভু রাজশাসন হস্তে করিয়া আগমন করিতেছেন, এক্ষণে এ ব্যাটা আপন ইষ্টদেবতা ও কুটুম্বগণকে স্মরণ করুক্, অথবা গৃধ্র ও শৃগালগণের ভক্ষ্যরূপে পরিগণিত হউক্ ॥ ২২ ॥

(নাগরিকের প্রবেশ)

নাগ। শীঘ্র শীঘ্র ইহাকে (এই অর্দ্ধোক্তি) ॥ ২৩ ॥

ধীব। হায়! আমি মরিলাম। (এই বলিয়া বিষাদ প্রকাশ) ॥ ২৪ ॥

নাগ। জাল-জীবীকে ছাড়িয়া দাও। এই অঙ্গুরীয়কের আগম-বৃত্তান্ত আমাদের স্বামী স্বীকার করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

সূচ। আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন। এই ব্যাটা যমের বাড়ী গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। (এই বলিয়া ধীবরের বন্ধন মোচন করিয়া দিতে লাগিল) ॥ ২৬ ॥

ধীব। স্বামিন্! এক্ষণে আমার জীবন আপনার কাছে কেনা হইয়া রহিল। (এই বলিয়া তাহার চরণযুগলে পতিত হইল) ॥ ২৭ ॥

নাগ। উঠ উঠ! আমাদের স্বামী তোমাকে অঙ্গুরীয়কের মূল্যস্বরূপ উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন, অতএব তুমি ইহা গ্রহণ কর। (এই বলিয়া ধীবরকে সুবর্ণ-কটক প্রদান করিল) ॥ ২৮ ॥

ধীব। (হর্ষসহকারে প্রণাম গ্রহণ করিয়া) আমি বড়ই অনুগৃহীত হইলাম ॥ ২৯ ॥

জালু। মহারাজ! এরূপ অনুগ্রহ করিলেন যে, শূল হইতে নামাইয়া হস্তি-স্কন্ধে আরোপিত করিলেন ॥ ৩০ ॥

সূচ। আবুত্ত! পারিতোষিক দ্বারা জানাইতেছি যে, এই অঙ্গুরীয়ক বহুমূল্য ও বোধ হয় রাজার অতি আদরের বস্তু হইবে ॥ ৩১ ॥

নাগ। মহামূল্য বলিয়া প্রভুর পরিতোষ নহে, আমার কিন্তু এইরূপ বিবেচনা হয় ॥ ৩২ ॥

রক্ষিদ্বয়। কিরূপ? ৩৩ ॥

নাগ। তস্‌স দংসণেণ ভট্টিণা কোবি অহিমদো জণো সুমরিদো ত্তি জদো মুহুত্তঅং পইদীগম্ভীরোবি পজ্জুস্সুঅমণো আসী ॥ ৩৪ ॥

সূচ। দোশিদে শোইদে অ দাণিং ভট্টা আবুত্তেণ ॥ ৩৫ ॥

জালু। জালু ণং ভণেমি ইমশ্‌শ মচ্ছশত্তুণো কদে। (ইতি ধীবরমনসূয়য়া পশ্যতি) ॥ ৩৬ ॥

ধীব। ভট্টালকে ইদে অদ্ধং তুম্মাণম্পি শুলামুল্লং হোদু। ৩৭ ॥

জালু। ধীবল মহত্তলে শম্পদং পিঅবঅঅশশ্‌কে শংবুত্তে শিদাদম্বলীশাক্‌খিকে কৃখু শোহিদে ইচ্ছীঅদি তা এহি শুণ্ডিআলঅং জ্জেবব গচ্ছহ্ম ॥ ৩৮। [ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি অঙ্কাবতারঃ।

ষষ্ঠোঽঙ্ক

(ততঃ প্রবিশত্যাকাশযানেন মিশ্রকেশী)

মিশ্র। ণিব্বত্তিদং মএ পজ্জাঅণিব্বত্তণিজ্জং অচ্ছরাতিত্থসন্দিট্টং তা জাব সাহুণস্‌স অহিসেঅকালো ভবে দাব সম্পদং ইমস্‌স রাএসিণো বুত্তন্তং পচ্চক্‌খীকরিস্‌সং ণং মেণআসম্বন্ধেণ সরীরভূদা দাণিং মে সউন্তলা তএঅ দুহিদুণিমিত্তং সন্দিট্টপুব্বম্হি ॥ ১ ॥

(সমন্তাদবলোক্য) কিণ্ণু কৃখু উবদ্দিহুচ্ছবেবি দিঅহে ণিরুচ্ছবারম্ভং বিঅ এদং রাঅউলং দীসদি অত্থি মে বিহবো সব্বং পণিধাণেণ জাণিদুং কিন্তু সহীএ্রমএ আদবো মাণইদব্বো ভোদু ইমাণং জ্জেব উজ্জাণবালআণং পাস্‌সপরিবত্তিণী ভবিঅ তিরক্‌রিণীএ বিজ্জাএ পচ্ছণ্ণা উবলহিস্‌সং। (ইতি নাট্যেনাবতীর্য্য স্থিতা) ॥ ২ ॥

নাগ। অঙ্গুরীয়ক দর্শনে রাজার কোন প্রিয়-ব্যক্তিকে মনে পড়িল, যেহেতু, তিনি স্বভাবতঃ গম্ভীর হইলেও ক্ষণকাল অতি উৎকণ্ঠিতভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

সূচ। আপনি মহারাজের সন্তোষ ও শোক সম্পাদন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

জালু। আমি বলি, এই মৎস্য শত্রুর নিমিত্ত। (এই বলিয়া অসূয়া সহকারে ধীবরের দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিল) ॥ ৩৬ ॥

ধীব। ভট্টারক ! এই পারিতোষিকের অর্দ্ধভাগ আপনাদের সুরার মূল্য হউক্ ॥ ৩৭ ॥

জালু। ধীবর ! তুমি আমাদের আজ অবধি অতি মহত্তর প্রিয়বন্ধু হইলে। প্রথমে বন্ধুত্ব করিতে গেলে সুরা সাক্ষী করিয়া করিতে হয় ; অতএব আইস, সকলে একত্রিত হইয়া শৌণ্ডিকালয়ে গমন করি ॥ ৩৮ ॥ [সকলের প্রস্থান।

পঞ্চমাঙ্কের অঙ্কাংশাবতার সমাপ্ত।

(আকাশযানে মিশ্রকেশীর প্রবেশ)

মিশ্র। অপ্সরাজাতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পর্য্যায়ক্রমে কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল সমাধা করিলাম, এক্ষণে সাধুগণ ও দেবগণের স্নানবেলা উপস্থিত; অতএব সম্প্রতি এই রাজর্ষির বৃত্তান্ত নয়নগোচর করি অথবা মেনকা আমার দ্বিতীয় জীবনস্বরূপা, আর সেই মেনকাও নিজতনয়া শকুন্তলার আশ্বাস প্রদানের নিমিত্ত পূর্ব্বেই আমাকে বলিয়াছিলেন। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন পূর্ব্বক) বসন্তসমাগমের জন্য উৎসবের দিন উপস্থিত হইলেও এই রাজ-ভবন নিরুৎসবের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে, ইহার কারণ কি ? আমার এইরূপ প্রভাব আছে যে, সমাধি দ্বারা অবগত হইতে পারি, কিন্তু সখী শকুন্তলার আদর প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ প্রতিপালন করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য। হউক্, এই উদ্যান-পালকদিগের পার্শ্বে থাকিয়া তিরস্করিণী বিদ্যা দ্বারা অদৃশ্য হইয়া সমস্ত প্রত্যক্ষ করিব। (এই বলিয়া অবতরণ পূর্ব্বক সেইস্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন) ॥ ১-২ ॥

(ততঃ প্রবিশতি চূতাঙ্কুরমালোকয়ন্তী চেটী তৎপৃষ্ঠেঽপরা চ)

প্রথমা। কধং উবথিদো মহুমাসো ॥ ৩ ॥

আতম্মহরিঅবেন্তং উস্‌সিঅ বিঅ বসন্তমাসস্‌স।
দিট্‌টং চূঅঙ্কুরঅং ছণম্মঙ্গলং পিঅচ্ছামি ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয়া। পরহুদিএ! কিং এদং এআইণী মন্তেসি ॥ ৫ ॥

প্রথমা। মহুঅরিএ! চূঅকলিঅং পেক্‌খিঅ উম্মত্তিআ কৃখু পরহুদিআ হোদি ॥ ৬ ॥

দ্বিতীয়া। (সহর্ষং ত্বরয়া উপগম্য) কধং উবথিদো বহুমাসো ॥ ৭ ॥

প্রথমা। মহুঅরিএ! তবাবি এসো কালো মদবিব্‌ভমুগ্‌গীদাণং ॥ ৮ ॥

দ্বিতীয়া। সহি! অবলম্বস্‌স মং জাব অগ্‌গপদে পরিট্টিদা ভবিঅ চূঅপ্পসবং গেহ্ণিঅ সম্পাদেমি কামদেবস্‌স অচ্চণং ॥ ৯ ॥

প্রথমা। জই এব্বং তা মমাবি অদ্ধং পচ্চণভলস্‌স ॥ ১০ ॥

দ্বিতী। সহি! অভিণিদেবি এদং সম্পজ্জই জদো একং জ্জেব ণো এদং সরীরঅং দ্বিধা ভিগ্ন পজাবইণা ॥ ১১ ॥

(সখীমবলম্ব্য চূতপ্রসবং গৃহীত্বা) অহ্মহে অপ্পবুদ্ধোবি চূঅপ্পসবো বন্ধণভঙ্গসুয়হী বা অদি ॥ ১২ ॥

(কপোতহস্তং কৃত্বা) ণমো ভঅবদে মঅরদ্ধজাঅ ॥ ১৩ ॥

অরিহসি মে চূঅঙ্কুর দিণ্ণো কামস্‌স গহিদচাবস্‌স।
পহিঅজণজুঅইলক্‌খো পঞ্চব্ভরিঅো সরো হোহু ॥ ১৪ ॥

(প্রবিশ্য কঞ্চুকী)

কঞ্চুকী। (সক্রোধম্) মা তাবদনাত্মজ্ঞে দেবেন প্রতিষিদ্ধেঽপি মধূৎসবে চূতকলিকাভঙ্গমারভসে॥১৫॥

(অনন্তর চূতাঙ্কুর অবলোকন করিতে করিতে চেটী ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অপর একজন চেটীর প্রবেশ)

প্রথ। এ কি? মধুমাস উপস্থিত যে! ঈষৎ লোহিতের আভাযুক্ত হরিদ্বর্ণ-বৃন্ত-সমন্বিত চূতাঙ্কুর-সকল বসন্তের জীবনের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। আমি মনে মনে নিশ্চয় করিতেছি যে, এই চূতাঙ্কুর-সকল বসন্তের উৎসবকার্য্যে মঙ্গলজনক হইবে ॥ ৩-৪ ॥

দ্বিতী। পরভৃতিকে! একাকিনী কি মন্ত্রণা করিতেছিস্? ৫ ॥

প্রথ। মধুকরিকে! চূতকলিকা দর্শন করিয়া পরভৃতিকা উন্মত্তা হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৬ ॥

দ্বিতী। (হর্ষ সহকারে সত্বর নিকটে গমন করিয়া) মধুমাস উপস্থিত হইয়াছে কি? ৭ ॥

প্রথ। মধুকরিকে! ইহাতে তোমারও মত্ততাবশতঃ চাপল্য হেতু উচ্চৈঃস্বরে গান করিবার এই সময় ॥ ৮ ॥

দ্বিতী। সখি! আমাকে ধর, আমি পদাগ্রে ভর করিয়া চূতাঙ্কুর-সকল গ্রহণ পূর্ব্বক কামদেবের অর্চ্চনা-কার্য্য সম্পন্ন করিব ॥ ৯ ॥

প্রথ। যদি এরূপ করিতে হয়, তবে অর্চ্চনার ফল আমারও অর্দ্ধেক ॥ ১০ ॥

দ্বিতী। সখি! না বলিলেও তাহা সম্পন্ন হইত, যেহেতু, আমাদের উভয়ের শরীর একমাত্র, কেবল প্রজাপতি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন, এইমাত্র প্রভেদ। (অনন্তর সখীর অবলম্বনে চূতাঙ্কুর গ্রহণ করিয়া) অহো! এই চূত-প্রসব প্রস্ফুটিত না হইলেও বৃন্তভঙ্গহেতু সুগন্ধ বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছে। (তদনন্তর কপোত-হস্ত অর্থাৎ অন্তরে অবকাশ-বিশিষ্ট জোড়হাত করিয়া বলিল) "নমো ভাগবতে মকরধ্বজায়" হে চূতাঙ্কুর! তুমি আমাকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া ধনুর্হস্ত পঞ্চশরের সম্মোহনাদি পাঁচটীর মধ্যে একটী হইয়া পথিক যুবতীগণকে লক্ষ্য করিও ॥ ১১-১৪ ॥

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। (ক্রোধ সহকারে) তোমরা অতিশয় মূঢ়বুদ্ধিসম্পন্ন, মহারাজ বসন্তোৎসব করিতে নিষেধ করিলেও তোমরা চূতকলিকা ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিয়াছ? এরূপ পুনর্ব্বার করিও না ॥ ১৫ ॥

উভে। (ভীতে) পসীদহু পসাদহু অজ্জো অগহিদথা অম্হে ॥ ১৬ ॥

কঞ্চু। হুং ন কিল শ্রুতং ভবতীভ্যাং যদ্বাসন্তৈস্তরুভিরপি দেবস্য শাসনং প্রমাণীকৃতং মদাশ্রয়িভিশ্চ। তথাহি—

চূতানাং চিরনির্গতাপি কলিকা বধ্নাতি ন স্বং রজঃ,
সন্নদ্ধং যদপি স্থিতং কুরুবকং তৎ কোরকাবস্থয়া।
কণ্ঠেষু স্খলিতং গতেঽপি শিশিরে পুংস্কোকিলানাং রুতং,
শঙ্কে সংহরতি স্মরোঽপি চকিতস্তূণার্দ্ধকৃষ্টং শরম্॥ ১৭ ॥

মিশ্র। ণত্থি এত্থ সন্দেহো মহাপ্পহাবো কখু রাএসী ॥ ১৮ ॥

প্রথমা। অজ্জ কদিচিদিঅসাইং মিত্তাবসুণা রট্ঠিএণ ভট্টিণো পাদমূলং পেসিদা অম্হে ইধ পমদবণে চিত্তকম্ম অপ্পিত্থং তা আগন্তুঅদাএ ণ সুদ সুদপূব্বো অম্হেহিং এসো বুত্তন্তো ॥ ১৯ ॥

কঞ্চু। তেন হি ন পুনরেবং প্রবর্ত্তিতব্যম্ ॥ ২০ ॥

উভে। (সকৌতূহলম্) অজ্জ জই ইমিণা জণেণ সোদব্বং তা কধেদু অজ্জো কিং ণিমিত্তং ভট্টিণা বসন্তচ্ছবো পড়িসিদ্ধোত্তি? ২১ ॥

মিশ্র। উচ্ছবপ্পিআ কখু রাআণো হোন্তি তা এত গুরুআ কারণেণ হোদব্বং ॥ ২২ ॥

কঞ্চু। (স্বগতম্) বহুলীভূতোঽয়মর্থঃ, তৎ কিং ন কথ্যতে। (প্রকাশম্) অস্তি ভবত্যোঃ কর্ণপথমায়াতং শকুন্তলাপ্রত্যাদেশকৌলীনম্ ॥ ২৩ ॥

উভে। অজ্জ সুদং রাট্ঠিঅমুহাদো অঙ্গুলীঅঅদংসণং জাব ॥ ২৪ ॥

কঞ্চু। তেন হি স্বল্পং কথয়িতব্যম্ যদৈবাঙ্গুরীয়দর্শনাদনুস্মৃতং দেবেন সত্যমূঢ়পূর্ব্বা রহসি ময়া তত্রভবতী শকুন্তলা মোহাৎ প্রত্যাদিষ্টেতি তদাপ্রভৃত্যেব পশ্চাত্তাপমুপগতো দেবঃ। তথাহি—

উভ। (ভীত হইয়া) আর্য্য! প্রসন্ন হউন, আমরা মহারাজের নিষেধ অবগত নহি ॥ ১৬ ॥

কঞ্চু। হুঁ! তোমরা কি শোন নাই যে, এই বসন্তকালে তরুগণ এবং তদাশ্রয়কারী বিহঙ্গমগণও মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছে? যেহেতু, চূত-কলিকা-সকল অনেক দিন হইল উৎপন্ন হইয়াও স্বীয় পরাগ উৎপাদন করে নাই, আর কুরুবক-কুসুম-সকল সজ্জীভূত হওত বহির্গত হইয়াও সেই কোরকাবস্থাতেই অবস্থিত রহিয়াছে এবং শিশিরকালের অপগম হইলেও পুংস্কোকিলের কণ্ঠরব কণ্ঠমধ্যেই নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, মদনও চকিত হইয়া তূণ হইতে শর-সমূহ অর্দ্ধভাগ আকর্ষণ করিয়া সেই ভাবেই অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

মিশ্র। (স্বগ [illegible] র্ষি মহাপ্রভাবশালী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১৮ ॥

প্রথ। আর্য্য! কয়েকদিবসমাত্র হইল, মিত্রাবসু নামক রাজশ্যালক এই প্রমোদ-বনে চিত্র-কর্ম্ম করিবার নি[illegible] স্বা[illegible] আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

[illegible] নর্ব্বার এরূপ করিও না ॥ ২০ ॥

উভ। (কুতূহলের সহিত) আর্য্য! যদি আমাদের শ্রবণ করতে কোন বাধা না থাকে, তবে আপনি বলুন, কি জন্য মহারাজ বসন্তোৎসব করিতে নিষেধ করিয়াছেন? ২১ ॥

মিশ্র। (আত্মগত) রাজারা অতিশয় উৎসব-প্রিয়ই হইয়া থাকেন, তবে এ বিষয়ে কোন গুরুতর [illegible] থাকিবে ॥ ২২ ॥

কঞ্চু। (স্বগত) এই বিষয় বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে, তবে কেন না বলা যাইবে? (প্রকাশ্যে) শকুন্তলা-পরিত্যাগের বিষয় তোমরা অবগত আছ ত? ২৩ ॥

উভ। আর্য্যে! অঙ্গুরীয়ক দর্শন পর্য্যন্ত রাজ-শ্যালকের মুখে শুনিয়াছি ॥ ২৪ ॥

কঞ্চু। তবে অল্প কথা বলিলেই বুঝিতে পারিবে। অঙ্গুরীয়ক দর্শনে যখন মহারাজের স্মরণ হইল যে, পূর্ব্বে শকুন্তলাকে নির্জ্জনে বিবাহ করিয়াছেন এবং মোহপ্রযুক্ত তাঁহাকে পরিত্যাগও করিয়াছেন,

রম্যং দ্বেষ্টি যথা পুরা প্রকৃতিভিন' প্রত্যহং সেব্যতে, শয্যোপান্তবিবর্ত্তনৈর্বিগময়ত্যুন্নিদ্র এব ক্ষপাঃ।
দাক্ষিণ্যেন দদাতি বাচমুচিতামন্তঃপুরেভ্যো যদা, গোত্রেষু স্খলিতস্তদা ভবতি চ ব্রীড়াবনম্রশ্চিরম্ ॥ ২৫ ॥

মিশ্র। পিঅং মে পিঅং ॥ ২৬ ॥

কঞ্চু। অস্মাৎ প্রভবতো বৈমনস্যাদুৎসবঃ প্রত্যাখ্যাতঃ ॥ ২৭ ॥

উভে। জুজ্জদি ॥ ২৮ ॥

(নেপথ্যে) এদু এদু ভবং ॥ ২৯ ॥

কঞ্চু। (কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে ইতি এবাভিবর্ত্ততে দেবঃ, তদ্গচ্ছতং স্বকর্ম্মানুষ্ঠানায় ॥ ৩০ ॥

উভে। তহ।

[ইতি নিষ্ক্রান্তে।

(ততঃ প্রবিশতি পশ্চাত্তাপসসদৃশবেশো রাজা বিদূষকঃ প্রতীহারী চ)

কঞ্চু। (রাজানং বিলোক্য) অহো সর্ব্বাস্ববস্থাসু রমণীয়কমনীয়াকৃতিবিশেষাণাম্। তথা হ্যেবং বৈমনস্যপরীতোঽপি প্রিয়দর্শনো দেবঃ। য এষঃ ॥ ৩১ ॥

প্রত্যাদিষ্টবিশেষমণ্ডনবিধির্বামপ্রকোষ্ঠে শ্লথং, বিভ্রৎ কাঞ্চনমেকমেব বলয়ং শ্বাসোপরক্তাধরঃ।
চিন্তাজাগরণপ্রতাম্রনয়নস্তেজোগুণৈরাত্মনঃ,সংস্কারোল্লিখিতো মহামণিরিব ক্ষীণোঽপি নালক্ষ্যতে ॥৩২॥

মিশ্র। (রাজানং বিলোক্য) ঠাণে কৃখু পচ্চাদেসবিমাণিদাবিইমস্স কিদে সউন্তলা কিলিস্সদি ॥৩৩॥

সেই অবধি মহারাজ অত্যন্ত অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছেন। এখন তিনি সমস্ত রম্যপদার্থের প্রতিই বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেছেন এবং এখন আর পূর্ব্বের মত অমাত্যাদিরাও তাঁহার উপাসনা করিতেছেন না। রাত্রিকালে তাঁহার নিদ্রা হয় না, শয্যার উভয়দিকে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়াই রাত্রিযাপন করিয়া থাকেন। আর যখন দাক্ষিণ্যপ্রযুক্ত অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণকে উচিতমত উত্তর প্রদান করিতে যান, তখন শকুন্তলার নামই উচ্চারণ করিয়া থাকেন। এইরূপ ঘটনার পর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত লজ্জায় অধোবদন হইয়া অবস্থিতি করিতে থাকেন ॥ ২৫ ॥

মিশ্র। (স্বগত) ইহা আমার পক্ষে অতিশয় প্রিয় বটে ॥ ২৬ ॥

কঞ্চু। এই নিরঙ্কুশ বৈমনস্য হেতু উৎসব নিবারিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

উভ। উচিত হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

(নেপথ্যে) আপনি এই দিকে আসুন্, এই দিকে আসুন্ ॥ ২৯ ॥

কঞ্চু। (কর্ণ প্রদান পূর্ব্বক) মহারাজ এই দিকেই আসিতেছেন, অতএব তোমরা চিত্রকর্ম্ম করিবার নিমিত্ত গমন কর ॥ ৩০ ॥

চেটীদ্বয়। তাহাই হউক্।

[এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

(পশ্চাৎ তাপসসদৃশবেশধারী রাজা, বিদূষক ও প্রতীহারীর প্রবেশ)

কঞ্চু। (রাজাকে অবলোকন করিয়া স্বগত) অহো! সুন্দরাকৃতিতে সকল অবস্থাতেই রমণীয়তা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেহেতু, মহারাজ অতিশয় উৎকণ্ঠিত থাকিলেও ইঁহার দর্শন সেইরূপ প্রিয় বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে। ইনি নানাবিধ ভূষণপ্রিয় হইলেও তাহা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেবল বাম প্রকোষ্ঠে একগাছিমাত্র স্বর্ণবলয় পরিহিত রহিয়াছে, তাহাও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। আর দীর্ঘ ও উষ্ণনিশ্বাসবায়ুদ্বারা অধোরোষ্ঠ নিপীড়িত হইয়াছে এবং চিন্তাজনিত জাগরণ ঘটিয়াছে বলিয়া নয়নযুগল অতিশয় লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, এইরূপে ইনি অতিশয় ক্ষীণ হইলেও স্বীয় গুণদ্বারা শাণিত অস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন ॥ ৩১-৩২ ॥

মিশ্র। (রাজাকে অবলোকন করিয়া মনে মনে) পরিত্যাগ দ্বারা অবমাননা করিলেও শকুন্তলা যে ইঁহার নিমিত্ত কষ্টভোগ করিতেছেন, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

রাজা। (ধ্যানমন্দং পরিক্রম্য)

প্রথমং সারঙ্গাক্ষ্যা প্রিয়য়া প্রতিবোধ্যমানমপি সুপ্তম্।
অনুশয়দুঃখায়েদং হতহৃদয়ং সম্প্রতি বিবুদ্ধম্॥ ৩৪॥

মিশ্র। ণং ঈদিসাইং তবস্সিণীএ ভাগধেআইং॥ ৩৫॥

বিদূ। (অপবার্য্য) হুং ভূও বি লঙ্ঘিদো এসো সউন্তলাবাদেণ ণ আণে কধং চিকিচ্ছিদব্বো ভবিস্সদি॥ ৩৬॥

কঞ্চু। (উপসৃত্য) জয়তি জয়তি দেবঃ, প্রত্যবেক্ষিতাঃ প্রমদবনভূময়ঃ যথাকামমধ্যাস্তাং বিনোদ-স্থানানি দেবঃ॥ ৩৭॥

রাজা। বেত্রবতি! মদ্বচনাদমাত্যপিশুনং ব্রূহি, অদ্য চিরপ্রবোধান্ন সম্ভাবিতমস্মাভির্ধর্ম্মাসনমধ্যা-সিতুম্ তৎপ্রত্যবেক্ষিতমার্য্যেণ পৌরকার্য্যং তৎ পত্রমারোপ্য প্রস্থাপ্যতামিতি॥ ৩৮॥

প্রতী। জং দেবো আণবেদি॥ ৩৯॥

[ইতি নিস্ক্রান্তা।

রাজা। পার্ব্বতায়ন! ত্বমপি স্বনিয়োগমশূন্যং কুরু॥ ৪০॥

কঞ্চু। যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ॥ ৪১

[ইতি নিস্ক্রান্তা।

বিদূ। কিদং ভঅদা নিম্মক্খিঅং সম্পদং সিসিরবিচ্ছেঅরমণীএ ইমস্সিং পমদবণদেশে অত্তাণং বিণোদেহি॥ ৪২॥

রাজা। (চিন্তা হেতু মন্দ মন্দ ভাবে বিচরণ পূর্ব্বক) প্রথমে সেই কুরঙ্গনয়না প্রিয়তমা আমাকে নানাবিধমতে বুঝাইয়া দিলেও আমার এই হত-হৃদয় মোহপ্রযুক্ত কেবল নিদ্রিতই ছিল, এক্ষণে দুঃখ-তাপ সহ্য করিবার নিমিত্তই জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে॥ ৩৪॥

মিশ্র। (মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল) শকুন্তলার ভাগ্যই এইরূপ ছিল, নচেৎ যাঁহার ঈদৃশ অনুতাপ, তিনি কি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন? ৩৫॥

বিদূ। (অনুচ্চস্বরে) হুঁ, ইনি আবার শকুন্তলা শকুন্তলা করিয়া বাত-ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া-ছেন। জানি না, আবার কিরূপে ইঁহার চিকিৎসা করান হইবে॥ ৩৬॥

কঞ্চু। (নিকটে আসিয়া) মহারাজের জয় হউক, জয় হউক। মহারাজ! প্রমদ-বনভূমি সকল সাবধানে নিরীক্ষণ করা হইয়াছে, এক্ষণে আপনি তাহাতে যথেচ্ছ উপবেশন করুন্॥ ৩৭॥

রাজা। বেত্রবতি! আমার বাক্যানুসারে অমাত্য-পিশুনকে বল, যে অদ্য আমি নিতান্ত নিশা-জাগরণ হেতু ধর্ম্মাসনের কার্য্যসকল সম্যক্প্রকারে অবলোকনাদি করিতে পারিব না, আপনি যাহা কিছু পৌরকার্য্য পরিদর্শন করিবেন, তাহা পত্রের মধ্যে আরোপিত করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন॥ ৩৮॥

প্রতী। মহারাজ যাহা আজ্ঞা করিতেছেন॥ ৩৯॥

[এই বলিয়া নিস্ক্রান্ত হইল।

রাজা। পার্ব্বতায়ন! তুমিও আপন অধিকার পরিপূর্ণ কর॥ ৪০॥

কঞ্চু। মহারাজ যাহা আজ্ঞা করিতেছেন॥ ৪১॥

[এই বলিয়া নিস্ক্রান্ত হইল।

বিদূ। আপনি এক্ষণে নির্ম্মক্ষিক করিয়া তুলিলেন, সম্প্রতি শিশির-বিচ্ছেদ-রমণীয় প্রমদবনস্থানে আত্মবিনোদন করুন্॥ ৪২॥

রাজা। (নিশ্বস্য) বয়স্য! যৎ প্রোচ্যতে রন্ধ্রোপপাতিনোঽনর্থা ইতি তদব্যভিচারি। পশ্য—

মুনিসুতা প্রণয়স্মৃতিরোধিনা, মম চ মুক্তমিদং তমসা মনঃ।
মনসিজেন সখে প্রহরিষ্যতা, ধনুষি চূতশরশ্চ নিবেশিতঃ॥
উপহিতস্মৃতিরঙ্গুলিমুদ্রয়া, প্রিয়তমামনিমিত্তনিরাকৃতাম্।
অনুশয়াদনুরোদিমি চোৎসুকঃ, সুরভিমাসসুখং সমুপৈতি চ॥ ৪৩॥

বিদূ। ভো বঅস্স! চিট্ঠ দাব জাব ইমিণা দণ্ডকট্ঠেণ কন্দপ্পবাণং ণাসেমি। (ইতি দণ্ডকাষ্ঠমুদ্যম্য চূতাঙ্কুরং তাড়য়িতুমিচ্ছতি)॥ ৪৪॥

রাজা। (সস্মিতম্) ভবতু দৃষ্টং ব্রহ্মবর্চসম্। সখে! বিনোদয়ামি? ৪৫॥

কেদানীমুপবিষ্টঃ প্রিয়ায়াঃ কিঞ্চিদনুকারিণীষু লতাসু দৃষ্টিং

বিদূ। ণং ভঅদা আসণ্ণপরিচারিআ লিবিঅরি মেহাবিণী আদিট্ঠা মাহবীলদাহরএ ইমং বেলং অদিবাহিস্সং তহিং চিত্তফলএ মে সহত্থলিহিদং তত্থভোদীএ সউন্তলাএ পড়িকিদিং আণেহিত্তি॥ ৪৬॥

রাজা। ঈদৃশমেব হৃদয়াশ্বাসনং তত্তদেবাদেশয় মাধবীলতাগৃহম্॥ ৪৭॥

বিদূ। ইদো ইদো ভবং। (ইত্যুভৌ পরিক্রামতঃ)॥ ৪৮॥

মিশ্র। (অনুগচ্ছতি)॥ ৪৯॥

বিদূ। এসো মাণিসিলাবট্টসণাহে মাহবীলদামণ্ডবো বিবিত্তদাএ উবহাররমণীজ্জদাএ ণিসগ্গমারুদেণ অসাআদেণ বিঅ পড়িচ্ছদি তুমং তা পবিসিঅ ণিসীদহু ভবং॥ ৫০॥

(প্রবিশ্য উভৌ)

উভৌ। (উপবিষ্টৌ)॥ ৫১॥

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) বয়স্য! লোকে বলে যে, অনর্থ রন্ধ্র পাইলেই উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা মিথ্যা নহে। দেখ সখে! মুনিতনয়ার প্রণয়ের স্মৃতিবিরোধী মোহস্বরূপ অন্ধকার আমার অন্তঃকরণ হইতে যেমন দূরীভূত হইল, অমনি প্রহার করিবার নিমিত্ত মদন স্বীয় শরাসনে চূতশর সন্নিবেশিত করিলেন। আর স্বাক্ষর অঙ্গুরীয়ক দর্শনে আমার স্মৃতির উদয় হওয়াতে, যে সময় প্রিয়তমাকে দেখিবার নিমিত্ত উৎসুকচিত্ত হইলাম, অমনি অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছি ভাবিয়া পশ্চাত্তাপ হেতু রোদন করিতে লাগিলাম। তখন কোথা হইতে বসন্তকাল কালস্বরূপ হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল॥ ৪৩॥

বিদূ। ভো বয়স্য! আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন, আমি এই দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা কন্দর্প-বাণ বিনাশ করিতেছি॥ ৪৪॥

রাজা। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) আরে নেও নেও, খুব ব্রহ্মতেজ দেখা গিয়াছে। সে যাহা হউক্, এক্ষণে বল দেখি, কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিয়া প্রিয়ার কিঞ্চিৎ অনুকারিণী লতাসমূহে আপনার দৃষ্টি বিনোদন করি? ৪৫॥

বিদূ। আপনি নিকটস্থিত পরিচারিকা লিপিকরী মেধাবিনীকে ত আদেশ করিয়াছেন যে, মাধবীলতাগৃহে এই সময় অতিবাহিত করিব। এক্ষণে সেই স্থানে স্বহস্তলিখিত শকুন্তলার মূর্ত্তি আনয়ন করিতে আদেশ করুন্॥ ৪৬॥

রাজা। ঈদৃশ চিত্র-দর্শনাদি বিষয় হৃদয়ের আশ্বাসকর, অতএব সেই মাধবীলতাগৃহ প্রদর্শন কর॥ ৪৭॥

বিদূ। আপনি এই দিকে আসুন, এই দিকে আসুন্। (এই বলিয়া উভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন।) ৪৮॥

মিশ্র। (অনুগমন করিলেন)॥ ৪৯॥

বিদূ। এই মণিনির্ম্মিত-শিলাপট্টবিশিষ্ট মাধবীলতা-মণ্ডপ; এই মণ্ডপ নির্জ্জন ও রমণীয় এবং উপকারক, ইহাতে স্বাভাবিক সমীরণ প্রবাহিত হইয়া কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্তই যেন আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছে; অতএব আপনি উহাতে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করুন্॥ ৫০॥

উভ। (সেই স্থানে উপবেশন করিলেন)॥ ৫১॥

মিশ্র। লদাসংসসিদা পেক্খিস্সং দাব পিঅসহী এ পড়িকিদিং তদো সে ভত্তুণো বহুমদং অণুরাঅং ণিবেদেইস্সং। (ইতি তথা কৃত্বা স্থিতা) ॥ ৫২ ॥

রাজা। (নিশ্বস্য) সখে! সর্ব্বমিদানীং স্মরামি শকুন্তলায়াঃ প্রথমদর্শনবৃত্তান্তং যৎ কথিতবানস্মি ভবতে। স ভবান্ প্রত্যাদেশসময়ে মৎসমীপগতো নাসীৎ, কিন্তু পূর্ব্বমপি ন ত্বয়া কদাচিৎ সঙ্কীর্ত্তিতং তত্রভবত্যা নামাদিকং কচ্চিদহমিব বিস্মৃতবাংস্ত্বমসি ॥ ৫৩ ॥

মিশ্র। অদো জ্জেব মহীবদিহিং খণম্পি সহিঅআও সহাআও ণ বিরহিদব্বাও ॥ ৫৪ ॥

বিদূ। ণ বিসুমরামি কিন্তু সব্বং কহিঅ অবসাণে উণ তুএ ভণিদং পরিহাসবিঅপ্পিও এসো ণ ভূদখোত্তি মএবি মন্দবুদ্ধিণা তথা জ্জেব গহিদং অথবা ভবিদব্বদা কৃখু এথ বলবদী ॥ ৫৫ ॥

মিশ্র। এবম্নেদং ॥ ৫৬ ॥

রাজা। (ক্ষণং ধ্যাত্বা) সখে! সখে! পরিত্রায়স্ব মাম্ ॥ ৫৭ ॥

বিদূ। ভো বঅস্স! কিং এদং তুহ উববণ্ণং ণ কদাবি সপ্পুরিসা সোঅচিত্তা হোমি ণং পরাদেবি ণিকম্পা জ্জেব গিরিঅো ॥ ৫৮ ॥

রাজা। বয়স্য! নিরাকরণবিক্লবায়াস্তে সখ্যাস্তামবস্থামনুস্মৃত্য বলবদশরণোঽস্মি। সা হি—

ইতঃ প্রত্যাদিষ্টা স্বজনমনুগন্তুং ব্যবসিতা, স্থিতা তিষ্ঠেত্যুচ্চৈর্ব্বদতি গুরুশিষ্যে গুরুসমে।
পুনর্দ্দৃষ্টিং বাষ্পপ্রকরকলুষামর্পিতবতী, ময়ি ক্রূরে যত্তৎ সবিষমিব শল্যং দহতি মাম্ ॥ ৫৯ ॥

মিশ্র। অম্মহে ঈদিসী পরধীণদা ইমস্সমম্পি সন্দাবেদি ॥ ৬০

মিশ্র। (আত্মগত) এই লতাজাল আশ্রয় করিয়া প্রিয়সখীর প্রতিকৃতি দর্শন করি, তদনন্তর ভর্ত্তার বহুমত অনুরাগ তাঁহাকে নিবেদন করি। (এই কথা বলিয়া লতা আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন) ॥ ৫২ ॥

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে! যাহা তোমাকে বলিয়াছিলাম, প্রথম-দর্শনাবধি শকুন্তলার সমস্ত বৃত্তান্তই স্মরণ করিতেছি। যখন আমি শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করি, তখন তুমি আমার নিকট ছিলে না, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেও তুমি শকুন্তলার নামাদি কিছুই কীর্ত্তন কর নাই, আমিই না হয় ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তুমিও কি আমার মত বিস্মৃত হইয়াছিলে? ৫৩ ॥

মিশ্র। (আত্মগত) এই কারণেই সহৃদয় সহায় ব্যক্তিদিগের ক্ষণমাত্রও পরিত্যাগ করা নরপতি-দিগের কর্ত্তব্য নহে ॥ ৫৪ ॥

বিদূ। আমি বিস্মৃত হই নাই, কিন্তু আপনি শকুন্তলা-সম্বন্ধীয় সকল কথাই কহিয়া শেষকালে বলি-লেন, সখে! ইহা কল্পনা জন্য পরিহাস মাত্র, যথার্থ নহে। আমিও কি না অতিশয় নির্ব্বোধ, তাহাই বুঝিলাম, অথবা এ বিষয়ে ভবিতব্যতাই বলবতী বলিতে হইবে ॥ ৫৫ ॥

মিশ্র। (আত্মগত) ইহা এইরূপই বটে ॥ ৫৬ ॥

রাজা। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) সখে! আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ৫৭ ॥

বিদূ। ভো বয়স্য! ইহা কি আপনার পক্ষে উচিত হইল? সৎপুরুষেরা কখনই শোকে অভিভূত হন না। আর জানিবেন যে, প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইলে ধরাধর কখনও বিচলিত হয় না; নিশ্চল ভাবেই অবস্থিতি করিয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

রাজা। বয়স্য! যখন শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করি, তখন তিনি যে বিহ্বলচিত্তা হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই অবস্থা স্মরণ করিয়া আমি একান্তই অধীর হইয়া পড়িয়াছি, আমার আর জীবনধারণের উপায় নাই। যখন আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলাম, তখন তিনি এখান হইতে শার্ঙ্গরবাদি স্বজন-গণের অনুগমন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। অনন্তর গুরুতুল্য মাননীয় গুরুর শিষ্য শার্ঙ্গরব "থাক" এই কথা উচ্চস্বরে বলিলে পর তিনি অবাস্থত হইয়া অতিশয় নিষ্ঠুর যে আমি—সেই আমার প্রতি বাষ্প-কলুষিত-দৃষ্টি যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা বিষযুক্ত শল্যের ন্যায় হইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা জন্মাইয়া দিতেছে। সখে! আমি আর বাঁচিব না ॥ ৫৯ ॥

মিশ্র। (স্বগত) অহো! ইঁহাকে এরূপ শকুন্তলার অধীন দেখিয়া আমারও সন্তাপ জন্মিয়াছে ॥ ৬০ ॥

বিদূ। ভো অথি মে তক্কো কেণ উণ তথভোদী আআসসঞ্চারিণা ণীদেত্তি ॥ ৬১ ॥

রাজা। বয়স্য! কঃ পতিব্রতাং তামন্যঃ পরামষ্টু মুৎসহতে? শ্রুতবান্ তৎসহচরীভিস্তয়া বা নীতেতি হৃদয়মাশঙ্কতে ॥ ৬২ ॥

মিশ্র। সম্মোহেবি বিহ্মঅণীতো কৃখু ইমস্স পড়িবোধো ॥ ৬৩ ॥

বিদূ। ভো জই এব্বং তা সমস্সসদু ভবং অথি কৃখু সমাগমো কালেণ তথভোদীএ ॥ ৬৪ ॥

রাজা। কথমিব? ৬৫ ॥

বিদূ। ণ কৃখু মাদাপিদরা ভত্তিবিওআ অদুক্খিদং দুহিদরং চিরং পেক্খিদুং পারেন্তি ॥ ৬৬ ॥

রাজা। বয়স্য!

স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু, কৢপ্তং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যৈঃ।
অসন্নিবৃত্ত্যৈ তদতীতমেব, মনোরথানামতটপ্রপাতঃ ॥ ৬৭ ॥

বিদূ। ভো মা এব্বং ণং অঙ্গুরীঅঅং জ্জেব এথ ণিদসণং অবস্সম্ভাবিণো অচিন্তণীঅসমাগমা হোন্তি ॥ ৬৮ ॥

রাজা। (অঙ্গুরীয়কং বিলোক্য) অয়ে ইদং তদসুলভস্থানভ্রংশি শোচনীয়ম্ ॥ ৬৯ ॥

তব সুচরিতমঙ্গুরীয়ং নূনং প্রতনু কৃশেন বিভাব্যতে ফলেন।
অরুণনখমনোহরাসু তস্যাশ্চ্যুতমসি লব্ধপদং যদঙ্গুলীষু ॥ ৭০ ॥

মিশ্র। জই। অণ্ণহথগদং ভবে তদো সচ্চং সোঅণীঅং ভবে সহি দূরে বট্টসি এআইণী জ্জেব কণ্ণসুহাইং অণুভবেমি ॥ ৭১ ॥

বিদূ। এ বিষয়ে আমার তর্ক আছে যে, আকাশ-সঞ্চারী কোন্ ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল? ৬১ ॥

রাজা। বয়স্য! আর কোন্ ব্যক্তি সেই পতিব্রতাকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হইবে? তবে মেনকা তোমার সখীর জন্মস্থান, ইহা আমি শকুন্তলার সখীদের মুখেই শ্রবণ করিয়াছি, সেই মেনকাই বা তখন আত্মীয়জন দ্বারা লইয়া গিয়াছেন, আমার হৃদয়ে এখন এইরূপ আশঙ্কাই হইতেছে ॥ ৬২ ॥

মিশ্র। (স্বগত) প্রিয়া বিয়োগ-শোকজন্য মোহেও ইঁহার অনুভব-শক্তি আমাদের বিস্ময়জনক বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৬৩ ॥

বিদূ। রাজন্! যদি এইরূপ হয়, তবে আপনি আশ্বাসিত হউন, কালক্রমে তাঁহার সহিত সমাগমের সম্ভাবনা আছে ॥ ৬৪ ॥

রাজা। কিরূপে? ৬৫ ॥

বিদূ। মাতা পিতা কখনই দুহিতাকে চিরকাল পতিবিরহে কাতরা দেখিতে পারিবেন না ॥ ৬৬ ॥

রাজা। বয়স্য! এই শকুন্তলার বিবাহাদি বিষয় স্বপ্নস্বরূপ বলিয়া আমার জ্ঞান হইতেছে, কি ঐন্দ্রজালিক মায়াই হইবে, কি ভ্রান্তিই বা হইবে, অথবা পুণ্যোৎপাদিত অল্পাবশিষ্ট কালই বটে, অতএব তাঁহাকে যদি পুনর্ব্বার না পাই, তবে আমার দুরারোহী মনোরথ-সমূহের তটবিরহিত পর্ব্বতের অত্যুচ্চ-শিখরদেশ হইতে একেবারেই পতন হইবে, ইহাই বিবেচনা করিয়াছি ॥ ৬৭ ॥

বিদূ। মহারাজ! এরূপ নহে, অঙ্গুরীয়কই এই বিষয়ের নিদর্শন। অতএব তাহারই সমাগম অচিন্তনীয়রূপে অবশ্যই সংঘটিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৬৮ ॥

রাজা। (অঙ্গুরীয়কের দিকে অবলোকন পূর্ব্বক বিষাদসহকারে) এই অঙ্গুরীয়ক অসুলভস্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে, অতএব এক্ষণে ইহা গোপনীয় সন্দেহ কি? হে অঙ্গুরীয়ক! ফল দেখিয়া অনুমান হইতেছে যে, তোমার পুণ্যসঞ্চয় অতীব অল্প, যেহেতু, তুমি প্রিয়ার লোহিতবর্ণনখ ও মনোহর অঙ্গুলী-সমূহে স্থান লাভ করিয়াও পরিভ্রষ্ট হইয়াছে ॥ ৬৯-৭০ ॥

মিশ্র। (স্বগত) যদি এই অঙ্গুরীয়ক অন্যের হস্তগত হইত, তবে ইহা শোচনীয় হইত, সখি! এক্ষণে তুমি অনেক দূর রহিয়াছ, আমিই কেবল একাকিনী কর্ণ-সুখ অনুভব করিতেছি? ৭১ ॥

বিদূ। ভো ইঅং ণাম সুদ্দা কেণ উদ্দেসেণ তত্থভোদীএ হত্থসংসগ্‌গং পাবিদা ॥ ৭২ ॥
মিশ্র। মমবি কোদূহলেণ বাবরিদো এসো ॥ ৭৩ ॥
রাজা। বয়স্য! শ্রূয়তাম্। তদা স্বনগরায় তপোবনাৎ প্রস্থিতং মাং প্রিয়া সবাষ্পমাহ স্ম কিয়চ্চিরেণার্য্যপুত্রঃ পুনরস্মাকং স্মরিষ্যতীতি ॥ ৭৪ ॥
বিদূ। তদো তদো ? ৭৫ ॥
রাজা। অথৈনাং মুদ্রামঙ্গুল্যাং নিবেশয়তা ময়া প্রত্যভিহিতা ॥ ৭৬ ॥
বিদূ। কিং ত্তি ? ৭৭ ॥
রাজা। একৈকমত্র দিবসে দিবসে মদীয়ং, নামাক্ষরং গণয় গচ্ছসি যাবদন্তম্।
তাবৎ প্রিয়ে মদবরোধনিদেশবর্ত্তী, নেতা জনস্তব সমীপমুপৈষ্যতীতি ॥ ৭৮ ॥
তচ্চ দারুণাত্মনা ময়া মোহান্নানুষ্ঠিতম্।
মিশ্র। রমণীওো ক্খু অবহী বিহিণা বিসংবাদিদো ॥ ৭৯ ॥
বিদূ। ভো কধং লোহিদমচ্ছস্‌স বড়িসং বিঅ মুহপ্পবিট্টং এদং আসী ॥ ৮০ ॥
রাজা। শচীতীর্থে সলিলং বন্দমানায়াস্তে সখ্যা হস্তাদ্গঙ্গাস্রোতসি পরিভ্রষ্টম্ ॥ ৮১ ॥
বিদূ। জুজ্জদি ॥ ৮২ ॥
মিশ্র। অদো ক্খু তবস্‌সিণীএ সউন্তলাএ অধম্মভীরুণো ইমস্‌স রাএসিণো পরিণএ সন্দেহো জাদো অধবা ণ ঈদিসো অণুরাওো অহিণ্ণাণং অবেক্খদি ত কধং বিঅ এদং ॥ ৮৩ ॥
রাজা। উপালপ্স্যে তাবদিদমঙ্গুরীয়কম্ ॥ ৮৪ ॥
বিদূ। (সস্মিতম্) ভো অহম্পি দাব এদং দণ্ডকট্টং উবালহিস্‌সং কধং উজ্জু অস্‌স মে কুড়িলং তুমং সিত্তি ॥ ৮৫ ॥

বিদূ। মহারাজ! এই নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক কি উদ্দেশ্যে তাঁহার হস্তে পরাইয়া দিয়াছিলেন ? ৭২ ॥
মিশ্র (স্বগত) এ ব্যক্তি আমার কৌতূহল অনুসারেই প্রশ্ন করিয়াছেন ॥ ৭৩ ॥
রাজা। বয়স্য! শ্রবণ কর, যখন তপোবন হইতে নিজনগরে গমনসময় প্রিয়া আমাকে বাষ্পাকুল-লোচনে কহিতে লাগিলেন, আর্য্যপুত্র! আবার কত বিলম্বে আমাকে স্মরণ করিবেন ? ৭৪ ॥
বিদূ। তার পর, তার পর ? ৭৫ ॥
রাজা। তার পরে আমি প্রিয়ার কোমলকরপল্লব ধরিয়া বলিলাম ॥ ৭৬ ॥
বিদূ। কি বলিলেন ? ৭৭ ॥
রাজা। তুমি এই আশ্রমে থাকিয়া এক এক দিবসে আমার এক একটী নামাক্ষর গণনা করিবে, যখন অক্ষরগণনা শেষ হইবে, তখন আমার অন্তঃপুরস্থ লোক আসিয়া তোমাকে আমার রাজধানীতে লইয়া যাইবে। তা আমি অতি নিষ্ঠুর পাপাত্মা কি না, তাই মোহবশতঃ সে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম না ॥ ৭৮ ॥
মিশ্র। (স্বগত) বিধাতা অন্তঃপুরানয়নকালেই বঞ্চনা করিয়াছেন ॥ ৭৯ ॥
বিদূ। ভো মহারাজ! এই অঙ্গুরীয়ক বঁড়িশের ন্যায় কিরূপে রোহিত মৎস্যের মুখে প্রবিষ্ট হইল ? ৮০ ॥
রাজা। শচীতীর্থের ঘাটে স্নান করিতে করিতে অঙ্গুরীয়ক তোমার সখীর হস্ত হইতে গঙ্গাস্রোতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল ॥ ৮১ ॥
বিদূ। যুক্তিযুক্ত বটে ॥ ৮২ ॥
মিশ্র। (স্বগত) এই নিমিত্তই অধর্ম্মভীরু মহারাজের তপস্বিনী শকুন্তলার পরিণয়-বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, অথবা ঈদৃশ অনুরাগ কি কখন অভিজ্ঞানের অপেক্ষা করে ? তবে এ বিস্মরণ কি প্রকার, তাহা বুঝা যাইতেছে না ॥ ৮৩ ॥
রাজা। এই অঙ্গুলীয়ককেই তবে আমি এক্ষণে নিন্দা করি ॥ ৮৪ ॥
বিদূ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) রাজন্! আমিও তবে এই দণ্ডকাষ্ঠকে নিন্দা করি। বলি, আমি এত সরল, আমার বস্তু হইয়া তুই এমন কুটিল হইলি কেন ? ৮৫ ॥

রাজা। তদশৃণ্বন্নেব ॥ ৮৬ ॥

কথং নু তং কোমলবন্ধুরাঙ্গুলিং, করং বিহায়াসি নিমগ্নমম্ভসি।

অথবা। অচেতনং নাম গুণং ন বীক্ষতে, ময়ৈব কস্মাদবধীরিতা প্রিয়া ॥ ৮৭ ॥

মিশ্র। অং জ্জেব পড়িবণ্ণো জং অক্খি বত্তুকামা ॥ ৮৮ ॥

বিদূ। ভো সর্ব্বধা অহং বভুক্খাএ মারিদব্বো ॥ ৮৯ ॥

রাজা। (অনাদৃত্য) প্রিয়ে! অকারণপরিত্যাগাদনুশয়দগ্ধহৃদয়স্তাবদনুকম্প্যতাময়ং জনঃ পুনর্দর্শনেন ॥ ৯০ ॥

(প্রবিশ্য চেটী)

চেটী। (চিত্রফলকং দর্শয়তি) ভট্টা ইঅং চিত্তগদা ভট্টিণী ॥৯১॥ (ইতি চিত্রফলকং দর্শয়তি)

রাজা। (বিলোক্য) অহো রূপমালেখ্যগতায়া অপি প্রিয়ায়াঃ ॥৯২॥ তথাহি—

দীর্ঘাপাঙ্গবিসারিনেত্রযুগলং লীলাঞ্চিতভ্রূলতং, দন্তান্তঃ পরিকীর্ণহাসকিরণজ্যোৎস্নাবিলিপ্তাধরম্।
কর্কন্ধুদ্যুতিপাটলোষ্ঠরুচিরং তস্যাস্তদেতন্মুখং, চিত্রেপ্যালপতীব বিভ্রমলসৎপ্রোদ্ভিন্নকান্তিদ্রবম্ ॥ ৯৩ ॥

বিদূ। (বিলোক্য) সাহু বঅস্স সাহু জং তএ মহুরো ভট্টিণীএ দংসিদো ভাবাণুপ্পবেসো খলদি বিঅ মে দিট্টী নিহুদংপদেসেসুং কিণুপ বহুণা সত্তাণপপবেসসঙ্কাএ আলবণকোদূহলং মে জণঅদি ॥৯৪ ॥

মিশ্র। অম্মো এসা রাএসিণো বত্তিআলেহাণিউণদা জণে পিঅসহী মে অগ্গদো বট্টদিত্তি ॥৯৫ ॥

রাজা। যদ্‌যৎ সাধু ন চিত্রে স্যাৎ ক্রিয়তে তত্তদন্যথা।
তথাপি তস্যা লাবণ্যং লেখয়া কিঞ্চিদন্বিতম্। তথাহি—

রাজা। (তাহা না শুনিয়া) অঙ্গুরীয়ক! তুমি কেন সেই কোমল ও বন্ধুর অঙ্গুলিবিশিষ্ট কর হইয়া সলিলোপরি নিমগ্ন হইলে? অথবা ইহা ত অচেতন পদার্থ, দোষ-গুণ-বিচারে অক্ষম; আর আমি বিশিষ্টরূপে চেতনাবান্ হইয়াও কেন প্রিয়াকে প্রত্যাখ্যান করিলাম? ৮৬-৮৭ ॥

মিশ্র। (স্বগত) যাহা আমি বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহা ইনি স্বয়ং প্রকাশ করিলেন ॥ ৮৮ ॥

বিদূ। ভো রাজন্! আমি ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছি ॥ ৮৯ ॥

রাজা। (বিদূষকের কথায় অনাদর করিয়া) প্রিয়ে! অকারণ পরিত্যাগ হেতু অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া গেল, এখন পুনর্ব্বার দর্শন দিয়া আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ কর ॥ ৯০ ॥

(চিত্রফলক হস্তে চেটীর প্রবেশ)

চেটী। মহারাজ! এই চিত্রগতা ভর্ত্রী ॥ ৯১ ॥ (এই বলিয়া চিত্রফলক দেখাইতে লাগিল)

রাজা। (অবলোকন করিয়া) চিত্রগতা হইলেও প্রিয়ার কি রূপমাধুর্য্য! ইহার নয়নযুগল আকর্ণগামী অপাঙ্গদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; ভ্রূলতা বিলাসদ্বারা অতি মনোহর হইয়াছে ও অধর দন্তপংক্তির হাস্তকিরণচ্ছটায় বিলুপ্ত, ওষ্ঠ পরিপক্ব বদরীফলের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, এই সকল দ্বারা মনোহর এবং শোভান্বিত ও বিলাসিত স্বেদবিন্দুবিশিষ্ট প্রিয়ার এই মুখমণ্ডল চিত্রগত হইলেও আমার সহিত যেন আলাপ করিতেছেন ॥ ৯২-৯৩ ॥

বিদূ। (অবলোকন পূর্ব্বক) সাধু বয়স্য! সাধু! আপনি ভর্ত্রীর যে মধুর ভাবানুবন্ধ দেখাইলেন, তাহাতে বাস্তবিক বুঝিয়া আমার দৃষ্টি স্তনাদি গুহ্য স্থানে নিপতিত হইতেছে না। অধিক বলিবার প্রয়োজন কি? ইঁহার সহিত আমার যেন আলাপ করিতে বাসনা হইতেছে ॥ ৯৪ ॥

মিশ্র। (স্বগত) এই রাজর্ষির বর্ত্তিকা-লেখন-নৈপুণ্য অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক, আমার মনে হইতেছে, যেন প্রিয়সখী আমার সম্মুখেই রহিয়াছেন ॥ ৯৫ ॥

রাজা। যে যে বিষয় চিত্রপটে উত্তমরূপে অঙ্কিত না হয়, সকল চিত্রকরই তাহার অন্যথাভাব করিয়া চিত্রিত করিয়া থাকে, তথাপি তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র লাবণ্যও এই চিত্রপটে অঙ্কিত করা হইয়াছে। আরও

অস্যাস্তুঙ্গমিব স্তনদ্বয়মিদং নিম্নেব নাভিঃ স্থিতা, দৃশ্যন্তে বিষমোন্নতাশ্চ বলয়ো ভিত্তৌ সমায়ামপি।
অঙ্গে চ প্রতিভাতি মার্দ্দবমিদং স্নিগ্ধপ্রভাবাচ্চিরং, প্রেম্না মন্মুখমীষদীক্ষত ইব স্মেরা চ বক্তীব মাম্ ॥৯৭॥

মিশ্র। সরিসং এব্বং পচ্চাদাবগুরুণো সিণেহস্স ॥ ৯৮ ॥

রাজা। (নিশ্বস্য) সাক্ষাৎ প্রিয়ামুপগতামপহায় পূর্ব্বং, চিত্রার্পিতামহমিমাং বহুমন্যমানঃ।
স্রোতোবহাং পথি নিকামজলামতীত্য, জাতঃ সখে প্রণয়বান্ মৃগতৃষ্ণিকায়াম্ ॥ ৯৯ ॥

বিদূ। ভো তিণ্ণিআ আইদিও দীসন্তি সব্বাও জ্জেব দংসণীআও তা কদমা এথ তথভোদী সউন্তলা ॥ ১০০ ॥

মিশ্র। অণহিণ্ণো কৃখু এসো সহীএ রূবস্স মোহচক্কখু ইঅং কৃখু ণ সে গদা পচ্চক্খদং ॥ ১০১ ॥

রাজা। ত্বং তাবৎ কতমাং তর্কয়সি? ১০২ ॥

বিদূ। (নির্ব্বর্ণ্য) তক্কেমি জা এসা সিটিলবন্ধণুবন্তকুসমেণ কেসহথেণ বদ্ধসসেঅবিন্দুণা বঅণেণ বিসেসদোণমিদ সাহাহিং বাহুলদাহিং বদ্ধস্সিদণীবিণা বসণেণ অ ঈসীপরিস্সন্তা বিঅ অবিসেঅসিণিদ্ধদরপল্লবস্স বাসচূঅরুক্খস্স পাসসে আলিহিদা এসা তথভোদী সউন্তলা উদরাও সহীওত্তি ॥ ১০৩ ॥

রাজা। নিপুণো ভবান্, অস্ত্যত্র মমাপি ভাবচিহ্নম্ ॥ ১০৪ ॥

স্বিন্নাঙ্গুলিবিনিবেশাদ্রেখা প্রান্তেষু দৃশ্যতে মলিনা।
অশ্রু চ কপোলপতিতং লক্ষ্যমিদং কর্ণকোচ্ছ্বাসাৎ ॥ ১০৫ ॥

(চেটীং প্রতি) চতুরিকে! অর্দ্ধলিখিতমেতদ্বিনোদনস্থানমস্মাভিঃ, তদ্গচ্ছ বর্ত্তিকাস্তাবদানয় ॥১০৬॥

এই চিত্রফলক সমতল হইলেও উহার স্তনযুগল উন্নতের ন্যায় এবং নাভিদেশ উচ্চনীচ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, আর তৈলাক্তবর্ণের শক্তিবিশেষ হেতু অঙ্গে এই দৃশ্যমান মৃদুতা স্থায়িত্বরূপে প্রকাশমান হইতেছে ও প্রণয়বশে যেন আমার মুখমণ্ডল ঈষৎ অবলোকন করিতেছেন ও মৃদু মৃদু হাস্য সহকারে আমাকে যেন কি বলিতেছেন ॥ ৯৬-৯৭ ॥

মিশ্র। (স্বগত) চিত্রগতা শকুন্তলার এইরূপ বহুমান পশ্চাত্তাপে অতিশয়িতরূপে বর্দ্ধনশীল স্নেহের সদৃশই বটে ॥ ৯৮ ॥

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) প্রথমে প্রিয়তমা সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে আমি এই অঙ্কিত চিত্রে প্রিয়াকে বহুমান করিতেছি, সখে! আমি কি অজ্ঞান! কি মূর্খ! দেখ, পথিমধ্যে পর্য্যাপ্তসলিলা স্রোতস্বিনী নদী পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে আবার মৃগতৃষ্ণিকায় আসিয়া প্রণয় করিতে হইল ॥ ৯৯ ॥

বিদূ। বয়স্য! তিনটী আকৃতি দেখা যাইতেছে, সকলেই দর্শনীয়া বটে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে শকুন্তলা-মূর্ত্তি কোন্‌টী? ১০০ ॥

মিশ্র। (স্বগত) এ ব্যক্তি সখার রূপের অনভিজ্ঞ। ইহার চক্ষু বিফল, যেহেতু, শকুন্তলাকে চিনিতে পারিল না ॥ ১০১ ॥

রাজা। আপনি তবে কোন্‌টীকে অনুমান করিতেছেন? ১০২ ॥

বিদূ। (এদিক্ ওদিক্ মুখ ফিরাইয়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক) আমি তর্ক করিতেছি; বন্ধন শিথিল হেতু যাঁহার কেশপাশ কুসুমসকলকে উদ্বমন করিতেছে, যাঁহার বদন-মণ্ডলে ঘর্ম্মবিন্দু-সকল মুক্তাকলাপের ন্যায় নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, যাঁহার স্কন্ধযুগল সন্নত হওয়ায় করদ্বয় শিথিল আর বসনকৃত-নীবীবন্ধন উচ্চলিত হইয়া গিয়াছে, এই সমস্ত কারণে যাঁহাকে পরিশ্রান্তা বলিয়া বোধ হইতেছে এবং যিনি জলসেচন হেতু স্নিগ্ধতরপল্লববিশিষ্ট বালচূতবৃক্ষের সন্নিধানে চিত্রিতা রহিয়াছেন, ইনিই কি সেই মাননীয়া শকুন্তলা? অপর দুইজন কি ইঁহার প্রিয়সখী? ১০৩ ॥

রাজা। আপনি অতিশয় নিপুণ বটে। দেখুন, এখানে আমারও স্বেদাদি সাত্ত্বিক ভাবের চিহ্ন-সকল বিদ্যমান আছে। আরও দেখুন, স্বেদ-বিশিষ্ট অঙ্গুলীর সন্নিবেশ হেতু প্রান্তভাগে রেখাসকল মিলিত দেখা যাইতেছে, আর স্ফীতিস্বভাবহেতু গণ্ডস্থল হইতে অশ্রুসকল নিপতিত হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় হইতেছে। (তখন চেটীর দিকে অবলোকন পূর্ব্বক) চতুরিকে! এই বিনোদনস্থান, আমি সম্পূর্ণরূপে না লিখি, তত্রাচ অর্দ্ধভাগই চিত্রিত করিয়াছি, অতএব বর্ণক-বর্ত্তিকা আনয়ন কর ॥ ১০৪-১০৬ ॥

চেটী। অজ্জ মাহব্ব! অবলম্ব চিত্তফলং জাব আগচ্ছম্ভ ॥ ১০৭
রাজা। অহমেবাবলম্বে। (ইতি যথোক্তং করোতি) ॥ ১০৮ ॥

[চেটী·

বিদূ। ভো কিং এথ অবরং আলিহিদব্বং ? ১০৯ ॥
মিশ্র। জো জো পিঅসহীএ অহিমদো পদেসো তং তং আলিহিদুকামোত্তি তক্কেমি ॥ ১১০ ॥
রাজা। সখে! শ্রূয়তাম্ ॥ ১১১ ॥

কার্য্যা সৈকতলীনহংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী,
পাদাস্তামভিতো নিষণ্ণচমরা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ।
শাখালম্বিতবল্কলস্য চ তরোর্নির্ম্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ,
শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্ ॥ ১১২ ॥

বিদূ। (স্বগতম্) জধা মন্তেদি তধা তক্কেমি পূরিদব্বং অণেণ চিত্তফলঅং আকিদিহিং লম্বকুচ্চাণং বক্কলপরিহাণাণং তাবসাণং ত্তি ॥ ১১৩ ॥
রাজা। বয়স্য! অন্যচ্চ শকুন্তলায়াঃ প্রসাধনমভিপ্রেতং লেখিতুং বিস্মৃতমস্মাভিঃ ॥ ১১৪ ॥
বিদূ। কিং বিঅ ? ১১৫ ॥
মিশ্র। বণবাসস্স কন্নআভাবস্স অ জং সরিসং ভবিস্সদি ॥ ১১৬ ॥
রাজা। কৃতং ন কর্ণার্পিতবন্ধনং সখে শিরীষমাগণ্ডবিলম্বিকেশরং ন বা শরচ্চন্দ্রমরীচিকোমলং মৃণালসূত্রং রচিতং স্তনান্তরে ॥ ১১৭ ॥
বিদূ। কিন্ন কৃখু তত্থভোদী রত্তকুবলঅসোহিণা অগ্গহত্থেণ মুহং আবরিঅ চকিদচকিদা বিঅ ট্ঠিদা ? ১১৮ ॥

চেটী। আর্য্য মাধব্য! আপনি আমার আগমন পর্য্যন্ত এই চিত্র-ফলক ধারণ করুন্ ॥ ১০৭ ॥
রাজা। আমিই ধরিতেছি। (এই বলিয়া চিত্র-ফলক ধারণ করিলেন) ॥ ১০৮ ॥

[চেটী নিষ্ক্রান্তা।

বিদূ। মহারাজ! ইহাতে অপর আর কি লিখিত আছে ? ১০৯ ॥
মিশ্র। (স্বগত) যে যে প্রদেশ প্রিয়সখীর অভিমত, সেই সেই প্রদেশ অঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, ইহাই আমার অনুমান হয় ॥ ১১০ ॥
রাজা। সখে! শ্রবণ কর, যাহার বালুকাময় ভূমিতে হংসমিথুন-সকল উপবিষ্ট রহিয়াছে, সেই মালিনী নামে নদী চিত্রিতা করা কর্ত্তব্য এবং ঐ মালিনীর উভয় পার্শ্বে গৌরীগুরু হিমাচলের চমরী-মৃগসেবিত পবিত্রতা-সম্পাদক প্রত্যন্তপর্ব্বত-সকলও লিখিতে হইবে, আর যাহার শাখাসমূহে তপস্বি-গণের পরিধেয় বস্ত্র-সমূহ আলম্বিত রহিয়াছে, সেই তরুর অধস্তলে কৃষ্ণসার-মৃগের শৃঙ্গে স্বীয় বামনয়ন কণ্ডূয়নকারিণী মৃগীকে এই চিত্রমধ্যে অঙ্কিত করিতে অভিলাষ করিতেছি ॥ ১১১-১১২ ॥
বিদূ। (স্বগত) ইহাঁর যেরূপ মন্ত্রণা দেখিতেছি, তাহাতে অনুমান হয় যে, ইনি লম্বিতকূর্চ্চ-বল্কল-পরিধৃত তাপসদিগের আকৃতি-সমূহ দ্বারা এই চিত্র-ফলক পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিবেন ॥ ১১৩ ॥
রাজা। বয়স্য! আরও শকুন্তলার অভিমত বেশ-বিন্যাস অঙ্কিত করিতে বিস্মৃত হইয়াছি ॥ ১১৪ ॥
বিদূ। তাহা কি ? ১১৫ ॥
মিশ্র। (স্বগত) যাহা বনবাস ও কন্যকা-ভাবের অনুরূপ, তাহাই বোধ হয় লিখিতে ভুলিয়াছেন ॥ ১১৬ ॥
রাজা। যাহার বন্ধন-সূত্র কর্ণদেশে বিন্যস্ত, সেই আগলফবিলম্বিত কেশরশিখা-বিশিষ্ট শিরীষ-কুসুম অঙ্কিত করা হয় নাই এবং স্তনযুগলের অভ্যন্তরে শরৎকালীন চন্দ্রমার মরীচির ন্যায় কোমল মৃণালসূত্রও চিত্রিত করা হয় নাই ॥ ১১৭ ॥
বিদূ। এই মাননীয় শকুন্তলা, রক্তকুবলয়শোভী-করাগ্রভাগ দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া চকিতের

(সাবধানং দৃষ্ট্বা) আ হী হী ভো এসো দাসীই পুত্তো কুসুমরসপাড়চ্চরো চুট্টমহুঅরো তদহোদীএ বঅণকমলং অহিলসদি ॥ ১১৯ ॥

রাজা। নমু বার্য্যতামেষ ধৃষ্টঃ ॥ ১২০ ॥

বিদূ। ভো তুমং জ্জেব অবিণীদাণং সাসিদা ইমস্স বারণে পহবসি ॥ ১২১ ॥

রাজা। যুজ্যতে। অয়ি ভোঃ কুসুমলতাপ্রিয়াতিথে, কিমত্র পরিপতনখেদমনুভবসি ? ১২২॥

এষা কুসুমনিষণ্ণা তৃষিতাপি সতী ভবন্তমনুরক্তা।

প্রতিপালয়তি মধুকরী ন খলু মধু ত্বাং বিনা পিবতি ॥ ১২৩ ॥

মিশ্র। অদিঅথং কৃখু বারিদো ॥ ১২৪ ॥

বিদূ। ভো পড়িসিত্তরামা কৃখু এসা জাদী ॥ ১২৫ ॥

রাজা। (সকোপম্) ভো ন মে শাসনে তিষ্ঠসি, শ্রূয়তাং তর্হি সম্প্রতি হি ॥ ১২৬ ॥

অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়ং, পীতং ময়া সদয়মেব রতোৎসবেষু।

বিম্বাধরং দশসি চেদ্‌ভ্রমর প্রিয়ায়াস্ত্বাং কারয়ামি কমলোদরবন্ধনস্থম্ ॥ ১২৭ ॥

বিদূ। ভো এব্বং তিকৃখদণ্ডস্স দে কধং ণভাইস্সদি ? ১২৮ ॥

(বিহস্যাত্মগতম্) এসো দাব উম্মত্তো অহম্পি এদস্স সঙ্গেণ ঈদিসো জ্জেব সংবুত্তো ॥ ১২৯ ॥

রাজা। নিবার্য্যমাণাঽপি কথং স্থিত এব ॥ ১৩০ ॥

মিশ্র। অহ্মো ধীরম্পি জণং রসো বিআরেদি ॥ ১৩১ ॥

বিদূ। (প্রকাশম্) ভো চিত্তং কৃখু এদ' ॥ ১৩২ ॥

রাজা। কথং চিত্রম্ ? ১৩৩ ॥

ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন কেন ? (সাবধান পূর্ব্বক দর্শন করিয়া হাস্য সহকারে) ভো রাজন্! এই যে দাসীর পুত্র অর্থাৎ নীচাশয়, কুসুমরস-চৌর দুষ্ট মধুকর শকুন্তলার বদন-কমলে বসিতে অভিলাষ করিতেছে ॥ ১১৮-১১৯ ॥

রাজা। এই নির্লজ্জকে নিবারণ কর ॥ ১২০ ॥

বিদূ। মহারাজ! আপনিই অবিনীত জনগণের শাসনকর্ত্তা, সুতরাং উহার নিবারণে সমর্থ ॥১২১॥

রাজা। তাহাই যুক্তিযুক্ত বটে। ওহে কুসুম-লতার প্রিয় অতিথি! এখানে উড়িয়া বসিবার কষ্ট অনুভব করিতেছ কেন ? ইহা কুসুমলতা নহে, এই কুসুমলতায় নিষণ্ণা তোমার প্রতি অনুরক্তা মধু-করী তৃষিতা হইয়াও তোমার অপেক্ষা করিতেছে, তোমা ব্যতিরেকে সে কিছুতেই মধুপান করি-তেছে না, অতএব এখান হইতে সত্বর গমন করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ১২২-১২৩ ॥

মিশ্র। (স্বগত) ইনি অতিশয়িতরূপেই নিবারণ করিলেন ॥ ১২৪ ॥

বিদূ। মধুকর-জাতি প্রতিষেধ-বিষয়ে অত্যন্তই প্রতিকূল, দূরীকৃত করিলেও তখনি আবার ফিরিয়া আইসে ॥ ১২৫ ॥

রাজা। (সক্রোধে) মধুকর! তুমি আমার শাসনে রহিলে না, তবে এখন শোন! হে ভ্রমর! আমি সুরতোৎসবসময়ে অম্লান অথচ নূতন তরুপল্লবের ন্যায় লোভনীয় প্রিয়ার যে বিম্বাধর অতি সদয়ভাবে পান করিতাম, তুমি যদি তাহাতে নিষ্ঠুররূপে দংশন কর, তবে এখনি আমি তোমাকে কমলের উদরমধ্যে বন্ধন করিয়া ফেলিব ॥ ১২৬-১২৭ ॥

বিদূ। দেখিতেছি, আপনি যে উঁহাকে অতিশয় দণ্ড প্রদান করিলেন, তাহাতে এ কেন না ভয় করিবে ? (সহাস্যে স্বগত) ইনি ত উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন, আমিও ইঁহার সঙ্গে থাকিয়া এইরূপই হইলাম ॥ ১২৮-১২৯ ॥

রাজা। কি ? নিবারণ করিলে এখনও রহিল ? ১৩০ ॥

মিশ্র। (স্বগত) আশ্চর্য্য! এই প্রবাস-বিপ্রলম্ভাখ্য রস ধীরব্যক্তিরও বিকার উৎপাদন করে ॥১৩১॥

বিদূ। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! এ যে চিত্র ॥ ১৩২ ॥

রাজা। কি ? চিত্র ? ১৩৩ ॥

মিশ্র। অহি দাণিং অবগদত্থা কিং উণ জধাচিন্তিদাণুসারী এসো ॥ ১৩৪ ॥
রাজা। কিমিদমনুষ্ঠিতং পৌরোভাগ্যম্ ॥ ১৩৫ ॥
দর্শনসুখমনুভবতঃ সাক্ষাদিব তন্ময়েন হৃদয়েন।
স্মৃতিকারিণা ত্বয়া মে পুনরপি চিত্রীকৃতা কান্তা ॥ ১৩৬ ॥
(ইতি বাষ্পং বিসৃজতি)
মিশ্র। পুব্বাপরবিরুদ্ধো অপুব্বো এসো বিরহিমগ্গো ॥ ১৩৭ ॥
রাজা। বয়স্য! কথমেবমবিশ্রামং দুঃখমনুভবামি ॥ ১৩৮ ॥
প্রজাগরাৎ খিলীভূতস্তস্যাঃ স্বপ্নসমাগমঃ।
বাষ্পস্তু ন দদাত্যেনাং দ্রষ্টুং চিত্রগতামপি ॥ ১৩৯ ॥
মিশ্র। সব্বধা পমজ্জিদং তুএ পচ্চাদেসদুক্খং পিঅসহীএ পচ্চক্খং জ্জেব সহীজনস্স ॥ ১৪০ ॥
(প্রবিশ্য চতুরিকা)
চতুরিকা। জেদু জেদু ভট্টা, বত্তিআকরণ্ডঅং গেহ্নিঅ ইদো অহং পত্থিদম্হি ॥ ১৪১ ॥
রাজা। ততঃ কিম্? ১৪২ ॥
চেটী। তং মে হত্থাদো পিঙ্গলিআবেদিআএ দেবীএ বসুমদীএ অহং জ্জেব অজ্জউত্তস্স ত্তি ভণিঅ সব্বকারং গহীদং ॥ ১৪৩ ॥
বিদূ। তুমং কধং বিমুক্কা? ১৪৪ ॥
চেটী। জাব দেবীএ লদাবিড়বলগ্গং উত্তরীঅঞ্চলং পিঙ্গলিআ মোআবেদি দাব ণিহ্নবিদো মএ

মিশ্র। আমিও এক্ষণে চিত্র বলিয়া অবগত হইলাম, ইনি ত যেরূপ সংঘটন, সেইরূপ চিন্তার অনুসরণ করিতেছেন, তবে ইঁহার চিত্রলিখিত বিষয়কে যথার্থ বলিয়া জ্ঞান হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? ১৩৪।
রাজা। এই সকল কি একমাত্র দোষের নিমিত্তই অনুষ্ঠিত হইল? আমি তন্ময়-হৃদয়ে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে প্রিয়াকে দর্শন করিতেছিলাম, তুমি স্মরণ করিয়া দিয়া, পুনর্ব্বার কান্তাকে চিত্রীভূত করিয়া তুলিলে। (এই কথা বলিয়া বাষ্প বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন) ॥ ১৩৫-১৩৬ ॥
মিশ্র। (স্বগত) বিরহিদিগের এই পথ পূর্ব্বাপর-বিরুদ্ধ বলিয়াই বোধ হয় ॥ ১৩৭ ॥
রাজা। বয়স্য! আমি কিরূপে অনবরত এই দুঃখ অনুভব করিব? স্বপ্নেও যে প্রিয়ার সহিত সমাগমলাভ হইবে, তাহারও সম্ভব নাই; কারণ, অতিশয় জাগরণ হেতু তাহাও নিরুদ্ধ হইয়াছে, আর অবিরল বাষ্পোদগম হওয়ায় এই চিত্রগতা প্রিয়াকেও দেখিতে দিতেছে না ॥ ১৩৮-১৩৯ ॥
মিশ্র। (স্বগত) আপনি প্রিয়সখীর সখীজন-সমক্ষেই পরিত্যাগ-দুঃখ সর্ব্বতোভাবে প্রক্ষালিত করিলেন ॥ ১৪০ ॥
(চতুরিকার প্রবেশ)
চতুরিকা। মহারাজের জয়, মহারাজের জয়। আমি তুলিকা ও করণ্ড-গ্রহণ পূর্ব্বক এখানে আসিতেছিলাম ॥ ১৪১ ॥
রাজা। তার পর কি হইল? ১৪২ ॥
চেটী। পিঙ্গলিকা দেবী বসুমতীকে এই বিষয় বলিয়া দিলে, তিনি "আমিই আর্য্যপুত্রের নিকট যাইব" এই কথা কহিয়া বলপূর্ব্বক তাহা কাড়িয়া লইলেন ॥ ১৪৩ ॥
বিদূ। তুমি দেবীর নিকট হইতে কিরূপে পলাইলে? ১৪৪ ॥
চেটী। পিঙ্গলিকা যখন দেবীর লতা-বিটপলগ্ন উত্তরীয়াঞ্চল ছাড়াইয়া দিতেছিল, সেই অবসরে আমি আপনি পলাইয়া আসিয়াছি ॥ ১৪৫ ॥

রাজা। বয়স্য! উপস্থিতা দেবী বহুমানগর্ব্বিতা চ তত্তবানিমাং প্রতিকৃতিং রক্ষতু॥ ১৪৬॥

বিদূ। অত্তাণম্পি কিংত্তি ণ ভণাসি? ১৪৭॥

(চিত্রফলকমাদায়োত্থায় চ) জই ভবং অন্তেউরকুড়বাগুরাদো মুক্কিস্সদি তদো মং মেহচ্ছণ্ণপ্পাসাদে সদ্দাবিস্সদি এদঞ্চ তহিং গোবাএমি জহিং পারাবদং উজ্‌ঝিঅ অণ্ণো কোবি ণ পেক্‌খিস্সদি॥ ১৪৮॥

[ইতি দ্রুতপদং নিষ্ক্রান্তঃ।

মিশ্র। অহ্মো অণ্ণসংকন্তহিঅওবি পড়মসম্ভাবণং রক্‌খদি থিরসোহিদো দাব এসে॥ ১৪৯॥

(প্রবিশ্য প্রতিহারী)

প্রতীহারী। জেদু জেদু দেবো॥ ১৫০॥

রাজা। বেত্রবতি! ন খল্বন্তরে ত্বয়া দৃষ্টা দেবী? ১৫১॥

প্রতী। দেব! দিট্‌টা পত্তহত্থং মং পেক্‌খিঅ পরিণিউত্তা॥ ১৫২॥

রাজা। কার্য্যজ্ঞা দেবী কার্য্যোপরোধং মে পরিহরতি॥ ১৫৩॥

প্রতী। দেব! অমচ্চো বিণ্ণবেবেদি অজ্জ রজ্জকজ্জস্স বহুলদাত্র একং জ্জেব মএ পোরকজ্জং পচ্চবেক্‌খিদং তং দেবো পত্তারোরিদং পচ্চক্‌খীকরেদু ত্তি॥ ১৫৪॥

রাজা। ইতঃ পত্রং দর্শয়॥ ১৫৫॥

প্রতী। (উপনয়তি)॥ ১৫৬॥

রাজা। (বাচয়তি) বিদিতমস্তু দেবপাদানাং ধনবৃদ্ধিনাম বণিক্ বারিপথোপজীবী নৌব্যসনেন বিপন্নঃ স চানপত্যং, তস্য চানেককোটিসংখ্যং বসু, তদিদানীং রাজস্বতামাপদ্যতে। ইতি শ্রুত্বা দেবঃ প্রমাণমিতি॥ ১৫৭॥

রাজা। বয়স্য! এই দেবী বহুমানগর্ব্বিতা, ইনি আসিতেছেন, অতএব আপনি এই প্রতিকৃতি রক্ষা করুন॥ ১৪৬॥

বিদূ। আপনার আত্মাকেও রক্ষা করুন, ইহাও না বলিবেন কেন? (চিত্রফলক লইয়া দণ্ডায়মান হইয়া) যদি আপনি অন্তঃপুররূপ কূট-বাগুরা (ফাঁস) হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, তবে আমাকে সেই মেঘাচ্ছন্ন নামক প্রাসাদে শব্দ করিয়া ডাকিবেন; চিত্রফলকও সেই স্থানে লুকাইয়া রাখিব, সেখানে পারাবত ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারিবে না॥ ১৪৭-১৪৮

[এই বলিয়া দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত।

মিশ্র। (স্বগত) এক্ষণে ইঁহার হৃদয় অন্য নারীতে আসক্ত হইলেও প্রথম সৌহার্দ্দ রক্ষা করিতেছেন দেখিতেছি, এই মহারাজের প্রেম অটল॥ ১৪৯॥

(পত্রহস্তে প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী। মহারাজের জয়, মহারাজের জয়॥ ১৫০॥

রাজা। বেত্রবতি! তুমি পথিমধ্যে কি দেবীকে দেখিতে পাও নাই? ১৫১॥

প্রতি। দেখিয়াছিলাম, কিন্তু আমার হস্তে পত্র দেখিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন॥ ১৫২॥

রাজা। তিনি কার্য্যগৌরব জানেন, সেই নিমিত্ত আমর কার্য্যের ব্যাঘাত পরিহার করিলেন॥ ১৫৩॥

প্রতী। দেব! অমাত্য মহোদয় আপনাকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন, আর্য্য! রাজকার্য্যের বাহুল্যপ্রযুক্ত আমি একটীই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি, অতএব যাহা লিপিদ্বারা জানা যায়, তাহা আপনি প্রত্যক্ষ করুন্॥ ১৫৪॥

রাজা। এই স্থানে পত্র প্রদর্শন কর॥ ১৫৫॥

প্রতী (সমীপে ধরিল)॥ ১৫৬॥

রাজা। (পাঠ করিতে লাগিলেন) মহারাজের অবগতি হউক যে, জলপথোপজীবী ধন-বৃদ্ধি নামক বণিক্ নৌকা নিমগ্ন হেতু প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিও আবার নিঃসন্তান, তাঁহার বহু-কোটি সংখ্যক রত্নাদি আছে, তাহা এখন রাজস্বামিকতা প্রাপ্ত হইতেছে, এই কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ কর্ত্তব্য অবধারণক॥ ১৫৭॥

(সবিষাদং) কষ্টং খল্বনপত্যতা, বেত্রবতি! মহাধনতয়া বহুপত্নীকেনানেন ভবিতব্যং, অন্বিষ্যতাং যদি কাচিদাপন্নসত্ত্বাস্য ভার্য্যা স্যাৎ ॥ ১৫৮ ॥

প্রতী। দাণিং জ্জেব সাকেদউরস্স সেট্টিণো দুহিদা ণিব্বুত্তপুংসবণা তস্স জাআ সুণীঅদি ॥ ১৫৯ ॥

রাজা। স খলু গর্ভঃ পিত্র্যমৃক্থমর্হতি গচ্ছৈবমমাত্যং ব্রূহি ॥ ১৬০ ॥

প্রতী। জং দেবো আণবেদি ॥ ১৬১ ॥

[ইতি প্রস্থিতা।

রাজা। এহি তাবৎ ॥ ১৬২ ॥

প্রতী। (প্রতিনিবৃত্য) এসাম্হি ॥ ১৬৩ ॥

রাজা। কিমনেন সন্ততিরস্তি নাস্তীতি? ১৬৪ ॥

যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্মন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্ ॥ ১৬৫ ॥

প্রতী। এদং ণাম ঘোসইদব্বং ॥ ১৬৬ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তা।

(পুনঃ প্রবিশ্য প্রতীহারী)

দেব! কালে পবিট্টং বিঅ অহিণন্দিদং দেবস্স সাণণং মহাজণেণ ॥ ১৬৭ ॥

রাজা। (দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিশ্বস্য) এবং ভোঃ সন্ততিবিচ্ছেদনিরবলম্বনা মূলপুরুষাবসানে সম্পদঃ পরমুপতিষ্ঠন্তে মমাপ্যন্তে পুরুবংশশ্রিয় এব বৃত্তান্তঃ ॥ ১৬৮ ॥

প্রতী। পড়িহদং ॥ ১৬৯ ॥

রাজা। (বিষাদ সহকারে) সন্তান না থাকা বড়ই কষ্টের বিষয়! বেত্রবতি! এই বণিক্ মহাধনশালী; অতএব ইহার বহুতর পত্নী থাকা সম্ভব, তবে অনুসন্ধান কর, যদি উহার কোন অন্তঃসত্ত্বা ভার্য্যা বিদ্যমান থাকে ॥ ১৫৮ ॥

প্রতী। এখন শুনা যায় যে, সাকেতপুরের শ্রেষ্ঠীর এক দুহিতা তাঁহার এক ভার্য্যা, তিনিই গর্ভবতী, সংপ্রতি তাঁহার পুংসবনসংস্কার সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে ॥ ১৫৯ ॥

রাজা। সেই গর্ভস্থ সন্তান পিতৃধনের অধিকারী হইবে, তুমি যাইয়া অমাত্যকে বল ॥ ১৬০ ॥

প্রতী। দেবের যেরূপ আজ্ঞা ॥ ১৬১ ॥

[এই বলিয়া প্রস্থান।

রাজা। ফিরিয়া আইস ॥ ১৬২ ॥

প্রতী। (ফিরিয়া আসিয়া) এই আমি ॥ ১৬৩ ॥

রাজা। সন্তান আছে, না আছে, তাহাতে কি প্রয়োজন? প্রজাগণ, স্নেহপরায়ণ যে বন্ধুগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবে, পাপ না থাকিলে রাজা দুষ্মন্ত তাহাদের সেই সেই বন্ধু বলিয়া ঘোষিত হইবেন ॥ ১৬৪-১৬৫ ॥

প্রতী। ইহা ঘোষিত করা কর্ত্তব্য ॥ ১৬৬ ॥

[এই বলিয়া নির্গমন।

(প্রতীহারীর পুনঃ প্রবেশ)

প্রতী। দেব! মহাজনগণ যথাকালে বারিবর্ষণের ন্যায় মহারাজের শাসনে অভিনন্দন করিলেন ॥ ১৬৭ ॥

রাজা। (দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) পূর্ব্বপুরুষের অবধান হইলে সন্ততি-বিচ্ছেদ হেতু ধনসম্পত্তি সমুদয় নিরবলম্বন হইয়া এইরূপে পরাধিকারে গমন করিয়া থাকে। আমার অন্তকালে পুরুবংশ-লক্ষ্মীরও এই প্রকার অবস্থা সংঘটিত হইবে ॥ ১৬৮ ॥

প্রতী। অমঙ্গল সকল দূরীভূত হউক্ ॥ ১৬৯

রাজা। ধিক্ত্বামুপনতশ্রেয়োঽবমানিনম্ ॥ ১৭০ ॥

মিশ্র। অসংসঅং পিঅসহীং হিঅএ কদুঅ ণিন্দিদো অপ্পা ॥ ১৭১ ॥

রাজা। সংরোপিতেঽপ্যাত্মনি ধর্ম্মপত্নী, ত্যক্তা ময়া নাম কুলপ্রতিষ্ঠা।
কল্পিষ্যমাণা মহতে ফলায়, বসুন্ধরা কাল ইবোপ্তবীজা ॥ ১৭২ ॥

মিশ্র। সপরিচ্ছন্না দাণিং দে ভবিস্সদি ॥ ১৭৩ ॥

চেটী। (জনান্তিকম্) অজ্জ এবং পত্তং পেসঅন্তেণ কিং বিআরিদং অমচ্চেণ পেক্খ দাব ভট্টিণো। বাহজলপ্পবাহো সংবুত্তো অধবা ণ এসো সোঅং বুদ্ধিপুব্বঅং পড়িবাজ্জিস্সদি তা মেহচ্ছন্নাগারট্ঠিদং ণিব্বণসমত্থং অজ্জমাঢ়ং গেহ্ণিঅ আঅচ্ছ ॥ ১৭৪ ॥

প্রতী। সুট্‌ঠদে ভণিদং ॥ ১৭৫ ॥ [ইতি নিষ্ক্রান্তা।

রাজা। অহো দুষ্মন্তস্য সংশয়মারূঢ়াঃ পিণ্ডভাজঃ কৃতঃ ॥ ১৭৬ ॥
অস্মাৎ পরং বত যথাশ্রুতিসংহিতানি, কো নঃ কুলে নিবপনানি করিষ্যতীতি।
নূনং প্রসূতিবিকলেন ময়া প্রসিক্তং, ধৌতাশ্রুসেকমুদকং পিতরঃ পিবন্তি ॥ ১৭৭ ॥

মিশ্র। হদ্ধী হদ্ধী সদি কৃকুদীবে ববধাণদোসেণ অন্ধআরং অণুহোদি রাএসী ॥ ১৭৮ ॥

চেটী। ভট্টা অলং সন্দাবিদেণ বঅবো জ্জেব পহূ আবরাসুং দেবীসুং অণুরূবপুত্তজম্মেণ পুব্বপুরুসাণং অণিণো ভবিস্সদি ॥ ১৭৯ ॥
(আত্মগতম্) মে বঅণং পড়িচ্ছদি অণুরূবং বি ওসধং আদঙ্কং পিঅন্তেদি ॥ ১৮০ ॥

রাজা। (শোকনাটিতকেন) ॥ ১৮১ ॥
আমূলশুদ্ধসন্ততি কুলমেতৎ পৌরবং প্রজাবন্ধো। ময্যস্তমিতমনার্য্যে দেশ ইব সরস্বতীস্রোতঃ ॥১৮২॥
(ইতি মোহমুপাগতঃ)

রাজা। উপস্থিত মঙ্গলের যখন অবমাননা করিলাম, অতএব আমাকে ধিক্! ১৭০ ॥

মিশ্র। (মনে মনে) নিশ্চয়ই প্রিয়সখীকে হৃদয়ে করিয়া আত্মনিন্দা করিতেছেন ॥ ১৭১ ॥

রাজা। হায়! যথাকালে উপ্তবীজা, অতএব ভবিষ্যৎকাল-প্রসবিনী বসুন্ধরার ন্যায় কুলগৌরব-স্বরূপা ধর্ম্মপত্নীকে আমি পরিত্যাগ করিলাম। হায়! একবারও ভাবিলাম না যে, তাহাতে আমি আত্ম-স্বরূপ সন্তানোৎপাদনের বীজ বপন করিয়াছি ॥ ১৭২ ॥

মিশ্র। (মনে মনে) এক্ষণে আপনার অপরিত্যক্তা হইবে ॥ ১৭৩ ॥

চেটী। (অনুচ্চস্বরে প্রতীহারীকে) আর্য্যে! মন্ত্রী মহাশয় এই পত্র প্রেরণ করিয়া কি বিচারই করিলেন! দেখুন, ইহাতে মহারাজার বাষ্পবারি প্রবাহিত হইতে লাগিল, অথবা এই শোক ইনি বুদ্ধিপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেন না, অতএব মেঘাচ্ছন্নাগারে স্থিত নির্ব্বাণ-সমর্থ আর্য্য মাধব্যকে লইয়া আইস ॥ ১৭৪ ॥

প্রতী। তুমি বেশ বলিয়াছ ॥ ১৭৫ ॥

[এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

রাজা। হায়! দুষ্মন্তের পিণ্ডভোজী পিতৃগণ এক্ষণে সংশয়ারূঢ় হইয়াছেন; যেহেতু, আমার পর আমাদিগের কুলে শ্রুতি-সংহিতা অনুসারে কোন্ ব্যক্তি আর পিণ্ডাদি প্রদান করিবে? অতএব আমি অপত্য-বিরহিত হইয়া বিকল-হৃদয়ে অশ্রুপাত সহকারে যে তর্পণবারি প্রদান করিতেছি, তাহাই আমার পিতৃগণ দুর্ল্লভ জ্ঞান করিয়া গ্রহণ করিতেছেন ॥ ১৭৬-১৭৭ ॥

মিশ্র। (মনে মনে) হা ধিক্! এই রাজর্ষি আজ প্রদীপ সত্ত্বেও অন্ধকার অনুভব করিতেছেন ॥১৭৮॥

চেটী। মহারাজ! আপনি সন্তপ্ত হইবেন না, আপনি তারুণ্য-সম্পন্ন, অতএব অন্যান্য দেবীগণের গর্ভে অনুরূপ পুত্র উৎপাদন করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট অঋণী হইবেন, (স্বগত) আমার বাক্য যদি ইনি গ্রহণ করিলেন না, অনুরূপ ঔষধ দ্বারা আতঙ্ক নিবারণ হইবে ॥ ১৭৯ ১৮০ ॥

রাজা। (শোক প্রকাশ পূর্ব্বক) আমি সন্ততি বিরহিত হইলে, মূল হইতেই যাহার সন্ততি অবিচ্ছিন্ন, সেই এই পৌরবকুল, অপ্রশস্ত প্রদেশে সরস্বতী-স্রোতের ন্যায় অস্তমিত হইল (মূর্চ্ছা) ॥ ১৮১-১৮২ ॥

চেটী। (সসম্ভ্রমম্) সমস্সসদু সমস্সসদু ভট্টা ॥ ১৮৩ ॥

মিশ্র। কিং দাণিং জ্জেব ণিব্বুদং করেমি অথবা সুদং মএ সউন্তলং সমস্সসন্তীএ দেবজণণীএ মুহাদো জণ্ণভাঅসমুস্সুআও দেবাও জ্জেব তহ অণুচিট্ঠিস্সন্তি জহ সো ভট্টা অইরেণ ধম্মপদিণীং তুমং অহিণন্দিস্সদি ত্তি তা ণ জুত্তং মে এত্থ বিলম্বিদুং জাব ইমিণা বুত্তন্তেণ পিঅসহীং সউন্তলং সমস্সাসেমি ॥ ১৮৪ ॥

[ইত্যুদ্ভ্রান্তকেন নিষ্ক্রান্তা।

(নেপথ্যে) ভো অব্বহ্মণ্ণং অব্বহ্মণ্ণং ॥ ১৮৫ ॥

রাজা। (প্রত্যাগতচেতনঃ কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে মাধব্যস্যেবার্ত্তনাদঃ ॥ ১৮৬ ॥

চেটী। সো ণাম মাধব্বো তপস্সী পিঙ্গলিআমিস্সিআহিং চেড়িআহিং চিত্তফলঅহত্থো পাবিদো ভবে ॥ ১৮৭ ॥

রাজা। চতুরিকে! গচ্ছ মদ্বচনেন নির্ষিদ্ধপরিজনাৎ দেবীমুপালভস্ব ॥ ১৮৮ ॥

চেটী। [নিষ্ক্রান্তা।

(নেপথ্যে ভূয়ঃ স এব শব্দঃ)

রাজা। পরমার্থতো ভীতিভিন্নস্বরো ব্রাহ্মণঃ। কঃ কোঽত্র ভোঃ? ১৮৯ ॥

(প্রবিশ্য কঞ্চুকী)

কঞ্চুকী। আজ্ঞাপয়তু দেবঃ ॥ ১৯০ ॥

রাজা। নিরূপ্যতাং কিমেবং মাধব্যব্রাহ্মণঃ ক্রন্দতীতি ॥ ১৯১ ॥

কঞ্চু। যাদবলোকয়ামি। ॥ ১৯২ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

চেটী। (সসম্ভ্রমে) মহারাজ আশ্বাসিত হউন্ ॥ ১৮৩ ॥

মিশ্র। (মনে মনে) আমি কি ইহাঁকে এখনই সুস্থ করিব? অথবা দেবজননী অদিতি শকুন্তলাকে আশ্বাসিত করিতে করিতে বলিয়াছিলেন যে, দেবগণ যজ্ঞভাগলাভের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহারা এরূপ কার্য্য করিবেন, যাহাতে তোমার ভর্ত্তা অচিরকালমধ্যেই তোমাকে অভিনন্দন করেন। তাহাও শুনিয়াছি, অতএব এখানে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করা উচিত হয় না। ইদানীং এই বৃত্তান্ত দ্বারা প্রিয়সখী শকুন্তলাকে আশ্বাসিত করি ॥ ১৮৪ ॥

[আকাশপথে নিষ্ক্রান্ত।

(নেপথ্যে) অবধ্য! অবধ্য! ॥ ১৮৫ ॥

রাজা। (সংজ্ঞালাভ করিয়া কর্ণপাত) অহে! মাধব্যের ন্যায় আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছে না? ১৮৬ ॥

চেটী। নিরীহ মাধব্য পিঙ্গলাদি চেটীদিগের সহিত চিত্রফলক হস্তে লইয়া গিয়াছেন ॥ ১৮৭ ॥

রাজা। চতুরিকে! তুমি যাও, আমার বাক্যানুসারে দেবীকে তিরস্কার করিয়া বলিবে যে, তিনি পরিজনদিগকে নিষেধ করিতেছেন না কেন? ১৮৮ ॥

চেটী। [নিষ্ক্রান্ত।

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে) অবধ্য! অবধ্য ॥

রাজা। মাধব্য ব্রাহ্মণ যথার্থই ভীত হইয়া শব্দ করিতেছে, যেহেতু তাঁহার স্বর ভয়ে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এখানে কে আছ? ১৮৯ ॥

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। দেব! আজ্ঞা করুন্ ॥ ১৯০ ॥

রাজা। মাধব্য ব্রাহ্মণ কেন এরূপ ক্রন্দন করিতেছে, তাহা নিরূপণ কর ॥ ১৯১ ॥

কঞ্চু। কি হইল দেখি ॥ ১৯২ ॥

(পুনঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী)

রাজা। পার্ব্বতায়ন! ন খলু কিঞ্চিদত্যাহিতম্? ১৯৩ ॥

কঞ্চু। নৈবম্ ॥ ১৯৪ ॥

রাজা। ততঃ কুতোঽয়ং বেপথুঃ? ১৯৫ ॥ তথাহি—

প্রাগেব জরসা কম্পঃ সবিশেষস্তু সম্প্রতি। আবিষ্করোতি সর্ব্বাঙ্গমশ্বত্থমিব মারুতঃ ॥ ১৯৬॥

কঞ্চু। পরিত্রায়তাং সুহৃদং মহারাজঃ ॥ ১৯৭ ॥

রাজা। কস্মাৎ পরিত্রাতব্যঃ ॥ ১৯৮ ॥

কঞ্চু। মহতঃ কৃচ্ছ্রাৎ ॥ ১৯৯ ॥

রাজা। অয়ে ভিন্নার্থমভিধীয়তাম্ ॥ ২০০ ॥

কঞ্চু। যোঽসৌ দিগবলোকনপ্রাসাদো মেঘচ্ছন্নো নাম ॥ ২০১ ॥

রাজা। কিন্তত্র? ২০২॥

কঞ্চু। তস্যাগ্রভাগাদ্গৃহনীলকণ্ঠৈরনেকবিশ্রামবিলঙ্ঘ্য শৃঙ্গাৎ।
সখা প্রকাশেতরমূর্ত্তিনা তে, কেনাপি সত্ত্বেন নিগৃহ্য নীতঃ ॥ ২০৩ ॥

রাজা। (সহসোত্থায়) আঃ! মমাপি সত্ত্বৈরভিভূয়ন্তে গৃহাঃ। অথবা বহুপ্রত্যবায়ং নৃপত্বম্ ॥ ২০৪
অহন্যহন্যাত্মন এব তাবৎ জ্ঞাতুং, প্রমাদস্খলিতং ন শক্যন্।
প্রজাসু কঃ কেন পথা প্রয়াতীত্যশেষতঃ কস্য পুনঃ প্রভুত্বম্ ॥ ২০৫ ॥

(নেপথ্যে) অবিধাবেহি ভো অবিধাবেহি।

রাজা। (আকর্ণ্য গতিভেদং রূপয়ন্) সখে! ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্ ॥ ২০৬ ॥

(পুনরায় সসম্ভ্রমে কঞ্চুকীর প্রবেশ)

রাজা। পার্ব্বতায়ন! ভয়ের বিষয় ত কিছুই নাই? ১৯৩ ॥

কঞ্চু। তাহা হয় নাই বটে ॥ ১৯৪ ॥

রাজা। তবে এত কাঁপিতেছ কেন? পূর্ব্বে তোমার বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত কম্প হইত বটে, কিন্তু এক্ষণে সবিশেষ বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। সমীরণ যেমন অশ্বত্থপত্রকে কম্পিত করে, তোমারও সেইরূপ কম্প উপস্থিত হইয়াছে।। ১৯৫-১৯৬ ॥

কঞ্চু। মহারাজ! সুহৃদ্ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করুন্ ॥ ১৯৭ ॥

রাজা। কাহা হইতে পরিত্রাণ করিব? ১৯৮ ॥

কঞ্চু। মহৎ কষ্ট হইতে ॥ ১৯৯ ॥

রাজা। স্পষ্ট করিয়া বল ॥ ২০০ ॥

কঞ্চু। আপনার মেঘাচ্ছন্ন নামে যে দিক্ অবলোকন করিবার প্রাসাদ আছে ॥ ২০১ ॥

রাজা। কি তাহাতে? ২০২ ॥

কঞ্চু। সেই প্রাসাদের যে শৃঙ্গদেশে গৃহপালিত কপোত-সকল আরোহণ পূর্ব্বক বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকে, সেই শৃঙ্গ হইতে কোন অপ্রকাশিতমূর্ত্তি পিশাচাদি আসিয়া আপনার সখা মাধব্যকে নিগ্রহপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছে ॥ ২০৩ ॥

রাজা। (শ্রবণ পূর্ব্বক সহসা উত্থিত হইয়া) অদ্যাপি আমার গৃহে আবার ভূতের ভয়? অথবা রাজাদিগের বহুতর প্রত্যবায়। প্রতিদিন নিজেরই প্রমাদ জন্য নানাবিধ দুর্ঘটনা ঘটিতেছে, তাহারই প্রতীকার করিয়া উঠিতে পারা যায় না, তাহাতে আবার প্রজাদিগের মধ্যে যে কে কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া কি করিতেছে, তাহা নির্ণয় করিতে কোন্ ব্যক্তি সক্ষম হইতে পারে? ২০৪-২০৫ ॥

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে ধ্বনি) অহে! দৌড়াইয়া আইস, দৌড়াইয়া আইস।

রাজা। (শ্রবণ পূর্ব্বক ধাবিত হইয়া) সখে! ভয় নাই, ভয় নাই ॥ ২০৬ ॥

(নেপথ্যে) ভো কধং ণ ভাইস্‌সং এসো মং কোবিপচ্চামোড়িঅ সিরোধরং ইক্ষুং বিঅ ভগ্‌গথি করিদুমিচ্ছদি ॥ ২০৭ ॥

রাজা। (সদৃষ্টিক্ষেপম্) ধনুর্ধনুঃ ॥ ২০৮ ॥

(ততঃ প্রবিশতি ধনুর্হস্তা প্রতীহারী)

প্রতী। জঅদু জঅদু ভট্‌টা, এদং সরং সরাসণং হত্থাবরআে অ ॥ ২০৯ ॥

রাজা। (সশরং ধনুরাধত্তে) ॥ ২১০ ॥

(নেপথ্যে) এষ ত্বামভিনবকণ্ঠশোণিতার্থী, শার্দ্দূলঃ পশুমিব হন্মি চেষ্টমানম্।
আর্ত্তানাং ভয়মপনেতুমাত্তধন্বা, দুষ্মন্তস্তব শরণং ভবত্বিদানীম্ ॥ ২১১ ॥

রাজা (সক্রোধম্) কথং মামেবোদ্দিশতি। আস্তিষ্ঠ তিষ্ঠ কৌণপাপসদ ত্বমিদানীং ন ভবসি ॥২১২॥

(চাপমারোপ্য) পার্ব্বতায়ন! সোপানমার্গমাদেশয় ॥ ২১৩ ॥

কঞ্চু। ইত ইতো দেবঃ ॥ ২১৪ ॥

সর্ব্বে। (সত্বরমুপসর্পন্তি) ॥ ২১৫ ॥

রাজা। (সমন্তাদবলোক্য) অয়ে শূন্যং খল্বিদম্ ॥ ১১৬ ॥

(নেপথ্যে) ভো পরিত্তাআহি পরিত্তাআহি অহং তুমং পেক্‌খামি তুমং মং ণ পেক্‌খসি। মজ্জার-গহিদো উন্দুরবিঅ ণিরাসোহ্মি জীবিদে ॥ ২১৭ ॥

রাজা। ভোস্তিরস্করিণীগর্ব্বিত! কিমিদানীং মদীয়মস্ত্রমপি ত্বাং ন পশ্যতি? স্থিরো ভব, মা চ তে বয়স্যসম্পর্কাদ্বিশ্বাসোঽভূৎ, এষ তমিষুং সন্দধে ॥ ২১৮ ॥

যো হনিষ্যতি বধ্যং ত্বাং রক্ষ্যং রক্ষিষ্যতি দ্বিজম্। হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রা বর্জ্জয়ত্যপঃ ॥ ২১৯ ॥

(ইতি শস্ত্রং সন্ধত্তে)

(আবার নেপথ্যে শব্দ) অহে! ভয় পাইব না কেন? কে যেন আসিয়া আমার ঘাড় ভাঙ্গিতে ইচ্ছা করিতেছে ॥ ২০৭ ॥

রাজা। (অবলোকন পূর্ব্বক) ধনুক! ২০৮ ॥

(ধনুর্হস্তে প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী। মহারাজের জয় হউক! এই ধনুর্ব্বাণ ও হস্তাবরক ॥ ২০৯ ॥

রাজা। (শর ও ধনুক গ্রহণ করিলেন) ॥ ২১০ ॥

পুনরায় নেপথ্যে শব্দ) এই আমি তোর কণ্ঠের অভিনব শোণিতপানার্থী হইয়া শার্দ্দূল যেমন পশুদিগকে হনন করে, সেইরূপ আমিও, তুই ছটফট করবি আর তোকে বধ করিব। এক্ষণে রাজা দুষ্মন্ত আর্ত্তব্যক্তিদিগের ভয়ের অপনয়ন করিবার নিমিত্ত ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া তোর শরণস্থান হউন ॥ ২১১ ॥

রাজা। (সক্রোধে) কি? আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছে? আঃ! থাক্ থাক্! রে রাক্ষসাধম! এখনও লক্ষ্য হইতেছ না? (ধনু উত্তোলন পূর্ব্বক) পার্ব্বতায়ন! সোপনামার্গ দেখাইয়া দাও ॥ ২১২-২১৩ ॥

কঞ্চু। দেব! এদিকে এদিকে (এই বলিয়া সত্বর রাজার নিকট গমন করিল) ॥ ২১৪-২১৫ ॥

রাজা। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন পূর্ব্বক) অহে! ইহা ত শূন্য দেখিতেছি ॥ ২১৬ ॥

(আবার নেপথ্যে ধ্বনি) অহে পরিত্রাণ কর! পরিত্রাণ কর! আমি তোমাকে দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমাকে দেখিতে পাইতেছ না। মার্জ্জার কর্ত্তৃক গৃহীত ইঁদুরের ন্যায় আমি জীবনে এক-বারে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি ॥ ২১৭ ॥

রাজা। রে তিরস্করিণী-বিদ্যাগর্ব্বিত! এখনও কি আমার অস্ত্র তোকে দেখিতে পাইতেছে না? স্থির হও, বয়স্যের সম্পর্ক হেতু তোকে বিশ্বাস হইতেছে না। এই আমি বাণসন্ধান করিলাম। যে শর, বধযোগ্য তোকে বধ করিবে এবং রক্ষণীয় মাধব্য ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবে। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, হংস যেমন জলমিশ্রিত ক্ষীরের মধ্য হইতে জলভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষীরভাগ গ্রহণ করিয়া থাকে, আমিও তদ্রূপ করিব। (এই বলিয়া শরসন্ধান করিলেন) ২১৮-২১৯ ॥

(ততঃ প্রবিশতি মাতলির্বিদূষকশ্চ)

মাত। আয়ুষ্মন্!

কৃতাঃ শরব্যং হরিণা তবাসুরাঃ, শরাসনং তেষু বিকৃষ্যতামিদম্।
প্রসাদসৌম্যানি সতাং সুহৃজ্জনে, পতন্তি চক্ষূংষি ন দারুণাঃ শরাঃ॥ ২২০॥

রাজা। সসম্ভ্রমমস্ত্রমুপসংহরন্) অয়ে মাতলিঃ, স্বাগতং দেবরাজসারথেঃ? ২২১॥

বিদূ। ভো মণস্সিং ইমিণা অহং পশুমারণং মারিদুং পাবিদো ভবং উমং সাঅদেণ অহিণন্দদি?২২২॥

মাত। (সস্মিতম্) আয়ুষ্মন্! শ্রূয়তাম্ যদর্থমস্মি হরিণা ভবৎসকাশং প্রেষিতঃ॥ ২২৩॥

রাজা। অবহিতোঽস্মি॥ ২২৪॥

মাত। অস্তি কালনেমিপ্রসূতির্দুর্জয়ো নাম দানবগণঃ॥ ২২৫॥

রাজা। অস্তি শ্রুতপূর্ব্বো ময়া নারদাৎ॥ ২২৬॥

মাত। সখ্যুস্তে স কিল শতক্রতোরবধ্যস্তস্য ত্বং রণশিরসি স্মৃতো নিহন্তা।
উচ্ছেত্তুং প্রভবতি যন্ন সপ্তসপ্তিস্তন্নৈশং তিমিরমপাকরোতি চন্দ্রঃ॥ ২২৭॥

স ভবনাত্তশস্ত্র এবেদানীং দেবরথমারুহ্য বিজয়ায় প্রতিষ্ঠতাম্॥ ২২৮॥

রাজা। অনুগৃহীতোঽস্মি অনয়া মঘবতঃ সম্ভাবনয়া। অথ মাধব্যং প্রতি ভবতা কিমেবং প্রযুক্তম্?২২৯॥

মাত। (সস্মিতম্) তদপি কথ্যতে, কিঞ্চিন্নিমিত্তাদপি মনঃসন্তাপাদায়ুষ্মান্ ময়া বিক্লবো দৃষ্টঃ পশ্চাৎ কোপয়িতুমায়ুষ্মন্তং তথা কৃতবানস্মি॥ ২৩০॥ কুতঃ—

জ্বলতি চলিতেন্ধনোঽগ্নির্বিপ্রকৃতঃ পন্নগঃ ফণাং কুরুতে।
তেজস্বী সংক্ষোভাৎ প্রায়ঃ প্রতিপদ্যতে তেজঃ॥ ২৩১॥

(মাতলি ও বিদূষকের প্রবেশ)

মাত। আয়ুষ্মন্! দেবরাজ ইন্দ্র অসুরগণকে আপনার শরব্য করিয়াছেন, আপনি এই শরাসন তাহাদের প্রতিই আকর্ষণ করুন। সজ্জনদিগের সুহৃজ্জনের প্রতি প্রসাদ-স্নিগ্ধ চক্ষুর্দ্বয় পতিত হয়, নদারুণ শরসকল কখন নিপতিত হয় না॥ ২২০॥

রাজা। (সসম্ভ্রমে শস্ত্রের প্রতিসংহার করিয়া) অহে মাতলি! হে দেবরাজসারথে! আপনার স্বচ্ছন্দে আগমন হইয়াছে ত? ২২১॥

বিদূ। হে মনস্বিন্! এ ব্যক্তি আমাকে পশুমারণের ন্যায় মারিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আপনি আবার ইহাকে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ২২২॥

মাত। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) আয়ুষ্মন্! দেবরাজ যে কারণে আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা শ্রাবণ করুন॥ ২২৩॥

রাজা। অবহিত হইলাম॥ ২২৪॥

মাত। কালনেমির সন্তান দানবগণ অত্যন্ত দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছে॥ ২২৫॥

রাজা। আমি পূর্ব্বে এ বিষয় দেবর্ষি নারদের মুখে শুনিয়াছি॥ ২২৬॥

মাত। সেই দানববর্গ ত্বদীয় সখা পুরন্দরের অবধ্য। আপনিই রণমধ্যে তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন, ইহা অবধারিত হইয়াছে। দেখুন, যে নৈশতমঃ বিনাশ করিতে দিবাকর সক্ষম হন না, চন্দ্রমা সেই অন্ধকার অনায়াসেই বিনাশ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপনি অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক দেবরথে আরোহণ করিয়া জয়ের নিমিত্ত গমন করুন॥ ২২৭ ২২৮॥

রাজা। দেবরাজের এই বহুসম্মানে বড়ই অনুগৃহীত হইলাম। আপনি মাধব্যের প্রতি এরূপ আচরণ কেন করিলেন? ২২৯॥

মাত। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তাহাও বলি, কোন কারণে আপনার মনস্তাপ জন্মিয়াছিল, তাহাতে আপনি অসুস্থচিত্ত হইয়াছিলেন দেখিয়া আপনাকে কোপিত করিবার নিমিত্ত ইহাঁর প্রতি সেইরূপ আচরণ করিয়াছি। যেমন কাষ্ঠস্থিত অগ্নি কাষ্ঠসঞ্চালন দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং বিতাড়িত সর্প প্রসুপ্ত থাকিলেও ফণা ধরিয়া উঠে, সেইরূপ তেজস্বী ব্যক্তি উত্তেজিত হইলে প্রায়ই তেজঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ২৩০-২৩১॥

রাজা। যুক্তমনুষ্ঠিতং ভবন্তিঃ ॥ ২৩২ ॥
(বিদূষকং প্রতি) বয়স্য ! অনতিক্রমণীয়া দিবস্পতেরাজ্ঞা, তদগচ্ছ পরিগতার্থং কৃত্বা মদ্বচনাদমাত্য-পিশুনং ব্রূহি ॥ ২৩৩ ॥
ত্বন্মতিঃ কেবলা তাবৎ প্রতিপালয়তু প্রজাঃ। অধিজ্যমিদমন্যস্মিন্ কর্ম্মণি ব্যাপৃতং ধনুঃ ॥ ২৩৪ ॥
বিদূ। জং ভবং আণবেদি ॥ ২৩৫ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

মাত। আয়ুষ্মান্ রথমারোহতু ॥ ২৩৬ ॥
রাজা। (তথা করোতি) ॥ ২৩৭ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি ষষ্ঠোঽঙ্কঃ।

সপ্তমোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশত্যাকাশবর্ত্মনা রথারূঢ়ো রাজা মাতলিশ্চ)
রাজা। মাতলে! অনুষ্ঠিতনিদেশোঽপি মঘবতঃ সৎক্রিয়াবিশেষাদনুপযুক্তমিবাত্মানং সমর্থয়ে ॥ ১ ॥
মাত। (সস্মিতম্) আয়ুষ্মন্ উভয়ত্রাপ্যসন্তোষমবগচ্ছ ॥ ২ ॥ কুতঃ—
উপকৃত্য হরেস্তথা ভবান্ লঘু সৎকারমবেক্ষ্য মন্যতে।
গণয়ত্যবদানসম্মিতাং ভবতঃ সোপি ন সৎক্রিয়ামিমাম্ ॥ ৩ ॥

রাজা। আপনি যুক্তিযুক্ত বিষয়েরই অনুষ্ঠান করিয়াছেন। (বিদূষকের প্রতি) বয়স্য ! দেবরাজের আদেশ অলঙ্ঘনীয়, অতএব আপনি গমন করুন, এই বিষয় জানাইয়া আমার বাক্যানুসারে অমাত্যকে বলিবেন যে, আপনার বুদ্ধিই কেবল প্রজাগণকে পালন করুক্, আর আমার এই ধনুঃ অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া রহিল ॥ ২৩২-২৩৪ ॥
বিদূ। আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন ॥ ২৩৫ ॥

[এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত।

মাত। আয়ুষ্মন্! রথে আরোহণ করুন ॥ ২৩৬ ॥
রাজা। (রথে আরোহণ করিলেন) ॥ ২৩৭ ॥

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত।

(আকাশমার্গে রথারূঢ় রাজা ও মাতলির প্রবেশ)
রাজা। মাতলে! আমি দেবরাজের প্রদেশ প্রতিপালন করিলেও সম্মানের আতিশয্য হেতু আপনাকে ততদূর অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেছি ॥ ১ ॥
মাত। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) উভয়ত্রই অসন্তোষের বিষয় সংঘটিত হইয়াছে। যেহেতু, আপনি দেবরাজের তথাবিধ মহৎ উপকার করিয়া তৎকৃত সৎকার দর্শন করিয়া তাহা লঘু বলিয়া মনে করিয়া থাকেন এবং দেবরাজও আপনার এইরূপ সৎকার দেখিয়া ও আপনার কর্তৃক কৃত মহৎ উপকারের অনুরূপ হয় নাই বলিয়া মনে করিয়া থাকেন ॥ ২-৩ ॥

রাজা। মাতলে! মা মৈবং, স খলু মনোরথানামপি দূরবর্ত্তী যো বিসর্জ্জনাবসরে সংকারঃ। ।। হি দিবৌকসাং সমক্ষমর্দ্ধাসনোপবেশিতস্ত ॥ ৪ ॥

অন্তর্গতপ্রার্থনমন্তিকস্থং, জয়ন্তমুদীক্ষ্য কৃতস্মিতেন।
আমৃষ্টবক্ষোহরিচন্দনাঙ্কা, মন্দারমালা হরিণা পিনদ্ধা ॥ ৫ ॥

মাত। কিমিবমায়ুষ্মানমরেশ্বরাদর্হতি ॥ ৬ ॥ পশ্য—

সুখপরস্ত হরেরুভয়ৈঃ কৃতং, ত্রিদিবমুদ্ধৃতদানবকণ্টকম্।
তব শরৈরধুনা নতপর্ব্বভিঃ, পুরুষকেশরিণশ্চ পুরা নখৈঃ ॥ ৭ ॥

রাজা। তত্র খলু শতক্রতোরেব মহিমা ॥ ৮ ॥ পশ্য—

সিদ্ধন্তি কর্ম্মসু মহৎস্বপি যন্নিযোজ্যাঃ, সম্ভাবনাগুণমবেহি তমীশ্বরাণাম্।
কিং প্রাভবিষ্যদরুণস্তমসাং বধায়, তঞ্চেৎ সহস্রকিরণো ধুরি নাকরিষ্যৎ ॥ ৯ ॥

মাত। সদৃশমেবৈতৎ ॥ ১০ ॥

(স্তোকমন্তরমতীত্য) আয়ুষ্মন্! ইতঃ পশ্য নাকপৃষ্ঠপ্রতিষ্ঠিতস্ত সৌভাগ্যমাত্মযশসঃ ॥ ১১ ॥

বিচ্ছিত্তিশেষৈঃ সুরসুন্দরীণাং, বর্ণৈরমী কল্পলতাংশুকেষু।
সঞ্চিন্ত্য গীতিক্ষমমর্থবন্ধং, দিবৌকসস্ত্বচ্চরিতং লিখন্তি ॥ ১২ ॥

রাজা। মাতলে! অসুরসংপ্রহারোৎসুকেন পূর্ব্বেদ্যুর্দ্দিবমধিরোহতা ন লক্ষিতোহয়ং প্রদেশো ময়া তৎ কতমস্মিন্ পথি বর্ত্তামহে মরুতাম্? ১৩ ॥

মাত। ত্রিস্রোতসং বহতি যো গগনপ্রতিষ্ঠাং, জ্যোতীংষি বর্ত্তয়তি চক্রবিভক্তরশ্মিঃ।
তস্ত ব্যপেতরজসঃ প্রবহস্ত বায়োর্মার্গো দ্বিতীয়হরিবিক্রমপূত এষঃ ॥ ১৪ ॥

রাজা। মাতলে! না, না, তাহা নয়। দেবরাজ বিদায়কালে যেরূপ সম্মানাদি করিয়া থাকেন, তাহা মনোরথেরও অগোচর। তিনি আমাকে দেবগণের সমক্ষে অর্দ্ধাসনে বসাইয়া নিকটস্থ পুত্র জয়ন্তকে প্রার্থী দেখিয়াও ঈষৎ হাস্য সহকারে হরিচন্দনচিহ্নে চিহ্নিত বক্ষঃস্থলস্থিত মন্দারপুষ্পের মালা আমার গলদেশেই পরাইয়া দিলেন ॥ ৪-৫ ॥

মাত। আপনি অমরেশ্বরের নিকট হইতে কোন্ বস্তু না প্রাপ্ত হন? দেখুন, সুখাসক্ত দেবরাজের স্বর্গ হইতে এতক্ষণে আপনার গ্রন্থি-সমন্বিত শরসমূহ দ্বারা এবং পূর্ব্বে নরকেশরীর আকুঞ্চিত পর্ব্বনখর দ্বারা দানবরূপ কণ্টক উদ্ধার করিয়াছেন ॥ ৬-৭ ॥

রাজা। সে বিষয়ে দেবরাজেরই মহিমা জানিবেন। দেখুন, নিযুক্ত ভৃত্যগণ যে কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করে, তাহা কেবল প্রভুদিগের মহিমার গুণেই হইয়া থাকে। সহস্রকিরণ দিবাকর যদি অরুণকে অগ্রে না করিতেন, তাহা হইলে কি তিনি তমোনাশে সমর্থ হইতেন? ৮-৯ ॥

মাত। এই বাক্য ভবাদৃশ মহাত্মাদিগের পক্ষে যুক্তিযুক্তই বটে। (কিয়দ্দূর অতিক্রম পূর্ব্বক) আয়ুষ্মন্! আপনার দেবলোকে প্রতিষ্ঠিত স্বীয় যশঃ-সৌভাগ্য অবলোকন করুন্। দেবগণ সঙ্গীত-যোগ্য ও অর্থযোগ্য পদাবলী রচনা করিয়া সুরসুন্দরীগণের অঙ্গরাগবিশিষ্ট বর্ণদ্বারা কল্পিতরূপ বসনে আপনার চরিত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন ॥ ১০-১২ ॥

রাজা। মাতলে! ইতিপূর্ব্বে অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক ছিলাম, সেই জন্য স্বর্গারোহণ-সময়ে এই স্থানটী আমি ভালরূপে নিরীক্ষণ করি নাই, তবে এক্ষণে আমরা মরুদ্গণের কোন্ পথে উপস্থিত হইলাম? ১৩ ॥

মাত। যে বায়ু আকাশমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মন্দাকিনীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং যাহা চক্রাকার আবর্ত্তন দ্বারা জ্যোতিষ্কগণের কিরণসকল অশ্বগণের মুখরশ্মির ন্যায় নক্ষত্রচক্র ধারণ করিয়া আছে, যাহাতে কোন প্রকার রজঃ মিশ্রিত হইতে পারে না, সেই প্রবহ নামক বায়ুর এই পথ; ইহা বামনদেবের দ্বিতীয় পদের আক্রমণ হেতু পবিত্র হইয়াছিল ॥ ১৪ ॥

রাজা। ততঃ খলু মে সবাহ্যান্তঃকরণোঽন্তরাত্মা প্রসীদতি ॥ ১৫ ॥
(রথাঙ্গমবলোক্য) শঙ্কে মেঘপদবীমবতীর্ণাঃ স্মঃ ॥ ১৬ ॥
মাত। আয়ুষ্মন্! কথমবগম্যতে? ১৭ ॥
রাজা। অয়মগবিবরেভ্যশ্চাতকৈর্নিষ্পতদ্ভির্হরিভিরচিরভাসাং তেজসা চানুলিপ্তৈঃ।
গতমুপরি ঘনানাং বারিগর্ভোদরাণাং, পিশুনয়তি রথস্তে শীকরক্লিন্ননেমিঃ ॥ ১৮ ॥
মাত। অথ কিম্। ক্ষণাচ্চায়ুষ্মান্ স্বাধিকারভূমৌ বর্ত্তিষ্যতে ॥ ১৯ ॥
রাজা (অধোঽবলোক্য) মাতলে! বেগাদবতরণাদাশ্চর্য্যদর্শনঃ সংলক্ষ্যতে মনুষ্যলোকঃ ॥২০॥ তথাহি—
শৈলানামবরোহতীব শিখরাদুন্মজ্জতাং মেদিনী, পর্ণাভ্যন্তরলীনতাং বিজহতি স্কন্ধোদয়াৎ পাদপাঃ।
সন্তানং তনুভাগনষ্টসলিলব্যক্ত্যা ব্রজন্ত্যাপগাঃ, কেনাপ্যুৎক্ষিপতেব পশ্য ভুবনং মৎপার্শ্বমানীয়তে ॥২১॥
মাতঃ। আয়ুষ্মন্! সাধু দৃষ্টম্ ॥ ২২ ॥
(সবহুমানমালোক্য) অহো! উদাররমণীয়া পৃথিবী ॥ ২৩ ॥
রাজা। মাতলে! কতমোঽয়ং পূর্ব্বাপরসমুদ্রাবগাঢ়ঃ কনকরসনিষ্যন্দী সন্ধ্যা ইব মেঘঃ সানুমানালোক্যতে? ২৪ ॥
মাত। আয়ুষ্মন্! এষ খলু হেমকূটো নাম কিংপুরুষপর্ব্বতঃ পরং তপস্বিনাং ক্ষেত্রম্ ॥ ২৫ ॥
স্বায়ম্ভুবান্মরীচের্যঃ প্রবভূব প্রজাপতিঃ। সুরাসুরগুরুঃ সোঽস্মিন্ সপত্নীকস্তপস্যতি ॥ ২৬ ॥
রাজা। (সাদরম্) তেন অনতিক্রমণীয়ানি শ্রেয়াংসি প্রদক্ষিণীকৃত্য ভগবন্তং গন্তুমিচ্ছামি ॥ ২৭ ॥
মাত। আয়ুষ্মন্! প্রথমঃ কল্পঃ ॥ ২৮ ॥
(অবতরণং নাটয়ন্) এতাববতীর্ণৌ স্বঃ ॥ ২৯ ॥

রাজা। সেই জন্যই আমার চক্ষুরাদি বহিঃস্থিত ইন্দ্রিয়গণ ও মনের সহিত অন্তরাত্মা প্রসন্ন হইতেছে। (রথচক্র অবলোকন করিয়া) এক্ষণে আমরা মেঘগণের গমনপথ অতিক্রম করিয়াছি ॥১৫-১৬॥

মাত। আয়ুষ্মন্! কিরূপে জানিলেন? ১৭ ॥

রাজা। এই পর্ব্বতবিবর হইতে চাতক পক্ষী-সকল নির্গত হইয়া চক্রস্থিত বারি-বিন্দুলোভে চক্রোপরি পতিত হইতেছে এবং রথযোজিত তুরঙ্গসকল তড়িতের দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া অন্তভাগে বারি-বিশিষ্ট মেঘসমূহের উপরিভাগে গমনের সূচনা করিয়া দিতেছে ॥ ১৮ ॥

মাত। আর কি? ক্ষণকালমধ্যেই আপনি স্বীয় অধিকারস্থানে উপনীত হইবেন ॥ ১৯ ॥

রাজা। (অধোভাগে অবলোকন পূর্ব্বক) মাতলে! বেগে অবতরণ হেতু মনুষ্যলোক অতিশয় আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে। যেহেতু, পর্ব্বতশিখর-সকল যেন মস্তক তুলিয়া ঊর্দ্ধভাগে উত্থিত হইতেছে এবং মেদিনী যেন শৈলশিখর হইতে নামিয়া যাইতেছে; আর তরুসকল স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া উহার যেন পত্রপুঞ্জ হইতে নির্গত হইতেছে। আর দূরত্ব হেতু নদীসমূহের যে যে জলভাগ বিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল, তাহা এক্ষণে নিকটস্থিত বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে। আরও বোধ হইতেছে, কোন ব্যক্তি যেন সমস্ত ভুবন উৎক্ষেপণ করিয়া আমার পার্শ্বদেশে আনয়ন করিতেছে ॥২০-২১॥

মাত। আয়ুষ্মন্! আপনি-যথার্থ দর্শন করিয়াছেন। (সাদরে দর্শন পূর্ব্বক) এই পৃথিবী অতিশয় রমণীয়া ॥ ২২-২৩ ॥

রাজা। মাতলে! পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র অবগাহন করিয়া কনক-রস-নিষ্যন্দনকারী সন্ধ্যা-কালীন মেঘের ন্যায় দৃশ্যমান এইটী কোন্ পর্ব্বত? ২৪ ॥

মাত। আয়ুষ্মন্! এই হেমকূট নামক কিম্পুরুষপর্ব্বত; ইহা তপস্বিদিগের আবাসস্থান। ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি হইতে যে প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন, সেই সুর ও অসুরগণের জন্মদাতা কশ্যপ এই হেমকূট পর্ব্বতে সস্ত্রীক তপস্যা করিতেছেন ॥ ২৫-২৬ ॥

রাজা। ইহা অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে, অতএব ভগবান্ মহর্ষিকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ২৭ ॥

মাত। আয়ুষ্মন্! ইহা মুখ্য কল্প। (অবতরণ করিয়া) এই আমরা অবতরণ করিয়াছি ॥২৮-২৯॥

রাজা। (সবিস্ময়ম্) মাতলে! ৩০ ॥

উপোঢ়শব্দা ন রথাঙ্গনেময়ঃ, প্রবর্ত্তমানং ন চ দৃশ্যতে রজঃ।
অভূতলস্পর্শতয়া নিরুদ্ধতিস্তবাবতীর্ণোঽপি ন লক্ষ্যতে রথঃ ॥ ৩১ ॥

মাত। এতাবানেব শতমন্যোরায়ুষ্মতশ্চ রথস্য বিশেষঃ ॥ ৩২ ॥

রাজা। মাতলে! কতমস্মিন্ প্রদেশে মারীচাশ্রমঃ? ৩৩ ॥

মাত। (হস্তেন দর্শয়ন্) পশ্য—

বল্মীকার্দ্ধনিমগ্নমূর্ত্তিরুরগত্বগ্‌-ব্রহ্মসূত্রান্তরঃ, কণ্ঠে জীর্ণলতাপ্রতানবলয়েনাত্যর্থসংপীড়িতঃ।
অংসব্যাপি শকুন্তনীড়নিচিতং বিভ্রজ্জটামণ্ডলং, যত্র স্থাণুরিবাচলো মুনিরসাবভ্যর্কবিম্বং স্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥

রাজা। (বিলোক্য) নমোঽস্মৈ কষ্টতপসে ॥ ৩৫ ॥

মাত। (সংযতপ্রগ্রহং রথং কৃত্বা) এতাবদিতিপরিবর্দ্ধিতমন্দাররক্ষং প্রজাপতেরাশ্রমং প্রবিষ্টৌ স্বঃ ॥৩৬॥

রাজা। অহো! স্বর্গাদিদমধিকতরং নির্বৃতিস্থানং অমৃতহ্রদমিবাবগাঢ়োঽস্মি ॥ ৩৭ ॥

মাত। (রথং স্থাপয়িত্বা) অবতরত্বায়ুষ্মান্ ॥ ৩৮ ॥

রাজা। (অবতীর্য্য) ভবান্ কিমিদানীম্? ৩৯ ॥

মাত। সময়যন্ত্রিত এবায়মাস্তে রথঃ, তদ্বয়মপ্যবতরামঃ ॥ ৪০ ॥

(তথা কৃত্বা) ইত ইত আয়ুষ্মন্! দৃশ্যন্তামত্রভবতামৃষীণাং তপোবনভূময়ঃ ॥ ৪১ ॥

রাজা। ননু বিস্ময়াদুভয়মপ্যবলোকয়ামি ॥ ৪২ ॥

প্রাণানামনিলেন বৃত্তিরুচিতা সৎকল্পবৃক্ষে বনে, তোয়ে কাঞ্চনপদ্মরেণুকপিশে পুণ্যাভিষেকক্রিয়া।

রাজা। (বিস্ময় সহকারে) আপনার রথ অবতীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তাহার কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। যখন রথ ভূতল স্পর্শ করিয়াছে, তখন কিছুই শব্দ হয় নাই, ধূলিপটলও দৃষ্টিগোচর হয় নাই, এবং ভূতল স্পর্শ করিয়াও উদ্‌গতিরহিত হইয়াছে ॥ ৩০-৩১ ॥

মাত। ইহাই আপনার ও শতক্রতুর রথের প্রভেদ জানিবেন ॥ ৩২ ॥

রাজা। কোন্ স্থানে ভগবান্ মারীচের আশ্রম? ৩৩ ॥

মাত। (হস্ত দ্বারা প্রদর্শন করিয়া) বল্মীকস্তূপে যাঁহার দেহার্দ্ধভাগ নিমগ্ন, সর্পত্বক্ যাঁহার দ্বিতীয় ব্রহ্মসূত্র, জীর্ণলতা-জাল বলয়াকৃতি হইয়া যাঁহার কণ্ঠদেশ অতিশয় নিপীড়িত করিতেছে, যাঁহার স্কন্ধ-দেশে নিপতিত জটামণ্ডলে পক্ষিসকল বহুতর বাসা নির্ম্মাণ করিয়াছে, যিনি সূর্য্যাভিমুখ হইয়া স্থাণুর ন্যায় অচল হইয়া যেখানে রহিয়াছেন, ঐ স্থানেই মহর্ষি কশ্যপের আশ্রম ॥ ৩৪ ॥

রাজা। (দর্শন করিয়া) এই অতি কঠোর-তপস্বী মহর্ষিকে প্রণাম করি ॥ ৩৫ ॥

মাত। (রথের রজ্জু সংযম করিয়া) এই মন্দারবৃক্ষসকল পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এইটীই প্রজাপতি কশ্যপের আশ্রম, আমরা এক্ষণে আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছি ॥ ৩৬ ॥

রাজা। অহো! এ স্থান স্বর্গ অপেক্ষাও সুখজনক, আমি অমৃতহ্রদে নিমগ্ন হইলাম ॥ ৩৭ ॥

মাত। (রথ স্থাপন করিয়া) আপনি অবতরণ করুন্ ॥ ৩৮ ॥

রাজা। (অবতীর্ণ হইয়া) আপনি কি চিন্তা করিতেছেন? ৩৯ ॥

মাত। এই রথ এক্ষণে সঙ্কেতবিশেষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে, অতএব আমিও অবতরণ করি-তেছি। (অবতরণ পূর্ব্বক) আয়ুষ্মন্! এদিকে, এদিকে; পূজ্যপাদ ঋষিগণের তপোবন অবলোকন করুন ॥ ৪০-৪১ ॥

রাজা। বিস্ময় হেতু তপোবনভূমি এবং তপঃফল এই উভয়ই অবলোকন করিতেছি। যাহাতে বিবিধ ভোগদানক্ষম কল্পবৃক্ষ-সকল বিদ্যমান, সেই বনমধ্যে ইহাঁরা বায়ুসংযমাদি দ্বারা প্রাণায়ামের অভ্যাস করিতেছেন, আর রেণুকাঞ্চন-পদ্ম-সমূহের দ্বারা পিঙ্গলবর্ণ সলিলে ধর্ম্মের নিমিত্ত স্নানাদিক্রিয়া

ধ্যানং রত্নশিলাগৃহেষু বিবুধস্ত্রীসন্নিধৌ সংযমো,
যদ্বাঞ্ছন্তি তপোভিরন্যমুনয়স্তস্মিংস্তপস্যন্ত্যমী ॥ ৪৩ ॥

মাতঃ। উৎসর্পিণী খলু মহতাং প্রার্থনা ॥ ৪৪ ॥

(পরিক্রম্য আকাশে) বৃদ্ধসাকল্য ! কিংব্যাপারঃ সম্প্রতি ভগবান্ মারীচঃ ? ৪৫ ॥

(আকর্ণ্য) কিং ব্রবীষি, দাক্ষ্যায়ণ্যা পতিব্রতাপুণ্যমধিকৃত্য পৃষ্টস্তদৈস্তে মহর্ষিপত্নীগণসহিতায়ৈ কথয়তীতি। তৎ প্রতিপাল্যাবসরঃ খলু প্রস্তাবঃ ॥ ৪৬ ॥

(রাজানমবলোক্য) অস্যামশোকচ্ছায়ায়াং তাবদাস্তামায়ুষ্মান্ যাবত্ত্বামহমিন্দ্রগুরবে নিবেদয়ামি ॥৪৭॥

রাজা। যথা ভবান্ মন্যতে ॥ ৪৮ ॥ (ইতি স্থিতঃ)

[মাতলির্নিষ্ক্রান্তঃ

রাজা। (নিমিত্তিং সূচয়িত্বা)

মনোরথায় নাশংসে কিং বাহো স্পন্দসে মুধা।
পূর্ব্বাবধীরিতং শ্রেয়ো দুঃখং হি পরিবর্ত্ততে ॥ ৪৯ ॥

(নেপথ্যে) মা কৃখু চবলদলং করেহি জহিং তহিং জ্জেব অত্তণো পইদংদংসেসি ॥ ৫০ ॥

রাজা। (কর্ণং দত্ত্বা) অভূমিরিয়মবিনয়স্য তৎ কো খল্বেবং নিষিধ্যতে ? ৫১ ॥

(শব্দানুসারেণাবলোক্য সবিস্ময়ম্) অয়ে কো নু খল্বয়মবরুধ্যমানস্তাপসীভ্যামবালসত্ত্বো বালঃ ॥৫২॥

অর্দ্ধপীতস্তনং মাতুরামর্দ্দক্লিষ্টকেশরম্।
প্রক্রীড়িতুং সিংহশিশুং করেণৈবাবকর্ষতি ॥ ৫৩ ॥

সংসাধিত করিয়া থাকেন, আর মণিময় শিলাকৃত্য গুহা-মধ্যে দিব্যাঙ্গনাদের সন্নিধানে ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া থাকেন। অতএব অন্যান্য মুনিগণ যেস্থানে মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত তপস্যা করেন, ইঁহারাও সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়া তপস্যা করিয়াছেন, অতএব ইঁহাদিগের তপস্যার ফল যে কতদূর উৎকৃষ্ট, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন ॥ ৪২-৪৩ ॥

মাত। মহৎ ব্যক্তিগণের বাসনা উত্তরোত্তর উচ্চদিকেই গমন করিয়া থাকে। (পরিভ্রমণপূর্ব্বক (বহিঃস্থিত বৃদ্ধ সমুদায়কে বলিলেন) হে সম্প্রদায় ! ভগবান্ কশ্যপ এখন কি করিতেছেন ? (আকর্ণন করিয়া) কি বলিতেছেন ? দাক্ষায়ণী পতিব্রতার পুণ্যক্রিয়া অধিকার করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি মহর্ষি-পত্নীগণের সহিত তাঁহাকে সেই কথা কহিতেছেন। অতএব যে প্রস্তাব করিতেছেন, তাহার অবসর প্রতীক্ষা কর্ত্তব্য। (রাজার দিকে দৃষ্টি করিয়া) আপনি এই অশোক-তরুচ্ছায়ার উপবেশন করুন, আমি যাইয়া সুররাজের পিতার নিকট আপনার আগমন-বিষয় নিবেদন করি ॥৪৪-৪৭॥

রাজা। আপনার যাহা অভিমত হয় ॥ ৪৮ ॥ (এই বলিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন)

[মাতলির প্রস্থান

রাজা। (দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইলে তদ্দর্শনে) হে বাহো ! তুমি বৃথা কেন স্পন্দিত হইতেছ ! আমি ত অভিলাষপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কিছুই দেখি না। পূর্ব্বে যে সুখজনক বিষয়ের অবহেলা করা যায় তাহা দুঃখরূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

(নেপথ্যে) চাপল্য প্রকাশ করিও না, যেখানে সেখানেই আপনার স্বভাব প্রদর্শন করিয়া থাক ? ৫০ ॥

রাজা। (কর্ণপ্রদান পূর্ব্বক) ইহা ত অবিনয়ের ভূমি নয়, তবে কোন্ ব্যক্তিকে এরূপে নিষেধ করিতেছে ? (শব্দানুসারে অবলোকনপূর্ব্বক সবিস্ময়ে) দুই জন তপস্বিনী বলপূর্ব্বক ধরিয়া রহিয়াছেন, যুবার ন্যায় স্বভাবসম্পন্ন এই বালকটী কে ? এই বালক ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত যে সিংহশিশুর সম্পূর্ণরূপে কেশরিণীর স্তনপান করা হয় নাই, তাহার শিরোদেশ নিপীড়িত করিয়া কেশরধারণ পূর্ব্বক তাহাকে নিপীড়িত করিতেছে ॥ ৫১-৫৩ ॥

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টকর্ম্মা তাপসীভ্যাং সহ বালঃ)

বালঃ। জিম্ভালে সিংহসাবআ জিম্ভ দন্তাইং দে গণইস্সং ॥ ৫৪ ॥

প্রথ। অবিণীদ কিং ণো অপচ্চনিব্বিসেসাইং সত্তাইং বিপ্পঅরেসি ? হন্ত বড্ঢইবিঅ দে সংরম্ভো ইট্ঠাণে কৃখু ইসিজণেণ সব্বদমণো ত্তি কিদনমাহেঅোসি ॥ ৫৫ ॥

রাজা। কিং নু খলু বালেহস্মিন্নৌরস ইব পুত্রে স্নিহ্যতি মে হৃদয়ম্। ৫৬ ॥

(বিচিন্ত্য) নূনমনপত্যতা মাং বৎসলয়তি ॥ ৫৭ ॥

দ্বিতী। এসা তুবং কেসরিণী লঙ্ঘইস্সদি জই সে পুত্তঅং ণ মুঞ্চিস্সদি ॥ ৫৮ ॥

বালঃ। (সস্মিতম্) অহ্মহে বলি অং কৃখু ভীদম্হি। (ইত্যধরং দর্শয়তি) ॥ ৫৯ ॥

রাজা। (সবিস্ময়ম্) ॥ ৬০ ॥

মহতস্তেজসো বীজং বালোহয়ং প্রতিভাতি মে।
স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া বহ্নিবেধোহপেক্ষ ইব স্থিতঃ ॥ ৬১ ॥

প্রথ। বচ্ছ এদং মুঞ্চ বালমইন্দঅং অবরাং দে কীলণঅং দাইস্সং ॥ ৬২ ॥

বাল। কহিং দেহি গং (ইতি হস্তং প্রসারয়তি) ॥ ৬৩ ॥

রাজা। (বালস্য হস্তং দৃষ্ট্বা) কথং চক্রবর্ত্তিলক্ষণমপ্যনেন ধার্য্যতে ॥ ৬৪ ॥

প্রলোভ্যবস্তুপ্রণয়প্রসারিতো, বিভাতি জালগ্রথিতাঙ্গুলিঃ করঃ।
অলক্ষ্যপত্রান্তরমিদ্ধরাগয়া, নবোষয়া ভিন্নমিবৈকপঙ্কজম্ ॥ ৬৫ ॥

দ্বিতী। সুব্বং মুঞ্চ ণ এসো সক্কো বাআমেত্তেণ সমইপুং তা গচ্ছ মম কেরএ উড়এ সঙ্কোচণস ইসিকুমারস্স বণ্ণচিত্তিদো মট্টিআমোয়অো চিট্টদি তং সে উবহর ॥ ৬৬ ॥

প্রথ। তহ ॥ ৬৭ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তা।

(তাপসীদ্বয়ের সহিত যথানির্দ্দিষ্ট কার্য্যকারী বালকের প্রবেশ

বালক। হাঁ কর্ রে সিংহশাবক হাঁ কর্, আমি তোর দন্তসকল গণনা করিব ॥ ৫৪ ॥

প্রথম। হে অবিনীত বালক! এই জন্তু আমাদের সন্তানতুল্য, তুমি ইহাকে পীড়া দিতেছ? তোমার দর্প বাড়িয়াছে, ঋষিগণ তোমার যে সর্ব্বদমন নাম রাখিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে ॥ ৫৫ ॥

রাজা। আমার হৃদয়ে এই বালকের প্রতি ঔরস পুত্রের ন্যায় স্নেহ জন্মিতেছে। (চিন্তা করিয়া) নিশ্চয়ই আমি অপুত্রক বলিয়া আমার বাৎসল্যভাব জন্মিতেছে ॥ ৫৬-৫৭ ॥

দ্বিতী। যদি তুমি ইহার পুত্রকে না ছাড়, তবে এই কেশরিণী তোমাকে পরাভূত করিবে। ৫৮ ॥

বাল। (ঈষৎ হাসিয়া) ওঃ! ইহাতে আমি খুব ভয় পাইয়াছি! (এই বলিয়া আপনার নিম্নোষ্ঠ দেখাইল) ॥ ৫৯ ॥

রাজা। (সবিস্ময়ে) এই বালককে মহাতেজের বীজস্বরূপ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে, এবং এক্ষণে স্ফুলিঙ্গ অবস্থায় থাকিয়া কাষ্ঠের অপেক্ষায় রহিয়াছে ॥ ৬০-৬১ ॥

প্রথ। বৎস! এই মৃগেন্দ্র-শাবককে ছাড়িয়া দাও, আমি তোমাকে অপর ক্রীড়নক দিতেছি ॥৬২॥

বাল। (হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক) কৈ, তাহা দাও ॥ ৬৩ ॥ (এই বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিল)

রাজা। (বালকের হস্তদৃষ্টে) ইহাতে কেবল বীর্য্যাধিক্য নহে, এই বালক চক্রবর্ত্তিলক্ষণও ধারণ করিয়াছে। লোভনীয় বস্তুর প্রতি লোভ হেতু করপ্রসারণ করাতে দৃষ্ট হইল যে, ইহার করাঙ্গুলিসকল সংবদ্ধভাবে নির্ম্মিত এবং রক্তিমার বাহুল্য দ্বারা উহা অভিনব উষাকালে বিকশিত, অতএব যাহার দলবিভাগ বিশেষরূপে লক্ষিত নয়, এরূপ একটী পঙ্কজের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৬৪-৬৫ ॥

দ্বিতী। সুব্রতে! ইহাকে ছাড়িয়া দাও, বাক্যমাত্র দ্বারা এই বালককে সান্ত্বনা করা যাইবে না, অতএব আমার পর্ণশালায় গমন করিয়া সঙ্কোচন নামক ঋষিকুমারের বিবিধ বর্ণ-চিত্রিত মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ময়ূর আনিয়া ইহাকে প্রদান কর ॥ ৬৬ ॥

প্রথ। তাহাই কর্ত্তব্য ॥ ৬৭ ॥

[এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত।

বালঃ। দাব ইমিণা জ্জেব কীলিস্সং ॥ ৬৮ ॥
দ্বিতী। (বিলোক্য হসন্তী) ণং মুঞ্চ ণং ॥ ৬৯ ॥
রাজা। স্পৃহয়ামি খলু দুর্ললিতায়াস্মৈ।
(নিশ্বস্য)—আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননিমিত্তহাসৈরব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃ প্রবৃত্তীন্।
অঙ্কাশ্রয়প্রণয়িনস্তনয়ান্ বহন্তো, ধন্যাস্তদঙ্গরজসা পুরুষীভবন্তি ॥ ৭০ ॥
দ্বিতী। (সাঙ্গুলিতর্জ্জনম্) ভো ণ মং গণেসি ? ৭১ ॥
(পার্শ্বমবলোক্য) কো এত্থ ইসিকুমারআণং ॥ ৭২ ॥
(রাজানং দৃষ্ট্বা) ভদ্দমুহ এহি দাব মোআবেহি ইমিণা দুম্মোক্‌খহত্থগগ্‌হেণ ডিম্বএণবাধীঅমাণং বালমইন্দঅং ॥ ৭৩ ॥
রাজা। (তথেত্যুপগম্য সস্মিতম্) অয়ি ভো মহর্ষিপুত্রক !
এবমাশ্রমবিরুদ্ধবৃত্তিনা, সংযমী কিমিতি জন্মদস্ত্বয়া।
সত্ত্বসংশ্রয়গুণোঽপি দূষ্যতে, কৃষ্ণসর্পশিশুনেব চন্দনঃ ॥ ৭৪ ॥
দ্বিতী। ভদ্দমুহ ণ ক্খু এসো ইসিকুমারও ॥ ৭৫ ॥
রাজা। আকারসদৃশং চেষ্টিতমেবাস্য কথয়তি স্থানপ্রত্যয়াত্তু বয়মেব তর্কিণঃ ॥ ৭৬ ॥
(যথা হব্যর্থিতমনুতিষ্ঠন্ বালকস্য স্পর্শমুপলভ্য স্বগতম্)
অনেন কস্যাপি কুলাঙ্কুরেণ, স্পৃষ্টস্য গাত্রে সুখিতা মমৈবম্।
কাং নির্বৃতিং চেতসি তস্য কুর্য্যাদ্‌যস্যায়মঙ্গাৎ কৃতিনঃ প্ররূঢ়ঃ ॥ ৭৭ ॥
দ্বিতী। (উভৌ বিলোক্য) অচ্চরীঅং অচ্চরীঅং ॥ ৭৮ ॥
রাজা। আর্য্যে ! কিমিব ? ৭৯ ॥

বাল। তবে আমি ততক্ষণ এই সিংহশাবক দ্বারাই ক্রীড়া করিব ॥ ৬৮ ॥
তাপ। (অবলোকন পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া) ইহাকে ছাড়িয়া দাও ॥ ৬৯ ॥
রাজা। এই বালক দুর্ললিত হইলেও উহার প্রতি আমার স্পৃহা জন্মিতেছে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) অনিমিত্ত হাস্য দ্বারা যাহাদের দন্ত-মুকুল-সকল ঈষৎ লক্ষিত হয়, যাহাদের বাক্য-সকল অব্যক্ত অক্ষর-দ্বারা রমণীয়, যাহারা ক্রোড়বাসে নিয়তই প্রণয় প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই তনয়গণকে বহন করিয়া মানবগণ তাহাদের অঙ্গসংলগ্ন ধূলি দ্বারা পৌরুষ সত্ত্বেও ধন্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন॥৭০॥
দ্বিতী। (অঙ্গুলি তর্জ্জন করিয়া) ওহে ! তুমি আমাকে গ্রাহ্য করিতেছ না ? (পার্শ্বদেশ অবলোকন পূর্ব্বক) ঋষিকুমারগণের মধ্যে এখানে কে আছ ? (রাজাকে দেখিয়া) ভদ্রমুখ ! আপনি আসুন, এই বালক সিংহশাবকের কেশরদেশ এমন ধরিয়াছে যে, উহার হাত ছাড়ান অতিশয় কঠিন, অতএব আপনি ছাড়াইয়া দিউন্ ॥ ৭১-৭৩ ॥
রাজা। (বালকের নিকট গমন পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া) অহে ঋষিপুত্র ! তোমার এরূপ আচরণ আশ্রম-বিরুদ্ধ, তোমার পিতা সংযমশীল মুনি, তুমি এরূপ কেন হইলে ? দেখ, আশ্রয়নিষ্ঠ গুণ অর্থাৎ বিস্তাসৌজন্যাদি বিদ্যমান থাকিলেও কৃষ্ণসর্পশিশু দ্বারা শৈত্য-সৌগন্ধাদি গুণবিশিষ্ট চন্দনতরুও দূষিত হইয়া থাকে ॥ ৭৪ ॥
দ্বিতী। ভদ্রমুখ ! এ ঋষিকুমার নয় ॥ ৭৫ ॥
রাজা। ইহার কার্য্য আকারের অনুরূপ, ইহা প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু স্থানবিবেচনায় আমি ঋষিকুমার বলিয়া তর্ক করিতেছিলাম ॥ ৭৬ ॥
রাজা। (বালকের হাত ছাড়াইয়া স্পর্শসুখ অনুভব পূর্ব্বক স্বগত) এই কোন্ ব্যক্তির কুলাঙ্কুরকে স্পর্শ করিয়া আমার এরূপ সুখানুভব হইল ? কিন্তু এই বালক যাহার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কৃতকৃত্য ব্যক্তি যে কত সুখ লাভ করে, তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না ॥ ৭৭ ॥
দ্বিতী। (রাজা ও সর্ব্বদমনকে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য ! কি আশ্চর্য্য ! ৭৮ ॥

দ্বিতী। ইমস্‌স বালঅস্‌স অসম্বন্ধেবি ভদ্দমুহে সম্বাদিণী আকিদি ত্তি বিহ্মিদহ্মি অবিঅ বামসীলোবি ভবিঅ অবরিচিদস্‌সবি দে বঅণেণ পইদিখো সংবুত্তো ॥ ৮০ ॥

রাজা। (বালকমুপলালয়ন্) আর্য্যে! ন চেন্মুনিকুমারোঽয়ং তং কোঽস্য ব্যপদেশঃ? ৮১ ॥

দ্বিতী। পোরবো ত্তি ॥ ৮২ ॥

রাজা। (স্বগতম্) কথমেকান্ববায়োঽয়মস্মাকম্। অতঃ খলু মদনুকারিণমেনমত্রভবতী মন্যতে ॥৮৩॥ (প্রকাশম্) অস্ত্যেতৎ পৌরবাণামন্ত্যং কুলব্রতম্ ॥ ৮৪ ॥

ভবনেষু সুধাসিতেষু পূর্ব্বং, ক্ষিতিরক্ষার্থমুশন্তি যে নিবাসম।
নিয়তৈকযতিব্রতানি পশ্চাৎ, তরুমূলানি গৃহীভবন্তি তেষাম্ ॥ ৮৫ ॥

কথং পুনরাত্মগত্যা মানুষাণামেষ বিষয়ঃ ॥ ৮৬ ॥

দ্বিতী। জধা ভদ্দমুহো ভণাদি কিন্তু অচ্ছরাসম্বন্ধেণ উণ ইমস্‌স জণণী ইধজ্জেব দেবগুরুণো তবোবনে পসূদা ॥ ৮৭ ॥

রাজা। (স্বগতম্) হন্ত দ্বিতীয়মিদমাশাজননম্ ॥ ৮৮ ॥ (প্রকাশম্) অথ সা তত্রভবতী কিমাখ্যস্য রাজর্ষেঃ পত্নী ॥ ৮৯ ॥

দ্বিতী। কো তস্‌স ধম্মদারপরিচ্ছাইণো নাম কীত্তইস্‌সদি? ৯০ ॥

রাজা। (স্বগতম্) কথমিয়ং কথা মামেব লক্ষীকরোতি। যাবদস্য শিশোর্মাতরং নামতঃ পৃচ্ছেয়ম্। (বিচিন্ত্য) অথবা অনার্য্যঃ খলু পরদারপৃচ্ছাব্যাপারঃ ॥ ৯১ ॥

(প্রবিশ্য মৃণ্ময়ূরহস্তা প্রথমা তাপসী)

প্রথমা তাপসী। সব্বদমণ! পেক্খ সউন্তলাবণ্ণং ॥ ৯২ ॥

বালঃ। (সদৃষ্টিক্ষেপম্) কহিং সা মে অম্বা? ৯৩ ॥

উভে। (প্রহসতঃ) ॥ ৯৪ ॥

দ্বিতী। এই বালকের সহিত আপনার সম্বন্ধ না থাকিলেও উভয়ের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে, এই নিমিত্তই আমি বিস্মিত হইতেছি। আর এই বালক আশ্রম-বিরুদ্ধ স্বভাবান্বিত এবং অপরিচিত হইয়াও আপনার বাক্যানুসারে শান্তভাব ধারণ করিল ॥ ৮০ ॥

রাজা। (বালককে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও লালন করিয়া) আর্য্যে! এই বালক যদি মুনিকুমার না হইল, তবে কোন্ বংশে ইহার জন্ম হইয়াছে? ৮১ ॥

দ্বিতী। পৌরববংশে এই বালকের জন্ম হইয়াছে ॥ ৮২ ॥

রাজা। (স্বগত) আমাদের বংশ এক, এই জন্যই এই তাপসী আমার আকৃতির সৌসাদৃশ্য মনে করিতেছিলেন। (প্রকাশ্যে) পৌরবগণের শেষ অবস্থার সমুচিত এইরূপ কুলব্রত প্রতিষ্ঠিত আছে যে, প্রথম-বয়সে পৌরবর্গ পৃথিবীর পরিপালনের নিমিত্ত সুবিমল প্রাসাদে বসতি করিয়া তদনন্তর চরম-বয়সে তাপসব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক তরুমূলই গৃহরূপে স্থির করিয়া তাহাতেই বাস করিয়া থাকেন। তবে মনুষ্য নিজ গতি দ্বারা এই স্থানে কিরূপে আগমন করিলেন? ৮৩-৮৬ ॥

দ্বিতী। আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য বটে, কিন্তু অপত্য-সম্বন্ধ হেতু এই বালকের জননী দেবগুরুর এই তপোবনে ইহাকে প্রসব করিয়াছেন ॥ ৮৭ ॥

রাজা। (স্বগত) এইটী দ্বিতীয় আশাজনক বিষয়। (প্রকাশ্যে) তবে এই বালক-জননী যাঁহার পত্নী, সেই রাজর্ষির নাম কি? ৮৮-৮৯ ॥

দ্বিতী। কে সেই ধর্ম্মদারপরিত্যাগীর নাম কীর্ত্তন করে? ৯০ ॥

রাজা। (স্বগত) বোধ হয়, এই কথা আমাকেই লক্ষ্য করিতেছে, তবে এই শিশুর মাতার নাম জিজ্ঞাসা করি। (চিন্তা করিয়া) পরদারবিষয়ক কথা জিজ্ঞাসা করা ভাল কার্য্য নহে ॥ ৯১ ॥

প্রথ। (মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ময়ূর হস্তে প্রবেশ করিয়া) সর্ব্বদমন! শকুন্তলাকে দেখ ॥ ৯২ ॥

বাল। (দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) আমার মা কৈ? ৯৩ ॥

উভ। (হাসিতে লাগিলেন) ॥ ৯৪ ॥

প্রথ। ণামসারিস্সেণ উবচ্ছন্দিদো মাদিবচ্ছলো ॥ ৯৫ ॥

দ্বিতী। ইমস্স মোরস্স রমণীঅদং পেক্খত্তি ভণিদোসি ॥ ৯৬ ॥

রাজা। (স্বগতম্) কিং শকুন্তলেত্যস্য মাতুরাখ্যা অথবা সন্তি পুনর্নামধেয়সাদৃশ্যানি অপি নাম মৃগতৃষ্ণিকেব নামমাত্র প্রস্তাবো মে বিষাদায় কল্পতে ॥ ৯৭ ॥

বালঃ। অত্তিএ রোঅদি মে চড়ুলকে এসে মউলে। (ইতি ক্রীড়নকমাদত্তে) ॥৯৮॥

প্রথ। (বিলোক্য সাবেগম্) অম্মো রক্খাকাণ্ডও সে মণিবন্ধে ণ দীসদি ॥ ৯৯ ॥

রাজা। আর্য্যে! অলমাবেগেন,নন্বয়মস্য সিংহশাবকস্য বিমর্দ্দাৎ পরিভ্রষ্টঃ। (ইত্যাদাতুমিচ্ছতি) ॥১০০॥

উভে। মা কৃখু মা কৃখু এদং ॥ ১০১ ॥

(বিলোক্য) কথং গহিদোজ্জেব। (বিস্ময়াদুরোনিহতহস্তে পরস্পরমবলোকয়তঃ) ॥ ১০২ ॥

রাজা। কিমর্থং ভবতীভ্যাং প্রতিষিদ্ধোঽস্মি? ১০৩ ॥

প্রথ। সুণাহু মহাভাও, এসা মহাপ্পহাবা অবরাজিদা ণাম সুরমহোসহী ইমস্স দারঅস্স জাদকম্মসমএ ভঅবদা মারীএণ দিণ্ণা এদং কিল মাদাপিদরো অপ্পাণঞ্চ বজ্জিঅ অবরো ভূমিপদিদং ণ গেহ্নাদি ॥ ১০৪ ॥

রাজা। অথ গৃহ্লাতি? ১০৫ ॥

প্রথ। তদো সপ্পো ভবিঅ তং দংশই ॥ ১০৬ ॥

রাজা। অত্রভবতীভ্যাং কদাচিদস্যত্র প্রত্যক্ষীকৃতমিদম্? ১০৭ ॥

উভে। আণেঅসো ॥ ১০৮ ॥

রাজা। (সহর্ষমাত্মগতম্) তৎ কিং খল্বিদানীং পূর্ণমাত্মনো মনোরথং নাভিনন্দামি। (ইতি বালকং পরিষ্বজতে) ॥ ১০৯ ॥

প্রথ। নাম স্মরণ করিয়া দেওয়াতে এই মাতৃবৎল বালক প্রলোভিত হইয়াছে ॥ ৯৫ ॥

দ্বিতী। এই ময়ূরের রমণীয়তা দর্শন কর, এই কথা তোমাকে বলা হইয়াছে ॥ ৯৬ ॥

রাজা। (স্বগত) শকুন্তলা কি ইহার মাতার নাম? অথবা নামের সাদৃশ্য বহুতর আছে। নামমাত্রপ্রসঙ্গ মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় আমার বিষাদের নিমিত্তই হইবে ॥ ৯৭ ॥

বাল। এই চঞ্চল ময়ূরটীকে আমি বড় ভালবাসি। (এই বলিয়া ক্রীড়নকটী গ্রহণ করিল) ॥৯৮॥

প্রথ। (বালকের অঙ্গ দেখিয়া) রক্ষাকাণ্ড ইহার মণিবন্ধে দৃষ্ট হইতেছে না ॥ ৯৯ ॥

রাজা। আর আবেগে প্রয়োজন নাই, এই সিংহশাবকের মর্দ্দনকালে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে। (এই বলিয়া তুলিয়া লইতে ইচ্ছা করিলেন) ॥ ১০০ ॥

উভ। উহা লইবেন না, লইবেন না। (রাজা তুলিয়া লইলে পর উভয়ে বিস্মিত হইয়া বক্ষঃস্থলে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিলেন) ॥ ১০১-১০২ ॥

রাজা। আপনারা নিষেধ করিতেছেন কেন? ১০৩ ॥

প্রথ। মহাশয়! শ্রবণ করুন্। ইহা অপরাজিতা নামক সুরমহৌষধ, এই বালকের জাতকর্ম্মসময়ে ভগবান্ মারীচ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা ভূমিতলে পতিত হইলে মাতা, পিতা ও এই বালক ভিন্ন কেহই গ্রহণ করেন না ॥ ১০৪ ॥

রাজা। যদি গ্রহণ করে? ১০৫ ॥

প্রথ। তবে ইহা তাহাকে সর্প হইয়া দংশন করিয়া থাকে ॥ ১০৬ ॥

রাজা। আপনারা অন্য কোথাও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? ১০৭ ॥

উভ। অনেকবার ॥ ১০৮ ॥

রাজা। (হর্ষসহকারে মনে মনে) তবে কেন এখন আমি আপনার পরিপূর্ণ মনোরথের অভিনন্দন না করি? (এই ভাবিয়া বালককে আলিঙ্গন করিলেন) ॥ ১০৯ ॥

দ্বিতীয়। সুব্বদে এহি ইমং বুত্তন্তং ণিঅমবাবড়াএ সউন্তলাএ নিবেদেম্ম ॥ ১১০॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তে।

বালঃ। মুঞ্চ মং মুঞ্চ মং অম্বাএ সআসং গমিস্সং ॥ ১১১ ॥

রাজা। পুত্র! ময়ৈব সহ মাতরমভিনন্দিষ্যসি ॥ ১১২ ॥

বালঃ। দুস্সন্তো মম তাদো ণ কখু তুমং ॥ ১১৩ ॥

রাজা। এষ বিবাদ এব মাং প্রত্যায়য়তি ॥ ১১৪ ॥

(ততঃ প্রবিশত্যেকবেণীধরা শকুন্তলা)

শকু। (সবিতর্কম্) বিআরকালে বি পইদিথং সব্বদমণস্স ওসহিং সুণিঅ ণ মে আসংসো অত্তণো ভাঅধেএসুং অধবা জধা মিস্সকেসাএ মে আচক্খিদং তথা সম্ভাবীঅদি এদং (ইতি পরিক্রমতি) ॥ ১১৫ ॥

রাজা। (শকুন্তলাং বিলোক্য সহর্ষখেদম্) অয়ে সেয়মত্রভবতী শকুন্তলা ॥ ১১৬ ॥

বসনে পরিধূসরে বাসনা, নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা, মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি ॥ ১১৭ ॥

শকু। (পশ্চাত্তাপবিবর্ণং রাজানং দৃষ্ট্বা সবিতর্কম্) ণ কখু অজ্জউত্তো অঅং তা কো এসো কিদরক্খামঙ্গলং দারঅং মে গত্তসংসগ্গেণ দূসেদি ॥ ১১৮ ॥

বালঃ। (মাতরমুপগম্য) অম্ব কো সো মং পুত্তকেত্তি সসিণেহং আলিঙ্গদি ? ১১৯ ॥

রাজা। প্রিয়ে! ক্রৌর্য্যমপি মে ত্বয়ি প্রযুক্তমনুকূলপরিণামং সংবৃত্তম্। তদহমিদানীং ত্বয়া প্রত্যভিজ্ঞাতমাত্মানমিচ্ছামি ॥ ১২০ ॥

দ্বিতী। সুব্রতে! আইস, এই বৃত্তান্ত নিয়মব্যাপৃতা শকুন্তলার নিকট নিবেদন করি ॥ ১১০ ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

বাল। ছাড়, ছাড়, আমি মাতার নিকট গমন করি ॥ ১১১ ॥

রাজা। পুত্র! আমার সহিতই মাতাকে অভিনন্দিত করিবে ॥ ১১২ ॥

বাল। রাজা দুষ্মন্ত আমার পিতা, তুমি নও ॥ ১১৩ ॥

রাজা। এই বিবাদই আমাকে প্রত্যয় জন্মাইয়া দিতেছে ॥ ১১৪ ॥

(একবেণীধারিণী শকুন্তলার প্রবেশ)

শকু। (বিতর্ক সহকারে) বিকারকালেও সর্ব্বদমনের ঔষধি প্রকৃতিস্থ রহিয়াছে শ্রবণ করিয়া আমার ভাগ্যবিষয়ে প্রত্যাশা করিতে পারি না কিংবা মিশ্রকেশী আমাকে যাহা বলিয়াছেন, এই ঔষধি প্রকৃতিস্থ থাকায় তাহার সম্ভাবনা করা যায়। (এই বলিয়া পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন) ॥ ১১৫ ॥

রাজা। (শকুন্তলাকে দর্শন করিয়া হর্ষ খেদ ও বিষাদ সহকারে স্বগত) এই সেই পূজনীয়া শকুন্তলা। ইনি এক্ষণে ধূসরবর্ণ বসন-যুগল পরিধান করিয়া আছেন, কঠোরতর ব্রতধারণ হেতু ইঁহার মুখ পরিক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, শিরোদেশে একটীমাত্র বেণী লম্বিত হইয়া রহিয়াছে। হায়! এই শুদ্ধাচারিণী শকুন্তলাকে আমি অতিশয় নিষ্করুণ হইয়া পরিত্যাগ করায় দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া আমার বিরহব্রত ধারণ করিয়া আছেন ॥ ১১৬-১১৭ ॥

শকু। (রাজাকে অনুতাপ দ্বারা বিবর্ণ দেখিয়া বিতর্ক সহকারে মনে মনে) যদি ইনি আর্য্যপুত্র না হন, তবে কোন্ ব্যক্তি আমার রক্ষা-মঙ্গল-সমন্বিত পুত্রকে গাত্রসংসর্গ দ্বারা দূষিত করিতেছে ? ১১৮ ॥

বাল। (মাতার নিকট গমন করিয়া) মাতঃ! কে আমাকে পুত্র বলিয়া সস্নেহে আলিঙ্গন করিতেছে ? ১১৯ ॥

রাজা। (শকুন্তলার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া) প্রিয়ে! আমি তোমার প্রতি অতিশয় অন্যায়াচরণ করিলেও তাহার পরিণাম সুখজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই হেতু এক্ষণে তোমার পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১২০ ॥

শকু। (স্বগতম্) হিঅঅ সমস্সস সমস্সস পহরিঅ পরিচ্চত্তমচ্ছরেণ অণুকম্পিদম্হি দেবেণ অজ্জউত্তো জ্জেব এসো ॥ ১২১ ॥

রাজা। প্রিয়ে!

স্মৃতিভিন্নমোহতমসো দিষ্ট্যা প্রমুখে স্থিতাসি মে সুমুখি।
উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণী যোগম্ ॥ ১২২ ॥

শকু। (সহর্ষম্) জঅদু জঅদু অজ্জউত্তো। (ইত্যর্দ্ধোক্তে বাষ্পসন্নকণ্ঠী বিরমতি) ॥ ১২৩ ॥

রাজা। প্রিয়ে!

বাষ্পেন প্রতিরুদ্ধেঽপি জয়শব্দে জিতং ময়া। যত্তে দৃষ্টমসংস্কারপাটলোষ্ঠপুটং মুখম্ ॥ ১২৪ ॥

বালঃ। অম্ব কো এসো? ১২৫ ॥

শকু। ভাঅধেআইং পুচ্ছ। (ইতি রোদিতি) ॥ ১২৬ ॥

রাজা। সুতনু হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশব্যলীকমপৈতু তে, কিমপি মনসঃ সম্মোহো মে তদা বলবানভূৎ।
প্রবলতমসামেবং প্রায়াঃ শুভেষু হি বৃত্তয়ঃ,স্রজমপি শিরস্যন্ধঃ ক্ষিপ্তং ধুনোত্যহিশঙ্কয়া ॥১২৭॥
(ইতি পাদয়োঃ পততি)

শকু। উট্ঠেদু উট্ঠেদু অজ্জউত্তো ণূণং মে সুহপ্পড়ি-বন্ধঅং পুরাদিকং তেস্মুং দিঅএসুং পরিণামসুহং আসী জেণ সাণুক্কোসোবি অজ্জউত্তো মই বিরসো সংবুত্তো ॥ ১২৮ ॥

রাজা। (উত্তিষ্ঠতি) ॥ ১২৯ ॥

শকু। অধ কধং অজ্জউত্তেণ সুমরিদো দুক্খভাই অঅং জণো? ১৩০ ॥

শকু। (স্বগত) হৃদয়! এক্ষণে সমাশ্বাসিত হও, দৈব আমাকে প্রহার করিয়া এক্ষণে মৎসরভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়াছেন, ইনি আর্য্যপুত্রই বটেন ॥ ১২১ ॥

রাজা। প্রিয়ে সুমুখি! পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায় এক্ষণে মোহান্ধকার দূরীভূত হইয়াছে। এখন দুর্ভাগ্য হেতু আমার সম্মুখস্থিত হইয়াছ, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। রাহুগ্রাসের পর এক্ষণে চন্দ্র রোহিণী-যোগ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১২২ ॥

শকু। (হর্ষসহকারে) আর্য্যপুত্রের জয় হউক। (এইরূপ অর্দ্ধোক্তি করিয়া বাষ্প দ্বারা কণ্ঠরোধ হওয়ায় বিরত হইলেন) ॥ ১২৩ ॥

রাজা। প্রিয়ে! জয় শব্দ বাষ্প দ্বারা স্তম্ভিত হইলে ওষ্ঠই আমার জয় হইয়াছে, যেহেতু, আমি তোমার অসংস্কারে পাটলবর্ণ ওষ্ঠপুটবিশিষ্ট আনন সন্দর্শন করিলাম ॥ ১২৪ ॥

বাল। মা! এ কে? ১২৫ ॥

শকু। ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর! (এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন) ॥ ১২৬

রাজা। হে শোভনাঙ্গি! আমি পরিত্যাগ করায় তোমার মনে যে নিদারুণ
তাহা এক্ষণে পরিত্যাগ কর, যেহেতু, সেই সময়ে আমার কি এক প্রকার মনোমোহ উপস্থিত হই ছিল। আর তুমি নিশ্চয় জানিও, মঙ্গলকর বিষয়ে বলবান্ সম্মোহের কার্য্য এইরূপই হইয়া থাকে, যে সেই মোহান্ধ ব্যক্তির মস্তকনিক্ষিপ্ত মালাও ভুজঙ্গমাশঙ্কায় ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া থাকে। (এই বলিয়া শকুন্তলার পদদ্বয়ে নিপতিত হইলেন) ॥ ১২৭ ॥

শকু। আর্য্যপুত্র! উঠুন, উঠুন, নিশ্চয়ই আমার প্রথমে সুখপ্রতিবন্ধক এবং পরিণামে সুখজনক কোন পূর্ব্বজন্মকৃত কার্য্য ছিল, সেই জন্যই আপনি আমাতে অতিশয় অনুরক্ত হইলেও সেই আমার প্রতি বিরসভাবাপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ১২৮ ॥

রাজা। (গাত্রোত্থান করিলেন) ॥ ১২৯ ॥

শকু। আর্য্যপুত্র! এক্ষণে আপনি কিরূপে এই দুঃখভাগিনীকে স্মরণ করিলেন? ১৩০ ॥

রাজা। উদ্ধৃতবিষাদশল্যঃ কথয়িষ্যামি।

মোহান্ময়া সুতনু পূর্ব্বমুপেক্ষিতস্তে, যো বাষ্পবিন্দুরধরং পরিবাধমানঃ।
তন্তাবদাকুটিলপক্ষ্মবিলগ্নমদ্য, কান্তে প্রমৃজ্য বিগতানুশয়ো ভবামি ॥ ১৩ ॥

(ইতি যথোক্তং করোতি)

শকু। (প্রমৃষ্টবাষ্পা অঙ্গুরীয়কং বিলোক্য) অজ্জউত্ত তং এদং অঙ্গুলীঅঅং ? ১৩২ ॥

রাজা। অথ কিম্। অস্মাদদ্ভুতোপলম্ভান্ময়া স্মৃতিরুপলব্ধা ॥ ১৩৩ ॥

শকু। বিষমং কিদং কৃখু ইমিণা জং তদা অজ্জউত্তস্স পচ্চঅণকালে দুল্লহং আসী ॥ ১৩৪ ॥

রাজা। তেন হি ঋতুসমাগমচিহ্নং প্রতিপদ্যতাং লতাকুসুমম্ ॥ ১৩৫ ॥

শকু। ণ সে বিস্সসেমি অজ্জউত্তো জ্জেব ণং ধারেদু ॥ ১৩৬ ॥

(ততঃ প্রবিশতি মাতলিঃ)

মাত। দিষ্ট্যা ধর্ম্মপত্নীসমাগমেন পুত্রমুখদর্শনেন চায়ুষ্মান্ বর্দ্ধতে ॥ ১৩৭ ॥

রাজা। সুহৃৎসম্পাদিতত্বাৎ সাধুতরফলো মে মনোরথঃ। মাতলে! ন খলু বিদিতোঽয়মাখণ্ডলার্থঃ ॥ ১৩৮ ॥

মাত। (সস্মিতম্) কিমীশ্বরাণাং পরোক্ষম্, এহি, ভগবান্ মারীচস্তে দর্শনমিচ্ছতি ॥ ১৩৯ ॥

রাজা। প্রিয়ে! অবলম্ব্যতাং পুত্রং ত্বাং পুরস্কৃত্য ভগবন্তং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ॥ ১৪০ ॥

শকু। লজ্জেমি কৃখু অজ্জউত্তেণ সদ্ধং গুরুঅণসমীবং গন্তুং ॥ ১৪১ ॥

রাজা। আচরিতব্যমেতদভ্যুদয়কালেষু, তদেহি তাবৎ ॥ ১৪২ ॥

(ইতি সর্ব্বে পরিক্রামন্তি)

রাজা। প্রিয়ে! তোমার বিষাদশল্য উদ্ধার করিয়া তার পর বলিব। হে শোভনাঙ্গি! বাষ্পবিন্দু তোমার অধরদেশ পরিপীড়িত করিয়া নিপতিত হইলেও পূর্ব্বে আমি মোহবশে যাহা উপেক্ষা করিয়াছি, অদ্য তোমার কুটিলপক্ষ্মলগ্ন সেই বাষ্পবিন্দু মুছাইয়া দিয়া এক্ষণে আমার মনোগত অনুতাপ বিদূরিত করিব। (এই বলিয়া বাষ্পমার্জ্জন করিয়া দিলেন) ॥ ১৩১ ॥

শকু। (বাষ্পপ্রোঞ্ছনকালে অঙ্গুরীয়ক দর্শন করিয়া) আর্য্যপুত্র! এই সেই অঙ্গুরীয়ক ? ১৩২ ॥

রাজা। প্রিয়ে। তাহাই বটে, অদ্ভুতরূপে এই অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহাতেই আমার স্মরণ হইয়াছিল ॥ ১৩৩ ॥

শকু। আর্য্যপুত্রের প্রত্যয় জন্মাইবার সময় দুর্ল্লভ থাকিয়া এ বিষম কার্য্য ঘটাইয়াছিল ॥ ১৩৪ ॥

রাজা। তবে কাঞ্চনলতা ঋতুসমাগমের চিহ্নস্বরূপ কুসুম ধারণ করুক্ ॥ ১৩৫ ॥

শকু। আমি ইহাকে বিশ্বাস করি না, আর্য্যপুত্রই ইহা ধারণ করুন্ ॥ ১৩৬ ॥

(মাতলির প্রবেশ)

মাত। বড়ই আনন্দের বিষয় যে, মহারাজ ধর্ম্মপত্নীর সমাগমলাভ ও পুত্রমুখ দর্শন লাভ করিয়া অভ্যুদয়শালী হইয়াছেন ॥ ১৩৭ ॥

রাজা। আপনি সুহৃৎ, আপনার দ্বারা সম্পাদিত বলিয়া আমার মনোরথ সম্যক্ ফলশালী হইল। মাতলে! এই বিষয় কি দেবরাজ বিস্মৃত হইয়াছেন ? ১৩৮ ॥

মাত। (ঈষৎ হাসিয়া) ঈশ্বরদিগের জ্ঞানের অবিষয় কি আছে ? আসুন, ভগবান্ মারীচ আপনার দর্শনের নিমিত্ত অভিলাষ করিতেছেন ॥ ১৩৯ ॥

রাজা। প্রিয়ে! পুত্রকে লও, তোমাকে অগ্রে করিয়া ভগবান্ মারীচকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেছি ॥ ১৪০ ॥

শকু। আর্য্যপুত্রের সহিত গুরুজনের সন্নিধানে গমন করিতে আমার লজ্জা হইতেছে ॥ ১৪১ ॥

রাজা। অভ্যুদয়কালে এরূপ আচরণ কর্ত্তব্য, প্রিয়ে! গমন কর। (সকলের পরিক্রমণ) ॥১৪২॥

(ততঃ প্রবিশত্যদিত্যা সহাসনোপবিষ্টো মারীচঃ)

মারীচঃ। (রাজানমবলোক্য)

পুত্রস্য তে রণশিরস্যয়মগ্রযায়ী, দুষ্মন্ত ইত্যভিহিতো ভুবনস্য ভর্ত্তা।
চাপেন যস্য বিনিবর্ত্তিতকর্ম্ম জাতং, তৎকোটিমৎ কুলিশমাভরণং মঘোনঃ॥ ১৪৩॥

অদিতিঃ। সম্ভাবণীঅপ্পহাবা সে আকিদী॥ ১৪৪॥

মাত। আয়ুষ্মন্! এতৌ পুত্রপ্রীতিপিশুনেন চক্ষুষা দিবৌকসাং পিতরাবায়ুষ্মন্তমবলোকয়তঃ, তদুপসর্প॥ ১৪৫॥

রাজা। মাতলে!

প্রাহুর্দ্বাদশধা স্থিতস্য মুনয়ো যত্তেজসঃ কারণং, ভর্ত্তারং ভুবনত্রয়স্য সুষুবে যদ্যজ্ঞভাগেশ্বরম্।
যস্মিন্নাত্মভুবঃ পরোঽপি পুরুষশ্চক্রে ভবায়াস্পদং,দ্বন্দ্বং দক্ষমরীচিসম্ভবমিদং তৎ স্রষ্টুরেকান্তরম্॥১৪৬॥

মাত। অথ কিম্॥ ১৪৭॥

রাজা। (প্রণিপত্য) উভাভ্যামপি বাং বাসবনিযোজ্যো দুষ্মন্তঃ প্রণমতি॥ ১৪৮॥

মারী। বৎস! চিরং জীবন্ পৃথিবীং পালয়॥ ১৪৯॥

অদি। অপ্পদিরধো হোহি॥ ১৫০॥

(শকুন্তলা পুত্রসহিতা পাদয়োঃ পততি)

মারী। বৎসে!

আখণ্ডলসমো ভর্ত্তা জয়ন্তপ্রতিমঃ সুতঃ।
আশীরন্যা ন তে যোজ্যা পৌলোমীমঙ্গলা ভব॥ ১৫১॥

(অদিতির সহিত আসনে উপবিষ্ট ভগবান্ মারীচের প্রবেশ)

মারী। (রাজাকে দর্শন করিয়া) দাক্ষায়ণি! ইহাঁর নাম দুষ্মন্ত, ইনি ভুবনের কর্ত্তা এবং তোমার পুত্রের সমরার্থ সকলের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকেন। ইহাঁরই শাসন দ্বারা দেবরাজের সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হওয়ায় তাঁহার বহুকোণ-বিশিষ্ট বজ্র আভরণমাত্র হইয়া রহিয়াছে॥ ১৪৩॥

অদি। আকৃতি দ্বারাই ইহাঁর প্রভাবের অনুমান হইয়া থাকে॥ ১৪৪॥

মাত। আয়ুষ্মন্! স্বর্গবাসিগণের জনক-জননী পুত্রতুল্য প্রীতিসূচক চক্ষু দ্বারা আপনাকে অবলোকন করুন্, আপনি নিকটে আসুন্॥ ১৪৫॥

রাজা। মাতলে! মুনিগণ যে দম্পতীকে দ্বাদশাত্মায় বিভক্ত তেজঃ-পদার্থ ও ভাস্কররূপে তেজঃপদার্থের কারণ বলিয়া থাকেন এবং যাঁহারা ভুবনত্রয়ের পালনকর্ত্তা যজ্ঞভাগের ঈশ্বরকে প্রসব করিয়াছেন, আর ব্রহ্মা হইতে উৎকৃষ্টতর বলিয়া পরিগণিত, পরম পুরুষ বিষ্ণুও যাঁহাতে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দক্ষ ও মারীচ হইতে সম্ভুত, অতএব সৃষ্টির এক-পুরুষ-ব্যবহিত স্ত্রী-পুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন॥ ১৪৬॥

মাত। আপনি যথার্থই বলিয়াছেন॥ ১৪৭॥

রাজা। (উভয়কে প্রণিপাত করিয়া) দেবরাজ ইন্দ্র ও ভগবান্ মারীচ উভয়কেই দুষ্মন্ত প্রণাম করিতেছে॥ ১৪৮॥

মারীচ। বৎস! চিরজীবী হইয়া পৃথিবী পালন কর॥ ১৪৯॥

অদি। তুমি অপ্রতিরথ হইবে॥ ১৫০॥

(শকুন্তলা পুত্রের সহিত চরণদ্বয়ে নিপতিত হইলেন)

মারী। বৎসে! তোমার ভর্ত্তা আখণ্ডল তুল্য, পুত্র জয়ন্তের তুল্য, তোমাকে অন্য আশীর্ব্বাদ আর কি করিব? পুলোমজার ন্যায় অবৈধব্য মঙ্গল লাভ কর॥ ১৫১॥

অদি। জাদে ভত্তুণো বহুমদা হোহি অঅং দীহাউ উহঅপকৃখং অলঙ্করেদু, এধ উববিসধ ॥ ১৫২॥

(সর্ব্বে প্রজাপতিমভিত উপবিশন্তি)

মারী। (একৈকং নির্দ্দিশন্)

দিষ্ট্যা শকুন্তলা সাধ্বী সদপত্যমিদং ভবান্।
শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি ত্রিতয়ং তৎ সমাগতম্ ॥ ১৫৩ ॥

রাজা। ভগবন্! প্রাগভিপ্রেতার্থসিদ্ধিঃ পশ্চাদ্দর্শনমিত্যপূর্ব্বঃ খলু বোঽনুগ্রহঃ। কুতঃ—

উদেতি পূর্ব্বং কুসুমং ততঃ ফলং, ঘনোদয়ঃ প্রাক্ তদনন্তরং পয়ঃ।
নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োরয়ং ক্রমস্তব প্রসাদস্য পুরস্তু সম্পদঃ ॥ ১৫৪ ॥

মাত। আয়ুষ্মন্! এবং প্রসীদন্তি বিশ্বগুরবঃ ॥ ১৫৫ ॥

রাজা। ভগবন্! ইমামাজ্ঞাকরীং বো গান্ধর্ব্বেণ বিবাহবিধিনোপযম্য কস্যচিৎ কালস্য বন্ধুভিরানীতাং স্মৃতিশৈথিল্যাৎ প্রত্যাদিশন্নপরাদ্ধোঽস্মি তত্রভবতো যুষ্মৎগোত্রস্য কণ্বস্য পশ্চাদেনামাঙ্গুরীয়কদর্শনারূঢ়-স্মৃতিরূঢ়পূর্ব্বামগতোঽহং তচ্চিত্রমিব মে প্রতিভাতি।

যথা গজে সাধুসমক্ষরূপে, কস্মিন্নপি ক্রামতি সংশয়ঃ স্যাৎ।
পদানি দৃষ্ট্বা তু ভবেৎ প্রতীতিস্তথাবিধো মে মনসো বিকারঃ ॥ ১৫৬ ॥

মারী। বৎস! অলমাত্মাপরাধশঙ্কয়া সম্মোহোঽপি ত্বয্যুপপন্ন এব, শ্রূয়তাম্ ॥ ১৫৭ ॥

রাজা। অবহিতোঽস্মি ॥ ১৫৮ ॥

মারী। যদৈবাপ্সরস্তীর্থাবতরণাৎ প্রত্যাখ্যানবিক্লবাং শকুন্তলামাদায় দাক্ষায়ণীমুপগতা মেনকা

অদি। বৎসে! ভর্ত্তার বহুমানভাগিনী হও, এই পুত্রও উভয়কুল অলঙ্কৃত করুক্। এস, সকলেই উপবেশন করি।। ১৫২ ॥

(সকলেই প্রজাপতির অভিমুখে উপবেশন করিলেন)

মারী। (একে একে নির্দ্দেশ করিয়া) বড়ই আনন্দের বিষয় যে, এই পতিব্রতা সাধ্বী শকুন্তলা, এই সৎপুত্র এবং আপনি রাজর্ষি, অতএব শ্রদ্ধা, বিত্ত ও বিধি এই ত্রিতয়ের একত্র সমাগম হইয়াছে ॥ ১৫৩ ॥

রাজা। ভগবন্! প্রথমে অভিলষিতসিদ্ধি, তৎপরে দর্শন, আপনাদের অনুগ্রহ এইরূপ আশ্চর্য্যজনকই হইয়া থাকে। যেহেতু, প্রথমে কুসুমোদ্গম, তৎপরে ফল, প্রথমে মেঘোদয়, তৎপরে বর্ষণ; কারণ ও কার্য্যের ভাবসম্বন্ধের ক্রমে সর্ব্বত্রই এইরূপ দৃষ্ট হয়, কিন্তু আপনাদের অনুগ্রহের অগ্রেই পুত্রকলত্রাদিলাভরূপ সম্পদের উদয় হইল ॥ ১৫৪ ॥

মাত। বিশ্বজনক ব্যক্তিগণ এইরূপ প্রসন্নতাই প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ১৫৫ ॥

রাজা। ভগবন্! এই আপনাদের আজ্ঞাকারী শকুন্তলাকে আমি গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিয়া কিছু কালের পর, ইনি বন্ধুগণ কর্ত্তৃক আনীত হইলে স্মৃতিভ্রংশ হেতু পরিত্যাগ করিয়া ভবদীয় গোত্রোৎপন্ন ভগবান্ মহর্ষিগণের নিকট অপরাধ করিয়াছি, পশ্চাতে অঙ্গুরীয়কদর্শনে স্মরণ হওয়ায় ইঁহাকে পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া অবগত হইলাম, ইহা আমার আশ্চর্য্যের ন্যায় বোধ হইতেছে। যেমন কোন মাতঙ্গ প্রকৃষ্ট ও স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া গমন করিলে তৎকালে সংশয় হয় এবং তাহার পদচিহ্ন দর্শন করিয়া কুঞ্জর বলিয়া প্রতীতি হয়, আমার মনোবিকারও ঠিক সেইরূপ ॥ ১৫৬॥

মারীচ। বৎস! তুমি আপনার অপরাধ আশঙ্কা করিও না, সেই ভ্রম তোমাতে যুক্তিযুক্তরূপেই ঘটিয়াছে, শ্রবণ কর ॥ ১৫৭ ॥

রাজা। অবিহিত হইলাম ॥ ১৫৮ ॥

মারীচ। যখন অপ্সরযোনি অবতরণ পূর্ব্বক পরিত্যাগ হেতু অত্যন্ত ব্যাকুলা শকুন্তলাকে লইয়া

তদৈব ধ্যানাদবগতবৃত্তান্তোঽস্মি দুর্ব্বাসসঃ শাপাদিয়ং তপস্বিনী সহধর্ম্মচারিণা ত্বয়া প্রত্যাদিষ্টা স চাঙ্গুরীয়দর্শনাবসানং শাপ ইতি॥ ১৫৯॥

রাজা। (সোচ্ছ্বাসমাত্মগতম্) এষ বচনীয়ান্মুক্তোঽস্মি॥ ১৬০॥

শকু। (স্বগতম্) দিট্‌ঠিআ অআরণপচ্চাদেসী ণ অজ্জউত্তো ণ উণ সত্তং আত্তাণং সুমরেমি অধিবা ণ সম্ভুদো সুণ্ণহিঅআএ মএ অঅং সাবো জদো সহীহিং অচ্চাঅরেণ সন্দিট্‌টম্হি সো অই তুমং ণ সুমরেদি তদা এদং অঙ্গুলীঅঅং দংসেসিত্তি॥ ১৬১॥

মারী। (শকুন্তলাং বিলোক্য) বৎসে! বিদিতার্থাসি, তদিদানীং সহধর্ম্মচারিণং প্রতি ন ত্বয়া মন্যুঃ করণীয়ঃ। পশ্য—

শাপাদসি প্রতিহতা স্মৃতিলোপরুক্ষে, ভর্ত্তর্য্যপেততমসি প্রভুতা তবৈব।
ছায়া ন মূর্চ্ছতি মলোপহতপ্রসাদে, শুদ্ধে তু দর্পণতলে সুলভাবকাশা॥ ১৬২॥

রাজা। যথাহ ভগবান্॥ ১৬৩॥

মারী। বৎস! কচ্চিদভিনন্দিতস্ত্বয়া অস্মাভির্বিধিবদনুষ্ঠিতজাতকর্ম্মাদিক্রিয়ঃ পুত্র এষ শাকুন্তলেয়ঃ॥ ১৬৪॥

রাজা। ভগবন্! অত্র খলু মে বংশপ্রতিষ্ঠা। (ইতি বালকং হস্তেন গৃহ্লাতি)॥ ১৬৫॥

মারী। ভাবিনং চক্রবর্ত্তিনমেনমবগচ্ছতু ভবান্। পশ্যতু—

রথেনানুদ্ঘাতস্তিমিতগতিনা তীর্ণজলধিঃ, পুরা সপ্তদ্বীপাং জয়তি বসুধামপ্রতিরথঃ।
ইহায়ং সত্ত্বানাং প্রসভদমনাৎ সর্ব্বদমনঃ, পুনর্যাস্যত্যাখ্যাং ভরত ইতি লোকস্য ভরণাৎ॥ ১৬৬॥

মেনকা দাক্ষায়ণীর নিকট উপস্থিত হইল, তখনই আমি ধ্যান দ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলাম যে, দুর্ব্বাসার অভিশাপ হেতু এই অনুকম্পনীয়া শকুন্তলা সহধর্ম্মচারী তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। তৎপরে অঙ্গুরীয়ক দর্শন দ্বারা সেই শাপের অবসান হইয়াছে॥ ১৫৯॥

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে) এখন আমি নিন্দাবাদ হইতে মুক্তি লাভ করিলাম॥ ১৬০॥

শকু। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আত্মগত) আর্য্যপুত্র অকারণে পরিত্যাগ করেন নাই, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমাকে যে মুনিবর শাপ দিয়াছিলেন, তাহা আমার স্মরণ হয় না, তখন আমি শূন্যহৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছিলাম। হয় ত শুনিয়াও শুনি নাই, যেহেতু, আমার সখীদ্বয় অতিশয় যত্নের সহিত বলিয়া দিয়াছিলেন যে, যদি সেই রাজা তোমাকে স্মরণ করিতে না পারেন, তখন নিদর্শনস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়ক দেখাইবে॥ ১৬১॥

মারীচ। (শকুন্তলাকে অবলোকন করিয়া) বৎসে! এক্ষণে সকল বিষয় বিদিত হইলে, অতএব তোমার সহধর্ম্মচারীর প্রতি তুমি মনোমধ্যে আর ক্রোধ রাখিও না। দেখ, দুর্ব্বাসার অভিশাপ হেতু স্মৃতি-বিলোপ হইয়াছিল বলিয়াই ইনি তোমার প্রতি স্নেহপরিশূন্য হইয়াছিলেন এবং সেই হেতুই তোমাকে পরিত্যাগ-দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছে, এক্ষণে ইঁহার ভ্রম অপগত হইয়াছে, সুতরাং ইঁহার সহবাসে তোমারই যোগ্যতা হইয়াছে। দেখ, দর্পণে যখন মলিনতা থাকে, তখন তাহাতে প্রতিবিম্ব প্রকাশ পায় না, কিন্তু নির্ম্মল হইলেই উহা প্রকাশ পাইয়া থাকে॥ ১৬২॥

রাজা। আপনি যথার্থ বলিয়াছেন॥ ১৬৩॥

মারীচ। বৎস! আমরা যাহার বিধিপূর্ব্বক জাত-কর্ম্মাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছি, সেই এই শকুন্তলার পুত্রকে তুমি অভিনন্দন করিয়াছ কি? ১৬৪॥

রাজা। ভগবন্! ইহাতেই আমার বংশ প্রতিষ্ঠিত আছে। (এই বলিয়া হস্তদ্বারা বালককে গ্রহণ করিলেন)॥ ১৬৫॥

মারী। ইহাকে ভাবী চক্রবর্ত্তী রাজা বলিয়া অবগত হও। এই বালক এই স্থানে বলপূর্ব্বক সমস্ত জন্তুগণকে দমন করিয়াছে বলিয়া "সর্ব্বদমন" এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার পর প্রথমেই এই বালক ভূতল-স্পর্শ-সম্বন্ধ-বিরহিত, অতএব উদ্ঘাতশূন্য গমন দ্বারা জলনিধি পার হইয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবী পরাজয় করিবে, তদনন্তর সমস্ত লোক পালন করিয়া "ভরত" এই নাম প্রাপ্ত হইবে॥ ১৬৬॥

অদি। ইমাএ দুহিদুমনোহরসম্পত্তীএ কণ্ণো দাব সুদবিখারো করীঅদু দুহিদিবচ্ছলা মেণআ উপ
ধি মং পরিঅরন্তী সন্নিহিদা জ্জেব ॥ ১৬৮ ॥

শকু। (আত্মগতম্) মণোগদং মে বাহরিদং ভঅবদীএ ॥ ১৬৯ ॥

মারী। তপঃপ্রভাবাৎ সর্ব্বমিদং প্রত্যক্ষং তত্রভবতঃ কণ্বস্য ॥ ১৭০ ॥

রাজা। অতঃ খলু মমানাতিক্রুদ্ধো মুনিঃ ।। ১৭১ ॥

মারী। তথাপ্যসৌ দুহিতুঃ সপুত্রায়াঃ পত্যা পরিগ্রহপ্রিয়মস্মাভিঃ শ্রাবয়িতব্যঃ। কঃ কোঽত্র
ভোঃ ॥ ১৭২ ॥

(প্রবিশ্য শিষ্যঃ)

শিষ্যঃ। ভগবন্নয়মস্মি।

মারী। বৎস গালব! মদ্বচনাদিদানীমেব বৈহায়সগত্যা তত্রভবতে কণ্বায় প্রিয়মাবেদয়, তথা
পুত্রবতী শকুন্তলা দুর্ব্বাসসঃ শাপনিবৃত্তৌ স্মৃতিমতা দুষ্যন্তেন পরিগৃহীতেতি ॥ ১৭৩ ॥

শিষ্যঃ। যথাজ্ঞাপয়ন্তি গুরবঃ।

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ।

মারী। (রাজানং প্রতি) বৎস! ত্বমপি সাপত্যদারঃ সখ্যুরাখণ্ডলস্য রথমারুহ্য স্বাং রাজধানীং
প্রতিষ্ঠস্ব ॥ ১৭৪ ॥

রাজা। (সপ্রণামম্) যদাজ্ঞাপয়তি ভগবান্ ॥ ১৭৫ ॥

মারী। সম্প্রতি হি—

তব ভবতু বিড়োজাঃ প্রাজ্যবৃষ্টিঃ প্রজাসু, ত্বমপি বিততযজ্ঞো বজ্রিণং প্রীণয়ালম্।
যুগশতপরিবৃত্তৈরেবমন্যোন্যকৃত্যৈর্নয়তমুভয়লোকানুগ্রহশ্লাঘনীয়ৈঃ ॥ ১৭৬ ॥

রাজা। ভগবন্! যথাশক্তি শ্রেয়সে যতিষ্যে ॥ ১৭৭ ॥

রাজা। আপনি যাহার সংস্কার করিয়াছেন, তাহাতে সমস্তই সম্ভাবনা করা যায় ॥ ১৬৭ ॥

অদি। দুহিতার প্রিয়সমাগমরূপ অভ্যুদয় মহর্ষি কণ্বকে বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করান কর্ত্তব্য।
আর দুহিতৃবৎসল মেনকা আমার পরিচর্য্যা করিয়া এই স্থানেই উপস্থিত আছে ॥ ১৬৮ ॥

শকু। (স্বগত) ভগবতী আমার মনোগত কথাই বলিয়াছেন ॥ ১৬৯ ॥

মারী। তপস্যার প্রভাবে এই সমস্তই মহর্ষি কণ্বের প্রত্যক্ষ হইয়াছে ॥ ১৭০ ॥

মারী। তথাপি পুত্রের সহিত, দুহিতার পতির সম্মিলনরূপ প্রিয় বিষয় সেই মহর্ষিকে আমাদের
শ্রবণ করান কর্ত্তব্য, এখানে কে কে আছ? ১৭১ ॥

(একজন শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য। ভগবন্! এই আমি আছি ॥ ১৭২ ॥

মারী। বৎস গালব! তুমি এই আকাশগতি দ্বারা সেই মাননীয় মহর্ষি কণ্বকে প্রিয় বিষয় আবেদন
কর, যে, পুত্রবতী শকুন্তলা দুর্ব্বাসার শাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, দুষ্মন্তেরও স্মরণ হওয়ায় তিনি তাহাকে
পরিগ্রহ করিয়াছেন ॥ ১৭৩ ॥

শিষ্য। গুরু যাহা আজ্ঞা করিতেছেন। [এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত।

মারী। (রাজার প্রতি) বৎস! তুমিও পুত্র ও পত্নীর সহিত আখণ্ডলের রথে আরোহণ করিয়া
স্বীয় রাজধানীতে প্রস্থান কর ॥ ১৭৪ ॥

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ভগবান্ যাহা আজ্ঞা করিতেছেন ॥ ১৭৫ ॥

মারী। এক্ষণে বাসব তোমার প্রজাগণকে ভূরি বৃষ্টি প্রদান করুন এবং তুমিও যাগ-বিস্তার করিয়া
সেই বজ্রধারীর অতিশয় প্রীতি সম্পাদন কর। এইরূপে যুগশত ব্যাপিয়া বিনিময় দ্বারা উভয়লোকের
হিতচেষ্টাদ্বারা শ্লাঘনীয় পরস্পরের কর্ম্ম দ্বারা তোমরা বিজয়ী হইয়া সুখ-সম্ভোগ কর ॥ ১৭৬ ॥

রাজা। ভগবন্! যথাশক্তি মঙ্গলের নিমিত্ত যত্ন করিব ॥ ১৭৭ ॥

মারী। বৎস! কিন্তে ভূয়ঃ প্রিয়মুপহরামি ॥ ১৭৮ ॥

রাজা। অতঃ পরমপি প্রিয়মস্তি? তথাপ্যেতদস্তু—

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ, সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্।
মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ, পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ ॥ ১৭৯ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি সপ্তমোহঙ্কঃ।

ইতি মহাকবিকালিদাসবিরচিতমভিজ্ঞানশকুন্তলং নাম নাটকং সমাপ্তম্।

মারী। বৎস! তোমার আর কি প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব? ১৭৮ ॥

রাজা। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রিয় আর কি আছে? তথাপি আমি এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করি যে, রাজা প্রজাগণের হিতের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হউন এবং লোকসকল শ্রবণ-বিষয়ে সুপ্রশস্তা সরস্বতীকে সাদরে গ্রহণ করুন এবং শক্তিসমন্বিত মহাদেব আমারও পুনর্জন্ম বিনাশ করিয়া মোক্ষ প্রদান করুন ॥ ১৭৯ ॥

[সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

বিক্রমোর্ব্বশী

মূল ও অনুবাদ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।

পুরূরবা	রাজা
নারদ	
চিত্ররথ	গন্ধর্ব্বরাজ
বিদূষক	রাজ-বয়স্য
গালব, পৈলব	ভরতমুনির শিষ্যদ্বয়

কঞ্চুকী, পরিজনগণ, বৈতালিকগণ ইত্যাদি

স্ত্রীগণ।

উর্ব্বশী	
দেবী	রাজমহিষী
মেনকা, চিত্রলেখা, ঊর্শানরী, সহজন্যা, রম্ভা	অপ্সরাগণ

তপস্বিনী, চেটী, অন্তঃপুরচারিণীগণ ইত্যাদি।

বিক্রমোর্ব্বশী

প্রথমোঽঙ্কঃ

বেদান্তেষু যমাহুরেকপুরুষং ব্যাপ্য স্থিতং রোদসী, যস্মিন্নীশ্বর ইত্যনন্যবিষয়ঃ শব্দো যথার্থাক্ষরঃ।
অন্তর্যশ্চ মুমুক্ষুভির্নিয়মিতপ্রাণাদিভির্মৃগ্যতে, স স্থাণুঃ স্থিরভক্তিযোগসুলভো নিঃশ্রেয়সায়াস্তু বঃ ॥১॥

(নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ)

সূত্র। অলমতিবিস্তরেণ। (নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) মারিষ! পরিষদেষা পূর্ব্বেষাং কবীনাং দৃষ্টরসপ্রবন্ধা, অহমস্যাং কালিদাসগ্রথিতবস্তুনা নবেন ত্রোটকেনোপস্থাস্যে, তদুচ্যতাং পাত্রবর্গঃ স্বেষু স্থানেষ্ববহিতৈর্ভবিতব্যং ভবদ্ভিরিতি ॥ ২ ॥

(ততঃ প্রবিশতি নটঃ)

নটঃ। যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ ॥ ৩ ॥

সূত্র। যাবদস্যামার্য্যবিদগ্ধমিশ্রান্ শিরসা প্রণিপত্য বিজ্ঞাপয়ামি ॥ ৪ ॥

প্রণয়িষু দাক্ষিণ্যবশাদথবা সদ্বস্তুবহুমানাৎ।
শৃণুত জনা! অবধানাৎ ক্রিয়ামিমাং কালিদাসস্য ॥ ৫ ॥

(নেপথ্যে) অজ্জা! পরিত্তাঅধ পরিত্তাঅধ।

বেদান্তশাস্ত্রে যাঁহাকে অদ্বিতীয় পরম পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যিনি স্বর্গ ও পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত বস্তুতেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া অনন্যগামী যথার্থ অর্থব্যঞ্জক ঈশ্বর শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, যাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত মোক্ষার্থী ব্যক্তিগণ প্রাণ ও অপানাদি বায়ু সংযমন পূর্ব্বক ধ্যানাদি দ্বারা নিজ নিজ হৃদয়াভ্যন্তরে অন্বেষণ করিয়া থাকেন, দৃঢ়তর ভক্তিযোগ দ্বারা সুখ-লভ্য সেই মহাদেব আপনাদিগকে মুক্তি প্রদান করুন্॥ ১ ॥

(নান্দ্যন্তে সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার। অতিবিস্তারে প্রয়োজন নাই। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন পূর্ব্বক) হে মারিষ! বিক্রমাদিত্যের সভায় পূর্ব্বতন কবিগণের সুরস প্রবন্ধ-সকল অভিনীত হইয়াছে, সুতরাং সেই সভ্যগণ তাহা অনুভব করিয়াছেন। আমি এক্ষণে এই সভায় কালিদাস-বিরচিত নব নাটকের অভিনয় করিব; অতএব সমস্ত নটবর্গকে অবগত করাও, তাঁহারা অবধান পূর্ব্বক যেন নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করেন ॥ ২ ॥

(নটের প্রবেশ)

নট। আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন ॥৩॥

সূত্র। আমি তবে এই সভাস্থিত সৎকুলজাত, সকল-কলাভিজ্ঞ, বহুতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে মস্তক দ্বারা প্রণিপাত পুরঃসর নিবেদন করিতেছি যে, আমাদের প্রণয়িজনে দাক্ষিণ্যবশে অথবা সদ্বস্তুর প্রতি বহুমান হেতু সকলেই মনোযোগ পূর্ব্বক মহাকবি কালিদাসের সৎপ্রবন্ধ শ্রবণ করুন্ ॥ ৪-৫ ॥

(নেপথ্যে) পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর।

সূত্র। অয়ে! কিময়মকস্মাদ্বিমানচারিণামাকাশে করুণধ্বনিঃ শ্রূয়তে! (বিচিন্ত্য) আং জ্ঞাতম্, ৬ ॥

উরূদ্ভবা নরসখস্য মুনেঃ সুরস্ত্রী, কৈলাসনাথমুপসৃত্য নিবর্ত্তমানা।
বন্দীকৃতা বিবুধশত্রুভিরর্দ্ধমার্গে, ক্রন্দত্যতঃ শরণমপ্সরসাং গণোঽয়ম্ ॥ ৭ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।

(ততঃ প্রবিশত্যপটীক্ষেপেণাপ্সরসঃ)

অপ্স। অজ্জা! পরিত্তাঅধ পরিত্তাঅধ, জো অমরপক্খবাদী, জস্স বা অম্বরদলে গদী অত্থি ॥৮॥

(ততঃ প্রবিশত্যপটীক্ষেপেণ রথারূঢ়ো রাজা সূতশ্চ)

রাজা। অলমাক্রন্দিতেন, সূর্য্যোপস্থানসংনিবৃত্তং পুরূরবসং মামেত্য কথ্যতাং কুতো ভবত্যঃ পরিত্রাতব্যা ইতি ॥ ৯।

রম্ভা। অসুরাবলেবাদো ॥ ১০ ॥

রাজা। কিমসুরাবলেপেন ভবতীনামপরাদ্ধম্? ১১ ॥

রম্ভা। সুণাদু মহারাও; জা তবোবিসেসসঙ্কিদস্স সুউমারং পহরণং মহেন্দস্স, পচ্চাদেসো রূবগব্বিদাএ সিবিগৌরীএ, অলঙ্কারো সগ্গস্স, সা ণো পিঅসহী কুবেরভবণাদো ণিঅত্তমাণা কেণাবি দাণবেণ চিত্তলেহাদুদিআ অন্ধবধজ্জেব ণিগ্গিহিদা ॥ ১২ ॥

রাজা। পরিজ্ঞায়তে কতমেন দিগ্বিভাগেন গতং স জাল্মঃ? ১৩ ॥

অপ্স। ইসাণীএ দিসাএ ॥ ১৪ ॥

রাজা। তেন হি মুচ্যতাং বিষাদঃ, যতিষ্যে বঃ সখীপ্রত্যানয়নায় ॥ ১৫ ॥

সূত্র। অয়ে! আকাশে বিমানবিহারিগণের করুণধ্বনি শুনা যাইতেছে না? (চিন্তা করিয়া) জানিলাম, হউক। নরসখা নারায়ণ মুনির উরু হইতে উৎপন্ন সুরাঙ্গনা উর্ব্বশী কৈলাসনাথ কুবেরের নিকট গমন করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় সুরশত্রুগণ তাঁহাকে অর্দ্ধপথে বন্দীকৃত করিয়াছে, সেই হেতু তাঁহার সঙ্গগামিনী অপ্সরাসকল রক্ষাকর্ত্তার উদ্দেশ করিয়া ক্রন্দন করিতেছে ॥ ৬-৭ ॥

[সূত্রধার ও নটের রঙ্গস্থল হইতে নিষ্ক্রমণ।

(যবনিকার আবরণ ব্যতিরেকেই অপ্সরাগণের প্রবেশ)

অপ্স। হে আর্য্যগণ! পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর। যিনি অমরদিগের পক্ষপাতী অথবা যিনি আকাশপথে গমন করিয়া থাকেন, তিনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন্ ॥ ৮ ॥

(যবনিকার আবরণ ব্যতিরেকে রাজা ও সারথির রঙ্গস্থলে প্রবেশ)

রাজা। আর অধিক ক্রন্দন করিবেন না, আমার নাম পুরূরবা, আমি সূর্য্যোপস্থান সম্পন্ন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছি, কোন্ ব্যক্তির নিকট হইতে আপনাদিগকে পরিত্রাণ করিব, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করুন্ ॥ ৯ ॥

রম্ভা। অসুরের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ করুন্ ॥ ১০ ॥

রাজা। অসুর আপনাদের কি অনিষ্ট করিয়াছে? ১১ ॥

রম্ভা। মহারাজ! শ্রবণ করুন্। দেবরাজ তপস্যা-বিশেষ দ্বারা পরিশঙ্কিত হইলে যিনি তাঁহার সুকুমার শরস্বরূপ, যিনি রূপগর্ব্বিতা গৌরীরও লজ্জা জন্মাইয়া থাকেন, যিনি স্বর্গস্থলীর অলঙ্কার, সেই প্রিয়সখী উর্ব্বশী কুবেরের ভবন হইতে চিত্রলেখার সহিত প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, অর্দ্ধপথে কোন দানব তাঁহার নিগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছে ॥ ১২ ॥

রাজা। সেই নিষ্ঠুর দানব কোন্দিকে গমন করিয়াছে, তাহা আপনারা জানেন? ১৩ ॥

অপ্স। সে ঈশানকোণের দিকে গমন করিয়াছে ॥ ১৪ ॥

রাজা। তবে একণে আপনারা বিষাদ পরিত্যাগ করুন, আমি আপনাদের সখীর প্রত্যানয়নের নিমিত্ত যত্ন করিতেছি ॥ ১৫ ॥

অপ্‌স। (সহর্ষম্) সরিসং এদং সোমবংসসম্ভবস্‌স ॥ ১৬ ॥

রাজা। ক পুনর্ম্মাং ভবত্যঃ প্রতিপালয়িষ্যন্তি? ১৭ ॥

অপ্‌স। এতস্‌সিং হেমকূড়সিহরে ॥ ১৮ ॥

রাজা। সূত! ঐশানীং দিশং প্রতি প্রেরয়াশ্বানাশুগমনায় ॥ ১৯ ॥

সূতঃ। যথাজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান্। (ইতি তথা করোতি) ॥ ২০ ॥

রাজা। (রথবেগং রূপয়িত্বা) সাধু! সাধু! অনেন রথবেগেন পূর্ব্বপ্রস্থিতং বৈনতেয়মপ্যাসাদয়েয়ং মমহি—

অগ্রে যান্তি রথস্য রেণুপদবীং চূর্ণীভবন্তো ঘনাশ্চক্রক্রান্তিররান্তরেষু বিতনোত্যন্যামিবারাবলীম্।

চিত্রারম্ভবিনিশ্চলং হয়শিরস্যায়ামবচ্চামরং, যন্মধ্যে সমবস্থিতো ধ্বজপটঃ প্রান্তে চ বেগানিলাৎ ॥ ২

[নিষ্ক্রান্তৌ রাজা সূতশ্চ

সহজন্যা। হলা! গদো রাএসী; তা অম্হেবি জধাসন্দিট্‌টং পদেসং গচ্ছম্‌হ ॥ ২২ ॥

মেনকা। সহি! এব্বং করেম্‌হ ॥ ২৩ ॥

(ইতি হেমকূটশিখরে নাট্যেনাধিরোহন্তি)

রম্ভা। অবি নাম সো রাএসী উদ্ধরে ণো হিঅঅসল্লং? ২৪ ॥

মেন। সহি! মা দে সংশও ভোদু ॥ ২৫ ॥

রম্ভা। ণং দুজ্জআ দাণবা ॥ ২৬ ॥

মেন। উঅত্থিদসংপহারো মহেন্দো বি মজ্ঝমলোআদো সবহুমাণং আণাবিঅ তং জেব বিবুধবিজআঅ সেনামুহে নিওঅদি ॥ ২৭ ॥

অপ্স। (হর্ষ সহকারে) আপনি যে সোমবংশে উৎপন্ন হইয়াছেন, আপনার এই কার্য্য সেই সোমবংশের অনুরূপই বটে ॥ ১৬ ॥

রাজা। আপনারা কে কোথায় থাকিয়া আমার অপেক্ষা করিবেন? ১৭ ॥

অপ্স। এই হেমকূট-গিরিশিখরে থাকিয়া আপনার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিব ॥ ১৮ ॥

রাজা। সূত! ঈশানকোণের দিকে অতি দ্রুতবেগে অশ্বদিগকে চালনা কর ॥ ১৯ ॥

সূত। আয়ুষ্মন্! যাহা আজ্ঞা করিতেছেন। (এই বলিয়া দ্রুতবেগে রথচালনা করিতে লাগিল) ॥ ২০ ॥

রাজা। (রথবেগ দর্শন করিয়া) সাধু! সাধু! এই রথবেগ দ্বারা পূর্ব্ব-প্রস্থিত বিনতা-নন্দন গরুড়েরও সন্নিধান প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। আমার রথের অগ্রভাগস্থিত মেঘ-সকল চক্রদ্বারা চূর্ণিত হইয়া পৃথিবীস্থিত রেণুর ন্যায় বেগাতিশয় হেতু পশ্চাৎ আসিতেছে, আর বেগের আতিশয্য হেতু অর-সকলের মধ্যে অন্য অরাবলী-সকল বিন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া এবং অশ্ব-শিরস্থিত বিস্তৃত নিশ্চল চামর-সকল চিত্রার্পিতের ন্যায় বোধ হইতেছে আর রথস্থিত ধ্বজপট-সহজ বায়ু দ্বারা উভয়প্রান্তে গমন করিয়াও অনিলবেগে মধ্যভাগে অবস্থিত বলিয়া জ্ঞান হইতেছে ॥ ২১ ॥

[রাজা সারথিসহ রঙ্গস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত।

সহজন্যা। সখি! রাজর্ষি গমন করিলেন, তবে আইস, আমরাও সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করি ॥ ২২ ॥

মেন। সখি! ইহা ত এখন কর্ত্তব্যই ॥ ২৩ ॥

(সকলেই হেমকূটশিখরে আরোহণ করিল)

রম্ভা। সেই রাজর্ষি কি আমাদের হৃদয়শল্য উদ্ধৃত করিবেন? ২৪ ॥

মেন। সখি! তাহাতে তুমি সন্দেহ করিও না ॥ ২৫ ॥

রম্ভা। দানবগণ অত্যন্ত দুর্জ্জয় ॥ ২৬ ॥

মেন। সংগ্রাম উপস্থিত হইলে দেবরাজ মধ্যমলোক হইতে বহুমানের সহিত আনাইয়া তাঁহাকে দেবতাগণের বিজয়ের নিমিত্ত সেনামুখে নিয়োজিত করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

রম্ভা। সর্ব্বদা বিজই ভোদু ॥ ২৮ ॥

মেন। (ক্ষণমাত্রং স্থিত্বা)। হলা! সমস্সসধ, এস উল্লসিদহরিণকেদণো তস্স রাএসিণো সোমদত্তো রহো দীসদি ; ণ এসো অকদথো পড়িণিউত্তিস্সদি ত্তি তকেমি ॥ ২৯ ॥

(নিমিত্তং সূচয়িত্বা অবলোকয়ন্ত্যঃ স্থিতাঃ)

(ততঃ প্রবিশতি রথারূঢ়ো রাজা সূতশ্চ, ভয়নিমীলিতাক্ষী চিত্রলেখাদক্ষিণহস্তাবলম্বিতা উর্ব্বশী চ)

চিত্র। সহি! সমস্সস সমস্সস ॥ ৩০ ॥

রাজা। সুন্দরি! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।

গতং ভয়ং ভীরু সুরারিসম্ভবং, ত্রিলোকরক্ষী মহিমা হি বজ্রিণঃ।
তদেতদুন্মীলয় চক্ষুরায়তং, নিশাবসানে নলিনীব পঙ্কজম্ ॥ ৩১ ॥

চিত্র। অম্মহে, উস্সসিদমেত্ত সহ্মাবিদজীবিদা অজ্জবি সণ্ণং এসা ণ পড়িবজ্জদি ॥ ৩২ ॥

রাজা। বলবদত্র তে সখী পরিত্রস্তা ; তথাহি—

মন্দারককুসুমদাম্না গুরুরস্যাঃ সূচ্যতে হৃদয়কম্পঃ।
মুহুরুচ্ছ্বসতা মধ্যে পরিণাহবতোঃ পয়োধরয়োঃ ॥ ৩৩ ॥

চিত্র। (সকরুণম্) হলা উব্বসি! পজ্জবথবেহি কত্তাণঅং, অণচ্ছরা বিঅ পড়িহাসি ॥ ৩৪ ॥

রাজা। মুঞ্চতি ন তাবদস্যা ভয়কম্পঃ কুসুমকোমলং হৃদয়ম্।
সিচয়ান্তেন কথঞ্চিৎ স্তনমধ্যোচ্ছ্বাসিনা কথিতঃ ॥ ৩৫ ॥

(উর্ব্বশী প্রত্যাগচ্ছতি)

রাজা। (সহর্ষম্) চিত্রলেখে! দিষ্ট্যা বর্দ্ধসে প্রকৃতিমাপন্না তে প্রিয়সখী। পশ্য—

রম্ভা। তিনি সর্ব্বতোভাবে বিজয়লাভ করুন ॥ ২৮ ॥

মেন। (ক্ষণকাল পরে) তোমরা আশ্বাসিত হও! ঐ দেখ, উর্দ্ধভাগে সুশোভিত হরিতকেতন সোমদত্ত নামক তাঁহার মনোরম রথ দৃষ্ট হইতেছে। আমি বিবেচনা করি, ইনি অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিবেন না ॥ ২৯ ॥

(সকলের অনিমেষলোচনে রথের দিকে দৃষ্টি)

(রথারূঢ় রাজা ও সারথি এবং চিত্ররেখার দক্ষিণ হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ভয়নিমীলিতাক্ষী উর্ব্বশীর প্রবেশ)

চিত্রা। সখি! আশ্বাসিতা হও, আশ্বাসিতা হও ॥ ৩০ ॥

রাজা। সুন্দরি! আশ্বাসিতা হও, আশ্বাসিতা হও। হে ভীরু! দানবসম্ভূত-ভয় বিদূরিত হইয়াছে, বজ্রধারীর মহিমা ত্রিলোক-পরিত্রাতা বলিয়া জানিবে। অতএব নিশাবসানে নলিনী যেমন নিজ পঙ্কজ-নয়ন উন্মীলন করে, তুমিও এক্ষণে সেইরূপ নেত্র উন্মীলন কর ॥ ৩১ ॥

চিত্র। আশ্চর্য্য! কেবল কিঞ্চিন্মাত্র নিশ্বাস বহিতেছে, ইহাঁর জীবনের আশা করা যায়। এখনও ইহাঁন সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হন নাই ॥ ৩২ ॥

রাজা। তোমার সখী অতিশয় সন্ত্রাসিত হইয়া পড়িয়াছেন। দেখ, সুবিশাল পয়োধরযুগলের মধ্যস্থিত মুহুর্মুহুঃ উচ্ছ্বাসিত মন্দারকুসুমমালা দ্বারা ইহাঁর গুরুতর হৃৎকম্প সংসূচিত হইতেছে ॥ ৩৩ ॥

চিত্র। (করুণবচনে) অয়ি উর্ব্বশি! ধৈর্য্যাবলম্বনে আপন আত্মা স্থির কর, অধৈর্য্য হেতু তুমি অনপ্সরার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছ ॥ ৩৪ ॥

রাজা। ভয়কম্পন ইঁহার কুসুমকোমল-হৃদয় পরিত্যাগ করিতেছে না, যেহেতু, স্তনমধ্যস্থিত বসনাঞ্চল অল্প অল্প উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছে ॥ ৩৫ ॥

(উর্ব্বশী সংজ্ঞালাভ করিলেন)

রাজা। (হর্ষ সহকারে) চিত্রলেখে! সৌভাগ্যদেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন। তোমার প্রিয়সখী এক্ষণে

আবির্ভূতে শশিনি তমসা রিচ্যমানেব রাত্রির্নৈশস্যার্চিহুতভুজ ইব ছিন্নভূয়িষ্ঠধূমা।
মোহেনান্তর্বরতনুরিয়ং লক্ষ্যতে মুচ্যমানা, গঙ্গা-রোধঃ-পতনকলুষা গচ্ছতীব প্রসাদম্ ॥ ৩৬ ॥
চিত্র। হলা উব্বসি! বিস্সত্থা হোহি, আবণ্ণাণুকম্পিণা মহারাএণ পরাহদা কুখু দে তিদসপরিবন্থিণো হদাসা দাণবা ॥ ৩৭ ॥
উর্ব। (উন্মীল্য চক্ষুষী) কিং সম্পহারদংসিণা মহেন্দেণ অব্ভুবণ্ণাক্ষি? ৩৮ ॥
চিত্র। ণ মহেন্দেণ, মহেন্দসরিসাণুভাবেণ রাএসিণা পুরূরবসেণ ॥ ৩৯ ॥
উর্ব। (রাজানমবলোক্যাত্মগতম্) উবকিদং কৃখু মে দাণবেন্দসম্ভমেণ ॥ ৪০ ॥
রাজা। (উর্ব্বশীং বিলোক্যাত্মগতম্) স্থানে খলু নারায়ণমৃষিং বিলোভয়ন্ত্য ঊরুসম্ভবামিমাং বিলোক্য ব্রীড়িতাঃ সর্ব্বা অপ্সরসঃ। অথবা, নেয়ং তপস্বিনঃ সৃষ্টিরিত্যবৈমি ॥ ৪১ ॥ কুতঃ—

অস্যাঃ সর্গবিধৌ প্রজাপতিরভূচ্চন্দ্রো নু কান্তিপ্রদঃ,
শৃঙ্গারৈকরসঃ স্বয়ং নু মদনো মাসো নু পুষ্পাকরঃ।
বেদাভ্যাসজড়ঃ কথং নু বিষয়ব্যাবৃত্তকৌতূহলো,
নির্ম্মাতুং প্রভবেন্মনোহরমিদং রূপং পুরাণো মুনিঃ ॥ ৪২ ॥

উর্ব। হলা চিত্তলেহে! সহীঅণো কহিং কৃখু ভবে? ৪৩ ॥
চিত্র। অভঅপ পদাই মহারাও জানাদি ॥ ৪৪ ॥
রাজা। (উর্ব্বশীং বিলোক্য) মহতি বিষাদে বর্ত্ততে তে সখীজনঃ; পশ্যতু ভবতী—

যদৃচ্ছয়া ত্বং সকৃদপ্যবন্ধ্যয়োঃ, পথি স্থিতা সুন্দরি! যস্য নেত্রয়োঃ।
ত্বয়া বিনা সোঽপি সমুৎসুকো ভবেৎ, সখীজনস্তে কিমু রূঢ়সৌহৃদঃ ॥ ৪৫ ॥

সম্যক্ প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। দেখ, শীতরশ্মি সমুদিত হইলে যামিনী যেমন ক্রমে ক্রমে অন্ধকার হইতে নির্ম্মুক্ত হয়, নিশাকালীন অনলের শিখা যেমন প্রভূত ধূম হইতে বিমুক্ত হইয়া উজ্জ্বল হয়, সেইরূপ তোমার শোভনাঙ্গী প্রিয়সখী অন্তর্গত মোহ হইতে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মুক্ত হইতেছেন; ফলতঃ তট-সম্পাতে কলুষিত গঙ্গার ন্যায় ইনি ক্রমে ক্রমে চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥
চিত্র। অয়ি উর্ব্বশি! তুমি বিশ্বস্তা হও, বিপন্নগণের প্রতি দয়াবান্ এই মহারাজ অমরবৈরি দানবদিগকে পরাজয় করিয়া দূরীভূত করিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥
উর্ব। (নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া) আমি কি সংগ্রামদর্শী দেবরাজ কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইলাম? ৩৮ ॥
চিত্র। দেবরাজসদৃশ প্রভাবশালী রাজর্ষি পুরূরবা তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥
উর্ব। (রাজাকে অবলোকন করিয়া স্বগত) দানবরাজের ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া ইনি আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন ॥ ৪০ ॥
রাজা। (উর্ব্বশীকে অবলোকন করিয়া আত্মগত) সকল অপ্সরাগণ নারায়ণঋষিকে প্রলোভিত করিতে গিয়াছিল, তিনি উরুজাত এই উর্ব্বশীকে দর্শন করিয়া যে লজ্জিত হইয়াছিলেন, তাহা যুক্তি-যুক্তই হইয়াছে। ইঁহাকে তপস্বীর সৃষ্টি বলিয়া বোধ হয় না, যেহেতু, ইঁহার সৃষ্টিবিষয়ে চন্দ্রমা প্রজাপতি হইয়া স্বীয় সমুজ্জ্বল কান্তি বিতরণ করিয়াছেন, অথবা শৃঙ্গাররসপ্রধান স্বয়ং মদন কিংবা পুষ্পাকর চৈত্রমাসই প্রজাপতি হইয়াছেন, তাহা না হইলে যাঁহার চিত্ত বিষয়সম্ভোগে পরাঙ্মুখ, যিনি বেদাভ্যাসে ঐকান্তিক আসক্তি বশতঃ জড়রূপে প্রতীয়মান, সেই পুরাতন নর-নারায়ণ কিরূপে মনোহর রূপনির্ম্মাণে সমর্থ হইতে পারেন? ৪১-৪২ ॥
উর্ব। অয়ি চিত্রলেখে! সখীজনেরা এখন কোথায়? ৪৩ ॥
চিত্র। অভয়দাতা মহারাজই জানেন ॥ ৪৪ ॥
রাজা। (উর্ব্বশীর দিকে দৃষ্টি করিয়া) তোমার সখীজনেরা এখন সুগভীর বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। দেখ, তুমি যদৃচ্ছাক্রমে একবারমাত্র নেত্রপথে অবস্থিত হইলেও যাহার নয়নদ্বয়ের সাফল্য লাভ হয়, সে ব্যক্তিও তোমাকে যখন দেখিতে না পাইলে তোমার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হয়, তখন তোমার চিরসৌহার্দ্দ-সংবদ্ধ সখীজনেরা তোমাকে দেখিতে না পাইয়া তোমার দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ৪৫ ॥

উর্ব্ব। (আত্মগতম্) অমিঅং কৃথ দে বঅণং; অথবা চন্দাদো অমিঅং ত্তি কিং এথ অচ্চর অং ?
(প্রকাশম্) অদোজ্জেব মে তুবরদি হিঅঅং॥ ৪৬॥

রাজা। (হস্তেন দর্শয়ন্)

এতাঃ সুতনু! মুখং তে সখ্যঃ পশ্যন্তি হেমকূটগতাঃ।
উৎসুকনয়না লোকাশ্চন্দ্রমিবোপপ্লবান্মুক্তম্॥ ৪৭॥

(উর্ব্বশী সাভিলাষং পশ্যতি)

চিত্র। হলা! কিং পেক্‌খসি? ৪৮॥

উর্ব্ব। সমদুক্‌খসুহো পীবীঅদি লোঅণেহিং॥ ৪৯॥

চিত্র। (সস্মিতম্)। অই! কো? ৫০॥

উর্ব্ব। ণং পণইঅণো॥ ৫১॥

রম্ভা। (সহর্ষমবলোক্য)। হলা! এসো চিত্তলেহাদুদিঅং পিঅসহীং উব্বসীং গেণ্‌হিঅ, বিসাহাসহিদো বিঅ ভঅবং সোমো উবথিদো রাএসী॥ ৫২॥

মেন। (নির্ব্বর্ণ্য) দুবেবি এথ পিআ উবগদা, জং সহী পচ্চাণীদা, জং চ অপরিক্‌খদসরীরো রাএসী দীসদি॥ ৫৩॥

সহ। সহি! তুমং ভণাসি দুজ্জও দাণবোত্তি॥ ৫৪॥

রাজা। সূত! ইদমুচ্চৈলশিখরম্, অবতারয় রথম্॥ ৫৫॥

সূতঃ। যথাজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান্ (ইতি তথা করোতি)॥ ৫৬॥

(উর্ব্বশী রথাবতারক্ষোভং নাটয়ন্তী সত্রাসং রাজানমবলম্বতে)॥ ৫৭॥

রাজা। (স্বগতম্)। হন্ত হন্ত সফলো মে বিষয়াবতারঃ।

যদিদং রথসংক্ষোভাদঙ্গেনাঙ্গং মমায়তেক্ষণায়াঃ।
স্পৃষ্টং সরোমকণ্টকমঙ্কুরিতং মনসিজেনেব॥ ৫৮॥

উর্ব্ব। (আত্মগত) ইঁহার বাক্য অমৃতের ন্যায়, অথবা চন্দ্র হইতে অমৃতক্ষরণ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? (প্রকাশ্যে) সেই নিমিত্তই আমার হৃদয় উৎকণ্ঠিত হইতেছে॥ ৪৬॥

রাজা। (হস্ত দ্বারা দেখাইয়া) হে শোভনাঙ্গি! ঐ দেখ, তোমার সখীগণ হেমকূটে অবস্থিত হইয়া, লোকসকল যেমন রাহুমুখ-নির্ম্মুক্ত শশধরের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকে, সেইরূপ তোমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন॥ ৪৭॥

(তখন উর্ব্বশী সতৃষ্ণনয়নে সখীদিগকে দেখিতে লাগিলেন)

চিত্র। প্রিয়সখি! তুমি কি দেখিতেছ? ৪৮॥

উর্ব্ব। যে ব্যক্তি সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী, লোচনযুগল দ্বারা তাঁহাকেই পান করিতেছি॥৪৯॥

চিত্র। (ঈষৎ হাসিয়া) সখি! সে কে? ৫০॥

উর্ব্ব। সখি! সে প্রণয়িজন॥ ৫১॥

রম্ভা। (হর্ষ সহকারে অবলোকন পূর্ব্বক) সখি! চিত্রলেখা-দ্বিতীয়া প্রিয়সখী উর্ব্বশীকে লইয়া বিশাখা সহিত ভগবান্ সুধাংশুর ন্যায় এই রাজর্ষি এখানে উপস্থিত হইয়াছেন॥ ৫২॥

মেন। (বিশেষরূপে অবলোকন করিয়া) দুইটী প্রিয়ই উপস্থিত, প্রিয়সখী প্রত্যানীত ইহা একটী এবং এই দেখিতেছি যে, রাজর্ষি অপরিক্ষত-শরীরে আসিয়াছেন, ইহাও আর একটী॥ ৫৩॥

সহ। সখি! তুমি যে বলিতেছিলে, দানবগণ অতিশয় দুর্জ্জয়? ৫৪॥

রাজা। সারথে! এই সেই শৈলশিখর, রথ অবতারণ কর॥৫৫॥

সূত। আয়ুষ্মান্ যাহা আজ্ঞা করিতেছেন। (এই বলিয়া রথ অবতারণ করিল)॥ ৫৬॥

উর্ব্ব। (রথাবতরণ হেতু সংক্ষোভ প্রকাশ করিয়া ত্রস্ত হইয়া রাজাকে ধারণ করিল)॥ ৫৭॥

রাজা। (হর্ষ সহকারে স্বগত) অদ্য আমার বিষয়ভোগ-বাসনা চরিতার্থ হইয়া মানবজন্ম সফল হইল। যেহেতু, এই আয়তনয়না উর্ব্বশী রথ-সংক্ষোভ হেতু স্বীয় অঙ্গ দ্বারা আমার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন, তাহাতে আমার অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া যেন মনসিজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল॥ ৫৮॥

উর্ব্ব। (সব্রীড়ম্) হলা ! কিঞ্চিদবরতো ওসর ॥ ৫৯ ॥

চিত্র। ণাহং ণাহং সক্কা ॥ ৬০ ॥

রম্ভা। এব্বং পিঅআরিণং সম্ভাবেম্হ রাএসিং ॥ ৬১ ॥

অপ্সরসঃ। এব্বং করেম্ম। (ইত্যুপসর্পন্তি) ॥ ৬২ ॥

রাজা। সূত! উপশ্লেষয় রথম্।

যাবৎ পুনরিয়ং সুভ্রূরুৎসুকাভিঃ সমুৎসুকা। সখীভির্যাতি সম্পর্কং লতাভিঃ শ্রীরিবার্ত্তবী ॥ ৬৩ ॥

সূতঃ। তথা। (ইতি রথং স্থাপয়িত) ॥ ৬৪ ॥

অপ্সরসঃ। দিট্ঠিআ মহারাএ বিজএণ বড্ঢদি ॥ ৬৫ ॥

রাজা। ভবত্যশ্চ সখীসমাগমেন ॥ ৬৬ ॥

উর্ব্ব। (চিত্রলেখাদত্তহস্তাবলম্বা রথাদবতীর্য্য)। হলা ! বলিঅং পরিস্সঅধ মং, ণ কৃখু মে আসি আসংসো জধা পুণোবি সব্বং সহীঅণং পেক্খিস্সং ॥ ৬৭ ॥

(সখ্যঃ পরিষ্বজন্তে)

মেনকা। (সাশংসম্) সব্বধা মহারাএ পুহবীং পালয়ন্তী ভোদু ॥ ৬৮ ॥

সূতঃ। আয়ুষ্মন্! মহতা রথবংশেনোদ্দর্শিতম্।

অয়ঞ্চ গগনাৎ কোঽপি তপ্তচামীকরাঙ্গদঃ। অভিরোহতি শৈলাগ্রং তড়িত্বানিব তোয়দঃ ॥ ৬৯ ॥

অপ্সরসঃ। অম্মো। চিত্তরহো ॥ ৭০ ॥

(ততঃ প্রবিশতি চিত্ররথঃ)

চিত্র। (রাজানমুপসৃত্য) দিষ্ট্যা মহোপকারপর্য্যাপ্তেন বিক্রমমহিম্না বর্দ্ধসে ॥ ৭১ ॥

রাজা। অয়ে গন্ধর্ব্বরাজঃ। (রথাদবতীর্য্য) স্বাগতং প্রিয়সুহৃদে ! (অন্যোন্যং হস্তং স্পৃশতঃ) ॥৭২॥

উর্ব্ব। (সলজ্জভাবে) সখি! একটু সরিয়া যাও ॥ ৫৯ ॥

চিত্র। আমি সরিতে সমর্থা নহি ॥ ৬০ ॥

রম্ভা। এক্ষণে আইস, আমরা এরূপ প্রিয়কারী রাজর্ষির সম্ভাষণাদি দ্বারা সৎকার করি ॥ ৬১ ॥

অপ্সরাগণ। ইহা কর্ত্তব্য। (এই বলিয়া রাজার নিকটে গমন করিল) ॥ ৬২ ॥

রাজা। সূত ! রথ স্থাপন কর। এক্ষণে ঋতুসম্বন্ধিনী লক্ষ্মী যেমন লতাগণের সহিত সম্মিলিত হয়, সেইরূপ এই শোভনাঙ্গী সুরাঙ্গনা, সখীগণের সহিত সম্মিলিত হইবেন ॥ ৬৩ ॥

সূত। যে আজ্ঞা। (এই বলিয়া রথ স্থাপন করিল) ॥ ৬৪ ॥

অপ্সরাগণ। ভাগ্যবশে মহারাজ বিজয় লাভ করিয়াছেন ॥ ৬৫ ॥

রাজা। আপনাদের প্রিয়সখী সমাগমে বিজয়িনী হইয়াছেন ॥ ৬৬ ॥

উর্ব্ব। (চিত্রলেখার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া) তোমরা আমাকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন কর। আমি পুনর্ব্বার সখীগণের সন্দর্শন লাভ করিব, এরূপ আশা আর আমার ছিল না ॥ ৬৭ ॥

(তখন সমস্ত সখীজনেরা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল)

মেন। মহারাজ ! আপনি সর্ব্বতোভাবে পৃথিবী পরিপালন করুন ॥ ৬৮ ॥

সূত। আয়ুষ্মন্! সুমহৎ রথধ্বজ দ্বারা বোধ হইতেছে যে, সুতপ্ত কাঞ্চনাঙ্গদধারী কোন ব্যক্তি তড়িদ্বিশিষ্ট তোয়দের ন্যায় গগনতল হইতে শৈলশিখরে অবতরণ করিতেছে ॥ ৬৯ ॥

অপ্সরাগণ। ঐ চিত্ররথ ॥ ৭০ ॥

(চিত্ররথের প্রবেশ)

চিত্র। (রাজার নিকট গিয়া) ভাগ্যবশে আপনি স্বীয় সুমহৎ বিক্রমদ্বারা দেবরাজের মহোপকার-সাধন পূর্ব্বক সংবর্দ্ধিত হইতেছেন ॥ ৭১ ॥

রাজা। গন্ধর্ব্বরাজ আসিয়াছেন ? (এই বলিয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন) প্রিয়সুহৃদের কুশল ত ? (এই বলিয়া পরস্পর হস্তস্পর্শ করিলেন) ॥ ৭২ ॥

চিত্র। বয়স্ত! কেশিনাপহৃতামুর্ব্বশীমুপশ্রুতস্তৎপ্রত্যাহরণার্থমস্যাঃ শতক্রতুনা গন্ধর্ব্বসেনাঃ সমাদিষ্টাঃ। অনন্তরং বিমানচারিভ্যস্ত্বদীয়ং—

যশোরাশিমুপশ্রুত্য ত্বামিহস্থমুপাগতঃ। ভবানিমাং সমাদায় মহেন্দ্রং দ্রষ্টুমর্হতি॥

মহৎ খলু ত্বয়া তৎপ্রিয়মনুষ্ঠিতম্। পশ্য—

পুরা নারায়ণেনেয়মভিসৃষ্টা মরুত্বতঃ। দৈত্যহস্তাদবচ্ছিদ্য সুহৃদা সম্প্রতি ত্বয়া॥ ৭৩॥

রাজা। সখে! মৈবম্।

ননু, বজ্রিণ এব বীর্য্যমেতদ্বিজয়ন্তে বিয়তো যদস্য পক্ষাঃ।
বসুধাধরকন্দরাবিসর্পী প্রতিশব্দো হি হরের্হিনস্তি নাগান্॥ ৭৪॥

চিত্র। যুক্তম্, অনুৎসুকতা খলু বিক্রমালঙ্কারঃ॥ ৭৫॥

রাজা। সখে! নায়মবসরঃ শতক্রতুং দ্রষ্টুম্; অতস্ত্বমেবাত্রভবতীং প্রভোরন্তিকং প্রাপয়॥ ৭৬॥

চিত্র। যথা ভবান্ মন্যতে; ইত ইতো ভবত্যঃ॥ ৭৭॥

[ইতি সর্ব্বাঃ প্রস্থিতাঃ।

উর্ব্ব। (জনান্তিকম্) হলা চিত্তলেহে! উঅআরিণং রাএসিং ণ সক্কণোমি আমন্তিদুং, তা তুমং মে মুহং হোসি॥ ৭৮॥

চিত্র। (রাজানমুপসৃত্য) মহারাঅ! উব্বসি বিণ্ণবেদি মহারাএণ অব্ভণুণ্ণাদা ইচ্ছামি পিঅং বিঅ মহারাঅস্স কিত্তিঅং সুরলোঅং ণেদুং॥ ৭৯॥

রাজা। গম্যতাং পুনর্দর্শনায়॥ ৮০॥

[ইতি সর্ব্বাঃ সগন্ধর্ব্বা আকাশযানং রূপয়ন্তি।

চিত্র। বয়স্য! কেশিনামক অসুর উর্ব্বশীকে হরণ করিয়াছে শুনিয়া, দেবরাজ তাঁহার প্রত্যানয়নের নিমিত্ত গন্ধর্ব্বসেনার প্রতি আদেশ করিয়াছেন। অনন্তর বিমানচারিগণের নিকট হইতে আপনার যশোরাশি শ্রবণ করিয়া এখানে আপনার নিকট আসিয়াছি, এক্ষণে আপনিই এই উর্ব্বশীকে লইয়া মহেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গমন করুন্। আপনি তাঁহার মহৎ প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছেন। দেখুন্, পূর্ব্বে নারায়ণ মুনি ইহাঁর সৃষ্টি করিয়া দেবরাজকে প্রদান করিয়াছেন, প্রিয়-সুহৃদ্ আপনি এক্ষণে ইহাঁকে দৈত্য হস্ত হইতে মোচন করিয়া তাঁহাকেই প্রদান করুন্॥ ৭৩॥

রাজা। সখে! তাহা নহে, যদি মহেন্দ্রের সহায়গণ বৈরিবিজয় করে, তবে তাহা বজ্রধারীরই প্রভাব বলিয়া জানিবেন। যেহেতু, পশুরাজের পর্ব্বতকন্দর-ব্যাপী প্রতিশব্দও করিদিগকে বিনাশ করিয়া থাকে॥ ৭৪॥

চিত্র। তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। আর ইহাও জানিবেন, স্বীয় প্রশংসাদি শ্রবণে নিস্পৃহতা বীরগণের অলঙ্কারস্বরূপ॥ ৭৫॥

রাজা। সখে! শতক্রতুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে এক্ষণে আমার অবসর নাই, অতএব আপনিই ইহাঁকে প্রভুর নিকট লইয়া যাউন্॥ ৭৬॥

চিত্র। আপনি যেরূপ বিবেচনা করিতেছেন, (অপ্সরাগণকে) এই দিকে এই দিকে আসুন্॥৭৭॥

[এই বলিয়া সকলেই প্রস্থান করিলেন।

উর্ব্ব। সখি! পরমোপকারী রাজর্ষির সহিত সম্ভাষণ করিতে পারিলাম না, অতএব তুমিই আমার মুখস্বরূপ হও॥ ৭৮॥

চিত্র। (রাজার নিকটে যাইয়া) মহারাজ! উর্ব্বশী আপনাকে নিবেদন করিতেছেন যে, মহারাজ অনুমতি করিলে আপনার প্রিয়ার ন্যায় সুমহতী কীর্ত্তি সুরলোকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অভিলাষ করিতেছি॥ ৭৯॥

রাজা। পুনর্দর্শনের নিমিত্ত গমন করুন্॥ ৮০॥

[গন্ধর্ব্বগণের সহিত অপসরাগণের আকাশমার্গে প্রস্থান।

উর্ব্ব। (উৎপতনভঙ্গং রূপয়িত্বা) অম্মহো! লদাবিড়বে এআবলী বৈজঅন্তিআ মে লগ্গা। (সব্যাজমুপসৃত্য রাজানং পশ্যন্তী) সহি চিত্তলেহে! মোআবেহি দাব ণং॥ ৮১॥

চিত্র। (বিলোক্য বিহস্য চ) আং, অই! দড়ং কৃখু লগ্গা, ন সক্কণোমি মোআবিদুং॥ ৮২॥

উর্ব্ব। অলং পড়িহাসেণ; মোআবেহি দাব ণং॥ ৮৩॥

চিত্র। আধ, দুম্মোআ বিঅ মে পড়িভাদি, তধাবি মোআবিস্সং দাব॥ ৮৪॥

উর্ব্ব। (স্মিতং কৃত্বা) পিঅসহি! সুমরেসি কৃখু এদং অত্তণো বঅণং॥ ৮৫॥

রাজা। প্রিয়মাচরিতং লতে! ত্বয়া মে গমনেঽস্যাঃ ক্ষণবিঘ্নমাচরন্ত্যা।
যদিয়ং পুনরপ্যপাঙ্গনেত্রা পরিবৃত্তার্দ্ধমুখী ময়াস্য দৃষ্টা॥ ৮৬॥

(চিত্রলেখা মোচয়তি, উর্ব্বশী রাজানমবলোকয়ন্তী সনিশ্বাসং সখীজনমুৎপতন্তং পশ্যতি)

সূতঃ। আয়ুষ্মন্!
অধঃ সুরেন্দ্রস্য কৃতাপরাধান্, প্রক্ষিপ্য দৈত্যান্ লবণাম্বুরাশৌ।
বায়ব্যমস্ত্রং শরধিং পুনস্তে, মহোরগঃ শ্বভ্রমিব প্রবিষ্টম্॥ ৮৭॥

রাজা। তেন হি উপশ্লেষয় রথং, যাবদভিরোহামি॥ ৮৮॥

(সূতস্তথা করোতি। রাজা নাট্যেনাভিরোহতি)

উর্ব্ব। (সস্পৃহং রাজানমবলোকয়ন্তী) অবি ণাম পুণোবি উঅআরিণং এদং পেক্‌খিস্সং॥ ৮৯॥

[ইতি সগন্ধর্ব্বা সহ সখীভির্নিক্রান্তা।

রাজা। (উর্ব্বশীবর্ত্মোন্মুখঃ) অহো! দুর্লভাভিলাষী মদনঃ।

উর্ব্ব। (ঊর্দ্ধগমনে বাধা প্রকাশ করিয়া) অহো! ব্রততী-শাখার ন্যায় বৈজয়ন্তিকা নাম্নী একাবলী মুক্তামালা লাগিয়া গিয়াছে। (এই বলিয়া ছল পূর্ব্বক নিকটে যাইয়া রাজাকে দর্শন করিতে করিতে) সখি চিত্রলেখে! তুমি ইহা ছাড়াইয়া দাও॥ ৮১॥

চিত্র। (দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে) তাই ত, ইহা দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়াছে, আমি ইহা মোচন করিতে পারিতেছি না॥ ৮২॥

উর্ব্ব। পরিহাসে প্রয়োজন নাই, তুমি ইহা ছাড়াইয়া দাও॥ ৮৩॥

চিত্র। ইহা অতিশয় দুর্মোচ্য বলিয়া বোধ হইতেছে, তথাপি আমি ইহা ছাড়াইয়া দিতেছি॥৮৪॥

উর্ব্ব। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) প্রিয়সখি! তুমি এই আত্মবাক্য স্মরণ করিতেছ ত? ৮৫॥

রাজা। (স্বগত) হে লতে! তুমি ইঁহার গমনে ক্ষণকাল বাধা দিয়া আমার অতিশয় প্রিয় আচরণ করিলে। যেহেতু, এই কুটিলনয়না আমার দিকে পুনর্ব্বার মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন এবং আমিও ইঁহার বদন-সুধাকর পুনর্ব্বার দর্শন করিলাম॥ ৮৬॥

(চিত্রলেখা বৈজয়ন্তী মোচন করিতে লাগিল, উর্ব্বশী রাজাকে দেখিতে দেখিতে নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সখীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।)

সূত। আয়ুষ্মন্! দেখুন, অধোভাগে আপনার বায়ব্য অস্ত্র দেবরাজের প্রতি অপরাধী অসুরগণকে লবণসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া মহাসর্পের বিবর-প্রবেশের ন্যায় পুনর্ব্বার আপনার তূণীরমধ্যে প্রবেশ করিল॥ ৮৭॥

রাজা। তবে তুমি রথ স্থাপন কর, আমি অবতরণ করিতেছি॥ ৮৮॥

(সূত রথ স্থাপন করিল। রাজা অবতরণ করিলেন)

উর্ব্ব। (সস্পৃহ-নয়নে রাজাকে অবলোকন করিতে করিতে) তবে এখন আমি পুনর্ব্বার পরমোপকারী এই নরপতিকে অবলোকন করি॥ ৮৯॥

[এই বলিয়া গন্ধর্ব্ব ও সখীগণের সহিত নিক্রান্ত।

রাজা। (উর্ব্বশীর গমনপথের দিকে উন্মুখ হইয়া) কি আশ্চর্য্য! মদন অত্যন্ত দুর্লভাভিলাষী,

এষা মনো মে প্রসভং শরীরাৎ, পিতুঃ পদং মধ্যমমুৎপতন্তী।
সুরাঙ্গনা কর্ষতি খণ্ডিতাগ্রাৎ, সূত্রং মৃণালাদিব রাজহংসী ॥ ৯০ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি প্রথমোঽঙ্কঃ।

দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি বিদূষকঃ)

বিদূ। অবিদ অবিদ, ভো! ণিমন্তণিঅো পরমাণ্ণেণ বিঅ রাঅরহস্সেণ ফুটমাণেণ ণ সকণোমি পইন্নে অত্তণো জীহাং ধারিদুং; তা জাব সো রাআ ধম্মাসণগদো ভবে, তাবইমস্সিং বিরলজ্ঞসম্পাদে বচ্ছন্দপ্পাসাদে অহিরুহিঅ চিট্ঠিস্সং ॥ ১ ॥

(পরিক্রম্যোপবিশ্য পাণিভ্যাং মুখং পিধায় স্থিতঃ)

(ততঃ প্রবিশতি চেটী)

চেটী। (স্বগতম্) আণত্তহ্মি দেইএ কাসিরাঅদুহিদাএ, জধা, হঞ্জে ণিউণিএ! জদো পহুদি ভঅ-দো সুজ্জস্সউঅথাণং কদুঅ পডিণিউত্তো মহারাঅো তদো পহুদি সুণ্ণহিঅঅো বিঅ লক্খীঅদি; তা, দম্পি অজ্জমাণবহাদো জাণাহি সে উক্কণ্ঠাকারণং ত্তি। তা, কধং সো বহ্মবন্ধু অবঞ্চিদব্বো; াধবা তণলগ্গং বিঅ অোসাঅ-সলিলং ণ তস্সিং রাঅরহস্সং চিরং চিট্ঠিস্সদি ত্তি তক্কেমি; তা জাব ং অণ্ণেসামি, (পরিক্রম্য দৃষ্ট্বা) অহ্মহে! আলেক্খবাণরো বিঅ কিম্পি মন্তঅন্তো ণিহুদো অজ্জমাণঅো চট্ঠদি; তা জাব ণং উপসপ্পামি। (উপসৃত্য) অজ্জ! বন্দামি ॥ ২ ॥

ন্দেহ নাই। রাজহংসী যেমন খণ্ডিতাগ্র মৃণাল হইতে সূত্র নিষ্কাশন করে, সেইরূপ আকাশে উৎ-পতনশীলা এই সুরাঙ্গনাও রাজহংসী হইতে আমার মানস আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন ॥ ৯০ ॥

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। অহে! অহে! নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যেমন পরমান্ন দর্শনে জিহ্বা সংবরণে অসমর্থ হয়, এই জনা-কীর্ণ স্থানে রাজরহস্য রক্ষা করিতেও আমার জিহ্বা সেইরূপ অসমর্থ হইতেছে। ফলতঃ উহা প্রকাশ করিতে স্ফুরিত, অতএব মহারাজ যে পর্য্যন্ত ধর্ম্মাসনে অবস্থিতি করেন, তাবৎ আমি দেবচ্ছন্দ নামক রাজপ্রাসাদে আরোহণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করি, যেহেতু, উহাতে জন-সমাগম অত্যন্ত বিরল। (এই বলিয়া রঙ্গস্থলে পরিক্রমণ পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া পাণিদ্বয় দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া অবস্থিত রহিলেন) ॥১॥

(চেটীর প্রবেশ)

চেটী। কাশিরাজ-দুহিতা দেবী আজ্ঞা করিলেন যে, অয়ি নিপুণিকে! মহারাজ যদবধি সূর্য্যো-পস্থান করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, তদবধিই তাঁহাকে শূন্যহৃদয় বলিয়া বোধ হয়। অতএব তুমি আর্য্য মানবকের নিকট হইতে তাঁহার উৎকণ্ঠার কারণ অবগত হইয়া আইস। এক্ষণে কিরূপে ব্রাহ্মণা-ধমের নিকট হইতে সেই রহস্য বাহির করিব, অথবা বিবেচনা করি, তৃণলগ্ন নীহারসলিলের ন্যায় তাঁহার নিকট সেই রাজ-রহস্য কখনই স্থির থাকিবে না; অতএব তাঁহাকে অন্বেষণ করি। (পরি-ক্রমণ করিয়া) অহো! আর্য্য মানবক চিত্রলিখিত বানরের ন্যায় কি মন্ত্রণা করিতে নির্জ্জনে অবস্থিতি করিতেছেন, তবে ইহাঁর নিকট গমন করি। (নিকটে গিয়া) আর্য্য! বন্দনা করি ॥ ২ ॥

বিদূ। সোত্থি ভোদীএ। (স্বগতম্) এবং দুট্ঠচেলিঅং পেক্‌খিঅ তং রাঅরহস্সং হিঅঅং ভিন্দিঅ ণিক্কমদি বিঅ (কিঞ্চিন্মুখং সংবৃত্য প্রকাশম্) ভোদি ণিউণিএ! সঙ্গীদদাবারং উজ্‌ঝিঅ কহিং পত্থিদাসি ? ৩ ॥

চেটী। দেইএ বঅণেণ অজ্জং জ্জেব পেক্‌খিদুং ॥ ৪ ॥

বিদূ। কিং তত্থভোদী আণবেদি ? ॥ ৫ ॥

চেটী। দেই ভণাদি, জধা, অজ্জস্স মম উঅরি অদক্‌খিণং ণ মং অণুভূআবঅণং দুক্‌খিদং অবলোঅদি ত্তি ॥ ৬ ॥

বিদূ। নিউণিএ! কিং পিঅবঅস্সেণ পড়িউলং কিম্পি সমাচরিদং ? ৭ ॥

চেটী। জং ণিমিত্তং উণ ভট্টা উক্কণ্টিদো, তাএ ইত্থিআএ ণামেণ ভট্টিণী দেই আলবিদা ॥ ৮ ॥

বিদূ। (স্বগতম্) কধং সঅংজ্জেব তত্থভঅদা বঅস্সেণ রহস্সভেঅো কদো, কিং দাণিং অহং বম্হণো জীহাং রক্‌খিদুং সমত্থোম্হি ? (প্রকাশম্) আং তত্থভোদী উব্বসিত্তি অচ্ছরা, তাএ দংসণেণ উম্মাদিদো ণ কেবলং তং আআসেদি মম্পি বম্হণং অসিদব্বাবিমুহং দঢ়ং পীলেদি ॥ ৯ ॥

চেটী। (স্বগতম্) উব্বাদিদো মএ ভেঅো ভট্টিণো রহস্সদুগ্‌গস্স, তা গদুঅ দেইএ এদং নিবেদেমি ॥ ১০ ॥

বিদূ। ণিউণিএ! বিণ্ণবেহি মম বঅণেণ কাসিরাঅদুহিদরং ; পরিস্সসন্তম্হি ইমাএ মিঅতিণ্হাএ পিঅবঅস্সং ণিউত্তাবেদুং ; জই ভোদীএ মুহকমলং পেক্‌খিস্সদি তদো ণিঅত্তিস্সদি ত্তি ॥ ১১ ॥

চেটী। জং অজ্জো আণবেদি ॥ ১২ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তা।

বিদূ। তোমার কল্যাণ হউক্‌। (স্বগত) এই দুষ্ট চেটীকে দর্শন করিয়া সেই রাজ-রহস্য যেন আমার হৃদয় ভেদ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইতেছে। (প্রকাশ্যে) অয়ি নিপুণিকে! সঙ্গীত-ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া কি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ ? ৩ ॥

চেটী। দেবীর আদেশানুসারে আপনাকেই দর্শন করিতে আসিয়াছি ॥ ৪ ॥

বিদূ। দেবী কি আজ্ঞা করিয়াছেন ? ৫ ॥

চেটী। দেবী বলিয়াছেন, আমার উপর আপনার যেরূপ অনম্নুকম্পা, তদনুসারে আমি ব্যথিত ও দুঃখিত হইলেও আপনি আর আমাকে দর্শন করেন না ॥ ৬ ॥

বিদূ। নিপুণিকে! প্রিয়বয়স্য কি দেবীর প্রতি কোনরূপ প্রতিকূলাচরণ করিয়াছেন ? ৭ ?

চেটী। তাঁহার স্বামী যাঁহার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত, সেই স্ত্রীর নাম দ্বারা দেবীকে সম্বোধন করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

বিদূ। (স্বগত) যেখানে বয়স্য স্বয়ংই রহস্য ভেদ করিয়াছেন, সেখানে আমি ব্রাহ্মণ হইয়া কিরূপে জিহ্বা রক্ষা করিতে সমর্থ হইব ? (প্রকাশ্যে) সেই উর্ব্বশী দেবযোনি অপ্সরা, তাঁহাকে দর্শন করিয়া মহারাজ উন্মত্ত হইয়াছেন, তাহাতে তিনি কেবল দেবীকেই কষ্ট দিতেছেন না, আমাকে শয়ন ভোজন করিতে না দিয়া দৃঢ়তররূপে পীড়া দিতেছেন ॥ ৯ ॥

চেটী। (স্বগত) প্রভুর রহস্য-দুর্গভেদ হইল, অতএব এক্ষণে যাইয়া এই বিষয় দেবীকে নিবেদন করি ॥ ১০ ॥

বিদূ। নিপুণিকে! আমার বাক্যানুসারে কাশিরাজ দুহিতাকে বলিবে যে, প্রিয় বয়স্যকে এই মৃগতৃষ্ণিকা হইতে নিবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি। যদি তিনি আপনার মুখকমল দর্শন করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই তাহা হইতে নিবর্ত্তিত হইবেন ॥ ১১ ॥

চেটী। আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন ॥ ১২ ॥

[এই বলিয়া নিষ্ক্রান্তা হইল।

(নেপথ্যে) বৈতালিকঃ। (পঠতি) জয়তি জয়তি দেবঃ।

আলোকান্তপ্রতিহততমোবৃত্তিরাসাং প্রজানাং, তুল্যোদ্যোগস্তব চ সবিতুশ্চাধিকারো মতো নঃ।

তিষ্ঠত্যেকক্ষণমধিপতির্জ্যোতিষাং ব্যোমমধ্যে, ষষ্ঠে কালে ত্বমপি লভসে দেব বিশ্রান্তিমহ্নঃ ॥ ১৩ ॥

বিদূ। (কর্ণং দত্ত্বা) এসো উণ পিঅবঅস্সো ধম্মাসণাদো সমুত্থিদো ইধজ্জেব আঅচ্ছদি, তা জাব পাসপলিবত্তী হোমি ॥ ১৪ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ

(ততঃ প্রবিশত্যুৎকণ্ঠিতো রাজা বিদূষকশ্চ)

রাজা। আ-দর্শনাৎ প্রবিষ্টা সা মে সুরলোকসুন্দরী হৃদয়ম্।

বাণেন মকরকেতোঃ কৃতমার্গমবন্ধ্যপাতেন ॥ ১৫ ॥

বিদূ। সপীড়া ক্খু জাদা তত্থভোদী কাসিরাঅদুহিদা ॥ ১৬ ॥

রাজা। (নিরীক্ষ্য) রক্ষতে ভবতা রহস্যক্ষেপঃ ? ১৭ ॥

বিদূ। (আত্মগতম্) বঞ্চিদহ্মি দাসীএ ধীআএ ণিউণিআএ,অণ্ণধা কধং বিঅ সংপুচ্ছদি বঅস্সো ? ১৮॥

রাজা। কিং ভবান্ তূষ্ণীমাস্তে ? ১৯ ॥

বিদূ। ভো ! এবং মএ জীহা সংজন্তিদা জেন ভবদোবি ণত্থি পড়িবঅণং ॥ ২০ ॥

রাজা। যুক্তম্। অথ কেনেদানীমাত্মানং বিনোদয়ামি ? ২১ ॥

বিদূ। ভো ! মহাণসং গচ্ছহ্ম ॥ ২২ ॥

রাজা। কিং তত্র ? ২৩ ॥

(নেপথ্যে) বৈতালিক। দেব ! আপনি জয়যুক্ত হউন্। প্রভো ! আপনার ও ভগবান্ সবিতার উভয়েরই অধিকারে উদ্যোগ একরূপ, যেহেতু, ভগবান্ সূর্য্য আলোক দ্বারা এই প্রজাগণের ভুবনান্ত পর্য্যন্ত অন্ধকার সঞ্চার বিনাশ করিয়া থাকেন এবং আপনিও অবলোকনমাত্রেই জ্ঞানোপদেশাদি দ্বারা এই প্রজাগণের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করিয়া থাকেন, আর জ্যোতিষ্কগণের অধিপতি ভগবান্ ভাস্কর-দেব মধ্যাহ্নসময়ে আকাশের মধ্যভাগে বিশ্রাম লাভ করেন এবং আপনিও দিবাভাগের ষষ্ঠভাগ-সময়ে অর্থাৎ সার্দ্ধ প্রহরদ্বয়ের পর বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

বিদূ। (কর্ণপাত পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া) এক্ষণে প্রিয়বয়স্য ধর্ম্মাসন হইতে উত্থিত হইয়া এই স্থানেই আসিতেছেন অতএব ইঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হই ॥ ১৪ ॥

[এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত।

(উৎকণ্ঠিত রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা। দর্শনাবধিই মকরকেতু অব্যর্থ শরপাতন দ্বারা আমার হৃদয়ের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং সেই সুরলোকসুন্দরী আমার হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

বিদূ। দেবী কাশিরাজদুহিতা অত্যন্ত পীড়া পাইতেছেন ॥ ১৬ ॥

রাজা। (বিদূষকের দিকে দৃষ্টি করিয়া) আপনি ত সেই রহস্য-নিক্ষেপ রক্ষা করিতেছেন ? ১৭ ॥

বিদূ। (স্বগত) সেই দাসীপুত্রী নিপুণিকা দ্বারা বঞ্চিত হইয়াছি, নতুবা বয়স্য জিজ্ঞাসা করিবেন কেন ? ১৮ ॥

রাজা। আপনি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন কেন ? ১৯ ॥

বিদূ। মহারাজ ! আমি এরূপে জিহ্বা সংযত করিয়াছি যে, আপনার বাক্যেরও প্রত্যুত্তর দিবার সামর্থ্য নাই ॥ ২০ ॥

রাজা। এখন কি উপায়ে আত্মবিনোদন করি ? ২১ ॥

বিদূ। পাকশালায় গমন করি চলুন ॥ ২২ ॥

রাজা। সেখানে কি ? ২৩ ॥

বিদূ। তহিং পঞ্চবিহস্স অব্ভবহারস্স উত্তমণ্ণসংভারস্স ভোঅণং, কোঅসকরপপ্প লেহিং উকণ্ঠং বিণোদেহু ॥ ২৪ ॥

রাজা। তত্র ঈপ্সিতরসসন্নিধানাদ্ভবতা রংস্যতে ; ময়া পুনঃ কথমসুলভপ্রার্থয়িতব্য আত্মা বিনোদয়িতব্যঃ ? ২৫ ॥

বিদূ। ণং ভবম্পি তত্থভোদীএ উব্বসীএ দংসণপধং গদো ॥ ২৬ ॥

রাজা। ততঃ কিম্ ? ২৭ ॥

বিদূ। ণ কৃখু দে দুল্লহ ত্তি তক্কেমি ॥ ২৮ ॥

রাজা। পক্ষপাতোঽপি তস্যা রূপস্যালৌকিক এব ॥ ২৯ ॥

বিদূ। এবং বট্টদি কোদূহলং, কি দাব তত্থভোদীএ উব্বসীএ রূএণ, তহ, জ্জেব হুদিঅো নিরূপিদো ॥ ৩০ ॥

রাজা। প্রত্যবয়ববর্ণনা তু ন কৃতা ময়া, তেন হি শ্রূয়তাং সমাসতঃ ॥ ৩১ ॥

বিদূ। ভো ! অবহিদোহ্মি ॥ ৩২ ॥

রাজা। বয়স্য !

আভরণস্যাভরণং প্রসাধনবিধেঃ প্রসাধনবিশেষঃ।
উপমানস্যাপি সখে ! প্রত্যুপমানং বপুস্তস্যাঃ ॥ ৩৩ ॥

বিদূ। ইদং দাব মিঅতিণ্হারসাহিলাসিণা চাঁদএণ বিঅ দিব্বরসাহিলাসিণা ভবদা চারুঅত্তণং পরিগ্গহিদং ॥ ৩৪ ॥

রাজা। বিবিধশিশিরোপচারান্নান্যচ্ছরণমস্তি ; তদ্ভবান্ প্রমদবনমার্গমাদেশয়তু ॥ ৩৫ ॥

বিদূ। (স্বগতম্) কা গদী। (প্রকাশম্) ইদো ইদো ভবং (ইতি পরিক্রামতঃ) এসো পমদবণপরিসরো অণাববিদোবি পত্তুবগদো আস্তুণা দক্খিণমারুএণ ॥ ৩৬-৩৭ ॥

বিদূ। পঞ্চবিধ উত্তমান্ন ভোজন হইবে, মোদক শর্করা ও পর্পট দ্বারা উৎকণ্ঠা বিনোদন করুন্ ॥২৪॥

রাজা। অভিলষিত রসের আস্বাদন হেতু সেখানে আপনার মনোরঞ্জন হইবে, কিন্তু আমার প্রার্থিত বস্তু সেখানে না থাকায় তখন আমার চিত্তবিনোদন কিরূপে সম্ভব হয় ? ২৫ ॥

বিদূ। আপনি উর্ব্বশীর দর্শনপথের পথিক হইয়াছেন। ২৬ ॥

রাজা। তাহা কিরূপ ? ২৭ ॥

বিদূ। আমার বিবেচনা হয়, তিনি আপনার দুর্ল্লভ হইবেন না ॥ ২৮ ॥

রাজা। তাঁহার রূপের মাধুর্য্য অলৌকিক ॥ ২৯ ॥

বিদূ। তাহাতে আমার কৌতূহল জন্মিয়াছে, সেই উর্ব্বশীর রূপে কি হইবে ? আমিই অদ্বিতীয়রূপে বর্ত্তমান আছি ॥ ৩০ ॥

রাজা। আমি তাঁহার প্রত্যেক অবয়বের রূপ বর্ণন করি নাই। তবে তুমি সংক্ষেপে শ্রবণ কর ॥ ৩১ ॥

বিদূ। ভো রাজন্ ! অবহিত হইলাম ॥ ৩২ ॥

রাজা। বয়স্য ! তাঁহার দেহ আভরণেরও আভরণ, অঙ্গসংস্কারবিধিরও সংস্কারবিশেষ এবং উপমানেরও প্রত্যুপমান জানিবে ॥ ৩৩ ॥

বিদূ। আমি দুর্ল্লভ প্রণয়িজনের সমাগমের উপায় চিন্তা করিয়াছি ॥ ৩৪ ॥

রাজা। বয়স্য ! বিবিধ শীতল দ্রব্য সেবন ব্যতিরেকে সন্তাপ-নিবারণের উপায় দেখিতেছি না, অতএব আপনি প্রমদবনের পথ প্রদর্শন করুন্ ॥ ৩৫ ॥

বিদূ। (স্বগত) আর কি গতি আছে ? (প্রকাশ্যে) এই দিকে আসুন, এই দিকে আসুন। (এই বলিয়া পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন) এইটী প্রমদবনের প্রান্তভাগ, কেহ বলিয়া না দিলেও আগন্তুক দক্ষিণপবন দ্বারা যাইতেছে ॥ ৩৬-৩৭ ॥

রাজা। উপপন্নং বিশেষণমস্ত বায়োঃ। অয়ং হি—

নিষিঞ্চন্ মাধবীং লক্ষ্মীং লতাং কৌন্দীঞ্চ লাসয়ন্।
স্নেহদাক্ষিণ্যয়োর্যোগাৎ কামীব প্রতিভাতি মে ॥ ৩৮ ॥

বিদূ। ঈদিসো জ্জেব অহিণিবেসো ভোদু। (ইতি পরিক্রাময়ন্) ইদং পমদবণং, পবিসদু ভবং ॥৩৯॥

রাজা। বয়স্য! প্রবিশাগ্রতঃ। (উভৌ প্রবেশং নাটয়তঃ) ॥ ৪০ ॥

রাজা। (ত্রাসং রূপয়িত্বা) বয়স্য! সাধু মনসা সমর্থিতঃ আপৎপ্রতীকারঃ কিল মমোদ্যানপ্রবেশঃ, তচ্চাস্তথৈবোপপন্নম্ ॥ ৪১ ॥

বিবিক্ষোর্যদিদং নূনমুদ্যানং নাস্ত শান্তয়ে
স্রোতসেবোহ্যমানস্য প্রতীপতরণং মহৎ ॥ ৪২ ॥

বিদূ। কধং বিঅ? ৪৩ ॥

রাজা। ইদমসুলভবস্তুপ্রার্থনাদ্নিবারং, প্রথমমপি মনো মে পঞ্চবাণঃ ক্ষিণোতি।
কিমুত মলয়বাতোন্মূলিতাপাণ্ডুপত্রৈরুপবনসহকারৈর্দর্শিতেষঙ্কুরেষু ॥ ৪৪ ॥

বিদূ। অলং ভবদো পরিদেবিদেণ, অইরেণ ইচ্ছিদসম্পাদও অণঙ্গো জ্জেব দে সহাও হুবিস্সদি ত্তি ॥ ৪৫ ॥

রাজা। প্রতিগৃহীতং ব্রাহ্মণবচনম। (ইতি পরিক্রামতঃ) ॥ ৪৬ ॥

বিদূ। পেক্খদু পেক্খদু ভবং বসন্তাবদার সূঅঅস্স অহিরামত্তণং পমদবণস্স ॥ ৪৭ ॥

রাজা। নন্থ। প্রতিপদমেব তাবদবলোকয়ামি। অত্র হি—
অগ্রে স্ত্রীনখপাটলং কুরুবকং শ্যামং দ্বয়োর্ভাগয়োর্বালাশোকমুপোঢ়রাগসুভগং ভেদোন্মুখং তিষ্ঠতি।
ঈষদ্বদ্ধরজঃ কণাগ্রকপিশা চূতে নবা মঞ্জরী, মুগ্ধত্বস্য চ যৌবনস্য সখে! মধ্যে মধুশ্রীঃ স্থিতা ॥ ৪৮ ॥

রাজা। বায়ুর বিশেষণ পদটী যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। দেখুন, এই সমীরণ বসন্ত-লক্ষ্মীর পরিপুষ্টতা এবং কুন্দলতা নির্গত করিয়া স্নেহ ও দাক্ষিণ্য যোগহেতু আমার নিকট কাম্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে॥৩৮॥

বিদূ। এইরূপ অভিনিবেশই হউক। (এই বলিয়া পরিক্রমণ করিতে করিতে) এই প্রমদবন, আপনি ইহাতে প্রবেশ করুন ॥ ৩৯ ॥

রাজা। বয়স্য! আপনি অগ্রে প্রবেশ করুন্। (এই বলিয়া উভয়েই প্রবেশ করিলেন) ॥ ৪০ ॥

রাজা। (ত্রস্ত হইয়া) বয়স্য! ইহা দ্বারা আমার বিপরীত বেদনারূপ আপদ দূরীভূত হইবে, এইরূপ মনে মনে বিশ্বাস করিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু তাহা এক্ষণে বিপরীত ভাব ধারণ করিল। আমি এই উদ্যানে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেও এক্ষণে স্রোতদ্বারা বহমান ব্যক্তির স্রোতের বিপরীত দিকে সন্তরণের ন্যায়, ইহা আমার পক্ষে শান্তির নিমিত্ত হইতেছে না ॥ ৪০-৪২ ॥

বিদূ। কিরূপে? ৪৩ ॥

রাজা। আমার মন দুর্লভবস্তু প্রার্থনা করিতেছে, কিন্তু তাহা হইতে কোনমতেই নিবারিত করিতে পারা যাইতেছে না। প্রথমতঃ পঞ্চশর আমাকে ব্যাকুলিত করিতেছে, তাহাতে আবার মলয়-সমীরণদ্বারা যাহার পাণ্ডুবর্ণ শুষ্কপত্র-সমূহ দূরীভূত হইয়াছে, সেই উদ্যানস্থিত সহকারতরু স্বীয় পুষ্পাঙ্কুর-সকল প্রদর্শন করিতেছে; ইহাতে আমার মন সুস্থ না হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে ॥ ৪৪ ॥

বিদূ। আপনার বিলাপে প্রয়োজন নাই, ইষ্ট-সম্পাদক অনঙ্গদেব শীঘ্রই আপনার সহায় হইবেন॥৪৫॥

রাজা। ব্রাহ্মণবাক্য শিরোধার্য্য করিলাম। (এই বলিয়া উভয়ে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন) ৪৬॥

বিদূ। মহারাজ! দেখুন্ দেখুন্, বসন্তের সমাগম-সূচক প্রমদবনের রমণীয়তা দেখুন ॥ ৪৭ ॥

রাজা। বয়স্য! তাহা আমি প্রতিপদেই অবলোকন করিতেছি। এখানে কুরুবককুসুম অগ্রভাগে স্ত্রীলোকের নখের ন্যায় পাটলবর্ণ এবং উভয় পার্শ্বে শ্যামবর্ণ সুকোমল, পরমসুন্দর লোহিতবর্ণ অশোক-কলিকাগুলি বিকাশোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। নবীন চূতমঞ্জরীতে অত্যন্ত রজঃকণা জন্মিয়াছে বলিয়া উহা অগ্রভাগে কপিশবর্ণ ধারণ করিয়াছে, অতএব হে সখে! এক্ষণে বসন্তলক্ষ্মী মুগ্ধদশা ও যৌবনদশা এই উভয়ের মধ্যভাগে অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ৪৮ ॥

বিদূ। ভো! এসো কসণমণিসিলাবট্টসণাহো মাহবীলদামণ্ডবো ভমরসংহণঅ বিহড়িদেহিং কুসুমেহিং কআোবআরো বিঅ অত্তভবদো বট্টদি; তা অণুগহীঅদু এসো ॥ ৪৯ ॥

রাজা। যদভিরোচতে ভবতে। (ইতি উপবিশতঃ) ॥ ৫০ ॥

বিদূ। তা দাণিং ইহাসীণো ললিদলদালোহমাণলো অণো উব্বসীগদং বিণোদেহু ভবং ॥ ৫১ ॥

রাজা। (নিশ্বস্য)

বহুকুসুমিতাস্বপি সখে! নোপবনলতাসু রম্যবিটপাসু।
চক্ষুর্বধ্নাতি ধৃতিং তদঙ্গনালোকদুর্ললিতম্ ॥

তদুপায়শ্চিন্ত্যতাং যথা সফলপ্রার্থনো ভবেয়ম্ ॥ ৫২ ॥

বিদূ। (বিহস্য) ভো ভো! অহল্লাকামুঅস্স ইন্দস্স বজ্জো সচিবো, উব্বসীপজ্জুস্সুঅস্স ভবদোবি অহং দুবেবি এথ উম্মত্তআ ॥ ৫৩ ॥

রাজা। ন খলু চিন্তয়তি ভবান্ ॥ ৫৪ ।

বিদূ। (চিন্তয়তি) এস চিন্তেমি; মা উণ পরিদেবিদেহিং সমাধিং ভঞ্জিস্সসি। (নিমিত্তং সূচয়িত্বা আত্মগতং) অহো অহং কজ্জদংসী ॥ ৫৫ ॥

রাজা। অসুলভা সকলেন্দুমুখী চ সা, কিমপি চেদমনঙ্গবিচেষ্টিতম্।
অভিমুখীষ্বিব বাঞ্ছিতসিদ্ধিষু, ব্রজতি নির্বৃতিমেকপদে মনঃ ॥ ৫৬ ॥
(ইতি মদনোৎসুকস্তিষ্ঠতি)

(ততঃ প্রবিশতি আকাশযানেন উর্ব্বশী চিত্রলেখা চ)

চিত্র। সহি উব্বসি! কহিং কৃখু অণিদ্দিট্টকারণং পচ্ছীঅদি? ৫৭ ॥

উর্ব্ব। (মদনবেদনামভিনীয় সলজ্জং) সহি! হেমকূড়সিহরে লদাবিড়বে লগ্গং বৈজঅন্তিঅং

বিদূ। বয়স্য! এই দেখুন, কৃষ্ণবর্ণ মণিশিলাপট্ট-সংঘটিত মাধবীলতামণ্ডপস্থিত ভ্রমরসমূহের পদ-বিঘট্টিত কুসুমাবলীদ্বারা আপনার অর্চনা করিয়াই যেন অবস্থিত রহিয়াছে, অতএব ইহাতে উপবেশন করিয়া ইহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন ॥ ৪৯ ॥

রাজা। আপনার যাহা অভিরুচি হয়। (এই বলিয়া উপবেশন করিলেন) ॥ ৫০ ॥

বিদূ। তবে আপনি এক্ষণে উপবেশন পূর্ব্বক সুললিত লতাদ্বারা আকৃষ্টলোচন হইয়া উর্ব্বশীগত উৎকণ্ঠা বিনোদন করুন ॥ ৫১ ॥

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) সখে! সুরম্য শাখা-সমন্বিত বহুতর-কুসুম-পরিশোভিত কদম্ব-কানন লতাসমূহে উর্ব্বশীর অঙ্গদর্শনে সতৃষ্ণলোচন ধৈর্য্য ধারণ করিয়া রহিয়াছে। অতএব যাহাতে আমার প্রার্থনা ফলবতী হয়, এরূপ কোন উপায় চিন্তা করুন ॥ ৫২ ॥

বিদূ। (হাস্য করিয়া) ভো বয়স্য! অহল্যাকামুক ইন্দ্রের যেমন বজ্র সহায়, উর্ব্বশীর প্রতি পর্য্যুৎসুক মহারাজ ও আমি এ বিষয়ে দুই জনেই উন্মত্ত ॥ ৫৩ ॥

রাজা। আপনি চিন্তা করিবেন না? ৫৪ ॥

বিদূ। (চিন্তা করিতে করিতে) এই আমি চিন্তা করিতেছি, আপনি কিন্তু বিলাপবাক্যদ্বারা সমাধিভঙ্গ করিবেন না। দেখুন, আমি আশ্চর্য্যরূপ কার্য্যদর্শী ॥ ৫৫ ॥

রাজা। সেই পূর্ণেন্দুমুখী সুলভা নহেন, এই অনঙ্গবিকারও অনির্ব্বচনীয়; কিন্তু বাঞ্ছিত-সিদ্ধি ফলোন্মুখীর ন্যায় হইলেই আমার মন একেবারেই সুস্থতা লাভ করিবে সন্দেহ নাই। (এই বলিয়া মদনোৎসুক হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন) ॥ ৫৬ ॥

(আকাশযানদ্বারা উর্ব্বশী ও চিত্রলেখার প্রবেশ)

চিত্র। সখি! অনির্দ্দিষ্ট কারণ বোধ হইতেছে, তাহা কোথায়? ৫৭ ॥

উর্ব্ব। (মদন-বেদনার অভিনয় করিয়া সলজ্জভাবে) সখি! আমি বলিয়াছিলাম যে, আমার

মোআবেহিত্তি মএ ভণিদা, তুএ উণ উঅহসিঅ ভণিদাহ্মি, দঢ়ং কৃখু লগ্‌গা, ণ সক্কা মোআবিদুং, দাণিং পুচ্ছসি, কহিং অণিদ্দিট্‌টকারণং গচ্ছীঅদি ॥ ৫৮ ॥

চিত্র। কিং ণু কৃখু তস্‌স রাএসিণো পুরূরবস্‌স সআসং পত্থিদাসি ? ৫৯ ॥

উর্ব্বশী। এসো সো অগণিদলজ্জো ববসাও ॥ ৬০ ॥

চিত্র। কো উণ সহীএ পঢ়মং তহিং পেসিদো ? ৬১ ॥

উর্ব্বশী। ণং হিঅও ॥ ৬২ ॥

চিত্র। তধাবি সম্পধারীঅদু ॥ ৬৩ ॥

উর্ব্বশী। মঅণো কৃখু ণিওও এদি মং, কুদো সম্পধরণা ॥ ৬৪ ॥

চিত্র। অদো অবরং ণত্থি মে উত্তরং ॥ ৬৫ ॥

উর্ব্বশী। তেণ আদেসদু মে পিঅসহী মগ্‌গং জেণ তহিং গচ্ছন্তীএ ণ অন্তরাওভবে ॥ ৬৬ ॥

চিত্র। সহি ! বীসথা হোহি ; ণং ভঅবদা দেঅগুরুণা অবরাইদং ণাম সিহাবন্ধণীং বিজ্জং উঅদিসন্তেণ তিদসপড়িপকখস্‌স অলংঘণীআ কদহ্ম ॥ ৬৭ ॥

উর্ব্বশী। (সলজ্জম্) তাএ পওঅং সব্বং সুমরেসি ॥ ৬৮ ॥

চিত্র। সহি ! হিঅও এদং সব্বং জাণাদি জ্জেব ॥ ৬৯ ॥

উর্ব্বশী। মম উণ তধাবি অদিভএণ অণিচ্চও ॥ ৭০ ॥

(উভে ভ্রমণং রূপয়তঃ)

চিত্র। সখি ! পেক্‌খ পেক্‌খ এদং ভঅবদীএ ভাঈরহীএ জউণাসঙ্গমপাবণেসুং সলিলেসুং পুণ্ণেসুং অবলোঅন্তস্‌স বিঅ অত্তাণঅং পইট্‌ঠাণসস সিহাভরণভূদং বিঅ তস্‌স রাএসিণো ভবণং উবগদহ্ম ॥৭১॥

বস্ত্রাঞ্চল মোচন করিয়া দাও, তুমি কিন্তু উপহাস করিয়া বলিয়াছিলে, ইহা দৃঢ়রূপে লগ্ন হইয়াছে, ছাড়াইতে পারিতেছি না, তবে অনির্দ্দিষ্টকারণ বোধ হইতেছে, তুমি এরূপ বলিতেছ কেন ? ৫৮ ॥

চিত্র। তবে কি সেই রাজর্ষি পুরূরবার সকাশে গমন করিতেছেন ? ৫৯ ॥

উর্ব্বশী। সেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবশেই লজ্জার মাথা থাইয়াছি ॥ ৬০ ॥

চিত্র। প্রথমে আপনি সেথানে কাহাকেও কি পাঠাইয়াছিলেন ? ৬১ ॥

উর্ব্বশী। সখি ! হৃদয়কেই প্রথমে পাঠাইয়াছি ॥ ৬২ ॥

চিত্র। অথাপি এ বিষয়ে একটা কিছু অবধারণ করুন ॥ ৬৩ ॥

উর্ব্বশী। অবধারণ কোথায় ? মদন আমাকে নিয়োজিত করিতেছেন ॥ ৬৪ ॥

চিত্র। অতঃপর আর আমার উত্তর নাই ॥ ৬৫ ॥

উর্ব্বশী। অতএব প্রিয়সখি ! আমার উপায় নির্দ্দেশ কর, যেরূপে গমন করিলে আমার কোন বিঘ্ন ঘটিতে না পারে ॥ ৬৬ ॥

চিত্র। সখি ! বিশ্বস্তা হউন, ভগবান্ সুরগুরু অপরাজিতা নাম্নী শিথাবন্ধনীবিদ্যার উপদেশ দিয়া আমাদিগের উভয়কেই অমরবৈরিগণের অধর্ষণীয়া করিয়াছেন ॥ ৬৭ ॥

উর্ব্বশী। (সলজ্জভাবে) সেই বিদ্যার প্রয়োগ সমস্তই কি তোমার মনে আছে ? ৬৮ ॥

চিত্র। হৃদয় সমস্ত অবগত আছে ॥ ৬৯ ॥

উর্ব্বশী। সখি ! হৃদয় সমস্তই জানে বটে, কিন্তু তথাপি আমার অতিশয় ভয় হেতু নিশ্চয় হইতেছে না। (এই বলিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল) ॥ ৭০ ॥

চিত্র। দেখুন ! দেখুন ! প্রতিষ্ঠানগর ভগবতী ভাগীরথী-যমুনাসঙ্গম হেতু অতি পবিত্র ও পুণ্যপ্রদ বিমল-সলিল দর্শনে যেন আপনাকে দর্শন করিতেছেন, আমরা এক্ষণে এই নগরের শিথামণিস্বরূপে সেই রাজর্ষির ভবনমধ্যে উপস্থিত হইলাম ॥ ৭১ ॥

উর্ব্ব।(সম্পৃহমবলোক্য) ণং বোত্তোর্ব্বং ঠাণন্তরগদো সগ্গোত্তি। হলা! কহিং সো অব্বণ্ণাণুকম্পী ভবে? ৭২॥

চিত্র। এদস্সিং ণন্দণবণেক্কপদেশে বিঅ পমদবণে ওদরিঅ জাণিস্সামো॥ ৭৩॥

(উভে অবতরতঃ)

চিত্র। (রাজানং দৃষ্ট্বা সহর্ষং) সহি! এসো পঢ়মোদিদো বিঅ ভঅবং চন্দো কুমুদিং অবেক্খাদি তুমং॥ ৭৪॥

উর্ব্ব। (বিলোক্য) হলা! দাণিং পঢ়মদং সণাদোবি সবিসেসপিঅদংসণো মে মহারাও পড়িহাদি॥ ৭৫॥

চিত্র। জুজ্জদি; তা এহি উবসপ্পম্ব॥ ৭৬॥

উর্ব্ব। ণ দাব উবসপ্পিস্সং তিরক্করিণীপচ্ছণা পাসপলিবত্তিণী ভবিঅ সুণিস সং দাব পাস্পলিবত্তিণা বঅস্সেণ সহ বিজণে কিং মন্তঅন্তো চিট্ঠদি॥ ৭৭॥

চিত্র। জধা দে রোঅদি। (উভে যথোক্তমনুতিষ্ঠতঃ)॥ ৭৮॥

বিদূ। ভো! চিন্তিদো মএ দুল্লহপণইজণ সমাগমোবাও॥ ৭৯॥

রাজা। বয়স্য! কথ্যতাম্॥ ৮০॥

বিদূ। সিবিণসমাগমকারিণং ণিদ্দং সেবহু ভবং অধবা তথভোদীএ উব্বসীএ পড়িকিদিং চিত্তফলএ অহিলিহিঅ আলোঅন্তো অত্তাণং বিণোদেহু॥ ৮১॥

রাজা। (তূষ্ণীমাস্তে)॥ ৮২॥

বিদূ। ভো! ণং ভণামি চিন্তিদো মএ দুল্লহপণইজণা সমাগমোবাও॥ ৮৩॥

উর্ব্ব। কা উণ ধণ্ণা ইত্থিআ, জা ইমিণা পরিমগ্গমাণা অত্তাণঅং বিণোদেদি॥ ৮৪॥

চিত্র। হলা! ধাণস্স কিং বিলম্বীঅদি? ৮৫॥

উর্ব্ব। (সস্পৃহনয়নে অবলোকন করিয়া) সখি! তোমার বলা উচিত যে, স্থানান্তরগত স্বর্গে আসিলাম। বিপন্নের প্রতি অনুকম্পাবান্ সেই রাজর্ষি এখন কোথায় আছেন? ৭২॥

চিত্র। আমরা এক্ষণে নন্দনবনের একদেশের ন্যায় এই প্রমোদবনে অবতরণ পূর্ব্বক জানিব। (এই বলিয়া উভয়ে অবতরণ করিলেন)॥ ৭৩॥

চিত্র। (রাজাকে দেখিয়া হর্ষ সহকারে) সখি! ঐ দেখ, প্রমোদিত ভগবান্ চন্দ্রমা যেমন কৌমুদীর অপেক্ষা করে. সেইরূপ এই রাজর্ষি তোমার অপেক্ষা করিতেছেন॥ ৭৪॥

উর্ব্ব। (রাজাকে দর্শন করিয়া) অয়ি সখি! আমি মহারাজকে প্রথমে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা অপেক্ষাও প্রিয়দর্শন বলিয়া বোধ হইতেছে॥ ৭৫॥

চিত্র। তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। তবে আইস, নিকটে গমন করি॥ ৭৬॥

উর্ব্ব। না সখি! এখন নিকটে যাইব না, তিরস্করিণীবিদ্যাদ্বারা প্রচ্ছন্না হইয়া উঁহার পার্শ্বদেশে অবস্থান করিয়া, মহারাজ পার্শ্ববর্ত্তী বয়স্যের সহিত নির্জ্জনে কি মন্ত্রণা করেন, তাহা শ্রবণ করিব॥ ৭৭॥

চিত্র। যাহা আপনার অভিরুচি হয়। (উভয়ের সেইরূপে অবস্থান)॥ ৭৮॥

বিদূ। মহারাজ! আমি দুর্লভ প্রণয়িজনের সমাগমের উপায় চিন্তা করিয়াছি,তাই বলিতেছি॥৭৯॥

রাজা। বয়স্য! বল॥ ৮০॥

বিদূ। যাহা দ্বারা স্বপ্নসমাগমলাভ হয়, এরূপ নিদ্রা আপনার সেবা করুক্, অথবা চিত্রফলকে সেই উর্ব্বশীর প্রতিমূর্ত্তি আলেখিত করিয়া দর্শন পূর্ব্বক আত্মবিনোদন করুন্॥ ৮১॥

রাজা। (মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন)॥ ৮২॥

বিদূ। আমি দুর্লভ প্রণয়িজনের সমাগমের বিষয় চিন্তা করিয়াছি॥ ৮৩॥

উর্ব্ব। সেই নারী ভুবনধন্যা, যাঁহাকে এই মহারাজ অন্বেষণ করিতেছেন এবং তিনি অন্যত্র থাকিয়া আত্মবিনোদন করিতেছেন॥ ৮৪॥

চিত্র। সখি! ধ্যানের বিলম্ব কেন? ৮৫॥

উর্ব্ব। অহি! তীআদি কৃখু সহসা পহাবাদো বিন্নাহং। হিঅঅ। সমস্সস ॥ ৮৬॥
রাজা। তদুভয়মপ্যনুপপন্নং, পশ্য—
হৃদয়মিষুভিঃ কামস্যান্তঃ সশল্যমিদং ততং কথমুপলভে নিদ্রাং স্বপ্নে সমাগমকারিণীম্।
ন চ সুবদনামালেখ্যেঽপি প্রিয়াং সমবাপ্য তাং মম নয়নয়োরুদ্বাষ্পত্বং সখে ন ভবিষ্যতি ॥ ৮৭॥
চিত্র। সহি! সুদং তুএ বঅণং ॥ ৮৮॥
উর্ব্ব। সুদং ণ উণ পজ্জত্তং হিঅঅস্স ॥ ৮৯॥
বিদূ। এত্তিকো মে মদিবিহবো ॥ ৯০॥
রাজা। (নিশ্বস্য)
নিতান্তকঠিনাং রুজং মম ন বেদ যো মানসীং প্রভাববিদিতানুরাগমবমন্যতে বাপি মাম্।
অবন্ধ্যফলনীরসং প্রতিনিধায় তস্মিন্ জনে সমাগমমনোরথং ভবতু পঞ্চবাণঃ কৃতী ॥ ৯১॥
উর্ব্ব। (সখীমবলোক্য) হদ্ধী! হদ্ধী! মম্পি এব্বং অবগচ্ছদি মহারাও; অহং উণ অসমত্থম্হি ভগ-গদো ভবিঅ অত্তণঅং দংসিদুং; তা পহাবণিম্মিদেণ ভুজ্জবত্তেণ লেহং সম্পাদিঅ অন্তরা সে খিবিদুমিচ্ছামি ॥ ৯২॥
চিত্র। অণুমদং মে ॥ ৯৩॥

(উর্ব্বশী নাট্যেনাভিলিখ্য ক্ষিপতি)

বিদূ। অবিদ! অবিদ! ভো! কিন্নেদং? ভুঅঙ্গণিম্মোঅং কিং খাদিং মং ণিবড়িদং? ৯৪॥
রাজা। (দৃষ্ট্বা) নায়ং ভুজঙ্গনির্ম্মোকঃ, ভূর্জ্জপত্রগতোঽয়মক্ষরবিন্যাসঃ ॥ ৯৫॥
বিদূ। ণং অদিট্ঠাএ উব্বসীএ ভবদো পরিদেবিঅং সুণিঅ ভুজ্জবত্তে মহাণুরাঅসূঅআ অক্খরা অহিলিহিঅ বিলজ্জিতা ভবে ॥ ৯৬॥

উর্ব্ব। সখি! সহসা প্রভাব দ্বারা জানিতে ভয় করিতেছি। হৃদয়! আশ্বাসিত হও ॥ ৮৬॥
রাজা। এই উভয়ই অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। দেখ, আমার এই হৃদয় পঞ্চশরের শরজালে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তবে আমি কিরূপে স্বপ্নে সমাগমকারিণী নিদ্রা লাভ করিব? আর সেই সুবদনাকে আলেখ্যে লাভ করিয়াও বাষ্পোদ্গমহেতু তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না, অতএব সখে! এই উভয়ই আমার পক্ষে বিফল ॥ ৮৭॥
চিত্র। সখি! রাজার বাক্য শুনিলেন? ৮৮॥
উর্ব্ব। শুনিলাম, কিন্তু হৃদয়ের পর্য্যাপ্ত নয়॥ ৮৯॥
বিদূ। আমিও তাহাই চিন্তা করিতেছি ॥ ৯০॥
রাজা। (নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) সে ব্যক্তি আমার অতিশয় কঠিন মানসিক পীড়া অবগত নহেন, অথবা আমার অনুরাগের বিষয় নিজশক্তি দ্বারা অবগত হইয়াও আমাকে অবমাননা করিতেছেন। যাহা হউক, সেই ব্যক্তির প্রতি বিফল ও নীরস প্রণয়-মনোরথ স্থাপন করিয়াছি। এক্ষণে পঞ্চবাণ আমার জীবন বিনাশ করিয়াই কৃতকার্য্য হউন্ ॥ ৯১॥
উর্ব্ব। (সখার দিকে দৃষ্টি করিয়া) হা ধিক্! হা ধিক্! মহারাজ আমাকেও এরূপ কঠিন বলিয়া বুঝিয়াছেন? আমি কিন্তু অগ্রে গমন পূর্ব্বক দেখা দিতে সমর্থ হইতেছি না, অতএব স্বীয় প্রভাবেই উৎপাদিত ভূর্জ্জপত্রদ্বারা পত্রিকা প্রস্তুত করিয়া ইহাঁর সমীপে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৯২॥
চিত্র। ইহা আমার অভিমত বটে ॥৯৩॥

(তখন উর্ব্বশী পত্র লিখিয়া নিক্ষেপ করিলেন)

বিদূ। অহে! এ কি! আমাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত কি সাপের খোলস পড়িল? ৯৪॥
রাজা। (দর্শন করিয়া) ইহা ভুজঙ্গ-নির্ম্মোক নয়, ভূর্জ্জপত্রগত অক্ষরবিন্যাস ॥ ৯৫॥
বিদূ। অহো! উর্ব্বশী কি প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া মহারাজের বিলাপবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ভূর্জ্জপত্রে অনুরাগ-সূচক অক্ষরাবলী বিন্যাস করিয়া নিক্ষেপ করিলেন? ৯৬॥

রাজা। নাস্তি অশক্যং দৈবস্য। (গৃহীত্বা অনুবাচ্য চ সহর্ষম্) সখে! উপপন্নস্তে বিতর্কঃ ॥ ৯৭

বিদূ। জং এত্থ অহিলিহিদং তং সুণিদুং ইচ্ছামি ॥ ৯৮ ॥

উর্ব্ব। সাহু সাহু অজ্জ! ণাঅরোসি ॥ ৯৯ ॥

রাজা। শ্রূয়তাম্ (ইতি বাচয়তি) সামিঅ! সম্ভাবিআ জহ অহং তুএ অমুণিআ, তহেঅ অণুরত্তস্স সুহঅ। এঅং এঅং তুহ ণবরি ণ মে ললিঅ পরিআআসঅণিজ্জম্পি হোন্তি সুহা, ণন্দণবণবাআবি সিহি বিঅ ণিঅ সরীরে ॥ ১০০ ॥

উর্ব্ব। কিণ্ণু খু সম্পদং ভণেদি ॥ ১০১ ॥

চিত্র। কিং ণ ভণিদং ইমিণাল-কমল-ণাল সরিসেহিং অঙ্গেহিং ॥ ১০২ ॥

বিদূ। দিট্ঠিআ মএ বুভুক্খিদেণ সোত্থিবাঅণিঅং বিঅ লদ্ধং ভবদো সমং সাসণকারণং ॥ ১০৩ ॥

রাজা। সমাশ্বাসনমিতি কিমুচ্যতে? পশ্য—

তুল্যানুরাগপিশুনং ললিতার্থবন্ধং, পত্রে নিবেশিতমুদাহরণং প্রিয়ায়াঃ।
উৎপশ্যতো মম সখে! মদিরেক্ষণায়াস্তস্যাঃ সমাগতমিবাননমাননেন ॥ ১০৪ ॥

উর্ব্ব। এত্থ ণো সমবিভাগা নদী ॥ ১০৫ ॥

রাজা। বয়স্য! অঙ্গুলীস্বেদেন মে লুপ্যন্তে অক্ষরাণি; ধার্য্যতাময়ং স্বহস্তে নিঃক্ষেপঃ প্রিয়ায়াঃ॥১০৬॥

বিদূ। তদো কিং দাণিং তত্থভোদী উব্বসী ভবদো মণোরহতরুকুসুমং দংসিঅ ফলে বিসংবদদি?১০৭॥

উর্ব্ব। হলা! জাব উবত্থাণকাদরং অত্তাণঅং সমত্থাবেমি, তাব তুমং অত্তাণঅং দংসিঅ জং মে অণুমদং তং ভণাহি ॥ ১০৮ ॥

রাজা। দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই। (পত্র গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ করিয়া হর্ষসহকারে) সখে! আপনার বিতর্কই সপ্রমাণ হইল ॥ ৯৭ ॥

বিদূ। ইহাতে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ৯৮ ॥

উর্ব্ব। আর্য্য! সাধু! তুমি একজন নাগর বটে ॥ ৯৯ ॥

রাজা। সখে! শ্রবণ কর। (এই বলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন) "হে স্বামিন্! আপনি যেমন আমাকে কঠিনহৃদয়া ও আপনার মানসিক পীড়াব অনভিজ্ঞা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, হে সুভগ! আপনারও আমি সেইরূপ অনভিজ্ঞতা জানিলাম, ফলতঃ আপনার বিরহে সুকুমার পারিজাতপুষ্প-শয্যাতেও আমার সুখ নাই এবং আমার শরীরে নন্দনবন-বায়ুও বহ্নির ন্যায় বোধ হইয়া থাকে" ॥১০০॥

উর্ব্ব। পত্র পাঠ করিয়া এক্ষণে কি বলেন, দেখা যাউক্ ॥ ১০১ ॥

চিত্র। পরিম্লান কমলনাল তুল্য অঙ্গ দ্বারা কি উনি বলেন নাই? ১০২ ॥

বিদূ। ভাগ্যবশে আমার ক্ষুধার সময় স্বস্তিবাচনের ন্যায় আপনার সমাশ্বাসের কারণ লাভ করিলাম ॥ ১০৩ ॥

রাজা। "সমাশ্বাসন" হইল বলিয়া কি বলিতেছ? দেখ, প্রিয়ার তুল্যরূপ অনুরাগসূচক মনোহর অর্থ-সমন্বিত ও সুললিতরচনাবিশিষ্ট বাক্যাবলী পত্রমধ্যে নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ যে, আমি যখন উর্দ্ধমুখে দৃষ্টি করিতেছি, তখন মদায় আননের সহিত প্রিয়ার বদন আসিয়া যেন সম্মিলিত হইল, প্রিয়ার উক্ত ভাবটী ঠিক সেইরূপই হইয়াছে ॥ ১০৪ ॥

উর্ব্ব। এই বিষয়ে আমাদের বুদ্ধি সমানরূপেই বিভক্ত হইয়াছে ॥ ১০৫ ॥

রাজা। বয়স্য! অঙ্গুলি-স্বেদ দ্বারা অক্ষর-সকল বিলুপ্ত হইতে পারে; অতএব প্রিয়ার এই নিক্ষেপ-বস্তু তুমি স্বহস্তে রক্ষা কর ॥ ১০৬ ॥

বিদূ। তবে কি এখন সেই দেবী উর্ব্বশী আপনার মনোরথতরুর পুষ্প দেখাইয়া ফলের বিষয়ে বিসংবাদ করিতেছেন? ১০৭ ॥

উর্ব্ব। সখি! আমি এখন মহারাজের নিকট উপস্থিত হইতে কাতর, অতএব যাবৎ আপন আত্মাকে স্থির করিতে না পারি, তাবৎ তুমিই নিজ রূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক আমার অভিমতবিষয় নিবেদন কর ॥১০৮॥

চিত্র। তহ। (ইতি তিরস্করিণীমপনীয় রাজানমুপসৃত্য) জঅদু জঅদু মহারাও॥ ১০৯॥

রাজা। (সম্ভ্রমাদরগর্ভম্) স্বাগতং ভবত্যৈ ! (পার্শ্বমবলোক্য) ভদ্রে !

ন তথা নন্দয়সি মাং সখ্যা বিরহিতয়া তয়া। সঙ্গমে দৃষ্টপূর্ব্বেব যমুনা গঙ্গয়া যথা॥ ১১০

চিত্র। ণং পঢ়মং মেহরাঈ দীসদি পচ্চা বিজ্জুলিআ॥ ১১১॥

বিদূ। (অপবার্য্য) কধং ণ এসা উব্বসী উবগদা ? তথভোদীএ সহঅরীএ এদীএ হোদব্বং॥ ১১২॥

রাজা। এতদাসনমাস্যতাম্॥ ১১৩॥

চিত্র। (উপবিশ্য) উব্বসী মহারাঅং সিরসা পণমিঅ বিণ্ণবেদি॥ ১১৪॥

রাজা। কিমাজ্ঞাপয়তি ? ১১৫॥

চিত্র। মম তস্সিং সুরারিসম্ভবে দুক্খএ মহারাও জ্জেব সরণং আসী ; সম্পদং সাহং তুহ দংসণমুখেণ আআসিণা বলিঅং বাধেঅমাণা মঅণেণ পুণোবি মহারাঅস্স অণুকম্পণীআ হোমি॥ ১১৬॥

রাজা। অয়ি সখি !

পর্য্যুৎসুকাং কথয়সি প্রিয়দর্শনাং তামার্ত্তিং ন পশ্যসি পুরূরবসস্তদর্থাম্।
সাধারণোঽয়মুভয়োঃ প্রণয়ো স্মরস্য, তপ্তেন তপ্তময়সা ঘটনায় যোগ্যম্॥ ১১৭॥

চিত্র। (উর্ব্বশীমুপেত্য) হলা ! ইদো এহি, ণিদুঅদরং ভীষমঅণং পেখ্কিঅং পিঅদমস্স দে দুইক্কি সংবুত্তা॥ ১১৮॥

উর্ব্ব। (শোকাৎ সকম্পা সসাধ্বসা) অমি অণবখিদে ! লহুং জ্জেব তুএ পবিচ্চত্তাহ্মি॥ ১১৯॥

চিত্র। (সস্মিতম্) এদস্সিং মুহুত্তে জাণিস্সামো কা কং পরিচ্চঈস্সদিত্তি ; সাআরং দাব পলিবজ্জ॥ ১২০॥

চিত্র। তাহাই হউক্। (এই বলিয়া তিরস্করণী বিদ্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজার নিকটে যাইয়া) মহারাজ ! জয়যুক্ত হউন্, জয়যুক্ত হউন্॥ ১০৯॥

রাজা। (আদরের সহিত সসম্ভ্রমে) আপনার কুশলে আগমন হইয়াছে ত ? (পার্শ্বের দিকে দৃষ্টি করিয়া) ভদ্রে ! পূর্ব্বে গঙ্গার সহিত যমুনার সঙ্গম দর্শন করিয়া যেমন আনন্দিত হইয়াছিলাম, এক্ষণে তোমাকে প্রিয়সখী-বিরহিত দর্শন করিয়া সেরূপ আনন্দলাভ করিতে পারিলাম না। ১১০॥

চিত্র। প্রথমে কাদম্বিনী, তৎপরেই বিদ্যুল্লতা দৃষ্ট হইয়া থাকে॥ ১১১॥

বিদূ। (স্বগত) ইনি কি উর্ব্বশী নহেন ? (প্রকাশ্যে) তবে আপনি কি উর্ব্বশীর সহচরী ? ১১২॥

রাজা। এই আসন, উপবেশন করুন॥ ১১৩॥

চিত্র। (উপবেশন পূর্ব্বক) উর্ব্বশী শিরোদ্বারা প্রণিপাত করিয়া পুনর্ব্বার মহারাজকে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন॥ ১১৪॥

রাজা। কি আজ্ঞা করিতেছেন ? ১১৫ ?

চিত্র। আমার সেই দানব-কৃত অত্যাচারে মহারাজই আশ্রয়স্থান ছিলেন, দুর্দ্দান্ত দানব-হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া এক্ষণে আমি আপনার দর্শনজাত মদনদ্বারা অতিশয় ক্লেশ পাইতেছি এবং মহারাজের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়া পুনর্ব্বার আপনার কৃপাপাত্র হইবার বাসনা করিতেছি॥ ১১৬॥

রাজা। অয়ি সখি ! আপনি কি বলিতেছেন যে, সেই প্রিয়দর্শনা কামিনী আমার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুকা হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নিমিত্ত এই পুরূরবার যে আভ্যন্তরিক বেদনা হইতেছে, তাহা কি দর্শন করিতেছেন ? ফলতঃ হে সখি ! আমাদের এই প্রণয় সমানরূপে সংঘটিত হইয়াছে, অতএব আপনি এক্ষণে তপ্তলৌহ-খণ্ডের সহিত তপ্তলৌহখণ্ড যোগ করিতে বিশেষ যত্নবতী হউন্॥ ১১৭॥

চিত্র। (উর্ব্বশীর নিকট গমন করিয়া) সখি ! এদিকে আসুন, আপনার প্রিয়তমের অতি গূঢ়তর ভীষণ মদন দর্শন করিয়া আমাকে তাঁহারই দূতী হইতে হইয়াছে॥ ১১৮॥

উর্ব্ব। (ভয়ে ও কম্পন সহকারে) অয়ি অনবস্থিতে ! তুমি সুকুমার উপায়ে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের হইতেছ ? ১১৯॥

চিত্র। (ঈষৎ হাসিয়া) কে কাহাকে পরিত্যাগ করে, তাহা এই মুহূর্ত্তেই জানা যাইবে। আপনি এক্ষণে আকার ধারণ করুন্॥ ১২০॥

উর্ব্ব। (সসাধ্বসমুপসৃত্য সব্রীড়ম্) জঅদু জঅদু মহারাও ॥ ১২১ ॥

রাজা। (সহর্ষম্) সুন্দরি !

ময়া নাম জিতং যস্য ত্বয়া জয় উদীর্য্যতে। জয়শব্দঃ সহস্রাক্ষাদাগতঃ পুরুষান্তরম্ ॥ ১২২ ॥

(হস্তে গৃহীত্বা আসনে উপবেশয়তি)

বিদূ। কীদিসী খিদী ভোদীএ ? রণ্ণো পিঅবঅস্সো বহ্মণো ণ বন্দীঅদি ? ১২৩ ॥

(উর্ব্বশী সস্মিতং প্রণমতি)

বিদূ। সোত্থি ভোদী ॥ ১২৪ ॥

(নেপথ্যে). দেবদূতঃ। চিত্রলেখে! ত্বরয় উর্ব্বশীম্। মুনিনা ভরতেন যঃ প্রয়োগো ভবতীষ্বষ্টরসা-শ্রয়ো নিবদ্ধঃ ললিতাভিনয়ং তমদ্য ভর্ত্তা মরুতাং দ্রষ্টুমনাঃ সলোকপালঃ ॥ ১২৫ ॥

(সর্ব্বে আকর্ণয়ন্তি, উর্ব্বশী বিষাদং রূপয়তি)

চিত্র। সুদং তুএ দেঅদূঅস্স বঅণং ? তা অণুজানাহি দাব মহারাঅং ॥ ১২৬ ॥

উর্ব্ব। (নিশ্বস্য) ণত্থি মে বাআবিহবো ॥ ১২৭ ॥

চিত্র। মহারাঅ ! উব্বসী বিণ্ণবেদি, পরবসো অঅং জণো ; মহারাএণ অব্ভণুণ্ণাদা ইচ্ছামি দেঅদেঅস্স অণবরদ্ধং অত্তাণঅং কাদুং ॥ ১২৮ ॥

রাজা। (কথং কথমপি বচনং সংস্থাপ্য) নাহং ভবত্যোরীশ্বর-নিয়োগহন্তা ; কিন্তু স্মর্ত্তব্যস্ত্বয়ং জনঃ ॥ ১২৯ ॥

[উর্ব্বশী বিয়োগদুঃখং রূপয়িত্বা রাজানং পশ্যন্তী সহ সখ্যা নিষ্ক্রান্তা।

রাজা। (সনিশ্বাসম্) বৈয়র্থ্যমিব চক্ষুষঃ সম্প্রতি ॥ ১৩০ ॥

উর্ব্ব। (সভয়ে রাজার নিকটে যাইয়া লজ্জাসহকারে) মহারাজার জয় হউক, মহারাজের জয় হউক্ ॥ ১২১ ॥

রাজা। (সহর্ষে) সুন্দরি ! তুমি যেখানে আমার জয় উচ্চারণ করিতেছ, সেখানে আমার জয় ত অগ্রেই হইয়াছে। তোমার উচ্চারিত জয়শব্দ পূর্ব্বে একমাত্র সহস্রলোচনেই নিবদ্ধ ছিল, এক্ষণে উহা পুরুষান্তরে সমাগত হইল। (এই বলিয়া উর্ব্বশীর হস্তধারণ করিয়া আসনে বসাইলেন) ॥ ১২২ ॥

বিদূ। আপনার মর্য্যাদা কিরূপ ? রাজার প্রিয়বয়স্য একজন ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন, আপনি তাঁহাকে বন্দনা করিলেন না ? ১২৩ ॥

(উর্ব্বশী ঈষৎ হাসিয়া বিদূষককে প্রণাম করিলেন)

বিদূ। আপনার কল্যাণ হউক্ ॥ ১২৪ ॥

(নেপথ্যে) দেবদূত। চিত্রলেখে ! উর্ব্বশীকে ত্বরা দাও। মহর্ষি ভরত অষ্টরস-প্রধান লক্ষ্মী-স্বয়ংবর নামক যে রূপক রচনা করিয়া তোমাদের শিক্ষার্থ সমর্পণ করিয়াছেন, এক্ষণে দেবরাজ লোকপাল-গণের সহিত সেই মনোহর অভিনয় দর্শন করিতে মানস করিয়াছেন ॥ ১২৫ ॥

(সকলের শ্রবণ, উর্ব্বশী বিষাদ প্রকাশ করিলেন)

চিত্র। দেবদূতের বাক্য শুনিলে ? তবে মহারাজের অনুজ্ঞা গ্রহণ কর ॥ ১২৬ ॥

উর্ব্ব। (নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না ॥ ১২৭ ॥

চিত্র। মহারাজ! উর্ব্বশী নিবেদন করিতেছেন যে, আমি পরবশ, অতএব মহারাজের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক দেবরাজের আদেশ প্রতিপালন করত আত্মাকে অনপরাধী করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ১২৮ ॥

রাজা। (অতিকষ্টে বাক্য সংস্থাপন করিয়া) আমি আপনাদের প্রভু-নিয়োগের ব্যাঘাত করিব না, কিন্তু আপনারা আমাকে স্মরণ রাখিবেন ॥ ১২৯ ॥

[উর্ব্বশী বিয়োগদুঃখের অভিনয় করিয়া রাজাকে দর্শন করিতে করিতে সখীর সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) এখন যেন চক্ষুর বৈকল্য ঘটিল ॥ ১৩০ ॥

বিদূ। (পত্রং দর্শয়িতুকামঃ) ণং ভূজ্জ (ইত্যর্দ্ধোক্তেন আত্মগতং) অবিদ ! অবিদ ! ভো, উব্বসীদংসণবিম্হিদেণ মএ তং ভূজ্জবত্তং পব্ভট্টং পি হত্তাদো ণ বিগ্নাদং ॥ ১৩১ ॥

রাজা। কিমসি বক্তু কামঃ ? ১৩২ ॥

বিদূ। বঅস্স ! ইদম্হি বত্তু কামো ণ ভবং অঙ্গাইং মুঞ্চদু ; দঢ়ং কৃখু তই বদ্ধভাবা উব্বসী, ণ সা ইদোগহুঅ এদং অণুবন্ধং সিঢ়িলীকরিস্সদি ত্তি ॥ ১৩৩ ॥

রাজা। মমাপ্যেতদেব মনসি বর্ত্ততে ; তয়া খলু প্রস্থানে,—

অনীশয়া শরীরস্য হৃদয়ং স্ববশং ময়ি। স্তনকম্পক্রিয়ালক্ষ্যৈর্ন্যস্তং নিশ্বসিতৈরিব ॥ ১৩৪ ॥

বিদূ। (স্বগতম্) বেবদি মে হিঅঅং; কেত্তিঅং বেলং তস্স ভূজ্জবত্তস্স অস্তভবদা বঅস্সেণ ণামং গেণ্হিদব্বং ত্তি ॥ ১৩৫ ॥

রাজা। বয়স্য ! কেনেদানীমুন্মনসমাত্মানং বিনোদয়ামি ? (স্মৃত্বা) উপহর ভূর্জ্জপত্রম্ ॥ ১৩৬ ॥

বিদূ। (সর্ব্বতো দৃষ্ট্বা সবিষাদং) হা কধং ণ দীসদি ; ভো দিব্বং কৃখু তং ভূজ্জবত্তং গদং উব্বসীএ মগ্গেণ ॥ ১৩৭ ॥

রাজা। (সাসূয়ং) সর্ব্বত্র প্রমাদী বৈধেয়ঃ ॥ ১৩৮ ॥

বিদূ। ণং বিচীয়তাং। (উত্থায়) ইদো ভবে ইধ বা ভবে (ইতি বহুবিধং নৃত্যতি) ॥ ১৩৯ ॥

(ততঃ প্রবিশতি দেবী, চেটী চ, বিভবতশ্চ পরিবারঃ)

দেবী। হঞ্জে ণিউণিএ ! সচ্চং লদাঘরং বীসন্তো অজ্জমাণবঅসহাও দিট্টো তুএ মহারাও ? ১৪০ ॥

চেটী। অলিঅং কিং মএ ভট্টিণী বিণ্ণবিদপুব্বা ? ১৪১ ॥

বিদূ। (রাজাকে সেই পত্রখানি দেখাইতে ইচ্ছা করিয়া) "ভূর্জ্জ" (এই অর্দ্ধোক্তির পর মনে করিতে লাগিলেন) ঐ ! আমি উর্ব্বশী দর্শনে এমন বিস্মিত হইয়াছি যে, সেই ভূর্জ্জপত্র হস্ত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আমি জানিতে পারি নাই ॥ ১৩১ ॥

রাজা। আপনি কি কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন ? ১৩২ ॥

বিদূ। বয়স্য ! আমি এই বলিতে ইচ্ছা করি যে, আপনি অঙ্গ-সকল শিথিল করিবেন না, অবসন্ন হইবেন না, আপনার প্রতি উর্ব্বশীর ভাব দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ হইয়াছে, তিনি এখান হইতে গমন করিলেও এই ভাবানুবন্ধ শিথিল করিতে পারিবেন না ॥ ১৩৩ ॥

রাজা। আমার মনেও তাহাই হইতেছে। প্রস্থানসময়ে তিনি নিজ দেহের অধীনস্থ হেতু, নিজের হৃদয় ও স্তন-কম্পন-ক্রিয়া দ্বারা নিশ্বাস সহকারে আমাতেই বিন্যস্ত করিয়াছেন ॥ ১৩৪ ॥

বিদূ। (স্বগত) আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, কিন্তু বয়স্য সেই ভূর্জ্জপত্র কখন গ্রহণ করিবেন, বলিতে পারি না ॥ ১৩৫ ॥

রাজা। বয়স্য ! এখন কি উপায়ে এই উৎকণ্ঠিত মনকে বিনোদন করি ? (স্মরণ করিয়া) সেই ভূর্জ্জপত্র আনয়ন কর ॥ ১৩৬ ॥

বিদূ। (চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিষাদ সহকারে) হায় ! তাহা দেখিতেছি না কেন ? মহারাজ, সেই ভূর্জ্জপত্র স্বর্গীয়, অতএব তাহা উর্ব্বশীর সঙ্গেই গিয়াছে ॥ ১৩৭ ॥

রাজা। (অসূয়াসহকারে) মূর্খগণের সকল স্থানেই প্রমাদ ঘটিয়া থাকে ॥ ১৩৮ ॥

বিদূ। এক্ষণে অন্বেষণ করা যাউক। (এই বলিয়া উঠিয়া) এখানে আছে কিংবা এইখানে আছে। (এইরূপে বিবিধ প্রকারে নৃত্য করিতে লাগিলেন) ॥ ১৩৯ ॥

(বিভবানুযায়িক পরিবার সহিত দেবীর ও চেটীর প্রবেশ)

দেবী। অয়ি নিপুণিকে ! সত্যই কি মহারাজ আর্য্যমানবকের সহিত লতাগৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, তুমি দেখিয়াছ ? ১৪০ ॥

চেটী। আমি কি পূর্ব্বে কখনও স্বামিনীর নিকটে মিথ্যা বলিয়াছি ? ১৪১ ॥

দেবী। তেণ হি লদাবিড়বস্তরিদা সুণিস্‌সং দাব বিস্‌সদ্ধ মন্তিদাইং; জং তুএ কধিদং সচ্চকং ণ বেত্তি ॥ ১৪২ ॥

চেটী। জং দেঈএ রুচ্চদি ॥ ১৪৩ ॥

দেবী। (পরিক্রম্য পুরস্তাদবলোক্য চ) ণিউণিএ! কিণ্ণেদং পত্তং ণরচ্চিরঅং বিঅ ইদো দক্‌খিণমারুদেণ আণীঅদি ॥ ১৪৪ ॥

চেটী। (বিভাব্য) ভট্টিণি! পলিবণা বিভাবিদক্‌খরং ভূজ্জবত্তং ক্‌খু এদং, হন্ত কধং দেঈএ জ্জেব ণেউরপরিলগ্‌গং! (গৃহীত্বা) ণং বাচীঅদু এদং ॥ ১৪৫ ॥

দেবী। ণং অবলাএহি দাব; জই অবিরুদ্ধং ততো সুণিস্‌সং ॥ ১৪৬ ॥

চেটী। (তথা কৃত্বা) ভট্টিণি তং জ্জেব এদং কোলী ণঅং বিঅন্তদি; মহারাঅং উদ্দিসিঅ উব্বসী অক্‌খরঅং কব্ববন্ধং ত্তি তক্কেমি, অজ্জমাণবঅপ্পমাদাদো অম্মাণং হত্থং আঅদং ত্তি॥ ১৪৭ ॥

দেবী। ণং গহিদত্থা হোহি ॥ ১৪৮ ॥

চেটী। (বাচয়তি) ॥ ১৪৯ ॥

দেবী। হঞ্জে! এদেণ জ্জেব উবহারেণ তং অচ্ছরাকামুঅং পেক্‌খম্হ ॥ ১৫০ ॥

চেটী। জং দেঈ আণবেদি ॥ ১৫১ ॥

রাজা। ভগবন্! বসন্ত-সখে মলয়ানিল!

বাসার্থং হর সম্ভৃতং সুরভিতং পৌষ্পং রজো বীরুধাং,কিং কার্য্যং ভবতো হৃতেন দয়িতস্নেহস্বহস্তেন মে।
জানাত্যেব ভবান্ বিনোদনশতৈরেবংবিধৈর্ধারিতং, কামার্ত্তং জনমপ্সরাভিভবিতুং নালম্বিতাশ্বাসনম্॥১৫২॥

দেবী। তবে লতাবিটপের অন্তরালে থাকিয়া তাঁহাদের বিশ্বস্ত মন্ত্রণা শ্রবণ করিব, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য কি না জানিব ॥ ১৪২ ॥

চেটী। দেবীর যাহা অভিরুচি হয় ॥ ১৪৩ ॥

দেবী। (পরিক্রমণ করত অগ্রে অবলোকন করিয়া) নিপুণিকে! নবীন বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় দক্ষিণপবন দ্বারা আনীত হইতেছে, এটী কি? ১৪৪ ॥

চেটী। দেবি! ইহা ভূর্জ্জপত্র, কিন্তু সমীরণ দ্বারা বারংবার পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া ইহার অক্ষরসকল বুঝা যাইতেছে না, অহো! ইহা যে দেবীর নূপুরে আসিয়া লগ্ন হইল। তবে আপনিই ইহা পাঠ করুন্ ॥ ১৪৫ ॥

দেবী। অগ্রে অবলোকন কর। যদি অবিরুদ্ধ হয়, তবে শুনিব ॥ ১৪৬ ॥

চেটী। (দর্শন করিয়া) ইহাতে সেই লোকবাদই প্রকাশিত হইতেছে। উর্ব্বশী মহারাজের উদ্দেশে কাব্যরচনা করিয়া এই অক্ষরবিন্যাস করিয়াছে বিবেচনা হয়। আর্য্যমানবকের অনবধানতা হেতু ইহা এক্ষণে আমাদিগের হস্তগত হইল ॥ ১৪৭ ॥

দেবী। ইহার অর্থ গ্রহণ কর ॥ ১৪৮ ॥

চেটী। (পাঠ করিতে লাগিল) ॥ ১৪৯ ॥

দেবী। এই উপহার দ্বারা বোধ হইতেছে যে, তিনি অপ্সরা-কামুক হইয়াছেন, এক্ষণে চল, তাঁহার অবস্থা অবলোকন করি ॥ ১৫০ ॥

চেটী। দেবী যাহা আজ্ঞা করিতেছেন ॥ ১৫১ ॥

রাজা। হে ভগবন্! বসন্তসহায় মলয়পবন আপনার সৌগন্ধের নিমিত্ত লতা-সকলের সুরভি পুষ্পরজঃ হরণ করিয়া থাকে। আমার দয়িতা সেই পত্রখানি আমাকে স্নেহপ্রকাশ পূর্ব্বক হৃদয়ের অবলম্বনস্বরূপ প্রদান করিয়াছেন, এখানি অপহরণ করিয়া আপনার কি লাভ হইবে? এতাদৃশ হস্তলিখিত চিত্রফলকাদি দ্বারা শত শত বিরহিজন জীবন ধারণ করিয়া থাকে, আপনি সেই কামপীড়িত পুনঃপ্রাপ্তির আশা-সমন্বিত ব্যক্তিদিগকে পরাভব করিতে যথার্থই জানেন না। ফলতঃ আপনি জগৎপ্রাণ হইয়া বিরহিগণের প্রাণরক্ষণের উপায়-স্বরূপ লেখাপহরণ করিতেছেন? ইহা আপনার পক্ষে উচিত হয় না ॥ ১৫২ ॥

চেটী। দেই! পেক্খ পেক্খ, এদস্স জ্জেব ভূজ্জবত্তস্স অণ্ণেসণা বট্টদি ॥ ১৫৩ ॥
দেবী। তা ণং পেক্খম্ভ দাব তুহ্ণিং চিট্ঠ ॥ ১৫৪ ॥
বিদূ। ভো! কিণ্ণু ক্খু এদং? উম্মিল্ল মাণীলপঙ্কজচ্ছবিণা মউরপিচ্ছেণ বিপ্পলদ্ধহ্মি ॥ ১৫৫ ॥
রাজা। সর্ব্বথা হতোঽস্মি মন্দভাগ্যঃ ॥ ১৫৬ ॥
দেবী। (সহসোপসৃত্য) অজ্জউত্ত! অলং আবেএণ; এদং তং ভূজ্জবত্তং ॥ ১৫৭ ॥
রাজা। (সসম্ভ্রমাত্মগতম্) অয়ে দেবি! (সবৈলক্ষ্যং প্রকাশম্) স্বাগতং দেব্যৈ ॥ ১৫৮ ॥
দেবী। দুরাগদং দাণিং মে সংবুত্তং ॥ ১৫৯ ॥
রাজা। (জনান্তিকম্) বয়স্য! কথমত্র প্রতিবিধেয়ম্? ১৬০ ?
বিদূ। (জনান্তিকম্) লোত্তেণ গহিদস্স কুম্ভিলঅস্স ণত্থি বাআ পলিবিধাণং ॥ ১৬১ ॥
রাজা। (অপবার্য্য) মূঢ়! নায়ং পরিহাসকালঃ (প্রকাশম্) নেদং পত্রং ময়া মৃগ্যতে, তৎ খলু মন্ত্রপত্রং যদন্বেষণায় মমায়মারম্ভঃ ॥ ১৬২ ॥
দেবী। জুজ্জই অত্তণো সোহগ্গ ণিগূহিদং ॥ ১৬৩ ॥
বিদূ। ভোদি! তুবরাবেহি সে ভোঅণং, জেণ পিত্তপ্পসমণেণ সুত্থো ভোদি ॥ ১৬৪ ॥
দেবী। ণিউণিএ! সোহণং ক্খু আস্সাসিদো পিঅবঅস্সো বম্হণেণ। কিং অণ্ণ, অণ্ণচিন্তাএ আবেসিদো পিঅো খিজ্জদি ॥ ১৬৫ ॥
বিদূ। ণং পেক্খ, সব্বো আস্সাসিদো চিত্তভোঅণেণ ॥ ১৬৬ ॥
রাজা। মূর্খ! বলাদপরাধিনং মামাপাদয়সি ॥ ১৬৭ ॥
দেবী। ণত্থি পভবন্তস্স অবরাহো, ভবামি; ণিউণিএ! ইদো এহি ॥ ১৬৮ ॥

[ইতি সকোপং প্রস্থিতা।

চেটী। দেবি! দেখুন, দেখুন! এখনও এই ভূর্জ্জপত্রের অন্বেষণ চলিতেছে ॥ ১৫৩ ॥
দেবী। তবে আমরা দেখি, তুমি চুপ করিয়া থাক ॥ ১৫৪ ॥
বিদূ। বয়স্য! এ কি? নীলপঙ্কজপ্রভ ময়ূরপুচ্ছের বিস্তার দ্বারা বঞ্চিত হইতেছি ॥ ১৫৫ ॥
রাজা। আমি অতিশয় মন্দভাগ্য, সর্ব্বতোভাবেই আমি নিহত হইলাম ॥ ১৫৬ ॥
দেবী। (সহসা সম্মুখে উপস্থিত হইয়া) আর্য্যপুত্র! উদ্বিগ্ন হইবেন না, এই সেই ভূর্জ্জপত্র ॥ ১৫৭ ॥
রাজা। (সম্ভ্রম সহকারে স্বগত) দেবী আসিয়াছেন! (লজ্জার সহিত প্রকাশ্যে) দেবীর সুখে আগমন ত? ১৫৮ ॥
দেবী। এক্ষণে আমার দুঃখে আগমন হইয়াছে ॥ ১৫৯ ॥
রাজা। (জনান্তিকে) বয়স্য! কি উপায়ে ইহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য? ১৬০ ॥
বিদূ। (জনান্তিকে) লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ চোর ধরা পড়িয়াছে, এই বাক্য দ্বারা ইঁহার প্রতিবিধান হইবে না? ১৬১ ॥
রাজা। (জনান্তিকে) মূঢ়! ইহা পরিহাসের সময় নয়। (প্রকাশ্যে) এই পত্র আমরা অন্বেষণ করি নাই, আমরা যাহার অন্বেষণ করিতেছি, তাহা দেবমন্ত্রময় পত্র ॥ ১৬২ ॥
দেবী। আত্মসৌভাগ্য গোপন করাই যুক্তিসিদ্ধ ॥ ১৬৩ ॥
বিদূ। দেবি! শীঘ্রই ইঁহাকে ভোজন করান, তাহা হইলে পিত্ত প্রশমিত হইয়া সুস্থ হইবেন ॥ ১৬৪ ॥
দেবী। নিপুণিকে! এই ব্রাহ্মণ উত্তম উপায় দ্বারা স্বীয় প্রিয়বয়স্যকে আশ্বাসিত করিলেন, আর কিছুই নয়, প্রিয়বয়স্য কেবল অন্নচিন্তায় আবিষ্ট হইয়া খেদ করিতেছেন ॥ ১৬৫ ॥
বিদূ। দেখুন, সকলেই বিচিত্র ভোজন দ্বারা আশ্বাসিত হইয়া থাকে ॥ ১৬৬ ॥
রাজা। মূর্খ! আমাকে বলপূর্ব্বক অপরাধী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছ? ১৬৭ ॥
দেবী। যাঁহারা প্রভাবশালী, তাঁহাদের অপরাধ নাই। বিপরীতদর্শিনী হইয়া অগ্রভাগে উপস্থিত হইলাম বলিয়া আমিই অপরাধিনী। নিপুণিকে! এদিকে আইস ॥ ১৬৮ ॥

[এই বলিয়া কোপসহকারে প্রস্থান।

রাজা। অপরাধী নূনমহং, প্রসীদ রম্ভোরু! বিরম সংরম্ভাৎ। সেব্যা জনশ্চ কুপিতঃ কথং নু দাসো নিরপরাধঃ। (ইতি পাদয়োঃ পততি) ॥ ১৬৯ ॥

দেবী। কিদব! লহুহিঅআ ক্খু অহং, অণুণঅং ণ গেহ্ণামি; কিন্তু দক্খিণস্স দে কিদপখাত্তাবস্স ভাআমি ॥ ১৭০ ॥

চেটী। ইদো ইদো দেবী ॥ ১৭১ ॥

[ইতি রাজানমপহায় সপরিজনা দেবী নিষ্ক্রান্তা।

বিদূ। পাউসণঈ বিঅ অপ্পসণ্ণা জ্জেব তখভোদী গদা, তা উত্থেহি ॥ ১৭২ ॥

রাজা। (উত্থায়) বয়স্য! নেদমুপপন্নম্। পশ্য—

প্রিয়বচনকৃতোঽপি যোষিতাং, দয়িতজনানুনয়ো রসাদৃতে।
প্রবিশতি হৃদয়ং ন তদ্বিদাং, মণিরিব কৃত্রিমরাগযোজিতঃ ॥ ১৭৩ ॥

বিদূ। অণুউলং জ্জেব ভবদো এদং বঅণং; ণ হি অক্খিদুক্খিদো সংমুহে দীবসিহং সহদি? ১৭৪ ॥

রাজা। মৈবম্। উর্ব্বশীগতমনসোঽপি মম দেব্যাং স এব বহুমানঃ; কিন্তু প্রণিপাতলঙ্ঘনাদহমপি তস্যাং ধৈর্য্যমবলম্বিষ্যে ॥ ১৭৫ ॥

বিদূ। ভো! চিট্টদু দাব দেঈকধা, বুভুক্খিদস্স মে জাবিঅং অবলম্বহু ভবং; সমও ক্খু ণ্হাণভোঅণং সেবিদুং ॥ ১৭৬ ॥

রাজা। (ঊর্দ্ধমবলোক্য) কথমর্দ্ধং গতং দিবসস্য ॥ ১৭৭ ॥ অতঃ খলু—

রাজা। আমি নিশ্চয়ই অপরাধী। হে রম্ভোরু! প্রসন্না হও, ক্রোধ হইতে বিরত হও। কুপিত ব্যক্তির কথা অশ্রোতব্য সন্দেহ নাই, দেবি! বুঝিয়া দেখ, দাস ব্যক্তি কিরূপে অপরাধশূন্য হইতে পারে? (এই বলিয়া রাজা দেবীর পদদ্বয়ে নিপতিত হইলেন) ॥ ১৬৯ ॥

দেবী! হে ধূর্ত্ত! আমি নিশ্চয়ই লঘুহৃদয়া, অতএব অনুনয় গ্রহণ করি না, আপনি সরল দক্ষিণ-নায়ক, সুতরাং পশ্চাৎ যে তাপ পাইবেন, সেই জন্যই আমার ভয় হইতেছে জানিবেন ॥ ১৭০ ॥

চেটী। দেবি! এদিকে! এদিকে ॥ ১৭১ ॥

[দেবী রাজাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিজনগণের সহিত নিষ্ক্রান্ত।

বিদূ। বর্ষাকালীন নদীর ন্যায় দেবী অপ্রসন্ন হইয়াই গমন করিলেন, তবে আপনি উঠুন! ১৭২ ॥

রাজা। বয়স্য! আমার এই অনুনয় ফলদায়ক হইল না। দেখ, অনুরাগ ব্যতিরেকে প্রিয়জনকৃত অনুনয় কামিনীগণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় না। কৃত্রিম লৌহিত্যাদি রাগ যোজনা করিলে যেমন মণি-পরীক্ষকগণের হৃদয়গ্রাহী হয় না, ইহাও সেইরূপ জানিবে ॥ ১৭৩ ॥

বিদূ। আপনার এই বাক্য অনুকূল বটে, যেহেতু, চক্ষুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি দীপশিখা কখনই সহ্য করিতে পারে না ॥ ১৭৪ ॥

রাজা। তাহা নহে, আমার মন উর্ব্বশীতে অনুরক্ত হইলেও দেবীর প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় বহুমান আছে, কিন্তু তিনি আমার প্রণিপাত লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আমি তাঁহার প্রতি সহসা প্রসন্ন হইব না ॥ ১৭৫ ॥

বিদূ। যাউক্, এখন দেবীর কথা, ক্ষুধায় আমার প্রাণ যায়, আপনি আমার প্রাণধারণের উপায় করুন্। এক্ষণে স্নান-ভোজনের সময় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৭৬ ॥

রাজা। (ঊর্দ্ধভাগে অবলোকন পূর্ব্বক) দিবসের অর্দ্ধভাগ গত হইয়া গিয়াছে, সেই হেতু,

উষ্ণালুঃ শিশিরে নিষীদতি তরোর্মূলালবালে শিখী, নির্ভিদ্যোপরি কর্ণিকারকুসুমান্যাশেরতে ষট্‌পদাঃ।
তপ্তং বারি বিহায় তীরনলিনীং কারণ্ডবঃ সেবতে,ক্রীড়াবেশ্মনিবেশিপঞ্জরশুকঃ ক্লান্তো জলং যাচতে ॥১৭৮॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।

দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ।

তৃতীয়োঽঙ্কঃ

—*—

(ততঃ প্রবিশতঃ ভরতশিষ্যৌ)

প্রথ। সখে পৈলব! অগ্নিশরণাদ্গচ্ছতা মহেন্দ্রমন্দিরমুপাধ্যায়েন স্বমাসনং গ্রাহিতঃ, অহমগ্নিশরণ-রক্ষার্থং স্থাপিতঃ, ততঃ পৃচ্ছামি গুরোঃ প্রয়োগেণ দেবপরিষদারাধিতা ন বেতি ? ১ ॥

দ্বিতী। ণ আণে কধ সা রাধিদা ভোদি, তস্‌সিং উণ সরস্‌সঈ কিদকব্ববন্ধে লচ্ছীসঅম্বরে উব্বসী তেসু রসন্তরেসু উন্মাদআ আসি ॥ ২ ॥

প্রথ। দোষবিকাশ ইতি বাক্যশেষঃ ॥ ৩ ॥

দ্বিতী। আং, তাএ বঅণং কৃথলিদং আসি ॥ ৪ ॥

প্রথ। কিমিব ? ৫ ॥

দ্বিতী। লচ্ছীভূমিআএ বত্তমাণা উব্বসী বারুণীভূমিআএ বত্তমাণাএ মেণআএ পুচ্ছিদা, সমগদা তিল্লোঅপুরিসা, সকেসবা লোঅবালা ; কস্‌সিং দে হিঅআহিণিবেসো ? ৬ ॥

শিখিগণ আতপাক্রান্ত হইয়া তরুসকলের মূলালবালে নিষণ্ণ হইয়া রহিয়াছে, ষট্‌পদগণ পদ দ্বারা বিকাসিত করিয়া কর্ণিকারকুসুম-সমূহের অভ্যন্তরে শয়ন করিয়াছে এবং কারণ্ডবগণ সন্তপ্ত সলিলরাশি পরিত্যাগ করিয়া স্থলকমলিনীর সেবা করিতেছে ও ক্রীড়াগৃহমধ্যে সংস্থাপিত পিঞ্জরস্থিত শুকপক্ষী আতপক্লান্ত হইয়া জল প্রার্থনা করিতেছে ॥ ১৭৭-১৭৮ ॥

[এই বলিয়া উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

(ভরতের শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ)

প্রথ। সখে পৈলব! আমাদের উপাধ্যায় মহর্ষি ভরত যখন অগ্নিশরণগৃহ হইতে মহেন্দ্রভবনে গমন করেন, তখন স্বীয় পদ গ্রহণ করাইয়া তোমাকে তথায় লইয়া গিয়াছিলেন, আমাকে অগ্নিশরণ-গৃহরক্ষার্থ রাখিয়া যান, সেই হেতু জিজ্ঞাসা করি, গুরুর সেই নাটক-প্রয়োগ দ্বারা দেবসভা পরিতোষ লাভ করিয়াছেন কি না ? ১ ॥

দ্বিতী। সখে গালব! কিরূপে সেই অমরসভা আরাধিতা হইয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু সেই লক্ষ্মীস্বয়ংবর-সংঘটিত সরস্বতীকৃত কাব্যবন্ধে উর্ব্বশী সেই সেই রসাবির্ভাবসময়ে উন্মাদিতা হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥

প্রথ। সেই অভিনয়ে বহুতর দোষ সংঘটিত হইয়াছিল, ইহাই বাক্যশেষে বক্তব্য ॥ ৩ ॥

দ্বিতী। তাহাতে বাচস্খলন ঘটিয়াছিল ॥ ৪ ॥

প্রথ। কিরূপ ? ৫ ॥

দ্বিতী। তাহাতে উর্ব্বশী লক্ষ্মী এবং মেনকা বারুণী সাজিয়াছিলেন। মেনকা উর্ব্বশীকে বলিলেন, ত্রৈলোক্যের পুরুষগণ এবং কেশব সহিত লোকপাল সকল সমাগত হইয়াছেন, এখন তোমার হৃদয় কোথায় অভিনিবিষ্ট হইয়াছে ? ৬ ॥

প্রথ। ততস্ততঃ ? ৭ ॥
প্রথ। তাএ পুরিসোত্তমে ত্তি ভণিদব্বে পুরূরবসিত্তিণিগ্গদা বাণী ॥ ৮ ॥
প্রথ। ভবিতব্যতানুবিধায়ীনি ; ন তামভিক্রুদ্ধো মুনিঃ ॥ ৯ ॥
দ্বিতী। সত্তা উঅজ্ঝাএণ ; মহেন্দেণ উণ অণুগ্গহিদা ॥ ১০ ॥
প্রথ। কথমিব ? ১১ ॥
দ্বিতী। জেণ তুএ মম উঅদেসো লঙ্ঘিদো, তেণ ণ দেদব্বং জাণং হুবিস্সদি ত্তি উঅজ্ঝাঅস্স সআসাদো সাও ; পুরন্দরেণ উণ লজ্জাঅোণদামুহিং উব্বসিং পেক্খিঅ এব্বং ভণিদং, জস্সিং বদ্ধভাবাসি তুমং তস্স মে রণসহা অস্স রাএসিণো পিঅং করণীঅং ; তা তুমং পুরূরবসং জধাকামং উবচিট্ঠ, জাব সো পড়িট্ঠিদসন্তাণো ভোদি ত্তি। ১২ ॥
প্রথ। সদৃশং পুরুষান্তরবেদিনো মহেন্দ্রস্য ॥ ১৩ ॥
দ্বিতী। (সূর্য্যমবলোক্য) কধাপ্পসঙ্গেণ অবরদ্ধা অহিসেঅবেলা, তা উঅজ্ঝাঅস্স পাসপরিবত্তিণো হোম্ব ॥ ১৪ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।

(ইতি বিষ্কম্ভকঃ)

(ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী)

কঞ্চু। সর্ব্বঃ কল্যে বয়সি যততে লব্ধুমর্থান্ কুটুম্বী, পশ্চাৎ পুত্রৈরপহিতভরঃ কল্পতে বিশ্রমায়।
অস্মাকন্তু প্রতিদিনমিয়ং সাদয়ন্তী প্রতিষ্ঠাং, সেবাকাকুঃ পরিণতিরভূৎ স্ত্রীষু কষ্টোঽধিকারঃ ॥
আদিষ্টোঽস্মি সনিয়মযা কাশিরাজপুত্র্যা, যথা ব্রতসম্পাদনায় ময়া মানমুৎসৃজ্য নিপুণিকামুখেন

প্রথ। তার পর ? তার পর ? ৭ ॥
দ্বিতী। যেখানে "পুরুষোত্তম" এই শব্দ উর্ব্বশীর বক্তব্য, সেখানে তাঁহার মুখ হইতে "পুরূরবা" এই শব্দ নির্গত হইয়াছিল ॥ ৮ ॥
প্রথ। বুদ্ধীন্দ্রিয় ভবিতব্যতারই অনুগামী হইয়া থাকে। মুনি কি ইহাতে ক্রুদ্ধ হন নাই ? ৯ ॥
দ্বিতীয়। হাঁ, মুনিবর শাপ দিয়াছিলেন, কিন্তু দেবরাজ তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন ॥১০॥
প্রথ। কিরূপে ? ১১ ॥
দ্বিতী। "যেহেতু তুমি আমার উপদেশ লঙ্ঘন করিলে, সেই হেতু তোমার দিব্য জ্ঞান হইবে না," ইহাই উপাধ্যায়ের অভিশাপ। পুরন্দর উর্ব্বশীকে লজ্জায় অধোমুখী দেখিয়া বলিলেন, "যাহার প্রতি তোমার অনুরাগবন্ধন হইয়াছে, সেই রাজর্ষি আমার রণসহায়, সুতরাং তাঁহার প্রিয়সাধন আমার কর্ত্তব্য। অতএব যতদিন তাঁহার সন্তান না হয়, ততদিন তুমি তাঁমার সেবাদি প্রিয়কার্য্য সাধন কর" ॥ ১২ ॥
প্রথ। পুরুষান্তরের গুণগ্রাহী মহেন্দ্রের ইহা উপযুক্তই হইয়াছে ॥ ১৩ ॥
দ্বিতী। (সূর্য্য দর্শন পূর্ব্বক) কথা-প্রসঙ্গে অভিষেকসময় অতিক্রান্ত হইয়াছে, অতএব আইস, উভয়েই উপাধ্যায়ের নিকট গমন করি ॥ ১৪ ॥

[এই বলিয়া উভয়েই নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। পরিবারবান্ সমস্ত গৃহস্থ ব্যক্তিই কার্য্যক্ষম যৌবনবয়সে অর্থলাভার্থ যত্ন করিয়া থাকে। তদনন্তর বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের উপর সংসারভার সমর্পণ পূর্ব্বক বিশ্রামলাভ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু আমাদের এই বার্দ্ধক্যদশা, সুখাবস্থিতি বিনষ্ট করিয়া প্রভুর প্রীতিসাধনার্থ দীনবাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক সেবাকার্য্যে নিয়োজিত করিতেছি। আর স্ত্রীলোক থাকিলে কার্য্য করিতে হয়, তাহাতে অতিশয় কষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ আমাদের মত দুর্ভাগ্য ব্যক্তিদিগের এই অত্যন্ত বৃদ্ধাবস্থাতেও অতিনিন্দিত স্থানেও কার্য্য করিতে হয়। এক্ষণে নিয়মধারিণী কাশিরাজ-তনয়া আদেশ করিলেন যে, "আমি মান পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রথমে নিপুণিকার মুখদ্বারা মহারাজের নিকট ব্রতসম্পাদনার্থ যাচ্ঞা

পূর্ব্বং যাচিতো মহারাজঃ, তদেবং মদ্বচনাদ্বিজ্ঞাপয়েতি, যাবদহং অবসিতসন্ধ্যাকার্য্যং মহারাজং পশ্যামি।
(পরিক্রম্যাবলোক্য চ) রমণীয়ঃ কিল দিবসাবসানবৃত্তান্তো রাজবেশ্মনঃ।

উৎকীর্ণ ইব বাসযষ্টিষু নিশানিদ্রালসা বর্হিণো, ধূপৈর্জালবিনিঃসৃতৈর্বড়ভয়ঃ সন্দিগ্ধপারাবতাঃ।
আচারপ্রয়তঃ সপুষ্পবলিষু স্থানেষু চার্চ্চিয়তীঃ, সন্ধ্যামঙ্গলদীপিকা বিভজতে শুদ্ধান্তবৃদ্ধো জনঃ॥

(অবলোক্য) অয়ে! ইত এব প্রস্থিতো দেবঃ। য এষঃ—

পরিজনবনিতাকরার্পিতাভিঃ, পরিবৃত এব বিভাতি দীপিকাভিঃ।
গিরিরিব গতিমানপক্ষসাদাদনুতটপুষ্পিতকর্ণিকারযষ্টিঃ॥
যাবদেনমবলোকনমার্গে প্রতিপালয়ামি॥ ১৫॥

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টঃ সপরিবারো রাজা বিদূষকশ্চ)

রাজা। (আত্মগতম্)

কার্য্যান্তরিতোৎকণ্ঠং দিনং ময়া নীতমনতিকৃচ্ছ্রেণ।
অবিনোদদীর্ঘযামা কথং নু রাত্রির্গময়িতব্যা॥ ১৬॥

কঞ্চু। (উপগম্য) জয়তি জয়তি দেবঃ। দেব! দেবী বিজ্ঞাপয়তি, মণিহর্ম্যপৃষ্ঠে সুদর্শনশ্চন্দ্রঃ; তত্র সন্নিহিতেন দেবেন প্রতিপালনীয়ো যাবচ্চন্দ্রয়োহিণীযোগঃ॥ ১৭॥

রাজা। বিজ্ঞাপ্যতাং দেবী, যত্তব চ্ছন্দ ইতি॥ ১৮॥

কঞ্চু। তথা॥ ১৯॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

রাজা। বয়স্য! কিমু পরমার্থত এব দেব্যা ব্রতনিমিত্তোঽয়মারম্ভঃ স্যাৎ? ২০॥

করিয়াছিলাম, এক্ষণে আমার বাক্যানুসারে মহারাজকে নিবেদন কর যে, আমি সান্ধ্যকৃত্য সমাধা করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিব।" (পরিক্রমণ ও অবলোকন পূর্ব্বক) রাজবাটীর দিবসাবসানদৃশ্য অতিশয় রমণীয়। এখন ময়ূরগণ নিদ্রাদ্বারা অলসভাব ধারণ পূর্ব্বক বাসভবনে অবস্থিতি করিতেছে, আমার বোধ হইতেছে যেন, উহারা উৎকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং গবাক্ষ-নিঃসৃত ধূপধূম নির্গত হইয়া প্রাসাদের উপরিস্থিত চন্দ্রশালা-গৃহসকলে পারাবত বলিয়া সন্দেহ জন্মাইতেছে; আর অন্তঃপুরস্থিত বৃদ্ধগণ সদাচারবিশিষ্ট হইয়া পুষ্প পূজোপহার-বিশিষ্ট প্রত্যেক স্থানেই শিখা-সমন্বিত দীপাবলী প্রদান করিতেছেন। (অবলোকন পূর্ব্বক) মহারাজ এই দিকেই আসিতেছেন। এক্ষণে ইনি পরিচারিকা রমণীগণের কর-সমর্পিত দীপাবলী দ্বারা পরিবৃত হইয়া নিতম্বদেশে পুষ্পিত কর্ণিকারযষ্টি দ্বারা পরিশোভিত পক্ষচ্ছেদ হেতু মন্দগতিবিশিষ্ট গিরিবরের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। এক্ষণে ইহাঁর দর্শনপথে থাকিয়া অপেক্ষা করি ॥ ১৫ ॥

(পরিবারগণে পরিবৃত যথানির্দ্দিষ্ট রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা। (স্বগত) রাজকার্য্য পর্য্যালোচন দ্বারা আমার উৎকণ্ঠা নিবারিত থাকে, এই নিমিত্ত দিবাভাগ সামান্য কষ্টেই কাটিয়া যায়, কিন্তু রাত্রিকালে আত্মবিনোদনের উপায় বিদ্যমান না থাকায় এবং রাত্রিজাগরণ হেতু অতি দীনরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, ত্রিযামা কিরূপে যাপন করিব, সে নিমিত্ত আমি অতিশয় চিন্তিত হইয়া রহিয়াছি॥ ১৬॥

কঞ্চু। (নিকটে আসিয়া) মহারাজের জয় হউক। হে দেব! দেবী বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে, মণিহর্ম্যপৃষ্ঠ হইতে চন্দ্রদেব উত্তমরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন, যে পর্য্যন্ত চন্দ্ররোহিণীযোগ বিদ্যমান থাকে, তাবৎ আপনি সেই স্থানে সন্নিহিত থাকিবেন॥ ১৭ ॥

রাজা। দেবীকে বিজ্ঞাপন কর যে, যাহা আপনার অভিপ্রায়, তাহাই প্রতিপালিত হইবে॥ ১৮॥

কঞ্চু। যে আজ্ঞা॥ ১৯॥

[এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

রাজা। বয়স্য! যথার্থই কি দেবী ব্রতনিয়মের নিমিত্ত এইরূপ যত্ন করিতেছেন? ২০॥

বিদূ। তক্কেমি, সংজাদপচ্ছাদাবা অত্তভোদী বদব্ববদেসেণ তত্তভবদো প্পণিপাদলঙ্ঘণং প্পমুজ্জি-ছুকাম ত্তি ॥ ২১ ॥

রাজা। উপপন্নং ভবানাহ। অবধূতপ্রণিপাতাঃ পশ্চাৎ সন্তপ্যমানমনসো হি। বিবিধৈরনুতপ্যন্তে দয়িতানুনয়ৈর্মনস্বিন্যঃ। তদাদেশয় মণিহর্ম্যপৃষ্ঠস্য মার্গম্ ॥ ২২ ॥

বিদূ। ইদো ইদো এদু ভবং, ইমিণা গঙ্গাতরঙ্গসিসিরেণ ফলিঅ মণিসিলাসোবাণেণ আরোহদু ভবং সব্বদা রমণীঅং মণিহম্মদলং ॥ ২৩ ॥

রাজা (আরোহতি, সর্ব্বে সোপানারোহণং নাটয়ন্তি)

বিদূ। (নিরূপ্য) পচ্চাসণ্ণেণ চন্দেণ হোদব্বং জধা তিমিরেণ রেচীঅমাণং পুব্বদিসামুহং আলো-হিঅপ্পং দীসদি ॥ ২৪ ॥

রাজা। সম্যক্ ভবান্ মন্যতে।

উদয়গূঢ়শশাঙ্কমরীচিভিস্তমসি দূরতরং প্রতিসারিতে।
অলকসংযমনাদিব লোচনে হরতি মে হরিবাহনদিঙ্মুখম্ ॥ ২৫ ॥

বিদূ। হী হী ভো ভো, এসো খণ্ডমোদঅসরিসো উদিদো রাআ ওসধীণম্ ॥ ২৬ ॥

রাজা। (সস্মিতম্) সর্ব্বত্র ঔদরিকস্যাভ্যবহার্য্যমেব বিষয়ঃ। (প্রাঞ্জলিঃ প্রণম্য) ঋক্ষরাজ!

রুচিমাবহতে সতাং ক্রিয়ায়ৈ, সুধয়া তর্পয়তে পিতৄন্ সুরাংশ্চ।
তমসাং নিশি মূর্চ্ছতাং নিহন্ত্রে, হরচূড়ানিহিতাত্মনে নমস্তে ॥ ২৭ ॥

বিদূ। ভো! বহ্মণসংকামিদকৃথরেণ পিদামহেণ অব্ভণুণ্ণাদোহসি, আসণগদো হোহি; তেন অহম্পি সুহাসীণো হোমি ॥ ২৮ ॥

বিদূ। আমার বোধ হয় যে, তিনি পশ্চাত্তাপে সন্তাপিত হইয়া ব্রতস্থলে আপনার প্রণিপাতলঙ্ঘন-রূপ অপরাধের অপনোদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

রাজা। আপনি যথার্থই বলিয়াছেন। মনস্বিনী কামিনীগণ প্রণিপাতলঙ্ঘন করিয়া পশ্চাত্তাপে তাপিত হইয়া নানাবিধ প্রিয়ানুনয়দ্বারা অনুতাপ করিয়া থাকেন। অতএব আপনি মণিহর্ম্যপৃষ্ঠের পথনির্দ্দেশ করুন ॥ ২২ ॥

বিদূ। মহারাজ! এদিকে, এদিকে। এই গঙ্গাতরঙ্গিণীর সুশীতলস্ফটিকমণিশিলানির্ম্মিত সোপানে অবরোহণ করুন। এই মণিহর্ম্যতল সর্ব্বদাই মনোহর ॥ ২৩ ॥

(সকলেই ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে লাগিলেন)

বিদূ। (নিরূপণ করিয়া) চন্দ্রদেব এখনই উদিত হইবেন, যেহেতু, পূর্ব্বদিক্ তিমির-নির্ম্মুক্ত হইয়া ঈষৎ লোহিতপ্রভা ধারণ করিয়াছে ॥ ২৪ ॥

রাজা। আপনি যথার্থ অনুমান করিয়াছেন। এক্ষণে উদয়াচল গূঢ় শশাঙ্ককিরণাবলী দ্বারা অন্ধ-কার-সমূহ দূরীকৃত হইলে পূর্ব্বদিঙ্মুখ অলকাবলী অপসারণ পূর্ব্বক মনোহরণ করিতেছে ॥ ২৫ ॥

বিদূ। (হাস্য করিয়া) ভো ভো মহারাজ! ঐ দেখুন, শশধরখণ্ড মোদকের ন্যায় উদিত হইতেছে ॥ ২৬ ॥

রাজা। (ঈষৎ হাসিয়া) সর্ব্বত্রই তোমার ঔদরিকের ন্যায় আহারের চেষ্টাই দেখিতে পাই। (করযোড়ে প্রণাম করিয়া) ভগবন্! নক্ষত্র উপরে আপনি সাধুগণের ক্রিয়ার নিমিত্ত দীপ্তি ধারণ করেন এবং সুধা দ্বারা অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের এবং বহ্নি প্রভৃতি দেবগণের তৃপ্তি সাধন করেন; রাত্রি-কালে সংবর্দ্ধিত অন্ধকাররাশি বিনাশ করেন; অতএব হে দেব! আপনি মহাদেবের চূড়ামণিতে আপনার আত্মা নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, আমি আপনাকে প্রণাম করি ॥ ২৭ ॥

বিদূ। ব্রহ্মা আমাকে ব্রাহ্মণ পাইয়া আমা দ্বারাই মহারাজকে আজ্ঞা করিলেন যে, আপনি আসন পরিগ্রহ করুন, তাহাতে আমিও সুখে বসিতে পাইব ॥ ২৮ ॥

রাজা। (বিদূষকবচনং পরিগৃহ্য উপবিষ্টঃ, পরিজনান্ বিলোক্য) অনভিব্যক্তাশ্চন্দ্রিকায়াং দীপিকাঃ পুনরুক্তাঃ, তদ্বিশ্রাম্যন্তু ভবত্যঃ॥ ২৯॥

পরিজনাঃ। জং দেবো আণবেদি॥ ৩০॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ।

রাজা। (চন্দ্রমবলোক্য বিদূষকং প্রতি) বয়স্য! পরং মুহূর্ত্তাদাগমনং দেব্যাঃ, তদ্বিবিক্তে কথয়ামি স্বামবস্থাম্॥ ৩১॥

বিদূ। ভো! ণ দীসদি জ্জেব সা উব্বসী, কিন্তু তাএ তারিসং অণুরাঅং পেক্‌খিঅ সক্কং ক্‌খু আসাবন্ধেণ আত্তাণঅং ধারিদুং॥ ৩২॥

রাজা। এবমেতৎ, বলবান্ মমসোঽভিতাপঃ, পুনঃ—

নদ্যা ইব প্রবাহো বিষমশিলাসঙ্কটস্খলিতবেগঃ। বিঘ্নিত-সমাগমসুখো মনসিশয়স্তনুগুণো ভবতি॥৩৩॥

বিদূ। জধা পরিহীঅমাণেহিং অঙ্গেহিং সোহসি, তধা অচ্ছরেহিং সমাগমং দে পেক্‌খামি॥ ৩৪॥

রাজা। (নিমিত্তং সূচয়ন্)

বচোভিরাশাজননৈর্ভবানিব গুরুব্যথম্। অয়ং মাং স্পন্দিতৈর্বাহুরাশ্বাসয়তি দক্ষিণঃ॥ ৩৫॥

বিদূ। ণ অণ্ণধা বহ্মবঅণং ভোদি॥ ৩৬॥ (রাজা সপ্রত্যাশং তিষ্ঠতি)

(ততঃ প্রবিশতি আকাশযানেন কৃতাভিসরণবেশা উর্ব্বশী চিত্রলেখা চ)

উর্ব্ব। (আত্মানং বিলোক্য) সহি! রুচ্চিদি মে অঅং মোত্তাহরণভূসিদো নীলমণিপরিগ্‌গহো অহিসারিআবেসো?

চিত্র। ণত্থি মে বাআবিহরো পসংসিদুং, ইদং তু চিন্তেমি, অবি ণাম অহং জ্জেব পুরূরবা ভবেঅংত্তি॥৩৭॥

রাজা। (বিদূষকের বাক্য শুনিয়া উপবেশন করত পরিজনগণের দিকে চাহিয়া) দীপিকা-সকল চন্দ্রপ্রভায় প্রকাশিত হইতেছে না, অতএব তোমরা তথায় গিয়া বিশ্রাম কর॥ ২৯॥

পরিজনগণ। দেব যাহা আজ্ঞা করিতেছেন॥ ৩০॥

[এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

রাজা। (চন্দ্রদর্শন পূর্ব্বক) বয়স্য! মুহূর্ত্তকাল পরেই দেবী আসিবেন, অতএব নির্জ্জনে স্বীয় অবস্থা বলিতেছি, শ্রবণ করুন্॥ ৩১॥

বিদূ। মহারাজ! উর্ব্বশীর ত দেখাই পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু তাঁহার তাদৃশ অনুরাগ দেখিয়া আশাবন্ধন দ্বারা ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারা যায়॥ ৩২॥

রাজা। ইহা যথার্থই বলিয়াছেন, আমার মনের সন্তাপ অত্যন্ত বলবান্ হইয়া উঠিয়াছে। বিষম শিলা-সঙ্কট দ্বারা স্খলিতবেগ নদী-প্রবাহের ন্যায় মদীয় মনোভবসমাগমসুখ সংবিঘ্নিত হওয়াতে বহুগুণিত হইয়া বিস্তারিত হইয়া উঠিয়াছে॥ ৩৩॥

বিদূ। আপনার অঙ্গসকল প্রতিদিন ক্ষীণভাব ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে, সত্বরই আপনার অপ্সরা-সমাগম লাভ হইবে॥ ৩৪॥

রাজা। আপনি যেমন আমার প্রবল বেদনা দূরীকৃত করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইয়াও আমাকে আশ্বাস প্রদান করিতেছে॥ ৩৫॥

বিদূ। ব্রাহ্মণের বাক্য অন্যথা হয় না॥ ৩৬॥

(রাজা সমাগমের প্রত্যাশান্বিত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন)

(আকাশমার্গে অভিসারিকা-বেশ-ধারিণী উর্ব্বশী ও চিত্রলেখার প্রবেশ)

উর্ব্ব। (স্বীয় অঙ্গের দিকে দৃষ্টি করিয়া) সখি! আমি যে মুক্তাভরণভূষিত নীলমণি ধারণ করিয়াছি, আমার এই অভিসারিকা-বেশ কি রুচিকর হইয়াছে?

চিত্র। আমার এরূপ বাক্য-সম্পত্তি নাই, যাহা দ্বারা আমি তোমার এই বেশের প্রশংসা করিতে পারি, আমি এই মাত্র চিন্তা করিতেছি যে, আমিই এখন পুরূরবা হই॥ ৩৭॥

উর্ব্ব। সহি ! অসমত্থা কৃখু অহং, তুমং আণেহি তং সিগ্ ঘং,ণেহি মং বা অস্স সুহঅস্স বসদিং ॥৩৮॥

চিত্র। ণং পলিবিম্বিঅং বিঅ জামিণীজউণাএ কেলাসসিহস্সং সস্সিরীঅং দে পিঅতমস্স ভবণমুপগদ্ধ ॥ ৩৯॥

উর্ব্ব। তেণ হি প্পভাবেণ জাণাহি, কহিং সো মম হিঅঅচোরো, কিং বা অণুচিট্‌ঠদি ত্তি ॥ ৪০ ॥

চিত্র। (আত্মগতম্) ভোদু ; কীড়িস্সং দাব এদাএ সহ। (প্রকাশম্) হলা ! দিট্ঠো মএ উঅহোঅক্খমে অবআসে মণোরহলদ্ধং-পিঅসমাগমসুহং অণুভবন্তো চিট্‌ঠদি ॥ ৪১ ॥

উর্ব্ব। অবেহি, হিঅঅং ণ মে পত্তিআদি। হলা চিত্তলেহে ! হিঅএ কাউণ কিম্পি জপ্পেসি , পিঅসমাগমস্স অগ্ গদো জ্জেব অণেণ মে অবহরিদং হিঅঅং ॥ ৪২ ॥

• চিত্র। এসো মণহস্মপ্পাসাদগদো বঅস্সমেত্তসহাঅো রাএসী ; তা উবসপ্পম্ব ॥ ৪৩ ॥

(উভে অবতরতঃ)

রাজা। বয়স্য ! রজন্যাং বিজৃম্ভতে মদনবাধা ॥ ৪৪ ॥

উর্ব্ব। অভিণ্ণত্থেণ ইমিণা বঅণেণ আকম্পিদং মে হিঅঅং ; অন্তরহিদা সুণুম্ব সে আলাবং, জাব ণো সংসঅচ্ছেঅো ভোদি ॥ ৪৫ ॥

চিত্র। জং দে রোঅদি ॥ ৪৬ ॥

বিদূ। ণং ইমে অমিঅগব্ভা সেবীঅন্ত চন্দবাদা ॥ ৪৭ ॥

রাজা। বয়স্য ! এবমাদিভিরনুপক্রম্যোঽয়মাতঙ্কঃ।

কুসুমশয়নং ন প্রত্যগ্রং ন চন্দ্রমরীচয়োন চ মলয়জং সর্ব্বাঙ্গীনং ন বা মণিযষ্টয়ঃ।

মনসিজরুজং সা বা দিব্যা মমালমপোহিতুং, রহসি লঘয়েদারব্ধা বা তদাশ্রয়ণী কথা ॥ ৪৮ ॥

উর্ব্ব। আমি এখন অসমর্থ, তুমি তাঁহাকে শীঘ্র আনয়ন কর, অথবা আমাকে তাঁহার ভবনে লইয়া চল ॥ ৩৮ ॥

চিত্র। যামিনীযোগে যমুনায় প্রতিবিম্বিত মনোহর কৈলাসশিখরের ন্যায় এই আমরা তোমার প্রিয়তমের মনোহর ভবনে উপনীত হইলাম ॥ ৩৯ ॥

উর্ব্ব। তবে তুমি স্বীয় প্রভাব দ্বারা অবগত হও যে, আমার হৃদয়চোর কোথায় আছেন ? এবং কোন্ কার্য্যেরই বা অনুষ্ঠান করিতেছেন ? ৪০ ॥

চিত্র। (আত্মগত) হউক্, তবে ইহার সহিত কিয়ৎকাল ক্রীড়াই করিব। (প্রকাশ্যে) সখি ! আমি দেখিলাম যে, তোমার প্রিয়তম উপভোগযোগ্য স্থানে মনোরথ-লব্ধ-প্রিয়সমাগম-সুখ অনুভব করিয়া অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৪১ ॥

উর্ব্ব। তুমি দূর হও, আমার হৃদয় তাহা প্রত্যয় করিতেছে না। অয়ি চিত্রলেখে ! তুমি কি মনে করিয়া কথা বলিতেছ ? প্রিয়সমাগমের পূর্ব্বেই তিনি আমার হৃদয় অপহরণ করিয়াছেন॥ ৪২ ॥

চিত্র। সেই রাজর্ষি মণিহর্ম্ম্য-প্রাসাদপৃষ্ঠে একমাত্র প্রিয়বয়স্যের সহিত অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব আমরা সেই স্থানে গমন করি। (এই বলিয়া উভয়ে অবতরণ করিলেন) ॥ ৪৩ ॥

রাজা। বয়স্য ! রজনীযোগে মদনপীড়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

উর্ব্ব। সন্দিগ্ধার্থ বাক্য হেতু আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, অতএব যে পর্য্যন্ত না সংশয়চ্ছেদ হয়, তাবৎ অন্তরালে থাকিয়া উঁহাদের সহিত আলাপ করি ॥ ৪৫ ॥

চিত্র। যাহা তোমার অভিরুচি হয় ॥ ৪৬ ॥

বিদূ। আপনি এই অমৃতগর্ভ চন্দ্রকিরণ সেবন করুন্ ॥ ৪৭ ॥

রাজা। চন্দ্রকিরণাদি দ্বারা এই রোগের চিকিৎসা হইবে না। নবীন কুসুমশয্যা, চন্দ্রকিরণ, সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্ত মলয়বায়ু, মণিময় হার, এই সমস্ত কেহই আমার মদনপীড়া প্রশমিত করিতে পারিবে না। একমাত্র সেই দিব্য রমণী অথবা তদ্বিষয়িণী কথাই আমার এই ব্যাধি-বিনাশে সমর্থ বলিয়া জানিবে ॥ ৪৮ ॥

উর্ব। হিঅঅ! জং দাণিং সি মং উজ্ঝিঅ ইদো সংকন্তং রসসফলং তুএ উঅলদ্ধং? ৪৯॥

বিদূ। আং ভো! অহম্পি জদা সিহরিণীং রসালঅ ফলং তদা তং জ্জেব চিন্তঅন্তো আসাদেমি সুহং॥ ৫০॥

রাজা। সম্পদ্যতে পুনর্ভবতঃ॥ ৫১॥

বিদূ। তুমম্পি ত অইরেণ পাবিহিসি॥ ৫২॥

রাজা। সখে! এবং মন্যে॥ ৫৩॥

চিত্র। সুণ অসতুংটুটে॥ ৫৪॥

বিদূ। কধং বিঅ? ৫৫॥

রাজা। ইদং তয়া রথক্ষোভাদঙ্গেনাঙ্গং নিপীড়িতং। একং কৃতি শরীরেঽস্মিন্ শেষমঙ্গং ভুবো ভরঃ॥৫৬॥

উর্ব। কিং দাণিং অবরং বিলম্বিস্সং? (সহসোপগম্য) হলা চিত্তলেহে! অগ্গদো বিমএট্টিদাএ উদাসীণো মহারাও॥ ৫৭॥

চিত্র। (সস্মিতম্) অই অদিতুবরিদো! অসং কিথস্ত তিরক্করিণী অসি॥ ৫৮॥

(নেপথ্যে)। ইদো ইদো ভট্টিণী।

(সর্ব্বে কর্ণং দদতি; উর্ব্বশী সহ সখ্যা বিষণ্ণা)

বিদূ। অবিদ অবিদ, ভো! উবত্থিদা দেঈ, তা মুদ্দিদমুহো হোহি॥ ৫৯॥

রাজা। ভবানপি সংবৃতাকারমাস্তাম্॥ ৬০॥

উর্ব। হলা! এথ কিং করণিজ্জং? ৬১॥

চিত্র। অলং আবেএণ; অন্তরিদা দাণিং সি তুমং। বিহিদণিঅমব্বাবারা অ মহিসী দীসদি, তা এসা ণ চিরং চিট্‌ঠীস্‌সদি তি॥ ৬২॥

উর্ব। হৃদয়! তুমি এখনি যে আমাকে ছাড়িয়া এই রাজর্ষিতে সমাসক্ত হইয়াছ, তাহার ফল তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ॥ ৪৯॥

বিদূ। ভো রাজন্! আমি যখন শিখরিণী ও রসালফল লাভ করিতে সমর্থ নহি, তখন তাহা চিন্তা করিয়াই সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকি॥ ৫০॥

রাজা। তাহা আপনারই হইয়া থাকে॥ ৫১॥

বিদূ। আপনিও তাহা শীঘ্র পাইবেন॥ ৫২॥

রাজা। সখে! আমিও তাহা মনে করিতেছি॥ ৫৩॥

চিত্র। হে অসন্তুষ্টে! ঐ শোন॥ ৫৪॥

বিদূ। কিরূপে? ৫৫॥

রাজা। রথক্ষোভ হেতু সেই প্রিয়তমা অঙ্গদ্বারা আমার এই অঙ্গ নিপীড়িত করিয়াছেন, অতএব আমার এই শরীরের সেই অঙ্গই কৃতী, অন্য অঙ্গসকল কেবল ভূমির ভারস্বরূপ মাত্র॥ ৫৬॥

উর্ব। (স্বগত) কেন তবে আর আমি বিলম্ব করি? (সহসা নিকটে গিয়া) অয়ি চিত্রলেখে! আমি সম্মুখে রহিয়াছি, তথাপি মহারাজ কেন উদাসীনের মত থাকিবেন? ৫৭॥

চিত্র। (ঈষৎ হাসিয়া) অয়ি অতিসত্বরে! তোমার তিরস্করিণী যে বিসারিত রহিয়াছে॥ ৫৮॥

(নেপথ্যে) দেবি! এদিকে আসুন্! এদিকে আসুন্! (সকলেই সেই দিকে কর্ণপাত করিয়া শুনিতে লাগিলেন, কিন্তু উর্ব্বশী সখীর সহিত বিষণ্ণা হইলেন)

বিদূ। (সসম্ভ্রমে) মহারাজ! দেবী উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব আপনি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকুন॥ ৫৯॥

রাজা। আপনি সংযতভাবে অবস্থিতি করুন্॥ ৬০॥

উর্ব। সখি! এ বিষয়ে কর্ত্তব্য কি? ৬১॥

চিত্র। আবেগের প্রয়োজন নাই, আপনি ত এখন অন্যের অদৃশ্য ভাবে আছেন? দেখিয়া বোধ হয়, মহিষী কোন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, অতএব ইনি অধিকক্ষণ থাকিবেন না॥ ৬২॥

(ততঃ প্রবিশতি ধৃতোপহারপরিজনা দেবী)

দেবী। (চন্দ্রমবলোক্য) এসো রোহিণীজোএণ অহিঅং সোহদি ভঅবং মিঅলাঞ্ছণো ॥ ৬৩ ॥

চেটী। ণং সম্পজ্জিস্‌সদি ভট্টিণীসহিদস্‌স ভট্টিণো বিসেসরমণীঅদা। (ইতি পরিক্রামতঃ)॥ ৬৪ ॥

বিদূ। ভো! ণং আণামি, সোত্থিবাঅণিঅম্পি দেদি, অথবা ভবন্তং অন্তরেণ চন্দবদববদেসেণ মুক্করোসা অজ্জ মে অচ্ছীণং সুহদংসণা দেঈ ॥ ৬৫ ॥

রাজা। (সস্মিতম্) উভয়থাপি ভবতঃ; যত্তু পশ্চাদভিহিতং তন্মাং প্রতিভাতি; যদত্রভবতী ॥ ৬৬ ॥

সিতাংশুকা মঙ্গলমাত্রভূষণা, বিচিত্রদূর্ব্বাঙ্কুরলাঞ্ছিতালকা।
ব্রতাপদেশোজ্‌ঝিতগর্ব্ববৃত্তিনা, মম প্রসন্না বপুষৈব লক্ষ্যতে ॥ ৬৭ ॥

দেবী। (উপগম্য) জঅদু জঅদু অজ্জউত্তো ॥ ৬৮ ॥

পরি। জঅদু জঅদু দেঅো ॥ ৬৯ ॥

বিদূ। সোত্থি ভোদীএ ॥ ৭০ ॥

রাজা। দেবি! স্বাগতম্ (হস্তে গৃহীত্বা উপবেশয়তি) ॥ ৭১ ॥

উর্ব্ব। ট্ঠানে ইঅং হি দেঈসদ্দেণ উচ্চরীঅদি ণ কিম্পি পরিহীঅদি সচীদো অজস্‌সদা এ ॥ ৭২ ॥

চিত্র। অত্থি অবরং মুহং মন্তিদুং দে ॥ ৭৩ ॥

দেবী। অজ্জউত্তং পুরো কদুঅ কোবি বদবিসেসো মএ সম্পাদণীঅো, তা মুহুত্তঅং উবরোধো সহীঅদু ॥ ৭৪ ॥

রাজা। মাণবক! অনুগ্রহঃ খলু উপরোধঃ ॥ ৭৫ ॥

বিদূ। ঈদিসো ণং সোত্থিবাঅণং করন্তো মম বহুসো উঅরোধো ভোদু ॥ ৭৬ ॥

(পূজার উপহার-সামগ্রীধারী পরিজনগণের সহিত দেবীর প্রবেশ)

দেবী। (চন্দ্র দর্শন করিয়া) এই রোহিণীযোগ দ্বারা ভগবান্ শশলাঞ্ছন (চন্দ্র) অতিশয় শোভান্বিত হইয়াছেন ॥ ৬৩ ॥

চেটী। ভট্টিনীর সহিত প্রিয়বল্লভের অতিশয় রমণীয়তা সম্পাদিত হইবে (এই বলিয়া সকলে পরিক্রমণ করিতে লাগিল) ॥ ৬৪ ॥

বিদূ। বোধ হয়, স্বস্তিবাচনও প্রদান করিবেন, অতএব মহারাজকে না পাইয়া দেবী চন্দ্রব্রতচ্ছলে রোষ-নির্ম্মুক্ত হইয়া অদ্য আমার চক্ষুর শুভদর্শন হইয়াছেন ॥ ৬৫ ॥

রাজা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আপনার উভয় বাক্যই সত্য, কিন্তু পশ্চাৎ যাহা বলিয়াছেন, তাহা ত স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছে, যেহেতু, শুভ্রবস্ত্র পরিধান এবং কুসুমমাল্যাদি মাঙ্গলিক ভূষণমাত্র ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে মনোহর দূর্ব্বাঙ্কুর অলকাবলীতে শোভা পাইতেছে। ফলতঃ ব্রতরূপ আদেশে স্বীয় গর্ব্ব পরিহার করাতে দেবী যে আমার প্রতি প্রসন্না হইয়াছেন, তাহা ইঁহার দেহ দ্বারাই প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ৬৬-৬৭ ॥

দেবী। (নিকটে আসিয়া) আর্য্যপুত্রের জয় হউক, জয় হউক্ ॥ ৬৮ ॥

পরিজনগণ। দেব! আপনি বিজয়ী হউন্ ॥ ৬৯ ॥

বিদূ। আপনার কল্যাণ হউক্ ॥ ৭০ ॥

রাজা। দেবীর শুভাগমন ত? (এই বলিয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক আসনে বসাইলেন) ॥ ৭১ ॥

উর্ব্ব। ইনি দেবীশব্দে উক্ত হইয়াছেন, ইঁহার শচীর ন্যায় তেজস্বিতা ও দীপ্তিমত্তা কিছুমাত্র ন্যূন নয় ॥ ৭২ ॥

চিত্র। আপনার সহিত সম্ভাষণের নিমিত্ত মহারাজের অন্য প্রকার মুখ আছে জানিবেন ॥ ৭৩ ॥

দেবী। আর্য্যপুত্রকে অগ্রে করিয়া আমার কোন প্রকার ব্রত সম্পাদন করিতে হইবে, অতএব মুহূর্ত্তকাল উপরোধ সহ্য করুন্ ॥ ৭৪ ॥

রাজা। সখে মাণবক! এক্ষণে অনুগ্রহই উপরোধ হইতেছে ॥ ৭৫ ॥

বিদূ। স্বস্তিবাচন করিতে করিতে আমার এইরূপ বহুতর উপরোধ হউক ॥ ৭৬ ॥

রাজা। কিং নামধেয়মেতদ্দেব্যা ব্রতম্ ॥ ৭৭ ॥

(দেবী নিপুণিকামবলোকয়তি)

চেটী। ভট্টা পিঅপ্পসাদণং ণাম ॥ ৭৮ ॥

রাজা। (দেবীং বিলোক্য)।

অনেন কল্যাণি! মৃণালকোমলং, ব্রতেন গাত্রং গ্লপয়স্ত্যকারণম্।
প্রসাদমাকাঙ্ক্ষতি যস্তবোৎসুকঃ, স কিং ত্বয়া দাসজনঃ প্রসাদ্যতে ॥ ৭৯ ॥

উর্ব্ব। (সবৈলক্ষ্যস্মিতম্) মহন্তো কৃখু ইমস্সিং এদস্স বহুমাণো ॥ ৮০ ॥

চিত্র। অয়ি মুদ্ধে! অন্নসংকন্তপ্পেমাণা ণাঅরা অহিঅং দক্খিণা হোন্তি ॥ ৮১ ॥

দেবী। ইমস্স বদস্স অঅং প্পহাবো ; জং এত্তিঅং বাধিদো অজ্জউত্তো ॥ ৮২ ॥

বিদূ। বিরমতু ভবং, ণ জুত্তং বন্ধুহাসিদং পচ্চাকৃখাতুং ॥ ৮৩ ॥

দেবী। দারিআও আণেধ উঅহারঅং জাব হম্মগদে চন্দবাদে অচ্চেমি ॥ ৮৪ ॥

পরিজনঃ। জং দেঈ আণবেদি। এসো উবহারো ॥ ৮৫ ॥

দেবী। উবণেধ। (নাট্যেন কুসুমাদিভিশ্চন্দ্রপাদান্ অভ্যর্চ্চ্য) হঞ্জে! ইমেহিং উবহারেহিং মোদএহিং অজ্জমাণবঅং কঞ্চুইং অ অচ্চেধ ॥ ৮৬ ॥

পরিজনঃ। জং দেঈ আণবেদি ; অজ্জ মাণবঅ! ইদং উববাদিদং সোত্থিবাঅণিঅং ॥ ৮৭ ॥

বিদূ। (মোদকশরাবং গৃহীত্বা) সোত্থি ভোদীএ, বহুফলো এসো বদো ভোতু ॥ ৮৮ ॥

চেটী। অজ্জ কঞ্চুই! ইদং তুহ ॥ ৮৯ ॥

কঞ্চুকী। (গৃহীত্বা) স্বস্তি দেব্যৈ ॥ ৯০ ॥

দেবী। অজ্জউত্ত! ইদো দাব ॥ ৯১ ॥

রাজা। অয়মস্মি ॥ ৯২ ॥

রাজা। দেবীর এই ব্রতের নাম কি? ৭৭ ॥

(দেবী নিপুণিকার মুখের দিকে দৃষ্টি করিলেন)

চেটী। স্বামিন্! ইহার নাম "প্রিয়প্রসাদন" ॥ ৭৮ ॥

রাজা। (দেবীর দিকে দৃষ্টি করিয়া) কল্যাণি! এই ব্রত দ্বারা আপনার মৃণালতুল্য কোমল গাত্রে অকারণেই ক্লেশ দিতেছ, আপনার যে দাস এবং সর্ব্বদাই যে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাকে কি আবার প্রসন্ন করাইতে হয়? ৭৯ ॥

উর্ব্ব। (বৈলক্ষ্যবিশিষ্টচিত্তে ঈষৎ হাসিয়া) ইহাঁর প্রতি মহারাজের বহুমান ॥ ৮০ ॥

চিত্র। অয়ি মুগ্ধে! যাঁহার প্রেম অন্তে সংক্রামিত, সেই নাগরেরা অধিকতর দাক্ষিণ্যবিশিষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৮১ ॥

দেবী। এই ব্রতের প্রভাব দ্বারা আর্য্যপুত্র বশীভূত হইবেন ॥ ৮২ ॥

বিদূ। মহারাজ! আপনি বিরত হউন, বন্ধুবাক্য প্রত্যাখ্যান করা যুক্তিযুক্ত নয় ॥ ৮৩ ॥

দেব। কন্যাগণ! পূজাদ্রব্য আনয়ন কর, আমি চন্দ্রের অর্চ্চনা করিব ॥ ৮৪ ॥

পরিজনগণ। যাহা দেবী আজ্ঞা করিতেছেন, এই উপহারদ্রব্য ॥ ৮৫ ॥

দেবী। আন, এই উপহারদ্রব্য দ্বারা আর্য্য মাণবক এবং কঞ্চুকীর অর্চ্চনা কর ॥ ৮৬ ॥

পরিজনগণ। যাহা আজ্ঞা করিতেছেন। (এই বলিয়া) আর্য্য মাণবক! এই স্বস্তিবাচনিক গ্রহণ করুন্ ॥ ৮৭ ॥

বিদূ। (মোদক-শরাব গ্রহণ পূর্ব্বক) আপনার মঙ্গল হউক, এই ব্রত বহুফলজনক হউক ॥ ৮৮ ?

চেটী। কঞ্চুকিন্! ইহা আপনার ॥ ৮৯ ॥

কঞ্চু। (গ্রহণ পূর্ব্বক) দেবীর মঙ্গল হউক ॥ ৯০ ॥

দেবী। আর্য্যপুত্র! এই দিকে ॥ ৯১ ॥

রাজা। এই আমি ॥ ৯২ ॥

দেবী। (রাজ্ঞঃ পূজামভিনীয়, প্রাঞ্জলিঃ প্রণম্য চ) এসা দেবামিহুণং রোহিণীমিঅলঞ্ছণং সক্খী কদুঅ অজ্জউত্তং পসাদেমি, অজ্জপ্পহুদি অজ্জউত্তো জং ইত্থিঅং কামেদি, জা অ অজ্জউত্তসমাগমপ্পইণী তাএ সহ অপ্পদিবন্ধেণ বত্তিদব্বং ॥ ৯৩ ॥

উর্ব্ব। অম্মহে! ণং আণামি কিং পরং সে বঅণং ; মম উণ বিস্সাসবিসদং হিঅঅং সংবুত্তং ॥ ৯৪ ॥

চিত্র। সহি মহাণুভাবাএ পদিব্বাএ অব্ভণুণ্ণাদো অণন্তরাঅো দে পিঅসমাগমো ভবিস্সদিত্তি ॥৯৫॥

বিদূ। (অপবার্য্য) ছিন্নহত্থস্স পরদো বজ্ঝে পলাইদে ভণাদি, গচ্ছ ধম্মে ভবিস্সদিত্তি (প্রকাশম্) ভোদি। কিং উদাসিণো তত্থভবং ॥ ৯৬ ॥

দেবী। মূঢ়! অহং ক্খু অত্তণো সুহাবসাণেণ অজ্জউত্তস্স সুহং ইচ্ছামি ; এত্তিএণ চিন্তেহি দাব পিঅো ণ বেত্তি ॥ ৯৭ ॥

রাজা। দাতুমসহনে! প্রভবস্যন্যস্যৈ, কর্ত্তুমেব বা দাসং।
নাহং পুনস্তথা ত্বয়ি যথা হি মাং শঙ্কসে ভীরু ॥ ৯৮ ॥

দেবী। ভোহু ; যথাণিদ্দিট্টং সম্পাদিদং পিঅপ্পসাদণব্বদং তা এধ পরিঅণা। গচ্ছম্হ ॥ ৯৯ ॥

রাজা। ন খলু প্রসাদিতমপি প্রতিবিগায় গম্যতে ॥ ১০০ ॥

দেবী। অজ্জউত্ত! অলঙ্ঘিদপুগ্গো সম্পদং ণিঅমো ॥ ১০১ ॥

[ইতি সপরিজনা নিষ্ক্রান্তা।

উর্ব্ব। হলা! পিঅকলত্তো রাএসী, ণ উণ হিঅঅং ণিঅত্থাইদুং সক্কণোমি ॥ ১০২

চিত্র। কধং খিরাসো ণিঅত্তীঅদি ? ১০৩

দেবী। (রাজার পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিয়া) আমি রোহিণী ও মৃগলাঞ্ছন এই দেবতামিথুনকে সাক্ষী করিয়া মহারাজকে প্রসাদিত করিতেছি, আজ অবধি আর্য্যপুত্র যে স্ত্রীকে কামনা করিবেন এবং যে রমণী আর্য্যপুত্রের সমাগম-প্রণয়িনী, তাঁহার প্রতি কোন প্রতিবন্ধকতা প্রদান করিব না ।। ৯৩ ।।

উর্ব্ব। না জানি, ইনি আর কি কথা বলিবেন, আমার হৃদয় কিন্তু বিশ্বস্ত হইয়া বিশদ হইল ॥ ৯৪ ।।

চিত্র। সখি! পতিব্রতা ও মহানুভাবা দেবী অনুজ্ঞা করিলেন এক্ষণে তোমার প্রিয়সমাগমের আর কোন বিঘ্ন ঘটিবে না ।। ৯৫ ।।

বিদূ। (অন্যে শুনিতে না পায়, এরূপ ভাবে) ছিন্নহস্ত ব্যক্তির সম্মুখ হইতে বধ্য পলায়িত হইলে বলিয়া থাকে যে, যাও ধর্ম্ম হইবে, (প্রকাশ্যে) দেবি! মহারাজ কি উনাসীন ? ৯৬ ।।

দেবী। মূঢ়! আমি আপনার সুখবাসনা দ্বারা আর্য্যপুত্রের সুখ ইচ্ছা করি, ইহাতে আমি ভাবিয়া দেখিলাম, প্রিয় বটেন ।। ৯৭ ।।

রাজা। হে অসহনশীলে! তুমি ইচ্ছা করিলে আমাকে অন্য নারীও দিতে পার এবং ইচ্ছা করিলে দাসও করিতে পার। হে ভয়শীলে! তুমি আমাকে যেরূপ করিতেছ, আমি কি তোমার প্রতি সেরূপ নহি ? ৯৮ ॥

দেবী এই প্রিয়সাধনব্রত যথাবিধি সম্পাদিত হইল, তবে পরিজনগণ! তোমরা আইস, এখন গমন করি ॥ ৯৯ ॥

রাজা। হে প্রিয়ে! প্রিয়সাধনব্রত সম্পন্ন হইয়াছে, এখন সুখে গমন কর ॥ ১০০ ॥

দেবী। আর্য্যপুত্র! এই ব্রতনিয়মে বিশেষ সংযতভাবে থাকিতে হয়, অতএব এক্ষণে আপনার সমীপে আমার অবস্থান উচিত নহে ॥ ১০১ ॥

[এই বলিয়া পরিজনগণের সহিত নিষ্ক্রান্তা।

উর্ব্ব। সখি! রাজর্ষি মহিষীকে অতিশয় স্নেহ করেন, আমি কিন্তু আপন হৃদয়কে আর ফিরাইতে পারিতেছি না ॥ ১০২ ॥

চিত্র। যাহার আশা সুস্থির, তাহাকে ফিরাইবে কেন ? ১০৩ ॥

রাজা। (আসনমুপস্থৃত্য) বয়স্য ; দূরং গতা দেবী ॥ ১০৪ ॥

বিদূ। ভণ বীসথো, জংসি বত্তুকামো, অসাজ্জে বাত্তি পরিচ্ছিদিঅ আতুরো বিঅ বেজ্জেণ অইরেণ মুক্কো তথভোদীএ ভবং ॥ ১০৫ ॥

রাজা। অপি নাম উর্ব্বশী ? ১০৬ ॥

উর্ব্ব। (আত্মগতম্) অজ্জ কদথা ভবে ॥ ১০৭ ॥

রাজা। গূঢ়ং নূপুরশব্দমাত্রমপি তে কান্তং শ্রুতৌ পাতয়েৎ,
পশ্চাদেত্য শনৈঃ করোৎপলবৃতে কুর্ব্বীত বা লোচনে।
হর্ম্ম্যেঽস্মিন্নবতীর্য্য সাধ্বসবশান্মন্দায়মানা বলা-
দানীয়েত পদাৎ পদং চতুরয়া সখ্যা মমোপান্তিকম্ ॥ ১০৮ ॥

চিত্র। হলা উব্বসি ! ইদং দাব সে মনোরহং সম্পাদেহি ॥ ১০৯ ॥

উর্ব্ব। (সসাধ্বসং) কীড়িস্সং দাব।
(ইতি পৃষ্ঠেনাগত্য রাজ্ঞো লোচনে সংবৃণোতি, চেত্রলেখা বিদূষকং সংজ্ঞাং লম্ভয়তি ॥ ১১০ ॥

রাজা। (স্পর্শং রূপয়িত্বা) সখে ! ন খলু নারায়ণোরুসম্ভবা বরোরুঃ ? ১১১ ॥

বিদূ। কথং ভবং অবগচ্ছদি ? ১১২ ॥

রাজা। কিমত্র জ্ঞেয়ং ?
অঙ্গং কথমিব পুলকৈঃ কলিতং মম গাত্রকং করস্পর্শাৎ।
নোচ্ছ্বসিতি তপনকিরণৈশ্চন্দ্রস্যৈবাংশুভিঃ কুমুদম্ ॥ ১১৩ ॥

উর্ব্ব। অম্মহে ! বজ্জলেব ঘড়িদং বিঅ মে হথজুঅলং ণ সমথাম্হি অবণেদুং।
(ইতি নিমুকুলিতাক্ষী চক্ষুষো হস্তাবপনীয় সসাধ্বসা তিষ্ঠতি; কথঞ্চিদুপসৃত্য) জঅদু জঅদু মহারাঅো ॥ ১১৪ ॥

রাজা। (আসনে বসিয়া) বয়স্য ! দেবী এক্ষণে দূরে গিয়াছেন ॥ ১০৪ ॥

বিদূ। যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন, বিশ্বস্ত হইয়া বলুন্। রোগ অসাধ্য নির্ণয় করিয়া উৎকট রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন বৈদ্য কর্ত্তৃক রোগমুক্ত হয়, আপনিও সেইরূপ শীঘ্রই দেবীর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন ॥ ১০৫ ॥

রাজা। উর্ব্বশী কি আমার হইবেন ? ১০৬ ॥

উর্ব্ব। (স্বগত) অদ্য কৃতার্থ হইলাম ॥ ১০৭ ॥

রাজা। গূঢ় নূপুরশব্দমাত্রও আমার অতিশয় শ্রুতিসুখ সম্পাদন করিবে ; কিংবা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পশ্চাতে আসিয়া করোৎপল দ্বারা আমার লোচনদ্বয় আবৃত করিবে। এই হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া লজ্জা ও ভয়বশতঃ আমার সমীপে আগমন করিতে বিলম্ব করিলে, চতুরা সখী এক পা এক পা করিয়া কি আমার নিকটে লইয়া আসিবেন ? ১০৮ ॥

চিত্র। প্রিয়সখি ! তুমি উঁহার এই মনোরথ পরিপূরণ কর ॥ ১০৯ ॥

উর্ব্ব। তবে ক্রীড়া করি। (এই বলিয়া রাজার পশ্চাদ্‌ভাগে আসিয়া করযুগল দ্বারা রাজার লোচনদ্বয় চাপিয়া ধরিলেন ; এদিকে চিত্রলেখা বিদূষকের চৈতন্যসম্পাদনে যত্নবতী হইল)॥ ১১০ ॥

রাজা। (স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া) সখে ! নারায়ণের উরুসম্ভবা সেই বামোরু নহেন কি ? ১১১ ॥

বিদূ। আপনি কিরূপে জানিলেন ? ১১২ ॥

রাজা। ইহাতে জানিবার আর কি আছে ? এবং ইহাতে অন্য বক্তব্যই বা আর কি আছে ? করস্পর্শ হেতু আমার গাত্রে পুলকোদ্গম হইয়াছে। দেখুন, কুমুদ চন্দ্রকিরণ দ্বারাই বিকশিত হয়, সূর্য্যকিরণ দ্বারা সেরূপ হইতে পারে না ॥ ১১৩ ॥

উর্ব্ব। আশ্চর্য্য ! আমার করযুগল যেন বজ্রলেপ দ্বারা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, আর খুলিয়া লইতে পারিতেছি না। (এই বলিয়া নেত্রযুগল হইতে করযুগল খুলিয়া লইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সভয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর অতি কষ্টে নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হউক ! জয় হউক ॥ ১১৪ ॥

চিত্র। সুহং দে বঅস্‌সস্‌স ॥ ১১৫ ॥

রাজা। নম্বেতদুপপন্নম্ ॥ ১১৬ ॥

উর্ব্ব। হলা! দেঈএ দিণ্ণো মহারাও ; অদ সে প্পণঅবদী বিঅ সরীরসঙ্গদম্হি, মা কৃখু মং পুরোভাইণিত্তি সমত্থোহি ॥ ১১৭ ॥

বিদূ। কধং ইধজ্জেব তুম্হাণং অদং ইদো সুরো ॥ ১১৮ ॥

রাজা। (উর্ব্বশীমবলোক্য)

দেব্যা দত্ত ইতি যদি ব্যাপারং ব্রজসি মে শরীরেঽস্মিন্।
প্রথমং কস্যানুমতে চোরিতমযি! মে ত্বয়া হৃদয়ম্ ॥ ১১৯ ॥

চিত্র। বঅস্‌স নিরুত্তরা এসা, মম সম্পদং বিণ্ণবিঅং সুণীঅদু ॥ ১২০ ॥

রাজা। অবহিতোঽস্মি ॥ ১২১ ॥

চিত্র। বসন্তাণন্তরং অণ্ণসমএ ভঅবং সুজ্জো বএ উবআরিদব্বো ; তা জধা ইঅং পিঅসহী সগ্‌গস্‌স ণ উকণ্ঠেদি তধা বঅস্‌সেণ কাদব্বং ॥ ১২২ ॥

বিদূ। কিং বা সগ্‌গে সুমরিদব্বং তত্থ খাঈঅদি, ণ কা পীঅবি কেবলমণিসেহিং অচ্ছীহিং মীণদা অবলম্বীঅদি ॥ ১২৩ ॥

রাজা। বয়স্য!

অনির্দ্দেশ্যসুখঃ স্বর্গঃ কথং বিস্মারয়িষ্যতে। অনন্যনারীসামান্যো দাসশ্চায়ং পুরূরবাঃ ॥ ১২৪ ॥

চিত্র। অণুগ্‌গহিদম্হি, হলা উব্বসি! অকাদরা ভবিঅ বিসজ্জেহি মং ॥ ১২৫ ॥

উর্ব্ব। (চিত্রলেখাং পরিষ্বজ্য সকরুণং) সহি! মা কৃখু মং বিসুমরেস ॥ ১২৬ ॥

চিত্র। (সস্মিতম্) বঅস্‌সেণ সংগদা তুমং মএ এব্ব জাচিদব্বা ॥ ১২৭ ॥

[ইতি রাজানং প্রণম্য নিষ্ক্রান্তা।

চিত্র। বয়স্য! সুখে রহিয়াছেন ত? ১১৫ ॥

রাজা। এক্ষণে সুখী হইলাম, ইহাতে জানা যাইতেছে ॥ ১১৬ ॥

উর্ব্ব। সখি! দেবী আমাকে মহারাজকে প্রদান করিয়াছেন, অতএব আমি ইঁহার প্রণয়িনী হইয়া শরীর-সঙ্গতা হইলাম, তুমি আমাকে দোষৈকদর্শিনী বলিয়া অবধারণ করিও না ॥ ১১৭ ॥

বিদূ। কেন? এইখান হইতেই কি আপনাদের সূর্য্য অস্তমিত হইলেন? ১১৮ ॥

রাজা। (উর্ব্বশীর দিকে দৃষ্টি করিয়া) "দেবী কর্ত্তৃক প্রদত্ত" বলিয়াই যদি তুমি আমার শরীর অধিকার পূর্ব্বক আলিঙ্গনাদি সম্পাদন করিতেছ, হে প্রিয়তমে! তবে তুমি প্রথমে কাহার অনুমতি লইয়া আমার দেহগত এই হৃদয়কে চুরি করিয়াছিলে? ১১৯ ॥

চিত্র। বয়স্য! ইনি নিরুত্তরই রহিয়াছেন, এক্ষণে আপনি আমার নিবেদন শ্রবণ করুন্ ॥ ১২০ ॥

রাজা। অবহিত হইলাম ॥ ১২১ ॥

চিত্র। বসন্তের পর গ্রীষ্মকালে আমি ভগবান্ সূর্য্যের সেবায় নিযুক্ত থাকিব, অতএব আমার এই প্রিয়সখী যাহাতে স্বর্গের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত না হন, আপনি তাহাই করিবেন ॥ ১২২ ॥

বিদূ। স্বর্গে স্মরণের যোগ্য বিষয় কি আছে? সেখানে খায় বা, পান করে না, কেবল মৎস্যের ন্যায় অনিমিষলোচনে অবস্থিতি করিতে হয়, এই মাত্রই আছে ॥ ১২৩ ॥

রাজা। সখে! স্বর্গের সুখ অনির্ব্বচনীয়, স্বর্গ কি ভুলিতে পারা যায়? তবে এইমাত্র বলিতে পারি, অন্য নারীতে পরাঙ্মুখ থাকিয়া এই পুরূরবা ইহারই দাস হইবে ॥ ১২৪ ॥

চিত্র। অনুগৃহীত হইলাম, সখি উর্ব্বশী! এক্ষণে অকাতরা হইয়া আমাকে বিদায় দিউন ॥ ১২৫ ॥

উর্ব্ব। (চিত্রলেখাকে আলিঙ্গন করিয়া করুণস্বরে) সখি! আমাকে যেন ভুলিও না ॥ ১২৬ ॥

চিত্র। (ঈষৎ হাসিয়া) আপনি এখন বয়স্যের সহিত সম্মিলিতা হইলেন, অতএব আমি বরং আপনাকে এইরূপ প্রার্থনা করিতে পারি যে, সখা যেন আমাকে ভুলিবেন না ॥ ১২৭ ॥

[এই বলিয়া রাজাকে প্রণামান্তর প্রস্থান ॥

বিদূ। দিট্ঠিআ মনোরথসিদ্ধিএ বড্‌ঢহু ভবং ॥ ১২৮ ॥

রাজা। ইমাং তাবৎ মনোরথসিদ্ধিং পশ্য।

সামন্তমৌলিমণিরঞ্জিতপাদপীঠমেকাতপত্রমবনেন তথা প্রভুত্বম্।

অস্যাঃ সখে! চরণয়োরহমদ্য কান্তমাজ্ঞাকরত্বমধিগম্য যথা কৃতার্থঃ ॥ ১২৯ ॥

উর্ব্ব। ণত্থি মে বাআআহবিবো অদো অবরং মন্তিদুং ॥ ১৩০ ॥

রাজা। (উর্ব্বশীং হস্তেনাবলম্ব্য) অহো! অবিরুদ্ধত্বসংবর্দ্ধনমেতদিলানীপ্সিতলম্ভানাম্ ॥ ১৩১

ততঃ—পাদাস্ত এব শশিনঃ সুখয়ন্তি গাত্রং, বাণাস্ত এব মদনস্য মনোঽনুকূলাঃ।

সংরম্ভরূক্ষমিব সুন্দরি! যদ্‌যদাসীৎ, ত্বৎসঙ্গমেন মম তত্তদিবানুনীতম্ ॥ ১৩২ ॥

উর্ব্ব। অবরদ্ধাম্হি চিরআরিআ মহারাঅস্‌স ॥ ১৩৩ ॥

রাজা। সুন্দরি! মা মৈবং। যদেবোপনেত্যা দুঃখং সুখং তদ্ধি রসান্তরম্।

নির্ব্বাণায় তরুচ্ছায়া তপ্তস্য হি বিশেষতঃ ॥ ১৩৪ ॥

বিদূ। ভোদি! সেবিদা পদোসরমণীআ চন্দবাদা; সমও দে গেহপ্পবেসস্‌স ॥ ১৩৫ ॥

রাজা। তেন হি সখ্যা মার্গমাদেশয় ॥ ১৩৬ ॥

বিদূ। ইদো ইদো ভোদী। (ইতি পরিক্রামতি) ॥ ১৩৭ ॥

রাজা। সুন্দরি! ইয়মিদানীং মে প্রার্থনা ॥ ১৩৮ ॥

উর্ব্ব। কেরিসী সা? ১৩৯ ॥

বিদূ। ভাগ্যবলে আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইল, এক্ষণে আপনি সুখ-সমৃদ্ধি সম্ভোগ করুন্ ॥ ১২৮॥

রাজা। বয়স্য! ইহাতে আমার মনোরথসিদ্ধি বলিয়া দর্শন করুন্। হে সখে! আমি ইঁহার চরণদ্বয়ের প্রিয়দাসত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে যেরূপ কৃতার্থ বোধ করিতেছি, সমস্ত রাজগণের মস্তকস্থিত-মণিরঞ্জিত-পাদপীঠসমন্বিত অবনীর একচ্ছত্রীয় প্রভুত্ব পাইয়াও সেরূপ কৃতার্থ মনে করি না ॥ ১২৯ ॥

উর্ব্ব। আমি এমন কথা জানি না, যাহাদ্বারা আপনার এই বাক্যের উত্তর দিতে পারি ॥ ১৩০ ॥

রাজা। (উর্ব্বশীকে ধারণ করিয়া) ইহাই এক্ষণে আমার অবিরুদ্ধভাবে অভিলষিতপ্রাপ্তির পরাকাষ্ঠাস্বরূপ বলিতে হইবে। যেহেতু, এখন সেই চন্দ্রকিরণ আমার গাত্রে সুখদান করিতেছে, এখন সেই কন্দর্পশর আমার মতের অনুকূল। হে সুন্দরি! তোমার অপ্রাপ্তিকালে যে যে বস্তু ক্রোধপরীতের ন্যায় অতিশয় রূক্ষ ছিল, তোমার সঙ্গমলাভ হেতু সেই সেই বস্তু অনুনীত হইয়া এক্ষণে আমাকে সুখী করিতেছে ॥ ১৩১-১৩২ ॥

উর্ব্ব। বিলম্ব করিয়া আমি মহারাজের নিকট অপরাধিনী হইয়াছি ॥ ১৩৩ ॥

রাজা। সুন্দরি! না না, তাহা নয়। যে যে বস্তু দুঃখজনকরূপে উপস্থিত হয়, সেই সেই বস্তুই আবার রসান্তরে পরিণত হইয়া সুখজনক হইয়া থাকে। যেহেতু, তরুচ্ছায়া আতপতাপিত ব্যক্তির বিশেষরূপে সুখের নিমিত্তই হইয়া থাকে ॥ ১৩৪ ॥

বিদূ। হে সুন্দরি! প্রদোষ-রমণীর চন্দ্রকিরণ সেবন করা হইল, এক্ষণে আপনার গৃহপ্রবেশের সময় হইয়াছে ॥ ১৩৫ ॥

রাজা। সখে! অতএব পথ নির্দ্দেশ কর ॥ ১৩৬ ॥

বিদূ। আপনি এদিকে আসুন, এদিকে আসুন। (এই বলিয়া পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন) ১৩৭॥

রাজা। সুন্দরি! এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই ॥ ১৩৮ ॥

উর্ব্ব। কিরূপ? ১৩৯ ॥

রাজা। অনধিগতমনোরথস্য পূর্ব্বং শতগুণিতেব গতা মম ত্রিযামা।
যদি তব সমাগমে তথৈব প্রসরতি সুভ্রূ! ততঃ কৃতী ভবেয়ম্॥ ১৪০॥

] ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ।

তৃতীয়োঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ।

চতুর্থোঽঙ্ক

(নেপথ্যে সহজন্যাচিত্রলেখয়োঃ প্রাবেশিকাক্ষিপ্তিকা)

পিঅসহি-বিওঅবিমণা সহিসহিআ বাউলা সলুল্লবই।
সুরকরপস্সবি অতামরসে সরবরুস্সঙ্গে॥ ১॥

(ততঃ প্রবিশতি সহজন্যা চিত্রলেখা চ)

চিত্র। (প্রবেশান্তরে দ্বিপদিকয়া দিশোঽবলোক্য)
সহঅরিদুক্খালিদ্ধঅং সরবরঅসিস্সিণিদ্ধঅং।
বহোবগিগঅণঅণেঅং তম্মই হংসীজুঅলঅং॥ ২॥

সহ। (সখেদম্) সহি চিত্তলেহে! মিমাঅমাণসঅবঅবত্তকসণা দে মুহচ্ছাআ হিঅঅস্স অসুত্থিদা সূএদি; তা কধেহি সে অণিব্বিদিকারণং, জেণ দে সমাণদুক্খা হোমি॥ ৩॥

চিত্র। সহি! অচ্ছরাবাবারপজ্জাএণ তত্থভঅদো সুজ্জস্স উঅত্থাণে বট্টন্তী, পিঅসহিএ বিণা বসন্তসমও আঅদো ত্তি, বলিঅং উক্কণ্ঠিদোহ্মি॥ ৪॥

সহ। সহি! আণামি বো অণ্ণোণ্ণগদং পেম্মং, তদো তদো? ৫॥

রাজা। পূর্ব্বে যখন আমি মনোরথ লাভ করিতে পারি নাই, তখন ত্রিযামা যেন শতগুণিত হইয়া গমন করিয়াছে। হে সুভ্রু! এক্ষণে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, এখন যদি উহা সেইরূপ সুদীর্ঘ বোধ হয়, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হই॥ ১৪০॥

[এই বলিয়া সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ইতি তৃতীয় অঙ্কঃ।

(নেপথ্যে সহজন্যা ও চিত্রলেখার প্রবেশসূচক সংগীত)

চিত্রলেখা প্রিয়সখী উর্ব্বশীর বিয়োগে বিমনা হইয়া সখী সহজন্যার সহিত যাহাতে সূর্য্যকিরণস্পর্শে সরোজসমূহ বিকসিত হইয়া শোভা পাইতেছে, তাহার তীরদেশে উপবেশনপূর্ব্বক যেন ব্যাকুলচিত্তে বিলাপ করিতেছে॥ ১॥

(সহজন্যা ও চিত্রলেখার প্রবেশ)

চিত্র। (প্রবেশ করিয়া দিগ্‌ভাগ অবলোকনপূর্ব্বক একটী গাথা গান করিল যথা,) —সহচরীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া স্নেহপরায়ণা দুইটী হংসী বাষ্পাকুলনেত্রে সরোবরে বসিয়া খেদ করিতেছে॥ ২॥

সহ। (খেদসহকারে) সখি চিত্রলেখে! পরিম্লান শতপত্রের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ মুখচ্ছবি তোমার হৃদয়ের অসুস্থতা সূচনা করিতেছে, অতএব তুমি তোমার অসুখের কারণ বল, যেহেতু আমিও তোমার সম-দুঃখা প্রিয়সখী॥ ৩॥

চিত্র। সখি! অপ্সরাদিগের কার্য্যের পর্য্যায় দ্বারা ভগবান্ সূর্য্যের উপাসনায় বর্ত্তমান রহিয়াছি, বর্ষাকালও আগত হইল, অতএব প্রিয়সখীর বিরহে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি॥ ৪॥

সহ। আমি তোমাদের পরস্পর প্রেম জানি। তার পর, তার পর? ৫॥

চিত্র। তদো ইমেসুং দিঅসেসুং কো ণু হি বুত্তন্তো বট্টদি ত্তি, পণিধাণ-ট্ঠিদাএ মএঅচ্চাহিদং উবলদ্ধং ॥ ৬ ॥

সহ। কেরিসং তং ? ৭ ॥

চিত্র। (সকরুণম্) উব্বসী কিল তং রাএসিং লচ্ছীসণাহং গেহ্নিঅ অচ্চেসুং নিবেসিদরজ্জধুরং কেলাসসিহরুদ্দেশে গন্ধমাদণবণং বিহরিদুং গদা ॥ ৮ ॥

সহ। (সশ্লাঘম্) সহি ! সো সম্ভোও জো তারিসেসুং প্পদেসেসুং, তদো তদো ? ৯ ॥

চিত্র। তদো তহি মন্দাইণীতীরে সিকদাপব্বদেহিং কীলমাণা উদঅবতী ণাম বিআহরদরিও তেণ রাএসিণা থণং ণিজ্ঝাইদ ত্তি কদুঅ কুবিদা মে পিঅসহী উব্বসী ॥ ১০ ॥

সহ। অসহণা ক্খু সা ; দূরারূঢ়োঅ সে প্পণয়ো ; তা ভবিদব্বংদা এত্থ বলবদী ; তদো তদো ? ১১॥

চিত্র। তদো সা ভত্তুণো অণুণঅং অপ্পলিবজ্জমাণা গুরুসাব-সংমূঢ়হিঅআ বিস্মুমরিদ-দেবদাণিআ-অমা কণ্ণআঅণপরিহরণীঅং কুমারবণং পবিট্ঠা, পরেসাপন্তরং অ কাণণোবন্তবত্তিল দাভাবেণ পরিণদং সে রূবং ॥ ১২ ॥

সহ। (সশোকম্) সব্বধা ণত্থি বিহিণো অলঙ্ঘণীঅং ণাম, জ্জেণ তারিসস্স রূবস্স অপ্পারিসোজ্জেব পরিণামে সংবুত্তো ; তদো তদো ? ১৩ ॥

চিত্র। তদো সোবি তস্সিং জ্জেব কাণণে পিঅসহীং অণ্ণেসঅন্তো উম্মত্তাভূদো উব্বসী তদো উব্বসী ত্তি কদুঅ অহোরত্তাইং এদিবাহেদি। (নভোঽবলোক্য) এদিণা উণ ণিব্বণাং পিউকণ্ঠাআরিণা মেহোদয়েণ অপ্পদীআরো ভবিস্সদি ত্তি তক্কেমি। (অত্রান্তরে জম্ভলিকা) সহঅরি-দুক্খালিদ্ধঅং সরবঅ-অম্মি সিণিদ্ধঅং। অবিরলবাহজ্জলোল্লঅং তম্মই হংসীজুঅলঅং ॥ ১৪ ॥

চিত্র। তার পর এতদিন মধ্যে কি ঘটনা হইল, এ বিষয়ে ধ্যান অবলম্বন করিয়া দেখিয়াছি,অতি মহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

সহ। তাহা কিরূপ ? ৭ ॥

চিত্র। (করুণভাবে) প্রিয়সখা উর্ব্বশী শোভামাত্র-সার সেই রাজর্ষিকে লইয়া কৈলাসপর্ব্বত-শিখরের একদেশস্থিত গন্ধমাদনবনে বিহারার্থ গমন করিয়াছিলেন, মহারাজ অমাত্যগণের উপর রাজ্য-ভার বিন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

সহ। (শ্লাঘা সহকারে) সখি ! সম্ভোগ যদি সেইরূপ প্রদেশে সংঘটিত হয়, তাহাই যথার্থ সম্ভোগ তার পর, তার পর ? ৯ ॥

চিত্র। তদনন্তর সেই স্থানে মন্দাকিনীর তীরদেশে বালুকার ক্রীড়াপর্ব্বত রচনা করিয়া উদকবতী নামে এক বিদ্যাধর-কন্যকা ক্রীড়া করিতেছিল, সেই সময়ে রাজর্ষি সেই উদকবতীর দিকে অনুরাগভরে অবলোকন করিয়াছিলেন, সেই হেতু প্রিয়সখী উর্ব্বশী রাজার প্রতি কুপিতা হইয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

সহ। উর্ব্বশীর তাহা অসহ্য হইল ? অতএব দেখিতেছি, তাঁহার প্রণয় দূরে আরোহণ করিয়াছে, অতএব এখানে ভবিতব্যতাই বলবতী। তার পর, তার পর ? ১১ ॥

চিত্র। তদনন্তর তিনি বল্লভের অনুনয় গ্রাহ্য না করিয়া নাট্যাচার্য্য ভরতের পূর্ব্বপ্রদত্ত অভিশাপ-বশে মোহিতচিত্তা হইয়া কুমারদেবের নিয়ম ভুলিয়া গিয়া রমণীজনের পরিহারযোগ্য কুমারবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তদনন্তর কাননের উপান্তভাগে তাঁহার রূপলাবণ্য লতারূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১২ ॥

সহ। (শোকসহকারে) বিধাতার অলঙ্ঘনীয় কিছুই নাই, কেন না, তেমন রূপের এমন পরিণাম ঘটিয়া উঠিল ? তার পর, তার পর ? ১৩ ॥

চিত্র। রাজাও সেই বনে প্রিয়সখীকে অন্বেষণ করিতে করিতে উন্মত্ত হইয়া এখানে উর্ব্বশী,সেখানে উর্ব্বশী, এইরূপ করিয়া অহোরাত্র অতিবাহিত করিতেছেন। (আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া) সুখী-দিগেরও উৎকণ্ঠাকারক এই মেঘোদয় দ্বারা অপ্রতীকার হইবে, এইরূপ বোধ হইতেছে।

(জম্ভলিকা নামক দ্বিপদিকা গীতি গান) সহচরীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া স্নেহভাবময় হংসীযুগল অবিরল ধারায় উষ্ণবাষ্প-জল বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সরোবরতীরে রোদন করিতেছে ॥ ১৪ ॥

সহ। সহি! অত্থি কোবি সমাগমোবাও ? ১৫ ॥

চিত্র। গোরীচরণরাঅসম্ভবং সঙ্গমমণিং বজ্জিঅ কুদো সে সমাগমোবাও ? ১৬ ॥

সহ। ঈদিসা আকিদিবিসেসা চিরং দুক্খভাইণো হোন্তি, তা অবস্সং কোবি অণুগ্গহণিমিত্তভূও ভবিস্সদিত্তি তক্কেমি। (প্রাচীং দিশং বিলোক্য) তা এহি উঅতাহিবস্স ভঅবদো সুজ্জস্স উবত্থাণং করেম্ব। (অত্রান্তরে খণ্ডধারা) চিন্তাদুম্মিআণসিআ সহঅরিদং সণলালসিআ। বিঅসি কমল-মণো-হরএ বিহরই হংসী সরবরুএ ॥ ১৭ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তে।

(নেপথ্যে পুরূরবসঃ প্রাবেশিক্যাক্ষিপ্তিকা)

গহণং গইন্দণাহো পিঅবিরহুম্মাঅ পঅলিভবিআরো,
বিসই তরুকুসুমকিসলঅভূসিঅণিঅদেহপত্তারো ॥ ১৮ ॥

(ততঃ প্রবিশতি আকাশবদ্ধলক্ষ্যঃ সোন্মাদো রাজা)

রাজা। (সক্রোধম্) আঃ দুরাত্মন্! রক্ষঃ! তিষ্ঠ তিষ্ঠ, মম প্রিয়তমামাদায় ক গচ্ছসি ? (বিলোক্য) কথং শৈলশিখরাদ্‌গগনমুপেত্য বাণৈর্মামভিবর্ষতি। (ইতি লোষ্ট্রং গৃহীত্বা হন্তং ধাবন্ অনন্তরে দ্বিপদিকয়া দিশোঽবলোক্য) ॥ ১৯ ॥

হিঅআহিঅপি অদুক্খও সরবরুএ ধুঅপক্খও।
বাহো-বগ্গিঅ ণঅণও তম্মই হংসজুআণও ॥ ২০ ॥

(বিভাব্য সকরুণম্) কথম্।

নবজলধরঃ সন্নদ্ধোঽয়ং ন দৃপ্তনিশাচরঃ, সুরধনুরিদং দূরাকৃষ্টং ন নাম শরাসনম্।
অয়মপি পটুর্ধারাসারো ন বাণপরম্পরা, কনকনিকষস্নিগ্ধা বিদ্যুৎ প্রিয়া মম নোর্ব্বশী ॥ ২১ ॥

(ইতি মূর্চ্ছিতঃ পততি। পুনর্দ্বিপদিকয়া উত্থায় নিশ্বস্য)

সহ। সখি! সমাগমের উপায় কিছু আছে কি ? ১৫ ॥

চিত্র। গৌরীচরণের প্রতি ভক্তি জন্য যে সঙ্গমরত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়সখীর সমাগমলাভ কোথায় ? ১৬ ॥

সহ। যাঁহার ঈদৃশ আকৃতিবিশেষ, কখনও তিনি চিরদুঃখভাগী হন না, অতএব বোধ হয়, অবশ্যই অনুগ্রহমূলক কোন সমাগমের উপায় হইবে। অতএব আইস, আমরা উদয়াধিপতি ভগবান্ সূর্য্য-দেবের সেবায় নিযুক্ত হই। (খণ্ডধারাখ্য দ্বিপদিকা গীতি গান) (যথা)—চিন্তা দ্বারা অতিশয় দুঃখিত-মনা হইয়া হংসী সহচরীর দর্শনলাভ-লালসায় বিকসিত কমল দ্বারা মনোহর সরোবরমধ্যে বিচরণ করি-তেছে ॥ ১৭ ॥ [এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত।

(নেপথ্যে পুরূরবার প্রবেশসূচক সংগীত) (যথা)—এক্ষণে গজেন্দ্রপতি, প্রিয়ার বিচ্ছেদে উন্মাদ-দশা প্রাপ্ত হইয়া তরুকুসুম ও কিসলয় দ্বারা শৈলাগ্রতুল্য উচ্চতর নিজদেহ বিভূষিত করিয়া গহনবনে প্রবেশ করিল ॥ ১৮।

(আকাশে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে উন্মাদগ্রস্ত রাজার প্রবেশ)

রাজা। (ক্রোধসহকারে) আঃ দুরাত্মন্! রাক্ষসাধম! থাক্, থাক্, আমার প্রিয়তমাকে লইয়া কোথায় যাইতেছিস্ ? (ক্ষণমাত্র দর্শন করিয়া) এই রাক্ষস যে শৈলশিখর হইতে গগনে আসিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বাণবৃষ্টি করিতে লাগিল। (এই বলিয়া লোষ্ট্রগ্রহণপূর্ব্বক মারিবার নিমিত্ত হইলেন। অনন্তর দ্বিপদিকা গান করিাত করিতে দিগ্‌দর্শন করিতে লাগিলেন) (যথা)—যাহার হৃদয়দেশে প্রিয়ার বিরহ-দুঃখ নিহিত, সেই হংসযুবক পক্ষযুগল কম্পিত করিয়া সরোবরের তীরে বেশনপূর্ব্বক নয়নজলে ভাসিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। (চিন্তা করিয়া করুণভাবে) কি ? এ ঘনসংঘীভূত জলধর! এ যে নিশাচর নয়, এ যে শরাসন নয়! দূরবিস্তৃত ইন্দ্রধনুঃ! এ যে শরপরম্পরা নহে, এ যে অবিরল বারিধারা! আর এ যে আমার প্রিয়া উর্ব্বশী নহেন, এ যে কনক-নিকষের স্নিগ্ধ বিদ্যুৎ। (এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ; পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ

মঞ্জিঅ জাণিঅং মিঅলোঅণিং ণিসিঅরু কোবি হরই। জবাহু ণবতলি-সামল ধরাহরু বরিসেই ॥ ২২ ॥
(ইতি সকরুণং বিচিন্ত্য) তৎ খলু ক নু গতা স্যাৎ ?

কাপি তিষ্ঠেৎ কোপবশাৎ প্রভাবপিহিতা দীর্ঘং ন সা কুপ্যতি।
স্বর্গায়োৎপতিতা ভবেৎ ময়ি পুনর্ভাবার্দ্রমস্যা মনঃ ॥
(সরোষম্) তাং হর্ত্তুং বিবুধদ্বিষোঽপি হি স মে শক্তাঃ পুরোবর্ত্তিনী।
সা চাত্যন্তমগোচরঃ নয়নয়োর্যাতেতি কোঽয়ং বিধিঃ ॥ ২৩ ॥

(দ্বিপদিকয়া দিশোঽবলোক্য নিশ্বস্য সাশ্রম্) অহো! অপরাবৃত্তভাগধেয়ানাং দুঃখং দুঃখানুবন্ধমেব। কুতঃ ?

অয়মেকপদে তয়া বিয়োগঃ প্রিয়া চোপনতঃ সুদুঃসহো মে,
ন বারিধরোদয়াদহোভির্ভবিতব্যঞ্চ নিরাতপৈস্ত রম্যৈঃ ॥ ২৪ ॥

(অনন্তরে চর্চ্চরী)

জলহর ! সংহর এহ কোব মই আণত্তও, অবিরলধারাসারাকত্তণিসামুহও।
এ! মঞি পুহরি ভমন্তে জই পিঅ পেক্খিহিমি. তবেব জং জু করীহিসি, তু তু সহীহিমি ॥ ২৫ ॥

(চর্চ্চরিকয়া বিচিন্ত্য)

বৃথা খলু ময়া মনসঃ সন্তাপবৃদ্ধিরুপেক্ষ্যতে। যদা মুনয়োঽপ্যেবং ব্যাহরন্তি রাজা কালস্য কারণমিতি। তৎ কিমহমেনং জলধরসময়ং প্রত্যাদিশামি। (বিহস্য উত্থায়, যদা মুনয়োঽপ্যেবং ব্যাহরন্তীতি পুনঃ পঠিত্বা) ভবতু প্রত্যাদিশামি ॥ ২৬ ॥ (অনন্তরে চর্চ্চরী)

গন্ধুম্মাইঅ-মহুঅরগী এহিং, রজ্জন্তেহিং পরহুঅদুরেহিং। পসরিঅ-পবণুব্বেল্লিঅ-পল্লবণিঅরু সুললিঅবিবিহহগআরে ণচ্চই কপ্পঅরু। (তেন নর্ত্তিত্বা) অথবা ন প্রত্যাদিশামি ; যৎ প্রাবৃষেণ্যেরেব চিহ্নৈঃ সংপ্রতি মহারাজোপচারঃ ক্রিয়তে ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বক দ্বিপদিকা গান করিলেন) (যথা)—আমি জানিয়াছিলাম যে, কোন নিশাচর আমার মৃগলোচনা প্রিয়তমাকে হরণ করিতেছে, কিন্তু তাহা নহে, নবতড়িদ্বিশিষ্ট ধারাধর বর্ষণ করিতেছে। (সকরুণভাবে চিন্তা করিয়া) তবে তিনি কোথায় গেলেন ? সেই উর্ব্বশী কুপিতা হইয়া স্বর্গীয় প্রভাববশে অন্তর্হিতা হইয়া রহিলেন কি ? না, তাহা নহে। তিনি দীর্ঘকাল কুপিতা থাকেন না, তবে কি তিনি স্বর্গেই গমন করিলেন ? তাহাও ত নয়, যেহেতু, তাঁহার মন আমার প্রেমরসে আর্দ্র। (সরোষে) তিনি আমার পুরোবর্ত্তিনী থাকিলে কোন অসুরপতি তাঁহাকে হরণ করিতে সমর্থ হইত না, তবে যে তিনি একেবারেই আমার নয়নদ্বয়ের অগোচর হইয়া রহিলেন, এই বিধিই বা কিরূপ ? ১৯-২৩ ॥

(দ্বিপদিকা দ্বারা দিগ্‌দর্শন পূর্ব্বক নিশ্বাস সহকারে সাশ্রুনয়নে) যাহাদের সৌভাগ্য আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না, তাহাদের দুঃখের উপরই দুঃখে আসিয়া উপস্থিত হয়। যেহেতু, এই আমার অতি দুঃসহ সেই প্রিয়া-বিয়োগ-দুঃখ উপস্থিত হইল, আবার সেই সময়েই নবীন জলধরের উদয় হেতু অনাতপে অতিরম্যতর দিনসমূহও সমাগত হইল ॥ ২৪ ॥

(অনন্তর চর্চ্চরী নামে বিবিধ গীত)

(যথা)—হে জলধর ! আমি আশা করিতেছি, তুমি এক্ষণে কোপ সংহার কর। এখন আর অবিরল বারিধারা বর্ষণ করিয়া দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিও না, তবে আমি যখন পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে প্রিয়াকে দেখিতে পাইব, তখন তুমি যেরূপ করিবে, তাহাই সহ্য করিব ॥ ২৫ ॥

(চর্চ্চরিকা দ্বারা চিন্তা করিয়া) বৃথা আমি মনের সন্তাপ বৃদ্ধি করিতেছি, যেহেতু, মুনিগণও রাজাকে কালকারণ কহিয়াছেন, তবে আমি কেন এই জলধরসময়কে ভর্ৎসনা করিতেছি ? (হাস্য করিতে করিতে উঠিয়া) "যখন মুনিগণও এইরূপ বলেন," (এই অর্দ্ধোক্তির পর) হউক্ ! ভৎসনা করি ॥২৬॥

(অনন্তর চর্চ্চরী গান) (যথা)—কল্পতরুগণ গন্ধ দ্বারা উন্মাদিত মধুকরের কোকিলধ্বনিরূপ বাদ্য দ্বারা, সঞ্চালিত পবন দ্বারা ও পল্লবরূপ করসঞ্চালন পূর্ব্বক বিবিধ প্রকারে সুললিতভাবে নৃত্য করিতেছে। (তৎসহ নৃত্য করিতে করিতে) অথবা আর দুরীকরণ করিব না, যে হেতু, বর্ষাকালোৎপন্ন চিহ্ন-সমূহ দ্বারাই সম্প্রতি বিতানচামরাদি রাজোপচারসকল সম্পাদিত হইতেছে ॥ ২৭ ॥

(বিহস্য পুনর্গন্ধোন্মাদিত পঠিত্বা)

কথমিতি?—বিদ্যুল্লেখা-কনকরুচিরশ্রীর্বিতানং মমাভ্রং, ব্যাধূয়ন্তে নিচুলতরুভির্মঞ্জরীচামরাণি।
ঘর্ম্মচ্ছেদাৎ পটুতরগিরো বন্দিনো নীলকণ্ঠা, ধারাসারোপনয়নপরা নৈগমাশ্চাম্বুবাহাঃ ॥২৮॥

(পুনশ্চর্চ্চরী) ভবতু, কিং পরিচ্ছদশ্লাঘয়া। যাবদস্মিন্ কাননে প্রিয়াং প্রণষ্টামন্বেষয়ামি ॥ ২৯ ॥

(পাঠান্তরে ভিন্নকঃ) দইআরহিও অহিঅং দুহিও বিরহাণুগও পরিমন্থরও। গিরিকাণণ একুসুমুজ্জল এ গঅজুহবঈ উঅ ঝীণগঈ ॥ ৩০ ॥

(অনন্তরে দ্বিপদিকয়া পরিক্রম্যাবলোক্য চ সহর্ষম্) হন্ত হন্ত! ব্যবসিতস্য মে সংবর্দ্ধনং বৃত্তম্।
আরক্তকোটিভিরিয়ং কুসুমৈর্নবকন্দলী-মলিনগর্ভৈঃ। কোপাদন্তর্বাষ্পে স্মরয়তি মাং লোচনে তস্যাঃ ॥৩১॥

ইতো গতেতি কথং ময়া খলু তত্রভবতী সূচয়িতব্যা। যতঃ—

পদ্ভ্যাং স্পৃশেদ্বসুমতীং যদি সা সুগাত্রী, মেঘাভিবৃষ্টসিকতাসু বনস্থলীষু।
পশ্চান্নতা গুরুনিতম্বতয়া ততোঽস্যাঃ, দৃশ্যেত চারুপদপঙ্‌ক্তিরলক্তকাঙ্কা ॥ ৩২ ॥

(দ্বিপদিকয়া পরিক্রম্যাবলোক্য চ) হন্ত হন্ত! উপলব্ধমুপলক্ষণং যেন তস্যাং কোপনায়াং সরস-মুন্নীয়তে মার্গঃ।

হৃতোষ্ঠরাগৈর্নয়নোদবিন্দুভির্নিমগ্ননাভের্নিপতদ্ভিরঙ্কিতম্।
চ্যুতং রুষা ভিন্নগতেরসংশয়ং, শুকোদরশ্যামমিদং স্তনাংশুকম্ ॥ ৩৩ ॥

ভবতু আদাস্যে তাবৎ (পরিক্রম্য বিভাব্য চ সাশ্রম্) কথং সেন্দ্রগোপং শাদ্বলমিদং স্থানং, তৎ কুতঃ অস্মিন্ বিপিনে প্রিয়াপ্রবৃত্তিসমাগমোঽয়ম্? (বিলোক্য) অয়মাসারোচ্ছ্বলিতশৈলতটস্থলী পাষাণমধিরূঢ়ঃ। আলোকয়তি পয়োদান্ প্রবলপুরোবাতনর্ত্তিতশিখণ্ডঃ। কেকাগর্ভেণ শিখী দূরোন্নমিতেন কণ্ঠেন। ভবতু যাবদেনং পৃচ্ছামি। (অনন্তরে খণ্ডকঃ) সংপত্ত বিহ্বরেণও, তুরিঅং পরবারণও।
পিঅঅমদংসণলালসও গঅরু বিক্কিঅমানসআ ॥ ৩৪ ॥

(পুনর্ব্বার গন্ধদ্বারা উন্মাদিত ইতি পাঠ করিয়া) এ কি? মনোহর বিদ্যুল্লেখাবিশিষ্ট মেঘ আমার সুবর্ণ-খচিত চন্দ্রাতপ, আর নিচুলবৃক্ষ-সমূহ আমার চামর আর গ্রীষ্মাবসানহেতু মধুরকণ্ঠ নীলকণ্ঠ-সকল আমার স্তুতি-পাঠক, আর জলধারণরূপ ধন আগমনে তৎপর অম্বুবাহ-সমূহ আমার নাগরিক বণিক্‌স্বরূপ হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

(চর্চ্চরী গান) হউক, পরিচ্ছেদের শ্লাঘা করিয়া কি হইবে? এই কাননমধ্যে প্রিয়ার অন্বেষণ করি ॥২৯॥

(ভিন্নক রাগে সংগীত) (যথা)—প্রিয়া-বিরহিত অধিকতর দুঃখিত বিরহপ্রাপ্ত মন্দগতি অবসন্ন গজযূথপতি কুসুমোদ্ভাসিত গিরি-কাননমধ্যে প্রিয়তমার নিকট চেষ্টা কর ॥ ৩০ ॥

(দ্বিপদিকা গান করিতে করিতে পরিক্রমণ ও অবলোকন পূর্ব্বক হর্ষসহকারে)

আমার প্রিয়ান্বেষণরূপ ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি দেখিতেছি। যেহেতু, ঈষদ্রক্তবর্ণ অগ্রভাগ এবং মলিন মধ্য-ভাগ কুসুম দ্বারা নবকন্দলী, প্রিয়ার কোপহেতু অন্তর্বাষ্পবিশিষ্ট লোচনদ্বয় স্মরণ করাইয়া দিতেছে ॥৩১॥

প্রিয়া এই দিক্ দিয়া গিয়াছেন, এই বিষয় আমি জানিতে পারিব; যেহেতু, সেই সুগাত্রী যদি পদ-যুগল দ্বারা বসুমতীকে স্পর্শ করিতেন, তবে বারিধারাসিক্ত বালুকা-বিশিষ্ট বনস্থলীর মধ্যে তাঁহার নিতম্বের গুরুত্ব হেতু পশ্চাদ্‌ভাগে নত অলক্ত-চিহ্নিত মনোহর পদপংক্তি দৃষ্ট হইত সন্দেহ নাই ॥ ৩২ ॥

(দ্বিপদিকা গান করিতে করিতে পরিক্রমণ ও অবলোকন পূর্ব্বক) এই আমি নিদর্শন পাইয়াছি, ইহা দ্বারা তাঁহার গমনমার্গ নিশ্চয়ই জানিতে পারিব। প্রিয়া যখন কোপভরে কাঁদিতে কাঁদিতে গমন করেন, তখন তাঁহার নেত্রবারি-বিন্দু-সকল ওষ্ঠরাগে রঞ্জিত হইয়া নিম্নতর নাভিদেশে নিপতিত তাঁহার শুকোদরের ন্যায় শ্যামবর্ণ স্তনাংশুকে পতিত হয়, গতিস্খলন হেতু সেই স্তনাংশুক এই পড়িয়া রয়াছে। হউক, তবে ইহা গ্রহণ করি। (অনন্তর পরিক্রমণ পূর্ব্বক চিন্তা করত সাশ্রুনয়নে) যে ইন্দ্রগোপকীটসমন্বিত নবতৃণাচ্ছন্ন স্থান। তবে এই কাননমধ্যে কিরূপে প্রিয়ার আগমন পারিব? (বিশেষরূপে দর্শন করিয়া) ধারাসম্পাতে উচ্ছ্বলিত শৈলতটস্থিত পাষাণখণ্ডে হইয়া শিখিদিগের কেকারববিশিষ্ট কণ্ঠস্থল উন্নমিত করিয়া জলদজাল অবলোকন করিতেছে, উহার পক্ষসকল প্রবল পুরোবায়ু দ্বারা নৃত্য করিতেছে। হউক্, তবে ইহাকেই জিজ্ঞাসা করি ॥ ৩৩.৩৪ ॥

(তেন খণ্ডকান্তরে চর্চ্চরী) মরহিণপত্ত ! পই অব্ভত্থোম,অঅকৃখুহি মেত্তা, এথ অরণ্ণে ভমন্তে জই দিট্ঠা সা মহকন্তা । ণিসম্মই মিঅঙ্কসরিসে বঅণে, এ চিহ্নে জাণীহিসি, আঅক্খিঅ তুজ্ঝ মই ॥ ৩৫ ॥

(চর্চ্চরিকয়া উপবিশ্য অঞ্জলিং বদ্ধা)

নীলকণ্ঠ ! মমোৎকণ্ঠা বনেঽস্মিন্ বিদিতা ত্বয়া । দীর্ঘাপাঙ্গা সিতাপাঙ্গ ! দৃষ্টা দৃষ্টিক্ষমা ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥

(চর্চ্চরিকয়া বিলোক্য) কথমদত্ত্বৈব প্রতিবচনং নর্ত্তিতুমারব্ধঃ ॥ ৩৭ ॥

(পুনশ্চর্চ্চরী)

তৎ কিং নু খলু প্রহর্ষকারণমস্য ? আঃ জ্ঞাতম্ ।

মৃদুপবনবিভিন্নো মৎপ্রিয়ায়াঃ প্রণাশাৎ, ঘনরুচিরকলাপো নিঃসপত্নোঽস্য জাতঃ ।

রতিবিগলিতবন্ধে কেশপাশে সুকেশ্যাঃ, সতি কুসুমসনাথে কং হরেদেষ বর্হঃ ॥

ভবতু, পরব্যসনসুখিতং পুনরেনং পৃচ্ছামি ॥ ৩৮ ॥ (দ্বিপদিকয়া দিশোঽবলোক্য)

অয়ে ! ইয়ং আতপান্তসংধুক্ষিতমদা জম্বুবিটমধ্যগতে পরভৃতা, বিগহেষু পণ্ডিতৈষা জাতিঃ, যাবদেনাং পৃচ্ছামি ॥ ৩৯ ॥ (অনন্তরে খুরকঃ)

বিজ্জাহরকাণণসীণঅো দুক্খবিণিগ্গঅো ।

বাহপ্পীড়অো দুরোসারিঅ হিঅআণন্দঅো জমই গইন্দঅো ॥ ৪০ ॥

(খুরকানন্তরে চর্চ্চরী)

পরহুঅ ! মহুরপলাবিণিকন্তী নন্দণবণবণ-সচ্ছন্দভমন্তী ।

জই পই পিঅঅম সা মহ দিট্ঠা তা আঅক্খহি মহুপরপুট্ঠা ॥

(এতদেব নর্ত্তিত্বা বলন্তিকয়োপসৃত্য জানুভ্যাং স্থিত্বা)

(অনন্তর খণ্ডক নামক গীতিকা গান, যথা)—প্রিয়া-দর্শনে লালসাবান্ শক্রবিমর্দ্দনক্ষম গজবর খেদ প্রাপ্ত হইয়া বিস্মিতচিত্তে চঞ্চলভাবে বিচরণ করিয়া, হে প্রভো নীলকণ্ঠ ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এই অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি আমার সেই কান্তাকে দেখিয়া থাক, তবে তুমি তাহা আমাকে বল । আমি তোমাকে বলিয়া দিই, তাঁহার গতি হংসতুল্য, বদন চন্দ্রতুল্য, চিহ্নসকল এইরূপ জানিবে ॥ ৩৫ ॥

(অনন্তর চর্চ্চরী-গীতি গান করিতে করিতে উপবিষ্ট হইয়া অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক) হে শুভ্রাপাঙ্গ নীলকণ্ঠ ! আমার উৎকণ্ঠার কারণ সেই দীর্ঘাপাঙ্গী দর্শনীয়া বনিতাকে এই বনমধ্যে দেখিয়াছ ?৩৬॥

(চর্চ্চরিকা গান করিতে করিতে দর্শন পূর্ব্বক) এ যে আমার বাক্যের উত্তর না দিয়াই নাচিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥

(পুনর্ব্বার চর্চ্চরী গীত) তবে ইহার হর্ষের কারণ কি ? হাঁ, জানিলাম, আমার প্রিয়ার অদ-র্শন হেতু অদ্য উহার মেঘ-মনোহর কলাপ-জাল প্রতিদ্বন্দ্বীশূন্য হইল । সেই সুকেশীর কুসুম-সমূহ-যুক্ত রতিদ্বারা বিগলিত-বন্ধন কেশকলাপ বিদ্যমান থাকিতে এই ময়ূরবর্হ কাহার মন মোহিত হয় ? হউক্, এ পরের বিপদ দর্শনে সুখী, অতএব ইহাকে আর পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিব না ॥ ৩৮ ॥

(অনন্তর দ্বিপদিকা গান করিতে করিতে চারিদিক্ অবলোকন করিয়া) এই যে আতপাবসানে যাহারা মদমত্ত হয়, বিহগগণের মধ্যে পণ্ডিত এই কোকিলজাতি জম্বুবৃক্ষশাখায় বসিয়াছে, তবে ইহাকে জিজ্ঞাসা করি ॥ ৩৯ ॥

(অনন্তর খুরক নামক নৃত্যবিশেষ আরম্ভ হইল) অত্যুন্নত গজরাজ, হৃদয়ের আনন্দজনক প্রিয়াকে হারাইয়া বিদ্যাধর-কাননে প্রবেশ পূর্ব্বক দুঃখ-বিগলিত বাষ্প বিসর্জ্জন করিতে করিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে ॥ ৪০ ॥

(অনন্তর চর্চ্চরিকা গীত) হে পরাভৃতে ! হে মধুরালাপকারিণি ! তুমি নন্দনবনে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিয়া থাক, যদি তুমি আমার প্রিয়তমাকে দেখিয়া থাক, তবে আমাকে বল । (এইরূপ বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে বলন্তিকা নামক রাগের উপাঙ্গবিশেষ সহকারে নিকটে যাইয়া জানুদ্বয় দ্বারা উপবিষ্ট

ভবতি! ত্বাং কামিনো মদনদূতি মুদাহরন্তি, মানাপমাননিপুণং ত্বমমোঘমস্ত্রম্।
তামানয় প্রিয়তমাং মম বা সমীপং, মাং বা নয়াশু, মৃদুভাষিণি! যত্র কান্তা॥ ৪১॥

(বামকেন কিঞ্চিদ্বলিত্বা আকাশে) কিমাহ ভবতী?
কথং ত্বামেবমনুরক্তমপহায় গতেতি (অগ্রতোঽবলোক্য) ভবতি!

কুপিতা ন তু কোপকারণং সকৃদপ্যাত্মগতং স্মরাম্যহম্।
প্রভুতা রমণেষু যোষিতাং ন হি ভাবস্খলিতান্যপেক্ষতে॥ ৪২॥

(সসম্ভ্রমমুপবিশ্য) (অনন্তরং জানুভ্যাং স্থিত্বা, কুপিতেতি পঠিত্বা, বিলোক্য চ) কথং কথাবিচ্ছেদকারিণী স্বকার্য্যে ব্যাসক্তা? অথবা সুষ্ঠু খল্বিদমুচ্যতে।

মহদপি পরদুঃখং শীতলং সম্যগাহুঃ, প্রণয়মগণয়িত্বা যন্মমাপদ্গতস্য।
অধরমিব মদান্ধা পাতুমেষা প্রবৃত্তা, ফলমভিনবপাকং রাজজম্বুদ্রুমস্য

তদেবং গতেঽপি প্রিয়েব মে মঞ্জুস্বনেতি ন মে কোপোঽস্যাং, সুখমাস্তাং ভবতী; সাধয়ামস্তাবৎ॥৪৩॥

(উত্থায় দ্বিপদিকয়া পরিক্রম্যাবলোক্য চ)

অয়ে! দক্ষিণেন বনধারং প্রিয়াচরণবিক্ষেপশংসী নূপুরশব্দঃ। যাবদেনমনুগচ্ছামি॥ ৪৪॥

(ককুভেন খড়্পভঙ্গাঃ)

পিঅঅম-বিরহ-কিলামিঅ-বঅণও, অবিরল-বাহজলা উলণঅণও।
দুস্সহদুখ-বিসুংঠুলগমণও, পসরিঅউরুতাবদীবিঅ-অঙ্গও,
অহিঅং দুম্মিঅ-মাণসও-দরিঅং গওে কাণণে পরিভমই গইন্দও॥ ৪৫॥

(অনন্তরে দ্বিপদিকয়া দিশোঽবলোক্য)

হইয়া) হে কোকিলে, হে মৃদুভাষিণি! কামিজনেরা তোমাকে মদনের দূতী বলিয়া থাকে, মান ও অপমান নিপুণ অমোঘ অস্ত্ররূপ কহিয়া থাকে, অতএব তুমি সেই প্রিয়তমাকে আনয়ন কর, অথবা যেখানে সেই কান্তা আছেন, সেই স্থানে আমাকে সত্বর লইয়া চল॥ ৪১॥

(অনন্তর শিরঃকম্পন সহকারে বামপার্শ্বে অবলোকন পূর্ব্বক আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া) আপনি কি বলিতেছেন? "তুমি অনুরক্ত, তথাপি তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।" (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) কোকিলে! তিনি কুপিতা হইয়াছেন, কিন্তু আমি কখনও কোপের কার্য্য কিছু করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তুমি জানিও যে, রমণী-বিষয়ে রমণীগণের প্রভুত্ব এত অধিক যে, তাহারা প্রণয়ের অন্যথাভাব না ঘটিলেও কুপিতা হইয়া থাকে॥ ৪২॥

(অনন্তর সম্ভ্রমে বসিয়া জানুদ্বয় পাতিয়া অবস্থান পূর্ব্বক) তিনি কুপিতা হইয়াছেন (ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া দর্শন পূর্ব্বক) ইনি এখন কথা বিচ্ছেদ করিয়া স্বকার্য্যে আসক্তা হইলেন? ইহা যথার্থই উক্ত হইয়াছে যে, পরদুঃখ অতি মহৎ হইলেও তাহা শীতল; আমি বিপদে পড়িলেও আমার প্রণয় গণনা করিয়াই, এই কোকিলা মদে অন্ধ হইয়া অধর সদৃশ এই পরিপক রাজজম্বুফল ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। যাহা হউক, এই কোকিলা এরূপ হইলেও প্রিয়ার ন্যায় মনোহর-স্বর-বিশিষ্ট বলিয়া উহার প্রতি আমার কোপ নাই। তুমি সুখে থাক, আমি চলিলাম॥ ৪৩॥

(এই বলিয়া উঠিয়া দ্বিপদিকা দ্বারা পরিভ্রমণ ও অবলোকন পূর্ব্বক)

এই যে বনের দক্ষিণ ধারে প্রিয়ার পদবিক্ষেপ-সূচিত নূপুরশব্দ শুনা যাইতেছে; তবে ঐ স্থানে গমন করি॥ ৪৪॥

(অনন্তর ককুভ নামক রাগবিশেষ দ্বারা খড়্-অবচ্ছেদ-বিশিষ্ট পদ সংগীত হইতে লাগিল; যথা)—
প্রিয়তমার বিচ্ছেদে বদন একান্ত মলিন, অবিরল বাষ্পবারিধারায় লোচনদ্বয় ব্যাকুল, দুঃসহ দুঃখভরে গমন স্খলিত, অত্যন্ত উগ্রতাপে অঙ্গ প্রদীপ্ত, মানস অত্যন্ত দুঃখিত ও ভীত; এবম্ভূত করিবর কাননে পরিভ্রমণ করিতেছে॥ ৪৫॥

(অনন্তর দিগ্দর্শন পূর্ব্বক দ্বিপদিকা গীত হইল)

পিয়অকরিণী-বিচ্ছেইঅও, গুরুসোআণলদীবিঅও।
বাহজলাউল লোঅণও, করিবর ভমই নমাউলও॥ ৪৬॥
(সকরুণম্) হা ধিক্ কষ্টম্!
মেঘশ্যামা দিশো দৃষ্ট্বা মানসোৎসুকচেতসা। পূজিতং রাজহংসেন নেদং নূপুরশিঞ্জিতম্॥ ৪৭

(ইতি পঠিত্বা উত্থায়)

ভবতু, যাবেদেতে মানসোৎসুকাঃ প্রিয়াপ্রবৃত্তিমাগময়েয়ম্॥ ৪৮॥

(বলন্তিকয়া উপসৃত্য জানুভ্যাং স্থিত্বা)

হংসো জলবিহঙ্গমরাজ!
পশ্চাৎ সরঃ প্রতিগমিষ্যসি মানসং ত্বং, পাথেয়মুৎসৃজ বিসং গ্রহণায় ভূয়ঃ।
মাং তাবদুদ্ধর শুচো দয়িতাপ্রবৃত্ত্যা, স্বার্থাৎ সতাং গুরুতরা প্রণয়িক্রিয়ৈব॥

(তির্য্যগবলোক্য)

অয়ে! যথা উন্মুখমালোকয়তি, তথা ব্যক্তং প্রবাসোৎসুকমনসা ময়া ন দৃষ্টেত্যাহ॥ ৪৯॥
(উপবিশ্য চর্চ্চরী)। অরে রে হংসাঃ! কিং গোইজ্জই? (ইতি নর্ত্তিত্বা উত্থায়)
যদি হংস! গতা ন তে নতভ্রূঃ, সরসো রোধসি দৃক্পথং প্রিয়া মে।
মদখেলপদং কথং নু তস্যাঃ, সকলং চোর! গতং ত্বয়া গৃহীতম্॥
গই অণুসারে মই লক্খিজ্জই॥ ৫০॥

(চর্চ্চরিকয়া উপসৃত্য অঞ্জলিং বদ্ধ্বা)

হংস! প্রযচ্ছ মে কান্তাং গতিরস্যাস্ত্বয়া হৃতা। বিভাবিতৈকদেশেন দেয়ং যদিতি যুজ্যতে॥ ৫১
(পুনশ্চর্চ্চরী) কই পই সিক্খিঅ? এ গই লালস! সা পই দিট্টি জহণভরালস॥ ৫২॥

প্রিয়তমা করিণীর বিচ্ছেদহেতু শোকানলে প্রদীপ্ত ও বাষ্পজলে আকুলনেত্র করিবর ব্যাকুলিতচিত্তে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে॥ ৪৬॥

(করুণস্বরে) হায় ধিক্! কি কষ্ট! মেঘমণ্ডলে শ্যামবর্ণ দিঙ্মণ্ডল অবলোকন পূর্ব্বক মানসসরোবরগমনে উৎসুক-চিত্ত রাজহংসগণ কূজন করিতেছে, ইহা প্রিয়ার নূপুরশব্দ নহে॥ ৪৭॥

(এই বলিয়া উঠিয়া) হউক্, মানসসরোবরে গমনে উৎসুক এই রাজহংসসকল এই সরোবর হইতে আকাশে উত্থিত হইতেছে, তবে ইহাদিগকে প্রিয়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করি॥ ৪৮॥

(অনন্তর বলন্তিকা দ্বারা নিকটে গিয়া জানুদ্বয় পাতন পূর্ব্বক) হে জলবিহঙ্গরাজহংস! তুমি পরে মানস সরোবরে গমন করিবে; এখন পথসম্বল মৃণাল পরিত্যাগ কর, তাহা পরে গ্রহণ করিবে, আমাকে এই প্রিয়তমার শোক হইতে উদ্ধার কর। সজ্জনেরা স্বার্থ-সাধন হইতে প্রণয়ি-জনের কার্য্য গুরুতর বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। (বক্রভাবে অবলোকন পূর্ব্বক) যেরূপ ঊর্দ্ধমুখে দর্শন করিল, তাহাতে ব্যক্ত হইল, আমি এখন প্রবাসগমনে উৎসুক, আমি তোমার প্রিয়াকে দেখি নাই॥৪৯॥

(উপবেশন পূর্ব্বক চর্চ্চরী গান) অরে রে হংসগণ! গোপন করিলে কেন? (এই বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে) হে হংস! যদি আমার প্রিয়া এই সরোবর-তীরে তোমার নয়নপথে পতিতা না হইয়া থাকেন, তবে হে চোর! এই মদসঞ্চালিত বিলাসগতি কোথায় পাইলে? অতএব গতি অনুসারে বিবেচনা হয়, তুমি প্রিয়াকে দেখিয়াছ॥ ৫০॥

(চর্চ্চরিকা দ্বারা নিকটে গিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া) হে হংস! যখন কান্তার গতি অপহরণ করিয়াছ, ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন তুমি আমার প্রিয়াকে লইয়াছ, অতএব প্রদান কর। যেহেতু, যে বস্তুর অভিযোগ হয়, যদি তাহার একদেশ বা অংশতঃ গ্রহণ করা সপ্রমাণ হয়, তবে অবশ্যই সেই সমস্ত বস্তু প্রত্যর্থীর দেয় হইয়া থাকে॥ ৫১

(পুনর্ব্বার চর্চ্চরী গীত) যথা—হে গতিলালস! তুমি এই চতুরতা কোথা হইতে শিখিলে? এই জঘনভরা প্রিয়াকে তুমি অবশ্যই দেখিয়াছ॥ ৫২

(পুনশ্চর্চ্চরী) (সানুনয়ম্ হংস ! প্রযচ্ছেত্যাদি পঠিত্বা পুনশ্চর্চ্চরিকয়া সাক্ষেপং হংস প্রযচ্ছেত্যাদি পঠিত্বা,দ্বিপদিকয়া নিরূপ্য) এষ স্তেনানুশাসী রাজেত্যভিভয়াদুৎপতিতং, যাবদন্যমবকাশমবগাহিষ্যে ॥৫৩॥

(দ্বিপদিকয়া পরিক্রম্যাবলোক্য চ)

অয়ে ! প্রিয়াসহায়শ্চক্রবাকুস্তিষ্ঠতি, যাবদেনং গচ্ছামি ॥ ৫৪ ॥

(অনন্তরে কুটিলিকা)

মম্মর-রণিঅ মনোহরএ, ('মন্দঘটী)কুসুমিঅতরুবরপল্লবিএ।

(চর্ব্বরী) দইআ বিরহুম্মাইঅও কাণণে ভমই গইন্দও ॥ ৫৫ ॥

(দ্বিলয়ান্তরে চর্চ্চরী)

গোরোঅণা কুঙ্কুমবণ্ণা চকা ভণই মই। মহুবাসয় কীলন্তী ধণিআ ণ দিট্টি পই ? ॥ ৫৬ ॥

(চর্চ্চরিয়কা উপসৃত্য জানুভ্যাং স্থিত্বা)

রথাঙ্গনামন্ ! সংত্যক্তো রথাঙ্গশ্রোণিবিম্বয়া। অয়ং ত্বাং পৃচ্ছতি রথী মনোরথশতৈর্বৃতঃ ॥

অয়ং কঃ ক ইত্যাহ, ন কিল বিদিতোঽহমস্য। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ যস্য মাতামহপিতামহৌ।

স্বয়ং বৃতঃ পতির্দ্ব্যাভাং উপালভে উর্ব্বশ্যা চ ভুবা চ যঃ।

কথং তূষ্ণীমেবাস্তে ভবতু ; উপালভে তাবদেনম্ ॥ ৫৭ ॥ (জানুভ্যাং স্থিত্বা)

তদ্যুক্তং তাবদাত্মানুমানেন বর্ত্তিতুম্। কুতঃ ? ননু ! সহচরীং দূরে মত্বা বিরৌষি সমুৎসুকঃ।

ইতি চ ভবতো জায়াস্নেহাৎ পৃথক্স্থিতি-ভীরুতা, ময়ি চ বিধুরে ভাবঃ কোঽয়ং প্রবৃত্তি-পরাঙ্মুখঃ ॥৫৮॥

(উপবিশ্য) সর্ব্বথা মদীয়ানাং ভাগ্যবিপর্য্যায়াণামযং প্রভাবঃ।

যাবদন্যমবকাশমবগাহিষ্যে। (দ্বিপদিকয়া পরিক্রম্যাবলোক্য চ)

অয়ে ! ইদং রুণদ্ধি মাং পদ্মমন্তঃকণিতষট্পদম্।

ময়া দষ্টাধরং তস্যাঃ সশীৎকারমিবাননম্ ॥ ৫৯ ॥

(পুনর্ব্বার চর্চ্চরী গীত) (সানুনয়ে হে হংস ! তুমি প্রিয়ার গতি ইত্যাদি বারংবার পাঠ করিয়া দ্বিপদিকা দ্বারা নিরূপণ পূর্ব্বক) এই ব্যক্তি চৌরদমনকারী রাজা, এই ভাবিয়া কি হংস উড়িয়া গেল ? তবে অন্য প্রকার উপায় অবলম্বন করি ॥ ৫৩ ॥

(দ্বিপদিকা দ্বারা পরিক্রমণ ও অবলোকন পূর্ব্বক) এই যে প্রিয়ার সহিত চক্রবাক্ অবস্থিতি করিতেছে। তবে ইহাকেই জিজ্ঞাসা করি ॥ ৫৪ ॥

(অনন্তর কুটিলিকা নামক নাট্যবিশেষ প্রবর্ত্তিত হইল) যথা—মর্ম্মর-রহিত মনোহর (অনন্তর মন্দঘটী নামক নাট্য) (যথা)—কুসুমিত তরুবর পল্লবিতে, (চর্চ্চরী) কাননে দয়িতার বিরহে উন্মাদিত গজরাজ ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৫৫ ॥

(তদনন্তর দুই লয়ের পর চর্চ্চরী) (যথা)—হে গোরোচনা-কুঙ্কুমবর্ণ চক্রবাক্ ! মধুবাসরে বিহারশীল ! সেই ভুবনধন্যা প্রিয়াকে কি তুমি দেখিয়াছ ? ৫৬ ॥

(চর্চ্চরী দ্বারা নিকটে গিয়া জানুদ্বারা উপবিষ্ট হইয়া) হে চক্রবাক্ ! রথাঙ্গ তুল্য নিতম্বযুক্তা প্রিয়তমা দ্বারা পরিত্যক্ত শত শত মনোরথ-সমন্বিত এই রথগামী রাজা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এ কে ? এ কে ? ইহাই বলিল, কারণ, আমাকে এ জানে না। (পরিচয় দিয়া) "সূর্য্য ও চন্দ্র যাহার মাতামহ ও পিতামহ আর উর্ব্বশী ও পৃথিবী স্বয়ং আসিয়া যাহাকে বরণ করিয়াছেন।" এখনও চুপ করিয়া রহিলে যে ? হউক, তবে ইহাকে তিরস্কার করি। (জানুদ্বয়ে উপবেশন করিয়া) তবে আপনার ভাবানুমানদ্বারা কার্য্য করাই যুক্তিসঙ্গত। দেখ, এই সরোবরে তোমার সহচরী প্রিয়া যখন দূরে গিয়া নলিনীপত্রের অন্তরালে অবস্থিত হইতেছে, তখনই তুমি উৎসুকচিত্তে কলরব করিয়া উঠিতেছ। এইটী তোমার জায়ার প্রতি স্নেহ বশতঃ পৃথক্ অবস্থিতির জন্য ভয়, আমিও প্রিয়াবিরহবিধুর, তবে আমার প্রতি তোমার এরূপ ভাব কেন ? (উপবেশন করিয়া) যাহা কিছু আমার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ফল। তবে অন্য উপায় অবলম্বন করি। (অনন্তর দ্বিপদিকা দ্বারা পরিক্রমণ ও অবলোকন পূর্ব্বক) প্রিয়ার অধর দংশন করিলে তাঁহার সেই শীৎকারবিশিষ্ট আননের ন্যায় অন্তরে

ইতো গওঁস্তাহুশয়ো মাভূদিত্যস্মিন্নপি কমলশয়ে ভ্রমরে প্রণয়ং করিষ্যে। (অন্তানন্তরে অর্দ্ধদ্বিচতুরশ্রকঃ) এককম বড্ডিঢ অগুরু অরপেন্মরসে সরে হংসজুআণও কীলই কামসরে ॥ ৬০ ॥

(চতুরস্রকেণোপবিশ্য অঞ্জলিং বদ্ধা)

মধুকর ! মদিরাক্ষ্যাঃ শংস তস্যাঃ প্রবৃত্তিং, বরতনুরথবাসৌ নৈব দৃষ্টা ত্বয়া মে।
যদি সুরভিমবাপ্যস্তন্মুখোচ্ছ্বাসগন্ধং, তব রতিরভবিষ্যৎ পুণ্ডরীকে কিমস্মিন্ ॥ ৬১ ॥

(ইতি দ্বিপদিকয়া পরিক্রম্য অবলোক্য চ)

অয়ে ! করিণীসহায়ো নাগাধিরাজো নীপস্কন্ধনিষণ্ণস্তিষ্ঠতি। যাবদেনং গচ্ছামি। (কুটিলিকা)
করিণীবিরহসন্তাবিঅও (মন্দঘটী) কাণণএ গন্ধদ্ধুঅ বহুঅরও।
(অতোহন্তরে বিলোক্য) অথবা ন তাবদয়মুপসর্পণকালঃ।
অয়মচিরোদ্গত পল্লবমুপনাতং প্রিয়তমাগ্রহস্তেন। অভিলষতু তাবদাসব-সুরভিরসং শল্লকীভঙ্গম্ ॥৬২॥
(স্থানকেনাবলোক্য) অয়ে ! কৃতাহারকঃ সংবৃত্তঃ, ভবতু,সমীপমস্য গত্বা পৃচ্ছামি, (অনন্তরে চর্চ্চরী)
ললিঅসহারেণ ণাসিঅ তরু অরু। দূরবিণিজ্জিঅ সসহরকন্তী, দিট্ঠা পিঅপঞ্জি সমুহবন্তী ॥ ৬৩ ॥

(পদদ্বয়ং পুরত উপসৃত্য

মদকল ! যুবতিশশিকল গজযূথপযূথিকাশবলকেশী।
স্থিরযৌবনা স্থিতা তে দূরালোকো সুখালোকা ॥ ৬৪ ॥

(সহর্ষমাকর্ণ্য)

অহহ ! অনেন প্রিয়োপলব্ধি-শংসিনা মন্দ্রকণ্ঠগর্জ্জিতেন সমাশ্বাসিতোঽস্মি। সধর্ম্মাদ্ভূয়সী মে ত্বয়ি প্রীতিঃ। কথং ইতি।
মামাহুঃ পৃথিবীভুজামধিপতিং নাগাধিরাজো ভবান্, অব্যুচ্ছিন্নপৃথুপ্রবৃত্তি ভবতো দানং সমানং মম।

ষট্পদধ্বনি-সমন্বিত এই শতদল আমাকে নিরোধ করিতেছে। এখান হইতে গমন করিলে অনুশোচনা না করিতে হয়, এই নিমিত্ত এই কমলশায়ী ভ্রমরের সহিত প্রণয় করিব। (অনন্তর নন্দ্যাবর্ত্ত পর নামক অর্দ্ধ দ্বিচতুরস্রক গীত) (যথা)—এক একক্রমে বর্দ্ধিত গুরুতর প্রেমরসে পরিপ্লুত হইয়া হংসযুবক কামরসে সরোবরে ক্রীড়া করিতেছে ॥ ৫৭-৬০ ॥

(চতুরস্রক দ্বারা উপবিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক) হে মধুকর ! যদি আমার সেই মদিরেক্ষণা প্রেয়সীকে দর্শন করিয়া থাক, তবে বল, যদি তুমি তাঁহার মুখের নিশ্বাসগন্ধ প্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে কি তোমার এই কমলের প্রতি আর রতি জন্মিতে পারে ? ৬১ ॥

(এই বলিয়া দ্বিপদিকা দ্বারা পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে গজরাজ করিণীর সহিত কদম্ব-তরুস্কন্ধে সংলগ্ন-দেহ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, তবে আমি উহার নিকট গমন করি। (অনন্তর কুটিলিকা) করিণীর বিরহে সন্তাপিত করিবর (মন্দঘটী) কাননমধ্যে মদগন্ধে মধুকরগণকে উদ্ধত করিয়া বিচরণ করিতেছে। (অনন্তর দর্শন করিয়া) এই কাল নিকটে গমনের উপযুক্ত সময়। এখন প্রিয়তমা করিণী নিজ হস্ত দ্বারা শল্লকীবৃক্ষের নবীনপল্লব ভগ্ন করিয়া প্রদান করিতেছে, এই করিবর এখন উহার আসব-সমন্বিত সুরভিরস আস্বাদন করুক। (অনন্তর স্থানবিশেষ দ্বারা অবলোকন করিয়া) এই যে গজরাজ আহার করিল। হউক্, তবে এক্ষণে নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করি। (অনন্তর চর্চ্চরিকা যথা) গজবর ! তুমি এখন সুললিত প্রহার দ্বারা তরুবরকে বিনাশ করিলে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যিনি স্বীয়কান্তি দ্বারা শশধরকে জয় করিয়াছেন, সেই মোহকারিণী প্রিয়াকে তুমি দেখিয়াছ কি ? (দুইপদ অগ্রসর হইয়া) হে মদমত্ত যূথপতে ! যূথিকা-কুসুম-বিন্যাস দ্বারা বিচিত্রকেশী সেই সুদর্শনা স্থিরযৌবনা প্রিয়া তোমার দূরদেশে কি অবস্থিতি করিতেছেন ? (হর্ষ-সহকারে শ্রবণ করিয়া) এই প্রিয়া-দর্শনসূচক গর্জ্জন দ্বারা আশ্বাসিত হইলাম। সমানধর্ম্ম হেতু তোমাতে আমার অধিকতর প্রীতি জন্মিয়াছে। আমাকে পৃথিবীপতি এবং তোমাকে গজরাজ বলিয়া থাকে ; এবং অবিচ্ছিন্নরূপে তোমার ও আমার দান প্রবৃত্ত হয়,

স্ত্রীরত্নেষু মমোর্ব্বশী প্রিয়তমা যূথে তবেয়ং বশা, সর্ব্বং মমানু তে প্রিয়াবিরহজাং ত্বন্তু ব্যথাং মানুভূঃ।
সুখমাস্তাং ভবান্ ॥ ৬৫ ॥

(দ্বিপদিকয়া পরিক্রম্য অবলোক্য চ)

অয়ে, অয়মসৌ সুরভিকন্দরো নাম বিশেষরমণীয়ঃ সানুমান্ প্রিয়শ্চাপ্সরসাং অপি নাম সুতনুরস্যোপত্যকায়ামুপলভ্যতে। (পরিক্রম্য অবলোক্য চ) কথমন্ধকারঃ? ভবতু, বিদ্যুৎপ্রকাশেনাবলোকয়ামি। কথং মদীয়ৈর্দুরিতপরিণামৈর্মেঘোদয়োঽপি শতহ্রদাশূন্যঃ সংবৃত্তঃ, তথাপি শিলোচ্চয়মেনমদৃষ্ট্বা ন নিবর্ত্তিষ্যে। (অনন্তরে খণ্ডিকা) ॥ ৬৬ ॥

খরখুরদারিঅ মেইণো বণগহণে মবিঅল্ল। পরিসপ্পই পেচ্ছহলীণো ণিঅকজ্জুজ্জুঅকোল্ল ॥ ৬৭ ॥

অপি বনান্তরস্বল্পভুজান্তরা শ্রয়তি পর্ব্বত! পর্ব্বসু সন্নতা।
ইয়মনঙ্গপরিগ্রহমঙ্গলা পৃথুনিতম্ব! নিতম্ববতী তব? ৬৮ ॥

কথং তূষ্ণীমেবাস্তে। শঙ্কে, বিপ্রকর্ষান্ন শৃণোতি, ভবতু, সমীপমস্য গত্বা পৃচ্ছামি ॥ ৬৯ ॥

(অনন্তরে চর্চ্চরী)

ফলিঅসিলাঅলণিম্মলণিজ্ঝরু। বহুবিঅকুসুমে বিরইঅসেঅরু।
কিন্নরমহুরুগ্গীঅমণোহরু। দেক্খাবহি মহু পিঅঅমহিঅরু ॥ ৭০ ॥

(চর্চ্চরিকয়া উপসৃত্য অঞ্জলিং বদ্ধা)

সর্ব্বক্ষিতিভৃতাং নাথ দৃষ্টা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী। রামা রম্যে বনান্তেঽস্মিন্ ময়া বিরহিতা ত্বয়া ॥ ৭১ ॥

(তথৈব প্রতিশব্দং শৃণোতি, আকর্ণ্য সহর্ষম্)

কথং যথাক্রমং দৃষ্টেত্যাহ, ভবতু, অবলোকয়ামি। (দিশোঽবলোক্য সখেদম্)
কথং মমৈবায়ং কন্দরান্তবিসর্পী প্রতিশব্দঃ। (ইতি মূর্চ্ছতি। উত্থায় উপবিশ্য সবিষাদম্)
অহহ! শ্রান্তোঽস্মি, যাবদস্যা গিরিনদ্যাস্তীরে তরঙ্গবাতমাসেবিষ্যে ॥ ৭২ ॥

উত্তমা রমণীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা উর্ব্বশী আমার প্রিয়তমা, তোমার প্রিয়া এই করিণী, আমার সহিত তোমার সমস্তই সমান, কিন্তু তাহার মধ্যে আমি কেবল প্রিয়া-বিরহ-জাত দুঃখ অনুভব করিতেছি, তুমি তাহা অনুভব কর নাই, এইমাত্র বিশেষ। তুমি সুখে থাক ॥ ৬২-৬৫ ॥

(দ্বিপদিকা দ্বারা পরিক্রমণ ও অবলোকন পূর্ব্বক) এই যে বিশেষরমণীয় সুরভিকন্দর নামক পর্ব্বত, এইটী অপ্সরাদিগের অতিশয় প্রিয়স্থান। সেই শোভনাঙ্গী ইহার উপত্যকাতেই কি অবস্থিতি করিতেছেন? (পরিক্রমণ ও অবলোকনপূর্ব্বক) এই যে অন্ধকার হইয়াছে, হউক্, বিদ্যুৎপ্রকাশ দ্বারা অবলোকন করি। কি! আমার দুরিত-পরিণাম দ্বারা মেঘও কি বিদ্যুৎশূন্য হইল? হউক্, তথাপি এই পর্ব্বত না দেখিয়া ফিরিব না। (অনন্তর খণ্ডিকা গীত) নিবিড় কাননমধ্যে নিজ কার্য্যে উদ্যুক্ত দৃঢ়তর ব্যবসায়-সমন্বিত বরাহপতি খরতর খুর দ্বারা মেদিনী বিদারণ পূর্ব্বক বিচরণ করিতেছে। হে নিতম্ববান্ পর্ব্বতবর! যাঁহার স্তনদ্বয়ের ঔন্নত্যহেতু ভুজান্তর অর্থাৎ বক্ষঃস্থল স্বল্প এবং যিনি কটি প্রভৃতি অঙ্গসন্ধিস্থলে সন্নতা, রতির ন্যায় শুভলক্ষণা ও পৃথু-নিতম্বা, এরূপ লক্ষণাক্রান্ত রমণী বনমধ্যস্থল আশ্রয় করিয়া আছেন কি? এ যে চুপ করিয়াই রহিল! বোধ করি, দূরত্ব হেতু শুনিতে পায় নাই, হউক্, তবে নিকটে যাইয়াই জিজ্ঞাসা করি ॥ ৬৬-৬৯ ॥

(অনন্তর চর্চ্চরী) (যথা) হে মহীধর! তোমার ফটিকময় শিলাতলে নির্ম্মল নির্ঝর-সকল প্রবাহিত হইতেছে, তোমার শিখরদেশ বহুবিধ কুসুমকুলে সুশোভিত, কিন্নরগণ তোমাতে অবস্থিত হইয়া মনোহর গান করিতেছে, তুমি কি আমার প্রিয়তমাকে দেখিয়াছ? (নিকটে যাইয়া অঞ্জলি-বন্ধন পূর্ব্বক) হে অখিল ভূধরনাথ! তুমি কি এই বনমধ্যে আমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কান্তাকে দেখিয়াছ? আমি তাঁহার বিরহে কাতর হইয়াছি; (অনন্তর সেইরূপ প্রতিশব্দ শুনিতে পাইয়া হর্ষ সহকারে) এই যে যথাক্রমে বলিতেছে, "দেখিয়াছি," হউক্, অবলোকন করি। (দিগ্দর্শন পূর্ব্বক খেদ সহকারে) এ যে কন্দরমধ্যে প্রসারিত আমারই প্রতিশব্দ। (এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন) (পুনরায় উঠিয়া সবিষাদে) অহহ! শ্রান্ত হইয়াছি, তবে এই গিরিনদীর তীরে তরঙ্গ-বায়ু সেবন করি ॥ ৭০-৭২

(দ্বিপদিকয়া পরিক্রম্য অবলোক্য চ)

ইমাং নবাম্বুকলুষাং স্রোতোবহাং পশ্যতা ময়া রতিরুপলভ্যতে, কুতঃ ?—

তরঙ্গভ্রূভঙ্গা ক্ষুভিতবিহগশ্রেণিরশনা, বিকর্ষন্তী ফেনং বসনমিব সংরম্ভশিথিলম্।
যথা জিহ্মং যাতি স্খলিতমভিসন্ধায় বহুশো, নদীভাবেনেয়ং ধ্রুবমসহমানা পরিণতা ॥ ৭৩ ॥

ভবতু, প্রসাদয়ামি তাবদেনাম্।
পসিঅ, পিঅঅম সুন্দরিএণ এ।
খুহিঅকরুণ বিহঙ্গমএ ণএ
সুরসরিতীরসমুসুঅ এণএ।
অউল ঝঙ্কারিঅ এণএ ॥

(তেন কুটিলিকান্তরে চর্চ্চরী)

পুব্বদিসাপবমাহঅকল্লোলুগ্গঅবাহও, মেহঙ্গে ণচ্চই সলিলঅং জলণিণাহও!
হংসরহঙ্গসঙ্খকুম্মকআভরণ্, করিমঅরাউল কমণ কসস কআবরণ্।
বেলাসলিলেবেল্লিঅহত্থদিণ্ণ তালু, ওথরই দসদিস রুন্দেই ণবমেহআলু ॥ ৭৪ ॥

(চর্চ্চরিকয়া উপসৃত্য জানুভ্যাং স্থিত্বা)

ত্বয়ি নিবদ্ধরতৌ প্রিয়বাদিনি, প্রণয়ভঙ্গপরাঙ্মুখচেতসি।
কমপরাধলবং ময়ি পশ্যসি, ত্যজসি মানিনি! দাসজনং যতঃ ॥

কথং তূষ্ণীমেবাস্তে! অথবা, পরমার্থতঃ সরিদিয়ং, নোর্ব্বশী; অন্যথা, কথং পুরূরবসমপহায় সমুদ্রাভিসারিণী ভবেৎ? অনির্ব্বেদপ্রাপ্যাণি শ্রেয়াংসি; ভবতু, তমেব উদ্দেশং গচ্ছামি, যত্র মে নয়নয়োঃ সা সুনয়না তিরোহিতা। (পরিক্রম্য অবলোক্য চ) ইমং তাবৎ প্রিয়াপ্রবৃত্তয়ে সারঙ্গমাসীনমভ্যর্থয়ে।

অভিনব-কুসুমস্তবকিত-তরুবরস্য পরিসরে, মদকল-কোকিল-কূজিত-মধুপঝঙ্কারমনোহরে।
নন্দনবিপিনে নিজকরিণী-বিরহানলেন সন্তপ্তো, বিচরতি গজাধিপতিরৈরাবতনামা ॥ ৭৫ ॥

(দ্বিপদিকা দ্বারা পরিক্রমণ ও অবলোকন পূর্ব্বক) এই নূতন সলিলপতনে কলুষিত স্রোতোবহা নদী দর্শন করিয়া আমি প্রিয়ার রতি অনুভব করিতেছি। যেহেতু, তরঙ্গস্বরূপ ভ্রূভঙ্গের ন্যায়, শব্দায়মান বিহগশ্রেণী কাঞ্চীদাম সদৃশ, কোপবশতঃ শিথিলবসনস্বরূপ ফেনরাশি আকর্ষণ করিতেছেন এবং প্রিয়া আমার অপরাধ সহ্য করিতে না পারিয়া নদীভাবে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন। হউক, তবে ইহাকে প্রসন্ন করি। তোমার সলিমমধ্যে বিহগগণ ক্ষুভিতচিত্তে করুণধ্বনি করিতেছে। তুমি সুরসরিৎ, তোমার তীরে মৃগগণ সমুৎসুকচিত্তে অবস্থিতি করিতেছে। তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও ॥৭৩॥

(সেই হেতু কুটিলিকার পর চর্চ্চরী) পূর্ব্বদিগাগত পবনাহত কল্লোলরূপ বাহু তুলিয়া নীরনিধি মনোহর নৃত্য করিতেছে। হংস, চক্রবাক্, শঙ্খ, কূর্ম্ম তাহার আভরণ, জলহস্তী ও মকরাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত নীল সলিল তাহার উত্তরীয় এবং তীরদেশে উদ্গত সলিল-সঞ্চালন তাহার হস্তুতল, তাহার বর্ণ নবীন মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং রূপে দশদিক্ আচ্ছাদিত করিয়াছে ॥ ৭৪ ॥

(চর্চ্চরিকা দ্বারা নিকটে গিয়া জানুদ্বয় পাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক) হে প্রিয়ে! আমি প্রিয়বাদী তোমাতে নিরুদ্ধচিত্ত; আমার চিত্ত তোমার প্রণয়ভঙ্গে পরাঙ্মুখ, আমাকে অপরাধী দেখিলে বলিয়া এই দাসজনকে পরিত্যাগ করিতেছ? এ যে মৌনাবলম্বনেই রহিল, অথবা এ যথার্থই নদী, উর্ব্বশী নহেন, তাহা না হইলে পুরূরবাকে পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রের অভিমুখে চলিবে কেন? কষ্ট না করিলে শ্রেয়োলাভ হয় না। হউক্, যেখানে সেই সুনয়না নয়নের অগোচর হইয়াছেন, সেই স্থানেই গমন করি। (পরিক্রমণ ও অবলোকন পূর্ব্বক কহিলেন) এই যে মৃগবর উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, ইহাকেই প্রিয়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করি। অভিনব কুসুমস্তবকবিশিষ্ট-তরুবরের প্রান্তদেশ মদকল কোকিলের কূজন ও ভ্রমর-ঝঙ্কারবিশিষ্ট মনোহর নন্দনবনে নিজপ্রিয়ার বিরহানল-সন্তপ্ত ঐরাবত নামক গজরাজ বিচরণ করিতেছে ॥ ৭৫ ॥

(গলিতকঃ। জানুভ্যাং স্থিত্বা)

কৃষ্ণসারচ্ছবির্যোঽয়ং দৃশ্যতে কাননশ্রিয়া। নবশষ্পাবলোকায় কটাক্ষ ইব পাতিতঃ ॥ (বিলোক্য)

অয়মন্তিকমায়ান্তী শিশুনা স্তনপায়িনা। অনন্যদৃষ্টিস্তামেব মৃগীং কৃষ্ণাং নিরীক্ষতে ॥ (চর্চ্চরী)

সুরসুন্দরী জহণভরালস পীণুত্তুঙ্গঘনথণী. থিরজোব্বণ তণুসরীরি হংসগই।

গঅণুজ্জলকাণণে মিঅলোঅণি ভমন্তে, দিট্ঠ পিঅ ? তহবিরহসমুদ্দন্তরে উত্তরহি মহ ॥

(অপসৃত্য অঞ্জলিং বদ্ধা) .

হংহো হরিণীপতে ! অপি দৃষ্টবানসি ? মম প্রিয়াং বনে, কথয়ামি তে তদুপলক্ষণং শৃণু।

পৃথুলোচনা সহচরী যথৈব তে, সুভগা তথৈব খলু সাপি বীক্ষ্যতে ॥ (বিলোক্য)

কথমনাদৃত্য মদ্বচনং কলত্রাভিমুখঃ স্থিতঃ ? সর্ব্বথা উপপদ্যতে পরিভবাস্পদং বিধিবিপর্য্যয়ঃ। যাবদন্যমবকাশমবগাহিষ্যে ॥ ৭৬ ॥

(পরিক্রম্য অবলোক্য চ)

হন্ত ! দৃষ্টমুপলক্ষণং তস্যা মার্গস্য।

রক্তকদম্বঃ সোঽয়ং প্রিয়া ঘর্ম্মান্তশংসি যস্যেদম্। কুসুমমভমগ্রকেশর-বিষমমপি কৃতং শিখাভরণম্ ॥

(পরিক্রম্য অবলোক্য চ)

তৎ কিং নু খলু শিলাভেদগতং নিতান্তরক্তমিদমলোক্যতে ?

প্রভালেপী নায়ং হরিহরগজস্যামিষলবঃ, স্ফুলিঙ্গঃ স্যাদগ্নের্গহনমভিবৃষ্টং পুনরিদম্।

অয়ে ! রক্তাশোকস্তবকসমরাগো মণিরয়ং, যমুদ্ধর্ত্তুং পূষা ব্যবসিত ইবালম্বিতকরঃ ॥

ভবতু আদাস্যে তাবৎ ॥ ৭৭ ॥

(গ্রহণং নাটয়তি)

(অনন্তর গলিতক নামক নাট্য-বিশেষ, জানুদ্বয় দ্বারা অবস্থিত হইয়া) কাননশোভা দ্বারা উপলক্ষিত কৃষ্ণসারপ্রভ যে এই দৃষ্ট হইতেছে, তাহা যেন নবশস্য-দর্শনের নিমিত্ত কটাক্ষপাত করিতেছে। (দর্শন করিয়া) ঐ হরিণ অন্য দিকে দৃষ্টি না করিয়া স্তন্যপায়ী শিশুর সহিত যে মৃগী আমার নিকটে আসিতেছে, তাহার দিকেই চাহিয়া রহিয়াছে। (চর্চ্চরী) জঘনভরে অলসগমনা, উচ্চস্থূল-পয়োধরশালিনী, স্থিরযৌবনা, ক্ষীণাঙ্গী, হংসের ন্যায় গমনশীলা, মৃগলোচনা, সুরসুন্দরী প্রিয়াকে গগনের ন্যায় পরমসুন্দর কাননে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছ কি ? ইহা বলিয়া তুমি আমাকে উদ্ধার কর। (নিকটে গিয়া অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক) ওহে হরিণীপতে ! তুমি কি বনমধ্যে আমার প্রিয়াকে দেখিয়াছ ? তাহার লক্ষণ বলি, শ্রবণ কর, তোমার সহচরীর ন্যায় বিশাললোচনা এবং সেই সুভগা তোমার প্রিয়ার ন্যায় অবলোকন করিয়া থাকেন। (দর্শন করিয়া) এ যে আমার বাক্যে অনাদর করিয়া আপন প্রিয়ার অভিমুখেই রহিল। বুঝিলাম, ভাগ্যবিপর্য্যয় হইলে এইরূপ পরপরিভবই ঘটিয়া থাকে, তবে অন্য উপায় অবলম্বন করি ॥ ৭৬ ॥

(পরিক্রমণ ও অবলোকন পূর্ব্বক হর্ষ সহকারে) প্রিয়ার গমনপথের চিহ্ন দেখিতেছি, ইহাতে গ্রীষ্মাপগমসূচক সেই এই রক্তকদম্বতরু রহিয়াছে, ইহার পুষ্প সম্পূর্ণরূপে বিকশিত না হইলেও প্রিয়া ইহাকে শিখাভরণ করিয়াছেন। (পরিক্রমণ ও অবলোকন পূর্ব্বক) শিলাখণ্ডের মধ্যগত অত্যন্ত রক্তবর্ণ, এ কি দৃষ্ট হইতেছে ? ইহা লিপ্তপ্রভ, সিংহ কর্ত্তৃক হতগজের মাংসখণ্ডও নহে এবং অগ্নির স্ফুলিঙ্গও নহে, যেহেতু, এই কাননে সম্প্রতিই বৃষ্টিপাত হইয়া গিয়াছে, বোধ হইতেছে, ইহা রক্তবর্ণ অশোকপুষ্পপ্রভমণি; ইহাকে গ্রহণ করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়া দিনমণি যেন ইহাকে লইবার নিমিত্ত স্বীয় কর লম্বিত করিয়াছেন। হউক, [illegible] ইহাকে গ্রহণ করি ॥ ৭৭ ॥

(এই বলিয়া গ্রহণ করিলেন) .

পণইণি-বন্ধাসইঅো বাহাউলণিঅণঅো। গঅবইগহণে ছুহিঅো পরিভমই কিলামিঅবঅণঅো॥
(দ্বিপদিকয়া উপসৃত্য গৃহীত্বা আত্মগতম্)

মন্দারপুষ্পৈরধিবাসিতায়াং, যস্তাঃ শিথায়াময়মর্পণীয়ঃ।
সৈব প্রিয়া সংপ্রতি দুর্ল্লভা মে, মৈবৈনমশ্রুপহতং করোমি॥

(ইতি উৎসৃজতি)

(নেপথ্যে) বৎস! গৃহ্যতাং, বৎস! গৃহ্যতাম্।

সঙ্গমনীয়ো মণিরিহ শৈলসুতা চরণরাগযোনিরয়ম্। আবহতি ধ্যার্য্যমাণঃ সঙ্গমমাশু প্রিয়জনেন॥

রাজা। (ঊর্দ্ধমবলোক্য) কো মামনুশাস্তি? (বিলোক্য) কথং ভগবান্ মৃগরজোধারী (ভগবন্) অনুগৃহীতোঽহং অমুনা উপদেশেন (মণিমদায়) হংহো সঙ্গমমণে।

তথা বিমুক্তস্ত নিমগ্নমধ্যায়া, ভবিষ্যসি ত্বং যদি সঙ্গমায় মে।
ততঃ করিষ্যামি ভবন্তমাত্মনঃ, শিখামণিং বালমিবেন্দুমীশ্বরঃ॥ ৭৮॥

(পরিক্রম্য অবলোক্য চ) তৎ কিং খলু কুসুম-রহিতামপি লতামিমাং পশ্যতো ময়া রতিরুপলভ্যতে? অথবা স্থানে মম মনো রমতে, ইয়ং হি—

তন্বী মেঘজলার্দ্রপল্লবতয়া ধৌতাধরেবাশ্রুভিঃ, শূন্যেবাভরণৈঃ স্বকালবিরহাদ্বিশ্রান্ত-পুষ্পোদ্গমা।
চিন্তামৌনমিবাস্থিতা মধুলিহাং শব্দৈর্বিনা লক্ষ্যতে, চণ্ডী মামবধূয় পাদপতিতং যাতা প্রকুপ্যেব সা॥
যাবদস্যাং প্রিয়ানুকারিণ্যাং লতায়াং পরিষঙ্গপ্রণয়ী ভবামি॥

লএ! পেক্খ বিরহিঅএ ভবামি, জই বিহিজোএ পুণ তহিং পাবিমি। তা রণ্ণেবি ণ করেমি ণিব্বুস্তী, পুণ্ণই ণেল্লই তাহ বঅন্তী॥

(ইতি চর্চ্চরিকয়া উপসৃত্য লতামালিঙ্গতি)

প্রণয়িনীর লাভলালসায় সংবদ্ধ ও কাতর, বাষ্পাকুলনয়ন, ম্লানবদন অতিশয় দুঃখিত গজপতি গহন-কাননে পরিভ্রমণ করিতেছেন। (এই দ্বিপদিকা গান করিতে করিতে নিকটে গিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক মনে মনে) এই মণি যাঁহার মন্দারকুসুমে অধিবাসিত হইয়া উত্তমাঙ্গে অর্পণ করিবার যোগ্য, সম্প্রতি সেই প্রিয়াই যখন দুর্লভ, তখন ইহাকে আমি অদূষিত করিব না। (এই বলিয়া ফেলিয়া দিলেন)

(নেপথ্যে) বৎস! গ্রহণ কর, গ্রহণ কর। এই মণি শৈলসুতার চরণ-রক্তিমা হইতে উৎপন্ন, ইহার নাম সঙ্গমনীয়, ইহাকে ধারণ করিলে শীঘ্রই প্রিয়জনের সহিত সঙ্গমলাভ হয়। (ঊর্দ্ধে অবলোকনপূর্ব্বক) কে আমাকে উপদেশ দিতেছেন? (দর্শন পূর্ব্বক) কে, ভগবান্ শশধর? ভগবন্! এই উপদেশ দ্বারা অনুগৃহীত হইলাম। (মণিগ্রহণপূর্ব্বক) হে সঙ্গমমণে! আমি এক্ষণে সেই ক্ষীণমধ্যা প্রিয়তমার বিয়োগ-বিধুর, তুমি যদি তাঁহার সম্মিলনের নিমিত্ত হও, তবে ঈশ্বর যেমন বালচন্দ্রমাকে শিরোভূষণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও তোমাকে আপনার শিরোমণি করিয়া রাখিব॥ ৭৮॥

(পরিক্রমণ ও অবলোকন পূর্ব্বক) কেন তবে এই লতা, কুসুম-বিরহিতা হইলেও ইহাকে দেখিয়া আমার রতিলাভ হইতেছে? অথবা আমার মন যে ইহাতে অনুরক্ত হইতেছে, তাহা উপযুক্ত হইতেছে বটে, যেহেতু, ইহার পল্লব মেঘজলে আর্দ্র হইয়াছে বলিয়া যেন ইহা অশ্রুদ্বারা ধৌতাধর হইয়াছে, কালবিরহে পুষ্পোদগম না হওয়াতে যেন আভরণশূন্য হইয়াছে, ভ্রমরগণের শব্দ ব্যতিরেকে বোধ হইতেছে যেন, চিন্তা-মগ্ন হইয়া রহিয়াছে, আমার কোপনা প্রিয়তমা যেন তাহার মত বোধ হইতেছে, যাহা হউক, প্রিয়তমার অনুকারিণী এই লতিকাকে আলিঙ্গন করিব। লতে! যদি আমি দৈববশে তোমাকে প্রাপ্ত হই, তবে আমার হৃদয় সুখিত ও সুস্থ হয়, তাহা হইলে আমাকে আর এই অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতে হয় না, আমি সেই প্রাণান্তকারিণী প্রিয়াকে এই অরণ্যমধ্যে কখনই আর প্রবেশ করিতে দিব না। (এই বলিয়া চর্চ্চরিকা দ্বারা নিকটে গমন পূর্ব্বক লতাকে আলিঙ্গন করিলেন)

(ততস্তদীয়স্থানমাক্রম্যৈব প্রবিষ্টোর্ব্বশী)

রাজা। (নিমীলিতাক্ষং স্পর্শং নাটয়িত্বা) অয়ে! উর্ব্বশীগাত্রস্পর্শাদিব নির্ব্বৃতং মে হৃদয়ং ন পুনরস্তি বিশ্বাসঃ। কুতঃ?

সমর্থয়ে যৎ প্রথমং প্রিয়াং প্রতি, ক্ষণেন তন্মে পরিবর্ত্ততেঽন্যথা।
অতো বিনিদ্রে সহসা বিলোচনে, করোমি ন স্পর্শবিভাবিতপ্রিয়ঃ॥ ৭৯॥

(শনৈরুন্মীল্য চক্ষুষী) কথং সত্যমেবোর্ব্বশী। (ইতি মূর্চ্ছিতঃ পততি)

উর্ব্ব। সমস্সসদু সমস্সসদু মহারাও॥ ৮০॥

রাজা। (সংজ্ঞাং লব্ধ্বা) প্রিয়ে! অদ্য জীবিতম্।

ত্বদ্বিয়োগভবে চণ্ডি! ময়া তমসি মজ্জতা। দিষ্ট্যা প্রত্যুপলব্ধাসি চেতনেব গতাসুনা॥ ৮১॥

উর্ব্ব। মরিসদু মহারাও, জং মএ কোবসংগদাএ অবত্থন্তরং পাবিদো মহারাও॥ ৮২॥

রাজা। নাহং প্রসীদয়িতব্যস্ত্বয়া, ত্বদ্দর্শনেন প্রসন্নো মে সবাহ্যান্তরাত্মা; তৎ কথয়, কথমিয়ন্তং কালং ত্বয়া বিরহিতা স্থিতাসি? ৮৩॥ (অনন্তরে চর্চ্চরী)

মোরা—পরহুঅ-হংসরহঙ্গং, অলিগঅপব্বঅসরিঅকুরঙ্গং।
তুজ্ঝহ কারণ রগ্ন ভমন্তে, কোণহু পুচ্ছিঅ মঞি রোঅন্তে॥ ৮৪॥

উর্ব্ব। এব্বং অন্তক্করণেপচ্চবংস্সীকিদকুত্তন্তো মহারাও॥ ৮৫॥

রাজা। এব্বং অন্তঃকরণমিতি ন খলু অবগচ্ছামি॥ ৮৬॥

উর্ব্ব। সুণাদু মহারাও! পুরা ভঅবদা মহাসেণেণ সাসদং কুমারব্বদং গেহ্নিঅ, অম ং সঅল-কলুসেনাস গন্ধমাদাকচ্ছো অজ্ঝাসিদো, কিদা অথিদী॥ ৮৭॥

রাজা। কীদৃশী? ৮৮॥

উর্ব্ব। জা কিল ইত্থিয়া ইমং পদেসং আগমিস্সদি সা লদাভাএ পরিণদরূআ ভবিস্সদি; গোরীচরণ-রাআসম্ভবং মণিং বজ্জিঅ লদাভাঅং ণ মুঞ্চিস্সদিত্তি। তদো অহং গুরুসারসংমূঢ়-হিঅআ বিসুমরি-

---

সেই স্থান আক্রমণ পূর্ব্বক উর্ব্বশীর প্রবেশ)

(নয়ন মুদ্রিত করিয়া স্পর্শ সুখ অনুভব পূর্ব্বক) এই যে, উর্ব্বশীর গাত্রস্পর্শের ন্যায় আমার হৃদয় সুখিত হইল। তবে বিশ্বাস নাই, যেহেতু, আমি প্রথমে যাহাকে প্রিয়া বলিয়া বিবেচনা করি, ক্ষণমাত্রেই তাহা অন্যথাভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এই হেতু স্পর্শমাত্রেই প্রিয়ার অনুমান করিয়া এই নিমীলিত লোচনদ্বয় সহসা উন্মীলিত করিব না (ক্রমে ক্রমে চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত করিয়া) এই যে সত্যই উর্ব্বশী! (এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন)

উর্ব্ব। মহারাজ! আশ্বাসিত হউন, আশ্বাসিত হউন্॥ ৮০॥

রাজা। (সংজ্ঞালাভ করিয়া) প্রিয়ে! বাঁচিলাম। হে চণ্ডি! আমি তোমার বিরহজাত মোহান্ধকারে নিমগ্ন হইয়াছিলাম, ভাগ্যবশে মৃতব্যক্তির চেতনালাভের ন্যায় অদ্য তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম॥৮১॥

উর্ব্ব। মহারাজ! ক্ষমা করুন্, আমি কোপবশে মহারাজকে অবস্থান্তরে নিপাতিত করিয়াছি॥৮২॥

রাজা। তোমার আমাকে প্রসাদিত করিতে হইবে না, তোমার বাহ্য ও অন্তরাত্মা প্রসন্ন হইয়াছে, এক্ষণে বল, কি নিমিত্ত তুমি আমার বিরহে এতকাল অবস্থিতি করিতেছিলে? (অনন্তর চর্চ্চারিকা) (যথা)—আমি তোমার বিরহে ভ্রমণ করিতে করিতে ময়ূর, হংস, চক্রবাক্, ভ্রমর, গজেন্দ্র, পর্ব্বত, [illegible] ও কুরঙ্গ এই সকলের মধ্যে কাহাকে না তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি? ৮৩-৮৪॥

উর্ব্ব। এইরূপে মহারাজের অন্তঃকরণ-বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষীকৃত হইল॥ ৮৫॥

রাজা। অন্তঃকরণ শব্দ দ্বারা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না॥ ৮৬॥

উর্ব্ব। মহারাজ! শুনুন, পূর্ব্বকালে ভগবান্ কার্ত্তিকেয়, নিত্য কুমারব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক এই সকলকলুষনাশক গন্ধমাদন-প্রান্তভাগে আসিয়া অবস্থিতি করেন॥ ৮৭॥

রাজা। সে কিরূপ? ৮৮॥

উর্ব্ব। যে স্ত্রী এই বনপ্রদেশে আসিবে, সে লতারূপে পরিণত হইবে, গৌরীচরণ-রাগসম্ভূত-মণি ব্যতিরেকে সেই লতাভাবের মোচন হইবে না। তদনন্তর আমি গুরুর অভিশাপ হেতু মোহিতচিত্ত

দদেবদাণি ক্ষমা অন্ধকাজণ-পরিহরণীঅং কুমারবণং পবিট্টা ; পবেসাণন্তরং অকাণণোবন্তবত্তিমা লদাভাএণ পরিণদং মে রূঅং ॥ ৮৯ ॥

রাজা। প্রিয়ে! সর্ব্বমুপপন্নম্।

রতিখেদসুপ্তমপি মাং শয়নে যা মন্যসে প্রবাসগতম্। সা ত্বমিহৈতদবস্থং কথং সহেথাশ্চিরবিয়োগম্ ॥৯০॥

ইদঞ্চৈতৎ যথাকথিতং সঙ্গমনিমিত্তং পুনরুপলব্ধপ্রভাবমস্মাভিঃ ॥ ৯১ ॥

(ইতি মণিং দর্শয়তি)

উর্ব্ব। কধং অম্মো সঙ্গমণীঅো অঅং মণী! অদো জ্জেব মহারাএণ আলিঙ্গিদজ্জেব পইদিথম্হি সংবুত্তা ॥ ৯২ ॥

রাজা। (ললাটে মণিং সন্নিবেশ্য)

স্ফুরতা বিচ্ছুরিতমিদং রাগেণ মণের্ললাটনিহিতস্য।
শ্রিয়মুদ্বহতি মুখং তে বালাতপরক্তকমলস্য ॥ ৯৩ ॥

উর্ব্ব। পিঅংবদ! মহন্তো কৃখু কালো অম্হাণঙ্গ পইট্‌ঠাণদো লিগ্‌গদাণং কদাই অসূইসসন্ত পইদীঅো ; তা এহি গচ্ছম্হ ॥ ৯৪ ॥

রাজা। যদাহ ভবতী। (ইতি উত্তিষ্ঠতঃ) ॥ ৯৫ ॥

উর্ব্ব। অধ কধং উণ মহারাঅো গন্তুং ইচ্ছদি? ৯৬ ॥

রাজা। অচিরপ্রভাবিলসিতৈঃ পতাকিনা, সুরকার্ম্মুকাভিনবিচিতশোভিনা।
গমিতেন খেলগমনে! বিমানতাং, নয় মাং নবেন বসতিং পয়োমুচা ॥ ৯৭ ॥
পাবিঅসহ অরিসঙ্গঅো, পুলঅপলই অ-আঙ্গঅো।
স্বেচ্ছা।অরিমাণঅো বিহরই হংসহআণঅো ॥ ৯৮ ॥

[ইতি খণ্ডধারয়া নিষ্ক্রান্তৌ।

চতুর্থোঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ।

এবং সেই হেতু দেবতার নিয়ম বিস্মৃত হইয়া রমণীজনের বর্জ্জনীয় এই কুমারবনে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। প্রবেশের পর কানন-প্রান্তে আমার দেহ লতা-ভাবে পরিণত হইয়া রহিল ॥ ৮৯ ॥

রাজা। প্রিয়ে! সমস্তই উত্তম হইয়াছে, যেহেতু, আমি শয্যা-মধ্যে রতিজন্য পরিশ্রমে সুপ্ত থাকিলেও তুমি আমাকে প্রবাসগত মনে করিতে, তাহাতে তুমি এখানে এই অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া কিরূপে আমার চিরবিরহ সহ্য করিয়াছিলে? এই দেখ, এইটীই পুনঃ সম্মিলনের কারণ, কিন্তু ইহার প্রভাব আমি যথার্থই অনুভব করিলাম। (এই বলিয়া সেই মণিটী দেখাইলেন) ॥ ৯০-৯১ ॥

উর্ব্ব। এ যে সঙ্গমনীয় মণি, সেই জন্যই মহারাজ আলিঙ্গন করাতেই আমি প্রকৃতিস্থ হইয়াছি ॥৯২॥

রাজা। (সেই মণি উর্ব্বশীর ললাটদেশে সন্নিবেশিত করিয়া) প্রিয়ে! ললাটনিহিত মণির প্রস্ফুটিত রাগ দ্বারা তোমার এই মুখ পরিব্যাপ্ত হইয়া বালাতপে রক্তবর্ণ কমলের শোভা ধারণ করিল ॥ ৯৩ ॥

উর্ব্ব। হে প্রিয়ংবদ! বহুকাল হইল, আমরা প্রতিষ্ঠান নগর হইতে নির্গত হইয়াছি, তাহাতে প্রজাগণ অসূয়াপরবশও হইতে পারে, অতএব আসুন, আমরা শীঘ্রই গমন করি ॥ ৯৪ ॥

রাজা। প্রিয়ে! উত্তম বলিয়াছ, (এই বলিয়া উভয়ে উত্থিত হইলেন ॥ ৯৫ ॥

উর্ব্ব। মহারাজ! কিরূপে গমন করিতে ইচ্ছা করেন? ৯৬ ॥

রাজা। হে সলালগমনে! বিদ্যুৎস্ফুরণরূপ পতাকাবিশিষ্ট, ইন্দ্রধনুরূপ অভিনব চিত্রশোভা-সমন্বিত, নবীন পয়োধরকে বিমানস্বরূপ করিয়া আমাকে বসতিস্থানে লইয়া চল। "সহচরীর সঙ্গম প্রাপ্ত এবং রোমাঞ্চদ্বারা বিভূষিত দেহ হইয়া স্বেচ্ছাপ্রাপ্ত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক হংসযুবক বিহার করিতেছে" ॥ ৯৭-৯৮ ॥

[খণ্ডধারা গান করিতে করিতে উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি হৃষ্টো বিদূষকঃ)

বিদূ। হী হী ভো ভো! দিট্ঠিআ চিরস্স্ কালস্স্ উব্বসীসহাএ তত্থভবং রাআ, ণন্দণবণপ্পমহেসুং পদসেসুং বিহরিঅ পড়িণিউত্তো ণঅরং; দাণিং সকজ্জাণুসাসণে পইদিমণ্ডলং অণুরঞ্জঅন্তো রজ্জং করেদি। আং! সন্তানঅং বজ্জিঅ ণ সে কিম্পি সোঅণীঅং; অজ্জ দিধিবিসেসো ত্তি ভঅবদীণং গঙ্গাজ-উণাণং সলিলেসুং দেঈএ সহ কিদাহিসেঅো সংপদং উঅআরিঅং পবিট্ঠো; তা জাব অলঙ্গরণীঅমাণ-সস অঙ্গাণুলেঅণমল্লভাঈ ভাত্তুঅো হোমি॥ ১॥

(নেপথ্যে) হদ্দী! হদ্দী! এসো জলন্তরত্ত তালবেন্তপিধাণং ণিকিথবিতণীঅমাণো অচ্ছরাবিরহিদেণ মউলিরঅণদাএ পয়োইস্তে মণী আমিসস্কিণা গিদ্ধেণ আকিথোতো॥ ২॥

বিদূ। (আকর্ণ্য) অচ্চাহিদং, পরমবহুমদো কৃখু সো বঅস্সস্স সঙ্গমণীঅো ণাম চূড়ামণী; অদো কৃখু অসমত্তণেবথো জ্জেব তত্থভবং আসণাদো জ্জেব উত্থিদো, তা পাসপলিবত্তী হোমি॥ ৩॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

(ইতি প্রবেশকঃ)

(ততঃ প্রবিশতি রাজা সূতশ্চ কঞ্চুকি-রেচকৌ পরিজনশ্চ)

রাজা। রেচক! রেচক!

আত্মনো বধমাহর্তা কাসৌ বিহগতস্করঃ।
যেন তৎ প্রথমং স্তেয়ং গোপ্তুরেব গৃহে কৃতম্॥ ৪॥

রেচকঃ। এসো অগ্গসুহলগ্গহেমসুত্তেণ মণিণা অণুরঞ্জঅন্তো বিঅ আআসং পরিব্ভমদি॥ ৫॥

(হৃষ্টচিত্তে হী হী রবে হাস্য করিতে করিতে বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। ভাগ্যবশে মাননীয় মহারাজ উর্ব্বশীর সহিত নন্দনাদি বনপ্রদেশে বিহার করিয়া নগরে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নিজকার্য্যে নিরত থাকিয়া প্রজারঞ্জনপূর্ব্বক রাজত্ব করিতেছেন। এক্ষণে সন্তান ভিন্ন উঁহার আর কিছুই শোচনীয় নাই। অদ্য বিশেষ তিথি বলিয়া ভগবতী গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম-সলিলে দেবী অভিষিক্ত হইয়া সম্প্রতি পটবাসগৃহে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; এক্ষণে তিনি অলঙ্কৃতা হইতেছেন, অত-এব আমিও গিয়া তাঁহার অঙ্গানুলেপন ও মাল্যভোগী ভ্রাতা হই॥ ১॥

(নেপথ্যে) হা ধিক্! হা ধিক্! উর্ব্বশী-বিরহিত মহারাজ যখন মস্তকে মণি যোজনা করিতে-ছিলেন, তখন প্রজ্বলিত মণি রক্তভালবৃন্তে আচ্ছাদিত ছিল, দুরন্ত গৃধ্র আমিষখণ্ড মনে করিয়া ছোঁ মারিয়া উহাকে তুলিয়া লইয়া গেল॥ ২॥

বিদূ। (কর্ণপাত করিয়া) বড়ই বিষম ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। সেই সঙ্গমনীয় চূড়ামণি বয়-স্যের অতিশয় প্রিয়, সুতরাং বেশরচনা সমাপ্ত না হইতেই বয়স্য আসন হইতে উত্থিত হইয়াছেন, অত-এব আমি গিয়া তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হই॥ ৩॥

[এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(রাজা সূত, কঞ্চুকী, রেচক ও পরিজনের প্রবেশ)

রাজা। রেচক! রেচক! আত্মবধসংগ্রহকার বিহগচোর কোথায়? এ যে উত্তম চোর দেখিতেছি; যেহেতু, সে প্রথমে রক্ষকের গৃহেই চুরি করিল॥ ৪॥

রেচক। ঐ দেখুন, অগ্রমুখলগ্ন হেমসূত্রে সুশোভিত মণিদ্বারা যেন আকাশস্থলী অনুরঞ্জিত করিতে করিতেই ভ্রমণ করিতেছে॥ ৫॥

রাজা। পশ্যাম্যেনম্।

অসৌ মুখালম্বিতহেমসূত্রং, বিভ্রন্মণিং মণ্ডলশীঘ্রচারঃ।
অলাতচক্র-প্রতিমং বিহঙ্গস্তদ্রাগলেখাবলয়ং তনোতি ॥
কথয়, কিং খলু অত্র কর্ত্তব্যম্? ৬ ॥

বিদূ। ভো! অলং এত্থ ঘিণাএ, এসো অবরাহী সাসণীয়ো ॥ ৭ ॥

রাজা। সম্যগাহ ভবান্, ধনুর্ধনুস্তাবৎ ॥ ৮ ॥

পরিজনঃ। জং ভট্টা আণবেদি ॥ ৯ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ

রাজা। ন দৃশ্যতে হি বিহগাধমঃ ॥ ১০ ॥

বিদূ। ইদো ইদো দক্ষিণন্তরেণ চলিদো সউণহদাসো ॥ ১১ ॥

রাজা। (দৃষ্ট্বা) ইদানীম্—

প্রভাপল্লবিতেনাসৌ, করোতি মণিনা খগঃ।
অশোকস্তবকেনেব দিঙ্মুখস্যাবতংসকম্ ॥ ১২ ॥

(ততঃ প্রবিশতি ধনুর্হস্তা যবনী)

যবনী। ভট্টা! এদং সসরং চাবং ॥ ১৩ ॥

রাজা। কিমিদানীং ধনুষা? বাণপথাতীতঃ ক্রব্যভোজনঃ। তথা হি—

আভাতি মণিবিশেষো দূরমিদানীং পতত্রিণা নীতঃ।
নক্তমিব লোহিতাঙ্গঃ পুরুষ-ঘনচ্ছেদ-সংপৃক্তঃ।
আর্য্য তালব্য! ১৪ ॥

কঞ্চুকী। আজ্ঞাপয়তু দেবঃ ॥ ১৫ ॥

রাজা। মদ্বচনাদুচ্যন্তাং নাগরিকাঃ, সায়ংনিবাসবৃক্ষাগ্রে বিচায্যতাং বিহগাধমঃ ॥ ১৬ ॥

রাজা। আমি দেখিতে পাইতেছি। উহার মুখে হেমসূত্র লম্বিত হইয়া রহিয়াছে, ঐ বিহঙ্গ চক্রাকার অলদঙ্গার তুল্য মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে করিতে রক্তিমার রেখা-বলয় বিস্তার করিতেছে। বল, তবে ইহাতে এখন কর্ত্তব্য কি? ৬ ॥

বিদূ। ঘৃণায় প্রয়োজন নাই, এই অপরাধীর শাসন কর্ত্তব্য ॥ ৭ ॥

রাজা। আপনি যুক্তিযুক্তই বলিয়াছেন। ধনু! ধনু কোথায়? ৮ ॥

পরি। যাহা মহারাজ আদেশ করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

[এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

রাজা। আর সেই বিহগাধমকে দেখা যাইতেছে না ॥ ১০ ॥

বিদূ। এই যে বিহগাধম দক্ষিণদিকে চলিয়া যাইতেছে ॥ ১১ ॥

রাজা। (দর্শন করিয়া) এক্ষণে এই বিহঙ্গম প্রভাদ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া মণি দ্বারা যেন অশোক স্তবকে দিঙ্মুখের কর্ণভূষণ রচনা করিতেছে ॥ ১২ ॥

(ধনুর্হস্তা যবনীর প্রবেশ)

যবনী। মহারাজ! এই সশর শরাসন ॥ ১৩ ॥

রাজা। এখন আর ধনুক লইয়া কি হইবে? গৃধ্র বাণপথের অতীত হইয়াছে। তথাচ বিহঙ্গম এক্ষণে দূরে লইয়া গেলেও ঐ মণি-বিশেষ রাত্রিকালে গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন মঙ্গলগ্রহের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। আর্য্য তালব্য! ১৪ ॥

কঞ্চু। দেব! আদেশ করুন ॥ ১৫ ॥

রাজা। আমার বাক্যানুসারে নাগরিক জনগণকে বল যে, সায়ংকালে ঐ বিহগাধমকে বৃক্ষাগ্রে অনুসন্ধান করে ॥ ১৬ ॥

কঞ্চু। যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ ॥ ১৭ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

বিদূ। ভো। বিসমীঅদু ভবং সম্পদং, কহিং গদো মণিকুম্ভীলও ভবদো সাসনাদো মুক্কিস্সদি ?১৮॥

(ইতি উপবিশতঃ)

রাজা। বয়স্য!

রত্নমিতি ন মে তস্মিন্ মণৌ প্রয়াসো বিহঙ্গমাক্ষিপ্তে।

প্রিয়য়া তেনাস্মি সখে! সঙ্গমনীয়েন সঙ্গমিতঃ ॥ ১৯ ॥

(ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী)

কঞ্চুকী। জয়তি জয়তি দেবঃ।

অনেন নির্ভিন্নতনুঃ স বধ্যো রোষেণ মার্গণতাং গতেন।

প্রাপ্তাপরাধোচিতমন্তরীক্ষাৎ সমৌলিরত্নঃ পতিতঃ পতত্রী ॥

সর্ব্বে। (বিস্ময়ং রূপয়ন্তি) ॥ ২০ ॥

কঞ্চু। অভিপ্রক্ষালিতোঽয়ং মণিঃ কস্মৈ প্রদীয়তাম্ ॥ ২১ ॥

রাজা। রেচক! গচ্ছ, কোষপেটকে স্থাপয়ৈনম্ ॥ ২২ ॥

কিরাতঃ। জং ভট্টা আণবেদি ॥ ২৩ ॥

[ইতি মণিদামায় নিষ্ক্রান্তঃ।

রাজা। (তালব্যং প্রতি) আর্য্য! জানাতি ভবান্ কস্যায়ং বাণ ইতি ? ২৪ ॥

কঞ্চু। নামাঙ্কিতো দৃশ্যতে, নাত্র মে বর্ণবিভাবনসহা দৃষ্টিঃ ॥ ২৫ ॥

রাজা। তদুপশ্লেষয় শরং যাবন্নিরূপয়ামি ॥ ২৬ ॥

বিদূ। কিং ভবং বিআরেদি ? ২৭ ॥

রাজা। শৃণু তাবৎ প্রহর্ত্তুর্নামাক্ষরাণি ॥ ২৮ ॥

কঞ্চু। দেব! যাতা আজ্ঞা করিতেছেন ॥ ১৭ ॥

[এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

বিদূ। মহারাজ! এক্ষণে বিশ্রাম করুন, ঐ মণি-চোর কোথায় গিয়া আপনার শাসন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে ? ১৮॥ (এই বলিয়া উভয়ে উপবেশন করিলেন)

রাজা। বয়স্য! বিহঙ্গম অপহরণ করিলেও ইহা রত্নবিশেষ, এই বলিয়া তাহার নিমিত্ত আমার প্রয়াস নহে, সেই সঙ্গমনীয় মণি দ্বারা আমি প্রিয়ার সহিত সম্মিলিত হইয়াছি ॥ ১৯ ॥

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। মহারাজের জয় হউক্, মহারাজের জয় হউক্, আপনার রোষ এই শররূপে পরিণত হইয়া ইহার দেহ ভেদ করাতে এই বিহঙ্গ অপরাধের সমুচিত ফল পাইয়া শিরোরত্নের সহিত অন্তরীক্ষ হইতে পতিত হইয়াছে ॥ ২০ ॥ (তাহা শুনিয়া সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন)

কঞ্চু। এই মণি প্রক্ষালিত হইয়াছে, কাহাকে প্রদান করিব ? ২১ ॥

রেচক। যাও, মণি কোষপেটকে রাখিয়া দাও ॥ ২২ ॥

কিরাত। মহারাজ যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

[এই বলিয়া মণি গ্রহণ পূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইল।

রাজা। (তালব্যের দিকে চাহিয়া) আর্য্য! জান, এই শর কাহার ? ২৪ ॥

কঞ্চু। নামাক্ষর দৃষ্ট হইতেছে, অতি ভালরূপ অক্ষর দেখিতে পাইতেছি না ॥ ২৫ ॥

রাজা। নিকটে ধর, শর নিরূপণ করি ॥ ২৬ ॥

বিদূ। আপনি কি বিচার করিতেছেন ? ২৭ ॥

রাজা। প্রহারকর্ত্তার নামাক্ষর শ্রবণ করুন্ ॥ ২৮ ॥

বিদূ। অবহিদোহ্মি ॥ ২৯ ?

রাজা। বাচয়তি।

উর্ব্বশীসম্ভবস্যায়মৈলসূনোর্ধনুষ্মতঃ। কুমারস্যায়ুষো বাণঃ সংহর্ত্তা দ্বিষদায়ুষাম্ ॥ ৩০ ॥

বিদূ। দিট্ঠিআ সন্তাণেণ বড্ঢদি ভবং ॥ ৩১ ॥

রাজা। কথমেতৎ ? সখে! অন্যত্র নৈমেষেয়সত্রাদবিযুক্তোঽহমুর্ব্বশ্যা ; ন কদাচিদপি তত্রভবতী গর্ভাভিভূর্তদোহদাপ্যুপলাক্ষতা ; কুত এব প্রসূতিঃ ? কিন্তু, আনীলচুচুকাগ্রং লবলীফলপাণ্ডুরাননচ্ছায়ং কতিচিদহানি শরীরং শ্লথবলয়মিবাভবত্তস্যাঃ ॥ ৩২ ॥

বিদূ। মা ভবং মাণুসীধম্মং উব্বসীএ সম্ভাবেহু ; পভাবগূঢ়াইং দেবচরিদাইং ॥ ৩৩ ॥

রাজা। অস্তু তাবদেবং, যথাহ ভবান্। পুত্রসংবরণে কিমিব কারণং তস্যাঃ ? ৩৪ ॥

বিদূ। মা বুড্ঢিং মাং রাআ পরিহরিস্সদিত্তি ॥ ৩৫ ?

রাজা। কৃতং পরিহাসেন ; চিন্ত্যতাম্ ॥ ৩৬ ॥

বিদূ। কো দেবরহস্সাইং চিন্তিস্সদি ? ৩৭ ॥

(প্রবিশ্য কঞ্চুকী)

কঞ্চু। জয়তি জয়তি দেবঃ, এষা খলু চ্যবনাশ্রমাদ্‌ভার্গবী কুমারমাদায় আয়াতা তাপসী দেবং দ্রষ্টুমিচ্ছতি ॥ ৩৮ ॥

রাজা। উভয়মপি অবিলম্বং প্রবেশয় ॥ ৩৯ ॥

কঞ্চু। তথা ॥ ৪০ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

বিদূ। অবহিত হইলাম ॥ ২৯ ॥

রাজা। (পাঠ করিতে লাগিলেন) (যথা)—পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভোৎপন্ন অরাতিগণের আয়ুঃসংহর্ত্তা "আয়ু" নামক কুমারের এই বাণ ॥ ৩০ ॥

বিদূ। ভাগ্যবশে আপনি সন্তান দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়াছেন ॥ ৩১ ॥

রাজা। ইহা কি প্রকার ? সখে! নিমেষপাতমাত্র সময়ই আমার সহিত উর্ব্বশীর বিয়োগ, আমি কখনও উর্ব্বশীর গর্ভলক্ষণ দর্শন করি নাই, তবে কোথা হইতে সন্তান জন্মিল ? কিন্তু তবে কয়েক দিন মাত্র তাঁহার চুচুকাগ্রভাগ ঈষৎ নীলবর্ণ এবং মুখচ্ছবি লবলীফলের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ও শরীরস্থিত বলয়ের ন্যায় দেহ শিথিল হইয়াছিল ॥ ৩২ ॥

বিদূ। আপনি উর্ব্বশীতে মানুষী-ধর্ম্ম সম্ভাবনা করিবেন না, দেবচরিত্র প্রভাব দ্বারা নিগূঢ় বলিয়া জানিবেন ॥ ৩৩ ॥

রাজা। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা হইতে পারে, হউক, তাহার পুত্র-গোপনের কারণ কি ?৩৪॥

বিদূ। আমি বৃদ্ধ হইলেও রাজা আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না ॥ ৩৫ ॥

রাজা। এখন পরিহাসের সময় নহে, কারণ চিন্তা করুন্ ॥ ৩৬ ॥

বিদূ। দেবরহস্য কে বুঝিতে পারে ? ৩৭ ॥

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। মহারাজের জয়, মহারাজের জয়! চ্যবন মুনির আশ্রম হইতে ভার্গবী নাম্নী তাপসী একটী কুমার সঙ্গে লইয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

রাজা। অবিলম্বে উভয়কেই প্রবেশিত কর ॥ ৩৯ ॥

কঞ্চু। যে আজ্ঞা ॥ ৪০ ॥

[প্রস্থান।

(তাপসীসহিতং কুমারমাদায় পুনঃ প্রবিশ্য কঞ্চুকী)

বিদূ। ণং কৃখু এসো উলঅলদ্ধো তধা হি ভবদো বহু অণুগিদ্ধলকৃখবেহী ণারআো উঅলদ্ধো তধা হি ভবদো বহু অণকরেদি ॥ ৪১ ॥

রাজা। এবমেতৎ।

বাষ্পায়তে নিপতিতা মম দৃষ্টিরস্মিন্, বাৎসল্যবন্ধি হৃদয়ং মনসঃ প্রসাদঃ।
সঞ্জাতবেপথুভিরুজ্ঝিতধৈর্য্যবৃত্তমিচ্ছামি চৈনমদয়ং পরিরব্ধুমঙ্গৈঃ ॥ ৪২ ॥

কঞ্চু। এবং স্থীয়তাম্। (তাপসীকুমারৌ যথোচিতং স্থিতৌ) ॥ ৪৩ ॥

রাজা। (উপসৃত্য) ভগবতি! অভিবাদয়ে ॥ ৪৪ ॥

তাপ। মহারাঅ! সোমবংসং ধারঅন্তো হোহি। (আত্মগতম্) ভো! ইমিণা অকধিদোবি বিণোদো-জ্জেব ইমস্স রাএসিণো অত্তণো ওরসো সম্বন্ধো। (প্রকাশম্) জাদ! পণম গুরুং ॥ ৪৫ ॥

(কুমারো বাষ্পগর্ভমঞ্জলিং বদ্ধা প্রণমতি)

রাজা। বৎস! আয়ুষ্মান্ ভব ॥ ৪৬ ॥

কুমা। (স্পর্শং রূপয়িত্বা স্বগতম্)

যদি হার্দ্দমিদং শ্রুত্বা পিতা মমায়ং সুতোহহমস্যেতি। উৎসঙ্গে বৃদ্ধানাং গুরুষু কীদৃশঃ স্নেহঃ ॥ ৪৭ ॥

রাজা। ভগবতি! কিমাগমনপ্রয়োজনম্? ৪৮ ॥

তাপ। সুণাদু মহারাআো, এসো দীহাউ উব্বসীএ জাদমেত্তো জ্জেব কিম্পি ণিমিত্তং পেক্খিঅ মম হথে ণ্ণাসীকিদো, জধা খত্তিঅস্স কুলীণঅস্স জাদকম্মাদিবিধাণং, তং সে তথভবদা চবণেণ সব্বং অণুট্ঠিদং; দাণিং গহিদবিজ্জো ধণুব্বেএ অবিণীদো ॥ ৪৯ ॥

রাজা। সনাথঃ খলু সংবৃত্তঃ ॥ ৫০ ॥

(কুমার সহ তাপসীকে লইয়া কঞ্চুকীর পুনঃ প্রবেশ)

বিদূ। এইটী ক্ষত্রিয়-কুমার, গৃধ্র-লক্ষ্যভেদী নারাচে ইহাঁরই না। জানা গিয়াছে, এই বালক মহারাজের বহুতর অনুকরণ করিয়াছে ॥ ৪১ ॥

রাজা। ইহা যথার্থ বটে, যেহেতু, আমার দৃষ্টি ইহার উপর নিপতিত হইয়া বাষ্পাকুল হইতেছে, হৃদয় বাৎসল্য-রসে অভিষিক্ত ও মন প্রসন্ন হইতেছে আর ধৈর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকম্পিত অঙ্গসমূহ দ্বারা ইহাকে স্নেহরূপে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইতেছে ॥ ৪২ ॥

কঞ্চু। (তাপসী ও কুমারকে বলিল) এইরূপে অবস্থিত হউন্। (তাপসী ও কুমার যথোচিতরূপে অবস্থিত রহিলেন) ॥ ৪৩ ?

রাজা। (নিকটে গিয়া) ভগবতি! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৪৪ ?

তাপ। মহারাজ! সোমবংশ ধারণ করুন্। (আত্মগত) কেহ বলিয়া না দিলেও ইঁহার সহিত রাজর্ষির আপনার ঔরস-সম্বন্ধ জানা যাইতেছে। (প্রকাশ্যে কুমারকে লক্ষ্য করিয়া) বৎস! পিতাকে প্রণাম কর ॥ ৪৫ ॥

(কুমার বাষ্পগর্ভ-অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক রাজাকে প্রণাম করিল)

রাজা। বৎস! আয়ুষ্মান্ হও ॥ ৪৬ ॥

কুমা। (স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া স্বগত) ইনি আমার পিতা এবং আমি ইঁহার পুত্র, এই বাক্য শুনিয়া যদি এতাদৃশ প্রেমের উদয় হয়, তবে পিতা-মাতার ক্রোড়ে সংবর্দ্ধিত বালকগণের যে কিরূপ হর্ষপ্রাপ্তি হয়, তাহা আর বলিতে পারি না ॥ ৪৭ ॥

রাজা। ভগবতি! আপনার আগমনের প্রয়োজন কি? ৪৮ ॥

তাপ। মহারাজ! শ্রবণ করুন্। এই দীর্ঘায়ু কুমার জন্মিবামাত্রই কোন বিশেষ কারণ বশতঃ উর্ব্বশী আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি চ্যবন কুলীন ক্ষত্রিয়কুমারের জাতকর্ম্মাদি-বিধান যেরূপে সম্পাদন করিতে হয়, তাহাই করিয়াছেন। কুমার এক্ষণে ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষিত হইয়া কৃতবিদ্য হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

রাজা। উত্তম হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

তাপ। অজ্জ পুপ্ফফলসমিৎকুসণিমিত্তং ইসিকুমারএহিং সহ গদেণ ইমিণা অস্সমদাস-বিরুদ্ধং সমাঅরিদং॥ ৫১॥

বিদূ। কধং বিঅ? ৫২॥

তাপ। গহিদামিসো কিল গিদ্ধো অস্সমপাদবসিহরে ণিলীঅমাণো লক্খাকিদো বাণস্স॥ ৫৩॥

রাজা। ততস্ততঃ? ৫৪॥

তাপ। তদো উবলদ্ধবুত্তন্তেণ ভঅবদা অহং সমাদিট্ঠা; ণিপ্পাদেহি এদং উব্বসীহত্থে ণ্নাসংত্তি; তা ইচ্ছামি উব্বসীং পেক্খিদুং॥ ৫৫॥

রাজা। আসনমনুগৃহ্লাতু ভবতী

(প্রেষ্যোপনীতয়োরাসনয়োরুপবিষ্টৌ)

আর্য্য তালব্য! উর্ব্বশী উচ্যতাম্॥ ৫৬॥

কঞ্চু। তথা। ॥ ৫৭॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।

রাজা। এহ্যেহি বৎস!

সর্ব্বাঙ্গীনঃ স্পর্শঃ সুতস্য কিল তেন মামুপনতেন।
প্রহ্লাদয়স্ব তাবচ্চন্দ্রকরশ্চন্দ্রকান্তমিব॥ ৫৮॥

তাপ। জাদ! ণন্দেহি পিদরং (কুমারো-রাজানমুপসর্পতি)॥ ৫৯॥

রাজা। (আলিঙ্গ্য) বৎস! প্রিয়সখং ব্রাহ্মণমবিশঙ্কিতো বন্দস্ব॥ ৬০॥

বিদূ। কিংত্তি মে সঙ্কদি? অস্সমবাসপরিচিদা এদস্স সাহামিআ॥ ৬১॥

কুমা। (সস্মিতম্) তাত! বন্দে॥ ৬২॥

বিদূ। সোত্থি ভোহু দে, বড্ঢদু ভবং॥ ৬৩॥

তাপ। অদ্য পুষ্প, ফল, যজ্ঞকাষ্ঠ ও কুশ আনয়নার্থ ঋষিকুমারদিগের সহিত গমন করিয়া এই কুমার আশ্রমবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছে॥ ৫১॥

বিদূ। কিরূপ? ৫২॥

তাপ। একটী গৃধ্র আমিষখণ্ড মুখে করিয়া তপোবন-তরু-শিখরে বসিয়াছিল, কুমার তাহাকে শরলক্ষ্য করিয়াছে॥ ৫৩॥

রাজা। তার পর, তার পর? ৫৪॥

তপ। তার পর ভগবান্ চ্যবন, সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া আমাকে আদেশ করিলেন যে, এই ন্যস্ত বস্তু উর্ব্বশীর হস্তে সমর্পণ কর। সেই হেতু উর্ব্বশীকে দেখিতে অভিলাষ করি॥ ৫৫॥

রাজা। ভগবতি! আসন পরিগ্রহ করুন। (তাপসী ও কুমার উভয়ে উপবেশন করিলেন) আর্য্য তালব্য! উর্ব্বশীকে আহ্বান কর॥ ৫৬॥

কঞ্চু। যে আজ্ঞা॥ ৫৭॥

[এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

রাজা। বৎস! আইস, আইস। সর্ব্বাঙ্গে পুত্রস্পর্শ অত্যন্ত আনন্দজনক, অতএব চন্দ্র যেমন চন্দ্রকান্তমণিকে আহ্লাদিত করেন, তুমিও সেইরূপ অমাকে আহ্লাদিত কর॥ ৫৮॥

তাপ। বৎস! পিতাকে আনন্দিত কর। (এই বলিয়া কুমারকে রাজার হস্তে প্রদান করিলেন॥৫৯॥

রাজা। (কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া) বৎস! এই প্রিয়সখা ব্রাহ্মণকে নিঃশঙ্কচিত্তে বন্দনা কর॥৬০॥

বিদূ। কেন আমাকে শঙ্কা করিতেছেন? আশ্রমবাসহেতু শাখামৃগ-সকল পরিচিত আছে॥৬১॥

কুমা। (ঈষৎ হাস্য সহকারে) তাত! বন্দনা করি॥ ৬২॥

বিদূ। অপনার কল্যাণ হউক, আপনি সংবর্দ্ধিত হউন॥ ৬৩॥

(ততঃ প্রবিশতি উর্ব্বশী কঞ্চুকী চ)

কঞ্চু। ইত ইতো ভবতী ॥ ৬৪ ॥

উর্ব্ব। (অবলোক্য চ) কো ণু কৃখু এসোঅবীঠোববিট্টো, মহারাএণ সংজমীঅমাণসিহণ্ডও চিট্ঠদি ? (তাপসীং দৃষ্ট্বা) অম্মহে ! সচ্চবদী-সলিদোপুত্তও মে আউ ? মহন্তো কৃখু সংবুত্তো ॥ ৬৫ ॥

রাজা। (বিলোক্য) বৎস !

ইয়ং তে জননী প্রাপ্তা ত্বদালোকন-তৎপরা। স্নেহ-প্রস্রবনির্ভিন্নমুদ্বহন্তী স্তনাংশুকম্ ॥ ৬৬ ॥

তাপ। জাদ ! এহি পচ্চুবগচ্ছ মাদরং। (ইতি কুমারেণ সহ উর্ব্বশী সমুপসর্পতি) ॥ ৬৭ ॥

উর্ব্ব। অজ্জে! পাদবন্দণং করেমি ॥ ৬৮ ॥

তাপ। বচ্ছে ! ভত্তুণো বহুমদা হোহি ॥ ৬৯ ॥

কুমা। আর্য্যে ! অভিবাদয়ে ॥ ৭০ ॥

উর্ব্ব। পিদরং আরাটঅন্তো হোহি। (রাজানং প্রতি) জঅদু জঅদু মহারাও ॥ ৭১ ॥

রাজা। স্বাগতং পুত্রবত্যৈ ; ইত আস্যতাম্ ॥ ৭২ ॥

উর্ব্ব। অজ্জ ! উঅবিসধ ॥ ৭৩ ॥

(সর্ব্বে তথা ইতি উপবিষ্টাঃ)

তাপ। বচ্ছে ! গহিদবিজ্জো সংপঅংপঅং আউধকবঅহরো সংবুত্তো এসো, ভত্তুণো দে সমকৃখং ণিপ্পাদিদো মএ তুহ হত্থে ণিকৃখেবো ; তা বিসজ্জিদং অত্তাণং ইচ্ছামি, উঅরুজ্ঝদি মে অসসমবাস-ধম্মো ॥ ৭৪ ॥

উর্ব্ব। কামং চিরস্স পেকৃখিঅ বিহেক্কন্তিংহ্মি ; ণ উণ ধম্মাবরোহে বট্টিতুং, গচ্ছদু অজ্জা পুণোবি দংসণস্স ॥ ৭৫ ॥

রাজা। আর্য্যে ! তত্রভবতে চ্যবনায় মম প্রণামমাবেদয়িষ্যসি ॥ ৭৬ ॥

(উর্ব্বশী ও কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। ভগবতি ! এদিকে, এদিকে ॥ ৬৪ ॥

উর্ব্ব। (অবলোকন পূর্ব্বক) মহারাজ শিখা-বন্ধন করিয়া দিতেছেন, আর কনকাসনে উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এ বালকটী কে ? অহো ! সত্যবতীর সহিত আমার পুত্র আয়ুঃ ? অতি উত্তম হইয়াছে ॥ ৬৫ ॥

রাজা। (অবলোকন করিয়া) এই তোমার জননী আসিয়া তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, উঁহার স্তনবসন স্নেহ দ্বারা আর্দ্র হইয়া গিয়াছে ॥ ৬৬ ॥

তাপ। বৎস ! আইস, মাতার প্রত্যুদ্গমন কর। (এই বলিয়া কুমারের সহিত উর্ব্বশীর নিকট গমন করিলেন) ॥ ৬৭ ॥

উর্ব্ব। আর্য্যে ! পদবন্দনা করি ॥ ৬৮ ॥

তাপ। বৎসে ! পতির বহুমতা হও ॥ ৬৯ ॥

কুমার। আর্য্যে ! অভিবাদন করি ॥ ৭০ ॥

উর্ব্ব। বৎস ! পিতার আরাধনা কর। (রাজার দিকে অবলোকন করিয়া) মহারাজের জয় হউক ॥৭১॥

রাজা। পুত্রবতীর কুশল ত ? এই স্থানে উপবেশন করুন ॥ ৭২ ॥

উর্ব্ব। আর্য্যা উপবেশন করুন ॥ ৭৩ ॥ (সকলের উপবেশন)

তাপ। বৎসে ! এই কুমার কৃতবিদ্য হইয়া সম্প্রতি আয়ুধ ও কবচ ধারণ করিয়াছে, তোমার স্বামীর সমক্ষে আমি তোমাকে ন্যস্ত বস্তু প্রত্যর্পণ করিলাম। এক্ষণে আমাকে বিদায় দাও, আমার আশ্রম-ধর্ম্মের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে ॥ ৭৪ ॥

উর্ব্ব। বহুদিনের পর আপনাকে দর্শন করিয়া বিরহ দ্বারা উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, কিন্তু ধর্ম্ম-নিরোধ করিতে পারি না, অতএব পুনরাগমনের নিমিত্ত এক্ষণে গমন করুন ॥ ৭৫ ॥

রাজা। আর্য্যে ! ভগবান্ চ্যবনকে আমার প্রণাম জানাইবেন ॥ ৭৬ ॥

তাপ। এব্বং ভোদু ॥ ৭৭ ॥

কুমা। আর্য্যে! সত্যমেব নিবর্ত্তনম্? ইতো মমাপি নেতুমর্হসি ॥ ৭৮ ॥

রাজা। চরিতং ত্বয়া পূর্ব্বস্মিন্ আশ্রমপদে, দ্বিতীয়মপি অধ্যাসিতু' সময়ঃ ॥ ৭৯ ॥

তাপ। জাদ! গুরুণো বঅণং অণুচিট্‌ঠ ॥ ৮০ ॥

কুমা। তেন হি। যঃ সুপ্তবান্ মদঙ্কে শিখণ্ডকণ্ডূয়নোপলব্ধসুখঃ তং মে জাতকলাপং প্রেষয় শিতিকণ্ঠকং শিখিনম্ ॥ ৮১ ॥

তাপ। বচ্ছ! এব্বং করেস্স ॥ ৮২ ॥

উর্ব্ব। ভঅবদি! পাদবন্দনং করেমি ॥ ৮৩ ॥

রাজা। ভগবতি! প্রণমামি ॥ ৮৪ ॥

তাপ। সোত্থি সব্বাণং ॥ ৮৫ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তা।

রাজা। সুন্দরি!

মত্যহং পুত্রিণামগ্র্যঃ সুপুত্রেণ তবামুনা। পৌলোমীসম্ভবেনেব জয়ন্তেন পুরন্দরঃ ॥ ৮৬ ॥

উর্ব্ব। (স্মৃত্বা রোদিতি) ॥ ৮৭ ॥

বিদূ। ভো কিণ্ণু কৃখু সংপদঃ তথভোদী অস্সুমুহী সংবুত্তা ॥ ৮৮ ॥

রাজা। কিং সুন্দরি! প্ররুদিতাসি মমোপনীতে, বংশস্থিতেরধিগমাৎ স্ফুরতি প্রমোদে।
পীনস্তনোপরি নিপাতিভিরর্পয়ন্তী, মুক্তাবলী-বিরচনং পুনরক্তমস্রৈঃ ॥ ৮৯ ॥

উর্ব্ব। সুণাদু মহারাও, পঢ়মং পুত্তদংসণমুহ্দিদেণ আণন্দেণ বিসুমরিদ'ম্হি, দাণিং মহেন্দ্রসংকিত্তণেণ স অবধী মম হিঅএণ সুমরিদো ॥ ৯০ ॥

তাপ। তাহা করিব ॥ ৭৭ ॥

কুমা। সত্য সত্যই আপনি ফিরিয়া যাইতেছেন? তবে আমাকেও লইয়া চলুন ॥ ৭৮ ॥

রাজা। প্রিয়বৎসল! প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের অনুষ্ঠান করিয়াছ, এক্ষণে তোমার দ্বিতীয় গার্হস্থ্য আশ্রম অনুষ্ঠানের সময় ॥ ৭৯ ॥

তাপ। বৎস! পিতার বাক্য প্রতিপালন কর ॥ ৮০ ॥

কুমা। আচ্ছা, তবে শিখণ্ডকণ্ডূয়নের সুখ বোধ করিয়া যে আমার ক্রোড়দেশে নিদ্রা যাইত, এক্ষণে যাহার পক্ষকলাপ উৎপন্ন হইয়াছে, আমার সেই নীলকণ্ঠ ময়ূরটীকে পাঠাইয়া দিবেন ॥ ৮১

তাপ। বৎস! তাহা করিব ॥ ৮২ ॥

উর্ব্ব। ভগবতি! পদবন্দনা করি ॥ ৮৩ ॥

রাজা। ভগবতি! প্রণাম করি ॥ ৮৪ ॥

তাপ। সকলের কল্যাণ হউক ॥ ৮৫ ॥

[এই বলিয়া নিষ্ক্রান্তা হইলেন।

রাজা। সুন্দরি! তোমার একটী সুপুত্র। ইহা দ্বারা শচীনন্দন জয়ন্ত দ্বারা পুরন্দরের ন্যায়, অদ্য আমি পুত্রবান্‌গণের মধ্যে অগ্রগণ্য হইলাম ॥ ৮৬ ॥

উর্ব্ব। (স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন) ॥ ৮৭ ॥

বিদূ। এক্ষণে এই দেবী অশ্রুমুখী হইলেন কেন? ৮৮ ॥

রাজা। সুন্দরি। আমি বংশস্থিতিপ্রাপ্ত হইলাম বলিয়া এখন প্রমোদের সময়, এ সময়ে তুমি রোদন করিতেছ কেন? তুমি তোমার সুপীন পয়োধরের উপরিস্থিত মুক্তাবলীর উপর অশ্রুবিন্দু নিপাতিত করিয়া উহা পুনরুক্ত করিতেছ মাত্র, ফলতঃ এ সময়ে রোদন করা তোমার একান্তই অনুচিত ॥ ৮৯ ॥

উর্ব্ব। মহারাজ! শ্রবণ করুন। প্রথমে পুত্রদর্শনজন্য প্রমোদে বিস্মৃত ছিলাম, আপনি মহেন্দ্রের সংকীর্ত্তন করিলেন বলিয়া, এক্ষণে তাহা আমার স্মরণ হইল ॥ ৯০ ॥

রাজা। কথ্যতাম্ ॥ ৯১ ॥

উর্ব্ব। সুণাদু মহারাও ; পুরা মহারাঅগহিদহিঅআ গুরুসাবসংমূঢ়া, মহেন্দ্রেণ অবধিং কদুঅ, অণুগ্গহাদা ॥ ৯২ ॥

রাজা। কথয়, কিমিতি ? ৯৩ ॥

উর্ব্ব। জদো সো মম পিঅসহো রাএসী তই সমুপ্পণ্ণস্স পুত্তঅস্স মুহং পেক্‌খদি তদো মম সমীবং তএ আঅন্তব্বং'ত্তি ॥ ৯৪ ॥

তদো মএ মহারঅ-বিওঅ ভীরুদাএ চিরআল-সঙ্গমণিমিত্তং ভঅবদো চবণস্স অস্সমপদে গুও অজ্জাএ সচ্চবদীএ হথে অপ্পণা নিক্খিত্তো, অজ্জ উণ পিদুণো আরাহণসমখো সংবুত্তো ত্তি কাউণণিপ্পাদিদো এসো দীহাউ। এত্তিকো মে মহারাএণ সহ সংবাসো ॥ ৯৫ ॥

(সর্ব্বে বিষাদং নাটয়ন্তি। রাজা মোহমুপগচ্ছতি)

সর্ব্বে। আঃ সমস্সসদু সমস্সসদু মহারাও ॥ ৯৬ ॥

কঞ্চু। সমাশ্বসিতু মহারাজঃ ॥ ৯৭ ॥

বিদূ। অব্বম্হণ্ণং অব্বম্হণ্ণং ॥ ৯৮ ॥

রাজা। (সমাশ্বস্য) অহো! সুখপ্রতিবন্ধিতা দৈবস্য।

আশ্বাসিতস্য মম নাম সুতোপলব্ধ্যা, সদ্যস্ত্বয়া সহ কৃশোদরি! বিপ্রয়োগঃ।

ব্যাবর্ত্তিতাতপরুজঃ প্রথমাম্বুবৃষ্ট্যা, বৃক্ষস্য ইবাগ্নিবৈদ্যুতরূপস্থিতোঽহম্ ॥ ৯৯ ॥

বিদূ। অঅং সো অত্থো অণত্থাণুবন্ধও ত্তি তক্কেমি অথভবং দেবরাও সঅং অনুগ্গাহই-দব্বো ॥ ১০০ ॥

উর্ব্ব। হা! হদম্হি মন্দভাইণী ; কিদবিণঅস্স তণঅস্স লম্ভাণন্তরং সগ্গারোহণেণ অবসিদকজ্জাং বিপ্পওঅমুহীং মং মহারও সমথইস্সদি ॥ ১০১ ॥

রাজা। তাহা কি বল ॥ ৯১ ॥

উর্ব্ব। মহারাজ। শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে মহারাজ আমার হৃদয় হরণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু গুরু আমাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন এবং তাহাতে দেবরাজ কৃপা পূর্ব্বক শাপমোচনার্থ আজ্ঞা করিয়াছিলেন ॥ ৯২ ॥

রাজা। বল, কি আজ্ঞা করিয়াছিলেন ? ৯৩ ॥

উর্ব্ব। যখন আমার প্রিয়সখা সেই রাজর্ষি তোমাতে উৎপন্ন পুত্রমুখ দর্শন করিবেন, তখন তুমি আমার নিকট আগমন করিবে। সেই হেতু আমি মহারাজের বিয়োগভয়ে চিরকাল সম্মিলিত থাকিবার নিমিত্ত ভগবান্ চ্যবনের আশ্রমস্থানে পুত্রকে সত্যবতীর হস্তে ন্যস্তস্বরূপ রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে পিতার আরাধনায় সমর্থ হইয়াছে ভাবিয়া এই দীর্ঘায়ু এখানে আনীত হইয়াছে ॥ ৯৪-৯৫ ॥

(তাহা শুনিয়া সকলেই বিষাদ প্রাপ্ত এবং রাজা মোহ প্রাপ্ত হইলেন)

সকলে। মহারাজ! আশ্বাসিত হউন্, আশ্বাসিত হউন ॥ ৯৬ ॥

কঞ্চু। মহারাজ ! আশ্বাসিত হউন্ ॥ ৯৭ ॥

বিদূ। অবধ্য ! অবধ্য ॥ ৯৮ ॥

রাজা। (আশ্বাসিত হইয়া) হায় ! দৈবই সুখপ্রতিবন্ধী। আমি পুত্র প্রাপ্ত হইয়া আশ্বাসিত হইলাম, হে কৃশোদরি ! এই পরম সুখের সময় তোমার সহিত বিচ্ছেদ ঘটিল ! প্রথমে বৃষ্টিদ্বারা তাপশান্তি হইলে তরুবরের উপর তৎপরেই বিদ্যুতাগ্নি নিপতিত হইল ? ৯৯ ॥

বিদূ। এই সেই অর্থই অনর্থের অনুবন্ধী, এইরূপ তর্ক করিতেছে। আপনি স্বয়ং গিয়া দেবরাজকে প্রসাদিত করুন্ ॥ ১০০ ॥

উর্ব্ব। আমি অতি মন্দভাগিনী। হায় ! আমি হত হইলাম। এই শিক্ষিত তনয়কে প্রদান করিয়া যখন আমি সমস্ত কার্য্য করিব, তখন আমি বিয়োগবিধুরা হইলে আপনি আমাকে আশ্বাসিত করিবেন ॥ ১০১ ॥

রাজা। সুন্দরি! মা মৈবম্।

নহি সুলভবিয়োগা কর্ত্তুমাত্মপ্রিয়াণি, প্রভবতি পরবত্তা না শাসনে তিষ্ঠ ভর্ত্তুঃ।
অহমপি তব সূনাবস্য বিন্যস্য রাজ্যং, বিচরিতমৃগযূথাণ্যাশ্রয়েষ্যে বনানি ॥ ১০২ ॥

কুমা। নার্হতি তাতো মহোক্ষধারিতায়াং ধুরি দম্যং নিয়োজয়িতুঃ ॥ ১০৩ ॥

রাজা। অপি বৎস! মা মৈবম্।

শময়তি গজানন্যান্ গন্ধদ্বিপঃ কলভোঽপি সন্, প্রভবতি তরাং বেগোদগ্রং ভুজঙ্গশিশোর্বিষম্।
ভুবমধিপতির্বালাবস্থোঽপ্যলং পরিরক্ষিতুং, ন খলু বয়সা জাত্যেবায়ং স্বকার্য্যসহো গুণঃ॥
আর্য্য তালব্য! ১০৪ ॥

কঞ্চু। আজ্ঞাপয়তু দেবঃ ॥ ১০৫ ॥

রাজা। মদ্বচনাদমাত্যপর্ব্বতং ব্রূহি, সম্ভ্রিয়তাং আয়ুষ্মতো রাজ্যাভিষেকঃ ॥ ১০৬ ॥

[কঞ্চুকী দুঃখেন নিষ্ক্রান্তঃ।

(সর্ব্বে দৃষ্টিবিঘাতং রূপয়ন্তি)

রাজা। (আকাশমবলোক্য) কুতো ন খলু ভো বিদ্যুৎসম্পাতঃ! (নিপুণমবলোক্য) অয়ে! ভগবান্ নারদঃ।

গোরচনা-নিকষ-পিঙ্গ-জটাকলাপঃ, সংলক্ষ্যতে শশিকলামলবীতসূত্রঃ।
মুক্তাগুণাতিশয়সংভৃত-মণ্ডন-শ্রীর্হৈম-প্ররোহ ইব জঙ্গমকল্পবৃক্ষঃ ॥

অর্ঘ্যোঽর্ঘ্যস্তাবৎ ॥ ১০৭ ॥

উর্ব্ব। ইদং ভ অবদো অগ্ঘং ॥ ১০৮ ॥

(প্রবিশ্য নারদঃ)

নার। বিজয়তাং বিজয়তাং মধ্যমলোকপালঃ ॥ ১০৯ ॥

রাজা। সুন্দরি! তাহা নয়, পরাধীনতার বিয়োগ সর্ব্বদাই সুলভ, উহা আত্মপ্রিয় সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না, অতএব তুমি আপনার শাসনে অবস্থিতি কর এবং আমিও এখন তোমার পুত্রের উপর রাজ্যভার দিয়া মৃগযূথপরিপূর্ণ বনমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করি ॥ ১০২ ॥

কুমা। তাত! মহারষভবাহ্যভার ভারবহনে অনভ্যস্ত ব্যক্তির উপর নিয়োজিত করা অনুচিত ॥ ১০৩ ॥

রাজা। বৎস! তাহা নয়, তাহা, নয়, বিজয়ী মত্তহস্তী শাবক হইলেও অন্যান্য গজগণকে পরাভূত করিতে পারে। অত্যুগ্র ভুজঙ্গশিশুর বিষ যেরূপ শীঘ্র প্রাণ-বিনাশে সমর্থ হয়, সেইরূপ বালক হইলে পৃথিবীর অধিপতি ভূভারবহনে সমর্থ হইয়া থাকে। অতএব জাতি বা বয়সাদি দ্বারা স্বকার্য্যসাধন গুণ নিরূপিত হইতে পারে না। আর্য্য তালব্য! ১০৪ ॥

কঞ্চু। দেব! আজ্ঞা করুন্ ॥ ১০৫ ॥

রাজা। আমার বাক্যানুসারে অমাত্য পর্ব্বতকে বল যে, এই আয়ুষ্মানের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ করুন্ ॥ ১০৬ ॥

[দুঃখের সহিত কঞ্চুকীর প্রস্থান।

(সকলেই দৃষ্টি-বিষাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন)

রাজা (আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া) অহো! বিদ্যুৎসম্পাত হইল কি? (উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া) অহো! নিকষপাষাণোপরি গোরোচনার রেখা-সম্পাতের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ-জটাকলাপধারী এবং শশিকলার ন্যায় বিমল-যজ্ঞ-সূত্রবিশিষ্ট, অতএব মুক্তাহারের দ্বারা অতিশয়িতরূপে সংবর্দ্ধিত ভূষণ-শোভা-সংবলিত হেমময়-প্ররোহসংযুক্ত সচল কল্পবৃক্ষের ন্যায় ভগবান্ নারদ আসিতেছেন। অর্ঘ্য, অর্ঘ্য! ১০৭ ॥

উর্ব্ব। এই মহর্ষির অর্ঘ্যগ্রহণ করুন্ ॥ ১০৮ ॥

(নারদের প্রবেশ)

নার। মধ্যমলোকপালের জয়, মধ্যমলোকপালের জয় ॥ ১০৯ ॥

রাজা। ভগবন্! অভিবাদয়ে ॥ ১০ ॥
উর্ব্ব। পণমামি ॥১১১ ॥
নার। অবিরহিতৌ দম্পতী ভূয়াস্তাম্॥ ১১২ ॥
রাজা। (জনান্তিকম্) অপি নামৈবং স্যাৎ? (প্রকাশম্) ঔর্ব্বশেয়ঃ পুত্রো বঃ প্রণমতি ॥ ১১৩ ॥
নার। আয়ুষ্মানাস্তাময়ম্॥ ১১৪ ॥
রাজা। অয়ং বিষ্টরো গৃহ্যতাম্॥ ১১৫ ॥

(সর্ব্বে উপবিশন্তি)

রাজা। (সবিনয়ম্) ভগবন্! কিমাগমন-প্রয়োজনম্? ১১৬ ॥
নার। রাজন্! শ্রূয়তাং মহেন্দ্রসন্দেশঃ ॥১১৭ ॥
রাজা। অবহিতোঽস্মি ॥ ১১৮ ॥
নার। প্রভাবদর্শী মঘবা বনগমনায় কৃতবুদ্ধিং ভবন্তমনুশাস্তি ॥১১৯ ॥
রাজা। কিমাজ্ঞাপয়তি? ১২০ ॥
নার। ত্রিকালদর্শিভিরাদিষ্টঃ সুরাসুরবিমর্দ্দো ভাবী, ভবাংশ্চ সাংযুগীনঃ সহায়ঃ। তেন ন ত্বয়া শস্ত্রন্যাসঃ কর্ত্তব্য, ইয়ঞ্চ উর্ব্বশী যাবদায়ুস্তে ধর্ম্মচারিণী ভবতু ইতি ॥ ১২১ ॥
উর্ব্ব। অম্মহে! সল্লং বিঅ হিঅআদো অবণীদং ॥ ১২২ ॥
রাজা। পরমানুগৃহীতোঽস্মি পরমেশ্বরেণ ॥ ১২৩ ॥
নার। যুক্তম্।

তব কার্য্যমসৌ কুর্য্যাৎ ত্বঞ্চ তস্যেষ্টকার্য্যকৃৎ। সূর্য্যঃ সংবর্দ্ধয়ত্যাগ্নিমগ্নিঃ সূর্য্যং স্বতেজসা ॥
(আকাশমবলোক্য) রম্ভে! উপনীয়তাং মন্ত্রেণ সম্ভৃতঃ কুমারস্যাভিষেকঃ ॥ ১২৪ ॥

রাজা। ভগবন্! অভিবাদন করি ॥ ১১০ ॥
উর্ব্ব। ভগবন্! প্রণাম করি ॥ ১১১ ॥
নারদ। (আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক) দম্পতী বিচ্ছেদশূন্য হউক ॥ ১১২ ॥
রাজা (অনুচ্চস্বরে) তাহা কি হইবে? (প্রকাশ্যে) উর্ব্বশীজাত পুত্র আপনাকে প্রণাম করিতেছে ॥ ১১৩ ॥
নার। এই কুমার আয়ুষ্মান্ হউক্ ॥ ১১৪ ॥
রাজা। এই আসন্ গ্রহন করুন্ ॥ ১১৫ ॥ (সকলের উপবেশন)
রাজা। (সবিস্ময়ে) ভগবন্! আগমনের প্রয়োজন কি? ১১৬ ॥
নার। রাজন্! মহেন্দ্র-সন্দেশ শ্রবণ করুন্ ॥ ১১৭ ॥
রাজা। অবহিত হইলাম ॥ ১১৮ ॥
নার। দেবরাজ স্বীয় প্রভাবে জানিয়াছেন, এই নিমিত্ত তিনি আপনাকে আদেশ করিয়াছেন ॥ ১১৯ ॥
রাজা। কি আজ্ঞা করিয়াছেন? ১২০ ॥
নার। ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ বলিয়াছেন যে, সুর ও অসুরগণের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, আপনি তাঁহার সমরসহায়, অতএব আপনার শস্ত্রত্যাগ কর্ত্তব্য নয়, আপনার যত কাল পর্য্যন্ত পরমায়ু, এই উর্ব্বশী ততকাল অবধি আপনার সহধর্ম্মচারিণী হউক্ ॥ ১২১ ॥
উর্ব্ব। আশ্চর্য্য! যেন হৃদয় হইতে শল্য অপনীত হইল ॥ ১২২ ॥
রাজা। সেই পরমেশ্বর আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ১২৩ ॥
নার। ইহা উপযুক্তই হইয়াছে, আমার কার্য্য তিনি করিলেন এবং আপনিও তাঁহার ইষ্টসাধন করিবেন। জানিবেন যে, সূর্য্য ও অগ্নি স্ব স্ব তেজোদ্বারা পরস্পর পরস্পরকে সংবর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। (আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া) রম্ভে! মন্ত্রদ্বারা সম্ভৃত কুমারের অভিষেকসম্ভার আনয়ন কর ॥ ১২৪ ॥

(প্রবিশ্য রম্ভা)

রম্ভা। অঅং সে অহিসেঅসম্ভারো ॥ ১২৫ ॥

নার। উপবেশ্যতাময়মায়ুষ্মান্ ভদ্রপীঠে ॥ ১২৬ ॥

রম্ভা (কুমারং ভদ্রপীঠে উবেশয়তি) ॥ ১২৭ ॥

নার। (কুমারস্য শিরসি কলসমাবর্জ্য) রম্ভে! নির্ব্বর্ত্ততামস্য শেষো বিধিঃ ॥ ১২৮ ॥

রম্ভা (যথোক্তং নির্ব্বর্ত্ত্য) বচ্ছা পণম ভঅবদং পিদরো অ ॥ ১২৯ ॥

(কুমারঃ সর্ব্বান্ প্রণমতি)

নার। স্বস্তি ভবতে ॥ ১৩০ ॥

রাজা। বংশবর্দ্ধনো ভব ॥ ১৩১ ॥

উর্ব্ব। পিদুণো দেব অণ্ণাণি হোন্তু ॥ ১৩২ ॥

(নেপথ্যে বৈতালিকদ্বয়ম্)

প্রথ। বিজয়তাং বিজয়তাং যুবরাজঃ। অমরমুনিরিবাত্রিপিতুরমুরূপস্ত্বং গুণৈলোককান্তৈরতিশয়িনি সমাপ্তা বংশ এবাশিষস্তে ॥ ১৩৩ ॥

দ্বিতী। তব পিতরি পুরস্তাদ্বদ্ধভাবা স্থিতেয়ং, স্থিতিমতি চ বিভক্তা ত্বয্যনাকল্পধৈর্য্যে।
অধিকতরমিদানীং রাজতে রাজলক্ষ্মীর্হিমবতি জলধৌ চ প্রাপ্তভোয়েব গঙ্গা ॥ ১৩৪ ॥

রম্ভা। দিট্ঠিআ সহীপুত্ত আয়ুঅরাঅসরী পেক্খিসভত্তুণো বিরহেণ বট্টদি ॥ ১৩৫ ॥

উর্ব্ব। সাহারণো জ্জেব ণো অব্ভুদঅো। (কুমারং হস্তেন গৃহীত্বা) জাদ! জেট্ঠমাদরং বন্দেহি ॥১৩৬॥

(রম্ভার প্রবেশ)

রম্ভা। এই অভিষেক-সম্ভার। (এই বলিয়া তাহা প্রদান করিলেন ॥ ১২৫ ॥

নার। এই আয়ুষ্মান্ কুমারকে ভদ্রপীঠে উপবেশিত কর ॥ ১২৬ ॥

রম্ভা। (তাহাকে ভদ্রপীঠে বসাইলেন) ॥১২৭ ॥

নার। (কুমারের মস্তকে কলসস্থিত বারি ঢালিয়া দিয়া) রম্ভে! ইহার শেষবিধান নির্ব্বাহ কর ॥ ১২৮ ॥

রম্ভা। (যথোক্তরূপে নির্ব্বাহ করিয়া) বৎস! ভগবান্ দেবর্ষিকে এবং পিতা-মাতাকে প্রণাম কর। ১২৯ ॥

(কুমার সকলকে প্রণাম করিলেন)

নার। তোমার কল্যাণ হউক ॥ ১৩০ ॥

রাজা। বংশপরিবর্দ্ধক হও ॥ ১৩১ ॥

উর্ব্ব। তোমার পিতার ব্যক্য সফল হউক্ ॥ ১৩২ ॥

(নেপথ্যে বৈতালিকদ্বয়ের প্রবেশ)

প্রথ। যুবরাজ! জয়যুক্ত হউন্। সৃষ্টিকর্ত্তা দেবর্ষি অত্রির ন্যায়, অত্রির চন্দ্রের ন্যায়, চন্দ্রের বুধের ন্যায়, মহারাজ পুরূরবার ন্যায়, লোকরঞ্জক গুণসমূহ দ্বারা আপনি আপনার পিতার অনুরূপ পুত্র; এই আপনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বংশের আশীর্ব্বাদ পর্য্যাপ্ত হইল ॥ ১৩৩ ॥

দ্বিতী। পূর্ব্বে এই রাজলক্ষ্মী আপনার পিতার প্রতি অনুরক্তা হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, এক্ষণে আপনি যুবরাজ হইলে মর্য্যাদাবিশিষ্ট ও কল্পনা-শক্তি দ্বারা পরিমাণ করিতে অশক্যবীর্য্যশালী আপনাতে বিভক্তা হইয়া হিমালয় ও জাহ্নবীতে প্রাপ্তসলিলা গঙ্গার ন্যায় অধিকতর শোভা পাইতেছেন ॥ ১৩৪ ॥

রম্ভা। ভাগ্যবশে প্রিয়সখী পুত্রের রাজ্যলক্ষ্মী দর্শন করিয়া ভর্ত্তার বিরহজন্য দুঃখ আর অনুভব করিবেন না ॥ ১৩৫ ॥

উর্ব্ব। আমাদের অভ্যুদয় উভয়েরই সমান। (কুমারের হস্ত ধরিয়া) বৎস! জ্যেষ্ঠমাতাকে প্রণাম কর ॥ ১৩৬ ॥

রাজা। তিষ্ঠ, সমমেব তত্রভবত্যাঃ সমীপং যাস্যামস্তাবৎ ॥ ১৩৭ ॥
নার। আয়ুষো যৌবরাজ্যশ্রীঃ স্মারয়ত্যাত্মজস্য তে। অভিযুক্তং মহাসেনং সৈন্যাপত্যে মরুত্বতা ॥ ১৩৮ ॥
রাজা। অনুগৃহীতোঽস্মি মঘবতা ॥ ১৩৯ ॥
নার। ভো রাজন্! কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়ং করোতু পাকশাসনঃ? ১৪০ ॥
রাজা। অতঃপরমপি প্রিয়মস্তি? যদি ভগবান্ পাকশাসনঃ প্রসাদং করোতু, ততঃ ॥ ১৪১ ॥

(ভরত-বাক্যম্)

পরস্পরবিরোধিন্যোরেকসংশ্রয়দুর্লভম্। সঙ্গতং শ্রীসরস্বত্যোর্ভূয়াদ্‌দ্‌ভূতয়ে সতাম্॥
অপ চ—সর্ব্বস্তরতু দুর্গাণি সর্ব্বো ভদ্রাণি পশ্যতু। সর্ব্বঃ কমানবাপ্নোতু সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র নন্দতু ॥ ১৪২ ॥

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি মহাকবিকালিদাসকৃতে বিক্রমোর্ব্বশীনামনাটকে পঞ্চমোঽঙ্কঃ ॥

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ

রাজা। থাক্, এককালে উভয়েই ভগবতীর নিকটে যাইব ॥ ১৩৭ ॥
নার। আপনার আত্মজ আয়ুর যৌবরাজ্যলক্ষ্মী দর্শন করিয়া দেবরাজ যে কার্ত্তিকেয়কে সৈন্যাপত্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের মনে হইতেছে ॥ ১৩৮ ॥
রাজা। দেবরাজ কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইলাম ॥ ১৩৯ ॥
নার। রাজন্! দেবরাজ আপনার আর কি প্রিয়কার্য্য করিবেন? ১৪০ ॥
রাজা। অতঃপর আর প্রিয়কার্য্য যদি থাকে, তবে ভগবান্ পাকশাসন (ইন্দ্র) আমাকে তাহা প্রসাদ বিতরণ করুন্ ॥ ১৪১ ॥
(ভরতবাক্য) সজ্জনগণের মঙ্গলের নিমিত্ত এক আশ্রয়ে দুর্ল্লভা ও পরস্পর-বিরোধিনী লক্ষ্মী ও সরস্বতীর একত্র সম্মিলন সংঘটিত হউক্, আর'ও সকলে সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হউন্, সকলেই মঙ্গল দর্শন করুন্, সকলেরই মনস্কামনা পূর্ণ হউক এবং সকলে সকল স্থলেই আনন্দ লাভ করুন্ ॥ ১৪২ ॥

[সকলেই নিষ্ক্রান্ত হইলেন।